বিশ্বকোষ

ENCYCLOPÆDIA INDICA

ইহাতে ব্যুৎপত্তি সমেত সমস্ত বৈদিক ও সংস্কৃত শব্দ, প্রাচীন ও আধুনিক ধর্ম্মসম্প্রদায় এবং তাহাদের মত ও বিশ্বাস, আর্য্য ও অনার্য্য জাতির বিবরণ, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের বিবরণ, প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের জীবনী, বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্র, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ছন্দোবিদ্যা, নৃতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব, জ্যোতিষতত্ত্ব, বিজ্ঞানতত্ত্ব, রসায়নতত্ত্ব, গণিততত্ত্ব, চিকিৎসাতত্ত্ব, শিল্পতত্ত্ব, কৃষিতত্ত্ব এবং ইন্দ্রজাল, পাকবিদ্যা প্রভৃতির সারসংগ্রহ অকারাদি বর্ণানুক্রমে বর্ণিত আছে।

বিংশতি ভাগ

বঙ্গের প্রখ্যাতনামা সাহিত্যিকবৃন্দের সহযোগিতায়
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

বি আর পাবলিসিং কর্পোরেশন
দিল্লী ১১০০০৭

প্রথম প্রকাশন ১৮৮৬-১৯১১
পুনর্মুদ্রণ ১৯৮৮

পুনর্মুদ্রণ দ্বারা : বি. আর. পাবলিশিং কর্পোরেশন
বিভাগ ডি. কে. পাবলিসার্স ডিস্ট্রিবিউটরস প্রাইভেট লিমিটেড
রেজিষ্টার্ড অফিস ২৯/৯, শক্তি নগর, নাগিয়া পার্ক, দিল্লী-১১০০০৭
প্রিন্টেড দ্বারা ডি. কে. ফাইন আর্ট প্রেস, দিল্লী
প্রিন্টেড: ভারত

বিশ্বকোষ

বিংশ ভাগ

বৌদ্ধশাস্ত্র

বৌদ্ধশাস্ত্র, যে সকল প্রাচীন গ্রন্থ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিষয় জানা যায়, তাহাকে বৌদ্ধশাস্ত্র বলা যায়।

বৌদ্ধশাস্ত্রসমূহের মধ্যে ত্রিপিটক (পালি তিপিটক) সর্ব্ব প্রাচীন ও সর্ব্বপ্রধান। বিনয়, সূত্র (= পালি সুত্ত) এবং অভি-ধর্ম্ম (= অভিধম্ম) এই তিনটীই পিটকত্রয়। [ত্রিপিটক দেখ।]

এই ত্রিপিটক পালিভাষায় রচিত। তিন প্রকার পিটকের মধ্যে বিনয়-পিটকই সর্ব্বপ্রাচীন। ভগবান্ বুদ্ধ প্রাতিমোক্ষ বা ভিক্ষুগণের দণ্ডবিধি সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাহা এই বিনয়পিটকে বর্ণিত এবং ধর্ম্মসাহিত্যের সর্ব্বপ্রথম সূত্রপাত এই বিনয়পিটকে। প্রাতিমোক্ষের টীকা 'বিভঙ্গ' এই পিটকের অন্তর্গত। মহাবগ্‌গ, চুল্লবগ্‌গ, সুত্তবিভঙ্গ,

বিনয়-পিটক

ও পরিবার, সাধারণতঃ বিনয়পিটক নামে পরিচিত। খৃষ্টপূর্ব্ব ৩৮৩ অব্দের পূর্ব্বে বৈশালীর সঙ্গীতিতে ঐ সকল ধর্ম্মগ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছিল। রাজগৃহের সঙ্গীতিতে বিনয়-পিটকের পরিশিষ্টাংশ লিপিবদ্ধ হয়। মহাসাঙ্ঘিকাদি বিভিন্ন বৌদ্ধসম্প্রদায়ের পরস্পর বিবাদে 'অভিধর্ম্ম' গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছিল। তৎপরে পাটলিপুত্রের মহাসঙ্গীতিতে 'কথাবত্থু' (কথাবস্তু) রচিত হইল।

বিনয় অপেক্ষা 'সুত্তপিটক' অনেক বড়, ইহাতে অন্যবিস্তর বহু অবান্তর কথাও স্থান পাইয়াছে। সুত্তপিটক পাঁচ ভাগে

সুত্তপিটক

বিভক্ত, তাহা 'পঞ্চনিকায়' নামে প্রসিদ্ধ। এই পঞ্চ নিকায়ও অতি প্রাচীন, চুল্লবগ্‌গে ইহার উল্লেখ আছে। এই পঞ্চ নিকায়ের নাম ১ দীঘনিকায়, ২ মজ্ঝিম-নিকায়, ৩ সংযুত্তনিকায়, ৪র্থ অঙ্গুত্তরনিকায় (এই চারিখানি 'আগম' নামে খ্যাত) এবং ৫ খুদ্দনিকায়। খুদ্দক পাঠ ধম্মপদ, উদান, ইতিবুত্তক, সুত্তনিপাত, বিমানবত্থু, পেত-বত্থু, থেরগাথা, থেরিগাথা, জাতক, নিদ্দেস বা মহানিদ্দেস, পটিসম্ভিদা-মগ্‌গ, অপদান, বুদ্ধবংশ, ও চরিয়া-পিটক এই সকল গ্রন্থ সূত্রপিটকের খুদ্দনিকায়ের অন্তর্গত। প্রথম ধর্ম্ম-সঙ্গীতিতে বুদ্ধশিষ্য আনন্দ এই পঞ্চনিকায় পাঠ করিয়া-ছিলেন। তবে খুদ্দনিকায়ের অন্তর্গত কোন কোন গ্রন্থ পরবর্ত্তীকালে রচিত হইয়াছে। এতন্মধ্যে কতকগুলি জাতক পরবর্ত্তী রচনা হইলেও কোন কোন জাতক অতি প্রাচীন, এমন কি বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তির পূর্ব্বেও কোন কোন জাতক প্রচলিত ছিল। ভরহুত ও সাঞ্চিস্তূপ হইতে আমরা জানিতে পারি যে সম্রাট্ অশোকের সময়ে জাতকগুলি ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া পরিচিত ছিল। প্রথম চারি নিকায় বা আগম চতুষ্টয় এবং খুদ্দনিকায় যে সময়েই রচিত হউক, ঐ সকল পালি সূত্র গ্রন্থগুলি যে খৃষ্ট-জন্মের তিনশত বর্ষ পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। [প্রিয়দর্শী দেখ।]

চুল্লবগ্‌গে 'অভিধম্ম' পিটকের উল্লেখ না থাকায় উহা যে বৈশালীর ধর্ম্মসঙ্গীতির পরে রচিত হইয়াছে, ইহাই অনেকের ধারণা। উত্তর দেশীয় বৌদ্ধদিগের গ্রন্থে অভিধর্ম্মের একটী পর্য্যায় 'মাতৃকা'। পাশ্চাত্য বৌদ্ধশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণের মতে বৈশালী ও পাটলিপুত্রের ধর্ম্মসঙ্গীতির মধ্যবর্ত্তীকালে 'অভিধর্ম্ম'-সাহিত্যের পুষ্টি হইয়াছিল। স্থবিরবাদসম্ভূত মহীশাসক ও মহাসর্ব্বাস্তিবাদিগণের বিনয়গ্রন্থে মতভেদ বা সেরূপ পাঠান্তর লক্ষিত না হইলেও মহাসাঙ্ঘিকেরা বিনয় ও পঞ্চ নিকায়ের নাম ও পাঠ পরিবর্ত্তন করিয়া ছিলেন। যথা—বিনয়পিটকের অন্তর্গত—বিনয়বস্তু, প্রাতিমোক্ষসূত্র, বিনয়বিভঙ্গ, বিনয়ক্ষুদ্রক

ও বিনয়োত্তর গ্রন্থ। উত্তরদেশীয় লোকোত্তরবাদিগণ মহাবস্তুকেও বিনয়পিটকের মূলগ্রন্থ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু তাহা প্রকৃত বলিয়া মনে হয় না। চীনদেশীয় পূর্ব্বতন আচার্য্যগণের মতে মহাসাঙ্ঘিকদিগের মহাবস্তু গ্রন্থেই ধর্ম্মগুপ্ত-সম্প্রদায়ের 'অভিনিষ্ক্রমণসূত্র' এবং সর্ব্বাস্তিবাদিগণের 'ললিতবিস্তর' বিবৃত হইয়াছে।

চীনপরিব্রাজক হিউএন্ সিয়াংএর বর্ণনায় জানা যায়, মহাসাঙ্ঘিকদিগের প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থগুলি সূত্র, বিনয়, অভিধর্ম্ম, সংযুক্ত ও ধারণী বা বিদ্যাধরপিটক নামক পাঁচ ভাগে বিভক্ত। অবদান গুলিতে সূত্রপিটকের স্মৃতি বিরাজমান। চীনদেশে সূত্রপিটকের যে সকল অনুবাদ রহিয়াছে, তৎসমুদায়ই আগম, দীর্ঘ, মধ্যম, একোত্তরিক ও সংযুক্তাগম নামে পরিচিত। তারনাথ-বর্ণিত ক্ষুদ্রাগম গ্রন্থখানি খুদ্দনিকায় গ্রন্থের অংশবিশেষ কি না তাহা স্থির বলা যায় না। উপরি কথিত চীন দেশীয় অনূদিত সূত্রনিচয়ে এবং তিব্বতদেশীয় সূত্রের অনুবাদসমূহে প্রাচীন মূল সূত্রগুলির পূর্ণ অনুবাদ পাওয়া যায় না। মহাপরিনির্ব্বাণসূত্র ও অন্যান্য কতকগুলি প্রাচীন সূত্র "বৈপুল্যসূত্র" আকারে বৌদ্ধসমাজে বিদিত আছে এবং তাহাই বর্ত্তমানে মহাযান মতের ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া সাধারণে প্রচলিত রহিয়াছে।

শাক্যবুদ্ধের সুপরিচিত শিষ্য কাত্যায়ন (কাত্যায়নীপুত্র) কৃত জ্ঞান-প্রস্থান (পালি পট্ঠান), শারিপুত্র বিরচিত ধর্ম্মস্কন্ধ, পূর্ণ (বসুমিত্র) কৃত ধাতুকায়, মৌদ্গল্যায়ন কৃত প্রজ্ঞপ্তি-শাস্ত্র (মতান্তরে গোষ্টবিরচিত অমৃতশাস্ত্র), দেবক্ষেম (দেবশর্ম্মন্) কথিত বিজ্ঞানকায়, শারিপুত্র (কৌষ্ঠিল) কৃত সঙ্গীতি-পর্য্যায় এবং বসুমিত্রকৃত প্রকরণপাদ নামক সাতখানি গ্রন্থ অভিধর্ম্মবিষয়ক। চীনদেশীয় অনুবাদে উহা রক্ষিত আছে। পালি ভাষায় লিখিত বিভঙ্গ, কথাবত্থু ও যমকগ্রন্থত্রয় শেষোক্ত তিনখানি অভিধর্ম্মের উপসংহার বলিয়া গ্রহণ করিলেও করা যায়। বসুবন্ধুবিরচিত অভিধর্ম্মকোষ খানি ধর্ম্মশাস্ত্রবিষয়ক নহে।

বৌদ্ধদিগের ত্রিপিটক একখানি সুপরিচিত শাস্ত্র। মহাযান মতের বৈপুল্য-সূত্রেও উক্ত গ্রন্থবর্ণিত তত্ত্বনিচয়ের যথেষ্ট আভাস পাওয়া যায়। ভাষার বিন্যাস আলোচনা করিলে বৈপুল্য-সূত্রকে একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে, কিন্তু ভাবসাদৃশ্য অনুসরণ করিলে উহাকে আদৌ পৃথক বলিয়া গণনা করা যায়না। ইহাতে সংস্কৃত গদ্য এবং সংস্কৃত ও প্রাকৃত মিশ্রিত গাথা প্রচলিত আছে। প্রাকৃত ভাষা অপ্রচলিত হইলে এবং সংস্কৃতভাষার প্রসার বৃদ্ধি ঘটিলে সম্ভবতঃ প্রাকৃত অংশগুলি সংস্কৃতে অনূদিত হইয়া এইরূপে গ্রন্থ মধ্যে স্থান পাইয়াছে। প্রত্নতত্ত্ববিদেরা অনুমান করেন, মহারাজ কনিষ্ক কর্ত্তৃক মহাবোধিসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে বা পরেই উপরি-উক্ত বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থে সংস্কৃত ভাষা প্রবেশ লাভ করিয়াছে। ললিতবিস্তর গ্রন্থেও ঐরূপ ভাষা এবং পালিভাষায় লিখিত ধর্ম্মশাস্ত্রের অবিকল বাক্যবিন্যাস দৃষ্ট হয়। চীনদেশীয় গ্রন্থকারদিগের মতে ললিতবিস্তর গ্রন্থ একখানি মহাযানসূত্র ও সর্ব্বাস্তিবাদী শাখাসম্মত। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মহাযানীরা স্বসম্প্রদায়ের মতাপোষক এরূপ অনেক হীনযান-সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ নিজস্ব বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

১৪০-১৭০ খৃষ্টাব্দ মধ্যে মহাযানসূত্র সুখাবতীব্যূহ বা অমিতায়ুঃ-সূত্র চীনভাষায় অনূদিত হয়। ঐ সময়ে অথবা কনিষ্কের রাজ্যকালে মহাযানমত-প্রতিষ্ঠাতা নাগার্জ্জুনের জন্ম যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে এই গ্রন্থখানিকে মহাযান-মতের আদিগ্রন্থ বলিয়া গণনা করা যায়।

মহাসাঙ্ঘিকগণ ও মহাযানগণ ধারণীর অধিকারী ছিলেন। এই কারণে ঐ দুইটী সম্প্রদায়কে পরস্পর সংশ্লিষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হয়। চীনপরিব্রাজকগণ যখন ভারতে আইসেন, তখন ঐ দুইটী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষভাবে সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল।

ধারণী শাস্ত্র হইতেই বৌদ্ধতন্ত্রের বিস্তৃতি হয়, ইহা হইতেও বেশ বুঝা যায় যে, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রকৃত প্রভাব অপনোদিত হইলে বৌদ্ধ তান্ত্রিক দলেরই প্রসার বৃদ্ধি হইয়াছিল। এই সময়েও উত্তর ও দক্ষিণভারতের বৌদ্ধদিগের মধ্যে ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ ত্রিপিটক ভিন্ন আরও কয়টী অঙ্গে বিভক্ত হইয়াছিল। দক্ষিণভারতের পালিশাস্ত্রানুসারী বৌদ্ধদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত নয়টী অঙ্গ দেখা যায়। যথা—১ সুত্ত, ২ গেয্য, ৩ বেয্যাকরণ, ৪ গাথা, ৫ উদান, ৬ ইতিবুত্তক, ৭ জাতক, ৮ অব্ভুতধম্ম ও ৯ বেদল্ল। উত্তরভারতীয় বৌদ্ধদিগের মধ্যে ঐ নয়টী ব্যতীত আরও ৩টী অধিক অঙ্গ লিখিত আছে। যথা—১ সূত্র, ২ গেয়, ৩ ব্যাকরণ, ৪ গাথা, ৫ উদান, ৬ নিদান, ৭ অবদান, ৮ ইত্যুক্ত (ভ্রমবশতঃ কেহ কেহ ইহাকে ইতিবৃত্তক বলেন, বাস্তবিক ইহা ইতিবৃত্তক নহে, ইহা বুদ্ধপ্রোক্ত নীতিনিচয়), ৯ জাতক, ১০ বৈপুল্য, ১১ অদ্ভুতধর্ম্ম ও ১২ উপদেশ। এই ধর্ম্মশাস্ত্রীয় যুগের পর, অর্থাৎ উপরিউক্ত ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহের পরিশিষ্টাকারে আরও কতকগুলি প্রবাদমূলক, ইতিহাসাখ্যায়িকামূলক ও অন্যান্য ধর্ম্মকথাপ্রতিপাদক কতকগুলি ধর্ম্মশাস্ত্র কাব্যাকারে রচিত হইয়াছিল। এই শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যে অত্থকথা, অনাগতবংশ, সদ্ধর্ম্মসংগ্রহ, মহাবোধিবংশ, রসবাহিনী, দাঠাবংশ, ছকেশধাতুবংশ, কম্মবংশ, দীপবংশ, মহাবংশ, সাসনবংশ, থূপবংশ, পজ্জমধু, সদ্ধর্ম্মোপায়ন, কথাবত্থু, থেরীগাথা, দিব্যাবদান, ভদ্রকল্পাবদান, অবদানশতক, অবদান-

অবনতা, অলংকমালা, [illegible] বিস্তার, শিলালেখ ও অশ্বঘোষ কৃত বুদ্ধচরিত বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

বৌষট্ (অব্য) [illegible] বহ্নিতে [illegible] বষট্ [illegible] অর্থাৎ মৃতের স্বজাদি [illegible] আহুতি দিতে হয়। [illegible] (অমর) এই শব্দটি [illegible] দেবতাদিগের উদ্দেশে [illegible] আহুতি দিতে হয়।

[illegible] (পুং) [illegible] পুত্রভেদ। (হরিবংশ)

[illegible]ক (পুং) [illegible] মন্ত্র, [illegible] [illegible] (বিকা°)

[illegible] (পুং) ১ [illegible]। (ত্রি) ২ অঙ্গহীন, ছিন্নবাহু।

[illegible]

[illegible] (শব্দ [illegible] সারণ)

ব্যংসক (পুং) [illegible]। ধূর্ত। (হেম)

ব্যংসন (ক্লী) প্রতারণা, [illegible]।

ব্যংসনীয় (ত্রি) প্রতারণার যোগ্য।

ব্যংসায়িতব্য (ত্রি) [illegible] যাকে [illegible] যায়।

ব্যংসিত (ত্রি) [illegible]। প্রতারিত। পরাজিত।

ব্যক্ত (ত্রি) [illegible] ১ [illegible] (অমর)

২ স্ফুট, স্পষ্ট। [illegible]

"[illegible]

[illegible] সচেতসান্।"

(সাহিত্যদর্পণ ৩।১)

৩ প্রকট। ৪ স্থূল। ৫ [illegible]। ৬ দৃষ্ট। ৭ অনুমান।

৮ প্রকাশিত। ৯ [illegible]। ১০ [illegible]

(পুং) ১১ বিষ্ণু। (বিষ্ণুর সহস্রনাম)

"[illegible]" (সাংখ্যকারিকা)

[illegible] নাম ব্যক্ত। প্রধান, [illegible], [illegible] এই চতুর্বিংশতি [illegible] ব্যক্ত [illegible] ব্যক্ত [illegible]

ব্যক্তগণিত (ক্লী) অঙ্কশাস্ত্র।

ব্যক্তগন্ধা (স্ত্রী) ১ [illegible] ২ [illegible]। (রাজনি°) ৩ [illegible]। [illegible] (বৈদ্যকনি°)

ব্যক্ততা (স্ত্রী) ব্যক্ত ভাবঃ তল্-টাপ্। ব্যক্তের ভাব বা ধর্ম।

ব্যক্তত্বারক (ত্রি) পূর্ণপ্রকাশমান তারকাবিশিষ্ট।

ব্যক্তদৃষ্টার্থ (পুং) ব্যক্তঃ [illegible] দৃষ্টোঽর্থো যেন সাক্ষী। [illegible] -প্রত্যক্ষ, প্রত্যক্ষদর্শী, স্বচক্ষে দর্শনকারী।

ব্যক্তভুজ (ত্রি) কাল, সময়।

ব্যক্তময় (ত্রি) [illegible] বাক্যবিশিষ্ট।

ব্যক্তরসতা (স্ত্রী) স্বাদগ্রহণের তীক্ষ্ণতা। পরিষ্কার ভাবে [illegible] শক্তি।

ব্যক্তরাশি (পুং) অঙ্কশাস্ত্রে গণিত রাশি।

ব্যক্তরূপ (পুং) [illegible]। ১ বিষ্ণু। (বিষ্ণুর সহস্রনাম) ২ [illegible]

ব্যক্তলক্ষণ (ত্রি) [illegible] যায় [illegible] আকারবিশিষ্ট।

ব্যক্তলক্ষ্মন্ (ত্রি) [illegible] চিহ্নযুক্ত। [illegible] [illegible]

ব্যক্তবিক্রম (ত্রি) যে বীরত্ব দেখায়।

ব্যক্তি (স্ত্রী) [illegible] [illegible]। ১ [illegible]। (অমর) ২ স্পষ্টতা।

"[illegible]

[illegible] ।" (মনু ১।১০)

৩ ভূতবীজ।

"অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।" (গীতা ৮।১৮)

'ব্যক্তয়শ্চরাচরাণি ভূতানি' (স্বামী)

৪ [illegible] ৫ লোক, জন। ৬ জীব। ৭ [illegible]। ৮ [illegible], বস্তু, পদার্থ। ৯ [illegible]।

ব্যক্তিগ্রাহিতা (স্ত্রী) যে বুদ্ধিদ্বারা [illegible] একটী বস্তুর সত্তা উপলব্ধি হয়।

ব্যক্তীকৃত (ত্রি) ১ প্রকাশিত, প্রকটিত। ২ উদ্ঘাটিত, [illegible]।

ব্যক্তীভাব (পুং) প্রকাশীভাব, যাহা পূর্বে ব্যক্ত ছিল না, [illegible] ব্যক্ত হইয়াছে [illegible] ব্যক্তীভাব কহে।

ব্যক্তেতর (ত্রি) [illegible], [illegible]। যাহা সাধারণতঃ পরি[illegible]

ব্যক্তোদিত (ত্রি) [illegible] ভাবে [illegible]।

ব্যগ্র (ত্রি) [illegible]

ব্যগ্র (ত্রি) বিরুদ্ধ অগ্র [illegible] ১ ব্যাসক্ত, [illegible]। ২ [illegible]। ৩ [illegible]। ৪ এত, চাকত, ভীত। ৫ [illegible], [illegible]। ৬ আগ্রহী। ৭ [illegible]। ৮ [illegible] (ভাগবত [illegible] স্বামী)

(পুং) ৯ বিষ্ণু। (বিষ্ণুর সহস্রনাম)

ব্যগ্রতা (স্ত্রী) ব্যগ্রস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। ব্যগ্রের ভাব বা ধর্ম, [illegible], ব্যগ্রত্ব।

ব্যগ্রমানস্ (ত্রি) চিন্তাবিহ্বল মানস।

ব্যঙ্কুশ (ত্রি) বিগতঃ অঙ্কুশো যস্মাৎ। নিরঙ্কুশ।

(ভাগবত [illegible] স্বামী)

ব্যঙ্গ (পুং) বিকৃতানি অঙ্গানি যস্য। ১ ভেক। (মেদিনী) বিকৃতানি অঙ্গানি যস্মাৎ। ২ মুখরোগবিশেষ, মুখের কালদাগ। ইহার লক্ষণ—

"ক্রোধায়াসপ্রকুপিতো বায়ুঃ পিত্তেন সংযুতঃ।
মুখমাগত্য সহসা মণ্ডলং প্রসৃজত্যতঃ।
নীরুজং তনুকং শ্যাবং মুখব্যঙ্গতমাদিশেৎ॥"

(ভাবপ্র° ক্ষুদ্ররোগাধি°)

ক্রোধ ও পরিশ্রম দ্বারা বায়ুকুপিত ও পিত্তের সহিত মিলিত হইয়া মুখদেশকে আশ্রয় করিয়া বেদনাবিহীন অথচ শ্যাববর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা উৎপাদন করিলে তাহাকে ব্যঙ্গরোগ কহে।

চিকিৎসা—শিরাবেধ, প্রলেপ এবং অভ্যঙ্গদ্বারা ইহার চিকিৎসা করা বিধেয়। বটের কুড়ি ও মসুর একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে উহা প্রশমিত হয়। মধুর সহিত মঞ্জিষ্ঠা পেষণ করিয়া প্রলেপ বা শশকের রক্ত লেপন, ও বরুণ-বৃক্ষের ছাল ছাগমূত্রদ্বারা পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে এইরোগ প্রশমিত হয়। জাতীফল পেষণ করিয়া, আকন্দের আটা ও হরিদ্রা একত্র মর্দন করিয়া এবং দুগ্ধদ্বারা পিষ্ট মসুর ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া মুখে প্রলেপ দিলে ৭ দিনের মধ্যে ইহা আরোগ্য হইয়া পদ্মের ন্যায় মুখের কান্তি হয়। বটের কচি পাতা, মালতী, রক্তচন্দন, কুড়, কালীয়াকড়া ও লোধ এই সকল পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে ব্যঙ্গ ও নীলিকা রোগে বিশেষ উপকার হয়। ইহা ভিন্ন কুঙ্কুমাদ্যতৈলও এই রোগে বিশেষ উপকারী। (ভাবপ্র° ক্ষুদ্ররোগাধি°)

৩ বিকলাঙ্গ, অঙ্গহীন। ৪ উপহাস, বিদ্রূপ। যে বাক্য দ্বারা বিদ্রূপাত্মক নিগূঢ়ভাব প্রকাশ করে।

ব্যঙ্গক (পুং) পর্ব্বত।

ব্যঙ্গত্ব (ক্লী) খঞ্জতা, অঙ্গহীনতা।

ব্যঙ্গার্থ (পুং) শব্দের বিদ্রূপাত্মক তাৎপর্য্যার্থ। [ব্যঙ্গ্য দেখ।]

ব্যঙ্গার (ত্রি) অঙ্গার বা অগ্নিবর্জ্জিত। ভারত ভীষ্মপর্ব্বে ও মার্কণ্ডেয় পুরাণে ৪১।৬ শ্লোকে 'ব্যঙ্গারে' শব্দ "অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে" অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

ব্যঙ্গিত (ত্রি) বিকলীকৃত।

ব্যঙ্গিন্ (ত্রি) ১ ব্যঙ্গরোগবিশিষ্ট।

ব্যঙ্গীকৃত (ত্রি) ছিন্নকৃত, কর্ত্তিত। "ব্যঙ্গীকৃতা রথদ্বিপাঃ। ভারত

ব্যঙ্গুল (ত্রি) অঙ্গুলের বিস্তৃতির পরিমাণের ষষ্টিতম অংশ-বিশেষ। যেমন পঞ্চাঙ্গুল-দশব্যঙ্গুল-পরিমিত-ছায়া বলিলে দশ-ব্যঙ্গুলাধিক পঞ্চাঙ্গুল ছায়া বুঝায়। (ত্রি) ২ বিকৃতাঙ্গুল, যাহার অঙ্গুলি বিকৃত হইয়াছে।

ব্যঙ্গুলি (ত্রি) বিকৃতাঙ্গুলি।

ব্যঙ্গুষ্ঠ (ত্রি) ১ বিকৃতাঙ্গুষ্ঠ। ২ গুল্মভেদ। (হেম)

ব্যঙ্গ্য (ত্রি) বি-অন্জ-ণ্যৎ। ব্যঞ্জনা বৃত্তিদ্বারা বোধ্য অর্থ, তাৎপর্য্যার্থ, নিগূঢ়ভাব। শব্দের শক্তি তিনপ্রকার—বাচ্য, লক্ষ্য ও ব্যঙ্গ্য; ইহার মধ্যে ব্যঞ্জনা-বৃত্তিদ্বারা যে সকল শব্দের অর্থ প্রকাশ পায়, তাহাদিগকে ব্যঙ্গ্য বলে।

"বাচ্যোঽর্থোঽভিধয়া বোধ্যো লক্ষ্যো লক্ষণয়া মতঃ।
ব্যঙ্গ্যো ব্যঞ্জনয়া তাঃ স্যুস্তিস্রঃ শব্দস্য শক্তয়ঃ॥"

(সা° দ° ২ পরি° ১১)

ব্যঙ্গতা (স্ত্রী) ব্যঙ্গস্য ভাবঃ তল্ টাপ্। ব্যঙ্গের ভাব বা ধর্ম্ম।

ব্যচ, ১ ব্যাজ, প্রতারণা। ২ সম্বন্ধ। তুদাদি পরস্মৈ' সক' সেট্। লট্ বিচতি। লিট্ বিব্যাচ। বিবিচতুঃ। লুট্ ব্যচিতা। লৃট্ ব্যচিষ্যতি। লুঙ্ অব্যচীৎ, অব্যাচীৎ। সন্ বিব্যচিষতি। যঙ্ বেবিচ্যতে। যঙ্ লুক্ ব্যাব্যচীতি, ব্যাব্যক্তি। ণিচ্ ব্যাচয়তি, লুঙ্ অবিব্যাচৎ।

ব্যচস্ (ক্লী) ব্যাপ্তি। "সমুদ্রো ন ব্যচস্বধে" (ঋক্ ১।৩০।৩) 'ব্যচো ব্যাপ্তিঃ' (সায়ণ) ২ আদিত্য। "ব্যচচ্ছন্দঃ" (শুক্লযজু' ১৫।৪) 'ব্যচঃ ব্যচতি ব্যাপ্তিকর্ম্মা বিচতি ব্যাপ্নোতি সর্ব্বং জগ-দিতি ব্যচঃ আদিত্যঃ' (মহীধর)

ব্যচস্বৎ (ত্রি) ব্যচস্ অস্ত্যর্থে মতুপ্। ব্যাপ্তিযুক্ত। "ব্যচস্বতী-র্বি প্রথস্বামজুর্য্যা" (ঋক্ ২।৩৫) 'ব্যচস্বতীঃ ব্যাপ্তিমত্যঃ' (সায়ণ)

ব্যচিষ্ঠ (ত্রি) ব্যাপ্ত। "বয়সা বৃহন্তং ব্যচিষ্ঠং" (ঋক্ ২।১০।৪) 'ব্যচিষ্ঠং ব্যাপ্তং' (সায়ণ)

ব্যচ্ছ (ত্রি) গমনশীল। "গোব্যচ্ছমস্তকায়" (শুক্লযজু' ৩০।১৮) 'গোব্যচ্ছং গাঃ প্রতি গমনশীলং' (মহীধর) গোরুর প্রতি গমনশীল।

ব্যজ (পুং) ব্যজত্যনেনেতি বি-অজ (গোচরসঞ্চরেতি। পা ৩।৩।১১৯) ইতি ঘঞ্। নিপাতনাদজে র্ব্যসঞ্চপোরিতি বীভাবো ন ভবতি। ব্যজন।

ব্যজন (ক্লী) ব্যজত্যনেনেতি বি-অজ-ল্যুট্। (বা যৌ। পা ২।৪।৫৭) ইতি পক্ষে বী ভাবো ন ভবতি। তালবৃন্তক, চামর পাখা। ইহার সামান্য গুণ—মূর্চ্ছা, দাহ, তৃষ্ণা, ঘর্ম্ম ও শ্রমনাশক। তালব্যজনগুণ—ত্রিদোষনাশক, ও লঘু। বংশব্যজনগুণ—রুক্ষ উষ্ণ, বায়ুপিত্তকারক। বেত্র,বস্ত্র, ও ময়ূরপুচ্ছব্যজনগুণ—ত্রিদোষ নাশক। চামরব্যজনগুণ তেজস্কর ও মক্ষিকাদি নিবারক। (রাজব°)

ভাবপ্রকাশ মতে ইহার সাধারণ গুণ দাহ, স্বেদ, মূর্চ্ছা ও শ্রান্তিনাশক। তালবৃন্তব্যজন ত্রিদোষনাশক, বংশব্যজন—উষ্ণ এবং রক্তপিত্তপ্রকোপক। চামর, বস্ত্র, ময়ূরপাখা এবং বেত্রজব্যজন ত্রিদোষনাশক, স্নিগ্ধ ও হৃদয়গ্রাহী। ব্যজনের মধ্যে এই ব্যজনই প্রশস্ত। (ভাবপ্র°)

ব্যঞ্জনক (ক্লী) ব্যঞ্জন-স্বার্থে কন্। ব্যঞ্জনশব্দার্থ।

ব্যঞ্জ্য (ত্রি) ব্যঙ্গ্য, ব্যঞ্জনাশক্তিদ্বারা বোধ্য।

ব্যঞ্জক (পুং) ব্যনক্তীতি বি-অঞ্জ ণ্বুল্। হৃদগতভাবাদি প্রকাশক অভিনয়। ইহা আঙ্গিক, সাত্ত্বিক, বাচিক ও আহার্য্যভেদে চারিপ্রকার। "ব্যনক্তীতি ব্যঞ্জকং, আঙ্গিক-সাত্ত্বিক-বাচিকাহার্য্যভেদাৎ ব্যঞ্জকশ্চতুর্বিধঃ' (ভরত)

২ ব্যঞ্জনাপ্রতিপাদক, যেস্থলে ব্যঞ্জনাশক্তিদ্বারা অর্থের প্রতিপাদন করা হয়, তাহাকে ব্যঞ্জক কহে।

"অভিধাদিত্রয়োপাধি বৈশিষ্ট্যাত্ত্রিবিধো মতঃ।

শব্দোঽপি বাচকস্তদ্বল্লক্ষকো ব্যঞ্জকস্তথা ॥" (সাহিত্যদ°২।৩১)

(ত্রি) ৩ প্রকাশক।

"উৎপত্তিব্যঞ্জকঃ পুণ্যঃ কর্ম্মযোগং নিবোধত।" (মনু ২।৬৮)

ব্যঞ্জকত্ব (ক্লী) ব্যঞ্জকস্য ভাবঃ ত্ব। ব্যঞ্জকের ভাব বা ধর্ম্ম।

ব্যঞ্জন (ক্লী) ব্যজ্যতে ম্রক্ষ্যতে অন্নাদি সংযোজ্যতেঽনেনেতি বি-অঞ্জ-ল্যুট্। ১ অন্নোপকরণ, সূপশাকাদি, যাহাদ্বারা অন্ন মাখিয়া ভক্ষণ করা হয়। চলিত তরকারী। পর্য্যায়—তেমন, নিষ্ঠান, তেম। (শব্দরত্না°)

"আনো ভর ব্যঞ্জনং গামশ্বমভ্যঞ্জনম্" (ঋক্ ৮।৭৮।২)

ইহার গুণ—হৃদ্য, বৃষ্য ও পুষ্টিপ্রদ। মৎস্য ও মাংসাদির ব্যঞ্জন যে যে দ্রব্যের সহিত ভোজন করা হয়, সেই সেই দ্রব্যের দোষ ও গুণানুসারে দোষ ও গুণ স্থির করিতে হয়।

"ব্যঞ্জনং শাকমৎস্যাদ্যং হৃদ্যং বৃষ্যঞ্চ পুষ্টিদম্।

দ্রব্যেণ যেন যেনেহ ব্যঞ্জনং মৎস্যমাংসয়োঃ।

তত্ত তত্ত দ্রব্যোচিতদ্ গুণদোষৈ বিভাবয়েৎ ॥" (রাজবল্লভ)

২ চিহ্ন। ৩ ব্যঞ্জনাশক্তি। (সাহিত্যদ° ৩।৫৯) ৪ শ্মশ্রু।

"কুন্তএব পাবত্যক্ং স্নুতং শক্যামাহং স্বয়ম্।

বালম্ প্রাপ্তবয়সমজাতব্যঞ্জনাকৃতিম্ ॥" (ভারত ১।১৫৮।৩৪)

৫ অবয়ব। ৬ দিন। (মেদিনী) ৭ স্ত্রীপুরুষের অশুদ্ধ দেশ, উপস্থ। ৮ অর্দ্ধমাত্রোচ্চার্য্য হল্‌বর্ণ।

"একমাত্রো ভবেদ্ধ্রস্বো দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে।

ত্রিমাত্রস্তু প্লুতো জ্ঞেয়ো ব্যঞ্জনঞ্চার্দ্ধমাত্রকম্ ॥" (ব্যাকরণ)

ককার হইতে হকার পর্য্যন্ত বর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণ। এই সকল বর্ণ অর্দ্ধমাত্র।

ব্যঞ্জনসন্ধি (পুং) ব্যাকরণোক্ত সন্ধিপ্রকরণ বিশেষ।

ব্যঞ্জনসন্নিপাত (পুং) ব্যঞ্জনসঙ্গম, কতকগুলি ব্যঞ্জনবর্ণের একত্র সমাবেশ।

ব্যঞ্জনহারিকা (স্ত্রী) অমঙ্গলকর কুশক্তিবিশেষ। ইহারা বিবাহিতা কন্যার ব্যঞ্জন হরণ করিয়া থাকে। (মার্ক°পু°৫১।১০২-১০৪)

ব্যঞ্জনা (স্ত্রী) বি-অঞ্জ-ণিচ্-যুচ্-টাপ্। শব্দের বৃত্তিবিশেষ। শব্দের তিনটী বৃত্তি—অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা। কাব্যের ব্যঙ্গ্যার্থবোধক শক্তি। যে শক্তিদ্বারা তাৎপর্য্যার্থের বোধ হয়। ইহার লক্ষণ—

"বিরতাস্বভিধাদ্যাসু যয়ার্থো বোধ্যতেঽপরঃ।

সা বৃত্তি র্ব্যঞ্জনা নাম শব্দস্যার্থাদিকস্য চ ॥"

"শব্দবুদ্ধিকর্ম্মণাং বিরম্য ব্যাপারাভাব ইতি নয়েনাভিধা-লক্ষণা তাৎপর্য্যাখ্যাসু তিসৃষু বৃত্তিষু স্বং স্বমর্থং বোধয়িত্বা উপক্ষীণাসু যয়াস্যোঽর্থো বোধ্যতে সা শব্দস্যার্থস্য প্রকৃতিপ্রত্যয়াদেশ্চ বৃত্তি-র্ব্যঞ্জনধ্বননগমনপ্রত্যায়নাদিব্যপদেশবিষয়া ব্যঞ্জনা নাম।"

(সাহিত্যদ° ১ পাঠ)

ব্যড় (পুং) ঋষিভেদ। [ব্যাড়ি দেখ।]

ব্যড়ম্বক (পুং) এরণ্ডবৃক্ষ। (অমর)

ব্যড্ড (পুং) কাশ্মীরস্থ ব্যক্তিবিশেষ। (রাজতর° ৮।১৮৮)

ব্যড্ডমঙ্গল (পুং) কাশ্মীরস্থ ব্যক্তিভেদ। (রাজতর° ৭।১৪৮০)

ব্যতি (পুং) অশ্ব। (ঋক্ ৪।৩৫।১৭)

ব্যতিকর (পুং) বি-অতি-কৃ-অপ্। ১ ব্যসন। ২ ব্যতিষঙ্গ। (মেদিনী) ৩ বিনাশ।

"প্রজোপদ্রবমালক্ষ্য লোকব্যতিকরঞ্চ তম্।

মতঞ্চ বাসুদেবস্য সংজহারার্জ্জুনো দ্বয়ম্ ॥" (ভাগবত ১।৭।৩২)

৪ মিশ্রণ।

"অস্তোকস্তব্যতিকরচারুতিবির্চিত্রৈঃ" (মাঘ ৪।৫৩)

৫ ব্যাপ্তি। ৬ সম্পর্ক, সম্বন্ধ। ৭ পরস্পর কর্ম্মকরণ। ৮ সমূহ। ৯ সম্পর্কযুক্ত।

ব্যতিক্রম (পুং) বি-অতি-ক্রম-ঘঞ্। ক্রমবিপর্য্যয়, যে ক্রম হইতেছিল, তাহার ভিন্নতা, বৈপরীত্য।

"সর্ব্বত্র প্রাঙ্মুখো দাতা গৃহীতা চ উদঙ্মুখঃ।

এব এব বিধির্দানে বিবাহে তু ব্যতিক্রমঃ ॥" (উদ্বাহতত্ত্ব)

উল্লঙ্ঘন, উল্টান, বিপরীতকরণ।

ব্যতিক্রমণ (ক্লী) বি-অতি-ক্রম-ল্যুট্। ব্যতিক্রম, ক্রমবিপর্য্যয়করণ।

ব্যতিক্রান্ত (ত্রি) বি-অতি-ক্রম-ক্ত। বিপর্য্যয়প্রাপ্ত।

ব্যতিক্রান্তি (স্ত্রী) বি-অতি-ক্রম-ক্তিন্। ব্যতিক্রম, বৈপরীত্য।

ব্যতিগত (ত্রি) প্রস্থিত। যাহা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে।

ব্যতিচার (পুং) ১ দোষ। ২ পাপাচরণ।

ব্যতিচুম্বিত (ত্রি) অতি সন্নিকটে স্পর্শন।

ব্যতিপাত (পুং) বি-অতি-পত-ঘঞ্। ১ মহোৎপাত। ২ অপমান। ৩ যোগভেদ। [ব্যতীপাত শব্দ দেখ।]

ব্যতিভেদ (পুং) বি-অতি-ভিদ-ঘঞ্। অতিক্রম করিয়া ভেদ, এক একটী করিয়া ভেদ।

"উৎপলপত্রশতব্যতিভেদবল্লাঘবায় সংলক্ষ্যতে"

(সাহিত্যদর্পণ ৩।২৫৩ কাং)

ব্যতিমর্শ (পুং) বিহারবিশেষ। বৈদিক যজ্ঞাদিতে বামদেব্য স্তোত্রের ১ম বা দ্বিতীয় মন্ত্রের কতকগুলি পাদ বা মন্ত্রের একটীর পর একটী পরস্পরে একযোগে উচ্চারণরূপ প্রয়োগ।

ব্যতিমর্শন (অব্য) গত, অতিক্রান্ত।

ব্যতিমিশ্র (ত্রি) পরস্পর অনেক মিশ্র চিহ্নযুক্ত। (বৃহৎস ৬৭।৩)

ব্যতিমূঢ় (ত্রি) অত্যন্ত বিমূঢ় বা চিন্তাবিজড়িত।

ব্যতিমোহ (পুং) অতিশয় মুগ্ধ।

ব্যতিযাত (ত্রি) অতিক্রম করিয়া গত।

ব্যতিরিক্ত (ত্রি) বি-অতি-রিচ্-ক্ত। ১ ব্যতিরেকবিশিষ্ট, বিভিন্ন। ২ অতিরিক্ত। ৩ বর্জ্জিত। ৪ পৃথক্‌কৃত।

ব্যতিরিক্ততা (স্ত্রী) ব্যতিরিক্তস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। ব্যতিরিক্তের ভাব বা ধর্ম্ম, বিভিন্নতা।

ব্যতিরেক (পুং) বি-অতি রিচ্-ঘঞ্। ১ বিনা। ২ অভাব।

"ন পাতব্যতিরেকেণ মুগ্ধানামপরা গতিঃ।"

(কথাসরিৎসা° ৩১।১৬৬)

৩ প্রভেদ, বিভিন্নতা। ৪ যুক্তি। ৫ অতিক্রম। ৬ অর্থালঙ্কারবিশেষ। ইহার লক্ষণ—

"আধিক্যমুপমেয়স্যোপমানান্ন্যূনতাহথবা।
ব্যতিরেক এক উক্তে হেতৌ নোক্তে স চ দ্বিধা॥
চতুর্বিধোহপি সাম্যস্য বোধনাচ্ছব্দতোহর্থতঃ।
আক্ষেপাচ্চ দ্বাদশধা শ্লেষেহপীতি ত্রিবষ্টধা।
প্রত্যেকং স্যাদ্মিলিত্বাষ্টচত্বারিংশদ্বিধঃ পুনঃ॥"

(সাহিত্যদর্পণ ১০।৭০)

যেস্থলে উপমান হইতে উপমেয়ের আধিক্য বা ন্যূনতা বর্ণনা করা হয়, তথায় এই অলঙ্কার হয়। এই অলঙ্কারের ৭৮ প্রকার ভেদ আছে। উদাহরণ—

"অকলঙ্কমুখং তস্যা ন কলঙ্কী বিধুর্যথা।" (সাহিত্যদর্পণ)

তাহার মুখ অকলঙ্ক, কলঙ্কী বিধুর সদৃশ নহে। তাহার মুখে কোন কলঙ্ক নাই, কিন্তু চন্দ্রের কলঙ্ক আছে, কলঙ্কী চন্দ্র অপেক্ষা তাহার মুখসৌন্দর্য্যের আধিক্য বর্ণন হওয়ায়, এই স্থলে ব্যতিরেক অলঙ্কার হইল। এইরূপে উপমেয়ের ন্যূনতা হইলেও এই অলঙ্কার হইবে।

ব্যতিরেকব্যাপ্তি (স্ত্রী) যে গুণ নাই সেই গুণ স্থাপনার্থ যুক্তি প্রদর্শন।

"কে বলে শরৎশশী সে মুখের তুলা।
পদনখে পড়ে তার আছে কতগুলা।" (বিদ্যাসু°)

এইস্থলেও ঐ অলঙ্কার হইয়াছে।

ব্যতিরেকিন্ (ত্রি) ১ অতিক্রম্য গমনকারী। ২ বিভিন্নতাকারী।

ব্যতিরেকালিঙ্গ (ক্লী) অতিরিক্ত চিহ্ন, যাহা অন্য হইতে পৃথক্।

ব্যতিরেচন (ক্লী) বিভিন্নতঃ প্রদর্শন। (সাহিত্যদর্প° ১০।৬১৪)

ব্যতিলঙ্ঘিন্ (ত্রি) অব্যবস্থিত। স্খলিত (রঘু ৬।১৯)

ব্যতিষক্ত (ত্রি) বি-অতি-সন্জ-ক্ত। ১ আসক্ত। ২ পরস্পর মিলিত। ৩ গ্রথিত।

ব্যতিষঙ্গ (পুং) বি-অতি সন্জ-ঘঞ্। ১ পরস্পর মেলন।

"সেনয়োর্ব্যতিষঙ্গেণ ... সাধারণো ভবেৎ" (ভারত ১১।১০৩।৫)

২ বিনিময়।

"অক্ষৌহিণ্যবত্ব্যতিষঙ্গযুক্ত-বৈবাহিকো বিহরন্নিবন্ধঃ।"

(ভাগবত ৫।১৩।১৩)

ব্যতিহার (পুং) বি-অতি-হৃ-ঘঞ্। বিনিময়।

'পাদানং বিনিময়ো বৈনিময়ঃ পরিবর্ত্তনম্।
ব্যতিহারঃ পরাবর্ত্তো ... বিনিময়োহপি চ॥' (হেম)

২ পরস্পর একরূপ ক্রিয়াকরণ। ৩ পর্য্যায়করণ। ৪ গালাগালি। ৫ মারামারি।

ব্যতীকার (পুং) বি-অতি-কৃ-ঘঞ্, বাহুল্য উপসর্গস্য দীর্ঘঃ। ১ অতিক্রম-বারণ। ২ ব্যতিক্রম। ৩ বিনাশ। ৪ বিপ্লব।

ব্যতীত (ত্রি) বি-অতি-ই-ক্ত। অতীত, গত। পরিক্রান্ত। বিগত।

"অশীত্যেব ব্যতীতে তু শতাব্দিসংখ্যতঃ ভবেৎ।
প্রাক্ চ এতাধিকং কৃষ্যা ... যানদানতঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)

ব্যতীপাত (পুং) বি-অতি-পত-ঘঞ্। (ভাগবত ৬।৩।১২২) যোগ উপসর্গস্য দীর্ঘ। ১ মহোৎপাত, অমঙ্গলজনক উৎপাত, ভূমিকম্প, সূর্য্যগ্রহণ প্রভৃতি। ২ অপমান। (মেদিনী) ৩ বিষ্কম্ভ প্রভৃতি সপ্তবিংশতি যোগের মধ্যে সপ্তদশ যোগ। জ্যোতিষমতে এই যোগে জন্ম হইলে মানুষ পাপী হয়। এইযোগে কোন শুভকর্ম্ম বা যাত্রাদি করা অশুভ হইয়া থাকে।

"নিশীথং দিবসং বিষ্টিং ব্যতীপাতঞ্চ বৈধৃতম্।
কেশবং বাপি শুক্লে চৈনং পাপাহম্যাপি বর্জ্জয়েৎ॥
পরিঘস্য ত্যজেদর্দ্ধং শুভকর্ম্ম ততঃ পরম্।
ত্যাজ্যাদৌ পঞ্চ বিষ্কম্ভে সপ্ত শূলে চ নাড়িকাঃ।
গণ্ডব্যাঘাতয়োঃ ষট্ চ নব হর্ষণবজ্রয়োঃ।
বৈধৃতিব্যতীপাতৌ চ সমস্তৌ পরিবর্জ্জয়েৎ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

সংক্রান্তি, বিষ্টি, ব্যতীপাত, বৈধৃতি, এবং কেন্দ্রস্থান শুভগ্রহহীন হইলেও পাপদিন বর্জ্জন করিয়া শুভকার্য্য করিবে। ব্যতীপাত সমস্ত শুভকার্য্যে নিষিদ্ধ হইলেও ইহার প্রতিপ্রসব দেখিতে পাওয়া যায়। চন্দ্র তারা যদি শুভ থাকে, তাহা হইলে ব্যতীপাত দুষ্ট নহে। এবং যাত্রাকালে অমৃতযোগ

হইলে ব্যতীপাতদোষ বিনষ্ট হয়। অর্থাৎ ব্যতীপাত যোগ হইলে ঐরূপ স্থলে যাত্রা করা যাইতে পারে :

"ন বিষ্কম্ভো ন বা গণ্ডো ন ব্যতীপাতবৈধৃতী।
চন্দ্রতারাবলে প্রাপ্তে দোষা গচ্ছন্তি সংমুখাঃ॥
নবম্যাঙ্গারকো বিষ্টিঃ শনৈশ্চরদিনস্তথা।
ব্যতীপাতে ন দুর্যোগ যস্যার্কো দক্ষিণে স্থিতঃ॥
যদি বিষ্টিব্যতীপাতৌ দিনং বাপ্যশুভং ভবেৎ।
হস্তেঽভ্যুদয়যোগেন ভাস্করেণ তমো যথা॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

এই যোগে যদি কোন বালক জন্ম গ্রহণ করে, তাহা হইলে ঐ বালক কঠোর বাক্যযুক্ত, খলস্বভাব, সদা পীড়িত, মাতার হিতকারী ও পরের কার্য্যে পক্ষপাতী হইয়া থাকে।

"কঠোরবাক্যঃ পিশুনস্বভাবো সদাতুরো মাতৃহিতো মনুষ্যঃ।
পরস্য কার্য্যে কৃতপক্ষপাতো যস্য প্রসূতৌ ব্যতীপাতযোগঃ॥"
(কোষ্ঠীপ্রদীপ)

৩ পারিভাষিক যোগবিশেষ, যেরূপ অর্দ্ধোদয়যোগ, ব্যতীপাত যোগ। এই যোগে গঙ্গাস্নান করিলে কোটি কুল উদ্ধার হয়। এই যোগ যথা—অমাবস্যার দিন রবিবার, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, আর্দ্রা, অশ্লেষা ও মৃগশিরা নক্ষত্র হইলে এই যোগ হয়।

"শ্রবণাশ্বিধনিষ্ঠার্দ্রানাগদৈবতমস্তকে।
যদ্যমা রবিবারেণ ব্যতীপাতঃ স উচ্যতে॥
নাগদৈবতমশ্লেষা মস্তকং মৃগশীর্ষকং।
সংক্রান্তিষু ব্যতীপাতে গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।
পুষ্যে স্নাত্বা তু গঙ্গায়াং কুলকোটীঃ সমুদ্ধরেৎ॥"
(প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

এই যোগে গঙ্গাস্নান করিলে গঙ্গায় বাক্য করিয়া স্নান করিতে হয়। সহস্র বাক্য করিয়া স্নান না করিলে ফলের ন্যূনতা হয়।

চতুর্দ্দশীর দিন যদি ব্যতীপাত এবং শ্রবণা নক্ষত্রের যোগ হয়, তাহা হইলে এই দিনই অতি পুণ্যতম কাল, ইহা দেবতাদিগেরও দুর্লভ। এই দিনে গঙ্গাস্নান করিলে পূর্ব্বোক্ত ফললাভ হয়।

"চতুর্দ্দশ্যাং যদা যোগো ব্যতীপাতেন চাদ্রযা।
সা পুণ্যতমা কালো দেবানামপি দুর্লভঃ।
তস্যাং স্নাত্বা গঙ্গায়াং তত্রা তৎফলমাপ্নুয়াৎ॥" (প্রায়শ্চিত্ত)

৪ সূর্য্যসিদ্ধান্তানুসারে ক্রান্তিসাম্যাত্মক যোগবিশেষকে বলা হয়।

"ব্যতীপাতস্তথা প্রোক্তো গতাস্তাভ্যাং তয়োর্ভবেৎ।
এতদ্বশান্নিকটতঃ সঞ্চরন্তু বক্ষ্যতে॥" (সূর্য্যসিদ্ধান্ত)

'ব্যতীপাতানাং এষঃ যোগাবযোগাত্মকে' ক্রান্তিসাম্যক্রান্তৌ যৌ ব্যতীপাতৌ বিষুবদ্বাসরৌ ক্রান্তিসাম্যান্তরেণ ব্যতীপাতযোগয়োরেব ভেদঃ ন পৃথক্।' (রঙ্গনাথ)

ব্যতীহার (পুং) বি-অতি-হৃ ঘঞ্, উপসর্গস্য দীর্ঘঃ। পরিবর্ত্ত, বিনিময়, বদল। (জটাধর) ২ পরস্পর একজাতীয় ক্রিয়া করণ। যথা—কেশাকেশি, দণ্ডাদণ্ডি, ইত্যাদি।

ব্যত্যয় (পুং) ব্যত্যয়নমিতি বি-অতি-ই। (এরচ্। পা ৩।৩।৫৬) ইতি অচ্। ব্যতিক্রম, পর্য্যায়—বিপর্য্যাস, ব্যত্যাস, বিপর্য্যয়।

"পরাবরেষাং স্থানানাং কালেন ব্যত্যয়ো ভবেৎ।"
(ভাগবত ৭।১০।৫৫)

ব্যত্যয়গ (ত্রি) ব্যত্যয়-গম-ড। বিপর্য্যয়ভাবে গমনকারী, বিপরীত ভাবে গত।

"ক্ষেমকরেণ ন বাধ্যতেঽর্থান্ ব্যত্যয়গো বধবন্ধনভয়ায়।"
(বৃহৎসংহিতা ৮৮।২৯)

ব্যত্যস্ত (ত্রি) বি-অতি-অস-ক্ত। বিপরীতভাবে অবস্থিত, বিপর্য্যয়প্রাপ্ত, উল্টাপাল্টা।

ব্যত্যাস (পুং) ব্যত্যসনমিতি বি-অতি-অস ঘঞ্। বিপর্য্যয়, ব্যতিক্রম, বৈপরীত্য।

"মা যাসি বঞ্চিতা ভদ্রে চক্রব্যত্যাসহেতুনা।
ভাবয়াত হি পুরস্ত্রে ক্রুধকপ্যাতিদারুণঃ॥" (হরিবংশ ২৭।২৯)

ব্যথ, ১ ভয়। ২ চলন। ৩ বাধা। ভ্বাদি° আত্মনে° অক সেট্। লট্ ব্যথতে। লিট্ বিব্যথে। লুট্ ব্যথিতা। লৃট্ ব্যথিষ্যতে। লুঙ্ অব্যথিষ্ট, অব্যথিষাতাং, অব্যথিষত। সন্ বিব্যথিষতে। যঙ্ বাব্যথ্যতে। যঙ্লুক্ বাব্যন্তি। ণিচ্ ব্যথয়তি। লুঙ্ অবিব্যথৎ।

ব্যথক (ত্রি) ব্যথয়তি পীড়য়তি ব্যথ-ণিচ্-ণ্বুল্। ব্যথাকারী।

'অব্যুত্থানং ব্যথকস্য স্থাবরাম্পর্শকন্ধঃ।' (হেম)

ব্যথন (ক্লী) ব্যথ-ভাবে ল্যুট্। ব্যথা পীড়া, ২ ব্যথয়তীতি ব্যথ-ল্যু। ২ ব্যথক, ব্যথাকারী।

ব্যথয়িতৃ (ত্রি) ব্যথ ণিচ্-তৃচ্। ব্যথাকারক।

ব্যথা (স্ত্রী) ব্যথ অঙ্ টাপ্। ১ দুঃখ, পীড়া, ৩ শোক। ২ ভয়।

"স্নেহং দয়াং তথা সৌখ্যং যদি বা জানকীমপি।
আরাধনায় লোকস্য মুঞ্চতো নাস্তি মে ব্যথা॥" (উত্তরচ° ১অ°)

ব্যথিত (ত্রি) ব্যথ-ক্ত। ১ পীড়িত। ২ দুঃখিত। ৩ ভীত। ৪ শোকপ্রাপ্ত।

ব্যথিষ্ (পুং) ১ বায়ু। ২ বাণ। (শব্দ মালা)

ব্যধ্য (ত্রি) ব্যধ-যৎ। ১ ব্যধের যোগ্য, চাঁদমারি।

ব্যদ্বর (ত্রি) বাছল। দংশক।

ব্যধ্, তাড়ন, পীড়ন। দিবাদি° পরস্মৈ° সক° অনিট্। লট্ বিধ্যতি। লিট্ বিব্যাধ, বিবিধতুঃ, বিব্যধ, বিব্যদ্ধ। লুট্ ব্যদ্ধা। লৃট্ ব্যৎস্যতি। আশীর্লিঙ্ বিধ্যাৎ। লুঙ্ অব্যাৎসীৎ,

অব্যাদ্ধাং, অব্যাৎস্যুঃ। কর্ম্মবাচ্যে লট্ বিধ্যতে। সন্ বিব্যাৎসতি। যঙ্ বেবিধ্যতে। যঙ্লুক্ বাব্যদ্ধি। ণিচ্ ব্যাধয়তি। এং অবিব্যধৎ। কাহারও কাহারও মতে লুট্-ভ্যৎস্যৎ, লুঙ্ অভাৎসীৎ। সন্ বিভাৎসতি। এই মতে 'ধ' স্থানে 'ভ' হইয়া ঐরূপ পদ হয়। অনু+ব্যধ—সম্পর্ক। ব্যাপন। গ্রহন। অপ+ব্যধ—প্রত্যাখ্যান, নিরাস; ত্যাগ। প্রেরণ। আ+ব্যধ—নিক্ষেপ। পরিধান।

ব্যধ (পুং) ব্যধনমিতি ব্যধ-ভাবে (ব্যধজপোরনুপসর্গে। পা ৩।৩।৬১) ইত্যপ্। ১ বেধ, বিদ্ধকরণ, চলিত বেঁধা। ২ বাধা। ৩ ভেদন। ৪ প্রহার।

ব্যধন (ক্লী) ব্যধ-লুট্। বেধন, বিদ্ধকরণ।

ব্যধিকরণ (ক্লী) অধিকরণাভাব।

ব্যধিক্ষেপ (পুং) নিন্দা।

ব্যধ্য (পুং) ব্যধায় হিতঃ ব্যধ-যৎ। ১ ধনুর্গুণ। ধনুকের ছিলা।

'ব্যধ্যস্ত্ব প্রতিকায়ঃ স্যাজ্জীবাজ্যা ভারবং গুণঃ।' (ত্রিকা°)

২ বেধনার্হ, বিঁধিবার যোগ্য।

ব্যধ্ব (পুং) বিরুদ্ধো অধ্বা, প্রাদি সমাসঃ, 'উপসর্গা দধ্বনঃ' ইত্যচ্। কুৎসিত পথ, পর্য্যায় দুরধ্ব, বিপথ, কদধ্বা, কাপথ, কুপথ, অসৎপথ, কুৎসিতবর্ত্ম।

"তূর্ণং প্রত্যানয় স্বৈতান্ কামং ব্যধ্বগতানপি।"(ভারত ২।৭০।২৩)

ব্যধ্বন্ (ত্রি) কুৎসিত পথযুক্ত।

ব্যধ্বর (ত্রি) সংক্রামক।

ব্যন্ত (ত্রি) দূরবর্ত্তী।

ব্যন্তর (ত্রি) ১ ব্যবহিত। ২ সর্ব্বধর্ম্মসাম্য। (নীলকণ্ঠ ভারতটীকা) (পুং) ৩ দেবদেবভেদ, পিশাচ, যক্ষ প্রভৃতি।

ব্যপ, ক্ষয়, ব্যয়। চুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্-ব্যপয়তি। লোট্ ব্যপয়তু। লিট্ ব্যপয়াঞ্চকার। লুঙ্-অবি ব্যপৎ।

ব্যপগম (পুং) বি-অপ-গম-অপ্। ব্যতীত।

"ত্রিরাত্রব্যপগমে চতুর্থেঽহনি কৃতস্নানেনৈব শুদ্ধা ভবতি"

(কুল্লূক ৪।৬৮)

ব্যপত্রপা (স্ত্রী) লজ্জা।

ব্যপদেশ (পুং) বি-অপ-দিশ-ঘঞ্। ১ কপট, ছল, ব্যাজ।

"কাপি কুম্ভকৃতব্যাপ্তব্যাপারসংবরণব্যপদেশতঃ।

বাহুমূলং স্তনৌ নাভিপঙ্কজং দর্শয়েৎ স্ফুটম্॥ (সাহিত্যদ° ৩।১৫৫)

২ নাম। ৩ কুল, বংশ। ৪ বাক্য বিশেষ।

"ব্যাজেনাত্মাভিলাষোক্তি র্ব্যপদেশ ইতীর্য্যতে।"

(উজ্জ্বল নীলমণি) ৫ নামোল্লেখকথন। ৬ মুখ্য ব্যবহার।

ব্যপদেশক (ত্রি) ১ নায়ক। ২ প্রকাশক।

ব্যপদেশিন্ (ত্রি) নিমিত্তসদ্ভাবাদ্ বিশিষ্টোঽপদেশো মুখ্যো ব্যবহারোঽস্যাস্তি ইনি। মুখ্যব্যবহারবিশিষ্ট, মুখ্যব্যবহার বিষয় পদার্থ।

ব্যপদেষ্টৃ (ত্রি) বি-অপ-দিশ-তৃচ্। ১ কপটী, ছলকারক। ২ নামোল্লেখকারী

ব্যপদেশ্য (ত্রি) বি-অপ-দিশ-যৎ। ১ ব্যপদেশার্হ, ব্যপদেশের যোগ্য। ২ উল্লেখযোগ্য।

"হীনজাতি মাতৃজাতিব্যপদেশ্যানাহুঃ" (কুল্লূক ১০।১৭ মনু)

মাতার দোষ হেতু মাতৃজাতির নামে উল্লিখিত হইবে।

"ইয়ঞ্চ ভবতো ভার্য্যা দোষৈরেতৈর্বিবর্জ্জিতা।

ব্যপদেশ্যা চ যথা দেবেন্দ্রকন্যা।" (রামায়ণ ৩।১৯,৮)

ব্যপনয় (পুং) বি-অপ-নী-অপ্। বিনাশ, প্রত্যাখ্যানত্যাগ।

ব্যপনয়ন (ক্লী) বি-অপ-নী-ল্যুট্। প্রত্যাখ্যান, ত্যাগ।

ব্যপনীত (ত্রি) বি-অপ-নী-ক্ত। অপসারিত, দূরীকৃত। তাড়িত। স্থানান্তরীকৃত।

ব্যপনুত্তি (স্ত্রী) অপসারিত।

ব্যপনেয় (ত্রি) বি-অপ-নী-যৎ। ব্যপনয়নযোগ্য, ব্যপনয়নার্হ বিনাশার্হ।

ব্যপমূর্দ্ধন্ (ত্রি) মস্তক হীন।

ব্যপযন (ক্লী) নিঃশেষ।

ব্যপযান (ক্লী) ১ প্রয়াণ। ২ পলায়ন।

ব্যপরোপণ (ক্লী) বি-অপ-রুহ-ণিচ্ ল্যুট্ 'রুহেঃ পোবা' ইতি হস্য পঃ। ১ অবতারণ, নামান। ২ ছেদন। ৩ মূলোচ্ছেদন। ৪ দূরীকরণ। ৫ অপসারণ।

ব্যপরোপিত (ত্রি) বি-অপ-রুহ-নিচ্-ক্ত, হস্য পঃ। ১ ছিন্ন। ২ উৎপাটিত। ৩ অবতারিত। ৪ ছেদিত। ৫ মূলোৎপাটিত। ৬ দূরীকৃত।

ব্যপবর্গ (পুং) ১ বিচ্ছেদ। ২ ত্যাগ।

ব্যপবর্জ্জন (ক্লী) বি-অপ-বৃজ ল্যুট্। ১ ত্যাগ। ২ দান। ৩ নিবারণ।

ব্যপবর্জ্জিত (ত্রি) বি-অপ-বৃজ-ক্ত। ১ পরিত্যক্ত, বর্জ্জিত। ২ দত্ত। ৩ নিরাকৃত, নিষিদ্ধ।

ব্যপবর্তিত (ত্রি) বি-অপ-বৃত-ণিচ্-ক্ত। প্রত্যাবর্ত্তিত।

ব্যপসারণ (ক্লী) ১ বিনাশ করণ। ২ দূরীকরণ।

ব্যপাকৃত (ত্রি) বি-অপ-আ-কৃ-ক্ত। ১ অপনীত। ২ অস্বীকৃত। ৩ নিরস্ত। ৪ নিহ্নুত। ৫ দূরীকৃত।

ব্যপাকৃতি (স্ত্রী) বি-অপ-আ-কৃ-ক্তিন্। ১ অপহ্নব। ২ অস্বীকার। ৩ নিবারণ। ৪ নিরাকরণ। ৫ নিরুব।

ব্যপায় (পুং) বি-অপ-ই-ঘঞ্। ১ অপনয়ন, বিনাশ, ব্যপগম।

ব্যপাশ্রয় (পুং) বি-অপ-আ-শ্রি-অপ্। আশ্রয়, অবলম্বন

ব্যপেক্ষক (ত্রি) বি-অপ-ঈক্ষ-ণ্বুল্। ব্যপেক্ষাকারী।

ব্যপেক্ষা (স্ত্রী) বি-অপ-ঈক্ষ-অঙ্-টাপ্। ১ আকাঙ্ক্ষা, স্পৃহা। ২ বিশেষ অনুরোধ। ৩ অপেক্ষা।

ব্যপেত (ত্রি) বি-অপ-ই-ক্ত। ১ অপগত। ২ দূরীকৃত। ৩ প্রতিকূল, ৩ বিরুদ্ধ।

ব্যপোঢ় (ত্রি) বি-অপ-বহ-ক্ত। ১ বিপরীত। ২ ঘূর্ণিত। ৩ তাড়িত।

ব্যপোহ (পুং) বি-অপ-উহ-ঘঞ্। ১ বিনাশ। "সুখদুঃখব্যপোহকৃৎ" (সুশ্রুত)

ব্যপোহ্য (ত্রি) বিনাশযোগ্য।

ব্যভিচরিত (ত্রি) বি-অভি-চর-ক্ত। কৃতব্যভিচার।

ব্যভিচার (পুং) বি-অভি-চর-ঘঞ্। ১ কদাচার, কুক্রিয়া। ২ ভ্রষ্টাচার। ৩ স্ত্রীর পরপুরুষসংসর্গ এবং পুরুষের পরস্ত্রী-সংসর্গ। শাস্ত্রানুসারে ব্যভিচার বিশেষ পাপজনক।

"ব্যভিচারাত্তু ভর্তুঃ স্ত্রী লোকে প্রাপ্নোতি নিন্দ্যতাম্।
সৃগালযোনিং প্রাপ্নোতি পাপরোগৈশ্চ পীড্যতে॥"

(মনু ৫।১৬৪)

পরপুরুষ উপভোগ দ্বারা স্ত্রীলোক সংসারে নিন্দনীয়া হয়, পরকালে সৃগালযোনিতে জন্মগ্রহণ করে, এবং নানাপ্রকার পাপরোগে আক্রান্ত হইয়া অতিশয় পীড়া ভোগ করে।

ব্যভিচার স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের পক্ষেই সমান পাপজনক।

৪ ন্যায়াদি প্রসিদ্ধ হেত্বাভাসভেদ। ইহার লক্ষণ "সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকাভাববদ্বৃত্তিত্বং হি ব্যভিচারঃ" ইহা পাঁচ প্রকার, সব্যভিচার, বিরুদ্ধ, প্রকরণসম, সাধ্যসম ও অতীতকাল বা কালাতীত। সব্যভিচারের অপর নাম অনৈকান্তিক। যে হেতু ব্যভিচারের সহিত বর্ত্তমান, তাহাকে সব্যভিচার কহে। একত্র অব্যবস্থা অর্থাৎ একস্থানে বিশেষরূপ অবস্থিত না থাকাও ব্যভিচার। বি-বিশেষরূপে, অভি—সর্ব্বতোভাবে, চার-গতি।

সাধ্যের অধিকরণ মাত্রে হেতুর অবস্থান নিয়মিত হওয়াই সঙ্গত। কারণ ঐরূপ হইলেই উহদ্বারা সাধ্যের অনুমিতি হইতে পারে। যে হেতুর গতি বা সম্বন্ধ অর্থাৎ অবস্থিতি উক্তরূপে নিয়মিত নাই যাহার গতি সর্ব্বতোদিশা, অর্থাৎ যে হেতু সাধ্যের অধিকরণ ও সাধ্যাভাবের অধিকরণে বৃত্তি, সেই হেতু দ্বারা সাধ্যের অনুমিতি হইতে পারে না। [illegible] সব্যভিচার [illegible]।

ব্যভিচারবৎ (ত্রি) ব্যভিচার অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। ব্যভিচার বিশিষ্ট, ব্যভিচারযুক্ত।

ব্যভিচারিতা (স্ত্রী) ব্যভিচারিণো ভাবঃ, ব্যভিচারিন্-তল্ টাপ্। ব্যভিচারিত্ব, ব্যভিচারীর ভাব বা ধর্ম, ব্যভিচারীর কার্য্য, ব্যভিচার।

ব্যভিচারিন্ (পুং) ব্যভিচরতীতি বি-অভি-চর-ণিনি। চতুস্ত্রিংশৎ প্রকার শৃঙ্গার ভাববিশেষ। এই সকল ভাব যথা—নির্ব্বেদ, গ্লানি, শঙ্কা, অসূয়া, মদ, শ্রম, আলস্য, দৈন্য, চিন্তা, মোহ, স্মৃতি, ধৃতি, ব্রীড়া, চপলতা, হর্ষ, আবেগ, জড়তা, গর্ব্ব, বিষাদ, ঔৎসুক্য, নিদ্রা, অপস্মার, সুপ্ত, বিবোধ, অমর্ষ, অবহিত্থ, উগ্রতা, মতি, উপলস্ত, ব্যাধি, উন্মাদ, মরণ, ত্রাস, বিতর্ক। (হেম)

"বিশেষাদাভিমুখ্যেন চরন্তো ব্যভিচারিণঃ।
স্থায়িন্যুন্মগ্ননির্ম্মগ্নাস্ত্রয়স্ত্রিংশচ্চ তদ্ভিদাঃ॥
নির্ব্বেদাবেগদৈন্যশ্রমমদজড়তা ঔগ্র্যমোহৌ বিবোধঃ
স্বপ্নাপস্মারগর্ব্বামরণমলসতামর্ষনিদ্রাবহিত্থাঃ।
ঔৎসুক্যোন্মাদশঙ্কাঃ স্মৃতি মতিসহিতা ব্যাধিসন্ত্রাসলজ্জা
হর্ষাসূয়াবিষাদাঃ সধৃতিচপলতাগ্লানিচিন্তাবিতর্কাঃ॥"

(সাহিত্যদ° ৩ পরি°)

সাহিত্যদর্পণ মতে এই ব্যভিচারিভাব ৩৩ প্রকার, যথা নির্ব্বেদ, আবেগ, দৈন্য, মদ, জড়তা, ঔগ্র্য, মোহ, বিবোধ, স্বপ্ন, অপস্মার, গর্ব্ব, মরণ, অলসতা, অমর্ষ, নিদ্রা, অবহিত্থ, ঔৎসুক্য, উন্মাদ, শঙ্কা, স্মৃতি, মতি, ব্যাধি, ত্রাস, লজ্জা, হর্ষ, অসূয়া, বিষাদ, ধৃতি, চপলতা, গ্লানি, চিন্তা ও বিতর্ক।

সাহিত্যদর্পণে ইহাদের প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। [তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

(ত্রি) ২ ব্যভিচারবিশিষ্ট, যাহারা ব্যভিচার করে। স্বধর্মচ্যুত, যাহারা স্বীয় মার্গ হইতে ভ্রষ্ট হয়, তাহাদিগকে ব্যভিচারী কহে। ৩ অসদাচারী।

"মাত্মা জজান ন মরিষ্যতি নৈধতে হসৌ
নক্ষীয়তে সবনবিদ্ ব্যভিচারিণাং হি।" (ভাগবত ১১।৩।৩৮)

ব্যভিচারিণী (স্ত্রী) ব্যভিচরতি যা বি-অভি-চর-ণিনি, ঙীপ্। পরপুরুষগামিনী স্ত্রী, ভ্রষ্টাচারিণী। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় লিখিত আছে যে স্ত্রী স্বীয় পতিকে পরিত্যাগ করিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন পুরুষকে আশ্রয় করে, তাহাকে ব্যভিচারিণী কহে। এই ব্যভিচারিণীকে ভৃত্যাহরণাদি অধিকার হইতে চ্যুত করিবে, অলঙ্কারাদি পরিধান করিতে দিবে না, যাহাতে মাত্র জীবন থাকে, এইরূপ অন্ন দিবে, অনবরত ধিক্কার করিবে এবং ভূতলে শয়ন করাইবে, এইরূপ ব্যভিচারিণী [illegible] অধোগতি [illegible] জন্য নিজ গৃহেই রাখিবে।

স্ত্রীদিগকে [illegible] কাব্যাদিতে, শঙ্কর মধুরভাষিতা দিয়াছেন এবং [illegible] পবিত্র

করিয়াছেন। অতএব স্ত্রীগণ অতি পবিত্র। এই স্ত্রীদিগের মানস ব্যভিচার হইলে রজোদর্শন দ্বারা তাহার শুদ্ধি হয়। আর যদি হীন বর্ণের সংসর্গে রত হয়, বা কিছু সংসর্গ করে, তাহা হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করাই বিধেয়।

"ভর্ত্তারিকাঃ মানসাঃ ... ।
পরিভূতামধঃশয্যাং বাসয়েদ্ব্যভিচারিণীম্ ॥
সোমঃ শৌচং দদৌ তাসাং গন্ধর্ব্বাশ্চ শুভাং গিরম্।
পাবকঃ সর্ব্বমেধ্যত্বং মেধ্যা বৈ যোষিতো হ্যতঃ ॥
ব্যভিচারাদৃতো শুদ্ধির্গর্ভে ত্যাগো বিধীয়তে।
গর্ভভর্তৃবধাদৌ চ তথা মহতি পাতকে ॥"

(যাজ্ঞবল্ক্য ১। ৭০—৭২)

শূদ্র যদি বলপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের স্ত্রীতে উপগত হয়, তাহার সংসর্গে যদি পুত্র সন্তান না জন্মে, তাহা হইলে ঐ স্ত্রী প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। অপরের শুদ্ধি হয় না।

"ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং ভার্য্যাঃ শূদ্রেণ সঙ্গতাঃ।
অপ্রজাতা বিশুধ্যন্তি প্রায়শ্চিত্তেন নেতরাঃ ॥
এতচ্চ বলাৎকারবিষয়ম্।" (উদ্বাহতত্ত্ব)

ব্যভিচারিণী স্ত্রী দান উপবাস ও ব্রতাদি যে কোন পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করুন না কেন, তাহা সকলই নিষ্ফল হইয়া থাকে। ব্যভিচারিণী স্ত্রী ধনাধিকারিণী হয় না।

"তস্যাঃ পুণ্যকর্ম্মাণি নিষ্ফলানি ধনানধিকারিত্বঞ্চ।
দানোপবাসপুণ্যানি ... ॥
নিষ্ফলান্যসতীনাঞ্চ পুণ্যকানি তথা শ্রুতম্ ॥" (দায়তত্ত্ব)

ব্যতিহাস (পুং) বিহাস। ঠাট্টা। উপহাস।

ব্যভাচার (পুং) বি-অভি-চর-ঘঞ্, উপসর্গস্থ দীর্ঘঃ। ব্যভিচার।

ব্যভ্র (ত্রি) মেঘশূন্য।

ব্যয়, ১ গতি। ভ্বাদি° উভয়° সক° সেট্। লট্ ব্যয়তি তে। লিট্ বব্যায়, বব্যয়ে। লুট্ ব্যয়িতা। লুঙ্ অব্যায়ীৎ, অব্যয়িষ্ট। ২ প্রেরণ, ক্ষেপণ। চুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ ব্যয়য়তি। লুঙ্ অবিব্যয়ৎ। ৩ গতি। ৪ ত্যাগ। অদন্ত চুরাদি, পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ ব্যয়য়তি। লুঙ্ অবব্যয়ৎ।

ব্যয় (পুং) বি-ই-অচ্। ১ অর্থাপগম, বিত্তসমুৎসর্গ, চলিত খরচ।

"অব্যয়ং সংগ্রহে চৈনাং ব্যয়ে চৈব নিযোজয়েৎ।" (মনু ৯।১১)

২ নাশ। ৩ পরিত্যাগ। ৪ দান।

"আত্মানং সুহৃদঃ ... ।" (কুমা ১২।২৩)

৫ বৃহস্পতিচারগত বর্ষ বিশেষ। (বৃহৎসংহিতা ৮।৩৬)

৬ নাগবিশেষ। (ভারত ১।৫৭।১৬)

(ত্রি) ব্যয়তি গচ্ছতীতি-ব্যয় গতৌ-অচ্। ৭ নশ্বর।

"সূক্ষ্মাভ্যো মূর্ত্তিমাত্রাভ্যঃ সম্ভবত্যব্যয়াদ্ব্যয়ম্।" (মনু ১।১৯)

(স্ত্রী) ব্যয় গতৌ অচ্। ৮ লগ্ন হইতে দ্বাদশ স্থান, ব্যয়স্থান।

"লগ্নং ধনং ভ্রাতৃবন্ধুপুত্রশত্রুকলত্রকাঃ।
মরণং ধর্ম্মকর্ম্মায়ব্যয়া দ্বাদশ রাশয়ঃ ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

লগ্ন হইতে দ্বাদশ রাশির নাম ব্যয় স্থান। লগ্ন, ধন, ভ্রাতা, বন্ধু, পুত্র, কলত্র, মৃত্যু, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আয় ও ব্যয় এই দ্বাদশ স্থান, লগ্ন হইতে এই সকল স্থান নির্ণয় করিতে হয়। যাহার যে রাশি লগ্ন সেই রাশি হইতে দ্বাদশ রাশিই ব্যয়স্থান নামে অভিহিত।

এই ব্যয়স্থানে কোন্ কোন্ বিষয় চিন্তা করিতে হয়, কোন কোন গ্রহ থাকিলে কোন গ্রহের দৃষ্টি সম্বন্ধ হইলে শুভাশুভ হইয়া থাকে, জ্যোতিষে তাহার বিশেষ বিবরণ বিবৃত হইয়াছে, অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে তাহার বিষয় আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

"ত্যাগভোগবিবাদেষু দানেষু কৃষিকর্ম্মসু।
ব্যয়স্থানেষু সর্ব্বেষু বিচারং চিন্তয়েদ্ ব্যয়াৎ ॥" (দৈবজ্ঞকামধেনু)

এই ব্যয়স্থানে ত্যাগ, ভোগ, বিবাদ, দান, কৃষিকর্ম্ম সকল প্রকার ব্যয় এবং বিবাহাদিতে এই সকল বিষয় চিন্তা করিবে। এই সকল বিষয়ের শুভাশুভ উক্ত স্থান হইতে দেখিতে হয়। দীপিকা মতে ব্যয়স্থানে দ্যূত এবং সকল প্রকার ব্যয়ের বিষয় চিন্তা করিবে।

"প্রাণ্যাদ্যরিপুব্যয়েষু ... ।" (দীপিকা)

ব্যয়স্থানে যদি শুভগ্রহ থাকে, তাহা হইলে অশুভ এবং অশুভগ্রহ থাকিলে শুভ হইয়া থাকে।

"অনিষ্টস্থানগাঃ ... ।
ব্যয়স্থ ... ॥" (দীপিকা)

ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশ স্থানে রাশিয়া পরিগণিত হইয়াছে, ষষ্ঠস্থানে শত্রু ও রোগ, অষ্টম স্থানে মৃত্যু বা পাপ, দ্বাদশ স্থানে ব্যয়, ইহার বিপরীত চিন্তা করিতে হইবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যদি কোন শত্রুস্থানে থাকিয়া শুভগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত হয়, তাহা হইলে শত্রুর ... না হইয়া তাহার হানি হইবে। আর এই স্থানে থাকিয়া যদি পাপগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত হয়, তাহা হইলে শত্রুর ... চিন্তা করিতে হইবে। অষ্টম ও ব্যয় স্থানে ... এবং তাহার আপত্তি গ্রহ দুই প্রকার ফলের আবশ্যক জানিতে হইবে। কেবল ব্যয়স্থানে একমাত্র শুভের বিপরীত ফল বলাতে কেবল তাহারই বিপরীত ফল হইবে, অন্যের বিপরীত ফল হইবে না।

ত্যাগ, অভিভোগ, ভক্ত, বিবাহ, দান, কৃষ্যাদি কার্য্য, বৃদ্ধি, পিতৃভ্রাতা, মাতৃভগিনী, মাতুলানী, যুদ্ধ নির্মাণ ও যুদ্ধ পরাজয় এই সকল বিষয়ের শুভাশুভ ব্যয়স্থানে চিন্তা করিতে হয়।

"ত্যাগাদিভোগে হস্তিবিবাহদানকৃষ্যাদিকর্ষ্মব্যয়বৃদ্ধিষু।
পিতৃভ্রাতৃস্বসৃমাতুলানী যুদ্ধে মতো যুদ্ধপরাজয়োঽন্ত্যে॥"

(হোরাষট্পঞ্চাশিকা)

বশিষ্ঠের মতেও ত্যাগ, ভোগ, বিবাহ, দান, কৃষিকর্ম ও সকল প্রকার বিষয়ে বৃদ্ধি এই সকলের শুভাশুভ ব্যয়স্থানে চিন্তা করিতে হয়

"ত্যাগভোগবিবাহেষু দানেষু কৃষিকর্ম্মসু।
ব্যয়স্থানেষু সর্ব্বেষু বৃদ্ধিং বিদ্যাৎ ব্যয়াস্তুতঃ॥" (বশিষ্ঠ)

এই শুভাশুভ রবি প্রভৃতি গ্রহের অবস্থান ও দৃষ্টি দ্বারা জানা যায়। সূর্য্য পাপগ্রহযুক্ত বা পাপগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়া ব্যয়স্থানে থাকিলে উত্তম বংশসম্ভূত ব্যক্তিও গোত্রের বাহির হয়। আরও লিখিত আছে যে, সূর্য্য ব্যয় স্থানে থাকিলে জাতক অতৃপ্তি, কামুক, ক্রূর চেষ্টাযুক্ত, কুৎসিত শরীর, অমিতধনসম্পন্ন, অত্যাবোধবিশিষ্ট ও পঙ্গু হয়।

চন্দ্র ব্যয় স্থানে থাকিলে মনুষ্য পদে পদে অবিশ্বাসী ও কৃপণ হয়। বিশেষ ঐ চন্দ্র যদি কৃষ্ণপক্ষের হয়, তাহা হইলে জাতক অতি কৃপণ হইয়া থাকে। কোন মতে চন্দ্র ব্যয়স্থানে থাকিলে মানব কৃশ শরীরবিশিষ্ট, নিয়ত রোগী, ক্রোধযুক্ত ও নির্ধন হয়, ঐ চন্দ্র যদি নিজ ভবনে বা গুরুর ভবনে কিংবা বৃহস্পতির ভবনে থাকেন, তাহা হইলে মনুষ্য শান্তিক, ত্যাগশীল, কৃশশরীর, ধনবান্ ও সর্ব্বদা নীচ সংসর্গে আসক্ত হয়।

ঐ চন্দ্র যদি ব্যয় স্থানে স্থিত হইয়া শুক্লগত হন, তাহা হইলে মানব ধনাঢ্য, বহুযুবতীর বল্লভ ও পুত্রকন্যাদি সম্পন্ন হয়, কিন্তু ঐ চন্দ্র নীচস্থ, ক্ষীণ, শত্রুগৃহগামী ও পাপগৃহগামী হয়, তাহা হইলে মনুষ্য বহুদোষযুক্ত ও অশেষ দুঃখসন্তপ্ত হইয়া থাকে।

মঙ্গল ও রাহু ব্যয়স্থানে থাকিলে মানব পাপাসক্ত এবং তাহার ভার্য্যা ব্যভিচারিণী হয়। মতান্তরে মঙ্গল ব্যয় স্থানে থাকিলে মানব পরধনহরণকারী, সর্ব্বদা রোগযুক্ত, প্রচণ্ড স্বভাব ও পরদাররত হয়। ঐ মানব কখনও সুখী হয় না।

বুধ ব্যয়স্থানে থাকিলে মনুষ্য বিদ্যাহীন, সলজ্জ স্বভাব, পরস্ত্রীর দ্বারা ধনবান্, ব্যসনাসক্ত, পাপনিরত ও কুহকী হন।

বৃহস্পতি ব্যয়স্থানে থাকিলে মনুষ্য সত্যবাদী, দানশীল, শুচি, দুষ্টজনপরিত্যাগী, অপ্রমাদী ও সাধুস্বভাব হইয়া থাকে। মতান্তরে বৃহস্পতি ব্যয় স্থানে থাকিলে মনুষ্য বাল্যাবস্থায় লোকাপবাদী, অঙ্গদেশে রোমবিশিষ্ট, উচ্চ বয় স্থানে পরাঙ্মুখ, অন্যধনে ধনবান্, কামাতুর ও দাম্ভিক হইয়া থাকে।

শুক্র ব্যয় স্থানে থাকিলে মনুষ্য প্রথম অবস্থায় রোগযুক্ত, পরে কৃশশরীর, মলিন, কৃষিকর্ম্মকারী ও অতিশয় দাম্ভিক হয়।

শনি ব্যয় স্থানে থাকিলে মনুষ্য চঞ্চল ভার্য্যাযুক্ত, রোগবিশিষ্ট, অমিতধনবান্, অত্যন্ত দুঃখী, অঙ্গদেশে ব্রণবিশিষ্ট, ক্রূরমতি, কৃপণ এবং নিয়ত পরিশ্রমে নিরত হইয়া থাকে।

রাহু ব্যয়স্থানে থাকিলে মানব ধর্ম্মহীন, অর্থহীন, বহু দুঃখে সন্তপ্ত, শরীরদুঃখিত, বিদেশবাসী, বহুভুক্ত ও পিঙ্গলনয়ন হইয়া থাকে। (জ্যোতিঃকল্পদ্রুম)

জাতকাভরণে লিখিত আছে যে, হানি, জ্ঞান, ব্যয়, দণ্ড ও বন্ধন এই সকল ব্যয় স্থানে ক্ষীণ চন্দ্র ও সূর্য্য একত্র বা পৃথক অবস্থিতি করেন, তাহার সম্পত্তি রাজা হরণ করিয়া থাকেন। ঐ স্থানে মঙ্গলের অবস্থিতি বা দৃষ্টি থাকিলেও উক্তরূপ ফল হইয়া থাকে। ব্যয়স্থানে পূর্ণচন্দ্র, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্র মানবের ধন সঞ্চয় করাইয়া থাকেন। আর শনি যদি ঐ স্থান স্থিত হইয়া মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত হন, তাহা হইলে বিত্তনাশ হয়।

(জাতকাভরণ)

ব্যয়স্থানের অধিপতি গ্রহ দ্বারাও ফল নিরূপণ করিতে হয়। ইহার ফল এইরূপ লিখিত আছে—ব্যয়পতি লগ্নে থাকিলে মানব অপব্যয়ী, সতত বিপদাপন্ন ও অল্পায়ু হয়। দ্বিতীয় স্থানে থাকিলে বিবিধ প্রকারে ধননাশ, তৃতীয় স্থানে থাকিলে ভ্রাতৃনাশ এবং যাত্রাদিতে অশুভ, চতুর্থ স্থানে থাকিলে পিতার অশুভ, এবং মানব পিতৃসম্পত্তি-বিনাশকারী, পরগৃহবাসী, ও নানা কষ্টযুক্ত; পঞ্চম স্থানে থাকিলে অপত্যের নিমিত্ত শোক, ও দুর্ভাবনা, দুর্বুদ্ধি কিংবা বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্কোচ এবং বিদ্যার হেতু অর্থ ক্ষয় হয়। ষষ্ঠ স্থানে থাকিলে জাতক রোগার্ত্ত, ও শত্রু দ্বারা পীড়িত, সপ্তম স্থানে থাকিলে ভার্য্যানাশ বা কলহী, পরিজনের মধ্যে কলহ এবং ব্যবসায় বা মোকদ্দমায় অনিষ্ট; অষ্টম স্থানে থাকিলে জাতক ক্ষীণ দেহবিশিষ্ট, প্রাপ্য সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত ও সর্ব্বদা বিপদাপন্ন হয়; নবম স্থানে থাকিলে বিদ্যা ও ধর্ম্মানুশীলনে প্রতিবন্ধক ও বাণিজ্যে বা নৌকাযাত্রায় অনিষ্ট এবং মনুষ্য ভাগ্যহীন, বিপদাপন্ন, সাধু ব্যক্তিদিগের অপ্রিয়ভাজন; দশম স্থানে থাকিলে অপমান ও কার্য্যনাশ, একাদশ স্থানে থাকিলে অর্থহানি, বন্ধুনাশ, অথবা প্রতারক বন্ধু কর্ত্তৃক প্রতারিত হয়। ব্যয়পতি ব্যয়স্থানে অর্থাৎ স্বাপনস্থানে থাকিলে মানব ..., শোকসন্তপ্ত, ঋণগ্রস্ত, কারারুদ্ধ, বন্ধনরত অথবা নির্ব্বাসিত হয়। ব্যয় স্থানে রবি থাকিলে জাতকের চক্ষুহীন, বা চক্ষুর পীড়া, ঋণ, সম্মান হানি, ক্রন্দন, ও গুপ্তশত্রু এবং তাহার পিতৃরিষ্ট বা পিতার অমঙ্গল হইয়া থাকে।

ব্যয়স্থানে ক্ষীণচন্দ্র বা নীচস্থ চন্দ্র থাকিলে মানব কৃপণ, দরিদ্র, দুঃশীল, বহুশত্রুযুক্ত, সন্তপ্ত হৃদয়, দুঃখী, রোগী বা অলস হয়। কিন্তু ঐ চন্দ্র যদি উচ্চ বা স্বক্ষেত্রস্থ হয়, তাহা হইলে পণ্ডিত, দাতা, নানা গুণসম্পন্ন, খ্যাত হয়। কিন্তু বাক্য সর্বদা বাগাড়ম্বর হইবার সম্ভাবনা।

ব্যয়স্থানে মঙ্গল থাকিলে প্রায় স্ত্রী বিনাশ এবং মনুষ্য বিদেশবাসী হয়। এ মঙ্গল পাপযুক্ত বা পাপদৃষ্ট হইলে নির্বাসন, বন্ধন, অথবা অপমৃত্যু ঘটিয়া থাকে। কিন্তু ব্যয়স্থ মঙ্গল রবি, বুধ ও শুক্রের দ্বারা দৃষ্ট হইলে জাতক রাজসম্মানিত, লোকপূজ্য ও ধার্মিক হয়।

ব্যয়স্থানে বুধ থাকিলে জাতক স্বার্থপর, মূর্খ, দুষ্মতিবিশিষ্ট, ব্যসনাসক্ত ও স্বজনপরিত্যক্ত হয়। ব্যয়স্থানে বৃহস্পতি থাকিলে জাতক স্বেচ্ছাচারী, উচিত দানে পরাঙ্মুখ, অল্পধনী, ও সাধুগণের দ্বারা পরিত্যক্ত এবং তাহার পুত্রহানি হইবার সম্ভাবনা।

ব্যয়স্থানে শুক্র থাকিলে মনুষ্য ধনবান্, ভোগী ও বিলাসী হয়। শনি থাকিলে ঋণী, বিপদাপন্ন, কার্যক্ষম, প্রবাসী, অসুখী বা শোকান্বিত হয়। রাহু ও কেতু থাকিলে জাতক দাম্পত্যসুখহীন, অপব্যয়ী, শত্রুযুক্ত ও নিন্দিত হয়।

জন্মকালে ও দ্বাদশস্থ গ্রহের ফল উক্তরূপ হইতে দেখা যায়। জাতকের ব্যয়রাশি হইলে এই সকল ফল উক্তরূপ স্থির করিতে হয়।

ব্যয়ক (ত্রি) ব্যয়কারক।

ব্যয়কর (ত্রি) করোতীতি কৃ-ট, ব্যয়স্য করঃ। ব্যয়কারক, খরচকারী।

"চন্দ্রোদনব্যয়করীং কুলটাঞ্চ রাহুঃ" (বৃহৎসংহিতা ১০৩।১২)

ব্যয়কর্মন্ (ক্লী) ব্যয় এব কর্ম। ব্যয় রূপ কার্য, খরচ।

"প্রকুর্য্যাদায়কর্ম্মান্তব্যয়কর্ম্মসু চোদ্যতান্।" (যাজ্ঞবল্ক্য ১।৩২২)

ব্যয়গত (ত্রি) ব্যয়ং গতঃ। ব্যয়প্রাপ্ত, খরচিত, যাহা ব্যয় হইয়াছে। ২ জ্যোতিষোক্ত ব্যয়স্থানগত, যে গ্রহ ব্যয় স্থানে থাকে, তাহাকে ব্যয়গত কহে।

ব্যয়ন (ক্লী) বি-অয়-ল্যুট্। বিবিধ প্রকারে গমন।

"স উদানড় ব্যয়নং" (ঋক্ ১০।১৭।৪)

'ব্যয়নং নষ্টানাং গবাং অন্বেষণার্থং বিবিধং গমনং' (সায়ণ)

ব্যয়বৎ (ত্রি) ব্যয়োঽস্ত্যস্য মতুপ্ মস্য-ব। ব্যয়যুক্ত, ব্যয়বিশিষ্ট ব্যয়শীল, যিনি ব্যয় করেন।

"নিরায়ো ব্যয়বাংশ্চ দিনৈরেবাবসীদতি॥" (মাকন্দ্য ২।২৭১)

ব্যয়শীল (ত্রি) ব্যয় এব শীলং যস্য। ব্যয়ী, যাহার স্বভাব ব্যয় করা। (মার্কণ্ডেয়পু° ৮১।১৪)

ব্যয়সহ (ত্রি) ব্যয়কারী।

ব্যয়সহিষ্ণু (ত্রি) ব্যয়সহনশীল, যিনি ব্যয় সহ্য করিতে পারেন।

ব্যয়িত (ত্রি) ব্যয়-ক্ত। কৃতব্যয়, যাহা ব্যয় করা হইয়াছে।

ব্যয়িন্ (ত্রি) ব্যয়ো হস্যাস্তীতি ব্যয়-ইনি। ব্যয়যুক্ত, ব্যয়বিশিষ্ট, যিনি ব্যয় করেন।

"দ্রবিণং নবিনিচয়ং নৃপব্যয়িকব্যয়িনং জনমাকুলী কুরুতে লীলাক্ষেত্রমিব পীনস্তনজঘনাবাঃ পুণাঙ্গনাঃ॥" (উদ্ভট)

ব্যর্ক (ত্রি) সূর্যবিরহিত।

ব্যর্ণ (ত্রি) বি-অর্দ-ক্ত। পীড়িত, বিশেষ রূপে পীড়িত।

ব্যর্থ (ত্রি) বিগতোঽর্থো যস্মাৎ। ১ নিরর্থক, পর্যায় মোঘ, বিফল। (জটাধর) বৃথা। ২ নিষ্প্রয়োজন। ৩ অর্থশূন্য। ৪ লাভশূন্য।

ব্যর্থক (ত্রি) ব্যর্থ স্বার্থে কন্। ব্যর্থ, নিষ্ফল।

ব্যর্থতা (স্ত্রী) ব্যর্থস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। ব্যর্থত্ব, ব্যর্থের ভাব বা ধর্ম, নিষ্ফলতা, বিফলতা।

ব্যলীক (ক্লী) বিশেষেণ অলতীতি বি-অল-(অলীকাদয়শ্চ। উণ্ ৪।২৫) ইতি কীকন্ প্রত্যয়েন নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ পীড়ার্থ। (অমর) ২ গতিবিপর্য্যায়। ৩ কামজ অপরাধ। (ভরত)

"কৃত্যং নৈব বিজানাতি পরেণাপকৃতং ক্বচিৎ।
কৃত্যাঞ্চ সংস্মরেদেতদসত্যঞ্চ ন ভাষতি॥
ব্যলীকেষু নিবৃত্তো যঃ পর্য্যেতি কৃতনিশ্চয়ঃ।
নিত্যঞ্চ ধৃতিমান্ কিঞ্চিৎ পরোক্ষে২পি ন চ ক্ষিপেৎ॥"
(বরাহপু° যোনিগর্ভমোক্ষণনামোধ্যায়ঃ)

৪ অপ্রিয়। ৫ অকার্য্য। ৬ বৈলক্ষণ্য। ৭ অপরাধ। ৮ প্রতারণা। ৯ দুঃখ। (বৈজয়ন্তী) ১০ কষ্টদায়ক। ১১ অপ্রতিচিত। ১২ আশ্চর্য্য অদ্ভুত। (ত্রি) ১৩ তদ্বিশিষ্ট, ব্যলীকযুক্ত। (পুং) ১৪ নাগর বিশেষ। পর্য্যায় বিজ্ঞ, ষট্প্রজ্ঞ, কামকেলি, বিদূষক, পীঠকেলি, পীঠমর্দ্দ, ভাণ্ডক, ছিদুর, বিট। (ত্রিকা°)

ব্যল্কশা (স্ত্রী) বিবিধ শাখাযুক্ত। "রোহন্তু শাদদূর্ব্বা ব্যল্কশা" (ঋক্ ১০।১৬।১৩) "ব্যল্কশা বিবিধশাখা" (সায়ণ)

ব্যবকলন (ক্লী) বি-অব-কল-ল্যুট্। বিয়োগ, হীন, অঙ্কের শোধকরণ, চলিত বাকিকাটা। একটী অঙ্ক হইতে আর একটী অঙ্ককে অন্তর করাকে ব্যবকলন কহে। যথা খরচ।

"অয়ে বালে লীলাবতী মতিমতি ব্রূহি সহিতান্
দ্বিপঞ্চদ্বাত্রিংশত্ত্রিনবতিশতাষ্টা দশ দশ।
শতোপেতানেতানয়ুতবিয়ুতাংশ্চাপি বদ মে
যদি ব্যক্তে যুক্তি ব্যবকলনমার্গেঽসি কুশলা॥" (লীলাবতী)

ব্যবকলনা (স্ত্রী) ব্যবকলন-টাপ্। ব্যবকলন।

ব্যবকলিত (ত্রি) বি-অব-কল-ক্ত। কৃতব্যবকলন। যে অঙ্কের বিয়োগ করা হইয়াছে। বিয়োগিত, হীন। (ক্লী) ১ ব্যবকলন, বিয়োগ।

ব্যবকিরণ (ক্লী) সংযোগ, মিশ্রণ। (ব্যুৎপত্তি)

ব্যবকীর্ণ (ত্রি) বিযুক্ত, বিমিশ্রিত।

ব্যবচ্ছিন্ন (ত্রি) বি-অব-ছিদ্-ক্ত। ১ বিচ্ছিন্ন। ২ বিভক্ত। ৩ বিশেষিত। ৪ সূচিত। ৫ নির্দ্ধারিত।

ব্যবচ্ছেদ (ক্লী) বি-অব-ছিদ-ঘঞ্। ১ বাণমুক্তি, বাণমোচন, শরবর্ষণ। (হেম) ২ পৃথক্করণ। ৩ ভেদ, বিভাগ, খণ্ড। ৪ বিচ্ছেদ, বিশেষ করণ। ৫ বিরাম। ৬ নিবৃত্তি।

"জীবস্তু ন ব্যবচ্ছেদঃ স্যাচ্ছেদস্য প্রতিক্রিয়া।" (ভাগব° ৪।১২।২২)

ব্যবচ্ছেদক (ত্রি) ব্যবচ্ছেদয়তি- ণ্বুল্। ব্যবচ্ছেদকারী, যিনি ব্যবচ্ছেদ করেন।

ব্যবচ্ছেদ্য (ত্রি) বি-অব-ছেদ-যৎ। ব্যবচ্ছেদার্হ, ব্যবচ্ছেদ করিবার যোগ্য।

ব্যবদান (ক্লী) পরিশোধন, সংস্কার।

ব্যবদেশ (পুং) ব্যপদেশ।

ব্যবধা (স্ত্রী) বি-অব-ধা [illegible] ইত্যাদি, আচ্ছাদন। (অমর)

ব্যবধাতব্য (ত্রি) বি-অব-ধা [illegible] ব্যবধানার্হ, ব্যবধানযোগ্য, ব্যবধানের উপযুক্ত।

ব্যবধান (ক্লী) বি-অব-ধা-ল্যুট্। আচ্ছাদন; পর্য্যায় তিরোধান, অপিধান, অপবারণ, ছদন, ব্যবধা, অন্তর্ধা, পিধান, স্থগন, ব্যবধি, অপিধান। (শব্দরত্না°) অন্তর আড়াল। ২ ভেদ।

"গন্ধর্বো যদ্ ব্যবধানবৎ পুরস্তাৎ
স্বপ্নে যথা পুরুষস্তদ্বিনাশে।" (ভাগবত ৪।২২।২৬)

৩ বিচ্ছেদ। ৪ সমাপ্তি। (ভাগবত ৪।২৯।৭৭)

ব্যবধানবৎ (ত্রি) ব্যবধানমস্ত্যস্য ব্যবধান-মতুপ্, মস্য-ব। ব্যবধানবিশিষ্ট।

ব্যবধায়ক (ত্রি) ব্যবদধাতীতি বি-অব-ধা-ণ্বুল্। ব্যবধানকারী, তিরোধায়ক। ২ আচ্ছাদনকারক।

ব্যবধারণ (ক্লী) বি-অব-ধৃ-ণিচ্-ল্যুট্। বিশেষ রূপে অবধারণ, নিশ্চয়। "অর্থবলাদ্ ব্যবধারণং" (সুং° উপ°)

ব্যবধি (পুং) বি-অব-ধা ("উপসর্গে ঘোঃ কিঃ।" পা ৩।৩।৯২) ইতি কি। ব্যবধান।

"ব্যবধাবপি বা বিধোঃ কলাং মৃদুচূড়ামণিলয়াং ন বেদ কঃ॥"
(নৈষধ ২।১৮)

ব্যবলম্বিন্ (ত্রি) বি-অব লম্ব ইনি। বিশেষরূপ অবলম্বন-বিশিষ্ট, অবলম্বনযুক্ত।

ব্যবলস্ত (ত্রি) লিখিয়া বর্ণিত। (পঞ্চবিংশব্রাহ্মণ ১৫।১।৩)

ব্যবশাদ (পুং) ১ পরিত্যাগ। ২ পশ্চাৎ পতন। (শতপথব্রা°)

ব্যবসর্গ (পুং) ১ বিভাজন। বিভাগ করিয়া দেওয়া। ২ মুক্তি, অধীনতা হইতে মোচন। (শতপথব্রা° ৩।১।১।৩৮)

ব্যবসায় (পুং) বি-অব-সো-ঘঞ্। উপজীবিকা, যাহা দ্বারা যে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহা তাহার ব্যবসায় যাহার যাহা জীবিকা, শাস্ত্রে তাহা নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই বর্ণ যদি নিজের ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া অপাবর্ণ ব্যবসায় অবলম্বন করে, তাহা হইলে তাহাকে প্রত্যবায়ভোগী হইতে হয়। আপদ কালে ব্যবসায় পরিত্যাগ করিতে পারে বটে, কিন্তু তাহারও ব্যবস্থা আছে, তদনুসারে চলিতে হইবে।

"আহারো দ্বিগুণঃ স্ত্রীণাং বুদ্ধিস্তাসাং চতুর্গুণা।
ষড়্গুণো ব্যবসায়শ্চ কামাশ্চাষ্টগুণঃ স্মৃতঃ॥" (চাণক্যশতক)

২ অনুষ্ঠান। (রামায়ণ ২।৩০।৪১) ৩ নিশ্চয়।

"ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন ;
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম॥" (গীতা ২ অ°)

'ইহ ঈশ্বরারাধনলক্ষণে কর্ম্মযোগে ব্যবসায়াত্মিকা পরমেশ্বর ভক্ত্যৈব [illegible] ইতি নিশ্চয়াত্মিকা একৈব বুদ্ধির্ভবতি।' (স্বামী)

[illegible] ৫ উদ্যম। ৬ কল্পনা, ইচ্ছা। [illegible] অনুষ্ঠান [illegible] ১২ মহাদেব। (ভারত [illegible])

ব্যবসায়বৎ (ত্রি) ব্যবসায়ো বিদ্যতে অস্য মতুপ্, মস্য বঃ। ব্যবসায়-বিশিষ্ট। ব্যবসায়ী।

ব্যবসায়িন্ (ত্রি) ব্যবসায়োঽস্যাস্তীতি ইনি। ব্যবসায় বিশিষ্ট। ২ বাণিজ্যকারক।

"কোঽতিভারঃ সমর্থানাং কিং দূরং ব্যবসায়িনাম্ ;
কো বিদেশঃ সবিদ্যানাং কঃ পরঃ প্রিয়বাদিনাম্॥" (চাণক্য)

২ অনুষ্ঠাতা, অনুষ্ঠানকারী। যিনি শাস্ত্রানুষ্ঠান করেন, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

"অজ্ঞেভ্যো গ্রন্থিনঃ শ্রেষ্ঠা গ্রন্থিভ্যো ধারিণো বরাঃ।
ধারিভ্যো জ্ঞানিনঃ শ্রেষ্ঠা জ্ঞানিভ্যো ব্যবসায়িনঃ॥"
(মনু ১২।১০৩)

অজ্ঞলোক অপেক্ষা গ্রন্থের অধ্যেতা শ্রেষ্ঠ, এবং গ্রন্থের কেবল মাত্র অধ্যেতা অপেক্ষা যিনি গ্রন্থোক্ত বিষয় ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন, তিনি শ্রেষ্ঠ, এবং ধারণকারীর অপেক্ষা যাহার তাহাতে জ্ঞান জন্মিয়াছে তিনি শ্রেষ্ঠ, এবং জ্ঞানী অপেক্ষা ব্যবসায়ী, অর্থাৎ যিনি তাহার সম্যক্ অনুষ্ঠান করেন, তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম। জ্ঞানী অপেক্ষা কর্ম্মীই শ্রেষ্ঠ।

ব্যবসিত (ত্রি) বি-অব-সো-ক্ত। ১ প্রতারিত। (স্বার্থ প্রসাদ॰) ২ অনুষ্ঠিত ৩ চেষ্টিত। ৪ উদ্যত। ৫ স্বীকৃত। (মেদিনী)

"অনবীক্ষ্য ব্যবসিতং পিতৃ নির্দ্দেশপালনে।" (রামায়ণ ২।১৮।১)

ব্যবসিতি (স্ত্রী) বি-অব-সো ক্তিন্। ব্যবসায়।

ব্যবস্থা (স্ত্রী) বি-অব স্থা। আতশ্চোপসর্গে। ইত্যঙ, ততষ্টাপ্। শাস্ত্রনিরূপিত বিধি। শাস্ত্রে যে সকল বিধান অভিহিত হইয়াছে, তাহাকে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা কহে।

"দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং ধারণঞ্চ কমণ্ডলোঃ।

দেবরেণ সুতোৎপত্তির্দত্তকন্যা প্রদীয়তে॥ ইত্যাদীন্যভিধায়

এতানি লোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ।

নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থাপূর্ব্বকং বুধৈঃ॥" (উদ্বাহতত্ত্ব)

কলির আদিতে মহাত্মগণ, (ব্রাহ্মণের পক্ষে) দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্যপালন, কমণ্ডলু ধারণ, দেবর দ্বারা সুতোৎপত্তি প্রভৃতি ব্যবস্থাপূর্ব্বক নিষেধ করিয়াছেন।

শাস্ত্রে যে সকল ব্যবস্থা অভিহিত হইয়াছে, তদনুসারে চলা সকলেরই কর্ত্তব্য। অজ্ঞব্যক্তি যদি কোন ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট ব্যবস্থা লইয়া তদনুসারে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন।

প্রায়শ্চিত্ত বা চান্দ্রায়ণ করিতে হইলে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের নিকট লিখিত ব্যবস্থা লইয়া তদনুসারে প্রায়শ্চিত্তাদি আচরণ করিতে হয়। যদি কোন ব্রাহ্মণ ধর্ম্মশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত না জানিয়া ব্যবস্থা দেন, তাহা হইলে যিনি সেই ব্যবস্থানুসারে কার্য্য করিবেন, তিনি পবিত্র হইবেন। কিন্তু যিনি ব্যবস্থা দিয়াছেন, সেই পাপ তাঁহাতেই যাইবে। সুতরাং ধর্ম্মশাস্ত্রের বিশেষরূপ সিদ্ধান্ত না জানিয়া ব্যবস্থা দেওয়া বিধেয় নহে।

"অজ্ঞাত্বা ধর্ম্মশাস্ত্রাণি প্রায়শ্চিত্তং দদাতি যঃ।

প্রায়শ্চিত্তী ভবেৎ পূতং তৎপাপং তেষু গচ্ছতি॥"

(প্রায়শ্চিত্তবি॰)

ধর্ম্মশাস্ত্র না জানিয়া যিনি প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দেন, সেই ব্যবস্থানুসারে প্রায়শ্চিত্তকারী পাপমুক্ত হয়, এবং সেই পাপ তাঁহাতে গমন করে।

২ নিয়ম। (কথাসরিৎসাঃ ১০।৯৭১) ৩ পৃথক্ পৃথক্ স্থাপন। ৪ স্থিতি, স্থিরতা।

ব্যবস্থাতৃ (ত্রি) বি-অব-স্থা-তৃচ্। ব্যবস্থাপক, যিনি ব্যবস্থা করেন

ব্যবস্থান (ক্লী) বি-অব-স্থা-ল্যুট্। ব্যবস্থিতি।

"চাতুর্ব্বর্ণ্যব্যবস্থানং যস্মিন্ দেশে ন বিদ্যতে।

তং ম্লেচ্ছদেশং জানীয়াদার্য্যাবর্ত্তস্ততঃ পরম্॥" (অমরটীকায় ভরতধৃত স্মৃতিবচন) (পুং) ২ বিষ্ণু। (ভারত ৩।১৪৯।৫৫)

ব্যবস্থানপ্রজ্ঞপ্তি (স্ত্রী) সংখ্যাভেদ। শততিটিলম্ভে এক ব্যবস্থানপ্রজ্ঞপ্তি হয়। ললিতবিস্তরে এই গণনার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে, শত কোটীতে এক অযুত, শত অযুতে এক নিযুত, শত নিযুতে এক কঙ্কর, শত কঙ্করে এক বিবর, শত বিবরে এক অক্ষোভ্য, শত অক্ষোভ্যে এক বিবাহ, শত বিবাহে এক উৎসঙ্গ, শত উৎসঙ্গে এক বহুল, শত বহুলে এক নাগবল, শত নাগবলে এক তিটিলম্ভ, শত তিটিলম্ভে এক ব্যবস্থানপ্রজ্ঞপ্তি।

"কথং পুনঃ কোটীশতোত্তরা গণনা গতিরনুপ্রবেষ্টব্যা বোধিসত্ত্ব আহ। শতকোটীনামযুতং নামোচ্যতে। শতমযুতানাং নিযুতং নামোচ্যতে, ইত্যাদি, শতং তিটিলম্ভানাং ব্যবস্থানপ্রজ্ঞপ্তির্নামোচ্যতে, শতং ব্যবস্থানপ্রজ্ঞপ্তীনাং হেতুহিলং নামোচ্যতে।" (ললিতবিস্তর ১৬৮ পৃ॰)

ব্যবস্থাপক (ত্রি) ব্যবস্থাপয়তি বি-অব-স্থা-ণিচ্-ণ্বুল্। যিনি ব্যবস্থাপন করেন, যিনি ব্যবস্থা দেন, শাস্ত্রবোধ যিনি বলেন, বিধিদায়ক। ২ নিয়ামক। ৩ সংস্থাপক।

ব্যবস্থাপত্র (ক্লী) ব্যবস্থাবিষয়কং পত্রং। যাহাতে ব্যবস্থা লেখা থাকে। শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা তালপত্রাদিতে লিখিয়া দিতে হয়।

ব্যবস্থাপদ্ধতি (স্ত্রী) ব্যবস্থায়াঃ পদ্ধতিঃ প্রণালী। নিয়মপ্রণালী।

ব্যবস্থাপন (ক্লী) বি-অব-স্থা-ণিচ্-ল্যুট্। ১ ব্যবস্থাপ্রণয়ন। ২ নির্দ্ধারণ, নিরূপণ। ৩ নিশ্চিতকরণ।

ব্যবস্থাপনীয় (ত্রি) বি-অব-স্থা-ণিচ্ অনীয়র্। ব্যবস্থাপনযোগ্য, ব্যবস্থাপনের উপযুক্ত।

ব্যবস্থাপ্য (ত্রি) বি-অব-স্থাপি-যৎ। ব্যবস্থাপনার্হ, যাহা ব্যবস্থাপন করা যায়।

ব্যবস্থাপিত (ত্রি) বি-অব স্থা-ণিচ্-ক্ত। ১ স্থিরীকৃত। ২ নির্দ্ধারিত। ৩ প্রকৃতিপ্রাপিত। ৪ নিয়মপূর্ব্বক স্থাপিত। ৫ নিয়মিত।

ব্যবস্থিত (ত্রি) বি-অব-স্থা-ক্ত। বিধিপূর্ব্বক স্থিত, ব্যবস্থাপিত।

"অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।

প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ॥" (গীতা ১ অ॰)

ব্যবস্থিতি (স্ত্রী) বি-অব-স্থা-ক্তিন্। ব্যবস্থান।

ব্যবহরণ (ক্লী) বি-অব-হৃ ল্যুট্। অষ্টোপদ পদ ব্যবহার।

ব্যবহর্ত্তব্য (ক্লী) বি-অব-হৃ-তব্য। ব্যবহার প্রদর্শনের উপযুক্ত।

"নরেন ব্যবহর্ত্তব্যং শাধিবেন যথাক্রমম্।"

(হরিবংশ ৫২৬৭)

ব্যবহর্ত্তৃ (পুং) বি-অব-হৃ-তৃচ্। ব্যবহারকর্ত্তা, যিনি ব্যবহার করেন, বিচার করেন, প্রাড্বিবাক, জজ, হাকিম।

ব্যবহার (পুং) বি-অব-হৃ-ঘঞ্। ১ বিবাদ। (অমর) ২ বৃক্ষভেদ। ৩ ন্যায়। ৪ পণ। ৫ স্থিতি। (মেদিনী)। ৬ কর্ম্ম, ক্রিয়া, কার্য্য। ৭ মোকদ্দমা।

"ন কশ্চিৎ কস্যচিন্মিত্রং ন কশ্চিৎ কস্যচিদ্রিপুঃ।
ব্যবহারেণ জায়ন্তে মিত্রাণি রিপবস্তথা॥" (হিতোপদেশ)

অষ্টাদশ পদ বিবাদ-বিষয়ের নাম ব্যবহার। ইহার লক্ষণ—
'ব্যবহারমাহ কাত্যায়নঃ—
বি-নানার্থে অব সন্দেহে হরণং হার উচ্যতে।
নানাসন্দেহহরণাৎ ব্যবহার ইতি স্থিতিঃ॥"
নানাবিবাদবিষয়ঃ সংশয়ো হ্রিয়তে অনেন ইতি ব্যবহারঃ।
ভাষোত্তরক্রিয়ানির্ণায়কত্বং ব্যবহারত্বং।' (ব্যবহারতত্ত্ব)

বিশব্দ নানার্থবাচক, অব শব্দের অর্থ সন্দেহ এবং হারশব্দের অর্থ হরণ, নানা সন্দেহের হরণ হয় বলিয়া উহাকে ব্যবহার কহে। নানা বিবাদবিষয়ক সন্দেহ যাহার দ্বারা হরণ হয়, তাহাকে ব্যবহার কহে। বিবাদ বিষয় সম্বন্ধে যে কোন সন্দেহ উপস্থিত হউক না কেন, যাহা দ্বারা সেই সকল সন্দেহ নিরাকৃত হয়, তাহারই নাম ব্যবহার। ভাষোত্তরক্রিয়ানির্ণায়কত্ব-ই ব্যবহারত্ব অর্থাৎ কথনের পর তাহার কর্ত্তব্য নির্ণয় করাই ব্যবহারের কার্য্য। বাদী ও প্রতিবাদীর যে বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহাকেই ব্যবহার কহে।

"ব্যবহারান্ নৃপঃ পশ্যেদ্বিদ্বদ্ভির্ব্রাহ্মণৈঃ সহ।
ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারেণ ক্রোধলোভবিবর্জ্জিতঃ॥
শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্না ধর্ম্মজ্ঞাঃ সত্যবাদিনঃ।
রাজ্ঞা সভাসদঃ কার্য্যা রিপৌ মিত্রে চ যে সমাঃ॥
অপশ্যতা কার্য্যবশাদ্ব্যবহারান্ নৃপেণ তু।
সভ্যৈঃ সহ নিয়োক্তব্যো ব্রাহ্মণঃ সর্ব্বধর্ম্মবিৎ॥
রাগাল্লোভাদ্ভয়াদ্বাপি স্মৃত্যপেতাদিকারিণঃ।
সভ্যাঃ পৃথক্ পৃথগ্ দণ্ড্যা বিবাদাদ্ দ্বিগুণং দমম্॥
স্মৃত্যাচারব্যপেতেন মার্গেণাধর্ষিতঃ পরৈঃ।
আবেদয়তি চেদ্রাজ্ঞে ব্যবহারপদং হি তৎ॥" (যাজ্ঞবল্ক্য ২।১-৫)

রাজা ক্রোধ ও লোভশূন্য হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে বিদ্বান্ ব্রাহ্মণদিগের সহিত ব্যবহার (মোকদ্দমা) সকল অবলোকন করিবেন, অর্থাৎ নিজেই বিচার করিবেন। মীমাংসা ব্যাকরণাদি এবং বেদশাস্ত্রাদি অধ্যয়নসম্পন্ন, ধার্ম্মিক, সত্যবাদী এবং যাহারা শত্রু ও মিত্রে পক্ষপাতবর্জ্জিত রাজা সেই সকল ব্রাহ্মণকে সভাসদ্ করিবেন। রাজা যদি কোন কার্য্য বশতঃ নিজে ব্যবহার না দেখিতে পারেন, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত গুণসম্পন্ন সভাসদের সহিত একজন সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ব্যবহার দর্শনে নিযুক্ত করিবেন। কাত্যায়ন লিখিয়াছেন,—

"ব্রাহ্মণং যত্র ন স্যাৎ তু ক্ষত্রিয়ং তত্র যোজয়েৎ।
বৈশ্যং বা ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞং শূদ্রং যত্নেন বর্জ্জয়েৎ॥"

অর্থাৎ উপযুক্ত ব্রাহ্মণ অভাবে ক্ষত্রিয় অথবা ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ বৈশ্য নিযুক্ত করিবেন, কিন্তু রাজা কখন শূদ্রকে নিযুক্ত করিবেন না।

পূর্ব্বোক্ত সভাগণ স্নেহ, লোভ, অথবা ভয়প্রযুক্ত, স্মৃতিশাস্ত্রবিরুদ্ধ বা আচারবিরুদ্ধ বিচার করিলে সেই বিবাদে পরাজিত ব্যক্তির যে দণ্ড বিহিত, রাজা তাহাদিগের প্রত্যেকের তাহার দ্বিগুণ দণ্ড বিধান করিবেন। স্মৃতি ও আচারবিরুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে শত্রু কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া ব্যবহার-দর্শকের নিকট উৎপীড়নের বিবরণ নিবেদন করিলে তাহাকে ব্যবহার কহে, অর্থাৎ একজন শাস্ত্র ও আচারবিরুদ্ধ নিয়ম অনুসারে একজনের প্রতি উৎপীড়ন করিয়াছে, ঐরূপে উৎপীড়িত ব্যক্তি রাজার নিকট ঐ উৎপীড়নের বিষয় নিবেদন করিলে তাহাই ব্যবহার নামে অভিহিত হয়। ইহাই ব্যবহারের বিষয়। উক্ত নিবেদন এবং প্রতিবাদী সমক্ষে লেখনের নাম ভাষা, পক্ষ শব্দে প্রতিজ্ঞা। বাদী বিবাদ নিবেদন করিবার সময় অর্থাৎ মোকদ্দমা রুজু করিবার কালে যাহা বলিয়াছিল, প্রতিবাদীর সমক্ষে তাহাই লিখিতে হইবে এবং সেই লেখায় যথাযোগ্য বৎসর, মাস, তিথি ও বারাদি, বাদী প্রতিবাদীর নাম ও জাত্যাদি উল্লিখিত থাকিবে।

অপসিদ্ধ, নিরাবাধ, নিরর্থ, নিষ্প্রয়োজন, অসাধ্য এবং বিরুদ্ধ এই সকল পক্ষ নহে, পক্ষাভাস, সুতরাং ব্যবহারের বিষয় নহে। অপ্রসিদ্ধ প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দ ইহাদের অর্থ এইরূপ কথিত হইয়াছে। অপ্রসিদ্ধ—যথা, অমুক ব্যক্তি আমার [illegible] হরণ করিয়াছে [illegible] ইত্যাদি। নিরাবাধ—যথা, আমার [illegible] দীপালোকে [illegible] করে। নিরর্থ—[illegible] ইত্যাদি। নিষ্প্রয়োজন—এই ব্যক্তি আমাদের গৃহের [illegible] করে। অসাধ্য—[illegible] হাসিয়াছিল। বিরুদ্ধ—মূক বোবা, কিন্তু আমাকে [illegible] করিয়াছে ইত্যাদি এই সকল ব্যবহার বিষয় হইবে না। অর্থাৎ ইহার [illegible]

[illegible] দিবেন। [illegible] জয় লাভ হইবে। [illegible] না দিতে পারিলে পরাজয় হইবে।

ব্যবহার চতুষ্পাদ, অর্থাৎ চারিভাগে বিভক্ত। ভাষাপাদ, উত্তরপাদ, ক্রিয়াপাদ ও সাধ্যসিদ্ধিপাদ; এই সকলও পারিভা-

শব্দ, ইহাদের অর্থও এইরূপ অভিহিত হইয়াছে। ভাষাপাদ — পূর্বে বাদী যাহা নিবেদন করিয়াছে, প্রতিবাদীর সমক্ষে তাহা লিখিতে হইবে, ইহাকে ভাষাপাদ কহে। ভাষার্থ শ্রবণের পর প্রতিবাদী যাহা বলিবে, বাদীর সমক্ষে তাহা লিখিয়া লইতে হইবে। ইহাই উত্তরপাদ। ভাষাপাদ ও উত্তরপাদ এই দুইটিকে আরজী ও জবাব বলা যায়। বাদী তৎপরে প্রমাণ দিবেন, ইহাই ক্রিয়াপাদ। প্রমাণ ঠিক হইলে জয়লাভ, অন্যথা পরাজয়, ইহাই সাধ্যসিদ্ধিপাদ। এই চতুষ্পাদ ব্যবহার।

প্রতিবাদীর নিজের প্রতি আরোপিত দোষের একটা মীমাংসা না হয়, ততদিন এবং উহা মীমাংসা হইলেও অপরে যদি বাদীর নামে কোন অভিযোগ করিয়া থাকে, তাহা হইলে যতদিন ঐ অভিযোগের শেষ না হয়, ততদিন প্রতিবাদী বাদীর নামে পাল্টা অভিযোগ উত্থাপিত করিতে পারিবে না। আর প্রতিবাদী ভাষার্থ শ্রবণ করিয়া যে উত্তর দিবে, তাহা যেন পরস্পরে বিরুদ্ধ না হয়।

ইহা সাধারণ নিয়ম। কিন্তু একটু বিশেষ এই যে বাক্পারুষ্য (গালিগালাজ), দণ্ডপারুষ্য (মারামারি), সাহস (বিষ দান দ্বারা প্রাণনাশাদি) এই সকল স্থলে পাল্টা অভিযোগ উত্থাপিত করিতে পারে।

অপলাপী ব্যক্তি অভিযোগ অপলাপ করিলে পর বাদী যদি সাক্ষী প্রভৃতি দ্বারা অপলপিত অর্থ সপ্রমাণ করাইয়া দেয়, তাহা হইলে উক্ত প্রতিবাদী বাদীর কথিত ধন বাদীকে, এবং তত্তুল্য ধন রাজাকে দিবে। আর বাদী যদি উহা সপ্রমাণ করিতে না পারে, তাহা হইলে মিথ্যাভিযোগী বাদী নিজ অভিহিত ধনের দ্বিগুণ দণ্ড দিবে।

সাহস, চৌর্য্য, বাক্পারুষ্য, দণ্ডপারুষ্য, এবং দোগ্ধ্রী গো এই সকল ঘটিত অভিযোগ, স্ত্রী অভিযোগ ও প্রাণনাশ ও ধনক্ষতির সম্ভাবনা হইলে, দাসীর চরিত্র ঘটিত এবং দাসীর স্বত্ব ঘটিত অভিযোগে যাহাতে প্রতিবাদী ভাষার্থ শ্রবণের পরই কাল বিলম্ব না করিয়া উত্তর দেয়, তাহা করিবেন। অন্য স্থলে বিলম্ব অভিপ্রায় অনুসারে সময় দিতে হইবে।

বিচারক ও সভ্যগণ বাদী প্রতিবাদী দুষ্ট কি না তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন। যাহারা এক স্থানে স্থির হইয়া থাকিতে পারে না, অঙ্গুলী লেহন করে, ললাট ঘর্ম্ম হইতে থাকে, মুখ বিবর্ণ হয়, ওষ্ঠ শুষ্ক হইয়া আসে, পূর্ব্বাপর বিরুদ্ধ উত্তর প্রদান করে, সুস্পষ্ট কথা কহিতে পারে না, প্রীতি দৃষ্টি অবলোকনে অসমর্থ হয়, ওষ্ঠাধর বক্র করে, এইরূপ যে ব্যক্তি স্বভাবতঃ অর্থাৎ অন্য কোন জ্বরাদির কারণ না থাকিলেও বিকৃত ভাব প্রাপ্ত হয়, অভিযোগেই হউক আর সাক্ষ্য কার্য্যেই হউক, তাহাকে দুষ্ট বলিয়া স্থির করিতে হইবে।

ভাষার্থ শ্রবণের পর প্রতিবাদী যাহা বলিবেন, তৎসমস্তই বাদীর সমক্ষে লিখিতে হইবে। অনন্তর বাদী সাক্ষী প্রভৃতি দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থন করিবেন। পরে প্রতিবাদীর সাক্ষী প্রভৃতি বিচারক সভ্যদিগের সহিত কর্ত্তব্য বিধারণ করিবেন।

মত্ত, উন্মত্ত, পীড়িত, ব্যসনাসক্ত, বালক, ভীত, নগরাদি বিরুদ্ধ এবং সম্বন্ধশূন্য ব্যক্তি এই সকল লোকে যে ব্যবহার উত্থাপিত করে, তাহা অসিদ্ধ।

বল বা ভয়নিষ্পন্ন, স্ত্রীকৃত, নিশাকালকৃত, গৃহাভ্যন্তরকৃত, গ্রামবহির্দ্দেশকৃত, এবং শত্রুকৃত ব্যবহার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কর্তৃক দৃষ্ট হইলেও পরিবর্ত্তিত হইবে।

তপোনিষ্ঠ, দানশীল, সদ্বংশীয়, সত্যবাদী, ধর্ম্মপ্রধান, সরল স্বভাব, পুত্রবান্, সম্পত্তিশালী, যথাসম্ভব শ্রৌতস্মার্ত্ত নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠায়ী, এবং ব্যবহর্ত্তার সজাতি বা সবর্ণ এইরূপ অন্ততঃ তিনজন সাক্ষী দিতে হইবে। সজাতি বা সবর্ণ সাক্ষী না মিলিলে সকল জাতীয় সকল বর্ণীয় ব্যক্তিই সাক্ষী হইতে পারে।

স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ, কিতব, শ্রোত্রিয় বৃদ্ধ, তাপস বৃদ্ধ, এবং পরিব্রাজকাদি ইহারা শাস্ত্রনিয়মানুসারে সাক্ষী মধ্যে পরিগণিত নহে। সুরাদিসেবনে মত্ত, উন্মত্ত, অভিশপ্ত, রঙ্গাবতারী, পাষণ্ডী, কূটকারী, বিকলেন্দ্রিয়, পতিত, বন্ধু, অর্থসম্বন্ধী অর্থাৎ যাহার সহিত বিবাদ-বিষয়ের স্বার্থ সম্বন্ধ আছে, সহায়, শত্রু, চোর, সাহসী, দৃষ্টদোষ, বন্ধু-পরিত্যক্ত ইত্যাদি ব্যক্তিগণ সাক্ষী হইবার অযোগ্য। উভয় পক্ষসম্মত ধর্ম্মজ্ঞ একজনও সাক্ষী হইতে পারে। স্ত্রীসংগ্রহ, বাক্পারুষ্য, দণ্ডপারুষ্য, চৌর্য্য এবং সাহসে স্ত্রী বালক প্রভৃতি সকলেই সাক্ষী হইতে পারিবে।

দুই পক্ষ হইতে সাক্ষ্য প্রদান করিলে বহুলোকে যে কথা বলে, তাহাই গ্রাহ্য। দুই পক্ষে সমান লোক হইলে গুণবান্ ব্যক্তিগণের, ও দুই পক্ষে সমান গুণবান্ থাকিলে যাহারা অধিক গুণবান্ তাহাদিগের কথাই গ্রাহ্য। সাক্ষিগণ যাহার লিখিত প্রতিজ্ঞাকে সত্য বলিয়া প্রকাশ করে, সে জয়ী হয় এবং যাহার লিখিত প্রতিজ্ঞাকে অন্যরূপ বলে, তাহার পরাজয় নিশ্চয়।

কতিপয় সাক্ষী একরূপ বলিয়া গেলেও যদি অন্যপক্ষীয় বা স্বপক্ষীয় অপরাপর অতিশয় গুণবান্ ব্যক্তি কিংবা বহুলোক অন্যরূপ সাক্ষ্য প্রদান করে, তাহা হইলে পূর্ব্ব সাক্ষিগণ কূট সাক্ষী। কূটসাক্ষীদিগের প্রত্যেক ব্যক্তিকে এই বিবাদপরাজিত ব্যক্তির যে দণ্ড হইবে, তাহার দ্বিগুণ দণ্ড করিবেন। ব্রাহ্মণ কূটসাক্ষী হইলে রাজা তাঁহাকে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিবে।

প্রথমে সাক্ষ্যদান স্বীকার করিয়া পরে যদি সেই ব্যক্তি

সাক্ষ্য না দেয়, তাহা হইলে বিবাদে পরাজিত ব্যক্তির যে দণ্ড হইবে তাহার ৮ গুণ দণ্ড লইবে। ব্রাহ্মণ হইলে তাহার নির্ব্বাসন-দণ্ড। যে বিবাদে সত্য কথা বলিলে ব্রহ্মচারীর প্রাণ দণ্ড হয়, সেস্থলে সাক্ষী মিথ্যা কথা বলিতে পারে। কিন্তু ঐ সাক্ষীগণ প্রত্যেক মিথ্যাকথন পাপক্ষয় জন্য সারস্বত চরু নির্ব্বপণ করিবেন। বিচারক এইরূপে বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। (যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা ২ অ°)

মনুতে লিখিত আছে যে—

"ব্যবহারান দিদৃক্ষুস্তু ব্রাহ্মণৈঃ সহ পার্থিবঃ।

মন্ত্রজ্ঞৈঃ মন্ত্রিভিশ্চৈব বিনীতঃ প্রবিশেৎ সভাম্॥

তত্রাসীনঃ স্থিতো বাপি পাণিমুদ্যম্য দক্ষিণম্।

বিনীতবেশাভরণঃ পশ্যেৎ কার্য্যাণি কার্য্যিণাম্॥

প্রত্যহং দেশদৃষ্টৈশ্চ শাস্ত্রদৃষ্টৈশ্চ হেতুভিঃ।

অষ্টাদশসু মার্গেষু নিবদ্ধানি পৃথক্ পৃথক্॥" (মনু ৮।১-৩)

রাজা ব্যবহারদর্শনে অভিলাষী হইয়া ব্রাহ্মণ এবং মন্ত্রণা-কুশল মন্ত্রীদিগের সহিত ধর্ম্মাধিকরণ-সভায় গমন করিবেন। তথায় উপবিষ্ট বা উত্থিত থাকিয়া দক্ষিণ বাহু বাহির করিয়া অনুদ্ধত বেশ ভূষায় ভূষিত হইয়া বাদী ও প্রতিবাদীদিগের কার্য্য সকল অবলোকন করিবেন।

বিবাদের কারণ অষ্টাদশ প্রকার বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। অষ্টাদশ প্রকার বিবাদমূলক ব্যবহার দেশজাতি ও কুলাচারানুগত হেতু শাস্ত্রীয় সাক্ষী ও লেখ্যাদি প্রমাণ দ্বারা রাজা পৃথক পৃথক্ করিয়া বিচার করিবেন।

অষ্টাদশ প্রকার ব্যবহার যথা—১ ঋণাদান। ২ নিক্ষেপ। ৩ অস্বামিবিক্রয়। ৪ সম্ভূয়সমুত্থান। ৫ দত্তাপ্রাদানিক। ৬ বেতনাদান। ৭ সম্বিদ্ব্যতিক্রম। ৮ ক্রয়বিক্রয়ানুশয়। ৯ স্বামিপাল-বিবাদ। ১০ সীমাবিবাদ। ১১ বাক্পারুষ্য। ১২ দণ্ডপারুষ্য। ১৩ স্তেয়। ১৪ সাহস। ১৫ স্ত্রীসংগ্রহণ। ১৬ বিভাগ। ১৭ দ্যূত। ১৮ আহ্বয় এই ১৮ প্রকার ব্যবহার। ইহার কোন একটী বিষয় লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে রাজার নিকট নালিশ করিলে রাজা তাহার সাক্ষী প্রভৃতি লইয়া শাস্ত্রানুসারে বিচার করিবেন।

১ ঋণাদান—কি প্রকার ঋণ দেয়, কোন প্রকারের ঋণ দেয় নহে, অথবা কত বৎসরে কোন ঋণ দেয়, উত্তমর্ণ ও অধমর্ণের দানাদানবিষয়ক প্রকার উক্তাদি বিষয়কে ঋণাদান কহে। টাকা কড়ি লেন দেন লইয়া যে স্থলে বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহাই ঋণাদান শব্দে অভিধেয়।

২ নিক্ষেপ—আপনার ধন অন্য পুরুষে অর্পণকে নিক্ষেপ কহে, টাকা কড়ি একজনের গচ্ছিত রাখিলে কালে যদি তাহা লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়, উহাকে নিক্ষেপ কহে।

৩ অস্বামিবিক্রয়—যে ধনের যে স্বামী নহে, তৎকর্ত্তৃক সেই ধনের বিক্রয়কে অস্বামিবিক্রয় কহে।

৪ সম্ভূয়সমুত্থান—পরস্পর মিলিত হইয়া একত্র বাণিজ্যকার্য্য বৈশ্যাদির অনুষ্ঠানকে সম্ভূয়সমুত্থান বলে। যৌথ কারবার লইয়া যদি পরস্পরের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে রাজার নিকট নালিশ করিলে রাজা ইহার নিয়মানুসারে বিচার করিবেন।

৫ দত্তাপ্রাদানিক—দত্তবস্তু অপাত্রে ন্যস্ত হেতু অথবা ক্রোধাদিতে গ্রহণ করার নাম দত্তাপ্রাদানিক।

৬ বেতনাদান—ভৃত্যাদিগের বেতনাদি না দেওয়াকে বেতনাদান কহে।

৭ সম্বিদ্ব্যতিক্রম—কৃতব্যবস্থার অতিক্রমকে সম্বিদ্ব্যতিক্রম কহে।

৮ ক্রয়বিক্রয়ানুশয়—কোন দ্রব্য ক্রয় বা বিক্রয় করিয়া অধিক লাভের প্রত্যাশায় অনুতাপ করার নাম ক্রয়বিক্রয়ানুশয়।

৯ স্বামিপালবিবাদ—স্বামী ও পশুপালের বিবাদকে স্বামিপালবিবাদ কহে।

১০ সীমাবিবাদ—গ্রাম বা ক্ষেত্রাদির সীমাসংক্রান্ত বিবাদকে সীমাবিবাদ কহে।

১১ বাক্পারুষ্য—পরস্পর গালি গালাজ করার নাম বাক্পারুষ্য।

১২ দণ্ডপারুষ্য—পরস্পর মারামারি, দাঙ্গা হাঙ্গামা প্রভৃতিকে দণ্ডপারুষ্য কহে।

১৩ স্তেয়—গোপনে পরধন হরণের নাম স্তেয়। চুরি, ঠকান প্রভৃতিকে স্তেয় কহে।

১৪ সাহস—বলাৎকারে পরধনহরণের নাম সাহস, ডাকাতিকেও সাহস বলা যায়।

১৫ স্ত্রীসংগ্রহণ—স্ত্রীলোকের পরপুরুষের সহিত সংসর্গ অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষের ব্যভিচারকে স্ত্রীসংগ্রহণ কহে।

১৬ বিভাগ—পিতৃপিতামহাদির ধনের বিভাগ লইয়া বিবাদকে বিভাগ, অর্থ বিভাগ লইয়া যে বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহাকে বিভাগ কহে।

১৭—দ্যূত—পাশকাদি ক্রীড়াকে দ্যূত কহে।

১৮ আহ্বয়—মেষ কুক্কুট পক্ষী, মেষ প্রভৃতি প্রাণীর যুদ্ধকে আহ্বয় কহে।

এই অষ্টাদশ বিষয় লইয়া প্রায়ই লোকে বিবাদ করিয়া থাকে। এই সকল বিষয়ের বিবাদ উপস্থিত হইলে, রাজা লোক স্থিতির নিমিত্ত শাশ্বত ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া এই সকল কার্য্য নিরূপণ করিবেন।

রাজা নিজে যদি কোন অলঙ্ঘনীয় কারণে এই সকল কার্য্য দর্শন করিতে না পারেন, তাহা হইলে তিনি বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে কার্য্য দর্শনে নিযুক্ত করিবেন। সেই বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ তিনজন সভ্যের সহিত ধর্ম্মাধিকরণ-সভায় প্রবেশ করিয়া উপবিষ্ট বা উত্থিত ভাবে কার্য্য করিবেন।

যে সভায় ঋক্ যজুঃ ও সামবেদবেত্তা ঐরূপ তিনজন সভ্য ব্রাহ্মণ এবং রাজপ্রতিনিধি অধিষ্ঠান করেন, তাহাকে ব্রহ্মসভা কহে। বিদ্বান্-পরিবৃত সভায় যাহাতে অন্যায় বিচার না হয়, সভ্যগণ তাহাই করিবেন। সভায় যাইবে না সেও ভাল, কিন্তু যেন বিচারস্থানে অন্যায় বিচার না হয়। উপস্থিত থাকিয়া মৌনাবলম্বন বা মিথ্যা কহিলে পাপভাগী হইতে হয়।

বিচারকের সম্মুখেই যথায় অধর্ম্ম কর্ত্তৃক ধর্ম্ম ও মিথ্যা কর্ত্তৃক সত্য নষ্ট হয়, তথায় বিচারকগণই নষ্ট হইয়া থাকেন। যে জন ধর্ম্মকে নষ্ট করে, ধর্ম্মই তাহাকে নষ্ট করিয়া থাকেন। ধর্ম্মকে রক্ষা করিলে ধর্ম্ম রক্ষা করেন। অতএব ধর্ম্ম কোন ক্রমেই অতিক্রমণীয় নহে।

সমুদয় কামনা বর্ষণ করেন বলিয়া শাস্ত্রে ধর্ম্ম বৃষ নামে অভিহিত হইয়াছেন। যে জন সেই ধর্ম্মকে 'অলং' অর্থাৎ নিবারণ করে, তাহাকেই প্রকৃত বৃষল বলা যায়। নতুবা জাতিবাচক বৃষল বৃষল নহে। ধর্ম্মই জীবের একমাত্র সুহৃদ্, মৃত্যুর পরও ধর্ম্ম অনুগামী হইয়া থাকে। অপর যাহা কিছু থাকে, সকলই আমাদের দেহের সহিত তিরোহিত হয়।

অতএব বিচারক ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যাহাতে অন্যায় বিচার না হয়, তাহা করিবেন, অন্যায় বিচার করিলে যে পাপ হয়, তাহার চারিভাগের এক ভাগ মিথ্যাভিযোগী প্রাপ্ত হয়, মিথ্যা সাক্ষী এক ভাগ পায়, এবং সমুদয় সভাসদ একভাগ এবং রাজা একভাগ পাইয়া থাকেন। এই জন্য অতি সাবধানতার সহিত বিচার করা কর্ত্তব্য। যে স্থলে ন্যায় বিচার হয়, পাপী উপযুক্ত দণ্ড পায়, তথায় রাজা নিষ্পাপ থাকেন, সভাসদ্‌ও পাপমুক্ত হয়। পাপ কেবল পাপকর্ত্তাকেই বর্ত্তিয়া থাকে।

জাতিমাত্রোপজীবী ব্রাহ্মণকে অথবা যে আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া বেড়ায়, কিন্তু ক্রিয়ানুষ্ঠানরহিত ও জ্ঞানশূন্য এইরূপ ব্রাহ্মণকেও ব্যবহারদর্শনে নিযুক্ত করিতে পারেন, কিন্তু সর্ব্বগুণান্বিত ধার্ম্মিক ব্যবহারজ্ঞ শূদ্রকে কোনমতে ঐ পদে নিয়োগ করিতে পারিবে না। শূদ্র যদি রাজার ধর্ম্মবিচার করে, তাহা হইলে সেই রাজার রাজ্য শীঘ্র বিনষ্ট হয়।

রাজা ধর্ম্মাসনে অধিষ্ঠান করিয়া সম্যক্ আচ্ছাদিত দেহ ও একাগ্রচিত্ত হইয়া লোকপালগণকে প্রণাম করিয়া বিচারাদি কার্য্য আরম্ভ করিবেন, রাজপ্রতিনিধিও এইরূপে বিচার করিবেন।

অর্থ ও অনর্থ উভয় বুঝিয়া ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের প্রতি বিশেষ রূপে দৃষ্টি রাখিয়া ব্রাহ্মণাদি বর্ণক্রমে বাদী প্রতিবাদীর কার্য্য সকল দর্শন করিবেন। প্রথমে বাহ্য চিহ্ন দ্বারা উহাদিগের মনোগত ভাব জানিতে চেষ্টা করা বিধেয়। লোকের স্বর, বর্ণ, ইঙ্গিত, আকার, চক্ষু এবং চেষ্টা এ সকলের প্রতি লক্ষ্য রাখাও আবশ্যক। আকার, ইঙ্গিত, গতি, চেষ্টা কথাবার্ত্তা, এবং নেত্রমুখবিকার দ্বারা লোকের মনোগত ভাব জানিতে পারা যায়।

পিতৃ-মাতৃ-বিহীন অনাথ বালকের ধন রাজা নিজে তাবৎকাল পর্য্যন্ত রক্ষা করিবেন, যাবৎ বালক গুরুকুল হইতে গৃহস্থাশ্রমে প্রত্যাগত অথবা যে পর্য্যন্ত অতীতশৈশব না হয়। ১৬ বৎসর বয়স হইলে অতীত শৈশব হইয়া থাকে। বন্ধ্যা স্ত্রী, যাহার স্বামী দারান্তর পরিগ্রহ করিয়া গ্রাসাচ্ছাদন-নির্ব্বাহোপযোগী ধন দিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, পুত্ররহিত, প্রোষিতভর্ত্তৃকা, এবং যে স্ত্রীর সপিণ্ডাদি কেহ অভিভাবক নাই, এবং সাধ্বী বিধবা ও রোগিণী স্ত্রী, ইহাদিগের ধন ও অনাথ বালকের ধনের ন্যায় রাজা রক্ষা করিবেন। যদি তাহারা জীবিত থাকিতেই সপিণ্ডেরা উক্ত ধন গ্রহণ করে, তবে ধার্ম্মিক নরপতি চৌর দণ্ডে তাহাদিগকে দণ্ডিত করিবেন।

অজ্ঞাতস্বামিক ধন পাইলে রাজা সর্ব্বত্র উহা প্রকাশ্য ঘোষণা করিয়া তিন বৎসর পর্য্যন্ত আত্মকোষে স্থাপিত রাখিবেন। তিন বৎসর মধ্যে ধনস্বামী আগত হইলে ঐ ধন তিনি পাইবেন। ঐ সময় অতীত হইয়া গেলে রাজা ঐ ধন নিজকার্য্যে ব্যবহার করিতে পারিবেন। যে ব্যক্তি ঐ ধন আমার বলিয়া দাবী করে, রাজা তাহার নিকট উপযুক্ত প্রমাণ লইয়া তাহাকে ঐ ধন দিবেন। যদি মিথ্যা করিয়া কেহ দাবী করে এবং উপযুক্ত প্রমাণ দিতে না পারে এবং নানাপ্রকার অসম্বদ্ধ কথা বলে, রাজা তাহাকে ঐ দ্রব্যের তুল্য দণ্ড করিবেন।

প্রনষ্টদ্রব্য পাইলে রাজা ধনস্বামীর নিকট হইতে ঐ ধনের ষষ্ঠভাগ দশমভাগ ও দ্বাদশভাগ গ্রহণ করিতে পারেন। নষ্ট দ্রব্য যদি কেহ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে উহা রাজার নিকট দিতে হইবে। রাজা উহার রক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে সমর্পণ করিবেন। সেই দ্রব্য যদি কেহ চুরি করিয়া লয়, তাহা হইলে রাজা তাহাকে মত্তহস্তী দ্বারা বিনাশ করিবেন।

বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ পূর্ব্বোপনিহিত কোন ধন প্রাপ্ত হইলে তাহা সমগ্রই নিজে গ্রহণ করিবেন। রাজাকে কোন অংশ দিতে হইবে না। কারণ ব্রাহ্মণই সকলের অধিপতি। রাজা যদি পূর্ব্বোপনিহিত কোন নিধি ভূমিমধ্যে প্রাপ্ত হন, তবে তাহা হইতে ব্রাহ্মণদিগকে অর্দ্ধেক দিবেন ও আপনি অর্দ্ধেক লইবেন।

যে কোন বর্ণের হউক না কেন, ধন চুরি গেলে পর রাজা

চোরের নিকট হইতে ধন আদায় করিয়া যাহার ধন চুরি গিয়াছে তাহাকে দিবেন। যদি তাহা না দিয়া আপনি লন, তাহা হইলে চোরের তুল্য পাপ হইবে।

বর্ণধর্ম, যে দেশের যে ধর্ম, গুরুপরম্পরায় প্রচলিত আছে, অথচ যাহা বেদবিরুদ্ধ নহে, জানপদ ধর্ম, শ্রেণীধর্ম এবং যে কুলের যে ধর্ম অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, সেই কুল-ধর্ম, এই সকল ধর্মের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া রাজা স্বকীয় ধর্মনিয়ম ব্যবস্থাপিত করিবেন এবং বিচারকালে এই সকলের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

ধনলোভে লোকমধ্যে বিবাদ করান কিম্বা অপরের প্রাপ্য অর্থে লোভ করা রাজার বা রাজপুরুষের কর্তব্য নহে। রাজা ব্যবহার বিধিতে আস্থাবান্ হইয়া দেশ, পাত্র, কাল প্রভৃতির উপর লক্ষ্য করিয়া সত্য ও ধর্ম অবলম্বন করিয়া বিচার করিবেন। সাধুগণ ও ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণেরা যে রূপ আচরণ করিয়াছেন, তাহা যদি দেশ কুল ও জাতিধর্মের বিরুদ্ধ না হয়, তাহা হইলে সেই মতই ব্যবস্থা করিবেন।

উত্তমর্ণ অধমর্ণের নিকট হইতে টাকার প্রার্থনা করিয়া যদি আবেদন করে, তাহা হইলে রাজা সাক্ষী ও লেখ্যাদি দ্বারা প্রদত্ত ধন প্রমাণ করিয়া অধমর্ণের নিকট হইতে ঐ ধন উত্তমর্ণকে দেওয়াইবেন। উত্তমর্ণ যে যে উপায় দ্বারা অধমর্ণ হইতে আপন প্রাপ্য পাইতে পারেন, রাজা সেই সেই উপায়ের অনুমোদন করিয়া উত্তমর্ণকে তাহার প্রাপ্য দেওয়াইবেন।

আমি তোমার ধারি না, বলিয়া উত্তমর্ণের ধন অধমর্ণ অপহ্নব করিলে পর যদি উত্তমর্ণ সাক্ষী ও লেখ্যাদি দ্বারা ধার প্রমাণ করাইতে পারে, তবে রাজা উত্তমর্ণকে ধন দেওয়াইবেন এবং অধমর্ণকে তাহার শক্তি বুঝিয়া অপহ্নবের দণ্ড করিবেন।

যে বাদী এরূপ সাক্ষী স্থির করে যে, সাক্ষী ঘটনাক্ষেত্রে উপস্থিত ছিল না, কিম্বা তাহাকে সাক্ষী মানিয়া পশ্চাৎ অস্বীকার করে, অথবা যে বাদী বুঝিতে পারে না যে, তাহার কথা বিশৃঙ্খল ও পূর্ব্বাপর বিরুদ্ধ হইয়াছে। কিম্বা যে বাদী অভিযোগের বিষয় একবার বলিয়া, পরে তাহা হইতে পৃথক্ বলে, অথবা যে তৎকর্ত্তৃক সম্যক্ স্বীকৃত বিষয় জিজ্ঞাসিত হইলে আর স্বীকার করে না, যে বাদী অসংবাদ প্রদেশে যাইয়া সাক্ষিগণের সহিত কথা বার্ত্তা কহিয়াছে, অথবা জিজ্ঞাসিত হইলে বলে যে প্রশ্নের উত্তর দিতে চাহে না এবং আবেদিত বিষয় প্রমাণ করাইতে পারে না ও সাক্ষ্যসাধন কিছুই জানে না। এইরূপ বাদী প্রার্থিত বিষয়ে নিরাশ হয়। যে বাদী আমার সাক্ষী আছে বলে এবং বিচারকালে সেই সাক্ষীকে উপস্থিত করিতে পারে না, তাহার আবেদনও অগ্রাহ্য হইয়া থাকে।

উক্ত গুণযুক্ত ব্যক্তিগণই সাক্ষী হইবার উপযুক্ত। কুটুম্বী, পুত্রবান্ এবং একদেশনিবাসী ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রজাতীয় লোক ইহারা অর্থিকর্ত্তৃক মানিত হইলে সাক্ষ্যদানের যোগ্য হয়। অনাপদকালে অর্থাৎ মারামারি প্রভৃতি ফৌজদারী ঘটনা ব্যতীত অপর সময়ে যে কোন ব্যক্তিকে সাক্ষী মানা যাইতে পারে না। সকল বর্ণের মধ্যেই যাহারা সত্যবাদী, যাহাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে জ্ঞান আছে এবং যাহারা অলুব্ধ, তাহাদিগকে সাক্ষী মানিতে পারা যায়, কিন্তু ইহার বিপরীত গুণাবলম্বী হইলে তাহাদিগকে ত্যাগ করিবে। যাহাদের সহিত অর্থসম্বন্ধ আছে, যাহারা মিত্র, সাহায্যকারী, ইত্যাদি, যাহারা শত্রু, যাহাদের কূটসাক্ষিত্ব পূর্ব্বে জানা গিয়াছে, ব্যাধিগ্রস্ত এবং মহাপাতকাদিদোষে দূষিত ইহাদের সাক্ষ্য গ্রাহ্য নহে।

রাজাকে সাক্ষী মানিতে নাই। সূপকার, কারুজীবী, নটাদি, বেদপারগ ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসী, ইহাদিগকেও সাক্ষী মানিবে না। দাস, লোকনিন্দিত ব্যক্তি, দস্যু, নিষিদ্ধকর্ম্মচারী, বৃদ্ধ, শিশু, একজন চাণ্ডালাদি নীচজাতি, অন্ধ ও খঞ্জাদি, বিকলেন্দ্রিয়, আর্ত্ত, মত্ত, উন্মত্ত, ক্ষুধাতৃষ্ণায় পীড়িত, পথশ্রমে শ্রান্ত, কামাতুর, ক্রুদ্ধ ও তস্কর এই সকল ব্যক্তিগণকে সাক্ষী মানিবে না। কিন্তু গৃহাভ্যন্তরে, অরণ্যাদি নির্জ্জনস্থলে, চোরাদিকৃত উপ-দ্রবে, অথবা আততায়িকৃত প্রাণিহত্যাস্থলে, উক্ত ব্যাপার জানে, এমন যে কোন ব্যক্তি সাক্ষী হইতে পারে। তথাপি বালক, বৃদ্ধ, আতুর ও বিকৃতমনা পুরুষকে সাক্ষী করিবে না। সকল প্রকার সাহসকার্য্যে, চৌর্য্যে, স্ত্রীসংগ্রহণে এবং বাক্পারুষ্য ও দণ্ডপারুষ্যে গৃহস্থ, পুত্রবান্ ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত সাক্ষীর পরীক্ষা নাই।

সাক্ষিদ্বৈধ স্থলে বিচারক বহু সাক্ষীর প্রমাণ গ্রাহ্য করিবেন। সাক্ষী সমান হইলে গুণবাহুল্যদ্বারা সত্য নিরূপণ করিবেন। চক্ষুর্গ্রাহ্য বিষয়ে সাক্ষাৎ দর্শনে সাক্ষ্যসিদ্ধ হয়। চক্ষুঃগ্রাহ্যবিষয়ে সাক্ষাৎ দর্শনে ও শ্রবণযোগ্যব্যাপার শ্রবণে সাক্ষ্যসিদ্ধ হয়। এবং ঐ সকল ঘটনার যে সকল সাক্ষী সত্য কথা বলে, তিনি ধর্ম্ম ও অর্থ হইতে চ্যুত হন না। যাহা দেখিয়াছে ও যাহা শুনিয়াছে, সাক্ষী যদি তাহার অন্যথা ধর্ম্মাধিকরণ-সভায় বলে, তাহা হইলে পরকালে সে অধোমুখ হইয়া নরকগামী ও স্বর্গচ্যুত হয়।

অর্থী ও প্রত্যর্থিকর্ত্তৃক মানিত না হইলেও যদি কেহ কিছু দেখে বা শুনে এবং ঐ স্থলে বিচারক যদি কিছু জিজ্ঞাসা করেন, তথা হইলেও তাহা যথাদৃষ্ট ও যথাশ্রুত বলিবে। লোভহীন একজনও সাক্ষী হয়, কিন্তু অনেক স্ত্রীলোক শুচি হইলেও সাক্ষিযোগ্য নহে। কারণ স্ত্রীবুদ্ধি অস্থির। সাক্ষী স্বাভাবিক

যাহা বলিবে, বিচারক তাহাই গ্রাহ্য করিবেন। ভয়াদি কোন কারণবশতঃ স্বভাবাতিরিক্ত যাহা কিছু বলিবে, ধর্ম্মনির্ণয়বিষয়ে তাহা গ্রাহ্য নহে।

বিচারস্থলে বিচারক অর্থী ও প্রত্যর্থীর সমক্ষে সাক্ষীদিগকে উপস্থিত করিয়া প্রিয়বচনে কহিবেন, তোমরা বাদীপ্রতিবাদীর উপস্থিত বিষয়ে যাহা জান, তাহা সত্য করিয়া বল, যেহেতু তোমাদিগকে এ বিষয়ে সাক্ষ্য মানা হইয়াছে। সাক্ষ্যস্থলে সত্যবাক্য কহিয়া সাক্ষী পরকালে উৎকৃষ্টতর লোক সকল লাভ করে এবং ইহকালে অত্যুত্তমা কীর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মাও এই বাক্যের পূজা করেন। সাক্ষ্যস্থলে মিথ্যাকথা কহিলে বরুণপাশে বদ্ধ হইয়া অবশভাবে শতজন্ম যাতনাপ্রাপ্ত হইতে হয়, অতএব সত্য সাক্ষ্য দিবে। সত্যকথনে সাক্ষী পাপ হইতে মুক্ত হয়, সত্যদ্বারা ধর্ম্ম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

বিচারক শুচি হইয়া পূর্ব্বাহ্নকালে দেবতাপ্রতিমা সন্নিধানে অথবা ব্রাহ্মণসমীপে সাক্ষীদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণকে 'বল', ক্ষত্রিয়কে 'সত্য করিয়া বল', বৈশ্যকে 'গো, বীজ ও সুবর্ণদ্বারা শপথ করিয়া বল' ও শূদ্রকে 'সমুদয় পাতকের দ্বারা শপথ করিয়া বল' এইরূপ জিজ্ঞাসা করিবেন।

*ব্রাহ্মণহন্তা, স্ত্রীহন্তা, বালহন্তা, মিত্রদ্রোহীর ও কৃতঘ্নের যে যে লোক শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে, সাক্ষ্যস্থলে মিথ্যা বলিলে সেই সকল লোক হইয়া থাকে। সাক্ষীকে এইরূপে মিথ্যা-সাক্ষ্যদানের দোষ সকল বলিয়া বলিবে, তুমি কখন মিথ্যা বলিও না, যাহা দেখিয়াছ ও শুনিয়াছ, তাহা সত্য করিয়া বল।

গোরক্ষক, বাণিজ্যজীবী, পাচক, নর্ত্তকাদি দাসকর্ম্মজীবী এবং বৃদ্ধিজীবী ব্রাহ্মণকে শূদ্রের ন্যায় সাক্ষ্যপ্রশ্ন করিবে। স্থান-বিশেষে আছে যে, যাহাতে একপ্রকার জানিয়া ধর্ম্মবুদ্ধিতে অন্য প্রকার বলিলে তাহার স্বর্গহানি হয় না। এইরূপ বাক্যের নাম দেববাক্য। যেস্থলে সত্যকথা বলিলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের প্রাণরক্ষা হইবে, এইরূপ ক্ষেত্রে মিথ্যা চলিতে পারে এবং এইরূপ স্থলে মিথ্যাকথন সত্য হইতে প্রশস্ত হয়। যিনি এইরূপ মিথ্যাকথা কহেন, তাহার পাপশান্তির জন্য চরুপাক করিয়া বাগ্‌দেবতা সরস্বতীর উদ্দেশে যাগ, অথবা যজুর্ব্বেদীয় কুষ্মাণ্ড মন্ত্রদ্বারা বহ্নিস্থাপন করিয়া হোম করিবে।

পরস্পর বিবদমান দুই পক্ষের যদি কোন সাক্ষী না থাকে, তাহা হইলে বিচারক উভয়পক্ষের শপথগ্রহণ করিয়া সত্যনির্ণয় করিবেন। সপ্তর্ষি ও দেবগণ আত্মশুদ্ধ্যর্থ শপথ করিয়াছিলেন, বশিষ্ঠ ঋষিও আত্মশুদ্ধির জন্য পৈযবনের পুত্র সুদাসরাজার নিকট শপথ করেন। জ্ঞানিলোক স্বল্পবিষয়ের জন্য বৃথা শপথ করিবেন না। তাহা হইলে ইহলোকে অকীর্ত্তি ও পরলোকে নরক হয়।

ব্রাহ্মণকে সত্যদ্বারা শপথ করাইতে হয়, ক্ষত্রিয়কে তাহার হস্ত্যশ্ব বা আয়ুধদ্বারা, বৈশ্যকে তাহার গো বীজ বা কাঞ্চন দ্বারা এবং শূদ্রকে সমুদয় পাতক দ্বারা শপথ করাইতে হয়। অথবা শূদ্রকে অগ্নিপরীক্ষা, জলপরীক্ষা, কিম্বা স্ত্রীপুত্রাদির শিরঃস্পর্শরূপ পরীক্ষা করাইবে। জ্বলন্ত অগ্নি যাহাকে দগ্ধ না করে, জল যাহাকে শীঘ্র ভাসাইয়া না তোলে, এবং স্ত্রীপুত্রাদির মস্তকস্পর্শে উহাদিগের শীঘ্র যদি কোন পীড়া না জন্মে, তাহা হইলে শপথ বিষয়ে তাহাকে শুচি বলিয়া জানিতে হইবে।

ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই তিনবর্ণ যদি বারংবার মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, তাহা হইলে রাজা তাহাদিগের প্রতি দণ্ডবিধান করিয়া দেশ হইতে তাড়াইয়া দিবেন। কিন্তু ব্রাহ্মণের অর্থদণ্ড না করিয়া কেবল নির্ব্বাসনমাত্র দণ্ডবিধান করিবেন। স্বায়ম্ভুব মনু দণ্ড দিবার দশটী স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—উপস্থ, উদর, জিহ্বা, দুই হস্ত ও দুই পাদ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও ধন এবং মহাপরাধস্থলে সমুদয় দেহ এই দশটী দণ্ডস্থান। এই দৈহিকদণ্ড ক্ষত্রিয়াদি তিন বর্ণের উপর জানিতে হইবে। ব্রাহ্মণের পক্ষে এই দণ্ড বিধেয় নহে। ব্রাহ্মণকে শারীরিক কোন দণ্ড না দিয়া অক্ষত শরীরে দেশ হইতে নির্ব্বাসন করিবে।

বিচারক বিচারকালে বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে, অপরাধী এইরূপ অপরাধ কতবার করিয়াছে এবং অপরাধ সম্বন্ধে দেশকাল, অপরাধীর বলাবল, অপরাধের স্বরূপ, এই সকল সম্যক্ বিবেচনা করিয়া তবে তাহার দণ্ডবিধান করিবেন। অন্যায়রূপে দণ্ডবিধান করিলে জীবিতাবস্থায় যশঃ এবং পরলোকে স্বর্গহানিকর হইয়া থাকে। অতএব অন্যায় দণ্ড পরিত্যাগ করিবেন।

যে দণ্ডনীয় নয়, তাহাকে দণ্ডবিধান করিলে এবং যে দণ্ড-যোগ্য তাহাকে দণ্ড না দিলে রাজার মহৎ অপযশ হয় এবং তিনি নরকে গমন করেন। বিচারক প্রথমে নম্রবাক্যে শাসন করিবে, তৎপরে ধিক্কার বা ভৎর্সনা দণ্ড, তৃতীয় ধনদণ্ড এবং সর্ব্বশেষে অঙ্গচ্ছেদাদি শারীরিক দণ্ডবিধান করিবে। অঙ্গচ্ছেদাদি শারীরিক দণ্ডেও দুরাত্মা যদি শাসিত না হয়, তাহা হইলে বাক্‌দণ্ডাদি পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ দণ্ডই তাহার উপর প্রয়োগ করিবে।

মত্তাদিতে মত্ত, উন্মাদগ্রস্ত ব্যাধিপীড়িত, দাসাদি অধীন, নাবালক, অশীতিপরবৃদ্ধ, এবং অনিযুক্ত ব্যক্তি ইহাদিগের কৃত ঋণদানাদি ব্যবহারসিদ্ধ নহে।

যে স্থলে ছলে বন্ধক, বিক্রয়, দান বা প্রতিগ্রহ করে, অথবা ছলে নিক্ষেপ প্রভৃতি যে কোন কার্য্য করে, সেই সকল স্থলে বিচারক বিচার নিবর্ত্তিত করিবেন। যে কোন ব্যক্তি সর্ব্বসাধারণ কুটুম্বার্থ ঋণ করিয়া মরে, তাহা হইলে অবিভক্ত বা বিভক্ত

পরিবার মধ্যে সকলকেই উক্ত ঋণ দিতে হইবে। কুটুম্ব ভরণ পোষণের জন্ত যদি দাসও ঋণ করে, তাহা হইলে ধনস্বামী দেশেই থাকুন আর বিদেশেই থাকুন, তাহাকে ঐ ঋণ দিতে হইবে।

বলপূর্ব্বক যাহা কিছু দত্ত হয়, যাহা কিছু ভুক্ত হয় যাহা কিছু লেখিত হয়, এবং যাহা কিছু কৃত হয়, তাহা সকলই অকৃত অর্থাৎ অসিদ্ধ হইয়া থাকে। ছল, বল ও কৌশলেও যাহা করা যায় তাহাও অসিদ্ধ হইবে।

কাম ক্রোধ সংযম করিয়া যে রাজা ধর্ম্মতঃ ব্যবহার নিষ্পত্তি করেন, তাহার ইহলোকে যশঃ ও পরলোকে স্বর্গ লাভ হইয়া থাকে। নদী সকল যেরূপ সমুদ্রের অনুগামী হয়, তদ্রূপ প্রজা সকল রাজার অনুগামী হইয়া থাকে। অতএব রাজা ধর্ম্মানুসারে চলিলে প্রজাগণও ধার্ম্মিক হইয়া থাকে।

যাহারা গৃহদাহ, ডাকাইতি ইত্যাদি সাহসিক কার্য্য করে, তাহাদিগকে সাহসিক কহে। বাক্‌পারুষ্যকারী, তস্কর, ও দণ্ডপারুষ্যকারী ব্যক্তি অপেক্ষা সাহসিককে অত্যন্ত পাপকারী বলিয়া জানিতে হইবে। যে রাজা সাহসিককে দণ্ড বিধান না করিয়া উপেক্ষা করেন, তিনি শীঘ্রই বিনাশ প্রাপ্ত ও লোকের বিদ্বেষভাজন হইয়া থাকেন। রাজা এইরূপে ব্যবহার সকল নিরূপণ করিবেন। (মনু ৮ অ°)

ভগবান্ মনু যে অষ্টাদশপদ ব্যবহারের উল্লেখ করিয়াছি, ইহাদিগের বিশেষ বিবরণ তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।

রঘুনন্দন ব্যবহারতত্ত্বে ব্যবহারের বিষয় মন্বাদির নিয়মানুসারে বিশেষরূপ আলোচনা করিয়াছেন। তিনি প্রথমে বিচারক ও তাহার দোষগুণাদির উল্লেখ করিয়া বাদী যাহা অভিযোগ করিবেন, অর্থাৎ যে বিষয়ের নালিশ হইবে, তাহার বিষয়কে ভাষানামে অভিহিত করিয়াছেন। বাদী তাহার অভিযোগ লিখিয়া রাজা বা রাজ-প্রতিনিধির নিকট উপস্থিত করিলে বিচারক এই অভিযোগ শুনিয়া যাহার নামে অভিযোগ হইয়াছে, তাহাকে এই অভিযোগের বিষয় বলিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার নিকট হইতে উত্তর লইয়া স্বয়ং বাদী প্রতিবাদীর সমক্ষে তাহা লিখিয়া লইবেন। তৎপরে সাক্ষীদ্বারা উক্ত বাক্যের সত্যাসত্য নিরূপণ করিবেন। যদি সাক্ষী না থাকে, তাহা হইলে দিব্য, বিষ ও অগ্নি প্রভৃতি পরীক্ষা দ্বারা উক্ত বিষয় প্রমাণিত করিবেন। এইরূপে প্রমাণ প্রয়োগ লইয়া ফলনিরূপণ করিতে হয়। যদি প্রতিবাদী দণ্ডনীয় হয়, তাহা হইলে তাহাকে দণ্ডাদি বিধান, এবং দণ্ডনীয় না হইলে তাহাকে ছাড়িয়া দিবেন। অভিযোগ যদি মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে সে স্থলে মিথ্যাভিযোক্তাও দণ্ডনীয় হইবে।

প্রতিবাদী বাদীর নালিশের যে জবাব দেন, তাহাকে উত্তরপাদ, সাক্ষী সাবুদ লইয়া বিচারকার্য্যকে ক্রিয়াপাদ, এবং বিচারফল নির্ণয়পাদ নামে অভিহিত হইয়াছে। (ব্যবহারতত্ত্ব)

ব্যবহার নিশ্চয়কালে মন্বাদিশাস্ত্রে যে সকল নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। কারণ যাহাতে অদণ্ড্য দণ্ড না পায়, এবং দণ্ড্য ব্যক্তি দণ্ডভোগ করে, তাহা করা আবশ্যক। এইরূপ করিলে ইহলোকে যশঃ এবং পরলোকে স্বর্গলাভ হয়। ইহাতে প্রকৃতি-পুঞ্জের উন্নতি ও রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

ব্যবহারক (ত্রি) ১ ব্যবহার দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারী। ২ প্রাপ্তবয়স্ক।

ব্যবহারজীবিন্ (ত্রি) ব্যবহারং জীবতি জীব-ণিনি। যিনি ব্যবহার দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করেন, চলিত উকীল।

ব্যবহারজ্ঞ (পুং) ব্যবহারং জানাতি জ্ঞা-ক। ১ প্রাপ্তব্যবহার, যিনি ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াছেন, চলিত সাবালক। ১৬ বৎসরের পর সাবালক হইয়া থাকে

"বাল আষোড়শাদ্বর্ষাৎ পৌগণ্ডোঽপি নিগদ্যতে।

পরতো ব্যবহারজ্ঞঃ স্বতন্ত্রঃ পিতরাবৃতে॥"(ব্যবহারতত্ত্বধৃত নারদ)

(ত্রি) ২ ব্যবহার জ্ঞাতা, যিনি ব্যবহার জানেন।

ব্যবহারত্ব (ক্লী) ব্যবহারস্য ভাবঃ ত্ব। ব্যবহারের ভাব বা ধর্ম্ম, ব্যবহার-নিরূপণ।

ব্যবহারদর্শন (ক্লী) ব্যবহারস্য দর্শনং। ব্যবহারের দর্শন, ন্যায়দর্শন, ন্যায়াস্তায় দেখা, বিচারকরণ। (মিতাক্ষরা)

ব্যবহারনির্ণয় (পুং) ব্যবহারস্য নির্ণয়ঃ। ব্যবহার-নিরূপণ।

ব্যবহার-পদ (ক্লী) ব্যবহারস্য পদম্। বাদী কর্ত্তৃক রাজার নিকট নিবেদন, বাদী রাজা বা রাজপ্রতিনিধির নিকট যে নালিশ উপস্থিত করে, তাহাকে ব্যবহারপদ কহে। চলিত ভাষায় ইহাকে 'নালিশ' বলা যাইতে পারে

"স্মৃত্যাচারব্যপেতেন মার্গেণাধর্ষিতঃ পরৈঃ।

আবেদয়তি চেদ্রাজ্ঞে-ব্যবহারপদং হি তৎ॥"

"স্মৃতিসদাচারবহির্ভূতেন বর্ত্মনা পরৈরর্দ্দিতঃ শরীরতো বা পীড়িতশ্চেদ্ রাজনি নিবেদয়েৎ তদ্ব্যবহারদর্শনস্থানম্॥"

(ব্যবহারতত্ত্ব)

স্মৃতি ও আচারবিরুদ্ধ পথ ক্রম অনুসারে অর্থাৎ যদি কেহ স্মৃতিশাস্ত্রের নিয়ম এবং সদাচারপদ্ধতি লঙ্ঘন করিয়া কাহার পীড়া দেন্মান, উক্তরূপে পীড়িতব্যক্তি তাহার এই উৎপীড়নের বিষয় রাজার নিকট আবেদন করিলে তাহাকে ব্যবহারপদ কহে।

[ব্যবহার শব্দ দেখ]

ব্যবহারপাদ (পুং) ব্যবহারস্য পাদঃ। ব্যবহারের অংশ, ব্যবহারের চারিটী পাদ। "ব্যবহারপাদ নির্ণয় যথা:—

"পূর্ব্বপক্ষঃ স্মৃতঃ পাদে দ্বিপাদশ্চোত্তরঃ স্মৃতঃ।
ক্রিয়াপাদস্তথা চান্যশ্চতুর্থো নির্ণয়ঃ স্মৃতঃ॥" (ব্যবহারতত্ত্ব)

পূর্ব্বপক্ষ, উত্তর, ক্রিয়াপাদ ও নির্ণয়, ব্যবহার এই চারি ভাগে বিভক্ত।

ব্যবহার-মাতৃকা (স্ত্রী) ব্যবহারস্য মাতৃকেব; ব্যবহারোপযোগিক্রিয়া. মিতাক্ষরায় ৩০ প্রকার ব্যবহারমাতৃকা অভিহিত হইয়াছে। যথা—১ ব্যবহার দর্শন। ২ ব্যবহার লক্ষণ। ৩ সভাসদ। ৪ প্রাড্ বিবাকাদি। ৫ ব্যবহারবিষয়। ৬ রাজার কার্য্যানুৎপাদকত্ব। ৭ কার্য্যার্থীর প্রতি-প্রশ্ন। ৮ আহ্বান-সমূহের আহ্বান। ৯ আসেধ। ১০ প্রত্যর্থী আসিলে লেখ্যাদি কর্তব্যতা। ১১ পক্ষাবিদহীন। ১২ কীদৃশ লেখ্য। ১৩ পক্ষাভাস। ১৪ অনাদেয়। ১৫ আদেয়। ১৬ নিরুক্ত জয়পরাজয়ে বাদীর জয় ও পরাজয়। ১৭ শোধিত লেখ্য নিবেশন। ১৮ উত্তরাবধিশোধন। ১৯ শোধিত পক্ষাকারিদিগের উত্তর কর্তব্য। ২০ উত্তর-লক্ষণ। ২১ সত্যোত্তরলক্ষণ। ২২ মিথ্যোত্তরলক্ষণ। ২৩ প্রত্যবস্কন্দনোত্তর। ২৪ প্রাঙ্ন্যায়োত্তর ২৫ উত্তরাভাস। ২৬ সঙ্করাস্ত্তর। ২৭ সংকীর্ণ ক্রিয়ানির্দ্দেশ। ২৮ উত্তরপত্র অভিনিবেশিত হইলে সাধননির্দ্দেশ। ২৯ তাহার সিদ্ধি বিষয়ে সিদ্ধি। ৩০ চতুষ্পাদ ব্যবহার।

(মিতাক্ষরা)

ব্যবহারবিষয় অর্থাৎ বিচারকার্য্যে এই ৩০ প্রকার ব্যবহার মাতৃকার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বিচার করিতে হয়।

ব্যবহারমার্গ (পুং) ব্যবহারস্য মার্গঃ। ব্যবহারবিষয়, ব্যবহারপদ, অষ্টাদশ প্রকার ব্যবহারপদ। (মিতাক্ষরা)

ব্যবহারয়িতব্য (ত্রি) ব্যবহারের উপযুক্ত। (রঘু ৮।১৯ টীকা)

ব্যবহারবৎ (ত্রি) ব্যবহারোহস্যাস্ত-মতুপ্ মস্য ব। ব্যবহারবিশিষ্ট, ব্যবহারযুক্ত।

ব্যবহারবিধি (পুং) ব্যবহারস্য বিধিঃ। ব্যবহারের বিধান, ধর্ম্মশাস্ত্র, ব্যবহারের বিধান যাহাতে আছে, যে শাস্ত্রানুসারে ব্যবহারনিষ্পত্তি করা হয়।

ব্যবহারবিষয় (পুং) ব্যবহারস্য বিষয়ঃ। ব্যবহারপদ, অষ্টাদশ প্রকার ব্যবহারপদ। [ব্যবহার শব্দ দেখ]

ব্যবহারশাস্ত্র (ক্লী) বিবাদাদি নিষ্পত্তি বিষয়ক আযাজ্ঞাদিক বিধি গ্রন্থ। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি স্মৃতি ও বৃহস্পত্যাদি এবং দায়ভাগ, মিতাক্ষরা ও বীরমিত্রোদয় প্রভৃতি ব্যবহার শাস্ত্রের অন্তর্গত। প্রাড্ বিবাকগণ ঐ বিধির সাহায্যে বাদী ও প্রতিবাদীর মধ্যে মীমাংসা করিয়া থাকেন। [illegible] — বর্ত্তমান সময়ে "হিন্দু ল" নামে আইন [illegible] দেওয়া হয় তাহা উপরি কথিত আইনের অংশ বিশেষ।

ব্যবহারসিদ্ধি (স্ত্রী) ব্যবহারস্য সিদ্ধিঃ। ব্যবহার নির্ণয়।

ব্যবহারস্থান (ক্লী) ব্যবহারস্য স্থানং। ব্যবহারপদ, ব্যবহার বিষয়। (মিতাক্ষরা)

ব্যবহারাসন (ক্লী) বিচারাসন। (রঘু ৮।১৮)

ব্যবহারিক (ত্রি) ব্যবহারমর্হতীতি ব্যবহার ঠক্। ব্যবহারযোগ্য, ব্যবহারের উপযুক্ত। "ইয়ং বুদ্ধিঃ জ্ঞানেন্দ্রিয়ৈঃ সহিতা সতী বিজ্ঞানময়কোষো ভবতি, অয়ং কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাভিমানিত্বেন ইহলোকপরলোকগামী ব্যবহারিকো জীব উচ্যতে" (বেদান্তসার)

বুদ্ধি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত যুক্ত হইয়া বিজ্ঞানময় কোষ নামে অভিহিত হয়, এই বিজ্ঞানময় কোষ ব্যবহারিক জীব নামে কথিত এবং যতদিন পর্য্যন্ত মুক্তি না হয়, ততদিন এই ব্যবহারিক ইহলোক ও পরলোকগামী হইয়া থাকে।

ব্যবহারিকা (স্ত্রী) ব্যবহারেণ চরতীতি ঠক্। স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ লোকযাত্রা। ২ সম্মার্জ্জনী। ৩ ইঙ্গুদীবৃক্ষ। (মেদিনী)

ব্যবহারিন্ (ত্রি) ব্যবহারোহস্যাস্তীতি ইনি। ব্যবহারবিশিষ্ট, ব্যবহারযুক্ত।

ব্যবহার্য্য (ত্রি) বি-অব-হৃ-ণ্যৎ। ব্যবহরণীয়, ব্যবহর্তব্য, ব্যবহারযোগ্য, যাহাকে লইয়া ব্যবহার করা যায়। পাপী অজ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ব্যবহার্য্য হইয়া থাকে।

"প্রায়শ্চিত্তৈরপৈত্যেনো যদজ্ঞানকৃতং ভবেৎ।
কামতোঽব্যবহার্য্যস্তু বচনাদিহ জায়তে॥" (যাজ্ঞবল্ক্য ৩।২২৬)

ব্যবহিত (ত্রি) বি-অব-ধা-ক্ত। ব্যবধানবিশিষ্ট, ব্যবধানযুক্ত।

"কর্তৃকর্ম্মব্যবহিতামসাক্ষাদ্ধারয়ৎ ক্রিয়াম্।
উপকুর্ব্বৎ ক্রিয়াসিদ্ধৌ শাস্ত্রেঽধিকরণং মতম্॥"

(মুগ্ধবোধটীকা রামতর্কবাগীশ)

ব্যবহৃত (ত্রি) বি-অব-হৃ-ক্ত। ১ আচরিত, অনুষ্ঠিত ২ উপভুক্ত, ৩ বিচারিত।

ব্যবহৃতি (স্ত্রী) ১ বাণিজ্যের লাভ। ২ কুশলতা। ৩ বাণিজ্য ব্যাপার।

ব্যবায় (পুং) বি-অব-অয় অচ্। ১ তেজঃ। (মেদিনী) (পুং) বিশেষেণ অবায়নং অধঃ সংশ্লেষণম্, বি-অব ই ঘঞ্। ২ মৈথুন, সুরতক্রীড়া। (অমর)

"ন চৈনেক ব্যবায়ে স্নানং চংক্রমণং [illegible]।
জ্বরমুক্তো ন সেবেত যাবন্ন বলবান্ ভবেৎ॥" (বৈদ্যক)

৩ অন্তর্দ্ধান। (মেদিনী) ৪ অভি। [illegible]) ৫ পরিণাম।

"পর্য্যাপ্ত এতা মনসা মনীষিণো।
[illegible] বিপশ্চিতঃ" (ভাগবত ৮।৯।১১)

৬ বিঘ্ন, অন্তরায়। ([illegible])

ব্যবায়িন্ (পুং স্ত্রী) ব্যবায়ঃ [illegible] ব্যবায়যুক্ত,

কামুক। শ্রাদ্ধ করিয়া বা শ্রাদ্ধে ভোজন করিয়া মৈথুনাচরণ করিতে নাই। যদি কেহ করে, তাহা হইলে তাহার পিতৃগণ রেতোগর্ত্তে নিমজ্জিত হইয়া থাকেন।

"শ্রাদ্ধে নিযুক্তো ভুক্তা বা ভোজয়িত্বা নিযুজ্য চ।
ব্যবায়ী রেতসো গর্ত্তে মজ্জয়ত্যাত্মনঃ পিতৄন্॥" (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

২ ব্যবধানকর্ত্তা। 'ব্যবায়িনোঽন্তরম্।' (পা ৬।১।১০৬)
'ব্যবায়ী ব্যবধাতা' (কাশিকা)

ব্যবেত (ক্লী) পৃথক্ কৃত। (ঋক্প্রাতি° ১১।২)

ব্যশন (ত্রি) ভোজ্যযুক্ত।

ব্যশ্রিয় (পুং) বৈদিক মন্ত্রোক্ত বিষয় বিশেষ।
(তৈত্তিরীয় সং ১।৭।৯।১)

ব্যশ্রুবিন্ (পুং) অপ্রবীণভেদ। (শুক্লযজুঃ ২২।৩২)

ব্যশ্ব (ত্রি) ১ অশ্বশূন্য। ২ ঋষিভেদ; ইনি ঋগ্বেদের ৮।২২ সূক্তের মন্ত্র দ্রষ্টা। ইনি আঙ্গিরস গোত্রজ। ইহার বংশধরেরা বৈয়শ্ব নামে পরিচিত। [বৈয়শ্ব দেখ।]

৩ রাজভেদ। (ভারত সভাপর্ব্ব)

ব্যষ্টক (পুং) দুষ্টক।

ব্যষ্টকা (স্ত্রী) কৃষ্ণপক্ষের প্রাতিপদ। (তৈত্তিরীয়সং ৭।৪।৭।১)

ব্যষ্টি (স্ত্রী) বি-অশ-ক্তিন্। পৃথক্, ভিন্ন ভিন্ন সমষ্টি, ব্যষ্টি।

ব্যসন (ক্লী) বি-অস-ল্যুট্। ১ বিপদ। ২ দুঃখ। ৩ পতন। ভ্রংশ। ৪ বিনাশ। ৫ পাপ, অমঙ্গল, অশুভ। ৬ নিষ্ফলোদ্যম, বৃথা চেষ্টা। ৭ বিষয়াসক্তি। ৮ দুর্ভাগ্য, অদৃষ্ট, দুরদৃষ্ট। ৯ আবাগাত। অক্ষমতা। ১০ কাম ও ক্রোধজনিত দোষ। ব্যসন অষ্টাদশ প্রকার, তন্মধ্যে কামজ ১০ প্রকার ও ক্রোধজ ৮ প্রকার।

"দশ কামসমুত্থানি তথাষ্টৌ ক্রোধজানি চ।
ব্যসনানি দুরন্তানি প্রযত্নেন বিবর্জ্জয়েৎ॥
কামজেষু প্রসক্তো হি ব্যসনেষু মহীপতিঃ।
বিযুজ্যতেঽর্থধর্ম্মাভ্যাং ক্রোধজেষ্বাত্মনৈব তু॥
মৃগয়াক্ষো দিবাস্বপ্নঃ পরিবাদঃ স্ত্রিয়ো মদঃ।
তৌর্য্যত্রিকং বৃথাট্যা চ কামজো দশকো গণঃ।
পৈশুন্যং সাহসং দ্রোহং ঈর্ষ্যাসূয়ার্থদূষণম্।
বাগ্দণ্ডজঞ্চ পারুষ্যং ক্রোধজোঽপি গণোঽষ্টকঃ॥"
(মনু ৭।৪৫-৪৮)

কামজনিত ব্যসন ১০ প্রকার, এবং ক্রোধজনিত ব্যসন ৮ প্রকার। এই অষ্টাদশ প্রকার ব্যসন অতি ভয়ানক, অতএব অতি যত্নপূর্ব্বক এই সকল ব্যসন পরিত্যাগ করা বিধেয়। রাজা কামজব্যসনে আসক্ত হইলে ধর্ম্ম ও অর্থ হইতে বঞ্চিত হন, এবং ক্রোধজ ব্যসনে আসক্ত হইলে এমন কি তাঁহার জীবন পর্য্যন্তও বিনষ্ট হইয়া থাকে।

মৃগয়া, পাশক্রীড়া, দিবা নিদ্রা, পরদোষকথন, রমণীসম্ভোগ, মদজনিত মত্ততা, তৌর্য্যত্রিক, অর্থাৎ নৃত্যগীত ও বাদ্যাদি এবং বৃথা ভ্রমণ এই দশটী কামজ ব্যসন, অর্থাৎ এই দশটী দোষ কাম হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

পিশুনতা, দুঃসাহস, দ্রোহ, ঈর্ষা, অসূয়া, পরস্বাপহরণ, আক্রোশ অর্থাৎ যথার্থ অস্রাদি প্রদর্শন, এবং দণ্ডপারুষ্য অর্থাৎ সংহার এই ৮ প্রকার ব্যসন ক্রোধজ। পণ্ডিতগণ একমাত্র লোভকেই কামজ ও ক্রোধজ এই উভয়বিধ ব্যসনের মূলীভূত কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই জন্য অতি যত্নের সহিত উহা পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

দশবিধ কামজ ব্যসনের মধ্যে সুরাপান, পাশক্রীড়া, রমণীসম্ভোগ ও মৃগয়া এই চারিটী বিশেষ দোষাবহ এবং পরিণামে অতিশয় অনিষ্টকর। ক্রোধজ ৮ প্রকার ব্যসনের মধ্যে নিষ্ঠুর কথন, [illegible] ধনপ্রবঞ্চনা, এবং নির্ঘাতপ্রহার এই তিনটী বিশেষ অনিষ্টকারক। সাতটী ব্যসনে প্রায় সকল রাজগণই ব্যাসক্ত হইয়া থাকেন। ইহাদের মধ্যে পর পর অপেক্ষা পূর্ব্ব পূর্ব্বটী গুরুতর বলিয়া জানিতে হইবে। ক্রোধজ [illegible] কামজ ব্যসন মৃত্যু অপেক্ষা ভয়ঙ্কর কষ্টজনক। এই কারণে এই সকল ব্যসনাসক্ত পাপিষ্ঠ ব্যক্তি দেহান্তে নিরয়গামী হইয়া থাকে। (মনু ৭ অ°)

ব্যসনমাত্রই বিশেষ অনিষ্টজনক, সুতরাং সকলেরই ব্যসন পরিত্যাগ করা বিধেয়। ব্যসনাসক্ত হইলে কোন কার্য্যেই সফলকাম হওয়া যায় না। দেবীপুরাণে লিখিত আছে যে, এক একটী ব্যসনাসক্ত ব্যক্তি মৃত্যুবশবর্ত্তী হন, এবং যাহারা সকল প্রকার ব্যসনে রত, তাহারা ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় মহদৈশ্বর্য্য হইতে পতিত ও বিনষ্ট হইয়া থাকে।*

ব্যসনবৎ (ত্রি) ব্যসনমস্যাস্তীতি ব্যসন-মতুপ্ মস্য ব। ব্যসনবিশিষ্ট, ব্যসনাসক্ত।

ব্যসনার্ত্ত (ত্রি) ব্যসনেনার্ত্তঃ। দৈবী মানুষী পীড়ার্ত্ত, [illegible] উপদ্রুত। (অমর)

* "একৈকব্যসনাসক্তাঃ সর্ব্বে মৃত্যুবশংগতাঃ।
যঃ পুনঃ সর্ব্বদা তান্ সেবেত [illegible] কিমুতো নরঃ।
[illegible]
[illegible] বিবাদঃ [illegible] বাদিত্রনর্ত্তনম্।
[illegible]
[illegible]
[illegible] সর্ব্বে [illegible]
[illegible] বিদ্যাধরা যক্ষাঃ [illegible]
[illegible] সর্ব্বে [illegible]" (দেবীপুরাণ [illegible])

ব্যসনিতা (স্ত্রী) ব্যসনিনো ভাবঃ ব্যসনিন্ তল্-টাপ্, নস্য লোপঃ। ব্যসনীয় ভাব বা ধর্ম্ম, ব্যসনাসক্তের ভাব বা কার্য্য, ব্যসন, ব্যসনিত্ব।

ব্যসনিন্ (ত্রি) ব্যসনমস্যাস্তীতি ব্যসন-ইনি। ব্যসনবিশিষ্ট, ব্যসনাসক্ত, পর্য্যায়—পঞ্চভদ্র. বিপ্লুত। (হেম)

"চিরস্য মিত্রব্যসনী সুদমো দমঘোষজঃ॥" (মাঘ ২স°)

ব্যসি (পুং) ১ অসিশূন্য। ২ অসিশূন্য কোষ।

ব্যসু (ত্রি) বিগতাঃ অসবঃ প্রাণাঃ যস্য। বিগত প্রাণ, মৃত, যাহার প্রাণ নষ্ট হইয়াছে।

"বভূব প্রাপ্তরাজ্যঃ স দর্পভিদিবসৈর্ব্যসুঃ।"

(রাজতরঙ্গিণী ৫।২৪১)

ব্যসুত্ব (ক্লী) ব্যসোর্ভাবঃ ব্যসু-ত্ব। বিগত প্রাণের ভাব, প্রাণহানি।

"মৃগেন্তু মূষকান্তরঃ ব্যসুত্বমেব শাকরে।" (বৃহৎসংহিতা ৭১।৭)

ব্যস্ত (ত্রি) বি-অস-ক্ত। ১ ব্যাকুল। ২ ব্যাপ্ত। (মেদিনী) ৩ প্রত্যেক, পৃথক্ পৃথক্।

"প্রতিপদাস্তমাবাস্যা তিথ্যোর্যুগ্মং মহাফলম্।
এতদ্ব্যস্তং মহাঘোরং হন্তি পুণ্যং পুরাকৃতম্॥" (তিথিতত্ত্ব)

৪ উৎক্ষিপ্ত। ৫ বিপর্য্যস্ত।

ব্যস্তকেশ (ত্রি) ১ কর্কশগাত্র। ২ শসথসে। (অথর্ব্ব ৮।১।১১)

ব্যস্তপদ (ক্লী) ব্যস্তং পদং যস্মিন্ ঋণাদানের অভিযোগে, অর্থাৎ ঋণপরিশোধ না করিলে পদান্তর দ্বারা উদ্ভব। (মিতাক্ষরা)

ব্যস্তার (ক্লী) হাস্তমদ প্রয়োগ। (ত্রিকা°)

ব্যস্থক (ত্রি) অস্থি হীন।

ব্যহন্, ব্যহ্ন (ত্রি) গত দিন।

ব্যাকরণ (ক্লী) ব্যাক্রিয়ন্তে অর্থা-যেনেতি বি-আ-কৃ-ল্যুট্। বেদাঙ্গ বিশেষ। (শব্দরত্না°) ইহা সাধ্য, সাধন, কর্ত্তৃ, কর্ম্ম ক্রিয়া সমাসাদি নিরূপণ রূপ। ইহার ব্যুৎপত্তি—

'ব্যাক্রিয়ন্তে ব্যুৎপাদ্যন্তে সাধু শব্দা অস্মিন্ অনেনেতি বা' যাহাতে বা যাহা দ্বারা সাধুশব্দ সকল ব্যুৎপাদিত হয়, তাহার নাম ব্যাকরণ ইহা শব্দ-ব্যুৎপাদক শাস্ত্র, ইহা দ্বারা কর্ত্তৃ, কর্ম্ম, ক্রিয়া সমাসাদি নিরূপিত হয়।

১ বিস্তার।

"ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির্মনোব্যাকরণাত্মকম্।"

(ভাবত ১২।২৫১।১১)

বেদসংহিতার সুগ্রথিত ও সুমার্জ্জিত ভাষা পাঠ করিলে স্বতঃই মনে একটা ধারণা জন্মে যে বহু প্রাচীন সময়ে সেই বৈদিকযুগে অবশ্যই ব্যাকরণের সৃষ্টি হইয়াছিল। কোন ভাষা সুগঠিত ও সুমার্জ্জিত না হইলে ব্যাকরণের সৃষ্টি হয় না ইহা স্বতঃসিদ্ধ। আগে ভাষার বিকাশ—তৎপরে ব্যাকরণের প্রকাশ ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য। ভাষার নিয়ম প্রদর্শনই ব্যাকরণের কার্য্য; এই নিমিত্তই ব্যাকরণের অপর নাম শব্দানুশাসনশাস্ত্র। শব্দের পার নাই—শব্দসমূহ অসীম ও অনন্ত। ভগবান্ পতঞ্জলি বলেন, শ্রুতি হইতে জানা যায় বৃহস্পতি ইন্দ্রকে দিব্য সহস্র বর্ষকাল প্রতিপদোক্ত শব্দ-পারায়ণ বলিয়াছিলেন, তথাপি শব্দসমূহের অন্ত প্রাপ্ত হন নাই। (১)

সুতরাং ব্যাকরণ ভাষার শাসনের উদ্দেশ্যে বা ভাষা গঠনের উদ্দেশ্যে সৃষ্ট হয়। কেবল সাধুশব্দ-সমূহের ব্যুৎপাদনই ব্যাকরণের বিষয়। মহাভাষ্যকারও স্পষ্টতঃ তাহা বলিয়াছেন।

ব্যাকরণ বেদাঙ্গশাস্ত্র-সমূহের প্রধান অঙ্গ। ভগবান পতঞ্জলি বলেন, "প্রধানং চ ষড়ঙ্গেষু ব্যাকরণম্"। বেদসংহিতার সৃষ্টির সময়ে অথবা তাহার পূর্ব্বেও যে ব্যাকরণ ছিল, এরূপ অনুমান করা সঙ্গত নহে। ঋক্ যজু প্রভৃতি মন্ত্রগুলি যখন বিকীর্ণ অবস্থায় পঠিত হইত, ভিন্ন ভিন্ন শাখাপ্রবর্ত্তকগণ যখন ভিন্ন ভিন্ন নামপাঠ, পদপাঠ ও সংহিতাপাঠে বেদাধ্যয়ন করিতেন, তাহারও বহুপূর্ব্বে বৈদিক সংস্কৃত ভাষায় ব্যাকরণের সৃষ্টি হইয়াছিল। বৈদিক ঋষিদের সুনিয়মাবদ্ধ সুগ্রথিত মন্ত্রগুলিতে সকল বিষয়েরই উন্নত অবস্থার ইতিহাসের বীজ দেখিতে পাওয়া যায়। বেদে উচ্চতম দার্শনিকতত্ত্ব, উচ্চতম সমাজতত্ত্ব, ও বিজ্ঞানতত্ত্বের যথেষ্ট পরিচয় আছে। তৎকালে ভাষাবিজ্ঞান যে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিল, মন্ত্রাদি পাঠেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে. এ অবস্থায় বৈদিকযুগে ব্যাকরণ ছিল না ইহা মনে করাও অসঙ্গত। আমরা যজুর্ব্বেদে (তৈত্তিরীয় সংহিতায়) স্পষ্টতঃই ব্যাকরণের উল্লেখ দেখিতে পাই। তদ্যথা :—

"বাগ্ বৈ পরাচী অব্যাকৃতা অবদৎ। তে দেবা ইন্দ্রমব্রুবন্ ইমাং নো বাচং ব্যাকুরু। সোঽব্রবীৎ বরং বৃণে মহ্যং চৈব বায়বে চ সহ গৃহ্যতা ইতি। তস্মাদৈন্দ্রবায়বঃ সহ গৃহ্যতে। তামিন্দ্রো মধ্যতোঽবক্রম্য ব্যাকরোৎ। তস্মাদিয়ং ব্যাকৃতা বাগুদ্যত ইতি তৎ ব্যাকরণস্য ব্যাকরণত্বম্। (২)

ভাবার্থ—পুরাতনী বাক্ অর্থাৎ বেদরূপ বাক্য প্রথমে দেবগণের নিকট অখণ্ডাকারে আবির্ভূত ছিল। তন্মধ্যে কতটা বাক্য, কতটা পদ তাহা কেহ বুঝিত না। তখন দেবগণ প্রার্থনা

---

(১) "এবং শ্রূয়তে বৃহস্পতিরিন্দ্রায় দিব্যং বর্ষসহস্রং প্রতিপদোক্তানাং শব্দানাং শব্দপারায়ণং প্রোবাচ নান্তং জগাম।"

(২) ইহার ভাষ্য এইরূপ,—অগ্রে পরাচী পুরাতনী বাক্ বেদরূপিণী .... কৃতা যেয়ং ... অখণ্ডাকারা অবিদিত-পদবাক্য-প্রভেদোক্তি। যাবৎ তামিন্দ্রো মধ্যতোঽবক্রম্য বিচ্ছিন্ন এতাবদিদং বাক্যং বাক্যে চৈতানি পদানি পদেষু চৈতাঃ প্রকৃতয়ঃ এতে চ প্রত্যয়া ইত্যেবাধিক্রমণং অখণ্ডা বাচো বিচ্ছেদনং বুদ্ধ্যাদি।

করেন যে বাক্য প্রকাশ করুন। ইন্দ্র বেদরূপ বাক্যকে মধ্যে মধ্যে বিচ্ছিন্ন করিয়া বাক্য, পদ ও প্রত্যেক পদের প্রকৃতি স্পষ্ট করিয়াছিলেন। বাক্য, পদ ও পদের অন্তর্গত প্রকৃতি প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দ বিশেষরূপে ব্যক্ত করাই ব্যাকরণের কার্য্য।

ইহা মনে হইতে পারে যে ইন্দ্রই বুঝি বেদের সময়ের আদি বৈয়াকরণ। কিন্তু মহাভাষ্যকারের কথায় জানা যায় ইন্দ্র বৃহস্পতির নিকট ব্যাকরণ শিক্ষা করেন। ফলতঃ বৈদিকযুগের বৈয়াকরণ মহোদয়গণের নাম ও ইতিহাস আবিষ্কার করার উপায় অতি দুর্লভ। পাণিনীয় ব্যাকরণের প্রথম চৌদ্দটী সূত্র মাহেশ্বর সূত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। কেহ কেহ বলেন, মাহেশ ব্যাকরণ নামে অতি বিস্তৃত একখানি ব্যাকরণ ছিল, তাহার তুলনায় পাণিনীয় ব্যাকরণ সমুদ্রের তুলনায় গোষ্পদনিখাত জলবিন্দুর ন্যায় অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু এই উক্তির কোন মূলভিত্তি নাই। প্রতিবাদিগণ বলেন পাণিনীয় ব্যাকরণের উক্ত প্রত্যাহার সূত্র কয়েকটী ভিন্ন স্বতন্ত্র কোন মাহেশ ব্যাকরণ নাই।

[পাণিনি শব্দে ইহার বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্য।]

যাহাই হউক, পাণিনির পূর্ব্বেও যে বহুল বৈয়াকরণ ছিলেন, আমরা পাণিনির সূত্রেও তাঁহাদের মধ্যে কতিপয় প্রধান প্রধান বৈয়াকরণ পণ্ডিতের নাম দেখিতে পাই। তদ্‌যথা :—আত্রি, আঙ্গিরস, আপিশলি, কঠ, কলাপী, কাশ্যপ, কুৎস, কৌণ্ডিন্য, কৌমব্য, কৌশিক, গালব, গৌতম, চরক, চক্রবর্ম্মা, ছাগলি, জাবাল, তিত্তিরি, পারাশর্য্য, পীলা, বভ্রু, ভারদ্বাজ, ভৃগু, মণ্ডুক, মধুক, যস্ক, যস্কবা যড়তন্ত, বশিষ্ঠ, বৈশম্পায়ন, শাকটায়ন, শাকল্য, শিপালি, গৌলক, ও স্ফোটায়ন।

গোল্ডষ্টুকার আপিশলি, কাশ্যপ, গার্গ্য, গালব, চক্রবর্ম্মা, ভারদ্বাজ, শাকটায়ন, শৌনক এবং স্ফোটায়ন এই কয়েক জনকে পূর্ব্বাচার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

প্রাতিশাখ্য

গোল্ডষ্টুকার প্রাতিশাখ্য সমূহকে পাণিনি পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করেন না, কিন্তু রুডলফরোট ও বেবার প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রাতিশাখ্য সমূহ পাণিনির কালের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং এই সকল গ্রন্থ প্রাচীন বৈদিক ব্যাকরণের অঙ্গ বিশেষ বলিয়া ইহাদের গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। এখন এই প্রাতিশাখ্য গ্রন্থসমূহ একরূপ বিলুপ্ত হইয়াছে। শৌনক রচিত ঋগ্‌বেদীয় শাকল শাখার ঋক্ প্রাতিশাখ্য, যজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় শাখার তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্য, বাজসনেয় শাখার কাত্যায়ন রচিত বাজসনেয় প্রাতিশাখ্য এবং সামবেদের মাধ্যন্দিন শাখার পুষ্পমুনি রচিত সাম প্রাতিশাখ্য এবং শৌনকীয় আথর্ব্ব প্রাতিশাখ্য গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। [এই সকল প্রাতিশাখ্য গ্রন্থের বিবরণ, "প্রাতিশাখ্য" শব্দে এবং "বেদ" শব্দে দ্রষ্টব্য।]

প্রাতিশাখ্যে পদচ্ছেদ, সন্ধিচ্ছেদ, উচ্চারণের প্রকার (নতি-প্লুতি) প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে। ইহাতে সন্ধি ও সমাস প্রভৃতি বিচ্ছিন্ন হওয়ায় প্রাতিশাখ্যেও ব্যাকরণের পরিচয় পাওয়া যায়, আবার উচ্চারণ প্রণালী বিনির্দ্দিষ্ট থাকায় উহাতে ষড়ঙ্গের অন্তর্গত শিক্ষার আলোচ্য বিষয়ও দেখিতে পাওয়া যায়, এই বিষয়টীও ব্যাকরণে আলোচিত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত প্রাতিশাখ্যে ছন্দের সম্বন্ধেও আলোচনা দৃষ্ট হয়। ফলতঃ ষড়ঙ্গের বিষয় গুলি প্রাতিশাখ্যে ন্যূনাধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। রুডল্‌ফরোট সাহেব বলেন যে, খৃষ্ট জন্মের সাত শত বৎসর পূর্ব্বে প্রাতিশাখ্যের সৃষ্টি হয়। এই সকল প্রাতিশাখ্যগুলি এত প্রাচীন কি না তদ্বিষয়ে সন্দেহ থাকিলেও উহাদের অনেকগুলি প্রাতিশাখ্যই যে পাণিনির পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, এরূপ মনে করা অসঙ্গত নহে। প্রাতিশাখ্যে সন্ধি বিচ্ছেদ ও পদবিচ্ছেদাদি দেখিয়া মনে হয় প্রাতিশাখ্য একবারে ব্যাকরণের আলোচনা পরিবর্জ্জিত নহে। এতদ্দ্বারা উহাও জানা যায় যে, ব্যাকরণের আলোচনা ব্যতীত বেদাধ্যয়ন করা আদৌ সম্ভবপর হইত না। শাখা প্রবর্ত্তকগণ স্বীয় স্বীয় শাখার অন্তর্গত বেদ পঠন-পাঠনের নিমিত্ত প্রাতিশাখ্য গ্রন্থের সৃষ্টি করিয়া লইয়াছিলেন। এই সকল শাখা পাণিনির বহু পূর্ব্বে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। সুতরাং পাণিনির বহু পূর্ব্বে বৈয়াকরণগণ বৈদিক সাহিত্যের ব্যাকরণের উন্নতি বিধানে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রফেসর মুলার ও বেবার প্রভৃতি এই মতের সমর্থক। গোল্ডষ্টুকার এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন না।

ব্রাহ্মণগ্রন্থে ব্যাকরণ

আমরা ব্রাহ্মণগ্রন্থেও ব্যাকরণের আলোচনাজাত বহুল শব্দ-প্রয়োগ দেখিতে পাই। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে "অথাতৈস্য স্বো ভক্ষো ন্যগ্রোধস্যাবরোধাংশ্চ ফলানি চৌদুম্বরাণ্যাশ্বত্থানি প্লাক্ষাণ্যভিষুণুয়াত্তানি ভক্ষয়েত্ত সোঽস্য স্বো ভক্ষো যতো বা অধি দেবা যজ্ঞেনেষ্ট্বা স্বর্গং

এতর্হ্যাচক্ষতে কুরুক্ষেত্রে তে হ প্রথমজা ন্যগ্রোধানাং তেভ্যো হান্যেঽধিজাতাস্তে যন্ন্যাকোহরোহংস্তস্মান্ন্যঙ্ রোহতি ন্যগ্রোহো ন্যগ্রোহো বৈ নাম তন্ন্যগ্রোহং সন্তং ন্যগ্রোধ ইত্যাচক্ষতে পরোক্ষেণ পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ। (ঐতরেয়ব্রাহ্ম° ৭।৩০)

উদ্ধৃত অংশে ন্যগ্রোধ শব্দের ব্যুৎপত্তি সাধিত হইয়াছে। অপরন্তু এস্থলে একটী "পরোক্ষ" শব্দ আছে। এই পরোক্ষ শব্দটী শব্দশাস্ত্রের গূঢ় ভাবের অভিব্যঞ্জক।

নিরুক্তের টীকাকার দুর্গাচার্য্য বলেন:—

ত্রিবিধা হি শব্দ-ব্যবস্থা—প্রত্যক্ষবৃত্তয়ঃ; পরোক্ষবৃত্তয়ঃ অতি-

ব্যসনিতা (স্ত্রী) ব্যসনিনো ভাবঃ ব্যসনিন্ তল্-টাপ্, নস্য লোপঃ। ব্যসনীর ভাব বা ধর্ম্ম, ব্যসনাসক্তের ভাব বা কার্য্য, ব্যসন, ব্যসনিত্ব।

ব্যসনিন্ (ত্রি) ব্যসনমস্ত্যাস্তীতি ব্যসন-ইনি। ব্যসনবিশিষ্ট, ব্যসনাসক্ত, পর্য্যায়—পঙ্কভদ্র, বিপ্লুত। (হেম)

"চিরস্য মিত্রব্যসনী সুদমো দমঘোষজঃ॥" (মাঘ ২স°)

ব্যসি (পুং) ১ অসিশূন্য। ২ অসিশূন্য কোষ।

ব্যসু (ত্রি) বিগতাঃ অসবঃ প্রাণাঃ যস্য। বিগত প্রাণ, মৃত, যাহার প্রাণ নষ্ট হইয়াছে।

"বভূব প্রাপ্তরাজ্যঃ স দশভির্দিবসৈর্ব্যসুঃ।"

(রাজতরঙ্গিণী ৫।২৪১)

ব্যসুত্ব (ক্লী) ব্যসোর্ভাবঃ ব্যসুত্ব। বিগত প্রাণের ভাব, প্রাণহানি।

"মৃগেন্তু মূষকান্তরঃ ব্যসুত্বমেব শাঙ্করে।" (বৃহৎসংহিতা ৭১।৭)

ব্যস্ত (ত্রি) বি-অস-ক্ত। ১ ব্যাকুল। ২ ব্যাপ্ত। (মেদিনী) ৩ প্রত্যেক, পৃথক্ পৃথক্।

"প্রতিপদাস্থমাবাস্যা তিথ্যোর্যুগ্মং মহাফলম্।

এতদ্ব্যস্তং মহাঘোরং হন্তি পুণ্যং পুরাকৃতম্॥" (তিথিতত্ত্ব)

৪ উৎক্ষিপ্ত। ৫ বিপর্য্যস্ত।

ব্যস্তকেশ (ত্রি) ১ কর্কশগাত্র। ২ শসথসে। (অথর্ব্ব ৮।১।১১)

ব্যস্তপদ (ক্লী) ব্যস্তং পদং যস্মিন্ ঋণাদানের অভিযোগে, অর্থাৎ ঋণপরিশোধ না করিলে পদান্তর দ্বারা উত্তর। (মিতাক্ষরা)

ব্যস্তার (ক্লী) হাস্তমদ প্রয়োগ। (ত্রিকা°)

ব্যস্থক (ত্রি) অস্থি হীন।

ব্যহন্, ব্যহ্ন (ত্রি) গত দিন।

ব্যাকরণ (ক্লী) ব্যাক্রিয়ন্তে অর্থা-যেনেতি বি-আ-কৃ-ল্যুট্। বেদাঙ্গ বিশেষ। (শব্দরত্না°) ইহা সাধ্য, সাধন, কর্ত্তৃ, কর্ম্ম ক্রিয়া সমাসাদি নিরূপণ রূপ। ইহার ব্যুৎপত্তি—

'ব্যাক্রিয়ন্তে ব্যুৎপাদ্যন্তে সাধু শব্দা অস্মিন্ অনেনেতি বা' যাহাতে বা যাহা দ্বারা সাধুশব্দ সকল ব্যুৎপাদিত হয়, তাহার নাম ব্যাকরণ ইহা শব্দ-ব্যুৎপাদক শাস্ত্র, ইহা দ্বারা কর্ত্তৃ, কর্ম্ম, ক্রিয়া সমাসাদি নিরূপিত হয়।

২ বিস্তার।

"ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির্মনো ব্যাকরণাত্মকম্।"

(ভাগবত ১২।২৫১।১১)

বেদসংহিতার সুগ্রথিত ও সুমার্জ্জিত ভাষা পাঠ করিলে স্বতঃই মনে একটা ধারণা জন্মে যে বহু প্রাচীন সময়ে সেই বৈদিকযুগে অবশ্যই ব্যাকরণের সৃষ্টি হইয়াছিল। কোন ভাষা সুগঠিত ও সুমার্জ্জিত না হইলে ব্যাকরণের সৃষ্টি হয় না ইহা স্বতঃসিদ্ধ। আগে ভাষার বিকাশ—তৎপরে ব্যাকরণের প্রকাশ ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য। ভাষার নিয়ম প্রদর্শনই ব্যাকরণের কার্য্য; এই নিমিত্তই ব্যাকরণের অপর নাম শব্দানুশাসনশাস্ত্র। শব্দের পার নাই—শব্দসমূহ অসীম ও অনন্ত। ভগবান্ পতঞ্জলি বলেন, জনশ্রুতিতে জানা যায় বৃহস্পতি ইন্দ্রকে দিব্য সহস্র বর্ষকাল প্রতিপদোক্ত শব্দ-পারায়ণ বলিয়াছিলেন, তথাপি শব্দসমূহের অন্ত প্রাপ্ত হন নাই। (১)

সুতরাং ব্যাকরণ ভাষার শাসনের উদ্দেশ্যে বা ভাষা গঠনের উদ্দেশ্যে সৃষ্ট হয়। কেবল সাধুশব্দ-সমূহের ব্যুৎপাদনই ব্যাকরণের বিষয়। মহাভাষ্যকারও স্পষ্টতঃ তাহা বলিয়াছেন।

ব্যাকরণ বেদাঙ্গশাস্ত্র-সমূহের প্রধান অঙ্গ। ভগবান্ পতঞ্জলি বলেন, "প্রধানং চ ষড়ঙ্গেষু ব্যাকরণম্"। বেদসংহিতার সৃষ্টির সময়ে অথবা তাহার পূর্ব্বেও যে ব্যাকরণ ছিল, এরূপ অনুমান করা সঙ্গত নহে। ঋক্ যজুঃ প্রভৃতি মন্ত্রগুলি যখন বিকীর্ণ অবস্থায় পঠিত হইত, ভিন্ন ভিন্ন শাখাপ্রবর্ত্তকগণ যখন ভিন্ন ভিন্ন নামপাঠ, পদপাঠ ও সংহিতাপাঠে বেদাধ্যয়ন করিতেন, তাহারও বহুপূর্ব্বে বৈদিক সংস্কৃত ভাষায় ব্যাকরণের সৃষ্টি হইয়াছিল। বৈদিক ঋষিদের সুনিয়মাবদ্ধ সুগ্রথিত মন্ত্রগুলিতে সকল বিষয়েরই উন্নত অবস্থার ইতিহাসের বীজ দেখিতে পাওয়া যায়। বেদে উচ্চতম দার্শনিকতত্ত্ব, উচ্চতম সমাজতত্ত্ব, ও বিজ্ঞানতত্ত্বের যথেষ্ট পরিচয় আছে। তৎকালে ভাষাবিজ্ঞান যে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিল, মন্ত্রাদি পাঠেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। এ অবস্থায় বৈদিকযুগে ব্যাকরণ ছিল না ইহা মনে করাও অসঙ্গত। আমরা যজুর্ব্বেদে (তৈত্তিরীয় সংহিতায়) স্পষ্টতঃই ব্যাকরণের উল্লেখ দেখিতে পাই। তদ্যথা :—

"বাগ্‌বৈ পরাচী অব্যাকৃতা অবদৎ। তে দেবা ইন্দ্রমব্রুবন্ ইমাং নো বাচং ব্যাকুরু। সোঽব্রবীৎ বরং বৃণে মহ্যং চৈব বায়বে চ সহ গৃহ্যতা ইতি। তস্মাদৈন্দ্রবায়বঃ সহ গৃহ্যতে। তামিন্দ্রো মধ্যতোঽবক্রম্য ব্যাকরোৎ। তস্মাদিয়ং ব্যাকৃতা বাগুদ্যতে তস্মাৎ ব্যাকরণস্য ব্যাকরণত্বম্। (২)

ভাবার্থ—পুরাতনী বাক্ অর্থাৎ বেদরূপ বাক্য প্রথমে বেণু-গর্জ্জনের ন্যায় অখণ্ডাকারে আবির্ভূত ছিল। তন্মধ্যে কতটা বাক্য, কতটা পদ তাহা কেহ বুঝিত না। তখন দেবগণ প্রার্থনা

(১) "এবং হ্যশ্রূয়তে বৃহস্পতিরিন্দ্রায় দিব্যং বর্ষসহস্রং প্রতিপদোক্তানাং শব্দানাং শব্দপারায়ণং প্রোবাচ নান্তং জগাম।"

(২) ইহার ভাষ্য এইরূপ,—অগ্রে পরাচী পুরাতনী বাক্ বেদরূপিণী ... বৃত্তা মেঘগর্জ্জন সদৃশাকারা অবিভিন্ন-পদবাক্য-প্রভেদোক্তা। যাবৎ তামিন্দ্রো মধ্যতোঽবক্রম্য বিচ্ছিন্ন এতাদৃশিয়ং বাক্যং বাক্যে চৈতানি পদানি ... প্রকৃতয়ঃ এতে চ প্রত্যয়া ইত্যেবং বিক্রমণং অখণ্ডা বাক্যে বিচ্ছেদনং বুদ্ধ্যাদি

করেন যে বাক্য প্রকাশ করুন। ইন্দ্র বেদরূপ বাক্যকে মধ্যে মধ্যে বিচ্ছিন্ন করিয়া বাক্য, পদ ও প্রত্যেক পদের প্রকৃতি স্পষ্ট করিয়াছিলেন। বাক্য, পদ ও পদের অন্তর্গত প্রকৃতি প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দ বিশেষরূপে ব্যক্ত করাই ব্যাকরণের কার্য্য।

ইহা মনে হইতে পারে যে ইন্দ্রই বুঝি বেদের সময়ের আদি বৈয়াকরণ। কিন্তু মহাভাষ্যকারের কথায় জানা যায় ইন্দ্র বৃহস্পতির নিকট ব্যাকরণ শিক্ষা করেন। ফলতঃ বৈদিকযুগের বৈয়াকরণ মহোদয়গণের নাম ও ইতিহাস আবিষ্কার করার উপায় অতি দুর্লভ। পাণিনীয় ব্যাকরণের প্রথম চৌদ্দটী সূত্র মাহেশ্বর সূত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। কেহ কেহ বলেন, মাহেশ ব্যাকরণ নামে অতি বিস্তৃত একখানি ব্যাকরণ ছিল, তাহার তুলনায় পাণিনীয় ব্যাকরণ সমুদ্রের তুলনায় গোষ্পদনিখাত জলবিন্দুর ন্যায় অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু এই উক্তির কোন মূলভিত্তি নাই। প্রতিবাদিগণ বলেন পাণিনীয় ব্যাকরণের উক্ত প্রত্যাহার সূত্র কয়েকটী ভিন্ন স্বতন্ত্র কোন মাহেশ ব্যাকরণ নাই।

[পাণিনি শব্দে ইহার বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্য।]

যাহাই হউক, পাণিনির পূর্ব্বেও যে বহুল বৈয়াকরণ ছিলেন, আমরা পাণিনির সূত্রেও তাঁহাদের মধ্যে কতিপয় প্রধান প্রধান বৈয়াকরণ পণ্ডিতের নাম দেখিতে পাই। তদ্‌যথা:—আত্রি, আঙ্গিরস, আপিশলি, কঠ, কলাপী, কাশ্যপ, কুৎস, কৌণ্ডিন্য, কৌরব্য, কৌশিক, গালব, গৌতম, চরক, চক্রবর্ম্মা, ছাগলি, জাবাল, তিত্তিরি, পারাশর্য্য, পীলা, বভ্রু, ভারদ্বাজ, ভৃগু, মণ্ডুক, মধুক, যস্ক, যস্কা যস্কত্ত, বশিষ্ঠ, বৈশম্পায়ন, শাকটায়ন, শাকল্য, শিপালি, শৌনক, ও স্ফোটায়ন।

গোল্ডষ্টুকার আপিশলি, কাশ্যপ, গার্গ্য, গালব, চক্রবর্ম্মা, ভারদ্বাজ, শাকটায়ন, শৌনক এবং স্ফোটায়ন এই কয়েক জনকে পূর্ব্বাচার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

প্রাতিশাখ্য

গোল্ডষ্টুকার প্রাতিশাখ্য সমূহকে পাণিনি পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করেন না, কিন্তু রুডলফরোট ও বেবার প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রাতিশাখ্য সমূহ পাণিনির কালের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং এই সকল গ্রন্থ প্রাচীন বৈদিক ব্যাকরণের অঙ্গ বিশেষ বলিয়া ইহাদের গ্রন্থ উল্লিখিত হইয়াছে। এখন এই প্রাতিশাখ্য গ্রন্থসমূহ একরূপ বিলুপ্ত হইয়াছে। শৌনক রচিত ঋগ্‌বেদীয় শাকল শাখার ঋক্ প্রাতিশাখ্য, যজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় শাখার তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্য, বাজসনেয় শাখার কাত্যায়ন রচিত বাজসনেয় প্রাতিশাখ্য এবং সামবেদের মাধ্যন্দিন শাখার পুষ্পমুনি রচিত সাম প্রাতিশাখ্য এবং শৌনকীয় আথর্ব্ব প্রাতিশাখ্য গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। [এই সকল প্রাতিশাখ্য গ্রন্থের বিবরণ, "প্রাতিশাখ্য" শব্দে এবং "বেদ" শব্দে দ্রষ্টব্য।]

প্রাতিশাখ্যে পদচ্ছেদ, সন্ধিচ্ছেদ, উচ্চারণের প্রকার (নতি-প্লুতি) প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে। ইহাতে সন্ধি ও সমাস প্রভৃতি বিচ্ছিন্ন হওয়ায় প্রাতিশাখ্যেও ব্যাকরণের পরিচয় পাওয়া যায়, আবার উচ্চারণ প্রণালী বিনির্দ্দিষ্ট থাকায় উহাতে ষড়ঙ্গের অন্তর্গত শিক্ষার আলোচ্য বিষয়ও দেখিতে পাওয়া যায়, এই বিষয়টীও ব্যাকরণে আলোচিত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত প্রাতিশাখ্যে ছন্দের সম্বন্ধেও আলোচনা দৃষ্ট হয়। ফলতঃ ষড়ঙ্গের বিষয় গুলি প্রাতিশাখ্যে ন্যূনাধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। রুডল্‌ফরোট সাহেব বলেন যে, খৃষ্ট জন্মের সাত শত বৎসর পূর্ব্বে প্রাতিশাখ্যের সৃষ্টি হয়। এই সকল প্রাতিশাখ্যগুলি এত প্রাচীন কি না তদ্বিষয়ে সন্দেহ থাকিলেও উহাদের অনেকগুলি প্রাতিশাখ্যই যে পাণিনির পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, এরূপ মনে করা অসঙ্গত নহে। প্রাতিশাখ্যে সন্ধি বিচ্ছেদ ও পদবিচ্ছেদাদি দেখিয়া মনে হয় প্রাতিশাখ্য একবারে ব্যাকরণের আলোচনা পরিবর্জ্জিত নহে। এতদ্দ্বারা উহাও জানা যায় যে, ব্যাকরণের আলোচনা ব্যতীত বেদাধ্যয়ন করা আদৌ সম্ভবপর হইত না। শাখা প্রবর্ত্তকগণ স্বীয় স্বীয় শাখার অন্তর্গত বেদ পঠন-পাঠনের নিমিত্ত প্রাতিশাখ্য গ্রন্থের সৃষ্টি করিয়া লইয়াছিলেন। এই সকল শাখা পাণিনির বহু পূর্ব্বে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। সুতরাং পাণিনির বহু পূর্ব্বে বৈয়াকরণগণ বৈদিক সাহিত্যের ব্যাকরণের উন্নতি বিধানে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রফেসর মুলার ও বেবার প্রভৃতি এই মতের সমর্থক। গোল্ডষ্টুকার এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন না।

ব্রাহ্মণগ্রন্থে ব্যাকরণ

আমরা ব্রাহ্মণগ্রন্থেও ব্যাকরণের আলোচনাজাত বহুল শব্দ-প্রয়োগ দেখিতে পাই। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে "অথাতৈষ যো ভক্ষো ন্যগ্রোধস্তাবরোধাশ্চ ফলানি চৌদুম্বরাণ্যাশ্বত্থানি প্লাক্ষাণ্যভিষুণুয়াত্তানি ভক্ষয়েত্ সোঽস্য স্বো ভক্ষো যতো বা অধি দেবা যজ্ঞেনেষ্ট্বা স্বর্গং

এতর্হ্যচক্ষতে কুরুক্ষেত্রে তে হ প্রথমজা ন্যগ্রোধানাং তেভ্যো হান্যেঽধিজাতাস্তে যন্ন্যঞ্চোঽরোহংস্তস্মান্ন্যঙ্রোহতি ন্যগ্রোহো ন্যগ্রোহো বৈ নাম তন্ন্যগ্রোহং সন্তং ন্যগ্রোধ ইত্যাচক্ষতে পরোক্ষেণ পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ। (ঐতরেয়ব্রাহ্ম° ৭।৩০)

উদ্ধৃত অংশে ন্যগ্রোধ শব্দের ব্যুৎপত্তি সাধিত হইয়াছে। অপরন্তু এস্থলে একটী "পরোক্ষ" শব্দ আছে। এই পরোক্ষ শব্দটী শব্দশাস্ত্রের গূঢ় ভাবের অভিব্যঞ্জক।

নিরুক্তের টীকাকার দুর্গাচার্য্য বলেন:—

ত্রিবিধা হি শব্দ-ব্যবস্থা—প্রত্যক্ষবৃত্তয়ঃ; পরোক্ষবৃত্তয়ঃ অতি-

পরোক্ষবৃত্তয়শ্চ। তত্রোক্তক্রিয়া—প্রত্যক্ষবৃত্তয়ঃ, অন্তর্লীনক্রিয়া-পরোক্ষবৃত্তয় অতি পরোক্ষবৃত্তিষু শব্দেষু নির্ব্বাচনাভ্যুপায়স্তস্মাৎ পরোক্ষবৃত্তিতামাপন্ন প্রত্যক্ষ বৃত্তিনা শব্দেন নির্ব্যক্তব্যঃ।

ব্রাহ্মণ গ্রন্থের সময়ে যে ব্যাকরণের গভীরতত্ত্ব-নিবহের আলোচনা হইয়াছিল, এইরূপ এক একটী শাব্দিকশাস্ত্র ব্যবহৃত গভীরার্থ মূলক শব্দের প্রয়োগ দেখিয়া আমরা এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থির করিতে পারি। ফলতঃ পাণিনির পূর্ব্বে ব্যাকরণের বিপুল উন্নতি সাধিত না হইলে কখনই সহসা পাণিনীয় ব্যাকরণের ন্যায় একখানা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ব্যাকরণ রচিত হইত না।

ব্যাকরণের প্রয়োজনীয়তা

শাস্ত্র মাত্রেরই প্রয়োজনীয়তা আছে। প্রাচীনেরা বলেন—

"সর্ব্বস্যৈব হি শাস্ত্রস্য কর্ম্মণো বাপি কস্যচিৎ।
যাবৎ প্রয়োজনং নোক্তং তাবৎ তৎ কেন গৃহ্যতে॥

সুতরাং ব্যাকরণ শাস্ত্র প্রণয়নের অবশ্যই প্রয়োজন ছিল। বৈদিক সমাজে ব্যাকরণের যথেষ্ট প্রয়োজন অনুভূত হইত। আমরা মহাভাষ্য পাঠে এই সকল প্রয়োজনের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম জানিতে পাই। ভাষ্যকার বলেন—

"রক্ষোহাগমলঘ্বসন্দেহাঃ প্রয়োজনম্"

অর্থাৎ রক্ষার্থ, ঊহার্থ, আগমার্থ, লঘ্বর্থ, এবং অসন্দেহার্থ ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রয়োজন। ভগবান্ পতঞ্জলি উক্ত বাক্যের প্রত্যেক পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন; সেই সকল ব্যাখ্যার মর্ম্ম এইরূপঃ—

১। বেদরক্ষার্থ ব্যাকরণ অধ্যেয়। লোপাগমবর্ণ বিকারজ্ঞ ব্যক্তিই সম্যক্‌রূপে বেদ পরিপালনে সমর্থ।

২। ঊহ অর্থে অনুসন্ধান পূর্ব্বক বেদার্থতাৎপর্য্য পরিগ্রহণ। বৈদিক মন্ত্রসমূহ সকল স্থলে সর্ব্বলিঙ্গ ও সর্ব্ববিভক্তি দ্বারা অভিব্যক্ত হয় না। যাজ্ঞিকগণ ভিন্ন ভিন্ন স্থলে উহার ভিন্ন ভিন্ন অর্থ তাৎপর্য্য গ্রহণ করেন। ব্যাকরণ না জানিলে এইরূপ স্থলের অর্থ তাৎপর্য্য গ্রহণ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে, সুতরাং ব্যাকরণ অবশ্য অধ্যেয়।

৩। আগম—ব্যাকরণ ষড়ঙ্গের প্রধান অঙ্গ। প্রধান বিষয়ে যত্ন করিলে সে যত্ন অবশ্যই ফলবান্ হয়। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদের পক্ষে ষড়ঙ্গ অবশ্য অধ্যেয় ও জ্ঞেয়। সুতরাং ব্যাকরণ অবশ্য অধ্যেয়।

৪। লঘু উপায়ে শব্দ জ্ঞানের নিমিত্ত ব্যাকরণ অধ্যেয়। ব্রাহ্মণের পক্ষে শব্দশাস্ত্র অবশ্য জ্ঞেয়। কিন্তু ব্যাকরণ ব্যতীত অপার শব্দ সমুদ্রের অভিজ্ঞতা লাভ একবারেই অসম্ভব। ব্যাকরণ লঘু উপায়ে শব্দজ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদান করে, সুতরাং ব্যাকরণ অবশ্য অধ্যেয়।

। অসন্দেহার্থ ব্যাকরণ অধ্যেয়। ব্যাকরণ না পড়িলে বেদার্থজ্ঞানে সন্দেহের নিরাস হয় না। যাজ্ঞিকগণ পাঠ করেন—

"স্থূলপৃষতীমাগ্নিবারুণীমনড্বাহীমালভেত"

এই স্থলে "স্থূলপৃষতী" শব্দ কি প্রকার স্বরে পাঠ করিতে হইবে, ব্যাকরণ জানা না থাকিলে তাহাতে স্বভাবতঃ সন্দেহ জন্মে। "স্থূলপৃষতী" পদটী সমাস-নিবদ্ধ। তৎপুরুষ ও বহুব্রীহি উভয় প্রকারেই এই পদটী সমাস-বদ্ধ হইতে পারে, তদ্যথা—

(ক)—স্থূলা চাসৌ পৃষতী চ = স্থূল পৃষতী (তৎপুরুষ)

(খ)—স্থূলানি যা পৃষন্তি যস্যাঃ সেয়ং স্থূলপৃষতী।

বহুব্রীহি সমাস নিষ্পন্ন হইলে, পূর্ব্বপদ প্রকৃত স্বরে উচ্চারিত হইবে। তৎপুরুষ সমাসে নিষ্পন্ন হইলে অন্ত্যপদ উদাত্ত স্বরে উচ্চারিত হইবে। বৈয়াকরণ ভিন্ন অপরের পক্ষে স্বর বিচারে বেদপাঠ অসম্ভব।

৬। দুষ্ট শব্দ পরিহার করার নিমিত্তও ব্যাকরণ অধ্যেয়। দুষ্ট শব্দ ব্যবহারে ম্লেচ্ছত্ব জন্মে। ম্লেচ্ছ না হওয়ার নিমিত্তও ব্যাকরণ অধ্যেয়।

৭। যজ্ঞাদির মন্ত্রে দুষ্ট শব্দ ব্যবহারে বিপরীত ফল উৎপন্ন হয়। সুতরাং তাদৃশ বিপদ না ঘটিতে পারে এই নিমিত্তও ব্যাকরণ অধ্যেয়। স্বরবর্ণ ব্যতিক্রমে শব্দ দুষ্ট হইয়া থাকে, তদ্যথা :—

"দুষ্টঃ শব্দঃ স্বরতো বর্ণতো বা
মিথ্যা প্রযুক্তো ন তমর্থমাহ
স বাগ্‌বজ্রো যজমানং হিনস্তি
যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোহপরাধাৎ।"

স্বরবৈষম্য বা বর্ণ বৈষম্য নিবন্ধন শব্দ দুষ্ট হইয়া অথবা মিথ্যা প্রযুক্ত হইয়া যে উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় উহা আর সে অর্থ প্রকাশ করে না। সেই দুষ্টশব্দ-রচিত বাক্য বজ্রের ন্যায় হিংসক হইয়া যজমানকে বিনষ্ট করে। স্বরবৈষম্য "ইন্দ্র শত্রু" শব্দ বৃত্রের হত্যার কারণ হইয়াছিল। অর্থাৎ কোনও সময়ে ইন্দ্রের বিনাশের নিমিত্ত বৃত্রাসুর অভিচার আরম্ভ করেন। এই অভিচারে "ইন্দ্রশত্রুর্বর্দ্ধস্ব" এই মন্ত্র উহিত হইয়াছিল। এস্থলে "ইন্দ্রস্য শময়িতা শাতয়িতা বা ভব" ইহাই ক্রিয়াপদ। এখানে শত্রু শব্দ আশ্রিত উহা রূঢ় শব্দ নহে। এই আশ্রয় হেতু বহুব্রীহি ও তৎপুরুষের অপার্থক্য। "ইন্দ্রশত্রুবর্দ্ধস্ব" এই মন্ত্র ইন্দ্র-শাতনের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইলে অন্ত্যপদ উদাত্ত স্বরে উচ্চারিত হওয়া উচিত। কিন্তু অজ্ঞ ঋত্বিক্ আদ্যপদ উদাত্ত স্বরে উচ্চারণ করিয়াছিলেন। তাহাতে ইন্দ্র আমন্ত্রিত (সম্বোধনে বিহিত) হইয়া বৃত্রের শাতয়িতা হওয়ার প্রার্থনাই সূচিত হইয়াছিল। সুতরাং বৃত্রের অনুষ্ঠিত অভিচার বিপরীত ফল প্রদান করিয়া বৃত্রেরই নাশের হেতু

হয়। অতএব দুষ্ট শব্দ ব্যবহার পরিহারের জন্য ব্যাকরণ অধ্যেয়।

৮। আরও কথা এই যে ব্যাকরণজ্ঞান ভিন্ন মন্ত্র পাঠে ক্রিয়া নিষ্ফল হয়, যথা :—

"যদধীতমবিজ্ঞাতং নিগদেনৈব শব্দ্যতে।
অনগ্নাবিব শুষ্কৈধো ন তজ্জ্বলতি কর্হিচিৎ ॥"

সুতরাং বৈদিককার্য্য প্রতিশুদ্ধির নিমিত্ত ব্যাকরণ আবশ্যক।

৯। ব্যাকরণ অধ্যয়নের ফলে অভ্যুদয় হইয়া থাকে, যথা—

"যস্তু প্রযুঙ্‌ক্তে কুশলো বিশেষে
শব্দান্ যথাবদ্ ব্যবহারকালে।
সোঽনন্তমাপ্নোতি জয়ং পরত্র
বাগ্‌যোগবিদ্ দুষ্যতি চাপশব্দৈঃ ॥"

এইরূপ প্রমাণ আরও দেখিতে পাওয়া যায়, যথা :—

"একঃ শব্দঃ সম্যক্ জ্ঞাতঃ সুষ্ঠু প্রযুক্তঃ স্বর্গে লোকে কামধুগ্ ভবতি।"

১০। বিভক্তিজ্ঞান ভিন্ন যজ্ঞকার্য্য সম্পন্ন হয় না, যথা :—

"প্রযাজাঃ সবিভক্তিকাঃ কার্য্যাঃ"

সুতরাং যজ্ঞকার্য্যনিষ্পত্তি জ্ঞানের নিমিত্তও ব্যাকরণ অধ্যেয়।

১১। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে :—

"যো বা ইমাং পদশঃ স্বরশোঽক্ষরশো বাচং বিদধাতি স আর্ত্বিজীনো ভবতি।"

পদজ্ঞান, স্বরজ্ঞান ও অক্ষরজ্ঞান ব্যাকরণ হইতে উদ্ভূত। সুতরাং ব্যাকরণ অধ্যেয়।

১২। শ্রুতিতে শব্দ বৃষরূপে কল্পিত হইয়াছে, তদ্যথা :—

চত্বারি শৃঙ্গা ত্রয়ো অস্য পাদা
দ্বে শীর্ষে সপ্ত হস্তাসো অস্য
ত্রিধা বদ্ধো বৃষভো রোরবীতি
মহো দেবো মর্ত্ত্যাঁ আবিবেশ।

অর্থাৎ এই শব্দরূপ বৃষের চারিটি শৃঙ্গ—পদজাত নামাখ্যাত-উপসর্গ ও নিপাত। ইহার তিনটি পাদ—অতীত [illegible] ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিকাল। ইহার দুইটি শীর্ষ—[illegible] একটি নিত্য, অপরটী কার্য্য [illegible] ইহার [illegible] ইহার সাত হাত—সাত বিভক্তি [illegible] [illegible] শব্দ, মরণধর্মাবলম্বী মনুষ্য-সমূহে প্রবেশ করিয়াছেন। [illegible] এইরূপে শব্দ শাস্ত্রে সমাদৃত হইয়াছে। সুতরাং ব্যাকরণ অধ্যেয়।

১৩। এ সম্বন্ধে আরও একটি প্রমাণ আছে, যথা :—

চত্বারি বাক্ পরিমিতা পদানি
তানি বিদুর্ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ
গুহা ত্রীণি নিহিতা নেঙ্গয়ন্তি
তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি।

১৪। বাগ্‌বিদ্ ব্যক্তিকে বাক্য স্বয়ং ভার্য্যার ন্যায় বিশেষরূপে আত্মবরণ করে এই উদ্দেশ্য লাভের জন্য ব্যাকরণ পাঠ করিতে হইবে। ইহার শ্রৌত প্রমাণ এই,—

উত ত্বঃ পশ্যন্ন দদর্শ বাচমুত
ত্বঃ শৃণ্বন্ন শৃণোত্যেনাম্।
উতো ত্বস্মৈ তন্বং বিসস্রে
জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ।

১৫। কুলা দ্বারা যেমন শক্তুর তুষাদি অপনোদিত হয় সেই প্রকার ব্যাকরণ দ্বারা ভাষার অপশব্দ তিরোহিত হইয়া ভাষা সুমার্জ্জিত ও লক্ষ্মীযুক্ত হয়। ইহার শ্রৌত প্রমাণ এই :—

সক্তুমিব তিতউনা পুনন্তো যত্র ধীরা মনসা বাচমক্রত অত্রা সখায়ঃ সখ্যানি জানতে ভদ্রৈষাং লক্ষ্মীর্নিহিতাধি বাচি।

অপশব্দ প্রয়োগ করিলে প্রায়শ্চিত্তার্হ হইতে হয়, ব্যাকরণ পাঠ করিলে, ঐ দোষ ঘটে না সুতরাং তজ্জন্য প্রায়শ্চিত্তার্হও হইতে হয় না। শ্রৌত প্রমাণ এই যে—

"আহিতাগ্নিরপশব্দং প্রযুজ্য প্রায়শ্চিত্তীয়াং সারস্বতীমিষ্টিং নির্বপেৎ।"

১৬। পুত্র জাত হইলে দশম দিবসে পুত্রের নাম রাখিতে হইবে। সেই নাম তদ্ধিত প্রত্যয়ান্ত না হয়। কৃৎপ্রত্যয়ান্ত নামই শোভনীয়। শ্রুতিতে এই রূপ নির্দেশ আছে যথা:—

"দশম্যুত্তরকালং পুত্রস্য জাতস্য নাম বিদধ্যাদ্ ঘোষবদাদ্যন্তরন্তস্থম্ অবৃদ্ধং ত্রিপুরুষানূকমনরিপ্রতিষ্ঠিতং তদ্ধি প্রতিষ্ঠিততমং ভবতি দ্ব্যক্ষরং চতুরক্ষরং বা নাম কৃতং কুর্য্যান্ন তদ্ধিতমিতি।"

এতদ্দ্বারা স্পষ্টতঃ বুঝা যায় যে বর্ণ বিচার এবং কৃৎ ও তদ্ধিত বিচার ব্যাকরণ শাস্ত্রের সাহায্য ভিন্ন নিষ্পন্ন হয় না। সুতরাং যাজ্ঞিকগণের ব্যাকরণের প্রয়োজন হইত।

১৭। শ্রুতিতে লিখিত আছে বরুণ দেব ব্যাকরণ জ্ঞানহেতু সত্যদেব হইয়াছিলেন, ইহাও ব্যাকরণ পাঠের একটি উদাহরণ। শ্রুতি প্রমাণ যথা :—

"সুদেবো অসি বরুণ যস্য তে সপ্ত সিন্ধবঃ। অনুক্ষরন্তি কাকুদং সূর্ম্যং সুষিরামিব।"

অর্থাৎ হে বরুণ, তুমি সুদেব, তুমি সত্যদেব, [illegible] সিক্ত সাত বিভক্তি, তালুতে অনুক্ষরিত হইয়াছে; অগ্নি যেমন ছিদ্র স্থানে প্রবেশ করিয়া দগ্ধ করে তদ্রূপ তোমার সাত বিভক্তি তালুতে অনুক্ষরিত হইতেছে। এই কারণে তুমি সত্যদেব।

পাণিনি

পাণিনি মুনির ব্যাকরণ পাণিনি বা অষ্টাধ্যায়ী বা "অষ্টকম্ পাণিনীয়ম্" নামে প্রসিদ্ধ। পাণিনি সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ "পাণিনি" শব্দে দ্রষ্টব্য। এই ব্যাকরণে আটটি অধ্যায় আছে। প্রত্যেকটি অধ্যায় চতুষ্পাদে বিভক্ত। সূত্র সংখ্যা ৩৯৯৬টী। মতান্তরে পণ্ডিতগণের কাহার কাহারও গণনায় সূত্র সংখ্যা ৩৮৬৩টী। জার্ম্মান পণ্ডিত বোট্লিঙ্ক্ (Bohtlingk) বলেন অষ্টাধ্যায়ীর ৪।১।১৬৬, ১৬৭, ৪।৩।১৩২; ৫।১।৩৬; ৬।১।৬২; ৬।১।১০০; ৬।১।১৩৭ এই যে সাতটী সূত্র দেখিতে পাওয়া যায় উহারা প্রকৃতপক্ষে পাণিনীয় সূত্র নহে কাত্যায়নের বার্ত্তিক। গোল্ডষ্টুকার বলেন এই সাতটী সূত্রের মধ্যে ৪।৩।১৩২; ৫।১।৩৬, ৬।১।৬২ এই সূত্র তিনটী বার্ত্তিক বলিয়াই মহাভাষ্যে লিখিত হইয়াছে। অষ্টাধ্যায়ীতে সন্ধি, সুবন্ত, কৃদন্ত, উণাদি, আখ্যাত, নিপাত, উপসংখ্যা, স্বরবিধি, শিক্ষা, ও তদ্ধিত প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে। অষ্টাধ্যায়ীর পারিভাষিক শব্দের মধ্যে এমন অনেকগুলি শব্দ আছে, যাহা পাণিনির নিজের উদ্ভাবিত, অপর কতকগুলি পূর্ব্বকাল হইতেই প্রচলিত ছিল। তিনি তাঁহার নিজের উদ্ভাবিত শব্দগুলির ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। পূর্ব্ববর্ত্তীদের ব্যবহৃত শব্দগুলিরও অভিনব ব্যাখ্যা করিয়া তিনি তাহার উৎকর্ষ বিধান করিয়াছেন। প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী অনুস্বার, অস্ত, একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন, উপসর্গ, নিপাত, ধাতু প্রত্যয়, প্রধান, ভবিষ্যৎ কাল, বর্ত্তমানকাল— এই কয়েকটী শব্দ তদ্দ্বারা ব্যাখ্যাত হয় নাই। অনুনাসিক আত্মনেপদ, আমন্ত্রিত, উপধা, গুণ, দীর্ঘ, পদ, পরস্মৈপদ, বিভক্তি, বৃদ্ধি, সংযোগ, সবর্ণ, হ্রস্ব, এই ত্রয়োদশটী শব্দের নূতন ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অষ্টাধ্যায়ীর ভাষ্যে এইগুলি "প্রাক্" বৈয়াকরণদিগের ব্যবহৃত শব্দ বলিয়া বহুবার উক্ত হইয়াছে। পাণিনি ২।৩।১৩ সূত্রের "চতুর্থী" শব্দের ব্যাখ্যায় "চতুর্থী সংজ্ঞা প্রাচাম্" বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে পাণিনি পূর্ব্ব বৈয়াকরণদের নিকট হইতে এই সকল গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রাতিশাখ্যে কেবল ঙ, ণ, ং অনুনাসিক বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পাণিনি উহাকে ছাড়িয়া [illegible] ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন:—

"মুখনাসিকাবচনোঽনুনাসিকঃ" ১।১।৮

কাত্যায়ন প্রাতিশাখ্যে ১।৩৫ সূত্রে, অথর্ব্ব প্রাতিশাখ্যে ১।৯২ সূত্রে "উপধার" উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কাত্যায়ন বলেন "অন্ত্যাৎ পূর্ব্ব উপধা" (২।১।১১) কিন্তু পাণিনির সূত্র এই যে "অলোঽন্ত্যাৎ পূর্ব্ব উপধা" (১।১।৬৫) পার্থক্য অল্প হইলেও উহাতে যথেষ্ট বিশিষ্টতা আছে। পাণিনি "অলঃ" এই শব্দটী যোজনা করিয়াছেন মাত্র। কিন্তু ইহা নিরর্থক নহে। মহাভাষ্যকার ইহার ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন "কিমিদম্ অল্গ্রহণম্ অন্ত্যবিশেষণম্" এবং ভবিতুমর্হতি। উপধা সংজ্ঞায়ামন্ত্য-নির্দ্দেশাৎ সংঘাতপ্রতিষেধঃ" অর্থাৎ সংঘাত প্রতিষেধের নিমিত্তই "অল" শব্দ গ্রহণ করা হইল। এইরূপ অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়েও পাণিনির সূক্ষ্মদর্শিতা বিচক্ষণতা ও শাব্দিক পাণ্ডিত্যের বহুল পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। পাণিনিকে অনেকেই প্রাচীন ব্যাকরণের সংস্কারক বলিয়া মনে করেন; তাঁহারা বলেন,—

(১) পাণিনিদ্বারা সর্ব্বপ্রথমে শিবসূত্রের আবিষ্কার ও প্রত্যাহারদ্বারা উহার প্রয়োগ সাধিত হয়।

(২) পাণিনির উদ্ভাবিত অনুবন্ধ সমূহ পাণিনির নিজস্ব।

(৩) কৃৎ, নদী, স্ত্রী, সংখ্যা, ঘ (তর, তম); ঘি (ই এবং উ); ঘু (দা ধা ইত্যাদি), টি এবং ভ প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দের উদ্ভাবন।

(৪) গণসমূহের উদ্ভাবন।

পাণিনির সময়ে বৈয়াকরণ সম্প্রদায়

পাণিনির সময়ে দুইশ্রেণীর বৈয়াকরণ ছিলেন বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। ইঁহারা বলেন এক শ্রেণীর বৈয়াকরণ পূর্ব্বাঞ্চলবাসী এবং অপর শ্রেণী উত্তরাঞ্চলবাসী বলিয়া প্রসিদ্ধ। পাণিনির ব্যাকরণে ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম প্রদেশের অনেকগুলি স্থানের নাম আছে। ঐ সকল স্থানের নাম [illegible] দেখিতে পাওয়া যায়। তৎকালে পূর্ব্বাঞ্চলে [illegible] সম্প্রদায় বৈয়াকরণ ছিলেন অনুসন্ধানে [illegible] জানা গিয়াছে।

পাণিনির কাল নির্ণয়

পাণিনির কাল নির্ণয় সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বহুল কল্পনা, জল্পনা ও গবেষণা করিয়াছেন। [illegible] কোলব্রুক পাণিনি সম্বন্ধে পণ্ডিত আলোচিত [illegible] বিষয়ে [illegible] নাই। [illegible] বোট্লিঙ্কের [illegible] বোট্‌লিঙ্ক কথা সরিৎসাগরের কাহিনীর [illegible] করিয়াছেন ([illegible] দ্রষ্টব্য)। ইনি [illegible] পাণিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। [illegible] বোট্লিঙ্কের মত আশ্রয়। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে [illegible] (Ramandi) নামক একজন [illegible] (Memoir of India after Vedic, Persian and Chinese Writers) প্রণয়ন করেন। [illegible] খৃষ্টাব্দ এর (১৭৯-৩৬৫) [illegible] উদ্ধৃত হইয়াছে। এই চিন পরিব্রাজকের মতে [illegible] পাণিনি [illegible]

করেন। প্রথম পাণিনি অতি প্রাচীন, তাঁহার সময় নির্ণয় করা যায় না, দ্বিতীয় পাণিনি বুদ্ধের ৫০০ শত বৎসর পরে প্রায় কণিষ্কের সময়ে জীবিত ছিলেন। এই সকল যুক্তি ধরিয়া এবং পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থে "যবনানী" শব্দ দেখিয়া পণ্ডিতপ্রবর বেবারের ধারণা হয় যে আলেকজেণ্ডারের ভারত আক্রমণের পরেও পাণিনি জীবিত ছিলেন। বেবার বলেন খৃষ্টীয় ১৪০ অব্দে অর্থাৎ কণিষ্কের একশত বৎসর পরে পাণিনি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। "যবনানী" শব্দের অর্থ যবনলিপি। কিন্তু বেবার মনে করেন উহা গ্রিকলিপি। গ্রিকলিপি মনে করার কোনও যুক্তি দেখা যায় না। হিন্দুরা প্রাচীন কালের পারসিক দিগকেও যবন বলিয়া অভিহিত করিতেন। আমাদের ইতিহাস, পুরাণ, স্মৃতি, সংহিতা প্রভৃতিতেও এ বিষয়ের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং পণ্ডিত বেবারের এই সিদ্ধান্ত অসমীচীন।

১৮২৭০-সালে ষ্টানিস্‌লেয়স জুলিয়ন (Stanislaus Julien) হুয়েন্ চোয়াঙ্গের গ্রন্থের এক অভিনব সংস্করণ প্রকাশ করেন। ইনি বলেন কণিষ্কের কালে পাণিনির ব্যাকরণ সর্ব্বত্র খ্যাতি ও বহুল বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। পাণিনির কাল নির্ণয়ে ম্যাক্‌স্‌মুলার প্রথমতঃ কথাসরিৎসাগরের আখ্যায়িকা অনুসরণে খৃষ্ট পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর লোক অর্থাৎ নন্দরাজের সমসাময়িক বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। অতঃপর "ষড়্‌দর্শনের ইতিবৃত্ত" নামক গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন, খৃষ্ট জন্মের চরশত বৎসর পূর্ব্বে পাণিনি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। গোল্ড্‌ষ্টুকারের মতে খৃষ্ট পূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দীতে পাণিনি জীবিত ছিলেন। গোল্ড্‌ষ্টুকারের মতটীও অসমীচীন বলিয়া পণ্ডিতসমাজে পরিত্যক্ত হইয়াছে। ১৮৮৫ সালে অধ্যাপক পিশেল (Prof. Pischell) পাণিনির কাল সম্বন্ধে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, তাহাতে জানা যায় যে তিনি পাণিনিকে খৃষ্ট পূর্ব্বের চতুর্থ শতাব্দীর পূর্ব্বের লোক বলিয়া মনে করিয়াছেন। বৈয়াকরণ পাণিনির স্থায় অপর একজন কবি পাণিনির নামও শুনা যায়। পিটার্সন ও উফ্রেকট্ বলেন কবি ও বৈয়াকরণ পাণিনি একই ব্যক্তি।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে সিলভেন লেভী (Sylven Levi) পাণিনি সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখিয়া বলেন আঙ্গি সৌভূতা ও ভগভাগণ প্রভৃতি এই তিনটী নাম দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীক ভাষাতেও Omphis, Sophytes ও Phegelas এই তিনটী শব্দ আছে। পাণিনি সম্ভবতঃ গ্রীকদের নিকট হইতেই এই শব্দত্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা কল্পনারই এক বিচিত্র খেলা।

ডাক্তার লিবিক্ (Liobich) বলেন পাণিনি খৃঃ পূঃ ৩০০ অব্দে জীবিত ছিলেন। ইনি বলেন ভগবদ্গীতা পাণিনির পরে রচিত কিন্তু ব্রাহ্মণ ও বৃহদারণ্যক পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী।

তিব্বতীয় লামা তারনাথ তদীয় বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসে লিখিয়াছেন পাণিনি শেষাঙ্গ রাজের অধীন বাস করিতেন। ইঁহার মতে খৃঃ পূঃ ৫০০ অব্দে পাণিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এই সিদ্ধান্ত প্রায় সর্ব্ব সম্মত। সম্ভবতঃ ইহারও বহুপূর্ব্বে এই বৈয়াকরণ কেশরীর প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। যাহা হউক এই সম্বন্ধে ঐতিহাসিক বিশিষ্ট প্রমাণ সুদুর্লভ। অনুমান দ্বারা সূক্ষ্মরূপে কাল নির্ণয়ের দুষ্প্রয়াসে কোনও ফল নাই। এতৎসম্বন্ধীয় অন্যান্য বিষয় পাণিনি শব্দে দ্রষ্টব্য।

ব্যাড়ি পাণিনির পরে ব্যাড়ি নামক একজন বৈয়াকরণের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। নাগেশ ভট্ট লিখিয়াছেন "সংগ্রহে ব্যাড়িকৃতলক্ষশ্লোকগ্রন্থ ইতি প্রসিদ্ধঃ" মহাভাষ্যকার ব্যাড়িকে পাণিনির পরবর্ত্তী বৈয়াকরণ বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন যথাঃ—

আপিশল-পাণিনীয়-ব্যাড়ীয় গৌতমীয়া একং পদং বজ্জায়ত্যা সর্ব্বাণি পূর্ব্বপদানি, তত্র ন জ্ঞায়তে কস্ত পূর্ব্বপদস্ত স্বরেণ ভবিতব্যমিতি। (৬।২।৩৬) মহাভাষ্য বার্ত্তিককারের "অভ্যাহিতঞ্চ" (২।২।৩৪) এই সূত্রানুসারে পতঞ্জলি, আপিশলি প্রভৃতিকে স্ব স্ব আচার্য্যের পৌর্ব্বাপর্য্যমূলক বলিয়াই স্থির করিয়াছেন।

যাস্ক নিরুক্তকার যাস্ক কাহার মতে পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী আবার কাহারও মতে তাঁহার পরবর্ত্তী। এই বিষয়ের বিচার "পাণিনি" শব্দে দ্রষ্টব্য।

কাত্যায়ন পাণিনীয় সূত্রের বার্ত্তিককার কাত্যায়ন মহাভাষ্যকারের পূর্ব্ববর্ত্তী। কেহ কেহ বলেন পাণিনীয় ব্যাকরণের বার্ত্তিককার পাণিনির সমসাময়িক ও এক দেশবাসী ব্যক্তি এবং ইনিই বাজসনেয় প্রাতিশাখ্যের প্রণেতা। কৈয়ট ও নাগোজীভট্ট বলেন এই কাত্যায়ন ভ্রাজ নামক শ্লোকের প্রণেতা যথাঃ—

কঃ পুনরিদং পঠিতম্। ভ্রাজা নামশ্লোকাঃ। কাত্যায়নোপনিবদ্ধভ্রাজাখ্যশ্লোকমধ্যপঠিতত্বাৎ তস্ত প্রতিষ্ঠুগ্রাহিকাস্তি। একঃ শব্দঃ সুজ্ঞাতঃ সুপ্রযুক্তঃ স্বর্গে লোকে কামধুগ্ ভবতি।" নাগোজী ভট্ট বলেন—ভ্রাজা নাম কাত্যায়নপ্রণীতাঃ শ্লোকা ইত্যাহঃ।

পাণিনি সূত্রসমূহের অর্থ ও তাৎপর্য্য পরিস্ফুট করার নিমিত্ত কাত্যায়ন বার্ত্তিক করেন। এই বার্ত্তিকগুলিও সূত্রের ন্যায়, কিন্তু ভ্রাজ শ্লোকগুলি অনুষ্টুপ্ ছন্দে বিরচিত। কাত্যায়নরচিত কর্ম্মপ্রদীপ গ্রন্থখানিও অনুষ্টুপ্ ছন্দে লিখিত হইয়াছে।

বড়্‌গুরু শিষ্য, বলেন এই কর্পূরপ্রদীপ গ্রন্থখানি কাত্যায়নের লিখিত। কথা-সরিৎসাগরে কাত্যায়ন সম্বন্ধে একটী গল্প আছে তদ্যথা—পার্ব্বতীর শাপে বৎসরাজের রাজধানী কৌশাম্বীনগরে কাত্যায়ন-বররুচির জন্ম হয়। বাল্য বয়সে ইনি অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন ও অসাধারণ স্মারকতাশক্তিবিশিষ্ট ছিলেন। ইনি নাটকাদি একবার শুনিয়াই মাতার নিকটে সকল কথা যথার্থরূপে আবৃত্তি করিতে পারিতেন। শৈশবে সমগ্র প্রাতিশাখ্য গ্রন্থ ইঁহার অভ্যস্ত হইয়াছিল। অতঃপর ইনি বর্ষের নিকট বিদ্যাভ্যাস করেন এবং ব্যাকরণ শাস্ত্রে পাণিনিকে পরাস্ত করেন। পাণিনির সহিত যখন ইঁহার বিচার হয়, মহাদেবের অনুগ্রহে সেই বিচারে ইনি জয় লাভ করেন এবং শিবের আদেশে অবশেষে ইনি পাণিনির শিষ্যত্ব গ্রহণ ও পরে তদীয় পাণিনি-ব্যাকরণের বার্ত্তিক গ্রন্থ রচনা করেন। কাত্যায়ন নন্দরাজের মন্ত্রী হইয়াছিলেন। এই কাত্যায়ন পরিভাষা নামক এক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কেহ কেহ বলেন কারিকাও কাত্যায়নের প্রণীত।

পতঞ্জলি পাণিনিসূত্রের মহাভাষ্যকার; (পতঞ্জলির পরিচয়াদি পতঞ্জলি শব্দে দ্রষ্টব্য) এই গ্রন্থের বিচার পদ্ধতি ও রচনা-

পতঞ্জলি।

প্রণালী অতি সুন্দর। ইহাতে ব্যাকরণের অতীব কঠিন কঠিন বিষয়গুলিও সাধারণ লৌকিক উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ব্যাকরণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যানে কাহারও সরলতা কেবল মহাভাষ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃত পক্ষে মহাভাষ্য গ্রন্থ একখানি সমাদৃত শব্দশাস্ত্র (Philology)। ইহাতে বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে শব্দশাস্ত্রের বিচার দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত এই গ্রন্থের অভ্যন্তরে গ্রন্থকারের আবির্ভাব সময়ের আচার ব্যবহার রীতি নীতি সম্বন্ধে বহুল কথা জানা যাইতে পারে। এই গ্রন্থের ভাষা অতি প্রাঞ্জল। ইহার কারণ সম্বন্ধে একটা প্রবাদ আছে। প্রবাদটা এইরূপ—ইনি পাণিনির সূত্র সম্বন্ধে প্রতি দিবস ছাত্রদিগকে উপদেশ প্রদান করিতেন এবং ছাত্রগণের জিজ্ঞাস্য প্রশ্নের উত্তর দিতেন। তাঁহার উপদেশ ও প্রশ্নোত্তরই মহাভাষ্যরূপে পরিণত হয়। সুতরাং মহাভাষ্যে কথোপকথনের ভাষা এবং তজ্জন্যই ইহা প্রাঞ্জল। ভাষা প্রাঞ্জল হইলেও ইহার বিচার পদ্ধতি অতি কঠিন। কেহ কেহ বলেন নব্য ন্যায়ের বিচার-পদ্ধতি মহাভাষ্যের অনুকরণে কল্পিত। মহাভাষ্যকার এক অহ্নে (আহ্ন) অর্থাৎ একদিনে ছাত্রদিগকে যে পরিমিত ব্যাকরণের উপদেশ প্রদান করিতেন। সেই টুকুই এক আহ্নিক নামে অভিহিত হইয়াছে। যেমন, পাণিনীয় ব্যাকরণের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদটী নয়টী আহ্নিকে বিভক্ত হইয়াছে। মহাভাষ্যাধ্যয়ন ব্যতীত পাণিনীয় সূত্রের অধ্যয়ন সম্পূর্ণ ভাবে হইল বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। মহাভাষ্যের টীকাকারগণের নাম "পতঞ্জলি" শব্দে দ্রষ্টব্য।

পাণিনীয় ব্যাকরণের প্রধান ও প্রাচীন কাশিকাবৃত্তির নাম সর্ব্বত্র সুবিদিত। বামন ও জয়াদিত্য কাশিকাবৃত্তির রচয়িতা বলিয়া খ্যাত। অধ্যাপক গোল্ড্‌ষ্টুকর স্বপ্রকাশিত পাণিনি ব্যাকরণের ভূমিকায় লিখিয়াছেন খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে এই কাশিকাবৃত্তি রচিত হয়। ইনি বলেন রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থে ইহার প্রমাণ আছে। রাজতরঙ্গিণীকার কহ্লন মিশ্র বলেন কাশ্মীর রাজ্যের অধীশ্বর জয়াপীড় সংস্কৃত ভাষায় অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। তিনি স্বরাজ্যে ব্যাকরণ অধ্যয়ন প্রচারের জন্য সবিশেষ চেষ্টা পাইয়াছিলেন। ইঁহার সভায় বহুল বৈয়াকরণ পণ্ডিত ছিলেন। যথা, ক্ষীর (ধাতুতরঙ্গিণীকারপ্রণেতা), দামোদর গুপ্ত, মনোরম, শঙ্খদত্ত, চটক, সন্ধিমান্ ও বামন। এই বামনই কাশিকাবৃত্তির অন্যতর গ্রন্থকার। জয়াপীড় খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন।

কাশিকাবৃত্তিকার

কিন্তু এখানে একটী কথা বিবেচ্য—যদি কাশিকাবৃত্তিপ্রণেতা বামন জয়াপীড়ের সভা পণ্ডিত হইতেন, তাহা হইলে কহ্লন পণ্ডিত কি আর সেই কাশিকাবৃত্তির কথা উল্লেখ করিতেন না?

উইলসন বলেন, জয়াপীড়ের সভায় বামন কাব্যালঙ্কার সূত্রবৃত্তি রচনা করিয়াছিলেন। বামনকৃত কাব্যালঙ্কার বৃত্তির প্রকাশক ডাক্তার কপ্লেলার সেই গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, এই গ্রন্থে মৃচ্ছকটিককার শূদ্রক, কালিদাস, অমর, ভবভূতি, মাঘ, হরিপ্রভ, কবিরাজ, কামন্দকীনীতি নামমালা ইত্যাদি গ্রন্থকার ও গ্রন্থের নাম দেখা যায়। এই যে এখানে কবিরাজের নাম উল্লিখিত আছে, এই কবিরাজ যদি রাঘবপাণ্ডবীয়কার হয়েন, তাহা হইলে বামন খৃঃ দশম শতাব্দীর লোক বলিয়া গণ্য হইয়া পড়েন। ডাক্তার কপ্লেলারের মতে কাব্যালঙ্কারবৃত্তিকার বামন খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দার লোক।

এস্থলে একটি কথা সবিশেষ বিবেচ্য। কাশিকাবৃত্তি কি বামন ও জয়াদিত্য নামে পৃথক দুই ব্যক্তির রচিত অথবা বামনজয়াদিত্য নামক কোনও এক ব্যক্তির? গোল্ড্‌ষ্টুকর মতে বামনজয়াদিত্য এক ব্যক্তি। কাশীবাসী সুবিখ্যাত বাদশাস্ত্রী "পণ্ডিত" পত্রের ১৮৭৮ সালের জুন মাস সংখ্যার ২০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছিলেন কাশিকাবৃত্তি বামনজয়াদিত্য নামক এক ব্যক্তির রচিত। ইদানীন্তন তাঁহার এই অভিপ্রায়ের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তিনি কাশিকাবৃত্তি বামন ও জয়াদিত্য নামক দুই ব্যক্তির রচিত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপ মত-পরিবর্ত্তনের সবিশেষ কারণ আছে। ভট্টোজীদীক্ষিত প্রণীত

সিদ্ধান্তকৌমুদীর প্রৌঢ়মনোরমা নাম্নী টীকায় তদ্ধিতপ্রকরণের "বহ্বল্পার্থাৎ" এই সূত্রের ব্যাখ্যায় লিখিত আছে "এতৎ সর্ব্বং জয়াদিত্যমতেনোক্তং বামনস্য মতন্তে ইতি"। এতদ্দ্বারা স্পষ্টতঃ বুঝা যাইতেছে জয়াদিত্য ও বামন এই উভয়েই কাশিকাবৃত্তিকার। প্রথম, দ্বিতীয়, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে বামনকৃত বৃত্তি, অপরাংশ জয়াদিত্য কৃত।

ডাক্তার বুলর কাশ্মীরে যে হস্তলিখিত কাশিকাবৃত্তি প্রাপ্ত হন, তাহাতে তিনি জানিতে পারেন যে আদি চতুরধ্যায়ই জয়াদিত্য কৃত, অপর চতুরধ্যায়ের রচয়িতা—বামন।

শব্দকৌস্তুভ ও মনোরমায় লিখিত আছে—

"বোপদেবমহাগ্রাহগ্রস্তো বামনদিগ্‌গজঃ।
কীর্ত্তেরেব প্রসঙ্গেন মাধবেন বিমোচিতঃ॥"

এতদ্দ্বারা স্পষ্টতঃই বুঝা যাইতেছে যে, কাশিকাকার বামন বেদার্থ প্রকাশক মাধবের এবং মাধব হইতে প্রাচীন বোপদেবেরও পূর্ব্ববর্ত্তী। কিন্তু ম্যাক্সমূলার বলেন ঋগ্‌ভাষ্যে মাধব কুত্রাপি বোপদেবের নামোল্লেখ করেন নাই, কিন্তু বামনের নামোল্লেখ করিয়াছেন। সায়ণধাতুবৃত্তিতেও বামনের নামোল্লেখ আছে। খৃষ্টীয় ১৩৫০ অব্দে মাধব আবির্ভূত হইয়াছিলেন খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বোপদেব বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া জানা যায়। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে বামন দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের লোক। সায়ণ হরদত্ত ও ন্যাসকারের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। এই হরদত্ত "পদমঞ্জরী" নামক কাশিকাবৃত্তির ব্যাখ্যাকার। ন্যাসকার কাশিকাবৃত্তির পঞ্জীপ্রণেতা।

বোপদেবকৃত কাব্যকামধেনু নামক ব্যাকরণে কাশিকাবৃত্তি পঞ্জিকার কথা ধৃত হইয়াছে।

এই সকল প্রমাণ আলোচনায় বলা যাইতে পারে যে কাশিকাকার অবশ্যই খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বকার লোক। কিন্তু ইহার প্রকৃত সময় বিনির্ণয়ের কোনও উপায় দেখা যায় না।

এখন আর একটী কথা এই যে বামন ও জয়াদিত্য কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন? ইঁহারা হিন্দু ছিলেন, কিংবা বৌদ্ধ ছিলেন, কিংবা জৈন ছিলেন? হিন্দুগণ গ্রন্থারম্ভে আশীর্নমস্কারাদির উল্লেখ করেন, কিন্তু কাশিকাবৃত্তিতে সেরূপ কিছু দেখা যায় না। বালশাস্ত্রী সপ্রমাণ করিয়াছেন যে কাশিকাবৃত্তির গ্রন্থকারদ্বয় হিন্দু ছিলেন না। ইঁহাদের সময়ে জৈন বৌদ্ধ ব্যাকরণের বহুল প্রচলন ছিল; তদ্যথা—ন্যাসকার, জিনেন্দ্রবুদ্ধ প্রভৃতির গ্রন্থ। অতঃপর হিন্দু বৈয়াকরণগণের প্রাদুর্ভাব হয়। তখন আমরা ভট্টোজী দীক্ষিত, হরিদীক্ষিত ও নাগেশভট্ট প্রভৃতির নাম শুনিতে পাই। বামন ও জয়াদিত্য এই উভয়েই বৌদ্ধ ছিলেন, ইহাই অনেকের ধারণা।

সুবিখ্যাত চীন পরিব্রাজক ইৎসিং এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাও আলোচ্য। খৃষ্টীয় ৬৩৫ সালে চীনদেশে ইৎসিং এর জন্ম হয়। ইনি ৬৭১ সালে ভারতে যাত্রা করেন এবং ৬৭৩ সালে তমলুকে আগমন করেন।

তিনি তথা হইতে নালন্দা বিহারে যাইয়া ১০ বিদ্যা অর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং ৬৯৫ সালে পুনরায় চীনদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ৭১৩ সালে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে ভারতবর্ষের বহুল তথ্য লিপিবদ্ধ আছে। ইঁহার গ্রন্থের ৩৪ অধ্যায়ে ভারতীয় শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে বিবিধ আলোচনা দৃষ্ট হয়। শব্দ বিদ্যা সম্বন্ধে ইনি অনেক বিষয় লিখিয়াছেন।

ইনি লিখিয়াছেন—ছয় বর্ষ বয়স্ক বালক প্রথমতঃ "মূলসিদ্ধান্ত" শিক্ষা করিত। "সিদ্ধিরস্তু"ই মূল সিদ্ধান্ত। মূলসিদ্ধান্ত বর্ণপরিচয় নামে অভিহিত হইতে পারে। ছয় মাসে এর অধ্যয়ন শেষ হইত। ইৎসিং বলেন ইহাই মাহেশ্বর-সূত্র। কিন্তু তিনি লিখিয়াছেন মূলসিদ্ধান্তে ৪৯ বর্ণ, দশ সহস্রের অধিক শব্দ এবং ৩০০ শ্লোক আছে। প্রতি শ্লোকে ৩২টী করিয়া অক্ষর আছে।

দ্বিতীয় ব্যাকরণ শাস্ত্র—পাণিনিসূত্র। ইহাতে ১০০০ সূত্র। বালকেরা অষ্টম বর্ষে এই গ্রন্থের পাঠ আরম্ভ করে, আট মাসে ইহার পাঠ সমাপ্ত হয়।

তৃতীয় ব্যাকরণ পুস্তক—ধাতু। ইহাতে ১০০০ সূত্র।

চতুর্থ গ্রন্থ—তিন ভাগে বিভক্ত। (১) ধাতু, (২) মণ্ড, (৩) উণাদি। দশম বর্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া তিন বৎসরের মধ্যে এই গ্রন্থ পরিসমাপ্ত করা হইত।

পঞ্চম গ্রন্থ—পাণিনি সূত্র বৃত্তি। ইৎসিং বলেন, এই বৃত্তি গ্রন্থখানি বহুল ব্যাখ্যা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই গ্রন্থের কর্ত্তা জয়াদিত্য। ইঁহার প্রতিভা নিরতিশয় তীক্ষ্ণ ছিল। এতদ্দ্বারা সপ্রমাণ হয় যে, খৃষ্টীয় ৬৬০ সালের পূর্ব্বে জয়াদিত্য বর্ত্তমান ছিলেন।

ইৎসিং বামনের নামোল্লেখ করেন না। ইৎসিং-এর মতে জয়াদিত্য খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর লোক। কিন্তু রাজতরঙ্গিণীর মতে বামন, রাজা জয়াপীড়ের সভা পণ্ডিত ছিলেন। জয়াপীড় অষ্টম শতাব্দের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। ইহাতে এই উভয় গ্রন্থকারের সময়ে এক শত বৎসরের ব্যবধানও পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং ইহার সুমীমাংসা হয় না। তবে এতদ্দ্বারা ইহাই বলা যাইতে পারে যে কাশিকাবৃত্তি খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পরে এবং সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বে রচিত হয় নাই। এই সময়ের মধ্যে কোনও সময়ে কাশিকাবৃত্তি রচিত হইয়া থাকিবে। কাশিকাবৃত্তিতে—

ব্যাখ্যাগ্রন্থ পরিদৃষ্ট হয়। গোপালচক্রবর্ত্তী প্রভৃতি আরও অনেকে ইহার টীকা করিয়াছেন। এই ব্যাকরণ অবলম্বনে শব্দঘোষ ও ধাতুঘোষ প্রভৃতি নামে বহুল ব্যাকরণনিবন্ধ আছে। এই ব্যাকরণখানি বর্দ্ধমান অঞ্চলে প্রচলিত।

৮২। মুগ্ধবোধ—বোপদেবকৃত। এই ব্যাকরণখানিও বঙ্গদেশে অধীত হইয়া থাকে। গ্রন্থকার স্বয়ং ইহার বৃত্তি করিয়াছেন।

৮৩। সুবোধিনী—দুর্গাদাসকৃত মুগ্ধবোধটীকা।

৮৪। ছাটা—মিশ্রকৃত মুগ্ধবোধটীকা।

৮৫। মুগ্ধবোধটীকা—রামানন্দকৃত।

৮৬। „ রামতর্কবাগীশকৃত।

৮৭। „ মধুসূদনকৃত।

৮৮। „ দেবিদাসকৃত।

৮৯। „ রামভদ্রকৃত।

৯০। „ রামপ্রসাদ তর্কবাগীশকৃত।

৯১। „ শ্রীবল্লভাচার্য্যকৃত।

৯২। „ দয়ারাম বাচস্পতিকৃত।

৯৩। „ ভোলানাথকৃত।

৯৪। „ কার্ত্তিকসিদ্ধান্তকৃত।

৯৫। „ নন্দিকান্ত তর্কবাগীশকৃত।

৯৬। „ গোবিন্দরামকৃত।

এতদ্ব্যতীত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের আরও বহুল টীকা আছে।

৯৭। মুগ্ধবোধপরিশিষ্ট—কাশীশ্বরকৃত।

৯৮। „ নন্দকিশোরকৃত।

৯৯। কবিকল্পদ্রুম—এখানি বোপদেবকৃত গণপাঠ।

১০০। কাব্যকামধেনু—বোপদেবকৃত ধাতুপাঠ ও ধাত্বর্থ।

১০১। ধাতুদীপিকা—দুর্গাদাসকৃত।

১০২। কবিকল্পদ্রুমব্যাখ্যা—রামতর্কালঙ্কারকৃত। রামন্যায়ালঙ্কার কবিকল্পদ্রুমের আরও একখানি ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

১০৩। ধাতুরত্নাবলী—রাধারমণ প্রণীত।

১০৪। কবিরহস্য—হলায়ুধকৃত। ইহাতে সাধারণ সাধারণ ক্রিয়ার উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের একখানি টীকাও আছে।

উল্লিখিত গ্রন্থনিচয় মুগ্ধবোধাবলম্বনে রচিত হইয়াছে।

১০৫। সুপদ্মব্যাকরণ—মহামহোপাধ্যায় পদ্মনাভদত্ত প্রণীত। যশোহর প্রভৃতি অঞ্চলে এ ব্যাকরণখানি অধীত হইয়া থাকে।

১০৬। মকরন্দ—বিষ্ণুমিশ্রকৃত সুপদ্মব্যাকরণটীকা।

১০৭। সুপদ্মব্যাকরণটীকা—কন্দর্পসিদ্ধান্ত।

১০৮। „ কাশীশ্বর।

১০৯। শ্রীধরচক্রবর্ত্তী।

১১০। রামচন্দ্র।

এতদ্ব্যতীত এই ব্যাকরণখানির আরও টীকা আছে বলিয়া জানা যায়।

১১১। সুপদ্মপরিশিষ্ট।

১১২। সুপদ্মধাতুপাঠ—পদ্মনাভ দত্ত প্রণীত। ইহাতে সুপদ্মব্যাকরণের পরিভাষা ও উণাদিবৃত্তিও আছে।

১১৩। কাশীশ্বরগণ—কাশীশ্বরপ্রণীত।

১১৪। কাশীশ্বরগণটীকা—রামকান্তপ্রণীত।

১১৫। রত্নমালাব্যাকরণ—পুরুষোত্তমপ্রণীত। এখানি কামরূপ ও কুচবিহার অঞ্চলে অধীত হয়। ইহারও তিনখানি টীকা আছে।

১১৬। ক্রমবোধ—ভরতমল্লপ্রণীত সটীকব্যাকরণ। এই ব্যাকরণখানি এবং নিম্নলিখিত ব্যাকরণগুলির অধিক প্রচলন নাই।

১১৭। শুদ্ধসুবোধ—রামেশ্বর প্রণীত। রামেশ্বরের সটীক আরও একখানি ব্যাকরণ আছে।

১১৮। হরিনামামৃত ব্যাকরণ—শ্রীজীবগোস্বামিপ্রণীত। গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের সমাদৃত। ইহাতে ব্যাকরণের সঙ্গে ভক্তি ও ভগবল্লীলার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

১১৯। চৈতন্যামৃত—এখানিও গৌড়ীয়বৈষ্ণবদের প্রণীত। ইহারও টীকা আছে।

১২০। কারিকাবলী—রামনারায়ণকৃত। পদ্যে রচিত ব্যাকরণ।

১২১। প্রবোধপ্রকাশব্যাকরণ—বলরামপঞ্চাননকৃত।

১২২। রূপমালাব্যাকরণ—বিমলাসরস্বতী প্রণীত।

১২৩। জ্ঞানামৃতব্যাকরণ—কাশীশ্বর প্রণীত।

১২৪। আশুবোধব্যাকরণ।

১২৫। লঘুবোধব্যাকরণ।

১২৬। শীঘ্রবোধব্যাকরণ।

১২৭। সারামৃতব্যাকরণ।

১২৮। দিব্যব্যাকরণ।

১২৯। পদ্যাবলীব্যাকরণ।

১৩০। উৎকলব্যাকরণ প্রভৃতি, আরও বহুল নাতিবৃহৎ বা ক্ষুদ্র আয়তনবিশিষ্ট সংস্কৃতব্যাকরণ দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ব্যাকরণশিক্ষার নিমিত্ত যে কত শত ব্যাকরণগ্রন্থটীকা ও পঞ্জী প্রভৃতি বিরচিত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা করা সহজ নহে। যে কতিপয় ব্যাকরণগ্রন্থ ও টীকাব্যাখ্যার নাম লিখিত হইল, সেই সকল গ্রন্থ সুবিখ্যাত

৩৭। ভূষণ সার দর্পণ—হরিবল্লভ প্রণীত ব্যাকরণ ভূষণ সারের টীকা।

৩৮। ব্যাকরণ ভূষণ সার—ব্যাকরণ ভূষণের টীকা।

৩৯। ব্যাকরণ সিদ্ধান্ত মঞ্জুষা—নাগেশ ভট্ট রচিত। এ গ্রন্থখানিও ভর্তৃহরির বাক্যপদীয়ের ন্যায়।

৪০। লঘুভূষণ কান্তি—বৈদ্যনাথ পায়গুণ্ড প্রণীত।

৪১। লঘুব্যাকরণ সিদ্ধান্ত মঞ্জুষা।

৪২। কলা—বৈদ্যনাথ পায়গুণ্ড প্রণীত এখানি লঘু ব্যাকরণ সিদ্ধান্ত মঞ্জুষার টীকা।

৪৩। গণপাঠ।

৪৪। গণরত্ন মহোদধি সটীক।

৪৫। পাণিনি ধাতুপাঠ।

৪৬। ধাতু প্রদীপ বা তন্ত্র প্রদীপ মৈত্রেয় রক্ষিত কৃত, ইহাতে উপসর্গ ও ধাতুরূপের উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

৪৭। মাধবীয় বৃত্তি—সায়ণাচার্য্য প্রণীত।

৪৮। পদচন্দ্রিকা—একখানি ব্যাকরণ। ইহাতে পাণিনি সূত্র যথাযথ উদ্ধৃত হইয়াছে।

পাণিনীর সূত্রাবলম্বনে এইরূপ আরও বহুল গ্রন্থ আছে। এতদ্ব্যতীত তৎকালসম্বন্ধ সম্বন্ধসহ আরও বহুল ব্যাকরণগ্রন্থ দৃষ্ট হয়। সেই সকল গ্রন্থ ব্যাকরণশাস্ত্রের দর্শন নামে অভিহিত হইতে পারে। নিম্নে আরও কয়েকখানি ব্যাকরণের নাম উল্লিখিত হইয়াছে :—

৪৯। সরস্বতীপ্রক্রিয়া—অনুভূতি স্বরূপাচার্য্য প্রণীত। ইহাতে সাত শত সূত্র আছে। গ্রন্থকার এই ব্যাকরণ সরস্বতী দেবীর প্রসাদে লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত আছে। হিন্দুস্থানে এই ব্যাকরণখানির অধিক প্রচলন। এই ব্যাকরণখানির তিনখানি টীকাগ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়—একখানি পুঞ্জরাজকৃত, অপরখানি মহীভট্ট প্রণীত। এতদ্ব্যতীত চন্দ্রিকা নামেও ইহার একখানি টীকা আছে।

৫০। শব্দানুশাসন বা হৈমব্যাকরণ—জৈনাচার্য্য হেমচন্দ্র সূরি প্রণীত। জৈনগণ এই ব্যাকরণখানি আদরের সহিত পাঠ করেন। কাব্যেন্দু নামক ব্যাকরণগ্রন্থে অভিনব শাকটায়ন প্রণীত আর একখানি শব্দানুশাসন গ্রন্থের নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

৫১। প্রাকৃত মনোরমা—বররুচি প্রণীত প্রাকৃতপ্রকাশ গ্রন্থের সর্বোৎকৃষ্ট টীকা। ইহাতে প্রাকৃত ও সংস্কৃত ব্যাকরণের পার্থক্য প্রদর্শিত হইয়াছে।

৫২। কলাপব্যাকরণ—এই ব্যাকরণখানি বঙ্গদেশে অতীব প্রচলিত। ইহার অপর নাম কাতন্ত্রব্যাকরণ।

৫৩। দৌর্গসিংহী—দুর্গসিংহ প্রণীত কলাপব্যাকরণের টীকা।

৫৪। কাতন্ত্রবৃত্তিটীকা—দুর্গসিংহকৃত।

৫৫। কাতন্ত্রবিস্তার—বর্দ্ধমান মিশ্রকৃত।

৫৬। কাতন্ত্রপত্রিকা—কলাপব্যাকরণের টীকা, ত্রিলোচন দাস প্রণীত।

৫৭। কলাপতত্ত্বার্ণব—রঘুনন্দন আচার্য্যশিরোমণি কৃত।

৫৮। কাতন্ত্রচন্দ্রিকা—কলাপটীকা।

৫৯। চৈত্রকুটি—বররুচিকৃত কলাপটীকা।

৬০। ব্যাখ্যাসার—হরিরাম চক্রবর্ত্তিকৃত কলাপটীকা।

৬১। ব্যাখ্যাসার—রামদাসকৃত কলাপটীকা।

৬২। কলাপটীকা—সুষেণ কবিরাজকৃত।

৬৩। " " রমানাথকৃত।

৬৪। " উমাপতিকৃত।

৬৫। " কুলচন্দ্রকৃত।

৬৬। " মুরারিকৃত।

৬৭। " বিদ্যাসাগরকৃত।

৬৮। কাতন্ত্রপরিশিষ্ট—শ্রীপতিদত্তকৃত।

৬৯। পরিশিষ্টপ্রবোধ—গোপীনাথকৃত কাতন্ত্রপরিশিষ্ট-টীকা।

৭০। পরিশিষ্টসিদ্ধান্তরত্নাকর—শিবরামচক্রবর্ত্তিকৃত কাতন্ত্রপরিশিষ্টটীকা।

৭১। কাতন্ত্রগণধাতু—

৭২। মনোরমা—রমানাথকৃত কাতন্ত্রগণধাতুর টীকা।

৭৩। কাতন্ত্রষট্‌কারক—মহেশানন্দকৃত।

৭৪। কাতন্ত্রউণাদিবৃত্তি—শিবদাস প্রণীত।

৭৫। কাতন্ত্রচতুষ্টয়প্রদীপ।

৭৬। কাতন্ত্রধাতুঘোষ।

৭৭। কাতন্ত্রশব্দমালা।

এতদ্ব্যতীত কলাপসূত্র ও তদ্বৃত্তি প্রভৃতি অবলম্বনে আরও বহুল গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়।

৭৮। সংক্ষিপ্তসারব্যাকরণ—ক্রমদীশ্বর প্রণীত। এই ব্যাকরণখানি জুমরনন্দী দ্বারা প্রতিসংস্কৃত, এই নিমিত্ত ইহা জৌমার নামেও অভিহিত হয়।

৭৯। সংক্ষিপ্তসারব্যাকরণটীকা—গোয়ীচন্দ্রকৃত।

৮০। ব্যাকরণদীপিকা—নাথশর্ম্মাকৃত। এই গ্রন্থখানি গোয়ীচন্দ্রের সংক্ষিপ্তসারব্যাকরণটীকার ব্যাখ্যা।

৮১। দুর্ঘটঘটন—সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের টীকা।

সংক্ষিপ্তসারব্যাকরণসাহায্যাবলম্বনেও বহুল ব্যাকরণগ্রন্থ ও টীকা-

ব্যাখ্যাগ্রন্থ পরিলক্ষিত হয়। গোপালচক্রবর্ত্তী প্রভৃতি আরও অনেকে ইহার টীকা করিয়াছেন। এই ব্যাকরণ অবলম্বনে শব্দঘোষ ও ধাতুঘোষ প্রভৃতি নামে বহুল ব্যাকরণনিবন্ধ আছে। এই ব্যাকরণখানি বর্দ্ধমান অঞ্চলে প্রচলিত।

৮২। মুগ্ধবোধ—বোপদেবকৃত। এই ব্যাকরণখানিও বঙ্গদেশে অধীত হইয়া থাকে। গ্রন্থকার স্বয়ং ইহার বৃত্তি করিয়াছেন।

৮৩। সুবোধিনী—দুর্গাদাসকৃত মুগ্ধবোধটীকা।

৮৪। ছাটা—মিশ্রকৃত মুগ্ধবোধটীকা।

৮৫। মুগ্ধবোধটীকা—রামানন্দকৃত।

৮৬। „ রামতর্কবাগীশকৃত।

৮৭। „ মধুসূদনকৃত।

৮৮। „ দেবিদাসকৃত।

৮৯। „ রামভদ্রকৃত।

৯০। „ রামপ্রসাদ তর্কবাগীশকৃত।

৯১। „ শ্রীবল্লভাচার্য্যকৃত।

৯২। „ দয়ারাম বাচস্পতিকৃত।

৯৩। „ ভোলানাথকৃত।

৯৪। „ কার্ত্তিকসিদ্ধান্তকৃত।

৯৫। „ রতিকান্ত তর্কবাগীশকৃত।

৯৬। „ গোবিন্দরামকৃত।

এতদ্ব্যতীত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের আরও বহুল টীকা আছে।

৯৭। মুগ্ধবোধপরিশিষ্ট—কাশীশ্বরকৃত।

৯৮। „ নন্দীকেশ্বরকৃত।

৯৯। কবিকল্পদ্রুম—এখানি বোপদেবকৃত গণপাঠ।

১০০। কাব্যকামধেনু—বোপদেবকৃত ধাতুপাঠ ও ধাত্বর্থ।

১০১। ধাতুদীপিকা—দুর্গাদাসকৃত।

১০২। কবিকল্পদ্রুমব্যাখ্যা—রামন্যায়ালঙ্কারকৃত। রামন্যায়ালঙ্কার কবিকল্পদ্রুমের আরও একখানি টীকা করিয়াছেন।

১০৩। ধাতুরত্নাবলী—রাধাকৃষ্ণ প্রণীত।

১০৪। কবিরহস্য—হলায়ুধকৃত। ইহাতে সাধারণ সাধারণ ক্রিয়ার উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের একখানি টীকাও আছে।

উল্লিখিত গ্রন্থনিচয় মুগ্ধবোধাবলম্বনে রচিত হইয়াছে।

১০৫। সুপদ্মব্যাকরণ—মহামহোপাধ্যায় পদ্মনাভদত্ত প্রণীত। যশোহর প্রভৃতি অঞ্চলে এ ব্যাকরণখানি অধীত হইয়া থাকে।

১০৬। মকরন্দ—বিষ্ণুমিশ্রকৃত সুপদ্মব্যাকরণটীকা।

১০৭। সুপদ্মব্যাকরণটীকা—কন্দর্পসিদ্ধান্ত।

১০৮। „ কাশীশ্বর।

১০৯। „ শ্রীধরচক্রবর্ত্তী।

১১০। „ রামচন্দ্র।

এতদ্ব্যতীত এই ব্যাকরণখানির আরও টীকা আছে বলিয়া জানা যায়।

১১১। সুপদ্মপরিশিষ্ট।

১১২। সুপদ্মধাতুপাঠ—পদ্মনাভ দত্ত প্রণীত। ইহাতে সুপদ্মব্যাকরণের পরিভাষা ও উণাদিবৃত্তিও আছে।

১১৩। কাশীশ্বরগণ—কাশীশ্বরপ্রণীত।

১১৪। কাশীশ্বরগণটীকা—রামকান্তপ্রণীত।

১১৫। রত্নমালাব্যাকরণ—পুরুষোত্তমপ্রণীত। এখানি কামরূপ ও কুচবিহার অঞ্চলে অধীত হয়। ইহারও তিনখানি টীকা আছে।

১১৬। ক্রমবোধ—ভরতমল্লপ্রণীত সটীকব্যাকরণ। এই ব্যাকরণখানি এবং নিম্নলিখিত ব্যাকরণগুলির অধিক প্রচলন নাই।

১১৭। শুদ্ধসুবোধ—রামেশ্বর প্রণীত। রামেশ্বরের সটীক আরও একখানি ব্যাকরণ আছে।

১১৮। হরিনামামৃত ব্যাকরণ—শ্রীজীবগোস্বামি প্রণীত। গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের সমাদৃত। ইহাতে ব্যাকরণের সঙ্গে ভক্তি ও ভগবল্লীলার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

১১৯। চৈতন্যামৃত—এখানিও গৌড়ীয়বৈষ্ণবদের প্রণীত। ইহারও টীকা আছে।

১২০। কারিকাবলী—রামনারায়ণকৃত। পদ্যে রচিত ব্যাকরণ।

১২১। প্রবোধপ্রকাশব্যাকরণ—বলরামপঞ্চাননকৃত।

১২২। রূপমালাব্যাকরণ—বিমলাসরস্বতী প্রণীত।

১২৩। জ্ঞানামৃতব্যাকরণ—কাশীশ্বর প্রণীত।

১২৪। আশুবোধব্যাকরণ।

১২৫। লঘুবোধব্যাকরণ।

১২৬। শীঘ্রবোধব্যাকরণ।

১২৭। সারামৃতব্যাকরণ।

১২৮। শিবাব্যাকরণ।

১২৯। পদাবলীব্যাকরণ।

১৩০। উক্তাব্যাকরণ প্রভৃতি, আরও বহুল নাতিবৃহৎ বা ক্ষুদ্র আয়তনবিশিষ্ট সংস্কৃতব্যাকরণ দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ব্যাকরণশিক্ষার নিমিত্ত যে কত শত ব্যাকরণগ্রন্থটীকা ও পঞ্জী প্রভৃতি বিরচিত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা করা সহজ নহে। যে কতিপয় ব্যাকরণগ্রন্থ ও টীকাব্যাখ্যার নাম লিখিত হইল, সেই সকল গ্রন্থ সুবিখ্যাত

এবং ব্যাকরণ-পাঠার্থীদের সুপরিচিত। ফলতঃ সংস্কৃত-ব্যাকরণগ্রন্থের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর তালিকা করা সহজসাধ্য ব্যাপার নহে।

এই সকল গ্রন্থ ব্যতীত মাধবীয়বৃত্তিতে আরও বহুল বৈয়াকরণের নাম দেখিতে পাওয়া যায় যথা :-

চন্দ্র, আপিশলি শাকটায়ন, আত্রেয়, ধনপাল, কৌশিক, পরস্কার, সুধাকর, মধুসূদন, যাদব ভাস্কর, শ্রীভদ্র, শিবদেব, রামদেবমিশ্র, দেবনন্দী, বাম, ভীম, ভোজ, হেলারাজ, সভূতিচন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র, যজ্ঞনারায়ণ, কৃষ্ণস্বামী, কেশবস্বামী, শিবস্বামী, গুপ্তস্বামী, ক্ষীরস্বামী, (এই ক্ষীরস্বামী ক্ষীরতরঙ্গিণী প্রণেতা) ইত্যাদি।

মাধবীয়ধাতুবৃত্তিতে তরঙ্গিণী আভরণ, শাকাভরণ, সামন্ত, প্রক্রিয়ারত্ন ও প্রদীপ প্রভৃতি গ্রন্থের নামোল্লেখ আছে।

অনেক ব্যাকরণগ্রন্থে বার্ত্তিক ও বার্ত্তিকের বার্ত্তিকের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়। ধাতুপারায়ণ নামক একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থেরও নাম শুনিতে পাওয়া যায়। এই ধাতুপারায়ণখানি হেমচন্দ্রের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। দুর্গাদাসের রচিত ধাতুদীপিকা গ্রন্থে ভট্টমল্ল, গোবিন্দভট্ট, চতুর্ভুজ, গদসিংহ, গোবর্দ্ধন এবং শরণদেব প্রভৃতি বৈয়াকরণগণের নামোল্লেখ আছে।

প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ।

প্রাকৃতভাষার ব্যাকরণগুলির মধ্যে বররুচির প্রাকৃত-প্রকাশের নাম সর্ব্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থখানি বররুচি বিরচিত। এই গ্রন্থের প্রাকৃত-মনোরমা বা প্রাকৃত-চন্দ্রিকা নামক একখানি বৃত্তিগ্রন্থও আছে। উহা ভামহ বিরচিত; প্রাকৃতমঞ্জরী নামক বৃত্তিখানি কাত্যায়ন-কৃত এবং প্রাকৃতসঞ্জীবনী নামী টীকাখানি বসন্তরাজ কর্ত্তৃক রচিত হয়। এতদ্ভিন্ন প্রাকৃত-ভাষার আলোচনার জন্য আরও অনেকগুলি ব্যাকরণ বিরচিত হয়, নিম্নে তাহাদের নাম প্রদত্ত হইল :—

প্রাকৃত-কল্পতরু—রাম তর্কবাগীশ।

প্রাকৃত-কামধেনু—লঙ্কেশ্বর, ইহা প্রাকৃতলঙ্কেশ্বর নামেও খ্যাত।

প্রাকৃত-কৌমুদী—

প্রাকৃত-চন্দ্রিকা—কৃষ্ণ পণ্ডিত ইনি শেষকৃষ্ণ নামেও পরিচিত ছিলেন।

প্রাকৃত-চন্দ্রিকা—কবি বাণীসার্ব্বভৌম বামনাচার্য্য।

প্রাকৃত-দীপিকা—চণ্ডীদেব শর্ম্মা, এই গ্রন্থখানি সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের ৮ম অধ্যায়ের টীকা।

প্রাকৃত-পাদ—নারায়ণ ... গ্রন্থখানির অপর নাম সংক্ষিপ্তসার-প্রাকৃত ...।

প্রাকৃত-প্রক্রিয়াবৃত্তি—উদয় সৌভাগ্যগণি; ইহা হেমচন্দ্রের প্রাকৃতাধ্যায়ের টীকা। এই গ্রন্থখানি ব্যুৎপত্তি-দীপিকা বা প্রাকৃতবৃত্তিঢুণ্ডিকা নামেও খ্যাত।

প্রাকৃত-প্রদীপিকা—

প্রাকৃত-প্রবোধ—নরচন্দ্র; ইহা হেমচন্দ্র রচিত প্রাকৃতাধ্যায়ের অপর একখানি বৃত্তি।

প্রাকৃত-ভাষান্তরবিধান—চন্দ্র।

প্রাকৃত-রূপাবতার—ইহা ষড়্ভাষাবার্ত্তিক নামেও বিদিত।

প্রাকৃত-লক্ষণ—চণ্ড।

প্রাকৃত-ব্যাকরণ—সমন্তভদ্র।

প্রাকৃত-ব্যাকরণ—হেমচন্দ্র (শব্দানুশাসন)।

প্রাকৃত-ব্যাকরণ বৃত্তি—ত্রিবিক্রমদেব।

প্রাকৃত-সংগ্রহ—

প্রাকৃত-সর্ব্বস্ব—মার্কণ্ডেয় কবীন্দ্র।

প্রাকৃত-সূত্র—বাল্মীকি।

প্রাকৃতাধ্যায়—হেমচন্দ্রকৃত শব্দানুশাসনের ৮ম অধ্যায়।

প্রাকৃতানন্দ—রঘুনাথ শর্ম্মা।

প্রাকৃতাষ্টাধ্যায়ী—

বঙ্গভাষার ব্যাকরণ।

১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজ ভাষায় বাঙ্গালা ভাষার আদি ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়। এই ব্যাকরণের নাম "Vocabulario em Idioma Bengalla e Portuguez dividido em duas Partes dedicado ao Excellent e Revir Senhor D. T Mignel de Tavora Arcebispo de Evora do Conselho de Sua Magestade Foy Delegenera de Padra Jr Manoel da Assumpeam Religioso Eremita de Santo Agostinho da Congregacao da India Oriental." Lisbon 1743

হালহেড্ নামক একজন সিবিলিয়ান বাঙ্গালা-ব্যাকরণ রচনা ও প্রচার করেন। হালহেড্ বাঙ্গালা ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। ১৭৭৮ সালে হুগলিতে ঐ ব্যাকরণ মুদ্রিত হয়।

পাদরী কেরী সাহেবের ব্যাকরণ ১৮০১ খৃষ্টাব্দে প্রচারিত হয় এবং ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে উহার ৮ম সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছিল।

বাঙ্গালীর লিখিত প্রথম ব্যাকরণ ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়; গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য উহা ... লিখেন।

মুগ্ধবোধ, মূল বঙ্গানুবাদ সহ, সংক্ষিপ্তকরণ পর্য্যন্ত, ... দত্ত প্রণীত। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে। ... [কেরী ও ফষ্টার এবং ওয়ালষ্টন মুগ্ধবোধের ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছিলেন।]

ব্যাখ্যাগ্রন্থ পরিলক্ষিত হয়। গোপালচক্রবর্ত্তী প্রভৃতি আরও অনেকে ইহার টীকা করিয়াছেন। এই ব্যাকরণ অবলম্বনে শব্দঘোষ ও ধাতুঘোষ প্রভৃতি নামে বহুল ব্যাকরণনিবন্ধ আছে। এই ব্যাকরণখানি বর্দ্ধমান অঞ্চলে প্রচলিত।

৮১। মুগ্ধবোধ—বোপদেবকৃত। এই ব্যাকরণখানিও বঙ্গদেশে অধীত হইয়া থাকে। গ্রন্থকার স্বয়ং ইহার বৃত্তি করিয়াছেন।

৮৩। সুবোধিনী—দুর্গাদাসকৃত মুগ্ধবোধটীকা।

৮৪। ছাটা—মিশ্রকৃত মুগ্ধবোধটীকা।

৮৫। মুগ্ধবোধটীকা—রামানন্দকৃত।

৮৬। „ রামতর্কবাগীশকৃত।

৮৭। „ মধুসূদনকৃত।

৮৮। „ দেবিদাসকৃত।

৮৯। „ রামভদ্রকৃত।

৯০। „ রামপ্রসাদ তর্কবাগীশকৃত।

৯১। „ শ্রীবল্লভাচার্য্যকৃত।

৯২। „ দয়ারাম বাচস্পতিকৃত।

৯৩। „ ভোলানাথকৃত।

৯৪। „ কার্ত্তিকসিদ্ধান্তকৃত।

৯৫। „ বল্লিকান্ত তর্কবাগীশকৃত।

৯৬। „ গোবিন্দরামকৃত।

এতদ্ব্যতীত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের আরও বহুল টীকা আছে।

৯৭। মুগ্ধ[illegible]বিশিষ্ট—কাশীশ্বরকৃত।

৯৮। „ নন্দকিশোর[illegible]।

৯৯। কবিকল্পদ্রুম—এখানি বোপদেবকৃত গণপাঠ।

১০০। কাব্যকামধেনু—বোপদেবকৃত ধাতুপাঠ ও ধাত্বর্থ।

১০১। ধাতুদীপিকা—দুর্গাদাসকৃত।

১০২। কবিকল্পদ্রুমব্যাখ্যা—রাম[illegible]লঙ্কারকৃত। রামন্যায়ালঙ্কার কবিকল্পদ্রুমের আরও একখানি টীকা করিয়াছেন।

১০৩। ধাতুরত্নাবলী—রাধাকৃষ্ণ প্রণীত।

১০৪। কবিরহস্য—হলায়ুধকৃত। ইহাতে সাধারণ সাধারণ ক্রিয়ার উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের একখানি টীকাও আছে।

উল্লিখিত গ্রন্থনিচয় মুগ্ধবোধাবলম্বনে রচিত হইয়াছে।

১০৫। সুপদ্মব্যাকরণ—মহামহোপাধ্যায় পদ্মনাভদত্ত প্রণীত। যশোহর প্রভৃতি অঞ্চলে এ ব্যাকরণখানি অধীত হইয়া থাকে।

১০৬। মকরন্দ—বিষ্ণুমিশ্রকৃত সুপদ্মব্যাকরণটীকা।

১০৭। সুপদ্মব্যাকরণটীকা—কন্দর্পসিদ্ধান্ত।

১০৮। „ কাশীশ্বর।

১০৯। „ শ্রীধরচক্রবর্ত্তী।

১১০। „ রামচন্দ্র।

এতদ্ব্যতীত এই ব্যাকরণখানির আরও টীকা আছে বলিয়া জানা যায়।

১১১। সুপদ্মপঞ্জিকা।

১১২। সুপদ্মধাতুপাঠ—পদ্মনাভ দত্ত প্রণীত। ইহাতে সুপদ্মব্যাকরণের পরিভাষা ও উণাদিবৃত্তিও আছে।

১১৩। কাশীশ্বরগণ—কাশীশ্বরপ্রণীত।

১১৪। কাশীশ্বরগণটীকা—রামকান্তপ্রণীত।

১১৫। রত্নমালাব্যাকরণ—পুরুষোত্তমপ্রণীত। এখানি কামরূপ ও কুচবিহার অঞ্চলে অধীত হয়। ইহারও তিনখানি টীকা আছে।

১১৬। দ্রুতবোধ—ভরতমল্লপ্রণীত সটীকব্যাকরণ। এই ব্যাকরণখানি এবং নিম্নলিখিত ব্যাকরণগুলির অধিক প্রচলন নাই।

১১৭। শুদ্ধসুবোধ রামেশ্বর প্রণীত। রামেশ্বরের সটীক আরও একখানি ব্যাকরণ আছে।

১১৮। হরিনামামৃত ব্যাকরণ—শ্রীজীবগোস্বামিপ্রণীত। গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের সমাদৃত। ইহাতে ব্যাকরণের সঙ্গে ভক্তি ও ভগবল্লীলার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

১১৯। চৈতন্যামৃত—এখানিও গৌড়ীয়বৈষ্ণবদের প্রণীত। ইহারও টীকা আছে।

১২০। কারিকাবলী—রামনারায়ণকৃত। [illegible] ব্যাকরণ।

১২১। প্রবোধপ্রকাশব্যাকরণ—বলরামপঞ্চাননকৃত।

১২২। রূপমালাব্যাকরণ—বিমলাসরস্বতী প্রণীত।

১২৩। জ্ঞানামৃতব্যাকরণ—কাশীশ্বর প্রণীত।

১২৪। আশুবোধব্যাকরণ।

১২৫। লঘুবোধব্যাকরণ।

১২৬। শীঘ্রবোধব্যাকরণ।

১২৭। সারামৃতব্যাকরণ।

১২৮। দিব্যব্যাকরণ।

১২৯। পদাবলীব্যাকরণ।

১৩০। উৎকলব্যাকরণ প্রভৃতি, আরও বহুল নাতিবৃহৎ বা ক্ষুদ্র আয়তনবিশিষ্ট সংস্কৃতব্যাকরণ দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ব্যাকরণশাস্ত্রের নিমিত্ত যে কত শত ব্যাকরণগ্রন্থটীকা ও পঞ্জী প্রভৃতি বিরচিত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা করা সহজ নহে। যে কতিপয় ব্যাকরণ-গ্রন্থ ও টীকাব্যাখ্যার নাম লিখিত হইল, সেই সকল গ্রন্থ সুবিখ্যাত

এবং ব্যাকরণ-পাঠাবলম্বীদের সুপরিচিত। ফলতঃ সংস্কৃত-ব্যাকরণগ্রন্থের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর তালিকা করা সহজসাধ্য ব্যাপার নহে।

এই সকল গ্রন্থ ব্যতীত মাধবীয়বৃত্তিতে আরও বহুল বৈয়াকরণের নাম দেখিতে পাওয়া যায় যথা :-

চন্দ্র, আপিশলি শাকটায়ন, আত্রেয়, ধনপাল, কৌশিক, পুরুষকার, সুধাকর, মধুসূদন, হরদত্ত ভাণ্ডার, শ্রীভদ্র, শিবদেব, রামদেবমিশ্র, দেবনন্দী, বাম, ভীম, ভোজ, হেলারাজ, সুভূতিচন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র, যজ্ঞনারায়ণ, কন্দস্বামী, কেশবস্বামী, শিবস্বামী, গুপ্তস্বামী, ক্ষীরস্বামী, (এই ক্ষীরস্বামী ক্ষীরতরঙ্গিনী প্রণেতা) ইত্যাদি।

মাধবীয়ধাতুবৃত্তিতে তরঙ্গিণী আভরণ, শাকাভরণ, সারস্ব, প্রক্রিয়াসর্ব্বস্ব ও প্রদীপ প্রভৃতি গ্রন্থের নামোল্লেখ আছে।

অনেক ব্যাকরণগ্রন্থে ব্যাসভূতি ও ব্যাঘ্রপাদের বার্ত্তিকের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়। ধাতুপারায়ণ নামক একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থেরও নাম শুনিতে পাওয়া যায়। এই ধাতুপারায়ণখানি হেমচন্দ্রের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। দুর্গাদাসের রচিত ধাতুদীপিকা গ্রন্থে ভট্টমল্ল, গোবিন্দভট্ট, চতুর্ভুজ, গদসিংহ, গোবর্দ্ধন এবং শরণদেব প্রভৃতি বৈয়াকরণের নামোল্লেখ আছে।

প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ।

প্রাকৃতভাষার ব্যাকরণগুলির মধ্যে বররুচির প্রাকৃত-প্রকাশই নাম সর্ব্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থখানি বররুচি বিরচিত। এই গ্রন্থের প্রাকৃত-মনোরমা বা প্রাকৃত চন্দ্রিকা নামক একখানি বৃত্তিগ্রন্থও আছে। উহা ভামহ বিরচিত, প্রাকৃতমঞ্জরী নামক বৃত্তিখানি কাত্যায়ন-কৃত এবং প্রাকৃতসঞ্জীবনী নাম্নী টীকাখানি বসন্তরাজ কর্ত্তৃক রচিত হয়। এতদ্ভিন্ন প্রাকৃত-ভাষার আলোচনার জন্য আরও অনেকগুলি ব্যাকরণ বিরচিত হয়, নিম্নে তাহাদের নাম দেওয়া হইল :—

প্রাকৃত কল্পতরু—রামতর্কবাগীশ।

প্রাকৃত-কামধেনু—লঙ্কেশ্বর, ইহা প্রাকৃতলঙ্কেশ্বর নামেও খ্যাত।

প্রাকৃত-কৌমুদী—

প্রাকৃত চন্দ্রিকা—কৃষ্ণ [illegible] ইনি শেষকৃষ্ণ নামেও পরিচিত ছিলেন।

প্রাকৃত-চন্দ্রিকা—[illegible] বামনাচার্য্য।

প্রাকৃত দীপিকা—[illegible], এই গ্রন্থখানি সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের ৮ম অধ্যায়ের টীকা।

প্রাকৃত পাদ—নারায়ণ [illegible] গ্রন্থখানির অপরনাম সংক্ষিপ্তসার-প্রাকৃত [illegible]।

প্রাকৃত-প্রক্রিয়াবৃত্তি—ঈশ্বর সৌভাগ্যগণি; ইহা হেমচন্দ্রের প্রাকৃতাধ্যায়ের টীকা। এই গ্রন্থখানি বৃহৎপরিদীপিকা বা প্রাকৃতবৃত্তিঢুণ্ঢিকা নামেও খ্যাত।

প্রাকৃত প্রদীপিকা—

প্রাকৃত-প্রবোধ—নরচন্দ্র; ইহা হেমচন্দ্র রচিত প্রাকৃতাধ্যায়ের অপর একখানি বৃত্তি।

প্রাকৃত-ভাষান্তরবিধান—চন্দ্র।

প্রাকৃত-রূপ—ইহা ষড়্ভাষাবার্ত্তিক নামেও বিদিত।

প্রাকৃত-লক্ষণ—চণ্ড।

প্রাকৃত-ব্যাকরণ—সামন্ত ভদ্র।

প্রাকৃত ব্যাকরণ—হেমচন্দ্র। শব্দানুশাসন ;।

প্রাকৃত-ব্যাকরণ বৃত্তি - ত্রিবিক্রমদেব।

প্রাকৃত-সংগ্রহ—

প্রাকৃত-সর্ব্বস্ব—মার্কণ্ডেয় কবীন্দ্র।

প্রাকৃত-সূত্র—বাল্মীকি।

প্রাকৃতাধ্যায়—হেমচন্দ্রকৃত শব্দানুশাসনের ৮ম অধ্যায়।

প্রাকৃতানন্দ—রঘুনাথ শর্ম্মা।

প্রাকৃতাষ্টাধ্যায়ী—

বঙ্গভাষার ব্যাকরণ।

১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজ ভাষায় বাঙ্গালা ভাষার আদি ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়। এই ব্যাকরণের নাম "Vocabulario em Idioma Bengalla e Portuguez dividido em duas Partes dedicado ao Excellent e Revir Senhor D. T Mignel de Tavora Arcebispo de Evora do Conselho de Sua Magestade Foy Delegencia do Padra Jr Manoel da Assumpcam Religioso Eremita de Santo Agostinho da Congregacao da India Oriental" Lisbon. 1743

হালহেড্ নামক একজন সিবিলিয়ান বাঙ্গালা-ব্যাকরণ রচনা ও প্রচার করেন। হালহেড্ বাঙ্গালা ভাষায় সবিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। [illegible]৭৮ সালে হুগলিতে ঐ ব্যাকরণ মুদ্রিত হয়।

পাদরী কেরী সাহেবের ব্যাকরণ ১৮০১ খৃষ্টাব্দে প্রচারিত হয় এবং ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে উহার ৮ম সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছিল।

বাঙ্গালীর রচিত প্রথম ব্যাকরণ ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়; [illegible] উহা ইংরাজিচ্ছন্দে লিখিত।

[illegible] মূল বঙ্গানুবাদ সহ, সাঙ্কেতিক ব্যাকরণ পর্য্যায়, [illegible] [illegible] দত্ত প্রণীত। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে। [illegible] [কেরী ও ফষ্টার এবং ওয়ালটন মুগ্ধবোধের ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছিলেন।]

১৮২৬ খৃষ্টাব্দে রেভারেণ্ড জে পিয়াসন এবং মরে সাহেব কৃত ইংরাজী ব্যাকরণের বঙ্গানুবাদ প্রচার করেন।

কীথ সাহেবের বাঙ্গালা ব্যাকরণ—পত্রসংখ্যা ৫৯৫, মূল্য দুই আনা। প্রথম সংস্করণ ১৮২০ সালে প্রকাশিত। ১৮৫০ সাল পর্য্যন্ত পনর হাজার খণ্ড বিক্রয় হয়।

স্যার চার্লস্ হৌটন প্রকাশিত ব্যাকরণ। ১৮২১। মূল্য ১২৲। ইহার একস্থলে সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালার সম্বন্ধ বুঝান হইয়াছে।

ইংলিসদর্পণ, অর্থাৎ ইংরাজির বাঙ্গালো-ব্যাকরণ—রামচন্দ্র প্রণীত। ১৮২২। পত্রসংখ্যা ১০১।

গঙ্গাকিশোর ব্যাকরণ—১৮২২। Grammar by Gangakisser; ইহা ইংরাজিভাষায় কি বাঙ্গালাভাষার ব্যাকরণ তাহা নাম হইতে বুঝা যায় না।

ভাষা-ব্যাকরণ—১৮২৩। পত্রসংখ্যা ৩৬। লেখক অজ্ঞাত। [১৮২৩ খৃঃ বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত একখানি ইংরাজি-ব্যাকরণও প্রকাশিত হয়; লেখকের নাম জানা যায় নাই]।

ব্যাকরণসার—নদীয়ানিবাসী পণ্ডিত মাধবচন্দ্র প্রণীত। ইহা বাঙ্গালায় লিখিত একখানি সংস্কৃতব্যাকরণ। পত্রসংখ্যা ১৭১। ১৮২৪ স্কুলবুক সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

রামমোহন রায়ের ইংরাজিভাষায় লিখিত বাঙ্গালাব্যাকরণ—১৮২৬। ইংরাজদিগের বাঙ্গালা শিক্ষার নিমিত্ত লিখিত ও বিনামূল্যে বিতরিত।

রামমোহন রায়ের বাঙ্গালা ব্যাকরণ—ইংরাজির অনুবাদ। পত্রসংখ্যা ১১৬। প্রথম সংস্করণ ১৮৩৩; শেষ সংস্করণ স্কুলবুক সোসাইটী কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৮৫০। এই সময়ের মধ্যে তিন হাজার খণ্ড বিক্রয় হইয়াছিল। "এই গ্রন্থে দার্শনিক গবেষণা ও ভাষাতত্ত্ব ঘটিত সূক্ষ্ম বিচারের পরিচয় পাওয়া যায়।" *

মরে সাহেবের ইংরেজি ব্যাকরণের সংক্ষিপ্ত বাঙ্গালা অনুবাদ। প্রকাশক জে, সি, মার্শমান। ১৮৩৩।

ছন্দোমঞ্জরী—জয়গোপাল তর্কালঙ্কার প্রকাশিত। ১৮৩৪। মূল্য ।০ চারি আনা।

ব্যাকরণসংগ্রহ—পত্রসংখ্যা ১৯, গোপালচন্দ্র চূড়ামণি কর্ত্তৃক ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত।

ব্যাকরণসার—দ্বারকানাথ রায়।

[বাঙ্গালা-ব্যাকরণ-ভূষণসার নামে ও দ্বারকানাথ শর্ম্ম প্রণীত একখানি ব্যাকরণ পাওয়া যায়।]

পূর্ণচন্দ্র দের ব্যাকরণ—প্রথম সংস্করণ ১৮৩৯, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৫০। পত্রসংখ্যা ৭৮। মূল্য চারি আনা।

* এই ব্যাকরণ বাবু রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলীর মধ্যে শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

সারসংগ্রহ—বাঙ্গালাব্যাকরণ, ভগবচ্চন্দ্র প্রকাশিত। ১৮৪০।

ব্রজকিশোরের ব্যাকরণ—প্রথম সংস্করণ ১৮৪০। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৫৩। মূল্য আট আনা। সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুকরণে লিখিত। লেখক হালিসহর নিবাসী একজন বৈদ্য। ইংরাজি-ব্যাকরণ, বাঙ্গালায় লিখিত। পত্রসংখ্যা ৮০।

১৮৪১, "গৌড়ীয়ব্যাকরণ—প্রাথমিক শিক্ষোপযোগী। হিন্দু-কালেজের অধ্যক্ষ মহাশয়দিগের আদেশে বিদ্যালয়ের ব্যবহারার্থে সংগৃহীত"।

ভগবচ্চন্দ্রের ব্যাকরণসারসংগ্রহ—দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৮৪৫, পত্রসংখ্যা ১৮৬। মূল্য বার আনা। সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালার সম্বন্ধ-বিচার সহ।

সংস্কৃতব্যাকরণ—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক বাঙ্গালায় লিখিত। ইউরোপীয় ব্যাকরণের অনুকরণে লিখিত। তত্ত্ববোধিনী সভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত। প্রথম ভাগ, সর্ব্বনাম পর্য্যন্ত। ১৮৪৫। পত্রসংখ্যা ৮০। মূল্য আট আনা।

কেরি সাহেবের ইংরাজি-বাঙ্গালা ব্যাকরণের অনুবাদ; জে, রবিনসন প্রকাশিত। ১৮৪৬ খৃঃ। পত্রসংখ্যা ১০৯। মূল্য এক টাকা। ইহার একস্থলে বাঙ্গালাভাষায় চলিত পাঁচশত সংস্কৃত ধাতুর তালিকা ও অর্থ দেওয়া ছিল।

মুগ্ধবোধসারচন্দ্রোদয়—মুগ্ধবোধের মূল ও বাঙ্গালা টীকা সহিত। লেখক উত্তরপাড়া নিবাসী তারকনাথ শর্ম্মা। পত্রসংখ্যা ২২৬। (১৮৪৭)।

শ্যামাচরণের ইংরাজি-বাঙ্গালা ব্যাকরণ: রোজারিও কোম্পানি কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১৮৫০। পত্রসংখ্যা ৬০৮। মূল্য পাঁচ টাকা। ইংরাজিভাষাভিজ্ঞের জন্য লিখিত। এত বড় ব্যাকরণ ইতঃপূর্ব্বে আর প্রকাশিত হয় নাই। গভর্মেণ্ট দশ টাকা হিসাবে মূল্য দিয়া একশত খণ্ড গ্রহণ করেন। ব্যাকরণের অন্যান্য অঙ্গ ব্যতিরিক্ত বাঙ্গালা কবিতার ছন্দঃপ্রণালী ও কথোপকথনের ভাষার নিয়ম স্বতন্ত্র দেওয়া হইয়াছিল।

উপক্রমণিকা—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত। প্রথম সংস্করণ ১৮৫১; চতুর্থ সংস্করণ ১৮৫৪। পত্রসংখ্যা ১১৮। মূল্য আট আনা। এই ব্যাকরণ খানি মিঃ উইলিয়মস কৃত সংস্কৃত ব্যাকরণের ইংরাজী অনুবাদের আদর্শে রচিত। সংস্কৃত কালেজে ব্যবহৃত। অচিরে মুগ্ধবোধের স্থান অধিকার করিয়াছিল।

শ্যামাচরণের বাঙ্গালা ব্যাকরণ—রোজারিও কোম্পানির প্রকাশিত। ১৮৫২; পত্রসংখ্যা ৩৩৯। মূল্য আঠার আনা। তৎপ্রণীত ইংরাজি ব্যাকরণের অনুবাদ।

ওয়াগনার সাহেবের বাঙ্গালা ব্যাকরণ। পত্রসংখ্যা ১০৬। মূল্য এক টাকা চারি আনা। স্কুলবুক সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বিদ্যুসার ব্যাকরণ—১৮৫৩ সালে দ্বিতীয় সংস্করণ, ক্রিমার্টের পণ্ডিত বিশ্বরাম তর্কসিদ্ধান্ত প্রণীত। পত্রসংখ্যা ৮৬।

নন্দকুমারের ব্যাকরণদর্পণ—পত্রাঙ্ক ১০৭। মূল্য আট আনা। ১৮৫৩। ছন্দঃপ্রকরণ ও রসপ্রকরণ সম্বলিত। সমগ্র গ্রন্থ পদ্যে রচিত। লেখক সৈনিকবিভাগের একাউন্টেন্ট আফিসের কেরাণী ও হুগলিকালেজের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র।

ক্ষেত্রমোহনের ব্যাকরণ—পঞ্চম সংস্করণ ১৮৫৫। হিন্দু-কলেজ পাঠশালার ব্যবহারার্থ রচিত।

১৮৫৭, বাঙ্গালাব্যাকরণ—রামগতি ন্যায়রত্ন প্রণীত। ৬ষ্ঠ সংস্করণ ১৮৬৫। পৃষ্ঠা ১২০। মূল্য ।৶০।

১৮৫৭, (২য় সংস্করণ) ধাতুমালা—Rev. J Long প্রণীত

১৮৫৮, বঙ্গভাষাব্যাকরণ—ব্রজকিশোর গুপ্ত বিরচিত

১২৬৬ (১৮৫৮ খৃঃ ২য় সংস্করণ), সুখবোধ—ভগবচ্চন্দ্র বিশারদ প্রণীত।

১৮৫৮, সরলব্যাকরণ—লেখকের নাম অপ্রকাশিত। ২য় সংস্করণ ১৮৬১। মূল্য ।০।

১৮৬১, বাঙ্গালাব্যাকরণ—লোহারাম শিরোরত্ন প্রণীত। কৃষ্ণনগর হইতে প্রকাশিত। ২৭শ সংস্করণ সংবৎ ১৯৪৯; ৩২শ সংস্করণ সংবৎ ১৯৫৪ মেডিকেল লাইব্রেরি হইতে প্রকাশিত। এই সংস্করণে গ্রন্থকারের পুত্র ললিতমোহন শর্ম্ম-মহাশয় গ্রন্থের আদ্যন্ত পরিবর্ত্তন করেন।

১৮৬৪, ব্যাকরণসেতু প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ—ব্রজনাথ বিদ্যালঙ্কার সংগৃহীত।

১২৭৫ (১৮৬৭ খৃঃ), সমাস দর্পণ—আত্মনাথ শর্ম্মপ্রণীত।

১৮৬৮, ছন্দোমালা—মধুসূদন বাচস্পতি প্রকাশিত। পৃঃ ১০২।

১৮৬৮, লঘুব্যাকরণ—ব্রজগোপাল গোস্বামি প্রণীত। ২য় সংস্করণ ১৮৭০।

১৮৭১, বাঙ্গালাব্যাকরণ-সঞ্জীবনী—যশোদানন্দন সরকার প্রণীত। ২য় সংস্করণ ১৮৭৬; ৪র্থ ১৮৮১। পৃষ্ঠা ১২৭। মূল্য ।৶০।

১৮৭৩, নববোধব্যাকরণ—নীলমণি মুখোপাধ্যায় এম্, এ বি, এল্ প্রণীত।

১৮৭০, বাঙ্গালাব্যাকরণ—কালীপদ বিদ্যারত্ন প্রণীত। ১৩শ সংস্করণ বঙ্গাব্দ ১৩০৫। ১৮শ ১৩০৭।

১৮৭৪, ব্যাকরণাদর্শ—স্বরূপচন্দ্র রায় প্রণীত। পৃঃ ৮৫। ২৩শ সংস্করণ ১৯০২।

১৮৭৪, কাব্যদর্পণ—লেখকের নাম অপ্রকাশিত।

১৮৭৫, প্রথমপাঠ বাঙ্গালাব্যাকরণ—শ্রীমাধবচন্দ্র গোস্বামি প্রণীত। ২য় সংস্করণ ১৮৭৭। ৭ম সংস্করণ ১৮৯৫।

১৮৭৫, সুখবোধব্যাকরণ—শ্রীনাথ চন্দ্র প্রণীত। ১২শ সংস্করণ ১৮৯৭। ১৫শ, ১৯০১।

১৮৭৯. বাঙ্গালাব্যাকরণ ও রচনা-পদ্ধতি—কৃষ্ণকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। পৃষ্ঠা ২১৮। পরিশিষ্ট ৫৪ পৃঃ। ২য় সংস্করণ ১৮৮১। ৩য় ১৮৮৩। ১১শ ১৮৯৭। ১৫শ ১৯০০। ১৮শ ১৯০৪।

১৮৮০, পদবোধব্যাকরণ—রামচন্দ্র (ভট্টাচার্য্য) বিদ্যারত্ন প্রণীত। ২য়, ১৮৮৮ ও ৬ষ্ঠ, ১৮৯০।

১৮৮০, বাঙ্গালাব্যাকরণপ্রবেশিকা—জগদ্বন্ধু মোদক। ১৫শ সংস্করণ ১৯০০ খৃঃ।

প্রথমশিক্ষা বাঙ্গালাব্যাকরণ—১৮৮৬ (৬ষ্ঠ সংস্করণ), পণ্ডিত তারিণীশঙ্কর সান্যাল প্রণীত। ২৬শ সংস্করণ ১৯০২।

১২৮৮ (১৮৮০ খৃঃ), বাঙ্গালাব্যাকরণ—চিন্তামণি গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। পৃঃ ২৩৮

১৮০৮ খৃষ্টাব্দে সর্ চার্লস্ উইল্কিন্স ও ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ইয়েটস্ সাহেব সংস্কৃতভাষার ব্যাকরণ সঙ্কলন করেন। ইহার পরে ইয়েটস্ একখানি বাঙ্গালাব্যাকরণও প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তৎপরে জন বীমস্ ও ফর্বেস্ কৃত দুইখানি বঙ্গভাষায় রচিত ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়। বর্ত্তমান সময়ে Mrs Moorat ইংরাজীভাষায় একখানি বাঙ্গালাব্যাকরণ রচনা করিয়াছেন, উহার নাম Elementary Bengali Grammar in English. এই গ্রন্থখানি বাঙ্গালাশিক্ষার্থী য়ুরোপীয় রাজকর্ম্মচারী-দিগের বিশেষ উপযোগী। ১৯২৩ সম্বতে ৺রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় উপক্রমণিকা ব্যাকরণের একখানি ইংরাজী অনুবাদ সাধারণে প্রচার করিয়াছিলেন।

ব্যাকরণকৌণ্ডিন্য (পুং) একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।

ব্যাকর্ত্তৃ (ত্রি) জগৎস্রষ্টা। সৃষ্টিকর্ত্তা।

ব্যাকার (পুং) ১ ব্যাখ্যা, বিবৃতি। ২ পরিবর্ত্তিতাকার।

ব্যাকীর্ণ (ত্রি) বি-আ-কৄ-ক্ত। বিক্ষিপ্ত, ছড়ান, বিশেষরূপে চারিদিকে ছড়ান।

ব্যাকুঞ্চিত (ত্রি) বিশেষ আকুঞ্চিত। ধিলানের ন্যায় বাকান।

ব্যাকুল (ত্রি) বিশেষেণাকুলঃ। ১ শোকাদি দ্বারা ইতিকর্ত্তব্যতা-শূন্য। শোকসংবিগ্নাদি দ্বারা অভিভূত হইয়া যিনি ইতি কর্ত্তব্য জ্ঞানশূন্য হন। পর্য্যায়—বিহস্ত। (অমর) ২ ব্যাপৃত। ৩ উৎকণ্ঠিত। ৪ কাতর। ৫ ভয়বিধুর। ৬ উপদ্রুত।

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥" (ভাগবত ১।৩।২৮)

ব্যাকুলতা (স্ত্রী) ব্যাকুলস্য ভাবঃ তল্‌-টাপ্‌। ব্যাকুলের ভাব বা ধর্ম, ব্যাকুলত্ব, আকুলতা, কাতরতা।

ব্যাকুলধ্রুব (পুং) রাজপুত্রভেদ।

ব্যাকুলাত্মন্‌ (ত্রি) ব্যাকুলঃ আত্মা যস্য। শোকাভিহত-চিত্ত। শোককাতর।

ভো বৃক্ষাঃ পর্ব্বতস্থা বহুকুসুমযুতা বায়ুনা ঘূর্ণমানা !
রামোঽহং ব্যাকুলাত্মা দশরথতনয়ঃ পৃচ্ছতে শোকদগ্ধঃ।
(মহানাটক)

ব্যাকুলিতিন্‌ (ত্রি) ব্যাকুলিত।

ব্যাকূতি (ত্রি) বিশিষ্টা আকূতিঃ। ১ ছল। (হলায়ুধ)
২ ছল, বঞ্চনা।

ব্যাকৃত (ত্রি) বি-আ-কৃ-ক্ত। ১ প্রকাশিত। ২ ব্যাখ্যাত।
৩ পরিবর্ত্তিত, রূপান্তরিত।

ব্যাকৃতি (স্ত্রী) বি-আ-কৃ-ক্তিন্‌। ১ প্রকাশন। ২ ব্যাখ্যান।
৩ পরিবর্ত্তন, রূপান্তরীকরণ।

ব্যাকোপ (পুং) বিশেষ ব্যাপ্তি। (কুসুমাঞ্জলী ৬।৯)

ব্যাকোশ (পুং) ব্যাকুশ্যতি প্রস্ফুটতীতি বি-আ-কুশ-ক।
১ বিকাশিত। (অমরটীকা রামাশ্রম)

"দোষাঽপি নূনমহিমাংশুরসৌ কিলেতি-
ব্যাকোশকোকনদতাং দধতে নলিন্যঃ।" (মাঘ ৪।৪৬)

ভাবে-ঘঞ্‌। ২ প্রস্ফুটন।

ব্যাকোষ (ত্রি) ব্যাকুষ্যতি মুকুলী ভাবাৎ বহিঃ নিঃসরতীতি-বি-আ-কুষ-ক। প্রফুল্ল, প্রস্ফুটিত, বিকশিত।

"তং পদ্মনিকরাকারং পদ্মপত্রনিভেক্ষণম্‌।
ব্যাকোষপদ্মাভিমুখো নলো বিধ্যাধ সায়কৈঃ॥"
(ভারত ৭।৩০।২২)

ব্যাক্রোশ (পুং) বি-আ-ক্রুশ-ঘঞ্‌। তিরস্কার, কটূক্তি, দুর্ব্বাক্য, গালাগালি।

ব্যাক্রোশক (ত্রি) চীৎকারকারী।

ব্যাক্ষেপ (পুং) বি-আ-ক্ষিপ্‌-ঘঞ্‌। বিলম্ব।

"অব্যাক্ষেপো ভবিষ্যন্ত্যাঃ কার্য্যসিদ্ধেহি লক্ষণম্‌।" (ৎ ১০।৬)

২ ব্যাসঙ্গ অন্যাসঙ্গ। ৩ আকুলতা।

ব্যাখ্যা (স্ত্রী) ব্যাখ্যানমিতি বি-আ-খ্যা 'আতশ্চোপসর্গে' ইতি অঙ্‌, ততষ্টাপ্‌। বিবরণ, ব্যাখ্যান, টীকা, অর্থপ্রকাশন।

"ন শিষ্যানুগ্রহপ্রীত্যা নৈবাত্মগৌরবা
ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত নাবজ্ঞানাবহেলয়া॥"
(ভারত ৭।১।৭৮)

ব্যাখ্যা বলিলে সাধারণতঃ টীকা বা অর্থপ্রকাশক গ্রন্থ বুঝায়। শাস্ত্রগ্রন্থ সকল প্রায় সূত্র বা শ্লোকাকারে নিবদ্ধ। সুতরাং সংক্ষিপ্ত, সুতরাং ব্যাখ্যা ভিন্ন অর্থবোধ হওয়া কঠিন, এই জন্য ব্যাখ্যাগ্রন্থের বিশেষ আবশ্যক। শাস্ত্রসমূহের অনেক প্রকার ব্যাখ্যা গ্রন্থ আছে, ব্যাখ্যা গ্রন্থগুলি বৃত্তি, ভাষ্য, বার্ত্তিক, টীকা, টিপ্পনী প্রভৃতি নানাশাখায় বিভক্ত।

ইহা ভিন্ন ব্যাখ্যার একটী সাধারণ লক্ষণও আছে। তদ্‌যথা

"পদচ্ছেদঃ পদার্থোক্তিবিগ্রহো বাক্যযোজনা।
আক্ষেপস্য সমাধানং ব্যাখ্যানং পঞ্চলক্ষণম্‌॥"

পদচ্ছেদ—অর্থাৎ সূত্রে কয়টী পদ আছে, তাহা পৃথক্‌রূপে বলিয়া দেওয়া, পদার্থোক্তি—কোন্‌ পদের কি অর্থ তাহা নির্দ্দেশ করা, বিগ্রহ—সমস্ত পদের ব্যাসবাক্য উপন্যাস করা; বাক্য-যোজনা—সমস্ত বাক্যটীর বা সূত্রটীর অন্বয় অর্থাৎ বাক্যঘটক পদাবলীর অর্থ সকলের পরস্পর সম্বন্ধ প্রদর্শন করা; আক্ষেপের সমাধান—সম্ভাবিত আপত্তি বা আশঙ্কার সমাধান বা নিরসন, ব্যাখ্যার এই পাঁচটী লক্ষণ। ব্যাখ্যাগ্রন্থে উক্ত পাঁচটা বিষয় থাকা উচিত। কেবল পদচ্ছেদ প্রদর্শনের জন্য পদপাঠ, পদগ্রন্থ এবং ব্যাখ্যার জন্য ব্রাহ্মণ গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। কিন্তু সমস্ত ব্যাখ্যা-গ্রন্থে সর্ব্বস্থলে সমভাবে ঐ পাঁচটী বিষয় বর্ণিত হয় নাই। বাক্য-যোজনা দ্বারা পদচ্ছেদের কার্য্য সম্পন্ন হয় বলিয়া অনাবশ্যক বিবেচনায় প্রায় সর্ব্বত্রই পদচ্ছেদ উপেক্ষিত হইয়াছে। ব্যাখ্যা-কর্ত্তৃগণ স্থলবিশেষে পদের অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই পদের অর্থ পৃথগ্‌ভাবে নির্দ্দেশ করেন নাই। বাক্যযোজনাচ্ছলেই পদের অর্থ বলা হইয়াছে। আক্ষেপের সমাধানের জন্য তাঁহারা স্থলবিশেষে একাধিক কল্প বা প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যে স্থলে অনেক কল্প নির্দ্দিষ্ট হয়, সেই স্থলে সাধারণতঃ শেষ কল্পই সমীচীন, পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পগুলি কিঞ্চিৎ দোষদুষ্ট বা আপত্তি যোগ্য। শেষ কল্পটীর নির্দ্দেশ করিলেই যখন উত্তমরূপে আক্ষেপের সমাধান হয়, তখন অসমীচীন পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পগুলির উপন্যাস অন্যায় বা অনাবশ্যক বলা যাইতে পারে। কিন্তু ব্যাখ্যাকারগণ শিষ্যবুদ্ধির বৈশদ্য ও পরিচালনার জন্য বা কৌশলপ্রদর্শন অভিপ্রায়ে নানাকল্পের অবতারণা করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা গ্রন্থের বৃত্তি, টীকা প্রভৃতি প্রকার ভেদ দৃষ্ট হয়। বৃত্তি গ্রন্থ সংক্ষিপ্ত ও প্রাচীন রচনা গাম্ভীর্য্যযুক্ত। যে গ্রন্থ সূত্রানু-সারি পদের দ্বারা সূত্রের অর্থ বর্ণিত হয়, এবং নিজের প্রযুক্ত পদ সকল অর্থাৎ বাক্যগুলিও ব্যাখ্যাত হয়, তাহার নাম ভাষ্য। ভাষ্যের রচনা প্রাচীন। ভাষ্যের অক্ষরার্থ সহজ, তাৎপর্য্যার্থ কিন্তু অতি গহন। কোন বৃত্তি ভাষ্যকারের ... কোন কোন ভাষ্যও ব্যাখ্যার প্রণালীতে রচিত দেখিতে পাওয়া

যায়। তাহাতে ভাষ্যের লক্ষণ আদৌ নাই। যে ব্যাখ্যাগ্রন্থে উক্ত, অনুক্ত এবং দুরুক্ত অর্থ পরিব্যক্ত হয় তাহার নাম বার্ত্তিক।

[ভাষ্য, বার্ত্তিক প্রভৃতি শব্দে বিশেষ বিশেষ লক্ষণ দ্রষ্টব্য।]

২ বর্ণন, কথন। ৩ ভাষ্য।

"ব্যাখ্যামৃতগুণং সুধাচাকলসঃ বিদ্যাকহস্তাম্বুজৈঃ" (তন্ত্রসার)

ব্যাখ্যাগম্য (স্ত্রী) ব্যাখ্যয়া গম্যং ব্যাখ্যয়া বিবরণেন গম্যতে জ্ঞায়তে যৎ। উত্তরাভাসভেদ। বাদী নালিশ করিলে প্রতিবাদী যথার্থ উত্তর না দিয়া কোনরূপ একটী উত্তর দিলে তাহাকে ব্যাখ্যাগম্য কহে।

"অস্তব্যস্তপদব্যাপি নিগূঢ়ার্থং তথাকুলম্।
ব্যাখ্যাগম্যমসারঞ্চ নোত্তরং শস্যতে বুধৈঃ॥" (ব্যবহারতত্ত্ব)

২ ব্যাখ্যা অর্থাৎ টীকাদি দ্বারা যাহা বোধগম্য হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যাত (ত্রি) বি-আ-খ্যা ক্ত। বিবৃত, কথিত, যাহা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

ব্যাখ্যাতব্য (ত্রি) বি-আ-খ্যা-তব্য। ব্যাখ্যান যোগ্য, ব্যাখ্যার্হ, ব্যাখ্যা করিবার উপযুক্ত।

ব্যাখ্যাতৃ (ত্রি) বি-আ-খ্যা-তৃচ্। ব্যাখ্যাকারক। যিনি ব্যাখ্যা করেন।

ব্যাখ্যান (ক্লী) বি-আ-খ্যা-ল্যুট্। ব্যাখ্যা, বিবরণ, টীকা, অর্থপ্রকাশন।

ব্যাখ্যানশালা (স্ত্রী) ব্যাখ্যানস্য শালা। ব্যাখ্যান-গৃহ, যে গৃহে ব্যাখ্যা হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যাস্বর (পুং) ১ ব্যাখ্যার উপযুক্ত স্বর। ২ মধ্যম স্বর।
(আশ্ব° শ্রৌ° ৮৷১৩৷৬)

ব্যাখ্যেয় (ত্রি) বি-আ-খ্যা-যৎ, আকারস্য একারঃ। ব্যাখ্যার্হ, বর্ণনীয়, ব্যাখ্যা করিবার যোগ্য।

ব্যাঘট্টন (ক্লী) বি-আ-ঘট্ট-ল্যুট্। ১ সঙ্ঘর্ষণ, সঙ্ঘটন। ২ আলোড়ন, মন্থন।

ব্যাঘাত (পুং) ব্যাহন্যতেঽনেনেতি বি-আ-হন ঘঞ্ নস্য ত। ১ বিষ্কম্ভাদি সপ্তবিংশতি যোগের অন্তর্গত ত্রয়োদশ যোগ। জ্যোতিষমতে এই যোগ শুভ নহে, ইহাতে কোন শুভ কর্ম্মাদি করিতে নাই। তবে একটু বিশেষ এই যে, এই যোগের প্রথম নবদণ্ড ত্যাগ করিয়া শুভকর্ম্ম করা যায়।

"গণ্ড ব্যাঘাতয়োঃ ষট্ চ নব হর্ষণবজ্রয়োঃ।
বৈধৃতি ব্যতিপাতৌ চ সমস্তৌ পরিবর্জ্জয়েৎ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

কোষ্ঠিপ্রদীপের মতে কোন বালক এই যোগে জন্মগ্রহণ করিলে সাধুদিগের নিন্দাকারী, কঠোর, অসত্যভাষী, দয়াশূন্য, মন্দ চক্ষু, দীর্ঘ শরীর ও কৃশাঙ্গ হইয়া থাকে।

"ব্যাঘাতকর্ত্তা চ সতাং নিতান্তং ব্যাঘাতজন্মা মনুজঃ কঠোরঃ।
অসত্যভাষী কৃপয়া বিহীনো মন্দেক্ষণো দীর্ঘতনুঃ কৃশাঙ্গঃ॥"
(কোষ্ঠি প্রদীপ)

২ অন্তরায়, বিঘ্ন।

"তেন ব্যাঘাতমস্ত্রাণাং ক্রিয়মাণমবেক্ষ্য চ।" (ভারত ১৷২৷২৮৮)

৩ প্রহার। (মেদিনী) ৪ কাব্যের অলঙ্কার বিশেষ। ইহার লক্ষণ।

ব্যাঘাতঃ স তু কেনাপি বস্তু যেন যথাকৃতম্।
তেনৈব চেদুপায়েন কুরুতেঽন্যস্তদন্যথা॥"
(সাহিত্যদ° ১০৷৭২৮)

কোন ব্যক্তি যে উপায় দ্বারা একটী কার্য্য করে, অন্য ব্যক্তি সেই উপায় দ্বারা যদি সেইরূপ কার্য্যের অন্যথা করে, তাহা হইলে এই অলঙ্কার হয়। উদাহরণ—

"দৃশা দগ্ধং মনসিজং জীবয়ন্তি দৃশৈব যাঃ।
বিরূপাক্ষস্য জয়িনীস্তাঃ স্তুমো বামলোচনাঃ॥"
(সাহিত্যদ° ১০ পরি°)

হরনেত্র দ্বারা ভস্মীভূত মদন নারীগণ কর্ত্তৃক সেই নয়ন দ্বারাই জীবিত হইয়াছিল। অতএব বিরূপাক্ষ জয়কারিণী বামলোচনাদিগকে স্তব করি। এই স্থলে হরনেত্র দ্বারা মদন দগ্ধ হইয়াছিল। নারীগণ সেই নেত্র দ্বারাই তাহাকে জীবিত করে, সুতরাং যে উপায় দ্বারা মদনভস্ম হইয়াছিল, সেই উপায় দ্বারা তাহার বিরুদ্ধ অর্থাৎ জীবিত হওয়ায়, ব্যাঘাত-অলঙ্কার হইল।

অন্যবিধ লক্ষণ—

"সৌকর্য্যেণ চ কার্য্যস্য বিরুদ্ধং ক্রিয়তে যদি॥"
(সাহিত্যদ° ১০৷৭২৯)

যদি কার্য্যের সৌকর্য্য দ্বারা বিরুদ্ধকৃত হয়, তাহা হইলে এই অলঙ্কার হয়।

উদাহরণ—

"ইহৈব ত্বং তিষ্ঠ দ্রুতমহমহোভিঃ কতিপয়ৈঃ
সমাগন্তা কান্তে! মৃদুরসি ন চায়াসসহনা।
মৃদুত্বং মে হেতুঃ সুভগ! ভবতা গন্তুমধিকং
ন মৃদ্বী সোঢ়া যদ্বিরহকৃতমায়াসমসমম্॥"
(সাহিত্যদ° ১০ পরি°)

ইহা নায়কনায়িকার উক্তি প্রত্যুক্তি, কোন নায়ক বিদেশ গমনকালে নায়িকাকে বলিয়াছিল হে কান্তে! তুমি এই গৃহে অবস্থান কর, আমি কতিপয় দিন মধ্যে ফিরিয়া আসিব, তুমি অতি কোমল, আয়াস সহ্য করিতে পারিবে না, অর্থাৎ আমার সহিত গমনক্লেশ তোমার সহ্য হইবে না। এই কথায় উত্তরে নায়িকা বলিয়াছিল, হে সুভগ! আমার মৃদুতাই আপনার সহিত

গমনের প্রধান কারণ, আমি মৃগী বলিয়া আপনার সহিত গমন করিব, কারণ বিরহকৃত অসহনীয় আয়াস আমি সহ্য করিতে পারিব না। এই স্থলে নায়ক নায়িকাকে মৃগী বলিয়া তাহার সহিত গমন অযুক্ত বলিয়াছিল, কিন্তু নায়িকা হেতু দ্বারা ঐ মৃগত্বই তাহার গমনের প্রধান কারণ বলায়, সৌকর্য্য দ্বারায় কার্য্যের বিরুদ্ধ হওয়ায় এখানে ব্যাঘাত অলঙ্কার হইল।

অত্র নায়কেন নায়িকামৃগত্বং সহগমনাভাবহেতুত্বেনোক্তং নায়িকয়া চ প্রত্যুত সহগমনে ততোহপি সৌকর্য্যেণ হেতুতয়োপন্যস্তম্। (সাহিত্যদ° ১০ পরি°)

ব্যাঘারণ (ক্লী) জলসিঞ্চন কার্য্য। (কাত্যায়ন শ্রৌ° ৮।৪।১২)

ব্যাঘ্র (পুং) ব্যাজিঘ্রতীতি বি-আ ঘ্রা-ক। স্বনামখ্যাত চতুষ্পদ জন্তু বিশেষ, চলিত বাঘ। পর্য্যায়—শার্দ্দূল, দ্বীপী, পৃদাকু, বনশ, চিত্রক, পুণ্ডরীক, হিংস্র পশু, ব্যাড়, চিত্রক, হিংসারু, শ্বাপদ পঞ্চনখ, ব্যাল, গুহাশয়, তীক্ষ্ণ দংষ্ট্র, ভীরু, নখায়ুধ। ইহার মাংসগুণ—অর্শঃ, প্রমেহ, জঠরাময় ও জড়তানাশক, (রাজনি°) ব্যাঘ্র, সিংহ প্রভৃতি প্রসবন জাতীয় জন্তু। অগ্নি পুরাণে লিখিত আছে যে, কশ্যপপত্নী দংষ্ট্রার গর্ভে ব্যাঘ্র, সিংহ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

"দংষ্ট্রা ত্বজনয়ৎ পুত্রান্ ব্যাঘ্রসিংহাংশ্চ ভাবিনী।
দ্বীপিনশ্চ সুতাস্তস্যা ব্যালাশ্চামিষপ্রিয়াঃ॥"
(বহ্নিপুরাণ কাশ্যপীয় বংশনামাধ্যায়)

এই স্বনামপ্রসিদ্ধ চতুষ্পদ জন্তু শুষ্কপায়ী, এবং অতিশয় হিংস্র ও মাংসাশী বলিয়া পরিচিত। উদরে ক্ষুধা না থাকিলেও ইহারা সম্মুখের শিকার না মারিয়া ছাড়ে না। শুনা যায়, ইহারা গোমেষাদি, এমন কি, মনুষ্যদিগকেও অতর্কিত ভাবে আক্রমণ করিয়া মুখে করিয়া গভীর জঙ্গলে লইয়া যায় এবং তথায় তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইলে তাহাকে আহার করে। একটী মনুষ্য বা পশু একেবারে আহার করিতে অশক্ত হইলে ইহারা অবশিষ্ট গলিত শবদেহ দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিন পর্য্যন্ত আহার করে। আমাদের দেশে বিড়ালেরা যেমন ইন্দুর ধরিয়া ক্রীড়া করিতে করিতে নিহত করে, ব্যাঘ্রেরাও সেইরূপ শিকার লইয়া বনমধ্যে ছাড়িয়া স্বয়ং দূরে সরিয়া যায়। ঐ সময়ে শিকার যদি পলাইতে চেষ্টা পায়, তাহা হইলে ইহারা দূর হইতে লাফ দিয়া তাহার উপর আসিয়া পড়ে এবং থাবা বাড়াইয়া থাবার আঘাতে নিষ্পিষ্ট করিয়া পুনরায় সরিয়া দাঁড়ায়। এইরূপ ক্রীড়া কালে ইহারা বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকে। ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক আক্রান্ত অনেক লোক এইরূপ অবস্থায় ব্যাঘ্রের কবল হইতে পরিত্রাণ পাইবার আশায় বনভূমিস্থ বৃক্ষাদিতে আরোহণ করিয়া রক্ষা পাইয়াছে।

শিকার লইয়া ক্রীড়া ও আমোদ এবং বিড়ালের সহিত বাঘের আকৃতিগত সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া আমাদের দেশের লোকেরা বিড়ালকে "বাঘের মাসী" বলিয়া থাকে। প্রাণিতত্ত্ববিদগণও এই একই কারণে সিংহ, ব্যাঘ্র, গোবাঘা, বিড়াল প্রভৃতিকে পশুজাতির Felis শাখার অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, ব্যাঘ্রগণ Felidæ জাতির Felinæ শ্রেণীভুক্ত। চিতাবাঘ গুলি ঐ জাতির অন্য একটি শাখা (Felis Pardus) বলিয়া পরিগণিত; কিন্তু নেকড়ে-বাঘ জাতি Canidæ অর্থাৎ কুকুর জাতির অন্তর্ভুক্ত। কেন না, দন্ত ও মুখের আকৃতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলে উহাদিগকে স্বভাবতঃই কুকুর জাতীয় অবয়ব বিশিষ্ট বলিয়া উপলব্ধি হয়।

ঐ ব্যাঘ্র জাতি, সমগ্র ভারতের অর্থাৎ কুমারিকা অন্তরীপ হইতে হিমাচল শ্রেণীর ৭ হাজার ফিট্ উচ্চ পর্য্যন্ত বিভিন্ন স্থানের বনজঙ্গলে বাস করে। ব্রহ্মরাজ্য, মলয় প্রায়োদ্বীপ, পশ্চিম এসিয়া খণ্ড ও আফ্রিকা মহাদেশের বনজঙ্গলে, অথবা শর বা তৃণাচ্ছাদিত নদীতীরে যেখানে অন্যান্য ক্ষুদ্র পশুর জলপান করিতে আসিবার সম্ভাবনা আছে, সেই সকল স্থানে উহাদিগকে সাধারণতঃ বিচরণ করিতে দেখা যায়।

স্থানাবশেষের জলবায়ুর তারতম্য হেতু ব্যাঘ্র জাতির আকৃতিগত অনেক বৈষম্য ঘটিয়া থাকে। এই কারণে আমরা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকারের ব্যাঘ্রও দেখিতে পাই। বাঙ্গালার পার্ব্বত্য জঙ্গলে যে বৃহদাকার ব্যাঘ্র দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা য়ুরোপীয় শিকারীদিগের নিকট Royal Bengal tiger নামে খ্যাত। এরূপ দীর্ঘকায় ও বলিষ্ঠ ব্যাঘ্র জগতের আর কোথাও দেখা যায় না। ইহারা প্রায় ১২ ফুট পর্য্যন্ত লম্বা হইয়া থাকে, সুন্দরবন যাত্রী কাঠুরিয়াগণের মুখে ইহাদের হিংসা-প্রবৃত্তির অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প শুনা যায়। পশ্চিম-বাঙ্গালার এবং মধ্যভারতের পার্ব্বত্য-জঙ্গলে এতাদৃশ দীর্ঘাকার ব্যাঘ্র দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহারা বাঙ্গালার বাঘের ন্যায় হিংস্র প্রকৃতিক নহে।

সুন্দরবনের বড় বাঘ (Tigris regalis) ও পশ্চিম বাঙ্গালার মধ্যাকৃতি গো-বাঘ গুলি যাহা য়ুরোপীয় শিকারীর জগতে Bullock tiger নামে পরিচিত, তাহারা ভারতীয় বিভিন্ন স্থানের ভাষায় স্বতন্ত্র অভিধা প্রাপ্ত হইয়াছে। উত্তরপশ্চিম ভারতে বাঙ্গালার বাঘ ও বাঘিনীগুলি শের ও শেরনী নামে প্রখ্যাত। অপর পাটীয়া-বাঘ বা গো-বাঘা; হিন্দুস্থানের স্থানে স্থানে লেগা নাম; মহারাষ্ট্রে বাঘ বা পট্টেবাঘ, বুন্দেলখণ্ড ও মধ্যভারতের দিকে নাহর। ভাগলপুরের পার্ব্বত্য প্রদেশে ডুৎ, গোরখপুরে লোঙ্গাচার; তেলগু ও তামিল পুলি,

পেড় পুলী ; মলয়ালম পট্টেঁপুলি ; কণাড়ি হুলী, তিব্বতে তাঘ্, [illegible] তুখ. লেপছা সুহ্তোঙ্ ; যবদ্বীপ মাচাল ; সুমাত্রা রিমাস বা হরিমন।

এই জাতীয় ব্যাঘ্রের গাত্র লালাভ-হরিদ্রাবর্ণ, তাহার মাঝে মাঝে কাল ডোরা উহা মেরুদণ্ডের নিকট কিছু প্রশস্ত ও উদরের দিক ছুঁচাল। উদরের নিম্নভাগে হরিদ্রাভ শ্বেত লোম দেখা যায়। চিতাবাঘ গুলির গায় ঐরূপ কাল ডোরা নাই। গোল-গোল কাল গুল দৃষ্ট হয়। বর্ণও ঐরূপ গাঢ় লালাও নহে, বরং ঈষৎ তরল হরিদ্রাবর্ণ বলিয়াই বোধ হয়। কোন কোন চিতাজাতীয় ব্যাঘ্রের শরীরলোমও ঈষৎ লালমিশ্রিত হরিদ্রাভ দেখা যায়। ইহারা উপরি উক্ত দুই প্রকার ব্যাঘ্র অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্রাকার। [চিতা বাঘ দেখ।]

[চিতা বাঘ দেখ।]

স্যাণ্ডার্স এলিয়ট, মেজর ব্যারউইন্ ও সার্জ্জন মেজর জার্ডন প্রভৃতি ইংরাজ শিকারীরা এক বাক্যে বলিয়াছেন যে, তাঁহারা যতগুলি 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার' শিকার করিয়াছেন, তাহাদের কোনটাই ১০´-৬´´ ইঞ্চ মাপের বেশী নহে, তবে দু-একটী ১২।১৩ ফুট বাঘের কথা যাহা কোন কোন শিকারীর বর্ণনায় পাওয়া যায়, তাহা সম্ভবতঃ ব্যাঘ্রগাত্র হইতে চর্ম্ম ছাড়াইয়া শুকাইবার সময় টানিয়া লম্বা হইয়াছে।

দক্ষিণ ভারতের ব্যাঘ্র জাতির স্বভাব আলোচনা করিয়া শিকারী এলিয়ট লিখিয়াছেন ;—'ইহারা স্বভাবতঃ ভীরুস্বভাব, তাড়া দিলে পলাইয়া যায়, কিন্তু যদি কেহ ইহাদিগকে রাগায় অথবা কোন প্রকার আহত করে, তাহা হইলে ইহারা কুপিত হইয়া আততায়ীকে আক্রমণ করে। সাধারণতঃ পার্ব্বতীয় বনজঙ্গলে ইহারা বাস করে এবং অবসর বুঝিয়া চুপি চুপি সমতল প্রান্তরে আসিয়া শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রে লুকাইয়া থাকে। অনেক স্থানে ইহারা গবাদি নষ্ট করিয়া কৃষকগণের ক্ষতি করে। সুবিধা ও একক [illegible] কাতর হয় না। বর্ষা-কালে গ্রীষ্মাধিক্যবশতঃ কোন গ্রামবাসী আপন গৃহের অলিন্দে শুইয়া থাকিলে ব্যাঘ্র আসিয়া তাহাকে লইয়া যায়। বাঘিনী-দিগকে দুইটী হইতে চারিটী পর্য্যন্ত সন্তান প্রসব করিতে দেখা যায়, [illegible] উৎপাদনের কোন নির্দ্দিষ্ট কাল নাই।

[illegible] জানিয়াছেন যে, [illegible] বাঘেরা [illegible] ঐ [illegible] এক [illegible] চেষ্টা পায় ; কিন্তু উহার একটা কাঁটা তাহার গলনালীতে প্রবিষ্ট ও বিদ্ধ হওয়ায় সে আর কোন দ্রব্য আহার করিতে পারে নাই। ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিল।

মেজর ব্যারউইন ব্যাঘ্রতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিয়া লিখিয়াছেন যে, বাঙ্গালার বাঘিনীদেরও দুইটী হইতে চারিটী শাবক হয়। যত দিন না ঐ ব্যাঘ্র শাবক আপনি শিকার করিতে সমর্থ হয়, ততদিন তাহারা মাতার পশ্চাৎ ঘুরিয়া বেড়ায়। ব্যাঘ্র-শিশু যখন শিকার করিতে আরম্ভ করে, তখন তাহারা একযোগে [illegible] গাভী নষ্ট করিয়া ফেলে। পক্ষান্তরে বুড়া বাঘেরা কখনই ঐরূপ ক্ষতি করে না। তাহারা ক্ষুধার সময় সম্মুখে পাইলে একটী মাত্র গাভী লইয়াই প্রাণ ঠাণ্ডা করে। বুড়া বাঘেরা [illegible] প্রায় প্রতি সপ্তাহে একটা করিয়া গোরু মারিয়া লইয়া যায়। গোরু ধরিবার জন্য তাহারা গভীর জঙ্গল পরিত্যাগ করিয়া গ্রামের নিকটে [illegible] লুকাইয়া থাকে এবং সুবিধা পাইলেই বৃষ, মহিষ বা গাভী লইয়া পুনরায় বনান্তরালে অদৃশ্য হয়। তাহারা যেখানে ঐ নিহত পশু লইয়া যায়, সেই স্থানেই [illegible], ৩, বা ততোধিক দিবস থাকিয়া হাড়গুলি চিবাইয়া খাইয়া তবে গভীর বনে চলিয়া যায়। এই কারণে বাঘে গোরু লইয়া গিয়াছে শুনিয়াই শিকারীরা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বনে অন্বেষণ করে এবং মৃত পশুদেহের সন্ধান পাইলেই সেই স্থানের নিকটে কোন বৃক্ষে আরোহণ করিয়া ব্যাঘ্রের প্রতীক্ষা করে। ব্যাঘ্র যখন নিশ্চিন্ত মনে ঐ গলিত মাংস ও অস্থি ভোজন করিতে থাকে তখন শিকারী লুক্কায়িত স্থান হইতে গুলি বা তীর মারিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলে, যে বনে বাঘ থাকে, মনুষ্য সেখানে উপস্থিত হইলেই একটা বিজাতীয় গন্ধ পায় এবং তখনই বুঝিতে পারে যে, এখানে একটা বাঘ আছে। সাঁওতাল ভীল প্রভৃতিকে থাবড় মারিয়া বাঘ দমন করিতে শুনা গিয়াছে।

বাঘিনীরা নিবিড় বনে, বিশেষতঃ যেখানে নলবন আছে সেই স্থানেই, আপনার শাবক লুকাইয়া রাখে। ঐ শাবক [illegible] তাহার অসাক্ষাতে অপহরণ করিয়া লইয়া যায়, তাহা হইলে সে সেই [illegible] আসিয়া ফিরাইবার চীৎকার করিতে থাকে।

[illegible] আরোহণ [illegible] করা হয়, কিন্তু [illegible] শিকারীরা হাওদার মধ্যে থাকিয়া ব্যাঘ্রকে গুলিদ্বারা নিপাতিত করেন না। তাঁহারা [illegible] [illegible] বলেন। কোন কোন [illegible] রাখিয়াছে [illegible] উপর মাচা বাঁধিয়া শিকারীরা [illegible] উপর [illegible] করে। [illegible]

বৃ

ব্যাঘ্র ঐ বৃষ আহারের লোভে তথায় উপস্থিত হইলে শিকারী উপর হইতে তাহার উপর গুলি বর্ষণ করে।

দেশীয় শিকারীরা প্রথমে এক স্থানে জাল পাতিয়া চলিয়া যায়, পরে দল বাঁধিয়া গোলাকার ভাবে চারিদিক্ হইতে তাড়া দিয়া ব্যাঘ্রকে জালের মধ্যস্থলে আনয়ন করে। বাঘ জালে পড়িলে তাহাকে ধরিয়া ফেলে, অথবা বড় শরের আঘাতে তাহার প্রাণনাশ করে। সিংহভূম, হাজারি বাগ প্রভৃতি অঞ্চলে কোলেরা বনদেশ হইতে ব্যাঘ্র শিকার করিয়া গবর্মেণ্টের সদরে চর্ম্ম ও নখ আনিয়া দেয় এবং তাহার জন্য রাজকোষ হইতে পুরস্কার পাইয়া থাকে। কখন কখন বিষ দিয়া খাওয়াইয়াও ব্যাঘ্রকে মারিয়া ফেলা হয়। প্রতিবৎসর এইরূপে অসংখ্যক ব্যাঘ্র নিহত হইলেও ব্যাঘ্র জাতির সংখ্যা কম হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।

ব্যাঘ্রের নখ বিশেষ উপকারী। ব্যাঘ্রের নখের মালা বালকদিগের গলায় ধারণ করাইলে কাহারও কুদৃষ্টি হয় না। শিক্ষিতের নিকট উহা শোভার সামগ্রী। কোন কোন ব্যক্তি চেনের লকেট বা গলার নেক্‌লেসে ব্যাঘ্রের নখশ্রেণী সোণা দিয়া বাঁধাইয়া বক্ষে বা গলায় পরে, কেহ বা রূপা দিয়া বাঁধাইয়া বলয়াকারে (bracelets) হস্তে পরিধান করে। অশিক্ষিত ও কুসংস্কারাবদ্ধ লোকে বালরোগে সন্তানাদির গলায় বা কোমরে ব্যাঘ্র নখ ধারণ করায়। তাহাদের বিশ্বাস, ঐ নখ থাকিলে বালগ্রহদিগের প্রকোপজনিত জর বা দৃষ্টি অপনোদিত হয়। মড়াঞ্চে পোয়াতি অর্থাৎ যে স্ত্রীলোকের সন্তানাদি হইয়া অল্পকাল পরেই মরিয়া যায়, তাহাদেরও জাত বালকের গলায় ব্যাঘ্র-নখ ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। প্রবাদ, উহার বলে, বালক ব্যাঘ্রের ন্যায় বলিষ্ঠ ও দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে। ব্যাঘ্রের স্কন্ধ-সন্ধির মধ্যে যে কণ্ঠাস্থি আছে, তাহা অভিচার কার্য্যে বিশেষ ফলপ্রদ। ইহাদের গোঁফ বা ওষ্ঠ লোমও বশীকরণের বিশেষ সহায়ক। যদি পুরুষে উহার অধিকারী হয় তাহা হইলে সে অনায়াসে অভিলষিত কামিনী বশে আনিতে পারে। উহা যদি নারীর নিকট থাকে, তাহা হইলে সে সহজেই পুরুষকে বশে আনিতে সমর্থ হয়।

দাক্ষিণভারতের নিম্নশ্রেণীর অসভ্য লোকে ব্যাঘ্রের মাংস খাইয়া থাকে।

প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন যে এই ব্যাঘ্র পারস্য হইয়া বোখারা ও জাঙ্গেরিয়া পর্য্যন্ত গিয়াছে। আমুরদেশ, আল্‌টাই পর্ব্বতশ্রেণি ও চীনদেশেও প্রচুর বাঘ দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্ম ও মলয়-প্রায়োদ্বীপে যথেষ্ট ব্যাঘ্র আছে, কিন্তু সিংহলে নাই। এই সকল বিভিন্ন দেশের ব্যাঘ্রের মধ্যেও আকৃতিগত সামান্য পার্থক্য আছে।

চিতাবাঘ (F. pardus) ও নেকড়ে বাঘের (Canis pallipes) বিষয় যথাস্থানে লিপিবদ্ধ হওয়ায় এখানে আর বিবৃত হইল না।

সাধারণ ব্যাঘ্র অপেক্ষা নেকেড়ে বাঘগুলিই বেশী হিংস্র। অনেক স্থলে শুনা গিয়াছে যে, রাখালেরা মহিষদল চরাইতে চরাইতে তাড়া দিয়া পলায়মান ব্যাঘ্রকে নিরস্ত করিয়া তাহার মুখ হইতে শিকার কাড়িয়া আনিয়াছে। এলিয়ট লিখিয়াছেন, এক সময়ে একটা রাখালকে বাঘে লইয়া যায়; অপরাপর রাখালেরা ইহা দেখিয়া গোলমাল করে এবং গোমহিষাদিকে সেই দিকে তাড়াইতে থাকে। মহিষেরা দ্রুতবেগে যাইয়া ব্যাঘ্রকে আক্রমণ করে, বাঘ তাহাতে ভীত হইয়া রাখাল বালককে ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়, কিন্তু তথাপি সে মহিষের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় নাই। মহিষেরা শৃঙ্গদ্বারা ব্যাঘ্রের উদর বিদীর্ণ করিয়া দিয়াছিল।

নেকড়ে বাঘের প্রকৃতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইহারা কিছুতেই শিকার পরিত্যাগ করে না। কখন কখন দুই দিন পর্য্যন্ত ইহার শিকারের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া থাকে। [নেকড়ে বাঘ দেখ।]

উপরে গো-বাঘা নামে যে বাঘের উল্লেখ করিয়াছি, তাহাও Buffalo tiger নামে খ্যাত। ইহাদের আকৃতি ও প্রকৃতি প্রায় Bengal tiger এর মত, তবে সাধারণতঃ শেষোক্ত জাতি অপেক্ষা কিছু ক্ষুদ্রাকার হয়।

আমাদের দেশে প্রবাদ আছে, "বাঘের বেটা বাঘ ডাসা" (F. viverrina—the large tiger cat) অর্থাৎ ইহারা বাঘের অনুরূপ পুত্র। ইহারা প্রায়ই জলার ধারে বনজঙ্গলে থাকে এবং মাছ, পক্ষী প্রভৃতি ধরিয়া উদর পূর্ণ করে। হিমালয়ের পার্ব্বত্য পাদমূল, নেপালের তরাই-প্রদেশ, পূর্ণিয়া জেলায় ও কলিকাতার সমীপবর্ত্তী নানা স্থানে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। জের্ডনেও বেকার বলেন, মলবার উপকূলের বাঘডাসাগুলি অপেক্ষাকৃত তেজস্বী। ইহারা সময় সময় ছোট ছোট ছেলে ধরিয়া লইয়া যায়। পালিত গুলি অনায়াসে দেশী কুকুরগুলিকে কামড়াইয়া মারিয়া ফেলে। অনেকে ইহাদিগকে বিড়াল জাতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া থাকেন। F bengalensis ও ঐরূপ এক জাতীয় বাঘ-বিড়াল (Leopard-cat)। ইহাদের শরীর ২৬ ইঞ্চি এবং পুচ্ছ প্রায় ১২ ইঞ্চি। ইহাদিগকে কেহ কেহ "বাগ্‌ডাটি" বলিয়া থাকে।

কেন্দুয়া বাঘ বা কোঁদা (Felis jubata) জাতীয় পশুগুলি হিন্দুস্থানে—চিতা, তেলগু—চিতাপুলি, কর্ণাটী—চিৰ্চা ও শিবুঙ্গী এবং কোথাও কোথাও লকর নামে পরিচিত। ইহারা বেশ পোষ মানে, এই কারণে শিকারীরা অনেক সময় কোশলে ইহাদের ধরিয়া আনে এবং উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া ইহাদিগকে কুক্কুরদিগের ন্যায় শিকার কার্য্যের সহচর করিয়া লইয়া যায়।

ইহাদের গাত্র উজ্জ্বল রক্ত ও হরিদ্রামিশ্রিত পাটলবর্ণের

লোমে আচ্ছাদিত। মধ্যে মধ্যে কাল দাগ আছে, কিন্তু উহা উপরি উক্ত চিতার ন্যায় চক্রাকার নহে। চক্ষুকোণ হইতে দুইটী কাল ডোরা মুখ পর্য্যন্ত বিস্তৃত দেখা যায়। কর্ণ ক্ষুদ্র ও গোলাকার। পুচ্ছ দীর্ঘ এবং তাহাতে কাল দাগ আছে কিন্তু অগ্রভাগ অত্যন্ত সরু ও কৃষ্ণবর্ণ লোমে আচ্ছাদিত। দেহ-যষ্টি শীর্ণ ও দীর্ঘ এবং কোমর গ্রে হাউণ্ড নামক শীর্ণদেহী কুকুরের ন্যায়। চক্ষুতারকা গোলাকার। মস্তক লইয়া সমগ্র শরীর ৪॥০ ফুট, পুচ্ছ ২।০ ফুট এবং খাড়াই ২॥০ হইতে ২৸০ ফুট।

এই জাতীয় ব্যাঘ্রকে প্রাচীনেরা প্রথমে চিতা Panth r বা Leopardus) বলিয়া জানিতেন। উত্তর আফ্রিকাবাসী বর্ত্তমান আরব জাতির ও উক্ত প্রাচীনদিগের বিশ্বাস যে সিংহ ও প্রকৃত চিতা (Parda) জাতির সহযোগে এই জাতীয় চিতার উৎপত্তি হইয়াছে। মধ্য ও দক্ষিণ ভারত, পশ্চিম ও উত্তরভারতের পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে সিন্ধু, রাজপুতনা ও পঞ্জাব প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে কেন্দুয়া দেখিতে পাওয়া যায়। সিংহলে ও বাঙ্গালায় কেন্দুয়ার অভাব নাই। ইহারা নীলগাই, গো-শাবক, হরিণ প্রভৃতি শিকার করিয়া লইয়া যায়। জের্ডন সাহেব লিখিয়াছেন যে, তিনি বনে শৃগালের সহিত কেন্দুয়াকে একত্র বিচরণ করিতে দেখিয়াছেন। এক সময়ে তিনি নীলগাইয় পশ্চাৎ পশ্চাৎ কেন্দুয়াকে গোপনে দৌড়াইতে দেখিয়াছিলেন। সুবিধা পাইলে কেন্দুয়া নীলগাইকে ধরিয়া নিহত করিবে এই চেষ্টায় সে সঙ্গে সঙ্গে গমন করিতেছে।

কেন্দুয়া-শাবক পালিত করিয়া বিশেষ ভাবে শিক্ষা দিলেও শিকারের উপযোগী হয় না। শৈশবে ইহারা আপনাপন পিতা-মাতার নিকট হইতে শিকার ধরিবার ভাগ বাগ শিকায় অভ্যস্ত হইলে পর, অর্থাৎ যখন ইহারা স্বয়ং আহার্য্য জন্তুদিগকে ধরিয়া খাইতে সমর্থ হয়, সেই সময়ে উহাদিগকে লইয়া পশু শিকারের উপযোগী শিক্ষা সম্যক্ শিক্ষিত করিলে ইহাদিগকে গ্রে-হাউণ্ড কুকুরের অপেক্ষা অধিক কার্য্যকারী দেখা যায়। মহিসুররাজ টিপু-সুলতানের ঐরূপ পালিত ৫টী শিকারী কেন্দুয়া ছিল, শ্রীরঙ্গপত্তন ইংরাজ সৈন্যের তাৎকালিক অধিনায়ক সর্ অর্থার ওয়েলেসলী টিপুর অধঃপতনের পর ঐ পাঁচটী বাঘ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই জাতীয় শিকারী বাঘগুলি সাধারণতঃ গ্রে-হাউণ্ড বা ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার অপেক্ষা অধিক বেগে শিকারকে আক্রমণ করে। অনেক দ্রুতগামী হরিণকেও অতিক্রম করিয়া হঠাৎ সম্মুখ দিক্ হইতে তাহাদিগকে আক্রমণ করে।

এই ব্যাঘ্র শব্দ নরাদি শব্দের উত্তরস্থ হইলে অর্থাৎ নরাদি শব্দের পরে থাকিলে শ্রেষ্ঠার্থবাচক হইয়া থাকে। যথা পুরুষ ব্যাঘ্র অর্থাৎ পুরুষশ্রেষ্ঠ।

"উপমেয়ং ব্যাঘ্রাদিভিঃ শ্রেষ্ঠার্থে" ব্যাকরণের এই সূত্রানুসারে উপমিত কর্ম্মধারয় সমাস হইয়া থাকে। পুরুষব্যাঘ্র—পুরুষঃ ব্যাঘ্র ইব। এখানে শ্রেষ্ঠার্থে উপমিত কর্ম্মধারয় সমাস হইল।

২ রক্তৈরণ্ড। ৩ করঞ্জ। (মেদিনী)

ব্যাঘ্রক (পুং) অনুকম্পিতো ব্যাঘ্রাজিনঃ অজিনান্তস্যোত্তর-পদলোপশ্চ। পা ৫।৩।৮২) ব্যাঘ্রাজিন—কন্, অজিনশব্দস্য লোপঃ। ব্যাঘ্রাজিন।

ব্যাঘ্রকর (পুং) রক্তৈরণ্ড বৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

ব্যাঘ্রকেতু (পুং) বাসবদত্তা বর্ণিত-ব্যক্তিভেদ।

ব্যাঘ্রখড়্গ (পুং) ব্যাঘ্রনখ, নখীবিশেষ। (বৈদ্যকনি°)

ব্যাঘ্রগ্রীব (পুং) জনপদভেদ ও তদ্দেশবাসী। (মার্ক°পু° ৫৮।১৭)

ব্যাঘ্রঘণ্টা [ন্টা] (স্ত্রী) কোঙ্কণদেশপ্রসিদ্ধ লতাবিশেষ। বঙ্গে-লঘু-বাঘাণ্টী। মহারাষ্ট্রে গোবিন্দী। ইহার গুণ—পিত্তবৰ্দ্ধক, উষ্ণ, কটুকষায়, বিষ ও কফনাশক। ইহার ফল—তিক্তোষ্ণ, বিষ্টম্ভী, কফ ও বাতরোগনাশক এবং ত্রিদোষবিনাশক।

"ব্যাঘ্রঘণ্টা পিত্তলোষ্ণা কটুঃ বিষকফাপহা।
ফলং চাস্যাস্তু তিক্তোষ্ণং বিষ্টম্ভীকফবাতনুৎ।
ত্রিদোষহারিণী প্রোক্তা বৈদ্যশাস্ত্রবিশারদৈঃ॥" (বৈদ্যকনি°)

ব্যাঘ্রচর্ম্মন্ (স্ত্রী) ব্যাঘ্রস্য চর্ম্ম। বাঘের চামড়া।

ব্যাঘ্রজম্ভন (ত্রি) ব্যাঘ্রধ্বংস। (অথর্ব্ব ৪।৩।৭)

ব্যাঘ্রতরু (পুং) রক্তৈরণ্ড। (বৈদ্যকনি°)

ব্যাঘ্রতল (পুং) ব্যাঘ্রনখ, নখী। (বৈদ্যকনিঘণ্ট্) ২ রক্তৈরণ্ড।

ব্যাঘ্রতলা (স্ত্রী) ব্যাঘ্রনখ, নখী। (রক্তৈরণ্ড।)

ব্যাঘ্রতা [ত্ব] (স্ত্রী) ব্যাঘ্রের ভাব বা ধর্ম্ম।

ব্যাঘ্রদংষ্ট্র (পুং) ক্ষুরভেদ। (Tribulus lanuginolus)

ব্যাঘ্রদত্ত (পুং) ব্যক্তিভেদ। (ভারত দ্রোণপর্ব্ব)

ব্যাঘ্রদল [লা] (পুং স্ত্রী) ১ ব্যাঘ্রনখ, নখী। ২ রক্তৈরণ্ড।

ব্যাঘ্রনখ (ক্লী) ব্যাঘ্রস্য নখমিব। নখী নামক গন্ধদ্রব্য। মহা-রাষ্ট্র ও উৎকলে বাঘনখা। পর্য্যায়—ব্যাড়ায়ুধ, করজ, চক্রকারক, নখাঙ্ক, নখী, নখ্য, ব্যাঘ্রনখী। (শব্দরত্না°) গুণ—তিক্তোষ্ণ, কষায়, বাত ও কফনাশক, কণ্ডু, কুষ্ঠ ও ব্রণনাশক, সুগন্ধ। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশ মতে গ্রহণী, শ্লেষ্মা, রক্তজ্বর ও কুষ্ঠরোগ-নাশক এবং লঘু, উষ্ণ, শুক্রবর্দ্ধক, বর্ণাকর, স্বাদু ও বিষনাশক, অলক্ষ্মী ও মুখদোষগন্ধনাশক, পাক ও রসে কটু। (ভাবপ্র°) ২ কন্দবিশেষ। ৩ নখক্ষতবিশেষ। (মেদিনী) (পুং) ব্যাঘ্রস্য নখমিব কণ্টকং যস্য। ৪ স্নুহীবৃক্ষ। ৫ ব্যাঘ্রনখ। (রাজনি°) ৬ ব্যাঘ্রের নখ।

ব্যাঘ্রনখক (ক্লী) ব্যাঘ্রনখের স্বার্থে কন্। ১ ব্যাঘ্রনখ। ২ নখক্ষত। নখের আঁচড়। (শব্দমালা)

ব্যাঘ্রনখী (স্ত্রী) ব্যাঘ্রনখ। (ভাবপ্র°)

ব্যাঘ্রনায়ক (পুং) ব্যাঘ্রস্য নায়ক ইব। শৃগাল। (রাজনি°)

ব্যাঘ্রপাদ্ (পুং) ১ গুল্মভেদ। (Flacourtia sapida)। ২ বাশিষ্ঠের গোত্রাপত্য ঋষিভেদ। ইনি ঋক্ ৯।৯৭।১৬-৮ মন্ত্রদ্রষ্টা। ৩ একজন বৈয়াকরণ, বোপদেব ইঁহার উল্লেখ করিয়াছেন। ৪ একজন ধর্ম্মশাস্ত্রকার। ৫ সুন্দরেশ্বরস্তোত্রপ্রণেতা।

ব্যাঘ্রপাদ (পুং) বৃক্ষবিশেষ। (বৃহৎসংহিতা ৫৪।৮৮১)

ব্যাঘ্রপাদ্য (পুং) বৈয়াঘ্রপদ্যের প্রামাদিক পাঠ।

(ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৫।১৬।১)

ব্যাঘ্রপরাক্রম (পুং) ব্যাঘ্রস্য পরাক্রমঃ। ১ ব্যাঘ্রের পরাক্রম। (ত্রি) ব্যাঘ্রস্য পরাক্রম ইব পরাক্রমো যস্য। ২ ব্যাঘ্রের ন্যায় পরাক্রমবিশিষ্ট।

ব্যাঘ্রপাদ্ (পুং) ব্যাঘ্রস্য পাদ ইব গ্রন্থিযুক্তমূলানি যস্য। "পাদস্য লোপোঽহস্ত্যাদিভ্যঃ। (পা ৫। ৪। ১৩৮) ইত্যালোপঃ। ১ বিকঙ্কত বৃক্ষ। (অমর) ২ মুনিবিশেষ। ৩ বৈয়াকরণভেদ। [ব্যাঘ্রপাদ্ দেখ।]

৪ (ত্রি) ব্যাঘ্রতুল্য চরণ।

ব্যাঘ্রপাদ (পুং) ব্যাঘ্রস্য পাদা ইব মূলানি যস্য। ১ বিকঙ্কত বৃক্ষ। ২ বিকণ্টক বৃক্ষ। (রাজনি°) ৩ মুনিবিশেষ। ৪ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা মুনিবিশেষ। ইঁহার চরণ ব্যাঘ্রের ন্যায় ছিল।

"পুরাকৃত যুগে তাত। ঋষিরাসীৎ মহাযশাঃ।

ব্যাঘ্রপাদ ইতি খ্যাতো বেদবেদাঙ্গপারগঃ॥"

(ভারত ১৩।১৪।১০৯)

ব্যাঘ্রপুচ্ছ (পুং) ব্যাঘ্রস্য পুচ্ছমিব পত্রমস্য। ১ এরণ্ডবৃক্ষ। (অমর) ২ ব্যাঘ্রের লাঙ্গুল।

ব্যাঘ্রপুর (ক্লী) নগরভেদ।

ব্যাঘ্রপুষ্পি (পুং) ঋষিভেদ। (প্রবরাধ্যায়)

ব্যাঘ্রপ্রতীক (ত্রি) ১ ব্যাঘ্রশরীর। ২ ব্যাঘ্রের ন্যায়।

(অথর্ব্ব ৪।২৭)

ব্যাঘ্রবল (পুং) দানবভেদ। (কথাসরিৎসাগর ১২০।৭৩)

ব্যাঘ্রভট (পুং) যোদ্ধৃভেদ। (কথাসরিৎসাগর ১০।২১)

২ অসুরভেদ। (৪৭।২০)

ব্যাঘ্রভূতি (পুং) ১ বৈয়াকরণভেদ। ২ ধর্ম্মশাস্ত্রকারভেদ।

ব্যাঘ্রমুখ (পুং) ব্যাঘ্রস্য মুখমিব মুখং যস্য। ১ বিড়াল।

(ক্লী) ২ বাঘের মুখ, ব্যাঘ্রাস্য। ৩ রাজা ব্রহ্মগুপ্তের নামান্তর। ৪ জনপদবাসী লোকভেদ। (বৃ° স° ১৪।৫) ৫ পর্ব্বতভেদ। (মার্কণ্ড° ৫৮।১১)

ব্যাঘ্ররাজ (পুং) রাজভেদ।

ব্যাঘ্ররূপা (স্ত্রী) বন্ধ্যা কর্কটী। (বৈদ্যকনি°)

ব্যাঘ্রলোমন্ (ক্লী) ব্যাঘ্রস্য লোম। ১ ব্যাঘ্রের লোম। ২ শ্মশ্রু, মুখলোম, গোঁপ দাড়ি।

"মুখে শ্মশ্রুণি ন ব্যাঘ্রলোম" (শুক্লযজু° ১৯।৯২)

'মুখে যানি শ্মশ্রূণি তানি চ ব্যাঘ্রলোম' (বেদদীপ°)

ব্যাঘ্রবক্ত্র (পুং) ব্যাঘ্রস্য বক্ত্রমিব বক্ত্রং যস্য। ১ বিড়াল। ২ ব্যাঘ্রের ন্যায় মুখবিশিষ্ট। ৩ শিব। (হরিবংশ ২৫৮ ৫২ শ্লো°) (ক্লী) ৪ বাঘের মুখ।

ব্যাঘ্রশ্বন্ (পুং) কুক্কুরভেদ।

ব্যাঘ্রসেন (পুং) ব্যক্তিভেদ। (কথাসরিৎসা° ৬১।৯০)

ব্যাঘ্রাক্ষ (ত্রি) ব্যাঘ্রস্য অক্ষিণী ইব অক্ষিণী যস্য. ষচ্ সমাসান্ত। ১ ব্যাঘ্রের ন্যায় চক্ষুবিশিষ্ট, যাহার চক্ষু বাঘের মত। ২ ব্যাঘ্রের চক্ষু। ৩ অসুরবিশেষ, (হরিবংশ ১২৮৬৮ শ্লো°) ৪ স্কন্দানুচর দেবতাভেদ।

ব্যাঘ্রাজিন (পুং) মুনিবিশেষ। (পা° ৫।৩।৮২)

ব্যাঘ্রাট (পুং) ব্যাঘ্র ইব অটতীতি অট-গতৌ পচাদ্যচ্। ভরদ্বাজ পক্ষী। ভাকুই পাখী। (অমর)

ব্যাঘ্রাণ (ক্লী) বিশেষরূপ আঘ্রাণ।

ব্যাঘ্রাদনী (স্ত্রী) ত্রিবৃতা। (অমর) ব্যাঘ্রাদিনী পাঠও হয়।

ব্যাঘ্রায়ুধ (ক্লী) ব্যাঘ্রস্য আয়ুধং। ব্যাঘ্রনখ, বাঘের নখ। নখই ইহাদের অস্ত্র। ২ নখীবিশেষ। (বৈদ্যকনিঘণ্টু)

ব্যাঘ্রাস্য (পুং) ব্যাঘ্রস্য আস্যমিব আস্যমস্য। ১ বিড়াল। (শব্দচন্দ্রিকা) ২ ব্যাঘ্রের ন্যায় মুখবিশিষ্ট, যাহার বাঘের ন্যায় মুখ। (ক্লী) ৩ ব্যাঘ্রমুখ, বাঘের মুখ। স্ত্রিয়াং টাপ্। ৪ বৌদ্ধদেবতাভেদ।

ব্যাঘ্রিণী (স্ত্রী) বৌদ্ধমতে দেবমাতৃভেদ।

ব্যাঘ্রী (স্ত্রী) ব্যাঘ্র-ঙীষ্। ১ কণ্টকারী। (অমর) ২ বরাটিকাভেদ, কড়িবিশেষ। (রাজনি°) ৩ ব্যাঘ্রনখী, নখীবিশেষ। (চক্রদত্ত) ৪ ব্যাঘ্রপত্নী, বাঘিনী।

ব্যাঘ্রীযুগ (ক্লী) বৃহতী ও কণ্টকারী।

ব্যাঘ্রেশ্বর (ক্লী) শিবলিঙ্গবিশেষ। তন্নামক শিবলিঙ্গ।

ব্যাঘ্র্য (ত্রি) ব্যাঘ্রবৎ। (অথর্ব্ব ১১।২।৪)

ব্যাঙ্গি (পুং) ব্যঙ্গের গোত্রাপত্য।

ব্যাচিখ্যাসু (ত্রি) ব্যাখ্যাতুমিচ্ছুঃ বি-আ-খ্যা-সন-সনন্তাচ্চ-প্রত্যয়ঃ। ব্যাখ্যা করিতে ইচ্ছুক, ব্যাখ্যা করিতে অভিলাষী।

ব্যাজ (পুং) ব্যজতি যথার্থব্যবহারাদিপথাদ্ধ্রুতো ভবেনোনাত বি-অজ ঘঞ্। ১ কপট, ছল, অযথার্থব্যবহার, ২২। প্রকাশ মাত্র ফল, অপদেশ। "অস্তমুদ্দিষ্টান্যাদ্বিষয়ঃ যঃ সোঽপদেশঃ। যথা—

'জলক্রীড়াভিমুখস্য দারাবলোকনাখং যাতি।' (ভরত)

অন্য উদ্দেশে অন্যার্থের অনুষ্ঠানের নাম অপদেশ। যথা

জলক্রীড়া উদ্দেশে উপপতির অনুসন্ধানে গমন করিতেছে।" ২ বাধা, ৩ ব্যাঘাত, বিঘ্ন। ৪ কার্য্যবিলম্ব। ৫ টাকার সুদ।

ব্যাজনিন্দা (স্ত্রী) ব্যাজেন নিন্দা। ১ কপট কুৎসা। ২ শব্দালঙ্কার ভেদ, ইহার লক্ষণ,—

"নিন্দায়া নিন্দয়া ব্যক্তি ব্যাজনিন্দেতি গীয়তে।" (চন্দ্রালোক) যে স্থলে কপটভাবে নিন্দা করা হয়, তথায় ব্যাজনিন্দা বুঝায়।

ব্যাজভাগুজিৎ (পুং) রাজভেদ।

ব্যাজময় (ত্রি) ব্যাজ স্বরূপে ময়ট্। ব্যাজস্বরূপ, কপটময়।

ব্যাজস্তুতি (স্ত্রী) ব্যাজেন স্তুতিঃ। ১ ব্যাজরূপ স্তুতি, কপট প্রশংসা। ২ শব্দালঙ্কার বিশেষ।

ইহার লক্ষণ—

উক্তা ব্যাজস্তুতিঃ পুনঃ।

নিন্দাস্তুতিভ্যাং বাচ্যাভ্যাং গম্যত্বে স্তুতিনিন্দয়োঃ॥"

যে স্থলে নিন্দা দ্বারা স্তুতি অথবা স্তুতিদ্বারা নিন্দা বুঝায়, তথায় এই অলঙ্কার হয়।

উদাহরণ—

"সভাজন শুন, জামাতার গুণ,
বয়সে বাপের বড়।
কোন গুণ নাই, যেথা সেথা ঠাই,
সিদ্ধিতে নিপুণ দড়॥
মান অপমান, সুস্থান কুস্থান,
অজ্ঞান জ্ঞান সমান।
নাহি জানে ধর্ম্ম, নাহি মানে কর্ম্ম,
চন্দনে ভস্ম গেয়ান॥
ধনমে ব্রাহ্মণে, কুকুরে আপনে,
শ্মশানে স্বরগে সম।
গরল খাইল, তবু না মরিল,
ভাঙ্গড়ের নাহি যম॥" ইত্যাদি (অন্নদামঙ্গল)

এই স্থলে নিন্দা দ্বারা স্তুতি বর্ণিত হওয়ায় ব্যাজস্তুতি হইল এবং যে স্থলে স্তুতি দ্বারা নিন্দা অভিহিত হয়, তথায়ও এই অলঙ্কার হইয়া থাকে।

"ব্যাজস্তুতিস্তব পয়োদ ময়োদিতেয়ং
যজ্জীবনায় জগতস্তব জীবনানি।
স্তোত্রন্তু তে মহদিদং ঘন ধর্ম্মরাজ-
সাহায্যমর্জ্জয়সি যৎ পথিকান্নিহত্য॥"
(সাহিত্যদ° ১০ পরি° ৮০৭)

কিন্তু তুমি পথিকদিগকে হনন করিয়া ধর্ম্মরাজের যে সাহায্য অর্জ্জন কর, ইহাই তোমার মহৎ স্তব। এই স্থলে স্তুতি দ্বারা ধর্ম্মরাজের সাহায্যার্জ্জনরূপ নিন্দা অভিহিত হওয়ায় এই অলঙ্কার হইল।

ব্যাজিহ্ম (ত্রি) বিশেষ প্রকার কুটিল, বক্র।

ব্যাজীকরণ (স্ত্রী) বঞ্চনীকরণ; ছলনা করা।

ব্যাজোক্তি (স্ত্রী) ব্যাজেন উক্তিঃ। ১ ছলবাক্য, ছলে উক্তি, ছল করিয়া বলা। ২ অলঙ্কার বিশেষ। লক্ষণ—

"ব্যাজোক্তির্গোপনং ব্যাজাদুদ্ভিন্নস্যাপি বস্তুনঃ।"
(সাহিত্যদ° ১০।৭৪৯)

ছলপূর্ব্বক প্রকটিত বিষয়ের গোপন করিলে এই অলঙ্কার হয়। যে বিষয়টি সম্যগ্ রূপে প্রকাশিত হইয়াছে, কোন একটী ছলদ্বারা যদি তাহা গোপন করা হয়, তাহা হইলে তথায় এই অলঙ্কার হয়।

"ব্যাজোক্তিরন্যহেতুক্ত্যা যদাকারস্য গোপনম্।" (চন্দ্রালোক) অন্য হেতুকথাদ্বারা যেখানে আকারের গোপন করা হয়, তথায়ও এই অলঙ্কার হয়।

ব্যাড় (পুং) ১ সর্প। ২ মাংসভক্ষক পশু, ব্যাঘ্র। (অমর)

"শ্বা শৃগালো বৃকো গৃধ্রো ব্যাড়ঃ কঙ্কস্তথা ক্রমাৎ।"
(মার্কণ্ডেয়পু° ১৫।১০)

৩ ইন্দ্র। (শব্দরত্না°) ৪ বঞ্চক। (রায়মুকুট)

ব্যাড়ায়ুধ (স্ত্রী) ব্যাড়স্য ব্যাঘ্রস্য আয়ুধং নখমিব। ব্যাঘ্রনখী।

ব্যাড়ি (পুং) কোষ ও ব্যাকরণকারক মুনিবিশেষ। পা ১।২।৬৪ সূত্রের ৪৫ বার্ত্তিকে ব্যাড়ির উল্লেখ পাওয়া যায়। ২ কবিভেদ। ৩ প্রাতিশাখ্যকারিকা ও সংগ্রহ নামক গ্রন্থপ্রণেতা। নাগোজী ভট্ট ইঁহার উল্লেখ করিয়াছেন। পর্য্যায়—বিন্ধ্যবাসী, নন্দিনীতনয়, বিন্ধ্যস্থ, নন্দিনীসুত। (ত্রিকা°)

ব্যাড়্যা (স্ত্রী) ব্যাড়-ষ্যঙ্, ততশ্চাপ্। (পা ৪।১।৮০) ব্যাড়ির স্ত্রী।

ব্যাত্ত (ত্রি) বি-আ-দা-ক্ত। ১ প্রসারিত। ২ বিস্তৃত, প্রশস্ত, বিপুল, লম্বাচোড়া।

ব্যাত্যুক্ষী (স্ত্রী) ব্যতিহারেণ উক্ষণং বি-আ-অতি-উক্ষ (কর্ম্মব্যতিহারে ণচ্ স্ত্রিয়াং। পা ৩।৩।৪৩) ইতি ণচ্। ততঃ (ণচঃ স্ত্রিয়ামঞ্। পা ৫।৪।১৪) ইতি অঞ্। (টিড্ঢাণঞিতি। পা ৪।১।১৫) ইতি ঙীপ্। রসিক ও রসিকাদিগের অন্যোন্য জলক্ষেপণ। পরস্পর জলক্রীড়া।

ব্যাদান (স্ত্রী) বি-আ-দা ল্যুট্। ১ প্রসারণ, বিস্তার। ২ উদ্ঘাটন, খোলা।

ব্যাদিশ (পুং) বিশেষেণাদিশতি স্ব স্ব কর্ম্মণি নিযোজয়তি জগৎ বি-আ-দিশ-ক। বিষ্ণু।

অনন্তরূপোঽনন্তশ্রীর্জিতমন্যুর্ভয়াপহঃ।
চতুরশ্রো গভীরাত্মা বিদিশো ব্যাদিশো দিশঃ॥" (বিষ্ণুর সহস্রনাম)

ব্যাদীর্ঘ (ত্রি.) অতি দীর্ঘ।

মৃত্তকেশো রক্তশ্যামঃ কম্বুগ্রীবো ব্যাদীর্ঘাস্যঃ।
শূরঃ ক্রূরঃ শ্রেষ্ঠো মন্ত্রী চৌরস্বামী ব্যায়ামী চ॥"
(বৃহৎসংহিতা ৬৯।২৭)

ব্যাদীর্ণ (ত্রি) বিশেষরূপে চেরা।

ব্যাদীর্ণাস্য (পুং) সিংহ।

ব্যাদেশ (পুং) বিশেষ আদেশ।

"ব্যাদেশঃ সর্ব্বযোধানামদৈব ক্রিয়তামিহ।"(রা০ ৬।৮৩।৫৪)

ব্যাধ (পুং) বিধ্যতি মৃগাদীন্ ব্যধ (শ্যাদ্ব্যধেতি। পা ৩।১।১৪১) ইতি-ণ। মৃগহিংসকজাতি, মৃগবধব্যবসায়ী জাতি, চলিত শিকারী। পর্য্যায়—মৃগবধাজীব, মৃগয়ু, লুব্ধক, মৃগারিপ, দ্রোহাট, মৃগজীবন, বলপাংশুন। (শব্দরত্না°)

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে এই জাতির উৎপত্তি বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে যে, সর্ব্বস্বীপত্নীতে ক্ষত্রিয়ের ঔরসে এই জাতির উৎপত্তি হয়। নাপিত হইতে গোপকন্যাতে সর্ব্বস্বী জাতি হইয়াছে।

"নাপিতাদ্গোপকন্যায়াং সর্ব্বস্বী তস্য যোষিতি।
ক্ষত্রাদ্বভূব ব্যাধশ্চ বলবান্ মৃগহিংসকঃ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু০ ব্রহ্মখণ্ড ১০ অঃ)

"বিদ্ধা মৃগী ব্যাধশিলীমুখেন মৃগোঽপি তৎকাতরবীক্ষণেন।
অমূন্ পরিত্যজ্য গতব্যথা সা মৃগস্য জীবাবধিরাবিরাসীৎ॥"(উদ্ভট)

২ দুষ্ট। (মেদিনী) ৩ শবর, নীচজাতি।

ব্যাধক (পুং) ব্যাধ স্বার্থে কন্। ব্যাধশব্দার্থ।

ব্যাধভীত (পুং) ব্যাধাদ্ভীতঃ। ১ মৃগ। (শব্দচন্দ্রিকা) (ত্রি) ২ ব্যাধ হইতে ভীত।

ব্যাধাম (পুং) বজ্র। (হেম)

ব্যাধি (পুং) বিবিধা আধয়ো যস্মাৎ যদ্বা বি-আ-ধা (উপসর্গে ঘোঃ কিঃ। পা ৩।৩।৯২) ইতি কি। রোগ, পীড়া, হিন্দী—বৈমারী।

"পুরুষদুঃখসংযোগাঃ ব্যাধয়ঃ।" (সুশ্রুত সূত্রস্থা°)

পুরুষে দুঃখসংযোগ হইলে তাহাকে ব্যাধি কহে। পুরুষ যে দুঃখ অনুভব করে, তাহাই ব্যাধিপদবাচ্য। এই ব্যাধি দুই প্রকার, শারীর ও মানস। বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার বিষমতা নিবন্ধন শারীরব্যাধি এবং কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহাদি নিবন্ধন মানসব্যাধি।

শরীর ও মন এই উভয়ই ব্যাধিসমূহের ও আরোগ্যের আশ্রয় স্থান। বাত, পিত্ত ও কফ এই তিনটী শারীর দোষ এবং রজঃ ও তমঃ এই দুইটী মানস দোষ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। উক্ত বায়ু পিত্তাদি দোষ কুপিত হইয়া শারীরিক ব্যাধি এবং রজঃ ও তমোদোষে মানসিক ব্যাধি উৎপন্ন হইয়া থাকে। বলি, হোম ও স্বস্ত্যয়নাদি দৈব আশ্রয় এবং সংশোধন ও সংশমনাদিযুক্তি-আশ্রয় এই উভয় দ্বারা বাতাদি দোষের শান্তি এবং জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধৈর্য্য, স্মৃতি ও সমাধিদ্বারা মানস ব্যাধির শান্তি হইয়া থাকে।

নিজ, আগন্তু ও মানসভেদে ব্যাধি তিন প্রকার। শরীরস্থিত বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা এই দোষত্রয়জনিত যে ব্যাধি উৎপন্ন হয়, তাহার নাম নিজ অর্থাৎ দোষজ। যে ব্যাধি ভূত, বিষ, অগ্নি ও অভিঘাতাদি কারণে উৎপন্ন হয়, তাহার নাম আগন্তু। আর অভীষ্ট পদার্থের অপ্রাপ্তি এবং অনিষ্টের প্রাপ্তিবশতঃ যে রোগ হয়, তাহাকে মানসব্যাধি কহে।

এই তিন প্রকার ব্যাধির মধ্যে মানসব্যাধি শান্তির জন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি হিতাহিত বিবেচনাপূর্ব্বক লোভ, ক্রোধ ও মোহ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া অহিতজনক ধর্ম্মার্থকামের অসেবন এবং হিতজনক ধর্ম্মার্থকামের নিষেবণ করিবেন। যেহেতু ইহলোকে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম ব্যতীত মানসিক সুখ দুঃখ সম্পাদনের কোন কারণ নাই। সুতরাং হিতজনক ধর্ম্মার্থকামের সেবা, তদ্বিষয়ক জ্ঞানশালী বৃদ্ধগণের নিকট উপদেশ গ্রহণ এবং আত্মজ্ঞান, দেশজ্ঞান, কালজ্ঞান, বলজ্ঞান ও শক্তিজ্ঞান বিষয়ে মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। ধর্ম্মার্থকামের অনুষ্ঠান, ধার্ম্মিকলোকের অনুসরণ এবং আত্মাদির বিজ্ঞান এই সকল মানস ব্যাধির ঔষধ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

শাখা, মর্ম্ম, অস্থিসন্ধি এবং কোষ্ঠ এই চারি প্রকার শরীরাবয়বকে রোগমার্গ বা রোগের স্থান কহে। এই রোগমার্গ ত্রিবিধ, বাহ্যরোগমার্গ, মধ্যমরোগ মার্গ ও আভ্যন্তর রোগমার্গ। রক্তাদি ধাতুসমূহ ও ত্বক্ এই একটী অবয়বের নাম শাখা। শাখাকে বাহ্যরোগমার্গ কহে, অর্থাৎ এই স্থানে যে সকল রোগ হয়, তাহা বাহ্যরোগ নামে অভিহিত। বস্তি, হৃদয় ও মস্তকাদি ১০৭টী মর্ম্ম এবং অস্থির সংযোগ স্থান সকল অস্থিসন্ধি এই মর্ম্ম ও অস্থিসন্ধি নিবদ্ধ স্নায়ু, কণ্ডরা প্রভৃতি শরীর মধ্যে, মহাস্রোত, আমাশয় ও পক্বাশয় এই সকল শব্দ এক পর্য্যায়ক, ইহারাই কোষ্ঠ নামে অভিহিত। এই কোষ্ঠই আভ্যন্তর রোগমার্গ।

শারীর ব্যাধি আবার বায়ু, পিত্ত, কফ ও আগন্তু কারণ ভেদে চারি প্রকার। যথা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ ও আগন্তুজ।

আগন্তুব্যাধির কারণ—নখাঘাত, দন্তাঘাত, লগুড়াদির অভিঘাত, অভিষঙ্গ অর্থাৎ প্রেতাবাদির আবেশ বা কামাদির আবেশ অভিচার (শ্যেনাদি যজ্ঞ দ্বারা নিরপরাধের মারণ) অভিশাপ, তাড়ন, বন্ধন, বামন, পীড়ন, রজ্জুবন্ধন, শস্ত্র, বজ্র ও ভূতোপসর্গ

প্রভৃতি। নিজ অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মজ ; বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার বৈষম্য নিবন্ধন নিজ ব্যাধি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

আগন্তু ও নিজ উভয় ব্যাধিরই প্রয়োজকহেতু যথা—অননুকূল রূপরসাদি ইন্দ্রিয়বিষয়ের সংযোগ, প্রজ্ঞাপরাধ (মিথ্যাজ্ঞানাদি) এবং পরিণাম অর্থাৎ ঋতুস্বভাবজ শীতোষ্ণাদির অযোগ, অতিযোগ ও মিথ্যাযোগ। বাতজ, পিত্তজ, কফজ ও আগন্তুজ এই চারি প্রকার ব্যাধিই পরস্পরকে অনুবন্ধন করে, কিন্তু একে অন্য বলিয়া সন্দেহ জন্মাইয়া দেয় না।

আগন্তু ব্যাধি—ব্যথাপূর্ব্বক উৎপন্ন হইয়া পরে বায়ু, পিত্ত ও কফের বৈষম্য উৎপাদন করে ; কিন্তু নিজ রোগে প্রথমেই বায়ু, পিত্ত ও কফের বৈষম্য হয়, পরে পীড়া উপস্থিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ অভিঘাতাদি কারণোদ্ভূত আগন্তুরোগে অগ্রে রোগলক্ষণ ব্যথা উপস্থিত হয়, পরে তাহাতে বাতাদি দোষের বৈষম্য ঘটিয়া থাকে। কিন্তু নিজরোগে প্রথমে বাতাদি দোষের বৈষম্য হইয়া পরে তাহাতে রোগের যথাযথ লক্ষণগুলি উপস্থিত হয়। সুতরাং আগন্তুরোগে নিজরোগ বলিয়া সন্দেহ জন্মিতে পারে না। আর বাতজ, পিত্তজ ও কফজ রোগেরও নিজ নিজ লক্ষণ সমূহই তাহাদের ভেদক। অতএব এক রোগের সহিত অন্য রোগের অনুবন্ধ অর্থাৎ মিশ্রীভাব হইলেও তাহারা একে অন্য বলিয়া সন্দেহ জন্মাইয়া দেয় না।

বস্তি, পক্বাশয়, কটিদেশ, সক্থিদ্বয়, পাদদ্বয় ও অস্থিসমূহ এই সকল বায়ুর স্থান। ইহাদের মধ্যে পক্বাশয়ই বায়ুর প্রধান স্থান জানিতে হইবে। স্বেদ, রস, লসীকা, শোণিত ও আমাশয় এই গুলি পিত্তের স্থান, এই সকলের মধ্যে আমাশয়ই পিত্তের প্রধান স্থান। বক্ষঃস্থল, মস্তক, গ্রীবা, পর্ব্বসমূহ, আমাশয় ও মেদ, এই গুলি কফের স্থান। ইহাদের মধ্যে বক্ষঃস্থলই কফের বিশেষ আশ্রয়-স্থান জানিতে হইবে।

এই বায়ু, পিত্ত ও কফ ইহারা পাঁচ পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া শরীরের সকল স্থানেই বিচরণ করিয়া থাকে। সর্ব্বশরীরচর বাতাদিদোষত্রয় কুপিত ও অকুপিত হইয়া শরীরে শুভাশুভ সংঘটন করে। বাতাদি দোষ শরীরে প্রকৃতিস্থ থাকিলে পুষ্টিজ ও বর্ণপ্রসাদাদি শুভ কার্য্য করে। আর উহারা বিকৃতিভাবাপন্ন হইলে বিকার অর্থাৎ ব্যাধি উৎপাদন করিয়া থাকে। ঐ বিকার দুই প্রকার সামান্যজ ও নানাত্মজ। যে সকল রোগ বাতাদি সকল দোষেই জন্মিতে পারে, তাহাদিগকে সামান্যজ বিকার এবং যে সকল রোগ কেবল বায়ু বা কেবল পিত্ত অথবা কেবল কফ দ্বারা উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে নানাত্মজ বিকার কহে। জ্বরাদিকে সামান্যজ বিকার কহা যায়, কারণ উহারা বাতাদি সকল দোষ হইতেই উৎপন্ন হইতে পারে। আর আক্ষেপ ও পক্ষাঘাতাদি রোগকে নানাত্মজ বলা যায়, কারণ উহারা কেবল বায়ুদ্বারাই উৎপন্ন হয়, পিত্ত ও কফদ্বারা উৎপন্ন হয় না। এইরূপ দাহাদি যে সকল রোগ কেবল পিত্তদ্বারা বা শুক্লত্বাদি যে সকল রোগ কেবল কফদ্বারা জন্মে, তাহাদিগকেও নানাত্মজ বিকার কহে।

নানাত্মজ বিকার যথা—বাতজ বিকার অশীতি প্রকার, পিত্তজ বিকার ৪০ প্রকার এবং কফজ বিকার ২০ প্রকার। জ্বরাদি সামান্যজ বিকার বহুবিধ। রোগসকলের নিশ্চয়রূপে সংখ্যা করা যায় না, কারণ বাতাদি প্রকৃতি, রসরক্তাদি অধিষ্ঠান, রোগলক্ষণ ও পক্বাশয়াদি আয়তন ইহাদের প্রকারভেদের যখন সংখ্যা করা যায় না, তখন রোগের সংখ্যা কি প্রকারে স্থির করা যাইতে পারে। রোগোৎপাদক দোষদূষ্যাদির অসংখ্যেয়ত্ব-নিবন্ধন ব্যাধিও অসংখ্য প্রকার হইয়া থাকে। (চরক সূত্রস্থা°)

ব্যাধির লক্ষণ—

"রোগস্তু দোষবৈষম্যং দোষসাম্যমরোগতা।
রোগা দুঃখস্য দাতারো জ্বরপ্রভৃতয়ো হি তে॥
তে চ স্বাভাবিকাঃ কেচিৎ কেচিদাগন্তবঃ স্মৃতাঃ।
মানসাঃ কেচিদাখ্যাতাঃ কথিতাঃ কেঽপি কায়িকাঃ॥
কর্ম্মজাঃ কথিতাঃ কেচিদ্দোষজাঃ সন্তি চাপরে।
কর্ম্মদোষোদ্ভবাশ্চান্যে ব্যাধয়স্ত্রিবিধাঃ স্মৃতাঃ॥
যথাশাস্ত্রন্তু নির্ণীতো যথাব্যাধিচিকিৎসিতঃ।
ন শমং যাতি যো ব্যাধিঃ স জ্ঞেয়ো কর্ম্মজো বুধৈঃ।
অপদোষা শরীরাংসতে জ্ঞেয়াঃ কর্দ্দোষজাঃ॥"

(ভাবপ্রকাশ ১ম ভাগ)

দোষবৈষম্যের নাম রোগ। বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার বৈষম্য-নিবন্ধন ব্যাধি হইয়া থাকে এবং তাহাদের সমতাই আরোগ্য। জ্বর প্রভৃতি রোগ সকল অতিশয় দুঃখপ্রদ। এই রোগ চারিপ্রকার, স্বাভাবিক, আগন্তুক, মানসিক এবং কায়িক। তন্মধ্যে শরীরের স্বভাববশতঃ যে রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে স্বাভাবিক রোগ কহে। যথা ক্ষুধা, পিপাসা, নিদ্রা, বার্দ্ধক্য ও মৃত্যু প্রভৃতি অথবা জন্ম হইতে যে সকল রোগ হয়, যথা জন্মান্ধতা প্রভৃতি।

কোন আঘাত বা পতন প্রভৃতি কারণে কিংবা জন্মান্তরতাবিরোগকে আগন্তুক রোগ কহে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ভয়, অভিমান, দীনতা, ক্রূরতা, শোক, বিষাদ প্রভৃতি কারণে যে ব্যাধি উৎপন্ন হয়, তাহাকে মানসব্যাধি কহে। পাণ্ডু প্রভৃতি কায়িক ব্যাধি।

কর্ম্মজ, দোষজ এবং কর্ম্মদোষজ ভেদে ব্যাধি তিনপ্রকার। পূর্ব্ব জন্মের প্রবল দুষ্কর্ম্মের দ্বারা যে সকল ব্যাধি উৎপন্ন হয়, তাহাকে কর্ম্মজব্যাধি কহে। এই ব্যাধি প্রায়শ্চিত্ত

ও ভোগাদি দ্বারা বিনষ্ট হইয়া থাকে। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে মহাপাতক সকল নরকভোগের পর ব্যাধিরূপে জীবকে পীড়া দিয়া থাকে। পূর্ব্বকৃত মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্তাদির অনুষ্ঠানে পাপ বিনষ্ট হইলে ঐ ব্যাধির শান্তি হয়। যথাবিধি রোগনির্ণয় করিয়া উপযুক্তরূপে চিকিৎসিত হইলেও যে স্থলে ব্যাধির শান্তি হয় না, তাহাই কর্ম্মজব্যাধি বলিয়া স্থির করিতে হইবে।

অনিয়মিত আহার ও বিহারাদি দ্বারা বায়ু, পিত্ত ও কফ কুপিত হইয়া যে ব্যাধি উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে দোষজব্যাধি কহে।

কর্ম্মদোষজ ব্যাধি—যদি দোষ অল্প পরিমাণে দূষিত হইয়া অতি প্রবল ব্যাধি জন্মায়, তাহা হইলে তাহাকে কর্ম্মদোষজ ব্যাধি কহে। কর্ম্ম ও দোষ এই দুইটীই ব্যাধির জনক বলিয়া ইহাকে কর্ম্মদোষজ ব্যাধি কহে। অতি দুষ্কর্ম্মই এই ব্যাধির মূল কারণ এবং স্বল্পদোষও উহার অন্যতম কারণ। ভোগাদিদ্বারা দুষ্কর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে এই ব্যাধির শান্তি হইয়া থাকে।

উক্ত তিন প্রকার ব্যাধির মধ্যে দুষ্কর্ম্মকৃত ব্যাধিসমূহ প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা দুষ্কর্ম্মের ভোগ হইলে, দোষজ ব্যাধিসকল যথাশাস্ত্র চিকিৎসিত হইলে এবং কর্ম্মদোষজ ব্যাধি সকল দুষ্কর্ম্ম ও দোষ এই উভয়ের ক্ষয় হইলে শান্তি হইয়া থাকে।

ব্যাধি সকল আবার সাধ্য, যাপ্য ও অসাধ্যভেদে ত্রিবিধ। ইহার মধ্যেও উহারা আবার দুই প্রকার, সুখসাধ্য ও কষ্টসাধ্য। যে ব্যাধি চিকিৎসা দ্বারা শমিত থাকে এবং চিকিৎসা না করিলে প্রাণ বিনাশ করে, তাহাকে যাপ্যব্যাধি কহে। ব্যাধি উৎপন্ন হইলে তাহার চিকিৎসা না করিলে সাধ্যরোগ যাপ্য, যাপ্যরোগ অসাধ্য এবং অসাধ্যরোগ জীবন নাশক হয়। সুতরাং ব্যাধি জন্মিবামাত্রই তাহার যথাশাস্ত্র চিকিৎসা করা বিধেয়। দোষ অল্প হইলেও উপেক্ষা করা উচিত নহে। কারণ উহা অগ্নি, শত্রু ও বিষের ন্যায় বিপদ উপস্থিত করিয়া থাকে। (ভাবপ্রকাশ ১ম ভাগ) [রোগশব্দ দেখ]

অগ্নিপুরাণে সর্ব্বব্যাধিহর নামক কবচের বিধান লিখিত আছে যে, কোন ব্যাধি হইলে ঐ কবচ যথাবিধানে ভূর্জ্জপত্রে লিখিয়া ধারণ এবং প্রতিদিন উহা পাঠ বা শ্রবণ করিলে সকল ব্যাধি বিনষ্ট হয়, এই জন্য উহার নাম সর্ব্বব্যাধিহর কবচ।

(অগ্নিপুরাণ ২০০ অ°)

২ কুষ্ঠৌষধি, কুড়। (অমর)

ব্যাধিকাল (পুং) রোগবৃদ্ধি ও হানির হেতুভূতকাল। (মাধবনি°)

ব্যাধিঘাত (পুং) ব্যাধের্ঘাতো যস্মাৎ। স্থূল আরগ্বধবৃক্ষ বড় সোঁদালগাছ। (রাজনি°)

ব্যাধিঘ্ন (পুং) ব্যাধিং হন্তি ব্যাধ-হন্-টক্। ১ আরগ্বধবৃক্ষ। (জয়দত্ত) (ত্রি) ২ ব্যাধিনাশক।

ব্যাধিজিৎ (পুং) ব্যাধিং জয়তি জি-কিপ্ তুক্ চ। ১ আরগ্বধবৃক্ষ। (ত্রি) ২ ব্যাধিজয়কারী।

ব্যাধিত (ত্রি) ব্যাধিঃ সংজাতোঽস্যেতি তারকাদিত্বাদিতচ্। ১ ব্যাধিযুক্ত। পর্য্যায়—আময়াবী, বিকৃত, অপটু, আতুর, অভ্যমিত, অভ্যান্ত, রোগী। (জটাধর)

"দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয় মাপ্রযচ্ছেশ্বরে ধনম্।
ব্যাধিতস্যৌষধং পথ্যং নীরুজস্য কিমৌষধৈঃ॥" (হিতোপদেশ)

ব্যাধিন্ (ত্রি) ব্যাধ-ণিনি। ১ ব্যাধযুক্ত। ব্যধ-ণিন্। ২ শত্রুবেধনশীল। (শুক্লযজুঃ ১৬।১৮)

ব্যাধিনাশন (পুং) দ্বীপান্তর বচা, চলিত তোবচিনি। (বৈদ্যকনি°) (ত্রি) ২ রোগনাশক।

ব্যাধিরিপু (পুং) ব্যাধি এব রিপুঃ। ১ ব্যাধিরূপ শত্রু। ২ কর্ণিকার বৃক্ষ। (রাজনি°)

ব্যাধিবিপরীত (পুং) ব্যাধের্বিপরীতঃ। ব্যাধির বিপরীত ঔষধাদি, যথা—অতীসাররোগে মলরোধক পাঠাদি এবং মসূরাদি পথ্য। (মাধবনি°)

ব্যাধিস্থান (ক্লী) ব্যাধির আশ্রয় স্থান দেহ ও মন, ব্যাধিনিলয়, ব্যাধ্যায়তন।

ব্যাধিহন্তৃ (পুং) ব্যাধের্হন্তা। বারাহী নামক কন্দশাক, চালত শূয়ার আলু। (রাজনি°) ২ রোগনাশক।

ব্যাধিহর (ত্রি) ব্যাধি-হৃ-অপ্। ব্যাধিনাশক, রোগনাশক।

ব্যাধী (স্ত্রী) অসুখ। অশান্তি। (অথর্ব্ব ৭।১১৪।২)

ব্যাধুত (ত্রি) বি-আ-ধু-ক্ত। কম্পিত। (শব্দরত্না°)

ব্যাধূত (ত্রি) বি-আ-ধূ-ক্ত। কম্পিত।

"উন্মীলন্মধুগন্ধলুব্ধমধুপব্যাধূতচূতাঙ্কুর-
ক্রীড়ৎকোকিলকাকলীকলকলৈরুদ্গীর্ণকর্ণজ্বরাঃ।"

(গীতগোবিন্দ ১।৩৬)

ব্যাধ্য (ত্রি) ব্যাধসম্পর্কীয়। ২ শিব।

ব্যাধ্যগল (পুং) দামোদরকৃত বৈদ্যকগ্রন্থ।

ব্যান (পুং) ব্যানিতি সর্ব্বশরীরং ব্যাপ্নোতীতি বি-আ-অন-অচ্। শরীরস্থিত পঞ্চ বায়ুর অন্তর্গত সর্ব্ব শরীরগত বায়ু, প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পঞ্চবায়ু। এই পঞ্চ বায়ুর মধ্যে ব্যানবায়ু সর্ব্বশরীরগামী অর্থাৎ এই বায়ু সর্ব্বশরীরে বিচরণ করে।

"হৃদি প্রাণো গুদেঽপানঃ সমানো নাভিসংস্থিতঃ।
উদানঃ কণ্ঠদেশে চ ব্যানঃ সর্ব্বশরীরগঃ॥" (অমরটীকা ভরত)

হৃদয়দেশে যে বায়ু অবস্থিত, তাহার নাম প্রাণ, অপান, নাভিদেশে সমান, কণ্ঠদেশে উদান এবং ব্যানবায়ু অবস্থিত। ব্যানবায়ুর কার্য্য—সর্ব্বদেহচারী

দ্বারা রসবহন, ঘর্ম্ম ও রক্তস্রাব এবং গমন,উৎক্ষেপণ, উৎক্ষেপণ, নিমেষ ও উন্মেষ এই পাঁচপ্রকার কার্য্য হইয়া থাকে। দেহী-দিগের প্রায় সকল ক্রিয়াই ব্যানবায়ু দ্বারা সম্পন্ন হয়। এই বায়ুর প্রস্যন্দন, উদ্বহন, পূরণ, বিরেচন ও ধারণ এই পাঁচপ্রকার ক্রিয়া। দেহে এই বায়ু কুপিত হইলে প্রায় সকল দেহগত রোগ হইয়া থাকে। * (ভাবপ্রকাশ)

ব্যানদা (স্ত্রী) ব্যানং দদাতীতি দা-ক, স্ত্রিয়াং টাপ্। সকল শরীরসঞ্চারি ব্যানবায়ুদানকারিণী।

"প্রাণদা অপানদা ব্যানদা বর্চোদা বরিবোদাঃ" (শুক্লযজুঃ ১৭।১৫)
'ব্যানদা ব্যানং সর্ব্বশরীরসঞ্চারিবায়ুং দদাতীতি' (মহীধর)

ব্যানশি (ত্রি) ব্যাপনশীল। ব্যাপকা। (ঋক্ ৭।৫০।৩)

ব্যাপক (ত্রি) বিশেষেণাপ্নোতি বি-আপ-ণ্বুল্। ১ অধিকদেশ-বৃত্তি, যাহা অনেক স্থানে ব্যাপিয়া থাকে। ২ ন্যায়োক্তবাধিকরণ বৃত্ত্যভাবা প্রতিযোগিপদার্থ, তন্নিষ্ঠাত্যন্তাভাবা প্রতিযোগী।

"সাধ্যস্য ব্যাপকো যস্তু হেতোরব্যাপকস্তথা।
স উপাধির্ভবেত্তস্য নিষ্কর্ষোহয়ং প্রদর্শ্যতে॥" (ভাষাপরিচ্ছেদ)

অত্যন্তাভাবের যে প্রতিযোগী অর্থাৎ অভাব, সেই ব্যাপক ২ আচ্ছাদক।

"পক্ষস্তু ব্যাপকং সারসন্দিগ্ধমনাকুলম্।
অব্যাখ্যাগমামিত্যোবমুক্তরং তদ্বিদো বিদুঃ॥"

পক্ষস্তু ভাষার্থস্তু ব্যাপকং আচ্ছাদকং অভিযোগাপ্রতিকূল-মিতি" (ব্যবহারতত্ত্ব)

ব্যাপকন্যাস (পুং) পূজাঙ্গন্যাসভেদ। পূজাদি কার্য্যে এই ন্যাস করিতে হয়। যে দেবতার পূজা করিতে হয়, সেই দেবতার মূলমন্ত্রে শিরোভাগ হইতে পাদ পর্য্যন্ত ন্যাস করাকে ব্যাপক ন্যাস কহে।

"আদাবৃষ্যাদিকোন্যাসঃ করশুদ্ধিস্ততঃপরম্।
অঙ্গুলিব্যাপকন্যাসে হৃদাদিন্যাস এব চ॥" (তন্ত্রসার)

ব্যাপত্তি (স্ত্রী) বি-আপ-ক্তি। ব্যাপদ্, বিপদ্, মৃত্যু।

ব্যাপদ্ (স্ত্রী) বি-আ পদ-ক্বিপ্। মৃত্যু, আপদ্।

ব্যাপন (স্ত্রী) বি-আপ-ল্যুট্। ১ ব্যাপ্তি, বিস্তার। ২ আচ্ছাদন

ব্যাপনীয় (ত্রি) বি-আপ-অনীয়র্। ব্যাপনযোগ্য, ব্যাপ্তির যোগ্য। ২ আচ্ছাদনীয়।

ব্যাপন্ন (ত্রি) বি আ-পদ-ক্ত। ১,মৃত। ২ বিপন্ন, বিপদ্গ্রস্ত ক্ষতিগ্রস্ত, সংসারে জড়িত।

ব্যাপাদ (পুং) বি-আ-পদ-ক্ত। দ্রোহচিন্তন, পরের অনিষ্ট চিন্তন। ২ মারণ, বিনাশ, বধ।

ব্যাপাদক (ত্রি) ব্যাপাদয়তীতি বি-আ-পদ-ণিচ্-ণ্বুল্। ১ ব্যাপাদনকারী, বিনাশকারী।

ব্যাপাদন (স্ত্রী) বি-আ-পদ-ণিচ্-ল্যুট্। ১ মারণ। ২ পরা-নিষ্ট চিন্তন, পরের অনিষ্ট চিন্তা। (অমরটীকায় রামাশ্রম)

ব্যাপাদনীয় (ত্রি) বি-আ-পদ-ণিচ্-অনীয়র্। ব্যাপাদনযোগ্য, ব্যাপাদনের উপযুক্ত।

ব্যাপাদয়িতব্য (ত্রি) বি-আ-পদ-ণিচ্-তব্য। ব্যাপাদনযোগ্য।

ব্যাপাদিত (ত্রি) বি-আ-পদ-ণিচ্-ক্ত। মারিত।

"একা চেদ্বহুভিঃ কাপি দৈবাদ্ব্যাপাদিতা ভবেৎ।
পাদং পাদঞ্চ হত্যায়াশ্চরেয়ুস্তে পৃথক্ পৃথক্॥" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

ব্যাপার (পুং) বি-আ-পৃ-ঘঞ্। ১ কর্ম্ম। ২ সাহায্য।

"আযাপ্যরুন্ধতী তত্র ব্যাপারং কর্ত্তুমর্হতি।
প্রায়েণৈবম্বিধে কার্য্যে পুরন্ধ্রীণাং প্রগল্ভতা॥" (কুমার ৬।৩২)
'ব্যাপারং সাহায্যং' (মল্লিনাথ)

৩ নৈয়ায়িক মতে করণজন্য ক্রিয়াজনক পদার্থ, যে পদার্থ করণজন্য ক্রিয়ার জনক হয়, তাহাই ব্যাপার। "তজ্জন্যত্বে সতি তজ্জন্য জনকো ব্যাপারঃ" তজ্জন্য হইয়া অর্থাৎ করণজন্য হইয়া তজ্জন্য জনক ব্যাপার।

"বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগো ব্যাপারঃ সোঽপি ষড়্বিধঃ।"
(ভাষাপরিচ্ছেদ)

বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের যে সংযোগ তাহার নাম ব্যাপার, এই ব্যাপার ষড়্বিধ। ৪ ব্যবসায়, চলিত ক্রীত দ্রব্যের উপর অধিক যে লাভ করা হয়, তাহাকে ব্যাপার কহে।

ব্যাপারক (পুং) ব্যাপার স্বার্থে কন্। ব্যাপার শব্দার্থ।

"নিয়তবিষয়াভিমানব্যাপারকোঽহঙ্কারঃ স্বীকার্য্যঃ"(কুসুমাঞ্জলি)
অহঙ্কারের কার্য্যই নিয়ত বিষয়াভিমান।

ব্যাপারণ (স্ত্রী) আদেশ। নিয়োগ। (পা ৮।২।১০৪)

ব্যাপারবত্তা (স্ত্রী) ব্যাপারবতো ভাবঃ ব্যাপারবৎ তল্-টাপ্। ব্যাপারবিশিষ্টের ভাব ব। ধর্ম্ম, ব্যাপার।

ব্যাপারবৎ (ত্রি) ব্যাপারো বিদ্যতেঽস্য মতুপ্, মস্য ব। ব্যাপারবিশিষ্ট, ব্যাপারযুক্ত।

ব্যাপারিন্ (ত্রি) ব্যাপারোঽস্যাস্তীতি ব্যাপার-ইনি। ১ ব্যাপার বিশিষ্ট। ২ ব্যবসায়ী।

* "কৃৎস্নদেহচরো ব্যানো রসসংবাহনোদ্যতঃ।
স্বেদাসৃক্স্রাবণশ্চাপি পঞ্চধা চেষ্টয়ত্যপি।
গত্যুৎক্ষেপণোৎক্ষেপনিমেষোন্মেষণাদিকাঃ।
প্রায়ঃ সর্ব্বাঃ ক্রিয়াস্তস্মিন্ প্রতিবদ্ধাঃ শরীরিণাম্।
প্রস্যন্দনোদ্বহনং পূরণঞ্চ বিরেচনম্।
ধারণঞ্চেতি পঞ্চৈতাশ্চেষ্টা প্রোক্তা মতঙ্গতঃ।
ক্রুদ্ধঃ স কুরুতে রোগান্ প্রায়শঃ সর্ব্বদেহগান্।"
(ভাবপ্রকাশ প্রথম ভাগ

লাক্ষালোহাদিব্যাপারী রসাদিবিক্রয়ী চ যঃ।
স যাতি নাগকুণ্ডেকং নাগৈর্বেষ্টিত এব চ॥" (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু°)

ব্যাপিত্ব (ক্লী) ব্যাপিনো ভাবঃ ব্যাপিন্-ত্ব। ১ ব্যাপীর ভাব বা ধর্ম্ম, ব্যাপকের ভাব বা ধর্ম্ম। ব্যাপকত্ব।

ব্যাপিন্ (পুং) ব্যাপ্নোতি সর্ব্বমিতি বি-আপ-ণিনি। ১ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৬৩) বিষ্ণু চরাচর সকল স্থান ব্যাপিয়া আছেন এই জন্য তাহাকে ব্যাপী কহে। (ত্রি) ২ ব্যাপক, যাহা ব্যাপিয়া থাকে।

"ত্রিসন্ধ্যাব্যাপিনী যা তু সৈব পূজ্যা সদা তিথিঃ।
ন তত্র যুগ্মাদরণমন্যত্র হরিবাসরাৎ॥" (তিথিতত্ত্ব)

ব্যাপীত (ত্রি) সম্পূর্ণরূপে পীত। (বৃ°সংহিতা ৭২।৪)

ব্যাপৃত (পুং) বি-আ-পৃ-ক্ত। ১ কর্ম্মসচিব, মন্ত্রী, রাজকর্ম্মচারী।
'নিয়োগী কর্ম্মসচিব আয়ুক্তো ব্যাপৃতশ্চ সঃ।' (হেম)
(ত্রি) ২ ব্যাপারযুক্ত, কার্য্যরত, কার্য্যে নিযুক্ত।

ব্যাপৃতি (স্ত্রী) বি-আ-পৃ-ক্তিন্। ব্যাপার।

ব্যাপ্ত (ত্রি) বি-আপ-ক্ত। ১ সম্পূর্ণ। পর্য্যায় পূর্ণ, আচিত, ছন্ন, পূরিত, ভরিত, নিচিত। (হেম) ২ খ্যাত। ৩ সমাক্রান্ত। (মেদিনী) ৪ স্থাপিত। (অমরটীকা রায়মুকুট) ৫ ব্যাপ্তিযুক্ত। ৬ প্রসিদ্ধ। ৭ বেষ্টিত, পরিপূরিত। ৮ বিস্তারিত।

ব্যাপ্তি (স্ত্রী) বি-আপ-ক্তিন্। ১ ব্যাপন, সর্ব্বত্র অবস্থান। ২ রঞ্জন, (মেদিনী) হেমচন্দ্র-অভিধানে রঞ্জ স্থানে লম্ভন এইরূপ অর্থ দেখিতে পাওয়া যায়। ৩ অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্যের অন্তর্গত ঐশ্বর্য্য বিশেষ।

'অণিমা লঘিমা ব্যাপ্তি প্রকাম্যং মহিমেশিতা।
বশিকামাবসায়িত্বে ঐশ্বর্য্যমষ্টধা স্মৃতম্॥' (শব্দমালা)

অণিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিতা, বশিত্ব, ও কামাবসায়িতা এই অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য।

৩ নৈয়ায়িকদিগের মতে সাধ্য বশিষ্টের অন্তাবৃত্তিত্বই ব্যাপ্তি।
"ব্যাপ্তিঃ সাধ্যবদন্যস্মিন্নসম্বন্ধ উদাহৃতঃ।
অথবা হেতুমন্নিষ্ঠবিরহাপ্রতিযোগিনা॥
সাধ্যেন হেতোরৈকাধিকরণ্যং ব্যাপ্তিরুচ্যতে।
ব্যভিচারস্যাগ্রহোঽপি সহচারগ্রহস্তথা॥" (ভাষাপরিচ্ছেদ)

সাধ্য বিশিষ্টের অন্য বিষয়ে যে অসম্বন্ধ অর্থাৎ অবৃত্তিত্ব, তাহাই ব্যাপ্তি। ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ 'বহ্নিমান্ ধূমাৎ' ধূম-হেতুক বহ্নিযুক্ত, এইস্থলে বহ্নিসাধ্য এবং মহানসাদি সাধ্যবান্, উনানে প্রভৃতিতে ঐ সাধ্য বহ্নি আছে, এইজন্য উহা সাধ্যবান্, অন্য অর্থাৎ সাধ্যবানের অন্য জলহ্রদাদি; জলহ্রদ প্রভৃতিতে সাধ্যবহ্নি নাই। সুতরাং উহা অন্য, তাহাকে অর্থাৎ জলহ্রদাদিতে সাধ্যবৃত্তিত্ব অসম্বন্ধ, জলহ্রদ প্রভৃতিতে ধূমের কোনরূপ সম্বন্ধই থাকিতে পারে না। উহাই ব্যাপ্তি। অথবা হেতুমন্নিষ্ঠ বিরহের যে অপ্রতিযোগী সাধ্য তাহার সহিত হেতুর যে ঐকাধিকরণ্য তাহার নাম ব্যাপ্তি।

"কা ব্যাপ্তিরিত্যত আহ। ব্যাপ্তিরিতি, বহ্নিমান্ ধূমাদিত্যাদৌ সাধ্যো বহ্নিঃ, সাধ্যবান্ মহানসাদিঃ, তদন্যো জলহ্রদাদিঃ, তদ্বৃত্তিত্বং ধূমস্যেতি লক্ষণসমন্বয়ঃ" (মুক্তাবলী)

নব্য ন্যায়ে ব্যাপ্তির লক্ষণ আলোচিত হইয়াছে। অতি সংক্ষেপে তাহার বিষয় আলোচিত হইল। বি-আপ-ক্তি, ব্যাপ্তি—বিশেষ রূপে আপ্তি বা সম্বন্ধ, সুতরাং বিশেষ সম্বন্ধই ব্যাপ্তি। ব্যাপ্তির সাধারণ লক্ষণ বলিতে গেলে বলা যায় যে অব্যভিচরিত সম্বন্ধই ব্যাপ্তি, যে সম্বন্ধের কোনরূপ ব্যভিচার হয় না। সম্বন্ধের বিশেষত্বই অব্যভিচার নামে অভিহিত। তদ্ব্যতিরেকে অবস্থিতির নাম ব্যভিচার।

নৈয়ায়িকদিগের ভাষায় প্রতিযোগী, অনুযোগী প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দ সকল ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার অর্থ না বুঝিলে সকল শব্দের অর্থবোধ হয় না। তাহাদের অর্থ এইরূপ. প্রতিযোগী—যাহার সহিত সম্বন্ধ হয়, তাহাই সম্বন্ধের প্রতিযোগী নামে অভিহিত হয় এবং যাহাতে ঐ সম্বন্ধ থাকে, তাহাই অনুযোগী। যোগশব্দে সম্বন্ধ বুঝায়। যোগযুক্ত যোগী কহে। প্রতি শব্দের অর্থ প্রতিকূল এবং অনু শব্দের অর্থ অনুকূল, অতএব প্রতিকূল-সম্বন্ধীর নাম অনুযোগী।

ঘটের সহিত ঘটত্বের যে সম্বন্ধ আছে, তাহা সমবায় সম্বন্ধ। এই সমবায় সম্বন্ধের প্রতিযোগী ঘটত্ব এবং অনুযোগী ঘট। ঘটত্বের সহিত ঘটত্বের সমবায় সম্বন্ধ হয় না, ঘটেই সমবায় সম্বন্ধ হইয়া থাকে। অতএব এই সমবায় সম্বন্ধের প্রতিযোগী ঘটত্ব এবং অনুযোগী ঘট। কারণ ঘটত্বের সমবায় ঘটত্বে থাকিতে পারে না, ঘটেই থাকে। সুতরাং ঘটত্ব সমবায় সম্বন্ধী, অতএব ইহাকে প্রতিকূল সম্বন্ধী বলা যাইতে পারে। কিন্তু ঘটত্ব সমবায়ের সম্বন্ধী হইয়াও তাহার আশ্রয় হয় না, সুতরাং তাহাকে অন্যস্থলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য করে। এই কারণে ঘটত্ব সমবায়ের প্রতিযোগী। কিন্তু ঘট সমবায়ের অনুকূল সম্বন্ধী সুতরাং অনুযোগী। কারণ সমবায় ঘটাশ্রিত অর্থাৎ ঘটকে আশ্রয় করিয়া আছে।

আরও ইহার একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক। মানব আসনে উপবেশন করিয়া আছে, মানবের সহিত আসনের অবশ্যই সম্বন্ধ আছে, ঐ সম্বন্ধের প্রতিযোগী মানব এবং অনুযোগী আসন। এই কারণে মানব আসনে আছে, ইহাই অনুভব হইয়া থাকে, আসন মানবে আছে এইরূপ কখনই অনুভব হয় না।

বহ্নির সহিত ধূমের ব্যাপ্তি সম্বন্ধ আছে, এইজন্য বহ্নি ও ধূম যথাক্রমে ব্যাপ্তির প্রতিযোগী ও অনুযোগী। এই ব্যাপ্তির প্রতিযোগী ও অনুযোগীর অপর নাম ব্যাপক ও ব্যাপ্য। বহ্নি ধূমের ব্যাপক এবং ধূম বহ্নির ব্যাপ্য। সকল স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে ব্যাপ্যদ্বারা ব্যাপকের অনুমান হইয়া থাকে। ব্যাপ্যের সত্তায় ব্যাপকের সত্তা অবশ্যম্ভাবিনী। অতএব ধূমের সত্তায় বহ্নির সত্তা অবশ্যই থাকিবে। যেহেতু বহ্নি কারণ, ধূম কার্য্য। কারণ বিনা কার্য্য হইতেই পারে না। এই জন্য ধূমদ্বারা বহ্নির অনুমান হইয়া থাকে।

কিন্তু ব্যাপকের সত্তা থাকিলে যে ব্যাপ্যের সত্তা থাকিবে এইরূপ নহে, কিন্তু ব্যাপ্যের সত্তায় ব্যাপকের সত্তা থাকিতেই হইবে। উত্তপ্ত অয়োগোলকে বহ্নির সত্তা আছে, কিন্তু উহাতে ধূমের সত্তা নাই, বহ্নির সত্তায় যে ধূমের সত্তা থাকিবে, তাহা নহে, কিন্তু ধূমের সত্তায় বহ্নির সত্তা থাকিতেই হইবে, ইহা নিশ্চয়, যেখানে যেখানে ধূম থাকিবে, সেই সেই স্থলেই বহ্নি থাকিবে, কিন্তু যেখানে যেখানে বহ্নি থাকিবে, সেই সেই স্থলে যে ধূম থাকিবে তাহা নহে, থাকিতেও পারে এবং নাও পারে। উত্তপ্ত অয়োগোলকে বহ্নি আছে, কিন্তু ধূম নাই, ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ।

বস্তুতঃ বহ্নি সকল সময়ে ধূম উৎপাদন করে না, সময় বা অবস্থা বিশেষে ধূম উৎপাদন হইয়া থাকে। সুতরাং বহ্নির সত্তায় যে ধূমের সত্তা তাহা হইতেই পারে না। কিন্তু ধূমের সত্তাতে বহ্নির সত্তা না থাকিয়াই পারে না। অতএব ব্যাপ্য ধূম ব্যাপক বহ্নির অনুমিতির কারণ, কিন্তু ব্যাপক বহ্নি ব্যাপ্য ধূমের অনুমিতির কারণ হইতে পারে না। অয়োগোলকে প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইয়াছে যে, বহ্নি আছে, অথচ তাহাতে ধূম নাই। সুতরাং ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি আছে বটে কিন্তু বহ্নিতে ধূমের ব্যাপ্তি নাই।

নব্য ন্যায়ে তত্ত্বচিন্তামণিগ্রন্থে ব্যাপ্তির অনেকগুলি লক্ষণ আছে তাহার প্রথম লক্ষণ এই—"সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বং ব্যাপ্তিঃ" (তত্ত্বচিন্তামণি)। সাধ্যের অভাববিশিষ্টের অবৃত্তিত্বই ব্যাপ্তি। ইহাতে কিছুই বুঝা যায় না, প্রত্যেক কথা ধরিয়া তবে তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে হইবে। ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ যে, যে স্থলে সাধ্যের অভাব থাকে, সেই স্থলে হেতু না থাকিলেও হেতু সাধ্য ব্যাপ্য হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। যাহা অনুমান করা হয়, তাহাই সাধ্য যে স্থলে বহ্নির অনুমান হয়, তথায় বহ্নি সাধ্য। যাহাদ্বারা অনুমান করা হয় তাহার নাম হেতু। ধূমদ্বারা বহ্নির অনুমান হয়, এই জন্য ধূম হেতু। 'বহ্নিমান্ ধূমাৎ' ধূমহেতুক বহ্নিযুক্ত হেতু যখন ধূম বিদ্যমান আছে, তখন সাধ্য যে বহ্নি তাহা নিশ্চয় আছে, এইরূপ অনুমিতি হইল। এইস্থলে বহ্নি সাধ্য এবং ধূম হেতু। বহ্নির অভাব জলহ্রদ প্রভৃতিতে বিদ্যমান আছে, অর্থাৎ জলাদিতে বহ্নি নাই, অতএব তথায় ধূমও নাই। সুতরাং ধূম বহ্নিব্যাপ্য। ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তিসম্বন্ধ আছে, কিন্তু 'ধূমবান্ বহ্নেঃ' বহ্নিহেতুক ধূমবিশিষ্ট এরূপ নহে কারণ এইস্থলে সাধ্যধূম, অয়োগোলকে সাধ্য যে ধূম তাহার অভাব আছে, কিন্তু তথায় বহ্নি আছে, অতএব বহ্নি ধূমের ব্যাপ্য হইতে পারে না, সুতরাং বহ্নিতে ধূমের ব্যাপ্তিসম্বন্ধ নাই।

দার্শনিক প্রণালী অনুসারে 'সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্' এই ব্যাপ্তির লক্ষণটী বুঝিতে হইলে প্রত্যেক শব্দের প্রতি লক্ষ্য করা আবশ্যক। পূর্ব্বে যে সম্বন্ধের প্রতিযোগী ও অনুযোগীর কথা বলা হইয়াছে, অভাবেরও সেইরূপ সেইরূপ প্রতিযোগী ও অনুযোগী আছে। 'যস্যাভাবঃ সএব প্রতিযোগী' যাহার অভাব সেই অভাবের প্রতিযোগী এবং যাহাতে অভাব বিদ্যমান থাকে, সেই অভাবের অনুযোগী বা অধিকরণ। প্রতিযোগীর ভাব বা ধর্ম্মকে প্রতিযোগিতা এবং অনুযোগীর ভাব বা ধর্ম্মকে অনুযোগিতা কহে। সুতরাং প্রতিযোগিতা শব্দে প্রতিযোগি-নিষ্ঠ এবং অনুযোগিতা শব্দে অনুযোগি-নিষ্ঠ বুঝিতে হইবে।

প্রতিযোগিতা ও অনুযোগিতা অভাবের জানিতে হইবে। প্রতিযোগিতা বা অনুযোগিতা অভাবনিরূপ্য বা অভাবনিরূপিত। এবং অভাব প্রতিযোগিতা ও অনুযোগিতার নিরূপক। এই নিরূপ্যনিরূপকভাব অনুভব দ্বারা জানা যায়। একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক, ভূতলে ঘটের অভাব আছে, 'যস্যাভাবঃ স এব প্রতিযোগী' যাহার অভাব হয়, সেই তাহার প্রতিযোগী হয়, সুতরাং এস্থলে ভূতলে ঘটের অভাব থাকায় ঘটই প্রতিযোগী হইল। ভূতলে ঘট থাকে, ঘটের অধিকরণ ভূতল, সুতরাং ভূতল অনুযোগী। অতএব স্থির হইল যে, অভাবের প্রতিযোগিতা ঘটনিষ্ঠ এবং অনুযোগিতা ভূতলনিষ্ঠ। কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে প্রতিযোগিতা শব্দের অর্থ প্রতিযোগিনিষ্ঠ এবং অনুযোগিতা শব্দে অনুযোগিনিষ্ঠ বুঝায়। সুতরাং অভাব ঘটনিষ্ঠ প্রতিযোগিতার নিরূপক।

যাহা কোন আধার বা অধিকরণে স্থিত হয়, তাহার নাম বৃত্তি। বৃত্তির ভাব বা ধর্ম্মকে বৃত্তিত্ব কহে। কোন কোন স্থলে বৃত্তিত্ব শব্দে বৃত্তিতাকে বুঝায়। বৃত্তিত্ব শব্দে আধেয়ত্ব, যে আধার বা অধিকরণে আধেয় পদার্থ সকল থাকে। সুতরাং আধেয়ত্ব বা বৃত্তিত্ব সেই আধার বা অধিকরণ দ্বারা নিরূপিত। অতএব সাধ্যাভাব শব্দের অর্থ নৈয়ায়িকদিগের ভাষায় বলিতে হইলে এই বলিতে হয় যে, সাধ্যাভাব—সাধ্যনিষ্ঠ প্রতিযোগিতানিরূপক অভাব। এই অভাবের অধিকরণ বা আধার হইল সাধ্যাভাব-

বান্; অন্বয়ত্ব শব্দের অর্থ বৃত্তিত্বের অভাব। বৃত্তিত্বনিশ্চয়ই সাধ্যাভাবের অধিকরণরূপে নিরূপিত হইয়া থাকে। এইরূপ হইলে এইক্ষণ ব্যাপ্তির লক্ষণের অর্থ হইল যে, "সাধ্যাভাব-বদবৃত্তিত্বং ব্যাপ্তিঃ" ইহার অর্থ এইরূপ হইবে যে সাধ্যনিষ্ঠ-প্রতিযোগিতানিরূপক যে অভাব সেই অভাবের অধিকরণ-নিরূপিত যে বৃত্তিত্ব সেই বৃত্তিত্বের অভাবই ব্যাপ্তি। কিরূপে এই লক্ষণ সমন্বয় হয়, তাহার বিষয় বলা যাইতেছে 'বহ্নিমান্ ধূমাৎ' এইস্থলে সাধ্য বহ্নি, অর্থাৎ প্রতিপাদনীয়, বহ্নিনিষ্ঠ প্রতিযোগিতা-নিরূপক অভাব হইল বহ্নির অভাব, এই অভাবের অধিকরণ জলহ্রদাদি, জলহ্রদাদি অধিকরণে বহ্নি নাই, তাহার অভাব আছে, তন্নিরূপিত বৃত্তিত্ব ধূমে নাই অর্থাৎ ধূমে তাদৃশ বৃত্তিত্বের অভাব আছে। সুতরাং ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি আছে, ইহা স্থির হইল।

টীকাকারগণ এই লক্ষণের উপর বিস্তর আপত্তি ও তাহার খণ্ডন করিয়াছেন, এক একটী করিয়া লক্ষণ নির্ণয় করিয়া আবার তাহার উপর দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন। এইরূপে ব্যাপ্তির পাঁচটী লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এই পাঁচটী লক্ষণ ব্যাপ্তিপঞ্চক নামে অভিহিত, কিন্তু এই পাঁচটী লক্ষণেই দোষ প্রদর্শন করিয়া সিদ্ধান্তলক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন। এই লক্ষণটী এইরূপ ভাবে করা হইয়াছে যে, ইহাতে কোনস্থলেই দোষ দিবার উপায় নাই। এই লক্ষণে বুদ্ধিচাতুর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। নব্য নৈয়ায়িকগণ কিরূপ বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা করিয়াছেন, তাহা এই ব্যাপ্তিপঞ্চক এবং সিদ্ধান্তলক্ষণ পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

টীকাকারগণ 'সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্' এই লক্ষণের যে সকল আপত্তি ও তাহার সমাধান করিয়াছেন, তাহার মধ্যে একটী আপত্তি ও তাহার সমাধান প্রদর্শিত হইল। নৈয়ায়িকদিগের মতে সংযোগ, সমবায় প্রভৃতি নানাপ্রকার সম্বন্ধ আছে, তাহার মধ্যে অবয়বের সহিত অবয়বীর যে সম্বন্ধ তাহাকে সমবায় সম্বন্ধ কহে, ইহা ব্যতীত দুইটী দ্রব্যের সম্বন্ধের নাম সংযোগ। বহ্নি ও বহ্নির অবয়বের সহিত যে সম্বন্ধ ইহা সমবায় সম্বন্ধ, দেহের সহিত দেহীর যে সম্বন্ধ তাহা সমবায়। কিন্তু বহ্নির সহিত পর্ব্বতের বা মহানসের যে সম্বন্ধ তাহা সংযোগসম্বন্ধ, সমবায়সম্বন্ধ নহে। বহ্নি সমবায় সম্বন্ধে কেবলমাত্র স্বাবয়বে থাকে, অন্যস্থলে থাকিতে পারে না। কিন্তু সংযোগ সম্বন্ধে বহু স্থানে থাকে, পর্ব্বত মহানস (উনান) প্রভৃতিতে যে বহ্নি থাকে, উহা সংযোগ সম্বন্ধে; বহ্নি সমবায় সম্বন্ধে কখন পর্ব্বতাদিতে থাকে না এবং থাকিতেও পারে না, ইহা ধ্রুবসত্য। যে স্থলে যে সম্বন্ধে যে বস্তু থাকে না, সেই স্থলে সেই সম্বন্ধে সেই বস্তুর অভাব অবশ্যই থাকে। অতএব সমবায় সম্বন্ধে পর্ব্বতে বহ্নি নাই, সুতরাং সমবায় সম্বন্ধে বহ্নির অভাব পর্ব্বতে আছে! অথচ সেই স্থলে ধূম আছে, সুতরাং ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি থাকিতে পারিতেছে না। কারণ সমবায় সম্বন্ধে যে বহ্নির অভাব, পর্ব্বতও তাহার অধিকরণ বা আধার বটে। কিন্তু পর্ব্বত-নিরূপিত বৃত্তিত্বের অভাব ধূমে নাই। পর্ব্বত নিরূপিত বৃত্তিত্বই ধূমে রহিয়াছে। আরও একটী কথা এই যে, পর্ব্বতে বহ্নি আছে, সংযোগ সম্বন্ধে বহ্নি পর্ব্বতে আছে বলিয়া সংযোগ সম্বন্ধে বহ্নির অভাব পর্ব্বতে নাই ইহা সত্য। কিন্তু পার্ব্বতীয় বহ্নিই সংযোগ সম্বন্ধে পর্ব্বতে আছে, কিন্তু মহানসে যে বহ্নি আছে, সেই বহ্নি সংযোগ সম্বন্ধে পর্ব্বতে নাই। মহানসীয় বহ্নি মহানসে এবং পার্ব্বতীয় বহ্নি পর্ব্বতে আছে। মহানসীয় বহ্নির সংযোগ পর্ব্বতে বা পার্ব্বতীয় বহ্নির সংযোগ মহানসে কোন ক্রমেই হইতে পারে না। এখন সিদ্ধান্ত হইল যে, মহানসীয় বহ্নির অভাব সংযোগ সম্বন্ধে পর্ব্বতে আছে, তাহাতে আর ভুল নাই, মহানসীয় বহ্নিও বহ্নি। সুতরাং পর্ব্বতও ঐ অভাবের অধিকরণ। অথচ পর্ব্বতে ধূম রহিয়াছে। অতএব ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি কিরূপে হইতে পারে?

এই আপত্তির উক্তরূপ উত্তর অভিহিত হইয়াছে। 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ' ধূমহেতু পর্ব্বত বহ্নিযুক্ত। এই স্থলে বহ্নি সাধ্য এবং ধূম হেতু হইয়াছে। পূর্ব্বে যে সমবায় সম্বন্ধে বহ্নি সাধ্য বলা হইয়াছে, কিন্তু তাহা নহে, সংযোগ সম্বন্ধে এই স্থলে বহ্নি সাধ্য হইয়াছে। পর্ব্বতে ধূম দর্শনে ইহাই অনুমিত হয় যে, তথায় সংযোগ সম্বন্ধে বহ্নি আছে, সমবায় সম্বন্ধে নাই। কারণ কেবল বহ্নি বহ্নির স্বাবয়বে সমবায় সম্বন্ধে থাকে, অন্যত্র থাকিতে পারে না। যে স্থলে যে সম্বন্ধে যে বস্তু থাকে বা থাকিতে পারে, তথায় সেই সম্বন্ধেই সেই বস্তু সাধ্য হইবে। যে স্থলে যে সম্বন্ধে যে বস্তুর সত্তা অসম্ভব, তথায় সে সম্বন্ধে সে বস্তু সাধ্য হইতে পারে না। সুতরাং ব্যাপ্তির লক্ষণে যে সাধ্যাভাব বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ এই যে, যে সম্বন্ধে সাধ্য হইতে পারে, সেই সম্বন্ধেই সাধ্যের অভাব বুঝিতে হইবে।

কিন্তু এই স্থলে 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ' সংযোগ সম্বন্ধে বহ্নি সাধ্য হইয়াছে, সমবায় সম্বন্ধে সাধ্য হয় নাই, কারণ সমবায় সম্বন্ধে পর্ব্বতে বহ্নি থাকিতেই পারে না। অতএব পর্ব্বতে যে বহ্নির সংযোগ তাহা সংযোগ সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে। অতঃপর এই স্থলে লক্ষণসমন্বয় করিয়া দেখা যাউক। সংযোগ সম্বন্ধে বহ্নির অভাব পর্ব্বতে নাই, সংযোগ সম্বন্ধে বহ্নির অভাব বহ্নির অবয়বে এবং যে স্থলে বহ্নি নাই, তথায় আছে। বহ্নির অবয়বে বা বহ্নিশূন্য প্রদেশে কখনই ধূম থাকিতে পারে না, সুতরাং

সাধ্যাভাবের যে অধিকরণ তন্নিরূপিত বৃত্তিত্ব ধূমে নাই। অতএব সমবায় সম্বন্ধে বহ্নির অভাব পর্ব্বতে থাকা সত্ত্বেও ধূমে ব্যাপ্তি হইয়াছে, তাহাতে কোন দোষ নাই।

'বহ্নিমান্'-এই স্থলে কেবল বহ্নিত্ব রূপে বহ্নি সাধ্য হইয়াছে, মহানস সম্বন্ধীয় বহ্নিত্ব রূপে সাধ্য হয় নাই, কারণ 'বহ্নিমান্' বলিলে কেবল মাত্র বহ্নির বোধ হয়। মহানসীয় বহ্নিত্বের বোধ হয় না। 'পর্ব্বতে মহানসীয় বহ্নির্নাস্তি" পর্ব্বতে মহানস সম্বন্ধীয় বহ্নি নাই, এই রূপ বোধ হইলেও পর্ব্বতে যে বহ্নি নাই ইহা কিছুতেই প্রতীত হয় না। মহানসীয় বহ্নিত্ব রূপে বহ্নির অভাব পর্ব্বতে আছে, কিন্তু শুদ্ধ বহ্নিত্ব রূপে বহ্নির অভাব পর্ব্বতে নাই। 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ' এই স্থলে শুদ্ধ বহ্নিত্ব রূপে বহ্নি সাধ্য হইয়াছে, মহানসীয় বহ্নিত্ব রূপে সাধ্য হয় নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে রূপে সাধ্য হইবে, সেই রূপেই সাধ্যাভাব শব্দের অর্থ ধরিতে হইবে। অতএব পর্ব্বতে মহানসীয় বহ্নির অভাব থাকিলেও ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি থাকিবার কোনই বাধা হয় না।

নব্য নৈয়ায়িকদিগের ভাষায় সাধ্যাভাব শব্দের অর্থ করিতে হইলে এইরূপ করিতে হয়।

সাধ্যাভাব—সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নসাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতানিরূপক অভাবই—সাধ্যাভাব শব্দের অর্থ।

এই সকল শব্দের প্রত্যেক শব্দের অর্থ না করিলে উহার অর্থ কিছুই বুঝা যায় না। সংক্ষিপ্ত ভাবে উহার অর্থ এইরূপ। সাধ্যের ধর্ম্মের নাম সাধ্যতা, সাধ্য যে সম্বন্ধে সাধ্য হয়, সেই সম্বন্ধকেই সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ কহে। এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্মের নাম সাধ্য অংশে প্রতীয়মান ধর্ম্ম অর্থাৎ যে রূপে সাধ্য হয়, সেই রূপ বা ধর্ম্মের নাম সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম। যে হেতু ঐ সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ বা ধর্ম্ম সাধ্যতার অবচ্ছেদ বা নিয়মন করিয়া থাকে।

বহ্নির সাধ্যতানিরূপণ করিতে হইলে সংযোগ সম্বন্ধে বহ্নির সাধ্যতা এবং সমবায় সম্বন্ধে বহ্নির সাধ্যতা এক নহে, বিভিন্ন। কারণ এক সাধ্যতার নিয়ামক বা পরিচায়ক সম্বন্ধ সংযোগ, অপর সাধ্যতার নিয়ামক বা পরিচায়ক সম্বন্ধ সমবায়। এই প্রকার বহ্নিগত সাধ্যতা এবং ঘটগত সাধ্যতাও পরস্পর ভিন্ন। কারণ বহ্নিগত সাধ্যতার নিয়ামক ধর্ম্ম বহ্নিত্ব এবং ঘটগত সাধ্যতার নিয়ামক ধর্ম্ম ঘটত্ব। যাহার অবচ্ছেদ করে, তাহার নাম অবচ্ছিন্ন। সাধ্যতারও যেরূপ অবচ্ছেদক সম্বন্ধ ও ধর্ম্ম আছে, প্রতিযোগিতারও সেইরূপ অবচ্ছেদক সম্বন্ধ ও ধর্ম্ম আছে। যে স্থলে সমবায় সম্বন্ধে বহ্নির অভাব হয়, তথায় ঐ অভাবের প্রতিযোগিতা সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন, এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক সংযোগ সম্বন্ধ অবচ্ছিন্ন নহে। এইরূপ মহানসীয় বহ্নির অভাবের প্রতিযোগিতা মহানসীয় বহ্নিত্বাবচ্ছিন্ন, এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম যে তাহা শুদ্ধ বহ্নিত্ব অবচ্ছিন্ন নহে। অতএব পর্ব্বতে উক্ত দুই প্রকার অভাব থাকিলেও ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তির কোন হানি হইতে পারে না, কারণ সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বা মহানসীয় বহ্নিত্বাবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা তন্নিরূপক অভাব পর্ব্বতে থাকিলেও সংযোগ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন এবং শুদ্ধ বহ্নিত্বাবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা তন্নিরূপক অভাব পর্ব্বতে নাই, সুতরাং ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি হইল।

(ব্যাপ্তিপঞ্চক)

নব্য নৈয়ায়িকগণ এই প্রণালীতে বুদ্ধিমত্তার অসাধারণ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। প্রতিযোগিতা, অনুযোগিতা, অবচ্ছেদকতা, অবচ্ছিন্ন প্রভৃতি শব্দের অর্থ উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম হইলে তবে ঐ সকল উত্তমরূপে বুঝিতে পারা যায়। ব্যাপ্তির একটী লক্ষণের আপত্তি ও খণ্ডন প্রসঙ্গে তাহার আভাস মাত্র প্রদর্শিত হইল। কিন্তু সিদ্ধান্ত লক্ষণে এই সকল কথা কিরূপ সূক্ষ্মভাবে আলোচিত হইয়াছে, তাহা যাঁহারা সিদ্ধান্ত লক্ষণ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই অবগত আছেন।

ব্যাপ্তিকর্ম্মন্ (পুং) ব্যাপ্তিবিশিষ্টং কর্ম্ম যস্ত। ব্যাপনক্রিয়া বিশিষ্ট, সকল স্থলে যাহার ক্রিয়া ব্যাপ্ত হইয়াছে। ইহার বৈদিক পর্য্যায় ইরজ্যতি, নক্ষতি, আক্ষাণ, আনট্, আষ্ট, আপান, অশৎ, নশৎ, আনশে, অশ্নুতে। (বেদনি০ ২।১৮ অ০)

ব্যাপ্তিমৎ (ত্রি) ব্যাপ্তি বিদ্যতেঽস্য ব্যাপ্তি-মতুপ্। ব্যাপ্তিবিশিষ্ট, ব্যাপ্তিযুক্ত।

ব্যাপ্তিত্ব (ক্লী) ব্যাপ্তিমতো ভাবঃ ব্যাপ্তিমৎ ভাবে ত্ব। ব্যাপ্তিমতের ভাব বা ধর্ম্ম, ব্যাপ্তি।

ব্যাপ্য (ক্লী) ব্যাপ্যতে ইতি বি-আপ-ণ্যৎ। সাধন, হেতু। "ব্যাপ্যং লিঙ্গঞ্চ সাধনং" (ত্রিকা০) লিঙ্গ, হেতু, কারণ। ব্যাপ্য দ্বারা ব্যাপকের অনুমিতি হইয়া থাকে। নৈয়ায়িক মতে ব্যাপ্তির অনুযোগীর নাম ব্যাপ্য [ব্যাপ্তি শব্দ দেখ] ২ কুষ্ঠৌষধ। (অমর) (ত্রি) ব্যাপ্তিবিশিষ্ট, ব্যাপনীয়।

"প্রস্থানং তে কুলিশকলনান্নিশ্চিতং পাণ্ডুতাগ্রে-
শ্চিত্তেঽস্মাকং তদপি রমতে যাহি যাহীতি বাণী;
অপ্রামাণ্যং কথয়তি সদা নন্দসূনোর্বিয়োগো
ব্যাপ্যজ্ঞানাদ্ব্রজকুলভুবাং ব্যাপকস্তাপ্রসিদ্ধৌ" ॥ (পদাঙ্কদূত)

ব্যাপ্যবৃত্তি (ত্রি) [illegible] যাহা অন্ন পদার্থে থাকে।

ব্যাপ্রিয়মাণ (ত্রি) [illegible] শানচ্। ব্যাপৃত, নিযুক্ত।

ব্যাম (পুং) [illegible] অনয়োর্মধ্যে ঘঞ্। পরিমাণ বিশেষ, এই পরিমাণ বাহুদ্বয় উভয় পার্শ্বে সম্পূর্ণ বিস্তৃত করিলে এক বাহুর অঙ্গুলির অগ্রভাগ হইতে অপর বাহুর অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্য্যন্ত দীর্ঘ পরিমাণ, চলিত বাঁও।

'ব্যামব্যামগুগ্রোধাস্তির্য্যগ্ বাহুপ্রসারিতৌ।' (হেম)

ব্যামিশ্র (ত্রি) বি-আ-মিশ্র-ঘঞ্। সংমিলিত, ভিন্ন বিষয়ের একীভাব করণ।

"ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।

তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োহহমাপ্নুয়াম্॥" (গীতা ৩।২)

'কচিৎ কর্ম্মপ্রশংসা, কচিদ্ জ্ঞানপ্রশংসা, ইত্যেবং ব্যামিশ্রং সন্দেহোৎপাদকমিব' (স্বামী) কখন কর্ম্মের প্রশংসা কখন জ্ঞানের প্রশংসা এইরূপ বিভিন্ন বাক্যকে ব্যামিশ্র কহে।

ব্যামোহ (পুং) বি-আ-মুহ-ঘঞ্। মোহ, অজ্ঞান।

ব্যাম্য (ত্রি) ১ বিরুদ্ধগমন বা নিয়ম লঙ্ঘন হেতু ব্যাথিত। ২ বিবিধরূপে পীড়িত। "বিগমনেন বিবিধং বা আময়তি (ব্যাধিতো ভবতি) পুরুষোহনেনেতি ব্যাম্যো যঃ পাশঃ।"

(অথর্ব্ব ৪।১৬।৮ ভাষ্য)

ব্যায়ত (ত্রি) বিশেষেণায়তং। ১ ব্যাপৃত, দৈর্ঘ্য।

"অপচিতমপি গাত্রং ব্যায়তত্বাদলক্ষ্যং।

গিরিচর ইব নাগঃ প্রাণসারং বিভর্ত্তি॥" (শকুন্তলা ২অ°)

২ দৃঢ়। ৩ অতিশয়। ৪ দূর। ৫ ব্যাম, বাঁও।

ব্যয়তন (ক্লী) আয়তন বিশিষ্ট।

ব্যায়াম (পুং) বি-আ-যম-ঘঞ্। ১ পৌরুষ। ২ ব্যাপার। ৩ শ্রম। ৪ বিষম। ৫ ব্যাম। (হেম) ৬ দুর্গসঞ্চার। (মেদিনী) ৭ মল্লক্রীড়া, পারসী কুস্তী। শ্রমসাধনব্যাপার, যে ক্রিয়া দ্বারা শারীরিক পরিশ্রম হয়, তাহাকে ব্যায়াম কহে। বৈদ্যকশাস্ত্রে ব্যায়ামের বিধান আছে।

"শরীরায়াসজননং কর্ম্ম ব্যায়ামসংজ্ঞিতম্।" (বৈদ্যক)

শরীরের আয়াসজনন কর্ম্মের নাম ব্যায়াম।

"ব্যায়ামো হি সদা পথ্যো বলিনাং স্নিগ্ধভোজিনাং।" (রাজব°)

স্নিগ্ধভোজী বলবান্ ব্যক্তিদিগের পক্ষে ব্যায়াম হিতজনক, এবং শীত ও বসন্ত ঋতুতে অতিশয় হিতকর হইয়া থাকে। বলবান্ আত্মহিতাভিলাষী ব্যক্তিদিগের পক্ষে সকল ঋতুতেই শক্তির অর্দ্ধপরিমাণে ব্যায়াম করা উচিত। কুক্ষি, ললাট এবং গ্রীবাদেশে যখন ঘর্ম্ম হয় তখনই শক্তির অর্দ্ধেক বলিয়া বুঝিতে হইবে এবং সেই সময়ই ব্যায়াম পরিত্যাগ করা বিধেয়।

চরকসংহিতায় ব্যায়ামের গুণদোষাদির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে। মনের অনুকূল এবং দেহের বলবর্দ্ধক যে শারীরিক চেষ্টা বা ক্রিয়া তাহাকে ব্যায়াম কহে। এই ব্যায়াম উপযুক্ত পরিমাণে করিতে হইবে। উপযুক্ত রূপে ব্যায়াম করিলে শরীরের জড়তা দূর এবং ক্রমশঃ বলবর্দ্ধিত হইয়া থাকে, এইরূপ পরিমাণে ব্যায়াম করিবে, যাহাতে শরীরের অতিশয় ক্লান্তি না হয়, ইহাই উপযুক্ত ব্যায়াম নামে অভিহিত। এই ব্যায়াম দ্বারা দেহ লঘু, কর্ম্মে সামর্থ্য, শরীর স্থির অর্থাৎ যৌবনভাবে অবস্থান, ক্লেশসহিষ্ণুতা, বাতাদিদোষের হ্রাসবৃদ্ধিনাশ ও অগ্নিবৃদ্ধি হয়।

যাহারা নিয়মিতরূপে ব্যায়াম করে, তাহাদের অগ্নি বৃদ্ধি হয়, সুতরাং বিরুদ্ধ, অবিরুদ্ধ, বিদগ্ধ, অবিদগ্ধ সকল প্রকার খাদ্যই পরিমিত ব্যায়ামশীল ব্যক্তির অনায়াসে পরিপাক হয় এবং অগ্নি বৃদ্ধি হইয়া থাকে, সুতরাং তাহাদের বাতাদিদোষ কুপিত হইতে পারে না। অগ্নিবৃদ্ধি হয় বলিয়া দোষানুকূল ব্যায়াম দ্বারা বাতাদিদোষের বৃদ্ধি না হইয়া বরং তাহাদের সমতাই হইয়া থাকে।

অতিশয় ব্যায়াম শরীরের বিশেষ অপকারজনক। ইহা দ্বারা শরীরের গ্লানি, মনোগ্লানি, ধাতুক্ষয়, তৃষ্ণা, রক্তপিত্ত, শ্বাস, কাস, জ্বর, বমি প্রভৃতি উপদ্রব ঘটিয়া থাকে। সুতরাং ইহা অতিমাত্রায় করা বিধেয় নহে। হস্তী যেরূপ অযথা বলে সিংহকে আক্রমণ করিলে আপনিই বিনষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ অতিমাত্রায় ব্যায়ামকারী ব্যক্তিও স্বয়ং বিনষ্ট হয়। (চরকসূত্রস্থান ৭অ°)

ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে যে,—

"লাঘবং কর্ম্মসামর্থ্যং বিভক্তঘনগাত্রতা।

দোষক্ষয়োঽগ্নিবৃদ্ধিশ্চ ব্যায়ামাদুপজায়তে॥

ব্যায়ামদৃঢ়গাত্রস্য ব্যাধির্নাস্তি কদাচন।

বিরুদ্ধং বা বিদগ্ধং বা ভুক্তং শীঘ্রং বিপচ্যতে॥" (ভাবপ্রকাশ)

ব্যায়াম দ্বারা শরীর লঘু, কর্ম্মে সামর্থ্য এবং বিভক্ত ঘনগাত্রতা, অর্থাৎ শরীরের যে স্থল যেরূপ হওয়া উচিত, কোন স্থল সরু, কোন স্থল মোটা এবং কোন স্থল দৃঢ় ইত্যাদি হওয়া, দোষ ক্ষয় এবং অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া থাকে। যাহাদের শরীর ব্যায়াম দ্বারা দৃঢ় হইয়াছে, তাহাদের কোন ব্যাধি হয় না, বিরুদ্ধ, বা বিদগ্ধ অন্ন শীঘ্র পরিপাক হইয়া থাকে, তাহাদের শরীর শীঘ্র শিথিল হয় না, ব্যায়াম দ্বারা স্থৌল্য আশু বিনষ্ট হইয়া থাকে, যাহাদের দেহ স্থূল, তাহারা ব্যায়াম করিলে তাহাদের শরীর শীঘ্র কৃশ হয়। অতএব ব্যায়াম সদৃশ স্থৌল্যনাশক আর কিছুই নাই। এই ব্যায়াম বলবান্ ও স্নিগ্ধভোজনকারীর পক্ষে বিশেষ উপকারক। ইহা বসন্ত ও শীত ঋতুতে অবশ্য কর্ত্তব্য এবং গ্রীষ্মাদি অন্য ঋতুতে যাহার যেরূপ শক্তি, তিনি তাহার অর্দ্ধশক্তিপরিমাণ ব্যায়াম করিবেন। অর্দ্ধ শক্তির লক্ষণ যতক্ষণ পর্য্যন্ত মুহুর্মুহুঃ শুষ্ক অর্থাৎ পিপাসা না হয় ও কপাল, নাসিকা, গাত্রসন্ধি ও কক্ষদ্বয়ে ঘর্ম্মোদ্গম হয়, তখনই অর্দ্ধ শক্তি বলিয়া জানিতে হইবে। এইরূপ চিহ্ন প্রাপ্ত হইলেই ব্যায়াম পরিত্যাগ করা উচিত। ইহার অধিক ব্যায়াম করিলে শরীরের অপকার হইয়া থাকে। সুস্থ ব্যক্তিরই ব্যায়াম কর্ত্তব্য, কিন্তু অসুস্থ ব্যক্তির পক্ষে ব্যায়াম নিতান্ত অপকারক।

"ভুক্তবান্ কৃতসম্ভোগঃ কাসী শ্বাসী কৃশঃ ক্ষয়ী।
রক্তপিত্তী ক্ষতী শোষী ন তং কুর্য্যাৎ কদাচন॥
অতিব্যায়ামতঃ কাসো জ্বরশ্ছর্দ্দিঃ শ্রমঃ ক্লমঃ।
তৃষ্ণা ক্ষয়ঃ প্রতমকো রক্তপিত্তঞ্চ জায়তে॥" (ভাবপ্র°)

ভুক্তবান্ প্রভৃতি ব্যক্তি ব্যায়াম করিবেন না, অর্থাৎ ভোজনের পর, রতিক্রীড়ার পর ব্যায়াম নিষিদ্ধ। ইহা ভিন্ন কাসরোগী, শ্বাসরোগী, কৃশ ব্যক্তি, ক্ষয়, রক্তপিত্ত, ক্ষত এবং শোষরোগী এই সকল ব্যক্তির পক্ষে ব্যায়াম বিশেষ অপকারক। যাঁহারা অতি ব্যায়াম করেন, তাঁহাদের কাসরোগ, জ্বর, ছর্দ্দি, শ্রম, ক্লম, তৃষ্ণা, ক্ষয়, প্রতমক অর্থাৎ তমক শ্বাস ও রক্তপিত্ত রোগ হইয়া থাকে। (ভাবপ্রকাশ ১ভা°)

ব্যায়াম প্রাতঃ ও সায়ংকালে কর্ত্তব্য। তদ্ভিন্ন অপর সময়ে উচিত নহে, অপর সময়ে করিলে শরীরের অপকার হয়।

ব্যায়ামবৎ (ত্রি) ব্যায়ামো বিদ্যতেঽস্য মতুপ্ মস্য ব। ব্যায়ামযুক্ত, ব্যায়ামবিশিষ্ট, ব্যায়ামকারী।

ব্যায়ামিক (ত্রি) ব্যায়াম সম্বন্ধীয়। "ব্যায়ামিকীনাং চ বিদ্যানাং জ্ঞানম্।" ইহা ৬৪ কলাবিদ্যার একতম। ভাগবত ১০।৪৫।৩৬ শ্লোকের টীকায় শ্রীধর স্বামী ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। কোন কোন গ্রন্থে 'ব্যায়ামিকী' স্থলে 'বৈতালিকী' পাঠ দেখা যায়।

ব্যায়ামিন্ (ত্রি) ব্যায়াম অস্ত্যর্থে ইনি। ১ ব্যায়ামবিশিষ্ট, ব্যায়ামকারী। ২ শ্রমশীল।

ব্যায়ুক (ত্রি) দ্রুত পলায়নশীল। (কাঠক ৩১।৩)

ব্যায়ুধ (ত্রি) আয়ুধহীন। (ভারত দ্রোণ°)

ব্যায়োগ (পুং) বি-আ-যুজ-ঘঞ্। দশবিধ রূপকের অন্তর্গত রূপকবিশেষ, দৃশ্যকাব্যভেদ, চলিত নাটকবিশেষ, অভিনয়যোগ্য বলিয়া ইহা দৃশ্যকাব্যের মধ্যে পরিগণিত।

"নাটকং-প্রকরণং ভাণঃ প্রহসনং ডিমঃ।
ব্যায়োগসমবাকারৌ বীথ্যঙ্কেহামৃগা ইতি।
অভিনেয়প্রকারাঃ স্যুর্ভাষাঃ ষট্‌সংস্কৃতাদিকাঃ॥" (হেম)

নাটক, প্রকরণ, ভাণ, প্রহসন, ডিম, ব্যায়োগ, সমবাকার প্রভৃতি দশপ্রকার দৃশ্যকাব্য। ইহার লক্ষণ—

"খ্যাতেতিবৃত্তো ব্যায়োগঃ স্বল্পস্ত্রীজনসংযুতঃ।
হীনো গর্ভবিমর্শাভ্যাং নরৈর্বহুভিরাশ্রিতঃ॥
একাঙ্কশ্চ ভবেদস্ত্রীনিমিত্তসমরোদয়ঃ।
কৈশিকীবৃত্তিরহিতঃ প্রখ্যাতস্তত্র নায়কঃ।
রাজর্ষিরথ দিব্যো বা ভবেদ্ধীরোদ্ধতশ্চ সঃ।
হাস্যশৃঙ্গারশান্তেভ্য ইতরেঽত্রাঙ্গিনো রসাঃ॥"

(সাহিত্যদর্পণ ৬।৫১৪)

ব্যায়োগ দৃশ্যকাব্যের ইতিবৃত্ত বিখ্যাত হইবে, অর্থাৎ মহাভারতাদি সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ হইতে ইহার ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিতে হইবে। ইহাতে স্ত্রীলোক অল্প এবং পুরুষ অধিক থাকিবে। ইহা গর্ভ, বিমর্ষ ও সন্ধিহীন হইবে। ইহার অঙ্ক একটী এবং ইহাতে অস্ত্রীনিমিত্ত সমর, অর্থাৎ যাহাতে স্ত্রীলোকের নিমিত্ত সমর সংঘটিত হয় নাই এরূপ প্রবন্ধ গঠন করিতে হইবে। কৌশিকী বৃত্তিতে ইহা বর্ণন করিতে নাই। ইহার নায়ক বিখ্যাত রাজর্ষি, দিব্য বা ধীরোদ্ধত হইবে। এই ব্যায়োগে শৃঙ্গার, হাস্য ও শান্তরস ভিন্ন অন্য সকল রস বর্ণন করিতে হয়। সংস্কৃত সৌগন্ধিকাহরণ একখানি ব্যায়োগগ্রন্থ।

ব্যারোজিন (পুং) স্থূলাস্থূলসমবিষমপালি। (সুশ্রুত ১।১৬ অ°)

ব্যারোষ (পুং) আক্রোশ।

ব্যাল (পুং) বিশেষেণ আসমন্তাৎ অলতীতি অল-পর্য্যাপ্তৌ-অচ্। ১ সর্প। ২ শ্বাপদ। (অমর) ৩ দুষ্টগজ। (মেদিনী)

"ব্যালভিপ্য তন্ত্ভিরন্যদিক্করঃ কর্ণকিদাবাদপদে... নিগ্রাহ॥"

(মাঘ ১২।২৮)

৪ পালিত শিকারী চিতাবাঘ। ৫ ব্যাঘ্র। (রাজনি°) ৬ রাজা। (অমরটীকা-মথুরেশ) ৭ বিষ্ণু। ৮ দণ্ডকচ্ছন্দোভেদ। (ত্রি) ৯ শঠ, ধূর্ত্ত, ক্রূর। ১০ অপকারী। (জটাধর)

ব্যালক (পুং) ব্যাল এব স্বার্থে-কন্। দুষ্টগজ। পর্য্যায়—গম্ভীরবেদী, অঙ্কুশদুর্দ্ধর, চালক। (ত্রিকা°) ২ শ্বাপদ, হিংস্রজন্তু। ৩ ব্যালশব্দার্থ।

ব্যালকরজ (পুং) ব্যাঘ্রনখ, নখী। (বৈদ্যকনি°)

ব্যালখড়্গ (পুং) ব্যালনখ, ব্যাঘ্রনখ। (রাজনি°)

ব্যালগন্ধা (স্ত্রী) ব্যালস্যেব গন্ধো যস্যাঃ। নাকুলী, নাকুলী নামক মহাকন্দশাক। চলিত—বিষলাঙ্গলিয়া। (রাজনি°)

ব্যালগ্রাহ (পুং) ব্যালং গৃহ্লাতীতি ব্যাল-গ্রহ-অণ্। ব্যালগ্রাহী, সাপুড়িয়া।

ব্যালগ্রাহিন্ (পুং) ব্যালং গৃহ্লাতীতি গ্রহ-ণিনি। বিশেষার্থ-সর্পধারী, যাহারা অর্থের জন্য সর্পাদি ধারণ করিয়া থাকে। সর্পখেলক, চলিত সাপুড়িয়া বা বেদিয়া বেদেরা সাপ ধরিয়া এবং তাহার ক্রীড়া দেখাইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। পর্য্যায়—আহিতুণ্ডিক আম্বুলি, আহিতুণ্ডিক, ব্যালগ্রাহ, গারুড়িক, বিষবৈদ্য। (শব্দরত্নাবলী)

ব্যালগ্রীব (পুং) তন্নামক দেশবাসী জাতিবিশেষ। (বৃহ° স° ১৪।২)

ব্যালজিহ্বা (স্ত্রী) ব্যালস্য জিহ্বেব আকৃতির্যস্যাঃ। মহাসমঙ্গা, স্বনামখ্যাত ক্ষুপবিশেষ, বাট্যালকভেদ, চলিত—নীল বেড়েলা। (রাজনি°) ২ ব্যালের জিহ্বা, সর্প বা হিংস্রজন্তুর জিহ্বা।

ব্যালত্ব (স্ত্রী) ব্যালস্য ভাবঃ। ব্যালের ভাব বা ধর্ম্ম।

ব্যালদংষ্ট্র (পুং) ব্যালস্য দংষ্ট্রেব আকৃতির্যস্য। গোক্ষুরক্ষুপ।

ব্যালদ্রেক্কাণ (পুং) সর্পদ্রেক্কাণ। [ব্যালবর্গ দেখ]

ব্যালনখ (পুং) ব্যালস্য নখ ইব আকৃতির্যস্য। গন্ধদ্রব্যবিশেষ, নখীবিশেষ, হিন্দী বাঘনখা। পর্য্যায়—কুটিল, চক্রনায়ক চক্রী, চক্রনখ, ব্যাঘ্রনখ, ধানিনখ, খপুর, ব্যালপাণিজ, ব্যালায়ুধ, ব্যালবল, ব্যালপত্রা। ইহার গুণ—তিক্ত, উষ্ণ, কষায়, কফ, বাত, কুষ্ঠ, কণ্ডূ ও ব্রণনাশক, বর্ণবর্দ্ধক এবং সৌগন্ধপ্রদ।

ব্যালপত্র (পুং) এরাককলতা, ক্ষেতকাকুড়।

ব্যালপত্রা (স্ত্রী) ব্যালানি তীক্ষ্ণানি পত্রাণি যস্যাঃ। এর্ব্বারু।

ব্যালপাণিজ (পুং) ব্যাঘ্রনখাখ্য গন্ধদ্রব্য, নখীবিশেষ। (রাজনি°)

ব্যালপ্রহরণ (ক্লী) ১ ব্যাঘ্রনখ। ২ নখীবিশেষ। (বৈদ্যকনি°)

ব্যালবল (পুং) ব্যাঘ্রনখ। (রাজনি°)

ব্যালমৃগ (পুং) ব্যালো হিংস্রো মৃগঃ পশু। চিত্রব্যাঘ্র, চলিত—চিতাবাঘ।

"রথনেমিস্বনশ্চৈব ঘণ্টাশব্দশ্চ ভারত।
পৃথগ্ব্যালমৃগাণাঞ্চ পক্ষিণামিব সর্ব্বশঃ॥" (ভারত ৩।১১৬।৩)

ব্যালম্ব (পুং) বিশেষেণ আলম্বতে বি-আ লম্ব-অচ্। ১ রক্তৈরণ্ড। (ত্রি) ২ লম্বমান।

ব্যালম্বিন্ (ত্রি) ব্যালম্বতে বি-আ-লম্ব-ইনি। ব্যালম্বযুক্ত, বিলম্বিত।

"...প্রসাদপট্টৈর্বিভূষিত শিরস্কম্।
ব্যালম্বিরত্নমালং ছত্রং কার্য্যঞ্চ মায়ূরম্॥" (বৃহৎসংহিতা ৭৩।৫)

ব্যালবর্গ (পুং) ব্যালদ্রেক্কাণ। কর্কট ও বৃশ্চিকের প্রথম, দ্বিতীয়, এই দুই দুই দ্রেক্কাণ এবং মীনের তৃতীয় দ্রেক্কাণ, ব্যাল-দ্রেক্কাণ নামে অভিহিত হয়।

ব্যালায়ুধ (পুং ক্লী) ব্যালস্য আয়ুধং নখ ইব আকৃতির্যস্য। ব্যালনখ, ব্যাঘ্রনখ, নখীনামক গন্ধদ্রব্য। (অমরটীকা মথুরেশ) ২ বাঘের নখ।

ব্যালি (পুং) ব্যাড়িঃ ডস্য লঃ। ব্যাড়িমুনি।

ব্যালিক (ত্রি) ব্যালেন চরতি ব্যাল (পর্পাদিভ্যঃ ষ্ঠন্। পা ৪।৪।১০) ইতি ষ্ঠন্। ব্যালদ্বারা বিচরণকারী, সাপুড়িয়া।

ব্যালীঢ় (ক্লী) সর্পদংশনভেদ, সাপের কামড়বিশেষ।

"একং দংষ্ট্রাপদং যে বা ব্যালীঢ়ং...শোণিতম্।"
(বাভট উত্তরত° ৩৬ অ°)

যে সর্পদংশনে একটী বা দুইটী দাঁত বিদ্ধ হইয়াছে, অথচ শোণিতস্রাব হয় নাই, তাহাকে ব্যালীঢ় দংশন কহে।

ব্যালুপ্ত (ক্লী) সর্পদংশনভেদ।

"দংষ্ট্রাপদে সরক্তে দ্বে ব্যালুপ্তং" (বাভট উত্তরত° ৩৬ অ°)

দুইটী দাঁত বসাইয়া দিলে এবং সেই স্থান রক্তযুক্ত হইলে তাহাকে ব্যালুপ্ত কহে।

ব্যালোল (ত্রি) ঈষৎ কম্পিত, চঞ্চল, লকলকে।

ব্যাবক্রোশী (স্ত্রী) বি-আ অব-ক্রুশ (কর্ম্মব্যতিহারে ণচ্ স্ত্রিয়াং। পা ৩।৩।৪৩) ইতি ণচ্, ততঃ (ণচঃ স্ত্রিয়ামঞ্। ৫।৪।১৪) ইতি স্বার্থে অঞ্ (ন কর্ম্মব্যতিহারে। পা ৭।৩।৬) ইতি ঐচ্প্রতিষেধঃ, স্ত্রিয়াং ঙীপ্। পরস্পর আক্রোশন, পরস্পর পরস্পরের প্রতি ক্রোধপ্রকাশ। (ভরত)

ব্যাবভাসী (স্ত্রী) বি-আ-অব ভাস-ণচ্, স্বার্থে অঞ্, ঙীপ্। ব্যাবক্রোশী, পরস্পরাক্রোশকারী।

ব্যাবর্গ (পুং) বিভাগ, ভাগকরা।

ব্যাবর্ত্ত (পুং) বি-আ-বৃত-অচ্। নাভিকণ্টক। (শব্দরত্না°) ইহার পাঠান্তর আবর্ত্তক এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। ২ চক্র-মর্দ্দ, চাকন্দা গাছ। (রাজনি)

ব্যাবর্ত্তক (ত্রি) ব্যাবর্ত্তয়তীতি বি-আ-বৃত-ণিচ্-ণ্বুল্। ব্যাবর্ত্তন-কারী। যিনি ব্যাবর্ত্তন করান।

ব্যাবর্ত্তন (ক্লী) বি-আ-বৃত-ণিচ্-ল্যুট্। পরাঙ্মুখীকরণ, ফেরান।

ব্যাবর্ত্তনীয় (ত্রি) বি-আ-বৃত-ণিচ্-অনীয়র্। ব্যাবর্ত্তনযোগ্য, ব্যাবর্ত্তনার্হ।

ব্যাবর্ত্তিত (ত্রি) বি-আ-বৃত-ণিচ্-ক্ত। পরাঙ্মুখীকৃত।

ব্যাবর্ত্ত্য (ত্রি) ব্যাবর্ত্তনের যোগ্য, ত্যাগের উপযুক্ত।

ব্যাবহারিক (ত্রি) ব্যবহার এব (বিনয়াদিভ্যষ্ঠক্ পা ৫।৪।৩৪) ইতি স্বার্থে ঠক্। ১ ব্যবহার। ব্যবহারমিত্যাহ ব্যবহার-ঠক্ (স্বাগতাদীনাঞ্চ। পা ৭।৩।৭) ইতি বৃদ্ধিনিষেধঃ ঐচাগমশ্চ ন স্যাৎ। ২ ব্যবহার যিনি বলেন, বিচারক। ৩ ব্যবহারসম্বন্ধীয়। ৪ ধর্ম্মাধিকরণ সম্বন্ধীয়। ৫ রাজাদিগের বাহ্য অভ্যন্তর সকল প্রকার রাজকার্য্যে নিযুক্ত অমাত্য।

"ব্যবহারে বাহ্যাভ্যন্তর-সকলরাজকৃত্যে নিযুক্তা অমাত্যাঃ ব্যাবহারিকাঃ" (রামায়ণটীকা ২।৮৬।১২)

ব্যাবহারিন্ (ত্রি) ব্যবহার বিশিষ্ট।

ব্যাবহারী (স্ত্রী) ব্যবহার-ঙীষ্। ১ পরস্পর ব্যবহার। ২ পরস্পর হরণ। (বোপদেব ৬।১১০)

ব্যাবহার্য্য (ত্রি) ব্যবহার-ষ্যৎ। ব্যবহারযোগ্য, যাহা ব্যবহার করিবার উপযুক্ত।

ব্যাবহাসী (স্ত্রী) বি অব-হস (কর্ম্মব্যতিহারে ণচ্ স্ত্রিয়াং। পা ৩।৩।৪৩) ইতি ণচ্, ততঃ (ণচঃ স্ত্রিয়ামঞ্। পা ৭।৩।৬) ইতি ঐচ্ প্রতিষেধঃ। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। পরস্পর হাস্যকরণ। ২ পরস্পর বিচারণা।

ব্যাবৃৎ (স্ত্রী) ১ বিশেষরূপ নির্দ্দেশ। ২ আক্ষেপাক্ত বর্জ্জিত।

ব্যাবৃতত্ব (ক্লী) ১ অনাবৃতত্ব। ২ গুপ্তাভিসন্ধিতা।

"ব্যাবৃতাভিপ্রায়ত্বং গুপ্তাভিসন্ধিতা" (মৈত্রেয়উপনি° ৩।৫)

এই প্রয়োগ অসাধু, ব্যাবৃত্তত্ব প্রয়োগই সাধু।

ব্যাবৃত্ত (ত্রি) বি-আ-বৃত্‌-ক্ত। ১ নিবৃত্ত। ২ নিষিদ্ধ। ৩ খণ্ডিত। ৪ পৃথক্‌কৃত। ৫ মনোনীত। ৬ বেষ্টিত। ৭ অংগীকৃত। ৮ স্তুত। ৯ নিবারিত। ১০ আচ্ছাদিত।

ব্যাবৃত্তি (স্ত্রী) বি-আ-বৃত্‌-ক্তিন্‌। ১ ছেদন।

অতীতঃ পন্থানং তব চ মহিমা বাঙ্‌মনসয়ো-

রতদ্ব্যাবৃত্ত্যা যং চকিতমভিধত্তে শ্রুতিরপি।" (মহিম্নঃ স্তোত্র)

২ ব্যাবৃত্ত। ৩ মনোনয়ন। ৪ বেষ্টন। ৫ স্তুতি। ৬ নিরাকরণ। ৭ নিষেধ। ৮ বাধা। ৯ নিবৃত্তি। ১০ নিয়োগ। ১১ বিপর্য্যাস।

ব্যাবুৎসু (ত্রি) ১ অনাবৃত্ত রাখিতে ইচ্ছুক। ২ খুলিয়া রাখিতে ইচ্ছুক।

ব্যাশ্রয় (পুং) বি-আ-শ্রি-অচ্‌। বিভিন্ন আশ্রয়। (পাণিনি ৫।৪।৪৮)

ব্যাস (পুং) বি-অস-ঘঞ্‌। বিস্তার।

বিস্তীর্ণৈতৎ মহজ্‌জ্ঞানমৃষিঃ সংক্ষিপ্য চাব্রবীৎ।

ইষ্টং হি বিদুষাং লোকে সমাসব্যাসধারণম্‌ ॥" (ভারত ১।১।৫১)

'সমাসঃ সংক্ষেপঃ। ব্যাসো বিস্তারঃ' (টীকা) ২ মানভেদ। (শব্দরত্না°) ৩ পুরাণাদি পাঠক ব্রাহ্মণ, যে ব্রাহ্মণ পুরাণাদি পাঠ করেন, তাঁহাকে ব্যাস কহে। ইহার লক্ষণ—

"বিস্পষ্টমদ্রুতং শান্তং স্পষ্টাক্ষরপদং তথা।

কলস্বরসমাযুক্তং রসভাবসমন্বিতম্‌।

বুধ্যমানঃ সদর্থং বৈ গ্রন্থার্থং কৃৎস্নশো নৃপ ॥

ব্রাহ্মণাদিষু সর্ব্বেষু গ্রন্থার্থঞ্চার্পয়েন্নৃপ।

য এবং বাচয়েদ্‌ ব্রহ্ম স বিপ্রো ব্যাস উচ্যতে ॥" (তিথিতত্ত্ব)

বেদ ও পুরাণাদি পাঠকালে সুস্পষ্টভাবে অদ্রুত, শান্ত, স্পষ্টাক্ষরপদ অর্থাৎ প্রত্যেক অক্ষর ও পদগুলি স্পষ্টরূপে মধুর স্বরে রসভাবাদির সহিত গ্রন্থের অর্থ যাহাতে সকলে বুঝিতে পারে এইরূপভাবে যে ব্রাহ্মণ উহা পাঠ করেন, তাঁহাকে ব্যাস কহে।

৪ গোলের মধ্যরেখা, গোলবস্তুর মধ্যরেখা। (Diameter)

"ব্যাসে ভনন্দাগ্নিহতে বিভক্তে খবাণসূর্য্যৈঃ পরিধিস্তু সূক্ষ্মঃ।

দ্বাবিংশতিঘ্নে বিহৃতেঽথ শৈলৈঃ স্থূলোঽথবা স্যাদ্ব্যবহারযোগ্যঃ ॥"

(লীলাবতী)

ব্যক্তি বেদাদি বি-অস-অচ্‌। ৫ মুনিবিশেষ। বেদব্যাস। ইহার নামনিরুক্তি—

"যো ব্যস্য বেদাংশ্চতুরস্তপসা ভগবানৃষিঃ।

লোকে ব্যাসত্বমাপেদে কার্ষ্ণ্যাৎ কৃষ্ণত্বমেব চ ॥"

(ভারত ১০৫।১৪)

ভগবান্‌ ঋষি তপোবলে বেদকে চারিভাগে বিভাগ করিয়া 'ব্যাস' এই নামে অভিহিত হইয়াছিলেন, কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন বলিয়া তাঁহারই নাম সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস হয়। এই ব্যাস সত্যবতীর কন্যাকালে পরাশর ঋষি হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। [বিশেষ বিবরণ বেদব্যাস শব্দে দেখ।]

৬ সমাসার্থক বাক্য, সমাস করিবার কালে যে বাক্য করা হয়, তাহাকে ব্যাসবাক্য কহে। যথা—'দণ্ডপাণিঃ' 'দণ্ডঃ পাণৌ যস্য সঃ দণ্ডপাণিঃ ইহার নাম ব্যাসবাক্য।

ব্যাস, ১ কৃষ্ণচান্দ্রব্রত লক্ষণ, পঞ্চরত্ন, গোলাধ্যায়, (ব্যাসসিদ্ধান্ত) তত্ত্ববোধ ও তাহার টীকা, তীর্থপরিভাষা, দত্তকদর্পণ, পত্নী-লক্ষণ, বালকৃষ্ণাষ্টক, বৃহৎসংহিতা, ব্রহ্মসূত্র, মহাভারত ও পুরাণনিচয়, যোগসূত্রভাষ্য, বক্রতুণ্ডস্তোত্র, বক্রতুণ্ডাষ্টক, বিশ্বনাথাষ্টক, শিবতত্ত্ববিবেক ও ইতিহাস নামক গ্রন্থাদি প্রণেতা। ইনি পুরাণপাঠকের নিকট ব্যাসদেব বা বেদব্যাস নামে সুপরিচিত। [বেদব্যাস ও ব্যাস শব্দ দেখ।]

২ ষড়্‌গুরুশিষ্যের ছয় গুরুর একতম। ৩ শ্রুতপ্রকাশিকা প্রণেতা সুদর্শনাচার্য্যের উপাধি। ৪ তত্ত্বসারটীকা প্রণেতা।

ব্যাস আচার্য্য, অষ্টমহামন্ত্রপদ্ধতিপ্রণেতা।

ব্যাসকূট (স্ত্রী) ব্যাসস্য কূটং। মহাভারতাদি গ্রন্থের কূটার্থ শ্লোক, যে সকল শ্লোক অতি দুর্ব্বোধ এবং অস্পষ্ট তাহাকে ব্যাসকূট কহে। ২ সীতাহরণের পর মাল্যবান্‌ পর্ব্বতে নির্জ্জনে অবস্থিতি কালে শ্রীরামচন্দ্রের চিত্তবিভ্রম উপস্থিত হইলে যে সকল কূট শ্লোক দ্বারা তাহার চিত্তশান্তি সম্পাদন করা হয়।

ব্যাসকেশব (পুং) শব্দকল্পদ্রুম নামক অভিধান প্রণেতা। কেশবকৃত "কল্পদ্রুম" নামে একখানি অভিধান পাওয়া যায়। উভয় গ্রন্থ ও গ্রন্থকার এক কি না?

ব্যাসক্ত (ত্রি) বি-আ সঞ্জ-ক্ত। বিশেষরূপে আসক্ত। অতিশয় আসক্ত, সংলগ্ন।

"অংসব্যাসক্তবংশধ্বনিমুখিত জগদ্বল্লবীভির্ন সন্তী।

মূর্ত্তির্গোপস্য বিকোরবতু জগতি নঃ স্রগ্‌ধরাহারিহারা ॥"

(ছন্দোমঞ্জরী) ২ উদভ্রান্ত, অভিভূত।

ব্যাস গণপতি, বৈদ্যশাস্ত্রসারসংগ্রহ সঙ্কলয়িতা।

ব্যাসগিরি, শঙ্করবিজয়প্রণেতা।

ব্যাসগীতা (স্ত্রী) ১ কূর্ম্মপুরাণের অংশবিশেষ। ২ উপনিষদ্ভেদ। (কূর্ম্ম উ° বি° ১২।৪৫৩)

ব্যাসঙ্গ (ত্রি) বি-আ সঞ্জ-ঘঞ্‌। বিশেষরূপে আসঙ্গ, অতি আসক্তি, বিশেষ সংযোগ, বিশেষ মনোযোগ।

ব্যাসতীর্থ, একজন প্রসিদ্ধ যতি। লক্ষ্মীনারায়ণ তীর্থের নিকট অধ্যয়ন সমাপন করিয়া ইনি পরে ব্রাহ্মণ্যতীর্থের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বেদেশ ভিক্ষু ইঁহার মন্ত্রশিষ্য। ইনি ব্যাসরায়মঠ স্থাপন

করিয়াছিলেন। ১৩৩৯ খৃষ্টাব্দে ইহার তিরোধান ঘটে। ইনি ব্যাসতীর্থ বিষ্ণু, ব্যাস যতি ও ব্যাসরাজ নামেও পরিচিত ছিলেন। নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলি ইহার রচিত—

অনুভয়ুক্তী, বিবৃত, জয়তীর্থকৃত অভালক্ষণ বিবরণের টীকা, আনন্দতীর্থকৃত কাঠক ভাষ্য, ছান্দোগ্যোপনিষদ্ভাষ্য, তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ভাষ্য, বৃহদারণ্যকভাষ্য, মাণ্ডূক্যোপনিষদ্ভাষ্য, মুণ্ডকোপনিষদ্ভাষ্য প্রভৃতির টীকা, তর্কতাণ্ডব, আনন্দতীর্থকৃত ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের জয়তীর্থ কৃত তত্ত্বপ্রকাশিকা নাম্নী টীকার ভাৎপর্য্যচন্দ্রিকা নাম্নী টিপ্পন, ন্যায়ামৃত ও কণ্টকোদ্ধার নামক তাহার টীকা, জয়তীর্থকৃত প্রপঞ্চমিথ্যাত্বানুমানখণ্ডনবিবরণের ভাবপ্রকাশিকা নামক টীকা, ভেদোজ্জীবন এবং জয়তীর্থকৃত অপরাপর গ্রন্থটীকার সংক্ষেপ পরিচয় স্বরূপ মন্দার মঞ্জরী নামক টিপ্পন।

ব্যাসতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ।

ব্যাসতুলসী (স্ত্রী) একজন পণ্ডিত।

ব্যাসত্র্যম্বক (পুং) একজন পণ্ডিত।

ব্যাসত্ব (ক্লী) ব্যাসস্য ভাবঃ ব্যাস-ত্ব। ব্যাসের ভাব বা ধর্ম্ম।

"লোকে ব্যাসত্বমাপেদে কার্ষ্ণাৎ কৃষ্ণত্বমেব চ।"

(ভারত ১।১০৫।১৪)

ব্যাস দেব বেদ বিভাগ করায় জগতে ব্যাসত্ব অর্থাৎ ব্যাস এই সংজ্ঞা লাভ করিয়াছিলেন।

ব্যাসদত্ত (পুং) বররুচির পুত্র।

ব্যাসদাস (পুং) ক্ষেমেন্দ্রের নামান্তর।

ব্যাসদেব, দায়ভাগনির্ণয় বিবেক প্রণেতা।

ব্যাসদেব মিশ্র, বৃহজ্জাতকটীকা রচয়িতা।

ব্যাসদীপপ্রজা (স্ত্রী) বন্ধ্যাকর্কটী। (বৈদ্যকনি০)

ব্যাসপদ্মনাভ, বৈকুণ্ঠোৎসব কাব্য কর্ত্তা।

ব্যাসপূজা (স্ত্রী) ব্যাসস্য পূজা। ব্যাসের পূজা, ব্যাসের অর্চনা।

ব্যাসবৎস, শিশু হিতৈষিণী নাম্নী কুমারসম্ভব-টীকা প্রণেতা।

ব্যাসবিট্ঠল আচার্য্য, শব্দচিন্তামণি নামক অভিধান সঙ্কলয়িতা।

ব্যাসভট্ট, শ্রীরঙ্গরাজস্তব ও সর্ব্বার্থসিদ্ধি নামক বেদান্তগ্রন্থ প্রণেতা

ব্যাসমাতৃ (স্ত্রী) ব্যাসস্য মাতা। ব্যাসের মাতা, বেদব্যাসের জননী। পর্য্যায় সত্যবতী, বাসবী, গন্ধকালিকা, যোজনগন্ধা, দাসেয়ী, শালঙ্কায়ন জীবসূ, কোন কোন গ্রন্থে শালঙ্কায়নজা এই রূপ পাঠান্তর দেখিতে পাওয়া যায়। কালী, মৎস্যোদরী, বিচিত্রবীর্য্যসূ, চিত্রাঙ্গদসূ, যোজনগন্ধিকা, গন্ধকালী, সত্যা, দাসনন্দিনী।

(শব্দরত্না°)

ব্যাসমূর্ত্তি (পুং) ব্যাস এব মূর্ত্তির্যস্য। শিব। (শিবপু°)

• **ব্যাসবন** (ক্লী) মুনিঋষিসেবিত পবিত্র বনভেদ। (ভারত বনপর্ব্ব)

ব্যাসবর্য্য (পুং) পণ্ডিতভেদ। বাক্যার্থদীপিকারচয়িতা হনুমদাচার্য্যের পিতা।

ব্যাসসদানন্দজ্ঞ, সঙ্ক্ষেপবোধিনী-প্রক্রিয়া নামক ব্যাকরণ-প্রণেতা। ইনি স্বস্তুতীর্থবাসী ছিলেন।

ব্যাসসমাসিন্ (ত্রি) ব্যাসসমাসযুক্ত, ব্যাসবাক্য ও সমস্তপদবিশিষ্ট।

ব্যাসসূত্র (ক্লী) ব্যাস প্রণীতং সূত্রং। ব্যাস প্রণীত সূত্র, বেদান্ত সূত্র, বেদান্ত দর্শনের সূত্র ব্যাস প্রণয়ন করেন। [বেদান্ত দেখ]

ব্যাসস্থলী (স্ত্রী) দেশভেদ, পবিত্র স্থানভেদ। (ভারত বনপর্ব্ব)

ব্যাসাচল (পুং) একজন প্রাচীন কবি।

ব্যাসাচার্য্য, একজন প্রসিদ্ধ যতি। ইনি পরে বেদগর্ভতীর্থ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে ইহার তিরোধান ঘটে।

ব্যাসারণ্য (ক্লী) ব্যাসস্য অরণ্যং। ১ ব্যাসবন, ব্যাস যে বনে অবস্থান করিতেন, তাহাকে ব্যাসবন কহে। ২ একজন প্রসিদ্ধ যতি, ইনি সুবোধিনী প্রণেতা। বিশ্বেশ্বরের গুরু।

ব্যাসার্দ্ধ (পুং) ব্যাসস্য অর্দ্ধঃ। ব্যাসের অর্দ্ধভাগ, গোল বস্তুর মধ্য ভাগের নাম ব্যাস, তাহার অর্দ্ধ পরিমাণ (Radius)

ব্যাসাশ্রম (পুং) ব্যাসস্য আশ্রমঃ। ১ ব্যাসমুনির আশ্রম স্থান। ২ বেদান্তকল্পতরু প্রণেতা অমলানন্দের নামান্তর।

ব্যাসাষ্টক (ক্লী) ব্যাসবিরচিত শিবস্তোত্র বিশেষ।

ব্যাসাসন (ক্লী) যে আসনে বসিয়া বক্তা বা পাঠক পুরাণাদি পাঠ করেন।

ব্যাসিদ্ধ (ত্রি) বি-আ-সিধ-ক্ত। ১ নিষিদ্ধ। নিবারিত (মিতাক্ষরা) ২ অবরুদ্ধ। ৩ বিশেষ স্থানে বা বিশেষ ব্যক্তিকে ভিন্ন অন্য স্থানে বা অন্য ব্যক্তিকে বিক্রয় করিতে নিষিদ্ধ।

ব্যাসীয় (ত্রি) ১ ব্যাস সম্বন্ধীয়। ২ (ক্লী) ব্যাসরচিত গ্রন্থ।

ব্যাসুকী (পুং) ব্যাড়ির গোত্রাপত্য।

ব্যাসেধ (পুং) বিঘ্ন, উৎপাত।

ব্যাসেশ্বর (পুং) ব্যাসেন স্থাপিত ঈশ্বরঃ। শিবলিঙ্গ বিশেষ, ব্যাস স্থাপিত শিবলিঙ্গ।

ব্যাসেশ্বরতীর্থ (পুং) শিবপুরাণের অধ্যায়ভেদ।

ব্যাহত (ত্রি) বি-আ-হন-ক্ত। ১ বিশেষ রূপে আহত। ২ ব্যর্থ, বিফলীকৃত। ৩ প্রতিবদ্ধ। ৪ নিষিদ্ধ, নিবারিত।

"অব্যাহতাজ্ঞঃ সর্ব্বত্র যঃ সদা দেবযোনিষু।

নির্জ্জিতাখিলদৈত্যারিঃ স ব্যাহ পৃথ্বীং তং ॥" (দেবীমাহাত্ম্য)

ব্যাহতি (স্ত্রী) বিরুদ্ধ বলা, বাধা দেওয়া।

ব্যাহনস্য (ত্রি) বিশিষ্ট মৈথুনযুক্ত বা অনশীভূত কার্য্য।

"ব্যাহনস্যাং বাচমবাদীৎ" (গুরুযজুঃ ৬।৩৩)

"ব্যাহৃতাং বাচং বিশিষ্টৈর্গুণৈর্যুক্তাং তদঙ্গভূতাং বাচং যদবাদীৎ"
(মহীধর)

ব্যাহন্তব্য (ত্রি) বি-আ-হন তব্য। ব্যাহননযোগ্য।
"অতস্তে শাসনং ভর্ত্তুর্ন ব্যাহন্তব্যমেবহি।"
(গৌড় রামায়ণ ২।২৩।৪)

ব্যাহন্যমান (ত্রি) বি-আ-হন-শানচ্। প্রতিবিধ্যমান।

ব্যাহরণ (ক্লী) বি-আ-হৃ-ল্যুট্। কথন, উক্তি।

ব্যাহর্ত্তব্য (ত্রি) বর্ণনযোগ্য, বলার উপযুক্ত।

ব্যাহার (পুং) বি-আ-হৃ-ঘঞ্। বাক্য।
"পতগশব্দব্যাহারে নৃপমৃত্যুং মুনিরবোচদিদম্।"
(বৃহৎসংহিতা ৪৮।৭১)

ব্যাহারময় (ত্রি) বাক্যময়, বাক্যস্বরূপ, বাক্যাত্মক।

ব্যাহারিন্ (ত্রি) বাক্যবিশিষ্ট।

ব্যাহৃত (ত্রি) বি-আ-হৃ-ক্ত। উক্ত।

ব্যাহৃতি (স্ত্রী) বি-আ-হৃ-ক্তিন্। ১ ব্যাহার। কথন, উক্তি। ২ মন্ত্রবিশেষ। ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ এই মন্ত্র।
"ওঙ্কারমাদিতঃ কৃত্বা ব্যাহৃতিস্তদনন্তরম্।
ততোহধীয়ীত সাবিত্রীমেকাগ্রশ্রদ্ধয়ান্বিতঃ॥
পুরাকল্পে সমুৎপন্না ভূর্ভুবঃ স্বঃ সনাতনাঃ।
মহাব্যাহৃতয়স্তিস্রঃ সর্ব্বাশুভনিবর্হণাঃ॥
প্রধানপুরুষঃ কালো ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
সত্ত্বং রজস্তমস্তিস্রঃ ক্রমাদ্ব্যাহৃতয়ঃ স্মৃতাঃ॥"
(কূর্ম্মপু° উপবি° ১৩ অ°)

'ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ' এই তিনটী ব্যাহৃতি মন্ত্র, পুরাকালে এই মন্ত্র সমুদ্ভূত হইয়াছিল। ইহা সকল অশুভনাশক; সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর স্বরূপ। এই ব্যাহৃতি ওঁকার পূর্ব্বক প্রয়োগ করিতে হয়। ব্যাহৃতিহোম বলিলে এই মন্ত্রে হোম বুঝিতে হইবে। ('ওঁ ভূঃ, ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ') এই সকলকে মহাব্যাহৃতি কহে।

যে স্থলে অন্য কোন মন্ত্র নাই, সেখানে ব্যাহৃতি মন্ত্র যোগ করিয়া দিতে হইবে।
"যত্র মন্ত্রো ন বিদ্যতে ব্যাহৃতীস্তত্র যোজয়েৎ।"
(তৈত্তি° উপ° ১।৫।১)

ব্যাহৃতি (স্ত্রী) সামভেদ।

ব্যুচ্ছিত্তি (স্ত্রী) বি-উৎ-ছিদ ক্তিন্। ব্যুচ্ছেদ, বিনাশ।
"তেষামেব সমস্তানাং বহুব্যুচ্ছিত্তিদর্শনাৎ।
দেবানাং বচনং ব্রহ্মা প্রাহ দেবঃ প্রজাপতিঃ॥"
(মার্কণ্ডেয়পুরাণ ১৬।৪৩)

ব্যুচ্ছেত্তৃ (ত্রি) বি-উৎ-ছিদ-তৃচ্। ব্যুচ্ছেদকারক, বিনাশক।

ব্যুত (ত্রি) বি-বে-ক্ত। স্যূত। (ভরত দ্বিরূপকোষ)

ব্যুতি (স্ত্রী) বি-বে-ক্তিন্। উতি, তন্তুসন্ততি। (ভরতদ্বিরূপকো°)

ব্যুৎক্রম (পুং) বি-উৎ-ক্রম-ঘঞ্। ক্রমবিপর্য্যয়, ব্যতিক্রম, পর্য্যায় উৎক্রম, অক্রম, (হেম) অনিয়ম।
"পল্লবং কনকবন্ধনে বনে বা বিবাহং কুমারী।
চন্দ্রাংশুং বিচ্ছেদ চ তৃণা ব্যুৎক্রমঃ ক্বাসি বাসি॥"
(সাহিত্যদ° ১০ পরি°)

ব্যুৎক্রমণ (ক্লী) বি-উৎ-ক্রম-ল্যুট্। পৃথক্ অবস্থান।

ব্যুৎক্রান্ত (ত্রি) ১ অতিক্রান্ত, গত। স্ত্রিয়াং টাপ্। ২ প্রহেলিকা।

ব্যুত্থাতব্য (ত্রি) বিশেষ প্রকারে উত্থানের যোগ্য, বিরুদ্ধভাবে স্থাপনের যোগ্য, দূরস্থ করিবার উপযুক্ত।
"অতোহস্মাৎ কামাদিভ্যো ব্যুত্থাতব্যম্।" (বৃহদারণ্যক)

ব্যুত্থান (ক্লী) বি-উৎ-স্থা-ল্যুট্। ১ স্বাতন্ত্র্য কৃত্য, স্বাধীন ভাবে কার্য্যকরণ। ২ বিরোধাচরণ। (মেদিনী) ৩ প্রতিরোধ। ৪ সমাধি পারণ। (হেম) ৫ নৃত্যভেদ। (শব্দরত্না°) ৬ বিশেষরূপে উত্থান। ৭ চিত্তের অবস্থা বিশেষ। ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ এই পাঁচ প্রকার চিত্তের অবস্থা। এই পাঁচ প্রকার চিত্ত ভূমির মধ্যে ক্ষিপ্ত, মূঢ় ও বিক্ষিপ্ত এই তিন প্রকার চিত্তের অবস্থাকে ব্যুত্থান কহে। চিত্তের ব্যুত্থান অবস্থায় যোগ হইতে পারে না। এই তিনটী অবস্থা অতিশয় চঞ্চল এই জন্য ঐ অবস্থায় মন কিছুতেই স্থির হয় না। একাগ্র ও নিরুদ্ধ এই দুইটী অবস্থাই যোগের অনুকূল, সুতরাং ঐ অবস্থায় যোগ করা কর্ত্তব্য।
"ব্যুত্থানং ক্ষিপ্তমূঢ়বিক্ষিপ্তাখ্যং ভূমিত্রয়ম্।" (পাতঞ্জলভাষ্য)

ব্যুৎপত্তি (স্ত্রী) বি-উৎ-পদ-ক্তিন্। ১ বিশেষ উৎপত্তি। ২ সংস্কার, শাস্ত্রে বিশেষ সংস্কার, শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিলে বিশেষ রূপে তাহার যে সংস্কার হয়, তাহাকে ব্যুৎপত্তি কহে। ৩ জ্ঞান বিশেষ, শক্তিজ্ঞান। 'ব্যবহারাদিবাধকং বিনা বিবরণাদপি ব্যুৎপত্তেঃ, বাধকং বিনা অসাধারণ বাধকং যদ্বিশেষণং তদভাব-বদ্বিশেষণসহকারেণ ব্যুৎপত্তেঃ ব্যুৎপত্তিসম্ভবাৎ শক্তিগ্রহ-সম্ভবাৎ"। (আখ্যাতবাদ মাথুরিটীকা।)

ব্যুৎপন্ন (ত্রি) বি-উৎ-পদ-ক্ত। ১ সংস্কৃত। ২ ব্যুৎপত্তিযুক্ত, যাহার শাস্ত্রাদিতে ব্যুৎপত্তি হইয়াছে। শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন। প্রকৃতি প্রত্যয় সাহায্যে উৎপন্ন।

ব্যুৎপাদক (ত্রি) বিশেষেণোৎপাদয়তি জ্ঞানং বি-উৎ-পদ-ণ্বুল্। ব্যুৎপত্তিজনক, সংস্কারজনক।

ব্যুৎপাদন (ক্লী) বি-উৎ-পদ-ণিচ্-ল্যুট্। ব্যুৎপত্তি।

ব্যুৎপাদিত (ত্রি) বি-উৎ-পদ-ণিচ্-ক্ত। যাহা ব্যুৎপন্ন করা হইয়াছে, প্রকৃতি প্রত্যয় সাহায্যে উৎপাদিত।

ব্যুৎপাদ্য (ত্রি) বি-উৎ-পদ-ণিচ্-যৎ। ব্যুৎপাদনীয়, ব্যুৎপাদনযোগ্য, ব্যুৎপত্তির উপযুক্ত। ২ ব্যুৎপত্তি লভ্য।

ব্যুৎসর্গ (পুং) বিশেষ ব্যাখ্যান।

ব্যুদ (ত্রি) বিগতং উদকং যত্র, উদকশব্দস্ত উদাদেশঃ। বিগতোদক, যাহার জল বিগত হইয়াছে।

"উপারতং বাতবর্ষং ব্যুদপ্রায়াশ্চ নিম্নগাঃ।" (ভাগবত ১০।২৪।২০)

'ব্যুদপ্রায়া বিগতোদকপ্রায়াঃ স্বল্পজলাঃ' (স্বামী)

ব্যুদক (ত্রি) বিগতোদক, জলরহিত। (ভাগবত ৫।১৪।১৩)

ব্যুদস্ত (ত্রি) বি-উৎ-অস-ক্ত। ১ নিরস্ত, নিবারিত। ২ নিরাকৃত। ৩ মর্দ্দিত। ৪ পরিত্যক্ত। ৫ পরিক্ষিপ্ত। ৬ অবনত।

ব্যুদাস (পুং) বি-উৎ-অস-ঘঞ্। ১ নিরাস। ২ পরিত্যাগ।

"থৈকাস্তব্যুদাসেন শরীরে পাঞ্চভৌতিকে।"

(ভারত ১২।১৯।১৮)

৩ মর্দ্দন। ৪ নিরাকরণ। ৫ ঔদাস্য, অবজ্ঞা।

ব্যুদূহন (ক্লী) নিরসন। (শতপথব্রা° ৭।১।২।১৭)

ব্যুদ্গ্রন্থন (ক্লী) গ্রন্থিমোচন, গাঁইট খোলা।

ব্যুন্দন (ক্লী) বি-উন্দ-ল্যুট্। বিশেষ রূপে ক্লেদন। "অদিত্যৈ ব্যুন্দনমসি" (শুক্লযজু° ২।২) 'ব্যুন্দনমসি বিশেষেণ ক্লেদনমসি' (মহী)

ব্যুন্মিশ্র (ত্রি) বিশেষপ্রকারে মিশ্রিত।

ব্যুপকার (পুং) বি-উপ-কৃ-ঘঞ্। উপকারহীন, উপকার রহিত, বিগত উপকার।

ব্যুপজাপ (পুং) অপ্রচ্ছন্নভাবে, চুপে চুপে কথা বলা।

(আপস্তম্ব ১।৮।১৫)

ব্যুপতোদ (পুং) ১ উৎপীড়ন। ২ সংঘর্ষণ।

ব্যুপদেশ (পুং) প্রবঞ্চনা, ছলনা।

ব্যুপদ্রব (ত্রি) বিগত উপদ্রবো যত্র। বিগতোপদ্রব, উপদ্রব রহিত, যে স্থলে কোনরূপ উপদ্রব নাই।

ব্যুপরত (ত্রি) ১ শান্তিপ্রাপ্ত। ২ স্থিত। ৩ নিবৃত্ত, স্থগিত।

ব্যুপরম (পুং) ১ শান্তি। ২ নিবৃত্তি। ৩ স্থিতি।

ব্যুপবীত (ত্রি) উপবীতহীন, উপবীতবর্জ্জিত।

ব্যুপশম (পুং) বি-উপ-শম-অচ্। অশান্তি।

ব্যুপ্তকেশ (ত্রি) ব্যুপ্তাঃ মুণ্ডিতাঃ কেশাঃ যস্য। মুণ্ডিতমস্তক, যিনি মস্তকের কেশ মুণ্ডন করিয়াছেন।

"নমঃ কপর্দ্দিনে চ ব্যুপ্তকেশায় চ নমঃ" (শুক্ল যজু° ১৬।২৯)

'ব্যুপ্তাঃ মুণ্ডিতাঃ কেশাঃ যস্য স ব্যুপ্তকেশস্তস্মৈ নমঃ, যত্যাদিরূপেণ মুণ্ডিতঃ' (মহীধর)

ব্যুষ্, ১ দাহ। ২ বিভাগ। দিবাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ ব্যুষ্যতি। লোট্ ব্যুষ্যতু। লুঙ্ অব্যুষীৎ। ব্যুষ ৩ উৎসর্গ। চুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ ব্যোষয়তি। লুঙ্ অবুব্যুষৎ।

ব্যুষ (স্ত্রী) প্রাতঃকাল, উদয়কাল। (অথর্ব্ব ১৩।৩।২১)

ব্যুষস্ (স্ত্রী) ব্যুষ শব্দার্থ।

ব্যুষিতাশ্ব (পুং) রাজভেদ। (ভারত আদি)

ব্যুষ্ট (ক্লী) বি-বস-ক্ত। ১ ফল। ২ দিন। ৩ প্রভাত। প্রভাত এই অর্থে কোন কোন স্থলে এই শব্দ পুংলিঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। ভাগবতে ব্যুষ্ট দোষার পুত্র বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, প্রদোষ, নিশিথ ও ব্যুষ্ট এই তিনটী দোষার পুত্র।

"প্রদোষো নিশিথো ব্যুষ্ট ইতি দোষাসুতাস্ত্রয়ঃ।

ব্যুষ্টঃ সুতঃ পুষ্করিণ্যাং সর্ব্বতেজসমাদধে॥"

(ভাগবত ৪।১৩।১৪)

(ত্রি) ৪ উষিত, যিনি বাস করিয়াছেন।

"সা ব্যুষ্টা রজনীঃ তত্র পিতুর্বেশ্মনি ভাবিনী।" (ভারত ৩।৩৯।২৪)

৫ দগ্ধ, জলসান। ৬ পর্য্যুষিত, বাসি।

(স্ত্রী) বি-বস-ক্তিন্। ১ ফল। সমৃদ্ধি। ৩ স্তুতি। (হেম) ৪ প্রকাশ। "ব্যুষ্টিষু শবসা শশ্বতীনাং" (ঋক্ ১।১৭১।৫) 'ব্যুষ্টিষু সতী প্রকাশেষু সৎসু' (সায়ণ) ৫ দাহ। ৬ প্রভাত। ৭ ইচ্ছা।

ব্যুষ্টিমৎ (ত্রি) ব্যুষ্টি বিদ্যতেঽস্য ব্যুষ্টি-মতুপ্। ব্যুষ্টিযুক্ত; ব্যুষ্টি বিশিষ্ট। ফল বিশিষ্ট, স্তুতিযুক্ত, পরমৈশ্বর্য্যযুক্ত। মহাভারত-টীকায় নীলকণ্ঠ ব্যুষ্টি শব্দের পরমৈশ্বর্য্য এইরূপ অর্থ করিয়াছেন।

'ব্যুষ্টিঃ পরমৈশ্বর্য্যং তদ্বন্তি' (মহাভারত ১২।৯৬৭২ টীকা)

ব্যূক (পুং) ভল্লামক দেশবাসী জাতিবিশেষ। বক পাঠান্তর।

ব্যূঢ় (ত্রি) বিশেষেণ উহ্যতে স্ম, বি-বহ-ক্ত। ১ বিন্যস্ত। ২ সংহত। (অমর) ৩ ব্যূহ রচনা করিয়া অবস্থিত।

"দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্য্যোধনস্তদা।

আচার্য্যমুপসংগম্য রাজা বচনমব্রবীৎ॥" (গীতা ১।২)

৪ পৃথুল, স্থূল।

"ব্যূঢ়োরস্কো বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংশুর্মহাভুজঃ।" (রঘু ১।১৩)

৫ পুষ্ট। ৬ উত্তম, অত্যুত্তম। ৭ বিবাহিত। ৮ পরিহৃত। ৯ দৃঢ়, সুসংবদ্ধ। ১০ স্ফীত।

ব্যূঢ়কঙ্কট (ত্রি) ব্যূঢ়ঃ কঙ্কটঃ সন্নাহো যেন। সন্নদ্ধ, সাঁজোয়া বিশিষ্ট। (অমর)

ব্যূঢ়ি (স্ত্রী) বি-বহ-ক্তিন্। ১ বিন্যাস। ২ সংহতি। ৩ পৃথুলতা

ব্যূত (ত্রি) বি-বেঞ্-ক্ত। উত, তন্তুবিন্যাস, চালিত বোনা, তন্তুদ্বারা নির্ম্মিত।

ব্যূতি (স্ত্রী) বি-বে-ক্তিন্ (উক্তি স্যূতি বন্ধুতীতি। পা ৩।৩।৯৭) ইতি নিপাতিতঃ। বস্ত্রাদি বয়নক্রিয়া, পর্য্যায় বাণি, ব্যূতি, বাণী। (শব্দরত্না°)

ব্যূহ (পুং) বি-উহ-ঘঞ্। ১ সমূহ। ২ নির্ম্মাণ। ৩ তর্ক। (মেদিনী) ৪ দেহ।

"স সাত্বতৈঃ সমবিভূতব আত্মবদ্ভি-
র্ব্যূহেহর্চ্চিতঃ সবনশঃ স্বরতিক্রমায়॥" (ভাগবত ১১।৬।২০)

৫ সৈন্য। ৬ পরিণাম। ৭ লিঙ্গ। ৮ যুদ্ধার্থ সৈন্যরচনা, যুদ্ধ কালে যে রূপে সৈন্য সমাবেশ করিয়া যুদ্ধ করিতে হয়, তাহাকে ব্যূহ কহে। পর্য্যায় বলবিন্যাস। (অমর)

'যুদ্ধার্থং সৈন্যস্য দেশবিশেষে বিভজ্য দুর্ভেদ্যত্বনিমিত্তং স্থাপনং ব্যূহঃ, উহ বিতর্কে ঘঞ্। যুদ্ধে দণ্ডাদয়ো ভেদা বিশেষা ব্যূহাস্তে-ভার্থাৎ আদিনা ভোগমণ্ডলাসংহতানাং গ্রহঃ' (অমরটীকা ভরত)

যুদ্ধ করিবার সময় দেশ বা স্থান বিশেষে সৈন্যদিগকে বিভাগ করিয়া দুর্ভেদ্য ভাবে যে স্থাপন করা হয়, তাহার নাম ব্যূহ। এই ব্যূহাকারে সৈন্য রচনা করা হইলে শত্রুপক্ষীয়গণ শীঘ্র তাহা ভেদ করিতে পারে না। এই ব্যূহ দণ্ড, ভোগ, মণ্ডল ও অসংহত এই চারিপ্রকার এবং ইহাদের মধ্যেও আবার অনেক প্রকার ভেদ আছে। তাহার মধ্যে তির্য্যগ্‌বৃত্তি অর্থাৎ বক্র ভাবে সৈন্য সমাবেশ করিলে তাহাকে দণ্ডব্যূহ, অন্বাবৃত্তি অর্থাৎ পশ্চাৎ পশ্চাৎ করিয়া যে যে সৈন্য সমাবেশ করা হয়, তাহাকে ভোগ-ব্যূহ, সর্ব্বতোবৃত্তি অর্থাৎ চারিদিকে বেড়ার মত সৈন্য স্থাপন করিলে তাহাকে মণ্ডল ও পৃথক্ পৃথক্ ভাবে রাখিলে তাহাকে অসংহতব্যূহ কহে। এই চারি প্রকার ব্যূহের আবার ক্রৌঞ্চ ও চক্রাদি ভেদে অনেক প্রকার ভেদ আছে। (অমরটীকা ভরত)

ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে—

"সমগ্রস্য তু সৈন্যস্য বিন্যাসঃ স্থানভেদতঃ।
স ব্যূহ ইতি বিখ্যাতো যুদ্ধেষু পৃথিবীভুজাম্॥
ব্যূহভেদাস্তু চত্বারো দণ্ডভোগোঽথমণ্ডলম্।
অসংহতশ্চ নির্দ্দিষ্টা নীতিসারাদিসম্মতাঃ॥
অন্যেঽপি প্রকৃতিব্যূহাঃ ক্রৌঞ্চচক্রাদয়ঃ ক্বচিৎ।
তির্য্যগ্‌বৃত্তিস্তু দণ্ডঃ স্যাদ্ভোগোঽন্বাবৃত্তিরেব চ॥
মণ্ডলঃ সর্ব্বতোবৃত্তিঃ পৃথগ্‌বৃত্তিরসংহতঃ।
সৈন্যানাং নীতিসারাদৌ ব্যূহভেদাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
ক্রৌঞ্চচক্রাদিভেদানাং লক্ষণং ভারতাদিষু॥" (শব্দরত্না°)

রাজাদিগের যুদ্ধ কালে স্থানভেদে সকল সৈন্যের যে বিন্যাস তাহাকে ব্যূহ কহে। এই ব্যূহ চারিপ্রকার; দণ্ড, ভোগ, মণ্ডল ও অসংহত। এই চারিপ্রকার ভিন্ন প্রকৃতি ব্যূহ ও ক্রৌঞ্চ চক্রাদি প্রকৃতি ভেদ আছে। ভারতাদিতে তাহার লক্ষণ অভিহিত হইয়াছে।

মনুতে দণ্ড, শকট, বরাহ, মকর, সূচী, গরুড়, পদ্ম, বজ্র প্রভৃতি ব্যূহের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

"দণ্ডব্যূহেন তন্মার্গং যায়াত্তু শকটেন বা।
বরাহমকরাভ্যাং বা সূচ্যা বা গরুড়েন বা॥
যতশ্চ ভয়মাশঙ্কেৎ ততো বিস্তারয়েদ্বলম্।
পদ্মেন চৈব ব্যূহেন নিবিশেত সদা স্বয়ম্॥" (মনু ৭।১৮৭-৮)

রাজা যখন যুদ্ধ যাত্রা করেন, তখন চারিদিক্ হইতে যদি ভয় উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তিনি দণ্ডব্যূহ রচনা করিয়া গমন করিবেন। পশ্চাদ্দিকে যদি ভয়ের আশঙ্কা থাকে, তাহা হইলে শকটব্যূহ, উভয়পার্শ্বদেশ হইতে ভয় থাকিলে বরাহ বা মকরব্যূহ, এবং অগ্রে বা পশ্চাতে ভয়ের কারণ থাকিলে গরুড়-ব্যূহ, আর কেবল যদি সম্মুখে ভয় থাকে তাহা হইলে সূচীব্যূহ রচনা করিয়া গমন করিবেন। রাজা যে দিকে ভয়ের আশঙ্কা করিবেন সেই দিকেই সৈন্য বিস্তার করিবেন এবং নিজে পদ্মব্যূহ রচনা করিয়া মধ্যে অবস্থান করিবেন।

মনুটীকায় কুল্লূক এই সকল ব্যূহের লক্ষণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

দণ্ডব্যূহ—সৈন্যদিগকে দণ্ডাকৃতি করিয়া রচনা করিলে তাহাকে দণ্ডব্যূহ কহে। এই ব্যূহের অগ্রভাগে বলাধ্যক্ষ, মধ্যস্থলে রাজা, এবং পশ্চাৎ সেনাপতি, দুই পার্শ্বদেশে হস্তিসকল, ও ঐ হস্তিসমূহের সমীপে ঘোটকসকল, তৎপরে পদাতি সৈন্য সকল এইরূপে সকলদিকে সমানভাবে সৈন্য রচনা করিলে তাহাই দণ্ডব্যূহ নামে অভিহিত হয়। সকলদিক্ হইতেই যদি ভয় উপস্থিত হয়, তাহা হইলে এই ব্যূহ রচনা করিয়া অবস্থানই প্রশস্ত।

শকটব্যূহ—সৈন্যের অগ্রভাগ সূচ্যাকার অর্থাৎ প্রথমে অল্প সৈন্য ও পশ্চাতে অধিক সৈন্য বিন্যাস করিলে তাহাকে শকট ব্যূহ কহে। পশ্চাদ্দিক্ হইতে ভয় উপস্থিত হইলে এই ব্যূহ প্রশস্ত।

বরাহব্যূহ—অগ্র এবং পশ্চাদ্ভাগ সূক্ষ্ম, প্রথম ও শেষে অল্পসংখ্যক সৈন্য এবং মধ্যভাগে অধিক সৈন্য স্থাপন করিলে তাহাকে বরাহব্যূহ কহে। বরাহব্যূহ ও গরুড়ব্যূহ প্রায় এক প্রকার, প্রভেদ এই যে বরাহব্যূহ হইতে মধ্যদেশে অধিকতর সৈন্য বিন্যাস করিলে গরুড়ব্যূহ হয়। দুই পার্শ্বদেশ হইতে ভয় সম্ভাবনা থাকিলে এই ব্যূহ রচনা করিয়া অবস্থানই কর্ত্তব্য।

মকরব্যূহ—বরাহব্যূহের বিপরীতভাবে অর্থাৎ অগ্র ও পশ্চাদ্ভাগ বিপুল এবং মধ্যভাগ সূক্ষ্মরূপে ব্যূহ রচনা করিলে তাহাকে মকরব্যূহ কহে। অগ্র ও পশ্চাদ্ভাগে ভয় উপস্থিত হইলে এই ব্যূহ রচনা করিতে হয়।

সূচীব্যূহ—পিপীলিকা শ্রেণীর ন্যায় অগ্র ও পশ্চাদ্ভাগে সংহত অর্থাৎ সম্মিলিতরূপে যে সৈন্যাবস্থান তাহাকে সূচীব্যূহ কহে। সম্মুখভাগে ভয় উপস্থিত হইলে এইরূপ ব্যূহ প্রস্তুত করিয়া গমন করিতে হয়।

পদ্মব্যূহ—যে স্থলে বিস্তৃতভাবে সমস্ত সৈন্যের সমাবেশ করা হয়, তাহাকে পদ্মব্যূহ কহে। *

এই সকলপ্রকার ব্যূহরচনাতেই রাজা ও সেনাপতি প্রভৃতি সকলেই মণ্ডব্যূহের ন্যায় অবস্থান করিবেন।

কামন্দকী নীতি,ও শুক্রনীতিতে ব্যূহের বিস্তৃত বিবরণ বর্ণিত আছে—

"সর্ব্বব্যূহবিধানজ্ঞা যুদ্ধকল্পস্য কল্পনঃ।
উরঃ কক্ষে চ পক্ষৌ চ মধ্যং পৃষ্ঠং প্রতিগ্রহঃ॥
কোটী চ ব্যূহশাস্ত্রজ্ঞৈঃ সপ্তাঙ্গো ব্যূহ ইষ্যতে। ইত্যাদি।

(কামন্দকীয়নীতি ১৯।২৯)

উরঃ, কক্ষদয়, পক্ষদয়, মধ্য, পৃষ্ঠ, প্রতিগ্রহ ও কোটিদ্বয় এই সপ্তাঙ্গব্যূহ। যুদ্ধকালে এই সপ্তাঙ্গব্যূহে হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি প্রভৃতি সৈন্যসমাবেশ করিতে হয়। ধনু, সূচী, দণ্ড, শকট ও মকরধ্বজ প্রভৃতি মহাব্যূহ।

নীতিময়ূখ গ্রন্থে প্রধানরূপে ছয়টী ব্যূহের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—মকর, শ্যেন, সূচী, শকট, বজ্র ও সর্ব্বতো-ভদ্র। এই ছয়প্রকার ব্যূহের মধ্যে অন্য সকল ভেদ থাকিলেও এই ছয়প্রকার মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট বলিয়া বুঝিতে হইবে।

অগ্নিপুরাণে দশটী প্রধান ব্যূহের বিষয় লিখিত আছে, এই দশটী যথা—গরুড়, মকর, শ্যেন, অর্দ্ধচন্দ্র, বজ্র, শকট, মণ্ডল, সর্ব্বতোভদ্র ও সূচী। এই দশটী প্রধান ব্যূহ, ইহা ভিন্ন আরও অনেক প্রকার ব্যূহ আছে। উক্ত পুরাণে লিখিত আছে যে, হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি প্রভৃতি সৈন্যদিগকে বিশেষ বিশেষ প্রণালী অনুসারে যে বিন্যস্ত বা সাজান হয়, তাহার নাম ব্যূহ। এই ব্যূহ প্রথমে দুই প্রকার, প্রাণ্যঙ্গরূপ ও দ্রব্যরূপ, অর্থাৎ কোন প্রাণীর আকৃতি অনুসারে যে ব্যূহ রচনা করা হয়, তাহাকে প্রাণ্যঙ্গ এবং দ্রব্যের আকৃতি অনুসারে ব্যূহ রচনা করিলে তাহাকে দ্রব্যরূপ কহে। এই সকল ব্যূহ গরুড়াদি ভেদে দশ প্রকার।

এই সকলপ্রকার ব্যূহ মধ্যেই সৈন্যদিগকে পাঁচভাগে বিভাগ করিয়া দুইভাগ পক্ষে, দুইভাগ অনুপক্ষে এবং একভাগ গুপ্তভাবে রাখিবেন। এইরূপে পাঁচ প্রকারে বিভাগ করিয়া তাহার মধ্যে এক বা দুইভাগ দ্বারা যুদ্ধ করিবে, আর তিন ভাগ ব্যূহ রক্ষা করিবে। রাজা স্বয়ং যুদ্ধস্থলে অবস্থান করিবেন না, একক্রোশ ব্যবধানে থাকিবেন, কারণ মূলোচ্ছেদে অর্থাৎ রাজার কোন অনিষ্ট হইলে সকলেই বিনষ্ট হইতে পারে, এইজন্য দূরে অবস্থান তাহার কর্ত্তব্য। কিন্তু ব্যূহের পশ্চাদ্‌ভাগে তাহার অবস্থান করা উচিত।

ব্যূহ রচনাকালে ব্যূহ মধ্যে যোধদিগকে সংহত বা বিরল ভাবে রচনা করিবে না, অর্থাৎ সৈন্য সকল ফাঁক ফাঁক করিয়া বা গায় গায় সাজাইবে না। এইরূপভাবে সৈন্যসমাবেশ করিতে হইবে, যাহাতে আয়ুধ সকলের পরস্পর সংমর্দ্দ না হয়। যোধসংখ্যা অল্প হইলে তাহাদিগকে সংহত করিয়া এবং বহু হইলে যথেচ্ছ বিস্তার করিয়া যুদ্ধ করাই বিধেয়। যে স্থলে বহু সৈন্যের সহিত অল্প সৈন্যের যুদ্ধ করিতে হয়, সেইস্থলে সূচীমুখ ব্যূহ করিয়া যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য।

হস্তী, অশ্ব, রথ প্রভৃতি এইরূপ ভাবে সাজাইতে হইবে যাহাতে শত্রুগণ শীঘ্র তাহা ভেদ না করিতে পারে। ব্যূহ মধ্যে গজের পাদ রক্ষার্থে চারিজন, রথ রক্ষার জন্য চারি অশ্ব, অশ্বের রক্ষার নিমিত্ত চারিজন চর্ম্মী নিয়োগ করিতে হইবে। ব্যূহ মধ্যে অগ্রভাগে চর্ম্মী, তৎপশ্চাৎ ধন্বী, ধন্বীর পশ্চাৎ অশ্ব ও রথ এবং রথের পশ্চাদ্‌ভাগে হস্তিসৈন্য স্থাপন করিতে হয়। ব্যূহ মধ্যে যাহাতে স্কন্ধ মাত্র দেখা যায়, এইরূপে বীরপুরুষদিগকে সম্মুখ ভাগে স্থাপন করিবে। কিন্তু ব্যূহের অগ্রভাগে কদাচ ভীরুদিগকে স্থাপন করিবে না। ইহারা অগ্রে থাকিলে শত্রুগণ শীঘ্র ইহা-দিগকে ভেদ করিতে পারে। বীরপুরুষগণ সম্মুখ ভাগে থাকিয়া তাহাদিগকে যুদ্ধে উৎসাহিত করিবেন।

যুদ্ধকালে ব্যূহ মধ্যে সংহত ও হতদিগের রণস্থল হইতে অপনয়ন, গজ সকলের প্রতি যুদ্ধ, যোধদানাদি এবং আয়ুধ নয়ন এই সকল পত্তিদিগের কার্য্য। স্বসৈন্যের রক্ষা এবং সম্মি-লিত শত্রু সৈন্যের ভেদ চর্ম্মীদিগের কার্য্য। যুদ্ধকালে শত্রু পক্ষীয়-দিগকে বিমুখ করা ধন্বীদিগের কার্য্য। আহত ব্যক্তিদিগকে দূরাপনয়ন, যান ও শত্রু সৈন্যের সংক্ষোভপাদন এই সকল রথকর্ম্ম নামে অভিহিত। সম্মিলিত সৈন্যের ভেদ এবং ভিন্ন ভিন্ন সৈন্য-গণের একত্র মিলন, এবং প্রাকার তোরণ অট্টালিকা ভঙ্গ গজকর্ম্ম বলিয়া আখ্যাত। পত্তিগণ বিষম ভূমিতে অবস্থান, রথ ও অশ্ব

---

* "দণ্ডাকৃতি ব্যূহরচনাদি দণ্ডব্যূহঃ এবং শকটাদিব্যূহোহপি। তত্রাগ্রে বলাধ্যক্ষো মধ্যে রাজা পশ্চাৎ সেনাপতিঃ পার্শ্বয়োর্হস্তিনস্তৎসমীপে ঘোটকাঃ ততঃ পদাতয়ঃ ইত্যেবং কৃতরচনো দীর্ঘঃ সর্ব্বতঃ সমবিন্যাসো দণ্ডব্যূহঃ তেন অভ্যুদয়াহবাং মার্গঃ সর্ব্বতো ভয়ে সতি যায়াৎ। সূচ্যাকারায়ঃ পশ্চাৎ পশ্চাৎ পৃথুলঃ শকটব্যূহস্তেন পৃষ্ঠতো ভয়ে সতি গচ্ছেৎ। কৃশমুখপশ্চাদ্ভাগঃ পৃথুমধ্যো বরাহব্যূহঃ এবমেব পৃথুতরমধ্যো গরুড়ব্যূহঃ তাভ্যাং পার্শ্বয়োর্ভয়ে সতি ব্রজেৎ। বরাহবিপর্য্যয়েন মকরব্যূহঃ সেনাগ্র পশ্চাৎ উভয়ত্র ভয়ে সতি গচ্ছেৎ। পিপীলিকাপংক্তিবৎ অগ্রপশ্চাদ্‌ভাবেন সংহতরূপসংখ্যা যত্র সৈনিকানাং স্থানং স শত্রু প্রবীরপুরুষমুখঃ সূচীব্যূহঃ তেন অগ্রতো ভয়ে সতি যায়াৎ।

সমন্তাৎ মণ্ডলপরিমণ্ডলো মধ্যোপবিষ্ট জিগীষুঃ পদ্মব্যূহঃ তেন পুরানির্গত্য সর্ব্বদা কপটনিবেশনং কুর্য্যাৎ।" (মনুটীকায় কুল্লুক ৭।১৮৭-৮৮)

সকল সমভূমিতে এবং নাগগণ জল ও কর্দ্দমাক্ত ভূমিতে অবস্থান করিয়া যুদ্ধ করিবে।* (অগ্নিপু° ২৩৬ অ°)

এইরূপ ভাবে ব্যূহ রচনা করিতে হইবে যে, সময় মত ইচ্ছা করিলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে বহু ব্যূহ এবং বহু ব্যূহকে ভাঙ্গিয়া একটী ব্যূহ করা যাইতে পারে। ব্যূহের প্রথম ভাগে চর্ম্মী অর্থাৎ ঢালধারী সৈন্যগণ ব্যূহ রক্ষা করিবে, তাহাদের পশ্চাৎ ধনুর্দ্ধারী সৈন্য থাকিবে, তাহাদের পশ্চাৎ অশ্বারোহী, এবং অশ্বারোহীর পৃষ্ঠে রথারোহী এবং রথারোহীর পশ্চাদ্‌ভাগে হস্তি-সৈন্য স্থাপন করিতে হয়। এইরূপ প্রণালীতে ব্যূহ মধ্যে সৈন্য সমাবেশ করা বিধেয়। এই সকল সৈন্য সকলেই আপন আপন কর্ত্তব্য পালন করিবে।

নীতিসারে লিখিত আছে যে, ব্যূহের সম্মুখে নায়ক অর্থাৎ সেনাপতি শূরগণ পরিবৃত হইয়া অবস্থান করিবেন; কেন না তাঁহাকে রক্ষা করিয়া অন্যান্য সেনানীগণের যুদ্ধ করা বিধেয়। যে কোন ব্যূহই রচিত হউক না কেন, তাহার মধ্যস্থলে স্ত্রীলোক, কোষ, ধনাগার, রাজা, কন্তসৈন্য অর্থাৎ খাদ্যদ্রব্য এবং তাহার রক্ষকগণ অবস্থান করিবেন। ব্যূহ মধ্যে হস্ত্যশ্বরথপদাতি এই চতুরঙ্গবল উক্তরূপে সাজাইতে হইবে। ব্যূহের দুই পার্শ্বে অশ্বারোহী, অশ্বারোহীর পার্শ্বে রথারোহী, এবং রথের পার্শ্বে পদাতি সৈন্য সকল সাজাইতে হয়।

"নায়কঃ পুরতো যায়াৎ প্রবীরপুরুষাবৃতঃ।
মধ্যে কলত্রং কোষশ্চ স্বামী ফল্গু চ যদ্বলম্॥
পার্শ্বয়োরুভয়োরশ্বা বাজিনাং পার্শ্বয়ো রথাঃ।
রথানাং পার্শ্বয়ো র্নাগা নাগানাঞ্চাটবী বলম্॥" (নীতিসার)

নীতিময়ূখে লিখিত আছে যে, ব্যূহ মধ্যে প্রধান দুই জন সেনাপতি থাকিবে। একজন সম্মুখ-ভাগ রক্ষা, এবং অপর জন পশ্চাদ্-ভাগ রক্ষা করিবেন। ব্যূহ মধ্য হইতে যদি কোন সৈন্য পলায়ন করে, তাহা হইলে পশ্চাদ্‌ভাগে যিনি থাকিবেন, তিনি তাহাদিগকে উৎসাহিত করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইবেন।

"পশ্চাৎ সেনাপতিঃ সর্ব্বং পুরস্কৃত্য কৃতী বলম্।
যায়াৎ সন্নদ্ধসৈন্যৌঘৈঃ খিন্নাংশ্চাশ্বাসয়ন্ বলম্॥" (নীতিময়ূখ)

'পূর্ব্বসেনাপতেরগ্রেযানমুক্তং। অধুনা পশ্চাদ্‌যানম্, অতো জ্ঞায়তে অগ্রেযাতা পশ্চাদ্‌যাতা চেতি সেনাদ্বয়-মস্তীতি'। (তট্টীকা)

শুক্রনীতিতে লিখিত আছে যে, ব্যূহরচনার জন্য বিশেষ বিশেষ বাদ্য ও সঙ্কেত-বাক্য কল্পনা করা আবশ্যক। এই সঙ্কেত-বাক্য বা বাদ্য দ্বারা যে কোন ব্যূহ রচনা করিতে হইবে, তাহা জানা যাইবে। এই সঙ্কেত কেবল সেনাপতি ও সৈন্যগণই জানিবে, অন্য কেহ যাহাতে ইহা জানিতে না পারে, তাহা করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

প্রধান সেনাপতি এই সঙ্কেত করিলে সকল সৈন্য তৎক্ষণাৎ তাহাদের পূর্ব্বশিক্ষানুসারে কার্য্য করিবে। ইহাতে কখনও বিলম্ব করিবে না। সৈন্যগণ ঐ সঙ্কেত-বাক্যানুসারে সম্মিলন, প্রসরণ, প্রভ্রমণ, আকুঞ্চন, যান, প্রযাণ, অপযান, পর্য্যায়রূপে সাম্মুখ্য, সমুত্থান, লুণ্ঠন, অষ্টদলাকারে অবস্থান, অথবা চক্রাকারে বেষ্টন, সূচীতুল্য, শকটাকার, অর্দ্ধচন্দ্রাকার, পরস্পর পৃথক্ হওয়া, অগ্রে অগ্রে বা পর্য্যায়ক্রমে পঙ্‌ক্তিপ্রবেশ, ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে অস্ত্রশস্ত্রাদির ধারণ, সন্ধান, লক্ষ্যভেদ, অস্ত্রক্ষেপ, শস্ত্র-নিপাত, শীঘ্র-সন্ধান, অস্ত্রাদিগ্রহণ, অস্ত্রনিপাত, ও আত্মরক্ষা, শীঘ্র আপনাকে লুক্কায়িত করা, শত্রুর প্রতি অস্ত্রক্ষেপ, এক এক বা দুই দুই ইত্যাদিরূপে একত্র গমন করা, পশ্চাদ্দিকে আসা বা সম্মুখে যাওয়া ইত্যাদি এই সকল প্রকার কার্য্যই সঙ্কেত বাদ্য বা ধ্বনি দ্বারা অনুষ্ঠান করিবে।

সৈন্যগণ এইরূপ প্রণালীতে ব্যূহাকারে অবস্থান করিয়া

* "দেশে তদ্বৎ শত্রুণাং কুর্য্যাৎ প্রকৃতিকল্পনাম্।
সংহতান্ যোধয়েদল্পান্ কামং বিস্তারয়েদ্বহূন্॥
সূচীমুখমনীকং স্যাদল্পানাং বহুভিঃ সহ।
ব্যূহাঃ প্রাণ্যঙ্গরূপাশ্চ দ্রব্যরূপাশ্চ কীর্ত্তিতাঃ॥
গরুড়ো মকরব্যূহশ্চক্রঃ শ্যেনস্তথৈব চ।
অর্দ্ধচন্দ্রশ্চ বজ্রশ্চ শকটব্যূহ এব চ॥
মণ্ডলঃ সর্ব্বতোভদ্রঃ সূচীব্যূহশ্চ তে নব।
ব্যূহানামথ সর্ব্বেষাং পঞ্চধা সৈন্যকল্পনা॥
দ্বৌ পক্ষাবনুপক্ষৌ দ্বাববশ্যং পঞ্চমং ভবেৎ।
একেন যদি বা দ্বাভ্যাং ভাগাভ্যাং যুদ্ধমাচরেৎ॥
ভাগত্রয়ং স্থাপয়েত্তু তেষাং রক্ষার্থমেব চ।
ন ব্যূহকল্পনা কার্য্যা রাজ্ঞো ভবতি কর্হিচিৎ॥
মূলোচ্ছেদে বিনাশঃ স্যান্ন যুধ্যেচ্চ স্বয়ং নৃপঃ।
সৈন্যস্য পশ্চাৎ তিষ্ঠেত্তু ক্রোশমাত্রে মহীপতিঃ॥
ন সংহতান্ ন বিরলান্ যোধান্ ব্যূহে প্রকল্পয়েৎ।
আয়ুধানাস্তু সংমর্দ্দো যথা ন স্যাৎ পরস্পরম্॥
ভেত্তুকামঃ পরানীকং সংহতৈরেব ভেদয়েৎ।
ভেদরক্ষাঃ পরেণাপি কর্ত্তব্যাঃ সংহতাস্তথা॥
ব্যূহং ভেদাবহং কুর্য্যাৎ পরব্যূহেষু ভেদবান্।
গজস্য পাদরক্ষার্থাশ্চত্বারস্তু তথা হয়াঃ॥
রথস্য চাশ্বাশ্চত্বারঃ সমাস্তস্য চ চর্ম্মিণঃ।
ধন্বিনশ্চর্ম্মিভিস্তুল্যাঃ পুরস্তাচ্চর্ম্মিণো রণে॥
পৃষ্ঠতো ধন্বিনঃ পশ্চাদ্ধন্বিনাং তুরগা রথাঃ।
রথানাং কুঞ্জরাঃ পশ্চাদ্দাতব্যাঃ পৃথিবীক্ষিতাঃ॥
শূরাঃ প্রমুখতো দেয়াঃ স্কন্ধমাত্রপ্রদর্শিনঃ।
কর্ত্তব্যং ভীরুসংঘেন শত্রুবিদ্রাবকারণম্॥" ইত্যাদি। (অগ্নিপু° ২৩৬ অ°)

বিপক্ষীয়দিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে। শুক্রনীতিতে ক্রৌঞ্চ, শ্যেন, চক্র, শকট, ব্যাল প্রভৃতি ব্যূহ-রচনা-প্রণালী লিখিত আছে। যথা—

ক্রৌঞ্চব্যূহ—ক্রৌঞ্চ শব্দে বক। বকগণ আকাশে যেরূপ মিলিত হইয়া পঙ্‌ক্তি ক্রমে গমন করে, সেনাপতি সৈন্য-দিগকে তদ্রূপ বলাকাকার পদ্ধতি অনুসারে সজ্জিত করিবেন। এই ব্যূহে সৈন্যসংখ্যার পরিমাণানুসারে এক এক বা দুই দুই ক্রমে সাজাইতে হয়।

শ্যেনব্যূহ—শ্যেন পক্ষীর যেরূপ আকৃতি, তদনুসারে এই ব্যূহ করিতে হয়, অর্থাৎ এই ব্যূহের সম্মুখভাগ সূক্ষ্ম, শেষ-ভাগ মধ্যম এবং দুই পার্শ্বদেশ বিস্তীর্ণ করিতে হয়।

চক্রব্যূহ—এই ব্যূহ চক্রাকার অর্থাৎ গোল, ইহাতে চক্রাকারে সৈন্য সমাবেশ করিতে হয়। এই ব্যূহের প্রবেশযোগ্য একটীমাত্র পথ থাকিবে এবং ইহা ৮টী কুণ্ডলাকৃতি পঙ্‌ক্তি দ্বারা বেষ্টিত হইবে। সর্ব্বতোভদ্রব্যূহও প্রায় এই প্রকার হইবে, বিশেষ এই যে, কেবল চারিদিকে ৮টী পরিধি অর্থাৎ চক্রাকারে ৮ ভাগে সৈন্য পরিবেষ্টিত থাকিবে। এই ব্যূহে কোনরূপ প্রবেশদ্বার থাকিবে না।

ইহা ভিন্ন শকটব্যূহ—শকটাকার, ব্যালব্যূহ—ব্যালাকার, ইত্যাদিরূপে জানিতে হইবে। কোন্ সৈন্যের পর কোন্ সৈন্য থাকিবে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ইহা সকল ব্যূহেই এক প্রকার।*

সৈন্যসংখ্যা অল্প বা অধিক হইলে সেনাপতি বিবেচনানুসারে একটী, দুইটী বা অনেক ব্যূহ রচনা করিয়া বা স্থান বিবেচনায় ব্যূহসঙ্কর, অর্থাৎ দুই তিন প্রকার নিয়মানুসারে একপ্রকার ব্যূহ রচনা করিবেন। রাজা বা সেনাপতি নদী, অদ্রি, বন ও দুর্গ প্রভৃতি যে যে স্থানে ভয় উপস্থিত হয়, সেই সেই স্থানে উক্ত প্রকার ব্যূহীকৃত বল লইয়া গমন করিবেন।

* "একৈকশো দ্বিশো বাপি সঙ্গশো যোধিতো যথা।
ক্রৌঞ্চানাং যে গতিস্তাদৃক্ পঙ্‌ক্তিতঃ সম্প্রজায়তে।
তাদৃক্ সঞ্চারয়েৎ ক্রৌঞ্চব্যূহং দেশবলং যথা।
সূক্ষ্মগ্রীবং মধ্যপুচ্ছং স্থূলপক্ষন্তু পঙ্‌ক্তিতঃ।
বৃহৎপক্ষং মধ্যগলপুচ্ছং শ্যেনং মুখে তনু।
চক্রব্যূহস্ত্বেকমার্গো হ্যষ্টধা কুণ্ডলীকৃতঃ।
চতুর্দ্দিক্ষ্বষ্টপরিধিঃ সর্ব্বতোভদ্রসংজ্ঞকঃ।
অমার্গশ্চাষ্টবলয়ো গোলকঃ সর্ব্বতোমুখঃ।
শকটঃ শকটাকারো ব্যালো ব্যালাকৃতিঃ সদা।
সৈন্যমল্পং বৃহদ্বাপি দৃষ্ট্বা মার্গং রণস্থলম্।
ব্যূহৈর্ব্যূহেন ব্যূহাভ্যাং সাঙ্কর্য্যেণাপি কল্পয়েৎ।" (শুক্রনীতি)

যে স্থানে সম্মুখদিকে ভয় উপস্থিত হইবে, তথায় মকরব্যূহ, শ্যেনব্যূহ কিংবা সূচীব্যূহ রচনা করিয়া অবস্থান করিবে। পশ্চাদ্দিকে ভয় উপস্থিত হইলে শকটব্যূহ এবং পার্শ্বদ্বয়ে ভয় থাকিলে বজ্রব্যূহ এবং চারিদিকে ভয় থাকিলে সর্ব্বতোভদ্রব্যূহ রচনা করিয়া অবস্থান করিতে হয়।

"নদ্যদ্রিবনদুর্গেষু যত্র যত্র ভয়ং ভবেৎ।
সেনাপতিস্তত্র তত্র গচ্ছেৎ ব্যূহীকৃতৈর্ব্বলৈঃ॥
যায়াৎ ব্যূহেন মহতা মকরেণ পুরো ভয়ে।
শ্যেনেনোভয়পক্ষেণ সূচ্যা বা ধীরবক্ত্রয়া॥
পশ্চাদ্ভয়েতু শকটং পার্শ্বয়োর্ব্বজ্রসংজ্ঞকম্।
সর্ব্বতঃ সর্ব্বতোভদ্রং চক্রং ব্যালমথাপি বা॥" ইত্যাদি
(শুক্রনীতি)

মহাভারতেও মকর, শ্যেন প্রভৃতি বহুবিধ ব্যূহের উল্লেখ আছে। সকল প্রকার ব্যূহের নাম এবং সংখ্যা হওয়া অসম্ভব, কারণ সেনাপতি যুদ্ধোপযোগী জন্য দ্রব্য বা প্রাণীর আকৃতি অনুসারে ব্যূহরচনা করিয়া থাকেন। সেই সকল ব্যূহ অনেক প্রকার। তাহার মধ্যে কিরূপে ব্যূহরচনা করিতে হয়, তাহারই দুই চারিটী প্রদর্শিত হইল।

মহাভারত, অগ্নিপুরাণ, শুক্রনীতি, নীতিময়ূখ, কামন্দকীয়-নীতি, মনুসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার বিশেষ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।

ব্যূহন (ক্লী) বি-উহ-ল্যুট্। ১ সৈন্যসংস্থান, ব্যূহ। ২ মেলন। "চালনং ব্যূহনং প্রাপ্তির্নেতৃত্বং দ্রবাশব্দয়োঃ।" (ভাগবত ৩।২৬।৩৬)
'ব্যূহনং মেলনং তৃণাদেঃ' (স্বামী)
(ত্রি) ৩ কোষ্ঠক।
"পরং শুণেভ্যঃ পৃশ্নিগর্ভবক্ষ
যশঃ শৃঙ্গং ব্যূহনং কামরূপম্।" (হরিবংশ ১২৯।৩৯)
'ব্যূহনং জগৎকোষ্ঠকং' (নীলকণ্ঠ)

ব্যূহপার্ষ্ণি (পুং) ব্যূহস্য পার্ষ্ণিঃ। ব্যূহের পশ্চাদ্ভাগ। পর্য্যায়—প্রত্যাসার, প্রত্যাসর। (ভরত) ২ ব্যূহমধ্য। (শব্দরত্না°)

ব্যূহপৃষ্ঠ (ক্লী) ব্যূহস্য পৃষ্ঠং। ব্যূহের পশ্চাদ্ভাগ, ব্যূহের পৃষ্ঠদেশ।

ব্যূহমতি (পুং) ললিতবিস্তারোক্ত দেবপুত্রভেদ। (ললিতবি°)

ব্যূহরাজ (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।
"বুদ্ধক্ষেত্রাৎ ব্যূহরাজোনাম বোধিসত্ত্বো মহাসত্ত্বঃ" (ললিতবি°)
২ শ্রেষ্ঠব্যূহ।

ব্যৃদ্ধ (ত্রি) ১ ধনহীন। ২ ফলহীন। (শতপথব্রা° ৪।৬।৭।৯)
(স্ত্রী) ১ ধনশূন্যতা। ২ নিষ্ফলতা। শস্যাদির অজন্মা।
(ঐতরেয়ব্রা° ৭।২৮)

ব্যে, ১ বৃতি, আচ্ছাদন। ভ্বাদি° উভ° সক° অনিট্। লট্ ব্যয়তি-তে। লিট্ বিব্যায়, বিব্যথ, বিব্যে। লুট্ ব্যাতা°। লৃট্ ব্যাস্যতি-তে। লুঙ্ অব্যাসীৎ, অব্যাসিষ্টাং, অব্যাস্ত। সন্ বিব্যাসতি-তে। যঙ্ বেবীয়তে। যঙ্লুক্ বাব্যেতি, বাব্যাতি। ণিচ্ ব্যায়য়তি। ক্ত বীত।

ব্যেক (ত্রি) একোন। স্ত্রিয়াং টাপ্।

ব্যেণস্ (ত্রি) ১ পাপমুক্ত। ২ দুর্ভাগ্যবর্জ্জিত। (ঋক্ ৭৩৩।১১)

ব্যেণী (স্ত্রী) উজ্জ্বল, অত্যন্ত শ্বেত। 'ব্যেণী বিশেষেণ শ্বেতা' (ঋক্ ৫।৮০।৪ সায়ণ)

ব্যেলব (ত্রি) নানা শব্দকারী। (অথর্ব্ব° ১২।১।৪১)

ব্যোকস্ (ত্রি) পৃথক্ভাবে বা ভিন্ন স্থানে বাসকারী। (শতপথব্রা° ৯।৩।২।৬)

ব্যোকার (পুং) লৌহকার। (অমর)

ব্যোদন (পুং) বিবিধ প্রকার অন্ন।

"ব্যোদন উরু ক্রমিষ্ট জীবসে" (ঋক্ ৮।৫২।৯)

'ব্যোদনে বিবিধে অন্নে লব্ধে সতি' (সায়ণ)

ব্যোম (পুং) দশার্হের পুত্রভেদ। (ভাগবত ৯।২৪।৩)

ব্যোম্ (দেশজ) ১ আকাশ। ব্যোমন্ শব্দার্থ। ২ অশ্বদ্বয়কে শকটে আবদ্ধ করিবার কাষ্ঠদণ্ড বিশেষ। ৩ পারাবতাদির শূন্যমার্গে অবস্থানের জন্য বংশদণ্ডোপরিস্থ বংশশলাকানির্ম্মিত চতুষ্কোণ ছত্রী।

ব্যোমক (পুং) অলঙ্কার।

ব্যোমকেশ (পুং) ব্যোম ইব কেশা যস্য বিরাটমূর্ত্তিত্বাদস্য তথাত্বং।- শিব। (অমর)

ব্যোমকেশিন্ (পুং) গঙ্গাধারণকালে ব্যোমব্যাপিনঃ কেশাঃ অস্য সন্তীতি ইনি। মহাদেব, শিব।

ব্যোমগ (ত্রি) ব্যোম্নি গচ্ছতীতি গম-ড। আকাশগামী, ব্যোমগত।

ব্যোমগঙ্গা (স্ত্রী) ব্যোম্নি-যা গঙ্গা। আকাশগঙ্গা, মন্দাকিনী।

ব্যোমগমন (ক্লী) ব্যো' গমনং। ১ আকাশগমন। (ত্রি) ব্যোম্নি গমনো যস্য। ২ আকাশগমনবিশিষ্ট। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ব্যোমগমনী—বিদ্যাভেদ, যে বিদ্যা দ্বারা আকাশে গমন করিতে পারা যায়, তাহাকে ব্যোমগমনী-বিদ্যা কহে।

ব্যোমচর (ত্রি) ব্যোম্নি চরতীতি চর-ট। আকাশচারী, যাহারা আকাশে বিচরণ করে।

ব্যোমচারিন্ (পুং) ব্যোম্নি চরতীতি চর-ণিনি। ১ দেবতা। ২ পক্ষী। (মেদিনী) ৩ চিরজীবী। ৪ দ্বিজাত। (বিশ্ব) (ত্রি) ৫ আকাশচারিমাত্র, যাহারা আকাশে বিচরণ করে, তাহারাই ব্যোমচারী।

ব্যোমচারিপুর (ক্লী) ব্যোমচারি আকাশগামিপুরং। সৌভপুর। (ভূরিপ্রয়োগ)

ব্যোমধূম (পুং) ব্যোম্নঃ ধূমঃ। মেঘ। (ত্রিকা°)

ব্যোমন্ (ক্লী) ব্যে-বৃতৌ (নামন্ সীমন্নিতি। উণ ৪।১৪।৬) ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ। যদ্বা বিপূর্ব্বদবতের্ব্যাপ্ত্যর্থত্বাৎ ঔণাদিকে 'সর্ব্বধাতুভ্যো মনিন্' ইতি সূত্রেণ মনিন্ প্রত্যয়ে জ্বরত্বরেত্যাদি ইত্যূটিগুণঃ। বা ব্যবতি ব্যাপ্নোতি সর্ব্বং জগৎ ইতি ভাবে মন্ ওম্। ১ অন্তরীক্ষ, আকাশ। পঞ্চভূতের মধ্যে প্রথম ভূত। বেদান্তমতে ইহা আত্মা হইতে প্রথমে উদ্ভূত হয়।

"এতস্মাদাত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূত আকাশাদগ্নিরিত্যাদি।" (শ্রুতি)

আত্মা হইতে আকাশ এবং আকাশ হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে বায়ু এবং বায়ু হইতে জল ও জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হয়। ২ জল। (মেদিনী) ৩ অভ্রক, মেঘ। (রাজনি°)

ব্যোমনাসিকা (স্ত্রী) ভারতীপক্ষী। (ত্রিকা°)

ব্যোমপঞ্চক (ক্লী) পঞ্চব্যোম।

ব্যোমপাদ (পুং) ব্যোম্নি পাদো যস্য। বিষ্ণু।

ব্যোমমঞ্জর (ক্লী) ব্যোম-মঞ্জরমিব। পতাকা। (ত্রিকা°)

ব্যোমমণ্ডল (ক্লী) ব্যোম্নঃ মণ্ডলম্। ১ পতাকা। (শব্দরত্না°) ২ আকাশ।

ব্যোমমধ্যে (অব্য) শূন্যমার্গে। বায়ুমণ্ডলের মধ্যস্থানে।

ব্যোমমায় (ত্রি) আকাশের ন্যায় উচ্চ।

ব্যোমমুদ্গর (পুং) ব্যোম্নঃ মুদ্গর ইব। বায়ুর শব্দ, নির্ঘাত।

ব্যোমমৃগ (পুং) চন্দ্রের দশম অশ্বভেদ।

ব্যোমযান (ক্লী) ব্যোমগামি যানং। বিমান, আকাশযান, দেবযান, যে যানদ্বারা আকাশে গমন করা যায়, বেলুন। [বেলুন শব্দ দেখ।]

ব্যোমরত্ন (ক্লী) ১ সূর্য্য।

ব্যোমবল্লিকা[ল্লী] (স্ত্রী) আকাশবল্লীলতা, চলিত আলোক-লতা। (রাজনি°)

ব্যোমশিবাচার্য্য (পুং) প্রশস্তপাদভাষ্যের ব্যোমবতী নাম্নী টীকাপ্রণেতা।

ব্যোমসদ্ (ত্রি) ১ দেবতা। ২ গন্ধর্ব্ব। ৩ ভূতযোনি।

ব্যোমসরিৎ (স্ত্রী) ব্যোম্নি যা সরিৎ। ব্যোমগঙ্গা, আকাশগঙ্গা, মন্দাকিনী।

ব্যোমস্থলী (স্ত্রী) ব্যোম্নঃ স্থলী। ১ নভঃস্থল। ২ পৃথিবী, ভূমি। (ভূরিপ্র°)

ব্যোমস্পৃশ্ (ত্রি) আকাশ স্পর্শকারী। অত্যুচ্চ।

ব্যোমাভ (পুং) ব্যোম্না শূন্যেন আভাতীতি আ-ভা-ক। ১ বুদ্ধদেব। (ত্রিকা°) ২ দেবপ্রতিম জৈন সাধুভেদ।

ব্যোমারি (পুং) বিশ্বেদেবগণ।

ব্যোমোদক (ক্লী) ব্যোম্নঃ উদকম্। দিব্যোদক, আকাশজল। শিশির।

ব্যোম্নিক (ত্রি) ব্যোমসম্বন্ধীয়। নৃসিংহতাপনীয়োপনিষদে "পরমব্যোম্নিক" পদে সর্ব্বোচ্চ আকাশমণ্ডল (highest ether) বুঝাইয়াছে।

ব্যোষ (ক্লী) বিশেষেণ ওষতীতি উষ দাহে অচ্। ত্রিকটু, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ এই তিন দ্রব্য একত্র মিশ্রিত তাহাকে ত্রিকটু বা ব্যোষ কহে।

ব্যোষাদ্যগুগ্গুলু (পুং) গুগ্গুলু ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—ত্রিকটু, চিত্রক, ত্রিফলা, মুথা ও বিড়ঙ্গ এই সকল দ্রব্যের সমান শোধিত গুগ্গুলু, এই সকল দ্রব্য দ্বারা ইহা প্রস্তুত করিবে। পরিমাণ—রোগীর অগ্নির বলাবল অনুসারে স্থির করিতে হয়। ইহা সেবনে স্থৌল্যরোগ আশু প্রশমিত হয়।

ব্যোষাদ্যঘৃত (ক্লী) অর্শরোগোক্ত ঘৃতৌষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—ঘৃতপরিমাণের তিন গুণ অধিক পলাশক্ষারজলে, ঘৃতের চতুর্থাংশ পরিমিত ত্রিকটু কল্কদ্বারা পাক করিয়া ঘৃতপাকের নিয়মানুসারে পাক করিবে। এই ঘৃতসেবনে অর্শ-রোগ আশু প্রশমিত হয়। (বসরত্না°)

ব্যোষাদ্যচূর্ণ (ক্লী) অর্শরোগোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—ত্রিকটু, ইন্দ্রযব, নিমছাল, চিরতা, ভৃঙ্গরাজ, চিতা, কটকী, আকনাদি, দারুহরিদ্রা, আতইচ এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া তাহার সহিত সর্ব্বসমান কুড়চিছালের চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া এই ঔষধ প্রস্তুত করিবে। এই চূর্ণসেবনের পরিমাণ ৪ মাষা। ইহা সেবনে অর্শরোগের উপকার হয়।

(চক্রদ° অর্শরোগাধি°)

ব্যোষাদ্যলৌহ (ক্লী) বিদ্রধিরোগাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—ত্রিকটু, ত্রিবৃৎ, কটকী ও লৌহ এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ঔষধ প্রস্তুত করিবে। অনুপান ত্রিফলারস। ইহা সেবনে বিদ্রধিরোগ প্রশমিত হয়। (রসেন্দ্রচিন্তা°)

ব্যোষাদ্যশক্তুপ্রয়োগ (পুং) মেদোরোগাধিকারোক্ত ঔষধ-বিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, সজিনামূলের ছাল, ত্রিফলা, কট্‌কী, বৃহতী, কণ্টকারী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, আকনাদি আতইচ, শালপাণি, হিঙ্গু, কেউমূল, যমানী, ধনে, চিতামূল, সচল-লবণ, জীরা, হবুষা, এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ, তিলতৈল, ঘৃত ও মধু প্রত্যেক চূর্ণসমষ্টির সমান, এবং শক্তু ১৬গুণ, এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ইহা প্রস্তুত করিতে হইবে। শীতল অনুপানের সহিত এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। ইহা সেবনে প্রমেহ, বাত, কুষ্ঠ, অর্শ, কামলা, প্লীহা, পাণ্ডু, শোথ, মূত্রকৃচ্ছ্র, হৃদ্‌রোগ, রাজযক্ষ্মা মেদ প্রভৃতি রোগ প্রশমিত এবং অগ্নি, স্মৃতি ও বুদ্ধি পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

(ভৈষজ্যরত্না° মেদোরোগাধি)

ব্র, (পুং) সম্বৃতীভূত, পরস্পরে অনুরাগযুক্ত। 'ব্রিয়ন্ত ইতি ব্রা বাহ্যাঃ তকারলোপশ্ছান্দসঃ। বিশাং ব্রাতা নরা পরস্পরমনুরাগ-বন্তঃ সংগতাঃ প্রীতাঃ॥' (ঋক ১।১২৬।৫ সায়ণ)

ব্রজ, গতি, গমন। ভ্বাদি° পরস্মৈ সক সেট্। লট্ ব্রজতি। লোট্ ব্রজতু। লিট্ বব্রাজ। লুট্ ব্রজিতা। লৃট্ ব্রজিষ্যতি। লুঙ্ অব্রাজীৎ, অব্রাজিষ্টাং অব্রাজিষুঃ। সন্ বিব্রজিষতি। যঙ্ বাব্রজ্যতে। যঙ্‌লুক্ বাব্রক্তি। ণিচ্ ব্রাজয়তি। ব্রজ—১ সংস্কৃতি। ২ গতি। চুরাদি° পরস্মৈ সক সেট্। লট্ ব্রাজয়তি। লুঙ্ অবব্রাজৎ।

ব্রজ (ক্লী) ব্রজতীতি ব্রজ-ঘ। ব্রজন, গমন। (পুং) ব্রজগতৌ (গোচর সঞ্চরেতি। পা ৩।৩।১১৯) ইতি ঘপ্রত্যয়েন নিপাতনাৎ সাধুঃ। ২ সমূহ। (অমর) ৩ গোষ্ঠ।

"নিকষ্কবীবশাসাবপ্রসারা গা ইব ব্রজম্।
উপরুদ্ধ দশাহা্যঃ পুরীঃ মাহীমতীঃ দ্বিষঃ॥" (মাঘ ২।৬৪)

৪ ব্রজভূমি, অগ্রবণ ও মথুরার চতুপার্শ্ববর্ত্তিদেশ। এই স্থান শ্রীকৃষ্ণের লীলা ভূমি, ইহা মহাতীর্থ স্বরূপ। মথুরার চারিদিকে ৮৪ ক্রোশ পরিমিত ভূখণ্ডকে ব্রজধাম কহে।

"ব্রজমণ্ডলভূগোলং শেবনাগফণং বরম্।
কুমুদাখ্যং মহাশ্রেষ্ঠং সর্ব্বেষাং যথাসংস্থিতম্॥
তস্যোপরিস্থিতং লোকং সর্ব্বস্থানং মহাফলম্।
কৃষ্ণলীলাবিহারার্থমুচ্চস্থানবিরাজিতম্॥
চতুরষ্টকক্রোশেন পরিপূর্ণবিরাজিতম্।
অত্র প্রদক্ষিণাকুর্ব্বন্ ধনধান্যসুখং ভবেৎ॥
দানার্চ্চাবাসতো লোকে বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়াৎ।
আবাসান্ ম্রিয়তে চেৎ পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥
পুণ্যাৎ লক্ষগুণং দ্রষ্ট্যা কৃতেঽস্মিন্ ব্রজমণ্ডলে।
কৃষ্ণেন নির্ম্মিতাস্তীর্থাঃ সার্দ্ধত্রয়সহস্রকাঃ॥"

(মৎস্যপু° ধৃত ব্রজভক্তিবি° ১ অঃ)

এই স্থান চতুরষ্টক্রোশ পরিমিত, অর্থাৎ ৮৪ ক্রোশ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই স্থানে তাঁহার লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই জন্য ইহা অতিশয় পুণ্যভূমি। যদি কেহ এই স্থান প্রদক্ষিণ করে, তাহা হইলে তাহার ধন ধান্যাদি লাভ হইয়া থাকে। এই স্থানে দান, পূজা বা বাস করিলে বিষ্ণুলোকে গতি হয় এবং যদি কেহ এই স্থানে প্রাণত্যাগ করে, তাহা হইলে লক্ষগুণ পুণ্য লাভ করিয়া তাহার আর পুনর্জন্ম হয় না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই স্থানে সার্দ্ধ তিনসহস্র তীর্থ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই ব্রজভূমিতে

দ্বাদশটী করিয়া বন, উপবন, প্রতিবন ও অধিবন দৃষ্ট হয়। ঐ ৪৮টী বনের নাম নিম্নে লিখিত হইল।

দ্বাদশবন—১ মহাবন, ২ কাম্যবন, ৩ কোকিলবন, ৪ তাল-বন, ৫ কুমুদবন, ৬ ভাণ্ডীরবন, ৭ ছত্রবন, ৮ খদিরবন, ৯ লোহজঙ্ঘবন, ১০ ভদ্রবন, ১১ বহুলবন, ১২ বিল্ববন, এই দ্বাদশবন ইহাদের সকল বনই শুভ ফলপ্রদ।

দ্বাদশ উপবন—১ ব্রহ্মবন, ২ অপ্সরোবন, ৩ বিহ্বলবন, ৪ কদম্ববন, ৫ স্বর্ণবন, ৬ সুরভিবন, ৭ প্রেমবন, ৮ ময়ূরবন, ৯ মানেঙ্গিতবন, ১০ শেষশায়িবন, ১১ নারদবন, ১২ পরমানন্দবন। এই দ্বাদশ উপবন।

দ্বাদশ প্রতিবন—১ রঙ্কবন, ২ বার্ত্তাবন, ৩ করহাপাবন, ৪ কাম্যবন, ৫ অঞ্জনবন, ৬ কর্ণবন, ৭ কৃষ্ণাক্ষিপণকবন, ৮ নন্দ-প্রেক্ষণ কৃষ্ণাধানাস্নান বন, ৯ ইন্দ্রবন, ১০ শিক্ষাবন, ১১ চন্দ্রাবলী-বন ও ১২ লোহবন, এই দ্বাদশ প্রতিবন।

দ্বাদশ অধিবন—১ মথুরা, ২ রাধাকুণ্ড, ৩ নন্দগ্রাম, ৪ গড়স্থান, ৫ ললিতাগ্রাম, ৬ বৃষভানুপুর, ৭ গোকুল, ৮ বলদেবক, ৯ গোবর্দ্ধনবন, ১০ জাবট, ১১ বৃন্দাবন, ১২ সঙ্কেতবটবন এই দ্বাদশ অধিবন।

মথুরা, গোকুল, বৃন্দাবন প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি মাত্রই গুপ্তস্থান বলিয়া কথিত। এই সকল বনযাত্রা করিলে ব্রজমণ্ডল অধিষ্ঠিত দেবতাদিগকে প্রথমে দর্শন করিতে হয়। ইহাদিগকে দর্শন না করিলে বনযাত্রা নিষ্ফল হয়, তৎপরে প্রথমে ভগবানের লীলা দেখিয়া এই সকল বন ভ্রমণ করিতে হইবে। এই সকল বন উক্তরূপে দর্শন করিলে সকল অভীষ্ট লাভ এবং অন্তকালে বিষ্ণুলোকে গতি হইয়া থাকে।

"ইতি দ্বাদশ সংজ্ঞানি বনান্যুপবনানি চ।
বনানামধিপাঃ প্রোক্তা ব্রজমণ্ডলবাসিনঃ॥
এষাং নৈব বিলোকেন বনযাত্রা চ নিষ্ফলা।
এষাঞ্চ দর্শনেনৈব বনযাত্রা শুভপ্রদা॥
... ... ভক্তশ্চরেৎ।
সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়াৎ॥"

(বিষ্ণুপুরাণধৃত ব্রজভক্তিবি° ১ অ°)

ব্রজভক্তিবিলাসে ব্রজের সমস্ত বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্য ভয়ে এ স্থলে তাহা সন্নিবেশিত হইল না।

[মথুরা ও বৃন্দাবন শব্দ দেখ।]

ব্রজক (পুং) তপস্বী। (শব্দরত্না°)

ব্রজকিশোর (পুং) ব্রজস্য কিশোরঃ। শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজভূমির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ব্রজভক্তিবিলাসে ব্রজকিশোরমন্ত্র এবং তাঁহার ধ্যান ও পূজাদির বিষয় লিখিত আছে। দ্বাদশবনের মধ্যে ললিতাবনের অধিপতি ব্রজকিশোর। "ওঁ ক্লীং ললিতা-গ্রামাধিবনাধিপতয়ে ব্রজকিশোরায় নমঃ" এই এক বিংশাক্ষর ইঁহার মন্ত্র। উঁহার পূজা করিতে হইলে নারায়ণপূজাবিধি অনুসারে পূজা এবং উক্ত মন্ত্রে প্রাণায়াম করিয়া ঋষ্যাদিন্যাস করিতে হয়, ন্যাস যথা—অস্য মন্ত্রস্য বিভাণ্ডক ঋষি ব্রজকিশোর দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ মম সকলপাপক্ষয়দ্বারা যুগলকৃষ্ণদর্শনার্থে বিনিয়োগঃ, শিরসি বিভাণ্ডক ঋষয়ে নমঃ, মুখে ব্রজকিশোরায় নমঃ, হৃদি গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ, এই রূপে ন্যাস করিয়া ধ্যান করিতে হয়। ধ্যান—

"ললিতাসংযুতং কৃষ্ণং সর্ব্বাঙ্গ সখিভির্বৃতম্।
ধ্যায়েদ্ধ্বেণীকূপস্থং মহারাসকৃতোৎসবম্॥"

(ব্রজভক্তিবিলাস)

এই রূপে ধ্যান ও পূজাদি করিয়া যথাশক্তি জপাদি করিতে হয়। (ব্রজভক্তিবি° ১ অ°)

ব্রজক্ষিৎ (ত্রি) ব্রজে কূপে ক্ষিয়তি নিবসতি ইতি। ব্রজ-ক্ষি-কিপ্। "ব্রজ ইতি মেঘনামসু (নি° ১।১০।১১) পঠিতং। অত্র তু উদকধারাসামর্থ্যাৎ কূপ উচ্যতে।" (শুক্লযজুঃ ১০।৪ মহীধর)

ব্রজন (ক্লী) ব্রজ ল্যুট্। গমন।

ব্রজনাথ (পুং) ব্রজস্য নাথঃ। শ্রীকৃষ্ণ, ব্রজভূমির অধিপতি।

ব্রজনাথভট্ট, মরীচিকা নাম্নী ও ললিতত্রিভঙ্গ নামক বেদান্ত-গ্রন্থরচয়িতা।

ব্রজভক্তিবিলাস (পুং) শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলাবিষয়ক গ্রন্থবিশেষ।

ব্রজভাষা, ব্রজভূমিবাসী সাধারণ লোকে যে ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকে এবং যে ভাষা অবলম্বন করিয়া পশ্চিমহিন্দুস্থান-বাসী সুকবিগণ কাব্যরচনা করিয়া যশস্বী হইয়া গিয়াছেন, তাহাই ব্রজভাষা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

এক সময়ে দিল্লী ও আগ্রা জেলার মধ্যবর্ত্তী সমগ্র প্রদেশকে ব্রজভূমি বা ব্রজরাজ্য বলিত। এই রাজ্যের রাজধানী মথুরা। বৃন্দাবন ও গোকুলনগরী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি বলিয়া এক সময়ে সর্ব্বজন-সমাদৃত হইয়াছিল এবং ভগবানের লীলাভূমি বলিয়া ঐ স্থানের ভাষাই সকলের বিশেষ প্রিয় ছিল।

স্বাধীন ভরতপুররাজ্য, বৃন্দারণ্যের অন্তর্গত গোবর্দ্ধন-গিরিপ্রদেশ এবং গোপালবিগ্রহাধিষ্ঠিত সুপ্রাচীন গোয়ালিয়র রাজ্যবাসী সুশিক্ষিত হিন্দুগণও ব্রজভূমির অধিবাসীদের ন্যায় পরিষ্কার ও প্রাঞ্জলভাবে ব্রজভাষা ব্যবহার করিতেন। দিল্লী ও আগ্রা অঞ্চলবাসী হিন্দুগণ ব্রজবুলি ভিন্ন খাড়বুলি ও নিছক হিন্দিতে কথা বলিত এবং মুসলমানেরা শুদ্ধ হিন্দী ও রেখ্তা (উর্দ্দু) ভাষা ব্যবহার করিত। কিন্তু বহুসংখ্যক বুন্দাবাসী, বুন্দেলখণ্ড ও গঙ্গার অন্তর্বেদী প্রদেশে ব্রজভাষা কতক সংমিশ্রিত

ভাবে প্রচলিত ছিল। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, কিরূপে কথিত ভাষার মিশ্রণ লাভ করিয়া ব্রজভাষা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। পাশ্চাত্য-সাহিত্যজগতে সুপরিচিত কৃষ্ণকবির সতসইয়ের টীকা হইতে আমরা এ বিষয়ের একটু আভাস পাই—

"পৌরুষ কবিতা বিবিধিহৈং কবি সব কহত বখান।
প্রথম দেববাণী বচনি প্রাকৃতি ভাষা জান॥
দেসদেসর্তে হোত সো ভাষা বহুত প্রকার।
বরন তইঁ তিন সবনমেঁ গ্বালিয়রী রসসার॥"

উল্লিখিত 'ভাষা' যে ব্রজ ও গোয়ালিয়র প্রদেশের চলিত ভাষা, তাহা কবির উক্তিতেই বুঝা যায়।

এই ব্রজভাষা যে কতকাল হইতে লিখিত-ভাষারূপে প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে, তাহার বিশেষ কোন প্রমাণ না পাওয়া গেলেও, এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, এই ভাষা এক সময়ে ধীরে ধীরে উক্ত বিস্তীর্ণ প্রদেশে প্রসার লাভ করিয়াছিল এবং সাধারণ লোকে, বিশেষতঃ কবিতা-রসাস্বাদী ব্যক্তিমাত্রই এই ভাষাকে কবিতাকলাপের প্রিয়তম প্রবাহের পবিত্র সলিল বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। শুধু ভারত বলিয়া নহে, এক সময়ে সমগ্র এসিয়ার কি হিন্দু কি মুসলমান অনেক কবিই এই ব্রজভাষায় কবিতা বা গান রচনা করিয়া গিয়াছেন; তাই আমরা খিয়াল, টুক, ধ্রুপদ, বিষ্ণুপদস্তুতি, নানা প্রকার গীত, কবিতা, ছন্দ, দোহা, ছপ্পাই, সোরথা, কুণ্ডলিয়া, প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের কাব্যসমূহ এই ভাষায় বিরচিত দেখিতে পাই। ইহাতে সংস্কৃত ভাষার কথা থাকিলেও, সংস্কৃত হইতে ইহার উৎপত্তি স্বীকার করা যায় না। তবে সংস্কৃত ব্যাকরণের ক্রিয়া ও বিশেষ্য পদাদির ন্যায় ইহাতেও পদাদির কর্ত্তা, কর্ম্ম বা কাল-ভেদে রূপান্তর ঘটিয়া থাকে। এই কারণে অনেক পণ্ডিতই এই ভাষাকে সংস্কৃতের ন্যায় মধুর ও সুশ্রাবী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কবিপ্রিয়া গ্রন্থে কবি কেসোদাস এই ভাষার প্রাধান্য কীর্ত্তন করিয়াছেন—

"ভাষাবোলন জানহী জিনকে কুলকো দাস।
ভাষাকবিভৌ মন্দমতি তিহিঁ কুলকেসোদাস॥"

সুবিখ্যাত ব্রাহ্মণকবি কুলপতিমিশ্র* এবং বিহারীদাস† উভয়েই ব্রজভাষার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করিয়াছেন।

* "জিতো দেসনিঁহু প্রগটহৈ কবিতাকো বাত।
তে ভাষামেঁ হোয়তৌ সব সমঝে রসবাত॥" (কবিরহস্য)

† "ব্রজভাষা ভাষত সকল সুরবাণী সমতুল।
তাহি বখানত সকল কবি জান মহারসমূল।
ব্রজভাষা বরনী কবিন বহুবিধিবুদ্ধিবিলাস।
সবকো ভূষণ সতসৈয়া করো বিহারীদাস॥"

উপরি উক্ত গীত ও কবিতা ব্যতীত প্রাচীনকালে ব্রজভাষায় রচিত অপর কোন পুস্তক বিশেষের উল্লেখ পাওয়া যায় না। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দে মোগলসম্রাট্ অকবর শাহের রাজ্যকালের পূর্ব্বে রচিত "পৃথিরাজরাস" ও "হাম্মীররাস" উল্লেখযোগ্য। উক্ত গ্রন্থদ্বয় সুপ্রসিদ্ধ চাঁদকবির বিরচিত।* [চাঁদকবি দেখ।]

কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে, সম্রাট্ অকবর শাহের শাসনকালে ও তৎপরবর্ত্তী সময় হইতেই ব্রজভাষায় নানা গ্রন্থাদি লিখিত হইতে থাকে।

হিন্দী হইতে ব্রজভাষার যে পার্থক্য তাহা নির্দ্দেশের জন্য আমরা নিম্নে কএকটী শব্দ ও ধাতুর পরিবর্ত্তিতরূপ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। হিন্দিতে যেমন ড, ঢ স্থানে র উচ্চারণে দোষ হয় না এবং ষ কখন ষ, কখন বা খ উচ্চারিত হয়, ব্রজভাষায় অনেক স্থলে সেইরূপ ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। নিম্নোক্ত পদগুলিরও ব্রজ-বুলিতে পরিবর্ত্তন ঘটে।

লর। ডর। বর। যশ। শস। ক্ষত। মব। স্তব। গব। থত। তথ। বক। বঐ। যেহ। অয়। যব। হোই। ঝঝ।

আবার অনেক স্থলে এক শব্দের এক অর্থে দুই তিন রূপ প্রয়োগ দেখা যায়। কখন বা লিখিত ব্রজভাষায় দুএকটী শব্দে দেবনাগরী অক্ষরের স্থলে কায়থী হিন্দির ক্ষ, খ, চ, ঝ, র প্রভৃতিও ব্যবহৃত হইয়াছে। কখন বা শ্রুতিমাধুর্য্যসম্পাদনের জন্য বর্গীয় ব অন্তঃস্থ ব রূপে গৃহীত হইয়াছে। যথা—

আলো, আরো। থালী, থারী। ঘোড়া, ঘোরা। ঘড়া, ঘরা। বন, বন। বসুদেব, বসুদেব। যমুনা, জমুনা। যস, জস। শখ, সখ। শিশু, সিসু। অক্ষর, অচ্ছর। লক্ষমী, লচ্ছমী। গাঁম, গাঁব। নাঁম, নাঁব। ইমলী, ইবলী। কত, কবু। কভী, কবী। পগড়ী, পঘড়ী। পগা, পঘা। রথ, রত। ভরত, ভরথ। যোতিশী, যোতিকী। যোতিষ, যোতিক। যহ, ইহ। আয়ে, আএ। লায়ে, লাএ। কিয়া, কিআ। দিয়া, দিআ। ষট, খট। ষষ্ঠী, খষ্ঠী। যেহী, যেঈ। তুহী, তুঈ। তুঝে, তুঝে। তুম, তুম।

হিন্দী (খড়িবোলী) ভাষার "হোনা" ক্রিয়া পদটী ভাষায় কিরূপ রূপান্তরিত হয়, নিম্নে তাহাই দেখান হইল—

হিন্দি		ভাষা।
হোনা		হৈনো-হৈবো
মৈঁ হুঁ	১ম পুং ১ব°	হৌ-মৈঁ-হৌ

* প্রাচীন "পৃথিরাজরাস" গ্রন্থ বিরল প্রচার হইয়া পড়িয়াছে, এখন যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দে সঙ্কলিত। এই গ্রন্থ ব্যতীত ব্রজভাষায় রচিত আর বৃহৎ গ্রন্থ দেখা যায় নাই।

70-XX

হিন্দী		ভাষা
তৈঁ-তু হৈ	২য় পুঁ ১ব°	তেঁ-তু হৈ
বহ হৈ	৩য় পুঁ ১ব°	বহ-সো-হৈ
হম হৈঁ	১ম পু° বহুব°	হম হৈঁ
তুম হো	২য় পুঁ .	তুমহৌ
বে হৈঁ	৩য় পু° .	বে-তে হৈঁ
হোতাথা	১ম পুঁ ১ব°	হোতুহো
হোতেথে	১ম, ২য়, ৩য় পু°বহুব°	হোতহে
হোতীথী (স্ত্রী)	ঐ ১ব°	হোতিহী
হোতীথীঁ .	ঐ বহুব°	হোতিহীঁ

নিম্নে কএকটী হিন্দিপদের ব্রজ-বুলিতে প্রয়োগ দেওয়া গেল—

হিন্দি	ভাষা	অর্থ
মেরা	মেরো	আমার
তেরা	তেরো	তোমার
তুমকো	তোকৌ	তোমাকে
উসকো	বা-তাকৌ	তাকে, উহাকে
ইসকা	যাকৌ	ইহার
তিসকা		উহার
মঝসে	মৌ--সাঁ তেঁ	আমা হইতে
কুছ	কছু	কিছু
ভলা	ভলৌ	ভাল
তক	লৌঁ	পর্য্যন্ত

নিম্নে বিশুদ্ধ হিন্দি খড়ীবোলী ও ব্রজভাষার নমুনা উদ্ধৃত হইল। একটু গবেষণা করিয়া দেখিলেই উহাদের পরস্পরের পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম হইবে।

খড়ীবোলী।

ক্যা কুটব পড়গয়া হৈ ঝমেলা ঝেড়া।
হরিভজন বিন নহীঁ হৈ খুলঝেড়া।
নামবলী সে পারহুঁ পলমেঁ
বৃন্দাবন মাঁঝ দার হৈ বেড়া॥
লগাকে চরণোঁ সে কৃষ্ণকে রহ কহ
গুরু পালিয়া মৈঁ হো জো মুটভেড়া।
মো-মুরলি টৌন বঁ অচল হরিজী
দৈঁসে ক্যা দিয়া অটল বেড়া॥
তেরে মিলনে কা বাট হৈ সীধী
যোঁ হোঁ যাটেঁ হৈঁ কিতনে ভট ভেড়
কৃষ্ণকো রথ গুপাল নিত উঠ ভোগ
মিসরী মক্খন মলাই ওর পেড়া॥ ইত্যাদি

ভাষা দোঁহা

উন বিন সহ শতু কিরণাই দেখ দিনকে ফের।
জেঠ তিয়োঁই অঁসুবনি সাবন ঝারী ঘের।
গোন সমেঁ কৈঁটা গহৌ সুন্দরি হিত জিয় জানি।
ছুটত হা দোউ ছুটে কৈঁটা ইত প্রাণী।
মন রাখোঁ হো বরজ কৈ জিয় রাখোঁ সমুঝায়।
নৈনা বরজে নাহিঁ মিলে আগউ হায়।
অব বরজৈ তব নারহে গের প্রেমরস দৈঁ।
অপ বস তেঁ পরবস ভয়ে বে বিসবাসী নৈন। ইত্যাদি

ব্রজভূ (পুং) ব্রজ ভূরুৎপত্তিৰ্যস্য। ১ কেলিকদম্ব। (শব্দচন্দ্রিকা) ব্রজস্য ভূর্ভূমিঃ। (স্ত্রী) ২ ব্রজভূমি। (ত্রি) ৩ ব্রজজাত। ভাস্কর পণ্ডিতের পুত্র নারায়ণ ভট্ট সুললিত শ্লোকাবলীতে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাতে বৃন্দাবনের দেবস্থানসমূহের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে।

ব্রজভূষণ, ১ গুণরত্নাকর নামক বৈদ্যকগ্রন্থ প্রণেতা।
২ তত্ত্ববিবেকসার নামক বেদান্ত ও ভাগবতপুরাণটীকা রচয়িতা। ৩ হঠপ্রদীপিকা-টীকাকার।

ব্রজভূষণ মিশ্র, বেদান্তরত্নমালাপ্রণেতা।

ব্রজমণ্ডল (ক্লী) ব্রজস্য মণ্ডলম্। ব্রজভূমি।
"ব্রজমণ্ডলভূগোলং শেষনাগফণং বরম্।" (ব্রজভক্তিবি° ১অ°)

ব্রজমোহন (পুং) ব্রজ ব্রজবাসিনো জনান্ মোহয়তীতি মুহ-ণিচ-ল্যুট্। শ্রীকৃষ্ণ।

ব্রজযুবতি (স্ত্রী) ব্রজানাং যুবতিঃ। ব্রজকামিনী, ব্রজাঙ্গনা।

ব্রজরাজ, ১ উণাদিবৃত্তিপ্রণেতা। ২ কারিকাবলীটীকা নামক বৈশেষিকগ্রন্থরচয়িতা। ৩ শঙ্করদিগ্বিজয়সারপ্রণেতা। ৪ সম্বৎ-সরোৎসবকল্পলতারচয়িতা।

ব্রজরাজ গোস্বামিন্, ন্যায়সারপ্রণেতা।

ব্রজরাজদীক্ষিত, ১ রসিকরঞ্জন নামক রসমঞ্জরীটীকাপ্রণেতা।
২ আর্য্যাত্রিশতীমুক্তক বা রসিকরঞ্জন, বন্ধভাখ্যানটীকা, শৃঙ্গার-শতক ও ষড়্‌ঋতুবর্ণন নামক গ্রন্থরচয়িতা। ইহার পিতার নাম কামরাজ। তর্ককারিকাপ্রণেতা জীবরাজ দীক্ষিত ইহার পুত্র।

ব্রজরাজশুক্ল, অন্নপূর্ণাকল্পলতা, চণ্ডীবিলাস, ছিন্নমস্তারহস্য, ত্রৈলোক্যমোহনকবচ, তিলকটীকা, নীতিবিলাস, দানমঞ্জরী, রস-সুধানিধি (বৈদ্যক), শ্যামাদীপদান ও সূর্য্যরহস্যপ্রণেতা।

ব্রজরামা (স্ত্রী) ব্রজস্য রামা। ব্রজবধূ।

ব্রজলাল (পুং) ১ নন্দলাল, শ্রীকৃষ্ণ।
২ একজন রাজা। ইনি কামসূত্রটীকাপ্রণেতা ভাস্করনৃসিংহের প্রতিপালক ছিলেন। ৩ সেবাবিচাররচয়িতা।

ব্রজবধূ (স্ত্রী) ব্রজস্য বধূঃ। ব্রজবনিতা, ব্রজাঙ্গনা।

ব্রজবর (পুং) ব্রজে বরঃ শ্রেষ্ঠঃ। শ্রীকৃষ্ণ, ব্রজভক্তিবিলাসে ইঁহার মন্ত্র ও পূজাদি এই রূপ লিখিত আছে। এই ব্রজবর দ্বাদশ অধিবনের অন্তর্গত জাবট বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। 'ওঁ ঠঃ ক্লীঁ বটাধিবনাধিপতয়ে ব্রজবরায় নমঃ' এই ঊনবিংশাক্ষর ইঁহার মন্ত্র। ব্রজবরের পূজা করিতে হইলে সামান্য পূজা-ক্রমে পূজা সমাপন করিয়া এই মন্ত্রে প্রাণায়াম করিয়া ঋষ্যাদি ন্যাস করিবে।

'অস্য মন্ত্রস্য ব্যাসকশ্চষির্জাবটবনাধিপো ব্রজবরো দেবতা পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দঃ মম সকলসৌভাগ্যসম্পৎফলপ্রাপ্ত্যর্থে জপে বিনিয়োগঃ। ন্যাস পূর্ব্বের ন্যায় অর্থাৎ ব্রজকিশোর মন্ত্রের ন্যায় করিবে। ধ্যান—

"নানাশৃঙ্গারভূষাঢ্যং রাধাকৃষ্ণং মনোহরম্।
ধ্যায়েৎ যুগলমূর্ত্তিঞ্চ বনযাত্রাবরপ্রদম্॥"

(ব্রজভক্তিবিলাস ১ অ°)

ব্রজবল্লভ (পুং) ব্রজানাং ব্রজবাসিনাং বল্লভঃ, প্রিয়ঃ। শ্রীকৃষ্ণ।

ব্রজসুন্দরী (স্ত্রী) ব্রজস্য সুন্দরী। ব্রজস্ত্রী, ব্রজাঙ্গনা।

ব্রজস্ত্রী (স্ত্রী) ব্রজকামিনী।

ব্রজস্পতি (পুং) ব্রজস্য পতিঃ, চূড়াগমঃ। ব্রজপতি শ্রীকৃষ্ণ।

"যাঃ সংপ্রবিষ্টস্য মুখং ব্রজস্পতেঃ
পান্ত্যপাঙ্গোৎকলিতাস্মিতাধরম্।" (ভাগবত ১০।৩৯।৩)

ব্রজাঙ্গনা (স্ত্রী) ব্রজস্য অঙ্গনা। ব্রজস্ত্রী, গোপী।

"ব্রজাঙ্গনানামপি গানশালিনাং
জহার মানং স হরিঃ পুনাতু বঃ॥" (ছন্দোমঞ্জরী)

ব্রজাবাস (পুং) ব্রজে আবাসঃ। ১ ব্রজে অবস্থান।

"বৃন্দাবনং সম্প্রবিশ্য সর্ব্বকালসুখাবহম্।
তত্র চক্রু র্ব্রজাবাসং শকটৈরর্দ্ধচন্দ্রবৎ॥" (ভাগবত ১০।১১।৩৫)

(ত্রি) ব্রজে আবাসো যস্য। ২ ব্রজনিবাসী, যাঁহারা ব্রজে অবস্থান করেন। চলিত কথায় ব্রজবাসীও বলে। ৩ বৃন্দা।

ব্রজিন্ (ত্রি) পুঞ্জীভূত। একত্রীভূত। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ব্রজিনী—তমঃপুঞ্জবতী। (ঋক্ ৫।৪৫।১ সায়ণ, এই অর্থে রাত্রিকে বুঝায়।

ব্রজিন (ক্লী) কল্মষ, পাপ।

ব্রজেন্দ্র (পুং) ব্রজস্য ইন্দ্রঃ। ব্রজের অধিপতি নন্দ। ২ শ্রীকৃষ্ণ।

ব্রজেশ্বর (পুং) ব্রজস্য ঈশ্বরঃ। শ্রীকৃষ্ণ।

ব্রজৌকস্ (পুং) ব্রজে ওকঃ অবস্থানং যেষাং। ব্রজবাসী।

ব্রজ্য (ত্রি) গো-জাত। 'ব্রজে গোসমূহে ভবো ব্রজ্যঃ তস্মৈ'।

(শুক্লযজুঃ ১৬।৪৪ মহীধর)

ব্রজ্যা (স্ত্রী) ব্রজনমিতি ব্রজ গতৌ (ব্রজ যজোর্ভাবে ক্যপ্। পা ৩।৩।৯৮) ইতি ক্যপ্। ১ পর্য্যটন। ২ জিগীষুর প্রয়াণ। আক্রমণ। ৩ গমন। (মেদিনী) ৪ সজাতীয় বস্তুর একত্র সন্নিবেশ।

"কোষঃ শ্লোকসমূহস্তু স্যাদন্যোন্যানপেক্ষকঃ।
ব্রজ্যাক্রমেণ রচিতঃ স এবাতিমনোহরঃ॥" (সাহিত্যদ° ৬।৫৬৫)

৫ রঙ্গ। ৬ রঙ্গালয়। (ধরণি) ৭ দল।

ব্রজ্যাবৎ (ত্রি) গজগমন সদৃশ। (ভট্টি ৭।৭০)

ব্রঢ়িমন্ (পুং) বৃঢ়-ণিচ্। (পা° ৫।১।১২৩) বৃঢ়ের ভাব।

ব্রণ, শব্দ। ভ্বাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ ব্রণতি। লিট্ বব্রাণ। লুট্ ব্রণিতা। লুঙ্ অব্রণীৎ, অব্রাণীৎ। সন্ বিব্রণিষতি। যঙ্ বাব্রণ্যতে। ব্রণ ২ অঙ্গচূর্ণ। অদন্তচুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ ব্রণয়তি। লুঙ্ অববণৎ।

ব্রণ (পুং ক্লী) ব্রণয়তি গাত্রমিতি ব্রণ অঙ্গচূর্ণে পচাদিত্বাদচ্। ১ ক্ষত। পর্য্যায়—ঈর্ম্ম, অরু। (অমর) ২ স্বনামপ্রসিদ্ধ রোগ। শরীরে যে সকল ক্ষত হয়, তাহাই ব্রণ, ইহাকে চলিত ফোড়া কহে। সাধারণতঃ ব্রণ বলিলে ঘা বা ক্ষত বুঝায়। ইহা প্রথম দুই প্রকার, শারীর ও আগন্তু। যে ব্রণ বায়ু, পিত্ত, কফ, শোণিত ও সন্নিপাত জন্য হয় অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত ও কফাদি দূষিত হইয়া যে ব্রণরোগোৎপত্তি হয়, তাহাকে শারীর-ব্রণ কহে। আর যে স্থলে পুরুষ, পশু, পক্ষী, ব্যাল, সরীসৃপ, প্রপতন, পীড়ন, প্রহার, অগ্নি, ক্ষার, বিষ, তীক্ষ্ণৌষধ প্রভৃতি দ্বারা ক্ষত হইয়া থাকে, তাহাকে আগন্তু কহে। (সুশ্রুত)

চরকসংহিতায় ব্রণরোগের নিদান ও চিকিৎসাদির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে, ব্রণরোগ দুই প্রকার নিজ ও আগন্তু। শারীর দোষ অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত, কফ, বা সন্নিপাত (বায়ু), পিত্ত ও কফের মিশ্রণ দ্বারা যে স্থলে ব্রণরোগের উৎপত্তি হয়, তাহাকে নিজ ব্রণ কহে। এবং বাহ্য হেতু দ্বারা অর্থাৎ অস্ত্রাঘাত, পতন, দংশন প্রভৃতি দ্বারা যে ব্রণরোগ জন্মে, তাহাকে আগন্তু কহে। নিজ ব্রণে বাতাদি দোষ কুপিত হইয়া ব্রণরোগ জন্মে এবং আগন্তু ব্রণরোগে কোন বাহ্য কারণে ক্ষত হইয়া পরে বাতাদি দোষদূষিত হয়।

নিজব্রণের লক্ষণ স্ব স্ব প্রকোপণ হেতু (অর্থাৎ যে কারণে দোষ কুপিত হইতে পারে সেই কারণে) বায়ু, পিত্ত ও কফ দুষ্ট হইয়া বহির্মার্গ আশ্রয় করিয়া ব্রণরোগ জন্মায়। ইহা বাতজ, পিত্তজ ও কফজ ভেদে তিন প্রকার। বাতজ লক্ষণ বায়ু দূষিত হইয়া যে স্থলে ব্রণরোগ উৎপাদন করে, সেই স্থলে ব্রণ স্তব্ধ, খরস্পর্শ, এবং তাহা অতির ন্যায় উত্তপ্ত, অল্প অল্প স্রাবযুক্ত, তীব্র বেদনাবিশিষ্ট ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে। এই ব্রণে সূচীবেধবৎ বেদনা এবং উহা দপ্ দপ্ করিতে থাকে।

পিত্ত কুপিত হইয়া যে স্থলে ব্রণ হয়, তথায় তৃষ্ণা, মোহ, জ্বর, ক্লেদ, দাহ, অবদারণ এবং ঐ ব্রণ অতি দুর্গন্ধ হইয়া থাকে।

কফ দোষে যে স্থলে ব্রণোৎপত্তি হয়, তথায় ব্রণ অতি পিচ্ছিল

তক্ অর্থাৎ উহা স্পর্শ তাম্র বোধ হয়, স্নিগ্ধ, স্তিমিত, অল্প বেদনা-যুক্ত, পাণ্ডুবর্ণ এবং অল্প ক্লেদযুক্ত ও ইহা অতি বিলম্বে পাকিয়া থাকে।

বাতজব্রণে বাতঘ্ন দ্রব্যদ্রবা, স্নেহপান, স্নিগ্ধস্বেদ, স্নিগ্ধ উপনাহ (পুলটিস্), প্রলেপ ও পরিষেক-ক্রিয়ার উপকার হয়। পিত্তজ ব্রণে মধুর, স্নিগ্ধ, প্রদেহ ও পরিষেক, ঘৃতপান ও বিরেচন দ্বারা চিকিৎসা করিতে হয়। কফজ ব্রণে কষায়, কটু, উষ্ণ ও রুক্ষ প্রদেহ, পরিষেক, লঙ্ঘন ও শোধন দ্বারা চিকিৎসা করিবে।

উক্ত শারীর ও আগন্তু এই দ্বিবিধ ব্রণ নানারূপ ভেদে বিংশতি প্রকার। উহার মধ্যে দুষ্টব্রণ দ্বাদশ প্রকার, স্থান ৮টী, গন্ধ ৮ প্রকার, স্রাব চতুর্দ্দশ প্রকার, উপদ্রব ১৬ প্রকার, দোষ ২৪ প্রকার, এবং চিকিৎসা ক্রম ৩৬ প্রকার। এবং উক্ত ব্রণসমূহের পরীক্ষা তিন প্রকার অভিহিত হইয়াছে।

বিংশতি প্রকার ব্রণ—১ কৃত্যোদকৃত্যা অর্থাৎ দ্বিবিধ সাধ্য-ব্রণ, সুখসাধ্য ও কষ্টসাধ্য। ২ দুষ্ট ব্রণ। ৩ মর্ম্মাশ্রিত। ৪ নবোৎপন্ন সংবৃত, ৬ দারুণোৎপন্ন, অত্যন্তোদ্গত, ৭ সবিষ, ৮ বিষমস্থিত, ৯ অস্রাবী, ১০ উৎসঙ্গী। এই দশ প্রকার ব্রণমধ্যে, কোন ব্রণ কষ্টে কেহ বা সহজে প্রশমিত হইয়া থাকে।

ইহার বিপরীত ১০ প্রকার, ১ অকৃত্যোৎকৃত্যা অর্থাৎ দ্বিবিধ অসাধ্য, যাপ্য ও প্রত্যাখ্যেয়, ২ অদুষ্ট, ৩ অমর্ম্মাশ্রিত, ৪ পুরাণ, ৫ অসংবৃত, ৬ অদারুণোৎপন্ন, ৭ নির্বিষ, ৮ সমস্থিত, ৯ স্রাবযুক্ত, ১০ অনুৎসঙ্গী। এই বিংশতি প্রকার ব্রণ। দ্বাদশপ্রকার দুষ্টব্রণ—১ শ্বেত, ২ অবসন্নচর্ম্মা, ৩ অতিস্থূলচর্ম্মা, ৪ অতিকপিলবর্ণ, ৫ নীল, ৬ শ্যাব, ৭ অতিপীড়ক, ৮ রক্ত, ৯ কৃষ্ণ, ১০ অতি-পূতিক, ১১ রৌপ্যবর্ণ, ১২ কুম্ভীমুখ। এই দ্বাদশ প্রকার দুষ্টব্রণ।

ব্রণের ৮ প্রকার স্থান, আটটী স্থানে সাধারণতঃ ব্রণোৎপত্তি হইয়া থাকে। এই স্থান যথা—১ ত্বক্, ২ শিরা, ৩ মাংস, ৪ মেদ, ৫ অস্থি, ৬ স্নায়ু, ৭ মর্ম্ম, ৮ অভ্যন্তর।

ব্রণের ৮ প্রকার গন্ধ, উক্ত ব্রণসমূহ হইতে ৮ প্রকার গন্ধ নির্গত হইয়া থাকে। এই সকল গন্ধের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে —১ ঘৃতবদ্গন্ধ, ২ তৈলবদ্গন্ধ, ৩ বসাবদ্গন্ধ, ৪ পূয়গন্ধ, ৫ রক্তগন্ধ, ৬ ধূমগন্ধ, ৭ অম্লগন্ধ ও ৮ পূতিগন্ধ।

ব্রণের ১৪ প্রকার স্রাব উক্ত সকল প্রকার ব্রণ হইতে ১৪ প্রকার স্রাব হইয়া থাকে। এই সকল স্রাব যথা—লসীকা-স্রাব, ২ জলস্রাব, ৩ পূয়স্রাব, ৪ রক্তবর্ণস্রাব, ৫ হরিদ্রাবর্ণস্রাব, ৬ অরুণবর্ণ, ৭ পিঞ্জরবর্ণ, ৮ কষায় অর্থাৎ বটপত্রাদির কাথের স্রায়, ৯ নীলবর্ণ, ১০ হরিদ্বর্ণ, ১১ স্নিগ্ধ, ১২ রুক্ষ, ১৩ শ্বেতবর্ণ ও ১৪ কৃষ্ণবর্ণ স্রাব।

ব্রণের ১৬ প্রকার উপদ্রব—১ বিসর্প, ২ পক্ষাঘাত ৩ শিরা-স্তম্ভ, ৪ অপতানক, ৫ মোহ, ৬ উন্মাদ, ৭ ব্রণবেদনা ৮ জ্বর, ৯ তৃষ্ণা, ১০ হনুগ্রহ, ১১ কাস ১২ বমি, ১৩ অতিসার, ১৪ হিক্কা, ১৫ শ্বাস ও ১৬ কম্প। ব্রণরোগের এই ১৬ প্রকার উপদ্রব। ব্রণ হইলে ধাতু ও অবস্থাবিশেষে এই সকল উপদ্রব হইয়া থাকে।

ব্রণরোগের ২৪ প্রকার দোষ —১ স্নায়ুক্লেদ, ২ শিরার ছেদ, ৩ গম্ভীরতা ৪ ক্রিমির উৎপত্তি ও দংশন (অর্থাৎ ঘায়ে পোকা পড়া ও কামড়ান), ৫ অস্থিভেদ, ৬ সশল্যত্ব, ৭ সবিষত্ব, ৮ পরি-সর্পণ, ৯ নখাঘাত, ১০ কাষ্ঠাঘাত, ১১ চর্ম্মের অভিঘট্টন, ১২ লোমের অভিঘট্টন, ১৩ অনুপযুক্ত ব্রণবন্ধন, ১৪ অতি স্নেহপ্রয়োগ, ১৫ অতিভৈষজ্যাকর্ষণ, ১৬ অজীর্ণ, ১৭ অতি-ভোজন, ১৮ বিরুদ্ধভোজন, ১৯ অসাত্ম্যভোজন, ২০ শোক, ২১ ক্রোধ, ২২ দিবানিদ্রা, ২৩ মৈথুন ও ২৪ জাগরণ। ব্রণ-রোগে এই ২৪ প্রকার দোষ। ব্রণরোগে যখন এই সকল দোষ উপস্থিত হয়, তখন যদি রীতিমত চিকিৎসা না করা হয়, তাহা হইলে উহা প্রশমিত হয় না। এবং ব্রণে পরিস্রাব, দুর্গন্ধ ও বহুদোষ [illegible] কৃচ্ছ্রসাধ্য হইয়া থাকে।

ব্রণের [illegible] পরীক্ষা—ব্রণের দোষাদোষ জানিবার জন্য তিন প্রকার পরীক্ষার-ব্যবস্থা আছে, দর্শন, প্রশ্ন ও স্পর্শন। প্রথম দর্শন, এই দর্শনদ্বারা রোগীর বয়স, ব্রণের বর্ণ, শরীর ও ইন্দ্রিয়গণের পরীক্ষা হয়। দ্বিতীয় প্রশ্ন, ইহাদ্বারা রোগোৎপাদক হেতু, উপস্থিত পীড়া ও অগ্নিবলের পরীক্ষা হইয়া থাকে। তৃতীয় স্পর্শ, ব্রণ স্পর্শ করিলে উহার কাঠিন্য, কোমলত্ব, শীতত্ব ও উষ্ণত্ব প্রভৃতির অনুভব হইয়া থাকে। এই ত্রিবিধ পরীক্ষা দ্বারা পরীক্ষা করিয়া ব্রণরোগের চিকিৎসা করিতে হয়।

যদি কাহারও ব্রণ ত্বক্, মাংস বা মর্ম্মরহিত স্থানে উৎপন্ন, অনতিদীর্ঘকালের, তৃষ্ণাদি উপদ্রবশূন্য, রোগী যুবক [illegible] এবং কাল শুভ অর্থাৎ হেমন্ত বা শীতঋতুতে হয়, তাহা হইলে উহা অচিরেই আরোগ্য হইয়া থাকে। এইরূপ ব্রণই সুখসাধ্য জানিতে হইবে। আর যদি এই সকল গুণের কোন রূপ অভাব হয়, তাহা হইলে কষ্টসাধ্য; আর ইহাদের সকলগুলির অভাব হইলে তাহা অসাধ্য হইয়া থাকে।

ব্রণপীড়িত ব্যক্তির বলাবল বিবেচনা করিয়া বমন, বিরেচন, অস্ত্রপ্রয়োগ বা [illegible] বিশোধন করা কর্ত্তব্য। [illegible] বিশুদ্ধ হইলে শীঘ্র ব্রণ প্রশমিত হয়।

ব্রণের ৩৬ প্রকার উপক্রম, ৬ প্রকার [illegible] ব্রণের যন্ত্রণা যাহাতে নিবারিত হয়, তাহার জন্য ৬ প্রকার ক্রিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। শস্ত্রকর্ম্ম, অবপীড়ন, নির্ব্বাপণ, সন্ধান, স্বেদ,

বমন, শোধনকষায়, রোপণকষায়, শোধনপ্রলেপ, রোপণপ্রলেপ, শোধনতৈল, রোপণতৈল, শোধনঘৃত, রোপণঘৃত, শোধন [illegible] ব্রণপত্রাচ্ছাদন, [illegible], উৎসাদন, অবসাদন, ত্রিবিধ দাহ, ধূপ, মৃদুকরণ, কাঠিন্যকর-লেপন, মাংসবর্দ্ধকলেপন, ব্রণাবচূর্ণন, বর্ণ্য রোপণ ও রোমরোহণ এই ৬০ প্রকার ব্রণের উপক্রম।

যে স্থানে ব্রণ হয়, তাহার পূর্ব্বে সেই স্থানে শোথ অর্থাৎ ফুলিয়া উঠে, এই শোথই ব্রণের পূর্ব্বরূপ। ত্বক্ প্রভৃতি স্থানে শোথ দেখিলে বুঝিতে হইবে যে, এই শোথস্থানে ব্রণের সম্ভাবনা। এই শোথের দোষাদির বিষয় পরীক্ষা করিয়া তাহার শান্তির জন্য যাহাতে এই শোথে ব্রণ না হয়, তন্নিমিত্ত প্রথমে জলৌকাদি দ্বারা রক্তমোক্ষণ করিতে হয়। ইহাতে আর ব্রণ হয় না। কিন্তু ঐ শোথ বহুদোষযুক্ত হইলে বমন বিরেচনাদি শোধন, ও অল্পদোষ দুষ্ট হইলে লঙ্ঘন ব্যবস্থা করিতে হয়। শোথে বায়ুর প্রকোপ অধিক থাকিলে প্রথমে বাতঘ্নকষায় ও ঘৃত প্রয়োগ দ্বারা তাহার শান্তি করিতে হয়।

ব্রণরোগের চিকিৎসা—ব্রণের শোথাবস্থায় বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, পাকুড় ও অম্লবেতস, ইহাদের ছাল জলে বাটিয়া ঘৃত-সংযোগে প্রলেপ দিলে শোথ প্রশমিত হয়। সিদ্ধি, যষ্টিমধু, ক্ষীরকাকোলী, পদ্মমূল, শতমূলী, নীলোৎপল, নাগকেশর ও রক্তচন্দন এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ দিলেও শোথ বিনষ্ট হয়। যবশক্তু, যষ্টিমধু, ঘৃত ও চিনি এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ এবং অবিদাহী অন্নভোজন ব্রণশোথের পক্ষে বিশেষ উপকারজনক।

ব্রণের শোথাবস্থায় প্রথমে এইরূপে প্রলেপ দিবে, ইহাতে যদি শোথ আরোগ্য না হয়, তাহা হইলে উপনাহ অর্থাৎ পুলটিস দিয়া তাহাকে পাকাইতে হইবে। পরে উহা পাকিয়া উঠিলে শস্ত্রপ্রয়োগ দ্বারা ভেদ করিতে হয়। ভেদ করিলেই শীঘ্র উহা আরোগ্য হয়। সুতরাং এইরূপ অবস্থায় অস্ত্রপ্রয়োগই বিশেষ উপকারক।

ফোড়া পাকাইবার জন্য উক্তরূপ পুলটিস দিতে হইবে। যবাদি শক্তু জলে পাক করিয়া তাহাতে ঘৃত বা তৈল অথবা ঘৃততৈল উভয় মিশ্রিত করিয়া গরম করিয়া উষ্ণাবস্থায় পুলটিস দিবে। কৃষ্ণতিল, মসিনা, ব্যাকুড়, কুড় ও সৈন্ধবযুক্ত যবাদি শক্তুপিণ্ড, অম্লদধিতে ঐ সকল দ্রব্য অম্ল করিয়া পুলটিস দিবে। এই সকল পুলটিস দ্বারা ফোড়া শীঘ্র পাকিয়া উঠে।

উক্তরূপ পুলটিস দেওয়া হইলে যখন ব্রণশোথে দাহ, রক্ত-বর্ণতা, শূলবিদ্ধের ন্যায় যন্ত্রণা, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়, তখন বুঝিতে হইবে যে ঐ শোথ পাকিয়াছে এবং শোথস্থল স্পর্শ করিলে যদি জলপূর্ণ বস্তির ন্যায় উহার স্পর্শ হয় ও অঙ্গুলি দিয়া টিপিয়া ছাড়িয়া দিলে যদি উহা পূর্ব্বের ন্যায় উন্নত হইয়া উঠে, তাহা হইলে ঐ ব্রণ উত্তমরূপ পাকিয়াছে জানিতে হইবে। ব্রণ উত্তমরূপে পাকিয়া উঠিলে তাহা ভেদ করিতে হয়, পক্বব্রণের পক্ষে শস্ত্রপ্রয়োগই বিশেষ উপকারক। যদি ভীরুব্যক্তি অস্ত্র-প্রয়োগে অসম্মত হয়, তাহা হইলে মসিনা, গুগ্গুলু, সিজমনসার আটা, কুকড়া ও পায়রার বিষ্ঠা, পলাশক্ষার, স্বর্ণক্ষীরী বা দন্তী এই সকল পক্বব্রণের উপর দিতে হইবে, এই সকল দ্রব্য পক্ব-ব্রণের ভেদক অর্থাৎ এই সকল দ্রব্য উহাতে লাগাইয়া রাখিলে পক্বব্রণ ফাটিয়া যায়।

ব্রণে শস্ত্রকর্ম্ম ৬ প্রকার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা—পাটন, বাধন, ছেদন, লেখন, প্রচ্ছন্ন ও সীবন। নাড়ীব্রণ (নালীঘা), পক্বশোথ, ক্ষতোদর, বদ্ধগুদোদর ও অন্তঃশল্যস্থান অর্থাৎ যাহার মধ্যদেশে শল্য আছে, এই সকল স্থান শস্ত্রোপযোগী।

জলোদর, পক্বগুল্ম, রক্তগুল্ম এবং বিসর্পপিড়কাদি রক্তজরোগ সকল ব্যধনযোগ্য অর্থাৎ এইগুলি বিদ্ধ করিতে হয়। অর্শ প্রভৃতি অধিমাংসরোগ সকল ছেদন অর্থাৎ কাটিয়া ফেলিতে হয়।

যে সকল ব্রণে অধিক মাংস সঞ্জাত হয় এবং প্রান্তদেশ স্থূল, উন্নত ও কঠিন ঐ সকল ব্রণ লেখন অর্থাৎ তীক্ষ্ণাগ্রশস্ত্রদ্বারা চিরিয়া দিতে হয়। বাতরক্ত প্রভৃতি প্রচ্ছন অর্থাৎ কণ্টকাদি তীক্ষ্ণবস্তুদ্বারা কিঞ্চিৎ বিঁধিয়া দিতে হয়।

যে সকল ব্রণের মুখ সূক্ষ্ম, কিন্তু মধ্যস্থল কোষযুক্ত সেই সকল ব্রণ প্রপীড়ন করিতে হয়। নিম্নোক্তরূপে ব্রণের প্রপীড়ন করিবার বিধি আছে। প্রপীড়নদ্রব্য যথা—ভেওড়া, মসুর, মটর ও গোধূম। এই সকল দ্রব্যের মধ্যে কোন একটী দ্রব্য লইয়া উত্তমরূপে বাটিয়া ইহার সহিত কোনরূপ স্নেহপদার্থ মিশ্রিত না করিয়া ব্রণের উপর প্রলেপ দিতে হইবে, তাহা হইলে ব্রণের পূয আপনিই বাহির হইয়া আসিবে।

শিমুলছাল, বেড়েলামূল ও বটপল্লব এই সকল দ্রব্যের পরি-ষেক ও প্রলেপ দিলেও উপকার হয়। শতধৌতঘৃত, দুগ্ধ বা যষ্টিমধুর কাথের পরিষেক এবং শৈত্যক্রিয়া করিলে রক্তপিত্তোত্থ ব্রণ প্রশমিত হয়। ব্রণক্ষতস্থলে জ্বালানিবারণের জন্য শিমুল-ছালাদির প্রলেপ বা পরিষেক দিতে হয়। ইহাতে শীঘ্র যন্ত্রণা নিবারিত হয়।

ব্রণচ্ছেদাদি করিলে যদি ক্ষতস্থলে মাংস ঝুলিয়া পড়ে, তাহা হইলে ঐ মাংস পূর্ব্বে যেরূপভাবে ছিল, সেইরূপ ভাবে ঠিক করিয়া দিয়া ঐ স্থলে ঘৃত ও মধুর প্রলেপ দিয়া বস্ত্রখণ্ড দ্বারা উত্তমরূপে বাঁধিয়া দিবে। যখন জানা যাইবে মাংস জোড়া লাগিয়াছে, তখন ক্ষতস্থল পূরণ করিবার জন্য প্রিয়ঙ্গু, লোধ, কট্ফল

বরাহক্রান্তা ও ধাই ফুল এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ অথবা পঞ্চবল্কলচূর্ণ বা শুক্তিচূর্ণ ঐ ব্রণের মধ্যে দিবে, ইহাতে ব্রণক্ষত পূরিয়া উঠিবে। বাতাভিঘাতব্রণে যদি দাহ ও বেদনা থাকে, তাহা হইলে ঐ ব্রণে কৃষ্ণতিল ও যসিনা ভাজিয়া দুগ্ধে নির্ব্বাপিত এবং ঐ দুগ্ধ দ্বারাই উহা বাটিয়া প্রলেপ দিবে, এইরূপে প্রলেপ দিলে দাহ ও বেদনা বিনষ্ট হয়।

ব্রণের ক্ষতস্থলে যদি অত্যন্ত শূল হয়, তাহা হইলে স্নেহ-শর্করায় বিধানানুসারে উহা প্রস্তুত করিয়া ব্রণে প্রক্ষেপ দিবে, ইহাতে ঐ শূল নিবারিত হয়। বলামূলের কাথ বা বধির বাত অথবা ঈষদুষ্ণ সতৈলঘৃত ব্রণস্থলে পরিষেক করিলে বাতোত্থব্রণের দাহ ও বেদনা প্রশমিত হয়।

সাধারণতঃ ব্রণের দাহ ও বেদনা নিবারণের জন্য যবচূর্ণ, যষ্টিমধু ও তিলচূর্ণ সমান সমান ভাগে লইয়া তাহা জলে পেষণ এবং ঘৃতাক্ত ও ঈষদুষ্ণ করিয়া ব্রণের উপর প্রলেপ দিলে ব্রণের দাহ ও বেদনা বিনষ্ট হয়। সমান পরিমাণে কৃষ্ণতিল ও মুগ দুগ্ধে পাক করিয়া তাহার উপনাহ দিলেও ব্রণের দাহ ও বেদনা নিবারিত হয়।

যে সকল ব্রণের মুখ অতি সূক্ষ্ম এবং যে সকল ব্রণ হইতে বহুস্রাব হইতে থাকে, ঐ সকল ব্রণের মধ্যে নালী আছে কি না, তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখা আবশ্যক, এইরূপ সন্ধান করার নাম এষণা। কিন্তু ব্রণ যদি মর্ম্মস্থানজাত হয়, তাহা হইলে এষণা বিধেয় নহে। উক্ত ব্রণের কতদূর পর্য্যন্ত নালী হইয়াছে, শলাকা দ্বারা তাহা স্থির করিতে হয়। এই এষণা দুই প্রকার, মৃদু ও কঠিন। যে স্থলে উদ্ভিদের মৃদুনালদ্বারা এষণা হয় তাহাকে মৃদু এষণা এবং লৌহশলাকাদ্বারা এষণা হইলে তাহাকে কঠিন এষণা কহে। মাংসলপ্রদেশে ব্রণ গভীর হইলে লৌহ-শলাকাদ্বারা নালী অনুসন্ধান করিয়া পাটন করিতে হয়। ইহার বিপরীতস্থলে মৃদু এষণা করিয়া পাটন করিবে।

যে সকল ব্রণ হইতে অতিশয় দুর্গন্ধ বাহির হয়, এবং যাহা বিবর্ণ, বহু স্রাবযুক্ত ও অতি বেদনান্বিত হয়, ঐ ব্রণ অশুদ্ধ জানিতে হইবে। এই অশুদ্ধ ব্রণ শোধনপ্রণালী অনুসারে শুদ্ধ করিয়া চিকিৎসা করিতে হইবে।

শোধনপ্রণালী—ত্রিফলা, খদির, দারু হরিদ্রা, ন্যগ্রোধাদিগণ, বেড়েলা, কুশ, নিমপাতা ও পলতা ইহাদের কষায় প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ব্রণ ধুইতে হইবে। ইহাতে ব্রণ শোধন হয়, অর্থাৎ ব্রণের দোষ বিনষ্ট হইয়া থাকে। তিলকল্ক, সৈন্ধবলবণ, দারু-হরিদ্রা, তেউড়ী, ঘৃত, যষ্টিমধু ও নিমপত্র, এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ দিলেও ব্রণ শোধিত হয়।

উক্ত প্রণালী অনুসারে ব্রণ শুদ্ধ হইলে ব্রণের রোপণ করিতে হইবে। ব্রণ শুদ্ধ হইয়াছে কি না, তাহা উক্ত প্রকারে জানা যাইবে. যে ব্রণ অতিরক্ত বর্ণ, বা অতিশ্যাববর্ণ না হয় ও যে ব্রণ অত্যন্ত বেদনাযুক্ত বা কোটরগত না হয়, তাহাই শুদ্ধ ব্রণ। এই শুদ্ধ ব্রণেরই রোপণ বিধেয়।

রোপণপ্রণালী—ব্রণে রোপণ ঔষধ প্রয়োগ করিলে ব্রণ শুষ্ক হয়। বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, কদম্ব, পাকুড়, বেতস, করবীর, আকন্দ ও কুড়চি এই সকল দ্রব্যের কষায়ে ব্রণ ধৌত করিলে ব্রণের রোপণ হয়। পুণ্ডরীয়া কাষ্ঠ, জীবন্তী, গোজিয়া, দাইফুল, শ্বেতবেড়েলা ও কৃষ্ণ তিল এই সকল পেষণ করিয়া ঘৃতের সহিত প্রলেপ দিলে ব্রণ শুষ্ক হয়। কমলাগুড়ি, বিড়ঙ্গ, কুর্চ্চি ছাল, ত্রিফলা, বেড়েলা, পলতা, নিমপাতা, লোধ, মুতা, প্রিয়ঙ্গু, খদির, ধাইফুল, ধুনা, ছোট এলাচি, অগুরু ও রক্তচন্দন এই সকল দ্রব্যের কল্কের সহিত যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ব্রণে মাখা-ইলে ব্রণ শুষ্ক হয়। ঘা শুকাইবার জন্য এই তৈল অতি উৎকৃষ্ট। পুণ্ডরীয়া কাষ্ঠ, যষ্টিমধু, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, শ্বেতচন্দন ও রক্তচন্দন এই সকল দ্রব্যের কল্কের সহিত যথা বিধানে তৈল পাক করিয়া ব্রণে দিলে শুষ্ক হয়। দূর্ব্বার স্বরস, কমলাগুড়ি, অথবা দারুহরিদ্রার ত্বকের সহিত তৈল পাক করিয়া ব্রণে দিলে ব্রণের ঘা শুকাইয়া থাকে।

উপরে যে রূপ প্রণালীতে তৈলপাকের বিধান লিখিত হইল, ঐ সকল দ্রব্যের কল্কের সহিত ঘৃত পাক করিয়া বাতপিত্তোত্থ ব্রণে প্রয়োগ করিলে ঐ ব্রণ আশু শুকাইয়া থাকে। পত্র দ্বারা ব্রণ আচ্ছাদন করিতে হয়. কদম্ব, অর্জ্জুন, নিম্ব, পাটলী, পিপ্পল ও আকন্দ ইহাদের পত্র দ্বারা ব্রণ আচ্ছাদন করিবে।

নিম্নব্রণের উৎসাদন—শুক্রজনক দ্রব্য, বৃংহণীয় দ্রব্য এই সকল দ্রব্যের প্রলেপাদি দিলে নিম্নব্রণ উদ্গত হয়। ভূর্জ্জপত্রের গ্রন্থি, পাথরকুচি, হীরাকস ও গুগ্‌গুলু সমান ভাগে লইয়া প্রলেপ দিলে ব্রণের অবসাদন অর্থাৎ উন্নত ব্রণ নিম্ন হইয়া থাকে। চড়ুই পাখী ও পায়রার বিষ্ঠা লাগাইলেও ব্রণের অবসাদন হয়।

ব্রণে অগ্নিকর্ম্ম—রক্তের অতিস্রাবে, বিদ্ধ স্থানে, ছেদনার্হ স্থানে, অধিক মাংসস্থলে, গণ্ডমালায়, গম্ভীরব্রণে, স্থিরব্রণে এবং স্পর্শরহিত স্থানে অগ্নিকর্ম্ম প্রশস্ত। মোম, তৈল, মজ্জা, মধু, বসা, ঘৃত এবং শলাকাদি বিবিধ প্রকার লৌহ দ্রব্য অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া দাহ করিবে। বালক, বৃদ্ধ, দুর্ব্বল ব্যক্তি, গর্ভিণী স্ত্রী, রক্তপিত্ত, তৃষ্ণা ও জ্বরপীড়িত রোগী, ভীরু ও বিষণ্ণ ব্যক্তি ইহাদের পক্ষে অগ্নিকর্ম্ম নিষিদ্ধ। স্নায়ুব্রণে, মর্ম্মব্রণে, সবিষ বা সশল্য ব্রণে এবং নেত্র ও কোষ্ঠব্রণেও অগ্নিকর্ম্ম নিষিদ্ধ।

ব্রণের দোষ ও কাল বিবেচনা করিয়া সুনিপুণ চিকিৎসক শস্ত্র ও অগ্নিকর্ম্ম সাধ্য ব্রণে ক্ষার প্রয়োগ করিতে পারেন। শ্বেত

চন্দন বা গন্ধকের ধূপ প্রয়োগ করিলে শিথিল ব্রণ কঠিন হয়। ঘৃত, মজ্জা, বসা ও তৈলের ধূপ প্রয়োগে কঠিন ব্রণ শিথিল হইয়া থাকে। ব্রণে এইরূপ ধূপ দিলে ব্রণের বেদনা, স্রাব, গন্ধ, কৃমি, কাঠিন্য ও মৃদুত্ব প্রশমিত হয়। লোধ, বটত্বক্, খদির ত্রিফলা, এই সকল দ্রব্যের কল্ক ঘৃতাক্ত করিয়া ব্রণে প্রলেপ দিলে ব্রণের শৈথিল্য ও সৌকুমার্য্য হয়।

অর্জ্জুন, যজ্ঞডুম্বুর, অশ্বত্থ, লোধ, জাম, ও কট্‌ফল এই সকল দ্রব্য একত্র বাটিয়া ঘৃত ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্রণের উপর প্রলেপ দিবে, ইহাতে ত্বগ্‌বিশুদ্ধি হইয়া থাকে। কালিয়া কাষ্ঠ, তগরপাদুকা, আম্রের আঁটির শস্য, নাগেশ্বর ও লৌহচূর্ণ এই সকল দ্রব্য গোময় রসে মর্দ্দন করিয়া ব্রণস্থানে প্রলেপ দিলে ঐ স্থান গাত্রের সমান বর্ণ হইয়া থাকে। গন্ধতৃণ, অশ্বত্থ ও হিজলমূল, লাক্ষা, গিরিমাটী, নাগেশ্বর, স্বর্ণ ও হীরাকস এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ দিলেও ব্রণস্থানের বর্ণ গাত্রের সমান বর্ণ হইয়া থাকে। চতুষ্পদ জন্তুর ত্বক্, রোম, খুর, শৃঙ্গ ও অস্থি ভস্ম করিয়া সেই ভস্ম তৈলের সহিত ব্রণস্থানে মাখাইলে সেই স্থানে লোমোৎপত্তি হইয়া থাকে।

ব্রণরোগী লবণ, অম্ল, কটু, উষ্ণ বিদাহি ও গুরুপাক অন্নপান এবং মৈথুন পরিত্যাগ করিবে। শীতল, স্নিগ্ধ, ও অবিদাহী লঘু অন্ন ও পান এবং দিবসে অনিদ্রা ব্রণরোগীর পক্ষে হিতকর। (চরক চিকিৎসি ৮ স্থা° ২৫ অ°)

সুশ্রুত, বাভট, ও ভাবপ্রকাশ প্রভৃতি বৈদ্যক গ্রন্থে ব্রণের বিশেষ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।

ব্রণকারিন্ (ত্রি) ক্ষতোৎপাদক দ্রব্যাদি।

ব্রণকৃৎ (পুং) ব্রণং করোতীতি কৃ-কিপ্ তুগাগমশ্চ। ১ ভল্লাতক। (রত্নমালা) (ত্রি) ২ ক্ষতকারক।

ব্রণকেতুঘ্নী (স্ত্রী) ব্রণকেতুং হন্তীতি হন-টক্-ঙীপ্। দুগ্ধফেনীক্ষুপ। (রাজনি°)

ব্রণগ্রন্থি (পুং) ব্রণরোগভেদ। ব্রণের উপরিভাগে গ্রন্থির মত হইলে তাহাকে ব্রণগ্রন্থি কহে। (বাভট উত্তর ২৯ অ°)

ব্রণজিতা (স্ত্রী) বুণ্ডী, মুণ্ডিরী। (বৈদ্যকনি°)

ব্রণদ্বিষ্ (পুং) ব্রণস্য দ্বিট্ শত্রুঃ। ১ রাজন-যষ্টিকা, (শব্দচন্দ্রিকা) (ত্রি) ২ ব্রণদ্বেষক।

ব্রণধূপন (পুং) ব্রণস্য ধূপনং। ব্রণের ধূপদানবিধি।

[ব্রণশব্দ দেখ]

ব্রণরোপণ (স্ত্রী) ব্রণস্য রোপণং। ব্রণের রোপণ, ব্রণের মধ্য হইতে দূষিত মাংসাদি অপসৃত হইলে যে ঔষধাদি দ্বারা ক্ষত অংশপূর্ণ হয়, তাহাকে ব্রণরোপণ কহে। ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে যে,দূষিত মাংস অপসারিত হইলে সেই স্থানের মাংসপূরণের নিমিত্ত তিলের কল্ক, ঘৃত ও মধু সংযোগে প্রয়োগ করিবে, অশ্বগন্ধা, কটকী, লোধ, কট্‌ফল, যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা ও ধাইফুল এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া মধুর সহিত প্রয়োগ করিলে ব্রণরোপণ অর্থাৎ ব্রণের গভীর ভাগ পূরণ হয়। [ব্রণ শব্দ দেখ]

ব্রণরোপণরস (পুং) ক্ষুদ্ররোগাধিকারোক্ত ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—রস, গন্ধক, অহিফেন, সৌবর্চ্চল ও সৈন্ধবলবণ তুল্য ভাগে লইয়া অম্লীর, ঘৃতকুমারী, গোমূত্র ও চিতার রসে তিন তিন দিন পৃথগ্‌ভাবে ভাবনা দিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে। মাত্রা ১ রতি, অনুপান মধু। (রসেন্দ্রচিন্তা° ক্ষুদ্ররোগাধি°)

ব্রণবৎ (ত্রি) ব্রণ অস্ত্যর্থে-মতুপ্ মস্য ব। ব্রণবিশিষ্ট, ব্রণরোগী।

ব্রণশোথ (পুং) ব্রণস্য শোথঃ। ব্রণের স্ফীততাকারক রোগভেদ। ব্রণ নিমিত্ত শ্বয়থু, ইহার লক্ষণ—

"পৃথক্ সমস্তদোষোত্থা রক্তাগন্তুজো তথা।
ব্রণশোথাঃ ষড়েতে স্যুঃ সংযুক্তাঃ শোথলক্ষণৈঃ॥"

(ভাবপ্র° ব্রণাধি°)

পৃথক্ বা সমস্ত দোষ দূষিত হইয়া ৬ প্রকার ব্রণশোথ উৎপন্ন করিয়া থাকে। যথা বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সন্নিপাতজ, রক্তজ ও আগন্তুজ। ইহাতে শোথের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

ব্রণশোধন (পুং) ১ কম্পিল্লক, কমলাগুড়ি। (বৈদ্যকনি°)

ব্রণশোষ (পুং) ব্রণস্য শোষঃ। ক্ষতজন্য শোষরোগ। ইহার লক্ষণ—

"রক্তক্ষয়াদ্বেদনাভিস্তথৈবাহারযন্ত্রণাৎ।
ব্রণিনশ্চ ভবেচ্ছোষঃ স চাসাধ্যতমো মতঃ॥" (মাধবনি°)

রক্তক্ষয় বা আহার বিশেষ দ্বারা ব্রণরোগীর ব্রণে অতি বেদনার সহিত যে শোষ হয়, তাহাকে ব্রণশোষ কহে।

ব্রণস্থান (ক্লী) ব্রণস্য স্থানং। ব্রণের স্থান। চরক ও সুশ্রুতসংহিতায় লিখিত আছে যে, ব্রণের ৮টী স্থান, ত্বক্, মাংস, শিরা, স্নায়ু, অস্থি, সন্ধি, কোষ্ঠ ও মর্ম্ম। এই ৮টী স্থানে দোষদুষ্ট ব্রণ হইয়া থাকে। "তানি চ ত্বঙ্মাংসশিরাস্নায়্বস্থিসন্ধিকোষ্ঠমর্ম্মাণীত্যষ্ট ভবন্তি" (সুশ্রুত সূ° ২২ অ°)

ব্রণস্রাব (পুং) ব্রণস্য স্রাবঃ। সুশ্রুতোক্ত ব্রণরোগের পূযাদি ক্ষরণ।

"অথাতো ব্রণস্রাববিজ্ঞানীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ" (সুশ্রুত সূত্রস্থা°)

ব্রণহ (পুং) ব্রণং হন্তীতি হন-ড। ১ এরণ্ড বৃক্ষ। (ত্রি) ২ ব্রণঘাতক।

ব্রণহরী (স্ত্রী) নাকুলিকৌষধি, বিষনাকুলিয়া। (বৈদ্যকনি°)

ব্রণহা (স্ত্রী) ব্রণং হন্তীতি হন-ড, স্ত্রিয়াং টাপ্। গুড়ূচী (শব্দচ°)

ব্রণহৃৎ (পুং) ব্রণং হরতীতি হৃ-কিপ্ তুক্ চ্। কণিকারীবৃক্ষ। (রাজনি°)

ব্রণায়াম (পুং) বাতব্যাধি রোগ বিশেষ। ইহার লক্ষণ—

"মর্ম্মাশ্রিতং ব্রণং প্রাপ্য বায়ুর্যঃ সর্ব্বদেহগঃ।
বেগৈরানময়েদ্দেহং ব্রণায়ামস্তু তং ত্যজেৎ॥" (মাধবনি॰)

সর্ব্বদেহগত বায়ু মর্ম্মাশ্রিত ব্রণকে প্রাপ্ত হইয়া অতি বেগে দেহকে নমিত করিলে তাহাকে ব্রণায়াম কহে। এই রোগ অসাধ্য।

ব্রণারি (পুং) ব্রণস্য অরিঃ। বোল নামক গন্ধদ্রব্য, গন্ধবোল। (রাজনি॰) (পুং) ২ অগস্ত্যবৃক্ষ, বাসনাগাছ। (রাজনি॰)

ব্রণিন্ (ত্রি) ব্রণ অস্ত্যর্থে ইনি। ব্রণরোগী।

ব্রণোপক্রম (পুং) ব্রণস্য উপক্রমঃ। ব্রণরোগের চিকিৎসা। সুশ্রুত চিকিৎসিত স্থানে ১ অধ্যায়ে ৬০ প্রকার ব্রণোপক্রম, অর্থাৎ ব্রণের চিকিৎসা বর্ণিত হইয়াছে। "ব্রণোপক্রমঃ ষষ্টিবিধোঽপতর্পণাদি ভেদেন, যথা ইত্যাদি"। (সুশ্রুত চি॰ ১ অ॰)

এই ৬০ প্রকার যথা—অপতর্পণ, আলেপ, পরিষেক, অভ্যঙ্গ, স্বেদ, বিম্লাপন, উপনাহ, পাচন, বিস্রাবণ, স্নেহ, বমন, বিরেচন, ছেদন, ভেদন, দারণ, লেখন, এষণ, আহরণ, ব্যধন, সীবন, সন্ধান, পীড়ন, শোণিত-স্থাপন, নির্ব্বাপন, উৎকারিকা, কষায়, বর্ত্তি, কল্ক, সর্পি, তৈল, রসক্রিয়া, অবচূর্ণন, ব্রণধূপন, অবসাদন, মৃদুকর্ম্ম, দারণকর্ম্ম, ক্ষারকর্ম্ম, অগ্নিকর্ম্ম, পাণ্ডুকর্ম্ম, কৃষ্ণকর্ম্ম, রোমসঞ্জনন, লোমাপহরণ, বস্তিকর্ম্ম, উত্তর বস্তিকর্ম্ম, বন্ধ, পত্রদান, কৃমিঘ্ন, বৃংহণ, বিষঘ্ন, শিরোবিরেচন, নস্য, কবলধারণ, ধূম, মধুসর্পিঃ, যন্ত্র, আহার এবং রক্ষা বিধান এই ৬০ প্রকার ব্রণ রোগের উপক্রম।

ব্রণিল (ত্রি) ব্রণযুক্ত, ক্ষতবিশিষ্ট।

ব্রণীয় (ত্রি) ব্রণ সম্বন্ধীয়, শারীর ও আগন্তুব্রণ সম্বন্ধীয়।

ব্রণ্য (ত্রি) ব্রণোৎপাদনযোগ্য।

ব্রত (পুংক্লী) ব্রিয়তে ইতি বৃঞ্ বরণে বাহুলকাদতচ্ স চ কিৎ। ১ ভক্ষণ। (উণাদি উজ্জ্বল) ২ পুণ্যজনক উপবাসাদি, পুণ্যসাধন উপবাসাদি নিয়মের নাম ব্রত। যে সকল উপবাসাদি কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা পুণ্য সঞ্চয় হয়, তাহাকে ব্রত কহে। সম্যক্ সঙ্কল্পজনিত অনুষ্ঠেয় ক্রিয়াবিশেষ রূপের নাম ব্রত। ইহা প্রথমে দুই প্রকার, প্রবৃত্তিরূপ ও নিবৃত্তিরূপ, দ্রব্য বিশেষ ভোজন ও পূজাদি সাধ্য ব্রতকে প্রবৃত্তিরূপ এবং কেবল উপবাসাদি সাধ্য ব্রতকে নিবৃত্তিরূপ কহে। ইহা আবার তিন প্রকার, নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য। অকরণে প্রত্যবায়-সাধনের নাম নিত্য, যাহা না করিলে প্রত্যবায় হয়, তাহাকে নিত্য কহে। একাদশী প্রভৃতি ব্রত নিত্য। কোন নিমিত্ত বশতঃ যে ব্রতের অনুষ্ঠান করা হয় তাহাকে নৈমিত্তিক কহে। পাপক্ষয় জন্য চান্দ্রায়ণাদি ব্রত নৈমিত্তিক। তিথিবিশেষে কামনা করিয়া যে সকল ব্রতানুষ্ঠান করা হয়, তাহাকে কাম্য কহে। যথা সাবিত্রী প্রভৃতি ব্রত।

জ্যৈষ্ঠমাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথিতে অবৈধব্য-কামনায় সাবিত্রী ব্রত করিতে হয়, সুতরাং ইহা কাম্য। এইরূপ কামনা করিয়া যে ব্রত করা হয়, তাহাই কাম্য।

"ব্রতঞ্চ সম্যক্সঙ্কল্পজনিতানুষ্ঠেয়ক্রিয়াবিশেষরূপং তচ্চ প্রবৃত্তিনিবৃত্তিভেদরূপং। তত্র দ্রব্যবিশেষভোজনপূজাদিকং প্রবৃত্তিরূপং উপবাসাদিকঞ্চ নিবৃত্তিরূপং, তচ্চ নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যঞ্চ। নিত্যমেকাদশ্যাদি ব্রতং, নৈমিত্তিকং চান্দ্রায়ণাদিব্রতং কাম্যং তত্তত্তিথ্যুপবাসাদিরূপং।

"সম্যক্ সম্পাদনং বর্ম্ম কর্ত্তব্যমবিকাদিনা।

নিষ্কামেন সকামের। কাম্যং কামার্থিভিন বা॥" (হেমাদ্রিব্রতখণ্ড)

ব্রতারম্ভবিধি—হেমাদ্রির ব্রতখণ্ডে লিখিত আছে যে, অখণ্ডা তিথিতে ব্রতারম্ভ করিতে হয়, উদয়গামিনী তিথি যদি দিনমধ্য ভঙ্গনা না করে, অর্থাৎ যে তিথিতে সূর্য্য উদিত হন, সেই তিথি যদি দিবার মধ্যভাগ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে তাহাকে খণ্ডা তিথি কহে, এই খণ্ডা তিথি ব্রতারম্ভে নিষিদ্ধ, অর্থাৎ এই তিথিতে ব্রত করিতে নাই। ইহার বিপরীত অখণ্ডা যে তিথি তাহাতেই ব্রতারম্ভ প্রশস্ত। গুরু শুক্রের বাল্য বৃদ্ধাস্তজনিত অকাল এবং মলমাসেও ব্রতারম্ভ করিতে নাই।

"উদয়স্থা তিথির্যাহি ন ভবেদ্দিনমধ্যভাক্।
সা খণ্ডা ন ব্রতানাং স্যাদারম্ভে চ সমাপনে॥
এতদন্যতিথিক্রিয়ামখণ্ডায়াং প্রারম্ভকালঃ বুধবাসিষ্ঠঃ।
অখণ্ডব্যাপিমার্ত্তণ্ডা যখণ্ডা ভবেত্তিথিঃ।
ব্রতপ্রারম্ভণন্তস্যামনষ্টশুক্রগুরুয়োঃ॥
অগ্ন্যাধানং প্রতিষ্ঠাঞ্চ যজ্ঞদানব্রতানি চ।
বেদব্রতবৃষোৎসর্গচূড়াকরণমেখলাঃ॥
মাঙ্গল্যমভিষেকঞ্চ মলমাসে বিবর্জ্জয়েৎ।
বালে বা যদি বা বৃদ্ধে শুক্রে বাস্তং গতে গুরোঃ॥
মলমাস ইবৈতানি বর্জয়েদ্দেবদর্শনম্॥" (হেমাদ্রিব্রতখ॰)

যে তিথি ব্যাপিয়া সূর্য্যদেব অবস্থান করেন, তাহাই অখণ্ডা তিথি, এই অখণ্ডা তিথিই ব্রতারম্ভে প্রশস্ত। অস্তগামিনী তিথি অপেক্ষা উদয়গামিনী তিথিই শ্রেষ্ঠ। অতএব উদয়গামিনী তিথিতেই ব্রতাদি কার্য্য করা বিধেয়।

ব্রতের কায়িক ও মানসিক এই প্রকার ভেদ অভিহিত হইয়াছে, যথা অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, অকল্মষ, এই গুলি মানস ব্রত। এই সকলের অনুষ্ঠানে মানস ব্রতের ফল হয়। কায়িক ব্রত—উপবাস ও অযাচিত আর অবলোনে একাভ অর্থাৎ সমস্ত দিবারাত্র উপবাস বা অশক্ত ব্যক্তির পক্ষে রাত্রিকালে ভোজন এবং কাহার নিকট কোনরূপ যাচ্ঞা না করা, ইহাই কায়িক ব্রত। "ব্রতানাং মানসাদি ভেদাঃ—

অহিংসাসত্যমস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যমকল্কতা।
এতানি মানসান্যাহু র্ব্রতানি ব্রতধারিণাম্॥
তৎ পশ্চ ক্ষান্তিকং পুংসাং ব্রতং ভবতি নান্যথা॥
উপবাসোঽন্নাহারাব্রতোপবাস আদিদ্বাদশ্যাচিত্তাদিঃ"

(হেমাদ্রিব্রতখ°)

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণের মধ্যে স্ত্রী, পুরুষ সকলেরই ব্রতে অধিকার আছে, ইহারা সকলেই ব্রতানুষ্ঠান দ্বারা পাপমুক্ত হইয়া শ্রেষ্ঠগতি লাভ করিয়া থাকেন। যাঁহারা ব্রতানুষ্ঠান করিবেন, তাঁহাদের কর্ম্মে অধিকার থাকা আবশ্যক, এই অধিকারের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে, যাঁহারা বর্ণানুসারে স্ব স্ব আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন করেন, এবং বিশুদ্ধ চিত্ত, অলুব্ধ, সত্যবাদী, সর্ব্বভূতের হিতকারী, শ্রদ্ধাযুক্ত, মদ ও দম্ভরহিত, এবং পূর্ব্বে শাস্ত্রার্থ নির্ণয় করিয়া তদনুসারে কার্য্যকারী এই সকল সদ্গুণবিশিষ্ট ব্যক্তিই ব্রতে অধিকারী; অর্থাৎ যিনি ধার্ম্মিক তিনিই ব্রতানুষ্ঠান করিবেন, এইরূপ ব্যক্তিই ব্রত করিলে তাহার ফল পাইয়া থাকেন, অন্যথা নিষ্ফল হয়। অর্থাৎ তাহাদের ব্রতের ফল হয় না। ধার্ম্মিক শব্দের অর্থ এই রূপ লিখিত আছে যে, পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ, তপস্যা, সত্য, অক্রোধ, স্বদারে সন্তোষ, শৌচ, অনসূয়া, আত্মজ্ঞান, তিতিক্ষা, এই গুলি সাধারণ ধর্ম্ম নামে অভিহিত, এই সকল সাধারণ ধর্ম্মানুসারে যাঁহারা বিচরণ করেন, তাহারাই ধার্ম্মিক। এই রূপ ধার্ম্মিক ব্যক্তিই ব্রতে অধিকারী। "ব্রতসামান্যধর্ম্মস্তদধিকারিণশ্চ—

ব্রতোপবাসনিয়মৈঃ শরীরোত্তাপনৈস্তথা।
বর্ণাঃ সর্ব্বেঽপি মুচ্যন্তে পাতকেভ্যো ন সংশয়ঃ॥

তদেবং বচনসন্দর্ভেণোক্তনিয়মবতাং চতুর্ণামপি বর্ণানাং স্ত্রী-পুংসাধারণ্যেন ব্রতেষধিকারঃ।

নিজবর্ণাশ্রমাচারঃ নিয়তশুদ্ধমানসঃ।
ব্রতেষধিকৃতো রাজন্নন্যথা বিফলঃ শ্রমঃ।
অলুব্ধঃ সত্যবাদী চ সর্ব্বভূতহিতে রতঃ।
ব্রতেষধিকৃতো রাজন্নন্যথা বিফলঃ শ্রমঃ॥
পূর্ব্বং নিশ্চিত্য শাস্ত্রার্থং যথাবৎ কর্ম্মকারকঃ।
অবেদনিন্দকো ধীমানধিকারী ব্রতাদিষু॥
শ্রাদ্ধকর্ম্মতপশ্চৈব সত্যমক্রোধ এব চ।
স্বেষু দারেষু সন্তোষঃ শৌচং নিত্যানসূয়তা।
আত্মজ্ঞানং তিতিক্ষা চ ধর্ম্মঃ সাধারণো মতঃ॥"

(হেমাদ্রিব্রতখ°)

চারিবর্ণের স্ত্রী মাত্রেরই ব্রতানুষ্ঠানে অধিকার আছে। কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধে একটু বিশেষ বিধি এই যে, সধবা স্ত্রী স্বামীর অনুজ্ঞা লইয়া ব্রত করিবেন, অনুজ্ঞা ব্যতীত ব্রত করিতে পারিবেন না, কারণ শাস্ত্রে লিখিত আছে যে তাহাদের পক্ষে পৃথক্ যজ্ঞ, ব্রত, উপবাস প্রভৃতি কিছুই নাই, একমাত্র পতিশুশ্রূষাই তাহাদের ধর্ম্ম, ইহা দ্বারাই তাহারা উৎকৃষ্ট লোক লাভ করিয়া থাকে

অবিবাহিতা কন্যা পিতার আদেশে এবং সধবা পতির আজ্ঞায় ও বিধবা পুত্রের অনুজ্ঞা লইয়া ব্রতাচরণ করিবে।

"তত্রায়ং পরো বিশেষঃ যৎ স্ত্রীণাং ভর্ত্ত্রাজ্ঞাং বিনা ন স্বাতন্ত্র্যেণ ব্রতাদিষ্বধিকারঃ —

নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষণম্।
পতিং শুশ্রূষতে যত্তু তেন স্বর্গে মহীয়তে॥
নারী চ খল্বনুজ্ঞাতা পিত্রা ভর্ত্রা সুতেন বা।
বিফলং তদ্ভবেত্তস্যা যৎ করোত্যৌর্দ্ধদেহিকম্॥

পিত্রেতি কন্যাত্বে, ভর্ত্রেতি সৌভাগ্যদশায়াং, সুতেনেতি বৈধব্যদশায়াং, ঔর্দ্ধদেহিকং ব্রতাদি।" (হেমাদ্রিব্রত খ°)

কুমারী, সধবা ও বিধবা স্ত্রী মাত্রেরই পিতা, পতি ও পুত্রের আদেশে ব্রতধারণ বিধেয়। অন্যথা তাহারা ব্রতের ফলভাগিনী হইবে না।

ব্রতাচরণ করিতে হইলে তাহার পূর্ব্বদিন সংযত হইয়া থাকিতে হয়। পরে ব্রতারম্ভ দিনে সঙ্কল্প করিয়া করিতে হয়। ব্রতের পূর্ব্বদিন ব্রীহি, ষষ্টিক, মুদ্গ, কলায়, জল, দুগ্ধ, শ্যামাক, নীবার ও গোধূম এই সকল দ্রব্য ভোজন করিতে পারে, কিন্তু কুষ্মাণ্ড, অলাবু, বার্ত্তাকু, পালঙ্কী, জ্যোৎস্নিকা এই সকল দ্রব্য ভোজন নিষিদ্ধ।

চরু, শক্তু, শাক, দধি, ঘৃত, মধু, শ্যামাক, শালি, নীবার, মূল এবং পত্রাদিও ভোজন করা যাইতে পারে। মধু ও মাংস নিষিদ্ধ।

"ব্রীহিষষ্টিকমুদ্গাশ্চ কলায়াঃ সলিলং পয়ঃ।
শ্যামাকাশ্চৈব নীবারা গোধূমাদ্যা ব্রতে হিতাঃ॥
কুষ্মাণ্ডালাবুবার্ত্তাকী পালঙ্কীজ্যোৎস্নিকাস্ত্যজেৎ।
চরুর্ভৈক্ষং শক্তুকণাঃ শাকং দধি ঘৃতং মধু॥"

(হেমাদ্রিব্রতখ°)

এই দিন ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকিতে হয়। ব্রহ্মচর্য্য শব্দে অষ্টাঙ্গ মৈথুননিবৃত্তি বুঝিতে হইবে। ব্রতকারী, এই দিনে সকল ভূতের প্রতি দয়া, ক্ষান্তি, অনসূয়া, শৌচ প্রভৃতি পালন করিয়া চলিবেন।

ব্রতারম্ভ কালে অশৌচাদি হইলে ব্রত করিতে নাই। কিন্তু ব্রতারম্ভের পর যদি ব্রতদিনে অশৌচ হয়, তাহা হইলে ব্রত করিতে পারিবে, তাহাতে দোষ নাই। অর্থাৎ একটী ব্রত ৭ বৎসর ধরিয়া করিতে হয়, তন্মধ্যে যে বারে প্রথম ব্রতারম্ভ হইবে

সেই বারে অশৌচাদি ঘটিলে করিতে পারিবে না। কিন্তু পর বৎসরে যদি ব্রতের সমসময়ে অশৌচ বা স্ত্রী রজস্বলা হয়, তাহা হইলে ব্রত বাধ হইবে না, অপর দ্বারা করা যাইবে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ব্রত করিবেন, উপবাসাদি নিজেই করিবে, উপবাসে অসমর্থ হইলে রাত্রিতে ভোজন করিবে, অত্যন্ত অসমর্থ হইলে পুত্রাদি প্রতিনিধি দ্বারা উপবাস করাইবে। স্বামীর ব্রতে স্ত্রী, এবং স্ত্রীর ব্রতে স্বামী প্রতিনিধি হইতে পারে। তাহা না হইলে পুত্র, ভ্রাতা বা ভগিনী প্রতিনিধি হইবে। ইহারা না হইলে ব্রাহ্মণকেও প্রতিনিধি করা যাইতে পারে।

"ব্রতযজ্ঞবিবাহেষু শ্রাদ্ধে হোমেঽর্চ্চনে জপে।
আরব্ধে সূতকং ন স্যাদনারব্ধে তু সূতকম্ ॥
তত্র বিশেষয়তি মৎস্যপুরাণম্—
গর্ভিণী সূতিকা নক্তং কুমারী চ রজস্বলা।
যদা শুদ্ধা তদান্যেন কারয়েৎ ক্রিয়তে সদা ॥
উপবাসাশক্তৌ তু নক্তং ভোজনং কুর্ব্বীত।
উপবাসেষ্বশক্তানাং নক্তং ভোজনমিষ্যতে।

ইতি বচনান্তরাৎ অশুদ্ধা চেৎ পূজাং কারয়েৎ, কায়িকোপবাসাদিকং সদা শুদ্ধা অশুদ্ধা বা স্বয়ং ক্রিয়তে। অত্যন্তাসামর্থ্যে পুত্রাদিপ্রতিনিধিদ্বারা উপবাসঃ কার্য্যঃ। তদভাবেঽন্যুক্তম্:

ভার্য্যা ভর্ত্তৃব্রতং কুর্য্যাৎ জায়ায়াশ্চ পতিস্তথা।
অসামর্থ্যাৎ দ্বয়োস্তাভ্যাং ব্রতভঙ্গো ন জায়তে ॥
পুত্রং বা বিনয়োপেতং ভগিনীং ভ্রাতরং তথা।
এষামভাব এবাঙ্গ ব্রাহ্মণং বিনিযোজয়েৎ ॥" (হেমাদ্রিব্রতখ°)

যথাবিধানে ব্রত গ্রহণ করিলে সমাপনান্তে সেই ব্রতের প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। ব্রত বিশেষে ৫, ৭, ১৪ প্রভৃতি বৎসরে তাহার প্রতিষ্ঠা বিহিত হইয়াছে। যদি কেহ ব্রত আরম্ভ করিয়া ব্রতের সমাপ্তিকাল পর্য্যন্ত না বাঁচিয়া থাকে, তাহা হইলে ব্রতের অসমাপ্তি জন্য দোষ হইবে না। ব্রতের ফলভাগী হইবে। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি লোভ, মোহ, প্রমাদবশতঃ ব্রতভঙ্গ করে, তাহা হইলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানের পর পুনর্ব্বার ঐ ব্রত করিতে হয়। প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ে লিখিত আছে যে, তিন দিন উপবাস এবং কেশমুণ্ডন করিবে। কেশমুণ্ডন যদি না করে, তাহার মূল প্রায়শ্চিত্তের দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। উপবাস করিতে না পারিলে ২৪ পণ কড়িদানরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। কিন্তু সধবা স্ত্রীদিগের সম্বন্ধে বিশেষ এই যে, তাহাদের কেশবপন করিতে নাই। তাহাদের কেশের অগ্রভাগ হইতে দুই অঙ্গুল পরিমাণ কেশছেদন করিলেই হইবে। এইরূপে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পরে আবার ব্রত করিবে। যদি কেহ সঙ্কল্প করিয়া ব্রতগ্রহণপূর্ব্বক সেই ব্রত না করে, তাহা হইলে জীবিতাবস্থায় চণ্ডালত্ব এবং মরণের পর কুক্কুরযোনি প্রাপ্ত হয়।

"আরব্ধব্রতস্যাসমাপ্তৌ মরণেঽপি তৎফলপ্রাপ্তিমাহাঙ্গিরাঃ—
যো যদর্থং চরেদ্ধর্ম্মং ন সমাপ্য মৃতো ভবেৎ।
স তৎপুণ্যফলং প্রেত্য প্রাপ্নুয়াদ্মনুরব্রবীৎ ॥
'প্রেত্য পরলোকে' শাম্বপুরাণং—
লোভান্মোহাৎ প্রমাদাদ্বা ব্রতভঙ্গো যদা ভবেৎ।
উপবাসত্রয়ং কুর্য্যাৎ কুর্য্যাদ্বা কেশমুণ্ডনম্ ॥

মোহো ভ্রমঃ, প্রমাদোঽনবধানতা, বা শব্দঃ সমুচ্চয়ে, তেন মুণ্ডনঞ্চ কার্য্যং মুণ্ডনাকরণে দ্বিগুণং প্রায়শ্চিত্তং। উপবাসত্রয়াশক্তৌ চতুর্বিংশতি পণা দেয়াঃ।

বপনং নৈব নারীণাং নানুব্রজ্যা জপাদিকম্।
ন গোষ্ঠে শয়নং তাসাং ন চ বধ্যাদ্গবাজিনম্ ॥
সর্ব্বান্ কেশান্ সমুদ্ধৃত্য ছেদয়েদঙ্গুলদ্বয়ং।
এবমেব তু নারীণাং মুণ্ডমুণ্ডনমাদিশেৎ ॥
প্রায়শ্চিত্তমিদং কৃত্বা পুনরেব ব্রতী ভবেৎ।
জীবন্ ভবতি চাণ্ডালো মৃতঃ শ্বা চাভিজায়তে ॥"

(প্রায়শ্চিত্তবিবেকধৃত বচন)

ব্রতগ্রহণ বিষয়ে পূর্ব্বাহ্ণ কালে সঙ্কল্প করিতে হয়। পূর্ব্ব দিনে সংযতচিত্ত হইয়া ব্রতদিন প্রাতঃকালে স্নানসন্ধ্যাদি করিয়া আচমন, সূর্য্যার্ঘ্য, গণেশ, শিবাদি পঞ্চ দেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ ও ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পাল প্রভৃতির পূজা, সূর্য্য, সোম ইত্যাদি স্বস্তিবাচন করিয়া পরে সঙ্কল্প করিবে।

"প্রাতঃ সঙ্কল্পয়েদ্বিদ্বানুপবাসব্রতাদিকম্।
নাপরাহ্নে ন মধ্যাহ্নে পিত্র্যকালৌ হি তৌ স্মৃতৌ ॥"

একাহারং পূর্ব্বদিনে কৃত্বা পরদিনে স্নাত্বাচম্য সূর্য্যাদিদেবেভ্যো নিবেদ্য ওঁ 'সূর্য্যঃ সোমো যমঃ' ইত্যাদি মন্ত্রেণ সান্নিধ্য প্রার্থ্য ব্রতমাচরেৎ, ততঃ সঙ্কল্পয়েৎ।

যাবন্ন দীয়তে চার্ঘ্যং ভাস্করায় মহাত্মনে।
তাবন্ন পূজয়েদ্বিষ্ণুং শঙ্করং বা মহেশ্বরীম্ ॥
নবগ্রহমখং কৃত্বা ততঃ কর্ম্ম সমাচরেৎ।
অন্যথা ফলদং পুংসাং ন কাম্যং জায়তে কচিৎ ॥
আদিত্যং গণনাথঞ্চ দেবীং রুদ্রং যথাক্রমং।
নারায়ণং বিশুদ্ধাখ্যং অন্তে চ কুলদেবতাম্ ॥' (হেমাদ্রিব্রতখ°)

ইত্যাদি রূপে পূজাদি করিয়া ব্রতাচরণ করিবে।

ব্রত যে কয় বৎসর সাধ্য হইবে, সেই কয় বৎসর একই নিয়মে ব্রতানুষ্ঠান করিয়া নিরূপিত বৎসর পূর্ণ হইলে বিধি অনুসারে সেই ব্রত প্রতিষ্ঠা করিবে। প্রতিষ্ঠাকালে যদি জন্ম বা মরণাশৌচ হয়, তাহা হইলেও পূর্ব্ব সঙ্কল্পানুসারে প্রতিষ্ঠা

কার্য্য সিদ্ধ হইবে, তাহাতে কোনরূপ দোষ হইবে না। কিন্তু যাহার ব্রত, তিনি উপবাসাদি ভিন্ন আর কিছুই করিতে পারিবেন না।

যদি কোন দৈবগতিকে প্রতিষ্ঠা বৎসরে প্রতিষ্ঠা না হয়, তাহা হইলে অশৌচে হইবে না। যদি ঐ বৎসর গুরু শুক্রের বাল্য, অস্ত ও বৃদ্ধজনিত অকাল ও মলমাসাদি হয়, তাহা হইলেও প্রতিষ্ঠা হইবে না। যে বৎসর অকাল, মলমাস প্রভৃতি না হয়, এবং অশৌচাদি না থাকে, সেই বৎসরেই প্রতিষ্ঠা হইবে, কিন্তু প্রতিষ্ঠা-বৎসরে প্রতিষ্ঠা না করায় অবশ্য পাপভোগী হইতে হইবে।

ব্রতকারী ব্রতানুষ্ঠানের পর ব্রতকথা শ্রবণ করিবেন। ব্রত প্রতিষ্ঠা হইয়া গেলে আর কথা শুনিতে হয় না। কিন্তু কোন কোন ব্রতে বিশেষ আছে যে, প্রতিষ্ঠার পরও কথাশ্রবণ, ও ডোরোৎসর্গ করিতে হয়, যেমন কুক্কুটীসপ্তমীব্রতে প্রতিষ্ঠার পরও যাবজ্জীবন ব্রতকথা শ্রবণ ও ডোর ধারণ করিতে হয়।

প্রত্যেক ব্রতের বিশেষ বিবরণ তত্তদ্ শব্দে লিখিত হইয়াছে, এই জন্য এই স্থলে আর লিখিত হইল না। অকারাদি ক্রমে কতকগুলি ব্রতের নাম নির্দ্দিষ্ট হইল। ভবিষ্য পুরাণ, মৎস্যপুরাণ, পদ্মপুরাণ প্রভৃতি পুরাণ সমূহে এই সকল ব্রতের বিধান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

১। অক্ষয়তৃতীয়া ব্রত—এই ব্রত ভবিষ্যোত্তরে বর্ণিত হইয়াছে। বৈশাখ মাসের চান্দ্র শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়। এই তিথিতে স্নান, জপ, হোম, স্বাধ্যায়, পিতৃতর্পণ, দান প্রভৃতি যাহা কিছু করা যায়, তাহা অক্ষয় হইয়া থাকে। এই তিথি সত্য যুগাদ্যা। এই তিথিতে সকল ফল অক্ষয় হইয়া থাকে, এই জন্য এই তিথির নাম অক্ষয়া তৃতীয়া।

২। অক্ষয়ফলাবাপ্তি ফলকাখ্য তৃতীয়া ব্রত—এই ব্রত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে উক্ত হইয়াছে। অক্ষয়া তৃতীয়ায় দিন উপবাস করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৩। অখণ্ডৈকাদশী ব্রত—এই ব্রতবিধান ব্রহ্মপুরাণে লিখিত আছে। আশ্বিন মাসের শুক্ল একাদশীর দিন এই ব্রতানুষ্ঠান করিতে হয়।

৪। অগ্নিচতুর্থী ব্রত—এই ব্রত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে। ফাল্গুন মাসের শুক্লাচতুর্থীর দিন এই ব্রত করিতে হয়।

৫। অঘোরাখ্যচতুর্দ্দশী—ভবিষ্যোত্তরে এই ব্রতবিধান আছে, ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীর নাম অঘোরাখ্য চতুর্দ্দশী, এই তিথিতে ব্রত করিতে হয়। রঘুনন্দন তিথিতত্ত্বে এই ব্রতের বিধান উল্লেখ করিয়াছেন।

৬। অঙ্গারকচতুর্থী ব্রত—মৎস্যপুরাণে এই ব্রতের বিধান আছে। যে কোন মাসের মঙ্গলবারে চতুর্থী তিথি হইলে সেই দিনে এই ব্রত করিতে হয়।

৭। অচলা সপ্তমীব্রত—ভবিষ্যোত্তরে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে। মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৮। অদারিদ্র্যষষ্ঠীব্রত—স্কন্দপুরাণে এই ব্রত উক্ত হইয়াছে। প্রত্যেক মাসের ষষ্ঠী তিথিতে এক বৎসর কাল ধরিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৯। অনঘাষ্টমীব্রত—ভবিষ্যোত্তরে এই ব্রত লিখিত আছে। অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

১০। অনঙ্গত্রয়োদশীব্রত—ভবিষ্যোত্তরে এই ব্রত উক্ত হইয়াছে। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে এই ব্রতানুষ্ঠান করিতে হয়। এই ব্রত এক বৎসরসাধ্য।

১১। অনঙ্গত্রয়োদশীব্রত—কালোত্তরে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে। চৈত্র মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১২। অনন্তচতুর্দ্দশীব্রত—এই ব্রত ভবিষ্যপুরাণে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ভাদ্র মাসের শুক্লা চতুর্দ্দশী তিথিতে এই ব্রতানুষ্ঠান করিতে হয়। এই ব্রত চতুর্দ্দশ-বর্ষসাধ্য। ব্রতারম্ভের পর চতুর্দ্দশ বৎসর এই ব্রত প্রতিষ্ঠা করিতে হয়।

১৩। অনন্ততৃতীয়া ব্রত—এই ব্রতের বিধান পদ্মপুরাণে লিখিত আছে। নির্দ্দিষ্ট তৃতীয়া তিথিতে ব্রত করিলে অনন্ত ফল লাভ হয়, এই জন্য ইহার নাম অনন্ত তৃতীয়া ব্রত। শ্রাবণ, বৈশাখ বা অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৪। অনন্তদ্বাদশীব্রত—বিষ্ণুরহস্যে এই ব্রতের বিধান লিখিত আছে। ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে। ইহা এক বৎসরসাধ্য।

১৫। অনন্তপঞ্চমী ব্রত—এই ব্রত স্কন্দ পুরাণের প্রভাস খণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে। ফাল্গুন মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৬। অনন্তফলসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত, ইহা ভাদ্র মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে বিহিত হইয়াছে।

১৭। অনোদনসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। বৈশাখ মাসের শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে উপবাস করিয়া পরদিন সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৮। অপরাজিতাসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত, ভাদ্র মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়। ইহা বর্ষ সাধ্য ব্রত।

১৯ অমাবস্যা ব্রত—কূর্ম্মপুরাণোক্ত ব্রত। যে কোন

অমাবস্যা তিথিতে এই ব্রত করা যায়। অমাবস্যা তিথিতে মহাদেবের উদ্দেশে যে কোন দ্রব্য বেদবিদ্ ব্রাহ্মণকে দান করিলে মহাদেব তাহার উপর প্রীত হন, এবং তৎক্ষণাৎ তাহার সপ্ত জন্ম কৃত পাপ বিনষ্ট হয়।

২০। অভীষ্ট সপ্তমী ব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। যে কোন সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করা যায়।

২১। অভুক্তভরণসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। ভাদ্র মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২২। অরুন্ধতী ব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত ব্রত। বসন্ত ঋতুতে তৃতীয়া তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

২৩। অর্কব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। এই ব্রত এক বৎসর করিতে হয়। প্রত্যেক মাসের শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয় পক্ষের ষষ্ঠী ও সপ্তমী তিথিতে উপবাস করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

২৪। অর্কসপ্তমী ব্রত—ব্রহ্মপুরাণোক্ত ব্রত। এই ব্রত দুই বৎসর সাধ্য। ফাল্গুন মাসের শুক্লা ষষ্ঠীতে এই ব্রত করিতে হয়।

২৫। অর্কসম্পুটসপ্তমী ব্রত। ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। ফাল্গুন মাসের শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে সূর্য্যের উদ্দেশে উপবাসাদি করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

২৬। অর্কাষ্টমী ব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। যে কোন মাসে শুক্লপক্ষে রবিবারে যদি অষ্টমী তিথি হয়, তাহা হইলে ঐ দিন এই ব্রত করিতে হয়।

২৭। অর্দ্ধশ্রাবণকব্রত—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণোক্ত ব্রত। শ্রাবণ মাসের শুক্ল পক্ষে এই ব্রত হইয়া থাকে।

২৮। অর্দ্ধোদয় ব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত ব্রত। যে দিন অর্দ্ধোদয় যোগ হয়, সেই দিন এই ব্রত করিতে হয়। মাঘ মাসের অমাবস্যার দিন যদি রবিবার, ব্যতীপাত যোগ ও শ্রবণা নক্ষত্র হয়, তাহা হইলে তাহাকে অর্দ্ধোদয় কহে। প্রথমে বামদেব, পরে আত্মধর্ম্মা ও সনকাদি ঋষিগণ এই ব্রতের অনুষ্ঠান করেন।

২৯। অলবণতৃতীয়া ব্রত—ভবিষ্যোক্ত ব্রত। এই ব্রত যাবজ্জীবন করিতে হয়। দ্বিতীয়াতিথিতে উপবাস করিয়া তৃতীয়ার দিন লবণ ভক্ষণ করিতে নাই। প্রতিমাসেই এই ব্রত করিতে হয়। এই ব্রত করিলে, পুরুষ মনোরমা পত্নী, এবং স্ত্রী মনোরম পতি লাভ করিয়া থাকে।

৩০। অবিঘ্ন বিনায়ক চতুর্থী ব্রত—বরাহপুরাণোক্ত ব্রত। ফাল্গুন মাসের শুক্লা চতুর্থী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়, এই ব্রতের ফলে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয়।

৩১। অবিয়োগ-তৃতীয়া ব্রত—কালিকাপুরাণোক্ত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্ল পক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে উপবাস ও রাত্রিতে চন্দ্রদর্শন করিয়া পায়স ভোজন এবং পর দিন তৃতীয়ায় এই ব্রত করিতে হয়। এই ব্রত স্ত্রীদিগের অবৈধব্যকর।

৩২। অবিয়োগ দ্বাদশীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। এই ব্রত ভাদ্র মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে উপবাস করিয়া করিতে হয়।

৩৩। অব্যঙ্গসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। ভাদ্র মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে আরম্ভ করিয়া এক বৎসর পর্য্যন্ত এই ব্রত করিতে হয়। শ্রাবণের শুক্লসপ্তমী তিথিতে এই ব্রত শেষ হয়।

৩৪। অশূন্য-শয়ন দ্বিতীয়া ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। চাতুর্মাস্যে অর্থাৎ শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক এই চারিমাসে কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

২৫। অশোকত্রিরাত্রব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। অগ্রহায়ণ, জ্যৈষ্ঠ ও ভাদ্র এই তিন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩৬। অশোকপূর্ণিমা ব্রত। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। ফাল্গুনী পূর্ণিমার নাম অশোক-পূর্ণিমা, এই পূর্ণিমা তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩৭। অশোক-প্রতিপদ ব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। আশ্বিন মাসের শুক্লা প্রতিপদ্ তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়। এই ব্রত করিলে পিতা, ভ্রাতা, পতি, পুত্র প্রভৃতির শোক হয় না।

৩৮। অশোকাষ্টমী ব্রত—লিঙ্গপুরাণোক্ত ব্রত, এই ব্রত চৈত্র মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে করিতে হয়। এই দিনে মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক ৮টী অশোকপুষ্পকলিকা পান করিতে হয়। এই ব্রত ফলে শোক হয় না।

ভাদ্র মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে অন্য প্রকার আরও একটী অশোকাষ্টমী ব্রত আছে।

৩৯। অহিংসা ব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। অধ্যাত্মে এই ব্রত করিতে হয়।

৪০। আগ্নেয় ব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। যে কোন নবমী তিথিতে এই ব্রত করা যায়।

৪১। আত্মসংক্রান্তি ব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত ব্রত। সংক্রান্তিতে এই ব্রত করিতে হয়। ইহার ফলে আত্মা অপ্রতিহত হইয়া থাকে।

৪২। আদিত্য ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। এই ব্রত এক বৎসর করিতে হয়। যে মাসের রবিবারে এই ব্রত আরম্ভ করা হয়, তাহার দ্বাদশ মাস পরে এই ব্রত শেষ হইবে।

পূর্ণিমার দিন আরম্ভ করিয়া শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা পর্যন্ত এই ব্রত করিতে হয়।

১০৫। কোটীশ্বরীতৃতীয়াব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত ব্রত। ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়াতিথিতে এই ব্রত আরম্ভ করিয়া ৪ বৎসর পরে ইহার প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। এই ব্রতফলে দরিদ্রও কোটিপতি হইয়া থাকে।

১০৬। কৌমুদীব্রত—বিষ্ণুরহস্যোক্ত ব্রত। আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের একাদশীতিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১০৭। ক্ষেমব্রত—বিষ্ণুধর্মোত্তরোক্ত ব্রত। চতুর্দশীতে যক্ষ ও রাক্ষসগণের পূজা করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

১০৮। গণপতিচতুর্থীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। গণপতি চতুর্থীতে এই ব্রত করিতে হয়। এই ব্রত ২ বৎসরসাধ্য। ইহাতে গণপতি পরিতুষ্ট হইয়া অভীষ্ট ফলপ্রদান করেন।

১০৯। গন্ধব্রত—শিবধর্মোক্ত ব্রত। পূর্ণিমার দিন উপবাস করিয়া মহাদেবের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়। এই ব্রত একবৎসরসাধ্য।

১১০। গলন্তিকাব্রত—শিবরহস্যোক্ত ব্রত। গ্রীষ্মকালে মহাদেবের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

১১১। গায়ত্রীব্রত—গরুড়পুরাণোক্ত ব্রত। শুক্লাচতুর্দশী তিথিতে ভগবান্ সূর্যদেব উদয়ের পূর্বে গায়ত্রীজপদ্বারা সূর্য্যের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়। এই ব্রতফলে সকল রোগ প্রশমিত হয়।

১১২। গুড়তৃতীয়াব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্তব্রত। ভাদ্র মাসের শুক্লাতৃতীয়াতিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১১৩। গুণাবাপ্তিব্রত—বিষ্ণুপুরাণোক্ত ব্রত। ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষে এই ব্রত করিতে হয়।

১১৪। গুরুব্রত—ভবিষ্যোক্ত ব্রত। বৃহস্পতিগ্রহের প্রীতির জন্য এই ব্রত করিতে হয়।

১১৫। গুর্বষ্টমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। ভাদ্র মাসের শুক্লাষ্টমীতিথিতে গুরুবার হইলে এই ব্রত করিতে হয়।

১১৬। গুহ্যকদ্বাদশীব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। দ্বাদশী তিথিতে গুহ্যকদিগের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

১১৭। গৃহপঞ্চমীব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। এই ব্রত পঞ্চমীতিথিতে করিতে হয়।

১১৮। গোপদত্রিরাত্রব্রত—ভবিষ্যোক্ত ব্রত। ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়া ও চতুর্থী এই দুই তিথিতে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

১১৯। গোপালনবমীব্রত—গরুড়পুরাণোক্ত ব্রত। নবমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১২০। গোষ্পদাদিসপ্তমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১২১। গৌরীচতুর্থী ব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। মাঘ মাসের শুক্লাচতুর্থীর নাম উমাচতুর্থী। এই চতুর্থী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১২২। গৌরীব্রত—কালোত্তরোক্ত ব্রত। চৈত্রশুক্লতৃতীয়াতে এই ব্রত করিতে হয়। এই ব্রত স্ত্রীদিগের সৌভাগ্যবর্দ্ধক।

১২৩। গোবৎসদ্বাদশীব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১২৪। গোবিন্দদ্বাদশীব্রত—বিষ্ণুরহস্যোক্ত ব্রত। গোবিন্দ দ্বাদশীতে বিষ্ণুর উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

১২৫। চণ্ডিকাব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। প্রতি মাসের অষ্টমী ও চতুর্দশীতিথিতে চণ্ডিকাদেবীর উদ্দেশে এই ব্রত এক বৎসর করিতে হয়।

১২৬। চতুর্দশীজাগরণব্রত—কালিকাপুরাণোক্তব্রত। কার্ত্তিক মাসের শুক্লাচতুর্দশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১২৭। চতুর্দশীব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। চতুর্দশীতিথিতে মহাদেবের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

১২৮। চতুর্দশ্যষ্টমীনক্তব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। শুক্লপক্ষের চতুর্দশীতিথিতে এই ব্রত আরম্ভ করিয়া প্রতি মাসের দুই অষ্টমী ও দুই চতুর্দশী তিথিতে মহাদেবের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

১২৯। চতুর্মাসীব্রত—ইহাকে চাতুর্মাস্য ব্রতও কহে। ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। আষাঢ় মাসের শুক্লা একাদশী হইতে আরম্ভ করিয়া কার্ত্তিক মাসের শুক্লা একাদশী পর্যন্ত এই চারি মাস করিতে হয়।

১৩০। চতুর্মূর্ত্তিচতুর্থীব্রত—বিষ্ণুধর্মোত্তরোক্তব্রত। চৈত্রমাসের শুক্লা চতুর্থী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৩১। চতুর্যুগব্রত—বিষ্ণুধর্মোক্ত ব্রত। চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের প্রতিপদ হইতে চতুর্থী পর্যন্ত এই ব্রত করিতে হয়।

১৩২। চন্দ্রব্রত—বরাহপুরাণোক্ত ব্রত। পূর্ণিমা তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়। এই ব্রত পঞ্চদশবর্ষসাধ্য।

১৩৩। চন্দ্ররোহিণীশয়নব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। সোমবারে যদি পূর্ণিমা তিথি বা রোহিণী নক্ষত্র হয় তাহা হইলে ঐ দিনে এই ব্রত হইবে।

১৩৪। চন্দ্রার্কব্রত—বিষ্ণুধর্মোত্তরোক্ত ব্রত। অমাবস্যা তিথিতে চন্দ্রসূর্য্য একত্র অবস্থান করেন, এই দিনে এই উভয়ের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

১৩৫। চম্পাষষ্ঠীব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত ব্রত। ভাদ্রমাসের ষষ্ঠী

তিথিতে বৈধৃতিযোগ, বিশাখানক্ষত্র, মঙ্গলবার হয়, তাহা হইলে তাহাকে চম্পাষষ্ঠী কহে। এই তিথিতে উক্ত ব্রত বিহিত হইয়াছে।

১৩৬। চান্দ্রায়ণব্রত—ব্রহ্মপুরাণোক্ত ব্রত। পৌষ মাসের শুক্লাচতুর্দ্দশীতে, পাপনাশের জন্য এই ব্রত বিহিত হইয়াছে। শাস্ত্রে অপর প্রকার চান্দ্রায়ণব্রতেরও বিধান আছে। যেমন চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধি হয়, সেইরূপ আহারের হ্রাসবৃদ্ধিমূলক এই চান্দ্রায়ণব্রত অভিহিত হইয়াছে। এই ব্রত পাপক্ষয়সাধন।

১৩৭। চিত্রভানুসপ্তমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। সপ্তমী তিথিতে যদি চিত্রানক্ষত্র হয়, তাহা হইলে ঐ দিনে এই ব্রত হইবে।

১৩৮। চৈত্রভাদ্রমাঘতৃতীয়াব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। এই ব্রত চৈত্র, ভাদ্র ও মাঘমাসের শুক্লা তৃতীয়াতিথিতে করিতে হয়।

১৩৯। চৈত্রশুক্লপ্রতিপদ্বিহিততিলকব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। চৈত্রশুক্লপ্রতিপদে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

১৪০। জয়ন্তীসপ্তমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। মাঘমাসের শুক্লাসপ্তমীর নাম জয়ন্তীসপ্তমী। এই তিথিতে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

১৪১। জয়পৌর্ণমাসীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। পূর্ণিমা তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৪২। জয়াপঞ্চমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। কার্ত্তিক মাসের শুক্লাপঞ্চমীকে জয়াপঞ্চমী কহে। এই পঞ্চমী তিথিতে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

১৪৩। জয়াবাপ্তিব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। আশ্বিন মাসের পূর্ণিমাতিথির পর প্রতিপদতিথি হইতে আরম্ভ করিয়া একমাস এই ব্রত করিতে হয়।

১৪৪। জয়াসপ্তমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। যদি শুক্লপক্ষের সপ্তমীতিথিতে রোহিণী, অশ্লেষা, মঘা বা হস্তানক্ষত্র হয়, তাহা হইলে তাহাকে জয়াসপ্তমী কহে। ঐদিনে এই ব্রত করিবে।

১৪৫। জাতিত্রিরাত্রব্রত—ভবিষ্যোত্তরকথিত ব্রত। জ্যৈষ্ঠ মাসের ত্রয়োদশীতিথি হইতে আরম্ভ করিয়া তিন দিন এই ব্রত করিতে হয়।

১৪৬। জামদগ্ন্যদ্বাদশীব্রত—ধরণীকথিত ব্রত। ইহা বৈশাখমাসের দ্বাদশীতে করিতে হয়।

১৪৭। জ্ঞানাবাপ্তিব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরকথিত ব্রত। সমস্ত বৈশাখমাসে রাত্রিকালে ভোজন করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

১৪৮। জ্যেষ্ঠাব্রত—ভবিষ্যোত্তরকথিত ব্রত। এই ব্রত ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের যে দিনে জ্যেষ্ঠানক্ষত্র হয়, সেই দিন এই ব্রত করিতে হয়।

১৪৯। জ্যৈষ্ঠব্রত—মহাভারতবর্ণিত ব্রত। জ্যৈষ্ঠ মাসে এই ব্রত করিতে হয়।

১৫০। তপশ্চরণসপ্তমীব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের সপ্তমীতিথিতে ইহা করিতে হয়।

১৫১। তপোব্রত—পদ্মপুরাণবর্ণিত ব্রত। মাঘ মাসের সপ্তমী তিথিতে আর্দ্রবাস হইয়া এই ব্রত করিতে হয়।

১৫২। তাম্বূলসংক্রান্তি ব্রত—স্কন্দপুরাণকথিতব্রত। এই ব্রত চৈত্রসংক্রান্তিতে আরম্ভ করিয়া এক বৎসর প্রতি সংক্রান্তিতে করিতে হয়।

১৫৩। তারকদ্বাদশীব্রত—ভবিষ্যোত্তরকথিত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা দ্বাদশীকে তারকদ্বাদশী কহে। সেই তিথিতে ঐ ব্রত করিতে হয়।

১৫৪। তিথিনক্ষত্রবারব্রত—কালোত্তরকথিত ব্রত। তিথি, নক্ষত্র ও বারবিশেষের যোগ হইলে সেইদিনে এই ব্রত করিতে হয়। বুধবার, রোহিণীনক্ষত্র ও অষ্টমীতিথি এবং বৃহস্পতিবার শুক্লা চতুর্দ্দশী ও পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত হইলে এই ব্রত হয়। এইরূপ প্রায় সকল নক্ষত্র, বার ও তিথিবিশেষের যোগে এই ব্রত হইবে।

১৫৫। তিথিযুগলব্রত—যমস্মৃত্যুক্ত ব্রত। মাসের দুই অষ্টমী, দুই চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমা এই যুগল তিথিতেই উক্ত ব্রত করিতে হয়।

১৫৬। তিন্দুকাষ্টমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণকথিত ব্রত। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিকে তিন্দুকাষ্টমী কহে। সেই দিনে এ ব্রত করিতে হয়।

১৫৭। তিলদাহী ব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত ব্রত। পৌষ মাসের কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৫৮। তিলদ্বাদশীব্রত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। মাঘমাসের কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে যদি পূর্ব্বাষাঢ়া বা মূলা নক্ষত্র হয়, তাহা হইলে ঐ দিনে এই ব্রত হইবে।

১৫৯। তীর্থব্রত—সৌরপুরাণোক্ত ব্রত। শিবক্ষেত্রে নিজ চরণদ্বয় ছেদ করিয়া যাবজ্জীবন অবস্থান করিলে অন্তে মুক্তি হয়।

১৬০। তুরগ সপ্তমীব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরকথিত ব্রত। চৈত্র মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৬১। তুষ্টিপ্রাপ্তিতৃতীয়াব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরকথিত ব্রত। শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণা তৃতীয়া তিথিতে যদি শ্রবণা নক্ষত্র হয়, তাহা হইলে সেই দিনে এই ব্রত হয়। কিন্তু শ্রাবণের কৃষ্ণা তৃতীয়ার দিন শ্রবণা নক্ষত্রের যোগ অতি দুর্ঘট।

১৬২। তেজঃসংক্রান্তিব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত ব্রত বিশেষ। এই ব্রত চৈত্র সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতি

সংক্রান্তিতে করিতে হয়। এক বৎসর পরে ব্রত প্রতিষ্ঠা করিতে হয়।

১৬৩। ত্রয়োদশত্রব্যসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যোত্তরকথিত ব্রত। উত্তরায়ণ অতীত হইলে শুক্লপক্ষে রবিবারে সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৬৪। বিগতিসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষের সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৬৫। ত্রিবিক্রমতৃতীয়া ব্রত—বিষ্ণুধর্মোত্তরকথিত ব্রত। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৬৬। ত্রিবিক্রমদ্বাত্রিংশত ব্রত—বিষ্ণুরহস্যকথিত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা নবমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৬৭। ত্রিবিক্রম ব্রত—বিষ্ণুধর্মোত্তরকথিত ব্রত। কার্ত্তিক মাস হইতে আরম্ভ করিয়া তিন মাস যাবৎ ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

১৬৮। ত্র্যম্বকব্রত—পদ্মপুরাণে কথিত ব্রত। চতুর্দ্দশী তিথিতে মহাদেবের উদ্দেশে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

১৬৯। দশাদিত্য ব্রত—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে কথিত ব্রত। এই ব্রত শুক্লপক্ষের রবিবারে যদি দশমীতিথি হয়, তাহা হইলে ঐদিনে ভগবান্ সূর্যদেবের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়, এই ব্রত ফলে দুর্দশা দূর হয়।

১৭০। দশাবতারব্রত—বিষ্ণুপুরাণে লিখিত ব্রত। একাদশী তিথিতে উপবাস করিয়া দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৭১। দাম্পত্যাষ্টমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৭২। দিবাকর ব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। রবিবারে যদি হস্তা নক্ষত্র হয়, তাহা হইলে ঐ দিনে উক্ত ব্রত হয়।

১৭৩। দীপ্তি ব্রত—পদ্মপুরাণে কথিত ব্রত। এই ব্রতে সন্ধ্যাকালে দীপ দান করিতে হয়।

১৭৪। দুর্গন্ধদৌর্ভাগ্যনাশনত্রয়োদশী ব্রত—ভবিষ্যকথিত ব্রত। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশীর দিন এই ব্রত করিতে হয়।

১৭৫। দুর্গানবমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। আশ্বিন শুক্লা নবমী তিথিতে ভগবতী দুর্গা দেবীর উদ্দেশে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

১৭৬। দুর্গাব্রত—দেবীপুরাণে কথিত ব্রত। শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে উপবাস করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

১৭৭। দুর্গাগণপতি-চতুর্থী ব্রত—সৌরপুরাণে কথিত ব্রত। শ্রাবণ মাসের শুক্লা চতুর্থী বা কার্ত্তিক মাসের শুক্লা চতুর্থী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৭৮। দূর্বাত্রিরাত্র ব্রত—পদ্মপুরাণে কথিত ব্রত। ভাদ্র মাসের শুক্ল পক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৭৯। দূর্বাষ্টমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। ভাদ্র মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়। এই ব্রত ৮ বৎসর পর্য্যন্ত করিয়া পরে প্রতিষ্ঠা করিতে হয়।

১৮০। দেবমূর্ত্তি ব্রত—বিষ্ণুধর্মোত্তর কথিত ব্রত। চৈত্র মাসের শুক্লা প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া চারিদিন এই ব্রত করিতে হয়।

১৮১। দেবব্রত—পদ্মপুরাণে কথিত ব্রত। এক বৎসর পর্য্যন্ত রাত্রিকালে এই ব্রত করিতে হয়। কালোত্তরোক্ত ব্রত ভেদ। চতুর্দ্দশী তিথিতে বৃহস্পতিবারে এই ব্রত হইয়া থাকে।

১৮২। দেবীব্রত—পদ্মপুরাণে কথিত ব্রত। পূর্ণিমা তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়। এইরূপ কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতেও দেবীপুরাণোক্ত ব্রত বিশেষের বিধান আছে।।

১৮৩। দ্বাদশসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের সপ্তমী তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া এক বৎসর যাবৎ দ্বাদশ মাসের ১২টী সপ্তমী তিথিতেই এই ব্রত করিতে হইবে। এই ব্রতে প্রতিমাসে ভিন্ন ভিন্ন বিধি আছে।

১৮৪। দ্বাদশসাধ্যতৃতীয়া ব্রত—বিষ্ণুধর্মোত্তরকথিত ব্রত। এই ব্রত তৃতীয়া তিথিতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ মাসের সকল তৃতীয়াতেই উপবাস করিয়া করিতে হয়। এক বৎসর পরে ইহার প্রতিষ্ঠা হইবে।

১৮৫। দ্বাদশাদিত্যব্রত—বিষ্ণুধর্মোত্তরকথিত ব্রত। শুক্ল পক্ষের দ্বাদশী তিথিতে উপবাস করিয়া ১২ মাসে ধাতা প্রভৃতি দ্বাদশ আদিত্যের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

১৮৬। দ্বাদশীব্রত—কূর্মপুরাণে কথিত ব্রত। শুক্লপক্ষের একাদশী তিথিতে উপবাস করিয়া দ্বাদশীতিথিতে এই ব্রত করিবে।

১৮৭। দ্বীপব্রত—বিষ্ণুধর্মোত্তর কথিত ব্রত। চৈত্র শুক্ল পক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া ৭ দিন জম্বু প্রভৃতি সপ্ত দ্বীপের পূজা করিতে হয়।

১৮৮। ধনসংক্রান্তি ব্রত—স্কন্দপুরাণে কথিত ব্রত। মহাবিষুব সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া এক বৎসর প্রতি সংক্রান্তিতে এই ব্রত করিতে হয়। বৎসর পূর্ণ হইলে প্রতিষ্ঠা বিধেয়।

১৮৯। ধনাবাপ্তি ব্রত—ধর্ম্মাব্ধিকথিত ব্রত। শ্রাবণ পূর্ণিমার পর প্রতিপদ্ তিথি হইতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে। এই ব্রতের ফলে নির্ধন ধনবান্ হইয়া থাকে।

১৯০। ধনব্রত—বরাহপুরাণে কথিত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষের প্রতিপদ্ তিথিতে উপবাস করিয়া রাত্রিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৯১। ধরাব্রত—পদ্মপুরাণে কথিত ব্রত। উত্তরায়ণে শুভদিনে কাঞ্চনময়ী ধরা প্রস্তুত করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

১৯২। ধর্মব্রত—বিষ্ণুধর্মোত্তরকথিত ব্রত। শুক্লপক্ষের দশমী তিথিতে ধর্মরাজের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

১৯৩। ধাত্রব্রত—স্কন্দপুরাণে কথিত ব্রত। বিষুবসংক্রান্তিতে সূর্যাদেবের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

১৯৪। ধান্যসপ্তমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। শুক্লা সপ্তমীতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

১৯৫। ধাম ত্রিরাত্রব্রত—পদ্মপুরাণে কথিত ব্রত—ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা হইতে তিন দিন এই ব্রত করিতে হয়।

১৯৬। ধারাব্রত—ভবিষ্যোত্তরকথিত ব্রত। চৈত্রমাস হইতে আরম্ভ করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

১৯৭। ধ্বজনবমীব্রত—ভবিষ্যোত্তরক'থত ব্রত। পৌষ মাসের শুক্লা নবমীর নাম ধ্বজনবমী। ঐ তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

১৯৮। ধ্বজব্রত—বিষ্ণুধর্মোত্তরকথিত ব্রত। চৈত্র মাস হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিদিন এই ব্রত করিতে হয়। এই ব্রত দ্বাদশবৎসরসাধ্য।

১৯৯। নক্তচতুর্থীব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত ব্রত। বিনায়ক চতুর্থীতে এই ব্রত করিতে হয়।

২০০। নক্ষত্রপুরুষ ব্রত—মৎস্যপুরাণোক্ত ব্রত। চৈত্র-মাসে এই ব্রত করিতে হয়।

২০১। নক্ষত্রার্ঘব্রত—দেবীপুরাণোক্ত ব্রত। মৃগশিরা নক্ষত্র হইতে আরম্ভ করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

২০২। নদীব্রত—বিষ্ণুধর্মোত্তরোক্ত ব্রত—চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া ৭ দিন যথাক্রমে হ্রদিনী, হ্লাদিনী, পাবনী, সীতা, ইক্ষু, সিন্ধু ও ভাগীরথী নদীর পূজা করিবে।

২০৩। নন্দব্রত—বিষ্ণুধর্মোত্তরোক্ত ব্রত। ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে উপবাস করিয়া এই ব্রত করিবে।

২০৪। নন্দাদিব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। রবিবারে এই ব্রত করিতে হয়।

২০৫। নন্দাব্রত—দেবীপুরাণোক্ত ব্রত। শ্রাবণ মাসে এই ব্রত করিতে হয়।

২০৬। নন্দাসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা সপ্তমীর নাম নন্দাসপ্তমী। এই সপ্তমী তিথিতে উক্ত ব্রত বিহিত হইয়াছে।

২০৭। নয়নপ্রদসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে যদি হস্তানক্ষত্রের যোগ হয়, তাহা হইলে তাহাকে নয়নপ্রদসপ্তমী কহে। এই সপ্তমীতে ঐ ব্রত করিতে হয়। এই ব্রত বর্ষসাধ্য।

২০৮। নরকপূর্ণিমা ব্রত—বিষ্ণুধর্মোত্তরোক্ত ব্রত। পূর্ণিমা তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া এক বৎসর প্রতি পূর্ণিমাতে এই ব্রত করিতে হয়।

২০৯। নরসিংহচতুর্দশী ব্রত—নরসিংহপুরাণোক্ত ব্রত। বৈশাখ মাসের শুক্লা চতুর্দশীকে নরসিংহ চতুর্দশী কহে। এই চতুর্দশী তিথিতে উক্ত ব্রত করিতে হয়। এই ব্রত প্রতি বর্ষে করিবার বিধান আছে।

৩১০। নরসিংহত্রয়োদশীব্রত—নরসিংহপুরাণে কথিত ব্রত। বৃহস্পতিবারে যদি ত্রয়োদশী তিথি হয়, তাহা হইলে ঐ দিনে এই ব্রত হইবে।

২১১। নবম্যাদ্যুপবাস ব্রত—মৎস্যপুরাণে কথিত ব্রত। নবমী, অষ্টমী, পূর্ণিমা ও চতুর্দশী এই সকল তিথিতে উপবাস করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

২১২। নবরাত্রি ব্রত—দেবীপুরাণে কথিত ব্রত। দেবী ভাগবত প্রভৃতি পুরাণেও এই ব্রতের বিশেষ বিধান আছে। আশ্বিন শুক্লা প্রতিপদ্ হইতে ভগবতী দুর্গা দেবীর প্রীতি কামনায় নবমী পর্য্যন্ত ৯ দিন এই ব্রত করিতে হয়।

২১৩। নাগদষ্টোদ্ধরণপঞ্চমী ব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। ভাদ্র মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২১৪। নাগপঞ্চমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। নাগ পঞ্চমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২১৫। নাগব্রত—কূর্ম্মপুরাণে কথিত ব্রত। কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষে এই ব্রত করিতে হয়।

২১৬। নানাফলপূর্ণিমা ব্রত—ভবিষ্যোত্তরকথিত ব্রত। কার্ত্তিক মাসের শুক্লা পূর্ণিমা তিথিতে নানাবিধ ফল দ্বারা এই ব্রত করিতে হয়।

২১৭। নামতৃতীয়া ব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। এই ব্রত প্রতি মাসের তৃতীয়া তিথিতে করিতে হয়। ইহা বর্ষসাধ্য।

২১৮। নামদ্বাদশীব্রত—বিষ্ণুরহস্যোক্ত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

২১৯—নামনবমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের নবমী তিথিতে ভগবতী দুর্গাদেবীর উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

২২০। নামসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। চৈত্র

মাসের শুক্লপক্ষের, সপ্তমী তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতি-মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হইবে।

২২১। নিক্ষুভার্কসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। ষষ্ঠী, সপ্তমীতিথি, সংক্রান্তি বা রবিবার দিনে এই ব্রত করিতে হয়।

২২২। নির্জ্জলৈকাদশীব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের শুক্লা একাদশীর দিন নিরম্বু উপবাস করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

২২৩। নীরাজনদ্বাদশীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। কার্ত্তিক মাসের শুক্লা দ্বাদশীকে নীরাজন দ্বাদশী কহে। এই তিথিতে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

২২৪। নৃসিংহদ্বাদশী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২২৫। পক্ষসন্ধিব্রত—পদ্মপুরাণে কথিত ব্রত। পক্ষসন্ধি প্রতিপদ্ তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২২৬। পঞ্চঘটপূর্ণিমা ব্রত—ভবিষ্যোত্তরে কথিত ব্রত। পাঁচটী পূর্ণিমা তিথিতে পাঁচটী ঘটদানরূপ ব্রত।

২২৭। পঞ্চপিণ্ডিকাগৌরীব্রত—স্কন্দপুরাণের নাগর খণ্ডোক্ত ব্রত। শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২২৮। পঞ্চমহাপাপনাশনদ্বাদশীব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। শ্রাবণ মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া এই ব্রত করিবে।

২২৯। পঞ্চমহাভূত পঞ্চমীব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে কথিত ব্রত। চৈত্র মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

২৩০। পঞ্চমূর্ত্তি ব্রত—বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। ইহা চৈত্র মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ও পৃথিবী এই পঞ্চমূর্ত্তির উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

২৩১। পঞ্চাগ্নিসাধনরম্ভাতৃতীয়া ব্রত—ভবিষ্যোত্তরে কথিত ব্রত। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে নিয়মযুক্ত হইয়া এই ব্রত করিবে।

২৩২। পত্রব্রত—ভবিষ্যোত্তরে কথিত ব্রত। ইহা তাম্বূল ভক্ষণের আদিতে করিতে হয়, এই ব্রত এক বৎসর করিয়া পরে তাহার প্রতিষ্ঠা করিতে হয়।

২৩৩। পদ্মব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষের দশমী তিথিতে এই ব্রত আরম্ভ করিয়া এক বৎসর কাল করিতে হয়।

২৩৪। পদ্মনাভ দ্বাদশী ব্রত—বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তরে কথিত ব্রত। আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২৩৫। পয়োব্রত—পদ্মপুরাণে কথিত ব্রত। এই ব্রত অমাবস্যা তিথিতে আরম্ভ করিয়া এক বৎসর পর্য্যন্ত করিতে হয়।

২৩৬। পক্ষনক্ত ব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। এই ব্রতও অমাবস্যার দিন আরম্ভ করিয়া এক বৎসর করিতে হয়।

২৩৭। পর্ব্বভোজন ব্রত—পদ্মপুরাণে কথিত ব্রত। পর্ব্ব দিনে পৃথিবীতে অন্ন রাখিয়া ভোজন করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

২৩৮। পাতালব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে কথিত ব্রত। চৈত্র মাসের কৃষ্ণা প্রতিপদ্ তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিদিন এই ব্রত করিতে হয়।

২৩৯। পাত্রব্রত—নরসিংহপুরাণে কথিত ব্রত। মাঘ মাসের শুক্লা একাদশী হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ণিমা পর্য্যন্ত এই ব্রত করিতে হয়।

২৪০। পাপনাশিনীসপ্তমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। শুক্লপক্ষের সপ্তমী তিথিতে যদি হস্তানক্ষত্র হয়, তাহাকে পাপ-নাশিনী সপ্তমী কহে। এই সপ্তমী তিথিতে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

২৪১। পাপমোচন ব্রত—সৌরপুরাণে কথিত ব্রত। বিল্ব-বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া দ্বাদশ দিন উপবাস রূপ এই ব্রত করিতে হয়। এই ব্রতের ফলে সকল পাপ বিনষ্ট হয়।

২৪২। পাপপ্রণাশসংক্রান্তি ব্রত—স্কন্দপুরাণে কথিত ব্রত। সংক্রান্তিতে পাপক্ষয়ের জন্য এই ব্রত করিতে হয়।

২৪৩। পার্শ্বী চতুর্দশী ব্রত—ভবিষ্যোত্তরে কথিত ব্রত। ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২৪৪। পাশুপত ব্রত—বহ্নিপুরাণে কথিত ব্রত। দ্বাদশী তিথিতে একবার ভোজন, ত্রয়োদশীতে অযাচিত ভোজন এবং চতুর্দ্দশীতে উপবাস করিয়া মহাদেবের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

২৪৫। পিতৃব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরকথিত ব্রত। ইহা চৈত্র প্রতিপদ তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া করিতে হয়।

২৪৬। পিপীতকী দ্বাদশীব্রত—তিথিতত্ত্ব ধৃত ব্রত। বৈশাখ মাসের শুক্লা দ্বাদশীকে পিপীতকী দ্বাদশী কহে। এই দ্বাদশীতে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

২৪৭। পুণ্ডরীকপ্রাপ্তি ব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরকথিত ব্রত। দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২৪৮। পুত্রকামব্রত—পদ্মপুরাণে কথিত ব্রত। শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে পুত্র কামনা করিয়া সপত্নীক এই ব্রত করিতে হয়।

২৪৯। পুত্রপ্রাপ্তি ষষ্ঠীব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরকথিত ব্রত।

বৈশাখ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে উপবাস করিয়া ষষ্ঠী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়, এই ব্রত এক বৎসর সাধ্য।

২৫০। পুত্রপ্রাপ্তিব্রত—দেবীপুরাণে কথিত ব্রত। শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২৫১। পুত্রসপ্তমীব্রত—বরাহপুরাণে কথিত ব্রত। ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের সপ্তমী তিথিতে উপবাস করিয়া পুত্র কামনায় এই ব্রত করিতে হয়।

২৫২। পুত্রীয়ব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরকথিত ব্রত। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২৫৩। পুত্রীয়সপ্তমীব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরকথিত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্ল পক্ষের সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

২৫৬। পুত্রোৎপত্তি ব্রত—আদিত্যপুরাণে কথিত ব্রত। প্রত্যেক শ্রবণা নক্ষত্রে এই ব্রত করিতে হয়। ইহা এক বৎসর সাধ্য।

২৫৭। পুরশ্চরণসপ্তমী ব্রত—স্কন্দপুরাণের নাগরখণ্ডোক্ত ব্রত। মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

২৫৮। পুষ্পদ্বিতীয়া ব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। কার্ত্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়। এই ব্রত এক বৎসর সাধ্য।

২৫৯। পূর্ণিমা ব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরকথিত ব্রত। পূর্ণিমা তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়। এতদ্ভিন্ন অগ্নিপুরাণে শ্রাবণী পূর্ণিমার দিন আরও একটী পূর্ণিমাব্রতের বিধান আছে।

২৬০। পৃথিবীপঞ্চমীব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। শুক্লা-পঞ্চমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২৬১। পৌষকৃষ্ণ পঞ্চমীব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্তব্রত। পঞ্চমী তিথিতে [illegible] উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

২৬২। প্রকৃতিপুরুষদ্বিতীয়াব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। চৈত্রমাসের শুক্লাদ্বিতীয়া তিথিতে উপবাসী থাকিয়া এই ব্রত করিবে।

২৬৩। প্রতিপৎক্ষীরপানব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। এই ব্রত কার্ত্তিক বা বৈশাখ মাসের প্রতিপদ তিথিতে করিবে।

২৬৪। প্রতিমাব্রত—কালোত্তরোক্ত ব্রত। এই ব্রত কার্ত্তিমাসের চতুর্দ্দশী তিথিতে আরম্ভ করিয়া একবৎসর পর্য্যন্ত কার্ত্তিমাসের চতুর্দ্দশী তিথিতে করিতে হয়।

২৬৫। প্রদোষব্রত—কালিকাপুরাণোক্ত ব্রত। [illegible] তিথিতে প্রদোষকালে এই ব্রত করিতে হয়।

২৬৬। প্রপাব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। এক পক্ষ পর্য্যন্ত উপবাস করিয়া [illegible] দানরূপ ব্রত।

২৬৭। প্রাজাপত্যব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। একবৎসর যাবৎ একবেলা ভোজন করিয়া এই ব্রত করিতে হইবে।

২৬৯। ফলব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। বিষ্ণু শয়ন হইতে উত্থান পর্য্যন্ত চারিমাস ব্যাপিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

২৭০। ফলতৃতীয়াব্রত—পদ্মপুরাণের প্রভাসখণ্ডোক্ত ব্রত। শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে আরম্ভ করিয়া একবৎসর পর্য্যন্ত এই ব্রত করিতে হয়।

২৭১। ফলষষ্ঠীব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। মাঘমাসের শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২৭২। ফলসংক্রান্তি ব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত ব্রত। মহাবিষুব সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিসংক্রান্তিতে বিভিন্ন ফলদান দ্বারা এই ব্রত করিতে হয়। একবৎসর পরে ইহার প্রতিষ্ঠা বিধেয়।

২৭৩। ফলসপ্তমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। ভাদ্র মাসের শুক্ল সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২৭৪। ফাল্গুনব্রত—মহাভারতোক্ত ব্রত। ফাল্গুনমাসে প্রতিদিন একবার মাত্র ভোজন করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

২৭৫। বাণিজ্যলাভব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। বাণিজ্য লাভ কামনায় পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে এই ব্রত করিতে হয়।

২৭৬। [illegible]ব্রত—ধরণীব্রতোক্ত ব্রত। শ্রাবণ মাসের শুক্লা দ্বাদশীর দিন এই ব্রত করিতে হয়।

২৭৭। বুধব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। বিশাখা নক্ষত্রে আরম্ভ করিয়া ৭ দিন এই ব্রত করিতে হয়।

২৭৮। বুধাষ্টমীব্রত—শুক্লাষ্টমী তিথিতে যদি বুধবার হয়, তাহা হইলে ঐ দিনে এই ব্রত হইবে।

২৭৯। ব্রহ্মকূর্চ্চব্রত—ব্রহ্মপুরাণোক্ত ব্রত। চতুর্দ্দশী তিথিতে উপবাস করিয়া পূর্ণিমায় এই ব্রত করিতে হয়।

২৮০। ব্রহ্মণ্যপ্রাপ্তিব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। চৈত্র মাসের শুক্লা প্রতিপৎ তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

২৮১। ব্রহ্মণাবাপ্তিব্রত—প্রভাসখণ্ডোক্ত ব্রত। ইহা জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে বিহিত হইয়াছে।

২৮২। ব্রহ্মব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। দ্বিতীয়া তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২৮৩। [illegible]ব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। যে কোন পুণ্য দিনে এই ব্রত করা যায়।

২৮৪। [illegible]ব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। ভাদ্র মাসের একাদশী তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া তিন দিন এই ব্রত করিতে হয়।

২৮৫। ভর্তৃপ্রাপ্তিব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২৮৬। ভদ্রকালী ব্রত—বিষ্ণুধর্মোত্তরোক্ত ব্রত। কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষের নবমী তিথি হইতে এই ব্রত করিতে হয়।

২৮৭। ভদ্রচতুষ্টয় ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা প্রতিপদ্ হইতে পঞ্চমী তিথি পর্য্যন্ত এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

২৮৮। ভদ্রাতৃতীয়াব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। ইহা কার্ত্তিক মাসের শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে করিতে হয়।

২৮৯। ভদ্রাসপ্তমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। শুক্লপক্ষের সপ্তমী তিথিতে যদি হস্তা নক্ষত্র হয়, তাহা হইলে তাহাকে ভদ্রাসপ্তমী কহে। এই ব্রত করিতে হইলে চতুর্থীর দিন একবার ভোজন, পঞ্চমীতে রাত্রি ভোজন, ষষ্ঠী তিথিতে অযাচিত ভোজন করিয়া পরে এই সপ্তমী তিথিতে ব্রতাচরণ করিতে হইবে।

২৯০। ভবানীতৃতীয়াব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। তৃতীয়া তিথিতে শিবালয়ে ভবানী দেবীর উদ্দেশে এই ব্রত করিবে।

২৯১। ভবানীব্রত—লিঙ্গপুরাণোক্ত ব্রত। অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে ভবানীর প্রীতিকামনায় ব্রতানুষ্ঠান করিতে হয়।

২৯২। ভাদ্রপদব্রত—মহাভারতে লিখিত ব্রত। সমস্ত ভাদ্র মাসে একাহারী হইয়া এই ব্রত করিতে হয়।

২৯৩। ভানুব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। সপ্তমী তিথিতে রাত্রিতে ভোজন করিয়া সূর্য্যের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

২৯৪। ভাস্করব্রত—কালিকাপুরাণোক্ত ব্রত। ষষ্ঠী তিথিতে উপবাস করিয়া সপ্তমীতে সূর্য্যের প্রীতিকামনায় এই ব্রত করিতে হয়।

২৯৫। ভীমদ্বাদশীব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। মাঘ মাসের শুক্লা দ্বাদশীকে ভীমদ্বাদশী কহে। এই দ্বাদশী তিথিতে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

২৯৬। ভীমব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। উপবাস করিয়া ধেনুদানরূপ ব্রত।

২৯৭। ভীষ্মপঞ্চকব্রত—নারদপুরাণোক্ত ব্রত। কার্ত্তিক শুক্লা একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত তিথিকে ভীষ্মপঞ্চক কহে। এই ভীষ্মপঞ্চকে ব্রতাচরণ করিতে হয়।

২৯৮। ভূভাজনব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। এই ব্রতে এক বৎসরকাল মাটিতে অন্নাদি রাখিয়া ভোজন করিতে হয়।

২৯৯। ভূতিব্রত—কালোত্তরোক্ত ব্রত। সংক্রান্তিতে যদি শুক্লা চতুর্দ্দশী হয়, তাহা হইলে ঐদিনে এই ব্রত করিতে হয়।

৩০০। ভোগসংক্রান্তিব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত ব্রত। সংক্রান্তিতে এই ব্রত করিতে হয়

৩০১। ভোগাবাপ্তিব্রত—বিষ্ণুধর্মোত্তরোক্ত ব্রত। জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমার পর প্রতিপৎ তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রত করিবে।

৩০২। ভৌমবারব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত ব্রত। মঙ্গলবারে এই ব্রত করিতে হয়।

৩০৩। ভৌমব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। মঙ্গলবারে যদি স্বাতি নক্ষত্র হয়, তাহা হইলে এই ব্রত বিধেয়।

৩০৪। মঙ্গলাব্রত—দেবীপুরাণোক্ত ব্রত। আশ্বিন, মাঘ, চৈত্র বা শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণাষ্টমী হইতে শুক্লাষ্টমী পর্য্যন্ত এই ব্রত করিতে হয়।

৩০৫। মঙ্গলাসপ্তমীব্রত—গরুড়পুরাণোক্ত ব্রত। সপ্তমী তিথিতে উপবাসী থাকিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৩০৬। মৎস্যদ্বাদশীব্রত—ধরণীব্রতোক্ত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

৩০৭। মদনদ্বাদশীব্রত—মৎস্যপুরাণোক্ত ব্রত। চৈত্র শুক্লা দ্বাদশীকে মদনদ্বাদশী কহে। এই দ্বাদশী তিথিতে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

৩০৮। মধুকতৃতীয়াব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। ফাল্গুনের শুক্লা তৃতীয়ার নাম মধুকতৃতীয়া, এই তিথিতে উক্ত ব্রত হয়।

৩০৯। মনোরথদ্বাদশীব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত, ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী তিথিতে উপবাস করিয়া দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩১০। মনোরথ পূর্ণিমাব্রত—বিষ্ণুধর্মোত্তরোক্ত ব্রত। কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া এক বৎসর এই ব্রত করিতে হয়।

৩১১। মনোরথসংক্রান্তি ব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত ব্রত। উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে এই ব্রত আরম্ভ করিয়া এক বৎসরকাল করিতে হয়।

৩১২। মন্দারষষ্ঠীব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠীতিথিকে মন্দারষষ্ঠী কহে। এই ষষ্ঠীতিথিতে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

৩১৩। মন্দারসপ্তমীব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। মাঘমাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩১৪। মরীচসপ্তমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩১৫। মরুৎসপ্তমীব্রত—বিষ্ণুধর্মোত্তরোক্ত ব্রত। চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩১৬। মল্লদ্বাদশীব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের দ্বাদশী তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া এক বৎসর প্রতি দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩১৭। মহাজয়া সপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। সংক্রান্তির দিন যদি শুক্লা সপ্তমী হয়, তাহা হইলে ঐ দিনে এই ব্রত হইবে।

৩১৮। মহাতপোব্রত—মহাভারতোক্ত ব্রত। প্রতিমাসে তিন দিন করিয়া এই ব্রত করিতে হয়, এই ব্রত এক বৎসর সাধ্য।

৩১৯। মহাফলদ্বাদশীব্রত—বিষ্ণুরহস্যোক্ত ব্রত। পৌষ মাসের কৃষ্ণপক্ষে একাদশী তিথিতে যদি বিশাখা নক্ষত্র হয়, তাহা হইলে একাদশীতে উপবাস করিয়া দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত করিবে।

৩২০। মহাফল ব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। এই ব্রত প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত করিতে হয়, এই ব্রতে ভোজন বিষয়ে বিশেষ আছে। যথা—প্রতিপদে ক্ষীরভোজন, দ্বিতীয়ায় পুষ্পাহার, তৃতীয়ায় লবণবর্জ্জিত ভোজন, চতুর্থীতে তিল ভোজন, পঞ্চমীতে ক্ষীরভোজন, ষষ্ঠীতে ফল, সপ্তমীতে শাক, অষ্টমীতে বিল্ব, নবমীতে পিষ্টক, দশমীতে অনগ্নিপকাহার, একাদশীতে উপবাস, দ্বাদশীতে ঘৃত, ত্রয়োদশীতে পায়স, চতুর্দ্দশীতে যবাহার, পূর্ণিমায় গোমূত্র ও কুশোদক ভোজন, এইরূপ নিয়মে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

৩২১। মহত্তমব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত ব্রত। ভাদ্রমাসের শুক্লা প্রতিপৎ তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩২২। মহারাজ ব্রত—স্কন্দপুরাণে কথিত ব্রত। চতুর্দ্দশী তিথিতে আর্দ্রা বা ভাদ্রপদ নক্ষত্র হইলে এই ব্রত হইবে।

৩২৩। মহালক্ষ্মী ব্রত—স্কন্দপুরাণে কথিত ব্রত। ভাদ্র মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে এই ব্রত হয়।

৩২৪। মহাব্রত—কালিকাপুরাণোক্ত ব্রত। কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩২৫। মহাসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। মাঘ মাসের শুক্ল পক্ষের সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত হইবে।

৩২৬। মহেশ্বরব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। ফাল্গুনমাসের শুক্লপক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া চতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত উপবাস করিয়া মহেশ্বরের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

৩২৭। মহেশ্বরাষ্টমী ব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩২৮। মহোৎসব ব্রত—স্কন্দপুরাণে কথিত ব্রত। চৈত্র মাসে মহাদেবের উদ্দেশে মহোৎসবের সহিত এই ব্রত করিতে হয়।

৩২৯। মাঘমাসব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। সমস্ত মাঘ মাস ধরিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৩৩০। মাতৃনবমী ব্রত—ভবিষ্যোত্তরকথিত ব্রত। আশ্বিন মাসের নবমী তিথিতে ইহা করিতে হয়।

৩৩১। মাতৃব্রত—বরাহপুরাণে কথিত ব্রত। অষ্টমী তিথিতে ইহা করিতে হয়।

৩৩২। মার্গশীর্ষ ব্রত—মহাভারতে কথিত ব্রত। সমস্ত অগ্রহায়ণ মাসে প্রতিদিন একবার ভোজন করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৩৩৩। মার্ত্তণ্ডসপ্তমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। পৌষ মাসের শুক্ল পক্ষের সপ্তমী তিথিকে মার্ত্তণ্ডসপ্তমী কহে। এই সপ্তমীতে সূর্য্যদেবের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

৩৩৪। মাসব্রত—দেবীপুরাণোক্ত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাস হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ দ্রব্যদানরূপ ব্রত ভেদ। ইহা সংক্রান্তিতে করিতে হয়।

৩৩৫। মাসোপবাস ব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরকথিত ব্রত। আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে একাদশী তিথিতে উপবাস করিয়া এই ব্রত গ্রহণপূর্ব্বক এক মাস পর্য্যন্ত করিতে হয়।

৩৩৬। মুক্তাভরণসপ্তমীব্রত—মৎস্যপুরাণে কথিত ব্রত। হস্তানক্ষত্রযুক্ত সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩৩৭। মুখব্রত—পদ্মপুরাণে কথিত ব্রত। এক বৎসর মুখবাস পরিত্যাগ করিয়া এই ব্রত করিবে। বৎসরান্তে গোদান করিতে হয়।

৩৩৮। মুনিব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরকথিত ব্রত। সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত হইয়া থাকে।

৩৩৯। মৃগশীর্ষব্রত—পদ্মপুরাণে কথিত ব্রত। শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপৎ তিথি হইতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩৪০। মেঘপালী তৃতীয়া ব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

৩৪১। মৌনব্রত—স্কন্দপুরাণে কথিত ব্রত। শ্রাবণী পূর্ণিমা তিথিতে এই ব্রতের বিধান আছে।

৩৪২। যমচতুর্থীব্রত—কূর্ম্মপুরাণে কথিত ব্রত। চতুর্থী তিথি ও ভরণী নক্ষত্র হইলে এই ব্রত করিতে হয়।

৩৪৩। যমদ্বিতীয়া ব্রত—ভবিষ্যোত্তর কথিত ব্রত। কার্ত্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়াকে যম দ্বিতীয়া কহে। এই দিনে ঐ ব্রত করিতে হয়।

৩৪৪। যমব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। দশমী তিথিতে রোগনাশ কামনায় যমের উদ্দেশে এই ব্রত করিবে। ইহা ভিন্ন কূর্ম্মপুরাণ, বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর মহাভারত প্রভৃতিতেও অন্য প্রকার যমব্রতের বিধান দেখিতে পাওয়া যায়।

৩৪৫। যমাদর্শনত্রয়োদশী ব্রত—ইহা ভবিষ্যোত্তরোক্ত। অগ্রহায়ণ মাসের ত্রয়োদশী তিথিতে যদি সোমবার হয়, তাহা হইলে ঐ দিন, হইতে আরম্ভ করিয়া নিরন্তর এক বৎসর যাবৎ ঐ ব্রত করিতে হয়।

৩৪৬। যুগাদিব্রত—এটী আদিপুরাণোক্ত। যুগাদ্যা তিথিতে অর্থাৎ যেমন বৈশাখ মাসের শুক্লা তৃতীয়া সত্যযুগাদ্যা, এইরূপ সকল যুগাদ্যা তিথিতেই এই ব্রত করিতে হয়।

৩৪৭। যুগাবতার ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩৪৮। যোগব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। বিষ্কম্ভ যোগ হইতে আরম্ভ করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৩৪৯। যোগেশ্বরদ্বাদশী ব্রত—ধরণীব্রতোক্ত। কার্তিক মাসের একাদশী তিথিতে উপবাস করিয়া পরদিন এই ব্রত করিতে হয়।

৩৫০। রক্ষাবন্ধনপৌর্ণমাসী—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে ইহা বিহিত হইয়াছে।

৩৫১। রথনবমী—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। আশ্বিন মাসের শুক্লানবমী তিথিতে ইহা করিতে হয়।

৩৫২। রথসপ্তমী—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। ইহা মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে করিতে হয়।

৩৫৩। রথাঙ্গসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্য পুরাণোক্ত। এই ব্রত মাকরী সপ্তমীতে বিহিত হইয়াছে।

৩৫৪। রম্ভাত্রিরাত্র—স্কন্দপুরাণোক্ত। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষে ত্রয়োদশী তিথি হইতে তিন দিন এই ব্রত করিতে হয়।

৩৫৫। রবিব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। সমস্ত মাঘ মাসে ভগবান্ সূর্য্যদেবের উদ্দেশে ত্রিসন্ধ্যায় যথাকালে এই ব্রত করিতে হয়।

৩৫৬। রসকল্যাণিনী তৃতীয়া—ব্রহ্মপুরাণোক্ত। মাঘ মাসের শুক্লা তৃতীয়া তিথিকে রসকল্যাণিনী তৃতীয়া কহে। এই তিথিতে উক্ত ব্রত এক বৎসর পর্য্যন্ত করিতে হয়।

৩৫৭। রাঘবদ্বাদশী—ধরণীব্রতোক্ত। জ্যৈষ্ঠ মাসের দ্বাদশী তিথিতে আরম্ভ করিয়া রামচন্দ্রের উদ্দেশে ইহা করিতে হয়।

৩৫৮। রাজরাজেশ্বর ব্রত—কালোত্তরোক্ত। বুধবারে [illegible] অষ্টমী তিথি হইলে ঐ দিন ইহা করিতে

৩৫৯। রাজ্যতৃতীয়া—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে ইহা বিহিত হইয়াছে।

৩৬০। রাজ্যদ্বাদশী—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে রাজ্য কামনায় ইহা করিতে হয়।

৩৬১। রাজ্যাপ্তিদশমী—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। কার্ত্তিক মাসের শুক্ল পক্ষের দশমী তিথিতে ইহা করিবার বিধান আছে।

৩৬২। রাম নবমী—অগস্ত্যসংহিতোক্ত। চৈত্র মাসের শুক্লা নবমীকে রামনবমী কহে। এই তিথিতে রামচন্দ্রের উদ্দেশে ইহা করিতে হয়।

৩৬৩। রাশিব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। কার্ত্তিকী পূর্ণিমা তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া এক বৎসর যাবৎ ইহা করিতে হয়।

৩৬৪। রুক্মিণ্যষ্টমী—স্কন্দপুরাণোক্ত। অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণাষ্টমীকে রুক্মিণ্যষ্টমী কহে। এই তিথিতে ঐ ব্রত করিতে হয়।

৩৬৫। রুদ্রব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত। এক বৎসর কাল প্রতিদিন একবার মাত্র ভোজন করিয়া পাপ ও শোকনাশের জন্য রুদ্রদেবের উদ্দেশে ইহা করিতে হয়।

৩৬৬। রূপনবমী—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। পৌষমাসে ইহা করিতে হয়।

৩৬৭। রূপসত্র—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে ইহা করিতে হয়।

৩৬৮। রূপসংক্রান্তি—স্কন্দপুরাণোক্ত। সংক্রান্তির দিনে ইহা করিতে হয়।

৩৬৯। রূপাবাপ্তিব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। ফাল্গুনীপূর্ণিমার পর প্রতিপদ হইতে ইহা বিহিত হইয়াছে।

৩৭০। রোহিণীদ্বাদশী—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণা দ্বাদশীকে রোহিণীদ্বাদশী কহে। এই তিথিতে ঐ ব্রত করিতে হয়।

৩৭১। রোহিণী ব্রত—স্কন্দপুরাণে কথিত ব্রত। রোহিণী নক্ষত্রে ইহা করিতে হয়।

৩৭২। লক্ষার্দ্রা ব্রত—মৎস্যপুরাণে কথিত ব্রত। শ্রাবণ মাসীয় অষ্টমী তিথিতে যদি আর্দ্রা নক্ষত্র হয়, তাহা হইলে উমা-মহেশ্বরের উদ্দেশে ইহা করিতে হয়।

৩৭৩। লক্ষ্মীনারায়ণ ব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে লক্ষ্মীনারায়ণের উদ্দেশে ইহা বিহিত হইয়াছে।

৩৭৪। লক্ষ্মীপঞ্চমীব্রত—মৎস্যপুরাণে কথিত ব্রত। পঞ্চমী তিথিতে উপবাস করিয়া ইহা করিতে হয়। এটী বঙ্গ-সাধ্য।

৩৭৫। ললিতাতৃতীয়া—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। মাঘ মাসের শুক্ল

92-XX

পক্ষের তৃতীয়া তিথির নাম ললিতাতৃতীয়া। এই তিথিতে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

৩৭৭। ললিতাব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত। আশ্বিন শুক্লপক্ষের নবমী তিথিতে ইহা করিতে হয়।

৩৭৮। ললিতাষষ্ঠী—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। ভাদ্র মাসের শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে ইহা বিহিত হইয়াছে।

৩৭৯। লাবণ্যাবাপ্তি—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। কার্ত্তিকী পূর্ণিমার পর প্রতিপদ হইতে ইহা করিতে হয়।

৩৮০। লোকব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। চৈত্রমাসের শুক্ল পক্ষের প্রতিপৎ তিথি হইতে ৭ দিন ইহা করিতে হয়।

৩৮১। বটসাবিত্রী—স্কন্দপুরাণোক্ত। জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে ইহা বিহিত হইয়াছে।

৩৮২। বরচতুর্থী—অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লাচতুর্থী তিথিকে বরচতুর্থী কহে, এই দিনে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

৩৮৩। বরব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত। শুভদিনে আরম্ভ করিয়া ৭ দিন ইহা করিতে হয়।

৩৮৪। বরাটিকাসপ্তমী—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। যে কোন সপ্তমী তিথিতে ইহা করিতে পারা যায়।

৩৮৬। বরাহদ্বাদশী—ধরণীব্রতোক্ত। মাঘ মাসের শুক্লা দ্বাদশীকে বরাহদ্বাদশী কহে। এই দিনে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

৩৮৭। বরুণব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত। রাত্রিকালে জলে অবস্থান করিয়া প্রভাতকালে গোদানরূপ ব্রত।

৩৮৮। বহ্নিব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। চৈত্র মাসের শুক্ল পক্ষের অষ্টমী তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া ইহা করিতে হয়।

৩৮৯। বর্ত্রিরাত্র ব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। চৈত্র মাসে তিন দিন রাত্রিকালে ভোজন করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৩৯০। বাক্‌ব্রত—বিষ্ণুপুরাণোক্ত। চৈত্র মাসের অমাবস্যার দিন ইহা করিতে হয়।

৩৯১। বামনদ্বাদশীব্রত—ধরণীব্রতোক্ত। চৈত্র মাসের শুক্লা দ্বাদশীকে বামনদ্বাদশী কহে। এই দিনে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

৩৯২। বায়ুব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লা চতুর্দ্দশী হইতে আরম্ভ করিয়া ইহা করিতে হয়।

৩৯৩। বারিব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত। চৈত্রাদি চারি মাস ধরিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৩৯৪। বাসুদেবদ্বাদশীব্রত—ধরণীব্রতোক্ত। বাসুদেবের উদ্দেশে আষাঢ় মাসে দ্বাদশী তিথিতে ইহা করিতে হয়।

৩৯৫। বিজয়াদ্বাদশী—আদিত্যপুরাণোক্ত। শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে পুষ্যানক্ষত্র হইলে সেই দিনে এই ব্রত করিলে মহাপুণ্য হয়। ব্রহ্ম বৈবর্ত্তপুরাণে ভাদ্রমাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে অন্য আরও একটী বিজয়াদ্বাদশী ব্রতের বিধান আছে।

৩৯৬। বিজয়াসপ্তমী—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। শুক্ল পক্ষের সপ্তমী তিথিতে রবিবার হইলে তাহাকে বিজয়াসপ্তমী কহে। এই সপ্তমীতে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

৩৯৭। বিজয়াসপ্তমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। সংক্রান্তিতে সপ্তমী তিথি হইলে সেই দিনে এই ব্রত করিতে হয়।

৩৯৮। বিদ্যাপ্রতিপদ্ ব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। পৌষ মাসের পূর্ণিমার পর প্রতিপৎ তিথি হইতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩৯৯। বিদ্যাবাপ্তিব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। পৌষী পূর্ণিমার পর প্রতিপৎ তিথি হইতে এই ব্রত করিতে হয়।

৪০০। বিধানদ্বাদশসপ্তমী ব্রত—আদিত্যপুরাণোক্ত। চৈত্র মাসের শুক্লাসপ্তমী তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া এই ব্রত সমাপ্ত করিতে হয়। পরে দ্বাদশমাসের সপ্তমী তিথিতে একই নিয়মে ঐ ব্রত করিতে হইবে। যথাবিধানে দ্বাদশ সপ্তমীতে এই ব্রত করা হয় বলিয়া ইহাকে বিধানদ্বাদশসপ্তমী ব্রত কহে।

৪০১। বিভূতিদ্বাদশী—মৎস্যপুরাণোক্ত। কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ, ফাল্গুন, বৈশাখ বা আষাঢ় মাসের শুক্লা দশমী তিথিতে লঘু ভোজন এবং তৎপর একাদশীর দিন উপবাস করিয়া দ্বাদশীর দিন এই ব্রত করিবে।

৪০২। বিবাহিরাত্রব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত। জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে জ্যেষ্ঠানক্ষত্র হইলে ঐ দিনে এই ব্রত হইবে।

৪০৩। বিশোকদ্বাদশী—পদ্মপুরাণোক্ত। আশ্বিন মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৪০৪। বিশোকষষ্ঠী—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। মাঘ মাসের শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে শোকনাশ কামনায় এই ব্রত করিতে হয়।

৪০৫। বিশোকসংক্রান্তি—স্কন্দপুরাণে লিখিত। বিষুব সংক্রান্তির দিন ব্যতীপাত যোগ হইলে ঐ দিনে এই ব্রত করিতে হয়।

৪০৬। বিধব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। একাদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৪০৭। বিশ্বরূপব্রত—কালোত্তরোক্ত। শুক্লাষ্টমী তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

৪০৮। বিষ্টিব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। যে দিন বিষ্টিভদ্রা তিথি হয়, সেই দিনে এই ব্রত করিতে হইবে।

৪০৯। বিষ্ণুদেবকীব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। কার্ত্তিক মাসের প্রথম দিন হইতে এই ব্রত করিতে হয়।

৪১০। বিষ্ণুব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। আষাঢ় মাসের পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্র হইতে আরম্ভ করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৪১১। বিষ্ণুপ্রাপ্তিদ্বাদশী—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। দ্বাদশী তিথিতে উপবাস করিয়া বিষ্ণুর উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

৪১২। বিষ্ণুব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। এই ব্রতও দ্বাদশী তিথিতে করিতে হয়। পদ্মপুরাণ এবং বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেও এই বিষ্ণুব্রতের বিধান আছে। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর মতে পৌষ মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া এই ব্রত করাই কর্ত্তব্য।

৪১৩। বেদব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। চৈত্র মাসের প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ পর্য্যন্ত এই ব্রত করিতে হয়।

৪১৪। বৈতরণী ব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা একাদশী তিথিকে বৈতরণী তিথি কহে। এই তিথিতে ঐ ব্রত করিতে হয়।

৪১৫। বৈনায়কচতুর্থী—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। চতুর্থী তিথিতে রাত্রিভোজন করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৪১৬। বৈশাখ ব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত। বৈশাখ মাসের প্রতিদিন একবার ভোজন করিয়া ইহা করিতে হয়।

৪১৭। বৈশ্বানর ব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত। বর্ষা ঋতু হইতে আরম্ভ করিয়া চারিটী ঋতুতে কাষ্ঠাদি দানরূপ ব্রত।

৪১৮। বৈষ্ণব ব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত। আষাঢ় হইতে চারি মাস প্রাতঃস্নান করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৪১৯। ব্যতীপাত ব্রত—বরাহপুরাণোক্ত। ব্যতীপাত দিনে এই ব্রত করিতে হয়।

৪২০। ব্যোমব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। অগস্ত্যকে অর্ঘ্য-দানের পর এই ব্রত করিতে হয়।

৪২১। ব্যোমষষ্ঠীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। ষষ্ঠী তিথিতে ব্যোম প্রস্তুত করিয়া তাহাতে সূর্য্য দেবের উদ্দেশে এই ব্রত করিবে।

৪২২। ব্রতরাজতৃতীয়া—দেবীপুরাণোক্ত। শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

৪২৩। শক্রব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে ইন্দ্রের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়। পদ্ম-পুরাণে আরও একটী শক্রব্রতের বিধান আছে।

৪২৪। শঙ্করনারায়ণ ব্রত—দেবীপুরাণোক্ত। শুভ দিনে শঙ্কর ও নারায়ণের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

৪২৫। শঙ্করার্ক ব্রত—কালিকাপুরাণোক্ত। রবিবারে অষ্টমী তিথি হইলে এই ব্রত করিবে।

৪২৬। শনিব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। শনিবার দিন শনিগ্রহের প্রীতি কামনায় এই ব্রত করিতে হয়।

৪২৭। শর্করাসপ্তমী ব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। বৈশাখ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে এই ব্রতের বিধান আছে।

৪২৮। শাকসপ্তমী—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। কার্ত্তিক মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৪২৯। শাস্তাচতুর্থী—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। মাঘ মাসের শুক্লা চতুর্থীর নাম শান্তাচতুর্থী। এই দিনে ঐ ব্রত করিতে হয়।

৪৩০। শান্তিতৃতীয়া—গরুড়পুরাণোক্ত। তৃতীয়া তিথিতে শান্তি কামনায় ইহার বিধান।

৪৩১। শান্তিপঞ্চমী—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। ভাদ্র মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৪৩২। শান্তিব্রত—বরাহপুরাণোক্ত। কার্ত্তিক মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে শান্তি কামনায় এই ব্রত অনুষ্ঠেয়।

৪৩৩। শাস্তরায়ণী ব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। প্রতি মাসে বিষ্ণুর উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

৪৩৪। শিলাচতুর্থী—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। চতুর্থী তিথিতে এই ব্রতের বিধান আছে।

৪৩৫। শিবচতুর্দ্দশী—মৎস্যপুরাণোক্ত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা চতুর্দ্দশীকে শিবচতুর্দ্দশী কহে। এই তিথিতে উক্ত ব্রত বিহিত হইয়াছে।

৪৩৬। শিবনক্ত ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। কৃষ্ণাষ্টমী ও কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথিতে রাত্রি কালে এই ব্রত করিতে হয়।

৪৩৭। শিবরথ ব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। হেমন্ত ঋতুতে প্রতিদিন একবার করিয়া ভোজন এবং মাঘ মাসে সংযত হইয়া ফাল্গুন মাসে শিবের উদ্দেশে রথ নির্ম্মাণ করিয়া এই ব্রত করিবে।

৪৩৮। শিবরাত্রি—স্কন্দপুরাণোক্ত। মাঘ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর নাম শিবচতুর্দ্দশী, এই তিথিতে শিবের উদ্দেশে আচণ্ডাল সকলেই এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে।

৪৩৯। শিবলিঙ্গ ব্রত—শিবধর্ম্মোত্তরোক্ত। অঙ্গুষ্ঠমাত্রপরি-মাণ শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া পদ্মের কেশর মধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক শ্বেত চন্দন ও পুষ্পাদিদ্বারা পূজা করিতে হয়।

৪৪০। শিবব্রত—কালোত্তরোক্ত। পক্ষের উভয় অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে এই ব্রত করিবার নিয়ম।

৪৪১। শিবাচতুর্থী—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। ভাদ্র মাসের শুক্লা চতুর্থীকে শিবাচতুর্থী কহে, এই তিথিতে ঐ ব্রত করিতে হয়।

৪৪২। শিবোপবীত ব্রত—বিষ্ণুধর্মোত্তরোক্ত। মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এই ব্রত অনুষ্ঠেয়।

৪৪৩। শীলতৃতীয়া—পদ্মপুরাণোক্ত। তৃতীয়া তিথিতে অনগ্নিপক্ব দ্রব্য ভোজন করিয়া এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে।

৪৪৪। শীলাবাপ্তি ব্রত—বিষ্ণুধর্মোত্তরোক্ত। অগ্রহায়ণ মাস অতীত হইলে এক মাস পর্য্যন্ত প্রতিদিন এই ব্রত করিতে হয়।

৪৪৫। শুক্র ব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। শুক্রবারে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র হইলে এই ব্রত করা কর্ত্তব্য।

৪৪৬। শুদ্ধিব্রত—বহ্নিপুরাণোক্ত। দ্বাদশ মাসের একাদশী তিথিতে উপবাস করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৪৪৭। শুভদ্বাদশী—বরাহপুরাণোক্ত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্ল পক্ষের দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

৪৪৮। শুভ সপ্তমী—পদ্মপুরাণোক্ত। আশ্বিন মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিবার বিধান আছে।

৪৪৯। শূলদান—বিষ্ণুধর্মোত্তরোক্ত। এক বৎসর যাবৎ অমাবস্যার দিন উপবাস করিয়া এই ব্রত করিবে।

৪৫০। শৈলব্রত—বিষ্ণুধর্মোত্তরোক্ত। চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া ৭ দিন পর্য্যন্ত এই ব্রত করিবার বিধান।

৪৫৯। শ্রবণনক্ষত্রপূজনব্রত—বিষ্ণুধর্মোত্তরোক্ত। ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষে যে দিন শ্রবণনক্ষত্র হয়, সেই দিনে এই ব্রত হইবে।

৪৫১। শ্রবণমহাব্রত—বিষ্ণুধর্মোত্তরোক্ত। পৌষ মাসে নক্ত ভোজন করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৪৫৩। শৈবোপবাস ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত; উভয় পক্ষের অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে শিবের উদ্দেশে উপবাস করিয়া এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে।

৪৫৪। শৌর্য্যব্রত—বরাহপুরাণোক্ত। আশ্বিন মাসের শুক্লা নবমী তিথিতে উপবাস করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৪৫৫। শ্রদ্ধাব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত। শুভ দিনে শম্ভু বা কেশবের অগ্রে উপলেপন করিয়া এই ব্রত করিবে।

৪৫৬। শ্রবণা দ্বাদশী—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। শুক্লা একাদশী তিথিতে যদি শ্রবণা নক্ষত্র হয়, তাহা হইলে ঐ একাদশীতে উপবাস করিয়া দ্বাদশী তিথিতে ব্রত করিবে।

৪৫৮। শ্রীপঞ্চমী—গরুড়পুরাণোক্ত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা পঞ্চমীকে শ্রীপঞ্চমী কহে। ঐ তিথিতে লক্ষ্মীর উদ্দেশে এই ব্রত অনুষ্ঠেয়।

৪৫৮। শ্রীপ্রাপ্তিব্রত—বিষ্ণুধর্মোত্তরোক্ত। বৈশাখী পূর্ণিমার পর প্রতিপৎ তিথি হইতে এই ব্রত করিবে।

৪৫৯। শ্রীবৃক্ষনবমী—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। ভাদ্রমাসের শুক্লা নবমী তিথিতে এই ব্রতের ব্যবস্থা।

৪৬০। শ্রীব্রত—বিষ্ণুধর্মোত্তরোক্ত। চৈত্র শুক্লা পঞ্চমীতে এই ব্রত করিতে হয়।

৪৬১। ষষ্ঠীব্রত—ব্রহ্মপুরাণোক্ত। ষষ্ঠী তিথিতে এই ব্রত করিবে।

৪৬২। সংবৎসর ব্রত—বিষ্ণুধর্মোত্তরোক্ত। চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া সংবৎসর পর্য্যন্ত এই ব্রত করিতে হয়।

৪৬৩। সঙ্ঘাটকব্রত—বরাহপুরাণোক্ত। কার্ত্তিক মাসের শুক্লা প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া এই ব্রত করিবার নিয়ম।

৪৬৪। সন্তানব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে উপবাস করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৪৬৫। সন্তানাষ্টমীব্রত—বিষ্ণুধর্মোত্তরোক্ত। চৈত্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

৪৬৬। সপ্তর্ষিব্রত—বিষ্ণুধর্মোত্তরোক্ত। চৈত্র শুক্লা প্রতিপদ্ হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তমী পর্য্যন্ত ৭ দিন সপ্তর্ষিগণের উদ্দেশে এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে।

৪৬৭। সপ্তসারস্বতব্রত—বিষ্ণুধর্মোত্তরোক্ত। এই ব্রতও চৈত্র মাসের শুক্লা প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া ৭ দিন পর্য্যন্ত করিবার বিধান।

৪৬৮। সপ্তসুন্দরক ব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। প্রতিদিন একবার মাত্র ভোজন করিয়া ৭ দিন ধরিয়া এই ব্রত করা

৪৬০। সমুদ্রব্রত—বিষ্ণুধর্মোত্তরোক্ত। চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া ৭ দিন পর্য্যন্ত এই ব্রত পালন করিবে।

৪৭০। সম্পূর্ণব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। শুভদিনে যথাবিধানে এই ব্রত করা কর্ত্তব্য।

৪৭১। সম্ভোগ ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। মাসের দুইটী পঞ্চমী ও প্রতিপৎ তিথিতে এই ব্রত করিবে।

৪৭২। সর্পপঞ্চমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। নাগপঞ্চমীতে এই ব্রত করিতে হয়।

৪৭৩। সর্পবিষাপহপঞ্চমীব্রত—স্কন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ডোক্ত। শ্রাবণ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৪৭৪। সর্ব্বকাম ব্রত—বিষ্ণুধর্মোত্তরোক্ত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা একাদশী তিথিতে উপবাস করিয়া একবৎসর পর্য্যন্ত এই ব্রত করিতে হয়।

৪৭৫। সর্ব্বকামাপ্তিব্রত—বিষ্ণুধর্মোত্তরোক্ত। কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৪৭৬। সর্বব্রত—সৌরপুরাণোক্ত। শনিবারে শুক্লাত্রয়োদশী হইলে ঐ দিনে এই ব্রত আচরণীয়।

৪৭৭। সর্বাপ্তিসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। মাঘমাসের কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

৪৭৮। সর্ষপসপ্তমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। সপ্তমীতিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

৪৭৯। সাগরব্রত—বিষ্ণুধর্মোত্তরোক্ত। শ্রাবণাদি চারিমাসে এই ব্রত করিতে হয়।

৪৮০। সাধ্যব্রত—বিষ্ণুধর্মোত্তরোক্ত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত অনুষ্ঠেয়।

৪৮২। সারস্বত পঞ্চমী—পদ্মপুরাণোক্ত। ইহাতে শুক্লপক্ষীয় পঞ্চমীতে শুক্লমাল্যানুলেপনাদিদ্বারা বীণাক্ষমালাদিধারিণী গায়ত্রীদেবীর পূজা করিতে হয়।

৪৮৩। সারস্বত ব্রত—প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে একাগ্রচিত্তে ইষ্টপূজন করিতে হয়; পরে বৎসরান্তে ব্রাহ্মণকে ঘৃতকুম্ভ, বস্ত্রযুগ্ম তিল ও ঘণ্টা দান করার নিয়ম আছে। (পদ্মপু°)

৪৮৪। সার্বভৌমব্রত—কার্তিকী শুক্লা দশমীতে নক্তাশী হইয়া প্রত্যেক দিকেই বলি প্রয়োগ করিবে। (বরাহপু°)

৪৮৫। সিতসপ্তমী—অগ্রহায়ণ মাসীয় শুক্লা সপ্তমীতে উপবাসী থাকিয়া শ্বেতকমল বা অন্য কোন শ্বেতপুষ্প এবং শ্বেতচন্দন ও শ্বেতবটকাদিদ্বারা সূর্য্যদেবের পূজা করিবে। (বিষ্ণুধর্ম°)

৪৮৬। সিদ্ধার্থকাদিসপ্তমী—অগ্রহায়ণ বা মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমী হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমাগত ঐ পক্ষীয় সাতটা সপ্তমী পর্যন্ত সিদ্ধার্থক (শ্বেতসর্ষপ) আদিদ্বারা সূর্য্যদেবের পূজা বিধাতব্য। (ভবিষ্যপু°)

৪৮৭। সিদ্ধিবিনায়ক চতুর্থী—যে কোন মাসে ভক্তির উদয় হইলে তত্তৎ মাসের শুক্লা চতুর্থীতে শুক্ল তিলাদি দ্বারা গণপতির পূজা করিতে হয়। (স্কন্দপু°)

৪৮৮। সুকলত্রপ্রাপ্তি—পতিকামা কুমারীর উত্তরফল্গুনী, উত্তরষাঢ়া বা উত্তরভাদ্রপদ, ইহার একতম নক্ষত্রে "মাধবায় নমঃ" এই মন্ত্রে নিয়ত হরির আরাধনা করিবে। (বিষ্ণুধর্মোত্তর)

৪৮৯। সুকুলবিরাম—রাত্রোপবাস পূর্ব্বক অগ্রহায়ণ মাসীয় জ্যৈষ্ঠাস্পর্শ তিথিতে শ্বেত, পীত ও রক্ত, এই তিন বর্ণের পুষ্পদ্বারা ত্রিবিক্রমদেবের পূজা বিধেয়। (বিষ্ণুধর্মোত্তর)

৪৯০। সুকৃতদ্বাদশী—ফাল্গুনমাসের শুক্লা একাদশীতে উপবাসী থাকিয়া পরদিন জনার্দনের অর্চনা কর্তব্য।

৪৯১। সুখব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত কৃষ্ণা অষ্টমী বা সপ্তমীতে অথবা মঙ্গলবারে চতুর্থী তিথি হইলে তাহাতে উপবাসান্তর সমস্ত রাত্রি ব্যাপিয়া ইষ্টদেবের পূজা করিতে হয়।

৪৯২। সুখষষ্ঠী ব্রত—ষষ্ঠীতিথিতে ঋষিদিগের যথাযথ ভাবে পূজা বিধেয়। (বিষ্ণুধর্মোত্তর)

৪৯৩। সুখসুপ্তিব্রত—কার্তিকী অমাবস্যায় দেবগণ সুখনিদ্রায় অভিভূত থাকেন. ঐদিনে বালক এবং আতুর ব্যতিরেকে সকলে উপবাসী থাকিয়া প্রদোষ সময়ে লক্ষ্মীপূজা এবং দেবগৃহ, চত্বর, চতুষ্পথ প্রভৃতি স্থানে যথাশক্তি দীপমালা প্রদান কর্তব্য। (আদিত্যপু°)

৪৯৪। সুগতিব্রত—অষ্টমী তিথিতে নক্তাশী হইয়া বৎসরান্তে গাভী প্রদান করিতে হয়। (পদ্মপু°)

৪৯৫। সুগতিদ্বাদশী—ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষীয় একাদশী তিথিতে ইষ্টদেবের অর্চনা পূর্ব্বক অষ্টোত্তরশত "কৃষ্ণ" নাম জপ করিবে। (বিষ্ণুধর্মোত্তর)

৪৯৬। সুজন্মদ্বাদশী—পৌষ মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের যোগ হইলে, সেই দিবসে শ্রীবিষ্ণুর অর্চনা আরম্ভ করিয়া বৎসরাবধি যাবৎ প্রতিমাসের ঐ তিথিতে উপবাসানন্তর বিষ্ণুপূজা করিয়া দান ধ্যানাদি করিতে হয়। (বিষ্ণুধর্মোত্তর)

৪৯৭। সুজন্মাবাপ্তিব্রত—রবির মেষসংক্রমণ দিবসে উপবাসী থাকিয়া যথাবিধি পরশুরামের পূজা করিতে হয়, পরে বৃষসংক্রমণে ঐরূপ শ্রীকৃষ্ণের, মিথুন সংক্রমণে শ্রীবিষ্ণুর, কর্কট সংক্রান্তিতে বরাহদেবতার. সিংহসংক্রমণে নরসিংহদেবের, কন্যাসংক্রমণে বামনদেবের, তুলাসংক্রমণে কূর্ম্মাবতারের, বৃশ্চিক সংক্রমণে কল্কীদেবের, ধনুঃসংক্রমণে বুদ্ধদেবের, মকরসংক্রান্তিতে দাশরথি রামচন্দ্রের, কুম্ভসংক্রমণে বলরামদেবের এবং মীনসংক্রমণে মীনাবতারের অর্চনা করিবার নিয়ম আছে। (বিষ্ণুধর্ম)

৪৯৮। সুদর্শনষষ্ঠী—রাজন্যগণ ষষ্ঠীতিথিতে উপবাসানন্তর একটী চক্রাব্জ প্রস্তুত করিয়া তাহার কর্ণিকা মধ্যে সুদর্শন এবং প্রতিদলে অন্যান্য আয়ুধ সমূহের যথাবিধি পূজা করিয়া থাকেন। (গরুড়পু°)

৪৯৯। সুনামদ্বাদশী—অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম দ্বাদশীর অব্যবহিত পূর্ব্ববর্তী দশমীর দিন একবেলা হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া পরদিন একাদশীতে নিরম্বু উপবাসানন্তর যথারীতি জনার্দন বিষ্ণুর পূজা করিয়া তৎপর দিবস দ্বাদশীতে ভোজন করিবে. এইরূপ বৎসরাবধি করিতে হইবে। (বরাহপু°)

৫০০। সুরূপদ্বাদশী - পৌষমাসীয় পুষ্যানক্ষত্র সংস্পৃষ্ট রাত্রিতে সংযতচিত্তে বিষ্ণুর ধ্যান করিতে হয়, পরে নিরবচ্ছিন্ন শ্বেতবর্ণ গাভীর গোময়াদিতে তিলদ্বারা অষ্টোত্তরশত আহুতি দিতে হয়; অতঃপর পরবর্তী কৃষ্ণৈকাদশীতে উপবাসী থাকিয়া স্বর্ণ বা রৌপ্যনির্ম্মিত হরিমূর্তি তিলপূর্ণ পাত্রের উপরে কুম্ভোপরি স্থাপনপূর্ব্বক যথাবিধি তাঁহার অর্চনা করিতে হয়। উমামহেশ্বরস°

৫০১। সূর্য্যব্রত - রবিবারে শুক্লা চতুর্দ্দশী ও অশ্বিনীনক্ষত্রের যোগ হইলে রোচনাদ্বারা পদ্মবাহ্বণ্ডিরের অঙ্গরাগ এবং রক্তপুষ্প কপিলাগাভীর দুগ্ধ ও ঘৃত প্রভৃতি দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিবে। (কালোত্তর)

এতদ্ভিন্ন বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর, সৌরধর্ম্মোত্তর, পদ্মপুরাণ, ভবিষ্য-পুরাণ প্রভৃতিতেও সূর্য্যব্রতের বিবরণ বিবৃত হইয়াছে।

৫০২। সূর্য্যনক্তব্রত—প্রতি রবিবারে অথবা হস্তানক্ষত্রযুক্ত রবিবার হইতে আরম্ভ করিয়া সংবৎসর যাবৎ প্রত্যেক রবিবারে দিবাভাগে উপবাসী থাকিয়া সূর্য্যাস্তকালে রক্তচন্দনদ্বারা দ্বাদশদল পদ্ম অঙ্কিত করিয়া তদুপরি অসঙ্গোপায় ভাবিয়া একান্তমনে সূর্য্যদেবের পূজা করিয়া রাত্রিতে হবিষ্যান্ন ভোজন করিলে নিশ্চয়ই যাবতীয় ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। (মৎস্যপুরাণ)

৫০৩। সূর্য্যষষ্ঠী—ভাদ্র মাসের শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে উপবাসী থাকিয়া সূর্য্যাস্তকালে রক্তচন্দনাঙ্কিতপদ্মোপরি সূর্য্যমূর্ত্তি স্থাপনপূর্ব্বক পঞ্চগব্যাদিদ্বারা স্নান ও রক্তবক বা রক্তকরবীর পুষ্প দ্বারা তাঁহার পূজা করার নিয়ম। (ভবিষ্যোত্তর)

৫০৪। সূর্য্যসপ্তমীব্রত—চৈত্র মাসের শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে উপবাসী থাকিয়া পরদিন সপ্তমীতে পঞ্চবর্ণ-গুঁড়িকা দ্বারা অঙ্কিত অষ্টদলকমলে দেবদেবের অর্চ্চনা করিতে হয়। (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)

৫০৫। সোমদ্বিতীয়াব্রত—শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে ব্রাহ্মণকে সৈন্ধবলবণের সহিত ভোজ্যান্ন দান করণীয়। (পদ্মপুং)

৫০৬। সোমব্রত—বৈশাখী পূর্ণিমার দিন যখন সূর্য্যদেব পশ্চিমদিকে অবস্থিত এবং সোমদেব পূর্ব্বদিকে উদিত হন, সেই সময়ে বারিপূর্ণ তাম্রপাত্রাভ্যন্তরে চন্দ্রচূড়-মূর্ত্তি সংস্থাপন পূর্ব্বক যথাবিধি তদীয় পূজা সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য। (ভবিষ্যপুং)

এতদ্ভিন্ন কালোত্তর ও কালিকা-পুরাণাদিতেও এই ব্রতের উল্লেখ আছে।

৫০৭। সোমবারব্রত—প্রথমতঃ চিত্রানক্ষত্রযুক্ত সোমবারে সর্ব্ববিধানানুসারে সোমদেবের পূজা করিয়া পরে তাহা হইতে সপ্তম সোমবারে চতুর্দ্দশীর মহারাজব্রতোক্ত রজতনির্ম্মিত সোম-মূর্ত্তি কাংস্যপাত্রে স্থাপনপূর্ব্বক তদীয় পূজা যথাবিধি করিতে হয়। (ভবিষ্যোত্তর)

৫০৮। সোমাষ্টমীব্রত—উভয় পক্ষের সোমবারে অষ্টমী তিথিতে নিশাকালে হরগৌরী মূর্ত্তির যথাবিধি পূজা করা কর্ত্তব্য। (স্কন্দপুং)

৫০৯। সৌখ্যব্রত—মাঘ মাসের অষ্টমী, একাদশী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে একাহারী হইয়া অধিজনকে শ্বেতবস্ত্র, উপানহ, কম্বল প্রভৃতি দান করিতে হয়। (ভবিষ্যপুং)

৫১০। সৌগন্ধব্রত—এই ব্রতাবলম্বী হেমন্ত ও শিশির ঋতুতে সৌগন্ধি পুষ্প পরিত্যাগ করিয়া ফাল্গুন মাসে যথাশক্তি কাঞ্চন নির্ম্মিত পত্রত্রয় দান এবং যথাশক্তি হরিহর মূর্ত্তির পরি-তুষ্টিসাধন অবশ্য করণীয়। (পদ্মপুং)

৫১১। সৌভাগ্যব্রত—ফাল্গুন মাসের শুক্লা তৃতীয়ায় দিবা-ভাগে উপবাসী থাকিয়া লক্ষ্মীনারায়ণ বা হরপার্ব্বতী মূর্ত্তির উপা-সনানন্তর রাত্রিতে হবিষ্যান্ন ভোজন করিতে হয়। (বরাহপুং)

গরুড়পুরাণেও এই ব্রতের উল্লেখ আছে।

৫১২। সৌভাগ্যব্রত—এই ব্রতে পৌর্ণমাসী তিথিতে সাতি-শয় ভক্তি-সহকারে সোমদেবের পূজা করিতে হয়। (ভবিষ্যপুং)

৫১৩। সৌভাগ্যশয়নব্রত—মৎস্যপুরাণোক্ত। চৈত্র মাসের শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে এই ব্রত আরম্ভ করিয়া এক বৎসর ইহার অনুষ্ঠান করিতে হয়। প্রতি মাসের শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে যথাবিধানে এই ব্রত কর্ত্তব্য। এই ব্রতে প্রতি মাসে এক একটী দ্রব্য ভোজন করিতে হয়। চৈত্র মাসে গোশৃঙ্গোদক, বৈশাখে গোময়, জ্যৈষ্ঠে মন্দারকুসুম, আষাঢ়ে বিল্বপত্র, শ্রাবণে দধি, ভাদ্রে কুশোদক, আশ্বিনে দুগ্ধ, কার্ত্তিকে দধিমিশ্র ঘৃত, অগ্রহায়ণে গোমূত্র, পৌষমাসে ঘৃত, মাঘে কৃষ্ণতিল, ফাল্গুনে পঞ্চ-গব্য, এইরূপে দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ দ্রব্য ভোজনের বিধান আছে। এই ব্রতফলে সকল কামনা সিদ্ধি হয়।

৫১৪। সৌভাগ্যসংক্রান্তিব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত। বিষুব-সংক্রান্তিতে এই ব্রত আরম্ভ করিয়া এক বৎসর পর্য্যন্ত ইহার অনুষ্ঠান করিতে হয়।

৫১৫। সৌভাগ্যাবাপ্তিব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। মাঘী-পূর্ণিমার পর প্রতিপদ হইতে এই ব্রত করিতে হয়।

৫১৬। সৌরনক্ত ব্রত—নৃসিংহ পুরাণোক্ত। রবিবার দিন হস্তা নক্ষত্র হইলে সেই দিনে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

৫১৭। সৌর সপ্তমী—পদ্ম পুরাণোক্ত। সপ্তমী তিথিতে উপবাস করিয়া এই ব্রত করিবে। ইহা এক বৎসর সাধ্য।

৫১৮। স্ত্রীপুত্রকামাবাপ্তিব্রত—ভবিষ্য পুরাণোক্ত। কার্ত্তিক মাসে এক মাস পর্য্যন্ত প্রতিদিন একবার ভোজন ও ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া এই ব্রত করা বিধেয়।

৫১৯। স্নেহব্রত—পদ্ম পুরাণোক্ত। আষাঢ় মাস হইতে আরম্ভ করিয়া আশ্বিন পর্য্যন্ত চারিমাস এই ব্রত করিতে হয়। এই কালমধ্যে তৈলাভ্যঙ্গ নিষিদ্ধ।

৫২০। হয় পঞ্চমী—শালিহোত্রোক্ত. চৈত্র মাসের শুক্লা পঞ্চমীতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

৫২১। হরতৃতীয়া—স্কন্দ পুরাণোক্ত। মাঘ মাসের শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে উপবাসী থাকিয়া এই ব্রত অনুষ্ঠেয়।

৫২২। ইন্দ্রব্রত—ভবিষ্য পুরাণোক্ত। যে কোন অষ্টমী তিথিতে এই ব্রত করিতে পারা যায়।

৫২৩। হরিব্রত—বরাহ পুরাণোক্ত, দ্বাদশী তিথিতে হরির উদ্দেশে এই ব্রত করণীয়।

৫২৪। হরিকালী ব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত, ভাদ্র মাসের শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে এই ব্রতের বিধান। ইহার ফলে দুর্ভাগ্য নাশ এবং স্বর্গ লাভ হয়।

এই সকল ব্রতের বিশেষ বিবরণ উক্ত পুরাণ বা হেমাদ্রির ব্রতখণ্ডে বিশেষ রূপে লিখিত আছে, এবং এই সকল ব্রতের মধ্যে প্রধান প্রধান ব্রতের বিষয় তত্তৎ শব্দেও অভিহিত হইয়াছে, বাহুল্যভয়ে তাহা লিখিত হইল না।

যথা বিধানে ব্রত করিয়া পরে বিধি অনুসারে তাহার প্রতিষ্ঠা করিতে হয়।

মহিলা ব্রত।

উপরিউক্ত ব্রতসমূহ ব্যতিরেকে ফল গছান, এয়োসংক্রান্তি প্রভৃতি অনেক প্রকার যোষিদ্ ব্রত আছে, কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিশেষ কোন প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না, কেবল স্ত্রীলোক পরম্পরায়ই ইহার প্রচলন দৃষ্ট হয়।

আমাদের দেশের বালকারা শৈশবাবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পিত্রালয় এবং বিবাহের পর শ্বশুরালয়ে বাস কালেও ঐ সকল ব্রত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। উহাদের অধিকাংশই পুরাণাখ্যায়িকা অবলম্বনে গঠিত না হইলেও কতকগুলিতে পুরাণের ভাব কথঞ্চিৎ পরিমাণে গুপ্ত ভাবে সংমিশ্রিত দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহাও এতদূর পৃথক্ যে প্রথম দৃষ্টিতেই তাহাতে মেয়েলী ছায়া প্রতিভাত হয়। ঐ সকল ব্রতের অধিকাংশ কোন সাধু চরিত্র পুরুষ বা সুশীলা রমণী অথবা নিয়ত ব্রতনিয়মপরায়ণ ও সাধু সেবারত দম্পতীর পুণ্যময় আখ্যান লইয়া কল্পিত। ঐ ব্রতকথাগুলি কোথাও গদ্যে, কোথাও বা পদ্যে গ্রথিত হইয়াছে। বৎসরের কোন্ কোন্ মাসে কি কি ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে হয় নিম্নে তাহার একটী তালিকা প্রদত্ত হইল।

ব্রত	মাস	বিষয়
গোকাল	চৈত্র সংক্রান্তি হইতে বৈশাখ পর্য্যন্ত	গাভী পূজা
দশপুত্তলি	”	দশরথ, রাম, কৌশল্যা প্রভৃতি
রূপ এয়ো	”	রূপচণ্ডী
হরির চরণ	”	শ্রীহরি
অশ্বত্থ পত্র	”	অশ্বত্থ মহিমা
পুণ্য-পুষ্করিণী	”	জলাশয়োৎসর্গ বিশেষ
গোলাপুরী	”	মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক যথাস্থানে গৃহদ্রব্যবিন্যাস
অক্ষয় ফল	বৈশাখ অক্ষয় তৃতীয়া	বারামাসের উৎকৃষ্ট ফল ব্রাহ্মণকে দান
অক্ষয় ধন	ঐ	ঐ
অক্ষয় সিন্দূর	ঐ	ব্রাহ্মণকন্যা
রূপ হলুদ	বৈশাখ মাস	ব্রাহ্মণকন্যাকে তৈলহরিদ্রা মাখান
বৈশাখ চাঁপা	”	শিবপূজা
গন্ধামণি	”	লক্ষ্মণপূজা
এয়োসংক্রান্তি	চৈত্র সংক্রান্তি হইতে প্রতি সংক্রান্তি	(ভগবতী ব্রাহ্মণকন্যা)
নিত-সিন্দূর	চৈত্র সংক্রান্তি হইতে বৈশাখ সংক্রান্তি	ঐ
ফলগছান	”	ব্রাহ্মণকে ফলদান
ধনগছান	”	ঐ ধনদান
জ্যৈষ্ঠ চাঁপা	বৈশাখ সংক্রান্তি হইতে জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তি	শিবপূজা (স্তবকম্পক)
জয়মঙ্গলবার	জ্যৈষ্ঠমাসের প্রতি মঙ্গল	মঙ্গলচণ্ডী
প্রবোধদ্বাদশী		
আল-দুর্গা	অগ্রহায়ণ হইতে পূর্ণ বৎসর	দুর্গা
কুলুইচণ্ডী	অগ্রহায়ণ মাসের মঙ্গলবার	চণ্ডিকা
যমপুকুর (ধর্ম্মপুকুর)	কার্ত্তিক মাস	যমরাজ
সেঁজুতি	অগ্রহায়ণ	পূজাপকরণ
নখছুট	চৈত্র	চৈত্র সংক্রান্তিতে নখ কাটিয়া দান
তুঁষ তুষলী	অগ্রহায়ণ	তুষ ও গোবর
গুপ্তধন	প্রতি সংক্রান্তি	গুপ্তভাবে দান
মধুসংক্রান্তি	”	পাত্রে মিষ্টান্ন দান
কলাছড়া	চারি বৎসর প্রতি সংক্রান্তি	কলাদান
ঘৃতসংক্রান্তি	প্রতি সংক্রান্তি	এয়োর পাত্রে ঘৃত দান
একাদুধে-পঞ্চামৃত	সারা বৈশাখ	নারায়ণ পূজা
দেবশয্যা-সংক্রান্তি	”	ঐ
দর্পণ-সংক্রান্তি	”	ঐ
দধি-সংক্রান্তি	”	ঐ
আদা সিংহাসন	সারা বৈশাখ	ভগবতী ভাবে ব্রাহ্মণকন্যার পূজা
হরিষ-মঙ্গলচণ্ডী	বৈশাখ প্রতি মঙ্গলবার	মঙ্গলচণ্ডিকা
জয়মঙ্গলচণ্ডী	বারমাসের যে কোন মঙ্গলবার	চণ্ডিকাদেবী
··-আরাধনা	বৈশাখ সংক্রান্তি	শ্রীরাধিকা
সঙ্কট মঙ্গলচণ্ডী	অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার	চণ্ডী (সঙ্কটা)
অরণ্যষষ্ঠী	জ্যৈষ্ঠ মাস	ষষ্ঠীদেবী
শীতলষষ্ঠী	মাঘ মাস	ঐ
লোটনষষ্ঠী	পৌষ মাস	ঐ
মূলাষষ্ঠী	অগ্রহায়ণ	ঐ
চাপড়াষষ্ঠী	আষাঢ় (মতান্তরে ভাদ্র)	ঐ
জামাইষষ্ঠী	জ্যৈষ্ঠ মাস	ঐ
লুণ্ঠনষষ্ঠী	শ্রাবণ	ঐ
অম্বদা ষষ্ঠী	ভাদ্র	ঐ
বোধন বা দুর্গাষষ্ঠী	আশ্বিন	ঐ
শ্মশান ষষ্ঠী	কার্ত্তিক মাস	ঐ
দূর্ব্বাষষ্ঠী	চৈত্র	ঐ
বাই ষষ্ঠী	বৈশাখ	ঐ
অশোকষষ্ঠী	চৈত্র	ঐ

	মাঘ	ঐরূপ
	ফাল্গুন	ঐ
	শ্রাবণ	মনসা
	চৈত্র	দুর্গা
গাড়ুই	আশ্বিন সংক্রান্তি	লক্ষ্মীপূজা
সেঁজুতি	অগ্রহায়ণ, শুক্লপক্ষের ১ম প্রতিপদ	
বুড়াঠাকুরাণী		
ঠাকুরাণী বা ইতুপূজা	কার্ত্তিক সংক্রান্তির পর প্রতি রবিবারে	সূর্য্যপূজা
শষ্ঠীব্রত	অগ্রহায়ণ, প্রতি অপরাহ্নকাল	
পাটাই বা নাবাণ চতুর্দ্দশী	পৌষ শুক্লাচতুর্দ্দশী	দুর্গা
দুর্গা সোহাগা (বিদ্যা সহ)		
লক্ষ্মী পূর্ণিমা	কোজাগর পূর্ণিমা	লক্ষ্মী
শিবব্রত	শিবচতুর্দ্দশী	শিব ও দুর্গা
কুলুইব্রত	অগ্রহায়ণ, রবি বা বৃহস্পতিবার	কুলদেবতা

ব্রতক (ক্লী) ব্রতশব্দার্থ।

ব্রতচর্য্যা (স্ত্রী) ব্রতস্য চর্য্যা। ব্রতাচরণ, ব্রতানুষ্ঠান।

ব্রতচারিতা (স্ত্রী) ব্রতচারিণো ভাবঃ তল্ টাপ্। ব্রতচারীর ভাব বা ধর্ম, ব্রতানুষ্ঠানকারীর কার্য্য।

ব্রতচারিন্ (ত্রি) ব্রতেন চরতীতি চর-ণিনি। ব্রতাচরণকারী, ব্রতানুষ্ঠানকারী।

ব্রততি (স্ত্রী) প্র-তন বিস্তারে-ক্তিচ্, পৃষোদরাদিত্বাৎ পস্য ব। ১ বিস্তার। ২ লতা।

"অপি বৃশ্চ-পুরাণবদ্ ব্রততেঃ" (ঋক্ ৮।৪০।৬)

'ব্রততেরিব যথা লতায়াং ওষধিনং নির্গতাং শাখাং' (সায়ণ)

ব্রততী (স্ত্রী) ব্রততি-পক্ষে-ঙীষ্। ১ বিস্তার। ২ লতা।

(ভরত দ্বিরূপকোষ)

ব্রতদণ্ডিন্ (ত্রি) ব্রতদণ্ড দণ্ডধারী। (হরিবংশ)

ব্রতদান (ক্লী) ব্রতবিষয়ক দান।

ব্রতদুগ্ধ (ক্লী) ১ ব্রতরূপ দুগ্ধ। ২ ব্রতের নিমিত্ত দুগ্ধ।

(কাত্যা° শ্রৌ° ৮।২।১)

ব্রতদুঘা (স্ত্রী) ব্রতদোহনকারিণী। (শতপথব্রা° ৫।২।২।১৬)

ব্রতধর (ত্রি) ধরতীতি ধৃ-অচ্ ধরঃ, ব্রতস্য ধরঃ। ব্রতধারী, ব্রতাচরণকারী, যিনি ব্রতানুষ্ঠান করেন। (ভাগবত ৬।১৭।৮)

ব্রতধারণ (ক্লী) ব্রতস্য ধারণং। ব্রতচর্য্যা, ব্রতানুষ্ঠান, ব্রতের আচরণ। (ভাগবত ১১।১১।৩৭)

ব্রতনিমিত্ত (ত্রি) ব্রতের উদ্দেশ্যভূত। ব্রতের জন্য।

ব্রতনী (স্ত্রী) পয়ঃপোষণ দ্বারা কর্ম্মের নেত্রী। (ঋক্ ১০।৬৫।৬)

ব্রতপক্ষ (স্ত্রী) সামভেদ। (লাট্যা° ১।৬।৩৩) (পুং) ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষকে ব্রতপক্ষ কহে, এই পক্ষে অনেক ব্রতের বিধান আছে, বলিয়া ইহা ব্রতপক্ষ নামে অভিহিত।

ব্রতপতি (পুং) ব্রতস্য পতিঃ। ব্রত পালক। অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের পালক। "অগ্নে ব্রতপতে ব্রতঞ্চরিষ্যামি তচ্ছকেয়ং তন্মে রাধ্যতাং" (শুক্ল যজু° ১।৫) 'হে ব্রতপতে, ব্রতস্য অনুষ্ঠেয়স্য কর্ম্মণঃ পতে পালক হে অগ্নে' (মহীধর) এই স্থলে ব্রতপতি অগ্নির বিশেষণ।

ব্রতপত্নী (স্ত্রী) ১ ব্রতপতির স্ত্রী। ২ আপ° শ্রৌ° ৪।৬।৬)

ব্রতপা (ত্রি) ব্রতং পাতি পা-কিপ্। ব্রত পালক। "ব্রতপা যা তব তনূরিয়ং" (শুক্ল যজু° ৫।৬) 'ব্রতপাঃ ব্রতস্য নিয়মস্য বর্ত্তমানএতস্য পালকো ভবসীতি' (মহীধর)

ব্রতপারণ (ক্লী) ব্রতস্য পারণং ব্রতান্তে পারণ, ব্রতানুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণ ও আত্মীয় দিগকে ভোজন করাইয়া স্বয়ং পারণ করিতে হয়।

ব্রতপ্রতিষ্ঠা (ত্রি) ব্রতগ্রহণ পূর্ব্বক তাহার উদ্যাপন ক্রিয়া।

ব্রতপ্রদ (ত্রি) ব্রতফলপ্রদানকারী পশু। (ঐতরেয়ব্রা° ৭।১)

ব্রত প্রদান (ক্লী) ব্রতদুগ্ধ দান।

ব্রতভঙ্গ (ত্রি) নিয়মপূর্ব্বক ব্রতপালন বা উদ্যাপন করিতে অসমর্থ হওন।

ব্রতভিক্ষা (স্ত্রী) ব্রতে উপনয়ন কালে ভিক্ষা। উপনয়নকালীন ভিক্ষা, উপনয়ন সংস্কার হইলে তাহার পরে যে ভিক্ষা করিবার বিধান আছে, তাহাকে ব্রত-ভিক্ষা কহে।

অথ ভৈক্ষাচরণং, অথ শকলকৌমাদিত্যোপস্থান অগ্নি-প্রদক্ষিণক সংসাধি।

প্রতিগৃহ্যেপ্সিতং দণ্ডমুপস্থাপ্য চ ভাস্করম্ প্রদক্ষিণং পরীত্যাগ্নিং চরেদ্ ভৈক্ষ্যং যথাবিধি। ইতি মনু বচনাৎ, ভিক্ষামনু ভৈক্ষ্যং ভক্ষ্যাতি মাতরমেবাগ্রে যে চান্যে সুহৃদঃ বান্ধবাঃ বা সন্নিহিতাং স্যুঃ। যাচতে ইত্যধ্যাহার্য্যং।

মাতরং বা স্বসারং বা মাতুর্বা ভগিনীং নিজাম্।

ভিক্ষেত ভিক্ষাং প্রথমাং যা চৈনং নাবমানয়েৎ॥

ইত্যাদি।" (সংস্কারতত্ত্ব)

উপনয়ন সংস্কারকালে উপবীতগ্রহণের পর মাতা প্রভৃতির নিকটে ভিক্ষা গ্রহণ করিতে হয়, এই ভিক্ষাগ্রহণের নাম ব্রত ভিক্ষা। প্রথমে মাতার নিকট, "ভবতি! ভিক্ষাং দেহি" বলিয়া ভিক্ষা গ্রহণ করিবে, পরে ভগিনী প্রভৃতির নিকট ভিক্ষা করিয়া তৎপরে পিতা ও সেই স্থলে যে সকল লোক থাকে তাহাদের সকলের নিকট হইতেই ভিক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। ভিক্ষায় যাহা কিছু পাওয়া যায়, সে সমস্তই আচার্য্যকে দিতে হয়।

ব্রতভৃৎ (ত্রি) ব্রতং বিভর্ত্তি ভৃ-কিপ্ তুক্ চ। ব্রতগ্রহণকারী ব্রতধারী।

ব্রতলুপ্ত (ত্রি) ব্রত (উপবাসাদি) ভ্রষ্ট।

ব্রতলোপন (স্ত্রী) ব্রতভঙ্গ। যে নিজের পবিত্রতা বা ব্রতাচার নষ্ট করিয়াছে।

ব্রতবৎ (ত্রি) ব্রত অস্ত্যর্থে-মতুপ্, মস্য ব। ব্রতবিশিষ্ট, ব্রতধারী।

ব্রতবৈকল্য (ত্রি) ব্রতোদ্যাপন না হওয়া।

ব্রতশয্যা গৃহ (স্ত্রী) ব্রতানুষ্ঠান স্থান। যে গৃহে ব্রতযোগ্য দ্রব্যাদি বিন্যস্ত থাকে।

ব্রতশ্রপণ (স্ত্রী) ব্রতজন্য দুগ্ধ জ্বাল দেওয়া।

ব্রতসংগ্রহ (পুং) ব্রতস্য সংগ্রহঃ। দীক্ষা। (হেম)

ব্রতস্থ (ত্রি) ব্রতে তিষ্ঠতীতি-স্থা-ক। ব্রতস্থিত, ব্রতে অবস্থানকারী, ব্রতধারী। ব্রহ্মচারী।

"ব্রতস্থমপি দৌহিত্রং শ্রাদ্ধে যত্নেন ভোজয়েৎ।" (মনু ৩।২৩৪)

'ব্রতস্থং ব্রহ্মচারিণং' (কুল্লুক)

ব্রতস্থিত (ত্রি) ব্রতে স্থিতঃ। ব্রতে অবস্থানকারী। ব্রতধারী।

ব্রতস্নাত (ত্রি) ব্রতৈঃ স্নাতঃ। ব্রতস্নাতক, ব্রহ্মচারিভেদ। বিদ্যাস্নাতক, ব্রতস্নাতক ও বিদ্যাব্রতস্নাতক এই তিন প্রকার ব্রহ্মচারী। যে ব্রহ্মচারী গুরুগৃহে বিদ্যা সমাপ্ত করিয়া ব্রত অসমাপ্ত থাকিতে সমাবর্ত্তন করেন, তাহাকে বিদ্যাস্নাতক; যিনি ব্রত সমাপন করিয়া বেদ অসমাপ্ত থাকিতে সমাবর্ত্তন করেন, তাহাকে ব্রতস্নাতক, এবং যিনি বিদ্যা ও ব্রত উভয়ই শেষ করিয়া সমাবর্ত্তন করেন, তাহাকে বিদ্যাব্রতস্নাতক কহে।

"বেদ বিদ্যাব্রতস্নাতান্ শ্রোত্রিয়ান্ গৃহমেধিনঃ।
পূজয়েদ্ধব্যকব্যেন বিপরীতাংশ্চ বর্জ্জয়েৎ॥" (মনু ৪।৩১)

'যঃ সমাপ্য বেদানসমাপ্য ব্রতানি সমাবর্ত্ততে স বিদ্যা-স্নাতকঃ, যঃ সমাপ্য ব্রতানি অসমাপ্য বেদান্ সমাবর্ত্ততে স ব্রতস্নাতকঃ, উভয়ং সমাপ্য যঃ সমাবর্ত্ততে স বিদ্যাব্রতস্নাতকঃ। (কুল্লুক)

ব্রতস্নাতক (পুং) ব্রতস্নাত। (পারস্করগৃ° ২।৫)

ব্রতস্নান (স্ত্রী) ব্রত সমাপনপূর্ব্বক সমাবর্ত্তন।
(ভাগবত° ১।১০।২৮)

ব্রতাতিপত্তি (স্ত্রী) ব্রতভঙ্গ। বাধাজন্য ব্রতের অসমাপ্তি।
(আশ্ব° শ্রৌ° ৬।১৩।২)

ব্রতাদেশ (পুং) ব্রতস্য আদেশঃ। উপনয়ন।

"আ-গর্ভজননাৎ সপ্ত আচূড়াদেকরাত্রকম্।
ত্রিরাত্রমাব্রতাদেশাৎ দশরাত্রমতঃ পরম্॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

ব্রতাদেশন (ক্লী) ব্রতস্য আদেশনং। বেদোপদিষ্ট উপনয়ন সংস্কারের পর ব্রহ্মচারীকে বেদোপদেশ দিতে হয়।

"কৃতোপনয়নস্যাস্য ব্রতাদেশনমিষ্যতে।
ব্রহ্মণো গ্রহণঞ্চৈব ক্রমেণ বিধিপূর্ব্বকম্॥" (মনু ২।১৭৩)

'কৃতোপনয়নস্য ব্রহ্মচারিণো ব্রতাদেশনমিষ্যতে ক্রিয়তে চাচার্য্যৈঃ'। (কুল্লুক)

ব্রতিক (ত্রি) ব্রতিন্-কন্। ব্রতধারী, এই শব্দ প্রায় একটী উপপদপূর্ব্বক ব্যবহার হইয়া থাকে। যথা বিড়ালব্রতিক ইত্যাদি।

ব্রতিন্ (পুং) ব্রতমস্ত্যস্যেতি-ব্রত-ইনি। ১ মুনিবিশেষ। ২ যজমান, (অমর) ৩ ব্রহ্মচারী, যতি।

"ভৈক্ষ্যেণ বর্ত্তয়েন্নিত্যং নৈকান্নাদী ভবেদ্ ব্রতী।
ভৈক্ষ্যেণ ব্রতিনো বৃত্তিরুপবাসসমা স্মৃতা"॥ (মনু ২।১৮৮)

(ত্রি) ৪ 'ব্রত বিশিষ্ট, ব্রতানুষ্ঠানকারিমাত্র। ব্রতধারী তিথি বা উৎসবের অন্তে যথাবিধানে পারণ করিবেন।

"তিথ্যন্তে চোৎসবান্তে বা ব্রতী কুর্ব্বীত পারণম্"। (তিথিতত্ত্ব)

ব্রতেয়ু (পুং) রৌদ্রাশ্বের পুত্রভেদ। (ভাগবত ৯।২০।৪)

ব্রতেশ (পুং) শিব।

ব্রতোপনয়ন (স্ত্রী) ব্রতাদেশ। শিক্ষার জন্য উপনয়ন।

ব্রতোপহ (স্ত্রী) সামভেদ।

ব্রতোপায়ন (স্ত্রী) ব্রতার্থে প্রবেশ। (শতপথব্রা° ৪।১।৭।১)

ব্রত্য (ত্রি) ব্রতকর্ম্মপরায়ণ। ব্রহ্মচারী। (ঋক ৮।৪৮।৮)

ব্রন্দিন্ (ত্রি) ১ মৃদুভাব প্রাপ্ত। ২ সমূহবিশিষ্ট। ব্রন্দিনঃ মৃদুভাবং-প্রাপ্তান্ যদ্বা সমূহবতঃ। (ঋক্ ১।৫৪।৪ সায়ণ)

ব্রয়স্ (স্ত্রী) বর্দ্ধন। (ঋক্ ২।২৩।১৬, সায়ণ)।

ব্রশ্চ, ছেদে। তুদাদি° পরস্মৈ° সক° বেট্। লট্ বৃশ্চতি। লুঙ্ অব্রশ্চীৎ, অব্রাক্ষীৎ।

ব্রশ্চন (পুং) বৃশ্চত্যনেনেতি ব্রশ্চ করণে ল্যুট্। ১ স্বর্ণাদিছেদিকা, চলিত ছেনী, যে অস্ত্র দিয়া স্বর্ণাদি ধাতু ছেদন করা যায়। পর্য্যায়—পত্রপরশু, পত্রপর্ণ, স্বর্ণ লোহাদি ছেদক। (জটাধর) ২ বৃক্ষ ছেদন জাত নির্যাস, গাছ কাটিলে যে আটা গলে, তাহাকেও ব্রশ্চন কহে।

"দেবতার্থং হবিঃ শিগ্রুং লোহিতান্ ব্রশ্চনাংস্তথা।
অনুপাকৃত মাংসানি বিড়্জানি কবকানি চ॥"
ব্রশ্চনাঃ বৃক্ষচ্ছেদনজাতান্ লোহিতানপি।" (মিতাক্ষরা আচারাধ্যায়) ৩ কুঠার। (কাত্য) (স্ত্রী) ব্রশ্চ-ল্যুট্। ৪ ছেদন। "স যত্তেমনা-ব্রশ্চনায় ভবতি" (শত° ব্রা° ৬।৩।৪।৭)

ব্রস্ক (ত্রি) কর্ত্তক, কর্ত্তনকারী, ছেদনকারী।

ব্রা (স্ত্রী) ১ রাত্রি। ২ উষা। 'তমসা সর্ব্বং আচ্ছাদয়তীতি ব্রা রাত্রি বা প্রকাশেন বৃণোতীতি ব্রা উষাঃ।' (ঋক্ ১।১২১।২ সায়ণ) ৩ সমূহ, দল। (নিরুক্ত ৫।৩)

ব্রাচড় (পুং) অপভ্রংশ ভাষাবিশেষ।

ব্রাজ (পুং) ১ গ্রাম কুক্কুট। (হেম) ২ গমন, গতি। ৩ দল, সমূহ। (অথর্ব ১।১৬।১)

ব্রাজপতি (পুং) দলপতি, নায়ক। "কুলপা ন ব্রাজপতিং চরন্তম্।" (ঋক্ ১০।১৭৯।২)

ব্রাজবাহু (পুং) মৃত্যুর হস্তবিস্তার। "মৃত্যোর্হি বা এতৌ ব্রাজবাহূ।" (শাখ্যায়নব্রা° ৩।৯)

ব্রাজি (স্ত্রী) ব্রজতি গচ্ছতীতি ব্রজ গতৌ (বসিবপিযজীতি। উণ্ ৪।১২৪) ইতি ইঞ্। বায়ু।

ব্রাজিন্ (ত্রি) স্থানত্যাগী, গমনশীল নহে। (শতপথব্রা° ৫।৫।১।১২)

ব্রাত (পুং) ১ সমূহ। (অমর)

"নানারণ্যমৃগব্রাতৈরনাবাধে মুনিব্রতৈঃ।" (ভাগ° ৪।১৫।১৯)

২ ব্যাধাদি। (ব্রাত্যশব্দটীকা ভরত)

৩ মনুষ্য। (নিঘণ্টু ২।৩)

'বৃঞ্ বরণে—তাত ব্রতে শাত সুপিত্ত' ইত্যাদি সূত্রেণ তোজয়াজেন কৃৎপ্রত্যয়ে আত্যাগমো নিপাত্যোতে বৃধণি স্বমভিমতং দেবতাভ্যঃ তপসা রাধিতেভ্যঃ প্রক্রিয়তে বা যজ্ঞাদৌ, যথা ধান্যাদি সঞ্চয়ঃ, তদন্তো ব্রাত্য মত্বর্থীয়োঽকারঃ। যথা ব্রতমিতি কর্ম্ম নাম অয়ং বা, অয়মপি ব্রতায়ৈতস্মাদেবেত্যুক্তেঃ তদীয়াঃ 'তস্তেদং' ইত্যণ্।

"কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণেব প্রমুচ্যতে" ইত্যুক্তঃ কর্ম্মণামধিকারিত্বাচ্চ মনুষ্যাণাং কর্ম্মসম্বন্ধিত্বং ইত্যাদি। (দেবরাজ যজ্বা) (স্ত্রী) ৪ শরীরায়াস জীবিকর্ম্ম। (কাশিকা ৫।২।২১)

ব্রাতজীবন (ত্রি) শারীরিক বা পরস্পরের পরিশ্রমে জীবননির্ব্বাহকারী।

ব্রাতপতি (ত্রি) ব্রতপতি সম্বন্ধীয়। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

(আশ্ব°শ্রৌ° ৪।১২।৩)

ব্রাতপতি (পুং) দলপতি। (শুক্লযজুঃ ১৬।২৫)

ব্রাতসাহ (ত্রি) দলপতি। 'সমূহানামভি ভবিতারঃ'।

(ঋক্ ৬।৭৫।৯ সায়ণ)

ব্রাতিক (ত্রি) ব্রতসম্বন্ধীয় (সংবৎসর)। (গোভিল ৩।১।১৩)

ব্রাতীন (পুং) শরীরায়াসেন যে জীবন্তি তেষাং কর্ম্ম ব্রাতং তেন জীবতীতি ব্রাত (ব্রাতেন জীবতি। পা ৫।২।২১) ইতি খঞ্। সঙ্ঘজীবি। (হেম)

"ব্রাতীনব্যালদীপ্রাস্ত্রঃ সুত্বনঃ পরিপূজয়ন্।" (ভট্টি ৪।১২)

ব্রাত্য (পুং) ব্রাতো ব্যালাদিঃ স ইব (পাথাদিভ্যো যৎ। পা ৫।৩।১০৩) ইতি যৎ। ১ ব্রতসম্বন্ধীয়। (পঞ্চবিংশব্রা° ১৮।৭।১৩) ২ দশসংস্কাররহিত। ৩ উপনয়ন সংস্কাররহিত। পর্য্যায়—সংস্কারহীন, সাবিত্রীপতিত, বাগ্দুষ্ট, পুরুষোক্তিক। (জটাধর)

"আষোড়শাদ্ব্রাহ্মণস্য সাবিত্রী নাতিবর্ত্ততে।
আ-দ্বাবিংশাৎক্ষত্রবন্ধোরাচতুর্বিংশতে বিশঃ॥
অত ঊর্দ্ধং ত্রয়োঽপ্যেতে যথাকালমসংস্কৃতাঃ।
সাবিত্রীপতিতা ব্রাত্যা ভবন্ত্যার্য্যবিগর্হিতাঃ॥"(মনু ২।৩৮-৩৯)

ব্রাহ্মণের ১৬ বৎসর, ক্ষত্রিয়ের ২২ বৎসর এবং বৈশ্যের ২৪ বৎসর পর্য্যন্ত উপনয়ন কাল। এই কালের মধ্যে যদি ইহাদের উপনয়ন-সংস্কার না হয়, তাহা হইলে ইহাদিগকে ব্রাত্য কহে এবং ইহারা আর্য্যবিগর্হিত।

এক সময়ে সাবিত্রীসংস্কার বা উপনয়নহীন দ্বিজ (ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়) মাত্রই ব্রাত্য বলিয়া পরিচিত ছিলেন। কিন্তু অথর্ব্ববেদের ১৫।৮।১ ও ১৫।৯।১ মন্ত্রদ্বয় হইতে আমরা জানিতে পারিব, ব্রাত্য দেবপ্রতিম, এমন কি পরম পিতারই অনুরূপ। ইহাদিগের দ্বারা রাজন্য ও ব্রাহ্মণগণ সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন।

সাবিত্রীপতিত উপনয়নাদি সংস্কারবিহীন ব্যক্তিই ব্রাত্য-নামে অভিহিত। ব্রাত্যের যজ্ঞাদি বেদবিহিত ক্রিয়ায় অধিকার নাই—ব্রাত্য ব্যবহারযোগ্যও নহে, ইহাই এক শ্রেণীর শাস্ত্র-সম্মত সিদ্ধান্ত; কিন্তু অথর্ব্ববেদের পঞ্চদশ কাণ্ডটী কেবল ব্রাত্যমহিমাতে পরিপূর্ণ। ব্রাত্য বৈদিককার্য্যে অধিকারী, ব্রাত্য মহানুভব, ব্রাত্য দেবপ্রিয়, ব্রাত্য ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতির পূজ্য, অধিক কথা কি, ব্রাত্য স্বয়ং দেবাধিদেব। ব্রাত্য যেখানে গমন করেন, বিশ্বজগৎ ও বিশ্বদেবগণও সেইখানে তাঁহার অনুগমন করেন। তিনি যেখানে অবস্থান করেন, বিশ্বদেবগণ সেই স্থানে অবস্থান করেন, তিনি তথা হইতে গমন করিলে তাঁহারাও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করেন। সুতরাং তিনি যখন যেখানে গমন করেন, তখন যেন রাজার ন্যায় গমন করিয়া থাকেন।

সমগ্র পঞ্চদশ কাণ্ডেই এইরূপ কেবল ব্রাত্যমহিমা দেখিতে পাওয়া যায়। অথর্ব্ববেদের পঞ্চদশ কাণ্ডোক্ত ব্রাত্য বাচ্যবিষয়ে ধর্ম্মসংহিতোক্ত ব্রাত্য হইতে সম্যক্ স্বতন্ত্র। এই ব্রাত্য-সকল বৈদিক পুরুষসূক্তের পুরুষ এবং পৌরাণিকগণের বর্ণিত বিরাট্ পুরুষ বলিয়াই ধর্ত্তব্য। এস্থলে অথর্ব্ববেদের পঞ্চদশ কাণ্ড হইতে এতদ্বিষয়ক কতিপয় প্রমাণ উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

"ব্রাত্য আসীদীয়মান এব স প্রজাপতিং সমৈরয়ৎ।
স প্রজাপতিঃ সুবর্ণমাত্মন্নপশ্যৎ তৎ প্রাজনয়ৎ॥
তদেকমভবৎ, তল্ললামমভবৎ, তন্মহদভবৎ তজ্জ্যেষ্ঠমভবৎ
তদ্ব্রহ্মাভবৎ তত্তপোঽভবৎ তৎসত্যমভবৎ তেন প্রাজায়ৎ।
সোঽবর্দ্ধত স মহানভবৎ স মহাদেবোঽভবৎ।
স দেবানামীশাং পর্য্যৈৎ স ঈশানোঽভবৎ।
স একো ব্রাত্যোঽভবৎ স ধনুরাদত্ত তদেবেন্দ্রধনুঃ।
নীলমস্যোদরং লোহিতং পৃষ্ঠম্।

নীলমস্যোদরং লোহিতং পৃষ্ঠম্। নীলেনৈবাপ্রিয়ং ভ্রাতৃব্যং প্রোর্ণোতি লোহিতেন দ্বিষন্তং
বিধ্যতীতি ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি। (১৫।১।১-৮)

স উদতিষ্ঠৎ স প্রাচীং দিশমনু ব্যচলৎ। ১
তং বৃহচ্চ রথন্তরং চাদিত্যাশ্চ বিশ্বে চ দেবা অনুব্যচলন্। ২
বৃহতে চ বৈ স রথন্তরায় চাদিত্যেভ্যশ্চ বিশ্বেভ্যশ্চ
দেবেভ্য আ বৃশ্চতে য এবং বিদ্বাংসং ব্রাত্যমুপবদতি। ৩
বৃহতশ্চ বৈ স রথন্তরস্য চাদিত্যানাঞ্চ বিশ্বেষাঞ্চ
দেবানাং প্রিয়ং ধাম ভবতি তস্য প্রাচ্যাং দিশি। ৪
শ্রদ্ধা পুংশ্চলী মিত্রো মাগধো বিজ্ঞানং বাসো
হরোষ্ণীষং রাত্রীকেশা হরিতৌ প্রবর্তৌ কল্মলির্মণিঃ। ৫
তং বৈরূপঞ্চ বৈরাজঞ্চ চাপশ্চ বরুণশ্চ রাজানুব্যচলন্। ১০
বৈরূপায় চ বৈ স বৈরাজায় চাদ্ভ্যশ্চ বরুণায় চ
রাজ্ঞ আ বৃশ্চতে য এবং বিদ্বাংসং ব্রাত্যমুপবদতি। ১১

এই পঞ্চদশ কাণ্ডের প্রথম অনুবাকের সপ্তম পর্য্যায় সূক্ত পাঠে জানা যায় যে, এই ব্রাত্য পুরুষই যজ্ঞ শ্রদ্ধা প্রজাপতি পরমেষ্ঠী পিতা পিতামহ প্রভৃতির লক্ষীভূত বিষয়। তদ্ যথা

"তং প্রজাপতিশ্চ পরমেষ্ঠী চ পিতা চ পিতামহশ্চাপশ্চ
শ্রদ্ধা চ বর্ষ ভূত্বানুব্যবর্তয়ন্ত"। (১৫।৭।২)

দ্বিতীয় অনুবাকের অষ্টম পর্য্যায়সূক্ত পাঠে ব্রাত্যপুরুষকে বিরাট্ পুরুষেরই নামান্তর বলিয়া বলবতী ধারণা জাগিয়া উঠে; তদ্‌যথা—"ব্রাত্যস্য সপ্তপ্রাণাঃ সপ্তাপানাঃ সপ্ত ব্যানাঃ।
তস্য ব্রাত্যস্য যোঽস্য প্রথমঃ প্রাণ ঊর্দ্ধ্বোনামায়ং স অগ্নিঃ।
দ্বিতীয়ঃ প্রাণঃ প্রৌঢ়ো নামাসৌ স আদিত্যঃ • •
তৃতীয়ঃ প্রাণোঽভ্যূঢ়ো নামাসৌ চন্দ্রমাঃ।
চতুর্থঃ প্রাণো বিভূর্নামায়ং স পবমানঃ।
পঞ্চমঃ প্রাণো যোনি র্নাম তা ইমা আপঃ।
ষষ্ঠঃ প্রাণঃ প্রিয়োনাম ত ইমে পশবঃ।
সপ্তমঃ প্রাণো পরিমিতো নাম তা ইমাঃ প্রজাঃ।"

ব্রাত্যের অপান সম্বন্ধেও এইরূপ লিখিত হইয়াছে। যথা—
"তস্য ব্রাত্যস্য যোঽস্য প্রথমোঽপানঃ সা পৌর্ণমাসী"

এইরূপ দ্বিতীয় অপান অষ্টকা, তৃতীয় অপান অমাবস্যা, চতুর্থ অপান শ্রদ্ধা, পঞ্চম অপান দীক্ষা, ষষ্ঠ অপান যজ্ঞ।

পঞ্চদশ কাণ্ডের দ্বিতীয় অনুবাকের নবম পর্য্যায় সূক্তে ব্রাত্যের ব্যান সম্বন্ধে লিখিত আছে—

ব্রাত্যের প্রথম ব্যান ভূমি, দ্বিতীয় ব্যান অন্তরীক্ষ, তৃতীয় ব্যান দ্যৌ, চতুর্থ ব্যান নক্ষত্র, পঞ্চম ব্যান ঋতু, ষষ্ঠ ব্যান আর্ত্তব ও সপ্তম ব্যান সংবৎসর।

এই কাণ্ডের উপসংহারে অর্থাৎ দ্বিতীয় অনুবাকের একাদশ পর্য্যায় সূক্তে লিখিত হইয়াছে—

"তস্য ব্রাত্যস্য। যদস্য দক্ষিণমক্ষ্যসৌ স আদিত্যো
যদস্য সব্যমক্ষ্যসৌ স চন্দ্রমাঃ।
যোঽস্য দক্ষিণঃ কর্ণোঽয়ং সোঽগ্নির্যোঽস্য সব্যঃ কর্ণোঽয়ং স পবমানঃ। অহোরাত্রে নাসিকে দিতিশ্চাদিতিশ্চ শীর্ষকপালে সংবৎসরঃ শিরঃ অহ্না প্রত্যঙ্ ব্রাত্যো রাত্র্যা প্রাঙ্ নমো ব্রাত্যায়।"

পঞ্চদশ কাণ্ডের প্রথম অনুবাকের ষষ্ঠ পর্য্যায় সূক্তের প্রথম সূক্তে লিখিত আছে "স মহিমা সদ্রুর্ভূত্বা পৃথিব্যা অগচ্ছৎ স সমুদ্রোঽভবৎ।"

আমরা ঋগ্‌বেদের পুরুষসূক্তে আরও দেখিতে পাই—
"এতাবানস্য মহিমাতো জ্যায়াংশ্চ পূরুষঃ
পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি। ১০।৯০।৩
তস্মাদ্বিরাড়জায়ত বিরাজো অধিপূরুষঃ
স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ভূমিমথো পুরঃ ১০।৯০।৫
যৎ পুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বত।
বসন্তো অস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধ্মঃ শরদ্ধবিঃ॥ ১০।৯০।৬
চন্দ্রমা মনসো জাত শ্চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত।
মুখাদিন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাদ্বায়ুরজায়ত॥
নাভ্যা আসীদন্তরীক্ষং শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্ত্তত।
পদ্ভ্যাং ভূমির্দিশঃ শ্রোত্রাৎ তথা লোকাঁ অকল্পয়ৎ॥"

ঋগ্বেদের এই পুরুষ-মহিমার সূক্ত এবং অথর্ব্ববেদের ব্রাত্যমহিমার সূক্ত এক প্রকার ও একভাববিশিষ্ট।

অথর্ব্ববেদের পঞ্চদশ কাণ্ডের দ্বিতীয় অনুবাকের পঞ্চম পর্য্যায় সূক্তে যেরূপ ভাবে ব্রাত্যমহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া মনে হয় যে, প্রাচীন বৈদিককালে এক শ্রেণীর পুণ্যবান্ ব্রতকর্ম্মশীল বিদ্বান্ পুরুষই কোন কারণে ব্রাত্য বলিয়া অভিহিত হইতেন। ব্রাত্য অতিথিরূপে যাহার গৃহে বাস করিতেন, তাহার অশেষ পুণ্যের সঞ্চার হইত। যথা—

"তদ্ যস্যৈবং বিদ্বান্ ব্রাত্য একাং রাত্রিমতিথির্গৃহে বসতি।
যে পৃথিব্যাং পুণ্যা লোকাস্তানেব তেনাবরুন্ধে।
তদ্ যস্যৈবং বিদ্বান্ ব্রাত্যো দ্বিতীয়াং রাত্রিমতিথির্গৃহে বসতি
যেঽন্তরীক্ষে পুণ্যা লোকাস্তানেব তেনাবরুন্ধে।" ইত্যাদি

এইরূপ এই সূক্তে ব্রাত্যের আতিথ্যপ্রদানের ফল বর্ণিত হইয়াছে। ইহা পাঠ করিলে মনে হয় যে, ব্রাত্য সম্ভবতঃ সাধু পরিব্রাজক। কিন্তু এই ব্রাত্য-মহিমার উপক্রমোপসংহার পাঠ করিলে প্রতীতি হয় যে, ব্রাত্য অনাদিকারণ পুরুষ। এখানে যে ব্রাত্যকে গৃহে আতিথ্যদানের কথা লিখিত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, সেই পরম পুরুষকে যিনি আপন হৃদয়ে স্থান দান করেন, তাঁহার বহুল পুণ্য অর্জ্জিত হইয়া থাকে।

এক পরম পুরুষই যে বৈদিক যুগে ব্রাত্য বলিয়া অভিহিত হইত, প্রশ্নোপনিষদেও তাহার প্রমাণ আছে, এবং কেন যে তাহাকে ব্রাত্য বলা হইত তাহারও কারণ উক্ত গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। তদ্‌যথা—

"ব্রাত্যস্ত্বং প্রাণৈকঋষিরত্তা বিশ্বস্য সৎপতিঃ।
বয়মাদ্যস্য দাতারঃ পিতা ত্বং মাতরিশ্বন্ ॥"

(প্রশ্নোপনিষৎ ২।১১।)

অর্থাৎ হে পরম পুরুষ তুমি প্রথমে জন্মিয়াছ বলিয়া তোমার সংস্কারক কেহই ছিল না, তাই তুমি ব্রাত্য কিন্তু তুমি অতীব পবিত্র। হে প্রাণ তুমিই একমাত্র ঋষি, তুমি ভোজক, তুমি সকলের সৎপতি, আমরা তোমায় আজ্য দিতেছি, তুমি বায়ুর পিতা।

প্রশ্নোপনিষদের এই ব্রাত্য ও ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তের পুরুষ এবং অথর্ববেদের ব্রাত্য ব্রহ্মের অনুরূপ পদার্থ।

(১৭।১৩ এবং ২৪।১৮ দ্রষ্টব্য।)

এতদ্ব্যতীত সামবেদীয় তাণ্ড্য-ব্রাহ্মণে আমরা ব্রাত্য শব্দের অপর এক ব্যাখ্যাবিধি দেখিতে পাই। তৎপাঠে জানা যায়, দেবতাগণ যখন স্বর্গে গমন করেন, তাঁহাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে, কতিপয় ব্যক্তি তাঁহাদের সঙ্গে না যাইয়া এই মর্ত্ত্য-লোকেই পরিভ্রমণ করেন, ইঁহারাই ব্রাত্য নামে অভিহিত হইতেন। অবশেষে ইঁহারা স্বর্গগমনেচ্ছু হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে পুনরায় স্বর্গের প্রবেশদ্বারে উপস্থিত হয়েন। অর্থাৎ ইঁহাদের সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিগণ যে স্থান হইতে স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন, সেই স্থানে আসিয়া উপনীত হয়েন। কিন্তু ইঁহারা বৈদিক মন্ত্র জানিতেন না। সুতরাং ইঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। ইঁহাদের এই অবস্থা দেখিয়া স্বর্গগামী দেবগণ মরুতের প্রতি ইঁহাদিগকে বেদশিক্ষার ভার প্রদান করেন। মরুৎ ইঁহাদিগকে অনুষ্টুপ্ ছন্দে "ষোড়শ" উপদেশ প্রদান করেন, তৎপরে ইঁহারা স্বর্গে গমন করেন।*

আবার কৌষীতকী তাণ্ড্যমহা ব্রাহ্মণও ব্রাত্য নামে অভিহিত হইয়াছে।†

ব্রাত্যগণ অনাবৃত যুদ্ধরথের চালকত্বাকার্য্য করিতেন, ধনু ও বর্শা বহন করিতেন, তাঁহারা মস্তকে উষ্ণীষ ও রক্ত-প্রান্ত পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন, পরিচ্ছদগুলি বায়ুবেগে আন্দোলিত হইত। তাঁহাদের নেতৃগণ কপিলবর্ণ পরিচ্ছদ ও রৌপ্যনির্ম্মিত কণ্ঠাভরণ ব্যবহার করিতেন। তাঁহারা কৃষিবাণিজ্য প্রভৃতি করিতেন না। তাঁহাদের শাসনবিধিরও শৃঙ্খলা ছিল না। তাঁহাদের ভাষা সংস্কৃত হইলেও উচ্চারণের অনেক বৈষম্য ছিল। তাণ্ড্য-ব্রাহ্মণের এই ব্রাত্য-দেবগণ প্রথমতঃ হয়ত সম্মানিত ছিলেন, পরে বেদানভিজ্ঞতানিবন্ধন তাঁহারা সমাজে অনাদৃত হইয়া পড়েন। বস্তুতঃ প্রাচীন আর্য্যসমাজে সম্মানহীন এই ব্রাত্যগণই প্রকৃতপক্ষে সাবিত্রীভ্রষ্ট ব্রাত্য কি না তাহা অনুসন্ধেয়। ফলতঃ আমরা বাজসনেয়সংহিতাতেও এক শ্রেণীর লোককে ব্রাত্য বলিয়া অভিহিত হইতে দেখিতে পাই।

(শুক্লযজুঃ ৩০।৮)

এতদ্ব্যতীত লাট্যায়ন শ্রৌতসূত্রে (৮।৬।২,৭,৮) এবং কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রে (২২।৪।৩) আমরা ব্রাত্য শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাই। অসবর্ণগণই শ্রৌতসূত্রে ব্রাত্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কি প্রকারে ব্রাত্য শব্দের এইরূপ অর্থাবনতি সংঘটিত হইল, পরব্রহ্মের বাচক শব্দটী কি প্রকারে মানব সমাজের অসম্মানিত জনের অর্থবোধকরূপে ব্যবহৃত হইল, তাহারও অনুসন্ধান প্রয়োজন। বৌধায়ন-ধর্ম্মসূত্রে লিখিত আছে, ব্রাহ্মণের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে জাতসন্তান ব্রাহ্মণ, বৈশ্যার গর্ভে জাতসন্তান অম্বষ্ঠ, শূদ্রার গর্ভে জাতসন্তান নিষাদ বা পারশব। ক্ষত্রিয়বৈশ্যায় জাতসন্তান ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়শূদ্রায় জাতসন্তান উগ্র, বৈশ্যশূদ্রায় জাতসন্তান রথকার, শূদ্রবৈশ্যায় মাগধ, বৈশ্যক্ষত্রিয়ায় আয়োগব ইত্যাদি। এই সকল অসবর্ণজাত সন্তানগণ ব্রাত্য নামে প্রসিদ্ধ।" (বৌধায়নধর্ম্মসূত্র ১।৯।১৬-১৭)

মনুসংহিতায় আমরা ব্রাত্যতার অপর একটী হেতু দেখিতে পাই। যথা—

"দ্বিজাতয়ঃ সবর্ণাসু জনয়ন্ত্যব্রতাংস্তু যান্।
তান্ সাবিত্রীপরিভ্রষ্টান্ ব্রাত্যা ইতি বিনির্দ্দিশেৎ ॥"

(মনু ১০।২০ অঃ)

অর্থাৎ দ্বিজাতিগণের সবর্ণাভার্য্যায় উৎপন্ন সন্তান সাবিত্রী-ভ্রষ্ট হইলে তাহারা ব্রাত্য নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সুতরাং বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্রের ব্রাত্য ও মনুসংহিতার ব্রাত্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। মনুসংহিতায় আমরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ভেদে ত্রিবিধ ব্রাত্য দেখিতে পাই, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ব্রাত্য, ক্ষত্রিয় ব্রাত্য ও বৈশ্য-ব্রাত্য। দেশভেদে ইঁহারা আবার ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তদ্‌যথা—

* "দেবা বৈ স্বর্গং লোকং আয়ংস্তেষাং দেবা অহীয়ন্ত ব্রাত্যাং প্রবসন্তস্ত আগচ্ছন্ যতো দেবাঃ স্বর্গং লোকম্ আয়ংস্তেন তং স্তোমং ন ছন্দোঽবিন্দন্ যেন তান্ আপ্নুয়ুস্তে দেবা মরুতোঽব্রুবন্ এতেভ্যস্তং স্তোমং ছন্দঃ প্রযচ্ছত যেন অস্মান্ আপ্নুবানিতি তেভ্যঃ এতং ষোড়শং স্তোমং প্রাযচ্ছন্ পরোক্ষমনুষ্টুভং ততো বৈ তে তানাপ্নুবান্ ইতি তেভ্যঃ এতং ষোড়শং স্তোমং প্রাযচ্ছন্ পরোক্ষমনুষ্টুভং ততো বৈ তে তানাপ্নুবান্" (তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ ১৭ অধ্যায়।)

† "এতেন বৈ......হস্মাৎ কৌষীতকীনাং ন কশ্চন অতীব জিহীতে ব্রহ্মাবকীর্ণাঃ হি" (তাণ্ড্য ১৭।৪,৩)।

"ব্রাত্যাৎ তু জায়তে বিপ্রাৎ পাপাত্মা ভূর্জকণ্টকঃ।
আবন্ত্যবাটধানৌ চ পুষ্পধঃ শৈখ এব চ ॥
ঝল্লো মল্লশ্চ রাজন্যাদ্ ব্রাত্যান্নিচ্ছিবিরেব চ।
নটশ্চ করণশ্চৈব খসো দ্রবিড় এব চ ॥
বৈশ্যাত্তু জায়তে ব্রাত্যাৎ সুধন্বাচার্য্য এব চ।
কারুষশ্চ বিজন্মা চ মৈত্রঃ সাত্বত এব চ ॥" (মনু ১০।২১-২৩)

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-ব্রাত্য হইতে ভূর্জকণ্টক, আবন্ত্য, বাটধান, পুষ্পধ ও শৈখ; ক্ষত্রিয়-ব্রাত্য হইতে ঝল্ল, মল্ল, নিচ্ছিবি, নট, করণ, খস ও দ্রবিড় এবং বৈশ্য-ব্রাত্য হইতে সুধন্ব, আচার্য্য, কারুষ, বিজন্মা, মৈত্র ও সাত্বতগণের উৎপত্তি হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধের প্রথম অধ্যায়েও আমরা ব্রাত্যের উল্লেখ দেখিতে পাই। তদ্যথা—

"সৌরাষ্ট্রাবন্ত্যাভীরাশ্চ শূরা অর্ব্বুদমালবাঃ।
ব্রাত্যা দ্বিজা ভবিষ্যন্তি শূদ্রপ্রায়া জনাধিপ ॥ ৩৬
সিন্ধোস্তটং চন্দ্রভাগাং কৌন্তীং কাশ্মীরমণ্ডলং।
ভোক্ষ্যন্তি শূদ্রা ব্রাত্যাদ্যা ম্লেচ্ছাশ্চাব্রহ্মবর্চ্চসঃ ॥" ৩৭

শ্রীধরস্বামী এই দুই শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন— 'সৌরাষ্ট্রাদিদেশবর্ত্তিনো দ্বিজা ব্রাত্যা উপনয়নরহিতা ভবিষ্যন্তি। অব্রহ্মবর্চ্চসঃ বেদাচারশূন্যাঃ ॥' শ্রীমদ্বীর রাঘবাচার্য্য ভাগবতচন্দ্রিকানাম্নী টীকায় লিখিয়াছেন, 'সৌরাষ্ট্রাদিদেশবর্ত্তিনো দ্বিজা ব্রাত্যা উপনয়নাদিসংস্কাররহিতা' অতএব শূদ্রপ্রায়াঃ ভবিষ্যন্তি জনাধিপেতি সম্বোধনং। জনাধিপা ইতি পাঠে তে শূদ্রপ্রায়া শূদ্রপ্রচুরা ভবিষ্যন্তীত্যর্থঃ।'

শ্রীভাগবতের সুবিখ্যাত টীকাকার বিজয়ধ্বজ লিখিয়াছেন— সৌরাষ্ট্রাশ্চ আবন্ত্যাশ্চ আভীরাশ্চ শূরাশ্চ মালবাশ্চ ব্রাত্যা সংস্কারহীনাঃ দ্বিজাঃ শূদ্রপ্রায়া জনাধিপতয়ো ভবিষ্যন্তি।'

যাহারা মনে করেন, ব্রাত্যগণ শূদ্র—শ্রীভাগবতের এই মূল শ্লোক এবং সুপ্রসিদ্ধ উক্ত টীকাকারগণের টীকা পাঠ করিলেই অবশ্যই ভ্রান্তসংস্কার উন্মূলিত করিতে সমর্থ হইবেন।

স্মৃতি ও পুরাণাদিতে ব্রাত্যসম্বন্ধে আরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

১। সাবিত্রীপতিতা ব্রাত্যা ভবন্ত্যার্য্যবিগর্হিতা।
(মনু ২।৩৯, বিষ্ণু ২০।২৭)

২। সাবিত্রীপতিতা ব্রাত্যা ব্রাত্যস্তোমাদৃতে ক্রতৌ।
(যাজ্ঞবল্ক ১।৩৮)

৩। সংস্কারা অতিপত্যেরন্ স্বকালশ্চ কথঞ্চন।
হুত্বৈতদেব কর্তব্যা যে তূপনয়নাদয়ঃ ॥
(কাত্যায়ন ২৫।১৭)

৪। বেদব্রতচ্যুতা ব্রাত্যা স ব্রাত্যস্তোমমর্হতি। (ব্যাস ১।২০)

৫। দ্বিজাতয়স্ত্রয়োহপ্যেতে যথাকালমসংস্কৃতাঃ।
সাবিত্রীপতিতা ব্রাত্যা সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতাঃ ॥ (শঙ্খ ২।৮)

৬। আষোড়শাদ্ ব্রাহ্মণস্যাতীতকাল আদ্বাবিংশাৎ
ক্ষত্রিয়স্য বৈশ্যস্য অত ঊর্দ্ধং পতিতসাবিত্রীকা ভবন্তি।
নৈনানুপনয়েন্নাধ্যাপয়েন্ন যাজয়েন্নৈভি বিবাহয়েয়ুঃ।
পতিতসাবিত্রীক উদ্দালকব্রতং চরেৎ। (বশিষ্ঠ ১১শ অধ্যায়)

ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত।

উপনয়নাদি সংস্কারবিহীনতা-নিবন্ধন যে ব্রাত্যতা দোষ ঘটে, প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সেই দোষদুষ্ট ব্যক্তিদের শুদ্ধির বহুল বিধান শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। যথাকালে উপনয়ন না হইলে ব্রাত্যতা ঘটে। এই ব্রাত্যতা দোষখণ্ডনের জন্য ধর্ম্মসূত্রকার আপস্তম্ব যে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়াছেন; নিম্নে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে। আপস্তম্ব বলেন—

১। অতিক্রান্তে সাবিত্র্যাঃ কাল ঋতুং ত্রৈবিদ্যকং ব্রহ্মচর্য্যং চরেৎ। (১ম। ১প। ২৮ সূত্র)

হরদত্ত কৃত উজ্জ্বলটীকানুসারে এই সূত্রের মর্ম্ম এই যে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই ত্রিবর্ণের মধ্যে যাহার যে সাবিত্রীকাল উক্ত হইয়াছে, তাহা অতিক্রান্ত হইলে ত্রৈবিদ্যক ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। ত্রৈবিদ্যক শব্দের ব্যাখ্যা এইরূপ—'ত্রি-অবয়বা বিদ্যা ত্রিবিদ্যা তদধিকারভূত-বিষয়া ত্রৈবিদ্যা তৎসম্বন্ধীয়ং' এইরূপ অর্থে ত্রৈবিদ্যক পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অগ্নি পরিচর্য্যা, অধ্যয়ন এবং গুরুশুশ্রূষা এই তিনটী বিষয়ই ত্রৈবিদ্যক ব্রহ্মচর্য্য নামে অভিহিত।

২। অথোপনয়নম্।

এইরূপ ত্রৈবিদ্যক ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানের পরে উপনয়ন সংস্কার।

৩। ততঃ সংবৎসরমুদকোপস্পর্শনম্।

অর্থাৎ উপনয়নের পর হইতে যথারীতি স্নান অনুষ্ঠেয়। যাহারা সমর্থ তাহারা ত্রিসবর্ণ স্নান করিবে। যাহারা সমর্থ নহে তাহাদের পক্ষে যথাশক্তি স্নান বিধেয়।

৪। অথাধ্যাপ্যঃ।

অর্থাৎ এই প্রকার অনুষ্ঠানের পর সংস্কৃত ব্যক্তি অধ্যাপনীয়।

৫। অথ যস্য পিতাপিতামহ ইত্যনুপেতৌ স্যাতাং তে ব্রহ্মহসংস্তুতাঃ।

অর্থাৎ যাহার পিতা পিতামহ অনুপেত থাকে তাহারা ব্রহ্মহসন্ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। "পিতা পিতামহ" শব্দ দ্বারা প্রপিতামহ মাতামহ প্রভৃতি এবং ইহাদের ভ্রাতাদিকেও বুঝিতে হইবে।

৬। তেষামভ্যাগমনং ভোজনং বিবাহমিতি চ বর্জ্জয়েৎ

অর্থাৎ ইহাদের সহিত অভ্যাগমন (গতাগত ব্যবহার

ভোজন ও বিবাহাদি ব্যাপার বর্জ্জনীয়। অত্যাগমন শব্দের অর্থ মৈত্রীচর্চা আলাপাদিও বুঝিতে হইবে।

৭। তেষামিচ্ছতাং প্রায়শ্চিত্তম্।

অর্থাৎ ইচ্ছাশীল ব্যক্তিগণই প্রায়শ্চিত্তযোগ্য, কিন্তু অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক পরোপরোধে বলাৎকারে প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠেয় নহে।

৮। যথা প্রথমেঽতিক্রম ঋতুরেবং সংবৎসরঃ।

মাণবকের উপনয়নকাল অতিক্রান্ত হইলে এক ঋতুকাল এবং তদীয় পিতা অনুপনীত হইলে সম্বৎসরকাল ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠেয়।

৯। অথোপনয়নং তত উদকোপস্পর্শনম্।

অতঃপর উপনয়ন সংস্কার দিতে হইবে, তৎপরে উদকোপস্পর্শনের ব্যবস্থা।

১০। প্রতিপুরুষং সংখ্যায় সংবৎসরান্ যাবন্তোঽনুপেতাঃ স্যুঃ।

পিতা অনুপেত হইলে সংবৎসর কাল ও পিতামহ অনুপেত থাকিলে দুই বৎসর কাল ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হইবে। ইহা আপস্তম্বের টীকাকার হরদত্তের মত। কিন্তু পণ্ডিতপ্রবর রামমিশ্র শাস্ত্রী লিখিয়াছেন—'মাণবকস্য পিতামহমারভ্য স্বপর্য্যন্তং কালাতিক্রমে পূর্ণং সংবৎসরং যাবৎ পূর্ব্বোক্তরীত্যা উপনয়নস্বরূপযোগ্যতৌপয়িক ব্রহ্মচর্য্যাত্মকপ্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানমিত্যর্থঃ।'

অর্থাৎ মাণবকের পিতামহ হইতে আরম্ভ করিয়া নিজ পর্য্যন্ত কালাতিক্রমে পূর্ণ সংবৎসর পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত রীত্যনুসারে উপনয়নের উপযোগী ব্রহ্মচর্য্যাত্মক প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।

উদকোপস্পর্শন সময়ে বৈদিক মন্ত্র ব্যবহার্য্য। তদ্‌যথা—

(১) "সপ্তভিঃ পাবমানীভিঃ যদন্তি যচ্চদূরকে।"(ঋগ্‌বেদীয়)

(২) "আপো অস্মান্মাতরঃ শুন্ধয়ন্তু" ইত্যাদি (যজুর্ব্বেদীয়)

(৩) "কয়া নশ্চিত্র আভুবৎ" ইত্যাদি (সামবেদীয়)

এই মন্ত্রানুসারে স্বশিরে জলসেচন করিতে হয়।

১১। অথ যস্য প্রপিতামহাদের্নানুস্মর্য্যতে উপনয়নং তে শ্মশানসংস্তুতা।

যে মাণবকের প্রপিতামহ হইতে আরম্ভ করিয়া ঊর্দ্ধতন পুরুষগণের উপনয়ন স্মরণে আসে না। অর্থাৎ প্রপিতামহ হইতে কত পুরুষ ব্রাত্যতা দোষ ঘটিয়াছে, তাহা ঠিক করা যায় না, তাদৃশ মাণবকগণ শ্মশানসংস্তুত।

১২। তেষামভ্যাগমনং ভোজনং বিবাহমিতি চ বর্জ্জয়েত্তেষামিচ্ছতাং প্রায়শ্চিত্তং দ্বাদশবর্ষাণি ত্রৈবিদ্যকং চরেদথোপনয়নং তত উদকোপস্পর্শনং পাবমান্যাদিভিঃ।

উহাদের সহিত মৈত্রালাপ ভোজন বিবাহাদি বর্জ্জনীয়। ইহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনঃ সংস্কৃত হইতে ইচ্ছা করিলে দ্বাদশবর্ষব্যাপী ত্রৈবিদ্যক ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। অতঃপর পাবমান্যাদি মন্ত্রে উদকোপস্পর্শন করিতে হইবে।

১৩। তেষামিচ্ছতাং প্রায়শ্চিত্তম্।

অর্থাৎ ইঁহাদের মধ্যে যাহারা ইচ্ছা করিবে, তাহারা প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারে। এস্থলে হরদত্ত বলেন যে "তেষাং" শব্দে মাণবকগণকে বুঝাইতেছে। কিন্তু "ব্রাত্যসংস্কারমীমাংসা" নামক গ্রন্থে পণ্ডিতপ্রবর রামমিশ্র শাস্ত্রী হরদত্তের এই ব্যাখ্যাকে যুক্তিতর্কপূর্ণ বিচারসহ একবারে নিরস্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন, এই প্রায়শ্চিত্ত পিতা পিতামহ প্রভৃতির জন্যই ব্যবস্থিত হইয়াছে। আপস্তম্ব সূত্রের উপক্রমোপসংহার সমন্বয়-বিচারে এস্থলে তেষাং শব্দের বাচ্য মাণবক, ইহাই হরদত্তের মত; তিনি বলেন, ইহা দ্বারা ব্রাত্যের অনুপনীত পিতা পিতামহ প্রভৃতির প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থিত হয় নাই। কিন্তু রামমিশ্র শাস্ত্রি মহাশয় তাঁহার সকল আপত্তি অতি সূক্ষ্মবিচারে খণ্ডন করিয়া তাণ্ড্য-মহাব্রাহ্মণ হইতে একটী প্রমাণ প্রদর্শনপূর্ব্বক স্বীয় সিদ্ধান্ত দৃঢ়ীকৃত করিয়াছেন। তিনি বলেন, মাণবকের অনুপনীত পিতৃপিতামহাদিরও যে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে তাণ্ড্য-ব্রাহ্মণেও তাহা দেখিতে পাওয়া যায়—

'অহর্যোনিতিশ্চায়মর্থস্তাণ্ড্যব্রাহ্মণে সপ্তদশাধ্যায়ে চতুর্থ খণ্ডে প্রথম ব্রাহ্মণে তদ্‌যথা—"অথৈষ শমনীচামেঢ্রাণাং স্তোমো যে জ্যেষ্ঠাঃ সন্তো ব্রাত্যাং প্রবসেয়ুস্ত এতেন যজেরন্।"

ইহার ব্যাখ্যা এইরূপ—"শমেন মনোনিগ্রহেণ মনোনিগ্রহশ্চতুর্থ-বয়সি প্রায়ঃ সম্ভবাৎ যৌবনাবসানেন নীচং অনুদ্ধতং পুংব্যাপারাসমর্থং আসমন্তাৎ মেঢ্রমুপস্থেন্দ্রিয়ং যেষাং তে হনেন ব্রাত্যস্তোমেন যজেরন্নিত্যুক্ত্যা বৃদ্ধানামপি সংস্কার্য্যত্বং সূচ্যতে।"

ইহার মর্ম্ম এই যে, স্বভাবতঃই ইন্দ্রিয়ব্যাপারে মনোনিগ্রহ হইয়া থাকে। যৌবনের অবসানে পুং-ব্যাপারাসমর্থ বৃদ্ধ ব্রাত্যদিগেরও ব্রাত্যস্তোম যজ্ঞ দ্বারা সংস্কার করা বিধেয়। এতদ্বারা বৃদ্ধ ব্রাত্যগণেরও সংস্কার উক্ত হইয়াছে।

মহর্ষি কাত্যায়নের সিদ্ধান্ত দ্বারাও হরদত্তের অভিমত খণ্ডিত হইতেছে। এসম্বন্ধেও তিনি কাণ্ডত্রয়াত্মক গ্রন্থের দ্বিতীয় কাণ্ডে লিখিয়াছেন—

১। "ত্রিপুরুষং পতিতসাবিত্রীকাণাং অপত্যে সংস্কারো নাধ্যাপনঞ্চ"।

অর্থাৎ ত্রিপুরুষ পর্য্যন্ত পতিতসাবিত্রীক ব্যক্তিদের অপত্য সম্বন্ধে সংস্কার বা অধ্যাপনা নাই।

২। "তেষাং সংস্কারেপ্সুর্ব্রাত্যস্তোমেনেষ্ট্বা কামমধীয়ীরন্ ব্যবহার্য্যা ভবন্তি।"

ইঁহাদের মধ্যে সংস্কারাভিলাষী প্রাচীন ব্রাত্যগণ ব্রাত্যস্তোম দ্বারা ব্যবহার্য্য হইয়া থাকেন।

ষোড়শবর্ষ পর্য্যন্ত ত্রৈবিদ্যক-ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানের পর উপনয়নের ব্যবস্থা। উপনয়ন হইলে পাবমাজ্যাদি মন্ত্র দ্বারা উদকোপস্পর্শের বিধান।* এই সকল কার্য্য দ্বারা ঘাট্ কৌষিক দেহাবয়ব অবয়ব-নিচয় সংস্কৃত হইয়া থাকে। উদকস্পর্শের পরে আপস্তম্ব গৃহমেধানুষ্ঠানের উপদেশ করিয়াছেন। যথা—

"অথ গৃহমেধোপদেশনম্।"

অর্থাৎ গৃহকর্ম্মের উপযোগী বেদের একদেশ মাত্র অধ্যয়ন করিতে হইবে, কিন্তু নিজশাখান্তর্গত সরহস্য বেদের সমগ্রাংশ অধ্যয়ন করার অধিকার তখনও প্রাপ্ত হয় নাই। কেন না তৎপরের সূত্রেই লিখিত আছে :—

"নাধ্যাপনম্"

অর্থাৎ নিজশাখান্তর্গত সমগ্র বেদ অধ্যাপনীয় নহে।

হরদত্ত বলিয়াছেন—"নাধ্যাপনং কৃৎস্নবেদস্য কিন্তু গৃহমন্ত্রাণামেব" অর্থাৎ সমগ্র বেদপাঠে অধিকার না হইলেও গৃহমন্ত্রপাঠের অধিকার হইবে।

এইরূপে সংস্কৃত হইয়া গৃহস্থ হইলে তাহাদের ব্রাত্যদোষ খণ্ডিত হয়। অতঃপর এইরূপ বংশে আবার কেহ ব্রাত্য হইলে তাহাদের সংস্কার প্রথমাতিক্রমের ন্যায় হইবে। অর্থাৎ ঋতুকাল ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনেই তাহাদের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। যথা আপস্তম্বে—

"ততো যো নিবর্ত্ততে তস্য সংস্কারেণ প্রথমাতিক্রমৈঃ"

অর্থাৎ প্রাগুক্তরূপে প্রায়শ্চিত্ত করণানন্তর গৃহস্থ হইলে তদ্বংশের ব্রাত্যদোষের মোচন হয়। এতাদৃশ বংশে কোন ব্যক্তির উপনয়ন কাল অতিক্রম হইলে দুই মাস কাল ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিলেই আবার সংস্কারপ্রাপ্তির অধিকার জন্মে। এইরূপ উপনীত ব্যক্তি হইতে যে মাণবকের জন্ম হয়, সে প্রকৃতিবৎ উপনীত হইয়া থাকে অর্থাৎ তজ্জন্য আর কোন প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করিতে হয় না। তাই আপস্তম্ব লিখিয়াছেন—

"ততঃ ঊর্দ্ধং প্রকৃতিবৎ"

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের বিধিনির্দ্দিষ্ট উপনয়নের যে কাল নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই কালে প্রাগুক্ত উপনীত ব্যক্তির সন্তানের উপনয়ন হইবে।

আপস্তম্ব-ধর্ম্মসূত্রানুসারে বহুপুরুষ পতিতসাবিত্রীক ব্যক্তিদিগেরও এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পুনঃ সংস্কার ব্যবস্থিত হইয়াছে। এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা ব্রাত্যগণের ত্রৈবর্ণিকোচিত কার্য্যকরণে অধিকার জন্মে। "ততঃ ঊর্দ্ধং প্রকৃতিবৎ" সূত্রের ব্যাখ্যা হরদত্তের উদ্ধৃত টীকায় এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

"ততঃ যো নিবর্ত্ততে তস্য [illegible] যথাপ্রকৃত্যুপনয়নং কর্ত্তব্যম্।" এ কথায় প্রতিবাদ যোগ্য কোন আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে না। কিন্তু পরে তিনি লিখিয়াছেন—

"যস্য তু প্রপিতামহস্য পিত্রারভ্য নানুস্মর্য্যতে উপনয়নং তস্য প্রায়শ্চিত্তং নোক্তম্। ধর্ম্মজ্ঞৈস্তু চিন্তব্যম্"।

অর্থাৎ যাহার প্রপিতামহের পিতা হইতে আরম্ভ করিয়া উপনয়নের অভাব হইয়াছে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত উক্ত হয় নাই, হরদত্ত মহাশয়ের এই টীকা যে সমীচীন নহে, রামমিশ্র শাস্ত্রি মহাশয় তদীয় গ্রন্থে ইহার যথেষ্ট খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি তাণ্ড্যব্রাহ্মণ ও কাত্যায়নসূত্র উদ্ধৃত করিয়া এতৎসম্বন্ধে সুসিদ্ধান্তপূর্ণ বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বহুপুরুষ কাল পতিতসাবিত্রীক ব্যক্তিগণও আপস্তম্বের ধর্ম্মসূত্রানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ত্রৈবর্ণিকোচিত কার্য্যকরণের অধিকারী হয়। যথা—

"ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং য ঔপনায়নিকো মুখ্যঃ প্রাতিষ্ঠিকঃ কালস্তস্মিন্নেব তে উপনেতব্যাস্তেষাং পূর্ব্বপুরুষীয় ব্রাত্যতাপ্রযুক্তো ন কশ্চিদধর্ম্মো ভবেৎ, ন চাপ্যস্তৈষাং কিঞ্চিদধিকমনিষ্টং ভাবঃ। সাধু তদ্বহুপুরুষপতিতসাবিত্রীকানামপ্যাপস্তম্বাচার্য্যেণৈবোপনোদকর্ণাখ্যপ্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানে ত্রৈবর্ণিকোচিতকার্য্যকরণেঽধিকার ইতি সমর্থিতম্।"

পণ্ডিতপ্রবর রামমিশ্র শাস্ত্রি মহোদয় কাত্যায়নসূত্রের বচন উদ্ধৃত করিয়াও স্বীয় মতের সমর্থন করিয়াছেন। তদ্যথা—

"আষোড়শাদ্ব্রাহ্মণস্যানতীতঃ কালো ভবত্যাদ্বাবিংশাদ্রাজন্যস্যাচতুর্বিংশাদ্বৈশ্যস্য অত ঊর্দ্ধং পতিতসাবিত্রীকা ভবন্তি নাস্মৈপনয়েয়ুর্নাধ্যাপয়েয়ুর্ন যাজয়েয়ুঃ কালাতিক্রমে নিয়তবৎ ত্রিপুরুষং পতিতসাবিত্রীকানামপত্যে সংস্কারো নাধ্যাপনং চ তেষাং সংস্কারেপ্সুর্ব্রাত্যস্তোমেনেষ্ট্বা কামমধীয়ীরন্ ব্যবহার্য্যা ভবন্তীতি শ্রুতেঃ।"

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের উপনয়নের মুখ্য কাল নির্দ্দেশ করিয়া পরে আষোড়শাদি দ্বারা গৌণকালের উল্লেখ করা হইয়াছে। গৌণ কাল লঙ্ঘন করা হইলেও যে পাতিত্য জন্মে তাহা বলা হইল। এইরূপ স্থলে উপনয়ন, অধ্যাপন ও যজনাদি ব্যবহার পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ।

তৎপরে সূত্রকার বলিয়াছেন,—"কালাতিক্রমে নিয়তবৎ"

উক্ত সূত্রের ব্যাখ্যায় মহামহোপাধ্যায় রামমিশ্র শাস্ত্রী মহাশয় নিম্নোক্ত প্রকারে স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করিয়া লিখিয়াছেন—

"কালাতিপাতে যথা শ্রৌতেষু স্মার্ত্তেষু চ কর্ম্মসু প্রায়শ্চিত্তমনুষ্ঠায় প্রকৃতকর্ম্মানুষ্ঠানং নিয়তং, ন তু সর্ব্বথা কর্ম্মলোপঃ। কাললোপাপেক্ষয়া কর্ম্মলোপস্যাতিজঘন্যত্বাৎ তথৈবাত্রাপি প্রায়শ্চিত্তমনুষ্ঠায় ভবত্যুপনয়নার্হতা।"

অর্থাৎ শ্রৌত ও স্মার্ত্ত ক্রিয়াদি সম্বন্ধে কালাতিপাত হইলে যেরূপ শ্রৌত ও স্মার্ত্ত কর্ম্মসমূহে প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করিয়া পরে প্রকৃত কর্ম্মানুষ্ঠান করাই নিয়মসিদ্ধ; কিন্তু কোন প্রকারে

সেই কর্ম্মলোপ বিধের নহে, কেননা কাললোপ অপেক্ষা কর্ম্মলোপ অতি গুরুতর। এস্থলেও সেই প্রকার কাললোপ নিবন্ধন ব্রাত্যদোষ ঘটিলে তন্নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্তাদি করিয়া পুনর্বার উপনয়নার্হতা জন্মে, তাহার পরে বৈদিক কার্য্যের অধিকার প্রদান করাই শাস্ত্রীয় বিধি, কাত্যায়নসূত্রের ইহাই অভিপ্রায়। আপস্তম্ব ও কাত্যায়ন এই উভয়ই বহুপুরুষপতিত-সাবিত্রীক ব্যক্তিগণের প্রায়শ্চিত্তানন্তর উপনয়নসংস্কারের অভিমত প্রদান করিয়াছেন।

এ সম্বন্ধে সংহিতাকারগণও যেরূপ প্রায়শ্চিত্তবিধি প্রদান করিয়াছেন, নিম্নে তাহাও উল্লেখ করা গেল—

"যেষাং দ্বিজানাং সাবিত্রী নানূচ্যেত যথাবিধি।
তাংশ্চারয়িত্বা ত্রীন্ কৃচ্ছ্রান্ যথা বিধ্যুপনায়য়েৎ॥"
(মনু ১১।১৯২; বিষ্ণু ৫৪।২৬)

মনু এবং বিষ্ণু উক্ত বিষয়ে এই বিধান করিয়াছেন, যে সকল দ্বিজের শাস্ত্রোক্ত বিধিমতে (উপনয়ন না হওয়ায়) সাবিত্রী অভ্যাস হয় নাই, তাহাদিগকে তিনটী কৃচ্ছ্র বা প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া যথাবিধি উপনয়ন দেওয়া যাইতে পারে।

এ বিষয়ে বশিষ্ঠ বলিয়াছেন যে,—পতিতসাবিত্রীক উদ্দালকব্রতং চরেৎ। দ্বৌ মাসৌ যাবকেন বর্ত্তয়েৎ মাসং পয়সা। অর্দ্ধমাসমামিক্ষয়া অষ্টরাত্রং ঘৃতেন ষড়্রাত্রমযাচিতং হবিষ্যং ভুঞ্জীত। ত্রিরাত্রম্ অব্‌ভক্ষঃ। অহোরাত্রমুপবসেৎ। অশ্বমেধাবভৃথং বা গচ্ছেৎ। ব্রাত্যস্তোমেন বা যজেত ইতি।" (১১শ অধ্যায়)

যাহার সাবিত্রী পতিত হইয়াছে, সে উদ্দালকব্রত আচরণ করিবে। দুই মাস যবের মণ্ড মাত্র ভোজন করিবে। এক মাস কেবল দুগ্ধ পান করিবে। মাসার্দ্ধ আমিক্ষা বা ছানা মাত্র খাইবে। অষ্টরাত্র কেবল ঘৃত ভক্ষণ করিবে। ষড়্রাত্র অযাচিত হবিষ্য ভোজন করিবে। ত্রিরাত্র কেবল জল খাইবে এবং অহোরাত্র উপবাস করিবে। অথবা অশ্বমেধ কিংবা ব্রাত্যস্তোম নামক যজ্ঞ করিবে।

মিতাক্ষরাকার ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত বিধানপূর্ব্বক ক্রমশঃ ব্রাত্যোপনয়নের বিষয় ব্যবস্থা করিয়াছেন; তদ্‌যথা—

"গোবধো ব্রাত্যতা স্তেয়মৃণানাং চানপক্রিয়া। ২৩৪।
ভার্য্যায়া বিক্রয়শ্চৈষামেকৈকমুপপাতকং। ২৪২।
পঞ্চগব্যং পিবেৎ গোঘ্নো মাসমাসীত সংযমঃ।
গোষ্ঠেশয়ো গোঽনুগামী গোপ্রদানেন শুদ্ধ্যতি। ২৬৩।
কৃচ্ছ্রং চৈবাতিকৃচ্ছ্রং চ চরেদ্বাপি সমাহিতঃ।
দদ্যাৎ ত্রিরাত্রং চোপোষ্য বৃষভৈকাদশাস্তু গাঃ। ২৬৪।
উপপাতক-শুদ্ধিঃ স্যাদেবং চান্দ্রায়ণেন বা।
পয়সা বাপি মাসেন পরাকেনাথ বা পুনঃ।" ২৬৫।

অতো ব্রাত্যতাদিষু অস্মিন্ শাস্ত্রে শাস্ত্রান্তরে বা দৃষ্টৈঃ প্রায়শ্চিত্তৈঃ সহোপপাতকশুদ্ধিঃ স্যাদেবমিত্যাদিনা প্রতিপাদিত ব্রতচতুষ্টয়স্য সমবিষয়তা কল্পনেন বিকল্পো বিষয়বিভাগো বা আশ্রয়ণীয়ঃ। তানি স্মৃত্যন্তরদৃষ্টপ্রায়শ্চিত্তানি পরিক্রমেণ ব্রাত্যাদিষু যোজয়িষ্যামঃ। তত্র ব্রাত্যতায়াং মনুনেদমুক্তম্,

যেষাং দ্বিজানাং সাবিত্রী নানূচ্যেত যথাবিধি।
তাংশ্চারয়িত্বা ত্রীন্ কৃচ্ছ্রান্ যথা বিধ্যুপনায়য়েৎ॥ ১১।১৯২॥
যচ্চ যমেনোক্তম্—
সাবিত্রী পতিতা যস্য দশবর্ষাণি পঞ্চ চ।
সশিখং বপনং কৃত্বা ব্রতং কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ।
একবিংশতিরাত্রঞ্চ পিবেৎ প্রসৃতিযাবকং।
হবিষা ভোজয়েচ্চৈব ব্রাহ্মণান্ সপ্ত পঞ্চ চ॥
ততো যাবকশুদ্ধস্য তস্যোপনয়নং স্মৃতমিতি॥
তদুভয়মপি যাজ্ঞবল্কীয়মাসপয়োব্রতবিষয়ম্
যত্তু বশিষ্ঠেনোক্তম্ (১১শ অধ্যায়ে)

অত্রেয়ং ব্যবস্থা যস্য উপনেত্রভাবেন তৎকালাতিক্রমঃ তস্য যাজ্ঞবল্কীয়ানামন্যতমং শক্ত্যপেক্ষয়া ভবতি। অনাপস্ত্বতিক্রমে তু মানবং ত্রৈমাসিকং। তত্রৈব পঞ্চদশবর্ষাদূর্দ্ধমপি কিয়ৎকালাতিক্রমে তু উদ্দালকব্রতং ব্রাত্যস্তোমো বা ইতি।

যেষান্তু পিত্রাদয়োঽপ্যনুপনীতাঃ তেষামাপস্তম্বোক্তম্।—

যস্য পিতাপিতামহাবনুপনীতৌ স্যাতাং তস্য সংবৎসরং ত্রৈবিদ্যকং ব্রহ্মচর্য্যং। যস্য প্রপিতামহাদেনাপুস্মর্য্যতে উপনয়নং তস্য দ্বাদশবর্ষাণি ত্রৈবিদ্যকং ব্রহ্মচর্য্যমিতি।

এই সকল উল্লেখ করিয়া মিতাক্ষরাকার মীমাংসা করিয়াছেন যে গোবধ, ব্রাত্যতা প্রভৃতি উপপাতক প্রায়শ্চিত্তার্হ। যাজ্ঞবল্ক্য গোবধপ্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, "গোঘাতক একমাস সংযমী থাকিবে, সে গোষ্ঠে শয়ন করিবে, গো চরিতে গেলে তাহার অনুগামী হইবে এবং পঞ্চগব্য পান করিবে। (এই প্রকারে একমাস অতীত হইলে) একটী গো প্রদান দ্বারা শুদ্ধ হইবে। এই প্রকারে যথাযথভাবে কিংবা চান্দ্রায়ণ দ্বারা একমাস দুগ্ধ পান করিয়া অথবা পরাকদ্বারা অন্যান্য উপপাতকের শুদ্ধি হয়।"

ইহার ব্যাখ্যাবসরে মিতাক্ষরাকার আরও বলিয়াছেন,— 'ব্রাত্যতা প্রভৃতি উপপাতক এই শাস্ত্রে বা শাস্ত্রান্তরে নির্দিষ্ট উক্ত কয়টী প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা নিষ্কৃতি হয়। এ স্থলে "এই প্রকার" ইত্যাদি শব্দযোগে প্রতিপাদিত ব্রতচতুষ্টয়ের সমানবিষয়তা কল্পনা করিলে বিকল্প স্বীকার অথবা বিষয় বিভাগ করিতে হইবে। সেই সকল স্মৃত্যন্তরদৃষ্ট প্রায়শ্চিত্ত পরিক্রমে ব্রাত্যাদিতে যোজনা করিতেছি। তন্মধ্যে ব্রাত্যতা বিষয়ে

এইরূপ বলা হইয়াছে,—'যে সকল দ্বিজের যথাবিধি সাবিত্রী অভ্যস্ত হয় নাই, তাহাদিগকে তিনটী কৃচ্ছ্র বা প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া যথাবিধি উপনয়ন দেওয়া যাইতে পারে।"

এসম্বন্ধে যমও বলিয়াছেন,—"যাহার পঞ্চদশ বৎসর সাবিত্রী পতিত হইয়াছে, সে যাবতীয় নিয়ম প্রতিপালনপূর্ব্বক শিখা সহিত মস্তক মুণ্ডন করিয়া ব্রত আচরণ করিবে। একবিংশতি দিন একাঞ্জলিপরিমিত যাবক পান করিবে। এবং দ্বাদশটী ব্রাহ্মণকে হবিঃ দ্বারা ভোজন করাইবে। তাহার পর যাবক দ্বারা পরিশুদ্ধ ঐ ব্যক্তির উপনয়ন দেওয়া বিহিত।"

এই উভয়ই যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত মাসব্যাপী পয়োব্রতের সমান বিষয়। কিন্তু বশিষ্ঠ বলিয়াছেন,—"যাহার সাবিত্রী পতিত হইয়াছে, সে উদ্দালক ব্রত আচরণ করিবে; অর্থাৎ দুই মাস যবমণ্ড দ্বারা জীবন ধারণ করিবে, একমাস দুগ্ধদ্বারা, একপক্ষ ছানাদ্বারা, আটদিন ঘৃতদ্বারা, ছয়দিন অযাচিতলব্ধদ্রব্য দ্বারা জীবন রক্ষা করিবে, ত্রিরাত্র কেবল জল পান করিবে এবং এক দিনমাত্র উপবাস করিবে, অথবা অশ্বমেধ কিংবা ব্রাত্যস্তোম যজ্ঞ করিবে।"

ব্যবস্থান্তর যথা—যাহার উপনয়নদাতা লোকের অভাব হেতু উপনয়নের কালাতিক্রম ঘটিয়াছে, তাহার শক্তি অনুসারে যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত প্রায়শ্চিত্তের যে কোন একটী করিলেই হইবে। কিন্তু আপদ্ না থাকিলেও যদি অতিক্রম ঘটে, সে স্থলে মনুবিহিত ত্রৈমাসিক প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য। এরূপ স্থলে যদি পঞ্চদশ বৎসরেরও অতিরিক্ত কিয়ৎকাল অতিক্রান্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে উদ্দালকব্রত বা ব্রাত্যস্তোম কর্ত্তব্য। কিন্তু যাহাদের পিতাদিও অনুপনীত, তাহাদের আপস্তম্বোক্ত প্রায়শ্চিত্ত বিধেয়। তদ্যথা—যাহার পিতা ও পিতামহ পর্য্যন্তও অনুপনীত, তাহার পক্ষে ত্রৈবিদ্যক প্রায়শ্চিত্ত বিহিত। আর যাহার প্রপিতামহ প্রভৃতিরও উপনয়ন অনুষ্ঠিত হয় না, তাহার দ্বাদশবর্ষব্যাপী ত্রৈবিদ্যক ব্রহ্মচর্য্যরূপ প্রায়শ্চিত্ত অবশ্য কর্ত্তব্য। এইরূপে প্রায়শ্চিত্তান্তর ব্রাত্যোপনয়ন বিহিত হইয়াছে।

রঘুনন্দনের সংগ্রহে পিতৃ-পিতামহ প্রভৃতি ঊর্দ্ধতন পুরুষেরা অনুপনীত থাকিলে কিরূপ প্রায়শ্চিত্তাদি কর্ত্তব্য তাহা উদ্ধৃত হয় নাই। তিনি যে ব্যক্তির প্রথম সাবিত্রী পতিত হইয়াছে, তাহারই প্রায়শ্চিত্তাদির ব্যবস্থা সঙ্কলন করিয়াছেন। যথা,—

অথোপনয়নং। অত্র গোভিলঃ—"গর্ভাষ্টমেষু ব্রাহ্মণমুপনয়েৎ। গর্ভৈকাদশেষু ক্ষত্রিয়ং গর্ভদ্বাদশেষু বৈশ্যং। আষোড়শাদ্‌ব্রাহ্মণস্যানতীতঃ কালো ভবতি আদ্বাবিংশাৎ ক্ষত্রিয়স্য, আচতুর্ব্বিংশাদ্ বৈশ্যস্য অত ঊর্দ্ধং পতিতসাবিত্রীকা ভবন্তি। নৈতান্ উপনয়েন্নাধ্যাপয়েন্ন যাজয়েন্ন এভি বিবাহয়েয়ুঃ।"

অধ্যাপনার্থমাচার্য্যসমীপং নীয়তে যেন কর্ম্মণা তদুপনয়নম্ ইতি কর্ম্মনামধেয়ং তেন কর্ম্মণা যোজয়েৎ।

গৃহ্যোক্তকর্ম্মণা যেন সমীপং নীয়তে গুরোঃ।
বালো বেদায় তদ্‌যোগাৎ বালস্যোপনয়ং বিদুঃ ॥

যত্তু পৈঠীনসিবচনং—দ্বাদশষোড়শবিংশতিশ্চেদতীতা, অথ কৃচ্ছ্রকালা ভবন্তীতি। তদ্দ্বাদশবর্ষাদ্যুপরি ব্রাহ্মণাদীনাং মহাব্যাহৃতিহোমরূপপ্রায়শ্চিত্তার্থং ষোড়শবর্ষাদ্যুপরি গুরুপ্রায়শ্চিত্তমিতি।

ইহার পর আপদ্ অনাপদ্‌ভেদে লঘুগুরু প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দুইটী বচন অনুসারে করা হইয়াছে। ইহাতে উপস্থিত বিবেচ্য বিষয়ের কোন কথা নাই।

পরাশরমাধব নামক মাধবাচার্য্যরচিত পরাশরস্মৃতির ব্যাখ্যায় সর্ব্বপ্রকার ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত বর্ণিত আছে। তাহা এ স্থলে বিস্তারিত উদ্ধৃত করা আবশ্যক।

পরাশরমাধবীয় প্রায়শ্চিত্তকাণ্ডোক্ত ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্ত যথা—

"যস্য পিত্রাদয়োঽপ্যনুপনীতাঃ তত্র আপস্তম্বোক্তং দ্রষ্টব্যং।

যস্য পিতা পিতামহ ইত্যনুপনীতৌ স্যাতাং তে ব্রহ্মসংস্তুতাঃ তেষামভ্যাগমনং ভোজনং বিবাহমিতি বর্জ্জয়েৎ। তেষামিচ্ছতাং প্রায়শ্চিত্তং, যথা প্রথমে অতিক্রমে ঋতুঃ এবং সম্বৎসরঃ। অথ উপনয়নং। ততঃ সংবৎসরং উদকোপস্পর্শনং প্রতিপুরুষং সংখ্যায় সংবৎসরান্ যাবন্তোঽনুপনীতাঃ স্যুঃ। সপ্তভিঃ পাবমানীভিঃ যদন্তি যচ্চ দূরক ইত্যেতাভিঃ যজুঃপবিত্রেণ আঙ্গিরসেন ইতি অথবা ব্যাহৃতিভিরেব। অথাধ্যাপ্যঃ। যস্য প্রপিতামহাদে র্ন অনুস্মর্য্যতে উপনয়নং তে শ্মশান-সংস্তুতাঃ। তেষামভ্যাগমনং ভোজনং বিবাহমিতি বর্জ্জয়েৎ। তেষামিচ্ছতাং প্রায়শ্চিত্তং দ্বাদশবর্ষাণি ত্রৈবিদ্যকং ব্রহ্মচর্য্যং চরেৎ, অথ উপনয়নং। ততঃ উদকোপস্পর্শনম্।"

পরাশর-মাধবীয় প্রায়শ্চিত্ত-কাণ্ডেও মনুর ব্যবস্থিত ত্রিকৃচ্ছ্র এবং বশিষ্ঠের ব্যবস্থাপিত উদ্দালক ব্রতাচরণের বিধান বিহিত হইয়াছে। উদ্দালক ব্রতের বিধান ইতঃপূর্ব্বে বিশেষরূপে উক্ত হইয়াছে।

সামবেদীয় তাণ্ড্যব্রাহ্মণে ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্তের যে বিধান দেখিতে পাওয়া যায় তাহা ব্রাত্যস্তোম নামে অভিহিত। ব্রাত্যস্তোমের বহুপ্রকার ভেদ আছে। এস্থলে মাত্র "হীনব্রাত্য" ও "গরগির" ব্রাত্যস্তোমের কথা উল্লেখ করা যাইতেছে। মহামহোপাধ্যায় রামমিশ্র শাস্ত্রিমহোদয় তদীয় ব্রাত্যসংস্কারমীমাংসাগ্রন্থের ১০৫ হইতে কয়েক পৃষ্ঠায় এই বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। আমরা নিম্নে উহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

"কিঞ্চ বৃদ্ধব্রাত্যানামপি সংস্কারো ভবতি যেনাশ্বমেধো যথা

তাণ্ড্যব্রাহ্মণ সপ্তদশ অধ্যায়ে চতুর্থখণ্ডে "অথৈষ শমনীচামেঢ্রাণাং স্তোমো যে জ্যেষ্ঠাঃ সন্তো ব্রাত্যাং প্রবসেয়ুস্ত এতেন যজেরন্" তদর্থশ্চ—অথ পূর্ব্বোক্ত কনীয়সাং ব্রাত্যানাং সংস্কারবিধানান্তরম্ এষ বক্ষ্যমাণো যজ্ঞঃ শমনীচামেঢ্রাণাম্—শমেন যৌবনোপগমেন নীচমমুষ্কতং মেঢ্রং শিশ্নং যেষাং তে তথাবিধাঃ স্থাবির্য্যাধিনষ্টবীর্য্যা ইত্যর্থঃ তেষাং স্তোমঃ ...ষ্টেয় ইত্যর্থঃ। তস্মাদ্ যে জ্যেষ্ঠা বৃদ্ধতমাঃ সন্তোঽপি ব্রাত্যাস্তেষামপি ব্রাত্যস্তোমাধিকারিত্বং সিধ্যতি ততশ্চ ব্রাত্যস্তোমানুষ্ঠানেন উপনয়নাধ্যয়নাধিকারিত্বা সিদ্ধিরিতি ন পাণিনিহিতম্। ন চ সংস্কারোত্তরং কেনাপি কারণেন পতিতানাং বৃদ্ধব্রাত্যানাং সংস্কার্য্যত্বং ততঃ সিধ্যতি পুনরাবাসমসংস্কৃতানাং জাতাপত্যানাং সংস্কার্য্যত্বাঽপি ততঃ সেদ্ধুমর্হতি। তস্মাৎ পূর্ব্বোক্তশ্রুতিন্ তদভিমতার্থসাধিকেতি বাচ্যম্।'

পুনশ্চ, তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে সপ্তদশাধ্যায়ে—"হীনা বা এতে হীয়ন্তে যে ব্রাত্যাং প্রবসন্তি নহি ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি। ন কৃষিং ন বণিজ্যাং ষোড়শ বা এতৎস্তোমঃ সমাপ্তুমর্হতি। ইত্যুক্ত্যা জাতাপত্যানামপি বৃদ্ধব্রাত্যানাং সংস্কার্য্যত্বমত্র সিদ্ধ্যে।"

এতদ্বারা স্পষ্টতঃই প্রতিপন্ন হইতেছে যে বৃদ্ধব্রাত্যগণেরও সংস্কার করার বিধান আছে। "অথৈষ শমনীচামেঢ্রাণাম্" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের ব্যাখ্যা ইতঃপূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। এক্ষণে হীন ব্রাত্যদের কথা বলা যাইতেছে। ব্রাত্য সাধারণতঃ চারি প্রকার,—নিন্দিত, কনিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ ও হীন, সকল ব্রাত্যই সংস্কারার্হ।

নিন্দিতব্রাত্য—যাহারা অনধ্যাপ্য, অনধ্যাপক, ভৃতকাধ্যাপক, অযাজ্যযাজক, তাহারাই নিন্দিত ব্রাত্য।

কনিষ্ঠ ব্রাত্য—যাহাদের মাতাপিতা সংস্কৃত, কিন্তু নিজেরা সাবিত্রীপতিত, তাহারাই কনিষ্ঠ ব্রাত্য।

বৃদ্ধ বা জ্যেষ্ঠ ব্রাত্য—যাহাদের যথাকালে উপনয়ন হয় নাই, অথচ এইরূপ অবস্থায় যাহারা বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছে, তাহারাই বৃদ্ধব্রাত্য।

হীনব্রাত্য—যাহাদের মাতা পিতার সংস্কার হয় নাই, নিজেরাও অনুপেত, এই অবস্থাতেই যাহাদের বিবাহ সন্তানোৎপাদনাদি হইয়াছে তাহারাই হীন ব্রাত্য।

প্রাগুক্ত তাণ্ড্যশ্রুতির মর্ম্মানুসারে এই যে হীন ব্রাত্যগণের ব্রহ্মচর্য্যাভ্যাস নাই, ইহারা কৃষিবাণিজ্য প্রভৃতি কোন আশ্রম ধারণ করে না।

এই যে চারি প্রকার ব্রাত্যের কথা বলা হইল, তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণের উক্ত অনুসারে ইহাদের সকলেই ব্রাত্যস্তোম প্রায়শ্চিত্তার্হ। সেই প্রায়শ্চিত্তের পরে ইহাদের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমাদিতে প্রবেশের অধিকার জন্মে। ইহাদের সকলের পক্ষেই "চতুঃষোড়শী" প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থিত হইয়াছে।

উক্ত তাণ্ড্যব্রাহ্মণের সপ্তদশ অধ্যায়ে আরও লিখিত হইয়াছে—"গরগিরো বা এতে যে ব্রহ্মাদ্যং জন্যমন্নমদন্ত্যদুরুক্তবাক্যং দুরুক্তমাহুরদণ্ড্যং দণ্ডেন ঘ্নন্তশ্চরন্ত্য দীক্ষিতা দীক্ষিতবাচং বদন্তি ষোড়শ বা এতেষাং স্তোমঃ পাপ্মানং নির্হন্তুমর্হতি যদেতে চত্বারঃ ষোড়শা ভবন্তি তেন পাপ্মনোঽধি নির্মুচ্যন্তে।"

বিষভক্ষণকারীরা "গরগিরঃ" নামে উক্ত। বিষভক্ষণ করিলে যেমন মোহাক্রান্ত হয়, পাপনিষেবণ দ্বারাও মানুষ সেই প্রকার মোহাক্রান্ত হইয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান পরিভ্রষ্ট হয়। সুতরাং পাপাচারী ব্যক্তিরাও "গরগির" সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে। এই গরগির ব্রাত্যগণ অসংস্কৃত অনুপেত ব্রাহ্মণ হইয়াও বেদপারগ ব্রাহ্মণাদির অদনীয় অন্ন ভক্ষণ করিয়া থাকে। (মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত রামমিশ্র বলেন, প্রাগুক্ত শ্রুতিতে ব্যবহৃত "জন্য" শব্দের অর্থ জন্যং—জনপদসম্বন্ধি অথবা 'জননকৃৎপদেঃ সাধনং ভোজ্যাপেয়াদেরেব মাতাপিত্রাদ্যুৎপন্নস্য শুক্রশোণিতাদি দ্বারা বালনশীলারম্ভকত্বাৎ। এবঞ্চ পরকীয়মেব ভোজ্যং ভুঞ্জতে ইত্যয়মর্থোঽথবা জন্যপদস্য দ্বিতীয়ার্থাদরপক্ষে পরকীয়দ্রব্যভোজিন এতে দুষ্টসন্তানহেতব ইত্যর্থঃ।') এবং শোভনার্থোপদেশকনক শ্রুতিস্মৃত্যাদির বাক্যগুলিকে দুষ্টার্থপ্রতিপাদকরূপে প্রচারিত করে, অদীক্ষিত হইয়া দীক্ষিতের ন্যায় কথা বলে, অদণ্ড্যকে দণ্ডিত করে। চতুঃষোড়শী স্তোম দ্বারা ইহারা পাপ হইতে সম্পূর্ণরূপে নির্মুক্ত হয়।

ব্রাত্যসংস্কার-মীমাংসাকার ব্যাখ্যা করিয়া লিখিয়াছেন—"অথ জন্যক্রিয়াণাং বিশিষ্টপাতিত্যহেতুমাহ—অদণ্ড্যং দণ্ডেন ঘ্নন্তশ্চরন্তি অদণ্ড্যং দণ্ডয়ন্তোঽপি ন পরিতপ্যন্তীত্যর্থঃ।"

অর্থাৎ অদণ্ড্য জনকে দণ্ডদ্বারা হনন করিয়াও ইহারা পরিতাপ করে না। পরিতাপ দ্বারা পাপের শৈথিল্য হয়। কিন্তু ইহারা এতই অধম যে এজন্য ইহারা পরিতাপ করিতে কুণ্ঠিত হয়। ... ইহারা অসংস্কৃত অনুপেত হইয়া দীক্ষিত বাক্য অর্থাৎ বেদবাক্যাদি বলিয়া থাকে। বর্ণাশ্রমচ্ছেদী বিবিধ পাপাচারী ব্রাত্যগণের পাপনির্হরণের নিমিত্ত অর্থাৎ নিঃশেষরূপে দূরীকরণের নিমিত্ত ষোড়শস্তোমের বিধান করা হইয়াছে।

ব্রাত্যস্তোমকারী নিম্নোক্ত দ্রব্যে প্রায়শ্চিত্ত করিবে ; যথা—

"উষ্ণীষঞ্চ প্রতোদশ্চ জ্যাহ্নোড়শ্চ বিপথশ্চ ফলকাস্তীর্ণঃ কৃষ্ণশং বাসঃ কৃষ্ণবলক্ষে অজিনে রজতো নিষ্কস্তদ্ গৃহপতেঃ"। (তাণ্ড্যব্রাহ্মণ ১৭।১।১৪) "বল্কাস্তানি দামতূষাণীতরেষাং দ্বে দ্বে দামনী দ্বে দ্বে উপানহৌ দ্বিষং হিতানি অজিনানি।" (১৭।১।১৫) 'তদ্গৃহপতেরেবৈতৎ সর্ব্বঃ গৃহপতিমাহরেৎ ত্রয়স্ত্রিংশতক।'

অর্থাৎ উষ্ণীষ, প্রতোদ, বাণহীন ক্ষুদ্র ধনু, ফলকাকীর্ণ রথ, বিপথ, কৃষ্ণবর্ণ দশাবিশিষ্ট কাপড়, দুই খানি কৃষ্ণশুক্লবর্ণ অজিন, রৌপ্যভূষা, লালপাড় কাপড় ও এক জোড়া জুতা।

লাট্যায়নসূত্রে লিখিত আছে—"ব্রাত্যস্তোমে ব্রাত্যধনানি যে ব্রাত্যচর্য্যায়া অবিরতাঃ স্যুঃ ব্রহ্মবন্ধবে বা মগধদেশীয়ায় বা এতদ্দর্শিত হবিষ্যন্নব মূল্যানা যজ্ঞীভিহ্বাহ।"(লাট্যায়নশ্রৌতসূ° ৮।৫)

অর্থাৎ ব্রাত্যস্তোম যজ্ঞ হওয়ার পরে এই সকল দ্রব্য ও ধনাদি ব্রাত্য অথবা মগধদেশীয় হীন ব্রাহ্মণ বা ব্রহ্মবন্ধুদিগকে দান করিতে হইবে। কাহারও মতে এই ব্রাত্যস্তোম যজ্ঞকার্য্য করার জন্য অন্ততঃপক্ষে ৩৩ জন ব্রাত্যের প্রয়োজন। এই ব্রাত্যস্তোম যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইলে ব্রাত্যগণ শুদ্ধ হয় এবং দ্বিজাতির অধিকার প্রাপ্ত হয়। অতঃপর ইহারা বেদাদি অধ্যয়ন এবং দ্বিজাতিবিহিত সর্ব্বপ্রকার কার্য্য করিতেই অধিকার লাভ করিয়া থাকে। [ব্রাত্যস্তোম দেখ।]

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আপস্তম্বাদির ব্যবস্থানুসারে বহু পুরুষ পতিতসাবিত্রীক-ব্রাত্যগণেরও প্রায়শ্চিত্ত ব্যবহিত হইয়াছে। আপস্তম্বসূত্রার্থবিবেচনায় মদনরত্ন ও অপরার্ক প্রভৃতি দ্বারা এইরূপ ব্যাখ্যাই সমর্থিত হইয়াছে, মহামহোপাধ্যায় রামমিশ্র শাস্ত্রী মহাশয় তৎকৃত ১৯৪৪ সংবতে প্রকাশিত ব্রাত্যসংস্কারমীমাংসাগ্রন্থের ৯৩ পৃষ্ঠাতে স্পষ্টরূপে এই অভিপ্রায়ের সমর্থন করিয়াছেন।

আর একটী প্রশ্ন এই উত্থাপিত হইতে পারে যে বৃদ্ধ বিবাহিত ব্রাত্যগণ যখন প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সংস্কৃত হয়, তখন কি তাঁহারা তাঁহাদের পরিণীতা স্ত্রীগণকে ত্যাগ করিবেন, অথবা তাহাদিগকেও সংস্কৃতা করিয়া লইবেন কিম্বা শাস্ত্রবিহিত কোনরূপ প্রায়শ্চিত্তবিশেষই এতাদৃশ স্ত্রীগণের কর্ত্তব্য হইবে? এরূপস্থলে মহাপ্রায়শ্চিত্তই পত্নীগণের কর্ত্তব্য বলিয়া সুপণ্ডিতগণ স্থির ক[রি]য়াছেন।*

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, অনুপনীত অথচ বিবাহিত বৃদ্ধ ব্রাত্যদিগের কয়টী প্রায়শ্চিত্ত হওয়া প্রয়োজনীয়। ইহাদের পিতামাতার অসংস্কার এক পাপ, স্বয়ং অসংস্কৃত দ্বিতীয় পাপ, ব্রহ্মচর্য্যভ্রংশনিমিত্ত তৃতীয় পাপ, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ও গৃহস্থাশ্রমের বিপর্য্যয়নিমিত্ত চতুর্থ পাপ, আর অনুপনীত বিবাহাদি কর্ম্ম করিয়া পুত্রাদি উৎপাদন পঞ্চম পাপ। ইহার প্রত্যেক পাপের জন্য পৃথক্ পৃথক্ প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করা প্রয়োজন কি না? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে গুরুলঘুপাতকসমবায়ে গুরুপাতকের প্রায়শ্চিত্তদ্বারাই লঘুপাতকের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং ব্রাত্যস্তোম প্রায়শ্চিত্তদ্বারাই সকল প্রকার পাপের নিবৃত্তি হয়।

* ব্রাত্যসংস্কারমীমাংসা ১২৭-১৩৩ পৃঃ।

সংস্কারতত্ত্বেও ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তের বিষয় লিখিত আছে। ব্রাত্যস্তোম দ্বারা তাহার বিশুদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। যজ্ঞ করিতে অশক্ত হইলে সে ঔদ্দালকব্রত আচরণ করিবে। ইহাতে দুই মাস কাল যাবকাহার করিয়া থাকিতে হয়, একমাস দুগ্ধ ভোজন, একপক্ষ দধি, ৭ দিন ঘৃত, অযাচিত ভাবে ৬ দিন, তিন দিন কেবল মাত্র জলপান ও এক অহোরাত্র উপবাস করিয়া তৎপরে তাহার সংস্কার কার্য্য হইবে। প্রায়শ্চিত্ত যথা—

শিখার সহিত কেশ বপন কার্য্য করিয়া সমাহিত চিত্তে ব্রতানুষ্ঠান করিবে। ৫ বা ৭ জন ব্রাহ্মণকে হবিষ্যান্ন ভোজন করাইতে হইবে, এবং নিজে ২১ দিন প্রসৃতি পরিমাণে যাবকাহার করিয়া থাকিবে, এইরূপে যাবকদ্বারা বিশুদ্ধ হইলে তাহার উপনয়ন সংস্কার হইবে। এইরূপ ব্রতাচরণে যিনি অশক্ত হন, তিনি তিনটী চান্দ্রায়ণানুষ্ঠান করিয়া উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিতে পারেন।

সুপ্রসিদ্ধ স্বামী রামমিশ্র শাস্ত্রী মহাশয় এ সম্বন্ধে যেরূপ ব্যবস্থা দিয়াছেন নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা গেল—

"দ্বাদশবর্ষ ব্রহ্মচর্য্য মহাব্রত জো নহীং কর সকতে হৈং উন্‌হেং উস্‌কা প্রত্যাম্নায়স্বরূপ ৩৬০ গোপ্রদান করনা হোগা, গোকা নিষ্ক্রয়মান রজতমান, তাম্রমান, কপর্দ্দিকামান, ভেদসে তিন প্রকারকা হোগা, জিস্‌কী জৈসী শক্তি হৈ উসকে অনুসার করনা হোগা, ধনী, ধীর, দরিদ্র, অতি দরিদ্রভেদসে প্রায়শ্চিত্তকা আধিক্য ঔর সঙ্কোচ করনা হোগা।"

অর্থাৎ যিনি দ্বাদশবর্ষ ব্রহ্মচর্য্যস্বরূপ মহাব্রত পালন করিতে অসমর্থ, তাঁহাকে উহার প্রত্যাম্নায়স্বরূপ ৩৬০ গোদান করিতে হইবে। ধনী, দরিদ্র, অতিদরিদ্রভেদে প্রায়শ্চিত্তের আধিক্য ও সঙ্কোচ করিতে হইবে অর্থাৎ ধনীর পক্ষে গোর মূল্য, মূল্যের পরিবর্ত্তে ৩৬০৲ টাকা, দরিদ্রের পক্ষে ৩৬০ পয়সা এবং অতি দরিদ্রের পক্ষে ৩৬০ কপর্দ্দক দিলেই চলিবে। বস্তুতঃ যাহার যেরূপ শক্তি, তাঁহাকে তদনুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

দেশকালাদি বিপর্য্যয়ে যাহার সাবিত্রী পতিত হয়, তিনি একটী চান্দ্রায়ণ করিয়া উপনীত হইতে পারিবেন।

"অথ ব্রাত্যবিধিং দেবি প্রায়শ্চিত্তস্ত বচ্মি[?]বৎ।
তং শৃণুষ্ব মহেশানি সর্ব্ব বর্ণে বিশেষতঃ॥
পতিতসাবিত্রীকা ব্রাত্যা ব্রাত্যস্তোমেন সংস্কৃতঃ।
অশক্তে চেৎ যজ্ঞস্য চরেদৌদ্দালকং ব্রতম্॥
দ্বৌ মাসৌ যাবকাহারো মাসমেকং পয়ঃ পিবেৎ।
দধ্না চ পক্ষমেকন্তু সপ্তরাত্রং ঘৃতেন তু॥
অযাচিতেন ষড়্‌রাত্রং ত্রিরাত্রং বর্ত্তয়েজ্জলৈঃ।
অহোরাত্রং ন ভুঞ্জীত ততঃ সংস্কারমর্হতি।

পতিতা যস্য গায়ত্রী দশবর্ষাণি পঞ্চ চ।
প্রায়শ্চিত্তং ভবেত্তস্য প্রোবাচ ভগবান্ শিবঃ॥
সশিখং বপনং কৃত্বা ব্রতং কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ।
হবিষ্যং ভোজয়েদন্নং ব্রাহ্মণান্ সপ্ত পঞ্চ বা॥
একবিংশতিরাত্রস্তু পিবেৎ প্রসৃতিযাবকম্।
ততো যাবকভক্তস্তু তস্যোপনয়নং স্মৃতম্॥
ব্রতস্যাচরণাশক্তৌ কুর্য্যাচ্চান্দ্রায়ণত্রয়ম্।
সাবিত্রীপতিতা যেষাং দেশকালাদিবিপ্লবাৎ॥
চান্দ্রায়ণং চরেদ্যস্তু ব্রতান্তে ধেনুমুৎসৃজেৎ।
ক্ষীরং বাপি পিবেন্মাসং দদ্যাৎ গাং বৎসশালিনীম্॥"

(মৎস্যসূক্ত প্রায়শ্চিত্ত প্র° ৩৮ পটল)

ব্রাত্য ও বৃষলত্ব এক নহে। অধুনা অনেকেরই ধারণা, যিনি ব্রাত্যতাপ্রাপ্ত তিনিই বৃষল, সুতরাং তাঁহার পাতিত্য অবশ্যম্ভাবী এবং তিনি প্রায়শ্চিত্তার্হ নহেন। বাস্তবিক একথা ঠিক নহে, একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই এই বিষয় সঙ্কটের একটা বিশদ তাৎপর্য্যার্থ লাভ করা যায়। মনুর মতে পতিত-সাবিত্রীক ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তার্হ, কিন্তু সর্ব্ব ক্রিয়ালোপী বৃষলের আদৌ প্রায়শ্চিত্ত নাই। মনু বলিয়াছেন—

"শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥" (মনু ১০।৪৩)

মেধাতিথি লিখিয়াছেন, 'ক্রিয়ালোপাৎ যত্র সংস্কার্য্যতয়া সম্বধ্যতে তথোপনয়নাদিষু যত্র বা কর্ত্তৃতয়া যথা নিত্যাগ্নিহোত্রসন্ধ্যো-পাসনাদিষু তাসাং লোপ উভয়াসামপ্যননুষ্ঠানমতশ্চ ন কেবল-মুপনয়নসংস্কারাভাবেন জাতি-ভ্রংশঃ। অপিতূপনীতানাং বিহিতক্রিয়াত্যাগেনাপি। তথাচাহ শনকৈরিতি। পুত্রপৌত্রাদি সন্ততেঃ প্রকৃতি শূদ্রত্বং নতু জাতস্যৈব উপনয়নাভাবে তু তস্যৈব ব্যপদেশান্তরং প্রবর্ত্ততে। যদ্যপি সা জাতির্ন নিবর্ত্ততে তৎপুত্র-পৌত্রাণাং তূর্দ্ধকণ্টকাদি জাত্যন্তরমেব ব্যপদেশহেতুকমপি। ব্রাহ্মণাতিক্রমেণ ব্রাহ্মণবিধিবিহিতাতিক্রমেণেত্যর্থঃ। অথবা শাস্ত্রার্থসংশয়ে প্রায়শ্চিত্তে বা পরিবদনমনন্তরঃ।'

মহামহোপাধ্যায় রামমিশ্রও বলেন যে, "পূর্ব্বং যথাবদুপ-নয়নাদিসংস্কারবন্তোঽপি ক্ষত্রিয়াদয়ঃ শনকৈঃ অত্যন্তং শনৈঃ ক্রিয়ালোপাদেকৈকসংস্কারাঃ তত্রাপি চ বেদবিদাং ব্রাহ্মণানাং যাজনাধ্যাপনপ্রায়শ্চিত্তাদিরূপশোধকব্যাপারাপ্রবৃত্তৌ বৃষলত্বং পাতিত্যং গতাঃ।"

কুল্লূকের মতেও উপনয়নাদি সর্ব্ব প্রকার ক্রিয়ালোপ হেতু ক্ষত্রিয়াদির এবং যাজনাধ্যাপনাদি না করায় ধীরে ধীরে ব্রাহ্ম-ণাদিও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়।

উপরি কথিত টীকা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, একমাত্র উপনয়নসংস্কাররহিত হইলেই জাতিভ্রংশ ঘটে না। যদি পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে ঐরূপ ভাবে সকল ক্রিয়ার ও সকল সংস্কারাদির বিলোপ ঘটে, তাহা হইলেই তাহারা বৃষলপদ বাচ্য। ব্রাহ্মণের পক্ষে যাজনাধ্যাপন, বেদবিহিত কর্ম্মাতিক্রম, শাস্ত্রার্থে সংশয় এবং প্রায়শ্চিত্তে অনাস্থাই বৃষলত্ব।

ব্রাত্যতা (স্ত্রী) ব্রাত্যস্য ভাবঃ ধর্ম্মো বা। তল্-টাপ্। ব্রাত্যের ভাব বা ধর্ম্ম। ব্রাত্যত্ব।

ব্রাত্যব্রুব (পুং) আপনাকে ব্রাত্য বলিয়া ঘোষণাকারী।

(অথর্ব্ব ১৫।১৩।৬)

ব্রাত্যযাজক (পুং) ব্রাত্যের যজনকারী।

ব্রাত্যস্তোম (পুং) ব্রাত্যযোগ্যঃ স্তোমঃ। যজ্ঞভেদ। কাত্যায়ন-শ্রৌতসূত্রে ইহার চতুর্ব্বিধ কল্প দৃষ্ট হয়; যথাক্রমে তাহাদের বিবরণ বিবৃত হইয়াছে,—

সাধারণতঃ ত্রিপুরুষ পতিতসাবিত্রীকদিগকেই ব্রাত্য বলা হয়। ইহাদের প্রায়শ্চিত্তার্থ [illegible], ইহাতে আধানাদির কোন প্রয়োজন নাই, কেননা [illegible] ধর্মোক্ত ক্রিয়া নহে।

"ব্রাত্যস্তোমশ্চত্বারঃ"

'ব্রাত্যস্তোমসংজ্ঞকাশ্চত্বারঃ ক্রতবো ভবন্তি ব্রাত্যাঃ প্রসিদ্ধা এব ত্রিপুরুষং পতিতসাবিত্রীকাঃ। প্রায়শ্চিত্তার্থত্বাচ্চ লৌকিকে-ঽগ্নৌ ভবন্তি নহ্যেতৈরাধানং প্রযুজ্যতে অতদর্থত্বাৎ।'

(কাত্যা° শ্রৌতসূত্রভাষ্য)

"দ্বিতীয়ঃ উক্থঃ"

"ব্রাত্যগণস্য যে সম্পাদয়েয়ুস্তে প্রথমেন যজেরন্" সূ°

'যে ব্রাত্যা নৃত্যগীতবাদ্যশস্ত্রধারণাদৌ স্বয়ং প্রবীণাঃ সন্ত-উপদেষ্টারো ভূত্বা স্বাং বিদ্যাং ব্রাত্যসমূহস্য সম্পাদয়েয়ুঃ শিক্ষেয়ুঃ পাঠয়েয়ুঃ তে প্রথমেন যজেরন্'

দ্বিতীয় উক্থ যথা —

যে সকল ব্রাত্যগণ নৃত্য, গীত, বাদ্য ও শস্ত্রধারণ প্রভৃতি কার্য্যে সম্যক্ পাণ্ডিত্যলাভ করিয়া স্বয়ং উপদেষ্টা হইয়া স্বীয় স্বীয় বিদ্যা অন্য ব্রাত্যগণকে যথাযথভাবে শিক্ষাপ্রদান করেন, তাঁহারা প্রথম প্রকারে যজ্ঞসম্পন্ন করিবেন।

"দ্বিতীয়েন নিন্দিতা নৃশংসাঃ"

'যে নৃশংসা নিন্দিতা নৃভিস্মনুষ্যৈরভিশংসনেন পাপাধ্যা-রোপণেন নিন্দিতাঃ গর্হিতাঃ জ্ঞাতিভির্বহিষ্কৃতাঃ তে দ্বিতীয়েন যজেরন্' (কর্কঃ)

যে সকল নৃশংসব্যক্তি মনুষ্যের নিকট পাপী বলিয়া সতত নিন্দিত এবং স্বজাতিকর্ত্তৃক বিতাড়িত, তাহাদের প্রায়শ্চিত্তার্থ দ্বিতীয় প্রকারের যজ্ঞ অনুষ্ঠেয়।

"তৃতীয়েন কনিষ্ঠাঃ" কনিষ্ঠাঃ।

"জ্যেষ্ঠাশ্চতুর্থেন"

'জ্যেষ্ঠশব্দার্থমাহ—অপেতপ্রজননাঃ হবিরাহুত্যর্থীভবেয়াং যো নৃশংসতমঃ স্যাদ্দ্রব্যবত্তমো বানূচানতমো বা তস্য গার্হপত্যে দীক্ষেরন্'

কনিষ্ঠ অর্থাৎ যাহারা নিতান্ত লঘু তাহাদের তৃতীয় প্রকারে যজ্ঞানুষ্ঠান কর্তব্য।

জ্যেষ্ঠ অর্থাৎ যৌবনাপগমে বীর্যহীনতাপ্রযুক্ত প্রজননা-সমর্থ বৃদ্ধগণের মধ্যে যে অত্যন্ত ক্রুরকর্মা এবং যে দ্রব্যবত্তম অর্থাৎ দ্রব্যসংগ্রহণে সমর্থ অথবা যে অনূচানতম অর্থাৎ শিক্ষাদি ষড়ঙ্গবেদাধ্যয়নে পারদর্শী, তাহাদের পক্ষে গার্হপত্য (গৃহপতি বা গৃহস্থ কর্তৃক যাবজ্জীবনস্থায়ী সংস্কৃত) অগ্নিতে চতুর্থ প্রকারে যজ্ঞানুষ্ঠান বিধেয়।

ব্রাধ্, বৈদিক প্রয়োগ, সম্ভবতঃ বৃধ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। মহৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। (নিঘণ্টু ৩।১)

ব্রাধনত্তম (ত্রি) প্রবৃদ্ধতম। (ঋক্ ১।১৫০।১)

ব্রিশ্ (স্ত্রী) ১ অঙ্গুলীসমূহ। (নিঘণ্টু ২।৫) ২ পরস্পরবিশ্লিষ্ট।

"ব্রিশঃ বিশঃ পরস্পরবিশ্লিষ্টঃ।" (ঋক্ ১।১৩৪।৫ সায়ণ)

ব্রী, ১ প্রার্থনা, ক্র্যাদি° পরস্মৈ° সক° অনিট্। লট্ ব্রীণাতি, ব্রিণাতি। লঙ্ অব্রীণাৎ, অব্রিণাৎ। লিট্ বিব্রায়। লুট্ ব্রেতা। লৃট্ ব্রেষ্যতি। লুঙ্ অব্রৈষীৎ। সন্ বিব্রীষতি। যঙ্ বেব্রীয়তে। ব্রী-২ বৃতি। ৩ গতি। দিবাদি° আত্মনে° সক° অনিট্। লট্ ব্রীয়তে।

ব্রীড়, ১ লজ্জা। ২ প্রেরণ, ক্ষেপণ। দিবাদি° পরস্মৈ° সক° লজ্জার্থে অক° সেট্। ব্রীড্যতি। লিট্ বিব্রীড়। লুট্ ব্রীড়িতা। লুঙ্ অব্রীড়ীৎ।

ব্রীড় (পুং) ব্রীড় ভাবে ঘঞ্। ১ লজ্জা। (অমর)

ব্রীড়ন (ক্লী) ব্রীড়-ল্যুট্। লজ্জা।

"অথ মন্দাক্ষমন্দাক্ষং লজ্জা লজ্জা চ ত্রীড়না।

ব্রাড়ো ব্রাড়া ব্রীড়নঞ্চ লজ্জা পর্যায় ঈরিতঃ॥" (শব্দরত্না°)

ব্রীড়া (স্ত্রী) ব্রীড়) গুরোশ্চ হলঃ। পা ৩।৩।১০৩) ইত্ত অ-টাপ্। লজ্জা।

"প্রাতরুপাগতা মৃষা বদতঃ সখিনাস্য বিশতে ব্রীড়া।

মুখলগ্নোপি যোহয়ং ন লজ্জতে দগ্ধকালিকয়া॥"

(আর্য্যাসপ্তশতী ৩৫৭)

ব্রীড়াবৎ (ত্রি) ব্রীড়া বিদ্যতেঽস্য মতুপ্ মস্য ব। লজ্জা-বিশিষ্ট।

ব্রীস, বধ। চুরাদি° পক্ষে ভ্বাদি° সক° সেট্। লট্ ব্রীসয়তি। পক্ষে ব্রীসতি।

ব্রীহি (পুং) বর্দ্ধতি বৃদ্ধিং গচ্ছতীতি বৃহ-বৃদ্ধৌ (ইগুপধাৎ কিৎ। উণ্ ৪।১১৯) ইতি ইন্ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ধান্য মাত্র। আশুধান্য। ধান্যের সাধারণ নাম ব্রীহি। প্রাবৃট্ কালজাত আশুধান্য।

"বার্ষিকাঃ কাণ্ডিতাঃ শুক্লাঃ ব্রীহয়শ্চিরপাকিনঃ।

কৃষ্ণব্রীহিপাটলশ্চ কুক্কুটাণ্ডক ইত্যপি॥

শালামুখো জতুমুখ ইত্যাদ্যা ব্রীহয়ঃ স্মৃতাঃ।" (ভাবপ্র°)

বর্ষাকালে যে ধান্য জন্মে, তাহার নাম ব্রীহি, ইহার মধ্যে দগ্ধ কণ্ডন অর্থাৎ ছাটনযুক্ত ও শুক্লবর্ণ এবং এই ধান্য চিরপাকী অর্থাৎ বহু বিলম্বে পাকিয়া থাকে। ইহা কৃষ্ণব্রীহি, পাটল, কুক্কুটাণ্ডক, শালামুখ ও জতুমুখ ভেদে নানা প্রকার। যে ধান্যের তুষ ও চাউল কৃষ্ণবর্ণ, তাহার নাম কৃষ্ণব্রীহি, যাহার বর্ণ পাটল পুষ্প সদৃশ তাহাকে পাটল, এবং যাহার আকৃতি কুকড়ার ডিম্বের ন্যায় তাহাকে কুক্কুটাণ্ডক ব্রীহি, ও যাহার মুখ লাক্ষার ন্যায় রক্তবর্ণ, তাহাকে জতুমুখ ব্রীহি কহে। গুণ—মধুর, বিপাক, শীতবীর্য্য, ঈষৎ অভিষ্যন্দী, মলরোধক এবং ষষ্টিক ধান্যের গুণ সদৃশ। এই সকল ধান্যের মধ্যে কৃষ্ণব্রীহি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গুণযুক্ত। (ভাবপ্র°)

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় লিখিত আছে, শরৎকালে যে ধান পাকে, তাহাকে ব্রীহি কহে। পক্ব ব্রীহি ধান্য দ্বারা যজ্ঞ করিতে হয়। ধান্য পাকিলে তদ্দ্বারা প্রথমে নবান্ন শ্রাদ্ধ করিয়া ব্রাহ্মণ ও বন্ধুবান্ধবকে ভোজন করাইয়া পরে স্বয়ং ভোজন করিতে হয়। ব্রীহি ধান্যের অভাব হইলে শালি ধান্য দ্বারা ঐ সকল শ্রাদ্ধাদি করিবে।

"ব্রীহিভির্যজেত যবৈর্যজেত ইতি শ্রূয়তে। তত্র ব্রীহিপ্রয়োগে প্রতীতযবপ্রামাণ্যপরিত্যাগঃ অপ্রতীতযবপ্রামাণ্যকল্পনং।"

(একাদশীতত্ত্ব)

'ব্রীহ্যভাবে শালিধান্যেন কর্ম্ম কর্তব্যং' (তিথিতত্ত্ব)

ব্রীহিক (ত্রি) ব্রীহিরস্ত্যস্যেতি ব্রীহি (ব্রীহ্যাদিভ্যশ্চ। পা ৫।২।১১৬) ইতি ঠন্। ধান্যবিশিষ্ট।

ব্রীহিকাঞ্চন (পুং) ব্রীহিঃ কাঞ্চনমিব অভিধানাৎ পুংস্ত্বম্। মসুর। (ত্রিকা°)

ব্রীহিতুণ্ডিকা (স্ত্রী) দেবধান্য, দেধান। (বৈদ্যকনি°)

ব্রীহিদ্রোণ (পুং) গুল্মভেদ।

ব্রীহিদ্রৌণিক (ত্রি) ১ ব্রীহিদ্রোণসম্বন্ধীয়। ২ ব্রীহিদ্রোণ-ব্যবসায়ী।

ব্রীহিন্ (ত্রি) ব্রীহিরস্ত্যস্যেতি ব্রীহি (ব্রীহ্যাদিভ্যশ্চ। পা ৫।২।১১৬) ইতি ইনি। ব্রীহিযুক্ত ক্ষেত্রাদি।

ব্রীহিপর্ণিকা [ণী] (স্ত্রী) ব্রীহেঃ পর্ণমিব পর্ণমস্যাঃ ঙীষ্। শালপর্ণী। (রাজনি°)

ব্রীহিভেদ (পুং) ব্রীহের্ভেদঃ। ধান্তবিশেষ, চীনাক, চীনা ধান। পর্য্যায় অণু। (অমর)

ব্রীহিমৎ (ত্রি) ব্রীহি অস্ত্যর্থে মতুপ্। ব্রীহিবিশিষ্ট।

ব্রীহিমত (পুং) অনিয়তবৃত্তিজীবী সম্প্রদায়বিশেষ। (পা ৫।৩।১১৩)

ব্রীহিময় (পুং) ব্রীহেঃ পুরোডাশঃ ব্রীহিঃ (ব্রীহেঃ পুরোডাশে। পা ৪।৩।১৪৮) ইতি ময়ট্। ব্রীহিনির্ম্মিত পুরোডাশ, চাউলের পিটা। (ত্রি) ২ ব্রীহ্যাত্মক, ব্রীহিস্বরূপ।

"শ্রূয়তে হি পুরাকল্পে নৃণাং ব্রীহিময়ঃ পশুঃ।
যেনাযজন্ত যজ্বানঃ পুণ্যলোকপরায়ণাঃ॥" (ভারত ১৩।১১৫।৫৬)

ব্রীহিমুখ (ক্লী) ব্রীহের্ম্মুখমিব মুখং যস্ত। ব্যধনার্থ ব্রীহিমুখাকার মুখবিশিষ্ট শস্ত্র। এই শস্ত্রের ছয় আঙ্গুল আয়ত, দুই আঙ্গুল বৃত্ত ও চারি আঙ্গুল ফল করিতে হয়। (সুশ্রুতস্° ৩৮ অ°)

ব্রীহিরাজক (পুং) ব্রীহীণাং রাজা টচ্ সমাসান্তঃ। ততঃ কন্। কঙ্গুধান্ত, চীনাকধান্ত, চীনাধান। (মেদিনী)

ব্রীহিরাজিক (পুং) চীনাকধান্ত, কঙ্গুধান্ত।

ব্রীহিল (ত্রি) ব্রীহি-ইলচ্ মত্বর্থে। ব্রীহিবিশিষ্ট। (পা ৫।২।১১৭)

ব্রীহিবেলা (স্ত্রী) শরৎকাল। (লাট্যা° ৮।৩।৭)

ব্রীহিশ্রেষ্ঠ (পুং) ব্রীহিষু শ্রেষ্ঠঃ। শালিধান্ত। (রাজনি°)

ব্রীহ্যগার (ক্লী) ব্রীহীনামগারম্। ধান্তগৃহ, ধানের গোলা, যেখানে ধান রাখা হয়। পর্য্যায় কুশূল। (ত্রিকা°)

ব্রীহ্যপূপ (পুং) ব্রীহিনির্ম্মিতঃ অপূপঃ। ব্রীহিনির্ম্মিত পিষ্টক, চাউলের পিঠা। (কাত্যা° শ্রৌ° ৪।১১।৮)

ব্রীহ্যগ্রয়ণ (ক্লী) প্রথমোৎপন্ন ব্রীহিশীর্ষ যেবার্থে অর্পণ। (কাত্যা° শ্রৌ° ১।৮।৩)

ব্রীহ্যুর্ব্বরা (স্ত্রী) ধান্তক্ষেত্র। (লাট্যায়ন ৮।৩।৪)

ব্রুড়, ১ সংবৃতি। ২ সংহতি। ৩ মজ্জন। তুদাদি° কুটাদি° পরস্মৈ° সক° অক° সেট্। লট্ ব্রুড়তি। লিট্ বুব্রোড়। লুঙ্ অব্রুড়ীৎ।

ব্রুস (স্ত্রী) বধ, হিংসা। চুরাদিপক্ষে ভ্বাদি° সক° সেট্ লট্ ব্রুসয়তি পক্ষে ব্রুসতি। লুঙ্ অব্রুসীৎ, অবুব্রুসৎ।

ব্রৈণী (স্ত্রী) গমনশীল মেঘোদরস্থিত জল। "ব্রৈণীনাং ত্বা পত্মন্" (শুক্লযজু° ৮।৫৮) 'ব্রৈণীনাং ব্রজতো মেঘস্ত উদরে শেরতে তা ব্রৈণ্যঃ মেঘোদরস্থা আপঃ'। (মহীধর)

ব্রৈহ (ত্রি) ব্রীহেরবয়বো বিকারো বা (ব্রীহিবিল্বাদিভ্যো অণ্। পা ৪।৩।১৩৬) ইত্যণ্। ব্রীহিনির্ম্মিত।

ব্রৈহিমত্য (পুং) অনিয়ত বৃত্তিজীবী জাতিবিশেষ। (পা ৫।৩।১১৩)

ব্রৈহেয় (ত্রি) ব্রীহীনাং ভবনং ক্ষেত্রং ব্রীহি (ব্রীহিশাল্যোর্ঢক্। পা ৫।২।২) ইতি ঢক্। আশুধান্তোপযুক্ত ভূম্যাদি।

ব্লুগ্, ব্রঙ্গ, বৈদিক গত্যর্থক। (ঋক্ ১।১৩৩।১)

ব্লী, ১ গতি, ২ বৃতি। ক্র্যাদি° প্বাদি° পরস্মৈ° সক° অনিট্। লট্ ব্লিনাতি। লিট্ বিব্লায়, বিব্লিয়তুঃ। লুট্ ব্লেতা। লৃট্ ব্লেষ্যতি। লুঙ্ অব্লৈষীৎ। সন্ বিব্লীষতি। যঙ্ বেব্লীয়তে, বেব্লয়ীতি বেব্লেতি। ণিচ্ ব্লেপয়তি। লুঙ্ অবিব্লিপৎ, ক্ত, ব্লীন।

ব্লেক্ষ্, দর্শনার্থ। ব্লেক্ষয়তি, ব্লেক্ষাপয়তি।

113-XX

শ

শ, তালব্য শকার, এই শকার শবর্গের প্রথমবর্ণ, ব্যঞ্জনের ত্রিংশদ্ বর্ণ। ইহাকে উষ্মবর্ণ কহে। ইহার উচ্চারণস্থান তালু। ইহার উচ্চারণে আভ্যন্তর প্রযত্ন, বাহ্যপ্রযত্ন বিবার, শ্বাস ও ঘোষ, ইহা মহাপ্রাণ। ইহার বাচক শব্দ শ, সব্য, কামরূপী, কামরূপ, মহামতি, সৌধা, কুমার, অগ্নি, শ্রীকণ্ঠ, বৃষকেতন, বৃষঘ্ন, শয়ন, শান্তা, সুভগা, বিন্দুলিঙ্গিনী, মৃত্যু, দেব, মহালক্ষ্মী, মহেন্দ্র, কুলকৌলিনী, বাহ, হংস, বিঘ্নহৃত্, হৃদ, অনঙ্গ, অঙ্কুশ, খল, বামোরু, পুণ্ডরীকাত্মা, কান্তি ও কল্যাণবাচক।

"শঃ সব্যশ্চ কামরূপী কামরূপো মহামতিঃ।
সৌধানামা কুমারোঽগ্নি শ্রীকণ্ঠো বৃষকেতনঃ॥
বৃষঘ্নঃ শয়নং শান্তা সুভগা বিন্দুলিঙ্গিনী।
মৃত্যুর্দেবো মহালক্ষ্মী র্মহেন্দ্রঃ কুলকৌলিনী॥
বাহুর্হংসো বিঘ্নহৃৎ হৃদনঙ্গাঙ্কুশঃ খলঃ।
বামোরুঃ পুণ্ডরীকাত্মা কান্তিঃ কল্যাণবাচকঃ॥"
(যোগিনীতন্ত্র ৩৩ পটল)

বর্ণমালাতন্ত্রে ইহার লিখনপ্রণালীর এইরূপ উল্লেখ আছে যে, প্রথমতঃ বামদিকে ও পরে দক্ষিণদিকে কুঞ্চিত রেখা করিয়া অধোদিকে গবাকৃতি সদৃশ করিয়া তাহাকে উর্দ্ধদিকে টানিয়া একটী মাত্রা দিতে হইবে। এই মাত্রাটী ভবানীস্বরূপা এবং ইহার অন্যান্য রেখাগুলিতে বহ্নি, চন্দ্র ও দিবাকর বিদ্যমান।

"কুঞ্চিতা বামতো দক্ষগতা চ গোকৃতিস্ততঃ।
পুনরূর্দ্ধগতা তাসু বহ্নিচন্দ্রদিবাকরাঃ।
মাত্রা ভবানী বিজ্ঞেয়া ধ্যানমস্য প্রচক্ষতে॥" (বর্ণোদ্ধারতন্ত্র)

শকারের ধ্যান—

"শকারং পরমেশানি! শৃণু বর্ণং শুচিস্মিতে।
রক্তবর্ণপ্রভাকারং স্বয়ং পরমকুণ্ডলী॥
চতুর্বর্গপ্রদং দেবি শকারং ব্রহ্মবিগ্রহম্।
পঞ্চদেবময়ং বর্ণং পঞ্চপ্রাণাত্মকং প্রিয়ে॥
রজঃসত্ত্বতমোযুক্তং ত্রিবিন্দুসহিতং সদা।
ত্রিশক্তিসহিতং বর্ণ আত্মাদিতত্ত্বসংযুতম্॥" (কামধেনুতন্ত্র)

মাতৃকা ন্যাসে হৃদাদি দক্ষ করে এই বর্ণের ন্যাস করিতে হয়।
"শং হৃদাদি দক্ষ করে" (তন্ত্রসার)
কাব্যের আদিতে এই শব্দ প্রয়োগ করিলে সুখ হইয়া থাকে।

"শঃ সুখং সন্ত খেদম্" (বৃত্তরত্না° টীকা)

শ (পুং) ১ শিব। ২ শস্ত্র। (শব্দরত্না°) (স্ত্রী) ৩ শুভ, কল্যাণ, মঙ্গল।°

"ন চ হর্ম্ম্যে বনে শং মে দীর্ঘিকায়াং ন পর্বতে।"
(দেবীভাগবত ৩।১৮।৭)

শং (অব্য°) কল্যাণ, মঙ্গল।

"যঃ কীর্ত্তো ভবতো বভো নৃপগুণৈর্যঃ শং তনুঃ শঙ্করঃ।"
(রাজেন্দ্রকর্ণপূর ৫১) ২ শুভ। ৩ শান্ত। (শব্দরত্না°)

শংব (ত্রি) সামভেদ।

শংযু (ত্রি) শং শুভমস্ত্যাস্তীতি (শংকংভ্যাং বভযুস্তিতুতয়সঃ। পা ৫।২।১৩৮) ইতি যুস্। শুভান্বিত, শুভযুক্ত।

"কুর্ব্বাণা পশ্যতঃ শংযূন্ প্রণয়িনী সুহাসাননা।" (ভট্টি ৪।১৮)

(পুং) ২ বৃহস্পতির অপত্য ঋষিভেদ। ইনি ঋগ্বেদের ৬।৪৪-৪৬ ও ৪৮ সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা। ৩ সপভেদ। ৪ বৃহস্পতিপুত্র অগ্নি বিশেষ। (ভারত ৩।২১৮।২)

শংযুবাক (পুং) ১ প্রতিকৃতি, প্রতিচ্ছবি, অবিকল গঠন। ২ পশু হননরূপ যাগভেদ। (আশ্ব শ্রৌ° ১।৫।২৬)

শংযোর্বাক (পুং) পবিত্রমূর্ত্তি গঠন।

শংব (ত্রি) শং (কংশংভ্যামিতি। পা ৫।২।১৩৮) ইতি ব। ১ শুভান্বিত। (ত্রি পুং) ২ মুষলাগ্রস্থিত লৌহমণ্ডলক। ৩ বজ্র। (ধরণি)

শংবদ (পুং) শং বদতীতি (শমি ধাতোঃ সংজ্ঞায়াং। পা ৩।২।১৪) শং-বদ-অচ্। কল্যাণবাদী, শুভবাদী।

শংবর (ক্লী) শং বৃণোতীতি বৃ-অচ্। জল। (অমর)

শংবূক (পুং) শম্বূক।

শংস্ ১ হিংসা। ২ স্তুতি, প্রশংসা। ৩ কথন। ৪ দুর্গতি। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। ক্ত্বা প্রত্যয় বিকল্পে ইট হয়। লট্ শংসতি। লিট্ শশংস। [illegible] শংসিতা। লৃট্ শংসিষ্যতি। আশীর্লিঙ্ শস্যাৎ। [illegible] অশংসীৎ, অশংসিষ্টাং, অশংসিষুঃ। সন্ শিশংসিষতি। [illegible] শাশস্যতে। যঙ্লুক্ শাংশস্তি, ণিচ্ শংসয়তি। লুঙ্ অশশংসৎ। ক্ত্বা শশংসিত্বা, শস্ত্বা। ক্ত-শংসিত। আ-শংস আশংসা, ইচ্ছা, ভ্বাদি° আত্মনে°। লট্ আশংসতে। প্র-শংস—প্রশংসা।

শংসথ (পুং) সংভাষণ।

"স চেতসো ভবতু সংসথে জনঃ" (পার° গৃ° ৩।১৩)

শংসন (ক্লী) শংস-ল্যুট। ১ হিংসন। ২ কথন। ৩ প্রার্থনা।

শংসনীয় (ত্রি) শংস-অনীয়র্। ১ হিংসনীয়। ২ কথনীয়। ৩ প্রার্থনীয়।

শংসিত (ত্রি) শংস-ক্ত। ১ নিশ্চিত। (হলায়ুধ) ২ হিংসিত। ৩ স্তুত।

"ব্রাহ্মণাশ্চ মহাত্মানঃ সোমপাঃ শংসিতব্রতাঃ।" (ভা° ১।১১।১৫)

৪ সূচিত। ৫ বাঞ্ছিত। ৬ অনুষ্ঠিত।

শংসা (স্ত্রী) শংস-অ-স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ বাক্য। ২ বাঞ্ছা। (মেদিনী) ৩ প্রশংসা। (শব্দরত্না°)

শংসিন্ (ত্রি) শংস-ইনি। ১ সূচক। ২ জ্ঞাপক, জ্ঞাপনকারক। ৩ কথক। ইহা প্রায়ই উপপদ পূর্ব্বক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা শুভশংসী ইত্যাদি।

শংস্তৃ (পুং) শংস (তৃণ-তৃচৌ শংসিক্ষদাদিভ্যঃ সংজ্ঞায়াং চানিটৌ। উণ্ ২।৯৪) ইতি তৃণ্। যদ্বা ছন্দসি (প্রসিতস্কভিতস্তভিতেতি। পা ৭।২।৩৪) ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ স্তোতা। ২ হোতা। ৩ প্রশস্তা। "উত সংস্তা সুবিপ্রঃ" (ঋক্ ১।১৬২।৫) 'শংস্তা প্রশস্তা' (সায়ণ)

শংস্তব্য (ত্রি) মঙ্গলার্থ স্তবনীয়, মঙ্গলকামনায় যে স্তব করা যায়।

শংস্থ (ত্রি) শং শুভে তিষ্ঠতীতি শংস্থা-ক (সুঃ ক চ। পা ৩.২।৭৭) শুভান্বিত।

শংস্থা (স্ত্রী) শংস্থা-কিপ্। শুভযুক্ত, শুভান্বিত।

শংস্য (ত্রি) শংস-ণ্যৎ (ঋদুপধাচ্চাকৃপিচৃতেঃ ণ্যতঃ। পা ৩।১।১১৪) ইত্যাদ্যনাত্তঃ। ১ হিংস্য, হিংসার যোগ্য। ২ স্তুত্য।

শক, ১ শক্তি। ২ মর্ষণ। স্বাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ শকোতি, শক্নুতঃ শক্নুবন্তি। লিঙ্ শক্নুয়াৎ। লঙ্ অশক্নোৎ। লিট্ শশাক। শেকিথ, শশকথ, শেকে। লুট্ শক্তা। লৃট্ শক্ষ্যতি। লুঙ্ অশকৎ। সন্ শিক্ষতি। যঙ্ শাশক্যতে। যঙ্লুক্ শাশকীতি, শশক্তি। ণিচ্ শাকয়তি। লুঙ্ অশীশকৎ।

শক শক্তি দিবাদি° উভয়° সক° সেট্। লট্ শক্যতি-তে। "শক্যতি শক্যতে দুঃখং দীনঃ" (দুর্গাদাস)

শকি শকধাতু, ১ ত্রাস, ভয়। ২ শঙ্কা, সংশয়ারোপ। ভ্বাদি° আত্মনে° ত্রাসার্থে অক° শঙ্কার্থে সক° সেট্।

ইদিৎ ধাতুর উত্তর নুমাগম হয়। লট্ শঙ্কতে। লিট্ শশঙ্কে। লুট্ শঙ্কিতা। লুঙ্ অশঙ্কিষ্ট, অশঙ্কিষাতাং, অশঙ্কিষত। সন্ শিশঙ্কিষতে। যঙ্ শাশঙ্ক্যতে। যঙ্ লুক্ শাশঙ্ক্তি ণিচ্ শঙ্কয়তি। লুঙ্ অশশঙ্কৎ। আ-শক—আশঙ্কা।

শক (পুং) শক-অচ্। ১ জাতিভেদ, শকজাতি। [ভারতবর্ষ শব্দে শকাধিকার ও শাকশব্দ দ্রষ্টব্য।] ২ নৃপভেদ। (মেদিনী) ৩ ম্লেচ্ছজাতিবিশেষ। পদ্মপুরাণের স্বর্গখণ্ডে সগরোপাখ্যানে লিখিত আছে যে, রাজা সগর শকরাজের মস্তকার্দ্ধ মুণ্ডন করিয়া বেদবাহ্য করিয়াছিলেন, এই জন্য তিনি ম্লেচ্ছ হইয়াছিলেন। তাহার বংশধরগণ ম্লেচ্ছজাতি মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল।

"ততঃ শকান্ সযবনান্ কাম্বোজান্ পারদাংস্তথা।
পহ্লবাংশ্চাপি নিঃশেষান্ কর্ত্তুং ব্যবসিতো নৃপঃ॥
সগরস্তাং প্রতিজ্ঞান্তু নিশম্য সুমহাবলঃ।
ধর্ম্মং জঘান তেষাঞ্চ বেশানন্যাংশ্চকার হ॥
অর্দ্ধং শিরঃ শকানান্তু মুণ্ডয়ামাস ভূপতিঃ।
যবনানাং শিরঃ সর্ব্বং কাম্বোজানামপি দ্বিজঃ॥"
(পদ্মপু° স্বর্গখ° ১৫ অ°)

৪ দেশভেদ। (বিশ্ব) [শাকদ্বীপ দেখ।]

শকচেল্ল একজন প্রাচীন কবি।

শকট (পুংক্লী) শক্নোতি ভারং বোঢ়ুমিতি শক (শকাদিভ্যোঽটন্। উণ্ ৪।৮১) ইতি অটন্। যানবিশেষ, চলিত গাড়ী। পর্য্যায়—অন, অক্ষ। (শব্দরত্না°) ২ অসুরবিশেষ, শকটাসুর। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই অসুরকে বধ করেন। এই অসুর শকটাকৃতি ছিল, এই জন্য ইহার নাম শকটাসুর হইয়াছিল। (ভাগবত ১০।৭ অ°)

৩ দ্বিসহস্র পল পরিমাণ, পর্য্যায় ভার, আচিত, শাকটীন, শলাট। (হেম) ৪ তিনিশ বৃক্ষ। (রাজনি°) ৫ ব্যূহবিশেষ। এই ব্যূহ শকটাকৃতি করিয়া রচনা করা হয়, এই জন্য ইহার নাম শকটব্যূহ।

"দণ্ডব্যূহেন তন্মার্গং যায়াৎ তু শকটেন বা।" (মনু ৭।১৮৭)

[এই ব্যূহের বিবরণ ব্যূহ শব্দে দ্রষ্টব্য]

৫ রোহিণী নক্ষত্র। (বৃহৎস° ২৪।৩০)

শকটবিল (পুং) জলকুক্কুট।

শকটহন্ (পুং) শকটং হন্তীতি হন-কিপ্। শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ এই অসুরকে বধ করেন, এই জন্য ইনি শকটহা নামে খ্যাত। (ভাগবত ১০।৭ অ)

শকটাঙ্গজ, শাকটায়নের নামান্তর।

শকটার (পুং) মহারাজ নন্দের মন্ত্রী।

শকটাল (পুং) মহারাজ নন্দের মন্ত্রিভেদ।

শকটাবিল (পুং) জলচরপক্ষীভেদ।

শকটাহ্বা (স্ত্রী) শকটমিতি আহ্বা যস্যাঃ। রোহিণী নক্ষত্র। এই নক্ষত্র শকটাকৃতি।

শকটি [টী] শকটশব্দার্থ।

শকটিক (ত্রি) শকটসম্বন্ধীয়।

শকটিকা (স্ত্রী) ক্ষুদ্র শকট, খেলিবার ছোট গাড়ী।

শকটিন্ (ত্রি) শকটাধিকারী, শকটবান্।

শকটায় শবর, একজন প্রাচীন কবি।

শকট্যা (স্ত্রী) শকটানাং সমূহঃ (পাশাদিভ্যো যঃ। পা ৪।২।৪৯১ ইতি শকট-য-টাপ্। শকটসমূহ।

শকধূম (পুং) গোময়াগ্নির ধূম।

শকন্ (ক্লী) শকৃৎ, বিষ্ঠা।

শকনি (পুং) শকারিলিপি, বিক্রমাদিত্যানুমোদিত তাম্রশাসন, শিলালিপি প্রভৃতি।

শকন্ধি (পুং) ঋষিভেদ। (পা ৪।১।১২৩)

শকন্ধু (পুং) শকানাং অন্ধুঃ শকন্ধ্বাদিত্বাৎ অকারলোপঃ। শকদিগের কূপ।

শকপিণ্ড (পুং) শকস্ত পিণ্ডঃ। বিষ্ঠার পিণ্ড, গোময় পিণ্ড। "পায়ুনা কৃষাহকপিণ্ডৈঃ" (শুক্লযজুঃ ২৫।৭) 'শকপিণ্ডৈঃ শকো বেগে ধ্বপে বিদি। বিদি বিষ্ঠায়াং শকস্ত বিষ্ঠায়াঃ পিণ্ডৈঃ' (মহীধর)

শকপূর্ণ (পুং) ঋষিভেদ।

শকপূত (পুং) ১ ঋষিভেদ। ইনি ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ১৩২ সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা। ২ গোময় দ্বারা পবিত্র।

শকম্ (অব্য) সুখরূপ।

শকময় (ত্রি) ১ গোময়যুক্ত। ২ গোময়সম্ভূত।
(ঋক্ ১।১৬৪।৪৩ সায়ণ)

শকম্ভর (ত্রি) গোময়পূর্ণ দ্রব্য, যাহাতে গোময় রাখা যায়।

শকর (ক্লী) শকল, খণ্ড। (শত° ব্রা° ১৪।৩।১।৩২)

শকল (ক্লী) শক্নোতীতি শক (শকিশম্যোর্ণিৎ। উণ্ ১।১১১) ইতি কল। ১ বল্ক। ২ খণ্ড, টুকরা।

"অথাবকারং গিরিগহ্বরাণাং
দংষ্ট্রাময়ূখৈঃ শকলানি কুর্ব্বন্।" (রঘু ২।৪৬)

৩ রাগবস্তু। ৪ বল্কল। (মেদিনী) ৫ শল্ক, আঁইশ। (পুং) ৬ খণ্ড। ৭ একদেশ।

"প্রতিগৃহ্য পুটেনৈব পাণিনা শকলেন বা।" (মনু ৬।২৮)

শকলবৎ (ত্রি) শকল অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্ত ব। শকলযুক্ত, খণ্ডবিশিষ্ট।

শকলিন্ (পুং) শকলমস্ত্যস্তীতি ইনি। মৎস্য। (অমর)

শকলেন্দু (পুং) অপূর্ণেন্দু, যে চন্দ্রের ষোলকলা পূর্ণ হয় নাই।

শকলোষ্ট (পুং) গোময় গোলক।

শকল্যেষিন্ (ত্রি) কাষ্ঠখণ্ড প্রাপ্তেচ্ছু। (অথর্ব্ব ১।২৫।২)

শকবর্ম্মন্ (পুং) একজন কবি।

শকবৃদ্ধি (পুং) অনৈক ঋষিভেদ।

শকসংবৎ, শকাব্দ। [সংবৎ দেখ।]

শকাদিত্য (পুং) রাজভেদ, শালিবাহন রাজা।

শকান্তক (পুং) শকস্ত জাতিবিশেষস্ত অন্তকঃ। বিক্রমাদিত্যরাজা।

শকাব্দ (পুং) শকরাজ প্রচলিত বৎসর।
[সংবৎসর শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

শকার (পুং) রাজার শ্যালক, রাজার অনূঢ়া পত্নীর ভ্রাতা, রাজার অবিবাহিতা অর্থাৎ রক্ষিতা পত্নীর ভ্রাতা নাটকাদিতে শকার নামে অভিহিত হয়। এই শকার মদ ও মূর্খতাভিমানী, এবং ঐশ্বর্য্যসংযুক্ত, ইহারা নাট্যাদিবর্ণনের অতি অধম সহায়।

"মদমূর্খতাভিমানী দুষ্কুলতৈশ্বর্য্যসংযুক্তঃ।
সোহয়মনূঢ়ভ্রাতা রাজ্ঞঃ শ্যালঃ শকার ইত্যুক্তঃ॥"
"তথা শকার চেটাদ্যা অধমাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥"
(সাহিত্যদ° ৩।৮৪-৮৫)

শ-স্বরূপ কার। ২ শ স্বরূপবর্ণ শকার।

শঁকারবকার (দেশজ) অকথ্য অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ।

শকারি (পুং) শকস্ত ম্লেচ্ছজাতিবিশেষস্ত অরিঃ। উজ্জয়িনী দেশাধিপতি রাজা বিক্রমাদিত্য।

'সাহসাঙ্কঃ শকারিঃ স্যাদ্বিক্রমাদিত্য ইত্যপি।' (জটাধর)

শকারিলিপি (পুং) ভারতের প্রাচীন লিপিভেদ।

শকুন (ক্লী) শক্নোতি শুভাশুভং বিজ্ঞাতুমনেনেতি শক (শকে রুনোন্তোন্তানয়ঃ। উণ্ ৩।৪৯) ইতি উন্। শুভাশুভসূচক লক্ষণ, শুভশংসিনিমিত্ত। যে চিহ্ন দেখিলে শুভ বা অশুভ জানিতে পারা যায়, তাহাকে শকুন কহে, যথা বাহুস্পন্দন বা কাকোলূকাদি। শকুনশাস্ত্রে লিখিত আছে যে দক্ষিণবাহুস্পন্দিত হইলে স্ত্রী লাভ হয়, সুতরাং দক্ষিণবাহুস্পন্দন শুভ শকুন। এইরূপ যে নিমিত্তদ্বারা শুভবিষয় অবগত হওয়া যায়, তাহাকে শুভশকুন এবং অশুভ বিষয় অবগত হইলে তাহাকে অশুভশকুন কহে। কোন কার্য্যে গমন করিবার সময় বা কোন কার্য্য করিবার কালে শুভাশুভ শকুন অবগত হইয়া তাহা করা আবশ্যক।

"কীর্ত্তনাৎ শ্রবণতো বিলোকনাৎ
স্পর্শনাৎ সমোহধিকং সমোত্তমম্।
মঙ্গলায় দধিচন্দনাদিকং
স্যাৎ প্রবাসভবনপ্রবেশয়োঃ॥" (বসন্তরাজশাকুন)

প্রবাসগমন বা নবগৃহপ্রবেশকালে দধিচন্দনাদি মঙ্গল দ্রব্যের কীর্ত্তন, শ্রবণ, দর্শন ও স্পর্শন উত্তরোত্তর অধিক ফলদায়ক হইয়া থাকে।

বসন্তরাজশাকুনে শুভাশুভ শাকুনের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

শুভশকুন—দধি, ঘৃত, দূর্ব্বা, আতপতণ্ডুল, পূর্ণকুম্ভ, সিদ্ধার্থ,

শ্বেত সর্ষপ, চন্দন, দর্পণ, শঙ্খ, মাংস, মৎস্য, মৃত্তিকা, গোরোচনা, গোময়, দেবমূর্ত্তি, বীণা, ফল, উদাসন পুষ্প, অঞ্জন, অলঙ্কার, অস্ত্র, তাম্বুল, যান, আসন, শরাব, ধ্বজ, ছত্র, ব্যজন, বস্ত্র, পদ্ম, ভৃঙ্গার, (ঝারি) প্রজ্জ্বলিত বহ্নি, হস্তী, ছাগ, কুশ, চামর, রত্ন, স্বর্ণ, রূপ্য, তাম্র, বস্ত্র, মেষ, ঔষধি, মদ্য ও নূতন পল্লব এই ৫০টী দ্রব্য দর্শন বা স্পর্শ করিয়া গমন করিলে শুভ হইয়া থাকে, যাত্রা করিয়া গমনকালে দক্ষিণদিকে এই সকল দ্রব্য দেখিলে যাত্রায় শুভ হইয়া থাকে।" সুতরাং ইহা শুভশকুন।

যাত্রাকালে যদি গান্ধার ও ষড়জ প্রভৃতি রাগে ও গম্ভীর মনোহর স্বরে বাদ্যমান বাদিত্র, বেদধ্বনি, নৃত্য গীত প্রভৃতি শ্রুত হওয়া যায়, তাহা হইলে শুভ হইয়া থাকে। গমন সময় যদি কেহ শূন্য কলসী লইয়া পথিকের সহিত গমন করে এবং ঐ কলসী পূর্ণ করিয়া প্রত্যাগমন করে, তাহা হইলে পথিকও কৃতকার্য্য হইয়া নির্ব্বিঘ্নে পুনরাগমন করে। যাত্রাকালে গণ্ডূষ জলদ্বারা কুলি করিলে যদি অকস্মাৎ কিঞ্চিৎ জল গলাধঃকরণ হয়, অভীষ্ট কার্য্য সিদ্ধি ও সুখ লাভ হয়।

অশুভশকুন—অঙ্গার, ভস্ম, কাষ্ঠ, রজ্জু, কর্দ্দম, পিণ্যাক, কার্পাস, তুষ, অস্থি, বিষ্ঠা, মলিনব্যক্তি, লোহ, আবর্জ্জনারাশি, কৃষ্ণধান্য, প্রস্তর, কেশ, সর্প, ঔষধ, তৈল, গুড়, চর্ম্ম, বসা, শূন্য-ভাণ্ড, লবণ, তৃণ, তক্র, অর্গল, শৃঙ্খল, বৃষ্টি ও বায়ু এই ৩০টী দ্রব্য যাত্রাকালে অপ্রশস্ত। এই সকল দ্রব্য দর্শন করিয়া গমন করিলে অশুভ হইয়া থাকে।

যদি যাত্রা করিয়া যানারোহণকালে পাদস্খলন হয়, অথবা যান পলায়ন করে, কিংবা বহির্গমন কালে দ্বারে অভিঘাত হয়, তাহা হইলে গমনকর্ত্তার প্রস্থানে বিঘ্ন হইয়া থাকে। মার্জ্জারযুদ্ধ, মার্জ্জারশব্দ, কুটুম্বের পরস্পর বিবাদ, যাত্রাকালে এই সকল দর্শন করিয়া যাত্রা করিবে না। নূতন গৃহে প্রবেশকালে শবদর্শন হইলে মৃত্যু অথবা মহৎ রোগ হইয়া থাকে। কিন্তু যাত্রাকালে রোদন-শব্দহীন শবদর্শন হইলে সেই যাত্রাতে সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধি হয়।

এই সকল শুভাশুভ শকুন দেখিয়া শুভকার্য্য উচিত। ইহা ভিন্ন শাকুনদীপিকায় দ্বিপদ শকুনের বিষয় এরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

"অথাভিধাস্যে দ্বিপদেষু তাবৎ
প্রধানভাবাৎ শকুনং নরাণাম্।
নৈমিত্তিকং যৎ প্রতিভাষ্য সর্ব্বং
ফলং শুভাশোভনয়ো ব্রবীতি॥" (শাকুনদীপিকা)

যে সকল নিমিত্ত দেখিয়া যাত্রাকালেও শুভাশুভ কার্য্যের শুভাশুভ ফল বলিতে পারা যায়, তাদৃশ দ্বিপদ শকুনের বিষয় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

গমন সময় অথবা আগমন কালে যদি অতিশয় সুন্দর, শুক্ল বস্ত্র ও শুক্ল মাল্যধারী পুরুষ বা স্ত্রী দর্শন হয়, তাহা হইলে কার্য্য সিদ্ধি হইয়া থাকে। রাজা, হৃষ্ট ব্রাহ্মণ, বেশ্যা, কুমারী, বন্ধু, সুবেশ মনুষ্য, অশ্বারূঢ় বা গজারূঢ় ব্যক্তি যাত্রাকালে দেখিলে শুভ হইয়া থাকে। শ্বেতবস্ত্রধারিণী, শ্বেতচন্দনলিপ্তা এবং যে নারী শ্বেতমাল্য মস্তকে ধারণ করিয়াছে, ও সন্তুষ্ট চিত্তা এবং গৌরবর্ণা নারী যাত্রাকালে দেখিলে অভীষ্ট কার্য্য সিদ্ধ হয়। ছত্রধারী, শুক্লবস্ত্রপরিধায়ী, পুষ্প ও চন্দনাদি দ্বারা চিত্রিতাঙ্গ, ভোজন কার্য্যে নিযুক্ত ও পাঠ নিরত ব্রাহ্মণকে যাত্রা-কালে দর্শন করিলে সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধ হয়। যাহার গমন সময়ে নর বা নারী ফল হস্তে করিয়া সম্মুখে আগমন করে, তাহার অভিলষিত কার্য্য সত্বর সিদ্ধ হয়।

যাত্রাকালে হৃতসর্ব্বস্ব, অপমানিত, অঙ্গহীন, নগ্ন, অন্ত্যজ, তৈলপ্রলিপ্ত, রজস্বলা, গর্ভবতী, রোদনকারিণী, মলিনবেশ-ধারী, উন্মত্ত, বিধবা, দীন, শত্রু, মুক্তকেশ, উষ্ট্র বা গর্দ্দভস্থিত-সন্ন্যাসী ও নপুংসক এই সকল দেখিলে দুঃখ ও অভিলষিত কার্য্য সিদ্ধ হয়। কৃষ্ণবস্ত্রধারিণী, কৃষ্ণবর্ণ লেপনযুক্তা এবং যে নারী কৃষ্ণবর্ণমাল্য মস্তকে ধারণ করিয়াছে ঐ রূপ নারী অথবা কৃষ্ণবর্ণা কুপিতা রমণী যাত্রাকালে দেখিলে যাত্রায় বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে।

যাহার গমনকালে পৃষ্ঠদেশে কিংবা অগ্রভাগে দণ্ডায়মান অন্য কোন ব্যক্তি "গমন কর" এইরূপ বাক্য বলে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির সকল প্রকার মঙ্গল, সন্তোষ ও অর্থ লাভ হইয়া থাকে। শত্রুবধার্থ যাত্রাকালে যদি সেই সময় মার, কাট, ভেদকর ইত্যাদি শব্দ হয়, তাহা হইলে কার্য্যসিদ্ধি হয় এবং যাত্রাকালে 'কোথায় যাইতেছ? যাইও না,' ইত্যাদি শব্দ শ্রুত হওয়া যায়, তাহা হইলে সেই যাত্রায় বিপদ হইয়া থাকে। যাত্রাকালে [illegible] অমঙ্গল ইত্যাদি [illegible] দ্বারা শুভাশুভ ফলের শুভাশুভ স্থির করিতে হইবে।

যাত্রাকালে অগ্রভাগে রোদনধ্বনি শ্রুত হইলে উপদ্রব, অগ্নিকোণে ভয়, এবং নৈর্ঋত কোণে যুদ্ধে বিপদ ও বায়ুকোণে রোদনশ্রবণে সমৃদ্ধি লাভ হয়। পৃষ্ঠদেশে রোদন-শ্রবণে সন্তাননাশ, রোদনধ্বনির নিবৃত্তি হইলে লাভ এবং শত্রুর ক্রন্দনধ্বনি শুনিলে কার্য্যলাভ হয়। যে হস্তী ঊর্দ্ধদিকে শুণ্ড উত্তোলন অথবা দক্ষিণ দন্তোপরি শুণ্ডাগ্র স্থাপন করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, বা উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিয়া দিক্ সকল পূর্ণ করে, এইরূপ হস্তী দেখিয়া যাত্রা করিলে সকল মনোরথ সিদ্ধ হয়। যাত্রাকালে শব্দহীন শৃগাল দেখিলে তৎক্ষণাৎ কোন অনিষ্ট হইবে বুঝিতে হইবে। বামভাগে শৃগালের গাত্র দেখিলে শুভ এবং রাত্রি-

কালে যদি অনেক শৃগাল একত্র হইয়া বামদিকে শব্দ করে, তাহা হইলেও শুভ জানিতে হইবে।

যদি শৃগাল প্রথমে 'হুয়া হুয়া' শব্দ করিয়া পরে 'টটা' এই রূপ শব্দ করে, তাহা হইলে শুভ এবং অন্যবিধ শব্দ করিলে অশুভ হইয়া থাকে। যাহার ভবনে নিশাভাগে পশ্চিমদিকে শৃগাল শব্দ করে, সেই গৃহবাসীর উচ্চাটন, পূর্ব্বদিকে শব্দে ভয়, উত্তর ও দক্ষিণ দিকে শব্দ করিলে শুভ হইয়া থাকে।

যদি ভ্রমর বামদিকে মনোহর গুন্ গুন্ শব্দ করিয়া কোন স্থানে স্থিত থাকে অথবা ভ্রমণ করে, যাত্রাকালে ঐরূপ ভ্রমর দেখিলে শুভ হয়। গোক্ষুর, কৃষ্ণসর্প প্রভৃতি স্বাভাবিক অতি ভয়ঙ্কর যাত্রা বা কোন কার্য্যারম্ভকালে সর্প দেখিলে সেই কার্য্য বা যাত্রা হইতে বিরত হওয়া আবশ্যক, কারণ উহাতে বিঘ্ন হয়। ইহাতে একটু বিশেষ এই যে, যাত্রাকালে সর্পদর্শন হইলে পাষাণ বা কণ্টকে পাদস্পর্শ করিয়া যাত্রা করিলে সমস্ত বিঘ্ন বিনষ্ট হয়। যাত্রাকালে সর্প কিংবা পক্ষনখী যদি বামভাগে দৃষ্ট হয়, তাহা শুভ এবং অৰ্দ্ধপথে উর্দ্ধমস্তক সর্প দৃষ্ট হইলে যদি রাজ্যলাভ সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলেও গমন করিবে না।

যাত্রাকালে হাঁচি, টিকটিকী ও কাকরব শুনিয়া নিম্নোক্ত প্রণালী অনুসারে শুভাশুভ স্থির করিতে পারা যায়। যে বারে যাত্রা করিতে হইবে, সেই বার প্রথম পূর্ব্ব ... দক্ষিণাবর্ত্ত ক্রমে তাহার পর ... সমূহে বিভক্ত করিবে। ... করিতে হয়। তৎপরে দেখিবে যে ... হাঁচি, টিকটিকী ব কাকরব হইয়াছে, সেই দিকে পূর্ব্বোক্ত বার স্থাপনক্রমে কোন গ্রহ পতিত হইয়াছে, তাহা জানা যাইবে। যদি সেই দিকে ... শুভ হইয়া থাকে, তাহা হইলে যে কার্য্যের জন্য যাত্রা করা ... মঙ্গল হইলে ... কাৰ্য্যের ... জানিতে হইবে।

অঙ্গস্পন্দন হইলে নিম্নোক্ত রূপে শুভাশুভ স্থির করিতে হয়। অঙ্গের দক্ষিণভাগ স্পন্দিত হইলে শুভ এবং পৃষ্ঠের ও হৃদয়ের বামভাগের স্ফুরণ হইলে অশুভ হইয়া থাকে। মস্তকস্পন্দন হইলে ভূমিলাভ, কপালস্পন্দনে স্থানবৃদ্ধি, এবং ভ্রূ ও নাসাস্পন্দনে প্রিয়সঙ্গম হয়। চক্ষুঃস্পন্দনে ভৃত্যলাভ, চক্ষুর উপান্ত দেশ স্পন্দনে ... দন্তস্পন্দনে উদ্বেগ ও মৃত্যু হয়। ... চক্ষুঃস্পন্দনে হইলে শীঘ্র ... অধরদেশ স্পন্দনে প্রীতিলাভ ও অধরের প্রান্তভাগ স্পন্দনে প্রিয় ... নাসাগ্রস্পন্দনে প্রিয় ও, বন্ধুতা, অধর ও

ওষ্ঠদেশ-স্পন্দনে অভীষ্ট বিষয় লাভ, কণ্ঠদেশ-স্পন্দনে সুখ, বাহুস্পন্দনে মিত্রস্নেহ, স্কন্ধদেশ-স্পন্দনে সুখ, হস্ত স্পন্দনে ধনলাভ, পৃষ্ঠদেশ স্পন্দনে যুদ্ধে পরাজয় এবং বক্ষঃস্থল স্পন্দনে জয় লাভ হইয়া থাকে। কুক্ষিদেশ-স্পন্দনে প্রীতি, স্ত্রীদিগের স্তন-স্পন্দনে সন্তানোৎপত্তি, নাভিস্পন্দনে স্থান চ্যুতি, অন্ত্র স্পন্দনে অর্থলাভ, জানুসন্ধি অর্থাৎ হাটু স্পন্দনে শত্রুর সহিত সন্ধি, জঙ্ঘা স্পন্দনে কোন কোন দিকের নাশ, চরণস্পন্দনে উত্তম স্থানপ্রাপ্তি ও পদতলস্পন্দনে পথভ্রমণ হয়।

স্ত্রী পুরুষ সম্বন্ধে এই সকল শুভাশুভ বিপরীত ভাবে বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ পুরুষের দক্ষিণ ভাগ এবং স্ত্রীদিগের বাম ভাগে শুভ এবং তদ্বিপরীত ভাগে অশুভ জানিতে হইবে।

(শাকুনদীপিকা)

(পুং) ২ পক্ষিমাত্র, পক্ষীর সাধারণ নাম শকুন। ৩ পক্ষিবিশেষ, গৃধ্র। কশ্যপপত্নী তাম্রার গর্ভে গৃধ্রের উৎপত্তি হয়। (ভাগবত)

গৃধ্র যদি বাম, দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চাদ্ ভাগে থাকিয়া শব্দ করে, তাহা হইলে অমঙ্গল হয়।

"বামেহপসব্যে পুরতশ্চ পৃষ্ঠে যুদ্ধং বিতেজং মরণং প্রিয়ঞ্চ।
গৃধ্রঃ স্থিতঃ সন্ কুরুতে ক্রমেণ শব্দোহপসব্যোহস্য বিপত্তিহেতুঃ॥"
(বসন্তরাজশা)

৪ বিপ্রভেদ। (উজ্জ্বল) ৫ গীতাবিশেষ। ৬ সর্ব্বাদি ... মঙ্গল ... গীত হইয়া থাকে।

শকুনক (পুং) শকুন-স্বার্থে-কন্। শকুন শব্দার্থ।

শকুনজ্ঞ (ত্রি) শকুনং জানাতীতি জ্ঞা-ক। ১ শকুনজ্ঞাতা। যিনি শুভ ও শকুন অবগত আছেন। (স্ত্রী) স্ত্রী ... টিকটিকী, ... জোষ্ঠী, ... টিকটিকী। (ত্রিকা°)

শকুনজ্ঞান ( ) শকুনস্য শুভাশুভনামকস্য জ্ঞান। ... নিমিত্তের জ্ঞান।

শকুনদ্বার ... শকুনবিষয়ক সংজ্ঞা বিশেষ। ... শকুন যথাভাগে অবস্থিত হইয়া শান্তভাবে শব্দ ও চেষ্টা প্রদর্শন করে, তাহা হইলে তাহাকে শকুনদ্বার কহে। এই শকুনদ্বার শুভসূচক। যাত্রাদি কালে এইরূপ শকুনদ্বার দেখিলে শুভ হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন যে, এক জাতীয় শান্তচেষ্ট ও শব্দরহিত শকুনদ্বার উভয় পার্শ্বে হইলে শুভ হইয়া থাকে।

"তাবেব তু যথাভাগং প্রশান্তরুতচেষ্টিতৌ।
শকুনৌ শকুনদ্বারং ... ॥
কেচিত্তু শকুনং ... ।
শকুনৈরেকজাতীয়ৈঃ শান্তচেষ্টবিরাবিভিঃ॥"
(বৃহৎসংহিতা ৮৬অ°)

শকুনশাস্ত্র (ক্লী) শকুনবিষয়কং শাস্ত্রং। যে শাস্ত্রে শকুন দ্বারা শুভাশুভ জানা যায়, তাহাকে শকুনশাস্ত্র কহে।

শকুনসূক্ত (ক্লী) সূক্তপ্রভেদ। মৃগ পক্ষীর বিকারে এই সূক্ত জপ করিতে হয়, ইহাকে শাকুনসূক্তও কহে।

"সুদেবা ইতি চৈকেন দেয়া গাবশ্চ দক্ষিণা।
জপেচ্ছাকুনসূক্তং বা মনোবেদশিরাংসি চ॥" (বৃহৎসং ৪৬।৭৩)

শকুনাশা (স্ত্রী) গুল্মাকার বৃক্ষভেদ, চারাগাছ।

শকুনাহৃত (পুং) ১ বালরোগবিশেষ। শিশুগণ শকুনিগ্রহ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে তাহাকে শকুনাহৃত কহে। ২ শকুনিগ্রহ। ৩ মৎস্যবিশেষ। (বৈদ্যনি°) ৪ শালিধান্যভেদ। (ভাবপ্র°)

শকুনি (পুং) শকোতি উন্নেতুমাত্মানমিতি শক (শকেরুনোন্তোন্তুয়ঃ। উণ্ ৩।৪৯) ইতি উনি। ১ পক্ষী মাত্র। ২ চিল্লপক্ষী, চিল, গৃধ্। (হেম) ৩ কৌরব মাতুল, দুর্য্যোধনাদির মামা, ইনি সুবলরাজপুত্র, এই জন্য ইহার নাম সৌবল। ইনি দুর্য্যোধনের মন্ত্রী ছিলেন। রাজা দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া নিতান্ত ব্যথিত হন এবং এই শকুনির পরামর্শে ও সাহায্যে কপটদ্যূতে পাণ্ডবদিগকে পরাজয় করেন। পাণ্ডবগণ পরাজিত হইয়া বনগমন করেন। শকুনির পরামর্শমূলক এই কপটদ্যূতক্রীড়াই কুরুকুলধ্বংসের একমাত্র কারণ। সহদেব কর্ত্তৃক সপুত্র শকুনি নিধন প্রাপ্ত হয়। মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সভা ও শল্য পর্ব্বে ইহার বিস্তৃত বিবরণ আছে।

৪ ববপ্রভৃতি একাদশ করণের অন্তর্গত অষ্টম করণ। এই করণে কোন বালক জন্মিলে পরধনহারী, বঞ্চক, ক্রূরচেষ্ট, কৃতঘ্ন, অতিশয় পরদারাসক্ত, ক্রোধী ও শীঘ্রকর্ম্মা হইয়া থাকে।

"পরজনধনহর্ত্তা বঞ্চকঃ ক্রূরচেষ্টঃ
করধৃতকরবালঃ ব্যাহতস্বামিপক্ষঃ।
অতিশয়পরদারাসক্তচিত্তঃ সরোষো
ভবতি শকুনিজন্মা মানবঃ শীঘ্রকর্ম্মা॥" (কোষ্ঠীপ্রদীপ)

৫ দুঃসহপুত্র। দুঃসহের ঔরসে নির্ম্মাষ্টির গর্ভে গর্ভাকৃষ্টি ও শকুনি প্রভৃতি ৮ পুত্র এবং ৮ কন্যা হয়। ইহারা সকলেই অতিশয় পাপাচারী। শকুনির শ্যেন, কাক, কপোত, গৃধ্ ও উলূক এই পাঁচ পুত্র। (মার্কণ্ডেয়পু°)

৬ বিকুক্ষিপুত্র। বৈবস্বত মন্বন্তরে ইক্ষ্বাকু নামে রাজা ছিলেন। তাঁহার শত পুত্র হয়, তন্মধ্যে বিকুক্ষি জ্যেষ্ঠ। এই বিকুক্ষি অযোধ্যাধিপতি ছিলেন, ইহার শকুনি প্রভৃতি পঞ্চদশ পুত্র হয়। (অগ্নিপু° সগরোপাখ্যান-নামাধ্যায়)

শকুনি, স্বনাম প্রসিদ্ধ পক্ষীবিশেষ। সংস্কৃত পর্য্যায়—গৃধ্র। ইহারা মাংসাশী; গলিত শবদেহ মাত্রই ইহাদের একমাত্র আহার্য্য। মাঠের পোকা মাকড়ও ইহারা খায়। বাহ্যিক গঠন দেখিয়া ইহাদিগকে চিল্লজাতীয় পক্ষিশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। প্রাণিতত্ত্ববিদ্গণ নানাদেশে নানাপ্রকার শকুনি দেখিয়া তাহাদিগকে বিশেষ বিশেষ শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছেন। Jerdon সাহেব প্রকৃত শকুনিদিগকে Vulturinæ শাখার অন্তর্ভুক্ত করেন, বামুন শকুনি (Vultur monachus) কৃষ্ণ শকুনি (Olygyps Calvus), শ্বেতপৃষ্ঠশকুনি (Gyps Bengalensis), বৃহদাকৃতি তাম্রবর্ণ শকুনি (G. fulvus), দীর্ঘচঞ্চু কটাশে শকুনি (G. Indicus), প্রভৃতিকে এই শাখার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন বিভিন্নদেশে এই শ্রেণীর যে সকল পক্ষী আছে, তাহাদের Neophroninæ, Gypaetinæ, Sarcoramphinæ, American Vulture ও Gypohieracinæ (Angola Vulture) প্রভৃতি কয়টী থাকে বিভক্ত করা হয়। Neophron percnopterus পক্ষীগুলি আমাদের দেশে কালমুর্গ বা কালমুগী নামে পরিচিত। যে সকল শকুনির নিম্ন ঠোঁটের নীচে দাড়ির ন্যায় লালবর্ণ একটী মাংসের থোলো থাকে তাহারাই Gypaetus barbatey নামে খ্যাত। ইহাদিগকে পাশ্চাত্য ভাষায় Lammergeyers ও বলে।

মিশরদেশীয় শকুনি এসিয়া, আফ্রিকা ও পূর্ব্ব য়ুরোপে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাই আমাদের দেশের কালমুগী (Neophron porenopterus) ও বাইবেল গ্রন্থের "Pharaoh's chicken".।

হিমালয়ের নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশে মনুষ্যজাতির বাসভূমির সন্নিহিত প্রদেশেও ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতের সমতল প্রান্তরেও এই কৃশকায় ও দুর্দ্দান্ত পক্ষিজাতির বাস আছে। পূর্ব্বাকলে যত প্রকার শকুনি আছে তাহাদের মধ্যে উপরি উক্ত জাতিই ক্ষুদ্রাকৃতি। ওষ্ঠাগ্র হইতে পুচ্ছ পর্য্যন্ত ইহারা প্রায় ২৬ ইঞ্চির বড় হয়। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে অম্বালা সহরে একটী বৃহদাকৃতি বামুন শকুনি (Great brown Vulture) গুলির আঘাতে নিহত হয়। ডানা দুইটীর বিস্তার ৮ ফিট্ ২ ইঞ্চি এবং মাংসপিণ্ড ১৭ পাউণ্ড।

শকুনিকা (স্ত্রী) শকুনি-কন্-টাপ্। ১ শকুনি। ২ স্কন্দানুচর মাতৃকাভেদ।

শকুনিগ্রহ (পুং) স্কন্দানুচরভেদ।

শকুনিপ্রপা (স্ত্রী) শকুনীনাং পক্ষিণাং পানার্থং যা প্রপা। পক্ষীদিগের পানীয়শালা। পর্য্যায় প্রিগ্রহ। (হারাবলী)

শকুনিসবন (ক্লী) শকুনযজ্ঞ।

শকুনিসাদ (পুং) পক্ষীর ন্যায় গমন। "বৃহস্পতিং শকুনিসাদেন" (শুক্লযজুঃ ২৫।৩) 'শকুনিসাদেন শকুনিঃ পক্ষী তদ্বৎ সাদো গমনং যস্য বিশরণ-গত্যাদৌ ষঞ্' (মহীধর)

শকুনী (স্ত্রী) শকুন-ঙীষ্। ১ শ্যামাপক্ষী। (রাজনি°) ২ চটকী। ৩ পক্ষিরূপধারিণী পূতনা। পূতনা নামে শকুনী অতিশয় ক্রূরকর্ম্মা ও প্রাণীদিগের পক্ষে অতি ভয়ঙ্করী।

"কস্যচিত্ত্বথ কালস্য শকুনীবেশধারিণী।
ধাত্রী কংসস্য ভোজস্য পূতনেতি পরিশ্রুতা॥
পূতনা নাম শকুনী ঘোরা প্রাণিভয়ঙ্করী।
আজগামার্দ্ধরাত্রেতু পক্ষৌ ক্রোধাৎ বিধুন্বতী॥"(হরিব° ৬২।১-২)

৪ ভয়ানক বালগ্রহবিশেষ। এই গ্রহ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে বালকের অঙ্গশৈথিল্য, দাহ, পাক ও স্রাববিশিষ্ট ব্রণ সকল জন্মে। শরীরে পক্ষীর গন্ধ হইয়া থাকে এবং অকারণে শকুনীপীড়িত বালক থাকিয়া থাকিয়া চমকিয়া উঠে।

"স্রস্তাঙ্গো ভয়চকিতো বিহঙ্গগন্ধিঃ
সাস্রাবব্রণপরিপীড়িতঃ সমন্তাৎ।
স্ফোটৈশ্চ প্রচিততনুঃ সদাহপাকৈঃ
বিজ্ঞেয়ো ভবতি শিশুঃ ক্ষতঃ শকুন্যা॥"

(সুশ্রুত উত্তরত° ২৭অ°)

শকুনীশ্বর (পুং) শকুনীনাং পক্ষিণামীশ্বরঃ। গরুড়। (ধনঞ্জয়)

শকুনোপদেশ (পুং) শকুনশাস্ত্র।

শকুন্ত (পুং) শক্নোতি উৎপতিতুমিতি শক (শকেরুনোন্তোন্ত্যু-লয়ঃ। উণ্ ৩।৪৯) ইতি উন্ত। ১ পক্ষী, পক্ষিমাত্র। (অমর) ২ ঝিঁটকৌট। ৩ ভাস পক্ষী। (মেদিনী) ৪ কাকভেদ। ৫ কুক্কুটভেদ। (বৈদ্যকনি°)

শকুন্তক (পুং) পক্ষী।

শকুন্তলা (স্ত্রী) শকুন্তৈঃ পক্ষিভির্লাল্যতে পাল্যতে ইতি লা-ঘঞর্থে ক, স্ত্রিয়াম্ টাপ্। মেনকানাম্নী অপ্সরার গর্ভে বিশ্বামিত্র হইতে জাতা কন্যা। এই কন্যা নির্জ্জন বনে শকুন্ত কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াছিল, এই জন্য ইহার নাম শকুন্তলা।

"নির্জ্জনে তু বনে যস্মাৎ শকুন্তৈঃ পরিরক্ষিতা।
শকুন্তলেতি নামাস্যাঃ কৃতঞ্চাপি ততো ময়া॥"

(মহাভারত ১।৭২।১৫)

রাজা দুষ্মন্তের সহিত ইহার বিবাহ হয়, এবং তাঁহা হইতে ইহার গর্ভে ভরত জন্মগ্রহণ করেন। এই ভরত হইতেই ভারতবর্ষ নাম হইয়াছে।

মহাভারতে এইরূপ লিখিত আছে যে, একদা রাজা দুষ্মন্ত অসংখ্য সৈন্য সামন্তে পরিবৃত হইয়া মৃগয়ার্থ গমন করেন। সহসা মৃগয়া শেষে তিনি একাকী কণ্বমুনির আশ্রমে উপস্থিত হন। এই সময়ে কণ্ব তথায় ছিলেন না। শকুন্তলার উপরই আশ্রমরক্ষার ভার ছিল। একারণ শকুন্তলাই রাজাকে আসন, পাদ্য ও অর্ঘ্য প্রভৃতি দ্বারা অর্চনা এবং অনাময় ও কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজা দুষ্মন্ত তাপসী স্বরূপা পরমবেশধারিণী সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় রূপবতী কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি ভগবান্ কণ্বকে পূজা করিতে আশ্রমে আসিয়াছি। তিনি কোথায়? শকুন্তলা কহিলেন, পিতা ফলাহরণার্থ আশ্রম হইতে বহির্গমন করিয়াছেন, ক্ষণকাল প্রতীক্ষা করুন, তাঁহাকে প্রত্যাগত দেখিতে পাইবেন।

তখন রাজা কিঞ্চিদ্বিশ্রাম করিয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন শুনিয়াছি, ভগবান্ কণ্ব ঊর্দ্ধরেতাঃ, অতএব তুমি কি প্রকারে তাঁহার কন্যা হইলে? এ বিষয়ে আমি সাতিশয় সন্দিগ্ধ হইয়াছি, তুমি আমার এই সংশয় দূর কর।

রাজার এই বাক্যে শকুন্তলা কহিলেন, আমি পিতার নিকট শুনিয়াছি যে, বিশ্বামিত্র নামে এক মহাতপাঃ ঋষি হিমালয়ের এক প্রান্তে কঠোর তপস্যা করিতেছিলেন, ইন্দ্র তাঁহার তপস্যায় ভীত হইয়া তপোভঙ্গের জন্য মেনকা নাম্নী অপ্সরাকে প্রেরণ করেন। মেনকাকর্ত্তৃক তাঁহার তপোভঙ্গ হয়। সেই স্থানে মুনির ঔরসে মেনকার গর্ভে আমার জন্ম হয়।

প্রসবের অব্যবহিত পরেই মেনকা আমাকে সিংহ ব্যাঘ্র সমাকুল বিজনবনে পরিত্যাগ করিয়া যান। শকুন্তগণ সিংহ-ব্যাঘ্রাদি হইতে আমাকে রক্ষা করিয়াছিল, এই জন্য আমার নাম শকুন্তলা হইল। পিতা কণ্ব আমাকে ঐ অবস্থায় নিরীক্ষণ করিয়া আশ্রমে আনিয়া লালনপালন করিয়াছেন, এইজন্য তিনি আমার পিতা।

রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলার জন্ম বৃত্তান্ত শুনিয়া কহিলেন, তুমি রাজার কন্যা, অতএব আমার বিবাহযোগ্যা। গান্ধর্ব্ব-বিধানে আমাকে বরমাল্য প্রদান কর, ইহাই আমার একান্ত অভিলাষ। ইহাতে শকুন্তলা কহিলেন, রাজন্! আমার পিতা এখনই আসিবেন, আপনি মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা করুন, তিনি আসিয়াই আপনাকে সম্প্রদান করিবেন। তাহাতে রাজা বলিলেন, আমার ইচ্ছা যে তুমি স্বয়ংই আমাকে ভজনা কর, আমি তোমার নিমিত্তই এখানে আসিয়াছি, আমার হৃদয় তোমাতে অতিশয় আসক্ত হইয়াছে, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে গান্ধর্ব্ববিবাহই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহাতে তোমার কোনরূপ ধর্ম্মহানি হইবে না।

তখন শকুন্তলা কহিলেন, হে পৌরব! যদি ইহা ধর্ম্মপথানুসারী হয় এবং আত্মসমর্পণ বিষয়ে আমার প্রভুত্ব থাকে, তাহা হইলে আমার এক পণ আছে, শ্রবণ করুন। আপনি আমার নিকট এই প্রতিজ্ঞা করুন যে, আমার গর্ভে যে পুত্র উৎপন্ন হইবে, সেই পুত্র যুবরাজ ও আপনার উত্তরাধিকারী হইবে। আপনি এই প্রতিজ্ঞা করিলে এইরূপ বিবাহে আমার কোন আপত্তি নাই।

মন্মথশরে নিতান্ত ব্যথিত রাজা কিছুমাত্র বিচার না

করিয়াই শকুন্তলার বাক্যে সম্মত হইলেন। অতঃপর ব্রাহ্মবিধানে পাণিগ্রহণ করিয়া তাহার সহিত সুখসম্ভোগ করেন। কিছুকাল প্রেমালাপের পর রাজা, "আমি রাজধানীতে যাইয়াই তোমাকে তথায় লইয়া যাইব।" ইত্যাদি রূপ আশ্বাসবাক্যে শকুন্তলাকে প্রীত করিলেন, এবং মহর্ষি কণ্ব আশ্রমে আসিয়া ইহা অনুমোদন করিবেন কি না, তাহা ভাবিতে ভাবিতে সেই স্থান হইতে প্রত্যাগত হইলেন।

অনতিবিলম্বে মহর্ষি কণ্ব আশ্রমে আসিয়া দিব্যজ্ঞানে সকল অবগত হইয়া শকুন্তলাকে কহিলেন, ভদ্রে! অদ্য তুমি আমার অপেক্ষা না করিয়া নির্জ্জনে যে পুরুষ-সংসর্গ করিয়াছ, তাহাতে তোমার ধর্মহানি হয় নাই। তুমি তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছ, তিনি তোমাকে ভজনা করিয়াছেন। ইহাতে তোমার গর্ভে এক মহাবল পুত্র জন্মিবে এবং সেই পুত্র সাগর পর্য্যন্ত যাবতীয় ভূভাগের অধিপতি হইবে। যাত্রাকালে তাহার রথচক্র কোথাও প্রতিহত হইবে না।

রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলার নিকট প্রতিশ্রুত হইয়া রাজধানীতে প্রত্যাগত হওয়ার পর, তিন বৎসর পূর্ণ হইলে শকুন্তলা এক কুমার প্রসব করিলেন। ঐ পুত্র দিন দিন বাড়িতে লাগিল। মহর্ষি বালকের জাতকর্মাদি সংস্কার করিলেন। ঐ বালক সকল প্রাণীকে দমন করিত, এইজন্য উহার নাম 'সর্ব্বদমন' হইল। মহর্ষি ঐ বালকের অলোকসামান্য বল ও কার্য্যকলাপ দেখিয়া শকুন্তলাকে কহিলেন যে, এই বালকের যৌবরাজ্যে অভিষেকের সময় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব তুমি এই শিষ্যগণের সহিত রাজধানীতে স্বামীর নিকট গমন কর, স্ত্রীলোকের চিরকাল পিতৃগৃহে বাস করা বিধেয় নহে।

শকুন্তলা মহর্ষির আদেশে শিষ্যগণের সহিত রাজসমীপে গমন করিলেন। শকুন্তলা রাজাকে যথাযোগ্য সংকার করিয়া কহিলেন, রাজন্! দেবতুল্য এই পুত্র আপনারই ঔরসজাত, ইহাকে আপনি যৌবরাজ্যে অভিষেক করুন। আপনি পূর্ব্বে যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, এখন তদনুযায়ী কার্য্য করুন। ইহাই আমার অভিলাষ।

রাজা শকুন্তলার এই কথা শুনিয়া পূর্ব্বকৃত সকল কার্য্যই তাঁহার স্মরণ হইল। কিন্তু তথাপি তিনি শকুন্তলাকে কহিলেন, দুষ্ট তাপসি! তুমি কাহার ভার্য্যা? তোমার সহিত আমার ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম বিষয়ে কোন সম্বন্ধই স্মরণ হইতেছে না, অতএব তুমি ইচ্ছা হয়, চলিয়া যাও, অথবা এইখানে থাক ইহাতে আমার কোন আপত্তি নাই।

তখন হ[illegible] শকুন্তলা [illegible] ও [illegible] [illegible] অধৈর্য্য হইয়া রাজাকে

কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! আপনি সমুদয় বিষয় জ্ঞাত থাকিয়াও কি নিমিত্ত সামান্য লোকের ন্যায় নিঃশঙ্কচিত্তে 'জানি না' এই কথা বলিতেছেন। ইহা সত্য কি মিথ্যা, আপনার অন্তঃকরণই তাহা জানে, আপনি রাজা, ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য করিয়া অন্যায়াচরণ করিবেন না। আপনি কি ইহা মনে করিয়াছেন যে, আমি একাকী নির্জ্জনে এই কর্ম্ম করিয়াছি, সঙ্গে কেহ ছিল না, কে জানিতে পারিবে? কিন্তু আপনি কি জানেন না, পরমাত্মা পরমেশ্বর সকলেরই হৃদয়ে জাগরূক আছেন, তাঁহার নিকট পাপকর্ম্ম গোপন থাকে না। আপনি তাঁহার সাক্ষাতেই এই পাপকর্ম্ম করিয়াছেন। লোকে পাপকর্ম্ম করিয়া মনে করে যে, কেহ ইহা জানিতে পারিবে না; কিন্তু দেবগণের অন্তরস্থ পরম পুরুষের কিছুই অবিদিত থাকে না। আদিত্য, চন্দ্র, অনল, অনিল, আকাশ, ভূমি, জল, দিবা, রাত্রি, সন্ধ্যা ও যম প্রভৃতি সকল লোকের সমুদয় চরিত্রজ্ঞাত হইয়া থাকেন। আমি পতিব্রতা স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছি বলিয়া অবজ্ঞা করিবেন না। আমি আপনার সমাদরণীয়া ভার্য্যা, আমাকে আদরপূর্ব্বক গ্রহণ করা উচিত। আমি কি পাপ করিয়াছি, জানি না। বাল্যে পিতা মাতা আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন, এইক্ষণ আপনিও পরিত্যাগ করিলেন, কিন্তু এই বালক আপনার সন্তান, ইহাকে ত্যাগ করা আপনার কখনই উচিত নহে।

শকুন্তলার কথা শুনিয়া দুষ্মন্ত কহিলেন! হে শকুন্তলে এই বালক আমার পুত্র কি না তাহা আমি জ্ঞাত নহি। তোমার কথায় কে বিশ্বাস করিবে? স্ত্রীলোকেরা প্রায়ই মিথ্যা কথা বলিয়া থাকে। বিশেষতঃ তোমার জননী ব্যভিচারিণী দয়াহীনা মেনকা নির্ম্মাল্য ত্যাগের ন্যায় তোমাকে হিমালয়পৃষ্ঠে পরিত্যাগ করিয়াছিল এবং ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব ব্রাহ্মণত্বলুব্ধ নির্দ্দয়ভাব বিশ্বামিত্রও কামের বশবর্ত্তী হইয়া তোমার জনক হইয়াছিলেন। তোমার মিথ্যা কথা রক্ষা অসম্ভব নহে। আমার সমক্ষে আমাকে মিথ্যাবাদী বলিতে তোমার লজ্জা বা শঙ্কা হইল না। তোমার অধিক বলিতে আমার আর ইচ্ছা নাই। এখন তোমার যাহা ইচ্ছা করিতে পার।

তখন শকুন্তলা অতিশয় ক্রুদ্ধা হইয়া রাজাকে কহিলে, রাজন্! আপনি ধর্ম্মের নিয়ন্তা হইয়া ধর্ম্মকে অতিক্রম করিবেন না। আমি এখনই চলিয়া যাইতেছি, আপনার নিকট আমার কিছুরই প্রয়োজন নাই। আপনি ইহা নিশ্চয় জানিবেন যে, আপনি আমাকে গ্রহণ না করিলেও আমার এই পুত্র সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর হইবে।

শকুন্তলা ইত্যাদিরূপে নানাপ্রকার ধর্ম্ম ও দর্শনসঙ্গত বাক্যে রাজাকে তিরস্কার করিয়া প্রস্থান করিলেন। তখন সেই

হলে রাজার প্রতি এই দৈববাণী হইল যে, দুষ্মন্ত ! মাতা চর্ম্মকোষ স্বরূপা তাহাতে পিতা আপনিই পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন। অতএব পুত্রকে ভরণপোষণ কর শকুন্তলাকে অবজ্ঞা করিও না। শকুন্তলা যাহা বলিয়াছে, তাহা সকলই সত্য। আমাদের বচনানুসারে তোমাকে এই পুত্রের ভরণ করিতে হইবে, এই কারণে ইহার নাম ভরত হইবে।

রাজা দুষ্মন্ত এই দৈববাণী শুনিয়া অমাত্য প্রভৃতি সকলকে কহিলেন, আপনারা এই দেবদূতের বাক্য শ্রবণ করুন এবং আমিও ইহা সত্যরূপে জানি। কিন্তু ইহা জানিয়াও, যদি এই পুত্র আমা হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া আমি গ্রহণ করিতাম, তাহা হইলে এই পুত্র বিশুদ্ধ কি না সে বিষয়ে প্রজাগণ সন্দেহ করিত।

তখন রাজা হৃষ্টচিত্তে সকলের সমক্ষে শকুন্তলা ও তৎপুত্রকে আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়া ভরত নাম দিলেন, এবং অচিরে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিলেন।

(মহাভারত আদিপ° ৬৮-৭৪ অ°)

পদ্মপুরাণের স্বর্গখণ্ডে ১ম হইতে ৫ম অধ্যায়ে শকুন্তলার বিস্তৃত বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। এই পুরাণের মতে দুষ্মন্ত কণ্বাশ্রম পরিত্যাগ কালে অভিজ্ঞানের জন্য শকুন্তলাকে একটী অঙ্গুরীয় দিয়া যান। পতিভবন গমনকালে দৈবক্রমে ঐ অঙ্গুরীয়টী নদীগর্ভে নিপতিত হয়। সেই অভিজ্ঞানটী দেখাইতে না পারায় দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে চিনিতে পারেন নাই। অবশেষে এক ধীবরের জালে পতিত মৎস্যের উদর হইতে সেই অঙ্গুরীয়টী বাহির হয় এবং সেই অঙ্গুরীয়টী দেখিবামাত্র দুষ্মন্তের পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠে। অবশেষে হিমালয়প্রদেশে ভরতের বীর্য্য-পরিচয়ের সঙ্গে তাঁহাকে আপনার পুত্র বলিয়া জানিতে পারেন এবং সমাদরে সপুত্রশকুন্তলাকে গ্রহণ করেন। মহাকবি কালিদাস এই উপাদান লইয়াই অভিজ্ঞান-শকুন্তলা নামক নাটক প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহা সংস্কৃত নাটকের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

শকুন্তলাত্মজ (পুং) শকুন্তলায়াঃ আত্মজঃ পুত্রঃ। ভরতরাজ।

"দৌষ্মন্তির্ভরতঃ সর্ব্বদমঃ শকুন্তলাত্মজঃ।" (হেম)

শকুন্তি (পুং) শকোতি উৎপতিতুমিতি শক-উন্তি। পক্ষিমাত্র। (অমর) ২ ভাসপক্ষী। (উজ্জ্বল)

শকুল (পুং) শকোতি শক্নোতি বেগেনেতি শক (মদ-গুরাদয়শ্চ। উণ্ ১।৯৫) ইতি উরচ্, রস্য লঃ। মৎস্যবিশেষ, চলিত শোল মাছ। ইহার মাংস গুণ—মধুর, রুক্ষ, গ্রাহী, পিত্ত ও আমনাশক এবং গুরু। (রাজনি°)

"নাতিগাধে জলাধারে সুখদঃ শকুলাগ্রজঃ।
স্ফুরন্মৎস্যে ক্ষোভয়ন্ শকুলঃ সহচারিণঃ।"(ভা° ১৯।১৭।৩)

শকুলগণ্ড (পুং) শকুলস্য গণ্ড ইব গণ্ডো যস্য। মৎস্যবিশেষ, শাল মৎস্য। (ত্রিকা°)

শকুলাক্ষক (পুং) শ্বেতদূর্ব্বা। (অমর)

শকুলাক্ষী (স্ত্রী) গণ্ড দূর্ব্বা। (রাজনি°)

শকুলাদ (ত্রি) ১ শকুল মৎস্যাশী। ২ জাতি-বিশেষ।

শকুলাদনী (স্ত্রী) শকুলানামদনং যস্যাঃ ঙীষ্। ১ চক্রাঙ্গী। (অমর) চলিত কট্কী। ২ ককট শাক, চলিত কাঁচড়া দাম। ৩ মাংসী। ৪ কিঞ্চুলিকা। ৫ গজপিপ্পলী। ৬ কট্ফল। (বিশ্ব) ৭ গণ্ডদূর্ব্বা। ৮ গণ্ডূপদ, কেঁচো। ৯ গজোষণা। (রাজনি°)

শকুলার্ভক (পুং) শকুলস্য অর্ভক ইব। গড়ক মৎস্য, গড়ুই মাছ। (অমর)

শকুলী (স্ত্রী) শকুল-ঙীষ্। মৎস্য বিশেষ, সৃগাল মাছ, কেহ কেহ বলেন মহাশকুল, এই মৎস্য প্রায় রোহিত মৎস্যের সদৃশ। ইহার গুণ—পাকে গুরু, মধুর, ভেদক ও দোষবর্দ্ধক।

"শকুলী রোহিতাকারা ভূমৌ প্রায়শ্চরত্যসৌ।
গুর্ব্বীপাকে চ মধুরা ভেদকা দোষকোপনা॥" (রাজবল্লভ)

কোন পুস্তকে 'শকলী' এইরূপ পাঠান্তর দেখিতে পাওয়া যায়।

২ নদীবিশেষ।

"সুবেণুকা ভক্তিমতী শকুলী ত্রিদিবা ক্রমুঃ।
ঋক্ষপাদপ্রসূতা বৈ তথান্যা বেগবাহিনী॥" (মার্ক° পু° ৫৭।২০)

শকৃৎ (ক্লী) শকোতি সর্ত্তুমিতি শক (শকে ঋতিন্। উণ্ ৪।৫৮) ইতি ঋতিন্। বিষ্ঠা। (অমর)

শকৃৎকরি (পুং স্ত্রী) শকৃৎ করোতীতি শকৃৎ-কৃ (স্তম্ব শকৃতোরিন্। পা ৩।২।২৪) ইতি ইন্। বৎস, গো প্রভৃতির বৎস।

বিদ্যাবিনোদের মতে 'শকৃৎকরি' এই শব্দের সকার দন্ত্য।

শকৃৎকার (ত্রি) শকৃৎ করোতীতি শকৃৎ-কৃ-অণ্। মলত্যাগ কারক, যিনি মলত্যাগ করেন।

শকৃদ্দেশ (পুং) মলদ্বার। গুহ্যদ্বার।

শকৃদ্দ্বার (ক্লী) শকৃতো দ্বার। মলদ্বারম্। পর্য্যায়—অপান, পায়ু, গুদ, চ্যুত, অধোমর্ম্ম, ত্রিবলীক, বলী। (হেম)

শক্কর (পুং) বৃষ। (হেম)

শক্কর্ (হিন্দি) শর্করা। শুষ্ক গুড়ের চিনির ন্যায় গুঁড়া দানা।

শক্কার (পুং) বৃষ। (ত্রিকা°)

শক্করী (স্ত্রী) ১ নদীভেদ। ২ মেখলা। ৩ ছন্দোভেদ। [illegible] ষড়্বিংশতি ছন্দের অন্তর্গত চতুর্দ্দশ ছন্দ।

"উক্তাত্যুক্তা তথা মধ্যা প্রতিষ্ঠান্যা সুপূর্ব্বিকা।
গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুপ্ চ বৃহতী পঙ্ক্তিরেব চ॥
ত্রিষ্টুপ্ চ জগতী চৈব তথাতিজগতী মতা।
শক্বরী সাতিপূর্ব্বা স্যাদষ্ট্যত্যষ্টী তথা মতা॥" (ছন্দোমঞ্জরী)

শক্ত (ত্রি) শক-ক্ত। শক্তি বিশিষ্ট, সমর্থ। পর্য্যায়—সহ, ক্ষম, প্রভু, উচু। (হেম) ২ প্রিয়ংবদ। (অমরটীকায় স্বামী)

শক্তরূপ (ত্রি) দৃঢ়রূপ। কঠিন রকমের।

শক্তুব (পুং) ছাতু, ভ্রষ্ট যবাদি চূর্ণ, চলিত ছাতু।

'ধানা ভ্রষ্টযবে ভূম্নি স্ত্রিয়াং পুং ভূম্নি শক্তবঃ।

কেচিত্তু শক্তুরস্ত্রীতি বহুত্বা ভূমনি স্ত্রিয়াম্॥' (জটাধর)

শক্তসিংহ, মিবারপতি রাণা প্রতাপসিংহের ভ্রাতা। ভ্রাতৃবিরোধের বশবর্ত্তী হইয়া ইনি প্রথমে মোগলসম্রাট্ অকবরশাহের পক্ষাবলম্বন করেন। পরে ভ্রাতার রাজপুতোচিত বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া পুনরায় তদীয় শরণাপন্ন হন। [প্রতাপসিংহ, রাণা দেখ।]

শক্তি (স্ত্রী) শক-ক্তিন্। সামর্থ্য, বল, ক্ষমতা। পর্য্যায়—দ্রবিণ, তর, বল, শৌর্য্য, স্থাম, শুষ্ম, পরাক্রম, প্রাণ, সহস্, ঊর্জ্জ। (জটাধর) ২ কার্য্যজননসামর্থ্য। (নাগোজী ভট্ট)

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।" (দেবীমাহাত্ম্য)

শক্যতে অনয়া শক-ক্তিন্। যাহা দ্বারা শত্রুপরাজয় করা যায়, এইরূপ কার্য্যোৎপাদনযোগ্য ধর্ম্মবিশেষ। রাজাদিগের তিন প্রকার শক্তি—প্রভুশক্তি, মন্ত্রশক্তি ও উৎসাহশক্তি। কোষ ও দণ্ড বিষয়ে সর্ব্বতোমুখী ক্ষমতার নাম প্রভুশক্তি, বিক্রমপ্রকাশ পূর্ব্বক স্বশক্তি দ্বারা বিস্ফুরণের নাম উৎসাহশক্তি এবং সন্ধি, বিগ্রহ প্রভৃতি ও সামদানাদি বিষয়ে যথারূপে অবস্থানের নাম মন্ত্রশক্তি। রাজা এই ত্রিশক্তিযুক্ত হইয়া অবস্থান করিবেন।

৩ মাতৃদেবতা, দেবীমূর্ত্তি। ৪ গৌরী। ৫ লক্ষ্মী। (শব্দমালা)

এই দেবীশক্তি ত্রিবিধ—সাত্বিকী, রাজসী ও তামসী। শ্বেতবর্ণা ব্রহ্মসংস্থিতা সাত্বিকী শক্তি, রক্তবর্ণা বৈষ্ণবী রাজসীশক্তি ও কৃষ্ণবর্ণা তামসী রৌদ্রীশক্তি। এক পরম দেবতাই প্রয়োজনানুসারে ত্রিশক্তিরূপে বিভক্ত হইয়াছেন।

"এষা ত্রিশক্তিরুদ্দিষ্টা নয়সিদ্ধান্তগামিনী।

এষা শ্বেতা পরাশক্তিঃ সাত্বিকী ব্রহ্মসংস্থিতা॥

এষৈব রক্তা রাজসী বৈষ্ণবী পরিকীর্ত্তিতা।

এষৈব কৃষ্ণা তামসী রৌদ্রী দেবী প্রকীর্ত্তিতা॥

পরমাত্মা যথা দেবো এক এব ত্রিধা স্থিতঃ।

প্রয়োজনবশাচ্ছক্তিরেকৈব ত্রিবিধা ভবেৎ॥"

(বরাহপু° ত্রিশক্তিমাহাত্ম্য)

বিন্দু শিবস্বরূপ ও বীজ শক্তিস্বরূপ, এই দুয়ের একত্র সংযোগে নাদ। এই নাদ হইতে আবার ত্রিশক্তির উৎপত্তি। ইহা ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি নামে কথিত এবং এই ত্রিশক্তি, যথাক্রমে গৌরী, ব্রাহ্মী ও বৈষ্ণবীশক্তি ভেদে পরিচিত।

'বিন্দুঃ শিবাত্মকস্তত্র বীজং শক্ত্যাত্মকং স্মৃতম্।

তয়োর্যোগে ভবেন্নাদস্তেভ্যো জাতাস্ত্রিশক্তয়ঃ॥' (ক্রিয়াসার)

"ইচ্ছা ক্রিয়া তথা জ্ঞানং গৌরী ব্রাহ্মী তু বৈষ্ণবী।

ত্রিধা শক্তিঃ স্থিতা যত্র তৎপরং জ্যোতিরোমিতি॥" (গৌরীসংহিতা)

ইহা ভিন্ন ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে অষ্টশক্তির উল্লেখ আছে, যথা—ইন্দ্রাণী, বৈষ্ণবী, ব্রহ্মাণী, কৌমারী, নারসিংহী, বারাহী, মাহেশ্বরী ও ভৈরবী।

"ইন্দ্রাণী বৈষ্ণবী শান্তা ব্রহ্মাণী ব্রহ্মবাদিনী।

কৌমারী নারসিংহী চ বারাহী বিকটাকৃতিঃ॥

মাহেশ্বরী মহামায়া ভৈরবী ভীমরূপিণী।

অষ্টৌ চ শক্তয়ঃ সর্ব্বা রথস্থাঃ প্রযযুর্ম্মুদা॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণজন্মখ° ১১৯ অ°)

বাণযুদ্ধ কালে এই সকল শক্তি সহর্ষে রথারোহণ করিয়া যুদ্ধ স্থলে গমন করিয়াছিলেন।

স্থানান্তরে নবশক্তিরও পরিচয় পাওয়া যায়, যথা—বৈষ্ণবী, ব্রহ্মাণী, রৌদ্রী, মাহেশ্বরী, নারসিংহী, বারাহী, ইন্দ্রাণী, কার্ত্তিকী ও সর্ব্বমঙ্গলা। এই সকল শক্তির যথাযোগ্য পূজা বিধেয়।

"তত্র পদ্মে চাষ্টদলে মধ্যে চ ভক্তিপূর্ব্বকম্।

বৈষ্ণবীঞ্চৈব ব্রহ্মাণীং রৌদ্রীং মাহেশ্বরীং তথা॥

নারসিংহীঞ্চ বারাহীমিন্দ্রাণীং কার্ত্তিকীং তথা।

সর্ব্বশক্তিস্বরূপাঞ্চ প্রধানাং সর্ব্বমঙ্গলাম্।

নবশক্তীশ্চ সংপূজ্য ঘটে দেবাংশ্চ পূজয়েৎ॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ° ৬১ অ°)

এতদ্ভিন্ন পুরাণ ও তন্ত্রাদিতে আরও অনেক শক্তির উল্লেখ আছে। নিম্নে ৫০টী বিষ্ণুশক্তি ও ৫০টী রুদ্রশক্তির নাম উল্লিখিত হইল :—

পঞ্চাশদ্ বিষ্ণুশক্তি যথা—কীর্ত্তি, কান্তি, তুষ্টি, পুষ্টি, ধৃতি, শান্তি, ক্রিয়া, দয়া, মেধা, শ্রদ্ধা, লজ্জা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, প্রীতি, রতি জয়া, দুর্গা, প্রভা, সত্যা, চণ্ডা, বাণী, বিলাসিনী, বিরজা, বিজয়া, বিশ্বা, বিনদা, সুনদা, স্মৃতি, ঋদ্ধি, সমৃদ্ধি, শুদ্ধি, ভক্তি, মুক্তি, মতি, ক্ষমা, রমা, উমা, ক্লেদিনী, ক্লিন্না, বসুধা, হস্তা, সন্ধ্যা; প্রজ্ঞা, প্রভা, নিশা, অমোঘা, বিদ্যুতা, পদ্মা ও পদ্মবর্ণা এই ৫০টী বিষ্ণুর শক্তি।

পঞ্চাশৎ রুদ্রশক্তি যথা—গুণোদরী, বিরজা, শাল্মলী, লোলাক্ষী, বর্ত্তুলাক্ষী, দীর্ঘঘোণা, সুদীর্ঘমুখা, গোমুখী, দীর্ঘজিহ্বা, কুণ্ডোদরী, ঊর্দ্ধকেশী, বিকৃতমুখী, জ্বালামুখী, উল্কামুখী, সুশ্রীমুখা, বিদ্যামুখী, মহাকালী, সরস্বতী, গৌরী, লম্বোদরী, দ্রাবণী, নাগরী, খেচরী, মঞ্জরী, রূপিণী, চিত্রিণী, কাকোদরী, পূতনা, ভদ্রকালী, যোগিনী, শঙ্খিনী, গর্জ্জিনী, কুজিনী, কপর্দ্দিনী, জয়া, রেবতী, মাধবী, বারুণী, বায়বী, কালরাত্রি, বজ্রা, সুমুখেশ্বরী ও লক্ষ্মী প্রভৃতি, ৫০টী রুদ্রের শক্তি। (প্রপঞ্চসার)

তন্ত্রমতে, পীঠাধিষ্ঠাত্রী স্ত্রীদেবতামাত্রই শক্তি নামে অভিহিত। এই শক্তি যাহাদের অভীষ্ট দেবতা, তাহাদিগকে শাক্ত কহে। [শাক্ত শব্দ দেখ]

তন্ত্রমতে কুলশক্তি যথা—

"শক্তয়ঃ পরমেশানি বিজ্ঞেয়াঃ সর্ব্বসিদ্ধিদাঃ।

নটী কাপালিকী বেশ্যা রজকী কুন্তুমালিনী..." ইত্যাদি।

(রেবতীতন্ত্র ৩ প°)

রেবতীতন্ত্রে নটী, কাপালিকী প্রভৃতি চতুঃষষ্টি প্রকার কুলশক্তির উল্লেখ আছে।

গুপ্তসাধনতন্ত্রের ১ম পটলে লিখিত আছে যে, রূপযৌবনসম্পন্না ও শীলসৌভাগ্যশালিনী পঞ্চোপচারে নটী, কাপালিকী, বেশ্যা, রজকী, নাপিতাঙ্গনা, ব্রাহ্মণী, শূদ্রকন্যা এবং গোপালক ও মালাকরকন্যা, এই সকল কুলশক্তিগণের পূজা করিলে নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ করা যায়।

শক্তিকাগমসর্ব্বস্বে স্বয়ং মহাদেব শক্তির প্রাধান্য উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, "শক্তিযুক্ত হইলেই আমি সর্ব্বকাম ফলপ্রদ শিবত্ব প্রাপ্ত হই, নচেৎ শবরূপে অবস্থান করি। অতএব শক্তিযুক্ত হইয়াই নিয়ত মন্ত্রজপ করা একান্ত কর্ত্তব্য; ব্রহ্মা সাবিত্রীর সহিত ইষ্ট মন্ত্রজপপরায়ণ হওয়াতেই সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। শক্তিকে স্বীয় ইষ্টদেবীর ন্যায় জ্ঞান করিয়া পান ভোজন করাইবে। ত্রয়োদশ বর্ষ হইতে পঞ্চবিংশতি বয়স্কা অপ্রসূতা কামিনীই শক্তিকার্য্যের বিশেষ উপযোগিনী।"

"শক্তিং বিনা মহেশানি! সদাহং শবরূপকঃ।

শক্তিযুক্তো যদা দেবি! শিবোঽহং সর্ব্বকামদঃ॥

শক্তিযুক্তং জপেন্মন্ত্রং ন মন্ত্রং কেবলং জপেৎ।

সাবিত্রীসহিতো ব্রহ্মা সিদ্ধোঽভূদগসন্দিনি॥

যদ্যৎ জলগণ্ডূবং শক্তিবক্ত্রে সুরেশ্বরি!।

সিন্ধুরূপং মহেশানি! তজ্জলং নাত্র সংশয়ঃ॥

স্বীয়েষ্টদেবীভাবেন ভোজয়েচ্চাপি যত্নতঃ।

শক্তিশ্চ কথ্যতে দেবি! শৃণুষ্ব সুরসুন্দরি!

ত্রয়োদশাব্দাদূর্দ্ধং বা পঞ্চবিংশতিবার্ষিকী।

অপ্রসূতাবিশেষেণ পক্ষেঽপি ভবেৎ প্রিয়ে!॥"

(শক্তিকাগমসর্ব্বস্ব)

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে স্বয়ং নারায়ণ বলিয়াছেন যে, সত্য ও নিত্য পদার্থ এবং আমি ভিন্ন ব্রহ্মা অবধি তৃণ পর্য্যন্ত সমস্তই প্রাকৃতিক জগৎ; ইহাদের উৎপত্তি কালে আমার ইচ্ছায় আমা হইতেই শক্তি উৎপন্ন হইয়া এই সকলে আবির্ভূত হয় এবং সৃষ্টিসংহরণকালে উহাদিগের হইতে তিরোহিত হইয়া পুনর্ব্বার আমাতেই আসিয়া লীন হয়। মৃত্তিকা ব্যতিরেকে কুম্ভকার এবং স্বর্ণ ব্যতিরেকে স্বর্ণকার যেরূপ যথাক্রমে ঘট ও কুণ্ডল নির্ম্মাণে অক্ষম, শক্তি ব্যতিরেকে আমিও প্রাকৃতিক সৃষ্টি বিষয়ে তাদৃশ অসমর্থ; এ কারণ সৃষ্টি সম্বন্ধে শক্তিকেই সর্ব্বপ্রধানা বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। সৃষ্টিকালে রাধা, পদ্মা, সাবিত্রী, দুর্গা ও সরস্বতী, এই পাঁচটী শক্তি আবির্ভূতা হন। শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাধিক প্রিয়তমা শক্তির নাম রাধা এবং ঐশ্বর্য্যাধিষ্ঠাত্রী সর্ব্বমঙ্গলপ্রদায়িনী পরমানন্দস্বরূপা শক্তির নাম লক্ষ্মী। পরমেশ্বরের বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী ও বেদশাস্ত্রযোগমাতাস্বরূপা শক্তি সাবিত্রী এবং বুদ্ধ্যধিষ্ঠাত্রী সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী সর্ব্বজ্ঞানাত্মিকা ও দুর্গনাশিনী শক্তি দুর্গা বলিয়া অভিহিত হন। যে শক্তি রাগরাগিণী প্রভৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং শাস্ত্রজ্ঞানপ্রদায়িনী ও কৃষ্ণকণ্ঠোদ্ভবা তিনিই সরস্বতী নামে পরিচিতা। এই পাঁচটী শক্তিকেই মূল প্রকৃতি বলিয়া জানিতে হইবে, কিন্তু সৃষ্টির ক্রম অনুসারে ইঁহারা আবার বহু অংশে বিভক্ত হন। ফলে যাবতীয় স্ত্রীজাতিই এই প্রকৃতি বা শক্তির অংশ এবং পুরুষপরম্পরা সকলেই পুরুষের অংশ বলিয়া বিখ্যাত। (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° গণেশখ°)

ব্রহ্মাণীশক্ত্যুৎপত্তি—রুরুযুদ্ধে ব্রহ্মা আদি দেবগণ স্বকীয় পরাজয় আশঙ্কা করিয়া সাতিশয় ভীত হন, পরে ব্রহ্মা বহু চিন্তা করিয়া স্বয়ংই স্ত্রীরূপ ধারণপূর্ব্বক মহাদেবের সাহায্যার্থ রণে অবতীর্ণ হন; এই হংসস্যন্দন-সমারূঢ়া ললনাকারা ব্রহ্মরূপধারিণী প্রতিপক্ষজয়কারিণী অপরাজিতা শক্তিই ব্রহ্মাণী-শক্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ। (দেবীপুরাণ)

দেবীপুরাণের নন্দাকুণ্ড প্রবেশাধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, দেবশক্তিদিগের মন্ত্রের কোনরূপ বিচার করিতে নাই। কেন না যাবতীয় শক্তিই অনাদি মধ্যান্ত শিবশক্তিময় পরমেশ্বরের পরমানন্দস্বরূপিণী এবং ইঁহাদের সকলেরই প্রভাবে তপোযজ্ঞাদির ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। (দেবীপুরাণ)

শক্তিপূজায় ব্যবহর্ত্তব্য পুষ্পাদি—পদ্ম, দুই প্রকার করবীর, কুশুম্ভ, দুই প্রকার তুলসী, জাতি, অশোক, কেতকী, চম্পক, নীলপদ্ম, কুন্দ, মন্দার, পুন্নাগ, পাটলপুষ্প, নাগচম্পক, সোঁদাল, কর্ণিকার, নবমল্লিকা, পলাশ, নিসিন্দা, অপামার্গ, দমনক বা দনাপুষ্প, গন্ধতুলসী, লবঙ্গ, জনকর্পূর, তগরপুষ্প, জবাপুষ্প, দ্রোণপুষ্প, এবং অন্যান্য এইরূপ বনজ, স্থলজ, জলজ ও গিরিজ নানাবিধ পুষ্পাদি শক্তিপূজায় ব্যবহার করা যাইতে পারে।

(প্রাণকৃষ্ণসার)

২ প্রকৃতি। পর্য্যায়—প্রধান, নিত্যা, অবিকৃতি। এই প্রকৃতি বা শক্তি পুরুষকে আশ্রয় করিয়া জগদুৎপত্তির হেতু হন; সত্ত্ব, রজঃ, ও তমঃ এই তিনটী ইঁহার গুণ। (ভাবপ্রকাশ)

৩ দ্রব্যগুণক্রিয়ানিষ্ঠ ধর্ম্মবিশেষ। এই পদার্থত্রয়ের শক্তি প্রত্যেকে বিভিন্নাকারে পরিদৃষ্ট হইলেও তাহার কোন শক্তির বিকাশ করিতে হইলে পরস্পরের সাহায্যের আবশ্যক। যেমন, বহ্নিসংযোজনক্রিয়া ব্যতিরেকে ইন্ধনে তদীয় দাহিকা-শক্তির বিকাশ করিতে পারে না, কটুরস কোন দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত না হইলে তাহার জলনশক্তির বিকাশ করিতে পারে না, উৎক্ষেপণাবক্ষণ ক্রিয়া কোন পদার্থদ্বয়ের উপর ন্যস্ত না হইলে তাহাদের অবচূর্ণন করিবার শক্তি বিকাশ করিতে পারে না।

৪ অর্থবোধানুকূল পদপদার্থ সম্বন্ধরূপ বৃত্তিভেদবিশেষ। অর্থাৎ "এই পদ অমুক অর্থের বোধক হউক" বা "এই শব্দ হইতে এইরূপ অর্থের পরিগ্রহ হওয়া কর্ত্তব্য" এই প্রকারের যে ইচ্ছাত্মক সঙ্কেত কল্পিত হয়, তাহাও এক প্রকার শক্তি। শাব্দিকগণ এই শক্তিকে তিন ভাগে বিভক্ত করেন, যথা রূঢ়ি, যৌগিক ও যোগরূঢ়ি। রূঢ়ি, যেমন ঘট; যৌগিক পাচক; যোগরূঢ় পঙ্কজ। এতদ্ভিন্ন লক্ষণা ব্যঞ্জনা প্রভৃতি শক্তিদ্বারাও শব্দাদির অববোধ হয়। [ইহাদের বিস্তৃত বিবরণ শব্দশক্তি, শক্তিগ্রহ ও সঙ্কেত শব্দে দ্রষ্টব্য।]

দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণ শক্তি সম্বন্ধে যথেষ্ট পর্য্যালোচনা করিয়া গিয়াছেন। শক্তি শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ সামর্থ্য-বাচী। শক্ ধাতুর উত্তর ক্তিন্ প্রত্যয় করিয়া শক্তিপদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষার ব্যুৎপাদন অনুসারে শক্তি শব্দের অর্থ বহুল ভাবগর্ভ। যদ্দ্বারা কোন কার্য্য সম্পন্ন হয়,—অথবা যাহা কার্য্যরূপে পরিণত হইবার যোগ্য,—যাহা কোন প্রকার পরিবর্ত্তনের সাধক,—যাহা যোগ্যতাবিশিষ্ট ধর্ম্মী বা যাহা কোন দ্রব্যের ধর্ম্ম,—অথবা যাহা কারণের আত্মভূত তাহাই শক্তি।

অভিধানে শক্তির উৎসাহ বল, সামর্থ্যাদি অর্থের ব্যবহার আছে। নিঘণ্টুকার বলেন শক্তি শব্দের অর্থ কর্ম্ম। তিনি আরও বলেন যদ্দ্বারা কর্ম্ম সম্পন্ন হয় অথবা যদ্দ্বারা পরলোক জয় করা যায় তাহাই শক্তি। "শক্নোতেঃ স্ত্রিয়াং ক্তিন্। শক্যতে যানয়া পরলোকং জেতুম্।"

ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন—

"কারণস্যাত্মভূতা শক্তিঃ শক্তেশ্চাত্মভূতং কার্য্যম্।"

অর্থাৎ কারণের যাহা আত্মভূত তাহাই শক্তি এবং শক্তির যাহা আত্মভূত তাহাই কার্য্য।

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের এই উক্তি দর্শন ও বিজ্ঞান সম্মত।

আমরা অতি প্রাচীন ঋক্‌মন্ত্রেও এই শক্তি শব্দ এই অর্থে প্রযুক্ত দেখিতে পাই। যথা :—

"স্তোমেন হি দিবি দেবাসো অগ্নিমজীজনচ্ছক্তিভিরোদসি প্রাম্। তমূ অকৃণ্বন্ত্রেধাভুবে কংস ওষধীঃ পচতি বিশ্বরূপাঃ।" (১০।৮৮।১০)

নিরুক্তকার ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

"স্তোমেন হি যং দিবি দেবা অগ্নিমজীজনচ্ছক্তিভিঃ কর্ম্মভি-র্দ্যাবাপৃথিব্যোঃ পূরণং তমকুর্ব্বংস্ত্রেধা ভাবয় পৃথিব্যামন্তরীক্ষে দিবিতি শাকপূণির্যদস্য দিবি তৃতীয়ং তদসাবাদিত্যো ইতি ব্রাহ্মণম্।"

উক্ত ঋকের অর্থ এই যে দেবগণ স্তুতি দ্বারা যে ত্রিলোক-ব্যাপক সূর্য্যাত্মক অগ্নিকে দ্যুলোকে উৎপন্ন করিয়াছেন সেই অগ্নিকেই জগতের কার্য্যসিদ্ধির জন্য অগ্নি, বিদ্যুৎ ও আদিত্য এই ত্রিবিধরূপে বিভক্ত করিয়াছেন। এই সর্ব্বব্যাপক অগ্নি জগতের হিতের নিমিত্ত ওষধি সকলের যথাবিধি পরিপাক কার্য্য সম্পন্ন করেন। অগ্নি দ্বারাই জগতের সর্ব্বকার্য্য সম্পন্ন হয়।

এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে দেবতাগণ শক্তিদ্বারাই অগ্নিকে উৎপাদিত করিয়াছিলেন। অথর্ব্ববেদেরও বহু স্থানে সামর্থ্য ও হেতু অর্থ বুঝাইবার নিমিত্ত শক্তি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

"ইন্দ্রো বঃ শক্তিভির্দেবীস্তস্মাদবানায বো হিতম্।" (অথর্ব্ববেদ)

সায়ণ ইহার ভাষ্যে লিখিয়াছেন—

'ইন্দ্রঃ বঃ যুষ্মাকম্ শক্তিভিঃ হেতুভিঃ অধীবয়ন্ত বৃত্রবান্ যুষ্মান্ সাত্মসাৎ কর্ত্তুং ঐচ্ছৎ।'

উপনিষদ্‌গ্রন্থেও শক্তি শব্দের যথেষ্ট প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। শ্বেতাশ্বতর, নৃসিংহপূর্ব্বতাপনী (৩।১), অথর্ব্বশীর্ষ (৪), সন্ন্যাসোপনিষৎ (২), কঠশ্রুতি (৩), হংসোপনিষৎ (৬) এবং কালাগ্নিরুদ্রোপনিষৎ (১০।১৬।২২।৭৭।৮৩।৯০) প্রভৃতিতে শক্তি শব্দের বহুল ব্যবহার আছে। আমরা এস্থলে শ্বেতাশ্বতর উপ-নিষৎ হইতেই দুই একটী উদাহরণ উল্লেখ করিতেছি। তদ্যথা—

১। পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে। (৬.৮)

২। তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্
দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি
কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ।'

শ্বেতাশ্বতর পাঠে জানা যায় যে সত্ত্ব, রজঃ ও তম—এই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিই শক্তি নামে অভিহিত। এই শক্তি বা প্রকৃতি পরমেশ্বরে প্রতিষ্ঠিতা এবং তাহা হইতে অভিন্না। এই শক্তিই বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতি ও লয়কারিণী

আমরা যোগবাশিষ্ঠেও শক্তির স্বরূপ দেখিতে পাই। [illegible]—

"[illegible]
[illegible]
ইচ্ছাসত্তা ব্যোমসত্তা কালসত্তা তথৈব চ।
তথা নিয়তিসত্তা চ মহাসত্তা চ সুব্রত॥

জ্ঞানশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তিঃ কর্তৃতাকর্তৃতাপি চ।
ইত্যাদিকানাং শক্তীনামন্তো নাস্তি শিবাত্মনঃ।"

(যোগবাশিষ্ঠ নির্ব্বাণ-প্রকরণ)

অর্থাৎ অপ্রমেয়, শান্ত, চিন্মাত্র নিরাকার ও মঙ্গলস্বরূপ পরমাত্মায় প্রথমে ইচ্ছাশক্তির স্ফুরণ হয়, পরে ব্যোমসত্তার, কালসত্তার ও নিয়তি সত্তার যথাক্রমে অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। ইচ্ছাসত্তাদির অনুগতানসত্তা মহাসত্তা নামে অভিহিত। ইচ্ছাদি সত্তাই ঐশীশক্তি। জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি, কর্তৃত্ব-শক্তি, অকর্তৃত্ব শক্তি ইত্যাদি নামে পরমেশ্বরের বহু শক্তি আছে। এই সকল শক্তি শক্তিমান্ পরমেশ্বর হইতে অভিন্ন—"শক্তিঃ শক্তিমতো হ্যভেদাৎ"।

যোগবাশিষ্ঠকার বলেন—"শিবস্তানন্তরূপস্ত এষাচিত্তা হ্যতাত্মনঃ।"

ইহাতে আপাততঃ মনে হইতে পারে যে শক্তিমান্ হইতে শক্তি ভিন্ন। কিন্তু টীকাকার লিখিয়াছেন—

"মায়া হি স্বরূপতোঽনন্তং শিবং গুণতঃ শক্তিতঃ কার্য্যতশ্চানন্তং কুর্ব্বাণা তত্তানন্ত্যাং বর্দ্ধয়তীব নতু বিবর্তীতি ভাবঃ মনাগপি বিকল্পনাভিন্না ন বস্তুত ইত্যর্থঃ।"

অর্থাৎ সেই শিব হইতে শক্তি যে ভিন্নরূপে বিকল্পিত হয়, উহা বিকল্প মাত্র, বস্তুতঃ ভিন্ন নহে।

যোগবাশিষ্ঠের ব্যাখ্যা অপর রূপেও হইতে পারে; তদ্ যথা—চিদাত্মা যে পরমাত্মা তথা হইতে শক্তি ভিন্ন। শক্তি মায়ারই স্ফূর্তিমাত্র। তাদৃশ নির্গুণ নিষ্ক্রিয় নিরঞ্জন হইতে শক্তি ভিন্ন পদার্থ।

সাংখ্যদর্শনেও শক্তি শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। করণ, যোগ্যতা বা শক্যতা এবং উপাদান কারণ বুঝাইতেই সাংখ্য দর্শনে শক্তি শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় যথা—

"শক্ত্যুদ্ভবানুদ্ভবাভ্যাং নাশক্যোপদেশঃ।" (১।১১)

পদার্থের ধর্ম্মত্ব কখনও অপনোদিত হয় না, অর্থাৎ স্বভাব কিছুতেই একবারে বিধ্বস্ত হয় না। আপত্তি হইতে পারে যে অঙ্কুরোৎপাদনই বীজের স্বভাব, কিন্তু বীজ দগ্ধ হইলে তাহার এই স্বভাব বিধ্বস্ত হয়। কপিলদেব এই আপত্তি খণ্ডনার্থ বলিয়াছেন, এই দৃষ্টান্ত দ্বারা শক্তির অত্যন্ত উচ্ছেদ সপ্রমাণ হয় না। এই ব্যাপারে শক্তির কেবল ক্ষণিক তিরোভাবই সপ্রমাণ হয়, কিন্তু অত্যন্ত বিনাশ এ উদাহরণে সপ্রমাণ হয় না। যোগিগণের সঙ্কল্প কার্য্যবশতঃ দগ্ধবীজাদিতেও অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তির উদ্ভব হইতে পারে। সাংখ্য প্রবচনভাষ্যে লিখিত হইয়াছে "ন শৌক্ল্যাদ্বুষ্ণক্যাদিভাবো ভবতি। রজকব্যাপারোপা-সকাদিনিষ্ঠ রজকপটস্থবীজয়োঃ পুনঃ শৌক্ল্যাদ্বুষ্ণক্যাদিভাবা-বির্ভাবঃ।"

বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন যে "কার্য্যের অনাগত অবস্থাই শক্তি।" তদ্‌যথা—

"কার্য্যশক্তিমত্ত্বমেব উপাদানকারণত্বম্। সা শক্তিঃ কার্য্য-স্যানাগতাবস্থৈব।"

পাতঞ্জলদর্শনেও শক্তি শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। তথায়ও যোগ্যতা ও সামর্থ্য প্রভৃতি অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। পূর্ব্বমীমাংসায়ও উক্ত অর্থেই শক্তি শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

"তদশক্তিশ্চানুরূপত্বাৎ" (পূঃ মীঃ ১।৩।২)

অর্থাৎ শব্দাদির যে অপভ্রংশ হইয়া থাকে উহা অশক্তির অনুরূপ নিবন্ধন। অর্থাৎ উচ্চারণের সামর্থ্যহীনতা অনুসারেই শব্দাপভ্রংশদোষ সংঘটিত হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত স্থলে বলা যাইতে পারে গো শব্দটী সাধু। কিন্তু উচ্চারণ সামর্থ্যহীনতা নিবন্ধন কেহ কেহ ইহাকে "গাভী" বলেন। মহর্ষি জৈমিনিও যোগ্যতা ও সামর্থ্য অর্থেই শক্তি শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন।

অতঃপর উত্তর-মীমাংসাতে বা ব্রহ্মসূত্রেও "শক্তি" শব্দটী দেখিতে পাওয়া যায়—

"শক্তিবিপর্য্যয়াৎ।" (২।৩।৩৮)

ইহার তাৎপর্য্য এই যে জীবই কর্ত্তা হইবার যোগ্য; বুদ্ধি নহে। বুদ্ধিকে কর্ত্তা বলিলে তাহার করণশক্তির লোপ ও কর্তৃশক্তি বুদ্ধির আবার ভিন্ন করণের কল্পনা করিতে হয়; উহা অন্যায্য। এই সূত্রের শাঙ্কর ভাষ্যের মর্ম্ম এইরূপ—অন্যান্য কারণেও জীবকেই কর্ত্তা বলা উচিত। সে কারণ এই—যদি বিজ্ঞান শব্দবোধ্য বুদ্ধি-কর্ত্তা হয়, তাহা হইলে শক্তিবৈপরীত্য মানিতে হয়। অর্থাৎ বুদ্ধির করণশক্তিহানি ও কর্ত্তৃশক্তির প্রাপ্তি স্বীকার করিতে হয়। বুদ্ধির কর্তৃশক্তি মানিলে উহা যে অহং জ্ঞানের গম্য, ইহা স্বীকার্য্য হইয়া উঠে। কিন্তু আসল কথা এই যে কর্ত্তা করণ হইতে পৃথক্। জীব কর্ত্তা, বুদ্ধি করণ মাত্র, বুদ্ধিকে কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিলে শক্তি বিপর্য্যয় ঘটে। এস্থলেও শক্তি অর্থে সামর্থ্য বা যোগ্যতা।

ভর্তৃহরিকৃত বাক্যপদীয় গ্রন্থেও আমরা শক্তি শব্দের এক বিশিষ্ট ব্যবহার দেখিতে পাই। তদ্‌যথা—

"একমেব যদাম্নাতং ভিন্নং শক্তিব্যপাশ্রয়াৎ।
অপৃথক্‌ত্বেঽপি শক্তিভ্যঃ পৃথক্‌ত্বেনেব বর্ত্ততে॥"

অর্থাৎ শব্দ ব্রহ্ম একমেব অদ্বিতীয়, পরস্পর পৃথক্ আত্মভূতা শক্তিসমূহ বিদ্যমানা। এই সকল শক্তির ভেদা-রোপ নিবন্ধন শক্তিসমূহ হইতে যদিও ব্রহ্ম মূলতঃ পৃথক্ নহেন, তথাপি ব্রহ্মের পৃথকত্ব আরোপ হইয়া থাকে।

বাক্যপদীয়কার আরও লিখিয়াছেন,—

"নির্ণীতে শক্তের্বাস্ত তাং তামর্থক্রিয়াং প্রতি।
বিশিষ্টং ব্রহ্মসমবেতে সা শক্তি প্রতিবধ্যতে॥"

অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রমাণাদি দ্বারা নিশ্চিতরূপে জাত্রে দ্রব্যশক্তিবিশিষ্ট দ্রব্য সম্বন্ধবিশিষ্ট হইলে উহার স্বীয় ধর্ম্মানুসারে কার্য্য করিতে পারে না, অনেক স্থলেই এইরূপ দেখা যায়। রসায়ণ বিজ্ঞান ও পদার্থবিজ্ঞানে আমরাও এই শক্তিপ্রতিবাধার (Counteraction or Neutrlisation of forces) বহুল দৃষ্টান্ত দেখিতে পারি।

প্রাচীন প্রাভাকরগণের নিকট যে অষ্টবিধ পদার্থ স্বীকৃত হইয়াছে তন্মধ্যে শক্তিও একটী পদার্থ যথা। দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, পারতন্ত্র্য, শক্তি ও নিয়োগ। মীমাংসকগণও অন্য প্রকার অষ্ট পদার্থ স্বীকার করেন, যথা—

দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, সমবায়, শক্তি ও সাদৃশ্য।

প্রাভাকরগণের মতে ঈশ্বরাস্তিত্বানুমানের ন্যায় শক্তি ও শক্তিকার্য্য অনুমান সিদ্ধ। তত্ত্বচিন্তামণিগ্রন্থের অনুমান পরিশিষ্ট খণ্ডে লিখিত হইয়াছে—

"স্যাদেতৎ ঈশ্বরবচ্ছক্তিরপি কার্য্যৈনৈবানুমীয়তে।"

আপত্তি হইতে পারে যে দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মে শক্তি থাকে, সুতরাং শক্তি পদার্থ ইহাদেরই অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু প্রাভাকরগণ বলেন, অনুমান দ্বারা জানা যাইতে পারে যে শক্তি, দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সমবায় প্রভৃতি হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ। শক্তি সামান্যাদির ন্যায় নিত্য বা স্থির পদার্থ নহে। ভাবাপরিচ্ছেদের দিনকরী নাম্নী টীকায় লিখিত আছে, "তথাহি ন তাবৎ দ্রব্যাত্মিকা শক্তি, গুণাদিবৃত্তিত্বাৎ অতএব ন গুণাত্মিকা কর্ম্মাত্মিকা বা ন চ সামান্যাদ্যন্যতমরূপা উৎপত্তিমত্বে সতি বিনাশিত্বাৎ।" প্রভাকরগণের যুক্তি এই যে যাহা দ্বারা যে কার্য্য নিষ্পন্ন হয় তাহাই সেই কার্য্যসাধিকা শক্তি। কার্য্যসাধন যোগ্যতাবিশিষ্ট ধর্ম্ম বিশেষই শক্তি শব্দবাচ্য। স্থল বিশেষে এরূপও দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রত্যক্ষ প্রমাণাদি দ্ব' সুনিশ্চিত বস্তুশক্তি অনেক স্থলে যথাযোগ্য কার্য্য সাধনে সমর্থ হয় না। অনলের দাহিকা শক্তি, বিষের প্রভাব, বীজের অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তি সর্ব্বত্রই ক্রিয়া প্রকাশে সমর্থ হয় না। যাহার অভাবেই কার্য্যের অভাব হয় তাহাই দ্রব্যনিষ্ঠ ধর্ম্ম। কিন্তু দ্রব্যাদি পদার্থ ব্যতীতও শক্তি স্বতন্ত্র পদার্থরূপে পরিকীর্ত্তিত। প্রভাকরগণের যুক্তি এই যে—

"তথাহি যাদৃশাদেব করতলানলসংযোগাদ্দাহো জায়তে তাদৃশাদেব সতি প্রতিবন্ধকে ন জায়তে। অতো যদভাবাৎ কার্য্যাভাবস্তদ্বাহুল্যাদাবভ্যুপেয়ং তেন বিনা তদ্ভাবাৎ মন্ত্রাদ্যনুপপত্তে র্ব্যতিরেকমুখেন শক্তিসিদ্ধিঃ।"(তত্ত্বচিন্তা'অনুষ্ঠানপরিশিষ্ট)

ন্যায়কুসুমাঞ্জলিকার উদয়নাচার্য্য স্বীয় গ্রন্থে বলেন, ন্যায়দর্শনেও শক্তি পদার্থ অস্বীকৃত হয় নাই। কারণত্বকেই ন্যায়দর্শনে শক্তি বলিয়া স্বীকৃত; যথা—

"অথ শক্তিনিষেধে কিং প্রমাণম্? ন কিঞ্চিৎ? তৎ কিমস্ত্যেব? বাঢং নহি নো দর্শনে শক্তিপদার্থ এব নাস্তি। কোহসৌ তর্হি? কারণত্বম্।"

সপ্তপদার্থী সংহিতায় শিবাদিত্য দ্রব্যাদি স্বরূপকেই শক্তি নামে অভিহিত করিয়াছেন। তদ্ যথা—

"শক্তির্দ্রব্যাদিকস্বরূপমেব।" (সপ্তপদার্থী সংহিতা)

আমরা প্রকৃতিকেও শক্তি বলিতে পারি। কেন না যাহা দ্বারা কোন কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়, যাহাতে কার্য্যসাধনের যোগ্যতা আছে তাহাই শক্তি। প্রকৃতি শব্দের ব্যুৎপত্তি সাধনেও আমরা এই অর্থই প্রাপ্ত হই। প্র উপসর্গ পূর্ব্বক কৃ ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে ক্তি প্রত্যয় করিয়া প্রকৃতি পদ সিদ্ধ হয়। যাহা কিছু উৎপাদন করে বা প্রকৃষ্টরূপে কোন কার্য্য সাধন করে, তাহাই প্রকৃতি। বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন, সাক্ষাৎ বা পরম্পরা ভাবে প্রকৃতিই সর্ব্ব প্রকার পরিণাম সাধন করে। এই নিমিত্তই ইহা প্রকৃতি নামে অভিহিত হইয়াছে। এই নিমিত্তই প্রকৃতির অপর পর্য্যায় শক্তি। এই প্রকৃতি অজা, শক্তি প্রধান, অব্যক্ত, মায়া, তমঃ ও অবিদ্যা প্রভৃতি নামে অভিহিত।

পাণিনির মতে উপাদান কারণই প্রকৃতি।

"জনিকর্ত্তুঃ প্রকৃতিঃ।" (পা ১।৪।৩০)

পতঞ্জলি, কৈয়ট, জয়াদিত্য ও নাগেশ প্রভৃতি সকলেই প্রকৃতিকে উপাদান কারণরূপেই বুঝিয়াছেন। নৈয়ায়িকগণ যে কারণত্বকেই শক্তি বলিয়াছেন, পাণিনির অভিপ্রায় ধরিয়া, প্রকৃতিকেই সেই শক্তির প্রতিনিধি বা পর্য্যায় বলিয়া অভিহিত করা ·তে পারে।

বশিষ্ঠদেব বলেন, "নাম-রূপ বিনির্মুক্ত জগৎ যাহাতে অবস্থান করে, তাহাকে কেহ প্রকৃতি, কেহ মায়া, কেহ অণু ইত্যাদি নামে অভিহিত করিয়া থাকে।" শ্রীমদ্ভাগবতে জানা যায় যে প্রকৃতি পুরুষ ও কাল ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। পুরুষ ও কাল ব্রহ্মেরই অবস্থা বিশেষ। প্রকৃতি ব্রহ্মেরই শক্তি। মায়াবাদীরা প্রকৃতিকেই মায়া বলিয়া অভিহিত করেন।

আমরা যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে দেখিতে পাই পরিচ্ছিন্ন ও অপরিচ্ছিন্ন সমগ্র সত্তাই শক্তি। তাহা হইলে জানা যাইতেছে, যে পদার্থ মাত্রই শক্তি। শক্তিই দ্রব্য গুণ কর্ম্ম প্রভৃতি বিবিধ নামে পরিচিত। ভিন্ন ভিন্ন পদার্থগুলি শক্তিরই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা বিশেষ। আকাশ, দেশ, কাল, দিক্, পরমাণু, মন, বুদ্ধি প্রাণ, ইন্দ্রিয়, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন—ইহারা সকলেই শক্তিবিশেষ।

বৈশেষিকদর্শনে উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন এই যে পাঁচ প্রকার কর্ম্মের কথা বলা হইয়াছে ; এই পঞ্চ কর্ম্মও শক্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে।

আমরা ঋগ্বেদ পাঠে বুঝিতে পারি যে এই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড শ্রীভগবানের ইচ্ছাপ্রসূত। বেদান্ত পাঠে জানা যায় যে পরমেশের মায়াশক্তি দ্বারা এই জগৎসৃষ্টি করিয়াছেন। পণ্ডিতবর ওয়ালেশ ইচ্ছা শক্তিকেই জগতের মূলশক্তি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

আমরা বাহ্য জগতে তাপ, তড়িৎ, চুম্বকাকর্ষণ, মাধ্যাকর্ষণ, আলোক, রাসায়নিক আকর্ষণ, আণবিক আকর্ষণ প্রভৃতি শক্তির বিবিধ লীলা দেখিতে পাই। এই সকল শক্তি শ্রীভগবানেরই ইচ্ছাশক্তিপ্রণোদিত এবং মূলতঃ এক। যদিও আমরা শক্তির ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ দেখিতে পাই, কিন্তু তাপ, তড়িৎ ও আলোক প্রভৃতি একমাত্র শক্তিরই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ মাত্র। ঋগ্বেদে উক্ত হইয়াছে—

"অগ্নে যত্তে দিবি বর্চ্চঃ পৃথিব্যাং যদোষধীষপ্স্বা যজত্র।
যেনান্তরিক্ষমুর্ব্বাততন্থ ত্বেষঃ স ভানুরর্ণবো নৃচক্ষাঃ॥"

(ঋক্ ৩।২২।২)

অর্থাৎ হে পরমদেব দ্যুলোকে যে তেজঃশক্তি বিদ্যমান তাহা তোমারই জ্যোতিঃ, পৃথিবীতে দাহ পাকাদি ক্রিয়ানিষ্পাদক রূপে যে যে তেজ দেখিতে পাই, তাহাও তোমারই তেজ, বৃক্ষাদিতে যে তেজ বিদ্যমান, বনস্পতি প্রভৃতিতে যে সাধারণ তেজ আছে, জলে যে ঊর্জ তেজ আছে, তাহাও তোমারই তেজ। তুমিই প্রাণরূপে সমগ্র আকাশে তেজঃস্বরূপে বর্ত্তমান আছ।

একই পরমতত্ত্বের শক্তি কোথাও অগ্নিরূপে, কোথাও তড়িৎ রূপে, কোথাও আদিত্যরূপে, আর সর্ব্বত্রই বায়ুরূপে প্রতিষ্ঠিত। অগ্নি, বায়ু, আদিত্য ইঁহারা ত্রিলোকে বর্ত্তমান। ইঁহারা কখনও চেতন রূপ ধারণ করেন, কখনও অচেতন রূপে অবস্থান করেন। নিরুক্তকার লিখিয়াছেন—

"ইতরেতরজন্মানো ভবন্তীতরেতরপ্রকৃতয়ঃ"।

ঋগ্বেদে অগ্নির প্রার্থনায় বর্ণিত হইয়াছে—

"অপ্স্বগ্নে সধিষ্টব সৌষধীরনুরুধ্যসে। গর্ভে সঞ্জায়সে পুনঃ।"

(ঋক্ ৮।৪৩।৯)

অর্থাৎ হে অগ্নে! তুমিই জলে প্রবেশ কর, তুমিই ওষধিসমূহের সৃষ্টি করিয়া উহাদের গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া থাক, সেই তুমিই আবার ইহাদের অপত্য রূপে উৎপন্ন হও।

অথর্ব্ববেদে কথিত হইয়াছে—

"দিবি পৃথিব্যামন্তরীক্ষে যে বিদ্যুতমনুসঞ্চরন্তি। যে দিক্ষ্বন্তর্যে বাতে অন্তস্তেভ্যোঽগ্নিভ্যো হুতমস্ত্বেতৎ।" (অথর্ব্ববেদ ৩।২১।৭)

অর্থাৎ দ্যুলোকে ভূলোকে এবং এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী অন্তরীক্ষ লোকে যিনি প্রবেশপূর্ব্বক সঞ্চরণ করেন, যিনি তড়িতের আকারে প্রকাশিত হন, যিনি জ্যোতিশ্চক্রে সঞ্চরণ করেন, যিনি ত্রিলোকব্যাপী দিক্ সকল ব্যাপিয়া আছেন, যিনি সর্ব্ব জগতের আধার, যিনি প্রাণরূপে বায়ুতে বিদ্যমান, আমরা বিশ্ব জগতের অনুগ্রাহক সেই অগ্নির হোম করি।

শ্রুতির এই সকল প্রমাণ পাঠে আমরা স্পষ্টতঃই বুঝিতে পারি, জগতের আদিসভ্য আর্য্যজাতি জগতের প্রাচীনতম সাহিত্য ঋগ্বেদে শক্তির একত্ব (Unity of forces) সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ব্যক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। আমরা বেদের এই সকল প্রমাণ পাঠে আরও বুঝিতে পারি, ঋষিগণ একই শক্তির ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশের বিষয় সম্পূর্ণ রূপে পরিজ্ঞাত ছিলেন। যে শক্তি এই বিশাল বিশ্বপ্রপঞ্চের দৃশ্যাদৃশ্য সর্ব্বপ্রকার পদার্থে বিদ্যমান, সেই শক্তিই আমাদের আত্মার অন্তস্তল প্রদেশে থাকিয়া আমাদের সকল প্রকার কার্য্যের নিয়মন করিতেছেন, আবার এই শক্তিই কখন তাপ, কখন তড়িৎ, কখন আলোক কখন বা অগ্নি, কখন বায়ু, কখন জল, কখন কখন পৃথ্বী প্রভৃতির তেজের আকারে প্রকাশ পাইতেছে। শক্তির একত্ব (Unity of forces) এবং শক্তির পৃথক্ প্রকটন (Transformation of forces) আধুনিক বিজ্ঞানের এক বিশিষ্ট সিদ্ধান্ত। অতি প্রাচীন ঋগ্বেদের সময়েও হিন্দু হৃদয়ে এই সিদ্ধান্ত উদ্ভাসিত হইয়াছিল।

আমরা দেবীমাহাত্ম্য বা চণ্ডী পাঠ করিয়াও শক্তির অতি সূক্ষ্ম দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব জানিতে পারি। বিজ্ঞানবিদ্গণ যাহাকে বিশ্বশক্তি (Cosmo-physical Energy) বলেন, ঈশ্বর-বিশ্বাসী দার্শনিকগণ যাঁহাকে বিশ্বপ্রাণশক্তি (Cosmo-psychical Energy) নামে অভিহিত করেন, এবং সুপণ্ডিত হারবার্ট স্পেন্সার যাঁহাকে এই বিশাল বিশ্বপ্রসবিনী অজ্ঞেয় মহাশক্তি (Inscrutable Power) নামে অভিহিত করেন, মার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্গত দেবীমাহাত্ম্যে সেই চিন্ময়ী জগন্ময়ী অজ্ঞেয় মহাশক্তির অতি সুন্দর প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত হইয়াছে। শক্তির এরূপ সূক্ষ্মতত্ত্ব অন্যত্র সুদুর্লভ। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে 'পাওয়ার' (Power), 'ফোর্স' (Force) এবং 'এনার্জী' (Energy) এই তিনটী শব্দই শক্তি শব্দের প্রতিনিধি রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গ্যানো (Ganot) বলেন, যদ্দ্বারা স্থিতিশীল পদার্থ গতিবিশিষ্ট হয় এবং গতিশীল পদার্থের গতি সংরুদ্ধ হয়, বা যদ্দ্বারা কোন প্রকার পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, তাহাই "ফোর্স" বা শক্তি। যে শক্তি দ্বারা গতি প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার নাম এক্সিলারেটিং ফোর্স (Accelerating Force), যে শক্তি গতির প্রতিবন্ধক, তাহার নাম Retarding Force.

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত এস্ এন্ নন্দী এম্ এ, মহোদয়ের শক্তি সম্বন্ধে সংজ্ঞাটীও গ্যানোর সংজ্ঞার অনুরূপ।*

প্রফেসর হলম্যানের (Halman) মতে গতিশক্তি (Energy of motion), ক্রিয়মাণ শক্তি (Kinetic Energy), মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি (Energy of Gravitation), তাপ (Heat), স্থিতিস্থাপকতা শক্তি (Energy of Elasticity), যোগাকর্ষণ বা সংঘাতশক্তি (Cohersion Energy), তাড়িত শক্তি (Electrical Energy) এই সর্ব্ববিধ শক্তিরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। হলম্যানের 'ফোর্স' ও 'এনার্জী'র সংজ্ঞা পূর্ব্বপ্রদর্শিত শক্তিসংজ্ঞারই অনুরূপ।†

প্রফেসর গ্রাণ্ট এলেন (Grant Allen) শক্তি বুঝাইতে কেবল "পাওয়ার" (Power) শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, এই পাওয়ার দ্বিবিধ—ফোর্স ও এনার্জী। তিনি ফোর্স ও এনার্জীর ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, এই "পাওয়ারের" আরও প্রকার ভেদ আছে। যথা—Aggregative Power বা যোগাকর্ষণশক্তি, Separative Power বা বিপ্রকর্ষণশক্তি, Molar Power বা সংস্থানিক শক্তি, Molecular Power বা আণবিক শক্তি, Atomic বা পারমাণবিক শক্তি, Electric বা তাড়িত শক্তি, Gravitation বা মাধ্যাকর্ষণশক্তি, Chemical affinity বা রাসায়নিক শক্তি।‡

অপর পক্ষে পণ্ডিতপ্রবর হারবার্ট স্পেন্সার Forceকেই শক্তি শব্দের প্রতিনিধিরূপে ব্যবহৃত করিয়াছেন। হার্বার্ট স্পেন্সার অজ্ঞেয়তাবাদী। তাঁহার মতে শক্তিতত্ত্বও অজ্ঞেয়। শক্তি পরিমাপের কোন উপায় নাই। তিনি বলেন, Force, as we know it, can be regarded only as certain conditioned effect of the unconditioned cause. অর্থাৎ শক্তির মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না, তবে এই মাত্র আমাদের নিকট প্রতিভাত হয় যে, ইহা কোন অপরিচ্ছিন্ন কারণের একটী নির্দ্দিষ্ট কার্য্যফল মাত্র। হার্বার্ট স্পেন্সারের শক্তিতত্ত্ব সূক্ষ্ম দার্শনিকতা ও বৈজ্ঞানিকতার পরিচায়ক। স্পেন্সার শক্তির নিত্যতা (Persistence of Force) স্বীকার করেন। তিনি বলেন, আদ্যা শক্তি নিত্যা ও সর্ব্বব্যাপিনী। এই শক্তি অনাদি ও অনন্ত,—যথা "By persistence of force we really mean the persistence of some cause which transcends over knowledge and conception. In asserting it, we assert an unconditioned reality without beginning or end."

যে আদ্য কারণ আমাদের জ্ঞান ও ধারণার অতীত, শক্তির সাতত্য স্বীকার করিয়া আমরা প্রকৃতপক্ষেই সেই অজ্ঞেয় কারণের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকি। সেই আদ্য কারণই আদ্যন্তরহিত এক অপরিচ্ছিন্ন সত্তাবিশেষ।

হার্বার্ট স্পেন্সার এই শক্তিকেই Mysterious ও Inscrutable Force নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে, এই মহাশক্তিই এই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডপ্রসবিত্রী। আমাদের মার্কণ্ডেয়োক্ত চণ্ডী দেবীমাহাত্ম্যে ঐ একই তত্ত্ব "সৈব বিশ্বং প্রসূয়তে" বাক্যে সূচিত আছে। এই শক্তির বিষয় চিন্তা করিলে বুদ্ধি দিশেহারা হইয়া পড়ে—জ্ঞান অনন্তে ডুবিয়া যায়।

চুম্বক-শক্তি বা Magnetic force সম্বন্ধে শক্তিবিজ্ঞানে যথেষ্ট আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। শক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ Kinetic এবং Potential Energy সম্বন্ধেও যথেষ্ট আন্দোলন করিয়াছেন। ব্যবহারিক বিজ্ঞানে এই দ্বিবিধ "এনার্জীর" যথেষ্ট প্রয়োজন দেখিতে পাওয়া যায়। Dynamics নামক শক্তিবিজ্ঞানে এই সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা রহিয়াছে। বাহ্য বেগাদি প্রাপ্ত শক্তিই সাধারণতঃ Kinetic Energy নামে অভিহিত। আর দ্রব্যাদির অভ্যন্তরে যে শক্তি নিহিত থাকে, তাহাই Potential Energy। অধঃপতনশীল দ্রব্য, চলন্তিক গোলা, কাইনেটিক এনার্জীর উদাহরণ। আবার অপরপক্ষে স্থিতিস্থাপক দ্রব্যের অভ্যন্তরে যে ধর্ম্ম অবস্থান পূর্ব্বক স্থিতিস্থাপকত্ব শক্তি প্রকাশ করে, তাহাকে Potential Energyর উদাহরণ বলা যায়। যেমন—একখানি বেত্রকে আনমিত করিয়া ছাড়িয়া দিলে উহা আবার আপন অবস্থানস্থিত

* Force is anything which changes or tends to change the state of rest or of uniform motion of body.

† Force is that action of Energy by which it produces tendency to change in state of motion of bodies. Energy is power to change the state of motion of a body.

‡ এলেন সাহেবের এক খানি গ্রন্থ আছে, উহার নাম "Force and energy" উহাতে লিখিত আছে, A Power is that which initiates or terminates, accelerates or retards motion in one or more particles of ponderable matter or of the etheroal medium.

Allen সাহেব "ফোর্স" ও "এনার্জীর" যে সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন, এস্থলে তাহাও উল্লেখযোগ্য। যথা—A Force is a power which initiates or accelerates aggregative motion, while it resists or retards separative motion in two or more particles of ponderable matter.

An Energy is a Power which resists or retards aggregative motion while it initiates or accelerates separative motion in two or more particles of ponderable or of the Ethereal medium.

শক্তিবলে আপনি পূর্ব্ববৎ সরলভাব ধারণ করে। এই দুইটী শব্দ ক্রিয়মাণ বা উদিত Kinetic বা শান্ত Potential নামে অভিহিত হইতে পারে।

আমরা পাতঞ্জল-দর্শনেও এই দুইটী শব্দ দেখিতে পাই। বৈশেষিক-দর্শনেও সংস্কার, বেগ, নোদন ইত্যাদির আলোচনা আছে। এই সকল বিষয়ও প্রাচীন হিন্দুগণের শক্তি-বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় বলিয়া পরিগণিত ছিল।

ভারতীয় শাস্ত্রাদির পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, শক্তি-বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক সূক্ষ্মতত্ত্বের সূত্র বেদে, উপনিষদে, দর্শন-শাস্ত্রে, ধর্ম্মবিজ্ঞানে ও পুরাণাদিতে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। আধুনিক পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান জড়-বিজ্ঞানের উন্নতি-সাধনে চেষ্টা করিয়া যে সূক্ষ্ম-সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, সেই সিদ্ধান্ত [illegible] ভারতীয় ঋষিগণের সিদ্ধান্তের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। তাঁহারা একণে বলিতেছেন, Matter is Force and conversely Force is Matter অর্থাৎ জড়ই শক্তি এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] জগৎ"। [illegible] পূর্ব্বে বলিয়া গিয়াছেন, [illegible] [illegible] [illegible] বলিয়াছেন, উহা [illegible] অবশ্য [illegible]।

শক্তিকর (পুং) ১ শক্তিপ্রকাশক। [illegible]

শক্তিকম্প (ত্রি) [illegible] বলবৎ।

শক্তিকুমার (পুং) ১ একজন [illegible] ২ এক শ্রেষ্ঠিপুত্র। (দশকুমার [illegible])

শক্তিগ্রহ (পুং) শক্তিং গৃহ্নাতীতি শক্তি-গ্রহ (শক্তিলাঙ্গলাঙ্কুশ [illegible]) [illegible] বাহিতেত্যাদি [illegible] ১ শিব। ২ কার্ত্তিকেয়। [illegible] শব্দশক্তিজ্ঞান, শব্দের অর্থ-[illegible] [illegible]

"শক্তিগ্রহং [illegible] ব্যবহারতঃ।

বাক্যস্য শেষাৎ [illegible] [illegible]

এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অর্থের প্রতীতি হইতে [illegible] এ উহার [illegible] নামে অভিহিত। শব্দের এই শক্তি ব্যাকরণ, উপমান, কোষ, আপ্তবাক্য ও ব্যবহার [illegible] গৃহীত হইয়া থাকে। কিরূপ নিয়মে শক্তিগ্রহ হয়, শব্দশক্তিপ্রকাশিকায় তাহা বিশেষরূপে আলোচিত ও মীমাংসিত হইয়াছে। [শব্দশক্তি দেখ]

শক্তিগ্রাহক (পুং) শক্তিং গৃহ্নাতি গ্রাহয়তি চ শক্তি-গ্রহ-ণিচ্-ণ্বুল্। ১ শক্তিগ্রহীতা। ২ শব্দের শক্তিবোধক হেতু, শব্দশক্তি-জ্ঞান, শক্তিগ্রহ।

"সঙ্কেতস্য গ্রহঃ পূর্ব্বং বৃদ্ধস্য ব্যবহারতঃ।

পশ্চাদেবোপমানাদৌ শক্তিধীপূর্ব্বকৈরসৌ ॥" (শব্দশক্তিপ্রকাশিকা)

প্রথমে বৃদ্ধের ব্যবহারানুসারে সঙ্কেতের গ্রহণ, তৎপরে উপমানাদি দ্বারা শক্তিজ্ঞান হইয়া থাকে। [শব্দশক্তি দেখ]

শক্তিজাগর (স্ত্রী.) [illegible]।

শক্তিজ্ঞ (ত্রি) শক্তিং জানাতীতি জ্ঞা-ক। শক্তিজ্ঞাতা, যিনি শক্তি অবগত আছেন।

শক্তিতন্ত্র (স্ত্রী) তন্ত্রভেদ, শক্তিবিষয়ক তন্ত্র।

শক্তিতস্ (অব্য) শক্তি-তসিল্। শক্তি অনুসারে, যথাশক্তি।

শক্তিত্রয় (ক্লী) শক্তেঃ [illegible] [illegible] শাক্তর, [illegible]

[illegible] বিজ্ঞানশক্তিত্বা। "[illegible]

[illegible] [illegible]

শক্তিদেব (পুং) একজন শক্তিমন্ত্রচয়িতা।

শক্তিধর (পুং) ধরতীতি ধৃ অচ্, শক্তের্ধরঃ। ১ কার্ত্তিকেয়।

"[illegible] দেবা চৈব বালোন চারতেন চ।

[illegible] শক্তিধরো ন তু কশ্চন মানুষঃ॥" (হরিবংশ ৭৭।১২)

[illegible] ২ শক্তিধারক। একজন তান্ত্রিক আচার্য্য। (শক্তি[illegible])

শক্তিধ্বজ (পুং) কার্ত্তিকেয়, স্কন্দ।

শক্তিন্ (পুং) বশিষ্ঠের পুত্রভেদ। [শক্তি দেখ।]

শক্তিনাথ (পুং) শিবলিঙ্গভেদ।

শক্তিন্যাস (স্ত্রী) তন্ত্রভেদ।

শক্তিপর্ণ (পুং) সপ্তপর্ণ বৃক্ষ ছেতেন গাছ। (জটাধর)

শক্তিপাণি (পুং) শক্তিরস্ত্রবিশেষঃ পাণৌ যস্য। কার্ত্তিকেয় স্কন্দ। (অমর)

শক্তিপূজক (পুং) শক্তেঃ পূজকঃ। যাহারা শক্তির পূজা করেন [illegible] কালী [illegible] শক্তি [illegible] [illegible] করেন

শক্তিপূজা (স্ত্রী) শক্তেঃ পূজা। ১ শক্তি দেবতার পূজা। [illegible]।

শক্তিপূর্ব্ব (পুং) [illegible]।

শক্তিবোধ (পুং) [illegible] ১ শক্তিজ্ঞান, শব্দের শক্তিজ্ঞান। ২ [illegible]।

শক্তিভদ্র, [illegible] গ্রন্থকর্ত্তা।

শক্তিভৃৎ (পুং) শক্তিং বিভর্ত্তীতি ভৃ-কিপ্, তুক্ চ। ১ কার্ত্তিকেয়। (হেম) (ত্রি) ২ শক্তি নামক অস্ত্রধারী।

শক্তিভৈরব (ক্লী) তন্ত্রভেদ।

শক্তিমত্ত্ব (ক্লী) শক্তিমতো ভাবঃ শক্তিমৎ ভাবে ত্ব। শক্তিমানের ভাব বা ধর্ম্ম, শক্তি।

শক্তিমৎ (ত্রি) শক্তি বিদ্যতেঽস্য শক্তি-মতুপ্। শক্তিবিশিষ্ট, শক্তিযুক্ত। সাংখ্যদর্শন মতে শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ কল্পিত হইয়াছে।

শক্তিমন্ত্র (ক্লী) শক্তিদেবতার মন্ত্র। শক্তিউপাসকগণ যে মন্ত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন।

শক্তিময় (ত্রি) শক্তিস্বরূপার্থে ময়ট্। শক্তি স্বরূপ।

শক্তিযশস্ (স্ত্রী) বিদ্যাধরীভেদ। (কথাসরিৎসা° ৫৯।১১)

শক্তিযামল (ক্লী) যামলতন্ত্রভেদ, ইহাতে শক্তিমাহাত্ম্য বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

শক্তিরক্ষিত (পুং) কিরাতরাজপুত্রভেদ।
(কথাসরিৎসা° ৭৯।১৯)

শক্তিরত্নাকর, তন্ত্রভেদ।

শক্তিবন, বনতীর্থভেদ। ভবিষ্যোত্তরপুরাণে এই বনের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত আছে।

শক্তিবল্লভ, রসকৌমুদীরচয়িতা।

শক্তিবর (পুং) একজন যোদ্ধৃপুরুষ।

শক্তিবাদিন্ (ত্রি) শক্তি উপাসনায় আস্থাবান্।

শক্তিবীর (পুং) শাক্ত। শক্তিপূজক ব্যক্তি।

শক্তিবেগ (পুং) বিদ্যাধরভেদ। (কথাসরিৎসা° ২৫।১১)

শক্তিবৈকল্য (ক্লী) শক্তির বিকলতা। অসমর্থতা। বলহীনতা।

শক্তিষ্ঠ (ত্রি) শক্তিশীল, বলিষ্ঠ।

শক্তিসঙ্গমতন্ত্র (ক্লী) তন্ত্রগ্রন্থভেদ।

শক্তিসঙ্গমামৃত (ক্লী) তন্ত্রভেদ।

শক্তিসাধন (ক্লী) শক্তিপূজাকালে স্ত্রীসহশাক্তগণের উপাসনা-প্রক্রিয়াবিশেষ।

শক্তিসিংহ (পুং) রাজভেদ। মদনরত্নপ্রণেতা মদনসিংহের পিতা।

শক্তিসেন (পুং) কাশ্মীরস্থ ধনাঢ্য ব্যক্তি। (রাজতর° ৬।২১৬)

শক্তিস্বামিন্, কর্কোটবংশোদ্ভব রাজা মুক্তাপীড়ের মন্ত্রী। ইহার পিতার নাম মিত্র। (রাজতর°)

শক্তিহর (ত্রি) বলনাশকারী। বলহারক।

শক্তিহস্ত (ত্রি) স্কন্দভেদ।

শক্তিহেতিক (ত্রি) শক্তির্হেতি প্রহরণমস্য যস্য। শক্তিঅস্ত্রধারী যোদ্ধা, যিনি শক্তি অস্ত্র ধারণ করেন, পর্য্যায় শাক্তিক, শক্ত্যায়ুধ-ধর। (শব্দরত্না°)

শক্তীবৎ (ত্রি) শক্তিযুক্ত।

শক্তু (পুং ক্লী) শক-বাহুলকাৎ তুন্। ভর্জ্জিত যবাদিচূর্ণ। যব প্রভৃতি ভাজিয়া পরে তাহা চূর্ণ করিলে শক্তু প্রস্তুত হয়। চলিত কথায় ইহাকে ছাতু বলে।

"ধান্যানি ভ্রাষ্ট্রভৃষ্টানি যন্ত্রপিষ্টানি শক্তবঃ।" (ভাবপ্র° পূর্ব্বখ°)

ভর্জ্জনপাত্রে অর্থাৎ ভাজিবার খোলায় ধান্য ভাজিয়া তাহা তুষহীন করিয়া লইবে, পরে উহা যন্ত্রে পেষণ করিয়া চূর্ণ করিলে যে দ্রব্য প্রস্তুত হয়, তাহাকে শক্তু বা ছাতু কহে। এই ছাতু, ধান, যব ও ছোলা প্রভৃতির হইয়া থাকে। ইহাদের প্রত্যেকের গুণ ভিন্ন।

যবশক্তুর গুণ—শীতবীর্য্য, অগ্নিপ্রদীপক, লঘু,সারক, কফ ও পিত্তনাশক, রুক্ষ এবং লেখন গুণযুক্ত হইয়া থাকে। এই ছাতু তরল দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে বলদায়ক, শুক্র-বর্দ্ধক, শরীরের উপচয়কারক, ভেদক, তৃপ্তিকারক, মধুর রস ও উত্তরোত্তর বলবর্দ্ধনশীল এবং কফ, পিত্ত, শ্রান্তি, ক্ষুধা, পিপাসা, ব্রণ ও নেত্ররোগবিনাশক হইয়া থাকে। ইহা রৌদ্র, দাহ, পথপর্য্যটন ও ব্যায়ামপরিপীড়িত ব্যক্তিগণের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

চণকযবশক্তু—ছোলা ও যব তুল্যাংশে লইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যে ছাতু প্রস্তুত করা হয়, তাহাকে চণকযবশক্তু কহে। এই ছাতু গ্রীষ্মকালে ঘৃত ও চিনি সংযুক্ত করিয়া ভক্ষণ করিলে বিশেষ উপকার হয়।

শালিশক্তু—শালিধান্য ভাজিয়া উক্ত প্রকারে ছাতু প্রস্তুত করিলে তাহাকে শালিশক্তু কহে। এই ছাতু—অগ্নিকারক, লঘু, শীতবীর্য্য, মধুর রস, গ্রাহী, রুচিকারক, হিতজনক, বল-প্রদায়ক ও শুক্রবর্দ্ধক।

বৈদ্যকশাস্ত্রে ছাতু-ভোজন সময়-বিশেষে নিষিদ্ধ হইয়াছে। আহারের পরে ছাতু ভোজন নিষিদ্ধ। ছাতু দন্তে চিবাইয়া বা রাত্রিকালে ভোজন করিতে নাই। কখন অধিক পরিমাণে ছাতু খাইবে না, জলসংযোগ ব্যতীত ছাতু ভক্ষণ করিবে না। ছাতু খাইবার সময় পানীয় দ্রব্য পৃথক্ ভাবে পান বা দুইবার খাইবে না। ভক্ষণকালে পুনর্দত্ত ছাতু ভোজনও নিষিদ্ধ। দ্রব্যা-ন্তরের সহিত মিশ্রিত করিয়া ছাতু সেবন করিতে থাকিলে তদুপরি অপর ছাতু প্রদান করিলে তাহাকে পুনর্দত্ত ছাতু কহে। মাংসাদি আমিষ দ্রব্য বা দুগ্ধের সহিত শক্তুভোজন নিষিদ্ধ হইয়াছে। গরম ছাতুও ভোজন করিবে না।

"ন ভুক্ত্বা ন দ্বিজৈশ্ছিত্ত্বা ন নিশায়াং ন বা বহূন্।
ন জলান্তরিতান্ ন দ্বিঃ শক্তূনদ্যান্ন কেবলান্॥
পৃথক্‌পানং পুনর্দানং সামিষং পয়সা নিশি।
দন্তচ্ছেদনমুষ্ণঞ্চ সপ্ত শক্তুষু বর্জ্জয়েৎ॥" (ভাবপ্রকা°)

জ্যোতিষে লিখিত আছে যে, জন্মতিথি দিবসে জন্মতিথি

পূজাদি করিয়া শক্তু ভোজন করিবে। ঐ দিনে শক্তু ভোজন করিলে রিপু বিনষ্ট এবং নিরামিষ ভোজনে জন্মান্তরে পাণ্ডিত্য লাভ হয়।

"শক্তূন্ খাদতি যস্তু তস্য রিপবো নাশঃ প্রয়ান্তি ধ্রুবং।
ভুঙ্‌ক্তে যস্তু নিরামিষং সহি ভবেজ্জন্মান্তরে পণ্ডিতঃ॥"
(তিথিতত্ত্বধৃত জ্যোতিষ বচন)

মেষ-সংক্রান্তিতে দেবতা ও পিতৃদিগের উদ্দেশে জলপূর্ণ-ঘটের সহিত ব্রাহ্মণকে শক্তু দান করিবার বিধি আছে, যিনি ঐ দিনে ইহা দান করেন, তিনি সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হন।

"মেষাদৌ শক্তবো দেয়া বারিপূর্ণা চ গর্গরী।
যো দদাতি হি মেষাদৌ শক্তূনম্বুঘটান্বিতান্।
পিতৃনুদ্দিশ্য বিপ্রেভ্যঃ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।" (তিথিতত্ত্ব)

কৃত্যতত্ত্বে শক্তুদানের বিধান এইরূপ লিখিত আছে। মেষসংক্রান্তিতে স্নানাদি করিয়া জলপূর্ণ ঘট এবং তদুপরি একটি পাত্রে ছাতু বাঁধিয়া উৎসর্গ করিয়া ব্রাহ্মণকে দান করিবে। পূর্ব্বমুখে গন্ধপুষ্প দ্বারা 'ওঁ জলঘটান্বিতশক্তুভ্যো নমঃ' এই মন্ত্রে পূজা করিয়া দানবাক্য করিবে। বাক্য যথা—

"ওমদ্যামুকে মাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ মহাবিষুবসংক্রান্ত্যাং অমুকগোত্রস্য পিতুরমুকদেবশর্ম্মণঃ সর্ব্বপাপবিমুক্তিকামঃ এতান্ জলঘটান্বিতশক্তূন্ বিষ্ণুদেবতাকান্ অমুকগোত্রায় অমুকদেবশর্ম্মণে ব্রাহ্মণায় তুভ্যমহং সম্প্রদদানি" এই বাক্যে দান করিবে। দানের পর দক্ষিণা দিতে হয়।

চাতুর্মাস্য ব্রতে প্রাতঃস্নানের পর ঘৃতশক্তু দক্ষিণা দিবার বিধি আছে:

'চাতুর্মাস্যব্রতে প্রাতঃস্নানস্য ঘৃতশক্তবো দক্ষিণা।
যথা,—মাৎস্যীয়ং

"নিত্যস্নানে হবির্ভক্ষ্যাম্নিঃস্নেহে ঘৃতশক্তবঃ।" (মলমাসতত্ত্ব)

শক্তুক (পুং) বিষভেদ।

"বদ্গ্রন্থিঃ শক্তুকেনৈব পূর্ণমধ্যঃ স শক্তুকঃ।" (ভাবপ্রকাশ)

শক্তুফলা (স্ত্রী) শমীবৃক্ষ। (অমর°)

শক্তুফলী (স্ত্রী) শমীবৃক্ষ। (শব্দরত্না°)

শক্ত্যর্দ্ধ (পুং) শক্তেরর্দ্ধঃ। শক্তির অর্দ্ধ পরিমাণ। শ্রম দ্বারা যখন কুক্ষি, ললাট ও গ্রীবাদেশে ঘর্ম্ম উৎপন্ন ও দীর্ঘ নিশ্বাস বহিতে থাকে, তখন শক্তির অর্দ্ধেক প্রয়োগ হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।

"কুক্ষৌ ললাটে গ্রীবায়াং যদা ঘর্ম্মঃ প্রবর্ত্ততে।
শক্ত্যর্দ্ধং তং বিজানীয়াদায়তোচ্ছ্বাসমেব চ॥" (রাজবল্লভ)

শক্তি (পুং) বশিষ্ঠমুনির জ্যেষ্ঠপুত্র। একদা ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা কল্মাষপাদ মৃগয়ায় গমন করেন, তথায় তিনি মৃগয়া শেষ করিয়া ক্ষুধা তৃষ্ণায় অতি কাতর হইয়া বনমধ্যে গমন করিতে করিতে এক ব্যক্তির গমনোপযোগী একটী অতি সঙ্কীর্ণ পথে উপস্থিত হন এবং তথায় সমাগত শক্তিকে দেখিতে পান। রাজা শক্তিকে পথ হইতে অপসৃত হইতে বলেন। তাহাতে শক্তি উত্তর করেন, "ইহা আমার পথ এবং রাজগণ ব্রাহ্মণকে পথ প্রদান করিবেন, ইহাই সনাতন ধর্ম্ম, সুতরাং পথ হইতে আমি অপসৃত হইব না।" শক্তি এইরূপ বলিলে উভয়ের মধ্যে বিতণ্ডা উপস্থিত হয়। অনন্তর নৃপতি মোহবশতঃ তাঁহাকে কশাঘাত করেন। তখন মুনিশ্রেষ্ঠ ক্রুদ্ধ হইয়া ভূপালকে শাপ প্রদান করেন যে, আমি তপস্বী, তুমি আমাকে রাক্ষসের ন্যায় প্রহার করিলে এই কারণে অদ্যাবধি রাক্ষস হইয়া থাকিবে। রাজা মুনির শাপে রাক্ষসত্ব প্রাপ্ত হন এবং ঘটনাক্রমে প্রথমে এই শক্তিকেই ভক্ষণ করেন। (ভারত ১।১৭৭ অ°)

শক্রু (ত্রি) প্রিয়ংবদ, প্রিয়বাদী। (অমরটীকা ভরত)

শক্রু (ত্রি) প্রিয়ংবদ। (অমর)

শক্মন্ (পুং) শক (অশি শকিভ্যাং ছন্দসি। উণ্ ৪।১৪৬) ইতি মনিন্। ১ শক্তি। ২ ইন্দ্র। (উজ্জ্বল) (ক্লী) শক্যতে-হনেনাভিমতং প্রাপ্তুং শক্নোতীষ্টং সাধয়িতুং বা। ৩ কর্ম্ম।

"দুহাম শক্মনা পয়ঃ" (ঋক্ ৯।৩৪।৩) 'শক্মনা কর্ম্মণা' (সায়ণ)

শক্য (ত্রি) শক (শকিসহোশ্চ। পা ৩।১।৯৯) ইতি যৎ। সমর্থনীয়, সম্ভব, যাহা করিতে পারা যায়।

"শক্যোঽস্য মন্যুর্ভবতা বিনেতুং
গাঃ কোটিশঃ স্পর্শয়তা ঘটোধ্নীঃ॥" (রঘু ২।৪৯)

২ শক্যাশ্রয়, শক্তির আশ্রয়। ৩ শক্তিযুক্ত। ৪ শক্তি দ্বারা বোধ্য অর্থ। অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা তিনটী শব্দের বৃত্তি, যে স্থলে শব্দের অর্থবোধ হয়, তাহাকে শক্য কহে।

"শক্যোঽর্থোঽভিধয়া জ্ঞেয়ঃ লক্ষ্যো লক্ষণয়া মতঃ।
ব্যঙ্গ্যো ব্যঞ্জনয়া জ্ঞেয়স্তিস্রঃ শব্দস্য বৃত্তয়ঃ॥" (সাহিত্যদ°)

শব্দের শক্তি দ্বারা অর্থবোধক পদ শক্য, শক্তিবাদে লিখিত আছে যে, ঈশ্বরের ইচ্ছার নাম সঙ্কেত, এই সঙ্কেতই শক্তি, ইচ্ছা দ্বারা অর্থবোধক যে পদ, তাহাকে বাচক বা শক্য কহে।

"ঈশ্বরসঙ্কেতঃ শক্তিস্তয়া অর্থবোধকং পদং বাচকং" (শক্তিবাদ)
[শব্দশক্তি দেখ]

শক্যতাবচ্ছেদক (ত্রি) শক্যতায়া অবচ্ছেদকং। শক্যাংশে ভাসমান ধর্ম্ম। শক্য পদার্থের অসাধারণ ধর্ম্ম, যে ধর্ম্ম দ্বারা অর্থের শব্দসঙ্কেতবিষয়তা বোধগম্য হয়, সেই ধর্ম্ম।

শক্র (পুং) শক্নোতি দৈত্যান্ নাশয়িতুং শক (স্ফায়িতঞ্চীতি। উণ্ ২।১৩) ইতি রক্। ১ ইন্দ্র। (অমর) ২ কুটজ বৃক্ষ। ৩ অর্জ্জুন বৃক্ষ। (মেদিনী) ৪ জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র, এই নক্ষত্রের

অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ইন্দ্র, এই জন্য শক্র শব্দে এই নক্ষত্র বুঝায়।
[ইন্দ্র দেখ]

(ত্রি) ৫ সমর্থ।

"বিশ্বানি শক্রো নর্য্যাণি বিদ্বান্" (ঋক্ ৪।১৬।৬)

'শক্রঃ সমর্থঃ' (সায়ণ)

শক্রকার্ম্মুক (ক্লী) শক্রস্য ইন্দ্রস্য কার্ম্মুকং। ইন্দ্রধনুঃ।

শক্রকুমারিকা (স্ত্রী) শক্রস্য কুমারিকা। শক্রকুমারী, শক্রধ্বজযষ্টিবিশেষ। [শক্রমাতৃকা দেখ।]

শক্রকেতু (পুং) শক্রস্য কেতুঃ। ইন্দ্রধ্বজ।

"স তূর্ণং পাতিতস্তেন রাবণঃ শক্রকেতুবৎ।" (রামায়ণ ৭।২৩।৩)

শক্রক্রীড়াচল (পুং) শক্রস্য ক্রীড়াচলঃ ক্রীড়াপর্ব্বতঃ। সুমেরু পর্ব্বত। ইন্দ্র এই পর্ব্বতে ক্রীড়া করেন, এই জন্য ইহাকে শক্রক্রীড়াচল কহে। (কলাযুধ)

শক্রগোপ (পুং) ইন্দ্রগোপকীট। (জটাধর)

শক্রচাপ (ক্লী) ইন্দ্রধনু, রামধনু।

শক্রজ (পুং) শক্রাজ্জায়তে ইতি জন-ড। ১ কাক। (শব্দরত্না°) (ত্রি) ২ ইন্দ্রজাত মাত্র।

শক্রজাত (পুং) শক্রাজ্জাতঃ। ১ কাক। (ত্রি) ২ ইন্দ্রজাত মাত্র।

শক্রজানু (পুং) বানরভেদ। (রামায়ণ ৬।৭৫।৬১)

শক্রজাল (ক্লী) ইন্দ্রজাল।

শক্রজিৎ (ত্রি) শক্রং জিতবান্ জি-কিপ্ তুক্ চ। ১ ইন্দ্রবিজয়ী রাবণপুত্র মেঘনাদ। (ত্রি) ২ ইন্দ্রজেতা মাত্র।

শক্রজাল (ক্লী) ইন্দ্রজাল।

শক্রতরু (পুং) বিজয়া, সিদ্ধিবৃক্ষ ; ভাঙের গাছ।

শক্রত্ব (ক্লী) শক্রস্য ভাবঃ ত্ব। ইন্দ্রত্ব, শক্রের ভাব বা ধর্ম্ম।

শক্রদিশ্ (স্ত্রী) শক্রস্য দিক্। পূর্ব্ব দিক্, ইন্দ্র পূর্ব্বদিকের অধিপতি, এই জন্য ঐ দিক্‌কে শক্রদিক্ কহে।

শক্রদেব (পুং) ১ ইন্দ্রদেব। ২ কলিঙ্গরাজভেদ। (ভা° ভীষ্ম°) ৩ [illegible]লের পুত্রভেদ। (হরিবংশ) ৪ একজন কবি।

শক্রদেবতা (স্ত্রী) ইন্দ্রদেবতা।

শক্রদৈবত (ক্লী) নক্ষত্রভেদ, জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র। (বৃহৎস° ৭।[illegible])

শক্রদ্রুম (পুং) শক্রস্য দ্রুমঃ। দেবদারু বৃক্ষ। (ভাবপ্রকা°)

শক্রধনুস্ (ক্লী) শক্রস্য ধনুঃ। ইন্দ্রধনুঃ, চলিত ভাষায় ইহাকে রামধনু কহে।

"[illegible] শক্রধনুঃ [illegible]

[illegible] " (শব্দরত্না°)

আকাশে এই ধনুঃ দেখা গেলে ভবিষ্যতে কিরূপ ফল হইয়া থাকে, বৃহৎসংহিতায় তদ্বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

"সূর্য্যস্য বিবিধবর্ণাঃ পবনেন বিঘট্টিতাঃ করাঃ সাভ্রে।

বিয়তি ধনুঃসংস্থানাঃ যে দৃশ্যন্তে তদিন্দ্রধনুঃ॥" ইত্যাদি।

সূর্য্যের নানা প্রকার বর্ণযুক্ত কিরণ বায়ুদ্বারা বিঘট্টিত হইয়া মেঘযুক্ত আকাশে যে ধনুর আকার পরিদৃষ্ট হয়, তাহাকে শক্রধনুঃ কহে। কোন কোন আচার্য্য বলিয়া থাকেন, অনন্ত নামক কুলনাগের নিশ্বাসে এই ইন্দ্রধনুর উৎপত্তি হইয়া থাকে। আকাশে যখন ইন্দ্রধনু দেখা যায়, রাজগণ তখন যদি তাহার অভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের যুদ্ধে পরাজয় হয়। এই ধনুঃ অচ্ছিন্ন, অনতিগাঢ়, জ্যোতিঃবিশিষ্ট, স্নিগ্ধ, বিবিধ বর্ণযুক্ত, দুইবার উদিত বা অনুলোম হইলে প্রশস্ত হয়। ঈশান, অগ্নি, নৈর্ঋত ও বায়ু এই চারিটী কোণে যদি ইন্দ্রধনুঃ উদিত হয়, তাহা হইলে সেই স্থানের রাজার বিনাশ হয়। মেঘশূন্য আকাশে যদি ইন্দ্রধনু দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে অতিশয় মহামারী উপস্থিত হয়। ইন্দ্রধনু জলমধ্যে দৃষ্ট হইলে অনাবৃষ্টি, পৃথিবীতে হইলে শস্যহানি, বৃক্ষে হইলে ব্যাধি, বল্মীকে হইলে শস্ত্রভয় এবং রাত্রিতে হইলে সচিব বিনষ্ট হইয়া থাকে। অনাবৃষ্টির সময় এই ধনু যদি পূর্ব্বদিকে দেখা যায়, তাহা হইলে অতিশয় জলবর্ষণ এবং বৃষ্টি হইলে জল-নিবারণ হয়। পশ্চিমদিকে এই ধনু উঠিলে সর্ব্বদাই বৃষ্টি হয়। রাত্রিকালে যদি পূর্ব্বদিকে এই ধনু দেখা যায়, তাহা হইলে রাজার অমঙ্গল এবং দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তরদিকে হইলে যথাক্রমে সেনাপতি, নায়ক ও মন্ত্রীর অমঙ্গল হয়। রাত্রিকালে এই ধনুঃ শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণবর্ণ হইলে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে.

(বৃহৎসংহিতা ৩৫ অ°)

শক্রধ্বজ (পুং) শক্রস্য ধ্বজঃ। ইন্দ্রধ্বজ। ভাদ্র মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে পূজনীয় ইন্দ্রদৈবত ধ্বজাকার পদার্থ। একটী ধ্বজাকার পদার্থ প্রস্তুত করিয়া ইন্দ্রদেবের উদ্দেশে ভাদ্র মাসের শুক্লাদ্বাদশী তিথিতে পূজাদি করিয়া অতিশয় সমারোহের সহিত উৎসব করিতে হয়। (দেবীপু° ২১ অ) [ইন্দ্রধ্বজ দেখ।]

শক্রনন্দন (পুং) শক্রস্য নন্দনঃ। ১ অর্জ্জুন। (জটাধর) ২ ইন্দ্রপুত্র মাত্র। শক্রং নন্দয়তীতি নন্দ-ল্যু। (ত্রি) ৩ ইন্দ্রানন্দকারক।

শক্রপর্য্যায় (পুং) শক্রস্য পর্য্যায়ো নাম যস্য। ১ কুটজবৃক্ষ। (রত্নমালা) ২ ইন্দ্রবাচক।

শক্রপাদপ (পুং) শক্রস্য পাদপঃ। ১ দেবদারু বৃক্ষ। (অমর) ২ কুটজবৃক্ষ। (রাজনি°)

শক্রপুর (ক্লী) শক্রস্য পুরং। ইন্দ্রপুর, অমরাবতী।

শক্রপুষ্পিকা (স্ত্রী) শক্রপুষ্পী স্বার্থে কন্ ততষ্টাপ্, অত ইত্বং। অগ্নিশিখা বৃক্ষ। (রত্নমালা)

শক্রপুষ্পী (স্ত্রী) অগ্নিশিখা বৃক্ষ। (অমর)

শক্রপ্রস্থ (ক্লী) ইন্দ্রপ্রস্থ। (ভাগবত ১০। ৭১। ২২)

শক্রবাণাসন (ক্লী) ইন্দ্রধনুঃ। (রামায়ণ ৪।৩১।১১)

শক্রবীজ (ক্লী) ইন্দ্রযব। (রাজনি°)

শক্রভবন (ক্লী) শক্রস্য ভবনং। স্বর্গ। (ত্রিকা°)

শক্রভিদ্ (পুং) শক্রং ভিনত্তীতি ভিদ-ক্বিপ্। রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ। (শব্দরত্না°)

শক্রভূবা (স্ত্রী) ইন্দ্রবারুণী। (শব্দচন্দ্রিকা)

শক্রভূরুহ (পুং) বৃক্ষভেদ (Wrightia antidysenterica)

শক্রমাতৃ (স্ত্রী) শক্রস্য মাতেব। ১ ভার্গী। (রাজনি°) ২ ইন্দ্রজননী, ইন্দ্রের মাতা।

শক্রমাতৃকা (স্ত্রী) শক্রস্য মাতৃকেব। শক্রধ্বজাঙ্গ যষ্টিবিশেষ।

"কুমার্যাঃ পঞ্চ কর্ত্তব্যাঃ শক্রস্য নৃপসত্তম।

শালমধ্যাস্তু তাং সর্ব্বাস্বপরাঃ শক্রমাতৃকাঃ ॥

কেতোঃ পাদপ্রমাণেন কার্য্যাঃ শক্রকুমারিকাঃ।

মাতৃকার্দ্ধপ্রমাণা তু যষ্টিঃ হস্তমাত্রং তথা ॥

এবং কৃত্বা কুমারীশ্চ মাতৃকাং কেতুমেব চ।

একাদশ্যাং সিতে পক্ষে ষষ্ঠীনামধিবাসনম্ ॥" (কালিকাপু°)

শক্রোত্থানে শালকাষ্ঠনির্ম্মিত ৫টী কুমারী এবং শক্রমাতৃকা করিবে।' ধ্বজের পাদ পরিমাণে ইন্দ্রের ৫টী কন্যা করিবে।

[শক্রোত্থান দেখ] ২ শক্রজনিত্রী। (কালিকাপু°)

শক্রমূর্দ্ধন্ (পুং) শক্রস্যেব মূর্দ্ধা যস্য। বল্মীক। (ত্রিকা°)

শক্রযব (ক্লী) শক্রবীজ, ইন্দ্রযব। (রাজনি°)

শক্রলোক (পুং) শক্রস্য লোকঃ। ইন্দ্রলোক, স্বর্গ।

শক্রবল্লী (স্ত্রী) শক্রপ্রিয়া বল্লী। ইন্দ্রবারুণী। (রাজনি°)

শক্রবাপিন্ (পুং) নাগভেদ। (ভারত সভাপর্ব্ব)

শক্রবাহন (পুং) শক্রং বাহয়তীতি বহ-ণিচ্-ল্যু। মেঘ। (শব্দচ°

শক্রবৃক্ষ (পুং) কুটজবৃক্ষ। [শক্রভূরুহ দেখ।]

শক্রশরাসন (ক্লী) শক্রস্য শরাসনং। ইন্দ্রধনুঃ। (হলায়ুধ)

শক্রশাখিন্ (পুং) শক্র নামকঃ শাখী। কুটজ বৃক্ষ। (ভাবপ্র°)

শক্রশালা (স্ত্রী) প্রতিশয়। (ভূরিপ্র°) কোন কোন পুস্তকে 'সত্রশালা' এইরূপ পাঠান্তর দেখিতে পাওয়া যায়। শক্রস্য শালা। ২ ইন্দ্রগৃহ। যজ্ঞাদিতে যে স্থানে বলি দেওয়া হয়।

শক্রশিরস্ (ক্লী) শক্রস্য শির ইব। ১ বল্মীক। ২ ইন্দ্রমস্তক।

শক্রসারথি (পুং) শক্রস্য সারথি। মাতলি। (হলায়ুধ)

শক্রসুত (পুং) শক্রস্য সুতঃ। ১ বানররাজ বালি। (হলায়ুধ) ২ ইন্দ্রের পুত্রমাত্র।

শক্রসুধা (স্ত্রী) শক্রস্য সুধেব। পাকড়ী, কুন্দুরুখোটী, সরলের আটা। (শব্দচ°)

শক্রসৃষ্টা (স্ত্রী) শক্রেণ সৃষ্টা। হরিতকী। (ত্রিকা°)

শক্রাখ্য (পুং) শক্রস্য আখ্যা যস্য। ১ পেচক। (ত্রিকা°) (ত্রি°) ২ ইন্দ্রনামক।

শক্রাগ্নী (পুং) শক্রশ্চ অগ্নিশ্চ দৈবতে দ্বয়ো ইকারস্য দীর্ঘঃ। বিশাখা নক্ষত্র, এই নক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ইন্দ্র ও অগ্নি।

(বৃহৎসংহিতা ৯৮। ৪)

শক্রাণী (স্ত্রী) শক্রস্য পত্নী-ঙীষ, আনুক্। শচী, ইন্দ্রের পত্নী।

শক্রাত্মজ (পুং) শক্রস্য আত্মজঃ। ১ অর্জ্জুন। ২ ইন্দ্রপুত্র মাত্র।

শক্রাদন (ক্লী) শক্রেণ অদ্যতে অদ-ল্যুট্। শক্রভক্ষ, বিজয়া, ভঙ্গা, ভাঙ্, সিদ্ধি।

শক্রাদিত্য (পুং) রাজপুত্রভেদ।

শক্রানলাখ্য (পুং) ইন্দ্র ও অগ্নি নামযুক্ত।

শক্রাভিলগ্নরত্ন (ক্লী) মূল্যবান্ প্রস্তর বিশেষ।

শক্রায়ুধ (ক্লী) শক্রস্য আয়ুধং। ইন্দ্রের আয়ুধ, ইন্দ্রধনুঃ।

শক্রারি (পুং) শক্রস্য অরিঃ। ইন্দ্রের শত্রু।

শক্রাবর্ত্ত (ক্লী) তীর্থক্ষেত্রবিশেষ। (ভারত বনপর্ব্ব)

শক্রাশন (ক্লী) শক্রেণ অশ্যতে ইতি অশ-ল্যুট্। ভঙ্গা, ভাঙ্, সিদ্ধি, বিজয়া। পুরাণে - এ রামচন্দ্রের বানরগণের [illegible] হইতে [illegible] বানরগণের [illegible] অমৃতকণা হইতে ইহার উৎপত্তি। বৈদ্যকশাস্ত্র মতে ইহার গুণ—

"শক্রাশনন্তু তীক্ষ্ণোষ্ণং মোহকৃৎ কুষ্ঠনাশনম্।

বলমেধাগ্নিকৃৎ শ্লেষ্মদোষহারি রসায়নম্ ॥" (রাজব°)

গুণ—তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, মোহকারক, কুষ্ঠনাশক, বল, [illegible] অগ্নিবর্দ্ধক, শ্লেষ্মনাশক ও রসায়ন।

শক্রাসন (ক্লী) ১ ইন্দ্রের আসন। ২ সিংহাসন

শক্রাহ্ব (পুং [illegible]) [illegible] (ত্রি) [illegible]

শক্রি (পুং) শক-বাহুলকাৎ-ক্রিন্। ১ মেঘ। ২ বজ্র। ৩ হস্তী। ৪ পর্ব্বত। (সংক্ষিপ্তসার উণাদি)

শক্রোত্থান (ক্লী) শক্রস্য শক্রধ্বজস্য উত্থানম্। শক্রধ্বজোৎসব, ভাদ্র মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে [illegible] উৎসব করিতে হয়। রঘুনন্দন তিথিতত্ত্বে [illegible] ইহার বিধান এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"অথাতঃ [illegible]।

যৎ কৃত্বা নৃপঃ [illegible] পরাভবম্ ॥

রবৌ হরিদ্বে দ্বাদশ্যাং শ্রাবণে সিতপক্ষকে।

আরাধয়েন্নৃপঃ সম্যক্ সর্ব্ববিঘ্নোপশান্তয়ে ॥" ইত্যাদি।

(তিথিতত্ত্বধৃত কালিকাপু°)

অনন্তর শক্রোত্থানের বিষয় বলা হইতেছে, রাজা ইহার অনুষ্ঠান করিলে কখনও পরাভূত হন না। সূর্য্য সিংহরাশিতে অবস্থানকালে দ্বাদশী তিথিতে সর্ব্ববিঘ্নবিনাশের জন্য এই উৎসবের অনুষ্ঠান করিতে হয়। পুরাকালে রাজা উপরিচর বসু নৃপতি গ্রহ শক্রোত্থানোৎসবের বিবরণ এইরূপ বলিয়াছিলেন। যথা—ভাদ্রমাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে নানা প্রকার উৎসবের সহিত ইন্দ্রধ্বজের নিমিত্ত বৃক্ষ আনয়ন করিয়া তাহাকে বর্দ্ধিত করিবে। সম্বৎসর ধরিয়া এই বৃক্ষ বর্দ্ধিত হইবে, তৎপরে ইন্দ্রধ্বজের জন্য মাঙ্গলিক উৎসবের অনুষ্ঠান করিতে হয়। বৃক্ষ সম্বন্ধেও বিশেষ নিয়ম আছে। উদ্যান, দেবগৃহ, শ্মশান, এবং পথমধ্যে যে বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, এই সকল বৃক্ষ ইন্দ্রধ্বজের জন্য গ্রহণ করিতে নাই। অনেক লতামণ্ডলবেষ্টিত বৃক্ষ, শুষ্কবৃক্ষ, বহুকণ্টকযুক্ত, বক্র, বৃক্ষান্তরযুক্ত, এবং লতাকীর্ণ বৃক্ষও গ্রহণ করিতে নাই। পক্ষিদিগের কুলায়সঙ্কুল, বহু কোটরযুক্ত, ও অগ্নিদগ্ধবৃক্ষ নিন্দনীয়। স্ত্রীনামে অভিহিত, হ্রস্ব অথবা কৃশবৃক্ষও নিষিদ্ধ। অর্জ্জুন, অশ্বকর্ণ, প্রিয়ক, উড়ুম্বর এবং বট এই পাঁচ প্রকার বৃক্ষ প্রশস্ত। ইহা ভিন্ন দেবদারু ও শাল প্রভৃতি বৃক্ষও গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু অপ্রশস্ত বৃক্ষ কখনই গ্রহণ করিবে না। যে দিন বৃক্ষ গ্রহণ করিতে হইবে, তৎপূর্ব্ব রাত্রিতে সেই বৃক্ষকে স্পর্শ করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিতে হয়—

"যানি বৃক্ষে তু ভূতানি তেভ্যঃ স্বস্তি নমোঽস্তু বঃ।
উপহারং গৃহীত্বেমং ক্রিয়তাং বাসবধ্বজঃ॥
পার্থিবত্বাং বরয়তে স্বস্তি তেঽস্তু নগোত্তম।
ধ্বজার্থং দেবরাজস্য পূজেয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥"

তৎপর দিন প্রাতে সেই বৃক্ষকে ছেদন করিয়া অষ্টাঙ্গুল পরিমাণে মূল এবং চারি অঙ্গুল অগ্রভাগ ছেদন করিয়া জলে নিক্ষেপ করিবে। তৎপরে সেই বৃক্ষকে পুরদ্বারে আনিয়া সেই স্থানে ধ্বজ নির্ম্মাণ করিবে। ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে উক্ত ধ্বজকে বেদীতে সংস্থাপন করিতে হয়। এই ধ্বজ ৫২ হস্ত পরিমাণ শ্রেষ্ঠ এবং ৩২ হস্ত পরিমাণ অধম। এই উৎসবে শালকাষ্ঠনির্ম্মিত ৫ জন কুমারী ও ইন্দ্রমাতা নির্ম্মাণ করিতে হয়। ধ্বজের পাদ পরিমাণে ইন্দ্রের পঞ্চকন্যা প্রস্তুত করিবে। মাতৃকার অর্দ্ধ পরিমাণ বা দুই হস্ত পরিমাণ যন্ত্র নির্ম্মাণ করিবে। এইরূপে কুমারী, মাতৃকা ও কেতু নির্ম্মাণ করিয়া শুক্লপক্ষের একাদশী তিথিতে ইহাদের অধিবাস করিতে হয়। 'গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং' ইত্যাদি মন্ত্রে, মহী, গন্ধ, শিলা, ধান্য প্রভৃতি অধিবাস দ্রব্য দ্বারা ঐ যষ্টির অধিবাস করা বিধেয়। এইরূপে অধিবাস শেষ হইলে অতি বিস্তৃত বাসবমণ্ডল নির্ম্মাণ করা বিধেয়। তৎপরে প্রথমে আদিদেব বিষ্ণুর পূজা করিয়া স্বর্ণ, বা পিত্তলাদি ধাতু, দারু, বা মৃত্তিকা দ্বারা ইন্দ্রের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া মণ্ডলের মধ্যস্থলে এই মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া যথাবিধানে পূজা করিবে। যথাবিধানে পূজা শেষ হইলে ধ্বজা তুলিয়া দিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে।

"বজ্রহস্ত সুরারিঘ্ন বহুনেত্র পুরন্দর।
ক্ষেমার্থং সর্ব্বলোকানাং পূজেয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥
এহ্যেহি সর্ব্বামরসিদ্ধসঙ্ঘৈরভিষ্টুতো বজ্রধরামরেশ।
সমুত্থিতস্ত্বং শ্রবণান্তপাদে গৃহাণ পূজাং ভগবন্ নমস্তে॥"

এই উত্তরতন্ত্রোক্ত মন্ত্র এবং যজন যবন প্রভৃতি ইন্দ্রমন্ত্রে নানাপ্রকার নৈবেদ্য, অপূপ, পায়স প্রভৃতি ভোজ্য দ্রব্য নিবেদন করিয়া পূজা করিবে।

ঘটে দশ দিক্‌পাল এবং গ্রহগণের পূজা করিতে হয়। তৎপরে সাধ্যাদি দেবগণ এবং মাতৃগণেরও পূজা করিয়া রাজা শুভকালে বৃদ্ধ, জ্ঞানী ও পুরোহিতের সহিত যজ্ঞবেদীর পশ্চিমভাগে যে স্থলে কেতু উত্থাপন করিতে হইবে, তথায় গমন করিবেন। পরে রজ্জুপঞ্চক দ্বারা যন্ত্রের সহিত সুশ্লিষ্টরূপে বদ্ধ, সমাতৃক কুমারীপঞ্চকযুক্ত, যথাস্থানে পট্টকসজ্জিত দিক্‌পাল স্থাপিত, বস্ত্রবেষ্টিত, কিঙ্কিণীজাল, বৃহৎ ঘণ্টাসমূহ ও চামরসংযুক্ত, উচ্চ মকর এবং নানাপ্রকার মাল্যদ্বারা বিভূষিত এবং চারিটী তোরণযুক্ত ধ্বজকে রাজা অমাত্যসহ অল্পে অল্পে উত্থাপিত করিয়া পূজা করিবেন। পরে এই ধ্বজের মূলদেশে মণ্ডলমধ্যে ইন্দ্রপ্রতিমাকে আনিয়া স্থাপনান্তর পূজা করিবে।

পূর্ব্বের ন্যায় বিধানানুসারে ঐ ধ্বজে শচী, মাতলি, কুমার, জয়ন্ত, বজ্র, ঐরাবত, গ্রহগণ, দিক্‌পাল, দেবসমূহ এবং সকল গণদেবতার পূজা ও অপূপ, পায়স প্রভৃতি নৈবেদ্য দ্বারা অর্চ্চনা হইয়া থাকে। পরে পূজিত দেবগণের উদ্দেশে হোম করিতে হয়। হোমের পর ইন্দ্রের উদ্দেশে বলি দিবে ও তৎপরে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। এইরূপ বিধানে ৭ দিন পূজা বিধেয়।

রাজা স্বয়ং 'ত্রাতারং' ইত্যাদি ইন্দ্রের প্রিয় মন্ত্রে শ্রবণানক্ষত্রযুক্ত দ্বাদশীতে দিবাভাগে শক্রোত্থাপন করিয়া পরে ভরণীর অন্ত্যপাদে রাত্রিকালে রাজা এবং অন্যান্য সকল লোকের নিদ্রিত অবস্থায় প্রতিমা বিসর্জ্জন করিবে। ইহার মধ্যে রাজা যদি দর্শন করেন, তাহা হইলে ৬ মাসের মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হয়, সুতরাং তাঁহার অসাক্ষাতে বিসর্জ্জন দেওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য। বিসর্জ্জনের মন্ত্র এই—

"সার্দ্ধং সুরাসুরগণৈঃ পুরন্দর শতক্রতো।
উপহারং গৃহীত্বেমং মহেন্দ্রধ্বজ গম্যতাম্॥"

জননাশৌচ উপস্থিত হইলে শনি বা মঙ্গলবারে বা ভূমি-

কম্পাদি উৎপাত হইলে ইন্দ্রধ্বজ বিসর্জ্জন করিবে না। জননাশৌচ হইলে অশৌচান্ত দিনে বিসর্জ্জন বিধেয়। যত দিন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন না হয়, ততদিন কেতুতে পক্ষী প্রভৃতি যাহাতে বসিতে না পারে, তাহা করিতে হইবে।

এই ধ্বজ যেমন অগ্রে অগ্রে তোলা হইয়াছিল, তদ্রূপ অগ্রে অগ্রে নামাইতে হইবে। নামান হইলে রাত্রিকালে জনতায়ের সহিত নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া জলে নিঃক্ষেপ করিতে হয়।

"তিষ্ঠ কেতো মহাভাগ যাবৎ সংবৎসরং জলে।
ভবায় সর্ব্বলোকানামভ্রায়বিনাশক ॥"

এইরূপে বিসর্জ্জনের পর তূর্য্যধ্বনি প্রভৃতি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

যিনি এই বিধানানুসারে ইন্দ্রের পূজা করেন, তিনি চিরকাল ইহলোকে আধিপত্য করিয়া অন্তে ইন্দ্রলোকে গমন করেন। তাঁহার রাজ্যে দুর্ভিক্ষ, শস্যবিঘ্নকর ৬ প্রকার ঈতি ও প্রজাগণ অধার্ম্মিক হয় না এবং অকালমৃত্যুও থাকে না। রাজ্যের সকল দিক্ই উপদ্রবশূন্য এবং বিবিধ প্রকার মঙ্গলযুক্ত হইয়া থাকে। এই জন্য এই উৎসব রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য।

(তিথিতত্ত্ব ধৃত কালিকাপুরাণ)

বৃহৎসংহিতায় শক্রধ্বজের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে, সুরগণ অসুরগণের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তাহাদিগকে জয় করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন। ব্রহ্মা তাহাদিগকে ক্ষীরোদসমুদ্রকূলে বিষ্ণুর নিকট যাইতে বলেন। দেবগণ বিষ্ণুর নিকট যাইয়া তাঁহার স্তব করেন। বিষ্ণু সন্তুষ্ট হইয়া অসুরবধের জন্য ইন্দ্রকে একটী ধ্বজ দেন। ইন্দ্র এই ধ্বজ প্রাপ্ত হইয়া যুদ্ধে অসুরদিগকে বিনাশ করেন।

তৎপরে ইন্দ্র চেদিপতি উপরিচর বসুর প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এই ধ্বজ দান করেন। সেই রাজা বিধিপূর্ব্বক এই ধ্বজের পূজা করিয়া বিবিধ উৎসব করেন। ইন্দ্র এই উৎসবে প্রীত হইয়া বলিয়াছিলেন যে, যে রাজগণ এই উৎসব করিবেন, তাঁহারা এই বসুর ন্যায় বসুমান্ হইয়া বিচরণ করিবেন। তাঁহাদের প্রজা সকল সন্তুষ্ট, ভয়রোগবিবর্জ্জিত ও প্রভূতান্নযুক্ত হইবে। এবং এই ধ্বজও সৎ ও অসৎ নিমিত্ত দ্বারা শুভাশুভ ফল প্রকাশ করিবে। তদবধি বিবিধ উৎসবের সহিত রাজগণকর্ত্তৃক এই ধ্বজের পূজা চলিয়া আসিতেছে।

যাত্রার বিধানানুসারে শুভদিন দেখিয়া দৈবজ্ঞ ও সূত্রধার ধ্বজ প্রস্তুতের নিমিত্ত বনে গমন করিবেন। উদ্যান, দেবালয়, পিতৃবন, বল্মীক, পথ ও চিতিজ, কুব্জ, ঊর্দ্ধশুষ্ক, কণ্টকযুক্ত, লতাবল্ল্যাকসংযুক্ত, বহুবিহগালয়-সমাযুক্ত, কোটরবিশিষ্ট বা পবন ও অনলদ্বারা পীড়িত বা স্ত্রী নামযুক্ত বৃক্ষ শক্রধ্বজের নিমিত্ত গ্রহণ করিবে না। অর্জ্জুন, অশ্বকর্ণ, প্রিয়ক, ধব ও উদুম্বর এই পাঁচটী বৃক্ষ শ্রেষ্ঠ, ইহাদের অভাবে অন্য বৃক্ষও গ্রহণ করা যাইতে পারে। গৌর বা কৃষ্ণবর্ণ ক্ষিতিজাত বৃক্ষকে অগ্রে যথাবিধি পূজা করিয়া ব্রাহ্মণ রাত্রিকালে বিজন বনে যাইয়া যে বৃক্ষ গ্রহণ করিবেন, তাহাকে স্পর্শ করিয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক অভিমন্ত্রিত করিবেন। তৎপরে প্রভাত সময়ে ঐ বৃক্ষ ছেদন করিতে হইবে। বৃক্ষচ্ছেদন কালে যদি পরশুর জর্জ্জর শব্দ হয়, তাহা হইলে অশুভ এবং মনোহর স্নিগ্ধ শব্দ হইলে শুভ হয়। বৃক্ষের পতন যদি অবিধ্বস্ত, অনাকুঞ্চিত, অন্য তরুতে অবিলগ্ন ও পূর্ব্বোত্তর দিক্স্থিত হয়, তাহা হইলে নৃপগণের জয়প্রদ হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন অপর ভাবে বা অন্যদিকে পড়িলে অশুভ ফল হইয়া থাকে।

বৃক্ষ ছেদের পর, মূলদেশ হইতে চারি অঙ্গুল পরিমাণ ৮ খান কাঠ কাটিয়া জলে ফেলিয়া দিতে হইবে। পরে ঐ বৃক্ষকে উঠাইয়া শকট বা মনুষ্য দ্বারা পুরদ্বারে আনিতে হইবে। এই বৃক্ষ আনয়ন কালে যদি শকটের অরনেমী বা অক্ষ ভগ্ন হয় তাহা হইলে অশুভ হইয়া থাকে।

ভাদ্রমাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে রাজা গ্রামবাসী সকল লোকের সহিত উত্তম বেশ ভূষায় সজ্জিত হইয়া তূর্য্যরবের সহিত যষ্টিকে পুরমধ্যে প্রবেশ করাইবেন। এই সময় সকল গ্রাম ও পুর মাল্য এবং পতাকাদি দ্বারা শোভিত করিতে হইবে। নগর মধ্যে যষ্টি প্রবেশকালে যদি হস্তী কর্ত্তৃক উহা নিপতিত হয়, তাহা হইলে ভয় এবং ঐ সময় যদি বালকেরা হাত তালি দেয়, বা কোন প্রাণীর যুদ্ধ ঘটে, তাহা হইলে সংগ্রাম উপস্থিত হইবে।

পরে সূত্রধর ঐ যষ্টিকে উত্তমরূপে তক্ষণ করিয়া অর্থাৎ চাঁচিয়া উহাকে যন্ত্রে আরোপণ করিবে। পরে রাজা একাদশীতে জাগরণ করিয়া থাকিবেন। পুরোহিত ঐ ধ্বজের পূজা করিয়া অগ্নিতে হোম করিবেন। হোমকালে দৈবজ্ঞ তথায় উপস্থিত থাকিয়া অগ্নির বর্ণ ও গন্ধাদি দ্বারা শুভাশুভ জানাইবে। হোমাগ্নি যদি অভিলষিত দ্রব্যের ন্যায় আকারবিশিষ্ট, সুরভি, স্নিগ্ধ, ঘন ও শিখাবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে শুভকর হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন অন্যরূপ হইলে অশুভ হয়। অগ্নিতে আহুতি দিবার সময় যদি অগ্নি স্বয়ং উজ্জ্বলশিখ, স্নিগ্ধ ও দক্ষিণদিক্ হইতে বেষ্টনকারী হয়, তাহা হইলে রাজার রাজ্যলাভ হইবে। হোমকালে অগ্নির বর্ণ যদি স্বর্ণ, অশোক, কুরুণ্টক, পদ্ম, বৈদূর্য্য বা নীলোৎপল সদৃশ হয়, তাহা হইলে অশুভ এবং অগ্নির শব্দ যদি অর্ণব, মেঘ বা দুন্দুভির ন্যায় হয়, তাহা হইলে অশুভ হইয়া থাকে। অগ্নি হইতে হাস্তিমদ, মহী, পদ্ম, লাজ, ঘৃত বা মধুর ন্যায় সুগন্ধ নির্গত হইলে শুভ হইয়া থাকে। এই যে অগ্নির লক্ষণ অভিহিত হইল, বিবাহ প্রভৃতি

সকল কার্য্যেই এইরূপ লক্ষণ দ্বারা শুভাশুভ স্থির করিতে হইবে।

পরে দক্ষিণা ও ব্রাহ্মণ ভোজনাদি করাইয়া শ্রবণা নক্ষত্রযুক্ত দ্বাদশীতে বা শ্রবণা নক্ষত্রের যোগে অন্য তিথিতে ধ্বজকে উত্তোলন করিতে হইবে। ধ্বজোপরি ৭ কিংবা ৫টী শক্র কুমারী এবং ধ্বজটী যতদূর উচ্চ তাহার দেড় পাদে নন্দ ও উপনন্দ, ষোড়শ ভাগের কিঞ্চিদধিক জয় ও বিজয় নামক দুইটী বসুন্ধর এবং মধ্যস্থলে অষ্টাংশাধিক ইন্দ্রমাতা স্থাপন করিতে হইবে। পূর্ব্বে দেবগণ সানন্দিত চিত্তে এই ধ্বজে নানা অলঙ্কার সংযো-জিত করিয়াছিলেন, সুতরাং সেই সকল অলঙ্কার দ্বারাও এই ধ্বজ অলঙ্কৃত করা আবশ্যক। উহার মধ্যে মধ্যে পিটক সকল স্থাপন করাও বিধেয়। প্রথমে পিটকের পরিধি ধ্বজ পরিমাণের একতৃতীয়াংশ। পরের পরিধি সকল প্রথম হইতে যথাক্রমে প্রথমের অষ্টাংশ করিয়া হীন। এই ধ্বজের চারিদিকে ছত্র, আদর্শ, ফল, অর্দ্ধচন্দ্র, বিচিত্র মালা, কদলী, ইক্ষুদণ্ড কৃষ্ণসর্প, সিংহ, পিটক, গবাক্ষ ও দিক্‌পাল সকল অঙ্কিত করিতে হয়।

এই ধ্বজ তুলিবার কালে মঙ্গলাশীর্ব্বাদ, প্রণাম, পটহ, মৃদঙ্গ, শঙ্খ, ও ভেরী প্রভৃতির মধুর শব্দ করিতে হয়; এই ধ্বজ তুলিবার কালে অতিক্রত, বিলম্বিত ও প্রকম্পন রহিত হইবে। উত্থানকালে ধ্বজের মাল্য পিটকাদি পতিত না হইলে শুভ হয়। ইহা ভিন্ন অন্য প্রকার উত্থান অশুভকর। যদি ধ্বজের উত্থান অশুভকর হয়, তাহা হইলে তাহার শান্তি করা বিধেয়। মাংসাশী পক্ষী, পেচক, কপোত, কাক ও কঙ্ক কেতুতে উপবেশন করিলে রাজার অশুভ, [illegible] বসিলে যুবরাজের ভয় ও শ্যেনপক্ষী পতিত হইলে লোকের চক্ষুনাশ হয়। ধ্বজ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িলে রাজমহিষীর [illegible] ভঙ্গে পুরোহিতের নাশ, পতাকায় [illegible], বা পতাকা পাতে রাজ্ঞী বিনাশ, এবং পিটকের পতনে [illegible] থাকে। মধ্য অগ্র ও মূলে ভঙ্গ [illegible] হইলে [illegible] ও পৌরগণের বিনাশ হয়। ধ্বজ ধূমাবৃত হইলে [illegible], অন্ধকারাবৃত হইলে মোহ; ভয়, পতিত ও ব্যাল দ্বারা আবৃত হইলে অমাত্যগণের অভাব হয়। ধ্বজ উত্তরাদি দিকে পতিত হইলে দ্বিজাতিগণের গ্লানি, কুমারীগণের ভয় হইলে [illegible] [illegible] [illegible] হইলে বালকগণের পীড়া হইয়া থাকে।

এই সকল [illegible]

ধ্বজ উত্থিত হইলে [illegible] পূজা করিয়া পঞ্চম দিনে রাজা [illegible] বিসর্জ্জন করিবেন। (বৃহৎসংহিতা ৪৩ অ:)

উপরিচর বসুপ্রবর্তিত এই উৎসব বহু প্রাচীন কাল হইতে রাজগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। আমরা রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডেও ইন্দ্রধ্বজের গৌরববর্দ্ধক শ্লোকের উল্লেখ পাই—

"মহেন্দ্রধ্বজসঙ্কাশ বৎস মে মনুজধ্বজঃ।"

তৎকালে এই উৎসব যে রাজগণের অশেষ কল্যাণনিলয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

শক্রোৎসব (পুং) শক্রস্য উৎসবঃ। ইন্দ্রের উৎসব, পর্য্যায়—শক্রোত্থান। [শক্রোত্থান দেখ]

শক্রু (পুং) শক (মৃঙ্‌ শক্যাবিভ্যঃ ক্রুঃ। উণ ৫। ১০৮) ইতি ক্রু। প্রিয়ংবদ। (শক্রু শব্দটীকায় ভরত)

শকন্ (পুং) শক্নোতীতি শক-বনিপ্‌ (শ্যামদি-পদীতি। উণ্‌ ৪।১১২) ১ হস্তী। (উজ্জ্বল) ২ শক্তিমান্ পুরুষ, যিনি সকল করিতে সমর্থ। "শাক্বরায় শকন ওঁচ্ছায়" (শুক্লযজু° ৫।৫) 'শকনে শক্নোতি সর্ব্বং কর্ত্তুমিতি শকা তস্মৈ' 'অন্যেভ্যোপি দৃশ্যন্তে। পা ৩।২।৭৫) ইতি বনিপ্‌ শকনে চতি চতুর্থী সপ্তম্যর্থে, সর্ব্বানি শক্নোতি পুরুষে' (মহীধর)

শক্বর (পুং) শকন্-রচ্‌। বৃষ। (উজ্জ্বল) ২ যাহাতে প্রাণি সকল অবস্থান করিতে সমর্থ হয়। আকাশ।

"শাক্বরায় শকনে" (শুক্লযজু° ৫।৫) 'শাক্বরায় শক্নুবন্তি স্থাতুং ভূতানি যত্র স শক্বরঃ আকাশঃ' (মহীধর)

শক্বরী (স্ত্রী) শক্নোতি কল্যাণি কর্ত্তুমিতি শক বনিপ্‌ (শ্যা মদি পদীতি। উণ্‌ ৪।১১২) (বনো রচ্‌। পা ৪।১।৭) ততো ঙীপ চ। ১ অঙ্গুলি। (উজ্জ্বল) ২ নদীবিশেষ। ৩ মেখলা। ৪ ছন্দো-ভেদ, চতুর্দ্দশাক্ষরপাদক ছন্দঃ, যেমন, অসংবাধা, বসন্ত-তিলক, সিংহোন্নতা, অপরাজিতা, প্রহরণকলিকা, বাসন্তী, লোলা ও নান্দীমুখী প্রভৃতি। ৫ ঋক্। (ঋক্ ১০।৭১।১১)। ৬ গাভী। (নিঘণ্টু ২।১১)

শগ্ম (ত্রি) সুখ। "প্রপদে শিবং শগ্মং" (শুক্লযজু° ৩।৪৩) 'শগ্মং সুখং' (মহীধর)

শগ্মন্ (ক্লী) শগ্মন্ শব্দার্থ। (নৈঘণ্টু ২।১)

শগ্মিয় (ত্রি) সুখবিশিষ্ট। "শিবা শগ্মা যজ্ঞিয়া তনূঃ" (শাঙ্খা° ব্রা° ১।১)

শঙ্ক্, ১ শঙ্কা, ভয়, আশঙ্কা। ভ্বাদি° আত্মনে, অক° সেট্। [illegible] শঙ্কতে। লিট্‌ শশঙ্কে। লুট্‌ শঙ্কিতা। লুঙ্‌ অশঙ্কিষ্ট, [illegible], অশাশঙ্কত। সন্‌ শিশঙ্কিষতে। যঙ্‌ শাশঙ্ক্যতে। [illegible] নিশঙ্কয়তি। লুঙ্‌ অশশঙ্কৎ।

[illegible] শঙ্কাদি বাচক [illegible],

[illegible] শঙ্কস্য পুত্রী গোরক্ষধূত্তিলঃ।' (হারাবলী)

শঙ্খন (পুং) ১ রাজভেদ। ২ শব্দাকর।

শঙ্কনীয় (ত্রি) শঙ্ক-অনীয়র্। শঙ্কার যোগ্য, ভয়ের যোগ্য।

শঙ্কর (পুং) শং কল্যাণং করোতীতি শম্ কৃ (শমি ধাতোঃ সংজ্ঞায়াং। পা ৩।২।১৪) ইতি অচ্। ১ শিব। মহাদেব সকলের কল্যাণ করেন, এই জন্য ইনি শঙ্কর এবং স্কন্দ-পুরাণে-স্বয়ং শিবই এই নামের ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন যে—

"সদা ধ্যানাচ্চ ভক্তানাং শবনং ধর্ম্মিরাময়ম্।

ভূতনাথত্বমপ্যাস্তেনাহং শঙ্করঃ স্মৃতঃ॥" (স্কন্দপুরাণ)

ভক্তদিগের সর্ব্বদা ধ্যানে তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে শবন অর্থাৎ পবিত্র এবং নিরাময় করায় আমি শঙ্কর ও ভূতনাথ নামে অভিহিত। ২ শঙ্করাচার্য্য, ইনি শঙ্করের অবতার বলিয়া অনেকের বিশ্বাস (ত্রি) ৩ মঙ্গলকারক।

"ক্ষেমঙ্করোঽরিষ্টতাতিঃ শিবঃ শান্তঃ শঙ্করঃ শঙ্করশ্চ।"

(পুং) ৪ শ্বেতার্ক, শ্বেত আকন্দ। ৫ ভীমসেনী কর্পূর। ৬ কপোত। (বৈদ্যকনি°) ৭ বৈদ্যবিনোদগ্রন্থকার। ৮ শঙ্কর-চেতোবিলাস নামক গ্রন্থরচয়িতা। ইহাতে জমিদার চেত-সিংহের জীবনী কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে।

শঙ্কর, ১ বিধলের উদয়চন্দ্র (খৃঃ ৭৩৫) ইহার সহিত নেল-বোলতে যুদ্ধ করেন। ইনি শঙ্করসেনাপতি নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

২ "গীতগোবিন্দতিলকোত্তম" নামক গ্রন্থে কালিদাসের পুত্র, বংশীধরণ ও বেদদাসের ভ্রাতা বলিয়া ইহার পরিচয় পাওয়া যায়।

৩ দামোদরের পিতা এবং সংস্কারদামোদরমযুখপ্রণেতা সিদ্ধেশ্বরের পিতামহ।

৪ "ওর্দ্ধাণ্ট" বংশে জাত বলিয়া ইহার অপর নাম ওর্দ্ধাণ্ট-শঙ্করভট্ট। ইহার পুত্র সীতারামবিহারপ্রণেতা লক্ষণ সোমযাজী।

৫ ভাস্বতীকরণপ্রণেতা শতানন্দের (খৃঃ ১১০০) পিতা। শঙ্করের পত্নীর নাম সরস্বতী।

৬ একজন জ্যোতিঃশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত; শঙ্করভট্ট নামে বিদিত। ভট্টোৎপল বৃহজ্জাতকে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

৭ অধ্যাত্মরামায়ণ-টীকাকার।

৮ "আরাধন-রত্নমালা"-প্রণেতা। শঙ্কর পণ্ডিত নামে পরিচিত।

৯ একখানি কাত্যায়ন-শ্রৌতসূত্রের টীকাকার। প্রয়োগসার নামক পুস্তকে দেবভদ্র ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

১০ কৃষ্ণকর্ণামৃতটীকাকার।

১১ গায়ত্রীপুরশ্চরণ-প্রণেতা।

১২ গোরক্ষশতকটীকা এবং যোগসূত্রটীকাকার।

১৩ জগন্নাথস্তোত্র ও জগন্নাথাষ্টকপ্রণেতা।

১৪ তিথিনির্ণয়ব্যাখ্যাকার। ইনি আচার্য্য উপাধিতে পরিচিত।

১৫ ত্রিপুরসুন্দরীমানসপূজারচয়িতা। ইহার উপাধি ভট্ট।

১৬ দশাস্ফুটমালা ও 'পঞ্চপক্ষী' নামক দুইখানি জ্যোতি-গ্রন্থপ্রণেতা। ইনি একজন খ্যাতনামা জ্যোতির্ব্বিদ্ ছিলেন।

১৭ রামার্য্যাকাব্যলেখক।

১৮ বিশ্বেশ্বরমাহাত্ম্য প্রণেতা।

১৯ শঙ্করবিজয়বিলাসপ্রণেতা। ইনি শঙ্করদেশিকেন্দ্র নামে বিদিত।

২০ শারদাতিলকভাষ্যপ্রণেতা।

২১ সদাচারবিবরণপ্রণেতা।

২২ সন্ন্যাসপদ্ধতি প্রণেতা।

২৩ সিদ্ধান্তদীপিকা প্রণেতা। ইনি জগন্নাথের শিষ্য।

২৪ অনন্ত ভট্টের পুত্র। জয়সিংহের পুত্র রাজারাম-সিংহের আদেশক্রমে ইনি 'বিদ্যাবিনোদ' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার রচিত 'শঙ্করাখ্য' নামক আর একখানি বৈদ্যক গ্রন্থও পাওয়া যায়।

২৫ বৈদ্য ত্রিমল্ল ভট্টের পুত্র। ইনি রসপ্রদীপ নামক গ্রন্থ রচনা করেন। সাধারণে ইনি শঙ্করভট্ট নামে পরিচিত।

২৬ নারদপুত্র এবং মানবগৃহ্যসূত্রভাষ্যকার।

২৭ শঙ্কর আচার্য্য বঙ্গে বাস হেতু ইনি গৌড় উপাধিতে সর্ব্বত্র পরিচিত ছিলেন। ইনি কমলাকরের পুত্র এবং লম্বোদরের পৌত্র। ইহার রচিত তারারহস্যবৃত্তিকা, শিবমানসপূজা, শিবাচরণ-রত্ন ও ষট্চক্রভেদটিপ্পনীগ্রন্থ পাওয়া যায়।

২৮ পুণ্যাকরের পুত্র, ইনি হর্ষচরিতসঙ্কেতনাম্নী টীকারচয়িতা।

২৯ বল্লালের পুত্র। ইনি তীর্থকৌমুদী, প্রতিষ্ঠাকৌমুদী, ব্রতকৌমুদী এবং ব্রতোদ্যাপনকৌমুদী রচনা করেন।

৩০ গোবিন্দশিষ্য এবং জয়ধরাত্মজ রুদ্রতনয় বাসুদেবের পুত্র। রসচন্দ্রিকানাম্নী অভিজ্ঞানশকুন্তলটীকা-প্রণেতা।

৩১ শঙ্কর বা ওড়াশঙ্কর নামে খ্যাত। শুচিকরের পৌত্র এবং সুধাকরের পুত্র। গ্রহবিধান-ধর্ম্মকুসুম ও স্মৃতিসুধাকরপ্রণেতা।

৩২ হর্ষরত্নের শিষ্য এবং হরিহরের পুত্র (?) ইনি করণ-কুতূহলোদাহরণ (খৃঃ১৬১৯ লিখিত), করণবৈষ্ণব বা বৈষ্ণবকরণ, জ্যোতিষ কেরলীয় এবং কেশব ও শ্রীপতি রচিত পদ্ধতির টীকা প্রণয়ন করেন।

৩৩ 'জাগদীশী'র 'পঞ্চলক্ষী ক্রোড়' নামক গ্রন্থরচয়িতা।

৩৪ হরিরাম তর্কবাগীশের 'অনুমিতি-পরামর্শ বিচার' নামক নৈয়ায়িক গ্রন্থের এক প্রকার ব্যাখ্যানকপ্রণেতা। ইহার পুস্তকের নাম 'শঙ্কর ক্রোড়'।

৩৫ মীমাংসা নয়-বিবেক নামক মীমাংসাসূত্র-ভাষ্যের একখানি মীমাংসা-নয়-বিবেকশঙ্কা-দীপিকা বা ন্যায়-বিবেক-শঙ্কা-

দীপিকা নাম্নী টীকা-রচয়িতা। এই টীকায় লিখিত আছে যে, ইনি রামার্য্য ও গোবিন্দ উপাধ্যায়ের শিষ্য।

৩৬ বিধি-রসায়ন-দূষণ নামক গ্রন্থপ্রণেতা। এই গ্রন্থখানি অপ্পয়দীক্ষিতের প্রণীত বিধিরসায়ন নামক গ্রন্থের প্রতিবাদ। অপ্পয়দীক্ষিত এই গ্রন্থে ভট্টকুমারিলকৃত মীমাংসা বার্ত্তিকের প্রতিবাদ করিয়াছেন।

৩৭ একজন হিন্দু রাজা। ইহার রাজত্বকালে (১০৭৯ খৃঃ) "ধর্ম্মপত্রিকা"নামক যোগশাস্ত্রীয় গ্রন্থ রচিত হয়।

৩৮ দেবগিরির প্রথম 'সৈন্ধুণি'র অধীন তর্দবাড়ি প্রদেশের শাসনকর্ত্তা। (খৃঃ ১১২৩)

৩৯ দেবগিরির রাজা রামদেব যখন ১২৯৪ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দীন্ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া আত্ম-সমর্পণ করিতে উদ্যত হইতেছিলেন, তৎকালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শঙ্কর পিতার উদ্ধারের জন্য অগ্রসর হন। যুদ্ধে ইনিও পরাস্ত হইয়াছিলেন। 'শঙ্কর' খৃষ্টীয় ১৩১২ অব্দ পর্য্যন্ত পিতৃসিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন বলিয়া কথিত আছে। ইনি দিল্লীর সম্রাট্‌কে রাজস্ব দিতে অস্বীকার করায় মালিক কাফুর ইহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া সমগ্র মহারাষ্ট্রকে ভারত রাজ্যভুক্ত করেন।

৪০ বাদশাহপদ্ধতিপ্রণেতা। ইঁহার পিতা বাচস্পতি নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

৪১ সাংখ্যপ্রবচনসূত্রভাষ্যপ্রণেতা।

৪২ বাক্যশিরোমণি নামক গ্রন্থরচয়িতা। ইনি মানসিংহের তনয় মহারাজ জগৎসিংহের গুরু।

৪৩ গঙ্গাবতারচম্পু, প্রদ্যুম্নবিজয় নাটক ও শঙ্করচেতোবিলাস-রচয়িতা। ইনি দীক্ষিত বালকৃষ্ণের পুত্র এবং দীক্ষিত ঢুণ্ডিরাজের পৌত্র, ভূম্যধিকারী রাজা চৈতসিংহের আদেশে ইনি চেতোবিলাস গ্রন্থ খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগে রচনা করেন।

শঙ্কর আচার্য্য, ১ তাবাধ্যায় নামক জ্যোতিগ্রন্থ-প্রণেতা। ২ সুজনোক্তি নামক জ্যোতিষশাস্ত্র-রচয়িতা।

শঙ্করকণ্ঠ (রাজানক), স্তুতিকুসুমাঞ্জলিটীকাকার রত্নকণ্ঠের পিতা এবং অবতারের পুত্র।

শঙ্করকণ্ঠ, শিবপ্রসাদসুন্দরস্তবপ্রণেতা।

শঙ্করকবি, পদ্যাবলীধৃত একজন প্রাচীন কবি। বররুচি ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার গ্রন্থে ভোজরাজের উল্লেখ আছে।

শঙ্করকিঙ্কর, অক্ষপাদদর্শনের একখানি ছন্দোবদ্ধ গ্রন্থ-রচয়িতা।

শঙ্করগণ, ১ একজন হিন্দু নরপতি। ইনি চৈহয়রাজ ১ম কোক্কলের এবং চন্দেল্লরাজ হর্ষদেবের সমসাময়িক ছিলেন।

২ কলচুরীরাজ লক্ষণরাজের পুত্র এবং ২য় কোক্কলের পিতৃব্য।

শঙ্করগীতা (স্ত্রী) দেবীপুরাণের ৭ম অধ্যায়।

শঙ্করগৌরীশ (পুং) দেবতীর্থভেদ। (রাজতর° ৫।১৫৭)

শঙ্করজিৎ, সংক্ষেপতিথিনির্ণয়সার (খৃঃ ১৬০২) প্রণেতা। গোকুলজিৎ ও শ্যামজিতের ভ্রাতা এবং হরিজিতের পুত্র।

শঙ্করজী "বেদান্তসার টিপ্পন"-কার।

শঙ্করতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ।

শঙ্করদত্ত, পবমানসোমযজ্ঞ ও রুদ্রস্পন্দপ্রণেতা।

শঙ্করদয়ালু, বৃত্তপ্রভায় এবং সম্মিতবর্ণা নামক তট্টীকা-প্রণেতা।

শঙ্করদাস, হঠসঙ্কেতচন্দ্রিকাকার। ইনি ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ফরিদাবাদে জীবিত ছিলেন।

শঙ্করদীক্ষিত, ইনি লক্ষ্মণের পিতা এবং মৃচ্ছকটিকটীকাপ্রণেতা লল্লাদীক্ষিতের পিতামহ।

শঙ্করদেব, কএকজন প্রাচীন সংস্কৃত কবির নাম।

শঙ্করদেব, নেপালের লিচ্ছবী বা সূর্য্যবংশী মানদেবের পিতামহ। মানদেবের সময় ৭০৫ খৃষ্টাব্দ। শঙ্করদেব ধ্রুবদেবের (৬৫৪ খৃঃ ?) পুত্র বৃষদেবের পুত্র। ফ্লীট সাহেব নেপালরাজবংশাবলী অনুসারে স্থির করিয়াছেন, বৃষদেব ৬৩০—৬৫৫ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন।

শঙ্করদেব, নেপালের নবাকোটের ঠাকুরীবংশোদ্ভূত, প্রদ্যুম্নকামদেব বা পদ্মদেব নামেও পরিচিত। (খৃঃ ১০৭৫)

শঙ্করদৈবজ্ঞ, ১ গোত্রপ্রবরমঞ্জরীসারোদ্ধার নামক গ্রন্থরচয়িতা। ইহার পিতার নাম শিব। ২ শালগ্রামপরীক্ষা-প্রণেতা।

শঙ্করত্রিবিদ্যাচার্য্য, শাক্তাম্মোদতরঙ্গরচয়িতা।

শঙ্করনারায়ণ, রসিকামৃতনাটকরচয়িতা।

শঙ্করনারায়ণ, দাক্ষিণাত্যের একটী প্রসিদ্ধ দেবতীর্থ। ঘাটপর্ব্বতমালাদ্বয়ের মধ্যস্থলে কুন্দপুরনামক সমতলদেশে অবস্থিত।

শঙ্কর পণ্ডিত, মতোদ্ধার নামক ধর্ম্মগ্রন্থপ্রণেতা।

শঙ্করপ্রিয় (পুং) শঙ্করস্য প্রিয়ঃ। ১ তিত্তিরি পক্ষী। ২ দ্রোণপুষ্পী, বকবৃক্ষ। (পর্য্যায়মু°). (ত্রি) ৩ শিবব্রত, মহাদেবের প্রিয়।

শঙ্করভট্ট, পার্থসারথিমিশ্ররচিত "শাস্ত্রদীপিকা"র টীকাকার। টীকাটীর নাম শাস্ত্রদীপিকাপ্রকাশ। ইনি ভট্ট নারায়ণ ও পার্ব্বতীর পুত্র এবং রামেশ্বরের পৌত্র। স্বরচিত মীমাংসাবালপ্রকাশ গ্রন্থে শঙ্করভট্ট সোমেশ্বর ভট্ট, বিজ্ঞানেশ্বর, হেমাদ্রি ও মাধবাচার্য্যের নামোল্লেখ করিয়াছেন। শাস্ত্রদীপিকার টীকা ব্যতীত সর্ব্ব-ধর্ম্ম-প্রকাশ নামক সংক্ষিপ্তব্যবহারশাস্ত্র, তত্ত্বার্থসার, কালাদর্শ, ত্রিস্থলীসেতু, মীমাংসাবালপ্রকাশ, বিধিরসায়নদূষণ, ব্রতময়ূখ, শাস্ত্রদীপিকাপ্রকাশ, নির্ণয়চন্দ্রিকা, ধর্ম্মদ্বৈতনির্ণয়, শ্রাদ্ধকল্পসার ও তাহার টীকা ইত্যাদি শঙ্কর রচিত আরও কএক-

খানি গ্রন্থ আছে। এই সকল গ্রন্থ হইতে রঙ্গভট্ট, নীলকণ্ঠ, দামোদর ও নৃসিংহ নামে তাঁহার চারি পুত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র দিবাকর এবং পৌত্র শঙ্করভট্টও পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত। ইনি কাশীনিবাসী ছিলেন।

শঙ্করভট্ট, কুণ্ডমণ্ডপনির্ণয়, কুণ্ডভাস্কর নামক কুণ্ডোদ্দ্যোতটীকা, সদাচারসংগ্রহ, কুণ্ডার্ক, কুণ্ডোদ্দ্যোতদর্শন, ...রময়ূখ, ব্রতার্ক ও কর্ম্মবিপাক নামক গ্রন্থরচয়িতা *। ইনি কাশীনিবাসী এবং কুণ্ডোদ্দ্যোতপ্রণেতা নীলকণ্ঠভট্টের পুত্র। শঙ্করভট্ট মীমাংসক ছিলেন। মহাদেব-ভট্টাত্মজ দিবাকর ভট্ট সম্ভবতঃ ইঁহার খুল্লতাত। শঙ্কর কর্ম্মবিপাকে স্বীয় পিতামহরচিত ধর্ম্মদ্বৈতনির্ণয় গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। ১৬৭১ খৃষ্টাব্দে ইনি কুণ্ডোদ্দ্যোত-দর্শন রচনা করেন।

শঙ্করভট্ট, মীমাংসা-সার-সংগ্রহ নামক এক সহস্র "মীমাংসা" বিষয়সংবলিত গ্রন্থরচয়িতা।

শঙ্করভট্ট, "নট্‌সমর্থনখণ্ডন"প্রণেতা।

শঙ্করভট্ট, প্রাস্তাপদ্ধতিকার।

শঙ্করভট্ট, পঞ্চসার নামক বেদান্তগ্রন্থপ্রণেতা।

শঙ্করভট্ট, পরিভাষেন্দুশেখরটীকা ও শব্দেন্দুশেখরটীকারচয়িতা।

শঙ্করভারতীতীর্থ, নৃসিংহভারতীতীর্থের শিষ্য এবং অসদায়-প্রকরণ-প্রণেতা।

শঙ্করভাষ্য (ক্লী) শঙ্করকৃত ভাষ্য। শঙ্করাচার্য্য ব্যাসকৃত বেদান্ত-সূত্র উপনিষৎসমূহ ও গীতার যে ভাষ্য প্রণয়ন করেন, তাহাই শঙ্করভাষ্য নামে অভিহিত।

শঙ্করমিশ্র, পত্যামৃততরঙ্গিণীধৃত একজন কবি।

শঙ্করমিশ্র, রসমঞ্জরী নাম্নী গীতগোবিন্দটীকাকার। দিনেশ্বর মিশ্রের পুত্র। ইনি শালিনাথের অনুরোধে এই গ্রন্থ রচনা করেন।

শঙ্করমিশ্র, (মহামহোপাধ্যায়) বৈশেষিকসূত্রোপস্কার, ন্যায়লীলা-বতীকণ্ঠাভরণ, আত্মতত্ত্ববিবেককল্পলতা ও ভেদপ্রকাশকার। এতদ্ভিন্ন ইনি খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্য গ্রন্থের "শঙ্করী" নাম্নী টীকা, কণাদ-রহস্য, ছন্দোগাহ্নিকোদ্ধার, প্রায়শ্চিত্তপ্রদীপ, শ্রাদ্ধপদ্ধতি প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। শঙ্করমিশ্র ভবনাথ মহামহোপাধ্যায়ের পুত্র এবং জীবনাথ মহামহোপাধ্যায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র। জীবনাথ ভবনাথের গুরু এবং শঙ্কর ভবনাথের নিকটই শিক্ষালাভ করেন। ইনি গৌরীদিগম্বর নাটক এবং সামান্যনিরুক্তিক্রোড় নামক আরও দুই খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত ইঁহার রচিত শঙ্করক্রোড়, গদাধরটীকা, জাগদীশীটীকা, অনুমিতিটীকা, অবচ্ছেদকত্বনিরুক্তিটীকা, অসিদ্ধপূর্ব্বপক্ষ গ্রন্থটীকা, অসিদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রন্থটীকা, উদাহরণলক্ষণ-টীকা, উপাধি দূষকতা-বীজটীকা, উপাধিপূর্ব্বপক্ষটীকা, উপাধিসিদ্ধান্ত গ্রন্থটীকা, কূটঘটিতলক্ষণটীকা, কূটাঘটিতলক্ষণটীকা, কেবলান্বয়ীগ্রন্থটীকা, তর্কগ্রন্থটীকা, তৃতীয়মিশ্রলক্ষণটীকা, দ্বিতীয়মিশ্রলক্ষণটীকা, পক্ষতাটীকা, পক্ষতাসিদ্ধান্তগ্রন্থটীকা, পঞ্চলক্ষণীক্রোড়, পঞ্চলক্ষণটীকা, পরামর্শপূর্ব্বপক্ষগ্রন্থটীকা, পরামর্শসিদ্ধান্তগ্রন্থটীকা, পুচ্ছ-লক্ষণটীকা, প্রতিজ্ঞালক্ষণটীকা, প্রথমচক্রবর্ত্তিলক্ষণটীকা, প্রথম-মিশ্রলক্ষণটীকা, বাধপূর্ব্বপক্ষগ্রন্থটীকা, বাধসিদ্ধান্তগ্রন্থটীকা, বিরুদ্ধপূর্ব্বপক্ষগ্রন্থটীকা, বিশেষনিরুক্তিটীকা, সৎপ্রতিপক্ষক্রোড়, সৎপ্রতিপক্ষসিদ্ধান্তগ্রন্থটীকা, সব্যভিচারপূর্ব্বপক্ষগ্রন্থটীকা, সামান্য-নিরুক্তিক্রোড়, সামান্যনিরুক্তিটীকা, সামান্যনিরুক্তিপত্র, সামান্য-লক্ষণটীকা, হেতুলক্ষণটীকা, শঙ্করভট্টীয়, শঙ্করপত্র ও শঙ্করী নামে কএকখানি ন্যায় গ্রন্থ পাওয়া যায়।

শঙ্করলাল, লিপিবিবেকপ্রণেতা ভূধরের পুত্র ক্ষেমেন্দ্রের পৃষ্ঠপোষক। ইনি পিংলাদের শাসনকর্ত্তা ছিলেন।

শঙ্করবর্ম্মা, একজন প্রাচীন কবি।

শঙ্করবিন্দু, "চিন্ত্য-সংগ্রহ" বা চিন্ত্যসংগ্রহবাদ নামক মীমাংসাগ্রন্থ-রচয়িতা। ইনি ভট্টশঙ্কর বিন্দু নামে পরিচিত।

শঙ্করশর্ম্মা, ১ ত্রিকাণ্ডকৌমুদীদীপিকাকার। ২ কাতন্ত্রপরিশিষ্ট প্রবোধপ্রকাশিকা-প্রণেতা। ৩ দেবীমাহাত্ম্য-টীকাকার। ৪ বৃত্ত-মুক্তাবলী-রচয়িতা।

শঙ্করশুক্র (ক্লী) পারদ।

শঙ্করশুক্ল, মীমাংসার্থ-প্রদীপ নামক বেদ সম্বন্ধীয় গ্রন্থ-প্রণেতা। ইহাতে ৮০০ অনুষ্টুভ্‌ শ্লোক আছে।

শঙ্করসেন, নাড়ীপ্রকাশ নামক বৈদ্যক গ্রন্থপ্রণেতা।

শঙ্করস্বামী, লালতান্ত্রবরগ্রন্থকার।

শঙ্করস্বেদ (পুং) ১ আমবাতরোগাধিকারোক্ত স্বেদবিশেষ। ব্যবহারপ্রণালী—কাপাসের আটি, কুলথকলাই, তিল, যব, লাল ভেরেণ্ডামূল, মসিনা, পুনর্ণবা, শণবীজ এই সকল দ্রব্যের মধ্যে যদি সমস্ত গুলি না পাওয়া যায়, তবে তন্মধ্যে যাহা কিছু পাওয়া যায়, মাত্র তাহাই গ্রহণ করিয়া কুটিত ও কাঁজিতে সিদ্ধ করিবে এবং তদ্দ্বারা দুইটী পুটলী বাঁধিবে। পরে প্রজ্বলিত অগ্নিময় চুল্লীর উপর কাঁজিপূর্ণ একটী হাড়ী চাপাইয়া তাহার মুখে বহু ছিদ্রবিশিষ্ট একটী শরা ঢাকা দিয়া হাড়ী ও শরা উভয়ের এই সন্ধিস্থানে কর্দ্দমাদি দ্বারা প্রলেপ দিয়া আবদ্ধ করিবে। তৎপরে ঐ শরার উপর পূর্ব্বোক্ত পুটলী দুইটীকে একটী একটী করিয়া উষ্ণ করিবে ও তদ্দ্বারা ক্রমে স্বেদ দিবে; এইরূপ বারংবার করিতে হইবে। (ভৈষজ্যরত্না°)

* "কুণ্ডপ্রভাবলীবিবেচিত"র অন্তর্গত করিয়া মুদ্রিত হইয়াছে।

চরকে উক্ত হইয়াছে যে উচ্চীকৃত ঔষধ বস্ত্রখণ্ডের মধ্যে পুটলী বান্ধিয়া অথবা সম্যক্ কুট্টিত ঔষধ উষ্ণ ও পিণ্ডীকৃত করিয়া তদ্দ্বারা যে স্বেদ দেওয়া যায়, তাহাকে শঙ্করস্বেদ কহে। (চরকস্বেদাধ্যায়)

২ গো, মহিষ ও অশ্ব, ইহাদের অগ্নিসন্তপ্ত বিষ্ঠা দ্বারা প্রদত্ত স্বেদ।

"শকৃতা মহিষাশ্বানাং গোময়েন তথৈব চ।

আগ্নিতপ্তেন যঃ স্বেদঃ শঙ্করস্বেদ উচ্যতে॥" (শব্দার্থ ১৮ অ)

শঙ্করা [স্ত্রী] (স্ত্রী) ১ শমীবৃক্ষ, শাঁইগাছ। (রাজনি°) ২ মঞ্জিষ্ঠা। (শব্দর°) ৩ শঙ্করভার্য্যা, শিবানী, ভবানী। ৪ শুভদায়িনী। "শঙ্করী শঙ্করপত্নী চ শিবা শত্রুবিনাশিনী" (রুদ্রযামল)

(দেশজ) তৃতীয় ব্যক্তি। যেমন, আপনি ভাতে ঠাঁই পায় না শঙ্করাকে ডাকে।

শঙ্করাচার্য্য, ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় দার্শনিক, সুপ্রসিদ্ধ অদ্বৈতবাদ-প্রবর্ত্তক, এবং বেদান্ত ও উপনিষদ্‌ভাষ্যকার। ইঁহার অত্যুজ্জ্বল ও অসাধারণ প্রতিভাদর্শনে ভারতীয় পণ্ডিতসমাজ ইঁহাকে "শঙ্করাবতার" বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। ভারতের সকল প্রধান স্থানে শঙ্করের পদার্পণ ঘটিলেও এবং সর্ব্বস্থানেই তাঁহার অনুরক্ত ভক্ত ও শিষ্যানুশিষ্যে পরিব্যাপ্ত হইলেও আচার্য্যপ্রবরের প্রকৃত জীবনীর অভাব ঘটিয়াছে। পরবর্ত্তিকালে কএক খানি চরিতাখ্যায়িকা রচিত হইলেও তদ্দ্বারা ইঁহার প্রকৃত জীবনী নির্দ্ধারণ করা কঠিন। যাহা হউক, এ পর্য্যন্ত শঙ্করের জীবনবৃত্তান্ত লইয়া যে কয় খানি জীবনী-পুস্তক রচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে আনন্দগিরিকৃত শঙ্করদিগ্বিজয়, চিদ্বিলাস যতিবিরচিত শঙ্করবিজয় এবং মাধবাচার্য্যকৃত সংক্ষেপশঙ্করজয় নামক গ্রন্থত্রয়ই প্রধান ও উল্লেখযোগ্য। তদ্ভিন্ন নীলকণ্ঠ, সদানন্দ, পরমহংস বালকৃষ্ণ ও ব্রহ্মানন্দ বিরচিত লঘু শঙ্করবিজয়, তিরুমল্ল দীক্ষিতের শঙ্করাভ্যুদয় ও পুরুষোত্তম ভারতীকৃত শঙ্কর-বিজয়সংগ্রহও বিশেষ প্রয়োজনীয় গ্রন্থ।

মাধবাচার্য্যের সংক্ষেপ শঙ্করজয় বা "শঙ্কর বিজয়"।

মাধবের শঙ্করবিজয় গ্রন্থে লিখিত আছে যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য কেরলের অন্তর্গত কালাদি নামক স্থানে শিবগুরুর ঔরসে ও সতী দেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁহার জন্মকালে মেষে রবি, তুলায় শনি এবং মকরে মঙ্গল সংস্থিত ছিল।* বৃহস্পতি কেন্দ্রে অবস্থিত বলিয়া লিখিত থাকায় এইরূপ অর্থ হইতে পারে যে বৃহস্পতি লগ্নে ছিলেন, অথবা সেই চিহ্ন হইতে ৪র্থ, ৭ম বা ১০ম ঘরে ছিলেন; শঙ্করের জন্মকালে অন্যান্য গ্রহসংস্থান ইহাতে উল্লিখিত নাই। তৎপরে † তিনি অষ্টমবর্ষে গৃহত্যাগ পূর্ব্বক উত্তর ভারতে গমন করেন এবং নর্ম্মদাতীরে গোবিন্দ যোগীর (গোবিন্দাচার্য্য) সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে এইরূপে আহ্বান করেন*—

"আপনি প্রথমে আদিশেষ ছিলেন, তৎপরে পতঞ্জলিরূপে অবতীর্ণ হন এবং এক্ষণে আপনি গোবিন্দযোগী।"

অতঃপর তিনি নীলকণ্ঠ, হরদত্ত ও ভট্ট ভাস্করকে তর্কে পরাজয় করেন এবং তাঁহাদের ভাষ্যেরও যথেষ্ট নিন্দা করেন। ইহার পর ‡ তিনি বাণ, দণ্ডী ও ময়ূরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদিগকে তাঁহার দর্শন বিষয়ে উপদেশ দেন। ¶ তিনি খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্য রচয়িতা হর্ষ ‖ অভিনব গুপ্ত ** মুরারিমিশ্র †† উদয়নাচার্য্য ‡‡ কুমারিল §§ মণ্ডনমিশ্র ও ‖‖ প্রভাকরকে তর্কে পরাজিত করিয়াছিলেন এবং পরিশেষে এই নশ্বরদেহ ত্যাগ করিয়া কৈলাসে শিবের সহিত মিলিত হন।

উক্ত গ্রন্থ খানি মাধবাচার্য্য-বিরচিত বলিয়া প্রখ্যাত। কিন্তু সায়ণাচার্য্যের ভ্রাতা মাধবাচার্য্য ইহার রচয়িতা কি না, তদ্বিষয়ে দু' একটী সন্দেহও বিদ্যমান আছে। মাধবাচার্য্যের সমস্ত গ্রন্থের প্রারম্ভে বা শেষে নিজ পরিচয়, স্বীয় গুরুর নাম ইত্যাদি লিখিত আছে, কিন্তু সংক্ষেপ-শঙ্করজয়ে তাহার ব্যতিক্রম দেখিয়া মনে হয়, ইহা মাধবাচার্য্যনামা অপর কোন শৃঙ্গেরীমঠাবলম্বী আধুনিক ব্যক্তির রচিত। তারপর এ পুস্তকের রচনা-প্রণালী মাধবাচার্য্যের অন্যান্য রচনাপদ্ধতি হইতে একবারে পৃথক্। এই গ্রন্থ লেখক লিখিয়াছেন, তিনি এই পুস্তক পূর্ব্ববর্ত্তী কোন 'শঙ্কর বিজয়' অবলম্বনে রচনা করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় শঙ্করজন্ম সম্বন্ধে শঙ্করবিজয়ের কোন সময়ের কথা ইহাতে উদ্ধৃত বা উল্লিখিতও হয় নাই। গ্রন্থনিহিত ব্যক্তিবর্গের নাম হইতেও গ্রন্থখানির আধুনিকত্ব প্রমাণ করা যাইতে পারে, সুতরাং এই পুস্তকের মত অনেক স্থলেই গ্রাহ্য নহে। তবে সম্প্রদায়বিদ্‌গণের ইহা প্রধান গ্রন্থ বলিয়া কোন কোন বিশেষ বিষয়ে ইহার প্রামাণিকতা গৃহীত হইতে পারে। এই গ্রন্থে যে সকল আচার্য্যের উল্লেখ আছে, তাহাদের কালনির্ণয় আবশ্যক।

নীলকণ্ঠ শ্রীকণ্ঠ শিবাচার্য্য নামেও পরিচিত ছিলেন। ইঁহার লিখিত ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে ইনি রামানুজের বচনাদি উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং ইনি খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর পরবর্ত্তী, রামানুজের* কখনই পূর্ব্ববর্ত্তী নহেন। কাজেই শঙ্করের সঙ্গে ইঁহার সাক্ষাৎ অসম্ভব।

হরদত্ত আপস্তম্ব, ও গৌতম ধর্ম্মসূত্রের টীকাকার। ইনি

* ২।৫।৭১। † ২য় সর্গ।

* ৫।৫।১৫। † ১৫।৫।৫৩, ৬৯, ৯০। ‡ ১৭।৫।১০১। ¶ ৫৮।

†† ১৫।৫।১৬। ‡‡ ২য় সর্গ। §§ ১০ম সর্গ। ‖‖ ১২।৫।৫৩।

* প্রপন্নামৃতগ্রন্থের মতে রামানুজ ৪১১৮ কল্যব্দে বা ৯৩৯ শকে জন্মগ্রহণ করেন।

কাশিকাবৃত্তির পদমঞ্জরী নামক টীকা রচনা করেন। কাশিকাবৃত্তি জয়াদিত্য ও বামন কর্ত্তৃক লিখিত। বামন ও জয়াদিত্যের কাল স্থির হইয়া গিয়াছে। জয়াদিত্য ৫৯৫ সংবতে বিদ্যমান ছিলেন; বামন সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে অথবা অষ্টম শতাব্দীর প্রথমে জীবিত ছিলেন। হরদত্ত ইঁহাদের অনেক পরে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি যে নবম শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী নন, তাহা প্রমাণ করা যাইতে পারে।

১ হরদত্ত।

ভট্ট ভাস্কর জ্ঞানযজ্ঞ নামে কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের ভাষ্যকার। ইনি খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। ইনিও একখানি ব্রহ্মসূত্রভাষ্য রচনা করেন। ইহাতে তিনি শঙ্করকে বহুবার আক্রমণ করিয়াছেন।

২ ভট্ট ভাস্কর।

শার্ঙ্গধরপদ্ধতি পাঠে জানা যায় যে, বাণ ও ময়ূর শ্রীহর্ষের রাজসভায় বিদ্যমান ছিলেন। বাণ নিজেই তাঁহার শ্রীহর্ষচরিতে (২য় উচ্ছ্বাসে) বলিয়াছেন যে, তিনি রাজসভায় শ্রীহর্ষের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ময়ূর ষষ্ঠশতাব্দীর প্রথম ভাগে এবং বাণ শেষ ভাগে জীবিত ছিলেন। দণ্ডী ইঁহাদের পরে অষ্টম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

৩ বাণ, দণ্ডী ও ময়ূর।

শঙ্করবিজয়ের শ্রীহর্ষ শ্রীহীর ও মামল্ল দেবীর পুত্র। জৈন কবি রাজশেখর তাঁহার প্রবন্ধকোষে লিখিয়াছেন, শ্রীহর্ষ বারাণসীতে জন্মগ্রহণ করেন। অত্রত্য রাজা জয়ন্তচন্দ্রের আদেশে তিনি নৈষধচরিত লেখেন। জয়ন্তচন্দ্র ১১০৩ ও ১১২৯ সংবতের মধ্যে বারাণসী ও কান্যকুব্জের রাজা ছিলেন। সুতরাং শ্রীহর্ষও এই সময়ের লোক।

৪ শ্রীহর্ষ।

অভিনবগুপ্ত—ডাঃ বুলরের মতে অভিনবগুপ্ত প্রায় ১০০০ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন।

মুরারিমিশ্র—কবি মুরারি মিশ্র স্বতন্ত্র ব্যক্তি। ইনি মীমাংসাশাস্ত্রে অতি সুপণ্ডিত। ১১৮৫ সংবতের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে ইনি বিদ্যমান ছিলেন।

উদয়নাচার্য্য—ইনি বাচস্পতি মিশ্রের ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্য নামক গ্রন্থের 'তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি' নাম্নী টীকা লেখেন। ভট্টরাঘব ১১৯৬ সংবতে "ন্যায়সারবিচার" গ্রন্থে উদয়নাচার্য্যের গ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করেন। সুতরাং উদয়ন ১০৩২ ও ১১৯৬ সংবতের মধ্যে বর্ত্তমান ছিলেন।

ব্রহ্মগুপ্ত—খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীর পরবর্ত্তী নহেন।

কুমারিল, মণ্ডনমিশ্র, প্রভাকর—ইঁহাদের সময় পরে বিচার করা হইয়াছে। ইঁহারা শঙ্করের সমসাময়িক।

এখন দেখা যাইতেছে যে উল্লিখিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ শঙ্করের পূর্ব্ববর্ত্তী, কেহ বা পরবর্ত্তী এবং আবার কেহ কেহ শঙ্করের সমসাময়িক; সুতরাং এইরূপ গ্রন্থকারের উক্তির উপর নির্ভর করা কতদূর আশাপ্রদ, তাহা সহজেই অনুমেয়।

চিদ্বিলাস যতির শঙ্করবিজয়। এই গ্রন্থে শঙ্করাচার্য্যের এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। কেরল দেশান্তর্গত কালাটি নামক স্থানে শিবগুরুর ঔরসে আর্য্যাম্বার গর্ভে বসন্ত ঋতুর মধ্যাহ্নকালে অভিজিৎ মুহূর্ত্তে আর্দ্রা নক্ষত্রে শঙ্করাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মকালে পাঁচটী গ্রহ তুঙ্গস্থানে ছিল। ঐ পাঁচটী গ্রহের নাম গ্রন্থে উল্লিখিত নাই। পঞ্চম বর্ষ বয়সে শঙ্করের উপনয়ন হয়। তার পর তিনি একদিন নদীতে অবগাহন করিতে গিয়া কুম্ভীর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন; কিন্তু কৌশলে সে যাত্রা তিনি রক্ষা পাইয়াছিলেন। অতঃপর সন্ন্যাসাবলম্বন করিয়া হিমালয়ে গমনপূর্ব্বক বদরিকাশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তথায় তিনি তপোনিরত গোবিন্দপাদের শিষ্য হইয়া তাঁহার উপদেশানুসারে যথাবিধি সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবিষ্ট হন। ইহার পর তিনি ভট্টপাদের (কুমারিলের) সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং কাশ্মীরে গমনপূর্ব্বক মণ্ডনমিশ্রের সহিত তর্কযুদ্ধ করেন। অনন্তর শঙ্করাচার্য্য শৃঙ্গগিরি ও জগন্নাথে দুইটী মঠস্থাপন করিয়া সুরেশ্বর ও পদ্মপাদকে মঠরক্ষায় নিযুক্ত করিলেন। ইহার পরে তিনি গুর্জ্জরের অন্তর্গত দ্বারকায় মঠস্থাপনপূর্ব্বক হস্তামলককে এবং বদরিকাশ্রমে আর একটী মঠস্থাপন-পূর্ব্বক তোটকাচার্য্যকে তত্তৎ স্থানের আচার্য্যপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পরিশেষে শঙ্করাচার্য্যের বদরিকাশ্রমে অবস্থিতি কালে বিষ্ণুর ষষ্ঠাবতার দত্তাত্রেয় শঙ্করের নিকট গমন করিয়া তাঁহার হস্তধারণ পূর্ব্বক হিমালয় গহ্বরে প্রবেশ করেন। এই স্থান হইতে শঙ্কর শিবের সহিত সম্মিলনার্থ কৈলাসে গমন করিয়াছিলেন।

আনন্দগিরির শঙ্করদিগ্বিজয়। আনন্দগিরি লিখিত পুস্তকে শঙ্করের পূর্ব্ববিবরণ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে যে, সর্ব্বজ্ঞ নামক এক ব্রাহ্মণ কামাক্ষী নাম্নী নিজ পত্নীর সহিত চিদম্বরে বাস করিতেন। বিশিষ্টা নাম্নী তাঁহার এক পরমা সুন্দরী কন্যা জন্মে, বিশ্বজিৎ নামক এক ব্রাহ্মণের সহিত এই কন্যার বিবাহ হয়। বিশ্বজিৎ কিয়ৎকাল গৃহে থাকিয়া বৈরাগ্যাবলম্বনপূর্ব্বক বনগমন করিয়া তথায় তপশ্চর্য্যায় মনোনিবেশ করিলেন। এদিকে বিশিষ্টা দুঃখিতান্তঃকরণে চিদম্বরেশ্বর মহাদেবের সেবায় নিযুক্ত হইলেন। মহাদেবের কৃপায় বিশিষ্টা এক পুত্ররত্ন প্রাপ্ত হন। এই পুত্র পরে শঙ্করাচার্য্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। এই পুস্তকের একস্থানে লিখিত আছে যে, লক্ষ্মণ ও হস্তামলককে শঙ্কর বৈষ্ণবমত প্রচার করিতে আদেশ করেন; তদনুসারে কাঞ্চীপুর হইতে একজন পূর্ব্বদিকে এবং অপর ব্যক্তি উত্তরদিকে গমন করেন। তাঁহারা বৈষ্ণবধর্ম্ম ও দ্বৈতবাদ প্রচার-

পূর্ব্বক বেদান্তভাষ্য প্রণয়ন করেন।" এই গ্রন্থের আর এক স্থানে লিখিত আছে যে, শঙ্কর ইন্দ্র, বরুণ, যম ও চন্দ্রের মত খণ্ডনপূর্ব্বক স্বীয় মত স্থাপন করেন।

বালকৃষ্ণ ব্রহ্মানন্দ বিরচিত—(মহিসুরে প্রচলিত ১৭২৮ শকে লিখিত) "লঘুশঙ্করবিজয়" মতে শঙ্করাভ্যুদয় কাল ৭৮৮ খৃঃ প্রদত্ত হইয়াছে।

লঘুশঙ্কর বিজয়"

সদানন্দের পুস্তকে শঙ্করের কাল এইরূপ লিখিত আছে। যুধিষ্ঠিরাব্দ ২৭২২, সর্ব্বজিৎ নামক সংবৎসরে শুভলগ্নে পাঁচটী গ্রহ তুঙ্গী হয়। এই সময়ে শঙ্করের জন্ম অর্থাৎ ৩৭২ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে শঙ্কর আবির্ভূত হন। কিন্তু পণ্ডিত গুরুনাথের আবিষ্কৃত সদানন্দ বিরচিত "শঙ্করবিজয়-সার" গ্রন্থের পাঠ কিছু স্বতন্ত্র। পণ্ডিত গুরুনাথের পাঠ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

সদানন্দ

"প্রাসূততিষ্যশরদামতিযাতবত্যা-
মেকাদশাধিকশতোনচতুঃসহস্র্যাম্।
সংবৎসরে বিভবনাম্নি শুভে মুহূর্ত্তে
রাধে সিতে শিবগুরো গৃহিণী দশম্যাম্॥"

অর্থাৎ ৪০০০—১১১=৩৮৮৯ কলিগতবর্ষে বিভব নামক শুভ মুহূর্ত্তে জন্ম হয়।

শঙ্কর সম্বন্ধে কয়েকটী প্রবাদ দৃষ্ট হয়; ক্রমশঃ তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে—

১ম প্রবাদ—শঙ্করাচার্য্যের প্রভাব আর্য্যাবর্ত্ত অপেক্ষা দাক্ষিণাত্যেই অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। দাক্ষিণাত্যে যে প্রবাদ আছে, তদনুসারে শঙ্করের গুরু গোবিন্দ-ভট্ট। জাতিতে ব্রাহ্মণ; কিন্তু, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রজাতীয়া চারিটী রমণীকে বিবাহ করেন। ইঁহার চারি পত্নীর গর্ভে চারিটী পুত্র হয়। ব্রাহ্মণীর গর্ভে বররুচি, ক্ষত্রিয়ার গর্ভে উজ্জয়িনীশ্বর বিক্রমাদিত্য, বৈশ্যার গর্ভে ভট্টি এবং শূদ্রার গর্ভে ভর্ত্তৃহরি জন্ম গ্রহণ করেন। গোবিন্দভট্ট বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া গোবিন্দ-যোগী নামে বিখ্যাত হ'ন। শঙ্করাচার্য্য ভট্টপাদ নামক এক ব্যক্তিকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করেন। ইনি বিক্রমের নবরত্নের এক রত্ন। এক্ষণে দেখা যা'ক প্রবাদটী কতদূর সত্য। প্রবাদানুসারে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে,—

(১) শঙ্করাচার্য্য, ভট্টপাদ ও বিক্রমাদিত্য সমসাময়িক;

(২) ভট্টি ও ভর্ত্তৃহরি সেই সময়ে জীবিত ছিলেন;

(৩) বিক্রমাদিত্যের পিতা ও শঙ্করের গুরু গোবিন্দভট্ট।

এক্ষণে এই প্রবাদনিহিত উল্লিখিত তিনটী সিদ্ধান্তের কোন রূপ সামঞ্জস্য আছে কি না দেখা যা'ক। প্রথমতঃ, শঙ্কর শারীরক-ভাষ্যের স্থানে স্থানে ভট্টপাদের উল্লেখ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকে নিশ্চয়ই শঙ্করের পূর্ব্ববর্ত্তী বা সমসাময়িক বলিতে হয়।

বোম্বাইএ ভট্টিকাব্যের যে সংস্করণ প্রচলিত আছে, তাহাতে গ্রন্থকর্ত্তা লিখিয়াছেন, আমি শ্রীধরসেন নরেন্দ্র পালিত বলভী নগরীতে থাকিয়া এই কাব্য রচনা করিলাম।* গ্রন্থকর্ত্তার নিজের এই উক্তি অনুসারে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, শ্রীধরসেন নরেন্দ্রের রাজত্বকালে তিনি জীবিত ছিলেন। বলভীরাজবংশে চারিজন শ্রীধরের নাম পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ৫১৫ হইতে ৫২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রথম শ্রীধরের রাজত্বকাল। দ্বিতীয় শ্রীধর ৫৭১ হইতে ৫৮৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তৃতীয় শ্রীধর ৬২৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। চতুর্থ শ্রীধর ৬৪১ খৃষ্টাব্দে রাজ্যাভিষিক্ত হন। ইঁহাদিগের মধ্যে কোন্ শ্রীধরের সময় "ভট্টিকাব্য"-রচয়িতা জীবিত ছিলেন, তাহা স্থির করিতে হইবে। গুজরাতের কাঠিয়াবাড়ের অন্তর্গত "বালা" নামক স্থানে বলভীপুর ছিল। এখানকার রাজগণ আপনাদিগকে রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র লবের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। সুতরাং কবি যে বলভীপুরে থাকিয়া রামচন্দ্রের চরিত্র বর্ণনা করিবেন তাহা সম্ভব হইতে পারে। তিনি এই বলভীপুরে কোন্ সময়ে ছিলেন? তাহা স্থিরকরা কঠিন। [বলভীরাজবংশ শব্দ দ্রষ্টব্য।]

২। "কেরলোৎপত্তি"* নামক গ্রন্থের মতানুসারে শঙ্করাচার্য্য ৩৫০১ কলিগতাব্দে (=৩২২ শকাব্দে=৩৯২ খৃষ্টাব্দে) শ্রাবণ মাসের আর্দ্রা নক্ষত্রে ভূমিষ্ঠ হ'ন। এই মহাত্মা কেরল দেশের অন্তর্গত "কালটী" (কালাডী) বিভাগের 'কৈপল্লে' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। চেরুমাল পেরুমাল রাজার রাজত্বকালে ইঁহার জন্ম। ইনি ৩৮ বৎসর বয়সে মানবলীলা সংবরণ করেন।†

চেরুমাল পেরুমাল রাজার সমাধি-মন্দিরে যে শিলালিপি ছিল, তাহা হইতে জানা গিয়াছে যে, ঐ নরপতি ২১৬ হিজরা বা ৭৬০ শকে মৃত্যুমুখে পতিত হন। সুতরাং, চেরুমল পেরুমলরাজার রাজত্বকালে শঙ্করের জন্ম ধরিতে গেলে খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীতে আসিয়া পড়ে। এদিকে আবার 'কেরলোৎপত্তি' শঙ্করের জন্ম চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগ বলিতেছে। কাজেই এই লেখকে বিশ্বাস বলিতে পারি না।

৩। কনকপুরের রাজা ত্রিবিক্রমদেবের রাজত্বকালে মহাত্মা

* "কাব্যমিদং বিহিতং ময়া বলভ্যাং শ্রীধরসেন-নরেন্দ্রপালিতায়াম্।
কীর্ত্তিরতো ভবতান্ নৃপস্য তস্য ক্ষেমকরঃ ক্ষিতিপো যতঃ প্রজানাম্॥"
ভট্টি ২২শ সর্গ, ৩৫ শ্লোক। বঙ্গদেশীয় সংস্করণে "শ্রীধরসূনু" পাঠ আছে, তাহা লিপিকরপ্রমাদ।

* F. W. Ellis-সম্পাদিত।

† Ind. Ant. Vol VII. p. 282.

শঙ্করাচার্য্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এটী "কোঙ্গু-দেশ-রাজ-ক্কল" নামক গ্রন্থের মত। ডাউসন্ সাহেবের মতে ত্রিবিক্রম নামে দুইজন রাজা ছিলেন; প্রথম ত্রিবিক্রম খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে এবং দ্বিতীয় ত্রিবিক্রম অষ্টম শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। পণ্ডিত রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকার বলেন, কয়েকখানি তাম্রশাসন হইতে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, প্রথম ব্যক্তি খৃঃ চতুর্থ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন; কিন্তু ফ্লীট সাহেব এই মত স্বীকার করেননা।

৪। পদ্মপুরাণের ৪২শ অধ্যায়ে শঙ্করাবির্ভাবের কথা আছে। কিন্তু ইহাতে কোনি সময়ের উল্লেখ নাই। শ্লোক গুলিও খাঁটি বলিয়া বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

৫ম। তিব্বতীয় বৌদ্ধগ্রন্থে লিখিত আছে যে নাগার্জ্জুন শঙ্করাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমত খণ্ডন করিয়া বৌদ্ধদিগের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করেন। শকরাজ কণিষ্কের রাজত্বকালে বৌদ্ধদিগের চতুর্থ মহাসঙ্ঘের অধিবেশন হয়। মহাত্মা পার্শ্ব এই সঙ্ঘে সভাপতি হইয়াছিলেন। এই পার্শ্বের প্রধানশিষ্য অশ্বঘোষ এবং অশ্বঘোষের শিষ্য নাগার্জ্জুন। অভিমন্যু কণিষ্ক, হুবিষ্ক ও বাসুদেবের পরবর্ত্তী রাজা এবং নাগার্জ্জুন ইহার সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে নাগার্জ্জুন জীবিত ছিলেন; অতএব শঙ্করাচার্য্য তাঁহার পূর্ববর্ত্তী। এই উক্তিতে বিশ্বাস করিবার উপযুক্ত প্রমাণাভাব। (Life and Legends of Nāgarjuna, J. A. S. B. Vol. I. No 117)

৬ষ্ঠ। বৃষদেব সূর্য্যবংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। নেপালের ইতিহাসে লিখিত আছে যে উক্ত রাজার শাসনকালে শঙ্করাচার্য্য নেপালে গমনপূর্ব্বক বৌদ্ধদিগকে পরাস্ত করেন। এই ইতিহাসমতে বৃষদেব ৭০০ শকাব্দে সিংহাসন অধিকার করেন। পণ্ডিত ভগবান্‌লাল ইন্দ্রজীর মতে বৃষদেব ১৮২ শকাব্দে জীবিত ছিলেন। কিন্তু ফ্লীট সাহেবের মতে বৃষদেব খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর প্রারম্ভে জীবিত ছিলেন। তেলাঙ্ মহাশয় নেপালের ইতিহাসের মত অগ্রাহ্য মনে করেন। বস্তুতঃ ইহাতে ঘটনা-পরম্পরায় সামঞ্জস্য অতি কম।

৭ম। কূর্ম্মপুরাণের ২৮।২৯ অধ্যায়ে শঙ্করপ্রসঙ্গ আছে; এই পুরাণের শ্লোকাবলী হইতে শঙ্করের সময় জানিবার কোনও উপায় নাই।

৮ম। ভক্তমালগ্রন্থেও শঙ্করের উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু তাহা আধুনিক গ্রন্থ।

৯ম ও ১০ম। বায়ুপুরাণ ও ভবিষ্যপুরাণে শঙ্করের উল্লেখ পাওয়া যায়; কিন্তু ইহা প্রক্ষিপ্ত শ্লোক বলিয়া গণ্য। ইহা হইতে শঙ্করের সময়-নিরূপণে কোন সুবিধা হইবে না।

১১শ। শ্রীমদ্দয়ানন্দ সরস্বতী তাঁহার "সত্যার্থপ্রকাশ" নামক গ্রন্থে শঙ্করকে খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে ফেলিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে কোনও যুক্তির উল্লেখ নাই।

১২শ। কাশীধামস্থিত কৃষ্ণানন্দ স্বামী তাঁহার রাজের "দীক্ষা মীমাংসা" নামক পুস্তকে একটী শ্লোক আছে। তদনুসারে ৬০০ বৎসর পরে শঙ্করের জন্ম হয়; কিন্তু কোন্ অব্দের ছয়শত বৎসর পরে তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। "শঙ্করের সময়" নামক এই পুস্তকের একখানি গুজরাটী অনুবাদে কলির ৬০০ বৎসর বলা হইয়াছে।

১৩শ। স্কন্দপুরাণের শিবরহস্যে কলির ২০০ বৎসর পরে শঙ্করের জন্ম হইবে ইত্যাদি উক্তির উল্লেখ আছে।

১৪শ। রঘুনাথ ভাস্কর গোড়বেলে নামক পণ্ডিত অর্ব্বাচীন কোষে "জিনবিজয়" হইতে কতকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন; তদনুসারে ২১৫৭ যুধিষ্ঠিরাব্দে শঙ্করের জন্ম লিখিত হইয়াছে। এই পুস্তকের অন্যত্র অত আর একটী শ্লোকে ইহারই পুনরুক্তি হইয়াছে মাত্র।

১৫শ। মলবর দেশে শঙ্করের জন্ম সম্বন্ধে একটী প্রবাদ আছে। মলবরবাসিগণ ইহার জন্মবৎসর বুঝাইতে একটী শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে। শব্দটী "আচার্য্যবাগভেদ্য"—অর্থ ২৮০ খৃষ্টাব্দ। সুতরাং দেখা যাইতেছে অত্রত্য প্রবাদানুসারে ২৮০ খৃষ্টাব্দে শঙ্করের জন্ম হয়। ৺অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় তাঁহার উপাসক সম্প্রদায়ের দ্বিতীয়ভাগের পরিশিষ্টে লিখিয়াছেন যে "আচার্য্যবাগভেদ্য" নামক একটা শব্দ প্রচলিত আছে। আমাদের মনে হয়, অক্ষয়বাবু শব্দ বুঝিলেই অর্থসঙ্গতি হয়। কেন না ঐ ভাবে কোন শব্দই তাঁহাদের কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। এটি শব্দ ধরিলে উহার অর্থ ৮০২ খৃষ্টাব্দ হয়।

১৬শ। মুনি আত্মারামজী তাঁহার "অজ্ঞানতিমিরভাস্কর" নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে শঙ্করাচার্য্য প্রায় খৃঃ ৪৪৩ অব্দে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

১৭শ। কাবলি রামস্বামীর "Biographical sketches of Deccan Poet"* নামক পুস্তকে শঙ্করকে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর ব্যক্তি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই পুস্তকে সায়ণাচার্য্য প্রভৃতির বিষয়েও অনেক অদ্ভুত কথার অবতারণা আছে। ইহার উপর আদৌ আস্থাস্থাপন করিতে পারা যায় না।

১৮শ। জনার্দ্দন রামচন্দ্রজী তাঁহার "Lives of Eminent Hindu authors" নামক গ্রন্থে শঙ্করাচার্য্যকে ২৫০০ বর্ষের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। ইহাও একটী উনবিংশ শতাব্দীর প্রবাদ—তাদৃশ বিশ্বাসযোগ্যও নয়।

* এই পুস্তকখানি ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় প্রকাশিত হয়। ইহার ৩ পৃষ্ঠায় শঙ্কর-বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

১৯শ। কাহারও কাহারও মতে শঙ্করকীর্ত্তি প্রতিষ্ঠার জন্যই কোল্লম্ অব্দের প্রবর্ত্তন হইয়াছে। ৮২৪ খৃষ্টাব্দে কোল্লম্ অব্দ প্রতিষ্ঠিত হয়; সুতরাং এই মতানুসারে শঙ্করও নবম শতাব্দীর লোক।

২০শ। তিব্বতীয় ভাষায় লিখিত তারনাথের "ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম্মেতিহাস" নামক গ্রন্থে রাজা "স্রোঙ্-সন্ গম্-পো" ৬২৯ হইতে ৬৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন বলিয়া লিখিত আছে। ইনি নেপালাধিপতি জ্যোতির্ব্বর্ম্মার কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। স্রোঙ্-সন্-গম্-পো শঙ্করাচার্য্যের সমসাময়িক।

২১। সর্ব্বজ্ঞমুনির মতে মনুকুলাদিত্য রাজার সময় সুরেশ্বর জীবিত ছিলেন। সুরেশ্বর শঙ্করের সাক্ষাৎ শিষ্য। সুতরাং শঙ্করও ঐ সময়ে জীবিত ছিলেন।

২২। নেপালের পার্ব্বতীয় বংশাবলীর মতে—শঙ্করদেব খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ ৫৮৫ হইতে ৪৭৬ মধ্যে এবং শঙ্করাচার্য্য—৫২২ খৃষ্টাব্দ হইতে ৫৮৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন।

২৩। পারস্যগ্রন্থ দবিস্তানের মতানুসারে শঙ্করাচার্য্য ১৩৪৯ খৃষ্টাব্দে আবির্ভূত হ'ন। দবিস্তান গ্রন্থের উক্তি নিতান্তই অগ্রাহ্য।

কালনির্ণয় সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মত।

শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে পাশ্চাত্য ও তদনুবর্ত্তী প্রাচ্য উভয় স্থানের পণ্ডিত মধ্যেই বিস্তর মতভেদ দৃষ্ট হয়, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা শঙ্করের কালনির্ণয় সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে হ হ উইলসন্১, বিণ্ডিষ্‌মান্২, টেলার৩, লাসেন৪, বেবের৫, মানিঙ্৬, কোলব্রুক৭, রাইস্৮, বুর্ণেল৯, বার্থ১০, কে বি পাঠক১১, কাউএল্১২, গাফ্১৩, অক্ষয়কুমার দত্ত১৪, কাশীনাথ তেলাঙ্১৫, মোক্ষমূলর১৬, টীল১৭, রেভারেণ্ড ফুলক্‌স্১৮, ফ্লীট্১৯, লোগান২০, এন্ ভাষ্যাচার্য্য২১, মণিয়র্ উইলিয়ম্২২, নিখিলনাথ রায়২৩ প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইঁহাদের অধিকাংশের মতেই শঙ্করাচার্য্য খৃষ্টীয় ৮ম বা ৯ম শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কেবল নিখিলবাবু সারদামঠের গুরুপরম্পরা সাহায্যে ২৬৩১ যুধিষ্ঠির শকে বা খৃষ্ট পূর্ব্ব ৪৭৯ অব্দে* এবং এন্ ভাষ্যাচার্য্য বহু গবেষণা দ্বারা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে শঙ্কর খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগের পর জন্ম গ্রহণ করেন নাই।

(১) Sanskrit Dictionary, Preface, p. XVII; Essays. Vol. I. p, 194.

(২) Windischmann's Sankara, I p, 42

(৩) Journal Asiatic Society of Bengal, VII. (1). 512.

(৪) Indische Alterthumskunde, IV.

(৫) History of Indian Literature, 1882. p, 57 and foot-note

(৬) Ancient and Mediaeval India, by Mrs Manning, Vol. I p, 210

(৭) Colebrooke's Miscellaneous Essays, Vol. I. p, 298 foot-note.

(৮) Mysore Gazetteer (Revised ed. 1897) Vol. I, p. 471

শঙ্করের প্রকৃত আবির্ভাব কাল।

খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া কোন্ সময়টী শঙ্করের আবির্ভাবকাল তাহা স্থির করা সহজ কাজ নয়। কিন্তু এ সম্বন্ধে দেশীয় ও বিদেশীয় পণ্ডিতগণ এত আলোচনা করিয়াছেন যে একজন সত্যানুসন্ধিৎসুর পক্ষে সত্যনির্দ্ধারণ সহজ হইয়া পড়িয়াছে। আমরা শঙ্করের কাল-নিরূপণে এই ৩টী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছি।

(৯) South Indian Palaeography, p. 37 foot-note, and Samavidhana-brahmana, Vol I. p 17

(১০) The Religion of India, p, 87

(১১) Indian Antiquary. Vol. XI

(১২) Sarvadarsana-Sangraha, prafuce p. viii.

(১৩) Philosophy of Upanishads

(১৪) উপাসক সম্প্রদায় ২য় ভাগ ১১০ পৃঃ।

(১৫) Indian Antiquary, Vol. XIII. p, 95-103.

(১৬) India, what can it teach us, p, 354-60.

(১৭) Prof. Tiele's History of Ancient Religion, 1877.

(১৮) Rev T. Foulkes in Journal R. A. S (N. S.) Vol. XVII.

(১৯) Indian Antiquary, Vol. XVI. January

(২০) W. Lagan's Indian Antiquary, vol. xvi. May.

(২১) Theosophist, Nov. 1887, Jan Feb. 1890.

(২২) Brahmanism and Hinduism, p. 15. and Indian Wisdom, p, 48.

(২৩) সাহিত্য, ১৩০৬, চৈত্রসংখ্যা।

* ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ২৩এ এপ্রিল তারিখের পুণার "কেশরী" পত্রিকায় "পিনাকি" নাম চিহ্নিত একখানি পত্রে দ্বারাবতীমঠে নব প্রাচীন বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেও "যুধিষ্ঠির শকে ২৬৩১ বৈশাখ শুক্লপঞ্চম্যাং শ্রীমচ্ছঙ্করাবতার:" ইত্যাদি উক্তি দেখা যায়।

১। কাহারও মতামত প্রমাণ মধ্যে গণ্য হইবে না।

২। যতদূর পারা যায় শঙ্করের সময়ের পুস্তকাদি হইতে উপকরণ গ্রহণ করিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইবে।

৩। প্রাচীন বা দূরবর্ত্তী কালের পুস্তকাদিলব্ধ উপকরণ গুলিকে সহযোগী প্রমাণ মধ্যে গণনা করা হইবে।

৪। যাহা অধিকাংশ স্থলে মিলিবে, তাহাই গ্রাহ্য।

প্রথমতঃ, শঙ্কর ও শঙ্করের শিষ্য সুরেশ্বর নিজ নিজ গ্রন্থে ধর্ম্মকীর্ত্তির নাম ও বাক্য, এবং কুমারিলের নাম ও বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা—

শঙ্করকৃত উপদেশ-সহস্রীভাষ্য (শ্লোক ১৪৫, Bibl. Indica, pp 50, 53, শাঙ্করভাষ্য।)—

"অভিন্নোঽপি হি বুদ্ধ্যাত্মা বিপর্য্যাসিতদর্শনৈঃ।
গ্রাহ্যগ্রাহকসংবিত্তিভেদবানিব লক্ষ্যতে॥"

আনন্দজ্ঞানভাষ্য—"কীর্ত্তিবাক্যমুদাহরতি।
অভিন্নোঽপি হি বুদ্ধ্যাত্মা" ইত্যাদি।

কুমারিলের উল্লেখ—উপদেশ-সাহস্রী ১০৯-১৪০ শ্লোক।

সুরেশ্বর—বৃহদারণ্যকবার্ত্তিক ৩য় অধ্যায়ে ধর্ম্মকীর্ত্তির উল্লেখ করিয়াছেন—

"ত্রিবোধ অবিনাভাবাদি যদ্ ধর্ম্মকীর্ত্তিনা।" ইত্যাদি

দ্বিতীয়তঃ—কুমারিল নিজ গ্রন্থে দুই বার ভর্তৃহরির "বাক্যপদীয়" হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"অস্ত্যর্থঃ সর্ব্বশব্দানামিতি প্রত্যায্যলক্ষণম্।
অপূর্ব্বদেবতাস্বর্গৈঃ সমমাহুর্গবাদিষু॥"

এইটী বাক্যপদীয়ের (১৮৮৭ খৃঃ অব্দে কাশীধাম হইতে প্রকাশিত) ১২০পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কাণ্ডের ১২১ শ্লোক ও কুমারিলের 'তন্ত্রবার্ত্তিকে'র (কাশী হইতে প্রকাশিত) ২৫১ ও ২৫৪ পৃষ্ঠা মিলাইয়া দেখুন।

তৃতীয়তঃ—ইৎ-সিঙ্ নিজ গ্রন্থে ধর্ম্মকীর্ত্তিকে তাঁহার সমসাময়িক ব্যক্তি বলিয়া গিয়াছেন এবং ভর্তৃহরিকে তিনি তাঁহার অপেক্ষা ৪০ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী লোক স্বীকার করিয়াছেন। ইৎ-সিঙের সময় ৬৯৪ খৃঃ। সুতরাং ভর্ত্তৃহরির সময় ৬৫৪ খৃষ্টাব্দ।

উল্লিখিত কয়টী কথাতে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না। এগুলি শঙ্করের সময়ের পুস্তকাদি লব্ধ, এগুলি প্রবাদ নয়, কাহারও মতামত নয়। এ গুলিতে কল্পনার লেশমাত্র নাই। সুতরাং এ স্থান হইতে যে সত্য বাহির হইবে, তাহা ধ্রুব বলিয়া মানিয়া লইতে পারি। উল্লিখিত তিনটী উক্তি হইতে আমরা নিঃসন্দিগ্ধ রূপে জানিলাম যে,

(১) শঙ্করের ৩২ বৎসর জীবন। ধর্ম্মকীর্ত্তি, কুমারিল ও ভর্ত্তৃহরির পূর্ব্বে নয়।

(২) এবং ইৎ-সিঙের সময় ৬৯৪ হইতে ৪০ বৎসর পূর্ব্ব এ তিনজনের জীবিতকাল পরিমিত সময়ের পূর্ব্বে নয়।

অতঃপর দ্বিতীয় প্রমাণের উল্লেখ করিতেছি—দিগম্বর জৈনদিগের মধ্যে জিনসেন নামে একজন পণ্ডিত বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার সময় ৭০৫ শকাব্দ বা ৭৮৩ খৃষ্টাব্দ।* তিনি 'আদিপুরাণ' নামে একখানি পুস্তক রচনা করেন। তাঁহার ঐ পুস্তকে শ্রীপালের নাম আছে। শ্রীপাল জিনসেনের উক্ত পুস্তকের টীকায় নিজ সময় ৬৫৯ শকাব্দ (বা ৭৩৭ খৃষ্টাব্দ) লিখিয়াছেন।+ সুতরাং, শ্রীপাল ও জিনসেন সমসাময়িক বলিতে কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। আর, ৭৩৭ হইতে ৭৮০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে যে ৪৩ বৎসর তাহার অধিকাংশ সময় যে উভয়ে জীবিত ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না।

এই জিনসেন—অকলঙ্ক, বিদ্যানন্দ, ও প্রভাচন্দ্র পণ্ডিতের নাম নিজগ্রন্থে লিখিয়াছেন। যথা,—

"ভট্টাকলঙ্কশ্রীপালপাত্রকেশরিণাম্ গুণাঃ।
বিদুষাং হৃদয়ারূঢ়া হারায়ন্তেঽতিনির্ম্মলাঃ॥" আদিপুরাণ।

কিন্তু, ইঁহারা যে তাঁহার সমসাময়িক তাহা কোথাও লেখা নাই, কিংবা অকলঙ্ক, বিদ্যানন্দ বা প্রভাচন্দ্র তাঁহাদের নিজ নিজ গ্রন্থে জিনসেন বা শ্রীপালের নামও করেন নাই। সুতরাং সিদ্ধ হইতে পারে যে, ইঁহারা জিনসেনের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন; তবে কতপূর্ব্বে তাহা বলা যায় না।

অতঃপর দেখাইতে হইবে যে অকলঙ্ক, বিদ্যানন্দ ও প্রভাচন্দ্র এই তিন ব্যক্তি সমসাময়িক। প্রভাচন্দ্র যে অকলঙ্কের শিষ্য তাহা আমরা প্রভাচন্দ্রের গ্রন্থেই দেখিতে পাই, যথা—

'বোধঃ কোপ্যসমঃ সমস্তবিষয়প্রাপ্যাকলঙ্কং পদম্।'

ন্যায়কুমুদচন্দ্রোদয়।

এ দিকে আবার বিদ্যানন্দের নাম প্রভাচন্দ্রের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। (প্রমেয়-মার্ত্তণ্ড, পৃঃ ১১৬।)

বিদ্যানন্দ আবার অকলঙ্কের নাম নিজ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—

"শ্রীমদকলঙ্কবিবৃতাং সমন্তভদ্রোক্তিমত্র সংক্ষেপাৎ॥"

অষ্টসাহস্রী ১০ম অধ্যায়।

মাণিক্যনন্দী অকলঙ্কের নাম করিয়াছেন যথা—

* "শাকেষ্বব্দশতেষু সপ্তসু দিশং পঞ্চোত্তরেষূত্তরাং।
* * * * *
প্রাগেঃ শ্রীজিনসেনসূরিকবিনা লাভায় বোধঃ পুনঃ॥" (জৈন হরিবংশ)

+ "একোনষষ্টিসমধিকসপ্তশতাব্দেষু শকনরেন্দ্রস্য।
সমতীতেষু সমাপ্তা জয়ধবলটীকা প্রাভৃতব্যাখ্যা।
* * * শ্রীপাল-সম্পাদিতা জয়ধবলা টীকা।

"সিদ্ধং সর্ব্বজনপ্রবোধজননং সদ্যোহকলঙ্কাশ্রয়ং।
বিদ্যানন্দসমন্তভদ্রো গুণতো নিত্যং মনুনন্দনম্।"॰

প্রভাচন্দ্র মাণিক্যনন্দীর গ্রন্থের টীকা লিখিয়াছেন। প্রভাচন্দ্র অকলঙ্কের শিষ্য। বিদ্যানন্দ অকলঙ্কের নাম করিয়াছেন। প্রভাচন্দ্র বিদ্যানন্দের নাম করিয়াছেন। মাণিক্যনন্দী অকলঙ্ক ও বিদ্যানন্দের নাম করিয়াছেন।

সুতরাং সহজেই সিদ্ধান্ত হইল যে অকলঙ্ক, বিদ্যানন্দ ও প্রভাচন্দ্র এই তিন জনই সমসাময়িক। তা'রপর দেখিতে পাই, মীমাংসা-শ্লোকবার্ত্তিক গ্রন্থে কুমারিল অকলঙ্ককে আক্রমণ করিয়াছেন।

আবার বিদ্যানন্দ কুমারিলকে আক্রমণ করিয়াছেন।

সুতরাং বলিতে হইবে কুমারিল অকলঙ্ক ও বিদ্যানন্দের সমসাময়িক।

বিদ্যানন্দ সুরেশ্বরাচার্য্যের বৃহদারণ্যকভাষ্য-বার্ত্তিক গ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং বিদ্যানন্দ সুরেশ্বরের পূর্ব্ববর্ত্তী হইতে পারেন না। এদিকে সুরেশ্বর শঙ্করের শিষ্য। সুতরাং শঙ্করও বিদ্যানন্দের পরে হইতে পারেন না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শঙ্কর কুমারিলের নাম ও বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন অর্থাৎ শঙ্কর কুমারিলের পূর্ব্ববর্ত্তী ন'ন। কাজেই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে শঙ্কর, সুরেশ্বর, কুমারিল, অকলঙ্ক, বিদ্যানন্দ ও প্রভাচন্দ্র এই ছয় জনই সমসাময়িক। ইহা তাঁহাদের নিজ নিজ পুস্তক হইতে প্রমাণিত। ইহা হইতে বলবত্তর প্রমাণ আর হইতে পারে না। কেবল যে গ্রন্থের শ্লোক দেখিয়া ইহা সিদ্ধ, তাহা নহে। ইহাতে পরস্পর পরস্পরের নাম পর্য্যন্ত করিয়াছেন। সমসাময়িক না হইলে পরস্পর পরস্পরের নাম কখনই উল্লেখ করিতে পারেন না। এক্ষণে আমরা কি পাইলাম, তাহাই দেখা যা'ক্। এক দিকে দেখিতেছি ইৎ-সিঙ্ ভর্তৃহরির মৃত্যুকাল নিজ গ্রন্থে লিখিয়া যাওয়ায় ভর্তৃহরির সময় ৬৫০ খৃষ্টাব্দ হইতেছে। কুমারিল ভর্তৃহরির বাক্য উদ্ধৃত করায় কুমারিল ৬৫০ খৃষ্টাব্দের যে পূর্ব্ববর্ত্তী ন'ন, তাহাও প্রমাণিত হইল। পক্ষান্তরে আমরা দেখিতেছি, অকলঙ্ক, বিদ্যানন্দ প্রভৃতি জিনসেনের পরবর্ত্তী ন'ন। আর জিনসেনের সময় ৭৮৩ খৃষ্টাব্দ হওয়ায় তাঁহাদিগকে ৭৮৩ খৃঃঅব্দের পরবর্ত্তী বলা যায় না। সুতরাং দেখা গেল ৬৫০ খৃঃ হইতে ৭৮৩ খৃঃ ভিতর উক্ত কয়জন ব্যক্তি এককালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এখন ব্যবধান রহিল প্রায় ১৩৩ বৎসর। আমরা পণ্ডিত কে, বি, পাঠকের প্রবন্ধাবলী হইতে পূর্ব্বোক্ত শ্লোকগুলি পাইয়াছি। ঐ শ্লোকগুলি সংগ্রহ করিতে তাঁহাকে যে কতপরিশ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছিল তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারেন যে, তিনি যে আমাদের ধন্যবাদের পাত্র তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু, তিনি উল্লিখিত উপকরণগুলি পাইয়াও একটু অন্যায় করিয়াছেন। তিনি শঙ্করকে ৭৮৮ খৃঃ দাঁড় করাইয়াছেন। এটী তাঁহার যুক্তির ভুল। তিনি কুমারিলকে অকলঙ্ক, ও বিদ্যানন্দের সমসাময়িক বলিয়াও শঙ্করকে কুমারিলের অর্দ্ধ শতাব্দী পরে বলিয়া মনে করেন। তাঁহার যুক্তি এই, কুমারিল প্রসিদ্ধি লাভ না করিলে ও শঙ্কর তাঁহার বাক্য উদ্ধৃত করেন নাই। সুতরাং, কুমারিলের ৫০ বৎসর পরে শঙ্করের কাল অনুমান করা উচিত। পাঠক-নির্দ্দিষ্ট দ্বিতীয় কারণ এই—কথাসরিৎসাগরে লিখিত আছে যে অকলঙ্ক কৃষ্ণরাজার সমসাময়িক। দক্ষিণাপথের শিলালিপিতে কৃষ্ণরাজার সময় ৭৫৩ খৃঃ পরে এবং ৭৮৩ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে পাওয়া যায়, ইত্যাদি। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে গ্রন্থান্তরের তুলনায় কথাসরিৎসাগর অতি আধুনিক পুস্তক। আধুনিক পুস্তকের কথায় ওরূপ সিদ্ধান্তকে অন্যথা করা উচিত নহে। শঙ্কর কুমারিলকে খণ্ডন করায় যদি কুমারিল শঙ্করের ৫০ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী হইয়া পড়েন, তবে বিদ্যানন্দ সুরেশ্বরের বাক্য উদ্ধৃত করায় সুরেশ্বর কেন বিদ্যানন্দের ৫০ বৎসর পূর্ব্বের লোক হইবেন না? আমাদের বিবেচনায় পণ্ডিত পাঠকের যুক্তির এটী দুর্ব্বল অংশ। যাহা হউক, আমরা আমাদের পূর্ব্ব সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছি, শঙ্কর, কুমারিল, ও অকলঙ্ক ইঁহারা সমসাময়িক। এস্থলে বলিয়া রাখা উচিত যে আমাদের পূর্ব্বোক্ত ঘটনা ব্যতীত যাহা কিছু এ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে এবং যে যুক্তি গুলি আমরা প্রসঙ্গান্তরে উল্লেখ করিয়াছি, সে গুলির কোনটীই শঙ্কর যে সময়ের সে সময়ের পুস্তকাদি হইতে লব্ধ নহে অথবা যুক্তিগুলি লেখকগণের নিজ নিজ অনুমান হইতে মুক্ত নয়। সুতরাং শঙ্করকালনির্ণয়ে আমরা সে গুলির আদৌ আলোচনা করিলাম না। আমাদের সিদ্ধান্তের অনুকূলে আমরা প্রধানতঃ তিনটী যুক্তি দেখিতে পাই, একে একে যুক্তি তিনটীর উল্লেখ করিতেছি।

প্রথম। ভবভূতির সময় স্থির হইয়াছে। তিনি ৬৯৩-৭২০ খৃষ্টাব্দের মধ্যেও যে বিদ্যমান ছিলেন তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গ পণ্ডিত একটী অতি প্রাচীন কালের লিখিত "মালতী মাধবে"র পুঁথিতে তিনটী বচন পাইয়াছেন। তৎপ্রকাশিত বাক্‌পতিকৃত 'গৌড়বহ' নামক পুস্তকের সংস্করণে লিখিয়াছেন যে ইন্দোরের মহাদেব বেঙ্কটেশ লেলের নিকট তিনি এই পুঁথিখানির বিবরণ পাইয়াছেন। ইহাতে—

(১) ইতি শ্রীভট্টকুমারিলশিষ্যকৃতে মালতীমাধবে তৃতীয়াঙ্কঃ।

(২) ইতি শ্রীকুমারিলস্বামিপ্রসাদপ্রাপ্তবাগ্বৈভবশ্রীমদুম্বেকাচার্য্য বিরচিতে মালতীমাধবে ষষ্ঠোঽঙ্কঃ। •

(৩) ইতি শ্রীভবভূতিবিরচিতে মালতীমাধবে দশমোঽঙ্কঃ।

কুমারিলশিষ্যকৃত, কুমারিলশিষ্য উম্বেকাচার্য্যকৃত এবং ভবভূতি বিরচিত এই তিন পৃথক্ পৃথক্ বচন তিনটী পৃথক্ পৃথক্ পত্রের পর অধ্যায়ের শেষে পাইয়াছেন। শঙ্করবিজয়ে শঙ্করশিষ্য মণ্ডনমিশ্র বা সুরেশ্বরের নাম উম্বেকাচার্য্য বলিয়া লিখিত আছে। সুতরাং বলিতে হয় শঙ্কর ৬৯৩-৭২৯ খৃষ্টাব্দে উক্ত ভবভূতির সময় বিদ্যমান ছিলেন। 'মালতীমাধব' ভবভূতি কর্ত্তৃক সমাপ্ত হয় বলিয়াই, উহা ভবভূতির নামে প্রচলিত হইয়া থাকিবে। উম্বেকাচার্য্য উহা আরম্ভ করেন। এরূপ অনুমান করিবার কারণ উক্ত পুঁথির তৃতীয় অঙ্কে কুমারিলশিষ্য কৃত, ষষ্ঠ অঙ্কে উম্বেকাচার্য্য কৃত এবং দশম অঙ্কে ভবভূতি কৃত লিখিত আছে। এতদ্দ্বারা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারা যায় যে শঙ্করের ৩২ বৎসর জীবন সপ্তম শতাব্দীর শেষ হইতে অষ্টম শতাব্দীর প্রথম পাদে শেষ হয়।

দ্বিতীয়। এইবার আরও একটু বিশেষভাবে স্থির করিবার চেষ্টা করা যাইতেছে। শৃঙ্গেরীমঠের গুরুপরম্পরায় দেখা যায় যে শঙ্কর ১৪ বিক্রমার্কাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। আরও দেখা যায় যে সুরেশ্বরশিষ্য সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনি সংক্ষেপশারীরকের শেষে লিখিয়াছেন, মনুকুলের আদিত্যরাজার সময় তিনি উক্ত পুস্তক রচনা করেন। এই দুইটী উক্তি একত্র করিয়া দেখিলে নিশ্চয়ই বলিতে হইবে যে শঙ্করের উক্ত সময় অর্থাৎ ১৪ বিক্রমার্কাব্দ চালুক্যবংশীয় প্রথম বিক্রমার্কের সময়; কারণ আদিত্য রাজা প্রথম বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতা। উক্ত প্রথম বিক্রমাদিত্য ৬৭০ খৃষ্টাব্দে রাজ্যারম্ভ করেন; ইহাতে পূর্ব্বের ১৪ বিক্রমার্কাব্দ যোগ করিলে ৬৮৪ পাওয়া যায়। সুতরাং বলিতে পারা যায় শঙ্কর ৬৮৪ খৃষ্টাব্দে জন্মিয়াছিলেন।

তৃতীয়। মাধবাচার্য্য একজন অদ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। ইনি শঙ্করের একটী গ্রহসংস্থান দিয়াছেন। ইহাতে ৪টী মাত্র গ্রহ নিজ তুঙ্গে ও কেন্দ্রে অবস্থিত এইরূপ লিখিত আছে। মাধব জ্যোতিষ শাস্ত্রেও সুপণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু, তথাপি তাঁহার এরূপ গ্রহ সংস্থান বর্ণনা আমাদের নিকট কবিকল্পনা ভিন্ন আর কিছুই বলিয়া বোধ হয় না। কেননা, ইহা যথার্থ জ্যোতিষিক বর্ণনা হইলে মাধবাচার্য্য জন্মসময় ও অন্যান্য গ্রহস্থিতি বলিতে কখনই বিস্মৃত হইতেন না। যাহা হউক আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে উক্ত চারিটী গ্রহের উক্তপ্রকার স্থিতিতে যাহা যাহা ঘটা উচিত তাহা শঙ্করের বাস্তবজীবনে ঘটা চাই অথবা তাহার সহিত শঙ্করের জীবনের ঐক্য হওয়া চাই। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় এইরূপ অনুমানের বশবর্ত্তী হইয়া উক্ত প্রকার গ্রহসংস্থান কোন্ সময়ে ঘটিয়াছিল তাহা বাহির করিবার চেষ্টা করেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি শঙ্করের জন্ম-জ্ঞাপক যাবতীয় প্রবাদের এক এক খানি কোষ্ঠী প্রস্তুত করেন। কিন্তু কোনটীতে তিনি মাধববর্ণিত যোগ খুঁজিয়া বাহির করিতে পারেন নাই। তবে তিনি যে ষোলখানি কোষ্ঠী লইয়া শ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তন্মধ্যে ৬৮৬ খৃষ্টাব্দে যে কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়াছেন, তদ্দর্শনে বেশ প্রতীয়মান হয় যে ঐ কোষ্ঠীতে শঙ্করের মত একজন বড়লোক জন্মিতে পারে, অপর সমস্ত কোষ্ঠীতে তাহা ঘটে না। ইহাতে বেদান্তজ্ঞযোগ, যুক্তিসমন্বিত বাগ্মিযোগ, তর্কযুক্তিপরায়ণযোগ, ন্যায়শাস্ত্রবিদ্‌যোগ, গ্রন্থকর্ত্তৃযোগ, মুক্তিযোগ, ভগন্দরযোগ, অল্পায়ুযোগ, জনকজননীবিয়োগযোগ প্রভৃতি শঙ্করের জীবনের অনুকূল সমুদায় যোগ পাওয়া যায়; ইহাতে মাধবের কথিত তিনটী গ্রহ মিলে, একটীমাত্র অমিল থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে আমাদের নিরূপিত সময়ের সহিত জ্যোতিঃশাস্ত্রেরও সহায়তা রহিয়াছে।

এক্ষণে আমরা শঙ্করের সময় সম্বন্ধে প্রচলিত মত ৭৮৮ খৃষ্টাব্দ এবং আমাদের নিরূপিত ৬৮৪ বা ৬৮৬ খৃঃ এই দুইটী সময়ের সহিত স্থিরীকৃত ঐতিহাসিক ঘটনার কিরূপ ঐক্য আছে তাহা দেখিব।

১। যাঁহারা বলেন, য়ুয়ন চুয়ঙ্ (Yuan-Chuang) ও ইৎসিঙ্ (I-tsing) এই চীনপরিব্রাজকদ্বয় শঙ্করের পূর্ব্ববর্ত্তী, তাঁহারা আমাদের নিরূপিত সিদ্ধান্তে আপত্তি করিতে পারিবেন না; কেন না, ইৎসিঙ্ যে সময় ভারতে, শঙ্কর তৎকালে বালকমাত্র। সুতরাং ইৎসিঙের শঙ্কর নামোল্লেখের সম্ভাবনা কোথায়?

২। পূর্ণবর্ম্মা য়ুয়ন-চুয়ঙের সমকালবর্ত্তী এবং শঙ্কর যে ভাবে পূর্ণবর্ম্মার নাম করিয়াছেন তাহাতে পূর্ণবর্ম্মা শঙ্করের খুব বেশী পূর্ব্বের বলিয়া বোধ হয় না। ৭৮৮ খৃঃ হইতে আরও ১০০ বৎসর ব্যবধান হয়।

৩। কাশ্মীরের রাজতরঙ্গিণী-বর্ণিত ললিতাদিত্যের সময় গৌড়ীয় কি বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণের শারদামন্দিরে শাস্ত্রবাদ কানিংহাম সাহেব শঙ্কর কর্ত্তৃক বলিয়া স্থির করেন। ৬৮৬ খৃঃ হইলে উহা সঙ্গত হয়, ৭৮৮ খৃঃ হইলে আদৌ সঙ্গত হইতে পারে না।

৪। কোঙ্গুদেশরাজকাল মতে দুর্ব্বিনীত রাজা বলিয়াছেন, ৬৮৬ খৃঃ হইলে মিলে। (Sewell's S. I. D.) ৭৮৮ খৃঃ হইলে বড় দূর হইয়া পড়ে।

৫। মাধবোক্ত শঙ্কর প্রতিপক্ষের মধ্যে শ্রীহর্ষ, উদয়ন

ভিনবগুপ্ত প্রভৃতি কয়েকজন ব্যতীত অনেকের সঙ্গে শঙ্করের সাক্ষাৎকার ৬৮৬খৃঃ হইলে সঙ্গত হয়, কিন্তু ৭৮৮ হইলে কাহারও সহিত সাক্ষাৎকার সঙ্গত হয় না।

৬। সর্ব্বজ্ঞাত্মকথিত আদিত্য রাজাকে ৬৮৬ খৃঃ হইলে পাওয়া যায়,—৭৮৮ খৃঃ হইলে পাওয়া যায় না।

৭। শৃঙ্গেরী-মঠে সুরেশ্বরের যে সময় দেওয়া হইয়াছে ৬৮৬ হইলে তাহা মিলে, কিন্তু ৭৮৮ খৃঃ হইলে তাহা অমিল হয়।

৮। ৬৮৬খৃঃ হইলে উইল্‌ফ্রেড সাহেবোক্ত বঙ্গীয় শঙ্করাচার্য্যকে শঙ্কর হইতে পৃথক্ করিতে হয় না। এই বঙ্গীয় শঙ্করের সময় শাঙ্করাজ মৌদ্ধবিতাড়ন করেন।

৯। ভাণ্ডারকার অনেক যুক্তি দেখাইয়া শঙ্করের সময় ৬৮০ স্থির করিয়াছেন। আমাদের নিরূপিত ৬৮৬ ভাণ্ডারকারের নিরূপিত সময়ের খুব নিকটবর্ত্তী।

১০। ৬৮৬ খৃষ্টাব্দ হইলে শ্রুগ্নপাটলিপুত্রসংক্রান্ত কথনও মিলে, ৭৮৮ খৃঃ হইলে মিলে না। এ কারণ ৬৮৬ খৃঃ অব্দে শঙ্করের প্রকৃত আবির্ভাবকাল বলিয়া ধরা যায়।

শাঙ্করগ্রন্থ।

শঙ্করাচার্য্যের বিরচিত বলিয়া বহু গ্রন্থ পাওয়া যায়, নিম্নে অকারাদিক্রমে তাহাদের নাম উল্লিখিত হইল —

অচ্যুতাষ্টক, অজপাগায়ত্রী, পুরশ্চরণপদ্ধতি, অজ্ঞানবোধিনী নাম্নী আত্মবোধটীকা, অথর্ব্ববেদান্তর্গর্ভোপনিষদ্ভাষ্য, অদ্বৈতপঞ্চরত্ন, অধ্যাত্মপ্রকাশ, অধ্যাত্মবোধ, অধ্যাত্মবিদ্যোপদেশ, অধ্যাসভাষ্য, অনুভবপঞ্চরত্ন, অনুবাত, অন্নপূর্ণানবরত্নমালিকা, অপরাধক্ষমাস্তোত্র, অপরাধসুন্দরস্তোত্র, অপরাধস্তোত্র, অপরোক্ষানুভূতি, অমরুশতকটীকা, অম্বাষ্টক, অর্দ্ধনারীশ্বরাষ্টক, অবধূতষট্‌ক, অষ্টাঙ্গযোগ, আগমশাস্ত্রবিবরণ, আঞ্জনেয়স্তোত্র, আত্মজ্ঞানোপদেশপ্রকরণ, আত্মনিরূপণ, আত্মপঞ্চক, আত্মবোধ, আত্মষট্‌ক, আত্মানাত্মবিবেক, আত্মোপদেশবিধি, আনন্দলহরীস্তোত্র, আর্য্যা, আর্য্যাসপ্ততি, ঈশাবাস্যোপনিষদ্ভাষ্য, উত্তরগীতাব্যাখ্যা, উপদেশপঞ্চক, উপদেশসাহস্রী, একশ্লোকাপদেশ, ঐতরেয়োপনিষদ্ভাষ্য, কনকধারাস্তোত্র, কবিকল্পবল্লী, কাঠকোপনিষদ্ভাষ্য, কাদিক্রমস্তুতি, কামাক্ষীস্তোত্র, কারণপ্রকরণ, কালভৈরবাষ্টক, কালিকাস্তোত্র, কাশীপঞ্চক, কৃষ্ণদিব্যস্তোত্র, কৃষ্ণবিজয়, কৃষ্ণস্তোত্র, কৃষ্ণাষ্টক, কেনোপনিষদ্ভাষ্য, কৈবল্যোপনিষদ্ভাষ্য, কৌপীনপঞ্চক, কৌষীতকোপনিষদ্ভাষ্য ক্ষমাষ্টক, গঙ্গাষ্টক, গণেশভুজঙ্গস্তোত্র, গণেশাষ্টক, গণ্ডকীভুজঙ্গস্তোত্র, গন্ধবন্ধ, গায়ত্রীভাষ্য, গিরিজাদশক, গুরুপ্রাতঃস্মরামি, গুরুস্তোত্র, গুর্ব্বষ্টক, গোপালতাপনীয়োপনিষদ্ভাষ্য, গোবিন্দদামোদরস্তোত্র গোবিন্দভজনস্তোত্র, গোবিন্দাষ্টক ও তদ্ভাষ্য, গৌড়পাদীয়ভাষ্য, গৌরীদশক, চক্রপাণিস্তোত্র, চতুর্দ্দশমতবিবেক. চতুর্ব্বিধসংশয়চ্ছেদ, চর্পটপঞ্জরিকা, চিদানন্দস্তবরাজ, চিদানন্দাষ্টক, চিন্তামণিস্তোত্র, ছান্দোগ্যোপনিষদ্ভাষ্য, জগন্নাথস্তোত্র, জগন্নাথাষ্টক. জ্ঞানগীতা, জ্ঞানতমোদীপিকা, জ্ঞাননৌকা (বিজ্ঞাননৌকা), জ্ঞানপ্রদীপ, জ্ঞানসন্ন্যাস, জ্ঞানোপদেশ, তত্ত্বসংগ্রহ, তত্ত্বসার, তন্ত্রসার, তারাপঞ্ঝটিকা, তারারহস্য, তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ভাষ্য, ত্রিপুটীপ্রকরণ বা ত্রিপুর্য্যুপনিষদ্, ত্রিপুরসুন্দরীস্তোত্র, ত্রিবেণীস্তোত্র, ত্রিশতীনামার্থপ্রকাশিকা, দক্ষিণামূর্ত্তিকল্প, দক্ষিণামূর্ত্তিমন্ত্রার্ণব; দক্ষিণামূর্ত্তিস্তোত্র, দক্ষিণামূর্ত্ত্যষ্টক ও টীকা, দত্তভুজঙ্গস্তোত্র, দত্তমহিমাখ্যস্তোত্র, দশরত্নাভিধান, দশশ্লোকী, দশাবতারমূর্ত্তিস্তোত্র, দৃগ্‌দৃশ্যপ্রকরণ. দেবীপঞ্চরত্ন, দেবীভুজঙ্গ, দেবীমানসপূজাবিধি, দেবীস্নাত, দেব্যপরাধক্ষমাপণস্তোত্র, দ্বাদশপঞ্জরিকাস্তোত্র, দ্বাদশমঞ্জরী, দ্বাদশমহাবাক্যবিবরণ, দ্বাদশমহাবাক্যসিদ্ধান্তনিরূপণ, দ্বাদশলিঙ্গস্তোত্র, ধন্যস্তোত্র, নর্ম্মদাষ্টক, নবরত্নমালিকা, নারায়ণস্তোত্র, নারায়ণোপনিষদ্‌ভাষ্য, নিজানন্দানুভূতপ্রকরণ, নিরঞ্জনাষ্টক, নির্ব্বাণষট্‌ক, নৃসিংহতাপনীয়োপনিষদ্‌ভাষ্য, নৃসিংহপঞ্চরত্নমালা, পঞ্চচামরস্তোত্র, পঞ্চপ্রকরণী ও টীকা, পঞ্চরত্ন, পঞ্চরত্নস্তোত্র, পঞ্চীকরণপ্রক্রিয়া ও টীকা, পঞ্চীকরণমহাবাক্যার্থ, পদকাব্যিকারত্নমালা, পদ্মপুষ্পাঞ্জলিস্তোত্র, পরমহংসোপনিষদ্‌হৃদয়, পরাপূজা, পাণ্ডুরঙ্গাষ্টক, পার্ব্বতমুখচপেটিকা, পূর্ব্বতাপনীয়োপনিষদ্ভাষ্য, প্রপঞ্চসার, প্রবোধসুধাকর, প্রশ্নোত্তরমালিকা, প্রশ্নোত্তররত্নমালা. প্রশ্নোপনিষদ্ভাষ্য, বালকৃষ্ণাষ্টক, বালবোধসংগ্রহ, বালবোধিনী, বালাপঞ্চরত্ন, বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্য. ব্রহ্মগীতাটীকা, ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মনামাবলী, ব্রহ্মভাবস্তোত্র, ব্রহ্মসূত্রভাষ্য বা শারীরক-মীমাংসাভাষ্য, ব্রহ্মানন্দস্তব, ভগবদ্গীতাভাষ্য, ভগবন্মানসপূজা, ভর্ত্তৃহরিকাব্যটীকা, ভবানীভুজঙ্গ, ভবান্যষ্টক. ভুজঙ্গপ্রয়াত, ভৃগুবল্ল্যুপনিষদ্ভাষ্য, ভৈরবাষ্টক, মদনবাধাষ্টক, মণিকর্ণিকাস্তোত্র, মণিরত্নমালা. মনীষাপঞ্চক, মন্থরীয়, মহাকরণপ্রকরণ, মহাপুরুষস্তোত্র, মহাবাক্যপঞ্চীকরণ, মহাবাক্যবিবরণ, মহাবাক্যবিবেক, মহাবাক্যসিদ্ধান্ত, মহাবাক্যার্থ, মহাবেদান্তষট্‌ক, মাণ্ডূক্যোপনিষদ্ভাষ্য, মানসপূজাবিধি, মীনাক্ষীস্তোত্র, মুকুন্দচতুর্দ্দশ, মুণ্ডকোপনিষদ্ভাষ্য, মৈত্রায়ণীয়োপনিষদ্ভাষ্য, মোহমুদ্গর, যতিস্বধর্ম্মভিক্ষাবিধি, যমুনাষ্টক, যোগতারাবলী, রাগদ্বেষপ্রকরণ, রাঘবাষ্টক, রামভুজঙ্গ, রামসপ্তরত্ন, রামাষ্টক, লক্ষ্মীনৃসিংহস্তোত্র, লঘুবাক্যবৃত্তি ও টীকা, ললিতা ত্রিশতীভাষ্য, ললিতাসহস্রনামভাষ্য. বজ্রসূচ্যুপনিষদ্ ও টীকা, বরদগণেশস্তোত্র, বাক্যবৃত্তি. বাক্যসুধা, বিবেকচূড়ামণি বা বেদান্তবিবেকচূড়ামণি, বিশ্বনাথনগরীস্তোত্র, বিষ্ণুপাদাদিকেশান্তস্তুতি, বিষ্ণুভুজঙ্গ, বিষ্ণুষট্‌পদী, বিষ্ণুসহস্রনামভাষ্য, বিষ্ণুস্তোত্র, বৃহজ্জাবালোপনিষদ্ভাষ্য

বেদসারশিবসহস্রনামন্, বেদসারশিবস্তব, বেদান্তপ্রক্রিয়া, বেদান্তমন্ত্রবিশ্রাম, বেদান্তশাস্ত্র, বেদান্তশাস্ত্রসংক্ষিপ্তপ্রক্রিয়া, বেদান্তসার, বেদান্তসিদ্ধান্তদীপিকা, বৈরাগ্যশতক, শতশ্লোকী ও টীকা, শরভজন্ম,শাকটায়নোপনিষদ্ভাষ্য, শাস্ত্রদর্পণ, শিক্ষাপঞ্চক, শিবকেশাদিপাদান্তবর্ণনস্তোত্র, শিবগীতাব্যাখ্যা, শিবদশক, শিবনামাবলী, শিবপঞ্চাননস্তোত্র, শিবপঞ্চাক্ষরস্তোত্র, শিবপাদাদিকেশান্তবর্ণনস্তোত্র, শিবভক্তানন্দকারিকা, শিবভুজঙ্গ, বা শিবভুজঙ্গপ্রয়াতস্তোত্র, শিবভুজঙ্গাষ্টক, শিবানন্দলহরী, শিবাষ্টক, শিবস্তোত্র, শ্যামলানবরত্ন, শ্যামামানসার্চ্চন, শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ভাষ্য,"ষট্পদীস্তোত্র, ষড়ক্ষরস্তোত্র, সংবন্নিনামমালিকা, সগুণবতী, সংক্ষেপশারীরকভাষ্য, সচ্চিদানন্দানুভবদীপিকা নাম্নী পঞ্চপদীপ্রকরণটীকা, সত্যসূত্র, সদাচারপ্রকরণ,সনৎসুজাতীয় বিবরণ,সন্ধ্যাভাষ্য, সন্ন্যাসগ্রহণপদ্ধতি, সপ্তমঠাম্নায়দশনামাভিধান, সপ্তসূত্র, সম্বন্ধদীপিকা, সহজাষ্টক, সাধনপঞ্চক, সিদ্ধান্তবিন্দু, সুধাবোধিনী, সূতসংহিতাভাষ্য, স্তোত্রপাঠ, স্বরূপনিরূপণ, স্বরূপনির্ণয়, স্বাত্মনিরূপণ বা স্বাত্মানন্দপ্রকাশ, স্বাত্মপূজা, স্বাত্মপ্রবোধ, স্বরাজ্যসিদ্ধি, হরিনামমালা, হরিমীড়েস্তোত্র বা হরিস্তোত্র. হরিহরস্তোত্র, হস্তামলকস্তোত্র বা হস্তামলকসংবাদ এবং তাহার টীকা ও হালাস্যাষ্টক।

উপরিবর্ণিত গ্রন্থনিচয় সকলই সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক ও উপনিষদ্ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্যকর্ত্তৃক রচিত নহে। তাহা অনেক গ্রন্থের ভাষা, শব্দবিন্যাস ও উদ্দেশ্য আলোচনা করিলে সহজেই বুঝা যায়। সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠাতা শঙ্করের নাম দিয়া স্বরচিত গ্রন্থের বা কবিতার খ্যাতিবিস্তারের অভিপ্রায়ে কোন ২ মহাত্মা ও কাব শঙ্করাচার্য্যের নামে স্ব স্ব গ্রন্থ চালাইয়া গিয়াছেন। ইহা ব্যতীত আদিগুরু শঙ্করাচার্য্যের মঠাধিকারী মহন্তগণও শঙ্করাচার্য্য উপাধিধারণ করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের গ্রন্থেও শঙ্করাচার্য্যের ভণিতা আছে। এতদ্ভিন্ন শঙ্কর নামধেয় কএকজন আচার্য্যও গ্রন্থরচনা করিয়া গিয়াছেন,তাহাতেই আমরা একাধিক শঙ্করাচার্য্যের রচিত অনেকগুলি গ্রন্থ পাইয়াছি। দুঃখের বিষয় তাঁহাদের প্রত্যেককে পৃথক্রূপে নির্ব্বাচিত করিতে আমাদের সাধ্য নাই। তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে, আদি শঙ্কর কএকখানি উপনিষদ্ভাষ্য, গীতা ও বেদান্তসূত্রভাষ্য, ও কেবলাদ্বৈত বেদান্তবিষয়ক গ্রন্থ ভিন্ন অপর কোন গ্রন্থই রচনা করেন নাই। এমন কি, তাঁহার নামে প্রচলিত সব উপনিষদ্ভাষ্য ও বেদান্তগ্রন্থ আছে, যাহা তাঁহার রচিত বলিতে আমাদের সন্দেহ হয়। অবশিষ্ট অন্যান্য গ্রন্থগুলি নিঃসন্দেহে একাধিক শঙ্করাচার্য্যের রচিত বলিয়া বিশ্বাস করা যায়।

শঙ্করাচার্য্যের দার্শনিক সিদ্ধান্ত।

শ্রীশঙ্করাচার্য্য কেবলাদ্বৈতবাদ প্রচার করেন। এই বাদটী মায়াবাদ নামেও প্রসিদ্ধ। ইহার সংক্ষিপ্ত সারমর্ম্ম সম্বন্ধে প্রাচীন উক্তি এই যে—

"শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ।
ব্রহ্মসত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ ॥"

অর্থাৎ বহু গ্রন্থে শঙ্করাচার্য্যের দার্শনিক তত্ত্ব সম্বন্ধে যে সকল সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইয়াছে শ্লোকার্দ্ধে তাহা প্রকাশ করা যাইতেছে, সেই সিদ্ধান্ত এই যে ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন।

ফলতঃ শঙ্করের দার্শনিক অভিমত এই তিনটী বিষয়ের প্রগাঢ় আলোচনাতেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। কিন্তু একমাত্র ব্রহ্মই মূলতত্ত্ব। ব্রহ্ম মনোবাক্যের অগোচর, অপ্রতর্ক্য, অবিজ্ঞেয়, এক, অদ্বিতীয় ও চিন্মাত্র। শঙ্কর বলেন, এই বিচিত্র বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল একমাত্র চিন্মাত্র পরমব্রহ্ম বিদ্যমান ছিলেন। এই পরমব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়। ব্রহ্ম সৎ আর দৃষ্ট জগৎ অসৎ। মাধ্যমিক বৌদ্ধগণের সিদ্ধান্ত এই যে সৃষ্টির পূর্ব্বে কিছুই ছিল না। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য মাধ্যমিক বৌদ্ধগণের এই সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়া বৈদিক মন্ত্রের ভিত্তিতে এবং তর্কযুক্তির অনুবলে উহাদের বিপরীত সিদ্ধান্ত সংস্থাপন করেন। তিনি বলেন, অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি অসম্ভব।

মাধ্যমিক বৌদ্ধগণ শূন্যবাদী। তাঁহারা বলেন—

"রূপাণি রূপী পশ্যতি শূন্যম্। বিজ্ঞানাদ্যায়তনং পশ্যতি শূন্যম্।" আবার অন্যত্র লিখিত আছে—

"শূন্যমাধ্যাত্মিকং পশ্য পশ্য শূন্য বহির্গতম্।" মাধ্যমিক ১৮ অঃ।

এইরূপ শূন্যবাদ যে ঋষিপ্রণীত গ্রন্থে না আছে তাহা নহে। আমরা শ্রীভাগবতে দেখিতে পাই—

"তত্র লব্ধপদং চিত্তমাকৃষ্য ব্যোম্নি ধারয়েৎ।
তচ্চ ত্যক্ত্বা মদারোহো ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥" (১১।১৪)

আবার অন্য

"খমধ্যে কুরু চাত্মানং আত্মমধ্যে চ খং কুরু।
আত্মানং খময়ং কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ।"

এই সকল উক্তি শূন্যবাদের পোষক। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণ করিতে যাইয়া মায়াবাদের সাহায্যে এই বিচিত্র বিশ্বপ্রপঞ্চকে কাযাতঃ শূন্যে পরিণত করিয়াছেন। তিনি ব্রহ্মের যেরূপ স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা ব্যবহারিক বিচারে এক প্রকার শূন্যবাদেরই অপর পিঠ বলিয়া অনুমিত হয়, কিন্তু ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের ২৮ সূত্রের "নাভাব উপলব্ধেঃ" ভাষ্যে শঙ্কর প্রকারান্তরে শূন্যবাদের খণ্ডন করিয়াছেন। শঙ্করের ব্রহ্ম "চিন্মাত্র" হইলেও উহা পূর্ণ ও সত্য

জ্ঞানানন্দ স্বরূপ বলিয়া প্রখ্যাত। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্‌-ভাষ্যে তিনি ব্রহ্মকে পূর্ণ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন যথা—

"ন বস্তুপহিতেন রূপেণ পূর্ণতাং ব্রূমঃ কিন্তু কেবলেন স্বরূপেণ।" বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ৫।১।

শঙ্করের ব্রহ্ম নির্গুণ চিন্মাত্র হইলেও উহা পূর্ণ ও বিভু। ব্রহ্ম কেবল পূর্ণ ও বিভু নহেন, ইনি স্বপ্রকাশ।

জগদুৎপত্তি বিষয় ধরিয়া শঙ্কর ঈশ্বরানুমান করিয়াছেন। তিনি ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদে দ্বিতীয় সূত্র-ভাষ্যে লিখিয়াছেন—

"ন যথোক্তবিশেষণস্য জগতো যথোক্তবিশেষণমীশ্বরং মুক্‌ত্বান্যতঃ প্রধানাদচেতনাদণুভ্যো বা ভাবাদ্বা সংসারিণো বা উৎপত্ত্যাদি সম্ভাবয়িতুং শক্যম্।"

অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর বা সগুণ ব্রহ্মব্যতীত শূন্য বা অতীব অণু হইতে কিংবা জড় স্বভাব প্রকৃতি হইতে অথবা পরমাণু হইতে, জন্ম কিংবা মরণবান্ সংসারী জীব হইতে এই বিচিত্র জগতের এরূপ সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় হওয়া কোন প্রকারেই সম্ভাবিত হইতে পারে না। শঙ্কর ভাবপদার্থের পূর্ণ বিশ্বাসী। তবে তাঁহার স্বীকৃত ভাব পদার্থ নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বভাব। এই ভাব পদার্থটী চিদেকমাত্র।

তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভাষ্যে শঙ্কর লিখিয়াছেন—"আত্মনঃ স্বরূপং জ্ঞপ্তির্ন ততো ব্যতিরিচ্যতে অতো নিত্যৈব। তথাপি বুদ্ধেরুপাধিলক্ষণায়াশ্চক্ষুরাদিদ্বারৈর্বিষয়াকারপরিণামিন্যা যে শব্দাদ্যাকারাবভাসাস্তে আত্মবিজ্ঞানস্য বিষয়ভূতা উৎপদ্যমানা এবাত্মবিজ্ঞানেন ব্যাপ্তা উৎপদ্যন্তে। তস্মাদাত্মবিজ্ঞানাবভাস্যাশ্চ ত ইতি বিজ্ঞানশব্দবাচ্যাশ্চ ধাত্বর্থভূতা আত্মন এব ধর্মা বিক্রিয়ারূপা ইত্যবিবেকিভিঃ পরিকল্প্যন্তে। যত্তু ব্রহ্মণো বিজ্ঞানং তৎ সবিতৃপ্রকাশবদগ্ন্যুষ্ণ্যবচ্চ ব্রহ্মস্বরূপাব্যতিরিক্তং স্বরূপমেব তৎ। ন তৎ কারণান্তরসাপেক্ষং নিত্যস্বরূপত্বাৎ সর্বভাবানাং চ তেনাবিভক্তদেশকালত্বাৎ কালাকাশাদিকারণত্বাচ্চ নিরতিশয়সূক্ষ্মত্বাচ্চ। ন তস্যান্যদবিজ্ঞেয়ং সূক্ষ্মং ব্যবহিতং বিপ্রকৃষ্টং ভূতং ভবিষ্যদ্বাস্তি। তস্মাৎ সর্বজ্ঞং তদ্‌ব্রহ্ম। লৌকিকস্য জ্ঞানস্য অন্তবত্ত্বদর্শনাৎ অন্ত ইতি নিবৃত্ত্যর্থং।"(২।১)

অর্থাৎ চিন্মাত্রই আত্মার স্বরূপ। এই জ্ঞান উহার স্বরূপ হইতে কোন প্রকারেই ভিন্ন নহে। অতএব উহা নিত্য। কিন্তু লৌকিক জ্ঞানের সীমা আছে, জ্ঞান স্বরূপ আত্মার অন্তবত্ব নাই, উহা অসীম ও অনন্ত। সচেতন জীব সকলে আমরা যে জ্ঞান দেখিতে পাই, উহা তুরীয় ব্রহ্মচৈতন্য হইতে উপলব্ধ।

জ্ঞানই ব্রহ্মের স্বরূপ।

কঠোপনিষদ্‌ভাষ্যে শঙ্কর লিখিয়াছেন—

"আত্মচৈতন্যনিমিত্তমেব চ চেতয়িতৃত্বমন্যেষাম্‌"

ইত্যাদি। (২।১।৩)

অন্যান্য উপনিষদ্‌ভাষ্য এবং সূত্রভাষ্য হইতে শঙ্কর-দর্শনের এই প্রধানতম একটী সিদ্ধান্ত বিবৃতরূপে ও বিশদরূপে আলোচিত হইতে পারে। আত্মা যে চিন্মাত্র বা কেবল জ্ঞানস্বরূপ, শঙ্করাচার্য্য এই সিদ্ধান্তটীকে যথেষ্টরূপে বিবৃত করিয়াছেন।

শঙ্করের মতে ব্রহ্ম নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়। ইনি স্থূল নহেন, সৎ নহেন, অসৎ নহেন, কার্য্য নহেন, কারণও নহেন। ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়াতীত। সুতরাং তিনি বাক্যমনের অগোচর, সেখানে চক্ষু যাইতে পারেনা, মন যাইতে পারে না বাক্যও তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে পারে না। তিনি শব্দের অগোচর। তিনি জ্ঞাতা নহেন জ্ঞেয় নহেন, তিনি জ্ঞানের অতীত ও ক্রিয়ার অতীত।

নির্বিশেষ ব্রহ্ম

শ্রীশঙ্করাচার্য্য বেদান্তসূত্রভাষ্যে, গীতাভাষ্যে, বৃহদারণ্যক এবং প্রভৃতি উপনিষদ্ ভাষ্যে নির্বিশেষ ব্রহ্মের বাচক এইরূপ প্রমাণের উল্লেখ করিয়া স্বীয় সিদ্ধান্ত সংস্থাপিত করিয়াছেন।

সবিশেষ বা সগুণ ব্রহ্মও শঙ্করের অস্বীকৃত নহেন। শঙ্কর বলেন, ঈশ্বরই সগুণ ব্রহ্ম। মায়া সম্বন্ধে ব্রহ্মই সগুণ ব্রহ্ম। শঙ্করাচার্য্যের সিদ্ধান্তানুসারে সগুণ ব্রহ্ম মায়িক, সুতরাং ব্রহ্মের গুণময় অভিব্যক্তি অনিত্য। গুণ যেমন অনিত্য ব্রহ্মের সগুণ অভিব্যক্তি ও তদ্রূপ অনিত্য। শ্রুতিতে সবিশেষ ও সগুণ ব্রহ্মের উল্লেখ আছে, শঙ্করাচার্য্যকে সেই সকল শ্রুতিবাক্য স্বীকার করিতে হইয়াছে। কিন্তু শঙ্করের মায়াবাদের ঐন্দ্রজালিক প্রভাবে শ্রুতির সগুণ ব্রহ্ম অনিত্য ও মিথ্যারূপে কল্পিত হইয়াছেন। শঙ্কর এই সগুণ ব্রহ্মেই শক্তি ও গুণাদির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু এই সগুণ ব্রহ্ম যখন অনিত্য ও মায়িক, তখন শক্তিও মায়িক। সুতরাং শঙ্করাচার্য্য বস্তুতঃ আদৌ শক্তিবাদী নহেন এবং কোনও ক্রমে শক্তির পারমার্থিকত্ব স্বীকার করেন না।

শঙ্কর বলেন, ব্যবহারিক ভাবেই এই সগুণ ব্রহ্ম স্বীকৃত হইয়াছেন। জগতের উৎপত্তিস্থিতিপ্রলয় প্রভৃতির কর্ত্তা এই সগুণ ব্রহ্ম। কিন্তু আত্মজ্ঞানের বিমল আলোকে যখন মায়ার অন্ধকার বিধ্বস্ত হইয়া যায়, তখন আর এই সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্মের অস্তিত্ব থাকে না। নির্বিশেষ ব্রহ্মই এক মাত্র সার ও পারমার্থিক তত্ত্ব। শাস্ত্র ও ব্যবহারের অনুরোধে শঙ্কর এই সগুণ ব্রহ্মের স্বীকার করিয়াছেন; নচেৎ নির্বিশেষ পরব্রহ্মই তাঁহার ব্রহ্মতত্ত্বের চরম সিদ্ধান্ত।

কেহ কেহ মনে করেন, অভেদবাদ বা অদ্বৈতবাদ শঙ্করাচার্য্যের প্রবর্ত্তিত, কিন্তু অভিনিবেশ সহকারে বেদান্তসূত্র পাঠ করিলে সকলেই জানিতে পারেন যে বেদান্তসূত্র রচিত হওয়ারও বহুপূর্ব্বে এদেশের ঋষিগণের মধ্যে এই সকল বাদ লইয়া যথেষ্ট বাদানুবাদ প্রচলিত ছিল। আশ্মরথ্য, ঔড়ুলোমি, বাদরায়ণ, আত্রেয়ী, কাশকৃৎস্ন ও জৈমিনি প্রভৃতি ঋষিগণ ব্রহ্ম ও জীব সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন অভিমত পোষণ করিতেন। শঙ্করাচার্য্য বাদরি ও কাশকৃৎস্নের মত সমর্থন করিয়াই "ব্রহ্ম ও জীব অভিন্ন" এই মত প্রচার করিয়াছেন। কেবল মায়া দ্বারাই জীব ও ব্রহ্মের পার্থক্য সূচিত। জ্ঞানের সাধনে মায়া তিরোহিত হইলে জীব ও ব্রহ্মে কোনও ভেদ থাকে না। এই বিচিত্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কেবল মায়ারই লীলামাত্র

অভেদ বাদ বা-অদ্বৈত বাদ

ইহা অসৎ ও মায়াবিজৃম্ভিত মাত্র। এক মাত্র ব্রহ্মই সৎ ও নিত্য। এই ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়। ব্রহ্ম ও জীবের কোন পার্থক্য নাই। মায়াবশতঃ বিভিন্নতা দৃষ্ট হইলেও মূলতঃ এই উভয়েই এক; জ্ঞান ব্রহ্মের গুণ নহে, ব্রহ্ম চিদেক মাত্র ও বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ।

ব্রহ্ম নির্গুণ অর্থাৎ গুণগন্ধবিবর্জ্জিত। যদি বল যে এই যে পরিদৃশ্যমান বিচিত্র বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিলক্ষিত হইতেছে ইহা কি অবাস্তব? অভেদবাদী শঙ্কর ইহার উত্তরে বলেন পারমার্থিক হিসাবে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড অলীক ও অবাস্তব বই আর কি? সগুণ ব্রহ্মের মায়াগুণেই জগৎপ্রপঞ্চের অস্তিত্ব প্রতিভাত হয়। এই জগৎ একটা ইন্দ্রজাল মাত্র। এই মায়া অবিদ্যা নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। এই মায়া সৎও নহে, অসৎও নহে। তত্ত্বজ্ঞানের নিকট এই মায়া অসৎ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, আবার ব্যবহারিক জ্ঞানের সমক্ষে উহা সৎ বলিয়াই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। এই মায়া সদসদাত্মিকা ও অনির্ব্বচনীয় মায়াই জগতের উপাদান। মায়াগুণসমন্বিত ব্রহ্মই ঈশ্বর নামে খ্যাত। ঈশ্বর মায়াশক্তির ইন্দ্রজালে ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় এই জগৎ মায়াধীন জীবের প্রত্যক্ষ গোচর করিতেছেন। মায়াই ভেদজ্ঞানের কারণ। এই যে অনন্ত জীব প্রত্যক্ষ গোচর হইতেছে, এই সকল জীবের পার্থক্য কেবল মায়ারই ক্রীড়া মাত্র। নচেৎ এক অখণ্ড অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ভিন্ন আর সকলই মায়ার ইন্দ্রজাল মাত্র। মায়াবদ্ধ জনের যে পার্থক্য-জ্ঞান, তাহাও মিথ্যা। বদ্ধজীব মায়ার মোহ আবরণ ভেদ করিয়া পরমতত্ত্ব দেখিতে পায় না, সুতরাং মায়াবদ্ধ জীবের "অহং ব্রহ্ম" ইত্যাকার জ্ঞান হয় না। জীব নিজকে ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিতে না পারিয়া মায়ার উপাধিকেই অহং বলিয়া জ্ঞান করে। মায়োপহিত দেহী জীব অহং জ্ঞান করিয়া ভ্রান্তিকূপে নিমজ্জিত থাকে, সুবিশাল ব্রহ্ম-সাগরের আনন্দলীলালহরী আর তাহার জ্ঞান-নেত্রের গোচর হয় না। আত্মা যে বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ নিষ্ক্রিয় ও অনন্ত, জীবের সে জ্ঞান থাকে না। জীবের জ্ঞান আপন দেহে সীমাবদ্ধ থাকে। তখন জীব আপন কৃতকর্ম্মফলে সুকৃতি দুষ্কৃতি অর্জ্জন করে। তজ্জন্য জীবকে সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হয় এবং জন্ম মরণ-প্রবাহরূপ যাতনা সহ্য করিতে হয়। ঈশ্বর জীবগণের দুষ্কৃতি ও সুকৃতির ফল প্রদান করেন। কল্পান্তে জগতের প্রলয় হয়। তখন এই বিচিত্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড মায়াতে বিলীন হয়। জীবের আর তখন উপাধি থাকে না। কিন্তু তখনও তাহাদের কৃত কর্ম্মের প্রণাশ না হওয়ায় আবার যখন সৃষ্টি আরম্ভ হয়, তখন উহারা কর্ম্মানুসারে জন্মগ্রহণ করে। এই প্রকারে মায়াবদ্ধ জীব অনন্ত সংসার-প্রবাহে ভ্রমণ করিতে থাকে।

মুক্তির উপায়

শঙ্কর বলেন, এই অনন্ত সংসার-প্রবাহ হইতে জীব কি প্রকারে বিমুক্ত হইতে পারে তাহার বিধান বেদে বিহিত হইয়াছে। কর্ম্মকাণ্ডে যাগযজ্ঞ প্রভৃতি ক্রিয়াদির ব্যবস্থা আছে। কিন্তু তাহাতে জীবের মুক্তিলাভ হয় না। স্বর্গাদির জন্য যত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা যাউক না কেন, তাহাতে জীবের মুক্তি হইতে পারে না। বৈদিক জ্ঞানকাণ্ডের পর্য্যালোচনাতে দুই প্রকার ব্রহ্মের বিষয় জানা যায়—এক সগুণ ব্রহ্ম, অপর নির্গুণ ব্রহ্ম। সগুণ ব্রহ্ম ঈশ্বর নামে অভিহিত, জাগতিক ক্রিয়াদি এই সগুণ ব্রহ্মের কার্য্য। সগুণ ব্রহ্মের সহিতই এই জগৎপ্রপঞ্চের সম্বন্ধ। পরম ব্রহ্ম নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়। তাহার সহিত মায়িক জগতের কোনও সম্বন্ধ নাই, তিনি পরমাত্মা। সগুণ ব্রহ্মের উপাসনাতে মুক্তিলাভ হয় না। পরব্রহ্ম জ্ঞান না হইলে সংসার দুঃখ হইতে জীব মুক্তিলাভ করিতে পারে না। "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের অনুষ্ঠানে জীব ও ব্রহ্মের ভিন্ন জ্ঞান তিরোহিত হইলেই জীব মুক্তিলাভ করিয়া স্বস্বরূপ প্রাপ্ত হয়। শঙ্কর সিদ্ধান্তের ইহাই সারগর্ভ সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম। [বেদান্ত শব্দ দ্রষ্টব্য।]

শঙ্করাদি (পুং) শুক্লার্কবৃক্ষ, শ্বেত আকন্দ। (রাজনি°)

শঙ্করানন্দ (পুং) শ্রুতিগীতাটীকাকার। ২ ব্রহ্মসূত্রপ্রদীপ-রচয়িতা। ৩ বিবেকসারপ্রণেতা আনন্দাত্মার শিষ্য।

শঙ্করানন্দ, বাগেশ ও বেঙ্কটাম্বার পুত্র, ইনি সায়ণ ও পঞ্চদশীকার মাধবাচার্য্যের গুরু। শঙ্করানন্দ আনন্দাত্ম মুনির শিষ্য ছিলেন। ইনি আত্মপুরাণ* নামক বৈদান্তিক গ্রন্থ রচনা করেন। ইঁহার রচিত অপরাপর গ্রন্থের নাম—ভগবদ্গীতাতাৎপর্য্যবোধিনী, শিবসহস্রনামটীকা, সর্ব্বপুরাণসার, ব্রতানুষ্ঠানপদ্ধতি। ইনি নিম্নলিখিত উপনিষদের দীপিকা রচনা করেন—অথর্ব্বশিখা, অথর্ব্বশিরঃ অমৃতবিন্দু, আরুণী, ঈশাবাস্য, ঐতরেয়, কাঠক অথর্ব্বশীর্ষ, অমৃতনাদ কেনোষিত, কৈবল্য, কৌষীতক, গর্ভ, ছান্দোগ্য, জাবাল, তৈত্তিরীয়, নারায়ণ, নৃসিংহতাপনীয়, পরমহংস, প্রশ্ন, ব্রহ্ম, ব্রহ্মবল্লী, মহোপনিষদ্, মাণ্ডুক্য, মুণ্ডক, শ্বেতাশ্বতর ও হংস।

শঙ্করানন্দতীর্থ, শিবনারায়ণানন্দতীর্থের শিষ্য, ইনি ষট্‌পদীমঞ্জরী রচনা করেন।

শঙ্করানন্দনাথ, ত্রিপুরাসুন্দরী-মহোদয়-রচয়িতা। ইনি বামানন্দনাথের শিষ্য, স্বীয় গ্রন্থে সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়াছেন।

শঙ্করালয় (পুং) শঙ্করের অবস্থিতি স্থান, কৈলাস।

শঙ্করাবাস (পুং) ১ ভীমসেনী কর্পূর। (রাজনি°) ২ মহাদেব আবাস স্থান, কৈলাস।

* "উপনিষদ্-রত্ন" ইহার অপর নাম। ইহাতে শ্লোকাকারে কতকগুলি উপনিষদের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে

শঙ্করাহ্বয়া (স্ত্রী) হ্রস্বশমীবৃক্ষ, ছোট শাঁইগাছ।

শঙ্করীয় (ত্রি) শঙ্করসম্বন্ধীয়। (পা ৪।২।৯০)

শঙ্কর্ষণ (পুং) বিষ্ণু। (ভা° ১৩।১৪৪।৭২)

শঙ্কব্য (ত্রি) শঙ্কবে হিতং শঙ্কু-যৎ। শঙ্কুকরণে উপযুক্ত।

শঙ্কা (স্ত্রী) ১ ত্রাস।

"শঙ্কাভিঃ সর্ব্বমাক্রান্তমন্নং পানঞ্চ ভূতলে।" (হিতোপদেশ)

২ বিতর্ক, সংশয়। (মেদিনী)

শঙ্কাময় (ত্রি) শঙ্কা-ময়ট্। শঙ্কাযুক্ত। (রামায়ণ ২।২২।৬)

শঙ্কিত (ত্রি) শঙ্কা জাতা অস্য শঙ্কা-ইতচ্। ১ ভীত। (ত্রিকা°) ২ সন্দিগ্ধ, অবিশ্বস্ত, তর্কিত। (পুং) ৩ চোরক নাম গন্ধ দ্রব্য, গেঁটেলা। (রাজনি°)

শঙ্কিতবর্ণক (পুং) শঙ্কিতং অত্র কোঽপ্যস্তি নাস্তীত্যাদিকং বা বর্ণয়তি তর্কয়তি ইতি বর্ণি-ণ্বুল্। তস্কর, চোর।

শঙ্কিতব্য (ত্রি) শঙ্ক-তব্যৎ। শঙ্কার যোগ্য, ভয়ের উপযুক্ত।

শঙ্কিন্ (ত্রি) শঙ্কা বিদ্যতেঽস্য। শঙ্কান্বিত। ভয়যুক্ত।

শঙ্কু (পুং) শঙ্ক্যতেঽস্মাদিতি শঙ্ক (খরু শঙ্কু পীযু নীলঙ্গুলিগু। উণ্ ১।৩৭) ইতি কু প্রত্যয়েন নিপাতনাৎ সাধু। ১ স্থাণু, চলিত মুড়াগাছ। ২ মৎস্য বিশেষ, শাঁকোচ মাছ। ৩ শল্যাস্ত্র, চলিত শেল। (অমর) ৪ সংখ্যাবিশেষ। লীলাবতী মতে দশ লক্ষ কোটিতে এক শঙ্কু হয়। ৫ কীলক, চলিত গোঁজ বা খোটা। ৬ ঈশ। ৭ কলুষ। (মেদিনী) ৮ পত্র-শিরাজাল। ৯ মেঢ়্। ১০ রাক্ষস। (শব্দমালা) ১১ নখী নামক গন্ধদ্রব্য। (জটাধর) ১২ দীপ ও সূর্য্যের ছায়া পরিমাপের জন্য ক্রমশঃ সূক্ষ্মাগ্র কাষ্ঠাদি নির্ম্মিত দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমিত কীলক।

"অর্কাঙ্গুলা চ সূচ্যগ্রা কাষ্ঠী দ্ব্যঙ্গুলমূলিকা।

শঙ্কুসংজ্ঞা ভবেচ্চৈব তচ্ছায়াং পরিকল্পয়েৎ॥

মধ্যে দৌনৈরাদিত্যযুক্তৈশ্ছায়াঙ্গুলৈর্হরেৎ।

ষট্ পূর্ব্বত দিবা দণ্ডং লব্ধং দণ্ডাদিকং ভবেৎ॥"(জ্যোতিস্তত্ত্ব)

১৩ দ্বাদশাঙ্গুল পরিমাণ।

"দ্বাদশাঙ্গুলিকঃ শঙ্কুস্তদ্দ্বয়ন্ত শয়ঃ স্মৃতঃ।

তচ্চতুষ্কং ধনুঃ প্রোক্তং ক্রোশো ধনুঃ সহস্রিকঃ॥"(তিথিতত্ত্ব)

১৪ জনমেজয়ের পুত্র। (ভারত ১।৯৫।৮৩) ১৫ উগ্রসেনের পুত্র (ভাগবত ৯।২৪।২৪), ১৬ কৃষ্ণ। ১৭ কন্দর্প। ১৮ বল্মীক। ১৯ শিবের অনুচর গন্ধর্ব্ববিশেষ। ২০ মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের এক রত্ন। ২১ হংসী। ২২ হাড়ির কাঁটা।

শঙ্কুক, ১ সুবর্ণাভুদীরকার্য্যপ্রণেতা। ইহার রচিত অলঙ্কার-গ্রন্থের পরিচয় কাব্যপ্রকাশে পাওয়া যায়।

২ একজন কবি। ময়ূরের পুত্র।

শঙ্কুকর্ণ (পুং) শঙ্কু ইব কর্ণৌ যস্য। ১ গর্দ্দভ। (ত্রিকা°) ২ দানববিশেষ। (হরিবংশ ৩।৮১) ৩ নাগবিশেষ। (ভারত-১।৫৭।১৫) (ত্রি) ৪ শঙ্কু সদৃশ কর্ণবিশিষ্ট।

"আত্রস্রঃ ক্ষতজকেশরশঙ্কুকর্ণা-

ন্নিহ্রাদভীতদিগিভাদরিভিন্নখাগ্রাৎ।" (ভাগবত ৭।৯।১৫)

শঙ্কুকর্ণিন্ (ত্রি) শিব।

শঙ্কুকর্ণেশ্বর (পুং) শিবলিঙ্গভেদ। (ভারত বনপর্ব্ব)

শঙ্কুচি (পুং) শঙ্কুমৎস্য, চলিত শাঁকোচমাছ। (শব্দরত্না°)

শঙ্কুজিহ্বা (স্ত্রী) জ্যোতিষোক্ত গণিতভেদ (Gnomon-sine)।

শঙ্কুতরু (পুং) শঙ্কুরিব তরুঃ। শালবৃক্ষ। (শব্দরত্না°)

শঙ্কুপথ (পুং) পথভেদ। (পা ৫।১।৭৭)

শঙ্কুপুচ্ছ (ক্লী) যাহাদের পুচ্ছে হুল আছে (ভ্রমরাদি)। (রাজতর° ৩।৩১৬)

শঙ্কুফণিন্ (পুং) জলচর প্রাণিমাত্র। (হেম)

শঙ্কুফলিকা[ফলী] (স্ত্রী) হ্রস্ব শমী বৃক্ষ, ছোট শাঁই গাছ।

শঙ্কুমৎ (ত্রি) শঙ্কু অস্ত্যর্থে মতুপ্। ১ শঙ্কুবিশিষ্ট, শঙ্কুযুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। শঙ্কুমতী=ছন্দোভেদ।

শঙ্কুমুখ (ত্রি) ১ শঙ্কুর ন্যায় মুখবিশিষ্ট। ২ বেজী, ইন্দুর প্রভৃতি। ৩ কুম্ভীর।

শঙ্কুর (ত্রি) শঙ্ক্যতেঽস্মাদিতি শঙ্ক বাহুলকাদুরচ্। ১ ত্রাসদায়ী, ভীষণ, ভয়ঙ্কর। (হেম) ২ দানবভেদ। (বিষ্ণুপু°)

শঙ্কুলা (স্ত্রী) শঙ্কু পূর্ব্বাৎ লাতেঃ (আতোঽনুপসর্গে কঃ। পা ৩।২।৩) ইতি কপ্রত্যয়ে শঙ্কুলা, (উণ্ ১।৩৭) শঙ্কুপূর্ব্বান্নাতে র্ঘঞর্থে কবিধানমিতি বা ক প্রত্যয়ঃ। (কাশিকা ৬।২।৬) ১ উৎপলপত্রিকা। ২ পূগকর্ত্তনী, চলিত জাতী, সুপারি কাটিবার অস্ত্রবিশেষ।

শঙ্কুলাখণ্ড (ক্লী) জাঁতীদ্বারা দ্বিধাকৃত বস্তু।

শঙ্কুবৃক্ষ (পুং) শঙ্কুরিব বৃক্ষঃ। শালবৃক্ষ। (রত্নমালা)

শঙ্কুশিরস্ (পুং) অসুরবিশেষ। (ভাগবত ৬।৬।৩০)

শঙ্কুশ্রবণ (ত্রি) শঙ্কুরিব শ্রবণৌ যস্য। শঙ্কুর ন্যায় কর্ণবিশিষ্ট, শঙ্কুর ন্যায় কর্ণ হইলে রাজা হয়।

"কৃপণাশ্চ হ্রস্বকর্ণাঃ শঙ্কুশ্রবণাশ্চ ভূপতয়ঃ।" (বৃহৎসংহিতা ৬৮।৫৮)

শঙ্কুষ্ঠ (ত্রি) শঙ্কু-স্থা-ক। ষত্ব ষঃ। (পা ৮।৩।৯৭) শঙ্কুতে অবস্থিত।

শঙ্কৃৎ (ত্রি) শম্ কৃ-ক্বিপ্। মঙ্গলকারী।

শঙ্কোচ (পুং) শঙ্কুমৎস্য। (জটাধর)

শঙ্কোচি (পুং) মৎস্য বিশেষ, শাঁকোচ মাছ।

'অথ শঙ্কুঃ শঙ্কুচিঃ স্যাৎ শঙ্কোচিঃ শঙ্কুচাপ্যপি।' (শব্দরত্না°)

শঙ্খ (পুং ক্লী) শাম্যতি অশুভমস্মাদিতি শম-খ (শমেঃ খঃ। উণ্

১। ১০৪) সমুদ্রোদ্ভব জন্তু বিশেষ, চলিত শাঁখ। পর্য্যায় কম্বু. (অমর), কম্বোজ, অব্জ, জলজ, (শব্দর°) অর্ণোভব, পাবনধ্বনি অন্তঃকুটিল, মহানাদ, শ্বেত, পূত, মুখর, দীর্ঘনাদ, বহুনাদ, হরিপ্রিয়। গুণ—কটুরস, পুষ্টিবর্দ্ধক, বীর্য্য ও বলপ্রদ, গুল্ম, শূল, কফ, শ্বাস ও বিষদোষনাশক।

ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে—শঙ্খ, নাভিশঙ্খ, ঝিনুক, শম্বুক ও কাকড়া প্রভৃতি কোষস্থ জীব মধুর, স্নিগ্ধ, বাতপিত্তহর, হিম, পুষ্টিদ, মলকারক, শুক্রল ও বলবর্দ্ধক।

রাজবল্লভে উল্লিখিত হইয়াছে যে শঙ্খ ও সমুদ্রফেন শীতবীর্য্য, কষায়রসবিশিষ্ট ও অতি বহির্ম্মলনিঃসারক।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে শঙ্খোৎপত্তিবিবরণ এইরূপ লিখিত আছে—দেবাদিদেব মহাদেবের মধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ড সদৃশ দীপ্যমান শূল দানব-প্রবীর শঙ্খচূড়ের উপর নিক্ষিপ্ত হইয়া তদীয় দেহ ভস্মসাৎ করিলে শিব সানন্দে উক্ত দানবের অস্থিসমূহ লবণাম্বু মধ্যে নিক্ষেপ করায় ঐ সকল অস্থি হইতে নানাপ্রকার শঙ্খের উৎপত্তি হয়। (ব্রহ্মবৈ° প্রকৃতিখ° ১৮ অঃ)

শঙ্খের মাহাত্ম্য—দেবতাদির পূজায় শঙ্খ অতি পবিত্র পদার্থ, শঙ্খের জল তীর্থবারি তুল্য এবং দেবতাদিগের সাতিশয় প্রীতি-প্রদ, শঙ্খের ধ্বনি যতদূর পর্য্যন্ত সমুত্থিত হয়, তথায় লক্ষ্মীদেবী স্থিরভাবে অবস্থান করেন। শঙ্খে সর্ব্বদাই হরির অধিষ্ঠান, অতএব যেখানে শঙ্খ থাকে, লক্ষ্মীজনার্দ্দন তথাকার সমস্ত অমঙ্গল দূর করিয়া নিয়ত সেই স্থানে অবস্থিতি করেন। কিন্তু যদি কখন স্ত্রীশূদ্র কর্ত্তৃক ঐ শঙ্খ ধ্বনিত হয় তাহা হইলে লক্ষ্মী ভীতা ও রুষ্টা হইয়া অবিলম্বে তথা হইতে স্থানান্তরে প্রস্থান করেন। (ব্রহ্মবৈ°) শঙ্খে কপিলা গাভীর দুগ্ধ পূরিয়া তদ্দ্বারা নারায়ণকে স্নান করাইলে অযুত সহস্র যজ্ঞের ফল লাভ হয়। যে কোন গাভীর দুগ্ধ শঙ্খে পূর্ণ করিয়া নারায়ণের স্নান করাইলে লোক ব্রহ্মপদ লাভ করে। শঙ্খস্থ গঙ্গাজল দ্বারা 'নমো নারায়-ণায়' বলিয়া বিষ্ণুকে স্নান করাইলে জীব যোনিসঙ্কট হইতে মুক্ত হয়। শঙ্খসংলগ্ন বিষ্ণুপাদোদক তিল বা তুলসী সংমিশ্রিত করিয়া ভক্ত বৈষ্ণবকে প্রদান করিলে, লোক চান্দ্রায়ণ ব্রতের ফললাভ করে। নদী, তড়াগ, কূপ, সরোবর, হ্রদ প্রভৃতি যে কোন জলাশয়ের জল হউক না কেন তাহা শঙ্খস্থ হইলে উহা গঙ্গাজলের তুল্য হয়। যে বৈষ্ণব শঙ্খস্থ বিষ্ণুপাদাম্বু মস্তকে ধারণপূর্ব্বক নিত্য বহন করে সে তাপসশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হয়। ত্রিভুবনে যতগুলি তীর্থ আছে বাসুদেবের আজ্ঞায় তৎসমস্তই শঙ্খের ভিতর অধিষ্ঠিত; এ কারণ "ত্বং পুরা সাগরোৎপন্নো বিষ্ণুনা বিধৃতঃ করে। নমিতঃ সর্ব্বদেবৈশ্চ পাঞ্চজন্য নমোঽস্তু তে॥" এই মন্ত্রে সর্ব্বদা শঙ্খের অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য। ফলপুষ্প চন্দনাদি দ্বারা যিনি বাসুদেবের সমক্ষে শঙ্খের অর্চ্চনা করেন, লক্ষ্মী সতত তাঁহার প্রতি সদয় থাকেন। শঙ্খের অর্চ্চনা করা দূরে থাকুক শঙ্খ দর্শন মাত্রেই সূর্য্যোদয়ে শিশিরবিন্দুসমূহের ন্যায় পাপরাশি বিলয় প্রাপ্ত হয়। পাঞ্চজন্য শঙ্খের নাদে অসুরপত্নীদিগের গর্ভ-সমূহ সহস্রধা বিভক্ত হইয়া বিনষ্ট হয়। যমদূত, পিশাচ, উরগ, রাক্ষস প্রভৃতি, মস্তকে শঙ্খোদক ধারণশীল ব্যক্তিকে দেখিয়া ভীত-চিত্তে দূরে পলায়ন করে। নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য স্নানার্চ্চন বিলেপনাদিতে যিনি শঙ্খের অর্চ্চনা করেন, শ্বেতদ্বীপে তাঁহার গতি হয়। (পাদ্মোত্তরখ° ১২৯ অঃ)

দক্ষিণাবর্ত্তশঙ্খমাহাত্ম্য—পূর্ব্বাদিগ্গামিনী নদী সমীপে গিয়া দক্ষিণাবর্ত্তশঙ্খ দ্বারা বিধিবৎ অভিষেক করিলে অশেষ পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। তিল ও জল সংস্পৃষ্ট দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ দ্বারা উক্তরূপ পূর্ব্বাদিগ্গামিনী নদীর গর্ত্তে নাভি পর্য্যন্ত নিমজ্জিত করিয়া যথাবিধি অভিষেক করিলে সাবজ্জীবনের পাপ-রাশি ক্ষণ মধ্যেই দূরীভূত হয়। দক্ষিণাবর্ত্তশঙ্খ দ্বারা পাদশোধিত জল ঘর্ষিত মস্তকে ধারণ করিলে জন্মান্তরীয় পাপানলের সংশো-বিনষ্ট হয়। ইহাদ্বারা কখনও মৎস্য কিম্বা শূকর হনন করিবে না। এই শঙ্খে করিয়া জলপান করা সর্ব্বদাই নিষিদ্ধ। (বরাহপু°)

দক্ষিণাবর্ত্তশঙ্খ সাধারণতঃ দুষ্প্রাপ্য। এই কারণে উহার মূল্যও অধিক। একটী দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ গুণানুসারে ৪০০৲ ৫০০৲ টাকা মূল্যে বিক্রীত হয়। বামাবর্ত্তশঙ্খের যে স্থলে মুখসংযোগ করিয়া আমরা শঙ্খনাদ উচ্চারণ করি, দক্ষিণাবর্ত্তের সেই মুখ কর্ণে লাগাইলে এক অশ্রুতপূর্ব্ব মধুরধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবেশ করে। এই মহার্ঘতা নিবন্ধন ইহা একটী রত্ন বলিয়া গণ্য।

আহ্নিকাচারতত্ত্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে দক্ষিণাবর্ত্তশঙ্খ দ্বারা হরির অর্চ্চনা করিলে সপ্তজন্মকৃত পাপ একেবারে দূরীকৃত হয়।

যুক্তিকল্পতরু প্রভৃতিতে শঙ্খকে রত্নবিশেষের মধ্যে পরিগণিত করা হইয়াছে। এই শঙ্খ ক্ষীরোদোপকূলে সুরাষ্ট্রদেশে বা তদ্ভিন্ন অন্যান্য স্থানেও পাওয়া যায়। ইহার বর্ণ তরুণারুণসদৃশ বা শশিশুভ্র, মুখ সাতিশয় সূক্ষ্ম, ইহা অতিশয় গুরু ও বৃহৎ; বাম ও দক্ষিণাবর্ত্তভেদে ইহাও দ্বিবিধ। তন্মধ্যে দক্ষিণাবর্ত্তগুলি আয়ু, যশঃ ও ধনবর্দ্ধক, যিনি এই শঙ্খ দ্বারা প্রজার সহিত বারি গ্রহণ করেন, তিনি সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত হইয়া পুণ্যলোক প্রাপ্ত হন। বৃত্তাকার ভাব, স্নিগ্ধতা ও নির্ম্মলতা এই তিনটী শঙ্খের গুণ। এই শঙ্খ যদি আবর্ত্তভঙ্গরূপ কোন দোষযুক্ত, তাহা হইলে সুবর্ণসংযোগ দ্বারা সেই দোষের শান্তি হইতে পারে। এই শঙ্খগুলি আবার ব্রাহ্মণাদি ক্রিয়াদিভেদে চারিবর্ণে বিভক্ত।

"ক্ষীরোদকূলেঽপি সুরাষ্ট্রদেশে তদন্যতোঽপি প্রভবন্তি শঙ্খাঃ।
অকৃষ্ণবর্ণাঃ শশিশুভ্রভাসঃ সূক্ষ্মবক্ত্রা গুরবো মহান্তঃ॥

তে বামদক্ষিণাবর্ত্তভেদেন দ্বিবিধা মতাঃ।
দক্ষিণাবর্ত্তশঙ্খস্তু কুর্য্যাদায়ুর্যশোধনম্ ॥
তেনৈব শিরসা যস্তু শ্রদ্দধানঃ প্রতীচ্ছতি।
বারি হিত্বা স পাপানি পুণ্যমাপ্নোতি মানবঃ ॥
বৃত্তত্বং স্নিগ্ধতাচ্ছত্বং শঙ্খস্যেতি গুণত্রয়ম্।
আবর্ত্তভঙ্গদোষো হি হেমযোগাদ্ধি নশ্যতি ॥
ব্রহ্মাদিজাতিভেদেন স পুনস্তু চতুর্ব্বিধঃ ॥" (যুক্তিকল্পতরু)

দেবপূজাকালে বাজাইবার জন্য যেরূপ শঙ্খের আবশ্যক আরত্রিকাদিতেও সেইরূপ "পাণি শঙ্খের" প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়।

শঙ্খ শম্বুকজাতির (Mollusca) অন্তর্গত এবং একটী স্বতন্ত্র পর্য্যায়ভুক্ত। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ শঙ্খ শব্দ বা তাহার বাদ্যধ্বনি হইতেই ইহার Conch shell বা Chank-shell নামকরণ করিয়াছেন। এই জাতীয় জীবের বৈজ্ঞানিক নাম Turbinelle pyrum। একমাত্র ভারতমহাসাগর ও বঙ্গোপসাগরে শঙ্খজাতীয় শম্বুক পাওয়া যায়।

প্রাচীন হিন্দুগণের নিকট শঙ্খবাদ্য পরম পবিত্র। স্বয়ং বিষ্ণু শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী। যুদ্ধে প্রধান প্রধান রথী এবং সেনাদলও শঙ্খনিনাদে ধরাতল প্রকম্পিত করিত, ইহা তৎকালে তুরীভেরী অপেক্ষা অধিক প্রচলিত ছিল। প্রত্যেক রথীর স্ব স্ব শঙ্খ থাকিত। যথা—শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্য, অর্জ্জুনের দেবদত্ত, ভীমের পৌণ্ড্র, যুধিষ্ঠিরের অনন্তবিজয়, নকুলের সুঘোষ, সহদেবের মণিপুষ্পক ইত্যাদি। (গীতা)

প্রতি হিন্দুমন্দিরে পূজার সময় অথবা সন্ধ্যাকালে শঙ্খনাদ হইয়া থাকে। কোন কোন স্থানে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার্থ গমনকালে ও শ্রাদ্ধাদি সময়েও শঙ্খ বাজাইয়া যাইতে দেখা যায়। অষ্ট্রেলেসিয়া ও পোলিনেসিয়া দেশবাসীরা Triton tritonis নামক শম্বুক কাটিয়া ঐরূপ শঙ্খের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করে। পাশ্চাত্য সভ্যজাতির মধ্যেও ঐরূপ Buccinum whelk নামক শম্বুক বাজাইবার প্রথা আছে। লাটিনভাষার Buccina শব্দই তাহার সাক্ষ্যদান করিতেছে।

বাঙ্গালার ঢাকা অঞ্চলের শঙ্খবণিকেরা শাঁক কাটিয়া সুন্দর সুন্দর চুড়ী, বালা, শাঁকা, বোতাম, পায়ের বেঁকী প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া থাকে। ছোট শাঁক অপেক্ষা বড় শাঁকের আদর বেশী, কারণ তাহাতে নানা শিল্প খোদিত হইতে পারে। ভারতের সভ্য ও অসভ্য জাতির মধ্যে শঙ্খনির্ম্মিত অলঙ্কার ধারণ করিবার রীতি আছে। কোন কোন দেবমন্দিরে শঙ্খের প্রদীপে ঘৃত দিয়া আলোক জ্বালিয়া দেওয়া হয়। ধোবারা বস্ত্রাদি আড়ম্বরাত করিবার সময় উপরিভাগ শাঁক দিয়া ঘসিয়া দেয়, তাহাতে উপরের পাড় বেশ চকচকে দেখায়।

একসময়ে মান্নার উপসাগরে প্রায় ৪০ লক্ষ শঙ্খ পাওয়া গিয়াছিল। উহা লক্ষাধিক টাকায় বিক্রীত হয়।

[শঙ্খের অপরাপর বিবরণ শম্বুক শব্দে দেখ।]

২ রণবাদ্যবিশেষ। পর্য্যায়—ভক্তভূগা, গন্ধতূর্য্য, রণতূর্য্য, মহাস্বন, সংগ্রামপটহ, অভয়ডিণ্ডিম, মন্দ্রাদন্দ, নৃপাভীক, ভীরু কোলাহল। (শব্দরত্না°)

৩ ললাটাস্থি, কপালের অস্থিভেদ।

"তত্র ... শঙ্খললাটাক্ষিপুটচিত্রদন্তবেষ্টককার্ক্কবজ্রকণেষু তির্য্যক্‌ছেদ উক্তঃ।" (সুশ্রুত)

৪ কুবেরের নিধিবিশেষ। (২।১০।৩৬)

"নিধিপ্রবরমুখ্যৌ চ শঙ্খপদ্মৌ ধনেশ্বরৌ" (মহাভারত ২।১০।৩৬)

মার্কণ্ডপুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে—৮ প্রকার নিধির মধ্যে শঙ্খ অষ্টমনিধি। ইহা রজঃ ও তমোগুণবিশিষ্ট, এই হেতু ইহার অধীশ্বরও তত্তদ্‌গুণ প্রাপ্ত হয়। যিনি শঙ্খনিধির অধিপতি তিনি সর্ব্বদা কেবল একমাত্র আত্মপরিপোষণেই রত; এমন কি সুহৃদ, ভার্য্যা, ভ্রাতা, পুত্র, পুত্রবধূ প্রভৃতি স্বজনবর্গের অন্ন বস্ত্রাদির উৎকৃষ্টাপকৃষ্টত্বের প্রতিও কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত করেন না, নিয়ত আত্মপরিতুষ্টির জন্যই ব্যস্ত থাকেন।*

৫ নখীনামক গন্ধদ্রব্যবিশেষ।

"মনঃশিলা ত্রা বণশঙ্খমাক্ষিকৈঃ।
সসিন্ধুকাসীসকলাঞ্জনৈঃ ক্রিয়াঃ ॥" (সুশ্রুত ৬।১৭)

৬ কর্ণের নিকটবর্ত্তী অস্থিভেদ। (রাজনি°)

"কর্ণে ঐ শঙ্খৌ ভ্রুবৌ দন্তবেষ্টাবোষ্ঠৌ ককুন্দরে" (যাজ্ঞবল্ক্য)

৭ অষ্টনাগনায়কান্তর্গত নাগবিশেষ।

"অনন্তো বাসুকিঃ পদ্মো মহাপদ্মশ্চ তক্ষকঃ।
কুলীরঃ কর্কটঃ শঙ্খো হ্যষ্টৌ নাগাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥"

৮ হস্তিদন্তের মধ্যভাগ। (ত্রিকাণ্ডশেষ) ৯ দশ নিখর্ব্বসংখ্যা বা লক্ষকোটি

"একং দশ শতঞ্চৈব সহস্রমযুতং তথা।
লক্ষঞ্চ নিযুতঞ্চৈব কোটিরর্ব্বুদমেব চ ॥

* "যস্তু শঙ্খো নরঃ কশ্চিত্ত নীলঃ শঙ্খোঽহমেব যঃ।
রজস্তমোময়শ্চাসৌ শঙ্খসংজ্ঞো হি যে নিধিঃ।
তেনাপি নীয়তে বিপ্র তদ্‌গুণঃ নিধিঃ।
একাকীব স্বমেবান্নং নরঃ ভুঙ্‌ক্তে ...।
যস্য শঙ্খো নিধিস্তস্য স্বকল্পঃ কোহপি পুষ্য।
এক এবাত্মনা শঙ্খো ভুঙ্‌ক্তে তথাম্বরম্।
কদন্নভুক্‌ পরিজনো ন চ শোভনবস্ত্রধৃক্।
ন দদাতি সুহৃদ্ভার্য্যাভ্রাতৃ-পুত্র-স্নুষাদিষু।
স্বপোষণপরঃ শঙ্খী নরো ভবতি সর্ব্বদা ॥" (মার্কণ্ডপু° ৬৮ অঃ)

বৃষঃ খর্ব্বো নিখর্ব্বশ্চ শঙ্খপদ্মৌ চ সাগরঃ।

অন্ত্যং মধ্যং পরার্দ্ধঞ্চ দশবৃদ্ধ্যা যথাক্রমম্॥" (ব্রহ্মাণ্ড°)

৯ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজক মুনিবিশেষ।

"মন্বত্রিবিষ্ণুহারীতযাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরাঃ।

যমাপস্তম্বসম্বর্ত্তাঃ কাত্যায়নবৃহস্পতী॥

পরাশরব্যাসশঙ্খলিখিতা দক্ষগৌতমৌ।

শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজকাঃ॥" (যাজ্ঞবল্ক্যবচন)

শঙ্খক (পুং ক্লী) শঙ্খ স্বার্থে কন্। ১ কম্বু, শঙ্খ, শাঁখ। (ক্লী) ২ বলয়। (মেদিনী) (পুং) ৩ শিরোরোগ বিশেষ। ইহার লক্ষণ—

"পিত্তরক্তানিলা দুষ্টাঃ শঙ্খদেশে বিমূর্চ্ছিতাঃ।

তীব্ররুগ্দাহরাগং হি শোথং কুর্ব্বন্তি দারুণম্॥

স শিরো বিষবদ্ বেগান্নিরুধ্যাশু গলন্তথা।

ত্রিরাত্রাজ্জীবিতং হন্তি শঙ্খকো নাম নামতঃ।

ত্র্যহং জীবতি ভৈষজ্যং প্রত্যাখ্যায়াস্য কারয়েৎ॥"

(ভাবপ্র° শিরোরোগা°)

পিত্ত, রক্ত ও বায়ু বর্দ্ধিত এবং দূষিত হইয়া শঙ্খদেশে অতিশয় বেদনা ও দাহযুক্ত ভয়ঙ্কর শোথ উৎপাদন করে, ঐ শোথ বিষের ন্যায় বেগবান্ হইয়া অবিলম্বে মস্তক ও গলদেশকে রুদ্ধ করে; এই রোগ হইলে প্রায়ই ৩ দিনের মধ্যে রোগীর মৃত্যু হয়। এই তিন দিন জীবিত থাকিলে, পরে প্রত্যাখ্যের অবস্থায় তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। ৪ ললাটাস্থি।

"দ্বৌ শঙ্খকৌ কপালানি চত্বারি শিরসস্তথা।

উরঃ সপ্তদশাস্থীনি পুরুষস্যাস্থিসংগ্রহঃ॥" (যাজ্ঞবল্ক্য ৩।১০)

৫ নীলকাসীস, চলিত নীলবর্ণ হিরাকস্। (বৈদ্যকনি°)

শঙ্খকন্দ (পুং) শঙ্খালু, চলিত শাঁক আলু। (পর্য্যায়মু°)

শঙ্খকর্ণ (পুং) শিবানুচর গণভেদ।

শঙ্খকার (পুং) শঙ্খং করোতীতি শঙ্খ কৃ-অণ্। বর্ণসঙ্কর জাতি বিশেষ, শাঁখারি, এই জাতি শঙ্খ দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করে। শূদ্রার গর্ভে বিশ্বকর্ম্মার ঔরসে এই জাতির উৎপত্তি হয়। (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু°) পর্য্যায় শাঙ্খিক, কাম্বরিক, শাঙ্খবিক।

শঙ্খকুম্ভশ্রবস্ (স্ত্রী) স্কন্দানুচর মাতৃভেদ। (ভারত ৯ পর্ব্ব)

শঙ্খকুসুমা (স্ত্রী) শঙ্খপুষ্পী, শ্বেত অপরাজিতা। (রাজনি°)

শঙ্খকূট (পুং) ১ পর্ব্বতভেদ। (মার্ক° পু° ৫৫।১২) ২ নাগভেদ। (হেম)

শঙ্খচরা (স্ত্রী) শঙ্খে ললাটান্তঃ চরতীতি চর-ট, স্ত্রিয়াং টাপ্। ললাটিকা। (ত্রিকা°)

শঙ্খচর্চ্চী (স্ত্রী) ললাটিকা। (শব্দরত্না°)

শঙ্খচূড় (পুং) দৈত্যভেদ। তুলসীর স্বামী। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে শঙ্খচূড়ের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে, সুদামা নামে গোপ শ্রীমতী রাধিকার শাপে দৈত্যবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া শঙ্খচূড় নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। শঙ্খচূড় তপস্যা দ্বারা এক কবচ লাভ করিয়া দেবগণের অজেয় হন। তুলসীর সহিত শঙ্খচূড়ের বিবাহ হয়। শঙ্খচূড় দেবগণকে রাজ্যচ্যুত করিয়া স্বর্গের আধিপত্য লাভ করে। তৎপরে এক মন্বন্তর কাল দেব, দানব, অসুর, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতির শাসনকর্ত্তা হইয়া তাঁহাদিগকে শাসন করিতে থাকে। দেবগণ স্বীয় অধিকার চ্যুত হইয়া ভিক্ষুকের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। তখন দেবগণ ব্রহ্মার শরণাগত হন, অনন্তোপায় হইয়া ব্রহ্মা মহাদেব ও দেবগণের সহিত গোলোকে গমনপূর্ব্বক তথায় বিষ্ণুর নিকট সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণন করেন।

ভগবান্ বিষ্ণু দেবগণের বৃত্তান্ত শুনিয়া কহিলেন, মন্বন্তরকাল অতীত হইয়াছে, শঙ্খচূড়ের শাপাবসান সময় উপস্থিত, মহাদেব এই শূল গ্রহণ করুন, এই শূল দ্বারা ঐ দানবকে সংহার করিবেন। শঙ্খচূড় আমারই সর্ব্বমঙ্গলকর মঙ্গল কবচ ধারণ করিয়া সকলের নিকট অজেয় হইয়াছে, সেই কবচ তাহার কণ্ঠে থাকিতে কেহই তাহাকে বধ করিতে পারিবে না। এজন্য আমি ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়া ঐ কবচ চাহিয়া লইব এবং তুমিও তাহাকে বর দিয়াছ যে, যখন তাহার পত্নীর সতীত্ব বিনষ্ট হইবে, সেই সময় ভিন্ন তাহার মৃত্যু হইবে। অতএব তদ্বিষয়ে একটী উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

পরে দেবগণ শঙ্খচূড়ের সহিত স্বর্গরাজ্যের জন্য যুদ্ধারম্ভ করেন এবং ভগবান্ বিষ্ণু ব্রাহ্মণবেশে তাহার নিকট হইতে ঐ কবচ গ্রহণ ও শঙ্খচূড়ের রূপ ধারণ করিয়া তাহার পত্নী তুলসীর সতীত্বনাশ করেন। এইরূপে তদীয় কবচ গৃহীত ও পত্নীর সতীত্ব বিনষ্ট হইলে মহাদেব শূল দ্বারা তাহাকে [illegible]র করেন। শঙ্খচূড় শাপ বিমুক্ত হইয়া পুনরায় গোলোকে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখণ্ড)

[তুলসী শব্দ দেখ]

শঙ্খচূড়ক (পুং) নাগভেদ। (হেম)

শঙ্খচূড়েশ্বরতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ।

শঙ্খচূর্ণ (ক্লী) শঙ্খস্য চূর্ণম্। শঙ্খজাত চূর্ণ, শাঁখের গুঁড়া। গুণ কটু, ক্ষার, উষ্ণ, অগ্নিমান্দ্যনাশক।

"শঙ্খচূর্ণং কটু ক্ষারোষ্ণং [illegible]" (রাজব°)

শঙ্খজ (পুং) শঙ্খাজ্জায়তে [illegible]। ১ [illegible], [illegible]বৎ বৃহৎমুক্তা। (ত্রি) ২ শঙ্খজাত বস্তু, যে সকল দ্রব্য শঙ্খ হইতে উৎপন্ন হয়।

শঙ্খজাতী (স্ত্রী) রাজকন্যাভেদ। (তারনাথ)

শঙ্খণ (পুং) ১ কল্মাষপাদের পুত্রভেদ। (রামা° ১।৭০।৩৯) ২ বজ্রনাভের্ পুত্র। নামান্তর শঙ্খনাভ।

শঙ্খতীর্থ (ক্লী) তীর্থবিশেষ।

শঙ্খদত্ত (পুং) কবিভেদ। ইনি কাশ্মীররাজ জয়াপীড়ের সভায় বিদ্যমান ছিলেন। (রাজতর° ৪।৪৯৭)

শঙ্খদারক (পুং) শঙ্খকার, শাঁখারী।

শঙ্খদ্রাবক (পুং) শঙ্খং দ্রাবয়তীতি দ্রু-ণিচ্-ণ্বুল্। ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—আকন্দ ছাল, সিজমূল, তেতুল ছাল, তিলকাষ্ঠ, সোঁদাল ছাল, চিতা, অপাঙ্গ, এই সকল দ্রব্যের ভস্ম সমান ভাগে লইয়া জলে গুলিয়া ছাকিয়া লইতে হইবে। পরে ঐ ক্ষারজল যতক্ষণ না লবণ রস হয়, ততক্ষণ উহা মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে হইবে। পরে ঐ লবণ রস ৪ তোলা, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, সমুদ্রফেন, গোদন্তী, হরিতাল, হীরাকস, ও সোরা প্রত্যেক ৪ তোলা, পঞ্চলবণ প্রত্যেকে ৮ তোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া অম্লসংযোগে কাচকূপীর মধ্যে ৭ দিন রাখিয়া দিবে, পরে শঙ্খচূর্ণ ৮ তোলা উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া বারুণীযন্ত্রে চুয়াইয়া লইলে দ্রাবক প্রস্তুত হয়। এই দ্রাবকে কড়ি ও শঙ্খ প্রভৃতি দ্রব্য দ্রবীভূত হইয়া যায়। সেবনে প্লীহা-যকৃৎ প্রভৃতি উদররোগ আশু প্রশমিত হয়।

(ভৈষজ্যরত্না° প্লীহযকৃদধি°)

শঙ্খদ্রাবকরস (পুং) ঔষধ বিশেষ; ইহা শঙ্খদ্রাবকরস ও মহাশঙ্খ দ্রাবকরসভেদে দুই প্রকার। শঙ্খদ্রাবকরস প্রস্তুতপ্রণালী—শঙ্খচূর্ণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, পঞ্চলবণ, ফট্‌কিরি ও নিশাদল এই সকল দ্রব্য সমভাগে কাচকূপীতে স্থাপিত করিয়া বারুণীযন্ত্রে চুয়াইয়া ইহা প্রস্তুত করিতে হয়; এই রসে অর্দ্ধ প্রহর মধ্যে শঙ্খ প্রভৃতি দ্রব্য দ্রবীভূত হয়। ইহার মাত্রা ১০ বা ১২ ফোটা। এই রস আহারান্তে সেবনীয়, ইহা সেবন করিলে অতিশয় অগ্নিবৃদ্ধি ও গুল্ম প্লীহা প্রভৃতি সকল প্রকার উদররোগ প্রশমিত হয়।

মহাশঙ্খদ্রাবকরস প্রস্তুতপ্রণালী—তেঁতুল ছাল, অশ্বত্থ ছাল, সিজছাল, আকন্দছাল, ও অপাঙ্গ এই সকল দ্রব্যের পৃথক্ পৃথক্ ক্ষারজল প্রস্তুত করিয়া লবণ প্রস্তুত করিতে হইবে। পরে সোহাগা, যবক্ষার, সাচিক্ষার, পঞ্চলবণ, হিঙ্গু, হরিতাল, লবঙ্গ, নিশাদল, জায়ফল, গোদন্তী, হরিতাল, স্বর্ণমাক্ষিক, গন্ধবোল, বিষ, সমুদ্রফেন, সোরা ফট্‌কিরি, শঙ্খচূর্ণ, শঙ্খনাভিচূর্ণ, প্রবালচূর্ণ, মনছাল, ও হীরাকস এই সকল চূর্ণ সমভাগে বেতের রসে ভাবনা দিয়া কাচকূপীতে স্থাপন করিবে। পরে ৭ দিন বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখিয়া পশ্চাৎ মৃদু অগ্নিতে বারুণীযন্ত্রে পাক করিয়া সারাংশপাতন করিবে। ঐ দ্রবাংশ জলসংযুক্ত কোন কাচপাত্রে রাখিতে হইবে। এই ঔষধ এক রতি পরিমাণে পানের সহিত সেবনীয়। প্রতিদিন ইহা সেবন করিলে কাস, শ্বাস, ক্ষয়, প্লীহা, যকৃৎ, অজীর্ণ, রক্তপিত্ত প্রভৃতি বহুবিধ রোগ আশু প্রশমিত হয়। প্লীহা-যকৃদধিকারে ইহা অতিশয় উৎকৃষ্ট ঔষধ। কণ্ঠ পর্য্যন্ত ভোজন করিয়া এই ঔষধের ১ রতি সেবন করিলে তৎক্ষণাৎ পরিপাক হয়। (ভৈষজ্যরত্না° প্লীহযকৃদধি°)

শঙ্খদ্রাবিন্ (পুং) শংখং দ্রাবয়তীতি দ্রু-ণিচ্-ণিনি। অম্লবেতস। (Rumex vesicarius) (রাজনি°)

শঙ্খদ্বীপ (পুং) দ্বীপভেদ। (বিষ্ণুপুরাণ)

শঙ্খধর, একজন ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা। ইনি স্মৃতিচন্দ্রিকার পর গ্রন্থরচনা করেন। হেমাদ্রি, রঘুনন্দন, কমলাকর প্রভৃতি ইহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। ২ কাব্যদর্পণটীকা নামক অলঙ্কার ও লটকমেলন নামক প্রহসন-রচয়িতা।

শঙ্খধরা (স্ত্রী) ধরতীতি ধৃ-অচ্-টাপ্, শঙ্খস্য ধরা। হিলমোচিকা। (রত্নমালা)

শঙ্খধবলা (স্ত্রী) শুক্ল যূথিকা, শ্বেত জুঁই। (বৈদ্যকনি°) ১ শঙ্খের ন্যায় শ্বেত বর্ণা।

শঙ্খধ্ম (পুং) শঙ্খ ধমতীতি ধ্মা-ক। শঙ্খবাদক, যিনি শঙ্খ ধ্বনি করেন, পর্য্যায়—শাঙ্খিক। (জটাধর)

শঙ্খধ্মা (পুং) শঙ্খং ধমতীতি ধ্মা-কিপ্। শঙ্খবাদক।

শঙ্খনখ (পুং) ক্ষুদ্রশঙ্খ, চলিত জোংড়া, জঙ্গরা, জোংড়া-শামুকপোকা-হয়া কলিচুণ হয়। ২ নখী নামক গন্ধদ্রব্য। (শব্দরত্না°) ৩ বৃহন্নখী।

শঙ্খনখা (স্ত্রী) শঙ্খ নখী, বৃহন্নখী,

"দ্বিধা শঙ্খনখাখ্যাস্তা শুক্ত্যাখ্যা বদরীচ্ছদঃ।" (রত্নমালা)

শঙ্খনাভ (পুং) বজ্রনাভের পুত্রভেদ। [শঙ্খণ দেখ।]

স্ত্রিয়াং টাপ্। শঙ্খনাভী = ১ নাভীশঙ্খ নামক পদার্থ।

শঙ্খনাম্নী (স্ত্রী) শঙ্খপুষ্পী নামক লতাবিশেষ।

শঙ্খনারী (স্ত্রী) ছন্দোভেদ। ইহার প্রতিচরণে ৬টী অক্ষর। ইহার ১ম ও ৪র্থ বর্ণ গুরু ও অপর লঘু।

শঙ্খনূপুরিণী (স্ত্রী) শঙ্খনির্ম্মিত হস্ত ও পদালঙ্কারধারিণী।

শঙ্খপদ (পুং) ১ বিশ্বেদেব ভেদ। ২ কর্দ্দমের পুত্রভেদ।

(বিষ্ণুপুরাণ ১।২২)

শঙ্খপাণি (ত্রি) শঙ্খং পাণৌ যস্য। বিষ্ণু। (হেম)

শঙ্খপাত্র (পুং) শঙ্খনির্ম্মিত পাত্র বা তরবারির বাঁট।

(রামায়ণ ১।৭৩।২১)

শঙ্খপাদ (পুং) কর্দ্দমরাজপুত্র। শঙ্খপাল নামেও পরিচিত।

শঙ্খপাল (পুং) ১ রাজপুত্রভেদ। ২ স্বনামপ্রসিদ্ধ রত্নাকর মহাশয়। ৩ পাতালস্থ নাগভেদ। (সুশ্রুতকল্প ৪ অ°) ৪ সূর্য্যের নামান্তর।

শঙ্খপিণ্ড (পুং) পাতালস্থ নাগভেদ

শঙ্খপুর (ক্লী) নগরভেদ। (কথাসরিৎ ১০৪।৮৪)

শঙ্খপুষ্পিকা (স্ত্রী) ১ শ্বেতাপরাজিতা। ২ শ্বেতযূথিকা।

শঙ্খপুষ্পী (স্ত্রী) শঙ্খবৎ পুষ্পাণ্যস্যাঃ ঙীপ্। কম্বুপুষ্পী,(Audiopogon aciculartum, or con-cora decussata) লতাবৃক্ষ বিশেষ, চলিত শঙ্খা হলুই, ডানকুনী। পর্য্যায়—সুপুষ্পা, শঙ্খাহ্বা, কম্বুমালিনী, শীতপুষ্পী, কম্বুপুষ্পী, মেধ্যা, মলবিনাশিনী, কিরিটী, শঙ্খকুসুমা, ভূলগ্না, শঙ্খমালিনী। গুণ—শীতল, তিক্ত, মেধা ও সুস্বরজনক, গ্রহভূতাদি দোষনাশক, বশীকরণ ও সিদ্ধিদায়ক।

ভাবপ্রকাশ মতে মেধ্য, বৃষ্য, মানস-রোগনাশক, রসায়ন, কষায়, উষ্ণ, স্মৃতি, কান্তি, বল ও অগ্নিবর্দ্ধক, দোষ, অপস্মার, রক্তদোষ, কুষ্ঠ, কৃমি ও বিষদোষনাশক। ২ শ্বেতাপরাজিতা।

শঙ্খপ্রণাদ (ক্লী) শঙ্খের নাদ বা শব্দ।

শঙ্খপ্রবর (ত্রি) বৃহৎ বা শ্রেষ্ঠ শঙ্খ।

শঙ্খপ্রস্থ (পুং) চন্দ্রের চিহ্ন।

'লিঙ্গং পৃষৎক চিহ্নকং শঙ্খপ্রস্থো বিধোরয়ং' (শব্দমালা)

শঙ্খভিন্ন (পুং) যাহার শঙ্খ অর্থাৎ ললাটসন্ধি ভিন্ন হইয়াছে। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। (পা ৪।১।৫২)

শঙ্খভৃৎ (পুং) শঙ্খং বিভর্ত্তীতি ভৃ ক্বিপ্ তুক্ চ। বিষ্ণু।

(ভারত ১৩। ১৪৯। ১২০)

শঙ্খমালিনী (স্ত্রী) শঙ্খপুষ্পী লতা। [শঙ্খপুষ্পী দেখ]

শঙ্খমিত্র (পুং) ঋষিভেদ।

শঙ্খমুক্তা (স্ত্রী) শঙ্খজাতা মুক্তা। শঙ্খোৎপন্ন মুক্তা, যে মুক্তা শঙ্খ হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাকে শঙ্খমুক্তা কহে। বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে যে হস্তী, ভুজঙ্গ, শুক্তি, শঙ্খ ও অভ্র প্রভৃতি হইতে মুক্তা উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই মুক্তা অতিশয় গুণবিশিষ্ট, এ জন্য ইহার মূল্য শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, ইহা ধারণে পুত্র, অর্থ, সৌভাগ্যলাভ এবং রোগশোক নাশ হইয়া থাকে।

(বৃহৎসং ৮১ অ°) [মুক্তা শব্দ দেখ]

শঙ্খমুখ (পুং) শঙ্খবৎ মুখং যস্য। ১ কুম্ভীর। (হেম) ২ নাগবিশেষ। (ভারত ১। ৩৫। ১১)

শঙ্খমুদ্রা (স্ত্রী) মুদ্রাভেদ। অঙ্গুলিসমূহকে শঙ্খাকৃতি করিলে এই মুদ্রা হয়। (তন্ত্রসার) [মুদ্রা শব্দ দেখ]

শঙ্খমূল (ক্লী) শঙ্খবৎ শুভ্রং ক্রমহ্রস্বং বা মূলং যস্য। ১ মূলক। শ্বেত মূলক, শাদা মূলা। (রাজনি°) ২ শঙ্খের মূল, শঙ্খের অগ্রভাগ।

শঙ্খমেখল (পুং) মুনিবিশেষ। (ভারত আদিপর্ব্ব)

শঙ্খমৌক্তিক (পুং) শঙ্খোৎপন্ন মুক্তা।

শঙ্খযূথিকা (স্ত্রী) শুভ্রযূথী, শ্বেতযুঁই। (বৈদ্যকনি°)

শঙ্খরসগুটিকা (স্ত্রী) ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী, তেঁতুল ছালভস্ম ৫ পল, পঞ্চলবণ প্রত্যেকে ১ পল, শঙ্খভস্ম ১২ পল, জম্বীররস ৮ সের। এই সকল অল্পে অল্পে পাক করিয়া পশ্চাৎ হিঙ্গু, শুঁঠ, পিপুল, ও মরিচ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ পল, পারদ, গন্ধক ও বিষ, প্রত্যেকে ৪ তোলা, এই সকল মিশ্রিত করিয়া জামির লেবুর রসে মাড়িয়া ৭দিন রৌদ্রে শুকাইতে হইবে। পরে উহা শুষ্ক হইলে কুলের আটির মত বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। উষ্ণ জলের সহিত ইহা সেবনীয়। পরিণাম-শূলে এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার হয়।

(ভৈষজ্যরত্না° শূলরোগাধি°)

শঙ্খরাজ (পুং) ১ শ্রেষ্ঠ শঙ্খ। ২ রাজভেদ। (রাজতর° ৮।৩১৬)

শঙ্খরাবিত (ক্লী) শঙ্খনিনাদ।

শঙ্খরোমন্ (পুং) পাতালস্থ নাগভেদ। (হরিবংশ)

শঙ্খলিকা (স্ত্রী) স্কন্দানুচরমাতৃভেদ। (ভারত ৯ পর্ব্ব)

শঙ্খলিখিত, শঙ্খ ও লিখিত নামক ঋষিদ্বয়। ইহাদের রচিত স্মৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রে পাওয়া যায়।

শঙ্খলিখিতপ্রিয় (ত্রি) যিনি ন্যায় বিচারের অনুরাগী।

শঙ্খবটী (স্ত্রী) অগ্নিমান্দ্য রোগাধিকারোক্ত ঔষধ বিশেষ, শঙ্খবটী ও মহাশঙ্খবটী ইহা দ্বিবিধ। শঙ্খবটী প্রস্তুত প্রণালী—শঙ্খভস্ম, পঞ্চলবণ, তেতুল ছালের ক্ষার, একটু হিঙ্গু, বিষ, পারা, গন্ধক, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিশ্রিত করিয়া অপাঙ্গ ও চিতা মূলের কাথে, লেবুর রসে ও অম্লবর্গ দ্বারা ভাবনা দিতে হইবে।

জামীর, বীজপূরক, টাবালেবু, চুকাপালঙ্গ, আমরুল, তেঁতুল, ও কুলকয়া এই ৮টী দ্রব্যকে অম্লবর্গ কহে। এইরূপে ভাবনা দিতে হইবে, যেন ঔষধ অম্লরসাবশিষ্ট হয়। এই ঔষধের সহিত লৌহ ও বঙ্গ মিশ্রিত করিলে তাহাকে মহাশঙ্খবটী কহে। ২ রতি প্রমাণ এই বটিকা প্রস্তুত করিতে হয়। প্রাতঃকালে উষ্ণ জলের সহিত এই ঔষধ সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে অজীর্ণ, অর্শঃ, পাণ্ডু ও শূল প্রভৃতি নানাবিধ রোগ আশু প্রশমিত হয়। আকণ্ঠ পর্য্যন্ত ভোজন করিয়াও এই ঔষধ সেবন করিলে তৎক্ষণাৎ তৎসমস্তই জীর্ণ হইয়া যায়। অগ্নিমান্দ্যাধিকারে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ও পরীক্ষিত ঔষধ।

অন্যবিধ শঙ্খবটী প্রস্তুত প্রণালী—তেঁতুলছাল ভস্ম ১ পল, পঞ্চলবণ মিলিত ১ পল, শঙ্খভস্ম ১ পল, (শাখের গেঁড়ে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়াও সেইরূপ তপ্ত অবস্থায় লেবুর রসে নিক্ষেপ করিয়া রৌদ্রে ভাবনা দিয়া অম্লাস্বাদ হইলে অপরাপর দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিতে হয়।) হিঙ্গু, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ মিলিত ১ পল পারদ, গন্ধক ও বিষ প্রত্যেকে অর্দ্ধ তোলা, এই সকল দ্রব্য লেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে।

ইহা সেবনেও গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য ও শূল প্রভৃতি বিবিধ রোগ আশু প্রশমিত হয়।

অন্যবিধ শঙ্খবটী প্রস্তুত প্রণালী—যবক্ষার, সাচিক্ষার, পারদ, গন্ধক, সৈন্ধব, বিট্ লবণ, ত্রিকটু ও বিষ ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা, তেঁতুলছালভস্ম ৪ তোলা, এই সকল একত্র করিয়া লেবুর রসে ভাবনা দিয়া তাহার সহিত লৌহ, ঘৃত ভর্জ্জিত হিঙ্গু, ও বঙ্গ প্রত্যেকে ১ তোলা, মিশ্রিত করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহাও উষ্ণ জলের সহিত সেবনীয়। এই ঔষধসেবনে অত্যন্ত অগ্নিবৃদ্ধি এবং শূল, কাস, শ্বাস, অগ্নিমান্দ্য, ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়।

মহাশঙ্খবটী প্রস্তুত প্রণালী—পঞ্চলবণ, হিঙ্গু, শঙ্খভস্ম, তেঁতুলছালভস্ম, ত্রিকটু, গন্ধক, পারদ ও বিষ প্রত্যেক সমভাগে লইয়া চিতার কাথে পূর্ব্বোক্ত অম্লবর্গের রস ও লেবুর রসে এই রূপ ভাবে ভাবনা দিবে যেন ঔষধ অম্লাস্বাদ হয়। পরে বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। ভোজনের পর এই ঔষধ সেবনীয়। ইহা সেবনে অর্শ, গ্রহণী, শূল, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

অন্যবিধ মহাশঙ্খবটী প্রস্তুত প্রণালী—পিপুলমূল, চিতামূল, দন্তীমূল, পারদ, গন্ধক, পিপুল, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, পঞ্চলবণ, মরিচ, শুঁঠ, বিষ, বনযমানী, ভলক, হিং ও তেঁতুল-ছাল-ভস্ম ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা, শঙ্খভস্ম ২ তোলা, এই সকল দ্রব্য অম্লবর্গের রসে ভাবনা দিয়া কুলের আটির মত বটিকা প্রস্তুত করিতে হয়। এই অম্ল দাড়িমের রস, লেবুর রস, তক্র, দধির মাত, সুরা, সীধু, কাঁজি অথবা উষ্ণ জলের সহিত সেবনীয়। ইহা সেবনে অতিশয় অগ্নিবৃদ্ধি এবং অর্শ গ্রহণী, পাণ্ডু, কামলা, শূল ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগ আশু প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না° অগ্নিমান্দ্যরোগাধি°)

শঙ্খবৎ (ত্রি) ১ শঙ্খযুক্ত। ২ শঙ্খের ন্যায়।

শঙ্খবিষ (ক্লী) বিষভেদ, চলিত সেঁকোবিষ। (Arsenicum album)

শঙ্খশিরস্ (পুং) পাতালস্থ নাগভেদ। (ভারত ১ম পর্ব্ব)

শঙ্খশিলা (স্ত্রী) শঙ্খমুক্তা।

শঙ্খশীর্ষ (পুং) পাতালস্থ নাগভেদ। (ভারত ৫ পর্ব্ব)

শঙ্খসঙ্কাশ (পুং) শঙ্খালু, শাঁক আলু। (বৈদ্যকনি°)

শঙ্খহ্রদ (পুং) শঙ্খাদি নিধিযুক্ত হ্রদ, যে হ্রদে শঙ্খাদি নিধি আছে।

শঙ্খাখ্য (পুং) শঙ্খ ইতি আখ্যা যস্য। বৃহন্নখী নামক গন্ধদ্রব্য (রত্নমা°)

শঙ্খান্তর (ক্লী) কপাল। শঙ্খদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থান।

শঙ্খালু (পুং) শ্বেতালু, চলিত শাঁক আলু। (বৈদ্যকনি°)

শঙ্খাবতী (স্ত্রী) নদী-বিশেষ। (মার্ক° পু° ৫৯।৭)

শঙ্খাবর্ত্ত (পুং) শম্বূকাবর্ত্ত নামক ভগন্দর রোগ। [শম্বূকাবর্ত্ত দেখ।] ২ শ্রোত্র ও শৃঙ্গাটকে ভয়ানক অস্থিসান্ধভেদ। (সুশ্রুত শা° ৫ অঃ)

শঙ্খাসুর, সুপ্রসিদ্ধ দৈত্যভেদ। [শঙ্খ দেখ।]

শঙ্খাহত (ক্লী) গবাময় যজ্ঞের ক্রতুভেদ। (লাট্যায়ন ৪।১।৫।)

শঙ্খাহ্বা (স্ত্রী) শঙ্খ ইতি আহ্বা নাম যস্যাঃ। শঙ্খপুষ্পী।

শঙ্খাস্থি (ক্লী) মস্তকস্থ অস্থিদ্বয়, মাথার খুলী। (চরক শা° ৭ অঃ) ২ শঙ্খের অস্থি। (রাজনি°)

শঙ্খাহুলী (স্ত্রী) শঙ্খপুষ্পী, শ্বেত অপরাজিতা। (রাজনি°)

শাঙ্খক (পুং) যোদ্ধৃভেদ। (তারানাথ)

শঙ্খিকা (স্ত্রী) শঙ্খবৎ পুষ্পমস্ত্যস্যাঃ শঙ্খ-ঠন, অত ইত্বং টাপ। তৃণবিশেষ, চোরপুষ্পী, চলিত চোরহুলী। (শব্দচ°)

শাঙ্খিন্ (পুং) শঙ্খোঽস্ত্যস্যেতি শঙ্খ-ইনি। ১ বিষ্ণু। ২ সমুদ্র। (মেদিনী) ৩ শাঙ্খিক। (ত্রি) ৪ শঙ্খবিশিষ্ট। ৫ শঙ্খনিধিযুক্ত। "স্বপোষণপরঃ শঙ্খী নরো ভবতি সর্ব্বদা।" (মার্ক° পু° ৬৮।২৫)

শাঙ্খিন (পুং) শিরীষ বৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

শঙ্খিনিকা (স্ত্রী) গ্রন্থিপর্ণ বৃক্ষ, গেঁঠেলা। (বৈদ্যকনি°)

শঙ্খিনী (স্ত্রী) শঙ্খবৎ পুষ্পমস্ত্যস্যাঃ শঙ্খ-ইনি। ১ চোরপুষ্পী। (অমর) ২ শ্বেতপুনাগ। ৩ শ্বেতবৃন্দা। ৪ শ্বেতচূক্রা। ৫ যবতিক্তা। ৬ চর্ম্মকষা, চামরকষা। ৭ শ্বেতাপরাজিতা। ৮ বুদ্ধশক্তিভেদ। (ত্রিকা°) ৯ চতুর্ব্বিধ স্ত্রীজাতির মধ্যে স্ত্রীজাতি বিশেষ। পদ্মিনী, চিত্রিণী, শঙ্খিনী ও হস্তিনী এই চারি প্রকার স্ত্রীজাতি। শশ, মৃগ, বৃষভ, ও হয় এই চারি প্রকার পুরুষ। ইহার মধ্যে শশজাতীয় পুরুষ পদ্মিনীতে, মৃগ চিত্রিণীতে, বৃষভ শঙ্খিনীতে এবং অশ্ব হস্তিনীতে তুষ্ট থাকে। দীর্ঘাকৃতি, সুদীর্ঘনয়না, অতি রমণীয়াকৃতি, কামোপভোগরসিকা, সদ্গুণ ও সৎস্বভাবযুক্তা, কণ্ঠদেশে তিনটী রেখাবিশিষ্টা এবং সম্ভোগকেলি বিষয়ে অতিশয় রসিকা যে স্ত্রী তাহাকে শঙ্খিনী বলে। এই স্ত্রী ক্ষারগন্ধযুক্তা হয়।

"দীর্ঘা সুদীর্ঘনয়না বরসুন্দরী যা
কামোপভোগরসিকা গুণশীলযুক্তা।
রেখাত্রয়েণ চ বিভূষিতকণ্ঠদেশা
সম্ভোগকেলিরসিকা কিল শঙ্খিনী সা॥
শশকঃ পদ্মিনী তুষ্টা চিত্রিণী রমতে মৃগম্।
বৃষভং শঙ্খিনী তুষ্টা হস্তিনী রমতে হয়ম্॥
পদ্মিনী পদ্মগন্ধা চ মীনগন্ধা চ চিত্রিণী।
শঙ্খিনী ক্ষারগন্ধা স্যাৎ মদগন্ধা চ হস্তিনী॥" (রতিমঞ্জরী)

৯ শঙ্খবৃক্ষ।

"শঙ্খিনী চাপিনী বাণভুশুণ্ডী পরিঘায়ুধা।" (দেবীমাহাত্ম্য)

১০ উপদেবতা বিশেষ।

শঙ্খিনীফল (পুং) শঙ্খিন্যাঃ ফলমিব ফলং যস্য। ১ শিরীষ বৃক্ষ। (রাজনি°)

শঙ্খিনীবাস (পুং) শঙ্খিন্যা বাস আশ্রয়স্থানং। শাখোটবৃক্ষ, চলিত শ্যাওড়া গাছ, প্রবাদ আছে যে এই গাছে ভূত, প্রেত ও শঙ্খিনী প্রভৃতি বাস করে।

শঙ্খোদ্ধার (স্ত্রী) তীর্থভেদ। (হরিবংশ)

শঙ্গ (ত্রি) শঙ্খুশব্দার্থ। (তৈত্তিরীয়° ৪।৫।৮।১)

শঙ্গয় (ত্রি) সুখালয়। "শঙ্গয়ঃ সুখস্য গৃহরূপ আবাসভূতঃ সন্।" (ঋক্ ২।১।৬ সায়ণ) স্ত্রিয়াং ঙীপ্। (ঋক্ ৯।৯৭।১৭)

শঙ্গবী (স্ত্রী) গবাদির মঙ্গলভূত। (শতব্রা° ১।৯।১।৮)

শঙ্গু (ত্রি) ১ সুখপ্রাপক। ২ যাহার বেদরূপ বাক্য, তাদৃশ দেবতা। "নমঃ শঙ্গবে চ পশুপতয়ে চ।" (শুক্লযজু° ১৬।৪০)

'শঙ্গবে শং সুখং গময়তি প্রাপয়তি শঙ্গু শং সুখরূপা গাবো বাচো বেদরূপা যস্যেতি।' (মহীধর)

শচ, কথন। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ শচতে। লিট্ শেচে। লুট্ শচিতা। লুঙ্ অশচিষ্ট। শচি, শচ গমন। ভ্বাদি, আত্মনে° সক° সেট্। এই ধাতু ইদিৎ। লট্ শঞ্চতে।

শচি (স্ত্রী) শচ-কচি (সর্ব্বধাতুভ্য ইন্। উণ্ ৪। ১১৩) ১ ইন্দ্রপত্নী। (অমরটীকা ভরত)

শচিকা (স্ত্রী) শচী। ইন্দ্রপত্নী।

শচিষ্ঠ (ত্রি) অতিশয় প্রাজ্ঞ। (ঋক্ ৪।২০।৯)

শচী (স্ত্রী) শচি কৃদিকারাদিতি ঙীষ্। ১ ইন্দ্রপত্নী। পর্য্যায়— পুলোমজা, ইন্দ্রাণী, শচি, সচি, পুত্রক্ষতারী, পৌলোমী, মাহেন্দ্রী, জয়বাহিনী, ঐন্দ্রী, শতাবরী। শব্দরত্না°) ২ শতমূলী। ৩ স্ত্রীকরণান্তর, কেহ কেহ বিষ্টিকরণকে শচী বলিয়া থাকেন। ৪ কর্ম্ম। (নিঘণ্টু ২। ১) ৫ প্রজ্ঞা। (নিঘণ্টু ৩। ৯) ৬ বাক্য। (নিঘণ্টু ১। ১১)

শচীতীর্থ (স্ত্রী) তীর্থভেদ।

শচীনর (পুং) রাজপুত্রভেদ। (রাজতর° ১।৯৮)

শচীপতি (পুং) শচ্যাঃ পতিঃ। ১ ইন্দ্র। (ত্রি) ২ কর্ম্ম-পালক। "ঃ ক্রং শচীপতী শচীভিঃ" (ঋক্ ৭। ৬৭। ৫।)

'হে শচীপতী শচীতি কর্ম্ম নাম কর্ম্মণাং পালকৌ' (সায়ণ)

শচীপতী (পুং) সংকর্ম্মের পতি, অশ্বিনীকুমারদ্বয়।

শচীবৎ (ত্রি) কর্ম্মবৎ। ২ প্রাজ্ঞবৎ। ৩ শক্তিমান্।

শচীবসু (ত্রি) কর্ম্মধন। যজ্ঞাদি ক্রিয়াদ্বারা ধনবান্। ২ বল ও ধনযুক্ত। (ঋক্ ১।১৩৯।৫,৭।৭৪।১)

শচীশ (পুং) শচ্যাঃ ঈশঃ। শচীপতি, ইন্দ্র।

শজারু, (দেশজ) স্বনাম প্রসিদ্ধ জন্তু বিশেষ, শল্লকী।

[শল্লকী দেখ।]

শজিনা (দেশজ) বৃক্ষ বিশেষ, শোভাঞ্জন বৃক্ষ।

শট, ১ সাদ, অবসাদ। ২ রোগ। ৩ বিশরণ, ভেদ। ৪ গতি। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক°; গত্যর্থে অক°। লট্ শটতি। লিট্ শশাট। লুট্ শটিতা। লুঙ্ অশটীৎ, অশাটীৎ। শট—শ্লাঘা। চুরাদি° আত্মনে সক° সেট্। লট্ শাটয়তে।

শট (ত্রি) শট-অচ্। অম্ল।

শটা (স্ত্রী) শট-অচ্-টাপ্। সটা, জটা। (অমরটীকা)

শটি (স্ত্রী) শট-ইন্। শটী। (শব্দরত্না°)

শটী (স্ত্রী) শটি বা ঙীষ্। স্বনামখ্যাত ওষধি, চলিত বনআদা। (Curcuma gedoaria, Syn Ccurcuma Zerumbet) চলিত গন্ধশটী। হিন্দী কচুর। বম্বে কচোরা, কাপুর, কাচরী। তৈলঙ্গ কিচলি, এগঙ্গল। সংস্কৃত পর্য্যায়—গন্ধমূলী, ষড়্গ্রন্থিকা, কর্চ্চূর, সুগন্ধা, সটি, শটি, গন্ধমূলা, শঠোলি, গন্ধমূলক, গন্ধসটা, বধূ, গন্ধমূল, জীমূতমূল, কচ্ছোর, হিমজা, হৈমী, ষড়্গ্রন্থি, সুব্রতা, গন্ধালী, পলাশা, হিমা, ষড়্গ্রন্থা, আম্রনিশা, সুগন্ধমূলা, গন্ধালী, শটীকা, পলাশিকা, সুভদ্রা, তৃণী, দূর্ব্বা, গন্ধা, পৃথুপলাশিকা, সৌম্যা, হিমোদ্ভবা, গন্ধবধূ। গুণ—তিক্ত, অম্লরস, লঘু, উষ্ণ, রুচিকারক, জ্বর, কফ, অস্র, কণ্ডু, ব্রণদোষ, ও রক্তাময়নাশক। (রাজনি°)

শটী উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় একপ্রকার খাদ্য প্রস্তুত হয়, উহা উদরাময় রোগগ্রস্ত বালকবালিকাদের বিশেষ উপকারী। আরারুট, বার্লি প্রভৃতি যেরূপ উষ্ণজলে সিদ্ধ করিয়া ব্যবহারোপযোগী করা হয়, ইহাও সেইরূপ ব্যবহার করিতে হয়। ইহাতে আবীরও প্রস্তুত হইয়া থাকে।

শট্টক (স্ত্রী) ঘৃতজলমিশ্রিত শালিচূর্ণ, চালের গুঁড়ার সহিত ঘৃত ও জল মিশ্রিত করিলে শট্টক হয়। ময়দার শটা।

"শালিচূর্ণং ঘৃতং তোয়ং মিশ্রিতং শট্টকং বদেৎ।" (ভাবপ্রকাশ)

শঠ, ১ কৈতব, মিথ্যাকথন, শঠতা। ২ হিংসা। ৩ ক্লেশ, দুঃখানুভব। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ শঠতি। লিট্ শশাঠ। লুট্ শঠিতা। লঙ্ অশঠীৎ, অশাঠীৎ। ৪ আলস্য। চুরাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ শাঠয়তি। ৫ শ্লাঘা। চুরাদি° আত্মনে° অক° সেট্। লট্ শাঠয়তে। ৬ দুর্ব্বাক্য। অদন্ত চুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ শঠয়তি।

শঠ (ক্লী) শঠ-অচ্। ১ তগরপুষ্প। ২ তীক্ষ্ণ লৌহ। ৩ কুঙ্কুম। (রাজনি°) (পুং) ৪ ধুস্তূর বৃক্ষ। ৫ চিত্রকবৃক্ষ। ৬ জালবৃক্ষ। ৭ মধ্যস্থ পুরুষ। ৮ ধূর্ত্ত, প্রতারক। মনু লিখিয়াছেন যে, যাহারা শঠ, তাহাদিগের সহিত বাক্যালাপ করিবে না।

"পাষণ্ডিনো বিকর্ম্মস্থান্ বৈড়ালব্রতিকান্ শঠান্।
হৈতুকান্ বকবৃত্তীংশ্চ বাঙ্মাত্রেণাপি নার্চ্চয়েৎ॥" (মনু ৪।৩০)

ইহার লক্ষণ—

"প্রিয়ং বক্তি পুরোঽন্যত্র বিপ্রিয়ং কুরুতে ভৃশম্।
ব্যক্তাপরাধচেষ্টশ্চ শঠোঽয়ং কথিতো বুধৈঃ॥"
(বিষ্ণুপু° ৩। ১৮। ২১ শ্লোক টীকা)

যে সমক্ষে প্রিয় কথা বলে, অসমক্ষে অতিশয় বিপ্রিয় আচরণ করে, ও অপরাধ সকল প্রকাশ করে, তাহাকে শঠ কহে।

চাণক্যশ্লোকে লিখিত আছে যে "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ" যে ব্যক্তি শঠ, তাহার প্রতি শঠতাচরণ করাই শ্রেয়ঃ।

৯ নায়কভেদ, শঠ নায়ক। ইহার লক্ষণ—

"অনুকূল একনিরতঃ শঠোঽয়মেকত্র বদ্ধভাবো যঃ।
দর্শিতবহিরনুরাগো বিপ্রিয়মন্যত্র গূঢ়মাচরতি॥"

যঃ পুনরেকস্যামেব নায়িকায়াং বদ্ধভাবো দ্বয়োরপি নায়িকয়োর্বহির্দর্শিতানুরাগোঽন্যস্যাং নায়িকায়াং গূঢ়ং বিপ্রিয়মাচরতি স শঠনায়কঃ॥" (সাহিত্যদ° ৩। ৭৪)

যে নায়ক একটী নায়িকার প্রতি বদ্ধভাব প্রকাশ এবং অন্য ছটী নায়িকার প্রতি বাহিরে অনুরাগ প্রদর্শন করেন, ও আর একটী নায়িকার প্রতি গোপনে বিপ্রিয় আচরণ করেন, তাহাকে শঠনায়ক কহে।

রসমঞ্জরী মতে, চতুর্বিধ পতির অন্তর্গত পতি বিশেষ, কামিনীবিষয়ক কপটবচনে পটু—

"মৌলৌ দাম বিধায় ভালফলকে ব্যালিখ্য পত্রাবলীং
কেয়ূরং ভুজয়োর্নিধায় কুচয়োর্বিন্যস্য মুক্তাবলীম্।
বিশ্বাসং সমুপার্জয়ন্ মৃগদৃশঃ কাঞ্চীনিবেশচ্ছলা-
ন্নীবীগ্রন্থিবিপাকযোক্তি মৃদুনা হস্তেন বামক্রবঃ॥" (রসমঞ্জরী)

ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরীতে লিখিত আছে যে—

"অনুকূল দক্ষিণ ধৃষ্ট শঠ চারিমত।
পতিভেদ কেহ বলে তিনে কেহ রত॥
ধৃষ্ট সেই দোষ ক'রে পুনঃ করে হঠ।
কপট বচনে পটু সেই জন শঠ॥
কালি করেছিনু, আনিতে ভুলিনু,
ক্ষম সেই অপরাধ।
যে বল করিব, যাহা চাহ দিব,
পূরাব সকল সাধ॥
অঙ্গেতে যে দাগ, তোমারি সোহাগ,
মিথ্যা দেহ অপবাদ।
আমার পরাণ, চকোরী সমান,
তোমার চন্দ্র নিবাদ॥" (ভারতচন্দ্র রসমঞ্জরী)

, ১০ বৃষ্ণিবংশীয় বিশেষ। (হরিবংশ ২।৩)

শঠতা (স্ত্রী) শঠস্য ভাবঃ 'তস্যলৌ ভাবে' ইতি তল্-টাপ্। শঠের ভাব বা ধর্ম্ম, শঠের কার্য্য। পর্য্যায় মায়া, শাঠ্য, কুসৃতি, নিকৃতি। (হেম)

"অস্ত্রিয়াং কপটো ব্যাজ উপাধির্দম্ভ এব চ।
কূটং কল্কং ছলং ছদ্ম মিষ কৈতব কৈতবম্॥
অথ শাঠ্যঞ্চ শঠতা কুসৃতি নিকৃতিশ্চ সা।
হিংসা কলে চতুষ্কং স্যাৎ শাঠ্য পর্য্যায় ঈরিতঃ॥
পূর্ব্বঃ কপটপর্য্যায়ঃ কলে বঞ্চনমাত্রকে।
উভয়োরেকপর্য্যায় ইতি কেচিৎ প্রচক্ষতে॥" (শব্দরত্না°)

শঠত্ব (ক্লী) শঠ ভাবে ত্ব। শাঠ্য, শঠতা।

শঠাম্বা (স্ত্রী) অম্বষ্ঠা। (রাজনি°)

শঠারিমুনি, প্রমাণসারপ্রচারকর্তা। ইনি শিবকোপমুনির গুরু।

শঠিকা (স্ত্রী) শঠী, বন আদা।

শঠী (স্ত্রী) শটী, বন আদা।

শঠীরূপা (স্ত্রী) কন্দগুড়ূচী। বৈদ্যকনি°)

শঠ্যাদি (পুং) ত্রিদোষঘ্ন কষায় বিশেষ, জ্বরনাশক পাচনবিশেষ।

"শঠী পুষ্করমূলঞ্চ ভার্গী শৃঙ্গী দুরালভা।
গুড়ূচী নাগরং পাঠা কিরাতং কটুরোহিণী॥"
(চক্রদত্ত জ্বরচি°)

প্রস্তুত প্রণালী—শঠী, কুড়, বামনহাটী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, দুরালভা, গুড়ূচী, শুঁঠ, আকনাদি, চিরতা, ও কটকী এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক একতোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া উষ্ণক অবস্থায় সেবন করিলে ত্রিদোষের শমতা এবং জ্বর বিনষ্ট হয়।

শঠ্যাদিকাথ (পুং) কাথৌষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—শঠী, দারুহরিদ্রা, হরিদ্রা, ধাক, শুঙ্গী, পুষ্করমূল, অভাবে কুড়; এলাচি, গুড়ূচী, কটুকী, ক্ষেতপাপড়া, দুরালভা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, চিরতা, বিষ, সোঁদাল, গাম্ভারী, পারুল, গণিয়ারী, শালপানি, চাকুলিয়া, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর, এই সকল দ্রব্যের কাথ সৈন্ধবচূর্ণের সহিত পান করিলে সকল প্রকার জ্বর বিনষ্ট হয়।
(ভাবপ্রকাশ জ্বরাধি°)

শণ ১ দান। ২ গমন। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ শণতি। লিট্ শশাণ। লুট্ শণিতা। লুঙ্ অশণীৎ। লিঙ্ শণ্যতি।

শণ (ক্লী) শণ-অচ্। ক্ষুপ বিশেষ। পর্য্যায় ভঙ্গা, মাতুলানী। (হেম) (পুং) স্বনামখ্যাত ক্ষুপ, চলিত শণগাছ। (Crotalaria juncea, Indian hemp.) হিন্দী শণ। তৈলঙ্গ জনুমু, মনুবোল, কেমপনর, রোমচেট্টু। তামিল জেনপ্পনর।

সংস্কৃত পর্য্যায়—মাল্যপুষ্প, বমন, কটুতিক্তক, নিশাবন, দীর্ঘশাখ, দৃঢ়সার, দীর্ঘপল্লব। গুণ—অম্ল, কষায়, মল, গর্ভ ও অস্রপাতন, এবং বমিকারক, পিত্ত, কফ ও তীব্র অঙ্গমর্দ্দনাশক। (রাজনি°)

শণক (পুং) ঋষিভেদ। (পা ৬।২।৩৬)

শণকন্দা (স্ত্রী) চর্ম্মকষা, চামরকষা।

শণঘণ্টিকা (স্ত্রী) শণস্য ঘণ্টেব শুষ্ক্ৰশব্দকারিফলত্বাৎ, ইবার্থে কন্ টাপি অত ইত্বং। শণপুষ্পী। (রাজনি°)

শণতান্তব (ত্রি) শণতন্তুনির্ম্মিত।

"ক্ষত্রিয়স্য তু মৌর্ব্বীজ্যা বৈশ্যস্য শণতান্তবী।" (মনু ২।৪২)

শণতূল

শণপর্ণী (স্ত্রী) শণস্য পর্ণমিব পর্ণমস্যাঃ, ঙীষ্। অশনপর্ণী।

শণপুষ্পিকা (স্ত্রী) শণপুষ্পী স্বার্থে কন্ অত ইত্বং। ঘণ্টারবা, চলিত ঝনঝনিয়া বা বনশোণ। (অমর)

শণপুষ্পী (স্ত্রী) শণস্য পুষ্পমিব পুষ্পমস্যাঃ। ক্ষুপবিশেষ, শণসদৃশ বিটপ, বনশণ। হিন্দী ঘাঘরী, শণই, বনশনই, শতহলী। সংস্কৃত পর্য্যায়—বৃহৎপুষ্পী, শণিকা, শণঘণ্টিকা, পীতপুষ্পী, স্থূলফলা, লোমশা, মাল্যপুষ্পিকা। গুণ—অম্লতিক্ত, বমিকারক ও রসনিয়ামক। (রাজনি°)

শণফলা (স্ত্রী) শণফলজাতীয়া।

শণময় (ত্রি) শণবিশিষ্ট। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। (কাত্যা°শ্রৌ° ৮।৩।১৬)

শণমূল (ক্লী) শণস্য মূলম্। শণের শিফা, শণের মূল।

শণসূত্র (ক্লী) শণস্য সূত্রম্। পবিত্রক, পৈতা।

"কার্পাসমুপবীতং স্যাদ্বিপ্রস্যোর্দ্ধবৃতং ত্রিবৃৎ।

শণসূত্রময়ং রাজ্ঞো বৈশ্যস্যাবিকসৌত্রিকম্॥" (মনু ২।৪৪)

শণালুক (পুং) শণালুরেব স্বার্থে কন্। আরেবত বৃক্ষ, চলিত শোণালু। (শব্দরত্না°)

শণিকা (স্ত্রী) শণ স্ত্রিয়াং টাপ্ কন্ অত ইত্বং। শণপুষ্পী।

শণীর (ক্লী) ১ শোণ মধ্যস্থ পুলিন। ২ নদীতট। (মেদিনী)

শণ্ড, ১ রোগ। ২ সংঘাত, রাশী ভাব। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। এই ধাতু ইদিৎ। লট্ শণ্ডতে। লুঙ্ অশণ্ডিষ্ট।

শণ্ড (ক্লী) ১ পদ্মাদি সমূহ। (শব্দরত্না°) (পুং) ২ নপুংসক। ৩ গোপতি, ষাঁড়। (ভরতধৃত দ্বিরূপকো°)

শণ্ডতা (স্ত্রী) শণ্ডস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। শণ্ডের ভাব বা ধর্ম্ম, ক্লীবতা।

শণ্ডাকী (স্ত্রী) শিণ্ডাকী শব্দার্থ। [শিণ্ডাকী দেখ।]

শণ্ডিক (পুং) শুক্রতনয় শণ্ডের অপত্যাদি। (ঋক্ ১০।৮)

শণ্ডিল (পুং) শাড় রুজায়াং। (সলিকল্যানিমহিভড়িভণ্ড-শণ্ডীতি। উণ্ ২।৫৫) ইতি ইলচ্। মুনিবিশেষ।

শণ্ঢ (পুং) শাম্যতি গ্রাম্যধর্ম্মাৎ শম (শমেঢ। উণ্ ১।১৩১) ইতি ঢ। ১ অন্তর্মহলিক, চলিত খোজা, ইহারা রাজাদিগের অন্তরমহলে থাকে বা স্ত্রীদিগকে রক্ষা করে। পর্য্যায় বর্ষবর। ইহার লক্ষণ—

"যে ত্বন্তঃপুরচরাঃ প্রথমাঃ ক্লীবাশ্চ স্ত্রীস্বভাবিনঃ।

জাত্যা ন দুষ্টাঃ কার্য্যেষু তে বৈ বর্ষবরাঃ স্মৃতাঃ॥"

(অমর, ভরত)

২ নপুংসক, ক্লীব। ৩ গোপতি, চলিত ষাঁড়। ৪ বন্ধ্যপুরুষ। ৫ উন্মত্ত। (ধনঞ্জয়)

শত (ক্লী) দশ দশতঃ পরিমাণমস্যেতি (পঙ্ক্তি বিংশতি ত্রিংশদিতি। পা ৫।১।৫৯) ইতি ত, দশানাং শভাবশ্চ নিপাত্যতে। দশগুণিত দশসংখ্যা, শতসংখ্যা, পর্য্যায় দশতি।

"নিঃস্বো বষ্টি শতং শতী দশশতং লক্ষং সহস্রাধিপঃ।"

(শান্তিশতক)

শতবাচক শব্দ ধার্ত্তরাষ্ট্র, শতভিষাতারা, পুরুষায়ুষ, রাবণাঙ্গুলি, পদ্মদল, ইন্দ্রযজ্ঞ, অক্ষিযোজন। (কবিকল্পলতা)

২ বহু। "বর্ম্ম্রিবো ন শতায়" (ঋক্ ৮।১।৫)

'শতায় বহুনামৈতৎ অপরিমিতায়' (সায়ণ)

শতক (ত্রি) শতং পরিমাণমস্য। শত (সংখ্যায়া অতিদশন্তায়াঃ কন্। পা ৫।১।২২) ইতি কন্। শতসংখ্যাবিশিষ্ট। যেরূপ শান্তিশতক প্রভৃতি। স্বার্থে ক। ২ শত।

শতকলাপেশ (পুং) শিবলিঙ্গভেদ। (রাজতর° ১।৩৩৭)

শতকর্ম্মন্ (পুং) শনিগ্রহ। (হেম)

শতকীর্ত্তি (পুং) ভাবী অর্হৎ বিশেষ। (হেম)

শতকুন্দ (পুং) শতং কুন্দা যস্য। করবীর।

শতকুম্ভ (পুং) ১ পর্ব্বতবিশেষ। (শাতকুম্ভটীকায় ভরত) স্ত্রিয়াং টাপ্। শতকুম্ভা—নদীতীর্থ বিশেষ। এই নদীতে স্নান করিলে স্বর্গলাভ হয়।

"সুগন্ধাং শতকুম্ভাঞ্চ পঞ্চযজ্ঞাঞ্চ ভারত।

অভিগম্য নরশ্রেষ্ঠ স্বর্গলোকে মহীয়তে॥" (ভারত ৩।৮৪।১০)

শতকুলীরক (পুং) বায়ব্য কীটবিশেষ। (সুশ্রুতকল্প° ৮ অঃ)

শতকুসুমা (স্ত্রী) শতপুষ্পা, চলিত শুলফা।

শতকৃত্বস্ (অব্য°) শতবার।

শতকৃষ্ণল (ত্রি) শতসংখ্যক কৃষ্ণলপরিমিত। (তৈত্তিরীয়স° ২।৩।২।১)

শতকেসর (পুং) বর্ষপর্ব্বতবিশেষ। (ভাগবত ৫।২০।২৯)

শতকোটি (পুং) শতং কোটয়োঽগ্রাঃ শিখা যস্য। ১ বজ্র, হীরক। (অমর°) ২ সংখ্যাবিশেষ। অর্ব্বুদসংখ্যা, (লীলাবতী)

শতকৌম্ভ (ক্লী) স্বর্ণ। (বৈদ্যকনি°)

শতক্রতু (পুং) শতং ক্রতবো যস্য। ১ ইন্দ্র। ২ বহুকর্ম্মা। ৩ বহুপ্রজ্ঞ।

"ব্রহ্মাণম্বা শতক্রত উদংশমিব যেমিরে" (ঋক্ ১০।১০।১)

'হে শতক্রতো বহুকর্ম্মন্ বহুপ্রজ্ঞ বা।' (সায়ণ)

শতক্রতুদ্রুম (পুং) কল্পবৃক্ষ বৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

শতক্রতুপ্রস্থ (স্ত্রী) ইন্দ্রপ্রস্থ। (ভারত)

শতক্রতুযব (পুং) ইন্দ্রযব। (বৈদ্যকনি°)

শতক্রী (ত্রি) শতমূল্যের দ্বারা ক্রীত। (লাট্যায়ন ৯।৪।১৫)

শতখণ্ড (ক্লী) সুবর্ণ।

"সৌমেরুকং মহাধাতুঃ শতখণ্ডং মৃহুন্নকম্।" (শব্দচন্দ্রিকা°)

২ শতভাগ।

শতখণ্ডময় (ত্রি) শতখণ্ড-ময়ট্ স্বরূপার্থে। ১ সুবর্ণময়। ২ শতভাগ স্বরূপ।

শতগু (ত্রি) গোশত পরিমাণ ধনবিশিষ্ট, যাহার এক শত পরিমাণ গোধন আছে।

"যোহনাহিতাগ্নিঃ শতগুরযজ্বা চ সহস্রগুঃ।

তয়োরপি কুটুম্বাভ্যামাহরেদবিচারয়ন্।" (মনু ১১।১৪)

'শতগুঃ গোশতপরিমাণধনঃ' (কুল্লূক)

শতগুণ (ত্রি) একশত গুণ।

শতগুপ্তা (স্ত্রী) সেহুণ (Euphorbia antiquorum)

শতগ্রন্থি (স্ত্রী) শতং গ্রন্থয়ো যস্যাঃ। দূর্ব্বা। (রাজনি°)

শতগ্রাব (পুং) ভূতযোনিবিশেষ।

শতগ্ব (ত্রি) শতসংখ্যক।

শতগ্বিন্ (ত্রি) শতসংখ্যক গবাদিবিশিষ্ট। (ঋক্ ১।১২৬।৫ সায়ণ)

শতঘ্নী (স্ত্রী) শতং হন্তীতি শত-হন্-টক্-ঙীপ্। শস্ত্রবিশেষ, ইহার লক্ষণ—

"অয়ঃ কণ্টকসংছন্না শতঘ্নী মহতী শিলা।" (বিজয়রক্ষিত)

একটী বৃহৎ শিলাখণ্ড লৌহকণ্টকসমূহ দ্বারা পরিবৃত হইলে তাহাকে শতঘ্নী কহে।

মল্লিনাথ রঘুবংশ-টীকায় লৌহকণ্টককীলিত যষ্টি বিশেষকে শতঘ্নী শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"অয়ঃ শঙ্কুচিতাং রক্ষঃ শতঘ্নীমথ শত্রবে।" (রঘু ১২।৯৫)

'শতঘ্নীং লৌহকণ্টককীলিতযষ্টিবিশেষাং'

'শতঘ্নী তু চতুস্তালা লৌহকণ্টকসঞ্চিতা যষ্টিঃ।' (মল্লিনাথ)

এই সকল শস্ত্র দুর্গের চারিদিকে রাখিতে হয়।

"দুর্গঞ্চ পরিখোপেতং চাট্টালকসংযুতম্।

শতঘ্নী যন্ত্রমুখ্যৈশ্চ শতশশ্চ সমাবৃতম্॥" (মৎস্যপু° ১৯১অঃ)

২ বৃশ্চিকালী। ৩ করঞ্জক। (মেদিনী) ৪ গলরোগ-বিশেষ। ইহার লক্ষণ—

"বর্ত্তির্ঘনা কণ্ঠনিরোধিনী যা চিতাতিমাত্রং পিশিতপ্ররোহৈঃ।

অনেককৃক্প্রাণহরী ত্রিদোষা জ্ঞেয়া শতঘ্নী সদৃশী শতঘ্নী॥"

(ভাবপ্র° গলরোগা°)

যে গলরোগে ত্রিদোষের প্রকোপ হেতু গলমধ্যে বর্ত্তিসদৃশ কঠিন, কণ্ঠরোধকারী, বাতাদি ভেদে নানা প্রকার বেদনা যুক্ত, অথচ মাংসাঙ্কুর দ্বারা পরিবৃত শোথ উৎপন্ন হয়, ঐ শোথ কণ্টকাবৃত শতঘ্নী নামক শস্ত্রের ন্যায় হইলে তাহাকে শতঘ্নী রোগ কহে। এই রোগ অতিশয় কষ্টদায়ক এবং অসাধ্য। ইহাতে রোগীর প্রাণনাশ হয়। [গলরোগ দেখ।]

শতচক্র (ত্রি) শতকরণসাধন, বহুযাগনিষ্পাদন। বহুধনের কর্ত্তা। (ঋক্ ১০।১৪৪।৪)

শতচণ্ডী (স্ত্রী) শতরূপ চণ্ডী-পাঠ।

শতচন্দ্র (ত্রি) একশতচন্দ্র তুল্য।

শতচন্দ্রিত (ত্রি) শতচন্দ্রযুক্ত।

শতচর্ম্মন্ (ত্রি) শতচর্ম্মসূত্র বিনির্ম্মিত (রজ্জু)। (ভারত অনুশাসনপর্ব্ব)

শতচ্ছদ (পুং) শতং ছদা যস্য। ১ কাষ্ঠকুট্ট পক্ষী, চলিত কাঠ-ঠোকরা পাখী। (ত্রিকা°) ২ শতদল পদ্ম।

শতজটা (স্ত্রী) শতমূলী।

শতজিৎ (পুং) ১ বিষ্ণু। ২ রজের পুত্র। (বিষ্ণুপু°) ৩ বিরাজের পুত্র। (ভাগবত ৫।১৫।১৩) ৪ সহস্রজিতের পুত্র। (ভাগ° ৯।২৩।২০) ৫ ভজমানের পুত্র। (ভাগ° ৯।২৪।৮) ৬ যক্ষভেদ। (ভাগ° ১২।১১।৪৩)

শতজিহ্ব (ত্রি) শিব। (ভারত ১২ পর্ব্ব)

শতজীবন্ (ত্রি) শতং জীবতি জীব-ণিনি। যাহারা শতবর্ষ জীবন ধারণ করে।

শতজ্যোতিস্ (পুং) সুভ্রাজের পুত্র। (ভারত ১।৪৪)

শততন্তি (স্ত্রী) শততন্ত্রী।

শততম (ত্রি) শত-তমপ্ পূরণার্থে। শতসংখ্যার পূরণ।

শততহ (পুং) শতছিদ্র।

শততারা (স্ত্রী শতং তারা যস্যাং। শতভিষা নক্ষত্র, এই নক্ষত্রে শত তারা আছে।

শতভিন্ (পুং) রাজপুত্রভেদ। (বিষ্ণুপু° ২।১।৪১)

শততেজস্ (ত্রি) ব্যাসের নামান্তর।

শতদ (ত্রি) শতং দদাতি দা-ক। শতসংখ্যক দানকারী, যিনি এক শত দান করেন।

শতদক্ষিণ (ত্রি) শতদক্ষিণাযুক্ত।

শতদৎ (ত্রি) শতদন্তবিশিষ্ট, চিরুণী।

শতদন্তিকা (স্ত্রী) নাগদন্তী। (রাজনি°)

শতদল (ক্লী) শতং দলানি যস্য। পদ্ম।

শতদলমল্লিকা (স্ত্রী) স্বনামখ্যাত পুষ্পক্ষুপ। (পর্য্যায়মু°)

শতদলা (স্ত্রী) ১ শতপত্রী পুষ্পবৃক্ষ, চলিত সেউতি। ২ গোলাপ।

শতদা (ত্রি) শত-দা-কিপ্। শতদানকারী।

শতদাতু (ত্রি) শতসংখ্যক।

শতদায় (ত্রি) ১ প্রচুর ধনযুক্ত। ২ শতদানপটু।

শতদারুক (পুং) কীটবিশেষ। (সুশ্রুত)

শতদ্যুম্ন (পুং) ১ ঋষিভেদ। (তৈত্তিরীয়ব্রা° ১।৫।২।১) ২ রাজভেদ। (ভারত ১০ পর্ব্ব) ৩ চাক্ষুষ মনুর পুত্রভেদ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৭৬।৫৫) ৪ ভানুমন্তের পুত্র। (ভাগবত ৯।১৩।২১)

শতদ্রু (স্ত্রী) শতধা দ্রবতীতি শত-দ্রু (শেতে চ। উণ্ ১।৩৬) ইতি কু। নদীবিশেষ। পর্য্যায়—শিতদ্রু, শুতুদ্রি, শতদ্রু। (অমর) ইহার নামনিরুক্তি। "শতধা বিদ্রুতা যস্মাচ্ছতদ্রুরিতি বিশ্রুতা।" (ভারত ১।১৭৮।৯) এই নদী শতভাগে বিদ্রুতা হইয়াছিল, এই জন্য ইহার নাম শতদ্রু হইয়াছে। মহাভারতে এই নদীর বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে, পুত্রশোকাতুর বশিষ্ঠ হিমালয় হইতে উৎপন্ন এক খরস্রোতা নদী দেখিয়া তাহার জলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিবেন বলিয়া তাহাতে পতিত হইলেন, সেই নদী বিপ্রকে অগ্নিতুল্য বোধ করিয়া শতধা হইয়া বিদ্রুতা হইল, এই নিমিত্ত ঐ নদী তদবধি শতদ্রু নামে বিখ্যাতা হইয়াছে। (ভারত ১।১৭৮ অঃ) ঋগ্বেদে এই নদী শুতুদ্রি নামে অভিহিত।

এই নদীর জলগুণ—শীতল, লঘু, স্বাদু, সর্ব্বাময়নাশক, নির্ম্মল, দীপন, পাচন, বল, বুদ্ধি, মেধা ও আয়ুর্ব্বর্দ্ধক।

"শতদ্রোর্বিপাশাযুক্তঃ সিন্ধুনদ্যাঃ
সুশীতং লঘু স্বাদু সর্ব্বাময়ঘ্নম্।
জলং নির্ম্মলং দীপনং পাচনঞ্চ
প্রদত্তে বলং বুদ্ধি মেধায়ুষঞ্চ॥" (রাজনি°)

শতদ্রু পঞ্চনদপ্রদেশের একটী সুবিখ্যাত নদী। চীনশাসনাধীন হিমালয় প্রদেশে শতদ্রু নদীর উৎপত্তিস্থান। সিন্ধু নদের সহিত শতদ্রু সম্মিলিত হইয়াছে। এই নদী কৈলাস পর্ব্বতের পাদদেশ বিধৌত করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। পুরাণাদি পাঠে জানা যায়, মানস সরোবর হইতেই শতদ্রুর উৎপত্তি। আবার অপর কোন পৌরাণিক বৃত্তান্তে প্রকাশ, শতদ্রু নদী রাবণহ্রদ হইতে সমুৎপন্ন। রাবণহ্রদ মানস-সরোবরের পশ্চিম। ব্রহ্মপুত্র ও সিন্ধুর উৎপত্তিস্থলের নিকট হইতেই শতদ্রু উৎপন্ন হইয়াছে। মানস-সরোবর ও রাবণহ্রদ পাশাপাশি ভাবে অবস্থিত। শতদ্রুর উৎপত্তিস্থান সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মতের সামঞ্জস্য করা বড় কঠিন নহে। ব্রহ্মপুত্র নদ পূর্ব্বদিকে, সিন্ধু পশ্চিম দিকে এবং শতদ্রু দক্ষিণপশ্চিম দিকে প্রবাহিত হইতেছে। ইহার উৎপত্তিস্থান আমাদের এই সমতল ভূখণ্ড হইতে ১৫২০০ ফিট উর্দ্ধে অবস্থিত। এই পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে শতদ্রু নদীর যে স্থানে প্রথমতঃ সমতল ভূমিতে নিপতিত হইয়াছে, সেই ভূখণ্ডের নাম গর্ব্ব ... সমতল ভূমিতে ইহার গভীরতা প্রায় ৪৫০০ ফিট্। চীন দেশের পূর্ব্বীয় ষ্টেসন সিপকী নামক স্থান হইতে শতদ্রু সোজা দক্ষিণ দিকে ধাবিত হইয়াছে। হিমালয়ের প্রস্তরময় প্রদেশের মধ্য দিয়া এই স্থানে শতদ্রু যেরূপ ভাবে প্রবাহিত হইতেছে, ভ্রমণকারীরা তাহার বিবরণ কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। হিমালয়ের মধ্য দিয়া শতদ্রু প্রবাহিত। এই স্থানে শতদ্রুর প্রস্তরময় তটের উচ্চতা প্রায় ২০০০০ ফিট্। সিপকীতেও সামুদ্রতট হইতে উচ্চতা ১০০০০ ফিটের কম নহে। হিমালয়ের প্রান্তভাগ হইতে শতদ্রু বসহর ষ্টেট ও বিলাসপুরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। বিলাসপুর সমতল ভূমিখণ্ড হইতে প্রায় ৩০০০ ফিট উচ্চ।

বিলাসপুরের সীমা ছাড়িয়া শতদ্রু বৃটীশরাজ্যে পতিত হইয়াছে। দুইশত মাইল পর্য্যন্ত নির্জ্জন পার্ব্বত্য প্রদেশ দিয়া প্রবাহিত হইতে হইতে লিবা স্পিতি নদীর সহিত সংমিলিত হইয়াছে। এই স্থান হইতে এই উভয় প্রবাহ একত্র সংমিলিত হইয়া দক্ষিণপশ্চিম দিকে বসাহর ও সিমলা পাহাড় পথে হুসিয়ারপুর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। এই স্থান হইতে শতদ্রু শিবালিক পর্ব্বতমালার পার্শ্ব বেষ্টন করিয়া দক্ষিণদিকে ধাবিত হইয়াছে। শতদ্রু দ্বারা হোসিয়ারপুর ও অম্বালা বিভক্ত হইয়াছে। অতঃপর শতদ্রু প্রবাহ উত্তরে জালন্ধর এবং অম্বালা, লুধিয়ানা ও ফিরোজপুর দক্ষিণে রাখিয়া কপূরতলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। কপূরতলার দক্ষিণপশ্চিম কোণে শতদ্রু নদীতে বিয়স্ নদ সংমিলিত হইয়াছে। এই সংমিলিত জলপ্রবাহ এই স্থান হইতে বরাবর দক্ষিণপশ্চিম দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। ইহার দক্ষিণ-পূর্ব্বতটে ফিরোজপুর, সির্সা ও বহাবালপুর অবস্থিত। উত্তরপশ্চিম প্রান্তে বারিদোয়াব, লাহোরের কিয়দংশ, মণ্টগোমারী, ও মুলতান জেলা অবস্থিত। এই সংমিলিত বিপুল জলপ্রবাহের তটপার্শ্ববর্ত্তী ভূমিখণ্ডের অধিকাংশ স্থলই শ্যামল শস্যশোভা পরিশোভিত। উত্তর পার্শ্বের তটভূমি উচ্চ। কিন্তু নিম্ন অংশে রাজপুতনা অঞ্চলে তট পার্শ্ববর্ত্তী ভূমি তেমন উর্ব্বরা নহে। মদবালার নিকট শতদ্রু চিনাব নদের সহিত সংমিলিত হইয়াছে। এই স্থানে নদীগুলি পঞ্চনদ নামে খ্যাত।

শতদ্রু ৯০০ মাইল পথ ভ্রমণ করিতে করিতে মিথুনকোটের নিকটে সিন্ধু নদের সহিত সংমিলিত হইয়াছে। মিথুনকোট সামুদ্র সমতলভূমি হইতে ২৫৮ ফিট উর্দ্ধে অবস্থিত। জুন, জুলাই ও আগষ্ট এই তিন মাসে শতদ্রুর বর্ষার প্লাবন পরিলক্ষিত হয়। ফিলোরের নিকট শতদ্রুর বক্ষে একটী রেলওয়ে সেতু এবং বহাবালপুরের নিকটেও আর একটী সেতু আছে। বর্ষার সময়ে ফিরোজপুর পর্য্যন্ত ষ্টিমার চলিতে পারে।

শতক্রতুকা (স্ত্রী) শতক্রতু-স্বার্থে কন্ টাপ্। শতক্রতুপত্নী।

শতক্রতুজ (পুং) শতক্রতুতীরবাসী। (মার্কণ্ডেয়পু° ৫৭।৩৭)

শতক্রতুতি (স্ত্রী) সমুদ্রের কন্যা ও বর্হিষদের পত্নী। (ভাগ° ৪।২৪।১৩)

শতধনু (ত্রি) শতসংখ্যক ধনযুক্ত।

শতদ্বার (ত্রি) শতং দ্বারাণি যস্য। শতদ্বার বিশিষ্ট, যাহার শতটী প্রবেশপথ আছে।

শতধনুস্ (পুং) যদুবংশীয় রাজভেদ, হৃদিক রাজপুত্র। (ভাগবত ৯।২৪।২৭)

শতধন্য (ত্রি) শতবার ধন্যবাদের পাত্র।

শতধন্বন্ (ত্রি) ১ বহুধনুর্দ্ধারী। (শুক্লযজুঃ ১৬।২৯) ২ রাজভেদ। (হরিবংশ) ৩ ঋষিভেদ। (পা ৭। ।১৩৩)

শতধর (পুং) রাজভেদ। (বায়ুপুরাণ)

শতধা (অব্যয়, শত প্রকারে ধাচ্। ১ শত প্রকার। (স্ত্রী) ২ দূর্ব্বা। (শব্দচ°)

শতধামন্ (পুং) শতং ধামানি বর্চ্চাংসি যস্য। বিষ্ণু। (জটাধর)

শতধার (ক্লী) শতং ধারাঃ কোণা যস্য। ১ বজ্র। (ত্রিকা°) ২ শত ধারাযুক্ত।

"বসোঃ পবিত্রমসি শতং ধারং বসোঃ পবিত্রমসি সহস্রধারং।" (পশুপতিপদ্ধতি)

শতধারবন (ক্লী) তীর্থভেদ।

শতধৃতি (পুং) ১ ইন্দ্র। ২ ব্রহ্মা। (মেদিনী) ৩ স্বর্গ। (বিশ্ব)

শতধেনুতন্ত্র (ক্লী) তন্ত্রভেদ।

শতধৌত (ত্রি) শতধা ধৌত, যাহা একশত বার ধৌত করা হইয়াছে।

শতধৌতঘৃত (ক্লী) ঘৃত শতবার উত্তপ্ত করিয়া শীতল জলে নির্ব্বাপিত করিলে তাহাকে শতধৌতঘৃত কহে। অথবা ঘৃত শীতল জলে এক শতবার ফেলিয়া ধৌত করিলে তাহাকেও শতধৌতঘৃত বলে।

"শতং বারান্ শীততোয়েন ধৌতং ফেনিতং ঘৃতম্।" (সিদ্ধযোগ বাহচি°)

শতনির্হ্রাদ (পুং) বহুভীষণ শব্দযুক্ত। স্ত্রিয়াং টাপ্। (ভারত ৫ পর্ব্ব)

শতনেত্রিকা (স্ত্রী) শতাবরী। (রাজনি°)

শতপতি (পুং) শতভেদ। (পা ৭।১।৮৪)

শতপত্র (ক্লী) শতং পত্রাণি যস্য। ১ পদ্ম। (অমর) (পুং) শতং পত্রাণি পক্ষা যস্য। ২ ময়ূর। ৩ সারস। ৪ দার্ব্বাঘাট পক্ষী। ৫ রাজকীর, চলিত তুরী পাখী। (রাজনি°)

শতপত্রক (পুং) শতপত্র স্বার্থে কন্। শতপত্র শব্দার্থ।

শতপত্রনিবাস (পুং) শতপত্রে নিবাসো যস্য। ১ ব্রহ্মা। (কবিকল্পলতা) (ত্রি) ২ পদ্মস্থ।

শতপত্রযোনি (পুং) শতপত্রং যোনিঃ উৎপত্তিস্থানং যস্য। পদ্মযোনি, ব্রহ্মা।

শতপত্রিকা (স্ত্রী) শতপত্র-কন্ টাপ্ অত ইত্বং। শতপত্রী।

শতপত্রী (স্ত্রী) শতং পত্রাণি যস্যাঃ ঙীপ্। পুষ্পবিশেষ। শতদলমল্লিকা, শ্বেত বা পাটলবর্ণ গোলাপ ফুল, চলিত সেউতী। হিন্দী সেবতী, গুলাব। কালিঙ্গ সেবন্তিগে। তৈলঙ্গ চেমন্তি চেট্টু। পর্য্যায়—সুমনাঃ, সুশীতা, শিববল্লভা, সৌম্যগন্ধী, শতদলা, সুবৃত্তা, শতপত্রিকা। গুণ—শীতল, তিক্ত, কষায়; কুষ্ঠ, মুখরোগ, স্ফোটক, পিত্ত ও দাহনাশক, রুচিকর ও সুগন্ধি। (রাজনি°)

শতপথ, শুক্ল যজুঃ বা বাজসনেয়িদিগের শাখাভেদ।

শতপথব্রাহ্মণ, শুক্ল যজুর্ব্বেদের ব্রাহ্মণভেদ। [বেদ দেখ।]

শতপথিক (ত্রি) শতপথমধীতে তদ্বেদ বেত্তি বা (শতষষ্টেঃ-ষিকন্ পথো বহুলম্। পা ৪। ২। ৬০) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা শত শব্দোত্তর পথিন্ শব্দাৎ ষিকন্। ১ শতপথ মতাবলম্বী। ২ নানাপথগামী।

শতপথীয় (ত্রি) শতপথ ব্রাহ্মণ সম্বন্ধীয়।

শতপদ্ (ত্রি) ১ শতপদবিশিষ্ট। (ঋক্ ১।১১৬।৪।২) শতপদ, কেন্নুই নামক কীট।

শতপদ (ক্লী) একশতপদ সমন্বিত কীটভেদ, কেন্নই।

শতপদচক্র (ক্লী) শতং পদানি কোষ্ঠা যস্য তচ্চক্রমেতি। চক্রভেদ, নামদ্বারা নক্ষত্রজ্ঞানার্থ চক্র, নামকরণকালে এই চক্রানুসারে নাম রাখিতে হয়। এই চক্রানুসারে নাম রাখিলে জাতকের নামের আদ্যক্ষর দ্বারা তাহার জন্ম নক্ষত্র এবং সেই নক্ষত্রের পাদজ্ঞান ও তদনুসারে বালকের রাশিজ্ঞান হইয়া থাকে।*

* "চক্রং শতপদং বক্ষ্যে নক্ষত্রাংশাক্ষরাত্মকম্।
মাত্রাদিবর্ণভেদেন জ্ঞেয়া নক্ষত্রপাদকাস্তথা॥
তির্য্যগূর্দ্ধগতা রেখা রুদ্রসংখ্যা লিখেদ্ বুধঃ।
জায়ন্তে কোষ্ঠকান্যত্র শতৈকং নাত্র সংশয়ঃ॥
অ-ব-ক-হ-ড়া ঊর্দ্ধাঙ্কাঃ ম-ট-প-র-তা ইতিতি চাপরে॥
ন-য-ভ-জ-খা তেষ্বপি গ-স-দ-চ-লা যথাক্রমাৎ॥
পঞ্চ পঞ্চ ক্রমেণৈব বিন্যসেৎ তান্ প্রযোজয়েৎ।
পংক্তস্বরসমাযোগে একৈকং পদকং তু বৈ॥
অবর্ণান্ত্যাস্তথা জ্ঞেয়াঃ সদ্যাক্ষরযুতাস্তথা।
যথা তৈরেব্যাময় পদবর্ণনির্ণয়ঃ॥
তদূর্দ্ধরেখাক্রমেণ সেবনস্য পরিগ্রহঃ।
ঙ ঞ ণ ন ম বর্জ্জয়েৎ ত্রীণি ক্ষীণাক্ষরাণি চ॥

এই চক্র লিখনের ক্রম এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে। পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে একাদশ রেখা আবার তাহার উপর উত্তর ও দক্ষিণে একাদশ রেখা দিলে শত কোষ্ঠ হয়। শত কোষ্ঠে এই চক্র হয় বলিয়া ইহার নাম শতপদচক্র। ইহাতে ঈশান কোণের পাঁচ কোষ্ঠে অ, ব, ক, হ, ড এই পাঁচ অক্ষর, এবং অগ্নিকোণের পাঁচ কোষ্ঠে ম, ট, প, র, ত এই পাঁচ অক্ষর, নৈর্ঋত কোণের পাঁচ কোষ্ঠে ন, য, ভ, জ, খ, এবং বায়ু কোণের পাঁচ কোষ্ঠে গ, স, দ, চ, ল লিখিতে হইবে। আর আকারের কোষ্ঠের অধঃ যে চারি কোষ্ঠ তাহাতে ই, উ, এ, ও এই চারি স্বরবর্ণ এবং যে সকল হল বা ব্যঞ্জনবর্ণ ঈশান কোণ এবং অগ্নি কোণে আছে, তাহাতে ঐ কয় স্বরের যোগ করিয়া অধঃ অধঃ ক্রমে চারি চারি কোষ্ঠে লিখিতে হইবে। নৈর্ঋত কোণ ও বায়ু কোণের হলবর্ণে ঐরূপ স্বরের যোগ করিয়া উপরি উপরি ক্রমে চারি চারি কোষ্ঠে লিখিবে। ইহাতে হ্রস্ববর্ণ স্থলে দীর্ঘ বর্ণের গ্রহণ এবং এ, ও এই দুয়ে ক্রমে ঐ, ঔ, এই দুই স্বরের গ্রহণ এবং অকারে ণ, ঞ এই দুই বর্ণের এবং তালব্য সকারে দন্ত্য সকারের গ্রহণ জানিতে হইবে।

এই প্রকারে অক্ষর সকল বিন্যাস করিয়া যে কোষ্ঠে কু এই অক্ষর হইবে সেই কোষ্ঠে ঘ, ঙ, ছ এই তিন বর্ণ লিখিয়া আর্দ্রা নক্ষত্রের অঙ্ক দিবে এবং যে কোষ্ঠে পু এই অক্ষর হইবে, সেই কোষ্ঠে ষ, ণ, ঠ এই তিন অক্ষর লিখিয়া হস্তা নক্ষত্রের অঙ্ক, যে কোষ্ঠে ভু অক্ষর আছে সেই কোষ্ঠে ধ, ফ ঢ এই তিন অক্ষর লিখিয়া পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রের অঙ্ক, এবং যে কোষ্ঠে দু এই অক্ষর হইবে, তাহাতে থ, ঝ, ঞ এই অক্ষর লিখিয়া উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রের অঙ্ক দিবে। পরে অকারের কোষ্ঠ অবধি অক্ষর বিন্যাস ক্রমে অভিজিতের সহিত কৃত্তিকাদি নক্ষত্রের এক এককে চারি চারি কোষ্ঠে লিখিবে।

এই শতপদচক্রে নক্ষত্রের চারি চারি পাদে নক্ষত্রবিন্যাস

কু ঘ ঙ ছা ভবেৎ ভত্তে রৌদ্রে শীশানগোচরে।
পু ষ ণ ঠা ভবেৎ ভত্তে হস্তে চাগ্নেয়সংজ্ঞকে।
ভু ধ ফ ঢা ভবেৎ ভত্তে বায়ব্যে ভাদ্রউত্তরে।
এবং শতপদচক্রং জায়তে বহুবেদিভিঃ।
বিন্যাসি কৃত্তিকাদীনি প্রত্যেকং চতুরক্ষরৈঃ।
সাভিজিত্তাংশকাভত্র শতৈকং বামপাদিকম্।
বহুকালেককোষ্ঠস্থং ক্রমসৌম্যোঽপি বা গ্রহঃ।
ভত্রস্থো বেধবেৎ সম্যক্ পুংসো নামাদিমাক্ষরম্।
সৌম্যেবিদ্ধ শুভং জ্ঞেয়মশুভং পাপখেচরৈঃ।
মিশ্রৈর্মিশ্রকলং তত্র নির্দ্দেশেন শুভাশুভম্।
যথাত্র্যং সর্ব্বতোভদ্রে প্রবোগগ্রহবেধতঃ।
শুভাশুভফলং সর্ব্বং জানিয়াপি বিচিন্তয়েৎ।" (জ্যোতিষত)

ক্রমে চারি চারি কোষ্ঠে লিখিতে হইবে। অর্থাৎ নামের আদ্য-ক্ষর যদি 'অ' হয়, তাহা হইলে কৃত্তিকার প্রথমপাদ, 'ই' হইলে দ্বিতীয় পাদ, 'উ' হইলে তৃতীয় পাদ এবং 'এ' হইলে চতুর্থ পাদ হয়। এইরূপ সকল স্থলে জানিতে হইবে।

কোন্ নক্ষত্রের কোন্ পাদে কোন্ অক্ষর হইবে তাহা সহজে জানিবার জন্য নক্ষত্রের অক্ষর সকল বিন্যাস করিয়া দেওয়া গেল।

নক্ষত্রের নাম	১ পাদ,	২ পাদ,	৩ পাদ,	৪ পাদ
কৃত্তিকা ৩	অ	ই	উ	এ
রোহিণী ৪	ও	ব	বি	বু
মৃগশিরা ৫	বে	বো	ক	কি
আর্দ্রা ৬	কু	ঘ	ঙ	ছ
পুনর্ব্বসু ৭	কে	কো	হ	হি
পুষ্যা ৮	হু	হে	হো	ড
অশ্লেষা ৯	ডি	ডু	ডে	ডো
মঘা ১০	ম	মি	মু	মে
পূর্ব্বফল্গুনী ১১	মো	ট	টি	টু
উত্তরফল্গুনী ১২	টে	টো	প	পি
হস্তা ১৩	পু	ষ	ণ	ঠ
চিত্রা ১৪	পে	পো	র	রি
স্বাতি ১৫	রু	রে	রো	ত
বিশাখা ১৬	তি	তু	তে	তো
অনুরাধা ১৭	ন	নি	নু	নে
জ্যেষ্ঠা ১৮	নো	য	যি	যু
মূলা ১৯	যে	যো	ভ	ভি
পূর্ব্বাষাঢ়া ২০	ভু	ধ	ফ	ঢ
উত্তরাষাঢ়া ২১	ভে	ভো	জ	জি
অভিজিৎ	জু	জে	জো	খ
শ্রবণা ২২	খি	খু	খে	খো
ধনিষ্ঠা ২৩	গ	গি	গু	গে
শতভিষা ২৪	গো	স	সি	সু
পূর্ব্বভাদ্রপদ ২৫	সে	সো	দ	দি
উত্তরভাদ্রপদ ২৬	দু	থ	ঝ	ঞ
রেবতী ২৭	দে	দো	চ	চি
অশ্বিনী ১	চু	চে	চো	ল
ভরণী ২	লি	লু	লে	লো

এই সকল নক্ষত্রের চারিপাদে উক্ত অক্ষর সকল হইবে। নাম রাখিবার কালে কোন্ নক্ষত্রে জন্ম হইয়াছে, তাহা স্থির করিয়া পরে সেই নক্ষত্রের কোন্ পাদে জন্ম তাহা নিশ্চয় করিয়া

নক্ষত্রের প্রথমাদি পাদে যে অক্ষর আছে, নামের আদিতে সেই অক্ষর থাকিবে। এই চক্রানুসারে নাম রাখিলে নক্ষত্র এবং নক্ষত্রের পাদ, রাশি ও দশা এই সকলের জ্ঞান হইয়া থাকে। (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

শতপদী (স্ত্রী) শতং পাদা যস্যাঃ ঙীপ্। বহু পদযুক্ত কীট বিশেষ, চলিত কেন্নই, কাণবিছা, কাণকোটারী। পর্য্যায়—কর্ণজলৌকা, কর্ণকীটী, ভীরু, শতপাদিকা, কর্ণজলূকা, শতপাৎ, শতপাদী। (জটাধর) এই কীট আট প্রকার, যথা ১ পরুষা, ২ কৃষ্ণা, ৩ চিত্রা, ৪ কপিলিকা, ৫ পিত্তিকা, ৬ রক্তা, ৭ শ্বেতা, ৮ অগ্নিপ্রভা এই কীটে দংশন করিলে দংশন স্থানে শোথ, হৃদয়ে দাহ ও বেদনা হয়। (সুশ্রুত কল্পস্থা° ৮ অ°) ২ শতমূলী। (রাজনি°)

শতপদ্ম (ক্লী) শ্বেত কমল, শ্বেতপদ্ম।

'শতপত্রং মহাপদ্মং পুণ্ডরীকং সিতাম্বুজম্।' (রত্নমালা)

শতপয়স্ (ত্রি) শতসংখ্যক পয়োবিশিষ্ট।

"শতপয়াঃ শতসংখ্যাকানি পয়ঃ প্রভৃতীনি হবীংষি যস্য সঃ।" (শুক্লযজুঃ ১৭।৫৬ মহীধর)।

শতপর্ণ (পুং) ঋষিভেদ। ইঁহার অপত্য শাতপর্ণেয় বলিয়া খ্যাত।

শতপর্ব্বক (ত্রি) ১ শতপর্ব্ব বিশিষ্ট। ২ শতপর্ব্বা, দূর্ব্বাঘাস।

শতপর্ব্বধৃক্ (পুং) বজ্রধারী ইন্দ্র। (ভাগবত ৩।১৪।৪১)

শতপর্ব্বন্ (পুং) শতং পর্ব্বাণি যস্য। ১ বংশ। (অমর) ২ ইক্ষুভেদ। চলিত শতপোর আক।

"শতপর্ব্বা ভবেৎ কিঞ্চিৎ কোশকারগুণান্বিতঃ।
বিশেষাৎ কিঞ্চিদুষ্ণশ্চ সক্ষারঃ পবনাপহঃ॥" (ভাবপ্রকাশ)

৩ শতপর্ব্ববিশিষ্ট বজ্র। (ঋক্ ১।৮০।৬)

শতপর্ব্বা (স্ত্রী) শতং পর্ব্বাণি যস্যাঃ। ১ দূর্ব্বা। ২ বচা। ৩ ভার্গব (শুক্রের) পত্নী। (ভারত ৫।১১৭।১৩) ৪ কোজাগর পূর্ণিমা। (শব্দরত্না°) ৫ কটুকা। ৬ শ্বেতদূর্ব্বা। ৭ নীলদূর্ব্বা। ৮ কলম্বীশাক। (ভাবপ্র°)

শতপর্ব্বিকা (স্ত্রী) শতপ কন্-টাপি অত ইত্বং। ১ দূর্ব্বা। ২ বচা। (মেদিনী) ৩ যব। (শব্দরত্না°)

শতপর্ব্বেশ (পুং) শত পর্ব্বায়া ঈশঃ। শুক্রগ্রহ। (ত্রিকা°)

শতপবিত্র (ত্রি) বহুপবিত্ররূপবিশিষ্ট। (জল) স্ত্রিয়াং টাপ্। (শতং বহূনি পাবমানে পাবনানি রূপাণি যাসাম্ তাঃ। ঋক্ ৭।৪৭।৩ সায়ণ)

শতপাৎ [দ] (স্ত্রী) শতং পাদা যস্যাঃ পাদস্য পাৎ। কর্ণজলৌকা। কাণকোটারী। (জটাধর)

শতপাদক (পুং) অগ্নিপ্রকৃতিকীটবিশেষ।

শতপাদিকা (স্ত্রী) শতপাদ স্বার্থে কন্-টাপ্ অত ইত্বং। ১ কাকোলী। (জটাধর) ২ কর্ণজলৌকা। (শব্দরত্না°)

শতপাদী (স্ত্রী) শ্বেতকটভীবৃক্ষ। (রাজনি°) ২ নীলাপরাজিতা। (বৈদ্যকনি°)

শতপাল (পুং) শতং পালয়তি পাল-অচ্। শতপালক, যিনি শতকে পালন করেন।

শতপুত্র (ত্রি) শতং পুত্রা যস্য। শতপুত্রবিশিষ্ট, যাহার একশত পুত্র।

শতপুত্রী (স্ত্রী) ১ ক্ষুদ্র শতমূলী। (রসেন্দ্রসারস°) ২ লঘুঘোষা, ক্ষুদ্রঘোষা। (বৈদ্যকনি°)

শতপুষ্প (পুং) কিরাতার্জ্জুনীয় গ্রন্থকর্ত্তা ভারবিনামক কবি। (ত্রিকা°) ২ ষষ্টিক শালিধান্য, চলিত যেটেধান। (বৈদ্যকনি°)

শতপুষ্পা (স্ত্রী) শতং পুষ্পাণি যস্যাঃ। শাকবিশেষ, চলিত শুলফা। (Peucedanum Sowa, P. Graveolens) হিন্দী সোয়া। সংস্কৃত পর্য্যায়—সিতচ্ছত্রা, অতিচ্ছত্রা, মধুরা, মিসি, অবাক্পুষ্পী, কারবী, শতাক্ষী, শতপুষ্পিকা, মধুরিকা, শতাহ্বা, ছত্রা, মিশী, মাধবী, ঘোষা। গুণ—মধুর, বাতপিত্তহর, গুরু। (রাজব°) ২ ক্ষুপবিশেষ, চলিত মৌরী। পর্য্যায়—শতাহ্বা, মিসি, ঘোষা, পোতিকা, অতিচ্ছত্রা, অবাক্পুষ্পী, মাধবী, কারবী, শিফা, সংঘাতপত্রিকা, ছত্রা, বজ্রপুষ্পা, সুপুষ্পিকা, শতপ্রসূনা, বহলা, পুষ্পাহ্বা, শতপত্রিকা, বনপুষ্পা, ভূরিপুষ্পা, সুগন্ধা, সূক্ষ্মপত্রিকা, মধুরিকা, অতিচ্ছত্রা। গুণ—কটু, তিক্ত, স্নিগ্ধ, শ্লেষ্মা, অতিসার, জ্বর, নেত্ররোগ ও ব্রণনাশক এবং বস্তিকার্য্যে প্রশস্ত।

ইহার দলগুণ—উষ্ণ, মধুর, গুল্ম, শূল ও বাতনাশক, দীপন, পথ্য, পিত্তহারক ও রুচিদায়ক। (রাজনি°)

শতপুষ্পিকা (স্ত্রী) শতপুষ্পা, স্বার্থে কন্ টাপি অত ইত্বং। শতপুষ্পা। (শব্দরত্না°)

শতপোদক (পুং) শতপোনক নামক ভগন্দর রোগ।

শতপোনক (পুং) শূকরোগ বিশেষ। ইহার লক্ষণ—

"ছিদ্রৈরণুমুখৈর্লিঙ্গং চিতং যস্য সমন্ততঃ।
বাতশোণিতজো ব্যাধিঃ বিজ্ঞেয়ঃ শতপোনকঃ॥
শতপোনকঃ চালনী, তদ্বৎ ল্লাষাৎ শতপোনকঃ॥"

(ভাবপ্রকাশ শূকরোগাধি°)

লিঙ্গে চালনীর ন্যায় সূক্ষ্মমুখবিশিষ্ট ছিদ্র দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইলে তাহাকে শতপোনক নামক শূকদোষ কহে। বাত রক্ত কুপিত হইয়া এই রোগ জন্মে। [শূকরোগ দেখ]

২ ভগন্দররোগ বিশেষ।

"কষায়রুক্ষৈরতিকোপিতোঽনিলঃ
ত্বপানদেশে পিড়কাং করোতি যাম্।
উপেক্ষণাৎ পাকমুপৈতি দারুণং।
রুজা চ ভিন্নারুণফেনবাহিনী॥"

তত্রাগতো বৃত্রপুরীষরেতসাম্
প্রবৈরমেকৈঃ শতপোনকং বদেৎ ।"
(মাধবনি° ভগন্দররোগ)

কষায়রস এবং রুক্ষদ্রব্য সেবন দ্বারা বায়ু অতিশয় কুপিত হইয়া গুহ্যদেশে পীড়কা উৎপাদন করে, যদি আলস্যবশতঃ ঐ পীড়ার রীতিমত চিকিৎসা করা না হয়, তাহা হইলে উহা অত্যন্ত বেদনার সহিত পাকিয়া উঠে, এবং ভিন্ন হইলে অরুণবর্ণ অথচ সফেন স্রাব নির্গত হয়, ঐ ছিদ্র হইতে মূত্র, পুরীষ ও শুক্র নির্গত হইয়া থাকে, এই রোগে গুহ্যদেশে চালনীর ন্যায় অধিক ছিদ্র হয়, এইজন্য ইহাকে শতপোনক কহে।

[ভগন্দররোগ দেখ]

শতপোর (পুং) ইক্ষুবিশেষ। গুণ ঈষদুষ্ণ, বাতশান্তিকর।
(সুশ্রুত সূত্র ৪৫ অ°)

শতপ্রদ (ত্রি) শতদানশীল। (নিরু° ১১।৩১)

শতপ্রভেদন (পুং) ঋষিভেদ। ইনি ঋক্ ১০।১১৩ সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা। ইনি বৈরূপ গোত্রীয়।

শতপ্রসব (পুং) কম্বলবর্হির পুত্রভেদ। (হরিবংশ)

শতপ্রসূতি (পুং) [শতপ্রসব দেখ।]

শতপ্রসূনা (স্ত্রী) শতং প্রসূনানি পুষ্পাণি যস্যাঃ। শতপুষ্পা।

শতপ্রাস (পুং) শতং প্রাসা ইব কলানি যস্য। করবীর বৃক্ষ।

শতবলা (স্ত্রী) নদীভেদ। (ভারত ভীষ্মপর্ব্ব)

শতবলাক (পুং) বৈদিক আচার্য্যভেদ। (বায়ুপু°)

শতবলাক্ষ (পুং) মৌদ্গল্য গোত্রসম্ভূত একজন বৈয়াকরণ।
(নিরুক্ত ১১।৬)

শতবলি (পুং) ১ মৎস্য। (আপস্তম্ব ২।১৭।২) ২ বানরভেদ।
(রামায়ণ ৪।৩৩।১৪)

শতবাহু (পুং) ১ বায়ব্য কীট বিশেষ। (সুশ্রুত কল্পস্থা° ৮অ°) ২ অসুরভেদ। (ভাগ° ৭।২।৪) ৩ মারপুত্র। (ললিতবিস্তর) (ত্রি) ৪ শতবাহুবিশিষ্ট। (তৈত্তিরীয় আর° ১০।১।৬) (স্ত্রী) ৫ দেবতাবিশেষ।

শতবুদ্ধি (ত্রি) ১ বহুবুদ্ধিধারী। ২ পঞ্চতন্ত্রোক্ত মৎস্যবিশেষ।

শতভিষ (পুং) শতভিষা নক্ষত্র।

শতভিষজ্ (স্ত্রী) শতং ভিষজ ইব তারা যত্র। শতভিষা নক্ষত্র। (শব্দরত্না°) (ত্রি) ২ শতভিষা নক্ষত্রে জাত ব্যক্তি।
(পাণিনি ৪।৩।৩৬)

শতভিষা (স্ত্রী) অশ্বিনী প্রভৃতি সপ্ত বিংশতি নক্ষত্রের অন্তর্গত চতুর্বিংশতি নক্ষত্র। পর্য্যায় শতভিষক্। এই নক্ষত্র মণ্ডলাকৃতি, এই নক্ষত্রে একশত তারা মণ্ডলাকৃতিতে বিদ্যমান আছে।

"মণ্ডলাভশততারকাযুতে বারুণাভিধ নভসঃ প্রচেতসি।
মৃগশৈলধরণীমিতাঃ কলাঃ শারদেন্দুমুখি তাবুরেষযুঃ॥"
(কালিদাস কৃত রাত্রিলগ্নানি°)

এই নক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বরুণ। ইহা ঊর্দ্ধমুখ নক্ষত্র। এই নক্ষত্রে জন্ম হইলে কুম্ভরাশি হয় এবং জাতক আর্ত শীতার্ত্ত, সাহসী, নিষ্ঠুর, চতুর ও বৈরিহন্তা হইয়া থাকে।

"শীতভীতিরতিসাহসী সদা
নিষ্ঠুরো হি চতুরো নরো ভবেৎ।
বৈরিণামতিশয়েন দারুণো
বারুণোডু যদি যস্য সম্ভবে॥" (কোষ্ঠীপ্রদীপ)

শতভিষা নক্ষত্রযুক্ত রবি, শনি বা মঙ্গলবারে রোগোৎপন্ন হইলে রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে।

"শিববশতভিষবাতো যাম্যসর্পাস্ত্রিপূর্ব্বাঃ
শনিরবিকুজবারে ভূতগোষ্ঠীনবম্যাম্।
ইহ হি মরণযোগে যোহি রোগোপযুক্তঃ
পশুপতিসমদেহঃ সোঽপি মৃত্যুং প্রযাতি॥"
(জ্যোতিঃসারধৃত কৌশিক বচন)

অষ্টোত্তরী মতে শতভিষা নক্ষত্রে জাত হইলে রাহুর দশা হইয়া থাকে। এই নক্ষত্র সমগ্র পাইলে ৪ বৎসর ভোগ হয়। সাধারণতঃ ৬০ দণ্ড নক্ষত্রমান ধরিলে নক্ষত্রের প্রতিপদে একবৎসর, প্রতিদণ্ডে ২৪ দিন এবং প্রতিপদে ২৪ দণ্ড করিয়া ভোগ জানিতে হইবে। কিন্তু সূক্ষ্ম হিসাব করিলে নক্ষত্রমান যত দণ্ড হইবে সেই সকল দণ্ডে ৪ বৎসর ভোগ হইবে। বিংশোত্তরী মতেও শতভিষা নক্ষত্রে রাহুর দশা হইয়া থাকে।

শতভীরু (স্ত্রী) শতং বহবো বিয়োগিনো ভীরবোঽস্যাঃ। মল্লিকা পুষ্পবৃক্ষ। (অমর) ভরত ইহার পাঠান্তর শীতভীরু, এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

শতভুজি (ত্রি) ১ অত্যন্ত বিস্তীর্ণ। ২ শতগুণ। (সায়ণ) ৩ বহুসংখ্যক ভুজ (প্রাচীরাদি) বেষ্টিত। ৪ অসংখ্যজাত-ভোগবৎ। (ঋক্ ১।১৬৬।৮ সায়ণ)

শতভৃষ্টি (স্ত্রী) অতিশয় তীক্ষ্ণ বা ধারাগ্র। (তৈত্তি°স° ২।৩।১৩।১)

শতমখ (পুং) শতং মখা যজ্ঞা যস্য। ১ ইন্দ্র। (হলায়ুধ)

শতমন্যু (পুং) শতং মন্যবো ক্রতবো যস্য। ১ ইন্দ্র। (অমর) (ত্রি) ২ শতযজ্ঞকারী। (নি) ৩ বহুক্রোধ।

"ধীরঃ শতমন্যুরিন্দ্রঃ" (ঋক্ ১।১০৩।৭) 'শতমন্যুঃ বহুযজ্ঞঃ বহুক্রোধো বা' (সায়ণ)

শতমন্যুকণ্ঠিন্ (স্ত্রী) বৃক্ষভেদ।

শতময় (ত্রি) শত স্বরূপে ময়ট্। শত স্বরূপ, এক শত।

শতময়ূখ (ত্রি) ১ বহু রশ্মিবিশিষ্ট। (পুং) ২ চন্দ্র।

শতমার্ষ্টি (পুং) মার্ষ্টি নামধেয় বৈদিক আচার্য্যের বংশপরম্পরা।

শতমান (পুং ক্লী) ১ রূপ্যমল, চলিত রূপার খাদ। ২ আঢ়ক। (অমর)

"ধরণানি দশ জ্ঞেয়া শতমানস্তু রাজতঃ।
চতুঃ সৌবর্ণিকো নিষ্কো বিজ্ঞেয়স্তু প্রমাণতঃ॥" (মনু ৮।১৩৭)

(ত্রি) ৩ শতলোকপূজ্য, জগৎপূজ্য।

"ইন্দ্রস্য রূপং শতমানমায়ুশ্চন্দ্রেণ জ্যোতিরমৃতং দধানাঃ।"
(শুক্ল যজু° ১৯।৯৩) 'শতমানং অনেকেষাং প্রাণিনাং মানং পূজা যস্মিন্ তৎ জগৎপূজ্যম্' (মহীধর)

শতমায় (ত্রি) বহুমায়াবিৎ।

শতমার্জ (পুং) শতং শতবারং মার্জ্জয়তি শস্ত্রাণীতি মৃজ ণত্বৌ ণিচ্-অচ্। অস্ত্রকারক। কেহ কেহ ইহার পাঠান্তর শস্ত্রমার্জ্জ বলিয়া থাকেন।

শতমারিন্ (পুং) ১ বৈদ্য, উত্তম চিকিৎসক, যিনি লোকের শতবার মারণ করিয়াছেন। ২ শত শত্রুহন্তা।

শতমুখ (ত্রি) ১ অসুরভেদ। (ভারত ১৩ পর্ব্ব) ২ শিবগণভেদ। (হরিবংশ) স্ত্রিয়াং ঙীপ্। শতমুখী, দুর্গা। (হেম)

শতমূতি (ত্রি) বহুবিধ রক্ষণোপেত। (ঋক্ ১।১০২।৬ সায়ণ)

শতমূলা (স্ত্রী) শতং মূলানি যস্যাঃ। ১ দূর্ব্বা। ২ বচা। (রাজনি°)

শতমূলিকা (স্ত্রী) শতং মূলানি যস্যাঃ ততঃ স্বার্থে কন্। ১ দ্রবন্তী, দন্তী বিশেষ। ২ মহামূষিককর্ণী, চলিত বড় ইন্দুরকাণী।

শতমূলী (স্ত্রী) শতং মূলানি যস্যাঃ (পাককর্ণেতি। পা ৪।১।৬৪) ইতি ঙীষ্। স্বনামখ্যাত ঔষধ বিশেষ। পর্য্যায়— বহুসুতা, অভীরু, ইন্দীবরী, বরী, ঋষ্যপ্রোক্তা, ভীরুপত্রী, নারায়ণী, শতাবরী, অহেরু, রঞ্জিনী, শচী, দ্বিপিশত্রু, ঋষ্যগন্ধা, শতপদী, পীবরী, ধীবরী, বৃষ্যা, দিব্যা, দীপিকা, দুরুকণ্টিকা, সূক্ষ্মপত্রা, সুপত্রা, বহুমূলা, শতাহ্বয়া, স্বাদুরসা, শতাহ্বা, লঘুপর্ণিকা, আত্মগুপ্তা জটা, মূলা, শতবীর্য্যা, মহৌষধী, মধুরা, শতমূলা, কেশিকা, শতপত্রিকা, বিষহা, বৈষ্ণবী, পারকী, বাসুদেবপ্রিয়ঙ্করী, দুর্ম্মনা, তৈলবল্লী। গুণ—বৃষ্য, মধুর, শীতল, মেহ, কফ, বাত ও পিত্তনাশক। তিক্ত ও রসায়ন। (রাজনি°)

শতমূল্যাদিলৌহ, রক্তপিত্তরোগে ফলপ্রদ ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—শতমূলী, চিনি, ধনে, নাগেশ্বর, রক্তচন্দন, ত্রিকটু, ত্রিফলা, ত্রিমদ (বিড়ঙ্গ, মুতা, চিতামূল), ও কৃষ্ণতিল ইহাদের এক এক ভাগ, সমুদায়ের সমান লৌহ। এই সমস্ত দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া লইতে হইবে। মাত্রা ১ মাষা। অনুপান মধু। ইহা সেবন করিলে তৃষ্ণা, দাহ, জ্বর, বমি ও রক্তপিত্ত উপশমিত হয়।

শতযজ্ঞোপলক্ষিত (পুং) ইন্দ্র।

শতযজ্বন্ (ত্রি) শতযজ্ঞকারী। (পুং) শতক্রতু, ইন্দ্র।

শতযষ্টিক (পুং) শতং যষ্টয়ো যস্য বহু। শত লতিকাহার, একশ লহর হার, পর্য্যায় দেবচ্ছন্দ। (অমর)

শতযাজম্ (অব্য) শত যজ্ঞান্তর্নিবিষ্ট। (অথর্ব্ব ৭।৪।১৮)

শতযাতু (পুং) ঋষিভেদ। (ঋক্ ৭।১৮।২১)

শতযামন্ (ত্রি) বহুপথবিশিষ্ট। (ঋক্ ১।৮৬।১৬)

শতযূপ (পুং) রাজর্ষিভেদ। (ভারত ১৫ পর্ব্ব)

শতযোজন (ক্লী) এক শত যোজনপরিমিত দূরবিস্তৃতি।

শতযোজনপর্ব্বত (পুং) পর্ব্বতভেদ।

শতযোনি (ত্রি) ১ বহু আবাসবিশিষ্ট। ২ বহু নীড়। (অথর্ব্ব ৭।৪১।২)

শতযোজনযায়িন্ (ত্রি) বহুদূরগামী।

শতরঞ্চ (দেশজ) ১ ক্রীড়া বিশেষ। ২ সূত্রনির্ম্মিত আসন বিশেষ। [সতরঞ্চ দেখ]

শতরথ (পুং) রাজভেদ। (ভারত আদিপর্ব্ব)

শতরা (পুং) ১ বহুধনবিশিষ্ট। ২ ইন্দ্রিয়প্রসন্নতা-দানকারী, সুখ। 'শতরাং শতং সংখ্যাকানি বহূনি রায়ো ধনানি যয়োঃ সন্তি তৌ তথোক্তৌ সুপো ডাদেশঃ। যদ্বা শতমনেকমিন্দ্রিয়প্রসাদাদি রাতি দদাতীতি শতরা সুখং।' (ঋক্ ১০।১০৬।৫ সায়ণ)

শতরাত্র (পুং) শতরাত্রব্যাপ্য সত্রবিশেষ। (পঞ্চরা°)

শতরুদ্র (পুং) ১ শতমুখ রুদ্র। ২ আত্মার উৎপাদক শক্তিবিশেষ। (সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ শৈবদর্শন)

শতরুদ্রা, হিমপাদনিঃসৃতা নদীভেদ।

শতরুদ্রি[দ্রী]য় (ত্রি) শতং রুদ্রা দেবতা অস্য, শতরুদ্র (শতরুদ্রাদ্ঘশ্চ ঘশ্চ। পা ৪।২।২৮) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা ঘঃ পক্ষে ছশ্চ। ১ হবিরাদিক, হবিঃ প্রভৃতি। (ক্লী) ২ যজুর্ব্বেদান্তর্গত রুদ্রস্তববিষয়ক অধ্যায়বিশেষ। (বাজসনেয়স° ১৬।১।৬৬)
"পঠন্ বৈ শতরুদ্রীয়ং পুরুষশ্চ সহস্রোখিতঃ।" (ভা° ৭।২০০।১৩৩)

এই স্তোত্র পাঠ করিলে শতশীর্ষ রুদ্রদেব পরিতৃপ্ত হন। স্থলবিশেষে সম্-ক করিয়া শতরুদ্রীয় শব্দের পরিবর্ত্তে শতরুদ্রীয় পদ সাধিত হয়। বাজসনেয়-সংহিতায় ১৬শ অধ্যায়ে এই মন্ত্রদ্বারা কৃত শতরুদ্রীয় হোমের বিধি আছে। (ঋক্ ১০।১০৬।৫ সায়ণ)

শতরূপ (ত্রি) ১ বহুরূপবিশিষ্ট। (পুং) ২ মুনিবিশেষ।

শতরূপা (স্ত্রী) শতং রূপাণি যস্যাঃ। ব্রহ্মার মানসী কন্যা ও পত্নী। ইঁহার গর্ভে উক্ত ব্রহ্মা হইতে স্বায়ম্ভুব মনুর উৎপত্তি হয়। (মৎস্যপু° ৩ অ°)

বিষ্ণুপুরাণ মতে ইনি স্বায়ম্ভুব মনুর পত্নী। (বিষ্ণুপুরাণ ১।৭।১৬-১৭।) মনুতে (১।৩২) শতরূপার কোন উল্লেখ নাই, তবে

পুরাণবর্ণিত এই উপাখ্যানের সারাংশ নিম্নোক্তরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। ব্রহ্মা স্বইচ্ছায় দেহ দ্বিখণ্ড করিয়া অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি ধারণ করেন। পরে স্বয়ং সেই রমণীতে বিরাট্‌কে উৎপন্ন করিয়াছিলেন।

শতর্চ্চস্ (ত্রি) শতবিধ তেজঃবিশিষ্ট। 'শতর্চ্চসং শতসংখ্যাস্বর্চ্চাংসি যস্যাস্তাদৃশীমেতাং পৃথিবীম্।' (ঋক্ ৭।১০০।৩ সায়ণ)

শতর্চ্চিন্ (পুং) ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের মন্ত্রাদিদ্রষ্টা ও রচয়িতা ঋষিগণের উপাধি।

"মদর্শাদৌ মধুচ্ছন্দা ঋাধিকং যদৃচাং শতম্।
তৎসাহচর্য্যাদন্যেঽপি বিজ্ঞেয়াস্তু শতর্চ্চিনঃ॥"

(ঋগ্বেদ অনুক্রমণিকায় ষড়্গুরুশিষ্য)

শতলক্ষ (ক্লী) কোটিসংখ্যা।

শতলুম্প (পুং) ভাবাবিনামা কবি। স্বার্থে কন্। শতলুম্পক।

শতলোচন (ত্রি) ১ স্কন্দানুচরভেদ। (ভারত ৯ পর্ব্ব) ২ অসুরভেদ। (হরিবংশ)

শতবক্ত্র (ত্রি) মন্ত্রাস্ত্রবিশেষ। (রামা° ১।৩০।৫)

শতবনি (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ। ইহার সন্তানাদি শাতবনের নামে খ্যাত।

শতবৎ (ত্রি) শত অস্ত্যর্থে-মতুপ্ মস্য ব। শতবিশিষ্ট।

শতবপুস্ (পুং) উশনার পুত্রভেদ। (বিষ্ণুপু°)

শতবর্ষ (ত্রি) ১ শতসংখ্যক বর্ষব্যাপ্যকাল, শতাব্দী। ২ শতাব্দ প্রাচীন।

শতবল (পুং) বহু বলধারী।

শতবল্শ (ত্রি) বহু শাখাবিশিষ্ট।

শতবাজ (ত্রি) প্রভূত শক্তিসম্পন্ন। (ঋক্ ৮।৮১।১০)

শতবাদন (ক্লী) বহুবাদ্যযন্ত্রের একত্র বাদন, ঐক্যতান বাদন।

শতবার (ত্রি) কবচবিশেষ। (অথর্ব্ব ১৯।৩৬।১)

শতবার্ষিক (ত্রি) শতবর্ষভব, যাহা একশত বৎসর ধরিয়া হয়। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। শতবার্ষিকী, অনাবৃষ্টি।

শতবাহী (স্ত্রী) ১ শতবহনকারিণী। ২ যে জায়া পিত্রালয় হইতে বহু যৌতুক সঙ্গে লইয়া শ্বশুরালয়ে আইসে।

শতবিচক্ষণ (ত্রি) বহুদর্শন। (ঋক্ ১০।৯৭।১৮)

শতবীর (পুং) বিষ্ণুর নামান্তর। (হেম)

শতবীর্য্য (ত্রি) শ্রোত্রেন্দ্রিয়সম্বন্ধীয় প্রভূত শক্তিসম্পন্ন। (অথর্ব্ব ৩।১১।৩)

শতবীর্য্যা (স্ত্রী) শতং বীর্য্যাণি যস্যাঃ। ১ শ্বেতদূর্ব্বা। (অমর) ২ শতাবরী। ৩ কপিলদ্রাক্ষা। (রাজনি°) ৪ মহাশতাবরী। বড় শতমূলী।

শতবৃষভ (পুং) ত্রয়োবিংশ মুহূর্ত্তের নাম।

শতবেধিন্ (পুং) শতং বিধ্যতীতি বিধ-ণিনি। অম্লবেতস।

শতশলাকা (স্ত্রী) ছত্র। (দিব্যা° ৫১৩।২০)

শতশস্ (অব্য°) শত চশস্ বারার্থে। শতবার, শতবার করিয়া।

শতশাখ (ত্রি) বহু শাখা প্রশাখাবিশিষ্ট। (অথর্ব্ব ৪।১৯।৫)

শতশাখত্ব (ক্লী) ১ বহু শাখাবিশিষ্টের ভাব। ২ বহুত্বের নিদানভূত।

শতশারদ (ত্রি) শত সম্বৎসর।

শতশীর্ষ (ত্রি) ১ বিষ্ণুর নামান্তর। ২ মন্ত্রপূত অস্ত্রবিশেষ। (রামা° ১।৩।১৬) স্ত্রিয়াং টাপ্। বাসুকীদেবী। (ভারত উদ্যোগপ°)

শতশৃঙ্গ (ত্রি) পর্ব্বতভেদ। (ভাগ° ৫।২০।১০) মহাভদ্রের উত্তরে অবস্থিত। (লিঙ্গপু° ৪৯।৫৫) এই শৈল মহিসুরের অন্তর্গত কোলারের নিকট অবস্থিত। এই পর্ব্বতস্থ দেবকীর্ত্তির বিষয় শতশৃঙ্গমাহাত্ম্যে বর্ণিত আছে।

শতশ্লোকী, মধুসূদন সরস্বতীকৃত ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা অবলম্বনে উত্তমশ্লোকতীর্থ বিরচিত একখানি বেদান্তগ্রন্থ, ইহা শ্লোকাকারে রচিত।

শতসংবৎসর (ত্রি) শত বৎসর।

শতসংখ্য (ত্রি) শতং সংখ্যা যস্য। শতসংখ্যক, শতসংখ্যাবিশিষ্ট। ২ দশম মন্বন্তরের দেবতাভেদ। (বিষ্ণুপু° ৩।২।২৪)

শতসঙ্ঘশস্ (অব্য°) শত শত সংখ্যক।

শতসনি (ত্রি) শত সংখ্যাবিশিষ্ট।

শতসহস্র (ক্লী) শতগুণিতং সহস্রং। শতগুণিত সহস্র, একলক্ষ। "অষ্টৌ শতসহস্রাণি দেশজাশ্চোত্তমা হয়াঃ।" (হরিবংশ ১২১।১৩)

শতসহস্রক (ক্লী) তীর্থভেদ। (ভারত বনপর্ব্ব)

শতসহস্রধা (অব্য°) শতসহস্র প্রকারার্থে ধাচ্। শতসহস্র প্রকার।

শতসহস্রপত্র (পুং) পুষ্প।

শতসহস্রশস্ (অব্য°) শতসহস্র প্রকারার্থে চশস। শতসহস্র প্রকার। (ভাগ° ৫।১৯।১৬)

শতসহস্রাংশু (ত্রি) চন্দ্র। (ভারত আদিপর্ব্ব)

শতসহস্রান্ত (ত্রি) চন্দ্র। (নীলকণ্ঠ)

শতসা (ত্রি) শতদাতা। শতদান।

শতসাহস্র (ত্রি) বহু সংখ্যক।

শতসাহস্রক (ক্লী) তীর্থভেদ।

শতসাহস্রিক (ত্রি) শত সহস্র সংখ্যাবিশিষ্ট।

শতসুতা (স্ত্রী) শতাবরী। (বৈদ্যক)

শতসূ (ত্রি) শতপ্রসবকারী। ২ বহুধনানয়নকারী।

শতসেয় (ক্লী) অপরিমিত ধনপর্য্যবসান। (ঋক্ ৩।১৮।৩)

শতস্বিন্ (ত্রি) শতসংখ্যোপেত ধনবান্। (ঋক্ ৭।৫৮।৩ সায়ণ)

শতহন্ (ত্রি) শতং হন্তি হন্-কিপ্। ১ শতহন্তা। ২ শতঘ্নী নামক শস্ত্রভেদ। [শতঘ্নী দেখ।]

শতহস্ত (ত্রি) শতং হস্তা যস্য। ১ শতহস্তবিশিষ্ট। ২ একশত হাত পরিমাণ।

শতাহম (ত্রি) শত সম্বৎসর।

"শতং হিমং কালসম্বৎসরান্।" (ঋক্ ৬।৪।৮)

শতহুত (ত্রি) শতবার যে হোম আহুতি দেওয়া হইয়াছে। (ষড়্বিংশব্রা° ৪।১)

শতহ্রদ (পুং) অসুরভেদ। (হরিবংশ)

শতহ্রদা (স্ত্রী) শতং হ্রদা অচ্চাংষি যস্যাঃ যদ্বা শতং হ্রাদাঃ শব্দাঃ যস্যাঃ নিপাতনাৎ হ্রস্বঃ। ১ বিদ্যুৎ। (অমর°)

"সমুদ্রমেঘঃ স বরাজ বাহন্
শতহ্রদাহ্লাদিতয়াভিরামঃ।" (হরিবংশ ১৩৬।৬৮)

২ বজ্র। (মেদিনী) ৩ দক্ষকন্যাবিশেষ। (অগ্নিপুরাণ)
৪ বিরাধ রাক্ষসের মাতা। (রামা° ৩।৪।২০)

শতা (স্ত্রী) শতাবরী। (বৈদ্যকনি°)

শতাংশ (পুং) শতভাগের এক ভাগ।

শতাঙ্ক (ত্রি) দানবভেদ। (হরিবংশ)

শতাক্ষা (স্ত্রী) ১ রাত্রি। ২ শতপুষ্পা। (শব্দরত্না°) ৩ পার্বতী, দুর্গা। ভগবতী দুর্গা শতনেত্রদ্বারা মুনিদিগকে দর্শন করিয়া থাকেন, এইজন্য লোকে তাঁহাকে শতাক্ষী কহে।

"ততঃ শতেন নেত্রাণাং নিরীক্ষিষ্যামি যন্মুনীন্।
কীর্ত্তয়িষ্যন্তি মনুজাঃ শতাক্ষীমিতি মাং ততঃ॥" (দেবীমা° চণ্ডী)

শতাগ্রমহিষী (স্ত্রী) প্রধান রাজমহিষীভেদ। (মার্কপু° ৭৪।২১)

শতাঙ্গ (পুং) শতং অঙ্গানি অবয়বা যস্য। ১ রথ। (অমর°) ২ তিনিস বৃক্ষ। (রাজনি°) ৩ দানব বিশেষ। (হরিবংশ ২৩২। ২) (ত্রি) ৪ শতাবয়ববিশিষ্ট।

"শতাঙ্গানি তূর্য্যাণি বাদক সমবাদয়ন্।" (ভারত ৩।১১৯৮।২২)

শতাজিৎ (পুং) সাত্বত রাজভেদ। (ভাগবত ৯।২৪।৮)

শতাতৃণ্ণ (ত্রি) বহু ছিদ্রবিশিষ্ট। (তৈত্তিরীয়ব্রা° ১।৮।৩।৫)

শতাত্মন্ (ত্রি) নানারূপ বিশিষ্ট। (ঋক্ ১।১৪৯।৩)

শতাধিক (ত্রি) শত পরিমাণ অধিক, এক শত বেশী।

শতাধিপতি (পুং) শতস্য অধিপতিঃ। শতের অধিপতি। শতস্বামী। ২ শতবর্ষ বয়স।

শতানক (ক্লী) শ্মশান। (ত্রিকা°)

শতানন (পুং) ১ শিব, প্রজন্ম। স্ত্রিয়াং টাপ্। ২ দেবতাভেদ।

শতানন্দ (পুং) শতং বহুলঃ আনন্দো যস্য। ১ গোতমপুত্র মুনিভেদ। এই মুনি রাজর্ষি জনক রাজার পুরোহিত ছিলেন। ২ দেবকীনন্দন। (মেদিনী) ৩ ব্রহ্মা। ৪ গৌতম-মুনির পুত্র, অহল্যাগর্ভজাত। (হেম) ৫ বিষ্ণুরথ। (ত্রিকা°) ৬ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৭৯)

শতানন্দ, ১ কার্ত্তিকমাহাত্ম্যসংগ্রহ প্রণেতা,। ২ তিথ্যধিকার-টীকা-কর্তা। ৩ রত্নমালা নামক জ্যোতির্গ্রন্থরচয়িতা। রঘুনন্দন জ্যোতিস্তত্ত্বে ইঁহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। ৪ ভাস্বতী-করণ ও ভাস্বতী নাম্নী বৈদ্যকগ্রন্থরচয়িতা। ইনি ১১০০ খৃষ্টাব্দে প্রথমোক্ত গ্রন্থ খানি রচনা করেন। ইঁহার পিতার নাম শঙ্কর এবং মাতা সরস্বতী। ৫ এক জন প্রাচীন কবি।

শতানন্দা (স্ত্রী) শতানন্দ-টাপ্। ১ স্কন্দানুচর মাতৃভেদ। (ভারত ৯ পর্ব্ব) ২ নদীভেদ। (কালিকাপু° ৭৮।২১)

শতানীক (পুং) শতং অনীকানি যস্য। ১ বৃদ্ধ। ২ মুনিভেদ, ইনি ব্যাসশিষ্য। ৩ রাজভেদ। ইনি চতুর্থ যুগে চন্দ্রবংশীয় দ্বিতীয় রাজ। ইঁহার পিতা জনমেজয়, পুত্র সহস্রানীক। (মেদিনী) ৪ সুদাসরাজপুত্র। (ভাগবত ৯।২২ অ°) ৫ নকুলপুত্র। দ্রৌপদীর গর্ভজাত। (ভারত ১।২৩৪।১০)

শতাব্জ (ক্লী) শতপত্র।

শতামঘ (পুং) ১ শতধন। (ঋক্ ৮।১।৫ সায়ণ) ২ ইন্দ্র।

শতায়ুধ (ত্রি) শত অস্ত্রধারী। (তৈত্তিরীয় সং ৪।৭।২।৩)

শতায়ুস্ (ত্রি) শতং আয়ুর্যস্য। ১ শতবর্ষ পরিমিত আয়ুর্বিশিষ্ট। পুরুষের পূর্ণ আয়ুঃ শতবৎসর। "শতায়ুর্বৈ পুরুষঃ" (শ্রুতি) ২ পুরূরবার পুত্রভেদ। (ভারত আদিপর্ব্ব) ৩ চিরায়ুর পুত্র। (কথাসরিৎসা° ৪১।৫৮) ৪ উশনার পুত্র। (বিষ্ণুপু°)

শতার (ক্লী) শতং আরাণি যস্য। ১ বজ্র। (ত্রিকা°) ২ সুদর্শনচক্র।

শতারিত্র (ত্রি) বহু দাড়বিশিষ্ট, নৌকাদি। (ঋক্ ১।১১৬।৫)

শতারু (পুং) কুষ্ঠরোগ ভেদ, শতারুঃ।

শতারুণ (পুং) রাজভেদ। (কৌষীতকী ১১৬)

শতারুস্ (ক্লী) কুষ্ঠরোগ বিশেষ।

"রক্তশ্যাবং সদাহার্তিঃ শতারুঃ স্যাদ্বহুব্রণম্।" (ভাবপ্র° কুষ্ঠচি°)

এই কুষ্ঠ রোগে রক্ত ও শ্যাববর্ণ এবং বহুব্রণ হয়, ইহাতে দাহ ও বেদনা বিদ্যমান থাকে।

শতারুষা (স্ত্রী) শতারু নামক কুষ্ঠরোগ বিশেষ।

শতার্ঘ (ক্লী) বহুমূল্য।

শতার্ণা (স্ত্রী) বৃক্ষভেদ (Anethum Sowa)।

শতার্দ্ধ (ক্লী) পঞ্চাশৎ সংখ্যা।

শতার্হ (ত্রি) শতার্ঘ, বহুমূল্য। (কাত্যা° শ্রৌ° ২৪।১০।১৩)

শতাবধান (পুং) ১ মাধবেন্দ্র ভট্টাচার্য্যের উপাধি। ২ শ্রুতিধর। যিনি বহুবিষয় শ্রবণ করিয়া তাহা আনুপূর্ব্বিক স্মরণ রাখিতে পারেন।

শতাবরী (স্ত্রী) শতমাবৃণোতীতি আ-বৃ-অচ্, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। শতমূলী। (Asparagus racemosus, or asparagus sarmentosus) হিন্দী সফেদমুশলী, শতাবর, ছোটী শতাবরী। ২ ইন্দ্রভার্য্যা। (শব্দরত্না°) ৩ শচী। (মেদিনী)

শতাবরীঘৃত, অম্লপিত্তরোগে উপকারক ঘৃতৌষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—ঘৃত ৪ সের, কল্কার্থ শতমূলীর মূল ১ সের, জল ৪ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। এই পান করিলে অম্লপিত্ত, বাতপিত্তোৎপন্ন নানারোগ, রক্তপিত্ত, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, শ্বাস ও সন্তাপ নিবারিত হয়।

শতাবরামহাচৈতস, ঔষধবিশেষ। (চিকিৎসাসার)

শতাবরীমণ্ডুর, শূলরোগাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—শোধিতমণ্ডুরচূর্ণ ৮ পল, শতাবরী রস ৮ পল, দধি ৮ পল, দুগ্ধ ৮ পল, ঘৃত ৪ পল। এই সমস্ত একত্র পাক করিবে। ক্রমে পিণ্ডবৎ হইয়া আসিলে নামাইয়া লইবে। ইহা ভোজনের অগ্রে, মধ্যে ও শেষে সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে বাতিক, পৈত্তিক ও পরিণামজ শূল বিনষ্ট হয়।

বৃহচ্ছতাবরীমণ্ডুর—মণ্ডুর উষ্ণ করিয়া ত্রিফলার কাথে নিষিক্ত করিয়া শোধন করিয়া লইবে। এইরূপ মণ্ডুর ৮ পল পাকার্থ শতমূলীর রস ৮ পল, দধি ৮ পল, দুগ্ধ ৮ পল, আমলকীর রস ৮ পল, ঘৃত ৪ পল। পাকসিদ্ধ হইলে জীরা, ধনিয়া, মুথা, শুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, পিপুল, ও হরীতকী ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ মাষা প্রক্ষেপ দিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে সান্নিপাতিক শূল ও অম্লপিত্তাদি নানারোগ নষ্ট হয়।

শতবর্য্যাদি, মূত্রকৃচ্ছ্ররোগের ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—শতমূলী, কাশমূল, কুশমূল, গোক্ষুর, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শালিতণ্ডুল, কসেরুমূল, ও কেশুরের কাথে মধু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া সুশীতল করিবে। ইহা সেবনে পৈত্তিক মূত্রকৃচ্ছ্র নাশ হয়।

শতাবর্ত্ত (পুং) বিষ্ণু। (হেম°)

"অনুকূলঃ শতাবর্ত্তঃ পদ্মী পদ্মনিভেক্ষণঃ।"

(ভারত ১৩।১৪৯।৫০)

'ধর্ম্মত্রাণায় শতমাবর্ত্তমানাঃ প্রাদুর্ভাবা অস্যেতি শতাবর্ত্তঃ, নাড়ীশতেন প্রাণরূপেণ বর্ত্ততে ইতি বা শতাবর্ত্তঃ' (শাঙ্করভাষ্য) ২ মহাদেব। (ভারত ১২।২৮০।৬)

শতাবর্ত্তবন (ক্লী) পবিত্র বনভেদ। (হরিবংশ)

শতাবর্ত্তিন্ (পুং) শতেন প্রাণরূপেণ নাড়ীশতেন বর্ত্ততে বৃত-ণিনি। বিষ্ণু। (ত্রিকা°)

শতাশ্রি (ত্রি) বজ্র। (ঋক্ ২।১৭।১০)

শতাশ্ব (ত্রি) বহু অশ্বযুক্ত। (ঋক্ ৮।৪।১৯)

শতাষ্টক (ক্লী) অষ্টোত্তর শত।

শতাহ্বা (স্ত্রী) শতং আহ্বা যস্যাঃ। ১ শতপুষ্পা। (জটাধর) ২ শতাবরী। (রাজনি°)

শতিক (ত্রি) শত (শতাচ্চ ঠন্যতাবশতে। পা ৫।১।২১) ইতি ঠন্। ১ শত দ্বারা ক্রীত। ২ শতের বিকার। ৩ শত সম্বন্ধী। (সিদ্ধান্তকৌ°)

শতিন্ (ত্রি) শতমস্যাস্তীতি শত-ইনি। শতসংখ্যাবিশিষ্ট, শত সংখ্যাযুক্ত। "সংস্থা বায়ঃ শতিনঃ" (ঋক্ ১।৯০।১০) 'শতিনঃ শতসংখ্যাযুক্তাঃ' (সায়ণ)

শতেধ্ম (ক্লী) বহুকাষ্ঠ। (কাঠক ৩৬।৬)

শতেন্দ্রিয় (ত্রি) প্রভূত ইন্দ্রিয়শক্তিবিশিষ্ট। (ঐতরেয়ব্রা° ২।১৭)

শতেপঞ্চাশন্ন্যায় (পুং) ন্যায়স্থত্রবিশেষ।

(তৈত্তিরীয় প্রাতি° ২।২৫)

শতের (পুং) শদ শাতনে (শদেস্ত চ। উণ্ ১।৬১) ইতি এরক্। তকারাস্তাদেশশ্চ। ১ শত্রু। ২ হিংসা। (উজ্জ্বল) ৩ সপ্তদশ সংখ্যা।

শতেশ (পুং) শতস্য ঈশঃ। শতাধিপতি, শত গ্রামের অধিপতি।

"গ্রামস্যাধিপতিং কুর্য্যাদ্দশগ্রামপতিং তথা।

বিংশতীশং শতেশঞ্চ সহস্রপতিমেব চ॥" (মনু ৭।১১৫)

শতৈকশীর্ষন্ (ত্রি) শত সংখ্যক শ্রেষ্ঠ শিরঃসমন্বিত।

"শতৈকশীর্ষ্ণঃ শতমেকানি মুখ্যানি শীর্ষাণি যস্য তস্য।"

(ভাগ° ১০।১৬।২৮ স্বামী)

শতৈকীয় (ত্রি) শতসংখ্যাবিশিষ্ট। (রাজতর° ৮।১২।৭৪)

শতোকৃথ্য (ত্রি) শত উকৃথের সময়বিশিষ্ট।

(শতপথব্রা° ১১।৫।৫।২)

শতোতি (ত্রি) ১ বহুবক্ষক। ২ বহুগমন। (ঋক্ ৭।৬৩।৫ সায়ণ)

শতোদর (ত্রি) ১ শত উদরবিশিষ্ট। ২ শিব। (ভারত ১১ পর্ব্ব) ৩ অস্ত্রবিশেষ। (রামা° ১।৩০।৫) ৪ শিবগণভেদ। (হরিবংশ) স্ত্রিয়াং ঙীপ্। শতোদরী স্কন্দানুচর মাতৃভেদ। (ভারত ৯ পর্ব্ব)

শতোলূখলমেখলা (স্ত্রী) স্কন্দানুচর-মাতৃভেদ। (ভারত ৯ পর্ব্ব)

শতৌদনা (স্ত্রী) যজ্ঞকর্ম্মবিশেষ। (অথর্ব্ব ১০।৯।১)

শত্য (ত্রি) শত (শতাচ্চ ঠন্যতাবশতে। পা ৫।১।২১) ইতি যৎ। ১ শতের বিকার। ২ শতদ্বারা ক্রীত। ৩ শতিক। ৪ ধনপতিসংযোগ।

শত্যঞ্জয় (পুং) কল্পমাসের ১৩শ দিন।

শত্র (ক্লী) বল। (ত্রিকা°)

শত্রি (পুং) শদ্ (রাশাদিভ্যাং ত্রিপ্। উণ্ ১।৬৭) ইতি ত্রিপ্। ১ হস্তী। (উজ্জ্বল) ২ রাজর্ষিবিশেষ।

"শাত্রময় উগ্রা" (ঋক্ ৫।৫।৯) 'শত্রিং এতন্নামকং রাজর্ষিং' (সায়ণ)

শত্রু (পুং) শদ শাতনে (রুশাদিভ্যাং ক্রুন্। উণ্ ৪।১০৩) ইতি ক্রুন্। শাতক, বিপরীতকারী, পর্য্যায় রিপু, বৈরি, সপত্ন, অরি, দ্বিষ, দ্বেষণ, দুর্হৃদ্, দ্বিষ, বিপক্ষ, অহিত, অমিত্র, দস্যু, শাত্রব, অভিঘাতী, পর, অরাতি, প্রত্যর্থী, পরিপন্থিন্, বৃষ, প্রতিপক্ষ, দ্বিষৎ, ঘাতক, দ্বেষিন্, বিদ্বিষ, হিংসক, আত্রায়, অভিঘাতিন্, অহিত, দৌর্হৃদ্। (শব্দরত্না°)

শত্রুংসহ (ত্রি) শত্রুসহনশীল। যে শত্রুকে সহ্য করিতে পারে। শত্রুর সমকক্ষ ব্যক্তি। (পা ৩।২।৪৬)

শত্রুক (পুং) স্বার্থে কন্। শত্রু।

শত্রুঘ্ন (ত্রি) শত্রুনাশকারী।

শত্রুঘাত (ত্রি) শত্রুং হন্তীতি শত্রু-হন-ঘঞ্। শত্রুবিনাশকারী, বৈরিনাশক।

শত্রুঘাতিন্ (ত্রি) শত্রুঘ্নের পুত্র। (রঘু ১৫।৩৬)

শত্রুঘ্ন (পুং) শত্রূন্ হন্তীতি হন। মূলবিভূজাদিত্বাৎ ক। যদ্বা অপগুণাকর্ত্তৃকেহপি চেত্তাপি শব্দাৎ কৃতগুণশত্রুঘ্নাদয়ঃ সিদ্ধা ইতি দুর্গাসংহঃ। ১ শ্রীরামচন্দ্রের ভ্রাতা। পর্য্যায় শত্রুমর্দ্দন। (শব্দরত্না°)

রাজা দশরথের তৃতীয়া পত্নী সুমিত্রা কর্ত্তৃক পুত্রেষ্টি যজ্ঞের চরুাবশিষ্ট চরু ভক্ষিত হওয়ার পর তৎফলে তদীয় গর্ভে ইহাঁর জন্ম হয়। ইনি মধুপুরনিবাসী লবণাখ্য অসুরকে নিহত করেন। (রামায়ণ)

(ত্রি) ২ শত্রুহন্তা, শত্রুনাশকারী।

শত্রুঘ্ন শর্ম্মন্, মন্ত্রার্থদীপিকা, রুদ্রজপভাষ্য ও বেদবিলাসিনী নামক তিন খানি গ্রন্থরচয়িতা। কেশবমিশ্র স্বরচিত দ্বৈতপরিশিষ্টে ইহার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন :

শত্রুঘ্নজননী (স্ত্রী) শত্রুঘ্নস্য জননী। সুমিত্রা। (শব্দরত্না°)

শত্রুজিৎ (ত্রি) শত্রূন্ জয়তীতি জি-ক্বিপ্ তুগাগমশ্চ। (সৎসূদ্বিষেতি। পা ৩।২।৬১) রাজবিশেষ। ইহার পুত্রের নাম ঋতধ্বজ এবং লোকে কুবলয়াশ্ব বলিয়া বিদিত। (মার্ক°পু°)

শত্রুঞ্জয় (পুং) ১ বিমলাদ্রি। ইহা জৈনদিগের একটী পবিত্র তীর্থ। পালিতানার নিকটে অবস্থিত। (ভিম° প্র° ৫২।২।১) ২ নাগবিশেষ। (রামায়ণ ৭।৩২।১০) (ত্রি) শত্রুং জয়তীতি জি-খচ্ ততো মুম্। (সংজ্ঞায়াং ভৃতৃবৃজীতি। পা ৩।২।৪৬) ৩ শত্রুজয়কারী, শত্রুবিজেতা। ৪ একজন পাণ্ডুবংশীয় রাজা। ৫ নদীভেদ। ভৌগোলিক টলেমী ইহাকে 'Sodrana' শব্দে উল্লেখ করিয়াছেন।

শত্রুঞ্জয়শৈল, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কাঠিয়াবাড় বিভাগের গোহেলবাড় প্রান্তস্থ একটী পর্ব্বত ও তদুপরি স্থাপিত নগর। বর্ত্তমান কালে উহা পালিতানা নামে পরিচিত।

[পালিতানা দেখ।]

এই স্থান জৈন সম্প্রদায়ের একটী পবিত্র তীর্থ। তীর্থঙ্করশিষ্যগণ জৈনধর্ম্মপ্রতিষ্ঠার সময় হইতেই এই পবিত্র স্থানকে ভক্তির চক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন। কাঠিয়াবাড়ের দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত পালিতানা রাজধানীর অদূরস্থ প্রান্তর মধ্যে এই গণ্ড শৈল, এখানে গমনের বিশেষ সুবিধা নাই। যে অপ্রশস্ত পথ আছে, তাহাও বিশেষ কষ্টকর। পর্ব্বতের উপরে উঠিবার সিঁড়ি আছে। মধ্যে মধ্যে বিশ্রামের জন্য চত্বর কাটিয়া ছত্র ও পুষ্করিণী প্রস্তুত হইয়াছে। ইহার চারি দিক্ সুদৃঢ় প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। তদুপরি স্থাপিত দুই চারিটী কামান আজিও প্রাচীন সমৃদ্ধির পরিচয় দিতেছে। দুঃখের বিষয় এখন আর এখানে কেহ বাস করে না। অতি অল্প সংখ্যক যতি ও পুরোহিত দেবার্চ্চনার জন্য এখানে বাস করে। যাত্রীরা প্রাতে পর্ব্বতে দেবদর্শনে যায় এবং সন্ধ্যার সময় নগরে ফিরিয়া আসে।

দশপ্রাণ জৈন সম্প্রদায়ের যত্নে, অধ্যবসায়ে এবং অমিত ব্যয়ে আজিও মন্দিরগুলি সুরক্ষিত আছে। কোনটী সর্ব্ব প্রাচীন, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার উপায় নাই। সকল গুলিই জীর্ণ সংস্কারে নবকলেবর ধারণ করিয়া রহিয়াছে। তবে মন্দিরগাত্রস্থ শিলাফলক দৃষ্টে অনুমান হয় যে, খৃষ্টীয় ১১শ।১২শ শতাব্দ হইতে বর্ত্তমান ১৯শ শতাব্দ পর্য্যন্ত ঐ মন্দিরগুলি রক্ষিত রহিয়াছে। এক একটী মন্দিরের ১৬শ বার পর্য্যন্ত "উদ্ধার" বা জীর্ণ সংস্কার সাধিত হইয়াছে।

এখানকার মন্দির গুলির বিশেষত্ব এই যে, সকল গুলিই সাদা চক্চকে চুণের পালিস দ্বারা উজ্জ্বল ভাব ধারণ করিয়াছে। দেখিলেই বোধ হয় মন্দিরগুলি যেন মর্ম্মরপ্রস্তরবিনির্ম্মিত। মন্দিরগাত্রে স্তম্ভে বা ছাদে যে সমস্ত স্থাপত্য ও ভাস্করশিল্প চিত্রিত রহিয়াছে, তাহা এখনও ঐ পলস্তারা ভেদ করিয়া দৃষ্টিগোচর হয়। রাস্তার ধারে ধারে ছোট ছোট দেবমন্দির, ঐ গুলিও তেলচক্চকে চুণকাম করা। বড় বড় মন্দিরগুলি টুক্ নামক প্রাচীরসমূহ দ্বারা পরিবেষ্টিত। প্রত্যেক মন্দিরের ব্যয়ভার বহনের জন্য সম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট আছে। ধনবান্ ব্যক্তি বিশেষের ব্যয়ে ঐ মন্দিরগুলি নির্ম্মিত এবং তাহাদের প্রদত্ত দেবোত্তর সম্পত্তি ও জৈন সম্প্রদায়ের বদান্যতায় পরিচালিত। মন্দিরগুলির বহির্গাত্রে প্রস্তরোপরি যেরূপ শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় আছে, অভ্যন্তর ভাগেও সেইরূপ নানা পৌরাণিক চিত্র অঙ্কিত আছে। এই সকল কারণে এই মন্দির গুলি প্রত্নতত্ত্বের বিশেষ সহায়।

এই তীর্থে যে সকল প্রধান প্রধান জৈন মন্দির বিদ্যমান আছে, নিম্নে তাহাদের নাম উদ্ধৃত হইল—

১ শ্রীআদীশ্বর ভগবান্ বা শ্রীমূলনায়ক আদীশ্বর। এই মন্দিরে ২৭৫টী প্রতিমূর্ত্তি, রঙ্গমণ্ডপ ও গম্ভীরা প্রতিষ্ঠিত আছে।

২ স্বয়ম্ভবনাথজী, ৩ শ্রীপদ্মপ্রভুজী, ৪ শ্রীশান্তিনাথ, ৫ শ্রীবাসুপূজ্য, ৬ শ্রীমহাবীরজী, ৭ শ্রীআদিনাথ, ৮ শ্রীধর্মনাথজী, ৯ শ্রীঅভিনন্দজী, ১০ নেমিনাথজী, ১১ শ্রীপার্শ্বনাথজী, ১২ শ্রীঅজিতনাথজী, ১৩ শ্রীসুমতিনাথজী, ১৪ শ্রীচন্দ্রপ্রভুজী, ১৫ শ্রীপুণ্ডরীকজী বা পুণ্ডরীকনাথ, ১৬ শ্রীঋষভদেব, ১৭ শ্রীসমেতশিখরজী ও ১৮ শ্রীবিমলনাথজী।

এতদ্ভিন্ন আরও বিভিন্ন আদিনাথ, শ্রীনন্দীশ্বর, দীপ, মহাবীর স্বামী, শীতলনাথজী, সুপার্শ্বনাথজী, পার্শ্বনাথজী ও পদ্মপ্রভজী প্রভৃতি ধরিয়া এখানে প্রায় ৫১৩টী ক্ষুদ্র ও বৃহৎ মন্দির আছে। মন্দিরপ্রাচীরের মধ্যেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহে, কুলুঙ্গীতে, ভিত্তিতে ও গোকলেও অনেক মূর্ত্তি ও তীর্থঙ্করদিগের পাদচিহ্ন স্থাপিত আছে। বাহুল্যভয়ে ঐ সকলের বিবরণ উদ্ধৃত হইল না।

শত্রুতা (স্ত্রী) শত্রুর ভাব বা ধর্ম্ম, বিপক্ষতা, বৈরিতা, বিদ্বেষ।

শত্রুতাপন (ত্রি) ১ শত্রুন্তপ, শত্রুর তাপকারী। ২ সহ্যাদ্রিবর্ণিত রাজভেদ। (সহ্যা° ৩৩।২৮)

শত্রুতূর্য্য (ক্লী) শত্রুতারণ, যিনি শত্রুকে ত্রাণ করেন।

"আ সংযতমিন্দ্র ণঃ স্বস্তিং শত্রুতূর্য্যায় বৃহতীম মৃধ্রাং" (ঋক্ ৬।২২।১০) 'হে ইন্দ্র শত্রুতূর্য্যায় শত্রূণাং তারণায়' (সায়ণ)

শত্রুত্ব (ক্লী) শত্রুতা, শত্রুর ভাব বা ধর্ম্ম। (ঋক্ ৮।৪৫।৫)

শত্রুদমন (ত্রি) শত্রুবিমর্দ্দন, শত্রুদমনকারী।

শত্রুদ্রুম (পুং) অম্লবেতস।

শত্রুনিকায় (পুং) শত্রুসঙ্ঘ। বিপক্ষের দল।

শত্রুনিবর্হণ (ত্রি) শত্রুতাড়ন, শত্রুনাশ।

শত্রুনিলয় (পুং) শত্রুর বাসভূমি।

শত্রুন্তপ (ত্রি) শত্রুং তপতি তাপয়তি বা তপ-খচ্, ততো মুম্। (সংজ্ঞায়াং ভৃতৃবৃজীতি। পা ৩।২।৪৬) শত্রুতাপকারী। বৈরিতাপকারী।

শত্রুন্দম (ত্রি) ১ শিব। (মহাভারত) ২ শত্রুদমনকারী, শত্রুবিমর্দ্দী।

শত্রুপক্ষ (পুং) বিপক্ষ, বিরোধি-সম্প্রদায়।

শত্রুবাধক (ত্রি) শত্রুপীড়নকারী।

শত্রুভঞ্জ (পুং) মুঞ্জতৃণ, চলিত মুঁজ। (বৈদ্যকনিঘ°)

শত্রুভট (পুং) অসুরবিশেষ। (কথাসরিৎসা° ৮৭।২০)

শত্রুভূমিজ (পুং) নীলাঞ্জন। (বৈদ্যকনিঘ°)

শত্রুমর্দ্দন (পুং) শত্রুং মৃদ্নাতীতি মৃদ-ল্যু। ১ শত্রুঘ্ন। (শব্দরত্না°) শত্রুহন্তা, শত্রুনাশকারী। (কথাসরিৎসা° ৪২।১২৫)

শত্রুমিলন (ক্লী) শত্রু বা বিপক্ষের সহিত সদ্ভাবস্থাপন।

শত্রুলাব (পুং) শত্রুচ্ছেদনকারী।

শত্রুবৎ (ত্রি) শত্রুসদৃশ। (অব্য) শত্রুতুল্য।

শত্রুবল (ত্রি) শত্রুর্বিদ্যতেঽস্য শত্রু-বলচ্। (অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যতে। পা ৬।৩।১১২ বার্ত্তিক) ১ যাহার শত্রু বিদ্যমান আছে। (ক্লী) শত্রোর্বলম্। ২ শত্রুসৈন্য।

শত্রুবিগ্রহ (পুং) শত্রুতাপূর্ব্বক যুদ্ধ। শত্রুভাবে আক্রমণ।

শত্রুবিনাশন (পুং) শিব।

শত্রুসাৎ (ত্রি) ১ শত্রুরূপে পরিণত। ২ বিপক্ষসাৎ, বিপক্ষের হস্তগত। (মহাভারত)

শত্রুসা[স]হ (ত্রি) শত্রুর বিক্রমসহনশীল বা সহ্যকারী।

শত্রুহ (ত্রি) শত্রুং বধ্যাৎ শত্রু-হন-ড। (আশিষি হনঃ। পা ৩।২।৪৯) সে শত্রুবধ করুক বা শত্রুবধ করিবার উপযুক্ত হউক এই প্রকারে আশীর্ব্বাদ করা।

"যথাহং শত্রুহোঽসানি" (অথর্ব্ব ১।২৯।৫)

'অহং অভিবর্দ্ধনধারকঃ যথা যেন প্রকারেণ শত্রুহঃ শত্রূণাং হন্তা অসানি ভবানি' (সায়ণ)

শত্রুহত্যা (স্ত্রী) শত্রু-হন-ক্যপ্ ভাবে। শত্রুবধ, শত্রুহনন বা নাশ করা।

শত্রুহন্ (ত্রি) ১ শত্রুহন্তা, শত্রুনাশকারী, বৈরিনাশক।

"মম পুত্রাঃ শত্রুহণোঽথো মে দুহিতা বিরাট্" (ঋক্ ১০।১৫৯।৩)

'শত্রূণাং সপত্নানাং হন্তারো ভবন্তু' (সায়ণ)

(পুং) ২ শ্বফল্কের পুত্রভেদ। (হরিবংশ)

শত্রুহন্তৃ (ত্রি) শত্রু-হন-তৃচ্। ১ শত্রুহননকারী, বৈরিনাশক। (পুং) ২ শম্বরের মন্ত্রিভেদ। (হরিবংশ)

শত্রূপজাপ (পুং) শত্রুর কুপরামর্শ।

শত্বরী (স্ত্রী) রাত্রি। (ত্রিকাণ্ডশেষ)

শদ, ভ্বাদি ভ্বা° পরস্মৈ° অক° সক° অনিট্। ১ গমন। ২ শাতন, ছেদন। ৩ বিশীর্ণতা। সার্ব্বধাতুক প্রত্যয়ে পরে ভৌবাদিকস্য আত্মনেপদ-বিধানাৎ লড়াদৌ যথা—লট্ শীয়তে। লোট্ শীয়তাম্। লিঙ্ শীয়েত। লঙ্ অশীয়ত। লিট্ শশাদ, শেদতুঃ। লুট্ শত্তা। লৃট্ শৎস্যতি। লুঙ্ অশদৎ, অশদতাং। সন্ শিশৎসতি। যঙ্ শাশদ্যতে। যঙ্ লুক্ শাশত্তি। ণিচ্ শাতয়তি। লুঙ্ অশীশতৎ। আ-শদ-গাত ভ্বাদি° পরস্মৈ এই ধাতু আঙ্ পূর্ব্বকই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

শদ (পুং) শদ-অচ্। ফলমূলাদি।

শদ্রি (পুং) শীয়তে ইতি শদ (অদি শদি ভূশুভিভ্যঃ ক্রিন্। উণ্ ৪।৬৫) ইতি ক্রিন্। ১ মেঘ। ২ বিদ্যুৎ। (মেদিনী) ৩ হস্তী। (উজ্জ্বল) (স্ত্রী) ৪ বিদ্যুৎ। ৫ খণ্ড।

শদ্রু (ত্রি) শদ-শাতে-রু দাধেট্ সি শদ সদোরুঃ। পা ৩।২।১৫৯) ইতি রু। ১ পতনকর্ত্তা। ২ গন্তা। ৩ বিষ্ণু।

শখলা (স্ত্রী) নদীভেদ। শব্দরত্নমালাধৃত ১।৫৫)

শন [ণ], বহুনামপ্রসিদ্ধ ক্ষুপবিশেষ (Canabis sativa)। ইংরাজীতে ইহাকে Hemp বলে। ইহার ছালের তন্তুতে এক প্রকার উৎকৃষ্ট দড়ি (Cordage materials) প্রস্তুত হয় বলিয়া ইহা ভারতীয় বাণিজ্যের একটী মূল্যবান্ উপকরণ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। য়ুরোপে এই জাতীয় বৃক্ষ হইতে যে শণ উৎপন্ন হয়, তাহাই প্রকৃত শন বলিয়া পরিচিত। ইহার ত্বক্ হইতে যে সূত্র বাহির হয়, তাহা অতিশয় দৃঢ় এবং বস্ত্রবয়নে বা রজ্জু প্রস্তুতকরণে বিশেষ উপযোগী। গাছগুলি সাধারণতঃ ৩ হইতে ১০ ফিট্ উচ্চ হইয়া থাকে। ইহার ডালে পুং স্ত্রী ভেদ দৃষ্ট হয়। এই সূত্র সকল দেশেই উৎপন্ন হয়। কোন এক বিশেষ স্থানে নিবদ্ধ নহে। উদ্ভিদ্বিৎ উইলডেনো, গ্মেলিন ও থুনবার্গ যথাক্রমে পারস্য, তাতার ও জাপানে এই বৃক্ষ দেখিয়া অনুমান করেন, ঐ সকল দেশই এই বৃক্ষের আদিস্থান। হিরোদোতস্ এই বৃক্ষকে শাকদ্বীপের বৃক্ষ বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। বিবার্ষ্টিন ককেসসপর্ব্বতের সমীপদেশে ও ভোল্গায় এই বৃক্ষ দেখিতে পান। চীনদেশে হো মা, থ স, য ম ও হুজ-ম নামেও কএক প্রকার শন উৎপন্ন হয়। উহারা বস্তুতঃ এক নহে, বৃক্ষগুলি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয়, কিন্তু কার্য্যতঃ প্রায় সমগুণসম্পন্ন। উহা প্রকৃত শনের ন্যায় দৃঢ়, জটিল ও পিচ্ছিল এবং গাছের বন্ধলও অধিক হয়। ভারতে এই শ্রেণীর যে বৃক্ষ জন্মে, তাহা Canabis Indica নামে বিদিত। বোখারা, পারস্য এবং ভারতের সর্ব্বত্র, বিশেষতঃ ১০ হাজার ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ হিমালয়পৃষ্ঠে এই জাতীয় বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। প্রধানতঃ য়ুরোপে কেবলমাত্র তন্তুর জন্যই এই বৃক্ষের আদর। কারণ উহাতে নানাপ্রকার রজ্জু ও একপ্রকার মোটা কাপড় প্রস্তুত হইয়া থাকে। প্রাচ্যভূখণ্ডে অর্থাৎ ভারত, পারস্য প্রভৃতি স্থানে একমাত্র গাঁজা ও সিদ্ধি বা ভাঙের জন্যই ইহার চাষ হয়। দড়ির নিমিত্ত বড় একটা বেশী চাষ হয় না। ইহার আটাবৎ পদার্থে চরস নামক মাদকদ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ উৎপন্ন করিতে একই বৃক্ষের ভিন্ন ভিন্ন রূপ চাষের প্রয়োজন হয়। গাঁজা বা চরসের উৎপাদনের জন্য এই গাছে রৌদ্র এবং বায়ু ও আলোকের বিশেষ প্রয়োজন হয়। এই কারণে ইহাকে পাতলা করিয়া বপন করিয়া পরে স্থানান্তরে রোপণ করা হয়। দড়ির জন্য চাষ করিতে হইলে খুব ঘেসাঘেসী করিয়া গাছ বুনিলেই চলে। দড়ির জন্য গাছে তাপ বেশী লাগে না, ছায়া ও জলসিক্ত মৃত্তিকার বিশেষ আবশ্যক।

Crotalaria Juncea নামক বৃক্ষ হইতে ভারতীয় শণ, *Hibiscus Cannabinus* বৃক্ষ হইতে দক্ষিণী বা অম্বরী শন, *Musa textilis* নামক বৃক্ষ হইতে মানিলা শণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। জব্বলপুরে একপ্রকার শণ উৎপন্ন হয়, তাহা য়ুরোপীয় বাণিজ্যে Jubbulpur hemp নামে প্রসিদ্ধ। ইংলণ্ডরাজ্যে উহার আদর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

গাঁজা, চরস, সিদ্ধি বা ভাঙ্ শব্দে ইহার বিষয় বিস্তৃত আলোচনা থাকায় এ সম্বন্ধে বিশেষ লেখা হইল না। শন, সিদ্ধি ও গাঁজার বীজে একপ্রকার তৈল উৎপন্ন হয়। উহা খোসপাঁচড়ায় বিশেষ উপকারী। রুষিয়াবাসী উহাতে আলোক জ্বালে।

য়ুরোপে উৎকৃষ্ট শন ১ হান্দর পরিমাণ ৫০ সিলিং মূল্যে বিক্রীত হয়। উহাতে তোয়ালে প্রভৃতি ভোগবিলাসোপযোগী বস্ত্রাদি প্রস্তুত হয়। দড়ি ও কাম্বিস প্রস্তুতের জন্য মধ্যম বা নিকৃষ্ট শন ব্যবহৃত হয়। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর শনকে বাণিজ্যের ভাষায় Out-shot hemp ও তৃতীয়কে hemp codilla বা half cleaned hemp বলে। রুষরাজ্যে উৎকৃষ্ট শন প্রতি হান্দর ৫৭ সিলিং। [গাঁজা দেখ।]

শনক (পুং) শম্বরের পুত্রভেদ।

শনকাবলি (পুং) গজপিপ্পলী। (শব্দচন্দ্রিকা)

শনৈকস্ (অব্য°) শনৈস্-স্বার্থে কন্। শনৈঃ, অল্পে অল্পে, ক্রমে ক্রমে।

শনপর্ণী (স্ত্রী) শণস্যেব পর্ণাস্যাঃ ঙীষ্, পৃষোদরাদিত্বাৎ ণস্য ন। কটুকী। (শব্দচন্দ্রিকা)

শনি (পুং) রবি প্রভৃতি গ্রহের অন্তর্গত সপ্তমগ্রহ। সংস্কৃত পর্য্যায়—সৌরি, শনৈশ্চর, নীলবাসস্, মন্দ, ছায়াত্মজ, পাতঙ্গি, গ্রহনায়ক, ছায়াসুত, তার্কি, নীলাম্বর, আর, ক্রোড়, বক্র, কোণ, সপ্তাংশু, পঙ্গু, কাল, সূর্য্যপুত্র, অসিত। ইহার বর্ণ কৃষ্ণ, স্থান পশ্চিম-দিগ্বর্তী, নপুংসক, অন্ত্যজজাতি, তমোগুণযুক্ত, কষায়রসাধিপতি ও তর্কপ্রিয়, মকর ও কুম্ভরাশির অধিপতি, নীলকান্তমণি এবং সৌরাষ্ট্রদেশের অধিপতি, কশ্যপমুনির পুত্র, শূদ্রবর্ণ, সূর্য্যমুখ, চতুরঙ্গুল পরিমাণ, কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র, গৃধ্রবাহন, সূর্য্যপুত্র, চতুর্ভুজ, চারি হস্তে ত্রিশূল, বাণ, শূল ও ধনু এই চারি অস্ত্র, ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যম, প্রত্যধিদেবতা প্রজাপতি। (গ্রহযাগতত্ত্ব ও বৃহজ্জাতক)

পদ্মপুরাণের স্বর্গখণ্ডে শনিগ্রহের উৎপত্তির বিষয় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, মরীচি হইতে কশ্যপ জন্মগ্রহণ করেন, এই কশ্যপের পুত্র বিভাবসু। ত্বষ্টৃপ্রজাপতির সংজ্ঞা নাম্নী কন্যার সহিত বিভাবসুর বিবাহ হয়। সংজ্ঞা সূর্য্যগৃহে গমন করিয়া তাঁহার তেজ সহ্য করিতে না পারায় আত্মসদৃশী মায়াময়ী ছায়াকে নির্ম্মাণ করেন এবং তাহাকে বলেন যে, তুমি নিঃশঙ্ক-

চিত্তে এই স্থানে অবস্থান কর, আমি পিতৃগৃহে গমন করিলাম। এই বলিয়া সংজ্ঞা পিতৃগৃহে গমন করিলেন। সূর্য্য হইতে ছায়ার সাবর্ণি মনু ও শনি এই দুই পুত্র হয়। (পদ্মপু° স্বর্গখ° ১১অ°)

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে শনির ক্রূর দৃষ্টি হইবার কারণ এইরূপ লিখিত আছে যে, দেব গণপতি জন্মগ্রহণ করিলে পর একদা শনি, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ গণেশকে দেখিবার জন্য গমন করিলেন। শনি দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া দ্বারীকে দ্বার খুলিয়া দিতে বলিলেন। পরে দ্বারী ভগবতী দুর্গার আদেশে দ্বার খুলিয়া দিলে শনি অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া ভগবতীকে প্রণাম করিলেন। তখন পার্ব্বতী তাঁহাকে কহিলেন, শনি! তোমার মুখ নত কেন? তুমি কি নিমিত্ত এই বালককে এবং আমাকে দেখিতেছ না! ইহাতে শনি কহিলেন, মাতঃ! সকলেই নিজ নিজ কর্ম্মবশে আপন আপন ফলভোগ করিয়া থাকে, আমি আমার কৃতকর্ম্মের ফলভোগ করিতেছি। আমার মুখ নত করিয়া থাকিবার কারণ জননীর নিকট অকথ্য হইলেও আপনার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি। আমি বাল্য হইতেই কৃষ্ণভক্ত এবং সর্ব্বদাই তপোনিরত ও ধ্যানস্থ হইয়া অবস্থান করিতাম। চিত্ররথের কন্যার সহিত আমার বিবাহ হয়। পত্নীও পতিব্রতা ও তপোনিরতা ছিলেন। একদা আমার পত্নী ঋতুস্নান করিয়া স্বামীর নিকট আগমন করিয়া তাঁহার মনোভাব জ্ঞাপন করেন, তখন আমি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া ভগবানের ধ্যানে নিমগ্ন ছিলাম, তখন তিনি তাঁহার ঋতুরক্ষা হইল না ভাবিয়া আমাকে অভিশাপ প্রদান করিয়া বলেন যে, তুমি আমাকে দেখিলে না এবং আমার ঋতুরক্ষা করিলে না, এইজন্য বলিতেছি যে তুমি যে দিকে দৃষ্টি করিবে, তাহাই বিনষ্ট হইবে। পরে আমি ধ্যান হইতে বিরত হইয়া তাহাকে তুষ্ট করিলাম, কিন্তু তিনি শাপ মোচন করিতে সমর্থ হইলেন না। এইজন্য আমি নিজ চক্ষুদ্বারা কোন বস্তু দেখিনা এবং সেই দিন অবধি আমি প্রাণিহিংসাভয়ে মুখ নত করিয়া থাকি।

পার্ব্বতী ইহা শুনিয়াও কৌতুকবশতঃ পুত্রকে দেখিতে কহিলেন। শনি দুঃখিতচিত্তে বালক গণেশকে দেখিবামাত্রই তাহার মস্তক ছিন্ন হইয়া গেল। পুত্রের মস্তকহীন দেখিয়া পার্ব্বতীও শনিকে শাপ দিলেন। [গণেশ দেখ।]

এইরূপে শনি পত্নীর শাপে খরদৃষ্টি প্রাপ্ত এবং পার্ব্বতীর শাপে খঞ্জ হইয়াছিলেন। (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° গণেশখ° ১২-১৩ অ°)

শনিগ্রহের সম্বন্ধে আমাদের দেশে যেমন পৌরাণিক আখ্যান আছে, য়ুরোপীয় সাহিত্যেও শনি সম্বন্ধে সেইরূপ বহু কথা দেখিতে পাওয়া যায়। ইতালীয়গণ শনিকে সাতরণ (Saturn) দেবতা বলিয়া মান্য করিতেন। প্রাচীন এবং আধুনিক রোমকগণ এই Saturn বা শনিকে গ্রীসদেশীয় পৌরাণিক দেবতা ক্রোণাস্ (Cronus) বলিয়া অভিহিত করেন। গ্রীসদেশীয় পৌরাণিক কাহিনী পাঠে জানা যায় যে, আকাশের ঔরসে এবং পৃথিবীর গর্ভে অনেকগুলি সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। গ্রীক ভাষায় আকাশ উরনাস (Uranus) এবং পৃথিবী জিআ (Gæa) নামে অভিহিত। আমাদের বেদেও আকাশ প্রভৃতি দেবতা বলিয়াই প্রথিত। যাহা হউক আকাশের ঔরসে এবং পৃথিবীর গর্ভে যে সকল সন্তান উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তাহারা সাধারণতঃ টিটান (Titan) নামে অভিহিত হইতেন। ক্রোণাস বা শনিগ্রহ এই টিটানদিগের সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা। টিটানগণ ভিন্ন আকাশ ও পৃথিবীর সাইক্লপ্‌স্ (Cyclops) এবং শতহস্ত (Hundred-Handers) নামক আরও সন্তান ছিল। এই সাইক্লপ্ এবং শতহস্তগণ যখন আকাশের নিকট অত্যন্ত বিরক্তিজনক বলিয়া প্রতিপন্ন হইল, তখন তিনি আবার উহাদিগকে পৃথিবীর গর্ভে প্রবিষ্ট করাইয়া ছিলেন। আকাশের এই কার্য্যে পৃথিবী অত্যন্ত দুঃখিতা এবং ক্রোধপরায়ণা হইলেন। তিনি তাঁহার পুত্রদিগকে আহ্বান করিলেন। আহ্বান করিয়া বলিলেন, যদি তোমরা আমার পুত্র হও, তাহা হইলে তোমার পিতার এই কার্য্যের প্রতিশোধ লইতে হইবে। মাতার এই কথা শুনিয়া ক্রোণাস্ বা শনি ভিন্ন আর কোন পুত্র পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে সাহসী হইলেন না। ক্রোণাস বা শনিগ্রহ এক দিবস একগাছি কাস্তের দ্বারা তাহার পিতা আকাশের অঙ্গচ্ছেদ করিয়া দিলেন, সেই সময়ে আকাশের গাত্র হইতে যে রক্তপাত হইতেছিল, সেই রক্তবিন্দু হইতে ধরাতলে ক্রোধদৈত্যসমূহ এবং অসুরগণের উৎপত্তি হইল। এই সময়ে ক্রোণাস্ বা শনিগ্রহ পিতার প্রাসাদে অবস্থান করিয়া পিতৃরাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। শনিগ্রহ তাহার আপন ভগিনী রিআ (Rhea) দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ক্রোণাসকে তাহার পিতা মাতা জানাইয়া রাখিয়াছিলেন যে ক্রোণাস্ তাহার কোন পুত্র দ্বারা নিহত হইবে। কংসরাজ যেমন দৈববাণীতে জানিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহার ভাগিনেয় কর্ত্তৃক তিনি নিহত হইবেন, ক্রোণাস্ও সেই প্রকার পিতামাতার মুখে দৈববাণী শুনিয়া ভীত হইয়াছিলেন।

সেই সময় হইতে তাঁহার যখন যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইত, তিনি নিজে তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেন। এইরূপে ক্রোণাসের পাঁচটী সন্তান হইয়াছিল, তিনি ক্রমে ক্রমে পাঁচটীকেই নিহত করেন। এই সকল সন্তানের নাম হেষ্টিয়া, জিমিটা, হেরা. হেডস্ ও পসিডন্। এইরূপে পাঁচটী সন্তানকে

নিহত হইতে দেখিয়া রিআদেবীর দুঃখের আর অবধি রহিল না। তিনি মনে করিলেন তাহার একবারে গর্ভ না হয় তাহাও বরং ভাল, তথাপি তিনি নিজ সন্তানগণের এইরূপ অন্যায় রূপে অকালমৃত্যু সহ্য করিতে পারিবেন না। কিন্তু কালধর্ম্মে আবার তাহার সন্তান সম্ভাবনা হইল। যথাসময়ে তিনি একটী পুত্র প্রসব করিলেন। সেই সন্তানের নাম জিয়াস্ (Zeus)। এবার স্নেহময়ী মাতা পুত্রটীকে লুকাইয়া রাখিলেন, পুত্রের পরিবর্ত্তে একখানি প্রস্তর রক্তাক্ত বস্ত্রে জড়াইয়া ক্রোণাসের নিকট সমর্পণ করিলেন। ক্রোণাস্ পুত্রভ্রমে এই প্রস্তরটীকেই গ্রাস করিয়া ফেলিলেন। এদিকে ক্রীটদ্বীপে জিয়াস্‌কে লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল। জিয়াস্ ক্রমে বড় হইল। একদিবস জিয়াস্ তাহার পিতাকে বমনকারক একটী ঔষধ খাইতে দিল। সেই ঔষধসেবনে ক্রোণাসের ভয়ানক বমি হইল। প্রথমেই বমির সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তরটি বহির্গত হইয়া পড়িল এবং অতঃপর জিয়াসের ভ্রাতৃগণও বহির্গত হইল। এই প্রস্তরটী ডেলফীনগরে রাখা হইয়াছিল। প্রাচীন গ্রীকগণ প্রত্যহই তৈল দিয়া ইহার গাত্র অভ্যক্ত করিত।

কালক্রমে জিয়াস্ এবং তাহার ভ্রাতৃগণ সমবেত হইয়া তাহাদের পিতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম উপস্থিত করিল। দশবৎসর ভীষণ যুদ্ধের পর ক্রোণাস্ যুদ্ধে পরাস্ত হইলেন। জিয়াস প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ জয়লাভ করিলেন। ক্রোণাস যুদ্ধে পরাস্ত হইলে পর তাঁহাকে টর্টরস্ (Tartarus) নামক স্থানে নিক্ষিপ্ত করা হয়। কেহ কেহ বলেন, ইহাকে Island of the Best নামক স্থানে রাখা হইয়াছিল। সেইখানে ইনি যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত বীরদিগের আত্মসমূহের উপর কর্ত্তৃত্ব ও বিচার করিতেন। গ্রীস দেশের প্রাচীন কাহিনী পাঠে জানা যায়, ক্রোণাস যে সময়ে রাজ্যশাসন করিতেন, সে সময় দেশের অবস্থা অত্যন্ত সুন্দর ছিল। তাঁহার শাসনাধীন জনগণ দেবতাদের ন্যায় স্বাধীনতা ভোগ করিত। তাহাদিগকে কোন প্রকারের দুঃখভোগ করিতে হইত না। জীবিকানির্ব্বাহের জন্য তাহাদের কোন শ্রম ছিল না। বার্দ্ধক্যের কোন প্রকার দুর্ব্বলতাতেও তাহারা ক্লিষ্ট হইত না। বিনা কর্ষণে পৃথিবী শস্য যোগাইতেন। গ্রীসদেশে এখনও ক্রোণাসের উপাসনার প্রথা কিছু কিছু প্রচলিত আছে। পসেনিয়াস্ (Pausanias) লিখিয়াছেন অলিম্পিয়া পর্ব্বতের পাদদেশে এখনও ক্রোণাস বা শনিগ্রহের একটী মন্দির বিদ্যমান রহিয়াছে, এখানে প্রতি বৎসর উৎসব হইয়া থাকে। আলেক্সিয়াতে একটী পর্ব্বত ক্রোণাস পর্ব্বত নামে অভিহিত। প্রতি বৎসর এই স্থানে শনিগ্রহের নামে বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে।

ক্রোণাসকে কাল দেবতা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। এই ধারণা যে কি প্রকারে গ্রীসদেশবাসীদিগের মধ্যে উৎপন্ন হইল, তৎসম্বন্ধে একটী আলোচনা দৃষ্ট হইয়া থাকে। গ্রীস পণ্ডিত Curtius (কারটিয়াস্) বলেন, ক্রোণাসকে কালের দেবতা বলিয়া বুঝিয়া লইবার হেতু এই যে, ক্রোণাস্‌কে (Cronus) সাধারণ লোকেরা Chronus বলিয়া মনে করে। পরের লিখিত ক্রোণস্ শব্দটী ক্রা (Kra) ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ক্রা (Kra) ধাতুর অর্থ সম্পন্ন করা। Cronus এক শ্রেণীর অসভ্য জাতীয় লোকের দেবতা। এই অসভ্যজাতি প্রাচীন গ্রীকগণ দ্বারা বিজিত হইয়াছিল। কার্টিয়াস্ বলেন, ক্রোণাসের পুত্রভক্ষণের কাহিনীর ভাব বুসমেন, কাফের, বাসতু, গিণিয়াবাসী এবং ঝুইমো প্রভৃতি লোকের মধ্যে প্রচলিত আছে।

সাতর্ণ (Saturn) সম্বন্ধে ইতালীতে আরও এক প্রকারের পৌরাণিক বৃত্তান্ত শুনিতে পাওয়া যায়। সাতর্ণ প্রাচীন ইতালীয়দিগের পূজ্য দেবতা। ইহার স্ত্রীর নাম ওপস (Ops)। রোম নগরের সৃষ্টির বহুপূর্ব্বে এই দেবতার প্রাচীন কাহিনী প্রচলিত আছে। ইনি কৃষিকার্য্যের দেবতা। Serere ধাতু হইতে সাতর্ণ (Saturn শব্দের উৎপত্তি)। এই ধাতুর অর্থ কৃষিকার্য্য করা। এই কাহিনী অনুসারেও ক্রোণাস্ (Cronus) ও সাতর্ণ একই দেবতা। ক্রোণাস তৎপুত্র জিয়াস বা জুপিটরদ্বারা বিতাড়িত হইয়া ইতালীদেশে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করেন এবং ইতালীতে তিনি রাজা হইয়া রাজ্যশাসন করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। ইনি ইঁহার শাসিত স্থানগুলিকে Saturnia নামে অভিহিত করেন। ইতালীর অন্যতম প্রাচীন দেবতা সাতর্ণকে আদর অভ্যর্থনা করিয়া রোমদেশে লইয়া গিয়াছিলেন। এই দেবতার নাম জেনাস (Genus)। এই জেনাস্ রোমদেশের কাপিটাল পর্ব্বতের পাদদেশে সাতর্ণকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই পৌরাণিক বৃত্তান্ত অনুসারে কাপিটাল পর্ব্বত 'সাতার্ণয়ান্' নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। এই সাতর্ণিয়ান্ পর্ব্বতের পাদদেশে এখনও শনিমন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই মন্দিরে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি আছে। তাঁহার পদদ্বয় সমগ্র বৎসর ব্যাপিয়া পশম দিয়া বাঁধিয়া রাখা হয়। কেবল বার্ষিক উৎসব সাতার্ণেলিয়ার সময়ে ঐ পদদ্বয়ের বন্ধন উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। প্রাচীন সময়ে সাতর্ণের নিকট নরবলি দেওয়া হইত। কিন্তু হারাকিউলিস এই জঘন্য প্রথা নিবারণ করিয়াছেন।

ইতালীতে সাতর্ণের বহুমন্দির রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত অনেকগুলি সহর ও পর্ব্বত সাতর্ণের নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। পূর্ব্বকালে ইতালীতে এক রকম কাবতা রচিত

হইত, সেই সকল কবিতা সাতর্ণিয়ান্ ভার্স (Verse) নামে কথিত হইত। অন্যান্ত দেবতার ন্তায় সাতর্ণও পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। কাস্তিয়া সাতর্ণের চিহ্ন স্বরূপ। সাতর্ণের স্ত্রীর নাম ওপস্ (Ops), ওপস্ শব্দের অর্থ প্রাচুর্য্য। ওপস্ দেবী পৃথিবী মূর্ত্তি। শস্তশ্যামলা বসুন্ধরা লক্ষ্মীরই মূর্ত্তিস্বরূপা। সাতর্ণের আর একটি স্ত্রী আছেন, তাঁহার নাম লুয়া; এই লুয়া অলক্ষ্মী বিশেষ।

আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান পাঠে জানা যায়, সমগ্র সৌর জগতের মধ্যে কেবলমাত্র এক জুপিটার (বৃহস্পতি) ব্যতীত শনিগ্রহই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম। অন্যান্য সকল গ্রহ একত্র করিলে যে পরিমাণ হয়, শনিগ্রহ সেই সকলের পরিমাণ অপেক্ষা তিনগুণ বড়। অন্যান্য গ্রহের সূর্য্য হইতে দূরত্ববিনির্ণয়ে শনিগ্রহ ষষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্গণের ধারণা ছিল, শনিগ্রহই সূর্য্য হইতে অধিকতম দূরবর্ত্তী। ফলতঃ সূর্য্য হইতে গড়ে ৮৭২১৩৭০০০ মাইল দূরে থাকিয়া এই গ্রহটী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। যখন সূর্য্য অপেক্ষা এই গ্রহটী অধিকতম দূরে অবস্থান করে, তখন উহার দূরত্বের পরিমাণ ৯২০৯৭৩০০০ মাইল, আর উহার সর্ব্বাপেক্ষা কম দূরত্ব ৮১৩৩১০০০ মাইল। উহার কক্ষার উৎকেন্দ্রতা (Eccentricity of orbit) ০০৫৫৯৯৬ এবং ধরাতলের ক্রান্তিবৃত্তের অভিমুখে উহার পাতকোণ (inclination to the plane of ecliptic) ২°-৯′২৮″। শনিগ্রহ উনত্রিশ বৎসর এক শত সাতষট্টি দিবসে আপন কক্ষ পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। উহার যুক্তি-সংক্রান্ত (Synodical revolution) পরিভ্রমণকাল ৩৭৮০০৭০ দিবস। উহার ব্যাসের গড় পরিমাণ ৭০০০০ মাইল। উহার মেরুদেশস্থ ব্যাসের পরিমাণ ৬৬৫০০ মাইল এবং বিষুব প্রদেশস্থ ব্যাসের পরিমাণ ৭১৫০০ মাইল। শনিগ্রহ পৃথিবী অপেক্ষা আকারে সাতশত গুণ বড় এবং ওজনে নব্বই গুণ অধিক। পৃথিবী অপেক্ষা শনিগ্রহের ঘনত্ব কম, অর্থাৎ পৃথিবীর ঘনত্ব এক শত ধরিয়া লইলে শনিগ্রহের ঘনত্ব ১৩ অধিক নহে। শনিগ্রহ সাড়ে দশ ঘণ্টায় আপন অক্ষে (Axis) পরিভ্রমণ করিয়া থাকে।

দূরবীক্ষণ সাহায্যে দেখা গিয়াছে, শনিকক্ষ জ্যোতির্ময় বলয় (Ring) দ্বারা পরিবেষ্টিত। গালিলিও সর্ব্ব প্রথমে শনিগ্রহের এই বলয় প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তিনি এই গ্রহটিকে ত্রিভাগে বিভক্ত দেখিতে পাইয়াছিলেন অর্থাৎ দুইটী বলয়ের মধ্যে একটী পিণ্ডবৎ পদার্থ সর্ব্ব প্রথমে তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয়। তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন, কোন কোন সময়ে এই বলয়বৎ পদার্থ অত্যন্ত বৃহদাকার ধারণ করিয়া থাকে এবং কখনও বা উহা একবারেই অদৃশ্য হইয়া যায়; তখন অন্যান্য গ্রহের সহিত আকারে শনিগ্রহের কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। হাইগেন্স (Huyghens) সর্ব্বপ্রথমে প্রকাশ করেন যে, শনিগ্রহের বিষুব প্রদেশে স্বতন্ত্র ভাবে একটী জ্যোতির্ম্ময় বলয়বৎ পদার্থ আছে। এই পদার্থটী শনিগ্রহের সহচর হইলেও উহা উক্ত গ্রহ হইতে অনেক দূরে অবস্থিত।

শনিগ্রহের বলয়ে সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত হওয়ায় উহা জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠে। সূর্য্য ও পৃথিবী যখন উভয়ে উহার একপার্শ্বে থাকে, তখনই উহা দৃষ্টিগোচর হয়। যখন একদিকে সূর্য্য অপরদিকে পৃথিবী এবং মধ্যে শনিগ্রহের অবস্থান হয়, তখন এই বলয় আর দৃষ্টিগোচর হয় না।

ডবলিউ বন ও জে বন এই দুই ভ্রাতা শনিগ্রহের বলয়সম্বন্ধে যথেষ্ট গবেষণা করিয়া স্থির করেন যে, এই বলয় দুইটী সমকেন্দ্রক (Concentric) নিম্নভাগের বলয়টী অধিকতর প্রসর। কাসিনী (Cassini) বলেন, শনিগ্রহের নির্ম্মাণোপাদান যেরূপ ঘন, উহার বলয়ের উপাদান তাহা অপেক্ষা কম ঘন নহে। শনিগ্রহ অপেক্ষা উহার বলয়ের জ্যোতিঃ অধিকতর সমুজ্জ্বল। উপরের বলয় অপেক্ষা নিম্নের বলয়টাই অধিকতর উজ্জ্বল। জ্যোতির্বিদ্গণ ভাল দূরবীক্ষণের সাহায্যে এই বলয়ের উপরে অনেকগুলি সমকেন্দ্রক কৃষ্ণবর্ণ রেখা দেখিতে পান।

হার্সেল বলেন, শনির বলয় উহার আপন প্লেনে (Plane) ১০ ঘণ্টা ৩২ মিনিট ১৫ সেকেণ্ডে পরিক্রমণ করে। লাপলাসেরও ইহাই সিদ্ধান্ত। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে শনির বলয়সম্বন্ধে জ্যোতির্বিদ্গণের গ্রন্থাদিতে কোনও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে একজন জ্যোতির্বিদ্ ইহার উল্লেখ করিয়াছিলেন, ইহার নাম ডাক্তার গল্ (Gall) ইনি বার্লিনের অধিবাসী। ইনি ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে শনিগ্রহের বলয় যন্ত্রসাহায্যে প্রত্যক্ষ করেন।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ইউনাইটেড্ ষ্টেটের কাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর বণ্ড্ এবং মিঃ ডজ্ এই উভয়েই শনিগ্রহের বলয় প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ভাল দূরবীক্ষণের সাহায্যে অভ্যস্ত চক্ষুর পক্ষে এই বলয় দেখা এখন আর তেমন কষ্টকর নহে। মিঃ ডজ এই বলয় স্পষ্টতঃ প্রত্যক্ষ করিয়া ইহার বিশদবিবরণ লিখিয়াছেন।

মান্দ্রাজ মানমন্দির হইতে কাপ্তেন জেকব এই বলয় প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। এম অটো ষ্ট্রুভ্ (M. otto Struve) বলেন, শনিগ্রহের এই বলয় নূতন উৎপন্ন নহে। এই বলয় ক্রমশঃই শনিগ্রহের নিকটবর্ত্তী হইতেছে এবং উহার ঘনত্ব ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্যোতির্বিদ্‌পণ্ডিতগণ বলেন, এই বলয় বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপগ্রহের সমষ্টি। এই সকল উপগ্রহ বাষ্পের সহিত সংমিশ্রিত। এই বলয় অসজ্জভাবে শনিগ্রহের সহিত পরিভ্রমণ করে।

শনিগ্রহের আটটি উপগ্রহ (Satellites) আছে। সকলের বহিঃস্থ উপগ্রহটীর বিস্তৃতি পরিমাণ চল্লিশ লক্ষ মাইল। ইহা আমাদের চন্দ্র অপেক্ষাও অনেক বড়। ৬ষ্ঠ উপগ্রহ টিটান (Titan) মার্কুরীর তুল্য।

ফল—গ্রহগণ রাশিবিশেষে অবস্থান করিয়া বিশেষ বিশেষ ফল উৎপাদন করিয়া থাকে। শনিগ্রহের ফলবিষয়ে এইরূপ লিখিত আছে যে, শনি পাপগ্রহ, সুতরাং অশুভফলদ, কিন্তু রাশি ও স্থানবিশেষে শুভফলও প্রদান করিয়া থাকে। এমন কি শনি ও মঙ্গল এই দুইটী গ্রহ স্থানবিশেষে অবস্থান করিয়া রাজযোগ-কারকও হইয়া থাকে।

শনির স্থান—শনি শুভস্থানে অবস্থান করিলে রাজা, দাস, দাসী, বাহন ও চিন্তাশক্তিকারক হইয়া থাকে। কিন্তু অশুভ হইলে অনিষ্ট ও বিনাশকারক হয়। ইহাকে সন্ন্যাসী, প্রাচীন ব্যক্তি, ভৃত্য ও নীচ লোক কল্পনা করা হয়।

শনিগ্রহ ভারতবর্ষস্থিত সুরাটদেশের অধিপতি এবং পশ্চিম দিগ্বলী। মনুষ্য শরীরে শনির ভাগ অধিক হইলে খর্ব্বকেশ, কৃশ ও দীর্ঘদেহ, পীননাসিকা, অধর ওষ্ঠ স্থূল, ক্ষুদ্রনেত্র ও বিস্তৃত কর্ণ হইয়া থাকে।

স্বভাব—জন্মসময়ে শনি অনুকূল থাকিলে জাতক গভীর বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন, মিতভাষী, ধৈর্য্যশালী, পরিশ্রমী, সম্পত্তি উপার্জ্জনে যত্নবান্, ক্লেশসহিষ্ণু এবং দূরদর্শী হয়।

শনি বিগুণ হইলে মানব মলিন, হিংস্র, দ্বেষী, লোভী, ভীরু, নীচাশয়, সন্দিগ্ধ, অপবিত্র, অশুচি, নীচকর্ম্মরত, মিথ্যাবাদী ও বিশ্বাসঘাতক হয়।

ব্যাধি—শনি বিগুণ হইলে বধিরতা, পদবিকলতা, প্লীহা, পক্ষাঘাত, শরীর কম্পন, উদরী, বাত, বায়ুরোগ, [illegible]রোগ ও বক্ষরোগ হইয়া থাকে।

কার্য্য—শনিগ্রহ অনুকূল হইলে মানব রাজা, খনির অধিপতি, ঊর্ণা ও কাষ্ঠব্যবসায়ী এবং কৃষী হয়। শনি প্রতিকূল হইলে জাতক ভারবাহক, শকটচালক, কুম্ভকার, ভূমিখননকারী, ভৃত্য, পশুরক্ষক, ডোম ও চণ্ডাল প্রভৃতি নীচজাতি হইয়া থাকে।

উষ্ট্র, গর্দ্দভ, উলূক, মহিষ, ভেক, সর্প, কূর্ম্ম, গৃধ্র, বাদুড় প্রভৃতি পক্ষী শনির প্রিয়।

ঘেড়েলা, শমী, তাল, খর্জ্জুর, শাল, সেগুণ ও সমস্ত বিষাক্ত তরুলতা শনির প্রিয়। লৌহ, সীসক, এবং ইন্দ্রনীল রত্ন শনির অতি প্রিয়। শনি বিরুদ্ধ হইলে লৌহ ও সীসক দান এবং ধারণ বা ইন্দ্রনীল মণি ধারণ করিলে শুভ হয়।

শনিগ্রহ আড়াই বর্ষকাল এক এক রাশি ভোগ করিয়া থাকে, সুতরাং সমস্ত রাশিচক্র ভ্রমণ করিতে ৩০ বৎসর সময় লাগে। শনি জন্মরাশি হইতে অবস্থান করিয়া বিশেষ বিশেষ ফল জন্মাইয়া থাকে।

গোচরফল—শনি জন্মরাশিতে উপস্থিত হইলে দীর্ঘকালস্থায়ী শ্লেষ্মা, অথবা বায়ুজনিত পীড়া, কম্প, সংক্রামক বা ঐকাহিক জ্বর, পক্ষাঘাত, উদরী, বাত প্রভৃতি রোগ হইবার সম্ভাবনা, নানা প্রকার মনোবেদনা, অর্থহানি, অপবাদ, মাতা, পুত্র ও কলত্রাদির পীড়া বা বিয়োগজনিত শোক হইয়া থাকে। দ্বিতীয়ে—মনঃক্লেশ ও অর্থক্ষতি। তৃতীয়ে—শত্রুনাশ, ক্ষমতা বৃদ্ধি ও সৌভাগ্যলাভ। কিন্তু শনি যদি এই স্থানে নীচস্থ হয়, তাহা হইলে উক্ত ফলের হ্রাস হইয়া থাকে। চতুর্থে—বন্ধুনাশ, শত্রুবৃদ্ধি, পিতার পীড়া ও স্থানভ্রংশ হয়। পঞ্চমে—সন্তানাদির অমঙ্গল, বুদ্ধিনাশ ও বিবিধ প্রকার মানসিক ক্লেশ। ষষ্ঠে—শত্রুনাশ, আরোগ্যলাভ, অর্থাগম ও কার্য্য সফল হইয়া থাকে। কিন্তু নীচস্থ হইলে এই ফলের হ্রাস হয়। সপ্তমে—স্ত্রীর পীড়া বা বিনাশ, বিরোধ, যাত্রাদিতে অমঙ্গল ও নানা প্রকার অনিষ্ট হইয়া থাকে। অষ্টমে—পীড়াক্রান্ত ও বিপদাপন্ন হইতে হয়। নবমে—বাণিজ্যে ক্ষতি, মনঃক্লেশ এবং অর্থ ও কার্য্যহানি হয়। দশমে—প্রাজ্ঞতা, অর্থ ও বাহনাদি লাভ এবং দ্বাদশে শোক, বধবন্ধন, ভয়, ঋণ ও শত্রুবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

শনি জন্মকালে যে রাশিতে ছিল, গোচরে সেই রাশিতে কিংবা তৎসপ্তমে উপস্থিত হইলে মানবদিগের নানা প্রকার বিঘ্ন ঘটে, মঙ্গলের রাশিভোগকাল অল্প, কিন্তু শনির প্রায় আড়াই বৎসর এবং উহার ফলও দীর্ঘস্থায়ী। অতএব গোচরফল বিচার করিতে হইলে অগ্রে দেখা কর্ত্তব্য যে, শনি জন্মকালে যে রাশিতে ছিল, সেই রাশিতে কিংবা তৎসপ্তমে উপস্থিত হইয়াছে কি না? যেহেতু গোচরে শুভ হইলেও উক্ত দুই স্থানে উহা বিশেষ অশুভ ফলপ্রদ হইয়া থাকে। জন্মসময় হইতে প্রায় ১৫ বৎসরে শনি স্বীয় সপ্তমে উপস্থিত হয় এবং ৩০ বৎসরে স্বীয় অধিষ্ঠিত রাশিতে প্রত্যাগমন করে। সুতরাং ন্যূনাধিক ১৫ বৎসর অন্তর মানবগণ প্রায় সাতিশয় শারীরিক ও মানসিক ক্লেশে নিমগ্ন হইয়া থাকে। ঐ গ্রহ তৎকালে জন্মকর্ম্মাদি যন্ত্রাড়ীস্থ হইলে উক্ত ফল নিশ্চয়ই ফলে। এতদ্ব্যতীত শনি জন্মকালীন রবিভোগ্য রাশিতে কিংবা তৎসপ্তমে উপস্থিত হইলে জাতকের পিতার অনিষ্ট, শত্রুভয়, বন্ধুনাশ ও মানহানি এবং রবি আয়ুর্দাতা হইলে জীবনসংশয় পীড়া হয়। শনি জন্মলগ্নে উপস্থিত হইলে জাতব্যক্তির ও

তাহার সন্তানাদির পীড়া, ধনলগ্নে অর্থনাশ এবং দশমলগ্নে অর্থাৎ লগ্ন হইতে দশম স্থানে উপস্থিত হইলে কার্য্যহানি, অপমান ও নানা প্রকার উদ্বেগ হইয়া থাকে।

দ্বাদশ রাশিতে শনি থাকিলে উক্ত রূপ ফল হইয়া থাকে। মেষ রাশিতে শনি থাকিলে ব্যসন ও পরিশ্রমকাতর, কৃতঘ্ন, নিষ্ঠুর, নিন্দিত ও নির্ধন হইয়া থাকে।

বৃষরাশিতে শনি থাকিলে অর্থহীন, ভৃত্য, মিথ্যাকর্ম্মনিযুক্ত, বাক্যবীর, বৃদ্ধা বা কুৎসিতস্ত্রীরত, স্ত্রীলোকের ভৃত্য, নিকৃষ্টস্থানবাসী ও দুষ্টস্বভাব হয়।

মিথুনে শনি থাকিলে বন্ধনযুক্ত, শ্রমাতুর, দাম্ভিক, মন্ত্রণানিপুণ, সর্ব্বদা পাঠরত, উত্তমশিল্পী ও বাক্যবীর। কর্কটে শনি থাকিলে উত্তম ভাগ্যযুক্ত, দরিদ্র, বাল্যকালে রোগপীড়িত, পণ্ডিত, জননীহীন, অতিমৃদু, শ্রমাতুর, বন্ধুযুক্ত, মধ্য বয়সে নরপতিতুল্য ও ভোগে বঞ্চিত হইয়া থাকে। সিংহরাশিতে শনি থাকিলে লিপিপাঠক ও পুরাণবেত্তা, নিন্দিতাচারযুক্ত, দুঃশীল, স্ত্রীবিজিত, চিন্তা এবং ভ্রমণশীল হয়। কন্যারাশিতে শনি থাকিলে ষণ্ডের ন্যায় আকৃতি, অতিশঠ, পরান্নভোজী, বেশ্যাসক্ত, অলস স্বভাব, অশুচি ও পরোপকারী হয়। তুলা রাশিতে থাকিলে মানী, অনল্প বিদেশ ভ্রমণে রত, রাজা, তপস্বী, স্বপক্ষরক্ষক, শিরাল, বন্ধুসমূহের শ্রেষ্ঠ, সাধু, কুলটা, নট ও বৈশ্যস্ত্রীরমণশীল। বৃশ্চিকে থাকিলে বিদ্বেষ্টা, বিষম-স্বভাব, বিষ ও অস্ত্রবেত্তা, প্রচণ্ডকোপী, লোভী, দর্পযুক্ত, পরধন হরণে পারগ, নৃশংসকর্ম্মকারক, অনেক দুঃখসহিষ্ণু, ক্ষয় ব্যয় ও অনেক ব্যাধিযুক্ত। ধনুতে থাকিলে ব্যবহারজ্ঞ, বিদ্বান্, বিখ্যাতপুত্র, স্বধর্ম্মপরায়ণ, সুশীল, বৃদ্ধ বয়সে স্ত্রীভোগী, অতিশয় সম্মানী, অল্পবাক্যভাষী, বহুসজ্জবিশিষ্ট ও মৃদুস্বভাব। মকররাশিতে থাকিলে পরবোধবিৎ ও পরক্ষেত্রের অধিপতি, শাস্ত্রজ্ঞ, শিল্পবেত্তা, সদ্বংশোৎপন্ন, বিখ্যাত, প্রবাসশীল, সরলতাবিহীন ও শৌর্য্যযুক্ত। কুম্ভরাশিতে থাকিলে মিথ্যাবাদী, সুমিষ্টভাষী, স্ত্রী ও ব্যসনাসক্ত, ধূর্ত্ত, বঞ্চনাকুশল, কুমিত্রযুক্ত এবং অনেক আয়াসে কার্য্যসিদ্ধি হইয় থাকে। মীনরাশিতে শনি থাকিলে—যজ্ঞপ্রিয়, শিল্পবিদ্যাসম্পন্ন, স্বীয়বন্ধু ও সুহৃদ্গণের প্রধান, শান্তস্বভাব, বিনয়ী ও ধার্ম্মিক হয়।

রাশিচক্রের প্রথম রাশি মেষ, তাহার অধিপতি মঙ্গল; দ্বিতীয় রাশি বৃষ, তাহার অধিপতি শুক্র; সুতরাং এইরূপ রাশিচক্রের প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া ফল নির্দ্দিষ্ট হইতেছে।

শনি মঙ্গলের গৃহে থাকিয়া রবিকর্তৃক দৃষ্ট হইলে কৃষিকর্ম্মে নিরত, ধনবান্, গো, মেষ ও মহিষযুক্ত, পুণ্যশীল ও কর্ম্মে উদ্ভোক্তা হয়। ঐ শনি চন্দ্রকর্তৃক দৃষ্ট হইলে চপলস্বভাব, নীচপ্রকৃতি, বেশ্যাসক্ত, সুখ ও ধনহীন, মঙ্গলকর্তৃক দৃষ্ট হইলে প্রাণিহিংসক, ক্ষুদ্রপ্রকৃতি, চৌরাধিপতি, মাংস ভক্ষণ ও মদ্যাদি পান নিরত এবং যুবতীপ্রিয়, বুধকর্তৃক দৃষ্ট হইলে মিথ্যাবাদী, অধর্ম্মপরায়ণ, বহুবাক্যযুক্ত, তস্কর, যথেচ্ছাচারী সুখ ও ধনবিহীন; বৃহস্পতি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে সুখ, ধন ও সৌভাগ্যযুক্ত, রাজমন্ত্রী ও মন্ত্রণাকুশল হয়। শুক্রকর্তৃক দৃষ্ট হইলে ধূর্ত্ত, বঞ্চনাকারী, কুরূপ, পরস্ত্রী ও বেশ্যাগামী এবং ভোগহীন হয়।

বৃষ ও তুলারাশি শুক্রের গৃহ; ইহাদের কোন গৃহে শনি অবস্থিত হইয়া রবিকর্তৃক দৃষ্ট হইলে স্পষ্টবাক্যযুক্ত, ধনহীন, বিদ্বান্, পরগৃহভোজী ও অতিশয় কোমলকায় হয়। ঐ শনি চন্দ্রকর্তৃক দৃষ্ট হইলে যুবতীজনপ্রিয়, ধনপ্রিয়, রাজপূজিত ও ধনবান্ হয়। মঙ্গল কর্তৃক দৃষ্ট হইলে সংগ্রামকথায় অভিজ্ঞ এবং সংগ্রামে পলায়ক, অনেক উত্তম বাক্যসম্পন্ন ও ধনজনপরিবেষ্টিত হইয়া থাকে। বুধ দেখিলে সদা হাস্যশীল, স্ত্রীপ্রিয়, যুবতীসেবক ও নীচপ্রকৃতি; বৃহস্পতি দেখিলে অন্যের বিপদে বিপন্ন, পরোপকারী, লোকপ্রিয়, দাতা ও উদ্যমশীল; শুক্র দেখিলে মদ্যপায়ী, স্ত্রৈণ, ধনী, বলবান্ ও রাজপ্রিয় হইয়া থাকে।

মিথুন ও কন্যারাশির অধিপতি বুধ, ঐ বুধের গৃহে শনি অবস্থান করিয়া রবি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে সুখবিহীন, প্রধান, ধার্ম্মিক, ক্রোধজিত, ক্লেশসহনশীল ও ধীরপ্রকৃতি হয়। ঐ শনি চন্দ্রকর্তৃক দৃষ্ট হইলে ভূপতিতুল্য, স্নিগ্ধদেহবিশিষ্ট, স্ত্রীলোকের সম্পত্তিদ্বারা ধনবান্; মঙ্গল দেখিলে বিখ্যাত, মূর্খ, ভারবহনশীল ও ধনহীন; বুধ দেখিলে ধনী, বাহুযুদ্ধকুশল, বিদ্বান্, সঙ্গীতশাস্ত্রে নিপুণ এবং শিল্পকুশল; বৃহস্পতি দেখিলে রাজকুলের বিশ্বাসী, সর্ব্বগুণযুক্ত, সাধুগণের বাঞ্ছনীয় এবং শুক্র দেখিলে অতিশয় স্ত্রীপ্রিয় হইয়া থাকে।

কর্কট রাশির অধিপতি চন্দ্র, এই রাশিতে শনি থাকিয়া রবি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে বাল্যকালে পিতৃহীন, ধন ও সুখভোগরহিত, ও পাপভাগী হইয়া থাকে। ঐ শনি চন্দ্র কর্তৃক দৃষ্ট হইলে জন্মকালে মাতার পীড়া, ধনী ও ভ্রাতার সহিত বিরোধ; মঙ্গল দেখিলে রাজদত্তধনে ধনী, বিফলদেহ, বন্ধুযুক্ত ও প্রভু, বুধ দেখিলে নিদয়, বক্তা, দাম্ভিক, আচারহীন এবং উদ্যমশীল, বৃহস্পতি দেখিলে সম্পত্তিশালী, পুত্রবান্, ধনরত্নাদিযুক্ত, শুক্র দেখিলে কুরূপ, বিলাস ও সুখহীন হইয়া থাকে।

সিংহরাশি রবির স্বগৃহ, ঐ রাশিতে শনি থাকিয়া যদি রবি কর্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে ধন ও সুখহীন, অনাথাভাবাপন্ন, অনৃতপ্রিয়, মদ্যাদি পানরত, কৃশ, ভৃত্য ও দুঃখী হইয়া থাকে। ঐ শনি চন্দ্রকর্তৃক দৃষ্ট হইলে ধনী, যুবতীপ্রিয়, বিপুল কীর্ত্তিযুক্ত

ও নৃপতির প্রিয় হয়। মঙ্গল দেখিলে প্রতিদিন ভ্রমণশীল, পাপী, চৌর, গিরি ও দুর্গস্থাননিবাসী, নীচপ্রকৃতি, ভার্য্যা ও পুত্রহীন, বুধ দেখিলে রুক্ষস্বভাব, নির্ধন, আলস্যপরায়ণ, মলিনদেহ ও দীন। বৃহস্পতি দেখিলে শ্রেষ্ঠ, পুত্রবান্, বিশ্বাসী, সুশীল ও ধনী; শুক্র দেখিলে যুবতীসেবী, সুখী, শান্তপ্রকৃতি, ধনবান্ এবং কর্কশবাক্যযুক্ত হইয়া থাকে।

ধনু ও মীন রাশি বৃহস্পতির স্বগৃহ, এই রাশিতে শনি থাকিয়া যদি রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে পরপুত্রের পিতা, এবং ঐ পুত্র হইতে ধন ও খ্যাতি লাভ হইয়া থাকে। ঐ শনি চন্দ্রকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে মাতৃহীন, সচ্চরিত্র, ভার্য্যা, পুত্র ও ধনী হয়। মঙ্গল দেখিলে বাতব্যাধিরোগযুক্ত, লোকদ্বেষ্টা, প্রবাসশীল, নীচ স্বভাব ও নিন্দিতচরিত্র; বুধ দেখিলে ধনী, বিদ্বান্, মাননীয়, সুন্দর আকৃতিযুক্ত, বৃহস্পতি দেখিলে রাজা বা রাজসদৃশ, মন্ত্রী অথবা সেনানায়ক এবং সকল আপদ্‌বিহীন; শুক্র দেখিলে দ্বিমাতৃক, সুশীল ও সর্ব্ব সম্পদ্‌যুক্ত হয়।

মকর ও কুম্ভরাশি শনির স্বক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রে থাকিয়া শনি যদি রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হন, তাহা হইলে রোগী কুরূপা ভার্য্যাযুক্ত, পরান্নভোজী, অতিশয় দুঃখসহিষ্ণু এবং ভ্রমণশীল হইয়া থাকে, ঐ শনি চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে চপল, অসত্যপরায়ণ, পাপী, মাতার অনিষ্টকারী ও ধনী হয়। মঙ্গল দেখিলে অতিশয় বীর, বিক্রমশালী, বিখ্যাত, মহাজনগণের অগ্রণী, ক্রোধী ও সাহসী, বুধ দেখিলে তামস প্রকৃতি, কুৎসিত আকৃতি ও উন্মাদ ব্যাধিযুক্ত বৃহস্পতি দেখিলে গুণী, রাজা বা আশ্রয়বিহীন, পরদারপরায়ণ; ভাগ্যবান্, সুখী ও ধনবান্ হইয়া থাকে।

শনি দ্বাদশ রাশিতে অবস্থান কালে রবি প্রভৃতি গ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে উক্তরূপ ফল হইয়া থাকে। এই দৃষ্টি পূর্ণ দৃষ্টি জানিতে হইবে, ত্রিপাদ বা অর্দ্ধ দৃষ্টি স্থলে ফলের ন্যূন · কল্পনা করিতে হয়।

লগ্ন ধন প্রভৃতি দ্বাদশ ভাবের মধ্যে শনি অবস্থান কালে উক্তরূপ ফল হইয়া থাকে। যদি তুলা, ধনু, কুম্ভ বা মীনরাশি লগ্ন হয়, আর শনি লগ্নে থাকে, তাহা হইলে জাতক দীর্ঘায়ুঃ, ঐশ্বর্য্যশালী ও বহুলোকপ্রতিপালক হয়। মতান্তরে বৃষ, মিথুন বা কন্যালগ্নে শনি থাকিলে উক্ত প্রকার ফল হইয়া থাকে। ঐ শনির সপ্তমে বৃহস্পতি থাকিলে মানব অতি ঐশ্বর্য্যশালী হয়। কিন্তু লগ্নগত শনি অন্য রাশিতে থাকিলে মানব কান্তিহীন, অশোভন দন্ত, সর্ব্বদা ব্যাধিপীড়িত, নীচাশয় ও সুখবিহীন হয়।

ধনস্থানে শনি থাকিলে জাতব্যক্তি কাষ্ঠ, উর্ণা, অঙ্গার, পুরাতন অট্টালিকা বা কৃষিকার্য্য দ্বারা কিংবা বিদেশে অর্থ ও সম্মান লাভ করে। যদি দ্বিতীয়স্থ শনি মেষ বা বৃশ্চিক রাশিতে থাকে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি স্বজনপরিত্যক্ত, বিধর্ম্মী, নীচ বিদ্যানুরক্ত ও ধনহীন হয়।

লগ্নের তৃতীয় স্থানে অর্থাৎ সোদর স্থানে শনি থাকিলে জাতক সংবৃত মন্ত্র বা অসরল, গণ্য, মান্য, পরাক্রান্ত, এবং বহুজন-প্রতিপালক ও আশ্রয়দাতা হয়, কিন্তু সেই ব্যক্তি ভ্রাতৃবিহীন হইয়া থাকে, যদি তৃতীয়স্থ শনি মেষে অবস্থান করে, অথবা বক্রী হয়, তাহা হইলে উক্ত ফলের হ্রাস হয়, অধিকন্তু তৃতীয় শনি স্বক্ষেত্র গত হইলে মানব অল্প পুত্রবিশিষ্ট হয়।

লগ্নের চতুর্থ অর্থাৎ বন্ধুস্থানে শনি থাকিলে লোকে বন্ধু ও পিতৃসম্পত্তিহীন, ক্লেশযুক্ত, সন্তপ্ত হৃদয়, স্থানভ্রষ্ট ও কোন দীর্ঘস্থায়ী পীড়াক্রান্ত হয়। যদি ঐ শনি উচ্চস্থ বা শুভগ্রহ দ্বারা দৃষ্ট হয়, তবে তাহারা রাজসদৃশ হয়, কিন্তু তাহাদের পিতা প্রায় ক্লেশে মানবলীলা সম্বরণ করে।

লগ্নের পঞ্চম অর্থাৎ পুত্র স্থানে শনি থাকিলে মানব পুত্রহীন, অল্প ও কন্যাসন্ততিবিশিষ্ট, কুমতিসম্পন্ন, ক্রূরচেষ্টান্বিত, এবং বিদ্যা, ধন ও সুখহীন হয়। যদি ঐ শনি তুঙ্গগত হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি বিচক্ষণ, দূরদর্শী, স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন, রাজসম্মানিত, কিন্তু ব্যয়কুণ্ঠ ও স্বার্থপর হয়।

লগ্নের ষষ্ঠ অর্থাৎ শত্রুস্থানে শনি থাকিলে জাতক শত্রুজিৎ, গুণগ্রাহী, আশ্রিত পালক ও ঐশ্বর্য্যশালী হয়, কিন্তু যদি ঐ শনি নীচস্থ বা বক্রী হয়, তাহা হইলে তাহার অনেক নীচজাতি শত্রু, অবিশ্বাসী ভৃত্য, এবং বাত ও বায়ুরোগ হয়।

লগ্নের সপ্তম অর্থাৎ পত্নী স্থানে শনি থাকিলে জাতক খঞ্জ, অথবা বাত বা বায়ুরোগাক্রান্ত, নীচ কর্ম্মরত, জনতোষক, এবং নারীর জন্য অতিশয় দুঃখিত হয়। তাহার জীবনযাত্রায় নানা বিঘ্ন ঘটে।

লগ্নের অষ্টম অর্থাৎ মৃত্যু স্থানে শনি থাকিলে সর্ব্বদা শোক-সন্তাপ ও বধবন্ধনরত, উচ্চস্থান হইতে পতিত, বিপদাপন্ন, অলস ও সতত অসুখী হয়। কিন্তু ঐ শনি উচ্চস্থ ও শুভগ্রহদৃষ্ট হইলে ক্ষমতা, প্রভুত্ব ও উত্তম বাহনাদি প্রদান করে।

লগ্নের নবম অর্থাৎ ধর্ম্মস্থানে শনি অবস্থান করিলে মানবধর্ম্ম-কর্ম্মরহিত, স্বল্প বিশ্বাসী, বা নাস্তিক, কুপথগামী, নিন্দিত উপায় দ্বারা অর্থশালী, ভাগ্যহীন, অসুখী ও বিদেশে বিপদাপন্ন বা নিধন প্রাপ্ত হয়। যদি ঐ শনি উচ্চস্থ ও শুভগ্রহ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে মানব শক্তি ও সৌভাগ্যশালী, চিন্তাশক্তিবিশিষ্ট, ভৃত্যাপরিবৃত ও সম্মানিত হয়।

লগ্নের দশম অর্থাৎ কর্ম্মস্থানে শনি থাকিলে জাতক উচ্চপদ লাভ ও স্বীয় কুল উজ্জ্বল করে, সে ব্যক্তি বহু অনুচরযুক্ত শত্রুজিৎ, উচ্চাভিলাষী, প্রাজ্ঞ ও সতত কর্ম্মোদ্যোগী হয়, কিন্তু

ঐ শনি যদি শুভগ্রহ দ্বারা দৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে লোকে সেতনভোগী বা উচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়া পরে পদচ্যুত হয়।

লগ্নের একাদশ স্থান অর্থাৎ আয়স্থানে শনি থাকিলে মনুষ্য নানারত্নে ভূষিত, ঐশ্বর্য্যশালী, বহুভৃত্য ও বাহনযুক্ত, প্রাচীন ব্যক্তি দ্বারা উপকৃত, কিন্তু আত্মীয় স্বজনের দ্বিষ্ট হয়, এবং প্রায়ই তাহার অগ্রজ নাশ হইয়া থাকে।

লগ্নের দ্বাদশ স্থানে অর্থাৎ ব্যয়স্থানে শনি থাকিলে মানব ঋণী, বিপদাপন্ন, কারারুদ্ধ, প্রবাসী, অসুখী বা শোকান্বিত হয়।

শনিগ্রহ লগ্ন হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ স্থানে থাকিলে উক্তরূপ ফলপ্রদান করিয়া থাকে। গ্রহগণ শুভ হইলে নিজ নিজ কারকতাশক্তি বৃদ্ধি করে। শনি চিন্তাশক্তি,ভৃত্য ও প্রাধান্য-কারক, সুতরাং শনি শুভ হইলে এই সকল ফলের শুভ হইয়া থাকে। (বৃহজ্জাতক প্রভৃতি)

অষ্টোত্তরীমতে শনির দশা দশ বৎসর। অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা ও মূলা এই তিন নক্ষত্রে জন্ম হইলে শনির দশা হয়। ইহার প্রতি নক্ষত্রে ৩ বৎসর ৪ মাস এবং নক্ষত্রের প্রতিপাদে ১০ মাস এবং প্রতিদণ্ডে ২০ দিন ও প্রতিপলে ২০ দণ্ড হয়।

শনির মূলদশা দশবৎসর হইলেও প্রত্যেক গ্রহের অন্তর্দ্দশা ও প্রত্যন্তর্দ্দশা বিভাগ আছে। সাধারণতঃ দশা ও অন্তর্দ্দশানুসারে ফলবিচার করিতে হয়। গ্রহদিগের শুভগৃহে অবস্থান প্রভৃতি দ্বারা দশাকালে ফলের শুভাশুভ কল্পনা করিতে হয়।

শনির নিজ অন্তর	০।১১।৩।২০ দণ্ড।
শনি বৃহস্পতি	১।৯।৩।২০ দণ্ড।
শনি রাহু	১।১।১০ দিন।
শনি শুক্র	১।১১।১০ দিন।
শনি রবি	০।৬।২০ দিন।
শনি চন্দ্র	১।৪।২০ দিন।
শনি মঙ্গল	০।৮।২৬।৪০ দণ্ড।
শনি বুধ	১।৬।২৬।৪০ দণ্ড।

এই সমুদায়ে দশবৎসর।

বিংশোত্তরীমতে শনির দশা ১৯ বৎসর। পুষ্যা, অনুরাধা ও উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে জন্ম হইলে শনির দশা হয়। এই দশায় নিয়মানুসারে প্রত্যেক নক্ষত্রেই ১৯ বৎসর ভোগ হইয়া থাকে। তবে নক্ষত্রের যত দণ্ড ভোগ হইয়াছে, দশাও তত ভুক্ত হইয়াছে, জানিতে হইবে। এই দশারও পূর্ব্বের ন্যায় অন্তর্দ্দশা ও প্রত্যন্তর্দ্দশা আছে; তাহার বিভাগ এইরূপ—

নিজ শনি	৩।০।৩ দিন।
শনি বুধ	২।৮।৯ দিন।
শনি কেতু	১।১।৯ দিন।
শনি শুক্র	৩।২।০ দিন।
শনি রবি	০।১১।১২ দিন।
শনি চন্দ্র	১।৭।০ দিন।
শনি মঙ্গল	১।১।৯ দিন।
শনি রাহু	২।১০।৬ দিন।
শনি বৃহস্পতি	২।৬।১২ দিন।

বিংশোত্তরীমতে উক্তরূপে ১৯ বৎসর ভোগ হইয়া থাকে। বিংশোত্তরীমতে পরাশর বিশেষরূপে দশাফল বিচার করিয়াছেন, বাহুল্যভয়ে তাহা আর এইস্থলে লিখিত হইল না।

শনিগ্রহ জন্মকালে লগ্নাদি দ্বাদশভাবের কোন্ ভাবে অবস্থিত থাকেন, তাহা স্থির করিয়া তবে ফলনির্ণয় করা আবশ্যক। গ্রহের স্ফুট, ভাব, বল ও সন্ধি নির্ণয় করিয়াও ফল স্থির করিতে হয়। গ্রহগণ জন্মকালে, গোচর প্রভৃতিতে যদি বিরুদ্ধ থাকেন, তাহা হইলে তাহার শান্তি কর্ত্তব্য, শান্তি করিলে সেই গ্রহ শুভ-ফলদাতা হইয়া থাকে।

গ্রহশান্তিসম্বন্ধে গাছগাছড়ায় মূল, ধাতু, রত্নধারণ এবং দান ; সেই গ্রহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার পূজা, স্তব ও কবচাদি ধারণ বিধেয়। শনিগ্রহের দান—

"মাষাশ্চ তৈলং বিমলেন্দ্রনীলস্তিলাঃ কুলত্থা মহিষশ্চ লৌহং।
সদক্ষিণকেতি বদন্তি নূনং দুষ্টায় দানং রবিনন্দনস্য॥"

মাষকলাই, তৈল, ইন্দ্রনীলমণি অর্থাৎ পান্না, কৃষ্ণতিল, কুলত্থ, মহিষ অভাবে মূল্য, লৌহ এই সকল দ্রব্য সবস্ত্র ও দক্ষিণার সহিত দান করিতে হয়।

শনিগ্রহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী দক্ষিণাকালী। অতএব কালীপূজা করিলেও শুভ হয়।

শনিগ্রহের স্তব যথা—

"নীলাঞ্জনচয়প্রখ্যং রবিসূনুং মহাগ্রহম্।
ছায়ায়া গর্ভসম্ভূতং বন্দে ভক্ত্যা শনৈশ্চরম্॥"

শনিচক্র (ক্লী) শনেশ্চক্রং। মানবের শুভাশুভ জ্ঞানার্থ চক্রভেদ, এই চক্রদ্বারা শনিভোগ্য নক্ষত্র হইতে আরম্ভ করিয়া ২৭টী নক্ষত্র বিন্যাসপূর্ব্বক শুভাশুভফল নির্ণয় করিতে হয়। জ্যোতিস্তত্ত্বে এই চক্রের বিষয় লিখিত আছে যে, প্রথমে একটী নরাকার পুরুষ অঙ্কিত করিতে হইবে। তৎপরে শনি যে নক্ষত্রে অবস্থান করেন, সেই নক্ষত্র তদীয় মুখে বিন্যাস করিবে, পরে ঐ নক্ষত্র হইতে পর পর নক্ষত্র উক্তস্থলে লিখিতে হয়। ঐ পুরুষের দক্ষিণ হস্তে ৪, পদদ্বয়ে ৬, হৃদয়ে ৫, বামকরে ৪, মস্তকে ৩, নেত্রদ্বয়ে ২, এবং গুহ্যে ২, এইরূপে নক্ষত্র সকল বসাইয়া ফল নিরূপণ করিতে হয়। মুখে হানি, দক্ষিণ হস্তে জয়, পাদে ভ্রম, হৃদয়ে লক্ষ্মী লাভ, বামহস্তে ভয়, মস্তকে রাজ্য, নেত্রে সুখ

এবং শুভে মরণ হইয়া থাকে। যাহার জন্ম নক্ষত্র ঐ সকল দুঃস্থানে থাকে,তাহাদের উক্তরূপ অমঙ্গল এবং শুভস্থানে থাকিলে শুভ হইয়া থাকে। যে সময় শনি ৪, ৮, ১২ নক্ষত্রে থাকিয়া অমঙ্গলপ্রদ হয়, সেই সময় বপুঃ, হৃদয়, শীর্ষ, এবং দক্ষনেত্রস্থ শনি সুখদায়ক হইয়া থাকে। যে সময় শনি তৃতীয়, একাদশ ও ষষ্ঠে তখন সুখদায়ক হয়, গুহ্য, বক্ষ ও বামচরণস্থ হইলে অশুভজনক হয়। এইরূপ প্রকারে শনি অশুভ হইলে ইহার শান্তির বিধান লিখিত আছে। এই চক্র কৃষ্ণ দ্রব্য দ্বারা লিখিয়া তৈল মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া পরে উহা ভূমি মধ্যে নিক্ষেপ করিবে। তৎপরে কৃষ্ণ পুষ্পদ্বারা উহার পূজা করিবে। ঐরূপে পূজা করিলে শনি শুভপ্রদ হইয়া থাকে। * (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

শনিপ্রসূ (স্ত্রী) শনেঃ প্রসূর্জননী। ছায়া, সূর্যপত্নী।

শনিপ্রিয় (ক্লী) শনেঃ প্রিয়ম্। নীলমণি।

শনিবার (পুং) শনিভোগ্যঃ শনের্বা বারঃ। শনিভোগ্য সাবন দিন অর্থাৎ শনিগ্রহের এক উদয় কাল হইতে আর এক উদয়কাল পর্য্যন্ত সময়। সাবন গণনায় উক্ত হইয়াছে, রব্যাদি সপ্তগ্রহ যথাক্রমে যিনি যে দিনের অধিপতি হইবেন, সেই তাঁহার ভোগ্য দিন এবং উহাই তত্তদ্বার বলিয়া প্রসিদ্ধ।

স্কন্দপুরাণে কথিত হইয়াছে, চৈত্রমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় ত্রয়োদশী তিথিতে শনিবার ও শতভিষা নক্ষত্রের যোগ হইলে তাহা মহাবারুণী বলিয়া আখ্যাত হয়, ইহাতে গঙ্গাস্নানাদি করিলে শত-বার সূর্য্যগ্রহণকালীন স্নানের ফল পাওয়া যায়।

"বারুণেন সমাযুক্তা মধৌ কৃষ্ণা ত্রয়োদশী।
গঙ্গায়াং যদি লভ্যেত সূর্য্যগ্রহশতৈঃ সমাঃ।
শনিবারসমাযুক্তা সা মহাবারুণী স্মৃতা॥"
(তিথিতত্ত্বোদ্ধৃত স্কন্দপুরাণবচন)

* "শনিচক্রং নরাকারং লিখিত্বা সৌরিবাসরে।
নামর্ক্ষং ভবেদ্যত্র ফলং তত্র শুভাশুভম্।
একং মুখে দক্ষহস্তে চত্বারি ষট্ পাদয়োঃ।
হৃদি পঞ্চ করে বামে চত্বারি মস্তকে ত্রয়ম্।
দ্বয়ং নেত্রদ্বয়ে গুহ্যে দ্বয়ং তত্র ভবেদ্ বুধঃ।
মুখে হানির্জয়ো দক্ষে ভ্রমঃ পাদে শ্রিয়ো হৃদি।
বামে ভীর্মস্তকে রাজ্যং নেত্রে সৌখ্যং মৃতির্গুদে।
চতুর্থাষ্ট দ্বাদশে ঋক্ষে যদি বিঘ্নকরঃ শনিঃ।
তদা সৌখ্যং বপুঃস্থস্তু হৃচ্ছীর্ষে নেত্রদক্ষয়োঃ।
তৃতীয়ৈকাদশে ষষ্ঠে যদা সৌখ্যকরঃ শনিঃ।
তদা দুঃখং গুহ্যদেশে বক্ষে চ বামাঙ্ঘ্রিয়োঃ।
যত্র পীড়াকরঃ সৌরিস্তত্র চক্রে কদাচন।
লিখিত্বা কৃষ্ণদ্রব্যেন তৈলমধ্যে ক্ষিপেত্ততঃ।
নিক্ষিপ্য ভূমিমধ্যেতু কৃষ্ণপুষ্পৈঃ প্রপূজয়েৎ।
তুষ্টিং যাতি ন সন্দেহঃ পীড়াং ত্যক্ত্বা শনৈশ্চরঃ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

কোষ্ঠীপ্রদীপে লিখিত আছে, যে বালক শনিবারে জন্মগ্রহণ করে সে অতিশয় কৃশ, নিয়ত রোগযুক্ত, অঙ্গহীন, কুবেশধারী, মধ্যধন, কুলকীর্ত্তিবিহীন, তমোগুণবিশিষ্ট এবং যাবতীয় লোকের ক্লেশপ্রদ হয়।

জ্যোতিস্তত্ত্বানুসারে শনিবারে যাত্রাদি নিষিদ্ধ।

"সপ্তাজেন্দিবসে যাত্রাং সূর্য্যারার্কীন্দুবক্রিণাম্॥" (জ্যোতিস্ত)

শনিবারের বারবেলা প্রভৃতির বিবরণ শনিশব্দে দ্রষ্টব্য।

শনিরুহ (পুং) মহিষ। (বৈদ্যকনিঘ°)

শনৈর্গঙ্গম্ (অব্য) যেখানে গঙ্গা ধীরবেগে প্রবাহিত হই-তেছে। ধীরগঙ্গ দেশ।

শনৈর্মেহ (পুং) প্রমেহরোগ বিশেষ। এই মেহে মূত্রের বেগ উপস্থিত না হইলেও প্রায় সকল সময় ধীরে ধীরে অল্প অল্প মূত্র অতিকষ্টে নির্গত হইতে থাকে। [চিকিৎসাদি প্রমেহ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

শনৈশ্চর (পুং) শনৈর্মন্দং মন্দং চরতীতি চর গতৌ পচাদ্যচ্। শনি। (অমর) ব্যাসদেবের নবগ্রহস্তোত্রে বর্ণিত আছে যে, সূর্য্যের ঔরসে ছায়ার গর্ভে ইঁহার উৎপত্তি।

"নীলাঞ্জনচয়প্রখ্যং রবিসূনুং মহাগ্রহম্।
ছায়ায়া গর্ভসম্ভূতং বন্দে ভক্ত্যা শনৈশ্চরম্॥" (ব্যাসস্তোত্র)

শনৈস্ (অব্য°) ১ অল্পে অল্পে। ২ আস্তে আস্তে।

"শনৈশ্চিদ্যন্তো গচ্ছন্তঃ" (ঋক্ ৮।৪৫।১১)
'শনৈর্মন্দং মন্দং যন্তো গচ্ছন্তঃ' (সায়ণ)

৩ ক্রমে ক্রমে। ৪ শনৈশ্চর, শনি। (মেদিনী)

শন্তু (ত্রি) শং সুখং বিদ্যতেঽস্য শম্-তু মত্বর্থে। (শং কং ভ্যাং ব-ভ-যু স্তি-তুত-যসঃ। পা ৫।২।১৩৮) সুখী।

শন্তনু (ত্রি) শং মঙ্গলাত্মকস্তনুর্যস্য। ১ শ্রেয়ঃপূর্ণ দেহবিশিষ্ট। (পুং) ২ দ্বাপরযুগে চন্দ্রবংশের একাবিংশতি পর্য্যায়ে উৎপন্ন রাজ-ভেদ। ভীষ্মের পিতা। ইনি প্রতীপের ঔরসে শৈব্যরাজ-নন্দিনী সুনন্দার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। মহাভারতে বর্ণিত আছে যে, ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভব মহাভিষ নামে এক নরপতি সহস্র অশ্বমেধ ও শত সংখ্যক রাজসূয় যজ্ঞ করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। একদা তথায় সুরগণ-সমাবৃত ব্রহ্মার সমীপে বহুসংখ্যক রাজর্ষি ও রাজা মহাভিষ উপস্থিত থাকা সময়ে সুধাধবলিত-বসনপরিহিতা গঙ্গাদেবী সেই স্থানে আগমন করিবামাত্র সহসা পবনকর্ত্তৃক তদীয় বসন সমুন্মুক্ত হয়। তদ্দর্শনে তত্রত্য প্রায় সকলেই লজ্জাবনত হইলেন, কিন্তু রাজা মহাভিষ অশঙ্কিত চিত্তে তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন; তাহাতে ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হইয়া রাজাকে অভিসম্পাত করিলেন যে তুমি মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার প্রত্যাবর্ত্তন

করিবে। এতদ্রূপে অভিশপ্ত মহাভিষ তখন প্রতীপের ঔরসে জন্ম লইতে ইচ্ছুক হইলেন।

নৃপতির ধৈর্য্যচ্যুতিকালে সরিদ্বরা গঙ্গারও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়াছিল; তিনি মনে মনে রাজাকে চিন্তা করিতে করিতে গমন করিতেছেন, এমন সময় পথিমধ্যে সন্ধ্যোপাসনানিরত বশিষ্ঠদেবের সম্মুখাতিক্রমকারিতা প্রযুক্ত তৎকর্তৃক নরযোনি প্রাপ্তিরূপ অভিশাপগ্রস্ত বসুগণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হওয়ায় তাঁহারা তাঁহাকে সানুনয়ে অনুরোধ করেন যে আপনি মানবীরূপে আমাদিগকে গর্ভে ধারণ করিয়া উদ্ধার করুন, আমরা সামান্য মানবীর গর্ভে জন্ম লইতে নিতান্ত অনিচ্ছুক, কিন্তু ত্রিলোকবিশ্রুত প্রতীপপুত্র রাজা শন্তনুর ঔরসে জন্ম লওয়া আমাদের একান্ত বাসনা। গঙ্গাদেবী তাঁহাদের প্রার্থনার সহিত স্বীয় বর্তমান প্রবৃত্তির পরিণাম ফলের সামঞ্জস্য বুঝিয়া উঁহাদের প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন।

এক সময়ে যখন রাজা প্রতীপ বহুবৎসর ব্যাপিয়া গঙ্গাতীরে থাকিয়া সাতিশয় তপজপ আরম্ভ করেন, তখন নিরতিশয় প্রলোভনীয়া দিব্যস্ত্রীমূর্ত্তিধারিণী সুমুখী গঙ্গা সলিল হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সাধ্যায়নিরত রাজর্ষিকে ভজন মানসে তদীয় শালস্তম্ভ সদৃশ দক্ষিণোরুতে আশ্রয় লইলেন। রাজা অভিপ্রায় শুনিয়া অস্বীকার করেন, তাহাতে গঙ্গা একান্ত কামাভিলাষিণী নারীকে প্রত্যাখ্যান সম্বন্ধে নানারূপ ভীতি ও নীতি প্রদর্শন করিলে অবশেষে তিনি যুক্তিমার্গ অবলম্বনপূর্ব্বক নির্দ্দেশ করিলেন যে, তুমি যখন নিজেই প্রণয়িনীভোগ্য বামোরু পরিত্যাগ করিয়া কন্যা বধূ প্রভৃতি বাৎসল্যোপযুক্ত পাত্রীদিগের স্থান দক্ষিণোরু অবলম্বন করিয়াছ, তখন তোমাকে আমি বধূ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি; অতএব তুমি আমার বধূ হও। গঙ্গাও তাহাই স্বীকার করিলেন।

এই প্রস্তাবের পর কুরুকুলপ্রদীপ প্রতীপ স্ত্রীর সহিত পুত্রপ্রাপ্তি কামনায় তপস্যা আরম্ভ করেন, পরে দম্পতীর বৃদ্ধাবস্থায় সেই শাপভ্রষ্ট মহাত্মা মহাভিষ জন্মগ্রহণ করিলেন। মঙ্গলময় দেহ ছিল বলিয়া কেহ ইঁহাকে 'শন্তনু' এবং ইনি জরাগ্রস্তকেও স্পর্শ করিলে সে শান্ততনু (স্থিরতনু বা স্থিরযৌবন) লাভ করিত, এই প্রবাদানুসারে কেহ কেহ তাঁহাকে শান্তনু নামে অভিহিত করিল। ক্রমশঃ উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে বৃদ্ধ প্রতীপ শন্তনুকে বলিলেন, বৎস! যদি কোন বরবর্ণিনী রূপবতী দিব্যযুবতী পুত্রকামনায় নির্জ্জনে তোমার নিকট আগমন করে, তাহা হইলে তুমি তাহার নিকট কোন পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা না করিয়া আমার আদেশক্রমে তদীয় মনস্কামনা পূর্ণ করিবে।

অতঃপর রাজা প্রতীপ শন্তনুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া বনেপ্রস্থ অবলম্বন করেন। নবাভিষিক্ত রাজা শন্তনু একদা মৃগয়া প্রসঙ্গে গঙ্গাতীরে বিচরণ করিতেছেন, এমন সময়ে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় কান্তিমতী দিব্যাভরণভূষিতা পরম রমণীয়া এক রমণী মূর্ত্তি দেখিয়া স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, শোভনে! তুমি দেবী দানবী অপ্সরী কিন্নরী পন্নগী মানবী যেই হও না কেন, আমি তোমাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিতে সাতিশয় ইচ্ছুক; অতএব আমার অভিলাষ পূর্ণ করিয়া আমাকে চিরবাধিত কর।

রাজার ঈদৃশ আগ্রহান্বিত মনোমোহন মৃদু মধুর মনোহর বাক্যাবলি শুনিয়া বসুগণের বিবরণ স্মরণানন্তর সেই দিব্যমূর্ত্তিধারিণী গঙ্গা স্মিতমুখে সন্তোষচিত্তে বলিলেন, মহীপাল! আমি তোমার মহিষী ও বশবর্ত্তিনী হইব, কিন্তু আমা কর্ত্তৃক কোনরূপ শুভ বা অশুভ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে তন্নিবৃত্তির চেষ্টা বা তজ্জন্য আমাকে অপ্রিয় বাক্য বলিয়া কিছুই করিতে পারিবে না, যদি কর, তবে আমি তখনই তোমাকে ত্যাগ করিব। রাজা প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক তাহাতেই সম্মত হইলেন। পরস্পরের সহানুভূতিতে পরস্পর পরম আপ্যায়িত হইয়া অতুল হর্ষলাভ করিলেন। ক্রমশঃ উভয়ের প্রীতি বিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। নবপরিণীতা ভার্য্যার ঔদার্য্য গুণে ও নির্জ্জন পরিচর্য্যায় রাজা সাতিশয় পরিতুষ্ট হইতে লাগিলেন।

এইরূপে কতকদিন সুখ সম্ভোগের পর ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের আটটী সন্তান উৎপন্ন হইল। বসুগণের সহিত নিয়ম ছিল যে, জন্মমাত্র জলে ফেলিয়া দিতে হইবে, তদনুসারে প্রথম হইতে সাতটী সন্তান পর্য্যন্ত প্রসবের অব্যবহিত পরেই গঙ্গাদেবী তাঁহাদের প্রত্যেককেই জলে নিক্ষেপ করিয়া স্বীয় অঙ্গীকার প্রতিপালন করে...। গঙ্গার এই পর পর কঠোর ব্যবহারে রাজা ক্রমশঃ এতই ব্যথিত হইয়াছিলেন যে অষ্টম পুত্র প্রসূত হইবা মাত্রই স্বীয় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না, বাধ্য হইয়া গঙ্গার নিষ্ঠুর ব্যবহারের প্রতিরোধে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। তিনি গঙ্গাকে বলিলেন, তুমি কে? কাহার কন্যা? কি নিমিত্ত পুত্রবধ করিতেছ? রাজার এই উক্তিতে গঙ্গা নিরস্ত হইয়া বলিলেন, হে পুত্রকাম! আমি তোমার এ পুত্রকে বধ করিব না, কিন্তু তুমি নিয়ম ভঙ্গ করিলে বলিয়া তোমার নিকট আমার থাকিবার কাল উত্তীর্ণ হইল। আমি মহর্ষিগণনিষেবিতা জহ্নুতনয়া গঙ্গা, দেবকার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত তোমার সহিত সহবাস করিয়াছিলাম। তোমার পুত্রগণ মহাতেজাঃ মহাভাগ অষ্টবসু। বশিষ্ঠ শাপে মনুষ্য হইয়া জন্মিয়াছেন। এই মর্ত্ত্যলোকের মধ্যে তুমি ভিন্ন অন্য কেহই তাঁহাদের জনক

এবং আমি ভিন্ন জননী হইবার উপযুক্ত কেহই নাই, এক্ষণে তুমি অষ্টবসুর জন্মদান করিয়া অক্ষয়লোক জয় করিলে। বসুদিগের সহিত আমার নিয়ম ছিল যে তাহারা জন্মগ্রহণ করিবামাত্রই আমি তাহাদিগকে মানব জন্ম হইতে মুক্ত করিব। এই কারণেই প্রসবান্তে উহাদিগকে জলমধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছি, কিন্তু এই পুত্রটী তোমার নিমিত্তই বসুগণের নিকট হইতে যাচ্ঞা করিয়াছিলাম, এই কুমার প্রত্যেক বসুর অষ্টমাংশের সমষ্টিতে জন্মিয়াছে, এক্ষণে তুমি ইহাকে পালন করিও। তোমার মঙ্গল হউক, আমি চলিলাম" ইহা বলিয়া তিনি সেই কুমারকে লইয়া যথাভিলষিত স্থানে অন্তর্হিত হইলেন। এই কুমারই স্বর্গীয় দ্যু নামক বসু, মর্ত্ত্যে শন্তনুর সন্তান হইয়া দেবব্রত ও গাঙ্গেয় নামে বিখ্যাত হইলেন। ইঁনিই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রথম ও প্রধান সেনাপতি পরম ধনুর্দ্ধর মহাবল ভীষ্ম।

গঙ্গাদেবীর অন্তর্ধানের পর রাজা শন্তনু অতিশয় শোকার্ত্ত হইয়া নিরতিশয় ক্ষুব্ধচিত্তে স্বপুরে প্রবেশ করিলেন। কিয়ৎকাল পরে একদা তিনি এক বাণবিদ্ধ মৃগের অনুসরণ করিতে করিতে সহসা সমীপবর্ত্তিনী ভাগীরথীকে অল্পতোয়া এবং এক বৃহৎকায় চারুদর্শন কুমারকে শরজালদ্বারা তদীয় স্রোতঃ অবরোধ করিতে দেখিয়া যারপর নাই বিস্মিত হইয়া গঙ্গার নিকট বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, নৃপতে! পূর্ব্বে তুমি যে আমার গর্ভে অষ্টমপুত্র লাভ করিয়াছিলে, ঐটী সেই পুত্র, এই কুমার অস্ত্র, শস্ত্র, শাস্ত্র, বেদ বেদাঙ্গ প্রভৃতি যাবতীয় বিদ্যায় নিরতিশয় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছে; এক্ষণে তুমি ইহাকে গৃহে লইয়া যাও। রাজা গঙ্গাপ্রদত্ত সেই তনয়কে স্বপুরে আনয়ন পূর্ব্বক যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।

এই সকল ঘটনার পর কোন এক দিন রাজা শন্তনু যমুনাতীরে বনভ্রমণ করিতেছেন। এমন সময়ে সহসা একটী সদ্গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া সেই দিকে গিয়া এক দেবরূপিণী কন্যাকে দেখিতে পাইয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় উত্তর পাইলেন যে, সে দাশরাজকন্যা, পিতৃ আজ্ঞায় ধর্ম্মসঙ্কল্পে নৌকাবাহনার্থ এখানে উপস্থিত। রাজা সুরভিসম্পন্না সেই পরমরূপবতী রমণীর রূপমাধুর্য্যে যারপর নাই বিমুগ্ধ হইয়া তাহার প্রাপ্তি লালসায় তদীয় পিতৃসমীপে গমনপূর্ব্বক স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করায় প্রত্যুত্তরে জানিলেন যে, যদি তিনি প্রথম পুত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক এই কন্যার গর্ভজাত পুত্রকে রাজ্যাভিষিক্ত করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার বর্ত্তমান প্রার্থনা সফল হইতে পারে।

রাজা শন্তনু তীব্রতর মনোজ-বেদনায় দহ্যমান হইলেও সন্তান্ত দাশরাজের মত সমর্থনে সাহসী হইতে পারিলেন না; সুতরাং সেই কন্যাকে চিন্তা করিতে করিতে কামোপহতচেতন হইয়া হস্তিনাপুরে প্রত্যাগত হইলেন এবং নিয়ত দুর্ম্মনার ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। বিপুলবুদ্ধি দেবব্রত পিতার ঈদৃশ দৌর্ম্মনস্য সন্দর্শনে চিন্তিতান্তঃকরণে অমাত্যকে কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া প্রকৃত বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইলেন এবং অবিলম্বে দাশরাজসমীপে উপনীত হইয়া পিতার জন্য কন্যা প্রার্থনা করিলে তিনি উত্তর করিলেন যে, কন্যার পিতা সাক্ষাৎ ইন্দ্র হইলেও ঈদৃশ শ্লাঘ্য ও একান্ত প্রার্থনীয় সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিলে তাঁহাকে পরিণামে অবশ্যই অনুতপ্ত হইতে হইবে, তবে ইহাতে একমাত্র সাপত্ন্যদোষেই আমার মনে দ্বৈধ ভাবের উদয় হইতেছে, কেন না আপনি যাহার সপত্ন সে যদ্যপি দেব, নর, গন্ধর্ব বা অসুর হয়, তথাপি আপনি ক্রুদ্ধ হইলে সে কখনও জীবিত থাকিতে পারে না, এতদ্ভিন্ন দানাদান বিষয়ে আর অধিক কোন বক্তব্য নাই।

অনন্তর গঙ্গাপুত্র দেবব্রত পিতার প্রীত্যর্থ ক্ষত্রিয়মণ্ডলী-সমীপে দাশরাজের নিকট "আপনার কন্যাগর্ভোৎপন্ন সন্তানই আমাদের রাজ্যাধিকারী হইবে এবং পরিণামে মদীয় সন্তান হইতেও আশঙ্কা নিরাসার্থ আমি চিরব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিলাম" এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া সেই যোজনগন্ধা দাশরাজকন্যা সত্যবতীকে বিমাতৃরূপে স্বগৃহে আনয়ন করিলেন এবং ঈদৃশ ভীষণ-প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ায় তদ্দিবসাবধি তিনি দেব ও ঋষিগণ কর্ত্তৃক 'ভীষ্ম' নামে অভিহিত হইলেন।

অতঃপর যথাকালে শন্তনুর ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য নামক দুই বীর্য্যবান্ মহাধনুর্দ্ধর জন্মগ্রহণ করেন। বিচিত্রবীর্য্য বয়ঃপ্রাপ্ত না হইতেই শন্তনু পরলোকগত হন। তাঁহার স্বর্গারোহণান্তেই মহামতি ভীষ্ম সত্যবতীর মতাবলম্বী হইয়া অকপটচিত্তে অরিন্দম চিত্রাঙ্গদকে যথাসময়ে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন।

৩ রাজভেদ। "শন্তনবে নৃপায়" (ঋক্ ১০।৯৮।১)
'শন্তনবে রাজ্ঞে নৃপায় বশায়' (সায়ণ)

৪ বৃষ্টিকাম। "যয়া বৃষ্টিং শন্তনবে বনাব" (ঋক্ ১০।৯৮।৩)
'শন্তনবে বৃষ্টিকামায় বনাব সংভজেবাহি' (সায়ণ)

৫ কৌরব্য। যদ্দেবাপিঃ শন্তনবে পুরোহিতঃ"(ঋক্ ১০।৯৮।৭)
'শন্তনবে স্বভ্রাত্রে কৌরব্যায়' (সায়ণ)

শন্তনুত্ব (ক্লী) ১ শান্তময় দেহের ভাব। ২ শন্তনুর ধর্ম্মাবাপত্তি।

শন্তম (ত্রি) অতিশয় সুখকর স্তোত্র।
"বোচেম শন্তমং হৃদে" (ঋক্ ১।৪৩।১)
'শন্তমং অতিশয়েন সুখকরং স্তোত্রং' (সায়ণ)

শন্তাতি (ত্রি) সুখকর্ত্তা।

"বাভিঃ শগ্নাতী ভবথো দদাশুষে" (ঋক্ ১।১১২।২০)

'শগ্নাতী সুখস্য কর্তারৌ শগ্নতি। শিবসমরিষ্টস্য করে। পা ৪।৪।১৪৩ ইতি শম-তাতিল্' (সায়ণ)

শগ্নাতীয় (ত্রি) শান্তিসূচক-স্তোত্রসম্বন্ধীয়। (ঋক্ ৭।৩৫।১০।১৩) মন্ত্র শান্তি গাথায় পূর্ণ; এইজন্য উহার নাম শগ্নাতীয়।

শন্তি (ত্রি) শমস্যাস্তীতি শম্ (কং শম্ভ্যাং বভযুস্তিতু তযসঃ। পা ৫।২।১৩৮) ইতি তি। মঙ্গলযুক্ত, কল্যাণবিশিষ্ট।

শস্তিদ (ত্রি) সুখযুক্ত।

"শান্তিবাং সুখযুক্তাং বাচম্" কংশংভ্যাম্ ইতি শম্ শব্দাৎ তি প্রত্যয়ঃ। ততো মত্বার্থীয়ো বঃ। (অথর্ব্ব ৩।৩০।২ সায়ণ)

শন্তু (ত্রি) শম্ মত্বর্থে (কং শম্ভ্যামিতি। পা ৫।২।১৩৮) ইতি-তু। শান্ত, মঙ্গলযুক্ত।

শন্ত্ব (ক্লী) সুখের ভাব বা ধর্ম্ম। (তৈত্তিরীয়স° ৫।১।৬।২)

শন্ধ (পুং) ষণ্ড। (হেম)

শপ (অব্য) স্বীকার। (সিদ্ধান্তকৌ°)

শপ্, ১ আক্রোশ, বিরুদ্ধানুধ্যান, শাপ। ২ উপালম্ভন, ভৎর্সনা। ৩ শপথকরণ, প্রতিজ্ঞা। ভ্বাদি° পক্ষে দিবাদি° উভয়° সক° অনিট্। লট্ শপতি-তে। পক্ষে শপ্যতি-তে। লিট্ শশাপ শেপে। লুট্ শপ্তা। লৃট্ শপ্স্যতি-তে। লুঙ্ অশাপ্সীং, অশাপ্তাং, অশাপ্সুঃ। অশপ্ত, অশপ্সাতাং, অশপ্সত। সন্ শিশপ্সতি তে। যঙ্-শাশপ্যতে। যঙ্লুক্ শাশপ্তি। ণিচ্-শাপয়তি। লুঙ্ অশীশপৎ। অভি+শপ=অভিশাপ। পরি+শপ=অভিশাপ, আক্রোশ।

কাহারও কাহারও মতে এই ধাতুর উত্তর শপথ অর্থে নিত্য এবং অন্যস্থলে বিকল্পে আত্মনেপদ হয়।

"কেচিত্তু শপথে নিত্যমাত্মনেপদং অন্যত্র বিভাষয়া ইত্যাহুঃ"

"তেন প্রতিবাচমদত্তকেশবঃ

শপমানায় ন চেদিভূভুজে। ইতি মাঘ° (দুর্গাদাস)

শপ (পুং) শপ-অচ্। ১ শপথ। ২ ভৎর্সন, গালি দেওয়া।

শপথ (পুং) শপ ক্রোশে, শপ্-শাপ-ক-শপীতি। উণ্ ৩।১১৩) ইতি অথ। দিব্য, যদি আমি মিথ্যা কথা বলি তাহা হইলে নরকে গমন করিব, ইত্যাদি প্রকার দিব্য, সত্যাবধারণ, বাক্য দ্বারা শরীরস্পর্শন। পর্য্যায়—শপন, শপ, সত্য, সময়, শাপ, প্রত্যয়, অভিষঙ্গ। (জটাধর) শপথের বিষয় মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে—

"অসাক্ষিকেষু ত্বর্থেষু মিথো বিবদমানয়োঃ।

ন বিন্দংস্তত্ত্বতঃ সত্যং শপথেনাপি লম্ভয়েৎ ॥

মহর্ষিভিশ্চ দেবৈশ্চ কার্য্যার্থং শপথাঃ কৃতাঃ।

বশিষ্ঠশ্চাপি শপথং শেপে পৈজবনে নৃপে ॥" (মনু ৮।১০৯-১০)

পরস্পর বিবদমান বাদী ও প্রতিবাদী এই দুই পক্ষের যদি কোন সাক্ষী না থাকে, তাহা হইলে বিচারক উভয় পক্ষের শপথ গ্রহণ করিয়া সত্য নিরূপণ করিবেন। মহর্ষি ও দেবগণ আত্মশুদ্ধির জন্য পূর্ব্বে শপথ করিয়াছিলেন। বশিষ্ঠঋষিও পিজবনের পুত্র সুদাসরাজার নিকট শপথ করিয়াছিলেন। জ্ঞানি-লোক বৃথা শপথ করেন না, যিনি বৃথা শপথ করেন, তাহার ইহলোকে অকীর্ত্তি ও পরলোকে নরক হইয়া থাকে। শপথ বিষয়ে এইরূপ প্রতিপ্রসব লিখিত আছে—

"কামিনীষু বিবাহেষু গবাং ভক্ষ্যে তথেন্ধনে।

ব্রাহ্মণাভ্যুপপত্তৌ চ শপথে নাস্তি পাতকম্ ॥" (মনু ৮।১১২)

তুমি আমার অতিশয় প্রিয়তমা, অন্যকে আমি প্রার্থনা করি নাই, এইরূপে সুরতলাভের জন্য স্ত্রীবিষয়ে মিথ্যা শপথ করিলে তাহাতে পাতক হয় না। বিবাহ, গোরুর ভক্ষ্যদ্রব্য সংগ্রহ, হোম-কাষ্ঠ আহরণ এবং ব্রাহ্মণরক্ষা এই সকল বিষয়েও যদি মিথ্যাশপথ করা হয়, তাহা হইলে তাহাতে পাতক হয় না।

বিচারকালে ব্রাহ্মণকে সত্যদ্বারা শপথ করাইতে হয়। ক্ষত্রিয়কে তাহার হস্ত্যশ্ব বা আয়ুধদ্বারা, বৈশ্যকে তাহার গো বা কাঞ্চন দ্বারা এবং শূদ্রকে সমুদয় পাতক দ্বারা শপথ করাইতে হয়। অথবা শূদ্রকে অগ্নি বা জল পরীক্ষা কিংবা স্ত্রীপুত্রাদির শিরঃস্পর্শনরূপ পরীক্ষা করাইবে। এই পরীক্ষা বিষয়ে অগ্নি যাহাকে দগ্ধ না করে, জল যাহাকে শীঘ্র ভাসাইয়া না তোলে এবং স্ত্রীপুত্রাদির মস্তকস্পর্শে উহাদিগের শীঘ্র যদি কোন পীড়া না জন্মে, তাহা হইলে শপথ বিষয়ে তাহাকে বিশুদ্ধ স্থির করিতে হইবে। (মনু ৮ অ°)

বিষ্ণুসংহিতায় লিখিত আছে যে, রাজদ্রোহ এবং সাহস অর্থাৎ দস্যুতা প্রভৃতি কার্য্যে যথেচ্ছ শপথ করাইতে হইবে। গচ্ছিত দ্রব্য এবং চৌর্য্যে গচ্ছিত ও অপহৃত ধন প্রমাণে শপথ করিতে হয়। যে বস্তু ঘটিত শপথ হইবে, তন্মূল্য মত সুবর্ণ হিসাব করিয়া শপথ কর্ত্তব্য। ইহাতে বিশেষ এই যে কৃষ্ণলের (সুবর্ণ পরিমাণ বিশেষ) ন্যূন পরিমাণ হইলে শূদ্রের হস্তে দূর্ব্বা দিয়া শপথ করাইবে, দুই কৃষ্ণলের ন্যূন হইলে হস্তে তিল দিয়া, তিন কৃষ্ণলের ন্যূন হইলে হস্ত লাঙ্গলোদ্ধৃত মৃত্তিকা দিয়া শপথ করাইতে হইবে। সুবর্ণার্দ্ধের ন্যূন হইলে শূদ্রকে কোষ (দিব্যবিশেষ) প্রদান করিবে। তদূর্দ্ধ হইলে শাস্ত্রানুসারে তুলা, অগ্নি, জল ও বিষাদি দ্বারা দিব্য করাইবে। পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ অর্থ হইলে বৈশ্যেরও শপথ কর্ত্তব্য, তিন হইলে ক্ষত্রিয়ের, চারিগুণ হইলে ব্রাহ্মণের শপথ হইবে। শপথ করিতে হইলে পূর্ব্বদিন উপবাস করিয়া থাকিবে। তৎপর দিন প্রাতে সূর্য্যোদয়কালে স্নান করিয়া শপথ করিবে। (বিষ্ণুসংহিতা ৯ অ°)

"দেবব্রাহ্মণপাদাংশ্চ পুত্রদারাশিরাংসি চ।
এতে তু শপথাঃ প্রোক্তা মনুনা স্বল্পকারণে।
সাহসেষ্বভিশাপে চ দিব্যানি তু বিশোধনম্॥" (ব্যবহারতত্ত্ব)

দেবতা ও ব্রাহ্মণাদির চরণ, পুত্র ও স্ত্রী প্রভৃতির মস্তকস্পর্শ করিয়া অল্পকারণে শপথ করিলে শুদ্ধিলাভ হয়, কিন্তু সাহস ও অভিশাপ প্রভৃতিতে তুলা, জল, অগ্নি প্রভৃতি দিব্য দ্বারা শুদ্ধি হইয়া থাকে। ব্যবহারতত্ত্ব, বিষ্ণুসংহিতা প্রভৃতিতে বিশেষ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।

শপথপত্র (স্ত্রী) কাগজে লিখিয়া যে শপথ জানান হয়। আদালতে হাকিমের সমক্ষে পত্রে লিখিয়া যে affidavit করা হয়, তাহাকে শপথপত্র বলা যায়।

শপথযাবন (ত্রি) আক্রোশনাশক।

"সত্যাজিতং শপথযাবনীং সহমানাং পুনঃ সরাম্।"
(অথর্ব্ব ৪।১৭।২)

'শপথযাবনীং শপথস্য পরিকৃতস্য আক্রোশস্য পৃথকত্রীং নাশয়িত্রীম্।' (সায়ণ)

অনেক গ্রন্থে 'শপথযোপনী' পাঠ আছে, কিন্তু সায়ণ 'শপথযাবনী' পাঠ স্বীকার করিয়াছেন। [শপথযোপনী দেখ।]

শপথযোপন (ত্রি) শাপনিবারণ।

"দেবজাতা বীরুচ্ছপথযোপনী।" (অথর্ব্ব ২।৭।১)

'শপথযোপনী লৌকিকস্য বৈদিকস্য বা ব্রাহ্মণাদিকৃতস্য শাপস্য বিমোহিনী নিবারয়িত্রী। যুপ রুপ বিমোহনে। অস্মাৎ করণে ল্যুট্।' (সায়ণ)

শপথেয্য (পুং) শপথকারী। অভিশাপপ্রদাতা।
(অথর্ব্ব ৫।৩১।১২)

শপথ্য (ত্রি) শপথ-যৎ। শপথসম্ভব, শপথ হইতে জাত। "মুঞ্চন্তু মা শপথ্যাদথো" (ঋক্ ১০।৯৭।১৬) 'শপথ্যাৎ শপথসংজাতাৎ' (সায়ণ)

শপন (ক্লী) শপ-ক্রোশে ল্যুট্। ১ শপথ। (অমর) ২ গালি।

শপনতর (ত্রি) আক্রোশশীল। (শতপথব্রা° ৯।১।৩।২৪)

শপ্ত (পুং) শপ-ক্ত। তৃণবিশেষ, চলিত উলুখড়। (শব্দচন্দ্রিকা) ২ অভিশাপগ্রস্ত।

"নিশম্য শপ্তমতদর্হং নরেন্দ্রং
স ব্রাহ্মণো নাত্মজমভ্যনন্দৎ।" (ভাগবত ১।১৮।৪১)

শপ্তৃ (ত্রি) শাপকর্ত্তা। "শপ্তারমেতু শপথো যঃ।" (অথর্ব্ব ২।৭।৫) 'অন্তরতস্য শপথস্য আত্মসম্বন্ধং পরিহৃত্য ব্রাহ্মণাক্রোশস্য অমোঘত্বাৎ শপ্তৈব বিষয়ো ভবতু ইত্যাহ। শপ্তারং শাপকর্ত্তারং পুরুষং শপথঃ তৎকৃতঃ শাপঃ প্রতিনিবৃত্তঃ।' (সায়ণ)

শপ্য (ত্রি) শাপ দিবার উপযুক্ত, যাহাকে শাপ দেওয়া কর্ত্তব্য।

শফ (ক্লী) গবাদির ক্ষুর, পশুর ক্ষুর।

"হেমশৃঙ্গী শফৈ রৌপ্যৈঃ সুশীলা বস্ত্রসংযুতা।
স কাংস্যপাত্রা দাতব্যা ক্ষীরিণী গৌঃ সদক্ষিণা॥"
(যাজ্ঞবল্ক্য° ১।২০৪)

২ নখী নামক গন্ধদ্রব্য। (রাজনি°) ৩ বৃক্ষমূল। (মেদিনী)

শফক (পুং) শফ-স্বার্থে কন্। ১ গোখুর। ২ শফাকার (শিকড়াকৃতি) জলোৎপন্ন দ্রব্য বিশেষ। (অথর্ব্ব ৪।৩৪।৫)

শফচ্যুত (ত্রি) ১ খুরভ্রষ্ট।

'শফচ্যুতস্তদীয়াশ্বস্য শফাৎ পতিতো রেণুঃ।' (ঋক্ ১।৩৩।১৪ সায়ণ)

২ খুরহীন।

শফর (পুং স্ত্রী) মৎস্য বিশেষ, চলিত পুটী মাছ। (অমর)

"কৈবর্ত্তকর্কশকরাৎ শফরশ্চ্যুতোঽপি
জালে পুনর্নিপতিতঃ সফরো বিপাকঃ।"

"অগাধজলসঞ্চারী বিকারী ন চ রোহিতঃ।
গণ্ডূষজলমাত্রেণ শফরী ফর্ফরায়তে॥" (উদ্ভট)

শফরাধিপ (পুং) শফরাণাং অধিপঃ। ইল্লীশ মৎস্য, চলিত ইলিশমাছ। পর্য্যায় ইল্লীশ, বারিকর্পূর, গাঙ্গেয়, জমতাল। (ত্রিকা°)

শফরী (স্ত্রী) ১ অম্ললোণিকা, চলিত আমরুল শাক। (ভাবপ্র°)
২ প্রোষ্ঠী মৎস্য, পুটী মাছ।

শফরীয় (ত্রি) শফর সম্বন্ধীয়।

শফবৎ (ত্রি) শফ অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। শফবিশিষ্ট, শফযুক্ত। খুরোপেত। 'শফবদ্বে গোঃ" (ঋক্ ৩।৩৯।৬) 'শফবৎ খুরোপেতং' (সায়ণ)

শফশস্ (অব্য°) খুরে খুরে। (পঞ্চবিংশব্রা° ১৫।১।৮)

শফাঙ্ক (পুং) ঋষিভেদ।

শফারুজ (পুং) অভিমুখে শত্রুবলহননকারী। "মঘবন্ শফারুজঃ" (ঋক্ ১০।৪৫।৯) 'শফারুজঃ আভিমুখ্যেন শত্রুবলানাং হন্তৄন্" (সায়ণ)

শফোরু (ত্রি) গোখুরের ন্যায় যুক্তাকার উরুবিশিষ্ট।

শবর (পুং) শব (ঋচ্ছেররঃ। উণ্ ১।১৩১) ইতি অর। জাতি বিশেষ। ভারতবাসী আদিম অসভ্যজাতি। ইহাদের কতকাংশ বর্ত্তমান সময়ে রাজধানীর নিকটবর্ত্তী স্থানে বাস করিয়া কতক পরিমাণে সভ্যজাতির আচারের অনুকরণ করিলেও সম্পূর্ণ সভ্যাচার অবলম্বন করিতে পারে নাই। এখনও উড়িষ্যা ও মধ্যভারতের স্থানে স্থানে পার্ব্বত্য বন্যপ্রদেশে শবর জাতির বাস আছে। ইহারা বনের কাঠ কাটিয়া অথবা বনজ দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া নিকটবর্ত্তী নগর বা গ্রামে আসিয়া বিক্রয় করিয়া যায়। ইহাই ইহাদের প্রধানতঃ উপজীবিকা।

এই জাতি বহু প্রাচীন কাল হইতেই ভারতে আপনাদের

অস্তিত্বের পরিচয় দিয়া আসিতেছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৭।১৮ মধ্যে ইহাদিগকে বিশ্বামিত্র ঋষির কোন অভিশপ্ত সন্তানের বংশধর বলা হইয়াছে। শাঙ্খায়নশ্রৌতসূত্র ১৫।২৬।৭ সূত্রেও শবরগণের উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাভারতের আদি, ভীষ্ম, শান্তি ও অনুশাসন পর্ব্বে শবর জাতির পরিচয় আছে। শেষোক্ত পর্ব্বে ইহাদিগকে "মধ্যদেশবহিষ্কৃত" বলা হইয়াছে। ভাগবতে (২।৭।৪৬) ইহারা পাপজীবী বলিয়া বর্ণিত। ভৌগোলিক টলেমী ইহাদিগকে Sabaræ এবং প্লিনি Suari শব্দে এই জাতির উল্লেখ করিয়াছেন। এক সময়ে শবরেরা জগন্নাথদেবকে রক্ষা করিয়াছিল। সাধারণের বিশ্বাস, আজও শবরেরাই জগন্নাথের পাচকতা করিতেছে। [জগন্নাথ দেখ।] বাক্‌পতির গৌড়বধ কাব্য পাঠে জানিতে পারি যে, খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দে ইহারা নরবলি দিয়া বিন্ধ্যবাসিনীর পূজা করিত। ইহাদেরই এক শাখা রাজ্যলাভ করিয়া আপনাদিগকে সোমবংশ বলিয়া পরিচিত করে এবং আর্য্যসমাজভুক্ত হইয়া যায়। মধ্য প্রদেশের শ্রীপুর হইতে এই রাজবংশের শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

উড়িষ্যা অঞ্চলে পর্ণশবর নামে এই জাতির এক শাখার বাস দৃষ্ট হয়। ইহারা অতিশয় দুর্দ্ধর্ষ এবং বন্যপ্রকৃতি। ইহারা এখনও বস্ত্র ব্যবহার করিতে শিখে নাই। সহরের নিকটবর্ত্তী স্থানবাসী এবং যাহারা নিরন্তর লোকালয়ে আসিয়া থাকে, তদ্ব্যতীত বনবাসী শবর মাত্রেই এখনও পর্ণাচ্ছাদন দ্বারা আপনাদের লজ্জা নিবারণ করিয়া থাকে। গোয়ালিয়র রাজ্যবাসী শবরী বা শহরীয়াগণ কোটা সীমান্তস্থ জঙ্গলে বাস করে। পশ্চিমে মারবাড় ও গুণা পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থানে ইহাদের বাস আছে।

দক্ষিণ ভারতের পূর্ব্বঘাট পর্ব্বতমালায় শূয়র বা শূরা নামে যে অর্দ্ধসভ্য বন্যজাতির বাস আছে, তাহারাও শবর বলিয়া কথিত। শবর শব্দ অপভ্রংশে শূয়র বা শূরা হইয়াছে। ইহারা এখন যে যে স্থানে বাস করিতেছে, তত্তৎস্থানের সভ্য ও ইতরজাতিগণ ইহাদিগকে চেঞ্চুকুলম্, চেঞ্চবার ও চেনশূয়র নামে অভিহিত করে। ইহারা সাধারণতঃ পূর্ব্বঘাট পর্ব্বতমালার পশ্চিম শৈল হইতে কৃষ্ণা ও পেন্নার নদীর মধ্যবর্ত্তী নল্লমলয় ও লঙ্কামলয় নামক স্থানে বাস করিতেছে। আফ্রিকা, নিকোবর দ্বীপ ও এসিয়োনেসিয়াবাসী অসভ্য জাতীয়েরা যে ভাবে ঘর বাঁধে, ইহারাও সেই ভাবে বন কাটিয়া একটী স্থান পরিষ্কার করে এবং তথায় মৌচাকের ন্যায় ঘর বাঁধিয়া থাকে।

ঘরের দেওয়াল ছিটা বাঁশের বেড়ার মত, কেবল মরাই এর মত কোণাকার ঘাসের ছাদ সংলগ্ন। ঘরগুলি ৩ ফুট মাত্র উচ্চ হয়। উহার দ্বারে তাহারা কেবল মাত্র একটী পর্দ্দা ঝুলাইয়া রাখে, পুরুষেরা প্রায়ই উলঙ্গ, লজ্জানিবারণের জন্য সামান্য একটু বস্ত্রখণ্ড ইহারা ব্যবহার করে। স্ত্রীলোকেরা একটু বস্ত্রখণ্ড কোমরে জড়ায় বটে, কিন্তু অনেক স্থলেই বক্ষঃস্থল অনাবৃত থাকে।

ইহারা খর্ব্বাকার, কিন্তু গঠন বলিষ্ঠ, হনুদ্বয় প্রশস্ত ও উচ্চ, নাক খেঁদা, নাসারন্ধ্র বিস্তৃত, চক্ষুগোলক গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ ও তীক্ষ্ণদৃষ্টি। ইহারা নিকটবর্ত্তী অন্যান্য সভ্য ইতর জাতির অপেক্ষা ঈষৎ খর্ব্বাকৃতি হইলেও বলবীর্য্যে তাহাদের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। ইহারা কোনরূপ দেবমূর্ত্তি পূজা করে না। সকলেই প্রায় বড় বড় কুকুর পালন করে। পার্ব্বত্য জঙ্গল রক্ষার জন্য গবর্মেণ্ট বাহাদুর ইহাদিগকে পুলিশ প্রহরীপদে নিযুক্ত করিয়াছেন।

ইহারা বহু বিবাহ করে। শবদাহ সাধারণতঃ প্রচলিত, কিন্তু কখন কখন দেহসমাধিকালে ইহারা মৃতের তীর ধনুক আনিয়া তাহার সঙ্গে পুতিয়া ফেলে বা পোড়াইয়া দেয়। ইহারা বড়শা, কুঠার ও বন্দুকও রাখে। কোনরূপ শিল্পবাণিজ্য বা বস্ত্রবয়নকার্য্য ইহারা ঘৃণিত বলিয়া মনে করে। ইহারা ধীর ও নম্র।

শবরক (পুং) বনবাসী অসভ্যজাতি।

শবরজম্বু (ক্লী) নগরভেদ।

শবরভাষ্য (ক্লী) শবরস্বামীকৃত বেদান্ত বা মীমাংসাসূত্রের প্রসিদ্ধ ভাষ্য।

শবরলোধ্র (ক্লী) শ্বেতলোধ্র। (রাজনি°)

শবরসিংহ (পুং) রাজভেদ।

শবরস্বামিন্, ১ একজন প্রসিদ্ধ মীমাংসক। ইনি মীমাংসাসূত্রভাষ্য ও শবরকৌস্তভ নামক দুইখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গ্রন্থ দুই খ ণ্ডে তাঁহার বিজ্ঞবত্তার বিশেষ পরিচয় আছে। ২ ভট্ট দীপ্তস্বামীর পুত্র। ইনি হর্ষবর্দ্ধনকৃত লিঙ্গানুশাসনের টীকারচয়িতা। উজ্জ্বলদত্ত ইঁহার নামোল্লেখ করিয়াছেন।

শবল (পুং) শব আক্রোশে (শপের্বশ্চ। উণ্ ১।১০৭) ইতি বলঃ বশ্চাদেশঃ। ১ কর্ব্বুরবর্ণ। (ত্রি) ২ কর্ব্বুরবর্ণবিশিষ্ট।

শবলতা (স্ত্রী) শবলস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। শবলত্ব, শবলের ভাব বা ধর্ম্ম।

শবলা (স্ত্রী) শবলঃ স্ত্রিয়াং টাপ্। শবলবর্ণা গাভী। (অমর)

শবলাক্ষ (পুং) ঋষিভেদ। (ভারত ১৩ পর্ব্ব)

শবলাশ্ব (পুং) ১ ঋষিভেদ। (প্রবরাধ্যায়) ২ অবিক্ষিতের পুত্র। (ভারত আদিপর্ব্ব) ৩ দক্ষ হইতে পাঞ্চজন্য' গর্ভজাত পুত্র। (ভাগবত ৬।৫।২৪) হরিবংশ মতে বৈরণীর গর্ভজাত।

শবলিকা (স্ত্রী) ১ পক্ষীভেদ।

শবলিত (ত্রি) মিশ্রিত বর্ণবিশিষ্ট। কর্বুরবর্ণযুক্ত।
(রাজতরঙ্গি° ২।১৬৭)

শবলী (স্ত্রী) শবল-ঙীষ্। শবলবর্ণা। গাভী। (অমর°)

শব্দ, ১ শব্দকৃতি, শব্দকরণ, শব্দ। ২ ভীষণ। ৩ আবিষ্কার। চুরাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ শব্দয়তি। লুঙ্ অশশব্দৎ।

শব্দ (পুং) শব্দ-ঘঞ্ ভাবে যদ্বা শপ আক্রোশে (শাশপিভ্যাং দদনৌ। উণ্ ৪।৯৭) ইতি দন্ পকারস্য বকারঃ। শ্রোত্রগ্রাহ্য গুণপদার্থবিশেষ। পর্য্যায়,—নিনাদ, নিনদ, ধ্বনি, ধ্বান, রব, স্বন, স্বান, নির্ঘোষ, নির্হ্রাদ, নাদ, নিঃস্বান, নিঃস্বন, আরব, আরাব, সংরাব, বিরাব, (অমর) সংরব, রাব, (শব্দচ°) ঘোষ। (জটাধর)

ধ্বন্যাত্মক ও বর্ণাত্মক ভেদে শব্দ দুই প্রকার। মৃদঙ্গাদির শব্দকে ধ্বন্যাত্মক এবং কণ্ঠতাল্বাদ্যভিঘাতজন্য ক, খ ইত্যাদি শব্দ বর্ণাত্মক বলিয়া প্রসিদ্ধ; উভয়বিধ শব্দই আকাশ হইতে উৎপন্ন হয় এবং যখন শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের সহিত উহার অভিযোগ ঘটে, তখন অবিকৃত শ্রোত্রেন্দ্রিয়বান্ জীবমাত্রেই উহার অর্থবোধ করিতে পারুক বা না পারুক কেবল শব্দটী অবশ্য অনুভব করিতে পারে; ফলে যাবৎ শব্দের সহিত শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের অভিষঙ্গ না ঘটে, তাবৎ উহার উপলব্ধি হয় না; এ কারণ আমরা অতি দূরবর্ত্তী শব্দ শুনিতে পাই না, কিন্তু বর্ত্তমান পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণের কৃপায় 'টেলিফোন্' প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে নিরতিশয় দূরবর্ত্তী শব্দসকলও শ্রোত্রেন্দ্রিয়গত হওয়ায় আমরা এক্ষণে বিশদরূপে উহার অনুভব করিতে পারি।

শ্রোত্রেন্দ্রিয়ে শব্দের বিকাশ সম্বন্ধে নৈয়ায়িকগণ বলেন— মৃদঙ্গাদি বা কণ্ঠতাল্বাদিতে অভিঘাত জন্য তত্রত্য নভঃপ্রদেশে উৎপন্ন শব্দ বীচিতরঙ্গন্যায়ে অর্থাৎ যেমন কোন স্থানের জলে বায়ু কর্ত্তৃক একটী তরঙ্গ উৎপন্ন হইলে ক্রমে তাহারই ঘাতপ্রতিঘাতে বহুদূর পর্য্যন্ত তরঙ্গায়িত হয়, মৃদঙ্গাদিতে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি আঘাতজন্য উৎপন্ন শব্দগুলিও বায়ুভরে ক্রমশঃ উত্তরোত্তর উক্তরূপ তরঙ্গাকারে শ্রবণেন্দ্রিয় পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া তাহাতে প্রতিহত হওয়ায় তথায় উহাদের বিকাশ হয়।

কাহার কাহার মতে কদম্বগোলক ন্যায়ে অর্থাৎ মৃদঙ্গাদিতে প্রথম দ্বিতীয়াদি আঘাতজন্য ক্রমশঃ উৎপন্ন শব্দগুলির সেই প্রথম উৎপত্তি স্থানকেই কদম্বপুষ্পের ন্যায় গোলাকার বস্তুর কেন্দ্রস্বরূপ এবং তদীয় কেশরগুলির ন্যায় উক্ত কেন্দ্রোৎপন্ন শব্দ বা তাহার গতি ব্যাসার্দ্ধ স্বরূপে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়, এই বিক্ষেপকালে যে যে স্থলে ঐ শব্দ বা তাহার গতির সহিত শ্রোত্রসংযোগ হয়, তত্তৎস্থানেই উহাদের বিকাশ দেখা যায়।

"শব্দো ধ্বনিশ্চ বর্ণশ্চ মৃদঙ্গাদিভবো ধ্বনিঃ।
কণ্ঠসংযোগাদিজন্যা বর্ণাস্তে কাদয়ো মতাঃ॥
সর্ব্বঃ শব্দো নভোবৃত্তিঃ শ্রোত্রোৎপন্নস্তু গৃহ্যতে॥
বীচিতরঙ্গন্যায়েন তদুৎপত্তিস্তু কীর্ত্তিতা।
কদম্বগোলকন্যায়াদুৎপত্তিঃ কস্যচিন্মতে॥" (ভাষাপরি°)

"শব্দো নিত্যঃ" এই শ্রুতির মর্ম্মে কেহ কেহ বলেন, "শ্রোত্রোৎপন্নস্তু গৃহ্যতে" "উৎপন্নঃ কো বিনষ্টঃ কঃ" 'ক' উৎপন্ন হইয়াছে 'ক' বিনষ্ট হইয়াছে; এই সকল প্রয়োগ কিরূপে সম্ভব হয় অর্থাৎ শব্দমাত্রেই যখন নিত্য, তখন কিছুতেই তাহাদের উৎপত্তি বা বিনাশ হইতে পারে না, তবে যে সকল স্থলে এইরূপ ব্যবহার দৃষ্ট হয়, তথায় অনিত্যতা বুদ্ধিতেই হইয়া থাকে; আর প্রত্যভিজ্ঞাস্থলে যে, "সোঽয়ং কঃ" সেই এই 'ক' এইরূপ ব্যবহৃত হয়, তথায় কেবল "ইহা সেই ঔষধ (অর্থাৎ আমি যে ঔষধ ব্যবহার করিয়াছিলাম, এটী তৎ সজাতীয় ঔষধ) এইরূপ সাজাত্য অবলম্বন করিয়াই উহার অর্থানুপপত্তি করিতে হয়। বস্তুতঃ 'সেই এই ক' 'সেই এই ঔষধ' ইত্যাদি স্থলে আপাততঃ শব্দের নিত্যত্ব প্রতীত হইলেও প্রত্যভিজ্ঞাকালে উহাদের সজাতীয়ত্বই গৃহীত হইবে, তাহাতে ব্যক্তির (পূর্ব্বোচ্চারিত 'ক' বা পূর্ব্ব ব্যবহৃত ঔষধের) অভিন্নতার উপলব্ধি হইবে না।

"উৎপন্নঃ কো বিনষ্টঃ ক ইতি বুদ্ধেরনিত্যতা।
সোঽয়ং ক ইতি বুদ্ধিস্তু সাজাত্যমবলম্বতে।
তদেবৌষধমিত্যাদৌ সজাতীয়েঽপি দর্শনাৎ॥" (ভাষাপরিচ্ছেদ)

'ননু শব্দস্য নিত্যত্বাদুৎপত্তিঃ কথমত আহ। উৎপন্নঃ কো বিনষ্টঃ ক ইতি বুদ্ধেরনিত্যতা ইতি। শব্দানামুৎপাদবিনাশ-প্রত্যয়শালিত্বাদনিত্যত্বমিত্যর্থঃ। ননু স এবায়ং ককার ইত্যাদি প্রত্যভিজ্ঞানাচ্ছব্দানাং নিত্যত্বং। তথাচোৎপাদবিনাশবুদ্ধিভ্রম-রূপা চেদ্যত আহ, সোঽয়ং ক ইতি বুদ্ধিস্তু সাজাত্যমবলম্বতে। তদেবৌষধমিত্যাদৌ সজাতীয়েঽপি দর্শনাদিতি। অত্র প্রত্যভিজ্ঞানস্য তৎসজাতীয়ত্বং বিষয়ঃ। নতু তদ্ব্যক্ত্যভেদো বিষয়ঃ উক্তপ্রতীতিবিরোধাৎ ইত্থঞ্চ দ্বয়োরপি বুদ্ধ্যোর্ন ভ্রমত্বমিতি নহু সজাতীয়ত্বং সোঽয়মিতি প্রত্যভিজ্ঞায়াং ভাসতে ইতি কুত্র দৃষ্টমিত্যত আহ তদেবেতি। যদৌষধং ময়া কৃতং তদেবান্যেনাপি কৃতমিত্যাদি দর্শনাদিতি ভাবঃ।' (সিদ্ধান্তমুক্তাবলী)

চরকের বিমান স্থানে বর্ণাত্মক শব্দকে চারিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, যথা—দৃষ্টার্থ, অদৃষ্টার্থ, সত্য ও অনৃত। ক্রমশঃ ইহাদের উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে—

দৃষ্টার্থশব্দ—"ত্রিভির্হেতুভির্দোষাঃ প্রকুপ্যন্তি" "ষড়্ভিরুপক্রমৈশ্চ প্রশাম্যন্তি" অসাত্ম্যেন্দ্রিয়ার্থ সংযোগ, প্রজ্ঞাপরাধ ও পরিণাম এই তিনটী কারণে বাতাদিদোষের প্রকোপ হয় এবং লঙ্ঘন বৃংহণাদি প্রক্রিয়া দ্বারা ঐ সকল দোষ শমতা প্রাপ্ত হয়। এই উক্তির ফল সর্ব্বদা দেখা যায় বলিয়াই উহাদিগকে দৃষ্টার্থশব্দ বলে

অদৃষ্টার্থ শব্দ—যাহার ফল দৃষ্ট অর্থাৎ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না, তাহাই অদৃষ্টার্থ শব্দ, যেমন পুনর্জন্ম আছে, মোক্ষ আছে।

সত্যশব্দ—যাহা বিশ্বাসযোগ্য তাহাই সত্য; যেমন সিদ্ধির উপায় আছে, অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে ক্রিয়া করিলে সিদ্ধিলাভ করা যায়; চিকিৎসা করিলে সাধ্যরোগ আরোগ্য হয় ইত্যাদি। কিন্তু যে স্থলে ভ্রম বিশ্বাস হইবে সেটী অবশ্য সত্য নয়।

অনৃত শব্দ—যাহা সত্যের বিপরীত তাহাই অনৃত অর্থাৎ যে গুলি মিথ্যা শব্দ; যেমন ঈশ্বর নাই, আত্মা নাই, কর্ম্মফল নাই, পুনর্জন্ম নাই ইত্যাদি। (চরক বিমানস্থান ৮ম অধ্যায়)

মহাভারতের অশ্বমেধপর্ব্বে ষড়্‌জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, নিষাদ, ধৈবত, ইষ্ট, অনিষ্ট ও সংহতভেদে শব্দকে দশ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে।

বিশেষ বিশেষ শব্দের বিশেষ বিশেষ নাম; যথা—গুণ ও অনুরাগ হইতে উত্থিত শব্দের নাম শব্দ। শীৎকৃত অর্থাৎ রতিকালে স্ত্রীগণের মুখোত্থিত অব্যক্ত ইস্ ইস্ বা শিস্ দেওয়ার মত শব্দের নাম প্রণাদ; মলদ্বারোত্থিত শব্দকে পর্দ্দন (পাদ) এবং কুক্ষিভব শব্দকে অর্থাৎ পেট ডাকাকে কর্দ্দন বলে; যুদ্ধ-কালীন বীরগণের চীৎকার ধ্বনি সিংহনাদ বা ক্ষ্বেড় নামে অভিহিত; কল কল শব্দ কোলাহল এবং ব্যাকুল বা হঠাৎ বিপদ্‌গ্রস্ত অবস্থায় রব তুমুল বলিয়া খ্যাত; বস্ত্র এবং বৃক্ষ-পত্রাদির শব্দ মর্ম্মর (মর্ মর্); অলঙ্কারধ্বনি শিঞ্জিত; গোধ্বনি হম্বা, রম্ভা ও রেম্ভণ; অশ্বের রব হেষা ও হ্রেষা; গজের গর্জ্জ ও বৃংহিত; ধনুকের শব্দ বিস্ফার; মেঘের স্তনিত, গর্জ্জিত, গর্জ্জি, স্বনিত ও রসিত; বিহঙ্গদিগের কূজিত; পশু-পক্ষ্যাদি সাধারণ তির্য্যগ্‌জাতির শব্দকে রুত ও বাশিত বলে; নেকড়ে বাঘের ডাক রেষণ; কুকুরাদির ডাক বুক্কন ও ভষণ; যে কোন কারণে পীড়িত ব্যক্তির কাতরোক্তিকে কণিত; চুম্বন এবং রতিকালের অব্যক্ত শব্দের নাম মণিত; তন্ত্রীর স্বরকে প্রকাণ ও প্রক্বণ; মাদলের গুঞ্জন এবং ভেরীর স্বরকে টুট্টুর বলে; সচ্ছিদ্র-বংশের ধ্বনির নাম কীচক; অত্যুচ্চ শব্দের নাম তার; গম্ভীরধ্বনি মন্দ্র; মধুরধ্বনি কল; সূক্ষ্মমধুরধ্বনির নাম কাকলী; লয়সঙ্গতধ্বনিকে একতাল ও সহজ স্বরকে ব্যঙ্গ-চ্ছলে ইচ্ছাক্রমে বিকৃতভাবে উচ্চারণ করিলে তাহাকে কাকু বলে। (হেমচন্দ্র) ধনুকের ছিলার শব্দ টঙ্কার নামে অভিহিত এবং প্রতিধ্বনি প্রতিশ্রুৎ বলিয়া খ্যাত।

কবিকল্পলতায় উদ্ধৃত নিম্নলিখিত শব্দগুলিকে অনুলোম বা বিলোম ইহার যে কোন ভাবেই পাঠ করা যাউক না কেন তাহাতে তাহাদের উচ্চারণ বা অর্থগত কোনরূপ বৈষম্য দৃষ্ট হয় না। যথা—

নয়ন, নর্ত্তন, কনক, কণ্টক, মহিম, কালিকা, সরস, সহাস, যথায়, ভাবতা, তারতা, বিভাবি, করক, কম্বুক, কাঞ্চিকা, নন্দন, দম্ভদ, দন্তদ, লশুল, সুতপ্তসু, হাববহা, পংদাতপ, বরভৈরব, কলপুলক, বরকৈরব, বরকৌরব, বরপৌরব, তরুণীকৃত, রদসোদর, নদভেদন, লঙ্কাকঙ্কাল, মাধববল্লববধমা, নন্দনন্দন, তন্দ্রিত, সমাস, কারিকা, জলজ, কটক, নানা, মম।

কবিকল্পলতায় নিম্নোক্ত শব্দ গুলির অনুলোমভাবে উচ্চারণ ও অর্থ একরূপ এবং বিলোম ভাবে উচ্চারণ ও অর্থ অন্যরূপ; যথা—

দেবে, লেখ, বিভু, বদ, যম, রাধা, সুত্রামা, নন্দক, মালিকা, কালিনী, করকা, দীনরক্ষা, সদালিকা, যমরাজ, নন্দনবন, নল-কূবর, সহসাসুত, নবতম, সংমদ, মার, বত, যুবা, সদা, বাণ, লতা, সুত, লব, বিভা।

উক্ত গ্রন্থে লিখিত বক্ষ্যমাণ শব্দগুলি সংস্কৃত, প্রাকৃত বা বাঙ্গালা, সকল ভাষাতেই পুংলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়, যথা—

আহার, হার, বিহার, সার, সমর, সম্ভোগ, যোগ, অসুর, সংহার, অমর, যার, বারণ, গণ, টঙ্কার, ভার, আকর, লোল, উল্লোল, বিলাস, বায়স, হর, অহঙ্কার, হীর, অঙ্কুর, নীহার, উরগ, রাগ, ভাল, তরল, গোবিন্দ, কন্দ, উদর, তরুণ, তরণি, দাস, মোহ, সম্মোহ, মাস, খুর, তর, মল, সঙ্গর, আরম্ভ, হাস, কর, করি, কিরি, কীর, কীল, কল্লোল, ধীর, মল, মলয়, করীর, বাসুদেব, অসি, বীর, নর, নরক, করম্ভ, দণ্ড, চণ্ডাল, রম্ভ, দম্ভ, সরল, কলহ, কমল, আকার, পঙ্ক, খল, বকুল, কুরঙ্গ, দেহ, সন্দেহ, সঙ্গ, পর, কুমার, তরঙ্গ, চাক, সকার, গুণ, অরি, হরি, পরিণাহ, কণ্ঠ, কুণ্ঠ, অহি, দাহ, পায়সর, রবি, হাহা, মল্লু, মঞ্জীর, বাহ, অচল, কুল, কুমার, কুম্ভ, কুম্ভীর, সার, বিরল, কবল, জার, কন্দর, উদার, পার, জম্বীর, কেশরি, বরাহ, মুরারি, কাল, কাকোল, কুন্তল, চম্পক, বিরাম বাল, আলোল, বাহ, বণ, সঙ্গর, চোল, ভার, সংসার, কেরল, সমীরণ, টঙ্ক, তাল, আ...র, চামর, কুলীর, তুরঙ্গ, স্মর, কঙ্কাল, কন্দল, করাল, বিকাস, পুর, হেরম্ব, কম্বু, বিধু, সিন্ধু, বুধ, অনুবন্ধ, কুন্দ, ইন্দু, মন্দর, সমীর, সমুদ্র, গন্ধ, ভীম, অঙ্ক, সঙ্কর, কিরীট, তমাল, গুল্ম, হিন্তাল, তোমর, মহীরুহ, বিষ, পুঞ্জ, হিণ্ডীর, পিণ্ড, বর, সংবর, কোণ, কাণ, সংরম্ভ, সোম, পারম্ভ, বিকার, বাণ, বসন্ত, আসব, বেসন্ত, বাস, বাসব, বাসর, কাসার, সরস, কিরণ, অরুণ।

নিম্নোক্ত শব্দগুলি পূর্ব্বোক্ত সকল ভাষাই স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়; যথা—

হেলা, গেলা, কলা, মালা, রসালা, কাহলা, অচলা, কীলা, লীলা, বলা, বালা, লোলা, যোলা, অলসা, মসী, ধরণী, ধারণী,

গোপী, রোহিণী, রমণী, মণী, বীণা, বাণী, বসা, বেণী, মীড়া, গঙ্গা, তরঙ্গিণী, কমলা, লহরী, নারী, রামা, ভেরী, বসুন্ধরা, কালী, করালী, চামুণ্ডা, চণ্ডা, রণ্ডা, তুলা, মহী।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ব্যবহৃত ক্লীবলিঙ্গ শব্দসমূহ ; যথা—

জাল, জল, পল, মূল, বারি, কীলাল, কূল, বল, পদ্মল, মুকুল, লিঙ্গ, গম্ভীর, শরীর, কমল, সলিল, চীর, তুচ্ছ, রাজীব, নীর, ফল, রজত, কুটীর, দারু, লাল, পটীর, কারণ, রোহণ, চেল, কুহর, অম্বর, মন্দির, কুটল, মণ্ডল, তামরস, কুণ্ডল, অঙ্গদ, পুর, অরবিন্দ, লোহ, অন্ন, তড়াগ, করণ, কুল, তোরণ, মরণ, তুন্দ, অলম্, আগার, ভাস্বর।

ঐ সকল ভাষায় ব্যবহৃত একার্থবোধক ক্রিয়াপদ, যথা—

ভাণ, রোহ, গচ্ছ, সংহর, কুরু, চোরয়, মারয়, অবগচ্ছ, অবলোকয়, অবচিন্তয়, খাদ।

নিম্নে কতকগুলি ওষ্ঠবর্ণবর্জ্জিত পুংলিঙ্গ শব্দ প্রদর্শিত হইতেছে, যথা—

নীহার, হার, হরিণ, অঙ্ক, হর, অট্টহাস, কৈলাস, কাস, রদ, সারদ, সিংহ, শঙ্খ, শেষ, অহি, হংস, ঘনসার, হলি, ইন্দ্র, নাগ, হিণ্ডীর, নির্ঝর, শরদ্ঘন, চন্দ্রকান্ত, শৃঙ্গার, সাগর, তড়াগ, জলাশয়, অগ, হর্য্যক্ষ, তক্ষক, নখ, ক্ষত, দীক্ষিত, অক্ষ, সারাচ, কাচ, কচ, কীচক, চঞ্চরীক, চাণক্য, চারণ, গণ, চণ, শাণ, শোণ, সংহার, সারস, রস, অসি, রসাল, সাল, কঙ্কাল, কাল, কলি, শৈল, খল, অনল, অর্ক, কিঙ্কর, কঙ্ক, কর, শঙ্কর, কীর, হীর, লঙ্কেশ, কেশ, শর, কেশব, দেশ, লেশ, আনন্দ, নন্দন, ধনঞ্জয়, খঞ্জরীট, কীট, অরি, কণ্টক, কটাহ, কটাক্ষ, দক্ষ, দণ্ড, অদ্র, যক্ষ, জনক, অঞ্জলি, যন্ত্র, যত্ন, রত্নাকর, অন্তক, ধরাধর, ধীর, শীর, নাসীর, নারায়ণ, কৃষ্ণ ও হৃষীকেশ।

ওষ্ঠবর্ণরহিত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ—গঙ্গা, গীতা, সতী, সীতা, সিদ্ধি, সন্ধ্যা, গদা, গয়া, আশীঃ, কাশী, নিশা, নাসা, কান্তি, শান্তি, দয়া, রসা, আজ্ঞা, নিদ্রা, হরিদ্রা, দৃক্, দ্রাক্ষা, লাক্ষা, ধৃতি, কৃতি, ছায়া, জায়া, কথা, কান্তা, ধাত্রী, রাত্রি, রতি, গতি, কক্ষরা, ধারণা, ধারা, তারা, কারা, জরা, ধরা, আজি, রাজি, রজনী, অর্চ্চি, কীর্ত্তি, কলা, তটী, নটী, নারী, সারী, দরী, দাসী, ঘটিকা, খটিকা, জটা, কক্ষা, রক্ষা, শিখা, সংখ্যা, কালিন্দী, কলিকা, কলা, কালী, করালী ও দুর্গা।

ওষ্ঠ্যবর্ণবিবর্জ্জিত ক্লীবলিঙ্গ চরণ, করণ, চক্র, ক্ষত্র, নক্ষত্র, তক্র, রজত, শত, শরীর, ক্ষীর, নীর, অক্ষি, তীর, ধন, কনক, নিধান, ধ্যান, সন্তান, দান, নলিন, নগর, গাত্র, ছত্র, নেত্র, অস্থি, দাত্র, আলিঙ্গন, স্থান, শিরঃ, চরিত্র, জল, স্থল, হান, কলত্র, চিত্র, কীলাল, জাল, অলক, নাল, সৈন্ধ, লিঙ্গ, অঙ্গ, লাবণ্য, হিরণ্য, সৈন্য, অন্ন, অজিন, যান, অঙ্ক, কাঞ্চন, আনন, কানন, হাটক, নাটক, নাট্য, তৈল, চেল, রসাতল, অদন, সদন, জ্ঞান, নিদান, দধি, চন্দন, অক্ষর, লক্ষণ, লক্ষ, শস্ত্র, শাস্ত্র, দল ও হল।

(কবিকল্পলতা ১ম স্তবক ২য় কুসুম)

শব্দকর্ম্মন্ (ত্রি) শব্দ যাহার কর্ম্ম অর্থাৎ যে ক্রিয়াপদের কর্ম্মপদ শব্দ অর্থাৎ কোনরূপ ধ্বনি। (পা ১।৪।৫২) যেমন "স্বরান্ বিকুরুতে" স্বরকে বিকৃত করিতেছে ; এখানে 'বিকুরুতে' ক্রিয়ার কর্ম্ম স্বর অর্থাৎ শব্দ বা কোনরূপ ধ্বনি হওয়াতে 'বিকুরুতে' পদকে শব্দকর্ম্মা ক্রিয়াপদ বলা যায়।

শব্দকার (ত্রি) শব্দং করোতীতি কৃ-অণ্। (ন শব্দশ্লোককলহগাথেতি। পা ৩।২।২৪)। ১ যিনি সার্থক শব্দ প্রস্তুত বা সংগ্রহ করেন, শব্দকর্ত্তা, শব্দসংগ্রাহক। ২ ধ্বনিকারক।

"সভামকম্বরং পক্ষী বৈরকারং নরাশনম্।
হন্তুং কলহকারোঽসৌ শব্দকারঃ পপাত খম্॥" (ভট্টি ১০০)

শব্দকারিন্ (ত্রি) শব্দ-কৃ-ণিনি। শব্দকার, যিনি শব্দ করেন।

শব্দক্রিয় (ত্রি) শব্দঃ ক্রিয়া কর্ম্ম যস্য। শব্দকর্ম্মক। [শব্দকর্ম্মন্ দেখ।]

শব্দগ (ত্রি) শব্দং গচ্ছতি প্রাপ্নোতীতি শব্দ-গম-ড। ১ শ্রোত্র। শব্দো গচ্ছতি যেন কর্ণেন। ২ বায়ু।

শব্দগতি (স্ত্রী) ১ শব্দস্রোত। ২ গতি। (ত্রি) ৩. শব্দগ শব্দার্থ।

শব্দগোচর (পুং) বেদান্তৈকবেদ্য। বেদান্ত দ্বারা জ্ঞাতব্য। (ভাগবত ৫।১৪।১১)

শব্দগ্রহ (পুং) শব্দং গৃহ্ণাত্যনেনেতি গ্রহ-অপ্। (গ্রহ বৃদৃ নিশ্চিগমশ্চ। পা ৩।৩।৫৮) ১ কর্ণ। (অমর) ২ শব্দের গ্রহণ, শব্দের জ্ঞান।

শব্দগ্রাম (পুং) শব্দসমূহ। স্বরগ্রাম।

শব্দচিত্র (পুং) শব্দানুপ্রাস।

শব্দত্ব (স্ত্রী) শব্দের ভাব বা ধর্ম্ম।

শব্দন (ত্রি) শব্দং কর্ত্তুং শীলমস্য শব্দ-যুচ্। (চলনশব্দার্থাদকর্ম্মকাদ্যুচ্। পা ৩।২।১৪৯) ইতি তচ্ছীলে যুচ্। শব্দকর্ত্তা, পর্য্যায় রবণ। (স্ত্রী) শব্দ ভাবে ল্যুট্। ২ শব্দমাত্র।

শব্দনির্ণয় (পুং) ১ অভিধান। ২ স্বরনির্দ্ধারণ।

শব্দপতি (পুং) নামে মাত্র রাজা। (মনু ৮।৫২)

শব্দপাতিন্ (ত্রি) শব্দস্য পাতো যত্র শব্দস্যেব পাতো যত্র বা। ১ যতদূর ব্যাপিয়া শব্দপতন হইতে পারে। ২ শব্দের ন্যায় পতনশীল অর্থাৎ শব্দের গতির ন্যায় গতি যার।

"শব্দস্য পাতো যত্রেতি খ বিশেষণং যাবদ্দূরং শব্দগমনং তাবদ্দূরমিত্যর্থঃ শব্দস্যেব পাতো গতির্যত্রেতি পতনক্রিয়াবিশেষণং বা এতেন যথা শব্দস্য শীঘ্রগমনং তথাস্যেতি ধ্বনিতং স্যাত"।

(ভট্টি ৫।১০০ ভরত)

শব্দপাতিন্ (ত্রি) ১ শব্দ সহকারে গমনকারী (তীর)। ২ শব্দসহ নিপতিত।

শব্দপ্রকাশ (পুং) শব্দোত্থান। শব্দের উদ্বোধন।

শব্দপ্রবৃত্তি (স্ত্রী) শব্দস্য প্রবৃত্তিরুৎপত্তিঃ। বৈখরী, মধ্যমা, পশ্যন্তী ও সূক্ষ্মা এই চারিপ্রকার বাঙ্‌নিষ্পত্তি।

শব্দপ্রভেদ (পুং) শব্দের বিভিন্নতা।

শব্দপ্রমাণ (ক্লী) ১ মৌখিক প্রমাণ, মুখে মুখে জবানবন্দী দ্বারা যে সাক্ষ্য দেওয়া হয়। শব্দ এব প্রমাণং ত্রব্যোপলব্ধীভূত-কারণম্। ২ শব্দই প্রমাণ অর্থাৎ উচ্চারিত শব্দসমূহই তত্তৎ প্রতিপাদ্য বস্তুর প্রমাণ বা জ্ঞাপক। যেমন 'কৃষ্ণ'শব্দ উচ্চারণ করিবা মাত্রই যেন নবজলধরমূর্ত্তি এবং 'রাম'চন্দ্রের উল্লেখ করিলেই যেন সেই নবদূর্ব্বাদল মূর্ত্তির অনুভূতি হয়।

শব্দপ্রাচ্ছ্ (ত্রি) শব্দং পৃচ্ছতি প্রচ্ছ-ক্বিপ্। (ক্বিপ্‌বচি প্রচ্ছায়-তস্তকটপ্রুজ্রীণাং দীর্ঘোঽসম্প্রসারণঞ্চ। পা ৩।২।১৭৮ বার্ত্তিক) শব্দজিজ্ঞাসু, যিনি শব্দ জিজ্ঞাসা করেন।

শব্দপ্রামাণ্যবাদ (পুং) শব্দবিচার সম্বন্ধীয় ন্যায়গ্রন্থভেদ।

শব্দবিশেষণ (ক্লী) শব্দ এব বিশেষণম্। শব্দই বিশেষণ বিশেষণ শব্দ।

শব্দব্রহ্মন্ (ক্লী) শব্দ এব ব্রহ্ম। ১ শব্দাত্মক ব্রহ্ম, ওঁকারাদি বেদাদি শাস্ত্রে নাদবিন্দুসম্বলিত ওঁকার প্রভৃতি শব্দব্রহ্ম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

'ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রযাতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥" (গীতা ৪ অঃ)

মৈত্রেয়োপনিষদে শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম ভেদে ব্রহ্মের দুই প্রকার ভেদ কল্পিত হইয়াছে। শব্দব্রহ্ম হইতে উত্তীর্ণ হইলে অর্থাৎ ওঁকারাদি শব্দে যথার্থজ্ঞান জন্মিলে পরব্রহ্মে অধিষ্ঠিত হওয়া যায়।

"দ্বে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে শব্দব্রহ্ম পরঞ্চ যৎ।
শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥" (মৈত্রেয় উপ° ৬।২২)

২ বেদ, শ্রুতি। ৩ স্ফোটাত্মক শব্দ, উচ্চারিত বর্ণ বা যে কোন শব্দ।

শব্দব্রহ্মময় (ত্রি) শব্দ ব্রহ্মের স্বরূপ।

শব্দভিদ্ (স্ত্রী) শব্দস্য ভিৎ ভেদঃ। শব্দের অন্যথা ব্যাখ্যা অর্থাৎ প্রকৃত ব্যাখ্যা না করিয়া ছলপূর্ব্বক শব্দের বৈয়র্থ সম্পাদন করা। যেমন 'দশাবরান্ ভোজয়েৎ' এস্থলে 'দশ এব অবরাঃ নিম্নসংখ্যাঃ যেষাং তান্' দশটাই অবর অর্থাৎ ন্যূন বা নিম্ন সংখ্যা যাহাদিগের তাহাদিগকে ভোজন করাইবে, দশের কম ভোজন করাইবে না এইরূপ সমর্থ না করিয়া, 'দশভ্যোঽবরান্' দশটী হইতেও কম, এই রূপ অসমর্থ ব্যবহার করিলে শব্দের অন্যথা ব্যবহার করা হয়।

"শব্দস্য ভিৎ ভেদঃ অন্যথা ব্যাখ্যানং যস্মিন্ যথা দশাবরান্ ভোজয়েদিত্যুক্তে দশভ্যোঽবরান্ ইতি" (ভাগব° ৭।১৫।১৩ স্বামী)

শব্দভৃৎ (ত্রি) শব্দং বিভর্ত্তীতি শব্দ-ভৃ-ক্বিপ্। শব্দ মাত্র পালন করা, ধর্ম্মার্থ শব্দ মাত্র ধারণ করা। যেমন যাহাতে গোদানের ব্যবস্থা আছে তথায় একটী মরণাপন্ন গাভী দান করিয়া মাত্র ধর্ম্ম প্রতিপালন করা হয়।

"শব্দভৃদিতি পাঠে ধর্ম্মশব্দমাত্রং বিভর্ত্তীতি তথা যথা গাং দত্তাদিত্যুক্তে মরিষ্যন্ত্যা গোর্দানম্।" (ভাগবত ৭।১৫।১৩ স্বামী)

শব্দভেদ (পুং) শব্দের বিভিন্নতা।

শব্দভেদিন্ (ত্রি) শব্দমনুসৃত্য ভেত্তুং শীলমস্য ভিদ-ণিনি ১ যিনি কেবল মাত্র শব্দ অনুসরণ করিয়াই বিদ্ধ করিতে সমর্থ হন, অর্জ্জুন। (ত্রিকাণ্ডশেষ) ২ পায়ু, মলদ্বার। ৩ বাণবিশেষ রামায়ণে বর্ণিত আছে, দশরথ শব্দভেদী বাণ দ্বারা অন্ধক-মুনির পুত্র সিন্ধুকে বধ করেন।

শব্দময় (ত্রি) শব্দযুক্ত, শব্দবিশিষ্ট।

শব্দমাত্র (ক্লী) কেবল শব্দ।

শব্দমাল (পুং) মধুবংশ, চলিত ছেঁদা বাঁশ। (বৈদ্যকনিঘ°

শব্দমালা (স্ত্রী) ১ শব্দসমূহ। ২ রামেশ্বরশর্ম্মবিরচিত অভিধান

শব্দযোনি (স্ত্রী) শব্দস্য যোনিরুৎপত্তিস্থানম্। ১ শব্দের আকর, যাহা হইতে শব্দের উৎপত্তি হয়, ধাতু প্রভৃতি। ২ বেদকর্ত্তা।

"শব্দযোনিনা বেদকর্ত্রা ঈষে পূজয়াম" (ভাগ° ৩।৪।৩২ স্বামী)

শব্দরহিত (ত্রি) নিঃশব্দ, শব্দশূন্য। (বৃহৎস° ৬৯।১১৫)

শব্দরাশিমহেশ্বর (পুং) শিবের নামান্তর।

শব্দরোচন (ক্লী) তৃণ। (বৈদ্যক নিঘ°)

শব্দবজ্রা (স্ত্রী) দেবীভেদ। (কালচক্র ৩।১৪৪)

শব্দবৎ (ত্রি) শব্দো বিদ্যতেঽস্য শব্দ-মতুপ্ মস্য ব। ১ শব্দশালী, শব্দবিশিষ্ট, যাহাতে শব্দ আছে। (অব্য) শব্দেন তুল্যঃ শব্দ-বতি (পা ৫।২।১১৫) ২ শব্দের ন্যায়, শব্দের তুল্য।

শব্দবারিধি (পুং) শব্দসমুদ্র।

শব্দবিদ্যা (স্ত্রী) শব্দবিষয়ক শাস্ত্র। ব্যাকরণাদি।

শব্দবিজ্ঞান, যে বৈজ্ঞানিক-প্রক্রিয়া দ্বারা শব্দবিষয়ক তত্ত্বনিচয় অবগত হওয়া যায়, তাহাকে শব্দবিজ্ঞান বলে। শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা আমরা বস্তু বিষয়ে যে জ্ঞানলাভ করিয়া থাকি, তাহাই শব্দ। শব্দ অর্থে ধ্বনি মাত্রই বুঝায়। ব্যক্ত ও অব্যক্ত ভেদে ইহা দ্বিবিধ: যে সকল শব্দের অর্থ আছে ও যাহা বর্ণ দ্বারা প্রকাশ করিতে পারা যায়, তাহার নাম ব্যক্ত এবং যাহার অর্থ-নাই অথবা বর্ণ বিশেষ দ্বারা যাহা প্রকাশিত হয় না, এরূপ ধ্বনিকেই অব্যক্ত বলা হইয়া থাকে। মনুষ্যের কণ্ঠ, তালু প্রভৃতির অভিঘাতে যে নাদ বা স্বর উত্থিত হয়, তাহা আহত বা ব্যক্তস্বর, কিন্তু শৈশবা-

বন্ধ্যার সন্তানাদির মুখে যে শব্দ শ্রুত হওয়া যায়, তাহাকে অস্ফুট বা অব্যক্ত বলা যায়। আবার ভিন্ন বস্তুর পরস্পর আঘাতে যে শব্দ উৎপন্ন হয়, তাহা অনাহত বা অব্যক্ত ধ্বনি।

এই ব্যক্ত ও অব্যক্ত ধ্বনি আবার মধুর ও কঠোর ভেদে দুই প্রকার। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিয়মিত অনুরণন পরম্পরা দ্বারা মনুষ্যকণ্ঠে যে শ্রুতিসুখকর স্নিগ্ধ মঞ্জুল ধ্বনি উচ্চারিত বা অনুকৃত হয়, তাহার নাম মধুর এবং অনিয়মিত কালের মধ্যে অনিয়মিত সংখ্যক অনুরণন পরম্পরা দ্বারা মাধুর্য্যগুণবিহীন যে কর্কশ শব্দ সমুত্থিত করা যায়, তাহা শ্রুতিসুখ সমুৎপাদন করে না বলিয়া শ্রুতিকঠোর বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে, সঙ্গীতেই একমাত্র এইরূপ পর্য্যায়পর্য্যায় সংঘটিত হইতে দেখা যায়।

জড় দ্রব্যের অণু সকলের বিকম্পন হেতুই শব্দ উত্থিত হয়। সেতার প্রভৃতি যন্ত্রের তন্ত্রীতে আঘাত করিলে তারটী আন্দোলিত হয় এবং পরে উহার বেগ ক্রমশঃ ধীর হইয়া আইসে। তারের কম্পনের বৃদ্ধি ও তাহার ক্রমিক হ্রাস হইতে শব্দেরও উন্নতি বা অবনতির ক্রম অনুভূত হইয়া থাকে। শব্দায়মান দ্রব্যের অণুসমূহ সকল স্থলেই আন্দোলিত হয় না। এক খানি ধাতুনির্ম্মিত থালের উপর কতকগুলি বালুকা রাখিয়া তাহার এক প্রান্তে একটী দণ্ড দ্বারা আঘাত করিলে একটী শব্দ উৎপাদিত হয় এবং সেই সঙ্গে বালুকণাগুলি কম্পিত হইতেছে, ইহাও দেখা যায়। থালার অণুগুলি আন্দোলিত না হইলে বালুকা-কণাগুলি কখনই প্রকম্পিত হইতে পারে না। শব্দায়মান দ্রব্যের অণু সকলের আন্দোলনই যে শব্দজ্ঞানের একমাত্র কারণ এরূপ স্বীকার করা যায় না। শব্দায়মান দ্রব্যের সন্নিহিত বায়ুরাশিতে অণুসমূহের আন্দোলন-সঞ্চারিত একটী তরঙ্গ উপস্থিত হইয়া থাকে। সেই তরঙ্গ আসিয়া কর্ণপটহে আঘাত করিলেই শব্দ-জ্ঞান সমুপস্থিত হয়।

শব্দকর দ্রব্যের অণুপুঞ্জের কম্পনে প্রথমে তৎসংস্পৃষ্ট বায়ু-কণা সকল প্রকম্পিত হয়, সেই বিকম্পনে তৎসংলগ্ন বায়ুকণা-সমূহ ক্রমান্বয়ে কম্পিত হইয়া কর্ণকুহরে আসিয়া পটহে আহত হইলে শব্দ উপলব্ধি হয়। শব্দায়মান দ্রব্য এবং কর্ণপটহের মধ্যবর্ত্তী বায়ুমধ্যে একটী শব্দতরঙ্গ যে বায়ুকণা গুলিকে স্থান-চ্যুত না করিয়া আন্দোলিত করিয়া যায় তাহা সহজেই অনুমেয়। বায়ুদ্বারা শব্দ পরিচালিত হয়, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় স্থিরীকৃত হইয়াছে। বায়ুনিষ্কাশনযন্ত্র সাহায্যে কোন গোলাকার কাচ-পাত্রের অভ্যন্তরস্থ বায়ু নিষ্কাশন কালে তন্মধ্যে স্থিত একটী ঘণ্টা যদি বাজান যায়, তাহা হইলে বায়ুর নিষ্কাশন অনুসারে ঐ শব্দ ক্রমশঃই মন্দীভূত হইয়া আইসে এবং ঐ পাত্রটী এক বারে বায়ু-শূন্য হইলে আর শব্দ শুনা যায় না। বায়ু দ্বারা যে শব্দ চালিত হয়, তাহার আরও অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। জল মধ্যে ডুব দিয়া শব্দ শুনা যায়। বায়ু অপেক্ষা কাষ্ঠের শব্দ-পরিচালকতা গুণ অধিক। একখানি বৃহৎ চকোর কাষ্ঠের এক প্রান্তে অঙ্গুলী দ্বারা টোকা মারিলে উহার অপর প্রান্তে তাহা শ্রুত হইয়া থাকে। কোন রজ্জু বা তামার তার দ্বারাও শব্দ পরিচালিত হয়। অনেক সময় বালকেরা তাম্রকূটসেবনের কলিকার উপরের মুখে একটু পাতলা চর্ম্ম আটিয়া তাহার মধ্য দিয়া শণসূত্র চালাইয়া দূরবর্ত্তী কোন বন্ধুর বাটীতে ঐরূপ একটী কলিকায় রজ্জুর অপর প্রান্ত বাঁধিয়া রাখে ও পরস্পরে কথাবার্ত্তা কয়। ইহাতে অতি স্পষ্ট ভাবে শব্দ শ্রুত না হইলেও কতক অস্পষ্ট শব্দ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়। বর্ত্তমান Telephone ও Telegraph যন্ত্র সাহায্যে ঐরূপ তামার তার দিয়া কথা চালিত হইতেছে। পৃথিবী দ্বারাও শব্দ পরিচালিত হইয়া থাকে। রাত্রিকালে পৃথিবীর উপর কর্ণ সংস্পৃষ্ট করিয়া বিশেষ মনোনিবেশের সহিত শ্রবণ করিলে দূরপথে ধাবমান অশ্বাদির পদশব্দ শুনা যায়। অধুনা কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর কর্ত্তৃপক্ষগণ রাত্রিতে গৃহস্থ কলের জল অপব্যয় করিতেছেন কিনা অথবা জলের লৌহনল মরিচা পড়িয়া ভিন্ন হইয়াছে কিনা, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য নলের গায় একটী লৌহ দণ্ড লাগাইয়া তাহার প্রান্তভাগ কর্ণরন্ধ্রে দিয়া জলনির্গমন শব্দ লক্ষ্য করিয়া থাকেন।

পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, শব্দ বায়ুতরঙ্গ মধ্য দিয়া প্রতি সেকেণ্ডে ১১১৮ ফিট প্রধাবিত হয়। দুই বা তিন সেকেণ্ড পরে ঐ শব্দ তাহার দুই বা তিনগুণ দূর ব্যবধানে শ্রুত হয়। এই কারণে দূরে কোন বন্দুক শব্দিত হইলে আমরা অচিরেই তাহা শুনিতে পাই। বায়ু অপেক্ষা জলের বেগ অধিক। জল মধ্যে শব্দ তরঙ্গ প্রতি সেকেণ্ডে ৪৭০৮ ফিট চলে। এই কারণে নদী-তীরের তোপ বা বোমার শব্দ জলস্রোতে বহুদূর পর্য্যন্ত নীত হইয়া থাকে। লৌহদ্বারা শব্দ প্রতি সেকেণ্ডে ১৬৮০০ ফিট, তাম্র দ্বারা ১১৬০০ ফিট এবং কোন কোন কাষ্ঠ দ্বারা ১৫০০০ ফিট পর্য্যন্ত দূর স্থানে চালিত হয়।

শব্দায়মান দ্রব্যের অণু সকল যত অধিক আন্দোলিত হয়, শব্দও তত অধিক হইয়া থাকে। যেখানে আন্দোলন কালে অণু সকল অল্প উন্নত ও অবনত হয়, সেইস্থলে শব্দেরও মন্দতা ঘটে। আবার শব্দবহ বায়ুর ঘনত্ব যে স্থলে যত অধিক হয় সে স্থলে শব্দও অধিকতর গভীর হয়। পর্ব্বতাদির উপরিস্থ বায়ু নিম্নস্থ বায়ু অপেক্ষা অনেক পাতলা, এই জন্য অনেক সময় গিরিসঙ্কটাদিতে উচ্চৈঃস্বরে কথা না কহিলে দূরস্থ ব্যক্তি শুনিতে পায় না। যদি শব্দায়মান দ্রব্যের দিক্ হইতে বায়ু শ্রোতার অভিমুখে প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে শব্দ যেরূপ গভীরতর শ্রুত হওয়া যায়,

বিপরীত দিকে বায়ু চলিতে থাকিলে সেরূপ আর শুনা যায় না। চাঁদের তোপধ্বনি তাহার প্রমাণ। গ্রীষ্ম কালে দক্ষিণ বায়ু ঐ শব্দকে উত্তরে চালিত করে এবং শীতের উত্তর-বাতাস তাহাকে দক্ষিণে লইয়া যায়। ঐ শব্দ আবার দূরত্বের বর্গানুসারে ক্রমেই মন্দীভূত হয়। ১০০ হস্ত দূরে ঘণ্টা বাজিলে যেরূপ শব্দ শুনা যায়, ৫০ হস্ত দূরে ঐ ঘণ্টা ঐরূপ জোরে যদি বাজান হয় তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত ধ্বনির চারিগুণ শব্দ শ্রুত হওয়া যায়। আবার ৫০ হাত দূরে ঘণ্টা বাজিলে যে শব্দ শুনা যায়, ১০০ হাত দূরে সেই শব্দ শুনিতে হইলে, ঐ ভাবে ঐরূপ চারিটী ঘণ্টা না বাজাইলে হয় না। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, দূরত্ব দ্বিগুণ হইলে শব্দের পরিমাণ চতুর্গুণ হ্রাস হয়।

কোন উচ্চ প্রাচীর, গৃহের দেওয়াল, অট্টালিকা কিংবা পর্ব্বতাদিতে শব্দ প্রতিহত হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলে প্রতিধ্বনি উত্থিত হয়। কোন কোন শব্দ ৪৫ ফিট্ দূরে প্রতিবন্ধক পাইয়া প্রত্যাগমন কালে প্রতিধ্বনিত হইয়া থাকে। মানুষের কথার শব্দ যদি ১১২ ফিট্ দূরে প্রতিবন্ধক পাইয়া প্রতিফলিত হয়, তাহা হইলে সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়, কখন কখন একটী শব্দ দুইটী সমান্তরাল পদার্থে বারংবার প্রতিচালিত হইয়া পুনঃ পুনঃ প্রতিধ্বনি উৎপন্ন করে।

শব্দবিরোধ (পুং) ১ শব্দবৈকল্য। ২ বিরুদ্ধ শব্দের ব্যবহার। গ্রন্থের একস্থলে ভিন্নরূপ ও ভিন্নার্থক শব্দের প্রয়োগ।

শব্দবিশেষ (পুং) বিশিষ্ট-শব্দ। বহুবচনে বিভিন্ন শব্দ পর্য্যায়কে বুঝায়। সাংখ্যকার বলেন, উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিৎ এবং ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ স্বরগ্রাম শব্দবিশেষ বলিয়া উক্ত।

শব্দবৃত্তি (স্ত্রী) শব্দের কার্য্য। (অলঙ্কারশাস্ত্র)

শব্দবেধ (পুং) শব্দ শুনিয়া সেই শব্দানুসারে শব্দকারী অদৃশ্য বস্তুকে বিদ্ধকরণ।

শব্দবেধিত্ব (ক্লী) শ্রুত শব্দানুসরণ দ্বারা (অদৃশ্য বস্তুক) বেধনের ভাব বা কার্য্য।

শব্দবেধিন্ (পুং) শব্দমনুসৃত্য বেদ্ধুং শীলমস্য বিধ-ণিনি। ১ অর্জ্জুন, ধনঞ্জয়। ২ বাণ বিশেষ। ৩ দশরথ রাজা। (রামায়ণ)

শব্দবেধ্য (ত্রি) শব্দানুসরণপূর্ব্বক বেধের যোগ্য, শব্দ মাত্র অনুসরণ করিয়া যাহাকে বিদ্ধ করা যায়।

শব্দশাসন (ক্লী) ব্যাকরণের নিয়মাদি।

শব্দশক্তি (স্ত্রী) শব্দস্য শক্তিঃ সামর্থ্যং অর্থাৎ শব্দাদয়মর্থো-বোদ্ধব্যঃ ইত্যাকারেচ্ছা শক্তিঃ। শব্দের শক্তি অর্থাৎ এই শব্দ হইতে এইরূপ অর্থই বুঝিতে হইবে শব্দের এমন একটা ঈশ্বরেচ্ছা শক্তি। ব্যাকরণ, অভিধান, উপমান, আপ্তবাক্য ও লৌকিক ব্যবহার হইতে শব্দের এই শক্তির উপলব্ধি হয়। নিম্নে যথাযথভাবে ইহার বিবরণ বিবৃত হইতেছে,—

'শক্তিগ্রহং ব্যাকরণোপমান-কোষাপ্তবাক্যাদ্‌ব্যবহারতশ্চ' (প্রাচ)

ব্যাকরণ। ব্যাকরণোক্ত সুবন্ত, তিঙন্ত, কৃদন্ত, সমাস ও তদ্ধিতান্ত শব্দগুলির শক্তি বা অর্থ নিম্নলিখিত প্রকারে উপলব্ধি হয়। ক্রমশঃ উদাহরণ দ্বারা প্রদর্শিত হইতেছে; যথা—

'গামানয়' এই শব্দটী উচ্চারিত হইবামাত্র প্রথমতঃ (গো-অম্ + আ-নী-হি) গো অর্থাৎ গলকম্বলাদি-বিশিষ্ট জন্তুবিশেষের অনুভূতি হইয়া পরে 'গো' ও 'অম্' এই প্রকৃতি প্রত্যয়ের যোগে উৎপন্ন 'গাম্' শব্দ ও তাহার অর্থ 'গলকম্বলাদিবিশিষ্ট কোন জন্তুকে' এইরূপ উপলব্ধি হইবে। আ = বৈপরীত্য, নী = লইয়া যাওয়া; লোট্-হি = অনুজ্ঞা, প্রকাশ করা, এই তিনের (উপসর্গ, প্রকৃতি ও প্রত্যয়) যোগে উৎপন্ন 'আনয়' শব্দ দ্বারা লইয়া যাওয়ার বিপরীত ভাব অর্থাৎ আনয়ন করা সম্বন্ধীয় আজ্ঞা প্রকাশ করা হইতেছে, এইরূপ অর্থের বোধ হইবে। অধিকন্তু মধ্যম পুরুষীয় প্রত্যয় 'হি' ব্যবহৃত হওয়ায় 'ত্বং' তুমি আনয়ন কর এই পর্য্যন্ত অর্থ প্রকাশ করিবে। এক্ষণে পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে 'গামানয়' এইরূপ শব্দ উচ্চারিত হইলে উক্ত প্রকারে তদন্তর্ভূত পৃথক্ পৃথক্ বর্ণ বা শব্দের প্রত্যেকগত অর্থের সহিত তদীয় স্থূলার্থ 'ত্বং গাং আনয়' তুমি গলকম্বলাদি বিশিষ্ট কোন জন্তু অর্থাৎ গোরুকে আনয়ন কর, এইরূপ উপলব্ধি হইবে। ব্যাকরণানভিজ্ঞ স্থূলদর্শী ব্যক্তি বা অশ্রুতপূর্ব্বশব্দ বালক সম্বন্ধে উক্ত 'গামানয়' শব্দের ভিন্নাকারে শব্দবোধ হইতে পারে, যথা—স্থূলদর্শী ব্যক্তি কোন অভিজ্ঞের মুখে এবং বালক কোন বয়োবৃদ্ধের মুখে 'গামানয়' শব্দ শুনিবার পর যদি ঐ কথানুসারেই দ্বিতীয় কোন ব্যক্তিকে তদ্দণ্ডেই একটা গোরু আনিতে দেখে এবং এইরূপ পর পর বহুবার দেখিতে পায়, তাহা হইলে কালে যদি কেহ উহাদের উপরই লক্ষ্য করিয়া 'গামানয়' এইরূপ উক্তি করে, তবে উহারাও যে তখন একটা গোরু লইয়া আসিবে তাহাতে সন্দেহ নাই; কেননা ইহাও একটা ঈশ্বরেচ্ছা শক্তি। কৃদন্ত—'পাচক' (পচ-ণক) শব্দ দ্বারা প্রথমে পচ = পাক করা বা পাকক্রিয়া; পরে ঐ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্য ণক প্রত্যয় হওয়াতে তদীয় (পাকক্রিয়া) আশ্রয় অর্থাৎ কর্ত্তা উপলব্ধি হইতেছে; অতএব ধাতু ও প্রত্যয়ের যোগে উৎপন্ন 'পাচক' শব্দে পাকক্রিয়াবান্ পুরুষকে বুঝাইবে। এইরূপ কৃদ প্রভৃতি কোন বাচ্য প্রত্যয় করিলেও তৎপ্রত্যয়ান্তপদ তদাশ্রিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। সমাস—'নীলঘটঃ' (নীলঃ নীলাভিন্নঃ নীলগুণবিশিষ্ট ইতি ঘটঃ) নীলঘট বলিলে ঐ ঘট বা ঘটীয় যাবতীয় পরমাণুই নীলগুণযুক্ত

বলিয়া বুঝিতে হইবে ; কেননা শুক্লাদিগুণ, গুণ ও গুণী এই উভয়কেই বুঝাইয়া থাকে, বিশেষতঃ এখানে নীল ও ঘট এই দুই বিশেষ্য ও বিশেষণ কর্ম্মধারয় সমাস হইয়াছে বলিয়াই ঐরূপ শাব্দবোধ হইতেছে ; ফল যেখানেই কর্ম্মধারয় সমাস হইবে তথায়ই বিশেষ্য ও বিশেষণ পদের অভিন্নতা বা একাধিকরণ-বৃত্তিত্ব বুঝাইবে। আর যেখানে ঐ উভয়ের একাধিকরণবৃত্তিত্ব বা অভিন্নতা না বুঝাইবে তথায় সমাস হইবে না ; যেমন 'নীলেন ঘটঃ' নীলবর্ণ দ্বারা চিহ্নিত ঘট ; এখানে ঘটটী নীলবর্ণ দ্বারা চিত্রিত কেবল এইমাত্র উপলব্ধি হইবে অর্থাৎ এই ঘটের বহির্ভাগ ভিন্ন উহার অভ্যন্তরাংশে কিছুমাত্র নীলবর্ণের সংস্রব নাই বলিয়া জানিতে হইবে। এইরূপ প্রত্যেক সমাস সম্বন্ধেই অবস্থা বুঝিয়া তত্তৎ সমাসান্ত পদের শব্দগ্রহ করিতে হইবে। তদ্ধিত—'পাঞ্চালঃ' (পঞ্চালানাং রাজা অপত্যং বা পঞ্চাল-অণ্) পাঞ্চাল এইরূপ শব্দ উচ্চারিত হইলে প্রথমতঃ পঞ্চাল দেশ বা তদ্দেশবাসী বুঝায়, পরে অণ্ প্রত্যয়কে লক্ষ্য করিয়া তাহাদের রাজা অপত্যের বোধ জন্মায়।

অভিধানের অর্থ কথন বা শব্দকোষ ; যদি কোন মহাকবি কোন স্থানে ব্যাকরণবিরুদ্ধ কোন প্রয়োগ করিয়া যান বা কোন কোষকার স্বীয় সংগ্রহে ঐরূপ শব্দ উদ্ধৃত

অভিধান।

করিয়া থাকেন, তবে তাহা হইতেও শব্দগ্রহ হইয়া থাকে ; যথা—'অস' ধাতুর উত্তর লিট্ বিভক্তির ণল্ প্রত্যয় করিলে ব্যাকরণমতে অস ধাতু স্থানে 'ভূ' আদেশ হইয়া 'বভূব' এইরূপ পদ হয় এবং ইহা সর্ব্ববৈয়াকরণসম্মত ; কিন্তু মহাকবি কালিদাস "তেনাস লোকঃ পিতৃমান্ বিনেত্রা তেনৈব শোকাপনুদেন পুত্রী" রঘুর এই শ্লোকে অস+অ (ণল্) =আস, এইরূপ প্রয়োগ করিয়া যাওয়ায় উহা ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ হইলেও অভিধান অর্থাৎ মহাকবির কথন হেতুক উহা হইতেও শব্দগ্রহ হইবে। কেননা কথিত আছে যে—অভিধানই কৃৎ, তদ্ধিত, সমাস প্রভৃতির প্রকৃত ব্যবস্থাপক ; লক্ষণ অর্থাৎ ব্যাকরণাদির অনুশাসন কেবলমাত্র অনভিজ্ঞদিগের জ্ঞানের প্রথম-পথপ্রদর্শক।

"কৃত্তদ্ধিতসমাসানামভিধানং নিয়ামকম্।

লক্ষণমর্দ্ধজ্ঞানাং তদভিজ্ঞানসূচকম্ ॥" (প্রাক্)

উপমান দ্বারাও শাব্দবোধ হইয়া থাকে ; যেমন, যে ব্যক্তি কোন দিন 'গবয়' নামক জন্তুকে দেখে নাই তাহাকে যদি বলা যায় যে, 'গৌরিব গবয়ঃ' গবয় নামক যে

উপমান।

জন্তু সে অবিকল গোরুর মত, তাহা হইলে ঐ অদৃষ্টগবয় ব্যক্তি এই উক্তি দ্বারা নিশ্চয়ই গবয়ের উপলব্ধি করিতে পারিবে ; অবশ্য ঐ ব্যক্তির গোরুসম্বন্ধীয় জ্ঞান আবশ্যক।

আপ্ত অর্থাৎ যিনি জগতের যাবতীয় পদার্থের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত আছেন বলিয়া লোকের নিকট বিশ্বস্ত, তাঁহার কথা দ্বারাও শব্দের যথার্থ শক্তি নিরূপিত হইতে

আপ্তবাক্য।

পারে ; যেমন যদি কোন ভ্রমপ্রমাদরহিত লোক বলেন যে, 'বিষস্য বিষমৌষধম্' বিষ প্রয়োগ করিলে বিষাক্ত ব্যক্তি আরোগ্যলাভ করিতে পারে, তাহা হইলে যদিও আপাততঃ দেখা যাইতেছে যে এক বিষ দেহে প্রবিষ্ট হইয়া তদীয় বিষক্রিয়ার ফলে রোগীর দেহ অবসানপ্রায়, এমতাবস্থায় পুনরায় তাহার উপর বিষপ্রযুক্ত হইলে কিরূপে তাহার দেহ রক্ষা হইবে ? তথাপি উক্ত অভ্রান্ত ব্যক্তির কথার উপর এতই বিশ্বাস যে, এই অসম্ভবনীয় বিষয়কেই সম্পূর্ণ সম্ভবনীয় বলিয়া বোধ হইবে।

লৌকিক অর্থাৎ যাহা কোন বেদপুরাণাদিতে ব্যবহৃত হয় নাই, কেবলমাত্র দেশীয় লোকে আপন আপন কার্য্যসৌকর্য্যার্থে স্বীয় স্বীয় দেশে ব্যবহারের জন্য কতকগুলি

লৌকিকশব্দ।

শব্দের সৃষ্টি করিয়াছেন ও করিতেছেন, উহা দ্বারাও শব্দার্থের অবগতি হইতে পারে ; যেমন বাঙ্গালায় গাছ, মাছ, খড়, কুটা প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করিলেও উহা দ্বারা এক একটী পদার্থের উপলব্ধি হইয়া থাকে।

সাহিত্যদর্পণে উক্ত হইয়াছে যে, বাচ্য, লক্ষ্য ও ব্যঙ্গ্যার্থভেদে শব্দের শক্তি তিন প্রকার ; তন্মধ্যে 'গামানয়' প্রভৃতি দৃষ্টান্ত দ্বারা বাচ্যার্থের উল্লেখ করা হইয়াছে ; এক্ষণে লক্ষ্য অর্থাৎ লক্ষণা দ্বারা এবং ব্যঙ্গ অর্থাৎ ব্যঞ্জনা দ্বারা যেরূপে শক্তির নিরূপিত হয়, যথা ক্রমে তাহার বিবরণ বিবৃত করা যাইতেছে ;—

"বাচ্যোঽর্থোঽভিধয়া বোধ্যো লক্ষ্যো লক্ষণয়া মতঃ।

ব্যঙ্গ্যো ব্যঞ্জনয়া তাঃ স্যুস্তিস্রঃ শব্দস্য শক্তয়ঃ ॥" (সাহিত্যদ° ২।১০)

লক্ষণা, যথা—

"মুখ্যার্থবাধে তদ্যুক্তো যয়ান্যোঽর্থঃ প্রতীয়তে।

রূঢ়েঃ প্রয়োজনাদ্বাসৌ লক্ষণা শক্তিরর্পিতা ॥" (সাহিত্যদ° ২।১৩)

"কলিঙ্গঃ সাহসিক" ইত্যাদৌ কলিঙ্গাদি শব্দো দেশ-বিশেষাদিরূপে স্বার্থে অসম্ভবন্ যয়া শব্দস্য শক্ত্যা স্বসংযুক্তান্ পুরুষাদীন্ প্রত্যায়য়তি যয়া চ "গঙ্গায়াং ঘোষঃ" ইত্যাদৌ গঙ্গাদি শব্দো জলময়াদিরূপার্থবাচকত্বাৎ প্রকৃতে হসম্ভবন্ স্বস্য সামীপ্যাদি সম্বন্ধসম্বন্ধিনং তটাদিং বোধয়তি সা শব্দস্যার্পিতা স্বাভাবিকেতরা ঈশ্বরানুদ্ভাবিতা বা শক্তির্লক্ষণা নাম।'

কোন স্থলে শব্দের প্রকৃতার্থবোধে বাধ অর্থাৎ বিঘ্ন বা অসঙ্গত বোধ হইলে প্রসিদ্ধি বা প্রয়োজন হেতুক যাহা দ্বারা শব্দের অর্থান্তরের প্রতীতি হয়, সেই অর্পিতা অর্থাৎ স্বাভাবিকেতরা বা ঈশ্বরানুদ্ভাবিতা শক্তিই শব্দের লক্ষণা শক্তি ; যেমন,

196-XY

"কলিঙ্গঃ সাহসিকঃ" কলিঙ্গ সাহসী একথা বলিলে কলিঙ্গ শব্দের প্রকৃত অর্থ কলিঙ্গদেশ ধরিলে উহা হইতে কোনরূপ অর্থ বোধ করা নিতান্তই দুষ্কর হইয়া উঠে; কেন না চেতনধর্ম্ম সাহসিকতা অচেতন দেশাদিতে কখনই সম্ভব হয় না, অতএব প্রসিদ্ধি হেতুক লক্ষণা শক্তি দ্বারা কলিঙ্গ শব্দে তদ্দেশসংযুক্ত পুরুষাদির প্রতীতি হইয়া 'কলিঙ্গবাসী সাহসী' এইরূপ অন্য অর্থ প্রকাশ করিবে। আবার "গঙ্গায়াং ঘোষঃ প্রতিবসতি" ঘোষ গঙ্গায় বাস করিতেছে ইত্যাদি স্থলে গঙ্গারূপ জলময় স্থানে বাস করা অসম্ভব বিবেচনায় শৈত্য সংগ্রহ বা পাবনস্বরূপ প্রয়োজন হেতুক লক্ষণা শক্তি দ্বারা গঙ্গাশব্দে তদীয় তটকে বুঝাইয়া 'ঘোষ শৈত্যসংগ্রহ বা পাবন নিমিত্ত গঙ্গাতটে বাস করিতেছে' এরূপ ভিন্নার্থের উপলব্ধি হইবে।

উক্ত লক্ষণা শক্তির জহৎস্বার্থা, অজহৎস্বার্থা, উপাদান-লক্ষণা, লক্ষণলক্ষণা ইত্যাদি ভেদ, তদ্ভেদ রূপ পরম্পরায় অশীতি প্রকারভেদ কল্পিত হইয়াছে; বাহুল্য ভয়ে তত্তদ্ বিবরণ বিবৃত হইল না।

ব্যঞ্জনা শক্তি যথা—

"বিরতাস্বভিধাদ্যাসু যয়ার্থো বোধ্যতেঽপরঃ।

সা বৃত্তির্ব্যঞ্জনা নাম শব্দস্যার্থাদিকস্য চ॥" (সাহিত্যদ° ২।২৩)

শব্দের যে শক্তি দ্বারা তদীয় বাচ্যার্থের বোধ জন্মাইয়া পরে তাহা হইতে যদি অপর কোন অর্থাদির উপলব্ধি হয়, তবে তাহাকে ব্যঞ্জনা বৃত্তি বলে। ইহা অভিধামূলক ও লক্ষণামূলক ভেদে প্রথমতঃ দুই ভাগে বিভক্ত; তন্মধ্যে অভিধামূলক ব্যঞ্জনা শক্তির বিষয় আপাততঃ বলা যাইতেছে; যথা—

"অনেকার্থস্য শব্দস্য সংযোগাদ্যৈর্নিয়ন্ত্রিতে।

একত্রার্থেঽন্যধীহেতুর্ব্যঞ্জনা সাভিধাশ্রয়া॥" (সাহিত্যদ° ২।২৫)

অনেকার্থ শব্দ নিম্নোক্ত সংযোগাদি কারণ দ্বারা এক অর্থে নিয়ন্ত্রিত অর্থাৎ বিধিবদ্ধ হইলেও যদি সে তাহার অন্যান্য অর্থের বোধযোগ্য হয়, তবে তাহাকে অভিধামূলা ব্যঞ্জনা বলে। অর্থাৎ যেখানে সংযোগাদি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হইলে তথায় শব্দের যাবতীয় অর্থই প্রকাশ পাইবে। নিম্নে সংযোগাদি ও তজ্জন্য বহ্বর্থ শব্দের একার্থ-বোধকতার বিষয় ক্রমশঃ উদাহরণের সহিত বিশদরূপে বিবৃত হইতেছে—

সংযোগ বা সঙ্গ—"সশঙ্খচক্রো হরিঃ" এখানে শঙ্খ ও চক্রের সহিত বর্ত্তমান হরি বলাতে (হরিতে শঙ্খ ও চক্রের সংযোগ থাকায়) হরি শব্দের অন্য কোন অর্থের উপলব্ধি না হইয়া উহাদ্বারা কেবলমাত্র বিষ্ণুকেই বুঝাইতেছে।

বিপ্রয়োগ বা বিয়োগ—"অশঙ্খচক্রো হরিঃ" এখানে শঙ্খচক্র পরিত্যক্ত হইলেও হরিশব্দে বিষ্ণু ভিন্ন অন্য কাহাকেও বুঝাইবে না।

সাহচর্য্য—"ভীমার্জ্জুনৌ" অর্জ্জুন শব্দে কার্ত্তবীর্য্যাদিকে বুঝাইলেও এখানে ভীম শব্দের সাহচর্য্যপ্রযুক্ত ব্যঞ্জনাশক্তিদ্বারা পার্থেরই উপলব্ধি হইবে।

বিরোধিতা—"কর্ণার্জ্জুনৌ" কর্ণশব্দে শ্রোত্রাদি বুঝাইলেও অর্জ্জুনের সহিত বৈরিতাপ্রযুক্ত ব্যঞ্জনাশক্তিদ্বারা কুন্তীপুত্রকে বুঝাইবে।

প্রয়োজন—"স্থাণুং বন্দে" শিবকে ভববন্ধন হইতে মুক্তি-নিমিত্ত বন্দনা করিতেছি; এইস্থলে ভববন্ধন হইতে মুক্তিলাভ প্রয়োজন হওয়ায় ব্যঞ্জনাশক্তিদ্বারা স্থাণু শব্দে শাখাপল্লবরহিত শুষ্ক তরুকাণ্ডকে না বুঝাইয়া শিবকেই বুঝাইবে। কেননা সামান্য তরুকাণ্ডের কখনও মুক্তিদানের ক্ষমতা নাই।

প্রকরণ বা প্রস্তাব—প্রস্তাবানুসারেও বহ্বর্থ শব্দ একার্থে প্রযুক্ত হয়। যেমন, নাটকাদিতে রাজা প্রভৃতির প্রতি বলা হইয়া থাকে, "সর্ব্বং জানাতি দেব" আপনি সমস্ত জানিতেছেন; এখানে প্রস্তাবানুসারে দেব শব্দে রাজা ভিন্ন অন্য কোন দেবতাকে বুঝাইবে না।

চিহ্ন—"কুপিতো মকরধ্বজঃ" কোপচিহ্নযুক্ত মকরধ্বজ বলিলে, মকরধ্বজ শব্দে কামদেবকেই বুঝাইবে; কেননা চেতন ধর্ম্ম কোপ অচেতন সমুদ্রার্থক মকরধ্বজে সম্ভব হয় না।

সান্নিধি—শব্দান্তরের সান্নিধ্যপ্রযুক্ত অনেকার্থ শব্দের মাত্র একার্থের উপলব্ধি হয়, যেমন—"দেবঃ পুরারিঃ" পুরারি শিব; এখানে পুরারি শব্দের সান্নিধ্যপ্রযুক্ত দেব শব্দে শিব ভিন্ন অন্য কোন দেবতাকে বুঝাইবে না; কেননা শিবই পুরাসুরের শত্রু বা হন্তারক।

সামর্থ্য—"মধুনা মত্তঃ পিকঃ" বসন্তকর্ত্তৃক অর্থাৎ বসন্তকালে কোকিল মত্ত হয়; কোকিলকে মত্ত করিবার ক্ষমতা এক বসন্তকালেরই আছে বলিয়া এখানে মধু শব্দে মদ্যাদিকে না বুঝাইয়া কেবল বসন্তকালকেই বুঝাইতেছে।

ঔচিত্য—"যাতু বো দয়িতামুখম্" তোমাদের দয়িতাভিমুখে গমন করুক; এখানে গমন করিতে হইলে দয়িতাদিগের মুখের উপর গমন করা উচিত বা সম্ভব হয় না; সুতরাং মুখশব্দের অভিমুখার্থে গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য।

দেশ—দেশ অর্থাৎ স্থানের নির্দ্দিষ্টতাপ্রযুক্ত শব্দের একার্থতার উপলব্ধি হয়; যেমন, "বিভাতি গগনে চন্দ্রঃ" আকাশে চন্দ্র দীপ্তি পাইতেছে; এখানে আকাশ চন্দ্রের নির্দ্দিষ্ট স্থান বলিয়া চন্দ্রশব্দে কর্পূরাদিকে না বুঝাইয়া সুধাংশুকে বুঝাইবে।

কাল—কালানুসারেও অনেকার্থ শব্দের মাত্র একার্থের বোধ হয়; যেমন, "নিশি চিত্রভানুঃ" রাত্রিতে বহ্নি দীপ্তি

পাইতেছে। চিত্রভানু শব্দে সূর্য্যকে বুঝাইলেও রাত্রিকালে তদীয় দর্শনাসম্ভব প্রযুক্ত এস্থলে উহাদ্বারা বহ্নিরই উপলব্ধি হইতেছে।

ব্যক্তি বা পুংস্ত্বাদি—কোন কোন অনেকার্থ শব্দ পৃথক্ পৃথক্ লিঙ্গে পৃথক্ পৃথক্ অর্থ প্রকাশ করে; যেমন, রথাঙ্গ শব্দ নপুংসক লিঙ্গে চক্র অর্থই ব্যক্ত করে; চক্রবাকাদি অর্থে উহার ব্যবহার হয় না।

স্বর—উচ্চারণের তারতম্যানুসারেও ভিন্ন ভিন্নরূপে শব্দার্থের প্রতীতি হয়। বেদে উক্ত আছে, "ইন্দ্র শত্রু বিবর্দ্ধস্ব"; এস্থলে ইন্দ্রশত্রু শব্দ বহুব্রীহি সমাসান্তের ন্যায় উচ্চারণ করিলে ইন্দ্র বিবর্দ্ধিত হউন এইরূপ অর্থ প্রকাশ করে; কিন্তু ঐ শব্দই আবার তৎপুরুষ সমাসান্তের ন্যায় উচ্চারিত হইলে তদীয় শত্রু বৃত্র বিবর্দ্ধিত হউক এই অর্থের অভিব্যক্তি হয়। এতদ্ভিন্ন সচরাচর ভাষাতেও কাকু অর্থাৎ স্বরবিকৃতি দ্বারা সহজ শব্দের অর্থ বৈলক্ষণ্য ঘটে; যেমন, কোন যুবতী স্বীয় সখীর নিকট বলিতেছেন যে, 'সখি! প্রিয়তম পতি পরাধীনতাপ্রযুক্ত কার্য্যব্যপদেশে দূরদেশে গমন করিয়াছেন; কিন্তু এই অলিকুলগুঞ্জিত কোকিলকূজিত সুরভি সময়ে তিনি আসিবেন না?' এস্থলে 'তিনি আসিবেন না' এই সহজ উক্তি, জিজ্ঞাসাচ্ছলে উচ্চারিত হওয়ায় উহা দ্বারা তাহার আসা হইবে না এরূপ অর্থের অভিব্যক্তি না হইয়া তদ্বিপরীতার্থের বিকাশ করিতেছে যে, যদিও তিনি কার্য্যানুরোধে বিদেশে গিয়াছেন, কিন্তু তাহা হইলেও কি এই বসন্ত সময়ে একবার আসিবেন না? অর্থাৎ অবশ্যই আসিবেন।

আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা ও আসত্তি প্রভৃতি দ্বারাও বাক্য বা শব্দসমূহের শক্তি নিশ্চয় করা যায়। [বাক্য ও মহাবাক্য শব্দ দেখ।]

শব্দশাস্ত্র (ক্লী) যে শাস্ত্র অধ্যয়নে শব্দসমূহের জ্ঞান জন্মে, ব্যাকরণাদি।

শব্দশেষ (ত্রি) শব্দের শেষাংশ।

শব্দশ্লেষ (পুং) অলঙ্কার বিশেষ। ইহাতে একটী শব্দ দ্বারা শ্লেষোক্তি প্রকাশ করা হইয়া থাকে। ইংরাজীতে ইহাকে Punning বলে।

শব্দসংজ্ঞা (স্ত্রী) শব্দের একপর্য্যায়ক নাম। (পা ১।১।৬৮)

শব্দসম্ভব (ত্রি) শব্দানাং সম্ভবঃ উৎপত্তির্যস্মাৎ। ১ যাহা হইতে শব্দের উৎপত্তি হয়, নভঃপ্রদেশ। বায়ুমণ্ডল। (পুং) ২ শব্দের উৎপত্তি বা অভ্যুত্থান।

শব্দসাধন (ত্রি) লক্ষ্য সম্বন্ধে শব্দই যাহার কারণ। (ভারত ৩।২২।৩) শব্দসাধনৈঃ শব্দ এব সাধনং লক্ষ্য সম্বন্ধে কারণং যেষাং তৈঃ।' (নীলকণ্ঠ)

শব্দসাহ (ত্রি) ১ শব্দবেধি। ২ শব্দবাণনিবারক। (ভারত ৩।২২।৫) 'শব্দ এব সাহ্যো লক্ষ্যং যস্য তং তথা শব্দবেধি, শব্দে অস্ত্রং উপারক্ষাপতদিত্যর্থঃ। শব্দসাহংশব্দ বাণনিবারকং বা।' (নীলকণ্ঠ)

শব্দসিদ্ধি (স্ত্রী) শব্দের পূর্ণব্যবহার। ২ কাব্যকল্পলতাবৃত্তি-পরিমল নামক গ্রন্থের একাংশ।

শব্দস্ফোট (পুং) বাক্যস্ফোট। বহ্বাড়ম্বর।

শব্দস্মৃতি (স্ত্রী) শব্দের স্মরণ।

শব্দহীন (ক্লী) ১ শব্দজ্ঞানশূন্য। ২ শব্দশাস্ত্রবর্জ্জিত বাক্য। "শব্দশাস্ত্রহতং বাক্যং শব্দহীনং প্রকীর্ত্তাতে।" (প্রতাপরুদ্র)

শব্দাকর (পুং) শব্দানাং আকরঃ। শব্দের মূল বা প্রকৃতি, শব্দসমূহের উৎপত্তিস্থান।

শব্দাক্ষর (ক্লী) ১ শব্দ ও অক্ষর। ২ শব্দজ্ঞাপক অক্ষর। ৩ ওম্ শব্দ।

শব্দাখ্যেয় (ত্রি) শব্দ দ্বারা কথনের উপযুক্ত।

শব্দাড়ম্বর (পুং) বাগাড়ম্বর।

শব্দাঢ্য (ক্লী) শ্রেষ্ঠ কাংস্য ধাতু, ভাল কাঁসা।

শব্দাতিগ (পুং) বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।১১০)

শব্দাতীত (ত্রি) যিনি শব্দের অতীত, যাঁহাতে শব্দাদি গুণ নাই বা শব্দ দ্বারা যাঁহাকে জানা যায় না, ব্রহ্ম পদার্থ।

শব্দাধিষ্ঠান (ক্লী) শব্দস্য অধিষ্ঠানং আশ্রয়স্থানম্। কর্ণ। (হেম)

শব্দানুকরণ (ক্লী) শব্দের অনুকরণ, শব্দ নকল করা। যেমন অনেক লোকে পশুপক্ষ্যাদির শব্দের অনুকরণ বা নকল অর্থাৎ অবিকল তৎপ্রতিরূপক শব্দ অনায়াসে উচ্চারণ করিতে পারে।

শব্দানুকৃতি (স্ত্রী) শব্দানুকরণ।

শব্দানুশাসন (ক্লী) শব্দস্য অনুশাসনং প্রকৃতিপ্রত্যয়াদিনা ব্যুৎপাদনং যত্র। ব্যাকরণাদি শাস্ত্র।

শব্দানুসৃষ্টি (স্ত্রী) শব্দানুশাসন।

শব্দাভিবহ (ত্রি) শব্দবাহী, শব্দবহনকারী শিরা প্রভৃতি। (সুশ্রুত)

শব্দায়মান (ত্রি) শব্দিত, শব্দবিশিষ্ট, যে শব্দ করিতেছে।

শব্দার্থ (পুং) ১ শব্দের অর্থ অর্থাৎ অভিধেয় বা বাচ্য। ২ শব্দ এবং অর্থ। (পা ২।২।৩১)

শব্দালঙ্কার (পুং) শব্দ মাত্র কৃত অলঙ্কার, কেবল শব্দ বা বর্ণ বিন্যাস দ্বারা ভাষার সৌন্দর্য্যবিস্তার। যেমন, পুনরুক্তবদাভাস, অনুপ্রাস প্রভৃতি অলঙ্কার।

শব্দিত (ত্রি) ধ্বনিত, কৃতশব্দ, আহূত।

শব্দিন্ (ত্রি) শব্দবিশিষ্ট।

শব্দেন্দ্রিয় (ক্লী) শ্রোত্র, যে ইন্দ্রিয় দ্বারা শব্দ সকল গৃহীত হয়। (সুশ্রুত)

শম, দিবা° পরস্মৈ° সেট্। উপশম, শান্তভাব, নিবৃত্ত। শমী

শাম্যতি। লিট্ শশাম, শশমতুঃ। লুট্ শমিতা। লৃট্ শমিষ্যতি। লুঙ্ অশমৎ, অশমতাং, অশমন্। সন্ শিশমিষতি। যঙ্ শংশম্যতে, শংশন্তি। নিচ্ শময়তি। অশীশমৎ। কর্ম্মণি শম্যতে, শময়িতা, শমিতা, শামিতা, শময়িষ্যতে, শমিষ্যতে, শামিষ্যতে। (পা ৬।৪।৯২) অশমি, অশামি। অশময়িষত, অশমিষত। ক্ত শমিত, শান্ত। চুরা° আত্মনে° অক° সেট্। আলোচনা। (বোপদেব) শাময়তে, শাময়তি। উপ—নিবৃত্তি, বিনাশ। নি—শ্রবণ, দর্শন।

"দিলীপানন্তরং রাজ্যে তং নিশম্য প্রতিষ্ঠিতম্।" (রঘু ৪।২)

"নিশাময় তদুৎপত্তিং বিস্তরাদ্গদতো মম।" (দেবীমাহাত্ম্য)

'নিশম্য' ও 'নিশাময়' এই উভয় স্থলেই 'নি শম' ধাতু শ্রবণার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

শম (পুং) শম্যতে ইতি শম-ঘঞ্। (হলশ্চ পা ৩।৩।১২১) ১ শান্তি। (অমর) ২ মোক্ষ। (ত্রিকাণ্ডশেষ) ৩ পাণি, হস্ত। (রামাশ্রম) ৪ উপচার। (রাজনি°) ৫ অন্তরিন্দ্রিয়-নিগ্রহ। (বেদান্তসার) ৬ বাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহ। (ভাগবত ১১।১৯।৩৩) ৭ সর্ব্বকর্ম্মনিবৃত্তি। (গীতা ৬।৩) ৮ শান্তরসের স্থায়িভাব।

"শান্তঃ শমস্থায়িভাব উত্তমপ্রকৃতির্মতঃ।" (সাহিত্যদ° ৩।২৩৮)

৯ নিবৃত্তি। (রাজতর° ২।৫৬) ১০ মনঃসংযম। ১১ ক্ষমা। ১২ তিরস্কার।

শমক (ত্রি) শাময়তীতি শম-ণিচ্-ণ্বুল্ নোদাত্তোপদেশস্যেতি ন দীর্ঘঃ। (পা ৭।৩।৩৪) শান্তিকারক।

শমকৃৎ (ত্রি) শমক, প্রশমকারী।

শমগির্ (স্ত্রী) শান্তিকথা, প্রশমোক্তি, যে বাক্য শুনিলে অন্তরে শান্তভাবের উদয় হয়।

শমঠ (পুং) শম-অঠ বাহুলকাৎ (জৃশমোরপাঠঃ। উণ্ ১।১০০) মহাভারতোক্ত জনৈক ব্রাহ্মণভেদ। (মহাভারত বনপর্ব্ব) ২ শাকবিশেষ। ৩ তৃণভেদ, তুঁৎবিশেষ।

শমতা (স্ত্রী) শান্তি, উপশম, নিবৃত্তি।

শমথ (পুং) শম-অথ বাহুলকাৎ (দৃশমিদমিভ্যশ্চ। উণ্ ৩।১১৪) ১ শান্তি। (অমর) ২ মন্ত্রী। (মেদিনী)

শমন (স্ত্রী) শম-ল্যুট্। ১ যজ্ঞার্থ পশুহনন। (অমর) ২ শান্তি। ৩ মনের স্থিরতা। (মেদিনী) ৪ নিবৃত্তি। ৫ উপশম।

"বাতস্য শমনং কোপনং বা।" (পাণিনি ৫।১।৩৮ কাশিকা)

৬ চর্ব্বণ। (ধরণি) ৭ হিংসা। (হেম) ৮ প্রতিসংহার, প্রতিনিবৃত্তি, সম্বরণ। (মার্ক°পু° ৭৮।১৩) ৯ নিবারক।

"ইত্থং তদুক্তশমনং তব দেবি! শীলম্।" (দেবীমাহাত্ম্য)

(পুং) শময়তি প্রাণিনাং কর্ম্ম আলোচয়তীতি কর্ত্তরি ল্যু। ১০ যম। (অমর) ১১ মৃগভেদ। (শব্দচন্দ্র°) ১২ কলায়-ভেদ। (রাজনি°) (স্ত্রী) ১৩ তিরস্কার, শাপ। ১৪ আঘাত, ক্ষতি। ১৫ দমন। ১৬ জয়।

"পিত্তাদিজিন্নিরামস্য যৎ স্যাত্তৎ শমনং মতম্।" (বৈদ্যকনি°)

(পুং) ১৭ তন্নামক কষায়বস্তি, প্রিয়ঙ্গু, যষ্টিমধু, মুথা ও রসাঞ্জন এই সকলের কাথে দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া বস্তিপ্রয়োগ করিলে সর্ব্বদোষের উপশম হয়।

"প্রিয়ঙ্গুর্ম্মধুকং মুস্তা তথৈব চ রসাঞ্জনং।
সক্ষীরঃ শস্যতে বস্তির্যোগাঃ শমনঃ স্মৃতঃ॥" (ভাবপ্র°

১৮ ধূমপানভেদ। ইহাতে রোগীর হস্তের চত্বারিংশদঙ্গুলি পরিমিত নল প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা এলাইচ, তগরপাদুকা, কুড়, জটামাংসী, গন্ধতৃণ, দারু-চিনি, তেজপত্র, নাগকেশর, রেণুকা, ব্যাঘ্রনখী (গন্ধদ্রব্য), নখী, চোচ (গন্ধদ্রব্য), গেঁঠেলা, সরলকাষ্ঠ, কোঁচথড়িকা, বালা, গুগ্গুলু, ধুনা, শিলারস, কুন্দুরখোটী, অগুরু, পৃক্ক (পিঁড়িং শাক), বেণামূল, ভদ্রদারু, কুঙ্কুম, কেশর ও পুন্নাগ, এই সকল দ্রব্যের সমস্তগুলি অথবা যাহা পাওয়া যায়, সেই গুলি সংগ্রহ করিয়া ধূমপানবিধি অনুসারে উহাদের ধূমগ্রহণ করিতে হইবে।

ভাবপ্রকাশ মতে নল প্রস্তুতের নিয়ম এইরূপ,—নল তিন খণ্ড ও তিনপর্ব্বযুক্ত করিয়া লইতে হইবে। এই নল কনিষ্ঠ অঙ্গুলির ন্যায় স্থূল এবং ইহার অভ্যন্তরের ছিদ্র রাজমাষের ন্যায় ও নলের দীর্ঘতা রোগীর ৪০ অঙ্গুলি হইবে। এইরূপ নল দ্বারা শমন-ধূমপান করিতে হয়।

(ত্রি) ১৯ সম, উদ্ধত ও বিষম বাতপিত্তাদি, দোষসমূহের শমতাসম্পাদক। (বাভট) ২০ অরুণ। (স্ত্রী) শমনী। ২১ রাত্রি। ২২ কষায়ভেদ। যে সকল কষায় অর্থাৎ কাথাদি-দ্বারা বমনাদি পঞ্চকর্ম্ম ব্যতিরেকেও বাতাদিদোষের উপশম হয়, তাহা শমনী বলিয়া খ্যাত।

"যেন বমনাদিবিনৈব বাতাদয়ঃ শান্তিং যান্তি।" (চক্রদত্ত)

২৩ বস্তিভেদ, শমননামক নিরুহবস্তি।

প্রিয়ঙ্গু, যষ্টিমধু, মুস্তক ও রসাঞ্জন এই সকল দ্রব্য দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া যে বস্তি প্রয়োগ করা যায়, তাহাকে শমন-বস্তি কহে।

দ্বাদশ অঙ্গুলি দীর্ঘ একটী শরকাণ্ড গ্রহণ করিয়া উহার পাদের চারিদিকে ৮ অঙ্গুল পর্য্যন্ত বা পরা ২ ভেলা কাদ-মাটির কল্ক লেপন করিয়া ছায়াতে শুষ্ক করিতে হইবে। উক্ত কল্প শুষ্ক হইলে শরকাণ্ডটী ধীরে ধীরে অপনীত করিতে হয়, পরে ঐ কল্কবর্ত্তি স্নেহাক্ত করিয়া তাহার অগ্রভাগ অঙ্গারের অগ্নি দ্বারা জ্বালাইবে, পরে নলের অপর ভাগ প্রথমে মুখে দিয়া ধূম গ্রহণ ও মুখ দ্বারা তাহা নির্গত করিবে, পরে নাসিকা

দ্বারা ধূম গ্রহণ করিয়া সেই ধূম মুখ দিয়া নির্গত করিতে হইবে। (ভাবপ্রকাশ)

শমনস্বসৃ (স্ত্রী) শমনস্য যমস্য স্বসা। যমুনা। (অমর)

শমনী (স্ত্রী) শময়তি নৃণাং ব্যাপারান্ শম-ল্যু, স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ১ রাত্রি। শাম্যতে হনেন ইত্যর্থে করণে ল্যুট্ ঙীষ্। শান্তিকারয়িত্রী। (ভাগবত ৩।২৪।৩৯) [শমন দেখ।]

শমনীয় (ত্রি) শম-অনীয়র্। শমনযোগ্য, শমনার্হ।

শমনীষদ্ (পুং) শমন্যাং রাত্র্যাং সীদন্তি সদ্-অচ্-ক্বিপ্। নিশাচর, রাক্ষস। (ত্রিকা°)

শময়িতৃ (ত্রি) শম-ণিচ্-তৃচ্। শমনকারক, শান্তিকারক, নিবারক, দমনকারক, বিনাশক।

শমল (ক্লী) শম (শাকশম্যোর্ণিৎ। উণ্ ১।১১১) ইতি কল। ১ বিষ্ঠা। (অমর) ২ পাপ। (সংক্ষিপ্তসার উণ°)

"উচে যয়াত্মশমলং গুণসঙ্গপঙ্কং" (ভাগবত ২।৭।৩)

শমবৎ (ত্রি) শম-অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। শমগুণবিশিষ্ট।

শমশম (ত্রি) ১ সুখশান্তিবিশিষ্ট। ২ শিবের নামান্তর। (ভারত ১২ পর্ব্ব)

শমান্তক (পুং) শমস্য শান্তেরন্তকঃ। কামদেব। (ত্রিকা°)

শমালা (স্ত্রী) রাজদত্ত ব্রাহ্মণশাসনভেদ। (রাজতর° ৭।১০৯)

শমি (স্ত্রী) ১ শিম্বী, শিম। (হেম) ২ অন্ধকের পুত্রভেদ। (হরিবংশ) ৩ উশীনরের পুত্রভেদ। (ভাগ° ৯।২৩।২১) ৪ যজ্ঞ বা যজ্ঞরূপ কর্ম্ম। (ঋক্ ৩.৫৯।৩) ৫ শমীবৃক্ষ। [শমী দেখ।]

শমিক (পুং) ঋষিভেদ। (পা ৪।১।১০৪)

শমিত (ত্রি) শম-ক্ত। শান্ত। (অমর)

শমিতৃ (ত্রি) শম-তৃচ্। নিবারক, শান্তিকারক।

শমিন্ (ত্রি) শমো বিদ্যতে হস্য শম-ইন্। শান্ত, শমগুণবিশিষ্ট।

শমির (পুং) শমীবৃক্ষ। (শব্দরত্না°)

শমিরোহ (পুং) শিব। (ত্রিকা°)

শমিষ্ঠ (ত্রি) অয়মনয়োরতিশয়েন শমঃ। দুই বা বহুর মধ্যে অতিশয় শান্ত।

শমিষ্ঠল (ক্লী) স্থানভেদ।

শমী (স্ত্রী) স্বনামখ্যাত সকণ্টক বৃক্ষ। চলিত শাঁই গাছ। হিন্দী ছিকুর, মহারাষ্ট্র শমী, খৈরী, কলিঙ্গ বণি, কাবরি; উৎকল শুমী। সংস্কৃত পর্য্যায়—শক্তফলা, শিবা, শক্তুফলী, শান্তা, ভুঙ্গা, কচরিপুফলা, কেশমথনী, ঈশানী, লক্ষ্মী, তপনতনয়া, ইষ্টা, শুভকরী, হবির্গন্ধা, মেধ্যা, দুরিতদমনী, শঙ্কুফলিকা, সমুদ্রা, মঙ্গল্যা, সুরভি, পাপশমনী, ভদ্রা, শঙ্করী, কেশহন্ত্রী, শিবাফলা, সুপত্রা, সুখদা। ইহা লঘু ও মহৎ ভেদে দ্বিবিধ।

শাঁইকাটাগাছ (Acacia Suma) ক্ষুদ্রাকৃতি। বাঙ্গালা ও বেহারের সর্ব্বত্র, প্রায়োদ্বীপের পশ্চিমাংশ আবা (ব্রহ্ম) এবং সিংহলে পর্য্যাপ্ত জন্মে। ইহার কাষ্ঠ অনেকটা খদির কাষ্ঠের মত, কিন্তু তদপেক্ষা ক্ষুদ্রতর অসংখ্য ছিদ্রবিশিষ্ট। ইহার ডাল হইতে খদিরের ন্যায় একপ্রকার আঠাবৎ নির্য্যাস পাওয়া যায়। এই জাতীয় লালবর্ণ পত্রবিশিষ্ট বৃক্ষগুলি অগ্নিগন্ধা নামে বিদিত।

অন্য একপ্রকার শমী বা শাঁইকাটা গাছ (Prosopis spicigera) মধ্যমাকৃতি হয়। ইহার ডালগুলি সকণ্টক। পঞ্জাব, সিন্ধু, রাজপুতনা, গুজরাত, বুন্দেলখণ্ড ও দাক্ষিণাত্যের প্রান্তরভূমির যে স্থানের মাটী জলহীন ও কঠিন সেই স্থানে এই বৃক্ষ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। বীজ অথবা ডাল কাটিয়া পুতিয়া দিলে সহজেই গাছ হয়, গাছগুলির শিকড় অতিশয় লম্বা হইয়া থাকে। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে পারী নগরীর সুবিখ্যাত প্রদর্শনীতে এই জাতীয় একপ্রকার বৃক্ষের ৮৬ ফিট্ লম্বা শিকড় দেখান হইয়াছিল। উহা ঠিক সমান ভাবে ৬৪ ফিট্ মাটী ভেদ করে।

গাছের গুড়ির ছালে আঘাত করিলে অথবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডাল কাটিয়া দিলে সেই সেই স্থান হইতে একপ্রকার আটা নির্গত হয়। Pharmacographia Indica-গ্রন্থরচয়িতা রাসায়নিক পরীক্ষাদ্বারা ইহাকে মেক্সিকোর Mozquito gum'নামক দ্রব্যের সমগুণ বিশিষ্ট বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন।

ইহার ছাল চামড়া পরিষ্কার ও রঙ্ করণে ব্যবহৃত হয়। ইহার শিম পঞ্জাবের স্থানে স্থানে ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়। বৃক্ষের ত্বকে কীটবিশেষ দ্বারা বড় বড় শস্যের ন্যায় একপ্রকার গাঁটুলী উৎপন্ন হয়। উহা বাজারে 'খমুনার ছিন্দি' নামে পরিচিত। উহা সঙ্কোচন গুণবিশিষ্ট। বৃক্ষের ত্বক্ বাটিয়া বাতব্যাধিপীড়িত গ্রন্থিতে প্রলেপ দিলে উপকার দর্শে।

ইহার শিমের বীজ পাকিলে সকলেই খায়। কাচা গুলি ঘৃত, পিয়াজ ও লবণ যোগে ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া রুটীর সহিত দরিদ্র লোকে ভক্ষণ করে, কখন কখন উহাতে দাধ মিশাইয়া খাইতে দেখা যায়। ১৮৬৮-৬৯ খৃষ্টাব্দে রাজপুতনার দুর্ভিক্ষে ইহার কাচা ছাল এবং শুষ্কছালের চূর্ণ পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া লোকে প্রাণরক্ষা করিয়াছিল। গাছের পত্র সমেত ক্ষুদ্র ডাল এবং শিম উষ্ট্র, গো মহিষ, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি পালিত পশুর প্রধান খাদ্য। দেরাইস্মাইল খাঁ ও সিন্ধুনদের পশ্চিম পারস্থিত দেশসমূহে শীতকালে তৃণাদি না পাওয়ায় ইহার শুষ্ক পত্রই সাধারণতঃ পালিত পশুর জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহার এক কিউবিক ফুট কাষ্ঠের ওজন ৫৮ পাউণ্ড, ইহাতে শকট ও গৃহের আসবাব প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার জ্বলনশক্তি অধিক

বলিয়া অনেকেই আলানীকাষ্ঠ রূপে শমীকাষ্ঠ ব্যবহার করিয়া থাকে। ব্রাণ্ডিস সাহেব বলেন, ১৩৭৫ পাউণ্ড শমীকাষ্ঠ, ১৩৮৮ পাউণ্ড বাবলাকাষ্ঠ ও ১৩২১ পাউণ্ড তেঁতুল কাষ্ঠ একই সময়ে সমপরিমাণ জলজ্বাল দিতে লাগে।

পঞ্জাববাসী সাধুদিগের সমাধিস্থলে শমীগাছ পুতিয়া দেয়। রাজপুতনার বৎসরের এক সময়ে রাজা, মহারাজ, সামন্ত ঠাকুর ও প্রজাবর্গ মহাসমারোহে শমী বৃক্ষ পূজার্থ গমন করিয়া থাকেন। তথায় পূজার জন্য একটী স্বতন্ত্র শমীবৃক্ষ নির্দ্দিষ্ট থাকে। হিন্দুমাত্রেই শমীবৃক্ষকে সম্মানের চক্ষে দেখে। ব্রতরাজ নামক ব্রতবিষয়ক গ্রন্থে লিখিত আছে, আশ্বিন শুক্লপক্ষীয় দশমী তিথিতে শমীপূজা করিতে হয়। বিরাটনগরে অজ্ঞাতবাসকালে পাণ্ডবেরা শমীবৃক্ষে অস্ত্রাদি রাখিয়া যান। অস্ত্রগুলি সর্প রূপে সেই বৃক্ষে ছিল। সাধারণের বিশ্বাস শমী ভগবতীরূপে কীর্ত্তিত। শমীকাষ্ঠ সমিধ্‌রূপে এবং পত্র গণপতিপূজায় ব্যবহৃত হয়। গণেশপুরাণে শমীমাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

বৈদ্যক মতে ইহার গুণ—রুক্ষ, কষায়, রক্ত, পিত্ত ও অতিসারনাশক। ফলগুণ—গুরু,স্বাদু, উষ্ণ ও কেশনাশক। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশ মতে গুণ—তিক্ত, কটু, শীতল, কষায়, রেচক, লঘু, কম্প, কাস, শ্বাস, কুষ্ঠ, অর্শ ও কৃমিনাশক। (ভাবপ্র°) ইহার কাষ্ঠ অতি দৃঢ় ও কঠিন। প্রাচীনদিগের বিশ্বাস ইহার শুষ্ককাষ্ঠে অগ্নি গুপ্তভাবে নিহিত আছে। (মনু ৮।২৪৭, রঘু ৩।৯) বৈদিকযুগে শমীকাষ্ঠ ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করা হইত। এ সম্বন্ধে একটী উপাখ্যানও প্রচলিত আছে যে, পুরূরবা অশ্বত্থ ও শমীবৃক্ষের শাখা ঘর্ষণ করিয়া জগতে সর্ব্ব প্রথমে অগ্নি উৎপন্ন করিয়াছিলেন।

২ শিম, চলিত ছিমড়া, বা ছিম। ৩ সোমরাজী, বাগুজি। (মেদিনী) ৪ কর্ম।

"ইন্দ্রে যজ্ঞেভিঃ শশমে শমীভিঃ" (ঋক্ ৬।২।২)

'শমীভিঃ কর্ম্মভিঃ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিভিঃ' (সায়ণ)

শমী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর রাধনপুর সামন্ত-রাজ্যের একটি নগর। সরস্বতী নদীতীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৩°৪১´১৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১°৫০´ পূঃ।

শমীক (পুং) মুনি বিশেষ। (ভাগবত ১।১৮ অ°)

শমীকূণ (পুং) শমী-কূণ পাকার্থে (পা ৫।২।২৪) পক্বশমীফল।

শমীগর্ভ (পুং) শম্যা গর্ভঃ। ১ ব্রাহ্মণ। ২ অগ্নি। (হেম)

শমীজাত (ত্রি) শমীগর্ভ। (হরিবংশ)

শমীধান্ত (স্ত্রী) শমী মজ্জাদিকর্ম, তদর্থং ধান্তং। শিম্বী ধান্ত, মাষাদি। মুদ্গ, রাজমাষ,তিল ও কুলথ প্রভৃতিকে শমীধান্ত কহে। পর্য্যায়—শমীর, শিম্বিক, শিম্বাভ্র, সূপ্য, বৈদল। গুণ—মধুর, রুক্ষ, কষায় রস, কটুপাকী, বাতবর্দ্ধক, কফপিত্তনাশক, মলমূত্রবন্ধকারক, এবং শৈত্যগুণবিশিষ্ট। শমী ধান্তের মধ্যে মুদ্গ ও মসূর কিঞ্চিন্মাত্র আধ্মানকারক, এতদ্ভিন্ন আর আর প্রায় গুলিই অত্যধিক পরিমাণে আধ্মান জন্মায়। (ভাবপ্রকাশ)

রাজবল্লভ নামক বৈদ্যকগ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে সম্বৎসরাতীত শমীধান্তই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। তদূর্দ্ধকাল প্রাপ্ত হইলে উহারা ক্রমশঃ উত্তরোত্তর বাতবর্দ্ধক ও রুক্ষ এবং অভিনবগুলি প্রায়ই গুরু হয়। কিন্তু ইহার মধ্যে যব, গোধূম, মাষ ও তিল অভিনবই প্রশস্ত; উহারা যতই পুরাণ হইতে থাকে, ততই বিরস, রুক্ষ ও গুণভ্রষ্ট হয়। বিভিন্ন ঋতুজ, ব্যাধিবিপন্ন, অসম্যক্‌পরিতুষ্ট, অনাকর্ষিত বা মৃত্তিকা ভিন্ন অর্থাৎ পোড়ামাটী প্রভৃতি কিংবা কোনরূপ কদর্য্য স্থানে জাত এবং অভিনব ধান্তাদি তাদৃশ গুণশালী হয় না।

শমীনহুষা (স্ত্রী) দ্যাবা পৃথিবী, স্বর্গমর্ত্ত্য।

"দিবা শমীনহুষী অস্য বোধতং।" (ঋক ১০।৯২।১২)

'শমী কর্ম্মবতী পৃথিবী শমীতি কর্ম্মনামসু পাঠাৎ নহুষী দ্যৌঃ অত্র বাজসনেয়কং দ্যৌর্নহুষীয়ং বৈ।' (সায়ণ)

শমীপত্রা[ত্রী] (স্ত্রী) শম্যাঃ পত্রাণীব পত্রাণি যস্যাঃ। লজ্জালুলতা, চলিত লজ্জাবতী লতা।

শমীপ্রস্থ (পুং) স্থানভেদ। (পা ৬।২।৮৭)

শমীময় (ত্রি) শমীবিকারই। শমীনির্ম্মিত।

শমীর (পুং) হ্রস্বা শমী। (কুটীশমীশুণ্ডাভ্যো রঃ। পা ৫।৩।৮৮) ইতি রঃ। ক্ষুদ্র শমীবৃক্ষ। (অমর)

শমীরকন্দ (পুং) বারাহীকন্দ, শূয়ার আলু।

শমীবৎ (পুং) ঋষিভেদ। (পা ৫।৩।১১৮)

শমীমন্দার (স্ত্রী) শমী ও মন্দারবৃক্ষ। পুরাকালে শমী ও মন্দার বৃক্ষের যথেষ্ট সমাদর ছিল। ঋষিগণ ইহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। গণেশপুরাণের ক্রীড়াখণ্ডের ৩৭ অধ্যায়ে ইহার বিষয় সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে।

শমেশ্বরী (সোমেশ্বরী), ইষ্টারণ-বেঙ্গল ও আসাম প্রদেশের গারোপাহাড় জেলায় প্রবাহিত একটী নদী। তুরা নামক শৈলাবাসের সন্নিকটে উদ্ভূত হইয়া ধীরে ধীরে পূর্ব্বাভিমুখে ঘুরিয়া তুরা শৈলের উত্তর বাহিয়া দক্ষিণাভিমুখে পর্ব্বতবক্ষে প্রপাত সহকারে নিপতিত হইয়া ময়মনসিংহ জেলার সমতল ভূমিতে আসিয়াছে। পরে ধীর মন্থরগতিতে উহা সুসঙ্গ পরগণায় কংসনদীতে মিলিয়াছে। গারো পার্ব্বত্যদেশে শমেশ্বরীর ন্যায় বিস্তৃত কলেবরা ও জনসমাজের উপযোগিনী নদী আর নাই। এই নদী বাহিয়া গারোপর্ব্বতের অধিত্যকাদেশের সিজু পর্য্যন্ত যাওয়া যায়। ইহার উর্দ্ধে আর অগ্রসর

হইবার উপায় নাই। এখানে একটী বালাদার প্রস্তরের স্তর থাকায় নদীজল প্রতিহত হইয়া প্রপাতাকারে পতিত হইতেছে। ঐ প্রপাত অতিক্রম করিয়া পুনরায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকায় চড়িয়া নদীবক্ষে নানাস্থানে যাওয়া যায়। এ স্থান বেলেপাথরস্তরে পূর্ণ। শমেশ্বর উপত্যকা অন্বেষণ করিয়া এই বেলেস্তরের স্থানে স্থানে কয়লার খনি পাওয়া গিয়াছে, নদীতীরবর্ত্তী স্থানে উৎকৃষ্ট চূণা-পাথর পাওয়া যায়। ঐ স্থানে মাঝে মাঝে চূণা-পাথরের স্তরে বৃহৎ বৃহৎ গুহা দৃষ্টিগোচর হয়। সিজুর নিকটে ঐরূপ একটী সুবৃহৎ গুহা আছে, উহার ভিতর দিয়া একটী ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য-ঝোরা প্রবাহিত। গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া সারাদিন হাটিলেও ঐ ঝোরার উৎপত্তি স্থানে যাওয়া যায় না।

এই নদীতে বড় বড় মহাশির বা মৌসুল মাছ পাওয়া যায়। গারোরা অতিশয় আগ্রহে ঐ মাছ ধরিয়া খায়।

শমোপ্য (স্ত্রী) সংবপন, অথবা সম্যক্ প্রকারে ভূমিতে পতন।
"আ শীর্ষ্ণঃ সমোপ্যাৎ" (অথর্ব ১।১৪।৩)
'সমোপ্যাৎ সংবপনাৎ ভূমৌ সম্পতনাৎ' (সায়ণ)

শম্পক (পুং) শাকভেদ।

শম্পদা (স্ত্রী) ব্রাহ্মীনামক ওষধি। (বৈদ্যকনিঘ°)

শম্পা (স্ত্রী) বিদ্যুৎ। (অমর)

শম্পাক (পুং) ১ আরগ্বধ, সোঁদালবৃক্ষ; ইহার ফলের গুণ,— স্বাদুপাক, অগ্নিবলকারক, স্নিগ্ধ ও বাতপিত্তহর। (সুশ্রুত সূ°) ২ বিপাক। ৩ যাবক, অলক্তক, আলতা। (হেম) ৪ রন্ধন। ৫ হস্তিনাপুরবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ। (মহাভারত)

শম্পাত (পুং) ১ আরগ্বধবৃক্ষ, সোঁদাল গাছ। (শব্দর°) ২ অভিসম্পাত।

শম্ব, ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট°। গতি, গমন। লট্ শম্বতি। লুট্ শম্বিতা। লুঙ্ অশম্বীৎ।

শম্ব (পুং) শম্-বন্ (শমেৰ্ব্বন্। উণ্ ৪।৯৪) যদ্বা শমস্ত্যস্মোত শং-ব। (শংকংভ্যাং বভযুস্তিতুতযসঃ পা ৫।২।১৩৮) ১ বজ্র।
"উগ্রো যঃ শম্বঃ পুরুহূত তেন" (ঋক্ ১০।৪২।৭)
'শম্ব ইতি বজ্রনাম' (সায়ণ)
২ মুষলাগ্রস্থিত লৌহমণ্ডল, চলিত শাঁপি। (মেদিনী) ৩ লৌহকাঞ্চী। (হেম) ৪ অনুলোমকর্ষণ, পুনর্ব্বার চাস দেওয়া। ('শম্বাকৃত' শব্দের টীকায় ভরত) ৫ দরিদ্র। (সংক্ষিপ্তসার উণাদি) (ত্রি) ৬ ভাগ্যবান্। (রামাশ্রম)

শম্বর (ক্লী) ১ সলিল, জল। ২ ব্রত। ৩ বিত্ত। (নানার্থরত্নমালা) ৪ চিত্র। ৫ বৌদ্ধ ব্রতবিশেষ। (হেম ও বিশ্ব) ৬ মেঘ।
"অর্দ্দয়ন্ত্মানা শম্বরাণি" (ঋক্ ২।২৪।২)
'শম্বরাণি মেঘনামৈতৎ মেঘান্ ব্যর্দ্দঃ বর্ষণার্থং বিদারিতবান্'। (পুং) ৬ মৃগবিশেষ, শম্বরমৃগ। ৭ দৈত্যবিশেষ। (মেদিনী)

ঋগ্বেদের ১ম ও ২য় মণ্ডলে উক্ত হইয়াছে, যৎকালে ইন্দ্র শুষ্ণ, পিপ্রু, কুযব ও বৃত্র এই অসুরচতুষ্টয়কে সংগ্রামে নিহত করেন, সেই সময়ে তৎকর্ত্তৃক শম্বরাসুরের পুরীও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এই দুর্ঘটনার পর শম্বর ইন্দ্রভয়ে সাতিশয় ভীত হইয়া বহুদিন পর্ব্বত-গুহায় লুক্কায়িত থাকে এবং বহু অন্বেষণের পর ৪০ বৎসর ইন্দ্রকর্ত্তৃক ধৃত ও নিহত হয়।

ভাগবতে উল্লিখিত হইয়াছে যে রুক্মিণীগর্ভজ সদ্যঃপ্রসূত শ্রীকৃষ্ণতনয় প্রদ্যুম্ন শম্বরাসুর কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়া সমুদ্রগর্ভে প্রক্ষিপ্ত এবং তথায় কোন একটী মৎস্যের উদরস্থ হন। কালক্রমে সেই মৎস্য ধৃত হইয়া ধীবর কর্ত্তৃক শম্বরাসুরকে উপহার দেওয়া হয়। সূদগণ মৎস্যোদরে দিব্যবালমূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া অন্যতম সূপকারিণী মায়াবতীকে তদ্বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করে। এই মায়াবতী কামপত্নী রতি, রুদ্রকোপদগ্ধ পতির পুনঃপ্রাপ্তিপ্রতীক্ষায় সেই রুদ্রের কথানুক্রমেই বর্ত্তমান শম্বরসদনে সূপকার্য্যে নিযুক্তা আছেন। মায়াবতী যখন সূদগণ কর্ত্তৃক মৎস্যোদরস্থ বালবৃত্তান্ত অবগত হইলেন, তখন আবার নারদ সমীপে উহার আমূলবৃত্তান্ত অর্থাৎ স্বীয় পতি কামদেবই প্রদ্যুম্নরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া চিরশত্রু শম্বরের চক্রে মৎস্যোদরস্থ হইয়াছেন শুনিয়া তদীয় প্রতিপালনে সাতিশয় মনোনিবেশ করিলেন। বালক যথাকালে যৌবনপদারূঢ় হইলে একদা মায়াবতী তাঁহাকে তদীয় এবং স্বীয় পূর্ব্ববৃত্তান্ত ও শম্বরের নিরতিশয় নিষ্ঠুর ব্যবহারের বিষয় সম্যক্রূপে জানাইয়া বলিলেন যে এরূপ পরম দুরাচার দুর্জ্জয় দুর্দ্ধর্ষ শত্রুকে কখনই ক্ষণকালের জন্য জগতে স্থান দেওয়া কর্ত্তব্য নহে; অতএব আমার নিকট সর্ব্বমায়াবিনাশিনী মায়াবিদ্যা গ্রহণপূর্ব্বক অচিরাৎ শম্বরের বধোপায় চিন্তা কর।

মায়াবতীর প্ররোচনায় যুবক তদনুষ্ঠানে নিরত হইয়া সহসা শম্বর সমীপে গমনপূর্ব্বক তাহাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করায় সে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তদুপরি গদা নিক্ষেপ করিল, এইরূপে উভয়ের মধ্যে ঘোরতর সংগ্রাম চলিল; পরে ঐ যুবক এক শাণিত অসি উত্তোলনপূর্ব্বক কিরীট ও কুণ্ডলের সহিত শম্বরের মস্তকচ্ছেদন করিয়া ভূপাতিত করিলেন। (ভাগবত ১০।৫৫)

৮ মৎস্যবিশেষ। ৯ শৈবাবশেষ। ১০ জিনভেদ। (বিশ্ব) ১১ যুদ্ধ। ১২ শ্রেষ্ঠ। (ধরণি) ১৩ চিত্রক বৃক্ষ। ১৪ লোধ। ১৫ অর্জ্জুনবৃক্ষ। ১৬ তালবৃক্ষ। (রাজনি°) ১৭ পর্ব্বতভেদ।

শম্বর (শম্ভর), রাজপুতনায় অন্তর্গত একটী সুবৃহৎ হ্রদ। জয়পুর ও যোধপুর রাজ্যদ্বয়ের সীমা মধ্যে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬° ৫২´ হইতে ২৭° ২´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ৫৭´ হইতে ৭৫° ১৬´ পূঃ

মধ্য। আজমীঢ় মার্গ হইতে ৪০ মাইল উত্তরপশ্চিমে যেখানে আরাবল্লী গিরিশ্রেণীর উত্তরদিবাহিনী শাখা গুলি আপনাআপনি নিমজ্জিত হইয়া একটী সুবৃহৎ অববাহিকার সৃষ্টি করিয়াছে, ঠিক সেই ভূগণ্ডেই এই হ্রদের উৎপত্তি। এখান হইতে জল নিষ্কাশিত হইয়া যাইবার পথ নাই। সেই জন্য পার্ব্বত্য প্রদেশবিধৌত অববাহিকা বাহিয়া নিম্ন খাতে আসিয়া উপস্থিত হয়। খাতটী গভীর না হইলেও বহুদূরব্যাপী। বর্ষা ঋতুর অব্যবহিত পরেই যখন উহা পূর্ণাবয়বে থাকে, তখন উহার পরিসর লম্বে ২০ মাইল এবং প্রস্থে ৩ হইতে ১০ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। তৎকালে জল পরিমাণ স্থানবিশেষে ১ হইতে ৪ ফিট্ গভীর দেখা যায়। বর্ষাপগমে ভাদ্র ও আশ্বিন মাস হইতেই হ্রদের জল শুকাইতে আরম্ভ করে এবং কার্ত্তিক হইতে বৈশাখ পর্য্যন্ত উত্তরোত্তর শুকাইয়া হ্রদটি একবারে মরিয়া যায়। কেবল কিঞ্চিদধিক এক মাইল দৈর্ঘ্য এবং অর্দ্ধমাইল প্রস্থ স্থানে জল থাকে। হ্রদের মধ্যস্থল পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ অপেক্ষা কিছু অধিক গভীর, এই জন্য এখানকার জল কখনও শুকায় না। স্থানীয় লোকে উহাকে "ধনভাণ্ডার" বলিয়া জানে। ইহারাই বিপরীত দিকে মাতা-কি দেবী নামীয় একটী পর্ব্বতশিখর দক্ষিণকূল ভেদ করিয়া হ্রদগর্ভের অভিমুখে মাথা বাড়াইয়াছে। এই ধনভাণ্ডার খাত পূর্ব্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত।

হ্রদটীর চতুষ্পার্শ্ব চূণাপাথর ও লবণপর্ব্বত দ্বারা পরিবৃত হওয়ায় ঐ স্থানের ভূমি সকল অনুর্ব্বর এবং বৃক্ষলতাদি পরিশূন্য মরুস্থলী সদৃশ। ইহার মধ্যে মধ্যে পার্ম্মীয় স্তরের (Permian system) প্রস্তর দৃষ্টিগোচর হয়। সাধারণের বিশ্বাস, লবণময় প্রস্তরস্তর জলপ্রবাহে বিধৌত হইয়া হ্রদের জলকে লবণাক্ত করে। হ্রদতলের মৃত্তিকা কৃষ্ণবর্ণ ও আটাল।

গ্রীষ্ম ঋতুতে হ্রদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বড়ই মনোহর ও বিস্ময়োদ্দীপক। দাক্ষিণাদিকের অববাহিকা দেশে যে সকল ক্ষুদ্রাকার বালিয়াড়ী দৃষ্ট হয়, তাহার একটীর উপর দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিলে সম্মুখে ও পার্শ্বদেশ যেন বিস্তীর্ণ তুষারাবৃত বলিয়া অনুমান হয়। কেবল খণ্ড খণ্ড জলরাশি এবং তত্তৎ স্থলে নামিবার রাস্তা ব্যতীত আর কিছুই সেই রজতধবল প্রান্তরের একাগ্রতা ভঙ্গ করিতে সমর্থ হয় না। বাস্তবিক ঐ স্থান তুষারমণ্ডিত নহে, মাটীর উপর নুন ফুটিয়া ঐরূপ সাদা ফুল বিছানর মত দেখাইতেছে। হ্রদের জলে মিশ্রিত ভাবে এবং কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকার উপর কলম ও দানাকার লবণ পাওয়া যায়।

এই স্থানে হইতে লবণ উৎপন্ন হয় বলিয়া বহু পূর্ব্বকাল হইতেই হিন্দু ও মুসলমানরাজগণ এই মূল্যবান্ সম্পত্তি অধিকার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। মোগলসম্রাট্ অকবরশাহ ও তাঁহার বংশধরগণের শাসনকাল হইতে আহম্মদশাহের দিল্লী সিংহাসনাধিকার পর্য্যন্ত দিল্লী রাজসরকারের তত্ত্বাবধানে এখানে লবণ প্রস্তুতের কারখানা স্থাপিত হয়। অবশেষে উহা জয়পুর ও যোধপুরের রাজপুত রাজগণের করায়ত্ত হইয়াছিল। ১৮৩৫ হইতে ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজপুতগণ ইংরাজ রাজ্যসীমা অতিক্রম করিয়া নানা স্থান উপদ্রবে আরম্ভ করে। দস্যুদিগের অত্যাচার দমনের জন্য ঐ সময়ে ইংরাজ গবর্মেণ্টকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়; সেই ক্ষতিপূরণের জন্য ভারত-গবর্ণমেণ্ট স্বহস্তে লবণ প্রস্তুত করিবার ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দী হইতে জয়পুর ও যোধপুর রাজসরকার যে ভাবে লবণ প্রস্তুত করিয়া আসিতেছিলেন, ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহারা সেই ভাবেই লবণ উৎপন্ন করিয়াছিলেন। ইহার পর ইংরাজ গবর্মেণ্ট উক্ত রাজদ্বয়ের নিকট স্বতন্ত্র সন্ধিসর্ত্তে আবদ্ধ হইয়া ঐ স্থান ইজারা করিয়া লন। এই হ্রদের পূর্ব্ব কূল এবং দক্ষিণের কতকাংশ জয়পুর ও যোধপুররাজের মিলিত সম্পত্তি, কিন্তু অবশিষ্ট সমুদায়ই জয়পুরাধিপের অধিকৃত।

মাটির উপর নুন ফুটিয়া উঠিলেই, মজুরেরা ঝুড়ি হাতে হ্রদের তীরে নামিয়া আইসে এবং নুনের চাপড় যোড়া ভরিয়া কারখানায় লইয়া যায়। ঐ লবণ স্থানের গুণানুসারে এবং দ্রব্যবিশেষের আণবিক সংমিশ্রণহেতু লাল নীলবর্ণ ধারণ করে। কখন চেপ্টা কটাহে লবণাম্বু রাখিয়া, কখন বা হ্রদগর্ভ পর্য্যন্ত গভীর চৌবাচ্ছায় লবণজল পুরিয়া লবণ প্রস্তুত করা হয়। ইহাকে সাধারণে শম্বর বা শাম্ভর লবণ বলে। পঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ এবং মধ্যভারতের হিন্দুপ্রধান জনপদসমূহে এই লবণ প্রধানতঃ প্রচলিত। জয়পুর ও যোধপুরের মিলিত শাসনাধিকারে স্থাপিত শম্বরনগর এবং হ্রদের অপরপারস্থিত যোধপুরাধিকৃত নবা ও গুঢ়া নগরের সহিত রাজপুতনা-মালব-রেলপথের সংযোগ হওয়ায় এখানকার লবণ দূরান্তরে প্রচারের বিশেষ সুযোগ ঘটিয়াছে।

খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর প্রারম্ভে যে সকল বিদেশী ভ্রমণকারী এবং দেশীয় তীর্থযাত্রী শম্বর হ্রদ দেখিয়া গিয়াছিলেন, তাহাদের বিবরণীতে প্রকাশ যে ঐ হ্রদ লম্বে ৫০ মাইল এবং প্রস্থে ১০ মাইল ছিল। বর্ত্তমানে উহা ক্রমশঃ শুকাইয়া আসিতেছে এবং কালে উহার গর্ভও মজিয়া উঠিতেছে। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগবর্মেণ্টের ইজারার পর ১৮৮৩-৮৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ১৫ বৎসরে বার্ষিক প্রায় ২৮০০০০০ মণ লবণ উৎপন্ন হয়। একমাত্র শেষোক্ত বর্ষেই প্রায় ৭১১১৩৫৩ মণ লবণ পাওয়া যায়।

শম্বর, রাজপুতনার শম্বরহ্রদতীরবর্ত্তী একটী নগর। জয়পুর ও যোধপুর-রাজের শাসনাধীন। ইহা জয়পুর নগর হইতে

৩৯ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। এখানে রাজপুতনা-মালব-রেলপথের শম্বরশাখার একটী ষ্টেশন আছে।

শম্বরকন্দ (পুং) শম্বরঃ নামকঃ কন্দঃ। বারাহীকন্দ, শূরার আলু। (রাজনি°)

শম্বরচন্দন (ক্লী) শম্বরপর্ব্বতে জাত চন্দনবিশেষ, শবর বা বর্ব্বর চন্দন। পর্য্যায়—কৈরাত, বহুলগন্ধ, বল্য, গন্ধকাষ্ঠ, কৈরাতক, তৈলগন্ধ। গুণ—শীতল, তিক্ত, উষ্ণ এবং বাত, শ্লেষ্ম শ্রম, পিত্ত, বিস্ফোট, পামাদি কুষ্ঠ, তৃষ্ণা, তাপ ও মোহ-নাশক। (রাজনি°)

শম্বরদেশজ (পুং) শুক্লরোধ্র, শ্বেতলোধ। (বৈদ্যনিঘ°)

শম্বরপাদপ (পুং) শুক্লরোধ্র। (বৈদ্যকনিঘ°)

শম্বরসূদন (পুং) শম্বরং সূদয়তি সূদ-ল্যু। কামদেব।

শম্বরহত্য (ক্লী) শম্বর-হন-ক্যপ্। শম্বরহনন, শম্বরবধ।

"দিবোদাসং শম্বরহত্য আবতং" (ঋক্ ১।১১২।১৪)

'শম্বরহত্যে শম্ব আয়ুধং তদ্যুক্তঃ শম্বরোঽসুরঃ তস্য হননে বিষয়ভূতে সতি' (সায়ণ)

শম্বরারি (পুং) শম্বরস্যারিঃ। কামদেব। (অমর)

শম্বরাহার (পুং) বনবদর, বুনো কুল। (বৈদ্যকনিঘ°)

শম্বরী (স্ত্রী) ১ আখুপর্ণী, ইন্দুরকাণী। (মেদিনী) ২ মায়া। (শব্দরত্না°) ৩ শ্রুতশ্রেণীক্ষুপ। ৪ দ্রবন্তীক্ষুপ, বড়দন্তী বা স্বরঘরা। (রাজনি°)

শম্বরীগন্ধা (স্ত্রী) বনতুলসী। (বৈদ্যনিঘ°)

শম্বরোদ্ভব (পুং) শুক্লরোধ্র, শ্বেতলোধ। (শব্দচ উত্তরখান)

শম্বল (পুং ক্লী) শম্ব-কলচ্ (উণ্ ১।১০৮) ১ কূল। ২ পাথেয়। ৩ মৎসর। (মেদিনী) ৪ শম্বর শব্দার্থ। (স্ত্রিয়াং ঙীষ্) শম্বলী—কুট্টনী।

শম্বলপুর (সম্বলপুর), মধ্যপ্রদেশের চিফ্ কমিসনরের শাসনাধীন একটী জেলা। ১৯০৫-৬ খৃষ্টাব্দে রাজনৈতিক প্রয়োজনানুসারে বঙ্গদেশ বিভক্ত হইবার পর, শম্বলপুর পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভূক্ত হয়। তদবধি উহা বাঙ্গালার অন্তর্ভূক্ত ও ছোটলাটের শাসনাধীন রহিয়াছে। পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট বিভাগানুসারে এই জেলার ভূ-পরিমাণ ৪৫২১ বর্গমাইল। কিন্তু ইহার অন্তর্নিবিষ্ট করোণ্ড বা কালাহণ্ডি, রায়গড়, সুরগড়, পাটনা, সোণপুর, রাইরাখোল ও বামড়া সামন্তরাজ্যসমূহের ভূপরিমাণ ১১৮৯৭ বর্গমাইল। ঐ সকল সামন্তরাজ্যে স্বতন্ত্র বিচারবিভাগ থাকায় উহার পরিমাণ জেলার শাসনবিভাগ হইতে বিচ্যুত রাখা হইয়াছে। সুতরাং করদ সামন্তরাজ্যগুলি ও জেলার পরিমাণ একত্র ধরিলে ১৬৪১৮ বর্গমাইল হইবে। অক্ষা° ২১° ২´ হইতে ২১° ৫৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৩° ১৬´ হইতে ৮৪° ২১´ পূঃ মধ্য। ইহার উত্তর-সীমায় ছোটনাগপুর, পূর্ব্বে ও দক্ষিণে কটক জেলা এবং পশ্চিমে বিলাসপুর ও রায়পুর জেলা। ইহা ছত্রিশগড় বিভাগের সর্ব্ব পূর্ব্বসীমায় স্থাপিত ছিল। শম্বলপুর সদরে জেলার বিচার সদর প্রতিষ্ঠিত আছে।

পূর্ব্বে ইহা ছত্রিশগড় বিভাগের অন্তর্ভূক্ত ছিল, কিন্তু প্রাকৃতিক, ভৌগোলিক বা ঐতিহাসিক সংস্রব লইয়া গণনা করিলে উহাকে কিছুতেই ছত্রিশগড়ের সীমাবদ্ধ করা যায় না। খালসা বা গবর্মেণ্টের অধিকৃত জেলার অংশ মহানদীর উপত্যকাদেশে প্রসারিত এবং উহা বামড়া, করোণ্ড, পাটনা, রায়গড়, রৈরাখোল, সরগড় ও সোণপুর নামক সপ্ত সামন্ত-রাজ্যের কেন্দ্ররূপে পরিগণিত।

[সপ্ত সামন্তরাজ্যের বিবরণ তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

এই জেলার সর্ব্বত্র গণ্ড শৈলমালা বিরাজিত। পর্ব্বতগুলির পাদদেশেও ক্রমোচ্চনিম্ন প্রান্তরে পরিপূর্ণ। এখানকার 'বড় পাহাড়' ৩৫০ বর্গমাইল বিস্তৃত একটী সুবিস্তৃত গিরিশ্রেণী দেবিগড়ই ইহার সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ। সমতলক্ষেত্র হইতে ইহার উচ্চতা প্রায় ২২৬৭ ফিট্।

উপরে যে সকল গণ্ডশৈলমালার উল্লেখ করা হইল তাহার অধিকাংশই মহানদীর একটী বাঁকের মুখে স্থাপিত; যেন নদী ঐ পর্ব্বতগুলির তিনধার বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। কিন্তু দক্ষিণপশ্চিমদিকে একটী শৈলশ্রেণী ৩০ মাইল পর্য্যন্ত গিয়া সিংঘোড়াঘাট নামক গিরিসঙ্কট পর্য্যন্ত আসিয়াছে, এই স্থান দিয়াই রায়পুর হইতে শম্বলপুর যাইবার রাস্তা ঘুরিয়া গিয়াছে। সিংঘোড়াঘাট হইতে গিরিশ্রেণী দক্ষিণে যাইয়া ফুলঝর হইতে পুনরায় পশ্চিমে ফিরিয়াছে। এই ফুলঝরেই বিখ্যাত গোঁড়দস্যু-দিগের বাস। সিংঘোড়াসঙ্কটে ছত্রিশগড়ের সত্তাসেনাদলের সহিত অসভ্য গোঁড়সর্দ্দারদিগের বহুবার যুদ্ধ হইয়াছিল। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় শম্বলপুরে শান্তিস্থাপনের জন্য ইংরাজসেনানী কাপ্তেন উড, মেজর সেক্সপিয়র ও লেপ্টেনাণ্ট রাইবোৎ সদলে এই পথে যাত্রা করেন। দুর্দ্ধর্ষ বিদ্রোহীরা এই সঙ্কটে বিশেষরূপে ইংরাজসেনাদলকে বিপর্য্যস্ত করিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত বাড়বাটীর গিরিমালাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহা সম্বলপুর নগরের ১০ ক্রোশ উত্তরে ছোটনাগপুর যাইবার রাস্তা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। এই শৈলেও ঐ সময়ে বিদ্রোহিদল দুর্ভেদ্য ব্যূহ করিয়াছিল। ইহার সর্ব্বোচ্চশিখর ১৬৯০ ফিট উচ্চ। দক্ষিণভাগে মহানদীর সমান্তরালে কতকগুলি গণ্ডশৈল খণ্ড খণ্ড ভাবে ৩০মাইল পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া আছে। উহাদের মধ্যে মধর ১৫৫৩ ফিট এবং যোরাপালি ২৫৩৭ ফিট উচ্চ। জেলার মাঝে মাঝে যে সকল

খণ্ডশৈল বিরাজিত আছে তন্মধ্যে মুণ্ডাদি ১৫৪৯ ফিট, বেলা ১৪৫০ ফিট এবং রসোড়া ১৬৭৬ ফিট উচ্চ।

খরপ্রবাহা মহানদীই এখানকার প্রধান প্রবাহ। রায়পুর জেলা হইতে উৎপন্ন হইয়া এই নদী সম্বলপুর জেলার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, পরে পূর্ব্ব ও দক্ষিণপূর্ব্ব গতিতে চন্দ্রপুর ও পদ্মপুর অতিক্রম করিয়া ৬৫ মাইলের পর সম্বলপুর নগরের নিকট আসিয়াছে। অতঃপর দক্ষিণে ৪৫ মাইল ধীরগতিতে প্রবাহিত হইয়া সোণপুরের নিকট পূর্ব্বে বাঁকিয়া উড়িষ্যাবিভাগের মধ্য দিয়া সমুদ্রে মিশিয়াছে। চন্দ্রপুর পর্য্যন্ত মহানদীর জলপ্রবাহ কোথাও বাধাপ্রাপ্ত না হইয়া ধীরে ধীরে আসিয়াছে; কিন্তু বউধ নামক স্থান অতিক্রম করিবার পর ঝাউবন, পাথর ও পাহাড়ের উহার বেগ দ্বিগুণ করিয়াছে। সম্বলপুর জেলার মধ্যে এই নদীতে ইব, কেলু ও ঝিরা শাখা মিশিয়াছে।

সম্বলপুর জেলার সর্ব্বত্রই এখন শ্যামল শস্যক্ষেত্র বিরাজ করিতেছে। মহানদীর পশ্চিমভাগে "বড় পাহাড়" সমীপস্থ স্থান ব্যতীত উহার চতুর্দ্দিকের বনজঙ্গল কাটিয়া তদ্দেশবাসী কৃষকেরা সুন্দর আবাদ করিয়াছে। পূর্ব্বতন বনভাগের নিদর্শনস্বরূপ এখনও স্থানে স্থানে আম্র, মহুয়া, অন্যান্য ফলের গাছ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শালবন দৃষ্ট হয়। প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই বড় বড় দীর্ঘিকা আছে। উহাদের জলও খুব গভীর, কিন্তু কোন দীর্ঘিকাই সোপানশ্রেণী-শোভিত নহে। বড়পাহাড় নামক গিরিমালার চারিদিকেই বন, কিন্তু উহার পার্শ্বদেশে ও উপত্যকার মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামসমূহ আপনাপন শস্যক্ষেত্রসহ বিরাজিত রহিয়াছে। দেখিলেই বোধ হয়, তথাকার শান্তচিত্ত কৃষক সম্প্রদায় যেন শান্তির বিশাল বক্ষে অঙ্গ ঢালিয়া সুখে ও আনন্দে দিন যাপন করিতেছে।

খালসা বা গবর্মেণ্টের রক্ষিত ভূমিভাগে অধিক মূল্যবান্ শালের চকোর জন্মে না। স্থানীয় জমিদারীগুলিতে শাল, শাজ, বীজ-শাল, ধৌরা, আবলুস প্রভৃতির প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষশ্রেণিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল গাছ বিক্রয় করিয়া তাঁহাদের যথেষ্ট লাভও হয়। ফুলঝর ও রাইরাখোল নামক গড়জাতের অন্তর্ভুক্ত সামন্ত রাজ্যদ্বয়ে বিস্তৃত শালবন আছে।

এখানকার মৃত্তিকা হালকা ও বেলে। ফলমেপাথর (crystaline metamorphic rock) জেলার সর্ব্বত্র পাওয়া যায়। উত্তরপশ্চিমকোণে বেলেপাথর, চূণাপাথর ও চটাপাথরের (shale) অভাব নাই। উত্তরদিকের স্থানে স্থানে লৌহ বেলেপাথরের আকর আছে। রাইরাখোলে সুন্দর লৌহ পাওয়া যায়। জমিদারী ও অন্যান্য সামন্তরাজ্যগুলিতে খনিজ-লৌহের অভাব নাই। সম্বলপুরে গৃহাদি নির্ম্মাণের উপযোগী উৎকৃষ্ট বেলেপাথর প্রচুর আছে। চূণাপাথর প্রচুরপরিমাণে পাওয়া যায়। পদ্মপুরের নিকট মহানদীতটে এরূপ উৎকৃষ্ট বেলেপাথর পাওয়া যায় যে, তাহা দেখিলে মর্ম্মরপ্রস্তর বলিয়া ভ্রম হয়। মহানদী ও ইব-সঙ্গমের নিকটস্থ হীরাখুড়া নামক একটী দ্বীপে সময় সময় হীরা এবং নদীস্রোতে স্বর্ণ পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ দুইটীর পরিমাণ এত অল্প যে, সংগ্রহের খরচা কুলায় না।

কিংবদন্তী এই যে, রাজা নরসিংহদেবের ভ্রাতা বলরামদেব সম্বলপুরের প্রথম রাজা। মহারাজ নরসিংহদেব পাটনার ১২শ রাজা। তিনি তৎকালে গড়জাত রাজ্যসমূহের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। [পাটনা দেখ।]

রাজা বলরাম স্বীয় ভ্রাতার নিকট হইতে মহানদীর উত্তর শাখার পরপারস্থিত জঙ্গলপ্রদেশ জায়গীরস্বরূপ প্রাপ্ত হন। তিনি সেই বনজঙ্গল কাটাইয়া একটী ক্ষুদ্র রাজ্যের পত্তন করেন এবং নিজ ভুজবলে সরগুজা, গাঙ্গপুর, বোণাই ও বামড়া-রাজগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া স্বীয় রাজ্যসীমা বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র হরিনারায়ণ দেব ১৬৯৩ খৃষ্টাব্দে পিতৃসম্পত্তির অধিকারী হন। তিনি স্বীয় দ্বিতীয় পুত্র মদনগোপালকে বর্ত্তমান সোণপুররাজ্য বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন তাঁহারই বংশধরেরা অদ্যাপি ঐ সম্পত্তির অধিকারী রহিয়াছে।

হরিনারায়ণের পর, ধীরে ধীরে দুই শতাব্দে সম্বলপুররাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে এবং উহার সঙ্গে সঙ্গেই পাটনার প্রভুত্বপ্রভাব অবসাদপ্রাপ্ত হয়। সম্বলপুর-রাজশক্তি এই সময়ে বলবীর্য্যে পুষ্ট হইয়া সামন্তরাজ্যসমূহের শীর্ষস্থানে আসীন ছিলেন ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে রাজা অভয়সিংহ সম্বলপুর-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। সর্ব্বগ্রাসী মহারাষ্ট্রশক্তি এই সামন্ত-রাজপুঞ্জের রাজ্য আক্রমণে উদ্যত হইলে রাজা অভয়সিংহ মহারাষ্ট্রীয় সেনার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন এবং তাহাদিগকে পরাজয় করেন। ঐ সময়ে মহারাষ্ট্রসর্দ্দার কতকগুলি বড় কামান কটক দিয়া মহানদীবক্ষে নাগপুরে পাঠাইতে ছিলেন। সম্বলপুর-রাজমন্ত্রী অকবর রায় এই সংবাদ পাইয়া কামান দখল করিতে সঙ্কল্প করেন। তিনি গোপনে ষড়যন্ত্র করিয়া নাবিকদিগের দ্বারা নৌকার তলা ফুটা করিয়া দেন এবং কামান সহ কামানবাহী সেনাদল গভীর জলে নিমগ্ন হইয়া যায়। আকবর রায় পরে কামানগুলি সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্তোলন করিয়া সম্বলপুরদুর্গে স্থাপিত করেন। নাগপুরপতি এই অবমাননার সংবাদ পাইলেন। তিনি সম্বলপুরপতিকে দণ্ডবিধানার্থ এবং কামানগুলি পুনরায় দখল করিবার জন্য মরাঠাসেনা প্রেরণ করিয়াছিলেন; দুঃখের বিষয় সম্বলপুরে আসিয়া সকলে যুদ্ধে নিহত হইল। যাহারা প্রাণে বাঁচিয়াছিল, তাহারা নাগপুরে পলাইয়া রক্ষা পাইল।

১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে অভয়সিংহের বংশধর জৈঠসিংহের রাজ্যকালে পুনরায় মহারাষ্ট্রদলের সহিত শম্বলপুরাধিপের বিরোধ উপস্থিত হয়। ঐ সময়ে নাগপুররাজের আত্মীয় নানাসাহেব সদলবলে জগন্নাথদর্শনে পুরীধামে আগমন করেন। সারংগড় শম্বলপুর, শোণপুর ও বউদের অধিবাসীরা এই সুযোগে নানাসাহেবকে আক্রমণ করে। নানাসাহেব ইহাতে ভীত না হইয়া সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন এবং বিপক্ষদলের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া কটক পর্য্যন্ত ফিরিয়া আসেন। এখানে কতকগুলি মরাঠা-সেনা দলভুক্ত করিয়া তিনি নবোদ্যমে সামন্ত সর্দ্দারগণকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হন। দুই দলে কএকটী ঘোরতর যুদ্ধের পর নানাসাহেব শোণপুর-সর্দ্দার পৃথ্বীসিংহকে এবং বউদসর্দ্দারকে বন্দী করিয়া ফেলেন। এই সময়ে বর্ষার বারিপাতে সেনাদলে বিশেষ কষ্ট উপস্থিত হয়। মহারাষ্ট্রসেনা তজ্জন্য আর অধিক অগ্রসর হইতে পারে নাই। বর্ষা অপগত হইলে নানাসাহেব নববলে বলীয়ান্ হইয়া শম্বলপুর রাজধানীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হন এবং মহারাষ্ট্রসেনাদ্বারা যথারীতি নগর অবরোধ করেন।

এদিকে রাজা জৈঠসিংহ পূর্ব্বাহ্ণে মহারাষ্ট্রসেনার আগমন সংবাদ পাইয়া দুর্গবল বৃদ্ধির উপায় ও আয়োজনাদি করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। পাঁচ মাস অবরোধের পর নানাসাহেব পরিখা অতিক্রম করিয়া সমলাই-দ্বার ভঙ্গ করিয়া দুর্গপ্রবেশ করিতে সমর্থ হইলেন। এখানে উভয় দলে ঘোর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। যুদ্ধে শম্বলপুররাজ পরাজিত হন। দুর্গ মরাঠা সৈন্যের অধিকৃত হয়। রাজা জৈঠসিংহ ও তদীয় পুত্র মহারাজ শা বন্দী হইয়া নাগপুরে আনীত হইলেন।

এই সময়ে নাগপুররাজের পক্ষ হইতে ভূপসিংহ নামক একজন মহারাষ্ট্র জমাদার শম্বলপুরের শাসনভার প্রাপ্ত হন। তিনি অবসর বুঝিয়া আপনাকে স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। নাগপুরপতি ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে অবাধ্যতার জন্য দণ্ড দিতে মহারাষ্ট্রসেনা প্রেরণ করিয়াছিলেন। ভূপসিংহ উপায়ান্তর না দেখিয়া রায়গড় ও সারণগড়ের সামন্তরাজের শরণাপন্ন হন এবং তাঁহাদের সাহায্যে সিংঘোড়া-সঙ্কটে মহারাষ্ট্রদলকে উৎসাদিত করেন। নাগপুরে এই সংবাদ পৌঁছিবামাত্র নাগপুরপতি চামরা গাঁওলিয়া নামক এক মহারাষ্ট্র-সেনানীর অধীনে পুনরায় আর এক দল সৈন্য পাঠাইয়া দেন। ভূপসিংহ পূর্ব্বে গাঁওলিয়ার গ্রাম জ্বালাইয়া দিয়াছিলেন। সেই সূত্রে উভয়ের মধ্যে ঘোর শত্রুতা ছিল। গাঁওলিয়া সদলে আসিয়া সিংঘোড়া-সঙ্কট অধিকার করিলেন এবং ভূপসিংহকে পরাস্ত করেন। যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া ভূপসিংহ শম্বলপুরে পলাইয়া আইসেন। তিনি এখান হইতে রাজা জৈঠসিংহের মাহিষীকে লইয়া কোলাবীরা অভিমুখে পলাইয়া মহারাষ্ট্রক্রোধ হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টা পান। অতঃপর তিনি রাণীর পক্ষ হইতে ইংরাজরাজের সাহায্য প্রার্থনা করিলে ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে রায়গড়েররাজসৈন্যসহ ইংরাজসেনানী কাপ্তেন রাফসেজ শম্বলপুরে প্রেরিত হইলেন। নাগপুররাজ রঘুজী ভোঁসলে ইংরাজের এই ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া ইংরাজ গবর্মেণ্টকে জানাইলেন, "আমার লব্ধ রাজ্যে ইংরাজের প্রতিপক্ষতা করিবার কোন আবশ্যক নাই।" ইংরাজ গবর্মেণ্ট পূর্ব্ব স্বীকৃত সন্ধি অনুসারে নাগপুরপতিকে শম্বলপুর ছাড়িয়া দেন।

এই সময় হইতে শম্বলপুর জেলা কএক বৎসরের জন্য মহারাষ্ট্রদিগের শাসনাধীন থাকে। রাজা জৈঠসিংহ ও তৎপুত্র ঐ সময়ে চান্দায় বন্দী ছিলেন; কিন্তু মেজর রাফসেজ শম্বলপুর ছাড়িয়া আসিবার পর, ইংরাজ গবর্মেণ্টের নিকট জৈঠসিংহের অবস্থা বর্ণন করিয়া তাঁহার পক্ষে রাজ্যপ্রাপ্তি-বিষয়ে বিশেষভাবে আবেদন করেন, তাহার ফলে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে জৈঠসিংহ পুনরায় শম্বলপুর-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন, কিন্তু এক বৎসর পরেই জৈঠসিংহের মৃত্যু ঘটে। কএকমাস শম্বলপুররাজ্য রাজশূন্য থাকে এবং ইংরাজগবর্মেণ্ট উহার শাসনকার্য্য পরিদর্শন করেন। অবশেষে ইংরাজ-গবর্মেণ্টের অনুগ্রহে মহারাজ শা সিংহাসন প্রাপ্ত হন, কিন্তু তিনি তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় আর সামন্তরাজগণের শীর্ষস্থানীয় সম্মান পান নাই। ঐ সময়ে মেজর রাফসেজ ইংরাজ গবর্মেণ্টের পক্ষে শম্বলপুরে এসিষ্টাণ্ট এজেণ্টরূপে নিযুক্ত হন। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে মহারাজ শার মৃত্যু হয় এবং তাঁহার পত্নী রাণী মোহনকুমারী রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিতা হইলেন।

এই সময়ে সুরেন্দ্র শা ও গোবিন্দ সিংহ নামক দুইজন চৌহানবীর সামন্ত পদের প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলিয়া সিংহাসনলাভের প্রয়াস পান। এই সূত্রে রাজ্যময় ঘোর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। বিপ্লবকারীরা রাজশক্তির অবমাননা করিয়া শম্বলপুর রাজধানীর নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহ লুণ্ঠন করিতে থাকে। তখন এজেণ্ট আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। লেপ্টেনাণ্ট গিগিন্স বিদ্রোহী দলকে বিতাড়িত করিলেও, হাজারিবাগ হইতে কাপ্তেন উইলকিন্সনকে শম্বলপুরে আসিতে লিখিলেন। উইলকিন্সন কএকজন বিদ্রোহীকে ফাঁসী কাষ্ঠে ঝুলাইয়া দিলেন। অতঃপর তিনি রাণীকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তাঁহার স্থলে নারায়ণসিংহ নামক এক ব্যক্তিকে শম্বলপুর সিংহাসনে বসাইলেন। এই ব্যক্তি শম্বলপুরের ৩য় রাজা বালিয়ার সিংহের ঔরসে কোন নীচজাতীয়া রমণীর গর্ভজাত।

নারায়ণ অনিচ্ছা সত্বে রাজপদ গ্রহণ করিলেন, কারণ তিনি

জানিতেন যে, ইংরাজসেনা অপহৃত হইলেই তাঁহাকে অনেক বিঘ্নবিপত্তি অতিক্রম করিতে হইবে। ফলে তাহাই ঘটিল। সম্বলপুরের গোঁড়সর্দার বলভদ্র শা প্রথমেই শম্বলপুররাজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলেন। তিনি অবশেষে বড়পাহাড়প্রদেশে তাঁহার আশ্রয়স্থলে নিহত হইয়াছিলেন।

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে মেজর উসলে শম্বলপুরের এসিষ্টাণ্ট এজেণ্ট নিযুক্ত হন। এই সময়ে পূর্ব্বোক্ত সুরেন্দ্র শা পুনরায় শম্বলপুর সিংহাসনলাভের আশায় আপনাকে ৪র্থ রাজা মধুকর শার-বংশোদ্ভব বলিয়া বিজ্ঞাপিত করেন। এই সূত্রে রাজ্য মধ্যে একটী ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইল। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁহার আত্মীয়দ্বয়ের যোগে রামপুররাজ দরিয়াও সিংহের পিতা ও পুত্রকে নিহত করেন। এই অপরাধে তাঁহারা চিরজীবনের জন্ত ছোট নাগপুর জেলে বন্দী হইয়াছিলেন।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে নারায়ণসিংহের মৃত্যু হয় এবং শম্বলপুর ইংরাজগবর্মেণ্টের হস্তে আসে। ইংরাজগবর্মেণ্ট শম্বলপুর-সম্পত্তি হাতে লইয়াই চারি আনা রাজস্ব বৃদ্ধি করেন এবং রাজদত্ত দেবোত্তর বা ব্রহ্মোত্তর নিষ্কর জমিসমূহ বাজেয়াপ্ত করিতে থাকেন। ইহাতে ব্রাহ্মণপ্রধান শম্বলপুরে সাধারণতঃ অসন্তোষের সূচনা হইতে থাকে। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে পুনরায় ।০ আনা কর বৃদ্ধি করা হয়, তাহাতে বিরক্ত হইয়া স্থানীয় ব্রাহ্মণগণ রাঁচীতে এতদ্বিষয়ের প্রতিকারার্থ আবেদন করেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল না হওয়ায় ধূমায়মান বিদ্বেষাগ্নি ক্রমেই প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহে সেই বহ্নির প্রদীপ্ত শিখা শম্বলপুরের শাসনকেন্দ্র ভস্মীভূত করিতে প্রয়াস পায়। সিপাহীগণ জেলখানা হইতে সুরেন্দ্র শা ও তাঁহার ভ্রাতৃবর্গকে মুক্তিদান করে। পিঞ্জরমুক্ত সিংহের ন্যায় সুরেন্দ্র শা তদ্দণ্ডেই শম্বলপুরে আসিয়া উপনীত হন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী রাজ্যাপহারী গোবিন্দসিংহ ব্যতীত অন্যান্য সকল সর্দারেরাই সেই বিপ্লবে তাঁহার সহিত যোগদান করিয়াছিলেন।

সুরেন্দ্র শা তখন বহু সেনাদলে পরিবৃত হইয়া আপনাকে শম্বলপুরের অধীশ্বর বলিয়া ঘোষণা করিলেন। প্রাচীন ভগ্নদুর্গ তাঁহার প্রাসাদরূপে পরিণত হইল। বিপক্ষ ইংরাজ তাঁহাকে দণ্ড দিবার জন্য অগ্রসর দেখিয়া তিনি নিরুপায় হইলেন এবং সকলের পরামর্শে ইংরাজকরে আত্মসমর্পণ করিবেন এইরূপ স্থির হইল; কিন্তু অকস্মাৎ তাঁহার মতিগতি ফিরিল, তিনি সুযোগমত দুর্গ ছাড়িয়া জঙ্গলাবৃত পার্ব্বত্যপ্রদেশে আশ্রয় লইলেন এবং বিদ্রোহীদলের সঙ্গে যোগদান করিয়া ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই ভাবেই চলিল। ইংরাজগবর্মেণ্ট বৃথা চেষ্টা করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিতে লাগিলেন, কোথাও তাঁহার অনুসন্ধান পাইলেন না, তাঁহার অধীনস্থ দলবল ইংরাজের বিরুদ্ধে যদৃচ্ছ অত্যাচার করিতে লাগিল। যে সকল গ্রামবাসী গবর্মেণ্টের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিল, দুর্ব্বৃত্তেরা সেই সকল গ্রাম লুণ্ঠন করিয়া জ্বালাইয়াছিল। য়ুরোপীয় কর্ম্মচারী ডাঃ মুর নিহত হইল। বড়পাহাড়ের নিকট বিদ্রোহীদল লেপ্টেনাণ্ট উড্ ব্রিজ্‌কে নিহত করিয়া তাহার শিরশ্ছেদ করিয়া লইয়া গেল। রাজদ্রোহীর প্রতি ক্ষমাসূচক ঘোষণাপত্র (Proclamation of amnesty) জারি করা হইল, তথাপি বিদ্রোহীদল প্রশমিত হইল না। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে মেজর ইম্পে ইংরাজ এজেণ্ট হইয়া শম্বলপুরে আগমন করিলেন। তিনি বিদ্রোহীদিগের বিরুদ্ধে কঠোর শাসন দণ্ড ধারণ করিলেন এবং প্রজাবর্গের প্রীতিপ্রদ শাসননীতি অবলম্বনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি প্রথমেই সামন্তদিগকে প্রভূত পুরস্কারের লোভে বশীভূত করিলেন। তাঁহারা ইংরাজের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলে, মহামতি ইম্পে তাঁহাদের সাহায্যে বিদ্রোহদমনে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহ সমূলে উৎপাটিত হইল। সুরেন্দ্র শা স্বয়ং ইংরাজকে আত্মসমর্পণ করিলেন।

পরবৎসর পুনরায় বিপ্লবের সূত্রপাত হইয়াছিল। সুখের বিষয় তাহা আর ভীষণভাব ধারণ করে নাই। শাসনশৃঙ্খলা-সম্পাদনার্থ ইংরাজগবর্মেণ্ট শম্বলপুর জেলা মধ্যপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করেন। তৎকালের চিফ্ কমিসনর মিঃ টেম্পল প্রথমে এইস্থান পরিদর্শন করিতে আসিলে স্থানীয় অধিবাসীরা সুরেন্দ্র শাকে রাজরূপে চাহিয়াছিলেন এবং তাঁহারই হস্তে রাজ্য-শাসনভার প্রদান করিতে অনুরোধ করেন। ইহার পরেই কমলসিংহের অধীনে বিদ্রোহিদল পুনরায় বিদ্রোহবহ্নি প্রজ্বলিত করে। কমলসিংহ ভূতপূর্ব্ব বিদ্রোহে সুরেন্দ্র শার সেনাপতি ছিলেন। এই ঘটনার পর হইতেই বিদ্রোহিদল পুনঃ পুনঃ অত্যাচার ও উৎপীড়ন করিতে থাকে। ইংরাজ-গবর্মেণ্ট সুরেন্দ্র শাকেই উত্তেজনাকারী বিবেচনা করিয়া ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিলেন। কিন্তু তিনি যে বিদ্রোহীকারীদিগের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া গেল না, তথাপি ইংরাজ-গবর্মেণ্ট তাঁহাকে রাজনৈতিক অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া আত্মীয় ও অনুচরবর্গের সহিত চিরজীবনের মত কারারুদ্ধ করিলেন। তদবধি শম্বলপুরে চিরশান্তি বিরাজ করিতেছে। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে আসামপ্রদেশে স্বতন্ত্র একজন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা হয়। বঙ্গদেশের কএকটী জেলা আসামপ্রদেশে যোগ করিয়া "পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম" নামে স্বতন্ত্র শাসনকর্ত্তার অধীন করা হয়।

ঐ সময়ে শম্বলপুর জেলা মধ্যপ্রদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বঙ্গেশ্বরের শাসনসীমাভুক্ত করা হইয়াছে।

শম্বলপুরের অন্তর্গত ৭টী সামন্তরাজ্য স্থানান্তরে বর্ণিত হইয়াছে। তত্তৎস্থানের ইতিহাস স্বতন্ত্রভাবে আলোচিত হওয়ায় এখানে আর উল্লিখিত হইল না। ঐ সকল সামন্ত-রাজ্য ছাড়া, মূলজেলায় সর্ব্বসমেত ৩২০৭টী গ্রাম আছে। তন্মধ্যে ২০৬৪ খানি কেবলমাত্র কৃষকপল্লী। প্রত্যেকের লোকসংখ্যা দুই শতেরও কম হইবে। ৯২৩ খানিতে দুই শত হইতে পাঁচ শত লোকের বাস। ২৪৪ খানিতে পাঁচ শত হইতে হাজার, ২১ খানিতে হাজার হইতে দুই হাজার এবং ৩ খানিতে দুই হাজার হইতে তিন হাজার এবং ১ খানির লোকসংখ্যা ৩০০০ হইতে ৫০০০ পর্য্যন্ত।

এখানে কৃষিজীবীর সংখ্যাই অধিক। ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশেষ সমাদর নাই। কোষ্টিরা এক প্রকার সুন্দর কাপড় প্রস্তুত করে। কাঁসারিরা কাঁসা ও পিত্তলের বাসন নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই স্থানীয় লোকের ব্যবহার্য্য মোটা কার্পাসবস্ত্র বোনা হয়। এখান হইতে চাউল, তৈলকর-বীজ, অপরিষ্কৃত চিনি, লাক্ষা, তসর, তুলা ও মোম বিভিন্ন স্থানে রপ্তানী হইয়া থাকে এবং লবণ, পরিষ্কৃত চিনি, বিলাতী কাপড়, নারিকেল, মসলিন্, সুন্দর সুন্দর দেশীকাপড় ও নানা ধাতু আমদানী হয়। কটক ও মীর্জ্জাপুরের সহিত এখানকার সাধারণতঃ বাণিজ্য চলিয়া থাকে। রায়পুর, খরিয়া, রাইরাখোল, অনুল, পদ্মপুর, চন্দ্রপুর, বিজা, রাঁচী ও বিলাসপুর প্রভৃতি স্থানে শকটযোগে পণ্যাদি চালিত হয়। মহানদীবক্ষে প্রায় ৯০ মাইল পথ পণ্যদ্রব্য যাতায়াত করে।

এখানকার স্বাস্থ্য নিতান্ত ভাল নহে। জ্বর সকল সময়েই হয়। নূতন লোক আসিলে জ্বরে বিষম কষ্ট পায়; এমন কি, সময় সময় উহা মারাত্মক হইয়া উঠে। উদরাময় রোগে সাধারণতঃ লোকে পীড়িত হয়। গ্রীষ্মের সময় উহা বিসূচিকায় পরিণত হইয়া লোকের প্রাণনাশক হইয়া থাকে।

২ উক্ত জেলার একটী তহসীল বা উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ১৫০০ বর্গ মাইল। এখানে ৫টী দেওয়ানী ও ৭টী ফৌজদারী আদালত আছে। শম্বলপুর নগর ও ১৪৯৯টী গ্রাম ইহার অন্তর্ভুক্ত। এখানে সর্ব্বসমেত ৮টী থানা ও ১১টী ফাঁড়ি আছে।

৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও বিচার সদর, মহানদীর উত্তর কূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২১° ২৭´ ১০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৫° ১´ পূঃ। বর্ষা ঋতুতে মহানদীর বক্ষ স্ফীত হইয়া প্রায় ১ মাইল বিস্তৃত হয়, কিন্তু অন্যান্য ঋতুতে জল কমিয়া যায় এবং নদীর বিস্তার তখন ১০০ হস্ত মাত্র থাকে। নগরের অপর পারে নদীর পার্ব্বত্য বক্ষে নিবিড় ঝাউ বন দৃষ্ট হয়। বর্ষায় যখন সেই ঝাউ বনের মধ্য দিয়া কল কল নাদে মহানদীর প্রবল বন্যাস্রোত প্রবাহিত হয়, তখন নগর ও নদীকূলের শোভা অতীব রমণীয় হইয়া থাকে। নদীকূলে সুবিস্তৃত আম্রাদি ফলের বাগান অধি-বাসীর সুখসমৃদ্ধির পরিচয় জ্ঞাপন করিতেছে। নগরের দক্ষিণাংশে উচ্চ গিরিমালা নগররক্ষার্থে দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

পূর্ব্বে এই নগরের অবস্থা বড় ভাল ছিল না। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দ হইতে সংস্কার আরম্ভ হয়। তৎপূর্ব্বে নগরের প্রধান প্রধান রাস্তা দিয়া শকটাদি বিশেষ কষ্টে গমনাগমন করিত। নগরের উত্তরপশ্চিম অংশে প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। নদীতীরের স্থানে স্থানে ভাঙ্গা দেওয়াল ও কএকটী বুরুজমাত্র অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। চারিদিকের গড়খাই এখনও পূর্ব্বস্মৃতি বহন করিতেছে বটে, কিন্তু তাহাতে পূর্ব্ববৎ জল থাকে না। দুর্গের কোন স্থানের প্রাকারহার নাই। কেবল শামলাই দেবীমন্দিরের সম্মুখে শামলাই দ্বারের কতকাংশ এখনও নয়নপথে পতিত হয়। শামলাই দেবী শম্বলপুরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপে পূজিত। এতদ্ভিন্ন দুর্গসীমার অভ্যন্তর ভাগে আরও কতকগুলি মন্দির বিদ্যমান রহিয়াছে; তন্মধ্যে পট্টেশ্বরী দেবী, বুড়া শম্ভুনাথ ও অনন্ত শয্যা মন্দির প্রধান। মন্দিরগুলি খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে নির্ম্মিত এবং গঠন প্রায় একরূপ, উহাতে তেমন শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় নাই। উক্ত দুর্গের পার্শ্বেই "বড় বাজার" নামক পল্লী। পূর্ব্বে এখানে একটী ক্ষুদ্র বাজার ছিল। এক্ষণে তৎপরিবর্ত্তে বহুলোকের বাসযোগ্য অট্টালিকায় পূর্ণ হইয়াছে। নদীতীরে গবর্মেণ্টের বিচারালয় ও সবডিভিসনাল অফিসারের কাছারী ব্যতীত এখানে দুইটী সরাই, জেলখানা, কমিসনারের সার্কিট হাউস প্রভৃতি বিদ্যমান আছে।

প্রতি বৎসর রথ ও দোলযাত্রার সময় তীর্থযাত্রীরা এই নগর দিয়া শ্রীজগন্নাথধামে গমন করে। সেই সময় এখানে বিসূ-চিকা রোগ দেখা দিয়া থাকে।

শম্বাকৃত (ত্রি) শম্বং দ্বিঃসপ্ত্যলোমমার্জ্জনান্তে শম্ব ডাচ্, কৃ ক্ত। (দ্বিতীয় তৃতীয়শম্ববীজাৎ কৃষৌ। পা ৫।৪।৫৮) দুইবার আকৃষ্ট ক্ষেত্র, যে জমিতে দুইবার চাস দেওয়া হইয়াছে। পর্য্যায়—দ্বিগুণাকৃত, দ্বিতীয়াকৃত, দ্বিহল্য, দ্বিসীত্য। (অমর)

শম্বু [ম্বূ] (পুং স্ত্রী) শম-উন্ কু বা। শম্বুক, শামুক।

শম্বু [ম্বূ] (পুং স্ত্রী) শম-কন্ স্বার্থে; শম-উক বুগাগমশ্চ (উণ্ ৪।৪১) ১ জলজন্তু বিশেষ, শামুক। পর্য্যায়—জলশুক্তি, শম্বুকা, শম্বুক, শাম্বুক, শম্বু, শামুক, জলডিম্ব, দুশ্চর, পঙ্কমণ্ডুক। [শম্বুক দেখ।]

(পুং) ২ গজ কুম্ভের অগ্রভাগ। ৩ যোদ্ধ। ৪ শূদ্রতাপস। (রামায়ণ) ৫ দৈত্যবিশেষ। ৬ শঙ্খ। (হেম) ৭ ক্ষুদ্র শঙ্খ, ছোট শাঁক। (রাজনি°) ৮ প্রাণনাশক কীটবিশেষ। (সুশ্রুত)

উজ্জ্বলদত্ত বলেন শম্বূক শব্দ নিত্যই ককারান্ত বলিয়া পঠিত হয়, কিন্তু শম্বুক শব্দের ব্যবহার ককারহীন অবস্থায়ই বিস্তরগ্রন্থে দেখা যায়।

"শম্বূকঃ শম্বুকো জ্ঞেয়ঃ পূর্ব্বঃ কান্তস্তু সর্ব্বদা।

ককারেণ বিনা শেষো দৃশ্যতে গ্রন্থবিস্তরে॥" (উজ্জ্বলদত্ত)

শম্বূক (পুং) শম্বুক শব্দার্থ।

শম্বূকপুষ্পী (স্ত্রী) শঙ্খপুষ্পী। (ভাবপ্রকাশ)

শম্বূকা (স্ত্রী) শম্বূক-টাপ্। ১ জলশুক্তি, শামুক। (রাজনি°) ২ ঝিনুক।

শম্বূকাদ্যতৈল (ক্লী) কর্ণরোগাধিকারোক্ত তৈলৌষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—কটুতৈলে শম্বূকের মাংস ভাজিয়া সেই তৈল কর্ণগত নাড়ীরোগে ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল হয়।

বৃহৎ শম্বূকাদ্যতৈল—শম্বূক মাংস /২ সের, জল ষোলসের শেষ /৪ সের; কটুতৈল /॥ সের; কুড়, কেশরাজ, ক্ষেত্রপর্পটী, বাসকছাল, আকন্দপত্র, সীজপত্র, মুথা, বিল্বমূল, শালিঞ্চপত্র, কিসমিস্, আতইস, যষ্টিমধু, শটী, এরণ্ডমূল ও কার্পাস ফল ইহাদের প্রত্যেক দুই তোলা এবং ভৃঙ্গরাজ ও নাগকেশরের ৪ তোলা কল্ক গ্রহণপূর্ব্বক তৈল পাক করিবে। এই তৈল কর্ণে পূরণ করিলে তদণ্ড নাড়ীব্রণ আশু প্রশমিত হয়। (রত্নাকর)

শম্বূকাবর্ত্ত (পুং) সন্নিপাতজ ভগন্দররোগ। এই রোগে গোস্তন সদৃশ পীড়কা জন্মে এবং সে গুলি নানাবর্ণ, বহু বেদনা-বিশিষ্ট ও অনেক স্রাবযুক্ত হয়, আর ইহাতে যে নাড়ীব্রণ দেখা যায় তাহা শম্বুকের আবর্ত্তের ন্যায় হইয়া থাকে, এই নিমিত্তই ইহা শম্বূকাবর্ত্ত নামে অভিহিত।

শম্ভ (ত্রি) শমস্ত্যাস্ত শং-ভ (পা ৫।২।১৩৮) কল্যাণযুক্ত, মঙ্গল বিশিষ্ট।

শম্ভর (পুং) ঋষিভেদ।

শম্ভল (পুং) গ্রামবিশেষ। (ভারত বনপর্ব্ব) ইহার বর্ত্তমান নাম সম্বলপুর, ইহা শোণ্ডবানার অন্তর্গত, মতান্তরে মোরাদাবাদের অন্তর্গত। ভাগবত মতে (১২।২।১৮) এই গ্রামে ভগবান্ কল্কি অবতার হইবেন। কল্কিপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে এই স্থানে ৬৮টী তীর্থ আছে এবং কলিকলুষমোচনার্থ ভগবান্ কল্কিরূপে এখানে অবতীর্ণ হইয়া বন্ধুবান্ধবের সহিত সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত অবস্থান করিবেন।

"শম্ভলে বসতস্তস্য সহস্রং পরিবৎসরাঃ।

ব্যতীতা ভ্রাতৃপুত্রস্বজাতিসম্বন্ধিভিঃ সহ।

যত্রাস্তে ষষ্টিতীর্থানাং সম্ভবঃ শম্ভলেঽভবৎ।

মৃতো মোক্ষঃ ক্ষিতৌ কল্কেরকল্কস্য ক্ষয়াশয়ঃ।" (কল্কিপু° ১অঃ)

স্কন্দপুরাণের শম্ভলগ্রামমাহাত্ম্যে ঐ সকল তীর্থের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। (স্ত্রিয়াং ঙীষ্) শম্ভলী—২ কুট্টনী। (অমর)

শম্ভল, যুক্তপ্রদেশের মোরাদাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী তহসীল। সোৎ ও গঙ্গানদীর মধ্যবর্ত্তী সমতল ক্ষেত্র লইয়া এই বিভাগ গঠিত। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ৩২ মাইল এবং প্রস্থে ১৫ মাইল। ভূপরিমাণ ৪৬৮৮০ বর্গমাইল। তন্মধ্যে হইতে প্রায় ৪৪৩ বর্গমাইল জমির উপর গবমেণ্ট বাহাদুর রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

এই তহশীলটী প্রকৃতি কর্ত্তৃক দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। ইহার একভাগের জমি কাঠিহর বা কঠিন মৃত্তিকাবিশিষ্ট এবং অপরাংশ ভূর বা বালুকাময়। শেষোক্ত স্থানের মাঝে মাঝে দো-আঁশ মাটির বিস্তৃত ক্ষেত্রসকল থাকায় ঐ সকল স্থানে উৎকৃষ্ট তৃণ উৎপন্ন হয় এবং গ্রীষ্মকালে উহাই গোচারণ ভূমিরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

২ উক্ত তহসীলের অন্তর্ভুক্ত একটী পরগণা।

৩ উক্ত জেলার অন্তর্গত একটী নগর ও তহসীলের বিচার সদর। অক্ষা° ২৮°৩৫´৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°৩৬´৪৫´´ পূঃ সোৎ নদী হইতে ৪ মাইল পশ্চিমে এবং মোরাদাবাদ সদর হইতে ২৭ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে আলিগড় রাস্তার উপর অবস্থিত নগরটী বিস্তৃত শ্যামল শস্যক্ষেত্র ও বনমালাবিভূষিত প্রান্তর মধ্যে বিরাজিত। মহাভারতীয়যুগে এই নগর বিশেষ সমৃদ্ধি সম্পন্ন ছিল, এখন সে সমৃদ্ধি সমূলে ধ্বংস হইয়াছে। প্রাচীন ধ্বস্তকীর্ত্তিস্তূপের উপর বর্ত্তমান নগর গঠিত। ভাগেশ্বর ও বিকটেশ্বর নামক সুবৃহৎ স্তূপদ্বয়ে এখনও নগরপ্রাচীরের উপরিস্থ বপ্রগুলির স্মৃতিচিহ্ন রক্ষা করিতেছে।

মুসলমান অভ্যুদয়ের প্রারম্ভ হইতেই এই নগর স্থানীয় শাসনকর্ত্তাদিগের রাজধানীরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। মোগল-সম্রাট্ অকবর শাহের রাজ্যকালে এই নগরে একটী সরকারের বিচারকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং তদবধি উহা মোগল-রাজ্যের একটী রাজধানীরূপে গণ্য হয়।

নগরটী ক্ষুদ্রায়তন হইলেও সুন্দর। এখানে মিউনিসিপালিটী আছে। নগর ও তাহার উপকণ্ঠের রাস্তাগুলি পাকা, তদ্ব্যতীত এই নগর হইতে মোরাদাবাদ, বিলারী, আমরোহা, চান্দৌসী, বহজোই ও হসনপুর প্রভৃতি স্থানে গমনাগমনের সুবিধার্থ আরও কতকগুলি কাচা রাস্তা আছে। নগরের সৌধমালা প্রায়ই পাকা ও ইষ্টকনির্ম্মিত। কলেক্টারী কাছারী ও মুন্সেফ আদালত, পুলিশ ফাঁড়ি, পোষ্ট আপিস, সাধারণ ঔষধালয়,

গির্জ্জাঘর, গবর্মেণ্ট ও মিউনিসিপালিটীর সাহায্যকৃত বিদ্যালয়সমূহ, ডোলাইখানা, সরাই প্রভৃতি সাধারণ গৃহগুলি সমস্তই পাকা।

এখানে পরিষ্কৃত চিনি প্রস্তুত হয়। চিনির বাণিজ্যেই এখানকার প্রসিদ্ধি। এতদ্ভিন্ন এখান হইতে গোম ও অন্যান্য শস্য, ঘৃত ও শুষ্ক চর্ম্ম দূর দেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। এখানে যে কার্পাসবস্ত্র প্রস্তুত হয়, তাহা স্থানীয় অধিবাসীদিগের ব্যবহারে লাগে।

শম্ভলীয় (ত্রি) কুট্টিনী সম্বন্ধীয় (নৈষধ ৬।৭৬)

শম্ভলেশ্বর (পুং) শিবলিঙ্গভেদ।

শম্ভব (ত্রি) শং-ভূ অচ্। (শমিধাতোঃ সংজ্ঞায়াং। পা ৩।২।১৪) ১ যাঁহা হইতে মঙ্গল হয়। ২ সুখরূপ সংসার বা মুক্তিরূপ ভব অর্থাৎ পরম শিব। "নমঃ শম্ভবায়" (শুক্লযজুঃ ১৬।৪১)

'শং সুখং ভবত্যস্মাদিতি শম্ভবঃ যদ্বা শং সুখরূপশ্চাসৌ ভবঃ সংসাররূপশ্চ মুক্তিরূপো ভবরূপশ্চ' (মহীধর)

শম্ভবিষ্ঠ (ত্রি) অয়মেষামতিশয়েন শম্ভুঃ শম্ভু-ইষ্ঠন্ (পা ৫।৩।৫৫) যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মঙ্গল করেন।

শম্ভু (পুং) শং মঙ্গলং ভবত্যস্মাদিতি শং-ভূ-ডু। (মিতদ্রবাদিভ্য উপসংখ্যানম্। পা ৩।২।১৮০ বার্ত্তিক) ১ শিব। (অমর) ২ একাদশ রুদ্রের অন্যতম। (বিষ্ণুপু° ১।৫।১২৩-১২৪।) ৩ ব্রহ্মা। (মহাভারত) ৪ বুদ্ধ। (মেদিনী) ৫ বিষ্ণু। (হলায়ুধ) ৬ সিদ্ধ। (শব্দরত্না°) ৭ শ্বেতার্ক, শ্বেত আকন্দ। (শব্দচ°) ৮ অগ্নি। (মহাভারত) (ত্রি) ৯ সুখসম্বর্দ্ধনাকারী, সুখের ভাবয়িতা অর্থাৎ সম্বর্দ্ধয়িতা বা বৃদ্ধিকারক।

"মযুবস্তু আগতম্" (ঋক ১।৪৬।১৩)

'হে শম্ভূ সুখস্য ভাবয়িতারৌ' (সায়ণ)

শম্ভু, কাশ্মীরস্থ একজন কবি। শ্রীকণ্ঠচরিতপ্রণেতা আনন্দবৈদ্যের পিতা। ইনি অন্যোক্তিমুক্তালতা ও রাজেন্দ্রকর্ণপূর নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। পদ্যাবলীতে ইঁহার রচিত অনেক শ্লোক উদ্ধৃত দেখা যায়।

২ কামধেনু নামক একখানি দীধিতিরচয়িতা। হেমাদ্রি পরিশেষখণ্ডে ইঁহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

৩ নৈষধেন্দ্রকাব্যটীকাপ্রণেতা। ৪ একজন প্রাচীন পণ্ডিত। ইনি পরিভাষেন্দুশেখরটীকাপ্রণেতা গোপালদেবের এবং কৃষ্ণদেবের পিতা।

শম্ভুকালিদাস, রামচন্দ্রকাব্যরচয়িতা।

শম্ভুকেতন (পুং) শীতশাল। (বৈদ্যকনিঘ°)

শম্ভুগঞ্জ, বাঙ্গালার ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। নাসিরাবাদ হইতে ৩ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে স্থানীয় উৎপন্ন দ্রব্যের একটী হাট বসে। ঐ হাটে প্রতি দিন অনেক টাকার মাল ক্রয় বিক্রয় হয়। ইহাকে জেলার একটী বাণিজ্যকেন্দ্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এখান হইতে কলিকাতায় প্রতিবৎসর গড়ে প্রায় ৭৫ হাজার মণ পাট, ৩০ হাজার মণ চাউল এবং ১০ হাজার মণ সরিষা রপ্তানী হইয়া থাকে।

শম্ভুগিরি (পুং) পর্ব্বতভেদ। ইহা একটী তীর্থ। স্কন্দপুরাণান্তর্গত শম্ভুগিরিমাহাত্ম্যে ইহার বিষয় সবিস্তার বর্ণিত আছে।

শম্ভুচন্দ্র, ১ রঙ্গপুর জেলায় কাকিনীয়ার ভূম্যধিকারী। ইনি ১৯শ শতাব্দীর প্রারম্ভে "বিক্রমভারত" নামে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ২ নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বংশধর। ইনি বহু কীর্ত্তিশালী ও দানশীল ছিলেন।

শম্ভুতনয় (পুং) শম্ভোস্তনয়ঃ। ১ গণেশ। ২ কার্ত্তিকেয়। (শব্দমালা) ৩ শম্ভুসুত মাত্র।

শম্ভুতেজস্ (ক্লী) পারদ। (রসেন্দ্রসার°)

শম্ভুদাস, গীতপঞ্চাশৎটীকাকার।

শম্ভুদেব, প্রশস্তিপ্রকাশিকাপ্রণেতা, ইনি ব্রহ্মানন্দের শিষ্য।

শম্ভুনন্দন (পুং) শম্ভোর্নন্দনঃ। ১ কার্ত্তিকেয়। ২ গণেশ।

শম্ভুনাথ (পুং) ১ শিব, মহাদেব। ২ নেপালস্থ বিখ্যাত শৈবতীর্থ। [নেপাল দেখ।]

শম্ভুনাথ, ১ ভুবনেশ্বরীস্তোত্ররচয়িতা পৃথ্বীধরের গুরু। ২ কালজ্ঞান ও সাম্রণাতকালিকা নামক দুইখানি বৈদ্যকগ্রন্থপ্রণেতা। ৩ শাবরসাররচয়িতা। ৪ জাতকভূষণপ্রণেতা। ৫ শম্ভুতত্ত্বানুসন্ধান নামক গ্রন্থকর্ত্তা।

শম্ভুনাথ আচার্য্য, সঙ্কেতকৌমুদী নামক জ্যোতিগ্রন্থরচয়িতা।

শম্ভুনাথসিদ্ধান্তবাগীশ, দিনভাস্কর, দুর্গোৎসবকৌমুদী, দেবীপূজনভাস্কর, অকালভাস্কর ও বর্ষভাস্কর নামক গ্রন্থরচয়িতা। ইনি শেষোক্ত গ্রন্থখানি স্বীয় প্রতিপালক রাজা বদ্যদেবের অনুমত্যনুসারে রচনা করিয়াছিলেন। ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে অকালভাস্কর লিখিত হইয়াছিল।

শম্ভুনাথার্চ্চন, একখানি তন্ত্র।

শম্ভুপ্রিয়া (স্ত্রী) শম্ভোঃ প্রিয়া। ১ দুর্গা। ২ আমলকী। (শব্দরত্না°)

শম্ভুভট্ট, কালতত্ত্ববিবেচনসারসংগ্রহ, ত্রিংশচ্ছ্লোকীবিবরণসারোদ্ধার (এই গ্রন্থখানি রঘুনাথকৃত ত্রিংশচ্ছ্লোকী বৃহদ্বিবরণগ্রন্থের টীকা), পাকযজ্ঞপ্রয়োগ ও ভট্টদীপিকা-প্রভাবলী নামক গ্রন্থপ্রণেতা। শেষোক্ত গ্রন্থখানি ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়। ইঁহার পিতার নাম বালকৃষ্ণ ভট্ট এবং গুরুর নাম খণ্ডদেব। ইনি মণ্ডন শম্ভুভট্ট নামেও বিদিত ছিলেন। শম্ভুভট্টীয় নামক ন্যায়গ্রন্থ ইঁহার রচিত কি না তাহা ঠিক বলা যায় না।

শম্ভুমহাদেবক্ষেত্র, একটী শৈবতীর্থ। স্কন্দপুরাণান্তর্গত শম্ভুমহাদেবক্ষেত্রমাহাত্ম্যে ইহার বিবরণ সবিস্তার বর্ণিত আছে।

শম্ভুরাজ, নীতিমঞ্জরীপ্রণেতা।

শম্ভুরাম, ১ আয়ুর্বিদ্যাবিলাসপ্রণেতা। ২ ছন্দোমুক্তাবলী-রচয়িতা। ৩ তাজিকালঙ্কারপ্রণেতা। ১৭২০ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থখানি রচিত হয়। ইহার পিতার নাম গোকুল।

শম্ভুভৈরব (পুং) শিবলিঙ্গভেদ।

শম্ভুবর্দ্ধন (পুং) অরুণটনাধীশ শঙ্করবর্দ্ধনের ভৃত্যভেদ। (রাজতর° ৫।৩০৭)

শম্ভুবল্লভ (ক্লী) শম্ভোর্বল্লভম্। ১ শ্বেতকমল, শ্বেতপদ্ম। (রাজনি°) (ত্রি) ২ শম্ভুর প্রিয়বস্তু মাত্র।

শম্ভূ (পুং) শং ভূ কিপ্ (ভুবঃ সংজ্ঞান্তরয়োঃ। পা ৩।২।১৭৯) শম্ভুশব্দার্থ।

শম্ভু নাথ (পুং) [শম্ভুনাথ দেখ]

শম্মদ (পুং) আঙ্গিরসভেদ। (পঞ্চবিংশব্রা° ১৪।৫।১১)

শম্যা (স্ত্রী) শম্যতে হনয়া শম-যৎ টাপ্। ১ যুগকীলক, যুগকাষ্ঠের খিল, লাঙ্গল বা শকটাদির জোয়ালের খিল। (অমর)

"উৎ ঊর্ম্মিঃ শম্যা হন্তাপঃ" (ঋক্ ৩।৩৩।১৩) শম্যা যুগকীলা'(সায়ণ)

২ লকুট, যষ্টি, দণ্ড, লগুড়।

"তে তে ভিনদ্মি শম্যয়ামুষ্যা অধি মুষ্কয়োঃ।" (অথর্ব্ব ৬।১৩৮।১০)

'অমুষ্যাঃ প্রসিদ্ধায়াঃ শিলায়া অধি উপরি শম্যয়া লকুটেন ভিনদ্মি পেষয়ামি।' (সায়ণ) ৩ অশ্বত্থগর্ভা শমী।

"শম্যাং গৌর্জ্জগার" (ঋক্ ১০।৩১।১০)

'শম্যাং অশ্বত্থগর্ভাং তাং শমীং' (সায়ণ)

৪ দক্ষিণহস্তগৃহীত তালবিশেষ। (সঙ্গীতদামোদর)

শম্যাক (পুং) শম্পাকা বৃক্ষ, সোঁদাল গাছ।

শম্যাক্ষেপ (পুং) শম্যায়াঃ ক্ষেপো যত্র। ১ শক্তিশর ভ্রমিত যষ্টি উদ্বন্ধায়িত সবেগ নিক্ষিপ্ত হইয়া যতদূর পর্য্যন্ত পৌঁছায় অর্থাৎ যেখানে গিয়া ঐ যষ্টি পতিত হয়, নিক্ষেপ স্থান হইতে ততদূর পরিমিত ভূমি।

"ভ্রাময়িত্বা বলবতা যষ্টিঃ ক্ষিপ্তা সমাপ্নুয়াৎ।

ভুবঃ প্রদেশং যাবন্তং শম্যাক্ষেপঃ স উচ্যতে॥" (মার্কপু°)

২ যজ্ঞবিশেষ।

"সহদেবোঽযজদ্যত্র শম্যাক্ষেপেণ ভারত।" (মহাভার°৩।১০।৫)

'বলবতা ক্ষিপ্তা শম্যা লগুড়বিশেষো যাবদ্দূরং পতেৎ তাবান্ যজ্ঞমণ্ডপো যস্মিন্ যজ্ঞে স শম্যাক্ষেপস্তেন' (নীলকণ্ঠ)

শম্যাতাল (পুং) দক্ষিণহস্তগৃহীত তালবিশেষ। (সঙ্গীতদামো°)

শয় (ত্রি) শেতে সর্ব্বমস্মিন্নিতি প্রাপ্তো বচনঃ করাধীনত্বাৎ শী-ঘ (পা ৩।৩।১১৮) ১ হস্ত, হাত। (অমর) ২ শয্যা, বিছানা। ৩ সর্প। (মেদিনী) ৪ নিদ্রা। ৫ পণ। (বিশ্ব) ৬ শয়নকারী, অবস্থানকারী, বাসকারী।

শয়চান (দেশজ) শ্যেনপক্ষী, শিকরা পাখী।

শয়ণ্ড (পুং) শী-অণ্ডন্ (উণ্ ১।১২৮) ১ গ্রামক দেশ বা জনপদভেদ। (ত্রি) ২ নিদ্রাশীল, নিদ্রালু।

শয়ণ্ডক (পুং) শয়ণ্ড স্বার্থে কন্। ১ শয়ণ্ড শব্দার্থ। ২ কৃকলাস।

শয়ত (পুং) নিদ্রালু। (সংক্ষিপ্তসারোণাদি)

শয়তান, (আরবী) ১ দৈত্য। ২ ভূত। ৩ দুষ্ট, চালাক। ৪ পাশ্চাত্য পুরাণবর্ণিত পাপপ্রবর্ত্তক দেবযোনিভেদ। পাশ্চাত্য জগতে Satan নামে বিদিত। ইনি জগতের আদি মনুষ্য আদম ও হবাকে দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইয়া স্বর্গচ্যুত করাইয়াছিলেন। ইংলণ্ডীয় মহাকবি মিলটন তাঁহার "স্বর্গচ্যুতি" ও "স্বর্গ পুনঃপ্রাপ্তি" গ্রন্থে শয়তানের প্রভাব ও নির্য্যাতন বর্ণনা করিয়াছেন।

শয়তানী, (আরবী মিশ্রজ) ১ শয়তানের ভাব বা ধর্ম্ম। ২ দুষ্টতা, দুষ্টামী, চালাকী, চক্রান্ত।

শয়থ (পুং) শেতে ইতি শী অথ (শীঙ্শপীতি। উণ্ ৫।১১৩। ১ অজগর, সর্প। ২ মৃত্যু, যম। (পুং স্ত্রী) ৩ বরাহ। ৪ মৎস্য। (সংক্ষিপ্তসারোণাদি) (পুং) ৫ নিদ্রালু। ৬ মরণ।

"হিরণ্যয়ঃ শয়থে জঘান" (ঋক্ ৬।১৭।৯)

'শয়থে শয়ননিমিত্তে মরণায় ইত্যর্থঃ' (সায়ণ)

শয়ন (ক্লী) শী-ল্যুট্। ১ নিদ্রা। ২ শয্যা। ৩ স্ত্রীসঙ্গ, মৈথুন। (মেদিনী) ৪ সর্ব্বদেব শয়নকাল অর্থাৎ আষাঢ়ী শুক্লৈকাদশী হইতে আরম্ভ করিয়া কার্ত্তিকী শুক্লৈকাদশী পর্য্যন্ত সময়। এই কালের মধ্যে প্রথমে হরি এবং তৎপরে ক্রমে ক্রমে সমস্ত দেব, যক্ষ, নাগ ও গন্ধর্ব্ব সকলেই কিছু দিনের জন্য সুখশয্যায় শায়িত থাকেন। বামনপুরাণে উক্ত হইয়াছে, সূর্য্যদেব মিথুন রাশিতে গমন করিলে পর শুক্লপক্ষীয় একাদশীতে বাসুকীর ফণার উপর সোপবীতক জগৎপতি শ্রীহরির শয়ন কল্পনা করিয়া তদীয় পূজা সমাপনান্তে ব্রাহ্মণগণের পূজা করিবে, পরে পরদিন দ্বাদশীতে ঐ সকল ব্রাহ্মণের অনুমতি লইয়া ভগবানের নিদ্রানয়ন করিবে। তৎপরদিন ত্রয়োদশীতে সুকোমল সুগন্ধযুক্ত কদম্বকুসুম-শয্যায় শ্রীকামদেব, তদ্দ্বিতীয় দিবসে চতুর্দ্দশী তিথিতে স্বর্ণ পঙ্কজোপরি যক্ষগণ, তৎপৌর্ণমাসীতে ব্যাঘ্রচর্ম্ম সংস্তরে চর্ম্মাম্বর দ্বারা জটাভারসমুদ্গ্রথমান পিনাকী নিদ্রিতাবস্থায় অবস্থান করেন।

অতঃপর সূর্য্যদেব কর্কট রাশিতে গমন করিলে কৃষ্ণা প্রতিপৎ তিথিতে নীলোৎপলদলশয্যায় ব্রহ্মা, দ্বিতীয়াতে বিশ্বকর্ম্মা, তৃতীয়াতে গিরিসুতা, চতুর্থীতে গণপতি, পঞ্চমীতে ধর্ম্মরাজ, ষষ্ঠীতে কার্ত্তিকেয়, সপ্তমীতে সূর্য্যদেব, অষ্টমীতে ভগবতী কাত্যায়নী, নবমীতে কমলালয়া লক্ষ্মী, দশমীতে নাগরাজগণ ·

একাদশীতে সাধ্যগণ যথাযথভাবে সুখশয্যায় শয়ন করিয়া কিয়ৎকাল অতিবাহিত করেন।

উক্তরূপে দেবগণ প্রভৃতির শয়নক্রিয়া সম্পন্ন হইতে হইতেই প্রাবৃট্ কাল আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন কঙ্কগৃধ্রবলাকা প্রভৃতি পক্ষীগণ সুখনিদ্রায় কালাতিবাহনের নিমিত্ত পর্ব্বতোপরি আরোহণ করে এবং বায়স ও যথাকালে গর্ভভারাক্রান্ত বায়সী নীড় সংস্থাপনপূর্ব্বক তথায় সুখনিদ্রায় অভিভূত হয়।

যে দ্বিতীয়াতে বিশ্বকর্ম্মার শয়নের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, সেই তিথিতে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা লক্ষ্মীর সহিত পর্য্যঙ্কস্থ শ্রীবৎস-লাঞ্ছন চতুর্ভুজমূর্ত্তি হরির অভ্যর্চ্চনা করিয়া সুস্বাদু সুগন্ধবিশিষ্ট ফলসমূহ নিবেদনান্তর তদীয় শয্যায় প্রক্ষেপ করিতে হইবে এবং

"যথা হি লক্ষ্ম্যা ন বিযুজ্যসে ত্বং ত্রিবিক্রমানন্ত জগন্নিবাস।
তথাস্ত্বশূন্যং শয়নং সদৈব অস্মাকমেবেহ তব প্রসাদাৎ॥
তথা হ্যশূন্যং তব দেব তল্পং, সদা হি লক্ষ্ম্যা শয়নে সুরেশ।
সত্যেন তেনামিতবীর্য্য বিষ্ণো গার্হস্থ্যনাশো মম চাস্তু দেব॥"

এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক ভগবান্‌কে প্রণাম ও তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত বারম্বার যথেষ্ট চেষ্টা করিবে। এই অর্চ্চনার দিন ব্রতীর দিবাভাগে তৈলক্ষারবিবর্জ্জিত হইয়া উপবাসানন্তর অর্চ্চনান্তে রাত্রিতে হবিষ্যান্ন ভোজনের ব্যবস্থা আছে। পরদিন 'লক্ষ্মীধর প্রীয়তাং মে' এই মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক ফল নিবেদন করিয়া কোন সংশীল ব্রাহ্মণকে দান করিতে হইবে। এইরূপে চাতুর্ম্মাস্যব্রত প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য।

অতঃপর দিবাকর বৃশ্চিক রাশিস্থ হইলে উক্ত সুষুপ্ত সুরগণ ক্রমশঃ প্রবুদ্ধ হইতে থাকেন।

ভাদ্রমাসের মৃগশিরা নক্ষত্রযুক্ত কৃষ্ণাষ্টমী তিথির নাম কামা-ষ্টমী: এই তিথিতে জগতের যাবতীয় লিঙ্গে শিব শয়ন করেন, অতএব ইহাতে যে কোন লিঙ্গের সন্নিধানে [illegible] করিলে তজ্জন্য অক্ষয় ফল প্রাপ্তি হয়। (বামনপু°)

ভবিষ্য ও নারদীয়পুরাণে নিম্নোক্তরূপে হরিশয়নাদির ব্যবস্থা আছে - অনুরাধার আদ্যপাদে শ্রীবিষ্ণুর শয়ন, শ্রবণার মধ্যপাদে তদীয় পার্শ্বপরিবর্ত্তন এবং রেবতীর অন্ত্যপাদে তাঁহার উত্থান কল্পিত হয়। অবশ্য এই সকল নক্ষত্রের যথানির্দ্দিষ্ট পাদগুলির সংঘটন যথাক্রমে আষাঢ়, ভাদ্র ও কার্ত্তিক মাসের শুক্লৈকাদশী তিথিতে এবং তত্তদ্দিনের নিশা, সন্ধ্যা ও দিবা ভাগে হইলে উহা সাতিশয় ফলপ্রদ হয়, কিন্তু যদি তাহা না হয়, তবে ঐ দ্বাদশীতে যথাক্রমে শয়নাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেও ইহার প্রতিপোষক বচন পাওয়া যায়, যথা—

"স্বাস্তীর্ণ শয়নং কৃত্বা প্রীণয়েদ্ ভোগশায়িনম্।
আষাঢ়শুক্লদ্বাদশ্যাং বিষ্ণুলোকে মহীয়তে॥" (বিষ্ণুধর্ম্ম°)

বরাহপুরাণে স্বয়ং ভগবান্ এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, আষাঢ় শুক্লদ্বাদশীতে কদম্ব, কুটজ, ধবক ও অর্জ্জুন প্রভৃতির পুষ্প দ্বারা প্রথমে যথাশক্তি আমার অভ্যর্চ্চনা করিয়া পরে "নমো নারায়ণ" বলিয়া যিনি বিধিপূর্ব্বক—

"পশ্যন্তু মেঘানপি মেঘশ্যামং হ্যপাগতং সিচ্যমানং মহীমিমাম্।
নিদ্রাং ভগবান গৃহ্ণাতু লোকনাথ বর্ষাস্বিমং পশ্যতু মেঘবৃন্দম্॥
জাগ্রৈব পশ্যৈব চ লোকনাথ মাসাংশ্চত্বারি বৈকুণ্ঠ চ পশ্য নাথ।"

এই মন্ত্র পাঠ করিবেন, তিনি কোন যুগেই সংসারে অধঃ-পতিত হইবেন না।

উক্ত বিধানে শয়নমন্ত্রাদি পাঠ করার পর পুনর্ব্বার—

"সুপ্তে ত্বয়ি জগন্নাথ জগৎ সুপ্তং ভবেদিদম্।
বিবুদ্ধে ত্বয়ি বুধ্যেত জগৎ সর্ব্বং চরাচরম্॥"

এই মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া অভ্যর্থনা করিতে হইবে।

অতঃপর ভাদ্রমাসের শুক্লা একাদশী তিথিতে ভগবানের পার্শ্ব পরিবর্ত্তন উপলক্ষে যথাবিধি তদীয় পূজাদি সমাপন করিবে।

কামরূপীয় নিবন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে যে ভাদ্রমাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে নিম্নোক্ত মন্ত্রে শ্রীহরির পার্শ্বপরিবর্ত্তন কর্ত্তব্য,

"বাসুদেব জগন্নাথ প্রাপ্তেয়ং দ্বাদশী তব।
পার্শ্বেন পরিবর্ত্তস্ব সুখং স্বপিহি মাধব॥
ত্বয়ি সুপ্তে জগন্নাথ জগৎ সর্ব্বং চরাচরম্॥"

অতঃপর উত্থান সম্বন্ধে ব্রহ্মপুরাণে লিখিত আছে—

"একাদশ্যান্ত শুক্লায়াং কার্ত্তিকে মাসি কেশবম্।
প্রসুপ্তং বোধয়েদ্রাত্রৌ শ্রদ্ধাভক্তিসমন্বিতঃ॥"
"কৃত্বা বৈ মম কর্ম্মাণি দ্বাদশ্যাং মৎপরো নরঃ।
মমৈব বোধনার্থায় ইমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ॥"

শ্লোকদ্বয়ে তিথিঘটিত সংশয় হওয়ায় বলা হইতেছে যে, একাদশীর রাত্রিতে প্রসুপ্ত কেশবের অর্চ্চনাদি কার্য্যসমাপনান্তে পরদিন দ্বাদশীর দিবাভাগে আমার প্রবোধনের জন্য নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে। মন্ত্র যথা—

"মহেন্দ্রকদ্রৈরভিভূয়মানো ভবানৃষির্বন্দিতবন্দনীয়ঃ।
প্রাপ্তা তবেয়ং কিল কৌমুদাখ্যা জাগৃষ্ব জাগৃষ্ব চ লোকনাথ॥
মেঘা গতা নিৰ্ম্মল পূর্ণচন্দ্রঃ শারদ্য পুষ্পাণি চ লোকনাথ।
অহং দদানীতি চ পুণ্যহেতো জাগৃষ্ব জাগৃষ্ব চ লোকনাথ॥"

বাচস্পতিমিশ্র বলেন, উক্ত মন্ত্রদ্বয় পাঠানন্তর নিম্নোক্ত মন্ত্রটীও পাঠ করা কর্ত্তব্য। যথা—

"উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ গোবিন্দ ত্যজ নিদ্রাং জগৎপতে।
ত্বয়া চোত্থীয়মানেন উত্থিতং ভুবনত্রয়ম্।"

কল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থলিখিত সংবাদানুসারে শূলপাণি প্রভৃতি শয়নোত্থান সম্বন্ধীয় মন্ত্রের এইরূপ মীমাংসা করিয়াছেন, যে দ্বাদশী

বা একাদশী ইহার যে যে দিনে রেবতী নক্ষত্রের অন্ত্যপাদের যোগ হইবে, সেই দিন দিবাভাগে উত্থানক্রিয়া সমাধা করিবে, আর যদি কোন দিনেই নক্ষত্রের যোগ না হয়, তবে দ্বাদশীতেই উক্ত ক্রিয়া সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য।

"আ-ভা-কা সিতপক্ষেষু মৈত্রশ্রবণরেবতী।
আদিমধ্যাবসানেষু প্রস্বাপাবর্ত্তবোধনম্॥" (ভবিষ্যপু°)

'আ-ভা-কা সিতপক্ষেষু আষাঢ়ভাদ্রকার্ত্তিকশুক্লপক্ষেষু এবাক দ্বাদশ্যাং প্রায়শো মুখ্যকল্পঃ।' (জীমূতবাহন)

এস্থলে দেখা যাইতেছে, জীমূতবাহন ভবিষ্যপুরাণোদ্ধৃত উক্ত বচনটীর পরিষ্কার মীমাংসা করিতেছেন যে আষাঢ, ভাদ্র ও কার্ত্তিক মাসের শুক্লা দ্বাদশীতেই যদি যথাক্রমে অনুরাধার আদ্য, শ্রবণার মধ্য ও রেবতীর অন্ত্য পাদের যোগ হয়, তাহা হইলে ঐ সকল দ্বাদশীতেই যথাক্রমে ভগবানের শয়ন, পার্শ্বপরিবর্ত্তন ও উত্থান ক্রিয়ার সমাধান করাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কল্প।

এ সম্বন্ধে বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে এইরূপ উক্ত হইয়াছে—

"বিষ্ণুর্দিবা ন স্বপিতি ন রাত্রৌ প্রতিবুধ্যতে।
দ্বাদশ্যামৃক্ষসংযোগে পাদযোগো ন কারণম্॥
অপ্রাপ্তে দ্বাদশীমৃক্ষে উত্থানশয়নে হরেঃ।
পাদযোগে ন কর্ত্তব্যো নাহোরাত্রং বিচিন্তয়েৎ॥"

বিষ্ণুকে দিবায় শায়িত এবং রাত্রিতে প্রবুদ্ধ করিবে না, আর দ্বাদশীতে অনুরাধাদি নক্ষত্রের কোন রকম যোগ হইলে তদ্দিনেই যথোক্ত সময়ে শয়নাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিবে, তাহাতে নক্ষত্রের যথোক্ত পাদযোগাদি লক্ষ করিবার আবশ্যক নাই, তবে যদি ঐ সকল নক্ষত্রের সহিত দ্বাদশীর সংস্রব না ঘটে, তাহা হইলে সেই স্থলেই পাদযোগাদি দেখা কর্ত্তব্য; কিন্তু দিবা ও রাত্রিতে যে যথাক্রমে উত্থান ও শয়নের ব্যবস্থা আছে, তাহার কোনরূপ ব্যত্যয় হইবে না। কেন না শ্রুতি আছে যে রাত্রিতে প্রবুদ্ধ করিলে পৌরজন বিনষ্ট এবং দিবাতে শয়ন করাইলে রাজানাশ হয়, আর উভয় সন্ধ্যাতে শয়নোত্থান করাইলে লোকের রোগদুঃখাদি এবং শারদী অল্পফলা হয়।

বরাহপুরাণে কথিত হইয়াছে—

"দ্বাদশ্যাং সন্ধিসময়ে নক্ষত্রাণামসম্ভবে।
আ ভা-কা-সিতপক্ষেষু শয়নাবর্ত্তনাদিকম্॥" (বরাহপু°)

'তদেবং শয়নাদৌ কালচতুষ্টয়ম্। দ্বাদশ্যাং নিশাদৌ নক্ষত্র-যোগঃ তদভাবেঽপি নিশাস্তনাদেশে তিথ্যন্তরে পাদযোগঃ তস্যা-প্যভাবেঽপি সন্ধ্যায়াং নক্ষত্রমাত্রযোগঃ তস্যাপ্যভাবে দ্বাদশ্যাং সন্ধ্যায়ামিতি।'

এতদ্দ্বারা শ্রীহরির শয়নাদি সম্বন্ধে চারি প্রকার নিয়ম বিধিবদ্ধ হইতেছে, যথা—

(১) দ্বাদশীর নিশিতে নক্ষত্রের যোগ হইলে তদ্দিনেই শয়নাদিক্রিয়া কর্ত্তব্য।

(২) উক্ত রূপে নক্ষত্রের যোগ না হইলে যে তিথিতে যথোক্ত সময়ে উহাদের পাদযোগ ঘটিবে, তদ্দিনে শয়নাদি কর্ত্তব্য।

(৩) যদি উক্ত প্রকারদ্বয়ে তিথিনক্ষত্রের সমাবেশ না হয় তবে যে তিথিতে সন্ধিকালে অর্থাৎ সায়ং বা প্রাতে মাত্র নক্ষত্রের যোগ হইবে, সেই দিনে যথা সময়ে ক্রিয়াদি করিতে হইবে।

(৪) যদি ঐরূপ কোন প্রকারেই তিথিনক্ষত্রের যোগাযোগ না হয়, তবে দ্বাদশীর সায়ং সন্ধিতে শয়নক্রিয়া এবং প্রাতঃসন্ধিতে প্রবোধনক্রিয়া সম্পন্ন করিবে। আর পার্শ্বপরিবর্ত্তনক্রিয়া যেরূপ সন্ধিতে করা হইয়া থাকে, তদনুসারেই করিতে হইবে।

যমস্মৃতিতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, আষাঢ়ী শুক্লদ্বাদশী হইতে আরম্ভ করিয়া পৌর্ণমাসী পর্য্যন্ত শ্রীহরির নিদ্রাগ্রহণ রূপ শয়নকাল, এই হেতু ব্রহ্মপুরাণেও প্রথমে একাদশীতে শয়নের উল্লেখ করিয়া তদবধি পাঁচদিন পর্য্যন্ত তৎকর্ম্মসাধনের বিষয় বলা হইয়াছে।

"ক্ষীরাব্ধৌ শেষপর্য্যঙ্কে আষাঢ্যাং সংবিশেদ্ধরিঃ।
নিদ্রাং ত্যজতি কার্ত্তিক্যাং তয়োস্তং পূজয়েৎ সদা॥" (যম)

'আষাঢ়শুক্লৈকাদশীমারভ্য পৌর্ণমাসীপর্য্যন্তং বিষ্ণোর্নিদ্রা গ্রহণরূপশয়নসময়ে অতএব একাদশ্যাং শয়নমভিধায় তদাদি দিনপঞ্চকে কর্ম্মকথনং ব্রহ্মপুরাণে পৌর্ণমাস্যাং শয়নাভিধানং আষাঢ়ী পদস্যানুপাধেয়ত্বৈব প্রবৃত্তঃ।'

শয়ন, উত্থান ও পার্শ্বপরিবর্ত্তনঘটিত একাদশীতে প্রত্যেক লোকেরই অনশনে থাকা একান্ত কর্ত্তব্য। এ সম্বন্ধে স্বয়ং ভগবানই বলিয়াছেন যে, আমার শয়ন, উত্থান ও পার্শ্ব-বিবর্ত্তনের দিন ফল, মূল বা জলাহারী ব্যক্তি মদীয় হৃদয়ে শেল নিক্ষেপ করে অর্থাৎ ঐ ঐ দিনে কেহ ফল মূল বা জল বিন্দুমাত্র গ্রহণ করিলে আমি শল্যবিদ্ধবৎ যাতনা অনুভব করি।

"মচ্ছয়নে মদুত্থানে মৎপার্শ্বপরিবর্ত্তনে।
ফলমূলজলাহারী হৃদি শল্যং সমার্পয়েৎ॥" (একাদশীতত্ত্ব)

সর্ব্বসাধারণের শয়নবিধিনিষেধ।

বহ্নিপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে যে সায়ংসন্ধ্যাবন্দনাদি অবসানে অগ্নিতে আহুতি এবং স্বদীয় উপাসনাস্থলে ভৃত্যাদি পরিবারবর্গের সহিত লঘুতর ভোজন করিয়া তদনন্তর লোকসকলের নির্জ্জন পবিত্র প্রদেশে শয়ন কর্ত্তব্য। শয়নকালে নিম্ন লিখিত নিয়মগুলি প্রতিপালনীয়। যথা—জ্ঞানিগণ যে গৃহের উত্তর এবং পূর্ব্বদিক্ ক্রমশঃ নিম্ন তথায় শয়ন স্থান নির্দ্দেশ করিবেন। শয়ন কালে সর্ব্বদা পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকে মস্তক রাখা উচিত; উত্তর এবং পশ্চিম দিকে কখনই রাখিবে না। পরস্পর অব্যবধানে বা তির্য্য-

প্রভাবে শয়ন করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। শূন্যালয়ে অর্থাৎ ছাড়া বাড়ীতে, শ্মশানে, একবৃক্ষে, চতুষ্পথে, মহাদেবগৃহে, যক্ষনাগায়তনে অর্থাৎ যে সকল স্থানে যক্ষ, স্কন্দ প্রভৃতি গ্রহ বা সর্পাদির আশ্রয় আছে তথায়, ধান্যগৃহে, গুরুজন বা বিপ্রবর্গের অবস্থিতি স্থান হইতে উপরিস্থ স্থানে, অশুচি প্রদেশে, তৃণপত্রাদি পরিপূর্ণ স্থানে, নিজে অশুচি, শিখা রহিত বা উলঙ্গ অবস্থায়, দীক্ষা ব্যতিরেকে পর্ব্বদেশে, দিবাভাগে, উভয় সন্ধ্যাকালে, পর্ব্বতোপরি, শূন্য স্থানে, দেবাশ্রিত বৃক্ষে, জলক্লিন্ন দ্বারযুক্ত গৃহে, অর্থাৎ যে গৃহের দ্বারদেশ অত্যন্ত জলকর্দ্দমাক্ত সেই গৃহে, আর্দ্রপদে বা অধৌত পদে, পলাশকাষ্ঠ নির্ম্মিত খট্টাদিতে, বহুবিদীর্ণ স্থানে বিদ্যুৎ বা অগ্নিদগ্ধ স্থানে, জলের উপর এবং শবের আসনে শয়ন নিষিদ্ধ; অতএব ইহার কোনরূপ ব্যত্যয় করিলে লোক ইহকালে সাতিশয় দুঃখী এবং পরকালে নিরয়গামী হয়। (বহ্নিপুরাণ)

স্মৃত্যাদির মতে সূর্য্যাবস্থানে শয়নশয্যার পাতনোত্তোলন নিষিদ্ধ অর্থাৎ প্রত্যহ সূর্য্যাস্তের পর শয্যা পতিত এবং সূর্য্যদেবের উদয়ের পূর্ব্বে তাহা উত্তোলিত করিবে।

"ভাস্করাদৃষ্টশয্যানি নিত্যাগ্নিসলিলানি চ।
সূর্য্যাবলোকদীপানি লক্ষ্মা বেশ্মানি ভাজনম্॥" (স্মৃতি)

ব্যাস বলেন, শয়নকালে শিরোভাগের অনতিদূরে একটী মাঙ্গল্য পূর্ণকুম্ভ বৈদিক গারুড়মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক স্থাপন করিয়া নিদ্রা যাইবে।

গর্গ বলিয়াছেন যে স্বগৃহে দক্ষিণ বা পূর্ব্বদিকে এবং প্রবাসে পশ্চিম দিকে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিলে আয়ুর্বৃদ্ধি হয়। কিন্তু কখন উত্তর দিকে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিবে না।

মার্কণ্ডেয়পুরাণে উক্ত হইয়াছে, পূর্ব্বদিকে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিলে ধনলাভ, দক্ষিণদিকে আয়ুর্বৃদ্ধি, পশ্চিমদিকে প্রবল চিন্তা এবং উত্তর দিকে হানি ও মৃত্যু হয়। আর প্রত্যহ নিশা কালে বিষ্ণুকে নমস্কার করিয়া সমাধিস্থ হইয়া নিদ্রিত হইবে। কখনও শূন্যগৃহে, শ্মশানে, একবৃক্ষে, চতুষ্পথে, মহাদেবগৃহে, শর্করা লোষ্ট্র, বা ধূলির মধ্যে, ধান্য, গো, বিপ্র, দেবতা ও গুরুজন হইতে উচ্চাসনে, ভগ্নশয্যায়, অপবিত্র শয্যায়, স্বয়ং অপবিত্র অবস্থায়, আর্দ্র বসনে, উলঙ্গাবস্থায়, উত্তর বা পশ্চিম দিকে মস্তক রাখিয়া, শূন্য বা অনাবৃত স্থানে এবং দেবতাশ্রিত বৃক্ষে শয়ন করিবে না।

মন্ত্রমহার্ণবের ৪৪পটলে উল্লিখিত হইয়াছে,—গৃহী ব্যক্তি সন্ধ্যার পর যথোক্ত সময়ে আহারান্তে পাদাদি শৌচাবধানানন্তর যথাবিধি মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক শয্যাপার্শ্বে গমন করিবে। কিন্তু শাল্মলী, কদম্ব, নীপ, মন্দার, পলাশ ও বট প্রভৃতির কাষ্ঠনির্ম্মিত এবং দুঃশয্য শয্যায় কখন শয়ন করিবে না, কারণ তাহা হইলে অশেষ পাপভাগী হইতে হয়। এতদ্ভিন্ন বৃক্ষাদির মূলদেশে, পাট, শণ প্রভৃতির সূত্রোপরি, শুক্রাদি দ্বারা অপবিত্র শয্যায়, খড় তৃণ প্রভৃতির উপর, নিরবচ্ছিন্ন মৃত্তিকার উপর এবং পট্টবস্ত্র ও কলঙ্কী অর্থাৎ কোন রকম দাগযুক্ত কম্বলে শয়ন নিষিদ্ধ। গৃহীর পক্ষে তূলা নির্ম্মিত শয্যা বা শুভ্র বস্ত্রোপরি শয়নের ব্যবস্থা আছে।

বিষ্ণুপুরাণে বিবৃত হইয়াছে যে সূর্য্যদেব গগনে উদিত হওয়া পর্য্যন্ত এবং তাঁহার অস্তগমন মাত্রই যদি পীড়িত লোক ভিন্ন কেহ শয্যাপাশে শয়ন অবস্থায় থাকে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই প্রায়শ্চিত্তার্হ।

ভাবপ্রকাশে কথিত হইয়াছে যে, ভোজনোত্তর ধীরে ধীরে শতপদ গমনানন্তর শয়ন করিলে শরীরের পুষ্টি হয়।

"ভুক্তোপবিশতস্তুন্দং শয়ানস্য তু পুষ্টিদা।
আয়ুশ্চংক্রমমাণস্য মৃত্যুর্ধাবতি ধাবতঃ॥"

উক্ত শয়নের ব্যবস্থা এইরূপ—

অষ্টশ্বাস পরিমিত কাল উত্তান ভাবে, তাহার দ্বিগুণিত কাল দক্ষিণপার্শ্বে এবং তাহার দ্বিগুণ কাল অর্থাৎ যে কালে (৮ × ২ × ২) ৩২ বার শ্বাস প্রবাহিত হইতে পারে সেই সময় পর্য্যন্ত বাম পার্শ্বে শয়নানন্তর পরে স্বেচ্ছামত শয়ন করিবে। জন্তুদিগের বাম পার্শ্বে নাভির ঊর্দ্ধ দেশে পাচকাগ্নির অধিষ্ঠান, অতএব ভুক্তবস্তু সম্পূর্ণ রূপে জীর্ণ হইবার জন্য ভোজনের পর বাম পার্শ্বে শয়ন করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

খট্টা ও শয্যাদি শয়নগুণ।

খট্টা অর্থাৎ খাটাদিতে শয়ন করিলে ত্রিদোষের শমতা হয়, তূলানির্ম্মিত শয্যায় শয়ন বাতশ্লেষ্মনাশক; ভূশয্যা শরীরের উপচয়কারক ও শুক্রজনক; কাষ্ঠপীঠের শয্যা বায়ুবর্দ্ধক।

কোন কোন মতে ভূশয্যা অত্যন্ত বায়ুবর্দ্ধক, রুক্ষ এবং রক্তপিত্তবিনাশক।

"ভূশয্যা বাতলাতীব রুক্ষা পিত্তাস্রনাশিনী।" (ভাবপ্রকাশ)

সুশয্যা অর্থাৎ অতিশয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন উত্তরচ্ছদনিস্ত শয্যায় শয়ন করিলে অন্তঃকরণের স্ফূর্ত্তি, শরীরের পুষ্টিতা, সহজে নিদ্রাকর্ষণ, ধারণাশক্তির বৃদ্ধি, শ্রমগ্লানি এবং বায়ু প্রশমিত হয়। নিকৃষ্ট শয্যা ইহার বিপরীত গুণবিশিষ্ট; অতএব তাহাতে শয়ন করা কর্ত্তব্য নহে।

৫ গ্রহগণের দ্বাদশ ভাবের অন্যতম ভাব বা অবস্থা, গ্রহদিগের ভাব বা অবস্থাবিশেষ। নিম্নে প্রত্যেক গ্রহের শয়ন ভাব নির্ণয় ও তদ্ভাবাপন্ন গ্রহের ফল বিবরণ বিবৃত করা যাইতেছে,— গ্রহদিগের শয়নাদি ভাব জানিতে হইলে জাতকের জন্ম সময়ে গ্রহগণ কোন্ কোন্ নক্ষত্রে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্ব প্রথমে নির্ণয় করিতে হয়, পরে ঐ গ্রহাধিষ্ঠিত নক্ষত্রসংখ্যা দ্বারা

ঐ সংখ্যাকে গুণ করিবে, তৎপরে গ্রহগণ স্বীয় অধিষ্ঠিত রাশির যে নবাংশে অবস্থিতি করিতেছেন, সেই নবাংশ পরিমিত অঙ্কদ্বারা ঐ গুণফলকে আবার গুণ করিতে হয়। একণে গ্রহগণের আপন জন্ম নক্ষত্র, ঐ জাতকের জন্মলগ্নসংখ্যক অঙ্ক এবং উদয়াবধি যত দণ্ডে তাহার জন্ম হইয়াছে, সেই দণ্ড পূর্ব্বোক্ত গুণফলে যোগ করিয়া তাহাকে ১২ দিয়া ভাগ করিলে যদি ভাগশেষ এক থাকে, তবে সেই গ্রহের শয়নভাব জানিবে। এইরূপ দুই থাকিলে উপবেশন ইত্যাদি।

গ্রহগণের জন্মনক্ষত্র যথা—রবির জন্মনক্ষত্র ১৬ বিশাখা। চন্দ্রের ৩ কৃত্তিকা। মঙ্গলের ২০ পূর্ব্বাষাঢ়া। বুধের ২২ শ্রবণা। বৃহস্পতির ১১ পূর্ব্বফল্গুনী। শুক্রের ৮ পুষ্যা। শনির ২৭ রেবতী। রাহুর ২ ভরণী। কেতুর ৯ অশ্লেষা।

কোন পাপগ্রহ শয়ন বা নিদ্রিত অবস্থায় অন্য কোন পাপ গ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট না হইয়া সপ্তম অর্থাৎ জায়াস্থানে অবস্থিতি করিলে জাতকের শুভফল হইয়া থাকে। রিপুদৃষ্ট ও রিপুগৃহাগত পাপগ্রহ ঐ ঐ অবস্থাপন্ন হইয়া সপ্তমে থাকিলে পত্নীসহ জাতকের মৃত্যু সংঘটিত হয়; ঐরূপ অবস্থাপন্ন শুভগ্রহ শুভাশুভগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে জাতকের মাত্র প্রথম পত্নীর বিয়োগ হয়।

উক্ত ভাবদ্বয়াপন্ন পাপগ্রহ সুত বা পঞ্চম স্থানে থাকিলে জাতকের বিলক্ষণ শুভ হইয়া থাকে, ঐ গ্রহ যদি স্বীয় উচ্চ, বা মূলত্রিকোণস্থ হয়, তবে সন্তানের হানি হয়। ঐ ঐ অবস্থাপন্ন শুভগ্রহ যদি শুভগ্রহ দৃষ্ট হইয়া সুতস্থানে অবস্থান করে, তাহা হইলে জাতকের প্রথম সন্তানটীর মাত্র অনিষ্ট হয়।

মৃত্যু বা অষ্টম স্থানে ঐ অবস্থাদ্বয়সম্পন্ন পাপগ্রহ থাকিলে রাজা বা কোন শত্রুর হস্তে জাতকের অপমৃত্যু ঘটে; কিন্তু ঐ পাপগ্রহ শুভদৃষ্ট হইলে নিঃসন্দেহে উহার গঙ্গাতীরে মৃত্যু হয়। শত্রু বা পাপগ্রহদৃষ্ট শুভগ্রহ শয়ন ভাবে মৃত্যু স্থানে থাকিলে শিরশ্ছেদ হয়; বিশেষতঃ শনি, মঙ্গল বা রাহু ঐরূপ ভাবে ঐ স্থানে থাকিলে হয় অপমৃত্যু নয় শিরশ্ছেদ অনিবার্য্য।

কর্ম্ম অর্থাৎ দশম স্থানে শয়ন বা ভোজনভাবাপন্ন পাপগ্রহ থাকিলে জাতক দারিদ্র্য হেতু পৃথিবীময় ঘুরিয়া বেড়ায়।

রবি শয়নভাবে কোন স্থানে অবস্থান করিলে জাতক মন্দাগ্নি, পিত্তশূল, শ্লীপদ ও গুহ্যরোগে আক্রান্ত হয়।

চন্দ্র শয়নভাবাপন্ন হইলে লোক ক্রোধী, দরিদ্র, সাতিশয় লম্পট ও গুহ্যরোগী হয়, এমন কি প্রায় সর্ব্বদাই তাহার দেহ অসুস্থ থাকে। (চন্দ্র লগ্নস্থ হইয়া শয়নাবস্থাপন্ন হইলেই জাতকের এই সকল রোগাদির আধিক্য দেখা যায়, অন্যস্থানস্থ হইলে তত বেশী হয় না।)

শয়নাবস্থাপন্ন বুধ লগ্নে থাকিলে বালক ধনবান্, সর্ব্বদা ক্ষুধিত ও খঞ্জ এবং তাহার অঙ্গচ্ছেদ হয়; অন্যস্থানে ঐরূপ ভাবে থাকিলে উহার দারিদ্র্য ও সাতিশয় লাম্পট্য দোষ ঘটে।

বৃহস্পতি শয়নাবস্থায় কোন স্থানে থাকিলে মানব বিদ্যা বুদ্ধি সমন্বিত, নানা গুণযুক্ত, দাতা ও সুখী হয়।

সপ্তম কিম্বা একাদশ স্থানে শুক্রের শয়নাবস্থা ঘটিলে লোক কখনই দরিদ্র হয় না, তাহার নিয়তই সুখ থাকে, এবং কম করিয়া হইলেও তাহার সাতটী পুত্র ও পাঁচটী কন্যা প্রায়ই হইতে দেখা যায়; তবে গ্রহের বলাবল বুঝিয়া ইহার ন্যূনাধিকও হইতে পারে। ঐ অবস্থায় অন্যগৃহে থাকিলে জাতক ধনবান্, ধার্ম্মিক ও সুখী হয় কিন্তু তাহার অবশ্য পুত্রনাশ ঘটে।

মঙ্গল শয়ন ভাবে কোন স্থানে অবস্থান করিলে জাতক লম্পট, কৃপণ, সুখী, মহাক্রোধী, মহাদক্ষ ও পণ্ডিত হয়; কিন্তু ঐরূপ ভাবে পঞ্চম ও সপ্তম স্থানে থাকিলে যথাক্রমে তাহার প্রথম অপত্য এবং প্রথমা স্ত্রী বিনষ্ট হয়। শত্রুগৃহস্থ মঙ্গল রিপু কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে জাতকের কর্ণনাসাদি বা ভুজচ্ছেদ এবং তথায় থাকিয়া শনি ও রাহুযুক্ত হইলে উহার শিরশ্ছেদ ঘটে। শয়নভাবাপন্ন মঙ্গল যদি লগ্নে অবস্থান করে, তাহা হইলে জাতক নানা রোগসমাবৃত এবং দদ্রু, কুষ্ঠ, বিচর্চ্চিকা প্রভৃতি দ্বারা তাহার দেহ ভগ্ন হয়।

শনির শয়ন ভাবে জাতক ক্ষুধিত, বিকলাঙ্গ ও শুষ্করোগী এবং তাহার কোষবৃদ্ধি রোগ হয়। লগ্ন, ষষ্ঠ ও অষ্টম উহার ঐ অবস্থা হইলে মানব চিরপ্রবাসী, দরিদ্র ও সাতিশয় বিকলাঙ্গ হয়। পঞ্চম, নবম, দশম ও সপ্তমে যদি তাহার শয়নভাব দেখা যায়, তবে লোক পুত্রবান্ ও সর্ব্বপ্রকারে সুখী হয়।

যাহার জন্মকালে রাহুর শয়ন অবস্থা ঘটে তাহার বহুক্লেশ ও মহাদুঃখ উপস্থিত হয় এবং সে শ্লীপদরোগগ্রস্ত হইয়া থাকে। রাজারও এই অবস্থায় জন্ম হইলে তাঁহার নিত্য ধনহানি ও পীড়াদি হয়। কিন্তু বৃষ, মিথুন, সিংহ ও কন্যা রাশিতে থাকিয়া শয়নভাবগ্রস্ত হইলে লোক যাবতীয় সুখের অধিকারী হয়।

শয়নকক্ষ (পুং) শয়নঘর, শয়নপ্রকোষ্ঠ।

শয়নগৃহ (ক্লী) শয়নঘর, যে ঘরে শয়ন করা হয়।

শয়নঘর, শয়নগৃহ, শুইবার ঘর।

শয়নপ্রকোষ্ঠ (পুং) শয়নগৃহ, শয়নমহল।

শয়নভূমি (স্ত্রী) শয়নস্থান, যে ভূমিতে শয়ন করা যায়।

শয়নমন্দির (ক্লী) শয়নগৃহ, শুইবার ঘর

শয়নমহল, শয়নগৃহ।

শয়নবাসস্ (ক্লী) যে বস্ত্র পরিধান করিয়া শয়ন করে, রাত্রিবাস কাপড়।

শয়নস্থান (ক্লী) শয়নভূমি।

শয়নাগার (পুং) শয়নগৃহ।

শয়নাবাস (পুং) শয়নার্থ বাসগৃহ।

শয়নাস্পদ (ক্লী) শয়নযোগ্য, যাহাতে শয়ন করা যাইতে পারে।

শয়নীয় (ক্লী) শেতেঽস্মিন্নিতি শীঙ-অনীয়র্ অধিকরণে। শয্যা, বিছানা। (অমর) (ত্রি) ২ শয়নযোগ্য, শয়ন করিবার উপযুক্ত। (রামায়ণ ২।৭২।১১)

শয়নীয়ক (ক্লী) শয়নীয়মেব স্বার্থে কন্। শয্যা।

(কথাসরিৎসাগর ৩৩।১৭৭)

শয়নীয়গৃহ (ক্লী) যে গৃহে শয়ন করা যাইতে পারে।

শয়নীয়বাস (পুং) শয়নকালীন পরিধেয় বস্ত্র।

শয়নৈকাদশী (স্ত্রী) শয়নায় শয়নস্য বা একাদশী। শ্রীহরির শয়নসম্বন্ধীয় তিথি, আষাঢ় মাসের শুক্লৈকাদশী।

[বিস্তৃত বিবরণ শয়ন ও হরিশয়ন শব্দে দ্রষ্টব্য।]

শয়াণ্ড (পুং) তন্নামক দেশ বা জনপদভেদ।

শয়াণ্ডভক্ত (পুং) শয়াণ্ডানাং বিষয়ো দেশঃ। শয়াণ্ড নামক জনপদবাসীদিগের বিষয় বা দেশ। (পা ৪। ।৫৪)

শয়াণ্ডক (পুং) কৃকলাস। (শুক্লযজুঃ ২৪ ৩৬)

শয়ান (পুং ক্লী) নিদ্রিত, যে শয়ন করিয়া আছে।

শয়ানক (পুং) শী শানচ্ ততঃ কন্ যদ্বা 'শানকঃ শীঙ্ভিয়ঃ ইতি আনক্'। (উণাদিকোষ) ১ সর্প। ২ কৃকলাস।

শয়ামূত্র (ক্লী) শয্যামূত্র, বিছানায় মূত্রত্যাগ।

শয়ালু (ত্রি) শী-আলুচ্ (আলুচি শীঙো গ্রহণং কর্ত্তব্যম্। পা ৩।২।১৫৮ বার্ত্তিক) ১ নিদ্রাশীল। (মাঘ ২।৮০) (পুং) ২ অজগর, সর্প। ৩ কৃকলাস।

শয়িত (ত্রি) শী-ক্ত। ১ নিদ্রালু। (অমর) ২ কৃতশয়ন, যে শয়ন করিয়াছে। (কথাসরিৎসা° ৫৬।১৮৭) ৩ বসন্তকুসুম, চালিতা।

'বসন্তকুসুমঃ শেলুঃ শয়িতো দ্বিজকুৎসিতঃ' (শব্দমালা)

(ক্লী) ৪ শয়ন। ৫ নিদ্রিত। ৬ নিদ্রা।

শয়িতবৎ (ত্রি) শী-ক্তবতু। নিদ্রালু।

শয়িতব্য (ক্লী) শয়ন করিবার যোগ্য। (কথাসরিৎসা° ১০।৪৮)

শয়িতৃ (ত্রি) শী-তৃচ্ (পা ৬।২।১৫) শয়নকারী, যিনি শয়ন করেন।

শয়ু (পুং) শী-উ। ১ অজগর, সর্প। অস্য ২ ঋষিবিশেষ।

"যাভিন না শয়বে যাভিরব্যথে।" (ঋক্ ১।১২।১৬)

'শয়বে এতৎসংজ্ঞকায় ঋষয়ে।' (সায়ণ)

(ত্রি) ৩ শয়ান।

"কস্তে মাতরং বিধবামচক্রৎ শয়ুং কস্তামভিযা-সচ্চরন্তম্।" (ঋক্ ৪।১৮।১২) 'কস্তোঽহস্তঃ শয়ুং শয়ানং চরন্তং আগচ্ছন্তং বা ঘ্নাং অজহাংসেৎ।' (সায়ণ)

শয়ুত্রা (পুং) ১ শয়ন, নিবাসস্থান। ২ শয়ু নামক ঋষির ত্রাণকর্ত্তা।

"কূহ যান্তা সুষ্টুতিং কাব্যস্য দিবো নপাতা বৃষণা শয়ুত্রা।"

(ঋক্ ১।১১৭।১২)

'শয়ুত্রা শয়নে নিবাসস্থানে বর্ত্তমানস্য কাব্যস্য ভার্গবস্য সুষ্টুতিং শোভনাং স্তুতিং শ্রোতুং যান্তা গচ্ছন্তৌ যদ্বা শয়ুরেতন্নামক-ঋষির্বিনাবিশেষণং শয়ুনামস্ত্রাতারৌ যুবাং।' (সায়ণ)

শয়ুন (পুং) শী-উনন্ (উণাদিকোষ)। অজগর, সর্প।

শয্যম্ভদ্র (পুং) জৈনদিগের ছয় শ্রুতকেবলীর একতম। সম্ভবতঃ শয্যম্ভবের পাঠান্তর।

শয্যম্ভব (পুং) জৈনদিগের ছয় শ্রুতকেবলীর একজন।

শয্যা (স্ত্রী) শী ক্যপ্ সংজ্ঞায়াং সমজেতি (পা ৩।৩।৯৯) ১ গুম্ফন। (মেদিনী) শীয়তে যত্র সা। ২ বিছানা, যাহাতে শয়ন করা যায়। পর্য্যায়—শয়নীয়, শয়ন, তল্প শয়নীয়ক। (শব্দরত্না°)

শয্যা ও আসনাদি কুসুমসুকুমোল হওয়া কর্ত্তব্য, তাহাতে নিয়ত শয়নোপবেশনাদি করিলে নিদ্রা, পুষ্টি ও ধৃতিশক্তি বৃদ্ধি এবং শ্রমজন্য প্রকুপিত বায়ু বিনষ্ট হয়। ইহার বিপরীত অর্থাৎ কদর্য্য শয্যায় শয়ন করিলে এই সকল গুণেরও বৈপরীত্য ঘটে। তুলশয্যা বাতপিত্তপ্রশমনী, বৃংহণী ও শুক্রবর্দ্ধিনী। খট্টা বাতবিবর্দ্ধিনী এবং পট্টশয্যা অতি রুক্ষতমা ও সাতিশয় বাত-প্রকোপণী। (রাজবল্লভ)

কাহারও কাহারও মতে খট্বা ত্রিদোষশমনী; তূলিকা-শয্যা বাতকফাপহারিণী; তুলশয্যা বৃংহণী ও শুক্রলা; কাষ্ঠ এবং পট্টশয্যা বাতলা।

"ত্রিদোষশমনী খট্বা তূলী বাতকফাপহা।

তুলশয্যা বৃংহণী বৃষ্যা কাষ্ঠপট্টী তু বাতলা॥" (বৈদ্যক)

ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে, তুলশয্যা নিরতিশয় বাতলা, রুক্ষ ও রক্তপিত্তাবনাশিনী।

বিষ্ণুপুরাণে বিবৃত হইয়াছে যে, গৃহীলোক সায়ংকালীন ভোজনোত্তর হস্তপাদাদিশৌচ সম্পন্ন করিয়া অস্ফুটিত দারু-নির্ম্মিত সুপ্রশস্ত অতএ সমতল অতিশয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শয্যোপরি শয়ন করিবে; অবিস্তৃত বা কোন অস্তময়ী শয্যায় কখনও শয়ন করিবে না। (বিষ্ণুপু° ৩য় অংশ ১১ অঃ)

শয্যাদান-ফল।

গরুড়পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, গৃহ, ধান্য, হরীতকী পাদুকা, ছত্র, মালা চন্দনাদি অনুলেপনদ্রব্য, শকটাদি যান, বৃক্ষ, শয্যা এবং যাহার নিজের নিকট যে বস্তু অত্যন্ত প্রিয়, সেই সকল

দ্রব্য দান করিলে গৃহীলোকের সাংসারিক সুখসম্ভোগ হয়। বিশেষতঃ সমর্থপক্ষে শয্যাবিষয়ে কখনই লোককে প্রত্যাখ্যান করা কর্ত্তব্য নহে ; কেননা যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন যে, কুশ, শাক, দুগ্ধ, মৎস্য, গন্ধদ্রব্য, পুষ্প, দধি, ক্ষিতি, মাংস, শয্যা, আসন, ধান ও জল এই সকল দ্রব্যদানে কখনই কাহাকে প্রত্যাখ্যান করিবে না।

"গৃহবাসোভয়োপানচ্ছত্রমাল্যানুলেপনম্।
যানং বৃক্ষং প্রিয়ং শয্যাং দত্ত্বাত্যন্তং সুখী ভবেৎ॥"

'প্রিয়ং যদ্যস্য স্বর্ণাদি। প্রতিগ্রহসমর্থেন শয্যা ন প্রত্যাখ্যেয়া।'

"কুশাঃ শাকং পয়ো মৎস্যা গন্ধাঃ পুষ্পং দধিক্ষিতিঃ।
মাংসশয্যাসনং ধানাঃ প্রত্যাখ্যেয়ং ন বারি চ॥" (যাজ্ঞবল্ক্য)

ব্রহ্মপুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে, মৃতব্যক্তির উদ্দেশ্যে অর্থাৎ মড়ার সহিত যে সকল শয্যাদি দেওয়া যায় তাহা এবং মুমূর্ষু বা মৃতব্যক্তির উদ্ধারকামনায় যে সকল তিল ও ধেনু দান করা হয়, উহা যে ব্যক্তি প্রতিগ্রহ করে সে কদাপি নরক হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারে না। তবে ঔর্দ্ধ্বদৈহিক দেবতার উদ্দেশ্যে যে সকল ছত্র, কৃষ্ণাজিন, শয্যা, রথ, আসন, পাদুকা, শকটাদি যান এবং প্রাণবর্জ্জিত যে কোন দ্রব্য দান করা যায়, মনুষ্য তাহা গ্রহণ করিতে পারে।

"ছত্রং কৃষ্ণাজিনং শয্যা রথমাসনমেব চ।
উপানহৌ তথা যানং তথা যৎ প্রাণবর্জ্জিতম্।
ঔর্দ্ধ্বদৈহিকমেতৎ প্রতিগৃহ্নীত মানবঃ॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

দেবীপুরাণে পুষ্পাভিষেক নামক অধ্যায়ে শয্যাপট্টক অর্থাৎ পীঠশয্যার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে ; যথা—দুই হস্ত দীর্ঘ, হস্তপরিমিত বিস্তৃতিযুক্ত দশাঙ্গুল উচ্চ বর্ত্তুলাকৃতি মৃত্তালকায় দ্বারা সুশোভিত পীঠক উপবেশনার্থ প্রস্তুত করিবে ; স্নানার্থ প্রস্তুত করিতে হইলে সার্দ্ধহস্ত ব্যাস ধরিয়া বৃত্তাকারে করিতে হইবে ; শয়নের জন্য ব্যবহার করিতে হইলে উহাকে চারি হস্ত পরিমাণে দীর্ঘ করা কর্ত্তব্য। (দেবীপুরাণ পুষ্পাভিষেক)

শয্যাগত (ত্রি) ১ শয্যাশায়ী। ২ পীড়িত, যিনি পীড়ানিবন্ধন শয্যাত্যাগ করিয়া উত্থানে অসমর্থ।

শয্যাগৃহ (ক্লী) শয়নগৃহ; শুইবার ঘর।

শয্যাচ্ছাদন (ক্লী) আস্তরণ, শয্যার উপরিস্থ বস্ত্রাবরণ, চলিত বিছানার চাদর।

শয্যাধ্যক্ষ (পুং) শয্যাপাল।

শয্যাপতিত (ত্রি) শয্যাগত।

শয্যাপালক (পুং) ১ রাজার শয়ন গৃহপরিরক্ষক। ২ রাজপ্রাসাদস্থ শয়নগৃহ ও শয্যাদির পরিদর্শক, খাস খানসামা।

শয্যাপালত্ব (ক্লী) শয্যাপালকের কার্য্য।

শয্যামূত্র (ক্লী) শিশুদিগের রোগভেদ, চলিত সেজি মোতা, বালকেরা শয্যায় অসাড়ে মূত্র নিঃসারণ করিয়া থাকে।

শয্যাবাসবেশ্মন্ (ক্লী) শয়নগৃহ। (কথাসরিৎসা° ৪৬।১৮০)

শয্যাবেশ্মন্ (ক্লী) শয্যাগৃহ, শয়নঘর।

শয্যোৎসঙ্গ (পুং) শয্যার পার্শ্বদেশ। মতান্তরে শয্যার মধ্যস্থান।

শয্যোত্থায়ম্ (অব্য) শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিবার উপযুক্ত সময়, প্রাতঃকাল।

শর (পুং) শৃণাত্যনেনেতি শৄ-হিংসে (ঋদোরপ্। পা ৩।৩।৫৭) ইতি অপ্। স্বনামখ্যাত তৃণভেদ। পর্য্যায়—ইষু, কাণ্ড, বাণ, মুক্ত, তেজন, গুন্দ্রক, উৎকট, শায়ক, ক্ষুর, ইক্ষুগ্র, ক্ষুরিকা, পত্র, বিশিখ। বৈদ্যকমতে গুণ—মধুর, তিক্ত, ঈষদুষ্ণ, কফ, শ্রম ও মত্ততানাশক, বলবীর্য্যকারক, ইহা প্রতিদিন সেবন করিলে বাতবর্দ্ধক। (রাজনি°)

ইহা অতিশয় বড় বড় হয় এবং ইহার ডাঁটা বিশেষ উপকারে লাগে। উদ্ভিদ্বিদ্গণ দেশভেদে পার্থক্য নিরূপণ করিয়া ইহার ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ করিয়াছেন ; যথা—রক্তবর্ণ Saccharum sara ও S. Munja এবং এওার্স'ন S. Ciliaro; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এই তৃণজাতি এক, নামভেদ হইলেও উহাদের মধ্যে বিশেষ কোন প্রভেদ নাই। দেশভেদেও ইহা বিভিন্ন নামে প্রচলিত হিন্দী—শর, শরকাণ্ড, শর্করা, শরপাত, শরপত্র, রামশর, মুঞ্জ, বাঙ্গালা শর ; সাঁওতাল—শর ; যুক্তপ্রদেশের পূর্ব্বাংশ—পাতাবর ; ঐ পশ্চিমাংশে—ইকর, শরহর, শরকাণ্ড ; অযোধ্যা—পালবা; পঞ্জাব—খড়কানা, কাণ্ড, সর্জ্জবর, শর্কর; আজমীঢ়—শর, শরপাত ; সিন্ধুদেশ—শর ; সিন্ধুর পশ্চিম পাড়—দগা, সাচা, কড়ে; তেলগু—ভদ্রা, পোপিকা ; ইংরাজী—Pen-reed grass.

উত্তরপশ্চিম ভারত এবং পঞ্জাবের সমতল প্রান্তরে প্রভূত পরিমাণে এই তৃণ জন্মে। ইহা দেখিতে দীর্ঘাকার ও সুন্দর। সাধারণতঃ ৮ হইতে ১২ ফিট্ পর্য্যন্ত উচ্চ হয়। কখন কখন নদীতীরস্থিত জমি অথবা যে সকল নিম্নভূমি নদীর বন্যায় জলপ্লাবিত হয়, সেইরূপ জমির আলের উপর শরঘাস পুতিয়া বেড়া দেওয়া হইয়া থাকে। এরূপ জলসিক্ত ভূমিতে গাছগুলি অতিশয় বাড়িয়া পড়ে এবং অন্যান্য উচ্চ স্থানজাত তৃণের অপেক্ষা ইহার আকৃতিগত অনেক পরিবর্ত্তন ঘটে। ইহার কাণ্ডাবরক পত্রবৃন্ত হইতে যে আঁইস বাহির হয়, তাহাতে উৎকৃষ্ট রজ্জু প্রস্তুত হইয়া থাকে। বর্ষাপগমে ইহা পুষ্পিত হয়। Erianthus Ravennæ নামক তৃণ বিশেষের সহিত ইহার আকৃতিগত ও স্বভাবগত অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। অনেকে এই দুইটী দেখিয়া ভ্রমে পতিত হন ; কিন্তু ইহাদের পুষ্পোদ্গমকালের পার্থক্য

আছে। শেষোক্ত তৃণের পুষ্পনির্গমের বহুপরে প্রথমোক্ত বৃক্ষ পুষ্পিত হয়।

পঞ্জাবে ইহার মূল 'গর্ভগন্ধ' নামে বিক্রীত হয়, ইহা প্রসূতির একটী উপকারক ঔষধ। সন্তান প্রসূত হইলে এই গর্ভগন্ধ প্রসূতির সমক্ষে আনান হয়। ইহার ধূম অগ্নিদগ্ধ বা ক্ষত স্থানের বিশেষ উপকারী। ইহার মুঞ্জ বা আঁইস অতিশয় দৃঢ়, টানসহ এবং জলে সহজে পচে না। আলাহাবাদ ও মীর্জা-পুরের মাঝিরা শরমুঞ্জনির্ম্মিত দড়ি দিয়া নৌকা টানিয়া লইয়া যায়। ইহাদ্বারা সরু দড়ি, মাদুর, ঝুড়ি ও কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে। শরগাছের আগায় শকটাদির ছাদ ছাওয়া হয়। নিম্নের মোটা ডাঁটা বা কাণ্ড হইতে কেদারা, টেবিল, ঝাড়, পর্দ্দা ধান্যাদি শস্যের গোলা, গৃহের ছাদ ও কূপের পাড় প্রভৃতি প্রস্তুত বিষয়ে শরের পর্য্যাপ্ত ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮৮৩-৮৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় যখন আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী খোলা হয়, তখন বহুসংখ্যক শরের ঘর গড়ের মাঠে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

ইহার কচি কচি পাতা গবাদির খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। শীতকালে পঞ্জাববাসীরা গবাদিকে ইহার শুষ্কপত্র ভূষি ও ছোলার সঙ্গে খাওয়ায়। ইহার ডাঁটায় লিখিবার কলম প্রস্তুত হয়। আরবী, পারসী ও ভারতের বিভিন্ন জাতির ভাষালাপ শরের কলমে লিখিত হয়। পূর্ব্বে যোদ্ধৃপুরুষেরা শর হইতে বাণ প্রস্তুত করিত। এখনও সাঁওতাল, ভীল প্রভৃতি অসভ্য-জাতিরা শরদ্বারা বাণ প্রস্তুত করিয়া থাকে। সরস্বতীপূজার সময় দেবীসমক্ষে শর বা খাকের কলম দিয়া পূজা করা হয়।

শরকাণ্ড (S. arundinaceum বা S. procerum, এই জাতির অপর একটী শ্রেণী। পর্ব্বতাদির বালুকাময় পূর্ব্বদেশে ও সমতল ক্ষেত্রে এই তৃণ জন্মে। ইহা ভারতে প্রায় ২০ ফিট্ উচ্চ হয়। কার্ত্তিক মাসে এই তৃণগুলি পুষ্পভারে অবনত হইয়া অতীব সুন্দর দৃশ্য ধারণ করে। ইহা দেখিতে প্রায় ইক্ষুর (S. officinarum) ন্যায়, কিন্তু বাহ্যদৃষ্টে তদপেক্ষা অনেকাংশে সুন্দর; ইহাতে উপরি উক্ত শরের ন্যায় নানা দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই শরের পুষ্পযুক্ত অগ্রভাগ হইতে ঝাঁটা, চুবড়ী, চালুনী, পাখা প্রভৃতি হইয়া থাকে।

২ বাণ।

"তবমগ্রকৃতো মর্ত্যের্দ্ধাং প্রশমিতারিভিঃ।
প্রত্যাদৃষ্টম্ ইব যে দৃষ্টলক্ষ্যাভিদঃ শরাঃ॥" (রঘু ১।৬১)

৩ দধ্যগ্রভাগ, দধির প্রথমে যে সারভাগ জমিয়া থাকে, তাহাকে শর কহে, ইহার পর্য্যায় দধিসার, দধিস্নেহ, কট্টর। (রত্নমালা) দুগ্ধ জ্বাল দিলে তাহার অগ্রেও শর পড়ে।

৪ উশীর। ৫ মহাপিণ্ডীতরু। (রাজনি°) ৬ হিংসা। ৭ জ্যোতিষোক্ত পঞ্চমাঙ্ক, কামদেবের পঞ্চবাণ হইতে শর শব্দে পাঁচ অঙ্ক বুঝায়। ৮ অসুরভেদ। (হরিবংশ) ৯ বসুদেবের পুত্র। (ঋক্ ৫।১১৬।২৩) ১০ শিব। ১১ জল। ১২ বৃত্তাংশের শিঞ্জিনী (Sine of an arc)

শরক (ত্রি) শরতৃণভব। (পা ৪।২।৮০)

শরকাণ্ড (পুং) শরদণ্ড।

শরকার (পুং) বাণনির্ম্মাতা, যে শর কাটিয়া তীর প্রস্তুত করে।

শরকুণ্ডেশয় (ত্রি) শরকুণ্ডে অবস্থানকারী (অগ্নি)। (রামায়ণ)

শরকূপ (পুং) প্রস্রবণভেদ। (ললিতবিস্তর)

শরগুল্ম (পুং) ১ শরতৃণ। ২ বানরবিশেষ। (রামা° ৪।৪১।৩)

শরঘাত (পুং) শর হন্-ঘঞ্। শরাহত, শরাঘাত।

শরচ্চন্দ্র (পুং) শরৎ কালের চন্দ্র।

শরচ্ছশিন্ (পুং) শরৎ কালের চন্দ্র।

শরচ্ছালি (পুং) শারদীয় ধান্য।

শরচ্ছিখিন্ (পুং) ময়ূর। (ভারত শান্তি)

শরজ (ক্লী) শরাৎ জায়তে জন-ড। হৈয়ঙ্গবীন, নবনীত। (হেম) (ত্রি) ২ শরজাত মাত্র।

শরজন্মন্ (পুং) শরে শরবনে জন্ম যস্য। কার্ত্তিকেয়। (অমর)

শরজ্জ্যোৎস্না (স্ত্রী) শরৎ কালের চন্দ্রিকা।

শরট (পুং) শৃ-শকাদিত্বাদটন্। কৃকলাস। (রত্নমালা) ২ কুক-লাস। (অমরটীকা, "তন্তুষ্ঠ কণ্ঠ্যাং শরটঃ প্রবিষ্টঃ" (হারার্ণ°)

শরণ (ক্লী) শৃণাতি দুঃখমনেনেতি শৃ-ল্যুট্। ১ গৃহ। ২ রক্ষিতা।

"ত্যজ সংসারমসারং ভজ শরণং পার্ব্বতীরমণম্।
বিষাদপি ব্যাতিশিখরং বিষয়মহং তব নিবেদকম্॥"
(বৈরাগ্যশতক ৯১)

৩ রক্ষণ। ৪ বধ। (মেদিনী) ৫ ঘাতক। (শব্দরত্না°)

৬ একজন কবি। গীতগোবিন্দে জয়দেব ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। প্রবাদ এইরূপ যে ইনি শরণদত্ত নামে পরিচিত এবং লক্ষ্মণসেনের সভায় বিদ্যমান ছিলেন।

শরণদেব, একজন কবি। [শরণ দেখ।]

শরণা (স্ত্রী) প্রসারণী। (শব্দরত্না°)

শরণাকুরু (ত্রি) দেশভেদ। 'যাযাতেন বা যস্য বা পক্ষওয়া কন্যানাং অধঃপতনেন বিশরণং শরণা তৎপ্রধানাঃ কুরবোঽস্মাদি শরণা-কুরবঃ। শৃ বিশরণেঽস্মাদাবে ল্যুঃ। কুরুর্ণ্ পাক্ষরে তক ইতি মেদিনী। তক ওদনঃ।' (ভারত ১৩ পর্ব্ব নীলকণ্ঠ)

শরণাগত (ত্রি) শরণমাগতঃ প্রাপ্তঃ। শরণাপন্ন, পর্য্যায় শরণা-র্থক, আভিপন্ন, শরণার্থী। (জিকা°)। যে ব্যক্তি শরণাগত ব্যক্তিকে রক্ষা না করে, তাহার মৃত্যুপরিণাম কুম্ভীপাক নরক হইয়া থাকে

এবং শরণাগতকে রক্ষা করিলেও রাজসূয় যজ্ঞের ফল ও পরম ঐশ্বর্য্য লাভ হইয়া থাকে।

"শস্ত্রহীনঞ্চ ভীতঞ্চ দীনঞ্চ শরণাগতম্।
যো ন রক্ষত্যধর্ম্মিষ্ঠঃ কুম্ভীপাকে বসেদ্ ধ্রুবম্॥
রাজসূয়শতানাঞ্চ রক্ষিতা লভতে ফলম্।
পরমৈশ্বর্য্যযুক্তশ্চ ধর্ম্মেণ স ভবেদিহ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত প্রকৃতিখ° ৫৫ অ°)

পদ্মপুরাণে ক্রিয়াযোগসারে লিখিত আছে, যে ব্যক্তি ধন বা প্রাণ দ্বারা শরণাগত ব্যক্তিকে রক্ষা করেন, তিনি সকল পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া অন্তকালে মোক্ষ প্রাপ্ত হন।

"শরণাগতং রক্ষেদ্ যঃ প্রাণৈরপি ধনৈরপি।
ভুঙ্ক্তে মানবো জ্ঞানী তস্য পুণ্যং নিশাময়॥
সর্ব্বপাপবিনির্মুক্তো ব্রহ্মহত্যাযুতৈরপি।
আয়ুষোঽন্তে ব্রজেল্লোকং যোগিনামপি দুর্লভম্॥"
(পদ্মপু° ক্রিয়াযোগ° ৮অ°)

অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে যে, যিনি লোভ, দ্বেষ ও ভয়ে শরণাগত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করেন, তাহার ব্রহ্মহত্যার তুল্য পাতক হয়। মহাপাতকিদিগেরও পাপের নিষ্কৃতি আছে, কিন্তু শরণাগত ব্যক্তিকে ত্যাগকারীর পাপের নিস্তার নাই।

"লোভাদ্দ্বেষাদ্ভয়াদ্বাপি যস্ত্যজেৎ শরণাগতম্।
ব্রহ্মহত্যাসমং তস্য পাপমাহুর্ম্মনীষিণঃ॥
শাস্ত্রেষু নিষ্কৃতির্দৃষ্টা মহাপাতকিনামপি।
শরণাগতহন্তুস্তু ন দৃষ্টা নিষ্কৃতিঃ ক্বচিৎ॥" (অগ্নিপু°)

শরণার্থিন্ (ত্রি) শরণং অর্থয়তে ইতি অর্থ-ণিনি। শরণপ্রার্থী। (হেম)

শরণাপন্ন (ত্রি) শরণার্থমর্পয়তি আত্মানমিতি অর্প-ল্যুট্। শরণাপন্ন। (ত্রিকা°)

শরণালয় (পুং) আশ্রয়স্থান।

শরণি (স্ত্রী) পন্থা। (অমর) "সরত্যনয়েতি সরণিঃ নাম্নীতি অনিঃ ইহকারাৎ পক্ষে ঙীপি সরণী চ। সরণি শ্রেণিবর্ত্মনোরিতি রভসাদৌ রভসঃ। শৄ বৄ গি হিংসনে ইত্যস্মাৎ পূর্ব্ববদনৌ শরণি-তালব্যাদিশ্চ। তত্র উক্তে প্রদীপে চ শরণিঃ পথি চায়নৌ।' ইতি তালব্যাদাবয়ঃ।" (অমরটীকায় ভরত)

২ পৃথ্বী। ৩ হিংসা।

"ইমামগ্নে শরণিং মীমৃষো নঃ" (ঋক্ ১।৩১।১৬)

'শরণিং হিংসাং, শৄ হিংসায়ামৌণাদিকঃ অনিঃ' (সায়ণ)

শরণী (স্ত্রী) শরণি বাহু ঙীষ্। ১ পন্থা। ২ প্রসারণী। চলিত গন্ধভাদুলে। (শব্দর°) ৩ জয়ন্তী। (শব্দচ°)

শরণৈষিন্ (ত্রি) শরণার্থী, শরণাগত।

শরণ্ড (পুং) ১ পক্ষী। ২ কামুক। (শব্দর°) ৩ ধূর্ত্ত। ৪ শঠ। ৫ কৃকলাস। ৬ ভূষণভেদ। (মেদিনী) ৭ গৃহ-গোধা, টিক্‌টিকি। ৮ চতুষ্পাৎ। (সংক্ষিপ্তসার উণাদি)

শরণ্য (ত্রি) শৃণাতি ভয়মিতি শৄ-হিংসায়াং (শৄরম্যোশ্চ। উণ্ ৩।১০১) ইতি অন্য যদ্বা শরণমিব (শাখাদিভ্যো যঃ। পা ৫।৩।১০৩) ইতি য। রক্ষাকর্ত্তা, শরণাগতরক্ষক।

"ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপালভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥" (ভাগবত)

শরণ্যতা (স্ত্রী) শরণ্যস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। শরণ্যের ভাব বা ধর্ম্ম।

শরণ্যা (স্ত্রী) শরণ্য-টাপ্। দুর্গা। বিঘ্ন, ভয় প্রভৃতি উপস্থিত হইলে ভগবতী দুর্গা দেবীকে স্মরণ করিলে তিনি রক্ষা করেন, এই জন্য তিনি শরণ্যা নামে অভিহিতা হন।

"বিবাদভয়ঘোরেষু শরণাং স্মরণাদ্ যতঃ।
শরণ্যা তেন সা দেবী পুরাণে পরিপঠ্যতে॥" (দেবীপু°)

শরণ্যু (স্ত্রী) সূর্য্যের পত্নী সংজ্ঞা দেবী। [সরণ্যু দেখ।]

শরৎ (স্ত্রী) শৄ-হিংসায়াং (শৄদৄভসোঽদিঃ। উণ্ ১।১২৯) ইতি অদি। ১ বৎসর।

"পৃথিবীং শাসতস্তস্য পাকশাসনতেজসঃ।
কিঞ্চিদূনমনূনর্দ্ধেঃ শরদামযুতং যযৌ॥" (রঘু ১০।১)

২ ঋতুবিশেষ, শরৎ ঋতু।—পর্য্যায় শারদা, কালপ্রভাত, বর্ষাবসান, মেঘান্ত, প্রাবৃড়ত্যয়। আশ্বিন ও কার্ত্তিক এই দুই মাস শরৎ ঋতু। বৈদ্যক মতে কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ এই দুই মাস শরৎ।

"ঋতুষট্‌কং সমাখ্যাতং রবে রাশিষু সংক্রমাৎ।
গ্রীষ্মো মেষবৃষৌ প্রোক্তঃ প্রাবৃট্ মিথুনকর্কটৌ।
সিংহকন্যে স্মৃতা বর্ষা তুলাবৃশ্চিকয়োঃ শরৎ॥" (ভাবপ্র°)

মতভেদে ভাদ্র ও আশ্বিন বা আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাস শরৎ-কাল। এই কাল উষ্ণ, পিত্তবর্দ্ধক, এবং মানবগণের পক্ষে কিয়ৎপরিমাণে বলপ্রদ। শরৎকালে বায়ু প্রশমিত, ও পিত্ত প্রকুপিত হইয়া থাকে।

যেরূপ বৎসরে ৬টী ঋতু হইয়া থাকে, সেইরূপ প্রতিদিনও ৬টী ঋতুর আবির্ভাব হইয়া থাকে। প্রাতঃকালে বসন্ত ঋতু, মধ্যাহ্নে গ্রীষ্ম, অপরাহ্ণে বর্ষা, অর্দ্ধ রাত্রে শরৎ ইত্যাদি রূপে ঋতু সকলের আবির্ভাব হয়।

শরৎ ঋতুতে ইক্ষুবিকার গুড় চিনি প্রভৃতি, শালিধান্য, মুদগ, সরোবরজল, কথিত দুগ্ধ এবং প্রদোষ সময়ে চন্দ্রকিরণ সেবন প্রশস্ত। (ভাবপ্র°)

কবিকল্পলতায় লিখিত আছে যে, শরৎকালে এই সকল বর্ণনা করিতে হয় ;—চন্দ্রপটুতা, রবিপটুতা, জলশুদ্ধতা, বন্ধুপুষ্প, হংস, বৃষ, সর্প, সপ্তচ্ছদ, পদ্ম, শ্বেতমেঘ, ধান্য, শিখিপক্ষ। জ্যোতিষে লিখিত আছে যে, শরৎকালে জন্ম হইলে মানব উত্তম কর্ম্মকারী, তেজস্বী, শুচি, সুশীল, গুণবান্, সম্মানী, ধনী ও রাজকুল প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

"নরঃ শরৎসংজ্ঞকলব্ধজন্মা ভবেৎ সুকর্ম্মা মনুজস্তপস্বী।

শুচিঃ সুশীলো গুণবান্ সুমানী ধনান্বিতো রাজকুলপ্রপন্নঃ॥"

(কোষ্ঠীপ্রদীপ)

শরৎকামিন্ (পুং) শরদি শরৎকালে কাময়তে কুকুরীমিতি কম 'কমের্ণিঙ্' ইতি ণিঙ্, ততঃ ণিনি। কুক্কুর। (শব্দরত্না°)

শরৎকাল (পুং) শরৎ সময়, শরৎ ঋতু।

শরৎকাব্য (স্ত্রী) শরৎকাল।

শরৎপদ্ম (ক্লী) শরদঃ পদ্মম্। সিতাম্ভোজ, শ্বেতপদ্ম। (রাজনি°)

শরৎপর্ব্বন্ (ক্লী) শরদঃ পর্ব্ব। কোজাগরপূর্ণিমা।

'কোজাগরঃ শরৎপর্ব্ব শারদী দ্যূতপূর্ণিমা।' (জটাধর)

শরৎপুষ্প (ক্লী) শরদঃ পুষ্পং। ১ আহল্য ক্ষুপ। (রাজনি°) ২ শরৎকালোদ্ভব কুসুম, যে সকল ফুল শরৎকালে হয়।

শরৎসময় (পুং) শরৎকাল।

শরদ্ (স্ত্রী) শৃ-অদি। (উণ্ ১।১২৯) ১ শরৎঋতু। (অমর) ২ রাজপত্নীভেদ। (রাজত° ৮।১-২০)

শরদক্ষ (পুং) বার্ত্তিশাস্ত্ররচয়িতা আচার্য্যভেদ। (হেম)

শরদণ্ড (পুং) ১ শরযষ্টি। ২ চাবুক। "শরদণ্ডঃ সার প্রকাণ্ডইব অনুনতিঃ পৃষ্ঠবংশো যেষাং সিতগৌরপৃষ্ঠা (হয়াঃ) ইত্যর্থঃ।' (ভারত দ্রোণপর্ব্বটীকায় নীলকণ্ঠ) স্ত্রিয়াং টাপ্। শরদণ্ডা—নদীভেদ।

শরদন্ত (পুং) শরদঃ অন্তো যত্র। হেমন্ত। (রাজনি°)

শরদসিংহদেব (পুং) রাজভেদ।

শরদিজ (ত্রি) শরদি জায়তে ইতি জন-ড (প্রাবৃট্‌শরৎকালদিবাং জে। পা ৬।৩।১৫) ইতি সপ্তম্যা অলুক্। শরৎকালজাত, যাহা শরৎকালে উৎপন্ন হয়।

শরদুদাশয় (ক্লী) শরৎকালীন সরোবর।

"শরদুদাশয়ে সাধুজাতসৎসরসিজোদরশ্রীমুষা দৃশা।

সুরতনাথ তেঽশুল্কদাসিকা বরদ নিঘ্নতো নেহ কিং বধঃ॥"

(ভাগবত ১০।৩১।২)

'শরদুদাশয়ে শরৎকালীনসরসি' (স্বামী)

শরদুদ্ভব (পুং) বৃত্তপত্রশাক বিশেষ, চলিত নটেশাক। (রত্নমালা)

শরদেব, একজন প্রাচীন কবি।

শরদাগত (ত্রি) শরদং গতঃ। শরৎকালপ্রাপ্ত।

শরদ্বিমরুচি (পুং) শরৎকালের চন্দ্র।

শরদ্ধ্রদ (পুং) শরৎকালীনো হ্রদঃ। শরৎকালীন জলাশয়।

"তদা বৃষধ্বজদ্বেষকলিলাত্মা প্রজাপতিঃ।

শিবাবলোকাদভবচ্ছরদ্ধ্রদ ইবামলঃ॥"

(ভাগবত ৪।৭।১০)

শরদ্বৎ (ত্রি) ১ শরৎকাল। ২ বিশীর্ণ কার্ম্মুক। ৩ বহুসংবৎসরযুক্ত অথবা পূর্ব্বতন বা নিত্যবস্তু।

"প্র বাং শরদ্বান্ বৃষভো ন নিষ্ঠাট্।" (ঋক্ ১।১৮১।৬)

'শরদ্বাহরণবান্ মেঘবৃক্ষপর্ণাদিনাং বিশরণবান্ অথবা বহুসংবৎসরঃ পূর্ব্বতনো নিত্য ইত্যর্থঃ পক্ষে শরদ্বাহরৎকালবান্।' (সায়ণ)

৪ ঋষিভেদ। (পা ৪।১।১০২) ৫ গোতমের বংশধরভেদ। শারদ্বত ঋষি। (হরিবংশ)

শরদ্বসু (পুং) মুনিভেদ।

শরদ্বিহার (পুং) শরৎকালীন আমোদ প্রমোদ।

শরদ্বীপ (পুং) দ্বীপভেদ। (হরিবংশ) নীলকণ্ঠের মতে ইহার অপর নাম জলদ্বীপ। (নীলকণ্ঠ)

শরধান (পুং) ১ উত্তর দিকস্থ দেশভেদ। ২ তদ্দেশবাসী।

"কেশধরচিপিটনাসিকদাসেরকবাটধানশরধানাঃ।"

(বৃহৎসংহিতা ১৪।২৬)

শরধি (পুং) শরা ধীয়ন্তে ঽস্মিন্নিতি শর-ধা-(কর্ম্মণ্যধিকরণে চ। পা ৩।৩।৯৩) ইতি কি। তূণ।

"স্কন্ধে কবচং নিবধ্য শরধিং কৃত্বা পুরোধাধবং"

(রাজেন্দ্রকর্ণপুর ৩৩)

শরনিবাস (পুং) শরবনে বাসকারী। (পা ৮।৪।৩৯)

শরন্মেঘ (পুং) শরৎকালীনো মেঘঃ। শরৎকালের মেঘ।

শরপঞ্জর (ক্লী) শরশয্যা।

"যুধিষ্ঠিরস্তদাকর্ণ্য শয়ানং শরপঞ্জরে।

অপৃচ্ছদ্বিবিধান্ ধর্ম্মানৃষীণামনুশৃণ্বতাম্॥" (ভাগবত ১।৯।২৫)

শরপর্ণী (স্ত্রী) বৃক্ষভেদ। (পা ৪।১।৬৪)

শরপুঙ্খ (খ্যা) (পুং স্ত্রী) শরস্য পুঙ্খ আকৃতির্যস্য। স্বনাম খ্যাত ক্ষুপ বিশেষ। (Sephrosia purpurea, নীলী বৃক্ষাকৃতি বৃক্ষ বিশেষ। চলিত শরফোকা, হিন্দী শরফোঁকা। বম্বে জংলি কুলথি। কলিঙ্গ—যেরড়ু কোগ্‌পি। মহারাষ্ট্র—উন্‌লি। তৈলঙ্গ—তেল্লবেপালি চেট্টু। তামিল—কোল্লুক্ বেলেয়ি। সংস্কৃত পর্য্যায়—কাণ্ডপুঙ্খা, বাণপুঙ্খা, ইষুপুঙ্খিকা, শায়কপুঙ্খা, ইষুপুঙ্খা। গুণ—কটু, উষ্ণ, কৃমি ও বাতনাশক। শ্বেতবর্ণ শরপুঙ্খ অধিক গুণযুক্ত। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশ মতে তিক্ত ও কষায়; যকৃৎ, প্লীহা, গুল্ম, ব্রণ ও বিষ, কাস, অস্রজ্বর ও শ্বাসনাশক। (ভাবপ্রকাশ)

(পুং) ২ বাণের পক্ষ। (ক্লী) ৩ যন্ত্রবিশেষ। (সুশ্রুত)

শরনন্ধ (পুং) শরযোজন।

শরভ (পুং) শৃণাতি হিনস্তীতি শৃ হিংসায়াং (কৃ শৃ শলিকলি-গর্দ্দিভ্যো ঽভচ্। উণ ৩।১২২) ইতি অভচ্। মৃগেন্দ্রবিশেষ, পর্য্যায় মহামৃগ, মহাস্কন্ধী, মহাকায়ঃ, অষ্টপাদ, মহাসিংহ, মনস্বী, পর্ব্বতাশ্রয়। ইহার লক্ষণ—

"অষ্টপাদূর্দ্ধনয়ন ঊর্দ্ধপাদচতুষ্টয়ঃ।

তং সিংহ হন্তুমাগচ্ছন্ মুনেস্তস্ত নিবেশনম্॥" (ভা° ১২।১১৭।১২)

এই মৃগের আটটী পাদ, ইহার চারি পাদ ও নয়ন ঊর্দ্ধদিকে অবস্থিত। ২ করভ। ৩ বানর বিশেষ। (মেদিনী) ৪ উষ্ট্র। (জটাধর) ৫ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৫২) ৬ দনুপুত্র-বিশেষ। (ভারত ১।৬৫।২৬) ৭ নাগবিশেষ। (ভারত ১।৫৭।১১)

শরভকেতু (পুং) বাসবদত্তাবর্ণিত নায়কভেদ। (বাসবদত্তা ৫৩।২)

শরভঙ্গ (পুং) ঋষিবিশেষ। (রামায়ণ ১।১।৪০)

শরভতা (স্ত্রী) শরভস্য ভাবঃ তল্ টাপ্। শরভের ভাব বা ধর্ম্ম।

শরভাননা (স্ত্রী) ঐন্দ্রজালিক রমণীভেদ। (কথাসরিৎসা° ৪৮।১২৯)

শরভূ (পুং) শরে শরবণে ভূরুৎপত্তির্যস্য। কার্ত্তিকেয়। (হেম)

শরভৃষ্টি (স্ত্রী) শরাগ্র। (শতপথব্রা° ১৪।৯।৩।১১)

শরভেশ্বর (পুং) শিবলিঙ্গভেদ। মহাকালভৈরবকল্পে লিখিত আছে যে শরভেশ্বরকবচ ধারণ করিলে কাসরোগ প্রশমিত হয়।

শরভোজী, দক্ষিণ ভারতের তঞ্জোর রাজ্যের একজন রাজা। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে ইহার জন্ম হয়। ১৭৯৮ হইতে ১৮৩৩ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ইনি রাজ্যশাসন করেন। রাঘবচরিত, ব্যবহারপ্রকাশ, ব্যবহারার্থস্মৃতিসারসমুচ্চয় ও একখানি নাটক গ্রন্থ ইহার রচিত বলিয়া প্রকাশ। পণ্ডিত অনন্তনারায়ণ তাঁহার স্বরচিত শরভোজিরাজ চরিত্র গ্রন্থে ইহার জীবনী প্রকাশ করিয়াছেন।

শরময় (ত্রি) শরস্য বিকারোঽবয়বো বা শর (নিত্যং বৃদ্ধশরাদিভ্যঃ। পা ৪।৩।১৪৪) ইতি ময়ট্। শরনির্ম্মিত।

শরমল্ল (পুং) শরে শরবণে মল্ল ইব। ১ পক্ষিবিশেষ। চালভ গোশালিক। (শব্দচন্দ্রিকা) শরে বাণনিক্ষেপাদৌ মল্লঃ। ২ বাণযোদ্ধা।

শরমুখ (স্ত্রী) বাণের অগ্র বা মুখ। (হেম)

শরযু, শরযূ (স্ত্রী) নদীবিশেষ। (ত্রিকাণ্ডশেষ) এই নদীতে রামলক্ষ্মণাদি আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। (রামায়ণ) ইহা ঘর্ঘরা নদীর একটী শাখা। [ঘর্ঘরা ও সরযূ দেখ।]

শরল (ত্রি) ১ বিশাত। ২ বক্ষুহৃদয়, সরল। (পুং) ৩ বৃক্ষ-বিশেষ। (সারস্বতাভিধান)

শরলক (ক্লী) জল। (শব্দচ°)

শরলোমন্ (পুং) মুনিবিশেষ।

শরবণ (ক্লী) শরস্য বনং বনশব্দস্য ণত্বং। শরের বন।

শরবণোদ্ভব (পুং) শরবণে উদ্ভবো যস্য। কার্ত্তিকেয়।

শরবৎ (ত্রি) ১ বাণবিশিষ্ট। ২ শরতুল্য।

শরবাণি (পুং) ১ শরমুখ, বাণের অগ্রভাগ। ২ পদাতি। ৩ শরজীবী। (হেম)

শরবান্, অযোধ্যা প্রদেশের উণাও জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ড-গ্রাম। উণাও নগর হইতে ২৬ মাইল পূর্ব্বে ও পূর্ব্বা নগর হইতে ৬ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬°৩৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০°১৩´ পূঃ। এই গ্রামটী অতি প্রাচীন। এখানে একটী প্রাচীন শিবমন্দির বিদ্যমান আছে। ঐ লিঙ্গ সম্বন্ধে এইরূপ একটী কিংবদন্তী আছে যে, অযোধ্যাপতি রাজা দশরথ একদা ঐ শিবলিঙ্গপূজামানসে এই স্থানে আগমন করেন তিনি ইহার সন্নিকটবর্ত্তী বন প্রদেশে মৃগয়া করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া শর্ব্বারা নামক স্থানে একটী দীর্ঘিকাতীরে শিবির সন্নিবেশ করেন। ঐ সময়ে অযোধ্যার নিকটবর্ত্তী চৌসা নামক স্থান হইতে শরবান্ নামে এক পবিত্রাত্মা ঋষি তীর্থযাত্রামানসে বহির্গত হইয়া রাত্রিকালে রাজা দশরথের শিবিরের সন্নিকটে উপনীত হন। ঋষিবর তাঁহার বৃদ্ধ ও অন্ধ পিতামাতাকে দুইটী ঝুড়ীতে বসাইয়া স্কন্ধে ঝুলাইয়া লইয়া যাইতেছিলেন। শিবির-নিকটস্থ সরোবর সন্দর্শন করিয়া পিপাসাতুর শরবান্ তৃষ্ণাপনোদনের জন্য পিতামাতাকে তীরে নামাইয়া স্বয়ং জলপানার্থ জলে নামিলেন। মুনিকর্ত্তৃক আলোড়িত সরোবরজল হইতে সেই রাত্রে একটী গভীর শব্দ শ্রুত হয়। পুষ্করিণীতে কোন বন্য পশু জলপানার্থ আসিয়াছে বিবেচনা করিয়া রাজা দশরথ শব্দভেদী বাণ প্রহার করেন। বাণ শব্দানুসরণ দ্বারা ঋষিপুত্রকে বিনাশ করে। অন্ধ পিতামাতা পুত্রের করুণ রোদনে উৎকণ্ঠিত হইলেন এবং পুত্রের মৃত্যু ঘটিয়াছে জানিতে পারিয়া কাতরকণ্ঠে ও শোকার্ত্তহৃদয়ে এই বলিয়া অভিশাপ দিলেন যে, যে ব্যক্তি মাদৃশ নয়নহীনের নয়নস্বরূপ এবং হৃদয়ানন্দকর পুত্রকে এই ভাবে নিহত করিল ও যাহার জন্য আমাদের প্রাণ দারুণ যন্ত্রণায় বহির্গত হইতেছে, সেই ব্যক্তি যেন নিশ্চয়ই পুত্রের কারণ শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে দেহ বিসর্জ্জন করে।" ঋষি ও ঋষি-পত্নী এই বলিয়া ধরাধাম পরিত্যাগ করিলেন। সেই ঘটনা স্মরণ রাখিবার জন্য তথায় শরবান্ নগর প্রতিষ্ঠিত হইল বটে, কিন্তু কোন ধর্ম্মপ্রাণ ক্ষত্রিয়সন্তান আর সেই ব্রহ্মশাপদগ্ধ স্থানে ভিটা করিয়া থাকিতে স্বীকৃত হইল না। অনেক ক্ষত্রিয়সন্তান ঐ স্থানে বাস্তুনির্ম্মাণপূর্ব্বক বাস করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয়, হিন্দুর প্রাণে তাহা সহ্য হয় নাই।

ঐ পুষ্করিণী আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহার কূলে

একটী বৃক্ষের ছায়ায় শরবান্ ঋষির প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি অদ্যাপি রক্ষিত আছে। ঋষিকুমার যেরূপ অতৃপ্ত-পিপাসু হইয়া প্রাণত্যাগ করেন, সেই ঘটনা জ্ঞাপনার্থ ঐ মূর্ত্তিটীও এরূপভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে যে, ঐ মূর্ত্তির নাভিমূলে যতই জল ঢালুন না কেন কিছুতেই উহা পূর্ণ হইবে না।

শরবারণ (ক্লী) ঢাল। যদ্দ্বারা শরবর্ষণ আবরণ করা যায়।

শরবৃষ্টি (স্ত্রী) শরস্য বৃষ্টিঃ। ১ শরবর্ষণ, বাণবর্ষণ। ২ মরুদ্বৎভেদ। (হরিবংশ)

শরবেগ (পুং) শরস্য বেগঃ। বাণের বেগ।

শরব্য (ক্লী) শরবে হিংসায়ৈ বাণশিক্ষায়ৈ বা সাধু শরু-(উগবাদিভ্যো যৎ। পা ৫।১।২) ইতি যৎ, যদ্বা শরান্ ব্যয়তি ব্যে-ড। লক্ষ্য, বাণের নিশানা।

শরব্যক (ক্লী) শরব্য স্বার্থে কন্। শরব্য।

শরশয্যা (স্ত্রী) শরনির্ম্মিতা শয্যা। শরনির্ম্মিত শয্যা। ভীষ্মদেব শরশয্যায় শয়ন করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। [ভীষ্ম দেখ]

শরস (ক্লী) ১ সারপ্রচয়ভাবাপন্ন। (ঐতরেয়ব্রা° ৫।২৬) ২ শর। "পয়োহবসেকে যো পরি তায়কা জায়তে সা শরঃ শব্দেনোচ্যতে।" (মহীধর)

শরস্তম্ব (পুং) শরস্য স্তম্বঃ। শরের স্তম্ব, বাণের ডাটা। ১ শরের ঝাড়। (ভাগবত ১।৬।১৩) ২ স্থানভেদ। (ভারত অনুশাসন) ৩ ঋষিভেদ। (প্রবরাধ্যায়)

শরাক (পুং) ১ সদ্বর জাতীয় পশু। ২ জাতিভেদ। [সরাক দেখ]

শরাগ্নি (পুং) পক্ষাগ্নি। (নীলকণ্ঠ)

শরাঘাত (পুং) শরস্য আঘাতঃ। বাণাঘাত, পর্য্যায়—প্রচলাক। (জটাধর)

শরাটি (পুং) শরং জলং প্রাপ্নোতীতি অট-ইন্। শরালিপক্ষী, শরাল পাখী। (শব্দরত্না°)

শরাড়ি[তি] (পুং) পক্ষিবিশেষ, শরালিপক্ষী।

শরাভ্যাস (পুং) শরাণামভ্যাসঃ। বাণশিক্ষা। পর্য্যায়—উপাসন, বিকর্ষণ, শস্ত্রাভ্যাস। (শব্দরত্না°)

শরাদিপঞ্চমূল (ক্লী) শরাদিপঞ্চদ্রব্যকৃত কষায়। শর, ইক্ষু, দর্ভ, কাশ ও শালিধান্য এই পাঁচটী দ্রব্যের মূল একত্র করিয়া ইহা প্রস্তুত করিতে হয়। (চক্রদ° অশ্মরীরো°)

শরাদিপঞ্চমূলাদ্যঘৃত (ক্লী) ঘৃতৌষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—শরাদিপঞ্চমূলের কষায়ে চারি সের ঘৃত ও এক সের গোক্ষুর কল্কের সহিত পাক করিবে। পাকশেষ হইলে তাহাতে কিঞ্চিৎ চূর্ণ দিয়া নামাইতে হয়। এই ঘৃতসেবনে অশ্মরীরোগ প্রশমিত হয়। (চক্রদত্ত অশ্মরীচি°)

শরারি (পুং) শরং জলং ঋচ্ছতীতি ঋ গতৌ ই। প্লবনামখ্যাত প্লবজাতীয় পক্ষী, শরালি পাখী, পর্য্যায়—আটি, আড়ি, আড়ী, শরাড়ী, আড়িকা, শরালী, শরালি, শরাটি, শরালিকা। (শব্দরত্না°) ইহার মাংসগুণ—বায়ুদোষনাশক, স্নিগ্ধ, বলকারক, স্পষ্টমলদ, বাতরক্তনাশক ও শীতল। (রাজব°)

শরারি[রী]মুখ (পুং) ১ শরারি পক্ষী। (ক্লী) ২ সুশ্রুতোক্ত শরারিপক্ষীর মুখসদৃশ, ইহা পূরাদির স্রাবকার্য্যে ব্যবহৃত হয়। (সুশ্রুত সূত্র° ৮ অ°)

শরারু (ত্রি) শৃণাতীতি শৃ (শৃবন্দ্যোরারুঃ। পা ৩।২।১৭৩) ইতি আরু। হিংস্র। (অমর)

শরারোপ (পুং) শরস্য আরোপো যস্মিন্। ধনু। (জটাধর)

শরার্চ্চিস্ (পুং) বানরভেদ। (রামা° ৪।৪১।৩)

শরার্য্যাস্য (পুং) শরারি পক্ষীর মুখের ন্যায় বিস্রাবণাস্ত্রভেদ।

শরালি (স্ত্রী) শরারি পক্ষী। (শব্দরত্না°)

শরালিকা[লী] (স্ত্রী) শরারি পক্ষী। (শব্দরত্না°)

শরাব (পুং ক্লী) শরং জলং অবতি রক্ষতীতি অব রক্ষণে অণ্। ১ মৃৎপাত্রবিশেষ, চলিত শরা, পর্য্যায়—বর্দ্ধমানক, মার্ত্তিক, সরাব, শালাজির, পার্থিব, মৃৎকাংস। (শব্দরত্না°)

২ কুড়বদ্বয় বা ১ সের পরিমাণ, ৬৪ তোলা, এক সের। বৈদ্যক মতে ৬৪ তোলায় সের। পর্য্যায়—মাণিকা। (বৈদ্যকপরি°)

শরাবক (পুং) শরাব-স্বার্থে কন্। ১ শরাব। স্ত্রিয়াং টাপ্। শরাবিকা—শরাব। ২ পীড়কাভেদ। ইহাতে মুখ হয় না। পৃষ্ঠ শরাব আকৃতি মত।

শরাবক, পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের বোর্ণিও দ্বীপস্থ একটী জনপদ। পামেন্ট-আপি নামক কন্দরীপের পূর্ব্বাস্থত উপসাগরের উপকূলে গিরিপাদমূলে অবাস্থত। ঐ পর্ব্বতমালা ১৫০০ হইতে ৩০০০ ফিট্ পর্য্যন্ত উচ্চ এবং বোর্ণিওদ্বীপের মধ্যদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। দাতু অন্তরীপ হইতে বড়ম্ নদীপর্য্যন্ত স্থান শরাবকরাজের অধিকৃত। এখানে শরাবক নামক নদীকূলে লিচু, আম, গাব, প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ও সুমিষ্ট ফলের গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। বড় বটাঙ্গলুপানদীর মোহানার নিকটবর্ত্তী একটী শাখায় লিঙ্গা নামক স্থানে এক প্রকার উজ্জ্বল বালুকামিশ্রিত প্রস্তরখণ্ড নিপতিত রহিয়াছে। উহা পুষ্পরাগ (topaz) বা বেগুণী পাথরবিশেষের (amethyst) ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট মুকা নামক স্থানে সাগু এবং বসাউ নগরের নিকট রসাঞ্জন পাওয়া যায়।

শরারিকুর্দ্দ (পুং) বায়বাকীটবিশেষ। (সুশ্রুত কল্প° ৮ অ°)

শরাবতী (স্ত্রী) শরাস্তুণবিশেষাঃ সন্ত্যস্যামিতি শর-মতুপ্ শরাদীনাঞ্চ। (পা ৬।৩।১২০) ইতি দীর্ঘঃ। ১ নদীবিশেষ। (অমর) ২ নগরভেদ, লবের রাজধানী। কুশাবতী ও শরাবতী এই দুই স্থান যথাক্রমে কুশ এবং লবের রাজধানী ছিল।

"স নিবেশ্য কুশাবত্যাং রিপুনাগাঙ্কুশং কুশম্।
শরাবত্যাং সতাং সূক্তৈর্জনিতাশ্রুলবং লবম্॥" (রঘু ১৫।৯৭)

শরাবতী, নদীভেদ। সম্ভবতঃ রামগঙ্গানদী। টলেমী ইহাকে Saraims শব্দে উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার নিকটে হোনাবর রাজ্য অবস্থিত।

শরাবর (পুং) ১ ঢাল। ২ বর্ম্ম। (নীলকণ্ঠ) ৩ কটাহাদি।

শরাবরণ (ক্লী) ঢাল।

শরাবান্, বেলুচীস্থানের অন্তর্গত একটী প্রদেশ। বেলুচীস্থানের মধ্যস্থিত সুবিস্তৃত পার্ব্বত্য অধিত্যকাভূমে স্থাপিত। শরাবান্, ঝালাবান্ ও লুস প্রদেশ লইয়া উক্ত অধিত্যকা বিভক্ত।

শরাবার্দ্ধ (ক্লী) শরাবস্য অর্দ্ধং। কুড়বপরিমাণ, শরাবের অর্দ্ধ-পরিমাণ, ৩২ তোলা। (বৈদ্যকপরি°)

শরাবাপ (পুং) ধনু।

শরাবি (পুং) ঋষিভেদ।

শরাবী, ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ভেদ। ইহারা ফকির-বেশে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়।

শরাশ্রয় (পুং) শরাণামাশ্রয়ঃ। তূণ। (হেম)

শরাস (পুং) শর-অস-ঘঞ্। শরাসন। (ভাগবত ৪।১০।২২)

শরাসন (ক্লী) শরা অস্যন্তে ক্ষিপ্যন্তেঽনেনেতি অস-করণে-ল্যুট্। ১ ধনুঃ। (পুং) ২ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত ১।১১৭।৪)

শরাসনিন্ (ত্রি) শরাসনযুক্ত। ধনুর্ব্বাণধারী। (ভারত উদ্যোগ)

শরাস্য (ক্লী) শরাঃ অস্যন্তেঽনেনেতি অস-ণ্যৎ। ধনুঃ।

শারু (ত্রি) হিংস্র। (উণ্ ৪।১২৭)

শরিকা (স্ত্রী) প্রাসাদভেদ।

শরিন্ (ত্রি) বাণবিশিষ্ট। (ভারত সভাপর্ব্ব)

শরিমন্ (পুং) শৃণাতি যৌবনমিতি শৄ-ইমন্ (হৃ ভৃ ধৃ সৃ স্তৃ শৄভ্য ইমনিচ। উণ্ ৪।১৪৭) প্রসব। (উজ্জ্বল)

শরিয়া, বাঙ্গালার মুজঃফরপুর জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। মুজঃফরপুর নগর হইতে এই স্থান ১৮ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে বয়া নদীর কূলে অবস্থিত। এখানে নদীর উপর শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক তিন খিলানযুক্ত সেতু আছে। ঐ সেতুর উপর দিয়া ছাপরা রোড্ গিয়াছে। শরিয়া হইতে কিছু দূরে "ভীমসিংহের লাঠী বা গদা" নামক একখণ্ড প্রস্তরের একটী স্তম্ভ আছে। উহার শিরোদেশে সিংহমূর্ত্তি খোদিত। ভূপৃষ্ঠ হইতে স্তম্ভটী প্রায় ৩০ ফিট্ উচ্চ। উপরের সিংহ ও তাহার আসন এবং নিম্নের স্তম্ভমূল বাদে স্তম্ভদণ্ডটী প্রায় ২৪ ফিট। স্তম্ভমূলের নিম্নে মৃত্তিকাভ্যন্তরে ঐ প্রস্তরখণ্ডের কতটা প্রোথিত আছে তাহা আজিও নিরূপিত হয় নাই। যে ব্রাহ্মণের গৃহ-প্রাঙ্গণে ঐ স্তম্ভটী স্থান পাইয়াছে, তথাকার অনেক লোকে উহার মৃত্তিকাস্থিত ভিত্তি দেখিতে প্রয়াসী হইয়া খুঁড়িতে আরম্ভ করেন। কএক ফুট মৃত্তিকা বাহির করিয়াও তাহারা উহার তল-দেশ দেখিতে পান নাই। স্তম্ভগাত্রে অনেকগুলি নাম খোদিত আছে। ঐ স্তম্ভটী যে কোন প্রাচীন রাজকীর্ত্তি তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যে কারণেই হউক, উহা এই ভাবে পরিত্যক্ত রহিয়াছে। উহার ইতিহাস উদ্ধারের বিশেষ চেষ্টা হয় নাই। ইহার পার্শ্বে একটী সুবৃহৎ কূপ। যে ব্রাহ্মণের জমিতে এই স্তম্ভ রহিয়াছে তিনি বলেন যে উহার নিম্নদেশে অনেক ধনরত্ন আছে, তাহা বাহির করিবার জন্য এই কূপ কাটা হইয়াছিল।

এই স্থানে একটী নীলকুঠী আছে। ঐ কুঠীর অধীনে ৪৬০০ বিঘা জমি চাষ হয়।

শরীর (স্ত্রী) এরকাতৃণ। (ভারত সভাপর্ব্ব।

শরীর (ক্লী) শৄ-ঈরন্ (কৄ শৄ পৄ কটি পটিশৌটিভ্য ঈরন্। উণ্ ৪।৩০) দেহ, ইহা রোগাদিদ্বারা শীর্ণ হয়, এইজন্য শরীর নামে অভিহিত। পর্য্যায়—কলেবর, গাত্র, বপুঃ, সংহনন, বর্ষ্ম, বিগ্রহ, কায়, দেহ, মূর্ত্তি, তনু, তনূ, ক্ষেত্র, পুর, ঘন, অঙ্গ, পিণ্ড, ভূতাত্মা, স্বর্গলোকেশ, স্কন্ধ, পঞ্জর, কুল, বন, আত্মা, ইন্দ্রিয়ায়তন, মূর্ত্তিমৎ, করণ, বের, সঞ্চর, বন্ধ, পুদ্গল। (হেম)

কবিকল্পলতায় স্ত্রীপুরুষের সর্ব্বাঙ্গ এইরূপ বর্ণিত—প্রপদ, অঙ্ঘ্রি, গুল্ফ, পার্ষ্ণি, জঙ্ঘা, জানু, ঊরু, বঙ্ক্ষণ, কটি, ত্রিক, নিতম্ব, স্ফিক্, বস্তি, উপস্থ, কুকুন্দর, জঘন, জঠর, নাভি, বলি, স্তন, চূচুক, ক্রোড়, রোম, কক্ষ, অংশ, বক্ষঃ, দোঃ, পার্শ্ব, প্রগণ্ড, কূর্পর, হস্ত, প্রকোষ্ঠ, মণিবন্ধ, অঙ্গুলি, অঙ্গুষ্ঠ, করভ, নখ, পর্ব্ব, চপেটক, কণ্ঠ, শিরোধি, শ্মশ্রু, মুখ, ওষ্ঠ, চিবুক, হনু, দন্ত, তালু, রদ, জিহ্বা, নাসা, ভ্রূ, গণ্ড, লোচন, অপাঙ্গ, তারা, কর্ণ, ভাল, মস্তক, কেশ। (কবিকল্পলতা)

সাংখ্যদর্শনের টীকায় বাচস্পতি মিশ্র লিখিয়াছেন, শরীর দুই প্রকার স্থূল শরীর ও সূক্ষ্ম শরীর।* বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, এবং পঞ্চ তন্মাত্র এই অষ্টাদশ অবয়বের নাম সূক্ষ্ম বা লিঙ্গশরীর। এই লিঙ্গশরীর সৃষ্টির প্রারম্ভে উৎপন্ন হয় এবং মহাপ্রলয়ে বিলীন হয়। মহা-

---

* "সূক্ষ্মা মাতাপিতৃজাঃ সহ প্রভূতৈস্ত্রিধা বিশেষাঃ স্যুঃ
সূক্ষ্মাস্তেষাং নিয়তা মাতাপিতৃজা নিবর্ত্তন্তে॥"

সূক্ষ্মদেহাঃ পরিকল্পিতাঃ পিতৃজাঃ ষাট্‌কৌশিকাঃ, তত্র মাতৃতো লোম লোহিতমাংসানি পিতৃতস্তু স্নায়্বস্থিমজ্জান ইতি ষট্‌কোশাঃ। সূক্ষ্ম-মাতাপিতৃজয়োর্মধ্যে বিশেষমাহ সূক্ষ্মাস্তেষাং বিশেষাণাং মধ্যে যে, তে নিয়তাঃ নিত্যাঃ মাতাপিতৃজা নিবর্ত্তন্তে প্রলয়ে বা জন্মনি বা ... বেতি।" (সাংখ্যতত্ত্বকৌ° ৩৯)

প্রলয়ের পর পুনরায় যখন সৃষ্টির প্রারম্ভ হয়, তখন অষ্ট লিঙ্গ শরীর উৎপন্ন হয়। বিশেষ ইন্দ্রিয়দ্বারা গঠিত এইজন্য লিঙ্গশরীরকে বিশেষও কহে। স্থূলশরীর মাতাপিতৃজ। এই মাতাপিতৃজ শরীর কিছু কালের পর হয় মাটীতে না হয় অগ্নিতে অথবা পশুপক্ষীর উদরে পরিসমাপ্ত হয়।

পরলোকগত লিঙ্গশরীর ইহলোকে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া শস্যের সহিত সম্মিলিত হইয়া থাকে, পরে ভোক্তার সঙ্গে অদৃষ্টানুসারে পিতৃদেহে প্রবিষ্ট হয়। তৎপরে পিতৃশুক্রকে আশ্রয় করে, তৎপরে মাতৃজরায়ুতে প্রবিষ্ট হইয়া শুক্রশোণিতমিশ্রণসম্ভূত ক্রমোৎপন্ন দেহকোষে আবদ্ধ হয়। তাহার পর ভূমিষ্ঠ হয়। পিতা হইতে স্নায়ু, অস্থি ও মজ্জা এবং মাতা হইতে লোম লোহিত ও মাংস লাভ হয়, এইজন্য ইহাকে ষাট্‌কৌষিক শরীর কহে। এই ষাট্‌কৌষিক শরীর লাভের পর অদৃষ্টানুসারে ভোগ ও পরে তাহার নাশ হয়। এইরূপে লিঙ্গশরীরের বারংবার জন্ম ও মৃত্যু হয়।

পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চমহাভূত উৎপন্ন হইয়াছে। এই পঞ্চ মহাভূতের মধ্যে কেহ সুখকর ও লঘু, কেহ দুঃখকর ও চঞ্চল, কেহ বিষাদকর বা গুরু। অতএব ইহা শাস্ত্রে বিশেষ নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বিশেষ সকলও তিনি শ্রেণীতে বিভক্ত। সূক্ষ্মশরীর, মাতাপিতৃজ বা স্থূলশরীর, এবং তদতিরিক্ত মহাভূত। মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র এই সকলের সমষ্টিই সূক্ষ্মশরীর। ইন্দ্রিয় সকল শান্ত, ঘোর ও মূঢ়াত্মক সুতরাং উহাও বিশেষ। সূক্ষ্ম শরীর ইন্দ্রিয়ঘটিত, অতএব তাহাও বিশেষ মধ্যে পরিগণিত। এক এক পুরুষের এক একটী সূক্ষ্মশরীর পূর্ব্বেই প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। উহা মহাপ্রলয়পর্য্যন্ত স্থায়ী। এই সূক্ষ্মশরীর পূর্ব্বগৃহীত স্থূল দেহের পরিত্যাগ এবং অভিনব স্থূল দেহের গ্রহণ করিয়া থাকে, ইহারই নাম সংসার। চিত্র যেরূপ আশ্রয় ভিন্ন থাকিতে পারে না, এইজন্য লিঙ্গশরীরের আশ্রয় স্বরূপ স্থূল শরীর অপেক্ষিত।

সাংখ্যদর্শনের ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু, যে তিনটী শরীর স্বীকার করিয়াছেন, তাহা সূক্ষ্মশরীর, অধিষ্ঠানশরীর ও স্থূলশরীর। তাঁহার মতে স্থূলদেহ পরিত্যাগের পর লিঙ্গশরীরের যে লোকান্তর গমন হয়, তাহা এই অধিষ্ঠানশরীরের আশ্রয়ে হইয়া থাকে। তাঁহার মতে সূক্ষ্মশরীর কোন সময়ই আশ্রয় ভিন্ন থাকিতে পারে না। স্থূলভূতের সূক্ষ্ম অংশই অধিষ্ঠানশরীর বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। এই অধিষ্ঠান শরীরের অপর নাম আতিবাহিক শরীর। সূক্ষ্মশরীর ধর্ম্মাধর্ম্মাদি নিমিত্ত অনুসারে নানাবিধ স্থূলশরীর গ্রহণ করিয়া থাকে। ধর্ম্মাদি কাহারও স্বাভাবিক এবং কাহার বা উপায়ানুষ্ঠানসাধ্য। যতদিন না মুক্তি হইবে, ততদিন উক্ত সূক্ষ্মশরীর স্থূলশরীর গ্রহণ এবং অদৃষ্টানুসারে সুখদুঃখাদি ভোগ করিয়া তাহা ত্যাগ করিবে। (সাংখ্যদ°)

আয়ুর্ব্বেদ মতে যেরূপে সৃষ্টিপ্রকরণে ক্রমশঃ স্থূলশরীরের বিকাশ হইয়াছে নিম্নে তাহা যথাযথ লিখিত হইল। যিনি নিখিল জগতের কারণ অর্থাৎ উৎপত্তির হেতু তিনি সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণাত্মক এবং তাঁহার নাম অব্যক্ত। এই অব্যক্তের কোনরূপ কারণ বা উৎপত্তির হেতু নাই। উক্ত অব্যক্ত হইতে মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি হয়; এই মহত্তত্ত্ব সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণবিশিষ্ট। ইহা হইতে তৎসমগুণবিশিষ্ট অহঙ্কার উদ্ভূত হয়। এই অহঙ্কার সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে ত্রিবিধ। যখন রাজস অহঙ্কার সাত্ত্বিকের সহায়ভূত হয় তখন সত্ত্ব বা প্রকাশলক্ষণ একাদশ ইন্দ্রিয় অর্থাৎ শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষুঃ জিহ্বা, ঘ্রাণ, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ ও মন উৎপন্ন হয়। এই সকল ইন্দ্রিয়ের মধ্যে প্রথম পাঁচটী যথাক্রমে বুদ্ধীন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় নামে অভিহিত হয়, দ্বিতীয় অর্থাৎ মন, জ্ঞান ও কর্ম্ম এই উভয়াত্মক ইন্দ্রিয়; ইহার সাহায্য ব্যতিরেকে জ্ঞান বা কর্ম্ম কোন ইন্দ্রিয়ই স্বীয় কার্য্যকারিতালাভে সমর্থ হয় না। উক্ত রূপে রাজস অহঙ্কার তামস অহঙ্কারের সহায়ভূত হইলে তাহা হইতে তমো বা মোহলক্ষণ পঞ্চতন্মাত্রের সৃষ্টি হয়। এই পঞ্চতন্মাত্রকে প্রকারান্তরে পঞ্চ সূক্ষ্মভূত বলা যায়; কেননা ইহা হইতেই নিম্নোক্ত প্রকারে পঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তি। পঞ্চমহাভূত অর্থাৎ আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও ক্ষিতি। এই পাঁচটী ভূত এই রূপে উৎপন্ন হইয়াছে যথা—শব্দতন্মাত্র হইতে আকাশ শব্দগুণ বিশিষ্ট হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে। শব্দ ও স্পর্শতন্মাত্রের সমবায়ে শব্দস্পর্শগুণ বায়ু, শব্দস্পর্শ রূপ-তন্মাত্র সমবায়ে শব্দস্পর্শ গুণবিশিষ্ট তেজ, শব্দস্পর্শ-রূপ-রস-তন্মাত্রের সমবায়ে ঐরূপ তত্তদ্‌গুণবিশিষ্ট জল এবং শব্দস্পর্শরূপ রসগন্ধ তন্মাত্রের সমবায়ে উক্ত পঞ্চগুণবিশিষ্ট ক্ষিতির উৎপত্তি হয়।

উক্ত অব্যক্ত, মহান্, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চভূত, এই প্রকৃতিমূলক চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব ও পুরুষ সংযোগে স্থাবরজঙ্গমাত্মক যাবতীয় দেহের সৃষ্টি হয়। স্থাবর শব্দ সাধারণতঃ নিশ্চল উদ্ভিজ্জমাত্র বোধক; তন্মধ্যে উদ্ভিদ্‌গুলি চারিভাগে বিভক্ত—বনস্পতি, বৃক্ষ, বীরুধ্ ও ওষধি। যে সকল বৃক্ষের পুষ্প হয় না ফল হয়, তাহাদিগকে বনস্পতি বলে। যে সকল বৃক্ষের পুষ্প ও ফল উভয়ই হয় তাহারা বৃক্ষ; যাহারা লতাইয়া যায় এবং স্তম্ব অর্থাৎ ঝোড় বিশিষ্ট তাহারা বীরুধ্ এবং যাহারা ফল পাকিলে পর মরিয়া যায়, তাহারা ওষধি বলিয়া অভিহিত হয়। জঙ্গম সকলও জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ ভেদে

চতুর্ব্বিধ। তন্মধ্যে পশু মনুষ্যাদি জরায়ুজ; পক্ষী, সর্প, সরীসৃপ প্রভৃতি অণ্ডজ; ক্রিমি, কীট, পিপীলিকা প্রভৃতি স্বেদজ এবং ইন্দ্রগোপ-মণ্ডূক প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ। জরায়ুজ শরীর শুক্র ও আর্ত্তব হইতে উৎপন্ন। এস্থলে বলা বাহুল্য যে এই দুই দ্রব্যে পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব অতি গূঢ়ভাবে নিহিত থাকে। স্বজাতীয় স্ত্রী পুরুষের সংযোগ হইলে বায়ু শরীরস্থ তেজকে উদ্দীপিত করিয়া তেজ ও বায়ু এই উভয়ে যথাসময়ে পুরুষের শুক্র মেঢ্রমার্গে সঞ্চালিত করে এবং অচিরাৎ উহা যোনিপ্রাপ্ত হইয়া আর্ত্তবের সহিত সংসৃষ্ট হয়। অনন্তর যথাক্রমে অগ্নি ও সোমগুণবিশিষ্ট শোণিত ও শুক্রের সম্মিলনে উৎপন্ন গর্ভ জরায়ুর অভ্যন্তরস্থ গর্ভ-শয্যায় নিহিত হইবা মাত্র যাঁহার নাম ক্ষেত্রজ্ঞ, বেদয়িতা, স্প্রষ্টা, ধাতা, দ্রষ্টা, শ্রোতা, রসয়িতা, পুরুষ, স্রষ্টা, গন্তা, সাক্ষী ও বক্তা এবং যাঁহার অন্যান্য নামও আছে, তিনি অক্ষয়, অব্যয় ও অচিন্ত্য হইলেও প্রাক্তন কর্ম্মবশতঃ ভূতাত্মা সত্ত্বরজস্তমোগুণের এবং দৈবাসুরমূলক অন্যান্য ভাবের সহিত গর্ভাশয়ে প্রবিষ্ট হন। উক্ত শুক্রশোণিতসংযোগ সময়ে যদি শুক্রের বাহুল্য হয় তবে পুরুষ, আর্ত্তব বাহুল্যে কন্যা এবং উভয়ের সমতায় নপুংসক সন্তান জন্মে।

শুক্র ও শোণিতের সংযোগের পর এক মাস পর্য্যন্ত উহা কলল অর্থাৎ ঈষৎ তরল অবস্থায় থাকে; দ্বিতীয় মাসে গর্ভসম্পাদক মহাভূতগণ শীত, উষ্মা ও অনিল সংযোগে পরিণাম প্রাপ্ত হওয়াতে সংহত ও ঘনীভূত হয়। এই অবস্থায় গর্ভ পিণ্ডাকৃতি হইলে পুরুষ, দীর্ঘাকৃতি হইলে কন্যা এবং অর্ব্বুদাকৃতি হইলে নপুংসক সন্তান জন্মে। তৃতীয় মাসে হস্তদ্বয়, পদদ্বয় ও মস্তক, এই পাঁচটী পিণ্ডাকারে এবং বক্ষঃ, পৃষ্ঠাদি অঙ্গ ও নাসাচিবুকাদিপ্রত্যঙ্গ সূক্ষ্মভাবে উৎপন্ন হয়। চতুর্থ মাসে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিভাগ অধিকতর ব্যক্ত হইয়া থাকে এবং গর্ভহৃদয়ের প্রব্যক্ততা হেতু তথায় চেতনাধাতুর অভিব্যক্তি হয়; কেন না হৃদয়ই চেতনাধাতুর স্থান। এই সময়ে গর্ভবিষয়ে অভিলাষ হয় এবং তজ্জন্যই তৎকালে গর্ভিণীকে দ্বিহৃদয়া বা দৌহৃদিনী কহে। দৌহৃদের অবমাননা করিলে গর্ভিণী কুব্জ, কুণি, খঞ্জ, জড়, বামন, বিকৃতাক্ষ ও হীনাঙ্গ সন্তান প্রসব করে; অতএব তখন গর্ভিণী যাহা অভিলাষ করে, তাহা তাহাকে সাধ্যমত প্রদান করা কর্ত্তব্য। পঞ্চম মাসে মনের বোধশক্তি অধিকতর বৃদ্ধি হয়; ষষ্ঠমাসে বুদ্ধিশক্তির আবির্ভাব হয়। সপ্তম মাসে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিভাগ স্ফুটতর হয়। অষ্টম মাসে গর্ভের ওজো ধাতু স্থির হয় না অর্থাৎ তখন ওজোনামক ধাতু অস্থির ভাবে কখন মাতৃ হৃদয়ে কখন বা শিশুহৃদয়ে অবস্থান করে; একারণ মাতৃহৃদয়ে ওজো ধাতুর অবস্থানকালে প্রসূত হইলে শিশু জীবিত থাকিতে পারে না; কারণ ওজো ধাতুই জীবের এক রকম জীবন ও বল; সুতরাং ওজোধাতুর নাশ হইলে তৎসঙ্গে সঙ্গেই প্রাণ বা বলের নাশ হয়। উক্ত ওজো ধাতু শিশুহৃদয়ে অবস্থানকালে প্রসূত হইলে তাহার বাঁচিবার সম্ভাবনা থাকে। নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ মাসের অন্যতম মাসেই গর্ভ ভূমিষ্ঠ হইবার প্রকৃত কাল। ইহার অন্যথা হইলে গর্ভ বিকৃতি প্রাপ্ত হয়।

গর্ভের নাভিনাড়ী মাতার রসবহা নাড়ীতে সম্বদ্ধ থাকিয়া তদীয় আহার-রসবীর্য্য গর্ভশরীরে বহন করায় মাতার সেই উপস্নেহ দ্বারা ক্রমশঃ গর্ভের অভিবৃদ্ধি হয়। যোনিতে শুক্রের নিষেচন হওয়া অবধি যতদিন পর্য্যন্ত গর্ভের অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ সম্যক্ জাত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত মাতার সর্ব্বশরীরাবয়বগামিনী রসবহা তির্য্যগ্‌গত ধমনীদিগের উপস্নেহ সকল তাহাকে জীবিত রাখে ও পরিপুষ্ট করে।

গর্ভের কেশ, শ্মশ্রু, লোম, অস্থি, নখ, দন্ত, শিরা, স্নায়ু, ধমনী, রেতঃ প্রভৃতি স্থির অঙ্গসকল পিতৃজ এবং মাংস, শোণিত, মেদ, মজ্জা, হৃদয়, নাভি, যকৃৎ, প্লীহা, অন্ত্র, গুদ প্রভৃতি কোমলাঙ্গ গুলি মাতৃজ। উহার শরীরের পুষ্টি, বল, বর্ণ, স্থিতি ও হানি রসজ; ইন্দ্রিয়সমূহ, জ্ঞান, বিজ্ঞান, আয়ু ও সুখ দুঃখাদি আত্মজ; এবং বীর্য্য, আরোগ্য, বল, বর্ণ ও মেধা সাত্ম্যজ এতদ্ভিন্ন কতকগুলি সত্ত্বজ লক্ষণও উহার শরীরে দেখা যায়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, শুক্রার্ত্তব সংযোগে গর্ভের উৎপত্তি হয়; কিন্তু যেমন ঋতু, ক্ষেত্র, জল ও বীজের সমগ্রতা না হইলে অঙ্কুরোৎপত্তি হয় না, তদ্রূপ ঋতু, ক্ষেত্র, আহারজ রস ও বীজের সমগ্রতা না হইলে সন্তানোৎপত্তি হয় না; একারণ সন্তানকামী নরনারীর নিয়তই যথাবিধানে শুক্রশোণিত পরিশুদ্ধি বিষয়ে সচেষ্ট থাকা একান্ত কর্ত্তব্য; তাহা হইলে যথাকালে ঐ উভয়ের সংযোগ হইলে রূপগুণযুক্ত* মহাবল চিরায়ু সন্তান প্রসূত হয়।

যমজাদির উৎপত্তিবিবরণ।

ঘৃতপিণ্ড যেমন অগ্নিকে আশ্রয় করিলে গলিয়া যায়, তদ্রূপ নারীর আর্ত্তব পুরুষ-সমাগমে গলিত হইয়া বিসর্পিত হয় এবং তদীয় শুক্রের সহিত মিলিয়া যখন গর্ভোৎপত্তি করে, তখন ঐ শুক্র আত্ত-

* তেজোধাতু সকল প্রকার বর্ণের উৎপাদক গর্ভোৎপত্তিকালে ইহা জলধাতুবহুল হইলে গর্ভ গৌরবর্ণ, পৃথ্বীধাতুবহুল হইলে কৃষ্ণবর্ণ, পৃথ্বী ও আকাশধাতুবহুল হইলে কৃষ্ণশ্যাম, জল ও আকাশধাতুবহুল হইলে গৌর-শ্যামবর্ণ হয়, কিন্তু কেহ কেহ বলেন, গর্ভিণী যেরূপ বর্ণের আহার অধিক সেবন করে তৎপ্রসূত সন্তানও সেই বর্ণের হইয়া থাকে। আবার তেজোধাতু গর্ভের দৃষ্টিভাগগত না হইলে সন্তান জাত্যন্ধ হয়; কিন্তু রক্তে উহার আধিক্য হইলে সন্তান রক্তাক্ষ, পিত্তে আধিক্য হইলে পিঙ্গলাক্ষ, শ্লেষ্মানুগত হইলে শুক্লাক্ষ এবং বায়ুর অনুগত হইলে বিকৃতাক্ষ সন্তান জন্মে। অতএব রূপগুণ সম্পন্ন ও আরোগ্যগুণবিশিষ্ট শোণিত-শুক্রের পরিশুদ্ধির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

ষের সহিত সম্মিলিত হইবার প্রাক্‌কালে যদি কোন কারণে বায়ু কর্তৃক দ্বিধা বিভক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাতেই অদৃষ্ট কারণবশতঃ দুই জীব আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যমজ সন্তান উৎপাদন করে। যমকেরা অধর্ম্মকে সম্মুখীন করিয়াই অবতীর্ণ হইয়া থাকে অর্থাৎ অধর্ম্মকারীরাই যমজ হইয়া জন্মে। মাতাপিতার অল্প শুক্রতা হেতু আসেক্য (শিথিল শেফঃ) নামক পুরুষ উৎপন্ন হয়। যে সন্তান পূতিযোনিতে জন্মগ্রহণ করে, তাহাকে সৌগন্ধিক কহে; পুরুষের ন্যায় স্ত্রীদিগের পায়ুতে গমনকারী অজিতেন্দ্রিয় জাতককে কুম্ভীক বলে; অন্যের ব্যবায় সন্দর্শনে যাহার ব্যবায় প্রবৃত্তি জন্মে তাহার নাম ঈর্ষক; পুরুষ যদি মোহবশতঃ উত্তানভাবে শয়নপূর্ব্বক স্বীয় চেষ্টায় স্ত্রীতে বীর্য্যাধান করে, তাহা হইলে সেই গর্ভে ষণ্ড নামক সন্তান জন্মে এবং তাহার আকার প্রকার ও চেষ্টাদি স্ত্রীলোকের ন্যায় হয়। আবার যদি উক্ত অবস্থাপন্ন পুরুষ হইতে স্ত্রী স্বীয় চেষ্টা দ্বারা বীর্য্যগ্রহণ করে এবং তাহাতে সন্তান জন্মে তাহা হইলে তাহার চেষ্টাদি পুরুষের ন্যায় হয়। উক্ত ষণ্ডের শরীরে শুক্রের ভাগ থাকে না। নারীদ্বয় রমণোচ্ছুক হইয়া পরস্পর কথঞ্চিৎ গমন করিলে যদি পরস্পর শুক্রমোচন করে, তবে অস্থিহীন সন্তান উৎপন্ন হয়। ঋতুস্নাতা স্ত্রী স্বপ্নে মৈথুনাচরণ করিলেও তাহা হইতে সন্তানোৎপত্তি হইয়া থাকে, কিন্তু সেই গর্ভ পিতৃজদেহবিবর্জ্জিত হয় অর্থাৎ তাহার কেশ, শ্মশ্রু, লোম, নখ, দন্ত, শিরা, স্নায়ু, ধমনী ও রেতঃ প্রভৃতি হয় না। সাতিশয় পাপকৃত গর্ভ সর্প, বৃশ্চিক, কুষ্মাণ্ড প্রভৃতির ন্যায় বিকৃতাকারে প্রসূত হয়। দৌহৃদের অবমাননা করিলে গর্ভের যে অবস্থা হয়, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ফল কথা মাতাপিতার নাস্তিকতা, পূর্ব্বজন্মকৃত অশুভসমূহ ও বাতাদির প্রকোপ বশতঃই গর্ভ নানারূপ বিকৃতি প্রাপ্ত হয়।

মাতার নিশ্বাস প্রশ্বাস-সংক্ষোভ ও নিদ্রা হইতে গর্ভস্থ শিশুর নিশ্বাস প্রশ্বাস-সংক্ষোভ ও নিদ্রা হইয়া থাকে; কিন্তু মলের অল্পতা হেতু এবং বায়ু ও পক্বাশয়ের অযোগ হেতু অর্থাৎ উহাদের প্রকৃতাবস্থার অপ্রাপ্তি হেতু ঐ শিশুর বাত, মূত্র ও পুরীষ নির্গম হয় না; আর যদি উহার মুখ জরায়ু দ্বারা আচ্ছন্ন এবং কণ্ঠ কফবেষ্টিত ও তাহার বায়ুমার্গ প্রতিরুদ্ধ থাকে, তাহা হইলে উক্ত শিশু রোদন করিতে অসমর্থ হয়।

শরীরবিচয়।

অগ্নি, সোম, বায়ু, সত্ত্ব রজঃ, তমঃ, পঞ্চেন্দ্রিয় ও ভূতাত্মা (কর্ম্মপুরুষ) ইহারা প্রাণ। যেমন দুগ্ধ পচ্যমান হইলে তাহা হইতে সর উৎপন্ন হয়, সেইরূপ শুক্র ও শোণিত, অগ্নি প্রভৃতি প্রাণ দ্বারা অধিষ্ঠিত হইয়া পচ্যমান হইলে তাহাতে সপ্ত ত্বক্ উৎপন্ন হইয়া থাকে। যথা—

১ম অবভাসিনী—এই ত্বক্ সর্ব্ববর্ণের ভাসক ও পঞ্চভূতাত্মক কান্তির প্রকাশক। উহার স্থূলতা একটী ব্রীহির অষ্টাদশ ভাগ।

২য় লোহিতা—ইহা অবভাসিনীর অব্যবহিত নিম্নবর্ত্তিনী এবং একটী ব্রীহির ষোড়শ-ভাগৈকভাগ প্রমাণ।

৩য় শ্বেতা—ইহার পরিমাণ ব্রীহির দ্বাদশ ভাগের এক ভাগ।

৪র্থ তাম্রা—ইহা একটী ব্রীহির অষ্ট-ভাগৈকভাগপ্রমাণ।

৫ম বেদিনী—একটী ব্রীহির পাঁচ ভাগের এক ভাগ মাত্র ইহার পরিমাণ।

৬ষ্ঠ রোহিণী—ইহার স্থূলতা সম্পূর্ণ একটী ব্রীহির সমান।

৭ম মাংসধরা—ইহার পরিমাণ দুইটী ব্রীহির স্থূলতার সমান।

উক্ত সপ্ত ত্বকের স্থূলতার সমষ্টি এক অঙ্গুষ্ঠোদর; কিন্তু ত্বক্‌সমূহের প্রত্যেকগত ও সমুদয়ের সমষ্টির যে পরিমাণ বলা হইল, উহা শরীরের মাংসল প্রদেশসমূহ সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে, ললাটাদি অস্থিময় স্থানের ত্বক্ সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে না।

শরীরাভ্যন্তরস্থ ধাতু ও আশয়দিগের পরস্পরের মধ্যবর্ত্তী সীমাস্বরূপ, স্নায়ুসমূহে সমাচ্ছন্ন ও জরায়ু নামক সূক্ষ্ম চর্ম্মাকৃতি পদার্থ দ্বারা সন্তত এবং শ্লেষ্মা দ্বারা পরিবেষ্টিত পদার্থের নাম কলা; এই কলাও শরীরের মধ্যে সাতটী; যথা,—

১ম মাংসধরা কলা—ইহা মাংসকে বেষ্টন করিয়া থাকে অর্থাৎ ধাত্বন্তর হইতে মাংসকে ব্যবচ্ছিন্ন করিয়া রাখে এবং পঙ্ক সংসৃষ্ট জলে বিস-মৃণাল যেরূপ ইতস্ততঃ বিবর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ শিরা, স্নায়ু ধমনী ও স্রোতঃসমূহ ইহাতে প্রতানভাবে অবস্থিত থাকিয়া মাংসের সহিত সম্বদ্ধ থাকে।

২য় রক্তধরা—ইহা মাংসের অভ্যন্তরস্থ রক্তকে বেষ্টন করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন রক্তবহা শিরা, প্লীহা ও যকৃৎকেও রক্তধরা কলা বলা যায়।

৩য় মেদোধরা—মেদ প্রধানতঃ সর্ব্বজীবের উদরেই থাকে, তবে সূক্ষ্ম ও মহদস্থির মধ্যে যে মেদ থাকে, তাহা মজ্জা নামে অভিহিত হয়।

৪র্থ শ্লেষ্মধরা—ইহা প্রাণীদিগের সর্ব্বসন্ধিতে অবস্থিত, যেমন, চক্রচ্ছিদ্রান্তর্গত কাষ্ঠ স্নেহাভ্যক্ত হইলে উত্তম চলে, তদ্রূপ সন্ধি সকল শ্লেষ্মাশ্রিত হওয়াতে উহা উত্তমরূপে সঞ্চালিত হইয়া থাকে।

৫ম পুরীষধরা—ইহা পক্বাশয়ে অবস্থিত এবং নিম্ন কোষ্ঠের অন্তঃস্থিত অর্থাৎ উণ্ডুকস্থ মলকে অন্য পদার্থ হইতে পৃথক্ রক্ষা করে। উক্ত পক্বাশয় বা স্থূলান্ত্র মলনাড়ীর নিকট প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া কুক্ষিতে জটিল ভাবে ডানদিকের কুঁচকির নিকট পর্য্যন্ত আসিয়া শেষ হইয়াছে; এই স্থানে একটী থলি আছে, তাহাতে বিষ্ঠা সঞ্চিত থাকে; ইহারই নাম উণ্ডুক; এই

উণ্ডুকই স্থূলান্ত্রের প্রথম সীমা, এখান হইতে স্থূলান্ত্র ক্রমশঃ ঊর্দ্ধমুখে উঠিয়া যকৃৎ ও আমাশয়কে বেষ্টন করিয়া ফুসফুসের নিম্ন দিয়া প্লীহা পর্য্যন্ত আসিয়া পরে নিম্নমুখে মলদ্বার পর্য্যন্ত গিয়াছে। মলধরা কলা উক্ত ক্ষুদ্রান্ত্রে থাকিয়াই তত্রত্য পদার্থান্তর হইতে উণ্ডুকস্থ মলকে পৃথক্ রূপে বিভাগ করিতেছে।

"যকৃৎ সমন্তাৎ কোষ্ঠঞ্চ তথান্ত্রাণি সমাশ্রিতা।

উণ্ডুকস্থং বিভজতে মলং মলধরা কলা॥" (সুশ্রুত শারীরস্থান)

৬ষ্ঠ পিত্তধরা—ইহার নাম গ্রহণী নাড়ী বা পচ্যমানাশয়; ইহাতে চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয় এই চতুর্ব্বিধ অন্নপান আমাশয় বা পাকস্থলী হইতে চ্যুত হইয়া এই স্থানে আসিয়া স্থানীয় পাচকনামা পিত্তের তেজে শোষিত হইয়া যথাকালে জীর্ণ হয় এবং পক্বাশয়ে গমন জন্য প্রস্তুত থাকে।

৭ম শুক্রধরা—যেমন দুগ্ধে ঘৃত এবং ইক্ষুরসে গুড় অবস্থান করে, তদ্রূপ প্রাণীদিগের সর্ব্বশরীরেই শুক্র বর্ত্তমান থাকে। যখন পুরুষ প্রসন্ন হইয়া স্ত্রীতে রত হয়, তখন হর্ষ বশতঃ শরীরে উত্তেজিত হইয়া উহা পুরুষের বস্তিদ্বারের দুই অঙ্গুল দক্ষিণপার্শ্বে অধোভাগে মূত্রস্রোতের পথ দিয়া নির্গত হয়। সর্ব্বদেহগত এই শুক্রকে ধাত্বন্তর হইতে পৃথক্ ভাবে রক্ষা করে বলিয়া ইহাকে শুক্রধরা-কলা বলা হয়।

গৃহীতগর্ভা রমণীদিগের আর্ত্তববাহী স্রোতঃসমূহের পথ গর্ভ কর্তৃক রুদ্ধ হওয়ায় তৎকালে উহাদিগের আর্ত্তব দৃষ্ট হয় না, এবং এইরূপে প্রতিহত হওয়ায় ঊর্দ্ধগত হইয়া কতক তথায় উপচীয়মান হইয়া অপরা রূপে (চলিত ফুল) পরিণত হয়, তদতিরিক্ত আর্ত্তব আরও ঊর্দ্ধগত হইয়া পয়োধর দ্বয়কে প্রাপ্ত হইলে গর্ভিণীগণ পীনোন্নতপয়োধরা হন এবং এই আর্ত্তবই কালে তথায় স্তন্যরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয়।

গর্ভের রক্ত হইতে প্লীহা ও যকৃৎ এবং রক্তের ফেন হইতে ফুসফুস ও রক্তের মল হইতে উণ্ডুক উৎপন্ন হয়। রক্ত ও শ্লেষ্মার প্রসাদভাগ পিত্ত কর্তৃক পচ্যমান হইলে বায়ু তাহার অনুসরণ করিয়া তাহার স্ফীতি সম্পাদন করে, তাহাতে গর্ভের অন্ত্রসমূহ, গুদ ও বস্তি উৎপন্ন হয়। কফ, শোণিত ও মাংসের সার হইতে জিহ্বার উৎপত্তি হয়। বায়ু যথাপ্রয়োজন পিত্তের সহিত সংযুক্ত হইয়া মাংসে অনুপ্রবেশ পূর্ব্বক পেশীদিগকে স্বতন্ত্র করে, মাংস ও পেশী একই জানিবে, পেশী মাংসের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। বায়ু মেদের স্নেহ ভাগ গ্রহণ করিয়া শিরা ও স্নায়ুরূপে পরিণত হয়; কিন্তু তন্মধ্যে শিরাদিগের পাক মৃদু ও স্নায়ুদিগের পাক খর। রক্ত ও মেদের প্রসাদ হইতে বৃক্কদ্বয় উৎপন্ন হয়। মাংস, রক্ত, কফ ও মেদের প্রসাদ হইতে বৃষণদ্বয় এবং রক্ত ও কফের প্রসাদ হইতে হৃদয়ের উৎপত্তি হয়। এই হৃদয় যাবতীয় প্রাণবহা ধমনীর আশ্রয়, ইহারই অধোদেশে বামপার্শ্বে প্লীহা এবং ফুসফুসের অধোভাগে দক্ষিণপার্শ্বে যকৃৎ অবস্থিত। যকৃতের অধঃস্থভাগকে ক্লোম কহে। উক্ত হৃদয়ের আকার পদ্ম-মুকুলের ন্যায়, কিন্তু উহা নিয়ত অধোমুখে থাকে এবং জীবের জাগ্রদবস্থায় বিকসিত ও নিদ্রিতাবস্থায় নিমীলিত হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ইহা প্রাণিদিগের বিশেষরূপ চেতনাস্থান, সুতরাং যখন উহা তমসাবৃত হয়, তখনই প্রাণিগণ নিদ্রিত হইয়া থাকে। যৎকালে তমোভূয়িষ্ঠ শ্লেষ্মা সংজ্ঞাবহ-স্রোতঃসমূহকে প্রাপ্ত হয়, তখন তামসী নামক নিদ্রা উৎপন্ন হয়; উহা প্রলয়কালে আবির্ভূত হইলে জীবের আর নিদ্রাভাঙ্গে না।

মাতৃজ রস ও মারুতাধ্মান অর্থাৎ উষ্ম রস দ্বারা স্রোতঃসমূহের পূরণই গর্ভের পরিবৃদ্ধির কারণ; গর্ভের নাভির অন্তরে অগ্নিস্থান নির্দ্দিষ্ট আছে; বায়ুর আধমনে সেই অগ্নি আহত হইয়া পূর্ব্বোক্ত রসকে পরিপাক এবং তদ্দ্বারা স্রোতঃসমূহকে পূরণ করে।

শুক্রার্ত্তব সংযোগকালে উহাদের মধ্যে বাতপিত্তাদির যেরূপ আধিক্য বা ঔৎকট্য থাকে, তদনুসারেই গর্ভের প্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট হয় অর্থাৎ শুক্রশোণিতে বায়ুর আধিক্য থাকিলে লোক বাতপ্রকৃতিক হয়; এইরূপে পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক এবং উভয়ের আধিক্যে বাতপৈত্তিক ও বাতশ্লৈষ্মিক এবং তিনের সংমিশ্রণে সান্নিপাতিক প্রকৃতি হইয়া থাকে। নিম্নে ক্রমশঃ ইহাদের নাম ও গুণাবলী যথাযথভাবে বর্ণিত হইতেছে, যথা—

বাতিক প্রকৃতি—এই প্রকৃতিস্থ লোক জাগরূক, শীতদ্বেষী, দুর্ভাগ্য, চৌরপ্রকৃতি, মৎসরী, অনার্য্য, গীতাদিরত, স্ফুটিত করচরণ, অতি রুক্ষ শ্মশ্রুনখকেশ, ক্রোধী এবং তদবস্থায় দন্তনখখাদী অর্থাৎ দাঁত কিড়মিড় করে ও কামড়ায়, সে অধীর, [illegible], কৃশ, পরুষ, বহুভাষী, দ্রুতগামী, ভ্রমণশীল, অনবস্থিতচিত্ত, স্বপ্নে আকাশে গমনকারী, অত্যন্ত চঞ্চলদৃষ্টি, অল্প ধনরত্নসঞ্চয়ী ও অসম্বদ্ধপ্রলাপী হয় এবং তাহার শরীর শিরাজালে ব্যাপ্ত ও কাহারও সহিত বন্ধুত্ব করিয়া তাহা স্থির রাখিতে পারে না। এই প্রকৃতিক লোক ছাগ, শৃগাল, শশ, ইন্দুর, উষ্ট্র, কুক্কুর, গৃধ্র, কাক ও গর্দ্দভ প্রভৃতির সহিত উপমিত হইয়া থাকে।

পিত্ত-প্রকৃতি—যাহার প্রকৃতি পৈত্তিক, সে নিয়ত [illegible], দুর্গন্ধবিশিষ্ট, পীতাঙ্গ, শিথিল [illegible], তাহার নখ, চক্ষু, জিহ্বা, ওষ্ঠ, পাদ ও পাণিতল তাম্রবর্ণ, সে বলি পলিত-খালিত্য [illegible], দুর্ভাগা, বহুভোজী, উষ্ণদ্বেষী, মধ্যম বল ও মধ্যমায়ুর্বিশিষ্ট, মেধাবী, নিপুণমতি, উচিত বক্তা, তেজস্বী, সভাস্থলে দুর্নিবারবীর্য্য, স্বপ্নে কনক, পলাশ, কর্ণিকার, অগ্নি, বিদ্যুৎ ও উল্কা দর্শন

কারী, প্রণত ব্যক্তির প্রতি সান্ত্বনাপ্রদ ও সদয় এবং অনত ব্যক্তির প্রতি অমৃদু হয়; তাহার কোপ এবং প্রসাদ ক্ষিপ্রতর অর্থাৎ সে যেমন কোন কারণে হঠাৎ ক্রুদ্ধ হয়, তদ্রূপ আবার শীঘ্রই সুপ্রসন্ন হইয়া থাকে। অনেক সময় তাহাকে মুখপাকাদি রোগে কষ্ট পাইতে দেখা যায়; এই প্রকৃতিক লোক ভুজঙ্গ, উলূক, গন্ধর্ব, যক্ষ, মার্জ্জার, বানর, ব্যাঘ্র, ভল্লুক ও নকুলের সহিত উপমিত হয়।

শ্লেষ্মপ্রকৃতি—যে লোকের প্রকৃতি শ্লেষ্মভাবাপন্ন, তাহার শারীরিক বর্ণ দূর্ব্বা, ইন্দীবর, খড়্গ, কাঁচা রীঠাফল ও শরকাণ্ড সদৃশ; সে প্রিয়দর্শন, মধুররসপ্রিয়, কৃতজ্ঞ, ধৃতিমান্, সহিষ্ণু, অলোভী, বলবান্, চিরগ্রাহী অর্থাৎ বিলম্বে ধারণশীল, দৃঢ়বৈর ও লক্ষ্মীযুক্ত হয়; তাহার কেশ গুলি দৃঢ়, কুটিল ও সাতিশয় নীলবর্ণ এবং স্বর মেঘ, মৃদঙ্গ বা সিংহের ধ্বনির ন্যায়, সে স্বপ্নে কমল, হংস, চক্রবাকসঙ্কুল মনোজ্ঞ জলাশয় সকল সন্দর্শন করে। তাহার নেত্রপ্রান্ত রক্তলাঞ্ছিত, গাত্র সুবিভক্ত, দৃষ্টি স্নেহময়; সে সত্ত্বগুণোপপন্ন, ক্লেশক্ষম, গুরুজনসম্মানকারী, ও কফবহুল হইয়া থাকে। শাস্ত্রে তাহার বুদ্ধি অতিশয় দৃঢ়, সে স্থিরমিত্র অর্থাৎ তাহার মিত্রতা সহজে বিনষ্ট হয় না, সে স্থিরধন ও বহু বিবেচনার পর দানকারী এবং যে যে বাক্য দান করে তাহা অটল অর্থাৎ সে কখনই ঐ কথার ব্যতিক্রম করে না। এই প্রকৃতিক ব্যক্তি ব্রহ্ম, রুদ্র, ইন্দ্র, বরুণ, সিংহ অশ্ব, গজ, গো, বৃষ, গরুড় ও হংসের সহিত উপমিত হয়।

বাতপৈত্তিক বাতশ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক প্রকৃতি উক্ত দুই অথবা তিন দোষের লক্ষণাবলী দৃষ্টে পরিজ্ঞাত হওয়া যাইবে।

কেহ কেহ বলেন, পূর্ব্বোক্ত বাতাদি তিন প্রকার প্রকৃতি [illegible]। তন্মধ্যে সাত্ত্বিক প্রকৃতি বারটি, পৈত্তিক আগ্নেয় এবং শ্লৈষ্মিক [illegible] আবার কোন কোন মতে, পার্থিব [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইতে পারে। আর ব্রাহ্ম প্রভৃতি ভেদেও প্রকৃতির [illegible] নিম্নে ক্রমশঃ তাহাদের বিবরণ [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] প্রভৃতি গুণ প্রকাশ

কৌবের প্রকৃতিতে—লোকের [illegible], সহিষ্ণুতা, অর্থাগম, অর্থসঞ্চয় ও অতিশয় সন্তানোৎপাদন শক্তি পরিদৃষ্ট হয়।

গন্ধর্ব্ব প্রকৃতি—লোক যখন এই প্রকৃতিস্থ হয়, তখন তাহাতে গন্ধমাল্যপ্রিয়তা, নৃত্যবাদিত্রকামিতা ও বিহারশীলতাদি লক্ষণ বিদ্যমান থাকে।

যাম্য প্রকৃতি—এই প্রকৃতিস্থ লোক শীঘ্রারম্ভী ও বিলম্বে নিষ্পন্নকারী, নির্ভয়, স্মৃতিমান্, শুচি ও রাগদ্বেষ-ভয়-মোহ বর্জ্জিত হয়।

ঋষিসত্ত্ব—এই সত্ত্ব বিশিষ্ট লোক জপ, ব্রত, ব্রহ্মচর্য্য, হোম ও অধ্যয়নপর এবং জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া থাকে।

উক্ত প্রকৃতি গুলিকে সাত্ত্বিক বলিয়া জানিতে হইবে। নিম্নে রাজসিক প্রকৃতির বিষয় বর্ণিত হইতেছে,—

অসুরসত্ত্ব—এই সত্ত্বসম্পন্ন লোক ঐশ্বর্য্যবান্, [illegible], শূর, চণ্ড-স্বভাব, অসূয়ক, একাকী ভোজনকারী ও অতিশয় ঔদরিক হয়।

সর্পসত্ত্ব—তীক্ষ্ণ, আয়াসী অর্থাৎ কষ্টকর্ম্মকারী, ভীরু, [illegible], মায়াবী, আহারশীল ও চরণশীল ব্যক্তিকে এই সত্ত্ববিশিষ্ট বলিয়া জানিতে হইবে।

শাকুনসত্ত্ব—এই সত্ত্ববিশিষ্ট ব্যক্তি অতিশয় কামসেবী, অজস্রাহারী, অমর্ষযুক্ত ও অনবস্থিত [illegible] হয়।

রাক্ষসসত্ত্ব—একান্তগ্রাহিতা অর্থাৎ সমস্তই নিজে গ্রহণ করিব এইরূপ ভাব, রৌদ্রতা, অসূয়া, ধর্ম্মাভিমানিতা ও অতিশয় তমোগুণ, এই গুলি রক্ষ-সত্ত্বের লক্ষণ

পৈশাচসত্ত্ব—এই সত্ত্বে লোকের উচ্ছিষ্টাহারিতা, তীক্ষ্ণতা, সাহসপ্রিয়তা, স্ত্রীলোলুপতা ও নির্লজ্জতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

প্রেতসত্ত্ব—অসংবিভাগ অর্থাৎ কাহাকেও [illegible] না দেওয়া, অলসতা, দুঃখশীলতা, অসূয়া, লোলুপতা ও অদাতৃত্ব প্রভৃতি লক্ষণ দ্বারা এই সত্ত্ব-সম্পন্নের উপলব্ধি হয়।

একণে তামস-স্বভাবের বিষয় বর্ণিত হইতেছে, যথা—

পাশবস্বভাব—এই স্বভাবের লোকের মেধার অভাব, নিরাকৃতি, [illegible], ও [illegible] প্রভৃতি লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয়।

[illegible]—অনবস্থিততা, মূর্খতা, ভীরুতা, জলাভিপ্রায়তা ও [illegible] লক্ষণ।

[illegible]—যাহার এক স্থানে অনুরাগ থাকে না, কেবল [illegible] সত্ত্ব, ধর্ম্ম, কাম ও অর্থ পরিবর্জ্জিত, [illegible] আহারে [illegible]।

পূর্ব্বেই আভাস দেওয়া হইয়াছে যে, শুক্রশোণিতসংযোগে অষ্টপ্রকৃতি, ষোড়শ বিকার ও ভূতাত্মা বা পুরুষ একত্র হইলে তাহাদের সমবায়কে গর্ভ বলে। বায়ু সেই [illegible] প্রাপ্ত [illegible] ধাতু, মল ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রূপে বিভাগ করে। [illegible] পৃথিবী সংহত করে, এবং আকাশ [illegible] করে, এইরূপে ক্রমে যখন তাহার হস্ত, পদ প্রাণ, [illegible] অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয়, তখন উক্ত দোষ [illegible] অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির সমষ্টিকে শরীর বলা যায়। [illegible] দোষ, ধাতু, মল ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি আবার বহু বিভাগে [illegible] বিভক্ত হইয়াছে, তাহাদের বিস্তৃত বিবরণ [illegible] তবে নিম্নে সংক্ষেপে কিছু কিছু দিতে [illegible]

[illegible] মলিনীকরণ হেতু [illegible] হয়, বিশেষতঃ পিত্ত রক্তের এবং কফ [illegible] ধাতুর মল।

ধাতু—রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, ও শুক্র। [illegible] ধাতুর [illegible] ইহা অষ্টম ধাতু [illegible] শরীরের [illegible] বলা বা জীবনী শক্তি। এই ওজঃ ধাতুকে [illegible] বলা হইয়া থাকে।

মল [illegible] অসার ভাগ অর্থাৎ মূত্র [illegible] হইলে [illegible] তদ্ভিন্ন উক্ত আহারজ [illegible] রক্তাদি ধাতু গুলিও [illegible] ক্রমে তাহাদের বিষয় বলা [illegible]—রস ধাতুর [illegible], রক্তের পিত্ত, মাংসের কর্ণাদি [illegible] রোম [illegible]

[illegible] না [illegible]

[illegible] কোন [illegible] হৃদাদিগকে [illegible] যেমন [illegible]

[illegible] বলা হইয়াছে যে, শুক্রই পুরুষের বল এবং [illegible] অতএব যত্ন সহকারে শুক্র এবং মলরক্ষার [illegible] করিবে।

[illegible] বলং পুংসাং মলায়ত্তং হি জীবিতং।

[illegible] যত্নেন মলরেতসী ॥"

([illegible])

[illegible] পুরুষ [illegible]

[illegible] নাভি, [illegible]

বর্ণ, [illegible], শব্দ, [illegible], বক্ষ, স্তন, [illegible]

[illegible] হাত, দাঁত, উরু, অঙ্গুলি।

একণে সুশ্রুত মতে সংক্ষেপে শরীরের মোট সংখ্যা নির্দ্দেশ করা যাইতেছে, যথা—ত্বক ৭টী, কলা ৭টী, আশয় ৭টী, শিরা সাত শত, পেশী পাঁচশত, স্নায়ু নয় শত, অস্থি তিন শত, সন্ধি দুইশত দশ, মর্ম্ম একশত সাত [illegible] চতুর্বিংশতি, [illegible] তাহা [illegible] ইহাদের প্রয়ো- [illegible] হইল না।

শরীর[illegible] ([illegible]) [illegible]

শরীরকর্ত্তৃ (ত্রি) শরীরনির্ম্মাতা, জনিতা।

শরীরকৃৎ (ত্রি) শরীরকারী, [illegible], শরীরোৎপাদক।

শরীরজ (পুং) [illegible] হইতে জন্মে। ১ রোগ। ২ কামদেব [illegible]। (মহাভারত ১৩।১০০ [illegible]) ৩ পুত্র [illegible] ১৩।১২।১৪) (ত্রি) ৪ দেহজাত মাত্র।

"[illegible] জন্মনাশো [illegible] নরঃ।" ([illegible])

শরীরতা (স্ত্রী) শরীরের ভাব বা ধর্ম্ম।

শরীরত্যাগ (পুং) দেহত্যাগ, মৃত্যু।

শরীরত্ব (ক্লী) শরীরতা।

শরীরদণ্ড (পুং) শারীরিক দণ্ড শরীরের উপর শাস্তি [illegible]। (ভাগবত ৫।২৬।১৬)

শরীরধাতু (পুং) রস, রক্ত ও মাংস।

শরীরপাক (স্ত্রী) শরীরক্ষয়, শরীরপাক।

শরীরপতন (ক্লী) ১ মৃত্যু। ২ শরীরের ক্রমিক ক্ষয়, ক্রমে ক্রমে শরীরের অপচয়।

শরীরপাক (পুং) শরীরক্ষয়, শরীরের ক্রমিক অপচয়।

শরীরপাত (পুং) শরীরপতন, শরীরনাশ।

শরীরপ্রভ (পুং) [illegible] শরীরস্য [illegible]। শরীরকৃৎ, শরীরোৎপাদক, যাহা হইতে শরীর উৎপন্ন হয়।

শরীরবন্ধ (পুং) ১ শরীরযোগ, দেহসংগ্রহ। (ভাগবত [illegible]) ২ শারীরিক ক্রিয়াযোগ। (রঘু ১৬।২৩)

শরীরবন্ধক (পুং) [illegible], যে কোন [illegible] বা অবিশ্বস্ত ব্যক্তির বিশ্বাসার্থ রাজদ্বারাদিতে স্বয়ং অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকে।

শরীরভাজ্ (ত্রি) শরীরং ভজতীতি ভজ-ণ্বি ([illegible] ৩।২।৬২) শরীরধারী, প্রাণী। (ভাগবত ১।১।৪২) (পুং) ২ দেহী, জীবাত্মা।

শরীরভৃৎ (ত্রি) ১ দেহধারী। (পুং) ২ বিষ্ণু। ([illegible] ১।১৪৯।১১) ৩ জীবাত্মা।

শরীররক্ষক (পুং) [illegible] (Body guard)

শরীরবত্ত্ব (ক্লী) [illegible] ভাব বা ধর্ম্ম। [illegible]

শরীরবৎ (ত্রি) দেহবিশিষ্ট, যাহার দেহ আছে

শরীরবৃত্ত (ত্রি) শরীরের যৌবনসম্পাদনে আবশ্যকীয় [illegible]

শরীরবৃত্তি (স্ত্রী) জীবিকা, জীবনোপায়, যে বৃত্তি অবলম্বনে জীবনযাত্রা নির্বাহ করা হয়। (মনু ২।৪৮)

শরীরশুশ্রূষা (স্ত্রী) দেহসেবা। (মনু ২।৮৬)

শরীরশোষণ (ক্লী) দেহক্ষয়।

শরীরসংস্কার (পুং) দেহপবিত্রীকরণ। ২ শরীরের বাহ্য শোভা সম্পাদন বা পরিষ্করণ।

শরীরসন্ধি (পুং) শরীরগ্রন্থি, শরীরের প্রত্যেক অবয়বের শিরাস্নায়ু অস্থি প্রভৃতির পরস্পর মিলনস্থান। (ভাগবত ৩।১৬।৪৮)

শরীরস্থান (ক্লী) শারীরস্থান।

শরীরাবয়ব (পুং) অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।

শরীরাবরণ (ক্লী) শরীরস্য আবরণং। ১ চর্ম্ম। (রাজনি°) ২ বর্ম্ম। (মহাভারত) ৩ কায়বেষ্টন, শরীরের যে কোন আবরণ। ভাবে ল্যুট্। ৪ দেহাচ্ছাদন, শরীরকে ঢাকা।

শরীরাস্থি (ক্লী) শরীর সম্বন্ধীয় হাড়, কঙ্কাল, অস্থিপঞ্জর।

শরীরিন্ (পুং) শরীরমস্ত্যস্যেতি শরীর-ইনি। ১ দেহী, শরীরবিশিষ্ট, অবয়বসমষ্টিযুক্ত। পর্য্যায়—ভব, উদ্ভব, প্রাণী, জন্তু, জন্ম, প্রাণভৃৎ, চেতন, জন্মী।

বৈদ্যকশাস্ত্রে নিম্নোক্ত প্রকারে শরীরীর লক্ষণ উক্ত হইয়াছে—

"গর্ভাশয়গতং শুক্রমার্ত্তবং জীবসংজ্ঞকং।
প্রকৃতিঃ সবিকারা চ তৎসর্ব্বং গর্ভসংজ্ঞকং॥
কালেন বর্দ্ধিতো গর্ভো যদাঙ্গোপাঙ্গসংযুতঃ।
তদেবম্বা স মুনিভিঃ শরীরীতি নিগদ্যতে॥" (বৈদ্যক)

গর্ভশয্যাসমধিষ্ঠিত শুক্র, শোণিত, জীব অর্থাৎ চৈতন্য এবং সবিকার অর্থাৎ মহৎ, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, মনের সহিত একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত এই সকল বিকার সমবেত প্রকৃতি, ইহাদের সাধারণ নাম গর্ভ। এই গর্ভ যখন কালপ্রাপ্ত হইয়া হস্তদ্বয়, পদদ্বয়, মস্তক ও মধ্যদেহ এই ষড়ঙ্গ, জঙ্ঘাপিণ্ডিকাদ্বয়, উরুপিণ্ডিকাদ্বয়, স্ফিক্দ্বয়, বৃষণদ্বয় ও লিঙ্গ ইত্যাদি ৫৬টী প্রত্যঙ্গ, নাভি, হৃদয়, ক্লোম, যকৃৎ ও প্লীহা ইত্যাদি ১৫টী কোষ্ঠাঙ্গ, চেতনাধিষ্ঠান একটী, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠান ১০টী, প্রাণায়তন ১০টী, সর্ব্বশুদ্ধ ৩৬০ খানি অস্থি, ৯০০ স্নায়ু, ৭০০ শিরা, ২০০ ধমনী, ৫০০ পেশী, ১০৭টী মর্ম্ম, ও ২০০ সন্ধি সমাযুক্ত পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাকে শরীরী বলা হইয়া থাকে। [অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির বিস্তৃত বিবরণ শরীর শব্দে দ্রষ্টব্য] ২ ক্ষেত্রজ্ঞ, জীবাত্মা। (মনু ১।৫৩) ৩ দেহাবচ্ছিন্ন আত্মা, আত্মা যতদিন পর্য্যন্ত দেহে অবস্থান করেন, ততদিন তাহাকে শরীরী বলা যায়। ৪ জীব, জন্তু, প্রাণী।

শরু (পুং) শৄ হিংসায়াং শৄ-উ (শৄস্বৃস্নিহিত্রপ্যসীতি। উণ্ ১।১১) ১ ক্রোধ। ২ বজ্র। (মেদিনী) ৩ বাণ। (হেম) ৪ আয়ুধ। (সিদ্ধান্তকৌ°) ৫ হিংসা।

"সূচীবন্তঃ শরবে পত্যমানাঃ" (ঋক্ ৬।৭৫।৩)
'শরবে হিংসায়ৈ' (সায়ণ)

৬ গন্ধর্ব্ব বিশেষ। (মহাভারত ১।১২৩।৫৫) (ত্রি) ৭ হিংসক

"দিবা নক্তং শরুমস্মদ্যুযোতম্।" (ঋক্ ৭।৭১।১)
'শরুং হিংসকং' (সায়ণ)

৮ কাগজাদির ন্যায় পাতলা। ৯ সূচ্যগ্রের ন্যায় সূক্ষ্ম।

শরুমৎ (ত্রি) আয়ুধাবাশিষ্ট। (ঋক্ ১০।৮৭।৫ সায়ণ)

শরুমোটা (দেশজ) সূক্ষ্ম ও স্থূল। উচ্চ ও নীচ।

শরেজ (ত্রি) শরে শরবণে জায়তে জন ড (বিভাষা • বর্ষক্ষর-শরবরাৎ। পা ৬।৩।১৬) ইতি বিকল্পে সপ্তম্যা অলুক্। শরবণজাত কার্ত্তিকেয়।

শরেষ্ট (পুং) আম্র। (জটাধর)

শর্কর (পুং) ১ কঙ্কর, চলিত কাঁকর। ২ বালুকা কণা। ৩ জলজ জীবভেদ। (পঞ্চবিংশব্রা° ১৪।৫।১৫) ৪ দেশভেদ ৫ তদ্দেশবাসী। (মার্ক°পু° ৫৮।৩৫)

শর্করক (পুং) শর্কর (বুঞ্ছণ্কঠেতি। পা ৪।২।৮০) ইত্যনেন কঃ। মধুর জম্বীর, শরবতী লেবু। (রাজনি°)

শর্করকন্দ (পুং) আলুক বিশেষ, রাঙাআলু, শকরকন্দ আলু। (Ipomoea batatas) হিন্দী শকরকন্দ, তামিল—বুল্লি কিজঙ্গু।

শর্করজা (স্ত্রী) শর্করাজ্জায়তে ইতি জন-ড স্ত্রিয়াং টাপ্। সিতাখণ্ড। (রাজনি°)

শর্করা (স্ত্রী) খণ্ডবিকার, চলিত চিনি, পর্য্যায় সিতা, গুড়োপলা, শুক্লা, সিতোপলা, মীনাণ্ডী, শ্বেতা, মৎস্যাণ্ডিকা, অহিচ্ছত্রা, সুধাসকৃতা, গুড়োদ্ভবা। গুণ—মধুর, শীতল, পিত্ত, দাহ, শ্রম, রক্তদোষ, ভ্রান্তি ও কামকোপনাশক। (রাজনি°)

গুড় হইতে চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে, সাধারণতঃ খর্জ্জুর, ইক্ষু তালের রস হইতেই চিনি প্রস্তুত হইয়া ব্যবহৃত হয়। আজকাল বিট্ হইতে প্রস্তুত চিনি বিশেষ প্রচলিত। ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে যে শ্বেতবর্ণ অথচ বালুকার ন্যায় খণ্ডকে শর্করা বা সিতা কহে। ইহা অতিশয় মধুরস, রুচিকারক, শীতবীর্য্য, শুক্রবর্দ্ধক এবং বায়ু, রক্ত, পিত্ত, দাহ, মূর্চ্ছা, বমি ও জ্বরনাশক।

পুষ্পশর্করা—শীতবীর্য্য, রক্তপিত্তনাশক, এবং লঘু। কষায় রস, শীতবীর্য্য, এবং কফ, পিত্ত, বমি, অতীসার, পিপাসা, তৃষ্ণা, দাহ ও রক্তদোষনাশক। ইহা যত নির্ম্মল হইবে, ততই মধুর, স্নিগ্ধ, লঘু, শীতল ও সারক হইবে। (ভাবপ্রকাশ)

[বিশেষ বিবরণ চিনি শব্দে দেখ]

২ উপলা। ৩ কর্পরাংশ, কর্পরখণ্ড। ৪ রোগভেদ, শর্করা রোগ। ইহার লক্ষণ—

"বস্তিকবৃকচ্ছ মূত্ৰঘং মুষ্কশ্বয়থুকারিণী।
তস্যামুৎপন্নমাত্রায়াং শুক্রমেতি বিলীয়তে।
পীড়িতে ত্ববকাশেঽস্মিন্নশ্মর্য্যেব চ শর্করা।"
সা ভিন্না মূর্ত্তিবাতেন শর্করেত্যভিধীয়তে।"

(ভাবপ্রকা° অশ্মরীরোগাধি°)

শুক্রাশ্মরীরোগে রোগীর মূত্রাশয় বেদনা, কষ্টের সহিত মূত্র-নির্গম এবং মুষ্কদ্বয়ে শোথ হয়, এই রোগ উৎপন্ন হইবা-মাত্রই শুক্র স্খলন হইতে থাকে, কিন্তু শিশ্ন ও মুষ্কের মধ্যদেশ পীড়ন করিলে অশ্মরী অভ্যন্তরে লীন হয়। এই অশ্মরী বায়ু কর্ত্তৃক ভিন্ন অর্থাৎ চিনি কণার ন্যায় হইলে তাহাকে শর্করা কহে। শর্করা ও সিকতার প্রভেদ এই যে, শর্করা অপেক্ষা সিকতার রেণু সমূহ সূক্ষ্ম। বায়ু কর্ত্তৃক উৎপন্ন শর্করা ও সিকতারোগে যদি বায়ু স্বপথগামী হয়, তাহা হইলে মূত্রের সহিত ঐ রেণু সকল বহির্গত হয়, এবং বায়ু বিপথগামী হইলে রুদ্ধ হয় ও মূত্র স্রোতের সহিত সংলগ্ন হইয়া বিবিধ উপদ্রব উৎপাদন করে। দুর্ব্বলতা, শরীরের অবসন্নতা, কৃশতা, কুক্ষি, শূল, অরুচি, পাণ্ডু, মূত্রাঘাত, পিপাসা, হৃদ্রোগ ও বমি, এই সকল উপদ্রব হইয়া থাকে (ভাবপ্র°)। [অশ্মরী ও মূত্রকৃচ্ছ্র শব্দ দেখ]

৫ শকল। (মেদিনী) ৬ কূর্ম্মচক্রের পুচ্ছদেশস্থিত দেশভেদ (মার্কণ্ডেয়পু° ৫৮।৩৫) ৭ বালুকা, বালি। ৮ মৃৎবিকার, চূর্ণখণ্ড।

শর্করাক্ষ (পুং) ঋষিবিশেষ। (চরক)

শর্করাচল (পুং) শর্করাময়ো অচলঃ। দানার্থ কৃত্রিম শর্করাময় পর্ব্বতবিশেষ। চিনির পাহাড় প্রস্তুত করিয়া যথাবিধানে দান করিতে হয়। (হেমাদ্রি দানখ°)

শর্করাধেনু (স্ত্রী) শর্করা-তন্নির্ম্মিতা ধেনুঃ। দানার্থ শর্করা নির্ম্মিত ধেনু। বরাহপুরাণে এই ধেনু দানের বিধান আছে,—চিনির সবৎসা ধেনু প্রস্তুত করিয়া যথাবিধানে দান করিতে হয়। যিনি দক্ষিণার সহিত এই দান করেন, তিনি সকল পাতক হইতে মুক্ত হইয়া অন্তকালে বিষ্ণুলোকে গমন করেন।

(বরাহপু° শর্করাধেনুদানমাহাত্ম্য)

শর্করাপ্রভা (স্ত্রী) শর্করেব প্রভা যস্যাঃ। জিনদিগের নরক বিশেষ। 'রত্নশর্করা বালুকা পঙ্কধূমতমপ্রভা।

মহাতমপ্রভাবেত্যধোঽধো নরকভূময়ঃ॥' (হেম)

শর্করার্ব্বুদ (পুং ক্লী) শর্করাবদর্ব্বুদঃ। ক্ষুদ্ররোগাধিকারোক্ত রোগবিশেষ। ইহার লক্ষণ—যে রোগে কফ বায়ুর প্রকোপহেতু মাংস, স্নায়ু, ও মেদ দূষিত হইয়া গ্রন্থি উৎপন্ন হয়, ঐ গ্রন্থি ভিন্ন মধু, ঘৃত বা বসার ন্যায় অত্যন্ত স্রাবিত হয় এবং অত্যধিক স্রাব হেতু বায়ু পুনর্ব্বার অতি বর্দ্ধিত হইয়া মাংসকে শুখাইয়া শর্করার ন্যায় কঠিন গ্রন্থি উৎপাদন করিয়া তন্মধ্যস্থ শিরাসমূহ দ্বারা নানা প্রকার বর্ণবিশিষ্ট অত্যন্ত পচা দুর্গন্ধ দুষ্ট ক্লেদস্রাব হয়, কখন বা উহা হইতে হঠাৎ রক্তস্রাব হয়, ইহাকে শর্করার্ব্বুদ কহে। এই রোগ হইলে মেদ অর্ব্বুদ রোগের ন্যায় চিকিৎসা করিতে হইবে। (ভাবপ্র° ক্ষুদ্ররোগাধি°)

শর্করালেহ (পুং) রসায়নাধিকারোক্ত লেহবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—মেদা, মহামেদা, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, জীবক, ঋষভক, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকে ৪ তোলা, ৫ মাষা ৫ রতি পরিমাণ, কুশমূল, কাসমূল, উলুমূল, শর-মূল ও ইক্ষুমূল ইহাদের প্রত্যেকে ৩ পল, জল ৩২ সের; অগ্নিতে পাক করিয়া শেষ ৮ সের, নারিকেল জল ১২ সের, ঘৃত ৪ পল, যথানিয়মে পাক করিয়া ১৬ পল শর্করা দিতে হইবে, পরে পাক সিদ্ধ হইলে এলাচি, তেজপত্র, ধনে, জীরে, গুড়ত্বক্, কৃষ্ণজীরে, বংশলোচন ও নাগকেশর ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ এক এক তোলা করিয়া প্রক্ষেপ দিয়া নামাইতে হইবে। এই লেহ শ্রেষ্ঠ রসায়ন। (রস° র°)

শর্করাসপ্তমী (স্ত্রী) শর্করায়া দানবিধায়িকা সপ্তমী। বৈশাখী শুক্লা সপ্তমী। মৎস্যপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, বৈশাখী শুক্লাসপ্তমী তিথিতে প্রাতঃ স্নানান্তর কুঙ্কুম দ্বারা স্থণ্ডিল মধ্যে সকর্ণিক পদ্ম অঙ্কিত করিয়া শুক্ল তিল ও শুক্ল মাল্যানুলেপনের সহিত 'তস্মৈ সবিত্রে নমঃ' এই মন্ত্রে গন্ধপুষ্প নিবেদন করিবে, পরে তদুপরি শর্করাপাত্র সংযুক্ত উদকুম্ভ স্থাপন করিবে; এই কুম্ভ শুক্ল বস্ত্র, মাল্য ও অনুলেপন দ্বারা অলঙ্কৃত স্বর্ণাশ্বের সম্মুখে রাখিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে পূজা করিতে হইবে। মন্ত্র যথা—

"বিশ্ববেদময়ো যস্মাৎ বেদবাদীতি পঠ্যতে।
ত্বমেবামৃতসর্ব্বস্ব মতঃ শান্তিং প্রযচ্ছ মে॥"

তদনন্তর পঞ্চগব্য পান করিয়া ঐ প্রতিমূর্ত্তির এক পার্শ্বে মৃত্তিকাশয্যায় শুইবে এবং সৌরসূক্ত স্মরণ ও পুরাণাদি শ্রবণ করিবে। এইরূপে অহোরাত্র অতিবাহিত হইলে পরদিন অষ্টমীতে নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তর পূজোপকরণাদি সমস্তই একজন বেদবিদ্ ব্রাহ্মণকে সম্প্রদান করিয়া যথাশক্তি শর্করাঘৃত-সংযুক্ত পায়স দ্বারা ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে এবং নিজে বাক্-সংযত হইয়া অতৈল লবণান্বিত অন্নাদি ভক্ষণ করিবে। মাসে মাসে এইরূপ বিধানে ব্রত করিয়া এক বৎসর অতীত হইলে পর সর্ব্বোপকরণসমন্বিত শয্যা, সশর্কর কলস, পয়স্বিনী গাভী এবং যথাশক্তি অন্যান্য গৃহসামগ্রীর সহিত পূর্ব্ববৎ মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক স্বর্ণাশ্ব দান করিতে হইবে। এই স্বর্ণাশ্ব নিজের শক্তি অনুসারে সহস্র, শত, দশ অথবা পঞ্চনিষ্ক পরিমিত স্বর্ণ

ঘারা প্রস্তুত করিতে হইবে, কিন্তু তাহাতে বিস্তপাঠ্য কারণ দোষভাগী হইতে হয়। নিষ্কষে [illegible] ৮ তোলা বা ১ পল [illegible] হইবে।

অনুকল্পাযী [illegible] [illegible] নামে অভিহিত এবং সেই [illegible] শর্করা, [illegible] এক প্রকার [illegible]

শর্করিক (ত্রি [illegible]) [illegible] (সিদ্ধান্ত [illegible])

শর্করিল (ত্রি) শর্করা [illegible] শর্করাময়। (অমর)

শর্করী (স্ত্রী) ১ ছন্দোবিশেষ। [illegible] মেখলা। (মেদিনী ও [illegible]) (ধরণি) কোন কোন [illegible] মেদিনী [illegible] হেমচন্দ্রের অভিধানে এই শব্দ কেবলমাত্র [illegible] ভাবে লিখিত আছে দেখাযায়। [শর্করী শব্দে দ্রষ্টব্য।]

শর্করীয় (ত্রি) শর্করা সম্বন্ধীয়।

শর্করোদক (ক্লী) শর্করাযুক্ত জল, চলিত চিনিপানা বা সরবৎ। এলাচি, লবঙ্গ, কর্পূর ও মরিচ চূর্ণের সহিত [illegible] আর পরিষ্কার শর্করা [illegible] করিয়া শীতল জলদ্বারা উহা [illegible] রূপে আলোড়িত করিলে শর্করোদক প্রস্তুত হয়, ইহা [illegible] শৈত্যকারক, মলনিঃসারক, বলবর্দ্ধক, [illegible], লঘু, স্বাদু, [illegible] ও রক্তশোধনাশক এবং বমি, মূর্চ্ছা, [illegible] ও [illegible] শান্তিকারক।

শর্কার (পুং) বস্ত্রবিশেষ। গৌরাদি° ঙীষ্। ([illegible])

শর্ক (পুং) দস্যুবিশেষ। (আর্ক ৮।৬।২)

শর্কোট (পুং) [illegible]

শর্ণচাপিলি (পুং) [illegible]

শর্ত্ (আরবী) ১ পণ। [illegible]

শর্দ্ধ ([illegible]) [illegible]

শর্দ্ধি [illegible] ([illegible] ১।২।১০)

শর্দ্ধ (পুং) শৃধু [illegible] বৃদ্ধি। ১ অপান বায়ুত্যাগ, শব্দক্রিয়া, বাতকর্ম্ম। ২ তেজঃ।

"এ শর্দ্ধ আত্ত প্রথমং বিপন্যা" (ঋক্ ৩।১।১২)

'শর্দ্ধস্তেজঃ' (সায়ণ)

৩ সমূহ।

"[illegible] শর্দ্ধায় সুমখায় বেধসে" (ঋক্ ১।৬৪।১)

'শর্দ্ধায় সমূহায়' (সায়ণ)

(ত্রি) ৪ [illegible]

"[illegible] বেম [illegible]" ঋক্ ১।১৩।২

'শর্দ্ধায় [illegible]' (সায়ণ)

৫ অর্দ্দিত।

শর্দ্ধন [illegible] (বাতকর্ম্ম [illegible]) [illegible] অক্ষতিবলক [illegible] মূক। পাণিতাচ৭ [illegible] ([illegible]) (ত্রি) ১ মলদ্বার দিয়া বায়ু [illegible] বাতকর্ম্মকারী।

শর্দ্ধন (ক্লী) শৃধ [illegible] ১ অপানবায়ু, চলিত বাতকর্ম্ম। [illegible] ৮।২৮২ [illegible] আর্দ্দিত।

শর্দ্ধনীতি (ত্রি) [illegible]

"[illegible]" (ঋক্ ৭।৩।১৩)

'শর্দ্ধনী [illegible] নীতিঃ [illegible]'

শর্দ্ধস্ ([illegible]) [illegible] ২ বলবান্।

"[illegible]" (ঋক্ ১।১২২।১০)

'[illegible] বলবান্' (সায়ণ)

[illegible]

"[illegible]" (ঋক্ ৬।১০৩,১)

'[illegible]' (সায়ণ)

শর্দ্ধিন্ (ত্রি) [illegible]

শর্দ্ধ্য (পুং ক্লী) [illegible]

"[illegible]" (ঋক্ ১।১২১।৫)

'[illegible]'

শর্দ্ধ্, ১ হিংসা। ২ [illegible]

শর্দ্ধ্য (স্ত্রী) শর্দ্দন্ [illegible]

শর্দ্ধ [illegible] (পুং) [illegible] জাতিবিশেষ। ([illegible])

[illegible] (ত্রি) বজ্রপাণী, [illegible] (ভাগবত ৭।১১।৩১)

[illegible] বাকাকাশ। (বৈদ্যকনিঘ°)

[illegible] ২ অশ্ব [illegible]

[illegible] ([illegible]) মানন্। উণ্ ৪।১৯। ১ সুখ।

"[illegible]" (ঋক্ ৪।২৪।৪)

'[illegible]'

([illegible]) ২ সুখী। ৩ গৃহ।

"স নঃ শর্ম্মাণি বীতয়ে" (ঋক্ ৮।১৩৪)

'শর্ম্মাণি শর্ম্মশব্দো গৃহবাচী ছায়া শর্ম্মেতি তন্নামসু পাঠাৎ' (সায়ণ)

(পুং) ৪ ব্রাহ্মণের উপাধি।

বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, বালকের জন্মদিবস হইতে দশম দিন অতীত হওয়ার পর পিতা তাহার নামকরণ করিবেন। নামকরণের সময় নামের পর দেব শব্দ এবং তদনন্তর শর্ম্মবর্ম্মাদি শব্দের যোজনা করিতে হয় ; অর্থাৎ ব্রাহ্মণের নামের পরবর্ত্তী দেবশব্দের পর শর্ম্মা এবং ক্ষত্রিয়ের নামের পর বর্ম্মা ইত্যাদি।

"ততশ্চ নাম কুর্ব্বীত পিতৈব দশমেঽহনি।

দেবপূর্ব্বং নরাখ্যং হি শর্ম্মবর্ম্মা [illegible]॥

শর্ম্মেতি ব্রাহ্মণস্যোক্তং বর্ম্মেতি [illegible]।'

৫ বিষ্ণু (ভারত ১৩।১৪৯।২৩)

শর্ম্মন্, বর্ধকস্তা নামক দীধিতি প্রণেতা : ইনি [illegible] এবং শ্রীশর্ম্মা নামেও পরিচিত।

শর্ম্মদ (ত্রি) ১ সুখদায়ক : (পুং) ২ বিষ্ণু।

শর্ম্মর (পুং) ১ বস্ত্রভেদ। (ধরণি) ২ সুখদায়ক : (স্ত্রিয়াং টাপ্) শর্ম্মরা, ৩ দারুহরিদ্রা।

শর্ম্মরী (স্ত্রী) দারুহরিদ্রা, শর্ম্মর।

শর্ম্মবৎ (ত্রি) ১ সুখযুক্ত, মঙ্গলবিশিষ্ট। ২ 'শর্ম্ম' এইরূপ নাম যুক্ত। (মনু ২।৩২)

শর্ম্মসদ্ (ত্রি) গৃহে অবস্থান-কারী, গৃহে বর্ত্তমানশীল।

"পুরঃসদঃ শর্ম্মসদো ন বীরাঃ" (ঋক্ ৩।৫৫।২১)

'শর্ম্মণি গৃহে সীদন্তশ্চ ভবন্তি যত্র যত্রাসৌ তত্র তত্র পরিধিং কুর্ব্বাণা ইত্যর্থঃ' (সায়ণ)

শর্ম্মাখ্য (পুং) মহর। (শর্ম্মাখ্যমুক্তা°)

শর্ম্মিন্ (ত্রি) সুখপ্রদ। "অগদাং [illegible] চাপি নামতস্তাপি শর্ম্মিণম্।" (ভারত অনুশাসনপর্ব্ব)

শর্ম্মিলা (স্ত্রী) পাণ্ডুশাখা শব্দে পঞ্চপাণ্ডবপত্নী দ্রৌপদীকে [illegible]য়।

শর্ম্মিষ্ঠা (স্ত্রী) বৃষপর্ব্বা নামক অসুররাজদুহিতা। মহাভারতে কথিত আছে, একদা জলকেলি কালে ইনি শুক্রাত্মজা দেবযানীর সহিত বিরোধ করিয়া [illegible] তিরস্কারপূর্ব্বক সহসা তাঁহাকে এক কূপ মধ্যে নিক্ষেপ করেন ; তাহাতে শুক্র সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বৃষপর্ব্বার নিকট গিয়া তদীয় কন্যার এই ভয়ানক নিষ্ঠুরতার বিষয় তাঁহাকে জানাইয়া বলেন যে, শাস্তা যদি দেবযানীর চিত্ততুষ্টি করিতে অস্বীকৃত হয়, তবে আমি এ [illegible] হইতে সপরিবারে স্থানান্তরে গমন করিব। [illegible] ঘোরগর্ভবাক্য শ্রবণে নিরতিশয় ভীত হইয়া দেবযানীর ইচ্ছানুসারে শর্ম্মিষ্ঠাকে তদীয় দাসী পদে নিযুক্ত করেন ; শর্ম্মিষ্ঠাও পিতৃ আজ্ঞায় অসঙ্কুচিত চিত্তে দেবযানীর দাসীত্ব স্বীকারপূর্ব্বক তৎসমভিব্যাহারে তদীয় স্বামী যযাতি রাজার গৃহে অবস্থান করেন। এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হওয়ার পর, একদা নব যৌবনসমাক্রান্তা সদ্য ঋতুস্নাতা শর্ম্মিষ্ঠা নির্জ্জনে রাজা যযাতির নিকট অতি বিনীতভাবে স্বীয় ঋতুরক্ষানন্তর পুত্রকামনা করেন। রাজা প্রথমতঃ দেবযানীর ভয়ে ভীত হইয়া শর্ম্মিষ্ঠার প্রার্থনা পূরণে অস্বীকৃত হইবার চেষ্টা পান ; [illegible] বাক্যে আত্মসমর্পণকারিণীকে [illegible] গামী হইতে হয়, [illegible] ইহাতে শর্ম্মিষ্ঠার [illegible] এক পুত্র [illegible] [illegible] আরও দুইটি [illegible]।

[illegible] দেবযানী এই সকল [illegible] ও শর্ম্মিষ্ঠার উপর সংসর্গাদির [illegible] পিতৃসমীপে গমনান্তর যথাযথভাবে সমস্ত বিবরণ [illegible] তখন দৈত্যগুরু শুক্র রাজাকে 'তুমি জরাগ্রস্ত হও' বলিয়া অভিশাপ প্রদান করেন। পরে রাজা ঐ শুক্র কর্ত্তৃক পুনরায় অন্যের উপর জরাভারার্পণে যৌবনোপভোগের অনুমতি [illegible] রাজা দেবযানী ও শর্ম্মিষ্ঠা উভয়েরই পুত্রগণকে জরাভারগ্রহণের নিমিত্ত আহ্বান করেন, তাহাতে শর্ম্মিষ্ঠাপুত্র পুরু ব্যতীত অপর কেহই জরা গ্রহণ করিতে স্বীকার করেন নাই। তখন রাজা যযাতি পুরুর উপরই জরাভার অর্পণ করিয়া, নিজে সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত যৌবনোপভোগানন্তর উক্ত পুরুকে রাজ্যভার প্রদানপূর্ব্বক বানপ্রস্থাবলম্বন করেন। (মহাভারত আদিপর্ব্ব)

শর্য্য (পুং) ১ যোদ্ধা।

"শর্য্যোরাভিজুং পৃতনাসু দুষ্টরং" (ঋক্ ১।১১৯।১০)

'শর্য্যাঃ শ্রাধান্ত হিংস্রা যোদ্ধারঃ তৈঃ' (সায়ণ)

(স্ত্রিয়াং টাপ্) শর্য্যা = ২ রাত্রি।

"ত্রিযামা শর্ব্বরী শর্য্যা ক্ষণদা ক্ষপা।" (শব্দরত্নাবলী) ৩ ইষু, বাণ।

"শর্য্যামসনামশ্মুন্নাম্" (ঋক্ ১।১৪৮।৭)

'শর্য্যা ইষবঃ শরময়াঃ ইতি যাস্ক' ([illegible])

"শর্য্যাভির্ন ভরমাণা গভস্ত্যোঃ" (ঋক্ ৯।১১০।৫)

'শর্য্যাভিরঙ্গুলীভিঃ' (সায়ণ)

শর্য্যাণ (পুং [illegible])

"[illegible]" (ঋক্ [illegible])

'[illegible]'

[illegible] শর্য্যাণাবৎ [illegible]

[illegible] সংজ্ঞায়াম্ [illegible]

শর্য্যণাবৎ (পুং) কুরুক্ষেত্রান্তর্গত শর্য্যণ নামক দেশের অদূরবর্ত্তী সরোবরভেদ। (ঋক্ ৮৬৪৩৯ সায়ণ)

শর্য্যাহন্ (পুং) বাণদ্বারা শত্রুহননকারী।

"ব উগ্র ইব শর্য্যহা" (ঋক্ ৪।১৬।৩৯)

'শর্য্যহা শর্য্যৈর্বাণৈঃ শত্রূণাং হন্তা' (সায়ণ)

শর্য্যাণ (পুং) শর্যণ শব্দার্থ।

শর্য্যাত (পুং) মানব।

"যাভিঃ শর্য্যাতমবথো মহাধনে" (ঋক্ ১।১১২।১৭)

'শর্য্যাতং মানবমিন্দ্রেণ সহ স্পর্দ্ধমানং' (সায়ণ)

শর্য্যাতি (পুং) বৈবস্বত মনুর পুত্র। (ভাগবত ৮।১৩।২)

শর্ব্ব হিংসা, ভ্বা° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ শর্ব্বতি। লিট্ শশর্ব্ব। লুট শর্ব্বিতা। লঙ্ অশর্ব্বৎ। লুঙ্ অশর্ব্বীৎ। লৃট্ শর্ব্বিষ্যতি। সন্ শিশর্ব্বিষতি। ণিচ্ শর্ব্বয়তি। যঙ্ শাশর্ব্ব্যতে শাশর্ব্বীতি।

শর্ব্ব (পুং) শৃণাতি সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সংহরতি প্রলয়ে, সংহারয়তি বা ভক্তানাং পাপানি শৄ-ব। (কৄ গৄ শৄ দৃভ্যো বঃ। উণ্ ১।১৫৫) ১ শিব। (রঘু ১১।২৩) ২ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।১৭)

শর্ব্বক (পুং) মুনিবিশেষ।

শর্ব্বট (পুং) ১ কাশ্মীরস্থ ব্যক্তি বিশেষ। ২ একজন কবি। (রাজতর° ৫।৪।১৩)

শর্ব্বগুপ্ত (ভট্ট), একজন কবি। ইনি রাজা দুর্গগণ কর্ত্তৃক ঝালরাপত্তনে উৎকীর্ণ শিলাফলকের রচয়িতা।

শর্ব্বদত্ত (পুং) গার্গ্যগোত্রীয় বৈদিক আচার্য্যভেদ।

শর্ব্বন্ (ত্রি) শর্ব্বর শব্দার্থ।

শর্ব্বনাগ, ১ কোটা প্রদেশের একজন সামন্ত রাজা। ইহারা বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন।

২ মহারাজ স্কন্দ গুপ্তের অধীনস্থ একজন মিত্ররাজ। ইনি অন্তর্ব্বেদীর বিষয়পতি ছিলেন।

শর্ব্বনাথ, উচ্ছকল্পের একজন সর্দ্দার। ইনি মহারাজ উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। ইহার পিতার নাম জয়নাথ এবং মাতা মুরণ্ডদেবী।

শর্ব্বপত্নী (স্ত্রী) পার্ব্বতী। (কথাসরিৎসা° ৫৯।১৫)

শর্ব্বপর্ব্বত (পুং) কৈলাস পর্ব্বত।

শর্ব্ববর্ম্মন্ ১ একজন প্রাচীন কবি। ২ কাতন্ত্রসূত্র ও ধাতুপাঠ নামক ব্যাকরণরচয়িতা।

শর্ব্ববর্ম্মন্ ১ মগধের জনৈক গুপ্তবংশীয় রাজা। মহারাজ ২য় জীবিত গুপ্তদেবের শিলালিপিতে ইহার নাম পাওয়া যায়।

২ একজন মৌখরীরাজ। ইনি ঈশানগুপ্তের পুত্র ঈশান বেবাস্থর। ইহার মাতার নাম লক্ষ্মীবতী।

৩ একজন সামন্ত সর্দ্দার। উচ্ছকল্পরাজগণের অধীন মহাসামন্ত মহারাজ সংক্ষোভদেবের পূর্ব্বপুরুষ।

শর্ব্বর (স্ত্রী) ১ তমঃ, অন্ধকার। ২ কন্দর্প, কামদেব। (সংক্ষিপ্তসারোণাদি) ৩ সন্ধ্যা। ৪ নারীজাতি।

শর্ব্বরিন্ (পুং) বার্হস্পত্য ষষ্টি সম্বৎসরের ৩৪ সংখ্যক বৎসর।

শর্ব্বরী (স্ত্রী) শৃণাতি চেষ্টামিতি শৄ-বরচ্ ঙিয়াৎ ঙীষ্। ১ রাত্রি।

"অতিক্রামন্তি শর্ব্বরীঃ" (ঋক্ ৬।৫২।৩)

'শর্ব্বরীঃ শর্ব্বর্য্যো রাত্রয়ঃ কালাবয়বানিত্যর্থঃ' (সায়ণ)

২ যোষিৎ, নারী। (মেদিনী) ৩ হরিদ্রা। (বিশ্ব) ৪ সন্ধ্যা। (সংক্ষিপ্তসারোণাদি) ৫ বার্হস্পত্য ষষ্টিসম্বৎসরের অষ্টমবর্ষ।

শর্ব্বরীক (ত্রি) ক্ষতিকর। সম্ভবতঃ ইহা শর্শরীক শব্দের প্রামাদিক পাঠ।

শর্ব্বরীদীপক (পুং) চন্দ্র।

শর্ব্বরীকর (পুং) বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।১১০)

শর্ব্বরীদ্বয় (স্ত্রী) হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা এই উভয়।

শর্ব্বরীপতি (পুং) ১ চন্দ্র। ২ শিব।

শর্ব্বরীশ (পুং) চন্দ্র। (রাজতর° ৩।৩৮৭)

শ[স]র্ব্বলা (স্ত্রী) তোমরাখ্য অস্ত্র। (রায়মুকুট)

শর্ব্বাচল (পুং) কৈলাস পর্ব্বত। (কথাসরিৎসা° ১০৯।১৫১)

শ[স]র্ব্বাণী (স্ত্রী) শর্ব্বস্য ভার্য্যা ইন্দ্রবরুণভবেতি ঙীষ্। (পা ৪।১।৪৯) পার্ব্বতী। (হেম)

শর্ব্বিলক (পুং) নায়কভেদ। (মৃচ্ছকটিক ৩।২১)

শর্শরীক (পুং) শৄ-ঈকন্ শৄ পৄ-বৃঞাং যেকবৃচাত্যাসন্ত। (উণ্ ৪।১৯) ১ হিংস্র। ২ খল। (উণাদিকোষ) ৩ অশ্ব। ৩ মন্দলাভরণ। ৫ অগ্নি। (সংক্ষিপ্তসারোণাদি)

শর্ষীকা (স্ত্রী) ছন্দোভেদ।

শল্, ১ বেগ। ২ গতি। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ শলতি। ৩ শ্লাঘা চুরা° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ শালয়তে পণ্ডিতং ধীরঃ। ৪ চলন অর্থাৎ কম্প; ৫ সংবরণ, আচ্ছাদন। ভ্বাদি° আত্মনে° অক°-সক° সেট্°। লট্ শলতে। লিট্ শেলে। লুঙ অশালিষ্ট। ৬ উচ্ছলন। (মাঘ ২। এবং ৩।৩১)

শল (পুং স্ত্রী) শল-অ (জলিতিকসন্তেভ্যো ণঃ। পা ৩।১।১৪০) ১ শল্লকীলোম, চালত সজারুকাঁটা। পর্য্যায়—শললী, শলল। (পুং) ২ ভালবৃক্ষ। ৩ ভৃঙ্গী। ৪ ফেএভেদ। ৫ ব্রহ্মা। (মেদিনী) ৬ কুষ্মাণ্ড। (ত্রিকাণ্ডশেষ) ৭ ভট্ট। (হেম) ৮ বাসুকিবংশীয় সর্পবিশেষ। (মহাভারত ১।৫৭।৫) ৯ ধৃতরাষ্ট্রপুত্র। (ভাগবত ৯।২২।১৮) ১০ শল্যরাজ। (ভারত ১।৬৭।১৬) ১১ কংসামাত্য। (ভাগবত ১০।৩৬।২১) ১২ ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র। (ভারত ১।১১৭।৪) শিখণ্ডীর ভ্রাতা। ১৪ সোমদত্তের পুত্র। (ভারত)

শলক (পুং) ১ লূতা, মাকড়সা। ২ তালবৃক্ষ। ৩ শল্লকা-কণ্টক, সজারুকাঁটা।

শলকর (পুং) নাগভেদ। (ভারত আদিপর্ব্ব)

শলঙ্কট (পুং) ঋষিভেদ। (পা ২।৪।৬৮)

শলঙ্কু (পুং) ঋষিভেদ। শালঙ্কায়ন প্রভৃতি ইহার বংশসম্ভূত।

শলঙ্গ (পুং) ১ লোকপাল। ২ লবণবিশেষ। (উণাদিকোষ)

শলপুত্র (পুং) বৌদ্ধ যতিভেদ। সম্ভবতঃ শালিপুত্র। (তারনাথ)

শলভ (পুং) শল-অভচ্। (কৃশৃশলিকালগর্দ্দিভ্যোঽভচ্। উণ্° ৩।১২২) ১ কীটবিশেষ, চলিত ফড়িং বা পঙ্গপাল। পর্য্যায়—পতঙ্গ। (অমর) ২ পত্রাজ, পত্রাঙ্গ। (শব্দরত্না°) অতি বৃষ্টি প্রভৃতি ছয়টী ঈতি অর্থাৎ শস্যবিঘ্নকারকের মধ্যে শলভ অন্যতম; যথা—

"অতিবৃষ্টিরনাবৃষ্টিঃ শলভা মূষিকাঃ খগাঃ।

প্রত্যাসন্নাশ্চ রাজানঃ ষডেতে ঈতয়ঃ স্মৃতাঃ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

[পঙ্গপাল দেখ।]

২ অসুরবিশেষ। (হরিবংশ ৩৮৮)

শলভত্ব (স্ত্রী) শলভের ভাব বা ধর্ম্ম। (কুমারসম্ভব ৪।৪০)

শলভোলি (পুং) উষ্ট্র। (হেমচন্দ্র)

শলল (ক্লী) শল চলনসংবরণয়োঃ শল-কল, বৃষাদিত্বাৎ। শল্যকার্থ। (অমর)

শললচঞ্চু (পুং) সজারুর কাঁটা।

শললিত (ত্রি) শলল কণ্টকবিশিষ্ট। ২ কণ্টকযুক্ত।

শললী (স্ত্রী) শলল-গৌরাদিত্বাৎ জাতিত্বাৎ ঙীষ্। ১ শল্যকার্থ। ২ শলী বা শলাকা। (রাজান°)

শললাপিশঙ্গ (ত্রি) ১ শললকণ্টকবর্ণ। ২ নররাজভেদ। (আশ্ব°শ্রৌ° ১০।৩।২৭)

শলা (দেশজ) [শলাকা দেখ।] সূক্ষ্মাকৃতি কাষ্ঠ বা লৌহ দণ্ড বিশেষ।

শলাক (পুং) শলাকা পদার্থ।

শলাকধূর্ত্ত (পুং) পাখমারা। যাহারা সাতনলীরূপ শলাকা দ্বারা পক্ষী ধরে। 'শলাকয়া পাশাদিনা বা শকুনাদিকমুক্ত্যা ঘোষ-স্থাবকরাত। (ভারত উদ্যোগ° নীলকণ্ঠ)

শলাকলা (স্ত্রী) শলাকা।

শলাকা (স্ত্রী) শল-আক (বলাকাদয়শ্চ। উণ্ ৪।১৪) স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ শল্য। ২ মদনবৃক্ষ। ৩ শারিকা। ৪ শল্লকী, সজারু। ৫ ছত্রাদির কাঠি, ছাতার শিক। ৬ শর, বাণ। (মেদিনী) ৭ আলেখ্য-কূর্চ্চিকা, চিত্রকরের তুলি। (হেম) ৮ নলকাস্থি, পাঁজরার হাড়। (শব্দচ°) ৯ নেত্রাঞ্জনসাধন-কাঠিকা. চক্ষে অঞ্জন দিবার শলা ইহা অস্থি কিংবা ধাতু দ্বারা নির্ম্মিত হইয়া থাকে। ইহার দৈর্ঘ্যতার পরিমাণ দশ অঙ্গুল, পরিণাহ মটরকলায়সদৃশ ও মুখ মুকুলকলিকার ন্যায় করা কর্ত্তব্য। লেখন অর্থাৎ ক্ষতভাগের ক্লেদদূরীকরণার্থ ঔষধপ্রয়োগকালে ইহা তাম্র, লৌহ বা প্রস্তরনির্ম্মিত করিয়া এবং স্নেহনার্থ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। সোণা বা রূপা দ্বারা প্রস্তুত শলাকা ব্যবহারই বিধি। (সুশ্রুত) ১০ খাঁচার কাঠি বা পিঁজরার দাঁড়। ১১ দেশলাই। ১২ দাঁতনকাটী। ১৩ শাড়ক, কাষ্ঠখণ্ড। ১৪ জুয়াখেলার বা দ্যূতক্রীড়ার পাশা। ১৫ বচ। ১৬ নগর-ভেদ। (রামায়ণ ৪।৪৩।২৩)

শলাকাধিষ্ঠানাস্থি (স্ত্রী) হস্ত ও পদের শলাকাস্থির আধার-ভূত অস্থিবিশেষ, নলকাস্থির আধারাস্থি; ইহা চারিখানি। (চরক শারীরস্থান ৭ অঃ)

শলাকাপরি (অব্য) শলাকাক্রীড়ায়াং পরাজয়ঃ (অক্ষশলাকা-সংখ্যাঃ পরিণা। পা ২।১।১০)। দ্যূতব্যবহারে পরাজয়ে এবায়ং সমাসঃ। অক্ষে বিপরীতং বৃত্তম্ অক্ষপরি এবং শলাকাপরি। (ইতি সিদ্ধান্তকৌমুদী।) শলাকা বা অক্ষক্রীড়ায় পরাজয়।

শলাকাপুরুষ (পুং) বৌদ্ধদিগের ত্রিষষ্টি দেবপুরুষ। এই তেষট্টীর ভিতর আবার শ্রেণীবিভাগ আছে; যথা—১২টী চক্রবর্ত্তী, ২৪টী জিন, ৯টী বাসুদেব, ৯টী বলদেব এবং ৯টী প্রতিবাসুদেব। নিম্নে তাহাদের যথাযথ নাম প্রদত্ত হইল—

"ধঃ সর্ব্বস্তদ্রক্ষেশো রাজহংসঃ বোধবান্।

চক্রবর্ত্তী সার্বভৌমস্তে তু দ্বাদশ ভারতে॥

আর্যভিক্ষুরতত্র সুগতস্তু ঘুস্মিতুঃ।

মঘবা বৈজয়ন্তিরথাশসেননন্দনঃ॥

সনৎকুমারোঽথ শান্তিকুন্থুরো জিনা অপি।

সুভূমস্ত কার্ত্তবীর্য্যঃ পদ্মঃ পদ্মোত্তরাত্মজঃ॥

হরিষেণো হরিসুতো জয়ো বিজয়নন্দনঃ।

ব্রহ্মসূনুব্রহ্মদত্তঃ সর্ব্বে চেক্ষ্বাকুবংশজাঃ॥

প্রাজাপত্যস্ত্রিপৃষ্ঠোঽথ দ্বিপৃষ্ঠো ব্রহ্মসম্ভবঃ।

স্বয়ম্ভূ রুদ্রতনয়ঃ সোমভূঃ পুরুষোত্তমঃ॥

শৈবিঃ পুরুষসিংহোঽথ মহাশীরঃ সমুদ্ভবঃ।

স্যাৎ পুরুষপুণ্ডরীকো দত্তোঽগ্নিঃ সিংহনন্দনঃ॥

নারায়ণো দাশরথিঃ কৃষ্ণস্তু বসুদেবভূঃ।

বাসুদেবা অমী কৃষ্ণ নবশুক্লা বলাস্ত্বমী॥

অচলো বিজয়োভদ্রঃ সুপ্রভশ্চ সুদর্শনঃ।

আনন্দো নন্দনঃ পদ্মো রামো বিষ্ণুদ্বিষস্ত্বমী।

অশ্বগ্রীবস্তারকশ্চ মেরকো মধুরেব চ।

নিশুম্ভবলিপ্রহ্লাদলঙ্কেশমগধেশ্বরাঃ।

জিনঃসহ ত্রিষষ্টিঃ স্যুঃ শলাকাপুরুষাঃ অমী॥" (হেমচন্দ্র)

শলাকাভ্রূ (স্ত্রী) রমণীভেদ। (পা ৪।১।২৩)

শলাকাযন্ত্র (স্ত্রী) শরীরের নানাস্থানে বদ্ধ শল্যসমূহের অন্বেষণোদ্ধরণাদি কার্য্যে ব্যবহৃত যন্ত্রবিশেষ। ইহা অষ্টাবিংশতি প্রকার; তন্মধ্যে নাড়ীব্রণাদির গতিনিরূপণার্থ যে দুই প্রকার শলাকা ব্যবহৃত হয়, তাহাদের মুখ গণ্ডুপদ অর্থাৎ কেঁচোর মুখের মত। শল্যাদি উর্দ্ধে তুলিয়া ধরিবার নিমিত্ত আরও দুই প্রকার শলাকা আছে; তাহাদের মুখ শরপুঙ্খের ন্যায়; যে দুই প্রকার চালনকার্য্যে ব্যবহার করা যায়, তাহাদের মুখ সর্পফণার ন্যায়; যে দুই প্রকার শল্যোদ্ধারার্থ ব্যবহৃত হয়, তাহাদের মুখ বড়িশের ন্যায়; তন্মধ্যে স্রোতোগতশল্য অর্থাৎ কর্ণমল প্রভৃতি উদ্ধার করিবার নিমিত্ত যে দুই প্রকার শলা ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহাদের মুখ নিস্তব মসূরের অর্দ্ধখণ্ডের ন্যায়; যে ছয় প্রকার শলাকা ব্রণাদির মার্জ্জনক্রিয়ায় ব্যবহার করা যায়, তাহাদের মাথা তুলা দিয়া জড়ান থাকে। তিন প্রকার শলাকার আকার দর্ব্বী অর্থাৎ হাতা বা খুন্তীর ন্যায়; এই হাতার আকার শলাকার মুখে যে খল বা অল্প পরিমাণ গর্ত্ত থাকে, তাহাতে ক্ষার ঔষধ রাখিয়া ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। অন্য তিনপ্রকার শলাকার মুখ জম্বুফলের ন্যায়; আর তিনপ্রকারের মুখ অঙ্কুশের আকার; এই ছয়প্রকার শলাকাই অগ্নিকর্ম্মের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। এক প্রকার শলাকা নাসার্ব্বুদ হরণার্থ ব্যবহার করা যায়, উহার মুখের প্রমাণ কুলের আঁঠির অর্দ্ধখণ্ডের ন্যায়; উহার মাথার খলের ন্যায় গর্ত্ত এবং সেই গর্ত্তের চারিধার ধারাল থাকে। চক্ষে অঞ্জন দিবার জন্য এক প্রকার শলাকা ব্যবহার করা হয়; উহার দুই দিকের অগ্রভাগ দেখিতে পুষ্পের মুকুলের ন্যায় এবং মটরকলায়ের ন্যায় স্থূল। মূত্রমার্গশোধনার্থ এক-প্রকার শলাকা ব্যবহার করা হইয়া থাকে, উহার অগ্রভাগের পরিমাণ ও স্থূলতা মালতীপুষ্পের বৃন্তসদৃশ।

শলাকাবৎ (ত্রি) শলাকা-মতুপ্। (চতুর্থ্যর্থেষু পা। ৪।২।৮৬)। শলাকা নামক নগরের অদূরভব।

শলাকিকা (স্ত্রী) শলাকা।

শলাকিন্ (ত্রি) ১ শলাকাযুক্ত। "হুত্রেণ শ্রীমজ্জতশলাকিনা" (ভারত কর্ণপর্ব্ব)

শলাকির (পুং) বীরমিত্রোদয়বর্ণিত ব্যক্তিবিশেষ।

শলাট (পুং) শকটপরিমাণ, একগাড়ীর বোঝা, ২০০০ পল পরিমাণ।

'তুলা শতপলং তাসাং বিংশত্যাভার আচিতঃ।
শকটঃ শাকটীনশ্চ শলাটশ্চে দশাচিতঃ॥' (হেমচন্দ্র)

একশত পলে এক তুলা, বিংশতি তুলা বা (২০×১০০) ২০০০ পলে এক ভার, শকট, শাকটীন অথবা শলাট হয়।

শলাটু (ত্রি) ১ অপক্বফল, কাঁচাফল, যে ফল পাকে নাই। (অমর) (পুং) ২ মূলাবিশেষ। (উণাদিকোষ) ৩ বিল্ববৃক্ষ। (রাজনি°)

শলাতুর (পুং) প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ পাণিনির বাসভূমি। এই কারণে তিনি শালাতুরীয় নামে অভিহিত হইয়াছেন (পা° ৮।৩।৯৪) [পাণিনি দেখ।]

শলাথল (পুং) ঋষিভেদ। ইহার বংশধরগণ শালাথলেয় নামে অভিহিত হন।

শলাভোলি (পুং) উষ্ট্র, উট। (হেমচন্দ্র)

শলালু (স্ত্রী) সুগন্ধদ্রব্যবিশেষ। (সিদ্ধান্তকৌমুদী)

শলালুক (ত্রি) শলালু পণ্যমস্য শলালু ঠন্। (শলালুনোঽন্যতরস্যাং। (পা ৪।৪।৫৪) শলালু অর্থাৎ সুগন্ধিদ্রব্যদ্বারা ক্রীত বস্তু। (সিদ্ধান্তকৌমুদী)

শলাবৎ (পুং) ঋষিভেদ। ইহার বংশধরগণ শালাবৎ নামে বিদিত। (ছান্দোগ্যউপ° ১।৮।১)

শলি, (দেশজ) ধান্য বা তৎসদৃশ অন্যান্য শুষ্ক শস্যাদির পরিমাণ-বিশেষ। দেশভেদে সের, পালি, পশারি, পৈকা প্রভৃতির বিংশতি পরিমাণ।

শলিতা, (হিন্দী) প্রদীপের পলিতা বা ল্যাম্পের ফিতা।

শলিদড়ী (দেশজ) গবাদি পশুকে যোয়ালে আবদ্ধ করিবার জন্য তাহার গলার নীচু দিক্ দিয়া ঐ যোয়ালের সহিত যে রজ্জু সংযোজিত করা যায়।

শলী (স্ত্রী) শলং শল্যকীলোম অস্ত্যস্যা ইতি শল-অচ্-ঙীষ্। স্বল্প শল্যক, ক্ষুদ্র শল্লকীমৃগ। পর্য্যায়—শললী, শ্বাবিৎ। ইহার মাংসগুণ—গুরু, স্নিগ্ধ, শীতল ও কফপিত্তনাশক। (রাজনি°)

শলুন (পুং) কীটভেদ। (অথর্ব্ব ২।৩১।৩)

শলুফা, (দেশজ) শতপুষ্পা, চলিতশলুফা বা শ'লো।

শল্ক (স্ত্রী) শল-কন্। (ইণ্ভীকাপাশল্যতিমর্চ্চিভ্য-কন্। উণ্ ৩।৪৩)। ১ খণ্ড। ২ বল্কল। (অমর) ৩ মৎস্যত্বক্, চলিত আঁইস।

"শল্কং স্যাৎ বল্কলে খণ্ডে শল্ক মৎস্যবল্কলে।" (শব্দরত্ন কোষ)

শল্কম (স্ত্রী) ১ আঁইসযুক্ত। ২ বল্কলাবশিষ্ট।

শল্কল (স্ত্রী) শল-কলচ্। (সিদ্ধান্তকৌমুদী) ১ মৎস্যবল্কল। ২ বৃক্ষত্বক্।

শল্কিন্ (ত্রি) ১ মৎস্য। (শব্দরত্না°) ২ বল্কলাবিশিষ্ট, ত্বক্‌শালী।

শল্লদা (স্ত্রী) মেদা। (রাজনি°)

শল্লপর্ণিকা (স্ত্রী) শল্লদা, মেদা।

শল্লকা (স্ত্রী) শল্লকী শব্দার্থ

শল্‌ভ, কথন অর্থাৎ প্রশংসা। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ শল্‌ভতে।

শল্মলি (পুং) শাল্মলীবৃক্ষ।

"বৃত্ত্যা যামবতু শল্মলির্বনস্পতীনাং" (শুক্লযজুঃ ২৩।১৩ মহীধর)

শল্মলী (স্ত্রী) শাল্মলীবৃক্ষ।

"শল্মলিঃ স্যাৎ শাল্মলিশ্চ শাল্মলী শল্মলী তথা"

(শব্দসংগৃহীত দ্বিরূপকোষ)

শল্য (ক্লী) শলতি চলতীতি শল য। (সানসি বর্ণসি-পর্ণসীতি নিপাতনাৎ সাধুঃ। উণ্ ৪।১০৭) ১ ক্ষেড়। ২ ইষু, বাণ। (হ্মৃ ৯।৭৫) ৩ তোমর। (মেদিনী) ৪ কণকম্বিকা। ৫ দুঃসহ। ৬ দুর্ব্বাক্য। (শব্দরত্না°) ৭ পাপ। (ত্রিকাণ্ডশেষ) ৮ অস্থিবিশেষ, মৃত্তিকানিহিত মার্জ্জার—বানরাদির অস্থি, কারণান্তরে উহারাই শল্য বলিয়া অভিহিত। বাটী কিম্বা গৃহাদি নির্ম্মাণকালে যাবতীয় বাস্তুভূমি অনুসন্ধান করিয়া যদি তাহাতে উক্ত কোনরূপ শল্য আছে বলিয়া জানা যায়, তবে অচিরাৎ তাহার উদ্ধার করিয়া ঐ ভূমির উপর গৃহাদি নির্ম্মাণ করা কর্ত্তব্য; নচেৎ তাহাতে নিশ্চয়ই ভাবী অশুভ হইয়া থাকে।

নিম্নে শল্যোদ্ধরণের নিয়মাদি প্রদত্ত হইতেছে; যথা—

যে স্থানে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিবার মনন করা হইয়াছে, প্রথমতঃ তথাকার মৃত্তিকা এরূপভাবে খনন করিতে হইবে যে, যেন খুঁড়িতে খুঁড়িতে জল দেখা দেয়; পরে ঐ সকল উত্তোলিত মৃত্তিকা হইতে অতি সূক্ষ্মানুসন্ধানে যে সকল অস্থি প্রভৃতি পাওয়া যাইবে, তাহা বাছিয়া ফেলিয়া সেই মৃত্তিকা দ্বারা পুনরায় ঐ গর্ত্ত পূর্ণ করিয়া তদুপরি গৃহাদি নির্ম্মাণ করা কর্ত্তব্য; যদি জল পর্য্যন্ত খনন করা নিতান্ত দুঃসাধ্য হই উঠে, তবে অভাবে একটী পুরুষপরিমাণ গভীর গর্ত্ত খনন করিলেও এক রকম চলিতে পারে; অথবা গৃহস্বামীকে স্বয়ং শুচি অবস্থায় দূর্ব্বা, প্রবাল, আতপতণ্ডুল ও পুষ্প হস্তে লইয়া বিনীতভাবে মধুরস্বরে কোন পবিত্রদেহ দৈবজ্ঞের নিকট শল্যবিষয়ক প্রশ্ন করিয়া তাহার যথার্থতত্ত্ব অবগত হইয়া যথাযথভাবে শল্যোদ্ধার করা আবশ্যক।

প্রশ্নানুসারে শল্যনির্ণয়াদি।

প্রশ্নকর্ত্তা প্রশ্নের আদ্যক্ষর অতি যত্নের সহিত সন্ধারণ করিবেন, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ প্রশ্নকর্ত্তার নিকট হইতে পুষ্প, ক্ষত্রিয়ের নিকট হইতে নদী, বৈশ্যের নিকট হইতে দেবতা এবং শূদ্রের নিকট হইতে ফলের নাম শ্রুত হইয়া তাহার আদ্যক্ষর গ্রহণপূর্ব্বক নিম্নলিখিত প্রকারে শল্যনির্ণয় করিতে হয়; যথা—

প্রশ্নের বা পুষ্পাদির নামের আদ্যক্ষর	শল্যাদির জাতি-নির্ণয়	যে দিকে শল্যের অবস্থিতি	শল্যস্থানের ফল
অ	মানবাস্থি	পূর্ব্ব	মরক
ক	গর্দ্দভাস্থি	অগ্নিকোণ	রাজদণ্ড বা সর্পাঘাতে মৃত্যু
চ	বানরাস্থি	দক্ষিণ	গৃহস্বামীর নাশ
ত	কুক্কুরাস্থি	নৈর্ঋতকোণ	মহদ্ভয়
এ	বালকাস্থি	পশ্চিম	প্রবাস হইতে আসিয়া বাটীতে মৃত্যু
হ	নরাকৃতি অর্থাৎ পূর্ণাবয়বশিষ্ট মানবাস্থি	বায়ুকোণ	দারিদ্র্য ও মিত্রক্ষয়
শ	বিপ্রাস্থি	উত্তর	বিত্তক্ষয়
প	অজকাস্থি	ঈশানকোণ	কুলনাশ

প্রকারান্তর যথা—

অ	১॥ হাত মৃত্তিকার নিম্নে মানবাস্থি	পূর্ব্ব	মৃত্যু
ক	২ হাত মৃত্তিকার নীচে গাধার হাড়	অগ্নিকোণে	রাজদণ্ড, ভয়
চ	কটি পর্য্যন্ত মাটীর নীচে মানুষের হাড়	দক্ষিণ	চিররোগী হইয়া মৃত্যু
ট	১॥০ হাত মাটীর নীচে কুক্কুরের হাড়	নৈর্ঋতকোণ	বালকের মৃত্যু
ত	১॥০ হাত মাটীর নীচে বালকের অস্থি	পশ্চিম	গৃহস্বামী চিরপ্রবাসী
প	৪ হাত মাটীর নীচে করলাভস্ম	বায়ুকোণ	দুঃস্বপ্ন ও মিত্রনাশ
য	১ হাত মাটীর নীচে ব্রাহ্মণের অস্থি	উত্তর	নিধন
শ	১॥০ হাত মাটীর নীচে গোরুর অস্থি	ঈশানকোণ	গোধননাশ
হ	মানুষের বুকের ছাতি পর্য্যন্ত মাটীর নীচে মনুষ্যের মাথার খুলি, ভস্ম বা লৌহ	বাটীর মধ্যস্থলে	কুলনাশ

জ্যোতিষশাস্ত্রে লিখিত আছে, পুরুষপ্রমাণ মৃত্তিকার নিম্নে শল্য থাকিলে সাধারণতঃ তাহা দোষাবহ হয় না, কিন্তু প্রাসাদাদি নির্ম্মাণকালে জল উঠা পর্য্যন্ত খনন করাই নিতান্ত আবশ্যক, তবে সাধারণ গৃহাদি নির্ম্মাণকালে পুরুষপ্রমাণ মৃত্তিকা খনন করিয়া তাহা হইতে শল্যোদ্ধার করিলেই চলিতে পারে। গৃহারম্ভ কালে যদি গৃহস্বামীর অঙ্গে অত্যধিক পরিমাণে ক

প্রভৃতি জন্মে, তাহা হইলে কি প্রাসাদ কি সামান্ত ভবন ইহার যে কোন গৃহই হউক না কেন, তাহা প্রস্তুতকালে যথারীতি শল্যোদ্ধার করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

"পুরুষাধঃস্থিতং শল্যং ন গৃহে দোষদং ভবেৎ।
প্রাসাদে দোষদং শল্যং ভবেদ্যাবজ্জলান্তকম্॥
গৃহারম্ভেঽতিক্ষুতিঃ স্বাম্যঙ্গে যদি জায়তে।
শল্যং ত্বপনয়েত্তত্র প্রাসাদে ভবনেঽপি বা॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে, লিখিত হইয়াছে, হরিভক্তিহীন নৃপ, ব্যয়ার্থধন কৃষ্ণোদ্দেশে অনর্পণকারী, কৃষ্ণকথাবিহীন কাব্যরচয়িতা, গুরূপদেশ পাইয়াও অবৈষ্ণব অর্থাৎ বিষ্ণুতে অনাসক্ত, নানা গুণে গুণী অথচ ভগবদ্ভক্তিহীন, রসিক হইয়াও কৃষ্ণপ্রেমবিহীন এবং ব্রজজনানুকরণে অনন্থরক্ত, এই সপ্তজন শল্য।

"নৃপো ন হরিসেবকো ব্যয়পরো ন কৃষ্ণার্পকঃ।
কবি র্ন মুরজিৎকবিঃ শ্রুতগুরু র্ন সদ্বৈষ্ণবঃ॥
গুণী ন ভগবৎপরো রসিকধী র্ন কৃষ্ণাশ্রয়ঃ।
স ন ব্রজজনানুগো জগতি সপ্ত শল্যানি চ॥"

(পদ্মপু' উত্তরখ' ১০০ অঃ)

৯ শরীরের দুঃখোৎপাদক যাবতীয় ভাব, বিবিধ তৃণ, কাষ্ঠ, পাষাণ, পাংশু, লৌহ, লোষ্ট্র, অস্থি, কেশ, নখ, পূয, আস্রাব, গর্ভ প্রভৃতি।

"তৎশল্যমিতি জানীয়াল্লোষ্টকষ্টৈর্বিভিন্নকম্" (বৈদ্যকসংগ্রহ ২ অঃ)

সুশ্রুতে উক্ত হইয়াছে, শারীর ও আগন্তু ভেদে শল্য দুই প্রকার। লোম ও নখাদি, ধাতুসমূহ, অন্ন, মল ও বাতপিত্তাদি দোষসমূহ দূষিত হইয়া পীড়াকর হইলে শারীর-শল্য বলা যায়। এতদ্ভিন্ন অন্য যত প্রকার দ্রব্য শরীরের ক্লেশ উৎপাদন করে, তাহাদের সকলগুলিই আগন্তুকপদ-শল্য বাচ্য। ইহাদের মধ্যে লৌহ, বেণু, কাষ্ঠ, তৃণ, শৃঙ্গ ও অস্থিময় শল্যই বিশেষ উল্লেখযোগ্য; তাহার মধ্যে আবার লৌহেরই অধিক প্রাধান্য; কেন না ইহা শররূপে গৃহীত হইয়া সর্ব্বদা মারণকার্য্যে প্রযুক্ত হয়।

শল্য সকল বেগক্ষয় বা প্রতিঘাতবশতঃ ত্বগাদির অভ্যন্তরে ক্ষত হইবার উপযুক্ত স্থানসমূহের মধ্যে অথবা ধমনী, স্রোতঃ, অস্থি, অস্থিবিবর ও পেশী প্রভৃতি বা শরীরের অন্যান্য প্রদেশে অবস্থিতি করিয়া থাকে। কোন্ স্থানে অবস্থান করিলে কিরূপ লক্ষণ প্রকাশ পায়, নিম্নে যথাযথ ভাবে তাহা বিবৃত হইতেছে—

সামান্য ও বিশেষভেদে শল্য-লক্ষণ দুই প্রকার; তন্মধ্যে ব্রণ বা ক্ষত শ্যাববর্ণ, পীড়কাব্যাপ্ত, শোফ ও বেদনাবিশিষ্ট, মুহুর্মুহুঃ শোণিতস্রাবী, বুদ্বুদের ন্যায় উন্নত ও মৃদুমাংস-যুক্ত হইলে শল্যের সামান্য লক্ষণ জানিবে। শল্যের বিশেষ লক্ষণ নিম্নে বিবৃত হইল; যথা—

১ ত্বক্‌গত শল্যের লক্ষণ—শল্যনিবদ্ধ স্থান বিবর্ণ, শোথযুক্ত, আয়ত ও কঠিন হয়।

২ মাংসগত—শোথের অতিবৃদ্ধি, শল্যমার্গের উপসংরোহ অর্থাৎ ব্রণমুখ প্রায় বুজিয়া যায়, পীড়ন করিলে লাগে এবং দাহ ও পাক হয়।

পেশীগত—দাহ ও শোথ ভিন্ন মাংসগত যাবতীয় লক্ষণ প্রকাশ পায়।

শিরাগত—শিরাতে আধ্মান, শূল ও শোথ হয়।

স্নায়ুগত—স্নায়ুজাল উৎক্ষিপ্ত এবং শোথ ও উগ্র বেদনা হয়।

স্রোতোগত—স্রোতঃসমূহের স্ব স্ব কর্ম্মহানি হয়।

ধমনীগত—বায়ু সফেন রক্তের সহিত সশব্দে নির্গত হয় এবং অঙ্গমর্দ্দ, পিপাসা ও হৃল্লাস হইতে থাকে।

অস্থিগত—বিবিধ বেদনার প্রাদুর্ভাব ও শোথ হয়।

অস্থিবিবরপ্রবিষ্ট—অস্থির পূর্ণতাবোধ, অস্থিতে সূচীভেদবৎ পীড়া এবং অত্যন্ত সংহর্ষ হয়।

সন্ধিগত—অস্থিগতের ন্যায় লক্ষণ, আর চেষ্টার উপরম অর্থাৎ সন্ধির ক্রিয়াহানি বা নিশ্চেষ্টতা হইয়া থাকে।

কোষ্ঠগত—আটোপ অর্থাৎ পেটের ভিতর গুড়গুড় শব্দ, আনাহ অর্থাৎ বন্ধনবৎ পীড়ন এবং ব্রণমুখ হইতে মূত্র, পুরীষ বা আহারের দর্শন হইয়া থাকে।

মর্ম্মগত—মর্ম্মবিদ্ধের ন্যায় লক্ষণ প্রকাশ পায়।

এইরূপেও ত্বগাদির অভ্যন্তরস্থ শল্যের উপলব্ধি হইয়া থাকে;—

ত্বক্‌গত—ত্বকে স্নিগ্ধস্বেদ প্রদানপূর্ব্বক মৃত্তিকা, মাষ, যব, গোধূম বা গোময়-যোগে মর্দ্দন করিলে যে স্থানে শোথ বা বেদনা হয়, সেই স্থলেই শল্য আছে বলিয়া জানিবে; অথবা ঘন ঘৃত, মৃত্তিকা ও চন্দনকল্ক লেপন করিলে ত্বকের যে স্থানের উষ্মা-বশে ঘৃত গলিয়া যায় বা ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া যায়, তথায় শল্য আছে জানিতে হইবে।

মাংসগত—শল্য মাংসের মধ্যে গুপ্তভাবে থাকিলে প্রথমে স্নেহস্বেদাদি ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়াযোগেও অবিকৃতভাবে রোগীকে উপপন্ন করিবে; তাহা হইলে শল্য শিথিলীভূত ও অবদ্ধ হইয়া সঞ্চালিত হইবে; এইরূপ করিলে যে স্থলে শোথ বা বেদনা বোধ হইবে, তথায় শল্য আছে জানিতে হইবে।

কোষ্ঠ, অস্থি, সন্ধি, পেশী ও অস্থিবিবরে অবস্থিত শল্যেরও এইরূপে পরীক্ষা করিতে হয়।

শল্য শিরা, ধমনী, স্রোতঃ বা স্নায়ুর মধ্যে গুপ্তভাবে থাকিলে রোগীকে ভগ্নচক্রসংযুক্ত যানে আরোহণ করাইয়া বিষম অর্থাৎ উচ্চনীচ পথে গমন করাইলে তাহার যে স্থানে শোথ বা বেদনা হইবে, তথায় শল্য আছে বলিয়া জানিবে।

অস্থিগত—শল্য অস্থির মধ্যে গুপ্ত হইলে অস্থিকে স্নেহ-স্বেদোপপন্ন করিয়া বন্ধন ও পীড়ন করিবে; তাহাতে যে স্থানে শোথ বা বেদনা হইবে সেইখানেই শল্য আছে জানিবে।

মর্ম্মগত—শল্য যে অবয়বের অন্তর্গত মর্ম্মে নিহিত হইবে, সেই অঙ্গগত শল্যের লক্ষণের ন্যায় মর্ম্মগত শল্যের লক্ষণ হইবে। (ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, শরীরের প্রায় প্রত্যেক অবয়বেই দুই একটী করিয়া মর্ম্ম আছে)।

বক্ষ্যমাণ সামান্য লক্ষণ দ্বারাও গুপ্তশল্যের স্থান নির্ণীত হইতে পারে; যথা—অবস্থাভেদে রোগীকে হস্তিস্কন্ধ, অশ্বপৃষ্ঠ, পর্ব্বত বা বৃক্ষে আরোহণ, ধনুরাকর্ষণ, দ্রুতযান-গমন, বাহু-যুদ্ধ, পথভ্রমণ, উল্লম্ফন, সন্তরণ, প্লবন (ভাসা), ব্যায়াম. জৃম্ভণ. উদ্‌গার, কাস, ক্ষবথু ষ্ঠীবন, হাস্য, প্রাণায়াম (প্রাণবায়ুর অবরোধ), এবং বাত, মূত্র, পুরীষ ও শুক্র পরিত্যাগ করাইবে, ইহাতে তাহার শরীরের যে স্থানে শোথ বা বেদনা হইবে. তথায় শল্য আছে জানিবে।

শরীরের যে প্রদেশে তোদ প্রভৃতি পীড়া, সুপ্ততা অর্থাৎ স্পর্শবোধরহিত, গুরুত্ব, নানারূপ ঘট্টন অর্থাৎ শল্যের ইতস্ততঃ সঞ্চালন, স্রাব ও ক্লেশ হয় এবং কেহ গাত্র মর্দ্দন করিতে থাকিলে রোগী যে স্থান অনবরত রক্ষা করিতে চেষ্টা করে, সেই স্থানে শল্য আছে বলিয়া নিশ্চয় করিবে।

শরীরাভ্যন্তরনিহিত শল্যনিচয়ের মধ্যে অস্থি, শৃঙ্গ বা লৌহময় শল্য স্বয়ং ভগ্ন ও ক্রমে ক্রমে দেহে বিলীন হইতে থাকে; কাষ্ঠ, বেণু ও তৃণময় শল্য সকল দেহ হইতে নিঃসারিত না হইলে ক্রমে রোগীর রক্ত ও মাংস শীঘ্রই পাক করিতে থাকে। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, পিত্তল, রঙ্গ ও সীসকময় শল্যসমূহ পিত্ত ও শরীরের উষ্মা দ্বারা ক্রমে ক্রমে বহু বিলম্বে দেহমধ্যেই লয় পায়।

শৃঙ্গ, দন্ত, কেশ, অস্থি, বেণু, কাষ্ঠ, প্রস্তরখণ্ড, ও মৃন্ময় দ্রব্য সকল শরীরের মধ্যে বিশীর্ণ হয় না অর্থাৎ উহা যেমন তেমনই থাকে।

ঐ সকল শল্য শরীরের ভিতর অববদ্ধ (অস্থিমাংস প্রভৃতিতে আটকান) এবং অনববদ্ধ এই দুই প্রকারে অবস্থিত থাকে। তন্মধ্যে অববদ্ধ শল্যের উদ্ধারার্থ পঞ্চদশ প্রকার উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে; নিম্নে ক্রমশঃ তাহাদের যথাযথ বিবরণ বিবৃত হইতেছে; যথা—

স্বভাব—অশ্রু, ক্ষবথু, উদ্‌গার, কাস, মূত্র, পুরীষ ও বায়ু স্বভাববলে নির্গত হইয়া নয়নাদি হইতে ধূলি প্রভৃতি অববদ্ধ-শল্য নিঃসারিত করে।

পাচন—মাংসাববদ্ধ শল্য শরীরোষ্মায় দহ্যমান হইয়া স্থানীয় পাক জন্মায় এবং প্রকোপবশতঃ তাহা হইতে বেগে পূয় শোণিতাদি স্রাবিত হয়।

ভেদন, দারণ ও পীড়ন—গূঢ় শল্য শরীরে পক্ব হইলে অথচ স্বয়ং ভিন্ন না হইলে তাহাতে ভেদন বা দারণ ক্রিয়া করিতে হয়; কিন্তু যদি উহাতেও শল্য বহির্গত না হয় তবে পীড়নীয় দ্রব্য সহযোগে বা হস্ত দ্বারা ঐ স্থানের পীড়ন করিতে হইবে।

প্রমার্জ্জন ও আধ্মাপন—চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গত শল্যসমূহ সূক্ষ্ম হইলে পরিষেচন (ধারাভিষিঞ্চন), আধ্মাপন (ফুৎকার প্রদান) বা কেশ, বস্ত্র ও হস্ত দ্বারা মার্জ্জন করিতে হয়। নাসিকাদি সংলগ্ন আহার দ্রব্য, শ্লেষ্মা এবং নিঃসৃত শল্যের সূক্ষ্মাংশ শ্বাস, উৎকাস ও প্রধমন দ্বারা নিষ্কাশনীয়।

বমন, প্রতিমর্ষ বা ঘর্ষণাদি ও বিরেচন—কণ্ঠ বা আমাশয় গত অন্নশল্য বমন ও অঙ্গুলি ঘর্ষণ দ্বারা এবং পক্বাশয়গত শল্য বিরেচন দ্বারা নিঃসারিত হইয়া থাকে।

প্রক্ষালন—পূয় ও ব্রণাশ্রিত অন্যান্য শল্য প্রক্ষালন দ্বারা নিষ্ক্রান্ত হয়।

প্রবাহণ—বাত, মূত্র, পুরীষ ও গর্ভের বিবদ্ধ হইলে প্রবাহণ অর্থাৎ কুন্থন আবশ্যক হয়। [গর্ভের বিমুক্তি সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ মূঢ়গর্ভ শব্দে দ্রষ্টব্য]

আচূষণ—বায়ু বা জল শল্যত্ব প্রাপ্ত হইলে মুখ বা শৃঙ্গ দ্বারা আচূষণ করিতে হয়।

আকর্ষণ—সরলভাবে প্রবিষ্ট, অবদ্ধ, কর্ণহীন লৌহময় শল্যকে অয়স্কান্ত দ্বারা আকর্ষণ করা যায়; কিন্তু ব্রণের মুখ অপেক্ষাকৃত বড় হইলে ভাল হয়।

হর্ষ—নানা কারণে উৎপন্ন শোক-শল্য হৃদয়ে অবস্থান করে, অতএব উহা হর্ষদ্বারা উৎপাটিতব্য।

ক্ষুদ্র ও বৃহৎ এই উভয় বিধ শল্যই প্রতিলোম ও অনুলোম এই দুই প্রকার উপায় দ্বারা আহৃত হইয়া থাকে। যে দিক্ দিয়া শল্য প্রবিষ্ট হয়, সেই দিক্ দিয়া বাহির করাকে প্রতিলোম এবং তাহার বিপরীত দিক দিয়া বাহির করাকে অনুলোম কহে। শল্য যে অঙ্গে প্রবেশ করিয়াছে সে যদি সেই অঙ্গের অর্দ্ধেকের বেশী অতিক্রম করিয়া থাকে, তবে তাঁহাকে অনুলোম উপায় দ্বারা এবং যদি অর্দ্ধেকের কম গিয়া থাকে, তবে উহাকে প্রতিলোম দ্বারা নিঃসারিত করা কর্ত্তব্য। রোগীকে শীতল জলাদি দ্বারা ত্রাসিত করিয়া হৃদয়ের নিকটস্থ শল্য যথামার্গে উন্নয়নপূর্ব্বক আহরণ করিবে। শরীরের অন্য প্রদেশস্থ পীড়ক শল্য এইরূপ দুরাকর্ষ হইলে ব্রণের মুখ বড় করিয়া তাহাকে যথামার্গে উদ্ধার করিবে। অস্থিবিবরপ্রবিষ্ট বা অস্থিসংলগ্ন শল্য, রোগী পাদদ্বয় পীড়ন করিয়া যন্ত্র দ্বারা অপহৃত করিবে। যদি তাহাতে শল্য বাহির না হয়, তবে বলবান্ ভৃত্যদিগের দ্বারা রোগীকে গ্রহণপূর্ব্বক যন্ত্র দ্বারা উহা টানিয়া বাহির করিবে। ইহাতেও বাহির

না হইলে, কেহ প্রবিষ্ট শল্যের বারজ অর্থাৎ মূলদেশ বক্রীকৃত করিয়া তাহাতে ধনুকের ছিলার এক পার্শ্ব বন্ধন করতঃ ঐ ধনুঃ নোওয়াইতে আরম্ভ করিলে ক্রমশঃ ঐ শল্য উদ্ধৃত হইবে ; কিন্তু যদি তাহাতেও না হয়, তবে একটী অশ্বের চারি পা ও মস্তক উত্তমরূপে বন্ধনপূর্ব্বক সাবধানে তাহার মুখবন্ধন চর্ম্মে পূর্ব্বোক্ত বক্রীকৃত বারজ বন্ধন করিয়া দিয়া অশ্বকে যথোপযুক্ত রূপে কশাঘাত করিলে সে যেমন সহসা মস্তক উন্নমিত করিবে, অমনিই শল্য উদ্ধৃত হইয়া যাইবে। এতদ্ভিন্ন কোন একটী বৃক্ষশাখাকে অবনমিত করিয়া রজ্জু দ্বারা তাহার অগ্রভাগের সহিত উক্ত বারজ সম্বদ্ধ করিয়া হঠাৎ শাখাটীকে ছাড়িয়া দিবা মাত্র ঐ শাখা যেমন বেগে স্বস্থানে গমন করিবে অমনিই তৎসঙ্গে সঙ্গে শল্যোদ্ধার হইয়া যাইবে। ছেদনের অযোগ্য স্থানে শল্য প্রবিষ্ট হইলে যদি উহার মুখ উর্দ্ধে বহির্গত হয়, তাহা হইলে প্রস্তরখণ্ড, লৌহ বা মুদ্গর দ্বারা চালিত করিয়া উহাকে যথামার্গে আনয়নপূর্ব্বক নিঃসারিত করিবে। আর ছেদন-যোগ্য স্থানে শল্যের মুখ উর্দ্ধে নির্গত হইলে উহাকে সম্মুখ হইতেই আকর্ষণ করিবে ; কিন্তু যদি উহার কর্ণ থাকে, তবে যন্ত্র দ্বারা তাহা ভাঙ্গিয়া দিতে হয়।

জতুময় শল্য কণ্ঠে আসক্ত হইলে নলের ভিতর দিয়া অগ্নি-তপ্ত শলাকা কণ্ঠে প্রবেশ করাইয়া কণ্ঠ হইতে সেই শল্য উক্ত শলাকায় জড়াইয়া গেলে শীতল জলে উহা নির্ব্বাপিত করিয়া আহরণ করিবে। কেহ কেহ বলেন, উক্ত শল্যে যদি জতু সংশ্রব না থাকে, তবে জতু বা মধুচ্ছিষ্ট লিপ্ত শলাকা পূর্ব্ববৎ অগ্নিসন্তপ্ত করিয়া নাড়ী যোগে কণ্ঠে নিক্ষেপপূর্ব্বক ঐ শল্য আহরণ করিবে। অস্থি অর্থাৎ মাছের কাঁটা প্রভৃতি বা অন্য কোন শল্য তির্য্যগ্‌ভাবে কণ্ঠে সংলগ্ন হইলে এক গোছা চুল দৃঢ় সূত্রে বাঁধিয়া বমনকারক পানীয় দ্রব্য বা তক্রের সহিত উহাকে গলাধঃকরণ করাইবে। চুলের গোছা গিলিবার সময় তৎসংলগ্ন সূতাটী দৃঢ়রূপে ধরিয়া রাখিতে হইবে, পরে বমন হইতে আরম্ভ হইলে যখন বুঝিবে যে চুলের গোছা শল্যের এক স্থানে সংলগ্ন হইয়াছে, তখন সহসা সূতায় টান দিলে ঐ চুলের গোছার সহিত শল্য বাহির হইয়া যাইবে। কেবল যথামাত্রায় বমনকারক পানীয় বা তক্র সেবনে সহজে বমি না হইলে পুনরায় আকণ্ঠ পর্য্যন্ত জল পান করিতে হইবে।

দন্তধাবন কাষ্ঠের অগ্রভাগ চর্ব্বিত করিলে যখন উহা কোমল হইবে, তখন তাহা দ্বারা ও পূর্ব্বোক্ত প্রকারের কণ্ঠগত শল্য অন্তঃ প্রবিষ্ট বা বহির্নিঃসারিত করা যাইতে পারে।

জলমগ্ন ব্যক্তির উদর জলপূর্ণ হইলে তাহার পাদদ্বয় উর্দ্ধে লম্বমান করিয়া উহার মুখ ধরাতলস্থ ভস্মরাশি মধ্যে নিহিত করিবে অথবা উক্তরূপ লম্বভাবে পূর্ব্ব অবস্থায়ই রাখিয়া উহাকে দৃঢ়রূপে কম্পিত বা উহার উদরে পীড়ন অর্থাৎ ধীরে ধীরে চাপ দেওয়ার ন্যায় করিতে হইবে।

ভক্ষ্যাদির গ্রাস কণ্ঠগত হইলে অলক্ষিত বা অতর্কিতভাবে তাহার স্কন্ধে মুষ্টি দ্বারা আঘাত করিবে ; অথবা স্নেহ, মদ্য বা পানীয় পান করিতে দিবে।

বাহু, রজ্জু, লতা বা পাশরূপ শল্যে কণ্ঠ পীড়িত হইলে বায়ু প্রকুপিত হয় এবং শ্লেষ্মাকে কুপিত করিয়া স্রোতোরোধ করে। তাহাতে লালাস্রাব, ফেনোদ্গম ও সংজ্ঞানাশ হইয়া থাকে, এরূপ রোগীকে স্নেহাভ্যক্ত ও স্বিন্ন করিয়া তীক্ষ্ণ শিরোবিরেচন এবং বাতঘ্ন মাংসরস পথ্য দিবে।

(পুং) ১০ মদন বৃক্ষ। ১১ শ্বাবিৎ। (অমর)

১২ নৃপভেদ। ইনি বাহ্লিকরাজতনয় এবং মদ্রদেশের অধিপতি; পাণ্ডুপত্নী মাদ্রী ইঁহার ভগিনী। মহাভারতের উল্লেখানুসারে জানা যায় যে, পাণ্ডুনন্দন নকুল ও সহদেব ইঁহার সাক্ষাৎ ভাগিনেয় হইলেও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ইনি পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন করিতে পারেন নাই। কারণ দূতগণ মুখে সংবাদ পাইয়া মদ্ররাজ যখন বহুল সৈন্য সমভিব্যাহারে পাণ্ডবগণ সমীপে যাত্রা করেন, তখন দুর্য্যোধন সেই সংবাদ জানিয়া পথিমধ্যে তদীয় বিশ্রামার্থ বহুতর শিল্পদক্ষ কিঙ্কর দ্বারা রত্ননিচয়খচিত সুসজ্জিত সভাগৃহ এবং বহুবিধ কৌতুকাবহ দ্রব্যজাত, মাংসাদি উৎকৃষ্ট ভক্ষ্য, সুরুচির গন্ধমাল্য ও চিত্ত প্রফুল্লকর বিবিধাকার কূপ, বাপী প্রভৃতি প্রস্তুত করাইয়া রাখিয়া স্বয়ং প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিত রহিলেন। ঘটনাক্রমে মদ্রপতিও যথাসময়ে তথায় আসিয়া বিশ্রাম লইলেন এবং সেই বিশ্রাম সুখে যারপর নাই সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, 'যুধিষ্ঠিরের কোন্ লোক এই সভাগৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়াছে? আমি কুন্তী পুত্রের প্রীত্যর্থে তাহাকে প্রসাদ দান করিব।' এতচ্ছ্রবণে তত্রত্য ভৃত্যগণ অচিরাৎ দুর্য্যোধন সমীপে বিবরণ বিবৃত করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ ব্যগ্রচিত্তে শল্য সন্নিধানে আগমনপূর্ব্বক আত্মপ্রকাশ করিলেন। মদ্ররাজ তাঁহাকে দেখিয়া এবং ঐ সমস্ত সভা নির্ম্মাণাদি বিষয়ে তাঁহারই সম্পূর্ণ প্রযত্ন জানিয়া সাতিশয় প্রীত প্রফুল্লচিত্তে তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! আমার নিকট তোমার যে কিছু অভীষ্ট থাকে, প্রার্থনা করিয়া লও। শল্যের এই আশাতীত আশ্বাস বাক্য শুনিয়া দুর্য্যোধন পরম হর্ষে তৎসমীপে প্রার্থনা করিলেন যে, আপনি আমার সমস্ত সৈন্যের অধিনায়ক হইলেন। স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে শল্য ইহা স্বীকার করিতে কিছু মাত্র সঙ্কুচিত না হইয়া হৃষ্টচিত্তে দুর্য্যোধনকে বলিলেন, তুমি নিশ্চিন্ত মনে গৃহে প্রত্যাগমন কর, আমি যুধিষ্ঠিরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অবিলম্বেই তোমার নিকট গমন করিব।

শল্যের নিয়োগে দুর্য্যোধন শিবিরে প্রত্যাগত হইবার পর মদ্রপতি পাণ্ডবসদনে গমনাভিপ্রায়ে গমন পূর্ব্বক রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট বিজ্ঞাপন করিলে তিনি তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ বা দুঃখিত না হইয়া বরং বলিলেন যে, আপনি উত্তম কার্য্য করিয়াছেন ; তবে যাহাই হউক আসন্ন সংগ্রামে প্রকারান্তরে আমার কিছু উপকার করিতে হইবে। যখন কর্ণ ও অর্জ্জুন উভয়ে দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন, তখন আপনিই কর্ণের সারথ্য কর্ম্ম করিবেন সন্দেহ নাই। অতএব হে রাজসত্তম ! যদি আমার প্রিয়কার্য্যসম্পাদনের ইচ্ছা করেন, তবে সেই সময়ে আপনি অর্জ্জুনকে রক্ষা করিয়া চলিবেন এবং বাক্য কৌশলে সূতপুত্রের তেজের হানি করিয়া যাহাতে আমাদের জয় হইতে পারে তদ্বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে যত্নবান্ হইবে। শল্য যুধিষ্ঠিরের এই প্রার্থনা পূরণেও সম্মত হইলেন এবং তাহাকে নানাবিধ প্রবোধ বাক্যে সন্তুষ্ট করিয়া তথা হইতে দুর্য্যোধনের আলয়ে গমন করিলেন।

ভারতযুদ্ধে অশেষ বীরত্ব প্রদর্শনের পর, শল্যরাজ যুধিষ্ঠির হস্তে নিহত হন।

শল্য (পুং ক্লী) ১ শস্ত্র বিশেষ, চলিত শেল অস্ত্র। পর্য্যায়—শঙ্কু, দীর্ঘায়ুধ, শল, কুন্ত, বিষাঙ্কুর। (ত্রিকা°)

শল্যক (পুং) শল্য ইব শল্য ইবার্থে কন্। ১ মদনবৃক্ষ। (শব্দরত্না°) ২ শল্লকী, শজারু। (রাজনি°)

শল্যকণ্ঠ (পুং) শল্যং শল্যলোম কণ্ঠে যস্য। শল্লকী, শজারু।

শল্যকর্ত্তন (পুং) জনপদভেদ। (রামা° ২।৭১৩) কর্ত্তন ও কীর্ত্তনপাঠও দেখা যায়।

শল্যকর্ত্তৃ (পুং) শল্যোদ্ধারকারী (চিকিৎসক)। যিনি শল্যক্রিয়া করিয়া থাকেন।

শল্যকবৎ (ত্রি) ১ শল্যকযুক্ত। ২ আখু, ইন্দুর বিশেষ। (ভারত উদ্যোগপ°)

শল্যকৃন্ত ( ) শল্যচিকিৎসক। (আপস্তম্ব ১।১৯।১৫)

শল্যকৈটর্য্য (পুং) মদনবৃক্ষ, ময়না গাছ। (রাজনি°)

শল্যক্রিয়া (স্ত্রী) শরীরাভ্যন্তরে কণ্টকাদি প্রবিষ্ট হইলে যে প্রকার শস্ত্রপ্রয়োগ দ্বারা উহা বাহির করা হয়।

শল্যতন্ত্র (ক্লী) সুশ্রুতোক্ত অষ্টবিধ তন্ত্রের মধ্যে অন্যতম তন্ত্র। "শল্যং নাম বিবিধ তৃণকাষ্ঠপাষাণপাংশুলোহলোষ্টাস্থিবালনখপূযাস্রাবান্তর্গর্ভশল্যোদ্ধারার্থং যন্ত্রশস্ত্রক্ষারাগ্নিপ্রণিধানব্রণবিনিশ্চয়ার্থঞ্চ" (সুশ্রুত ১অ°)

বিবিধ প্রকার তৃণ, কাষ্ঠ, পাষাণ, পাংশু, লৌহাদি ধাতু, ইষ্টকাদির অংশ, অস্থি, কেশলোমাদি, নখ প্রভৃতি কোন কারণে শরীরে প্রবিষ্ট হইলে, পূয ও রক্ত প্রভৃতি বিকৃত হইয়া অতি উৎকট যন্ত্রণা হইতে থাকে। উক্ত দ্রব্য সকল শরীর হইতে বাহির করিয়া যন্ত্রণা দূর করিবার জন্য যে তন্ত্রে যন্ত্র, শস্ত্র, ক্ষার, ও অগ্নিকর্ম্ম প্রভৃতির প্রস্তুত ও প্রয়োগ করিবার উপদেশ আছে, তাহাকেই শল্যতন্ত্র কহে। সুশ্রুতের মতে, ৮ প্রকার তন্ত্রের মধ্যে শল্য তন্ত্রই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কেননা, ইহা দ্বারা শীঘ্র ফল লাভ করিতে পারা যায়, এই শল্যতন্ত্রে পাণ্ডিত্য থাকিলে পুণ্য, স্বর্গ, যশঃ অর্থ ও আয়ুঃ লাভ হয়। (সুশ্রুত ১ অ°)

অষ্টাঙ্গহৃদয়সংহিতা নামক বৈদ্যকগ্রন্থের উত্তরখণ্ডের ২৫ হইতে ৩৪ অধ্যায় শল্যতন্ত্র নামে বর্ণিত।

শল্যদা (স্ত্রী) মেদা। বৈদ্যকে লিখিত আছে যে, ইহার অভাবে অশ্বগন্ধ ঔষধে দিতে হয়। (রাজনি°)

শল্যপর্ণিকা (স্ত্রী) মেদা। (রাজনি°)

শল্যপর্ব্ব, মহাভারতের ৯ম পর্ব্ব। ইহাতে শল্যরাজের কর্ণসারথ্য, সেনাপত্য, ভীমের সহিত গদাযুদ্ধ ও যুধিষ্ঠিরের হস্তে মৃত্যু কথা বর্ণিত হইয়াছে।

শল্যলোমন্ (ক্লী) শল্যবৎ লোম। শললী, শল্লকীর লোম, শজারুর কাঁটা। (রাজনি°)

শল্যবৎ (ত্রি) শরযুক্ত। বাণবিশিষ্ট। তীরত্যাগশীল। বিদ্ধ বিভ্রান্ত।

শল্যবারঙ্গ (ক্লী) বাণ বা অন্যান্য শল্যের পশ্চাদ্ভাগ। শস্ত্র প্রয়োগকালে শল্যের যে স্থান ধরিয়া শরীর হইতে শল্যোদ্ধার করা যায়।

শল্যস্রংসন (ক্লী) শল্যনিষ্কাশন। কণ্টকোদ্ধার। (কৌষিতকী° ৩৩)

শল্যহর্ত্তৃ (পুং) শল্যোদ্ধারকর্ত্তা। (রামা° ৪।২৮৬)

শল্যহৃৎ (পুং) শল্যহরণকারী। (বৃহৎস° ৫।৮০)

শল্যা (স্ত্রী) ১ মেদা। ২ বিকঙ্কত বৃক্ষ। ৩ নাগবল্লী লতা

শল্যারি (পুং) শল্যস্য অরিঃ তস্যাপকর্ষাৎ। যুধিষ্ঠিররাজ। (হেম)

শল্যোদ্ধরণ (ক্লী) শল্যস্য উদ্ধরণং। বিদ্ধ শল্যের উৎপাটন। [শল্য শব্দ দেখ]

শল্ল, গতি। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ শল্লতি। লুঙ্ অশল্লীৎ। এই ধাতু সৌত্র ধাতু।

শল্ল (ক্লী) ১ বল্ক। (পুং) ২ ভেক। (শব্দরত্না°)

শল্লক (ক্লী) শল্লমেব স্বার্থে কন্। ১ বল্ক। (শব্দরত্না°) (পুং) ২ শোণবৃক্ষ। (জটাধর) ৩ শল্লকী জন্তু, শজারু।

শল্লকী (স্ত্রী) পশু বিশেষ। চলিত শজারু। হিন্দী—সাহিল, শালই, শলগ ; বোম্বাই—শালস্কার্ট। তামিল—কুংলি। সংস্কৃত পর্য্যায়—শ্বাবিৎ, শলকা ... ..., চেধার, শল্যক, শল্যমৃগ, বজ্রশল্য, বিলেশয়। ইহার মাংসগুণ—গুরু, স্নিগ্ধ শীতল, এবং কফাপস্তুনাশক। (রাজনি°) শজারু পঞ্চনখের মধ্যে সুতরাং ইহার মাংস ভক্ষণীয়।

"ভক্ষ্যাঃ পঞ্চনখাঃ সেধাগোধাকচ্ছপশল্লকাঃ।
শশাশ্চ মৎস্যেষপি হি সিংহতুণ্ড করোহিতাঃ॥"
(যাজ্ঞবল্ক্য ১।১৭৭) [সজারু দেখ।]

২ বৃক্ষবিশেষ। (Boswellia serrata, Indian olibanum) পর্য্যায়—গজভক্ষ্যা, সুবহা, সুরভি, রসা, মহেরণা, কুন্দুরুকী, হ্লাদিনী, হ্রাদিনী, গজভক্ষা, সুরভী, মহেরুণা, মহাবলা, সিল্লকী, সল্লকী, স্রবজীরসা, শিল্লকী, সিহ্লকী, সিহ্লভূমিকা, অশ্ব-মূত্রী, কুন্দা। (জটাধর)

শল্লকীত্বচ (স্ত্রী) সিহ্লকী বৃক্ষত্বক্। (চরক সূ° ৪ অ°)

শল্লকীদ্রব (পুং) সিহ্লক, কন্দুরুখোটী, শিলারস। (জটাধর)

শল্লকায় (স্ত্রী) শিলারস। সিহ্লনির্য্যাস।

শল্লিকা (স্ত্রী) নৌকা। (হরিবংশ)

শল্লা (স্ত্রী) ১ সল্লকী বৃক্ষ। ২ সল্লকী মৃগ, সজারু। (বৈদ্যকনি°)

শল্ল (পুং) শাবদেশ। (উণাদি)

শব, ১ বিকার। ২ গতি। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ শবতি। লোট্ শবতু। লিট্ শশাব। লুঙ্ অশাবীৎ।

শব (ক্লী) শবতি গচ্ছতীতি শব-অচ্। ১ জল। (মেদিনী) (পুং ক্লী) শবতি দর্শনেন চিত্তং বি-করোতীতি শব বিকারে অচ্। ২ মৃতশরীর, চলিত মড়া। পর্য্যায় কুণপ, ক্ষিতিবর্দ্ধন, মৃতক। দেহ গতপ্রাণ হইলে তাহাকে শব কহে। শাস্ত্রে শব দাহ করিবার বিধান আছে। দুই বৎসরের ন্যূন বয়স্ক বালক বা বালিকার মৃত্যু হইলে তাহার শব পুতিয়া ফেলিতে হয়, এবং দুই বৎসরের উর্দ্ধ হইলে তাহার শব দাহ করিতে হয়।

"ঊনদ্বিবার্ষিকং প্রেতং নিদধ্যু র্বান্ধবা বহিঃ।
অলঙ্কৃত্য শুচৌ ভূমাবস্থিসঞ্চয়নাদৃতে।
নাস্য কার্য্যোঽগ্নিসংস্কারো নাপি কার্য্যোদকক্রিয়া॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

শবের অনুগমন করিলে একদিন অশৌচ হয়। যিনি শব দহন বা বহন করেন, তাঁহারও একদিন অশৌচ হইবে। তিনি ... করিয়া জলে অবগাহন স্নান, অগ্নিস্পর্শ ও ঘৃত ভোজন ... শুদ্ধি লাভ করেন। জল তুলিয়া স্নান করিলে শুদ্ধি লাভ হয় না, জলে অবগাহন করিয়া স্নান করিতে হয়।

"প্রেতীভূতং দ্বিজং বিপ্রো যোঽনুগচ্ছতি কামতঃ।
স্নাত্বা সচেলং স্পৃষ্ট্বাগ্নিং ঘৃতং প্রাশ্য বিশুধ্যতি।
অনুগম্যাশ্রুবিমোচন স্নাত্বা স্পৃষ্ট্বাগ্নিং ঘৃতভুক্ শুচিঃ॥
তৎপ্রমাদাদিগৃহমনে কথকানে ঃাভিধানাৎ, অগ্নিস্পর্শ নতু-ভুক্ষে দকে" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

ব্রাহ্মণাদির শব ব্রাহ্মণাদিই দহন ও বহন করিবে, অন্যবর্ণ দহন ও বহন করিলে তাহার পাতক হইবে। শূদ্র বহন করিলে, তাহার নরক হয়।

"মৃতব্রাহ্মণদেহাংশ্চ দেবাৎ শূদ্রো বহেদ্ যদি চেৎ।
পদপ্রমাণবর্ষঞ্চ তেষাঞ্চ নরকে স্থিতিঃ॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

বাপী, কূপ, তড়াগ প্রভৃতিতে যাহাদের মাংস অভক্ষ্য এইরূপ কোন জন্তু মরে, তাহাহইলে তাহার জল দুষ্ট হয়, পুনর্ব্বার শাস্ত্রানুসারে ঐরূপ বাপী প্রভৃতি শোধন করিয়া লইলে তাহার জলদ্বারা দৈব বা পৈত্র কর্ম্ম করা যায়। নচেৎ ঐ জলে কোন ক্রিয়া হয় না। বাপী প্রভৃতির জলে মানুষ মরিলেও তাহার জল দুষ্ট হইবে। "যেষামভক্ষ্যং মাংসঞ্চ তচ্ছরীরে মৃতঞ্চ যৎ।
বাপীকূপতড়াগেষু জলং সর্ব্বঞ্চ দূষয়েৎ॥
স কুণপং সকর্দ্দমং তেভ্যস্তোয়মপাস্য তৎ।
প্রক্ষিপেৎ পঞ্চগব্যঞ্চ সমস্তং বর্ণশুদ্ধিকৃৎ॥" (শুদ্ধিত°)

মরণের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই গৃহ হইতে বাহির করিতে হয়, যদি বাহির করা না হয় এবং গৃহে মৃত্যু হয়, তাহা হইলে ঐ গৃহ দুষ্ট হয়।

"এবং মরণসময়ে গৃহান্নিঃসার্য্যস্তে অন্যথা গৃহস্য দুষ্টতা স্যাৎ।"
(শুদ্ধিতত্ত্ব)

মহাপাতকী বা অতিপাতকীর শবদহন বা বহন করিতে নাই, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী প্রভৃতি রোগগ্রস্তকে মহাপাতকী এবং অন্যঃ রোগীকে অতিপাতকী কহে। কিন্তু ইহাদের প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপ ক্ষয় হইলে তাহাদের শবদাহ হইবে। আত্মঘাতীর ও শব দাহ করিতে নাই। যাহারা এই শব দাহ করে, তাহাদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। [অন্ত্যেষ্টি ও শবদাহ দেখ।]

শবকাম্য (পুং) শবঃ কাম্যো যস্য। কুকুর। (শব্দরত্না°)

শবকৃৎ (ত্রি) কৃষ্ণের নামান্তর। (পঞ্চরত্ন ৪।৮।১০৬)

শবঘান, চম্পারণ্যের অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম।
(ভবিষ্য ব্র° খ° ৪১।২০,২২)

শবদাহ, মৃত্যুর পর মনুষ্যদেহের সংস্কার। ইহাকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বলে। শুদ্ধ ভারত নহে, সমগ্র জগতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সম্প্রদায় মধ্যে বিভিন্ন প্রকার সংস্কারপ্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। সেই সকলের বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

পাশ্চাত্যজগতের অন্যান্য স্থানে অতি প্রাচীনকালেও শবদাহ-প্রথা প্রচলিত ছিল। প্রাচীন গ্রন্থপ্রমাণে এই দাহপ্রথাই প্রধানতঃ প্রাচীন বলিয়া গণ্য, কারণ সল্ (Saul) নামক রাজার দেহ দাহ করিয়া অস্থি প্রভৃতি সমাধিস্থ করা হইয়াছিল; আশা (Asa) মৃত্যুর পর, স্বরচিত শয্যায় গন্ধদ্রব্যাদি সহ দগ্ধীভূত হইয়াছিলেন। এই সময়ে অন্যান্য স্থানে কবরস্থ করা, নদীর জলে ভাসান বা ভূপৃষ্ঠে নির্জ্জনে শবস্থাপনের প্রথাও প্রচলিত ছিল। নিম্নদেশের খননিদর্শন হইতে যে সকল সমাধি দৃষ্টি-গোচর হয়, তাহাতে নানারূপ পাত্র, মাল্য ও অলঙ্কারাদি পাওয়া

গিয়াছে। মিশরের কএকটী সমাধি মধ্যেও ঐরূপ অলঙ্কার ও পাত্রাদি দেখিয়া মনে হয় যে এই যুগে উভয় দেশেই শব-সংস্কারের এইরূপ প্রথা অবলম্বিত হইয়াছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ লেয়ার্ড এই সকল সমাধি মধ্যে আসিরীয়া দেশের নল দেখিয়া অনুমান করেন যে, এই কবরগুলি প্রাচীন পারসিকদিগের অনুকরণে গৃহীত হইয়াছে। থিওক্রাটেসের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে পারস্যপতি দরায়ুসকে মিশরদেশজাত টবে (alabaster) রাখিয়া ও কাইরাস্‌কে কাষ্ঠের ডোঙ্গায় রাখিয়া সমাহিত করা হইয়াছিল।

প্রাচীন পারসিকদিগের ন্যায় আসিরীয়গণও শব প্রোথিত করিত। কখন কখন তাঁহারা মধু বা মোম দিয়া দেহরক্ষাও করিত। (Herod. lib. I. C 140 ; Arian de Bello,Alex. Theoph. de Lapid. C. XV.) ইলিয়ান্ লিখিয়াছেন, রাজা জরক্ষেস যখন বেলুসের সমাধি উৎখাত করেন, তখন তিনি শবাসিন্ধুকের কাণাপর্য্যন্ত তৈলবিশেষে পূর্ণ দেখিয়াছিলেন। এই শবসিন্ধুকের বর্ণনা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া মিঃ লেয়ার্ড অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, আসিরীয়ার প্রাচীনতম প্রাসাদাদি নির্ম্মিত হইবার পর এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিকতম অট্টালিকাদি গঠনের পূর্ব্বে আসিরীয়ার রাজ্যে যে জাতি বা জন সম্প্রদায় বাস করিয়াছিল, ঐ শবসমাধি সেই মধ্য যুগের প্রথা।

সুপ্রাচীন নিনিভে-রাজ্যবাসী জনসাধারণের নানা সমাধি-স্তম্ভ নয়ন পথে সমুদিত হইলেও নিনিভিৎগণ কি উপায়ে শব সংস্কার করিতেন, তাহার কিছুমাত্র নিদর্শন পাওয়া যায় না। কেবল মাত্র বাবিলোনিয়ারাজ্যে প্রাপ্ত কএকটী অস্থিস্বাধার (Sepulchral urns) হইতে পোড়ামাটির জলপাত্র, খাদ্য ভাণ্ড, মৃত্যুর তারিখ সম্বলিত মৃৎখণ্ড, মস্তকের অস্থিসমাধানার্থ কাটা ইষ্টক প্রভৃতি পাওয়া যায়। বুশায়ার রাজধানীর সন্নিকটে এইরূপ একটী ভগ্নভাণ্ডে বালুকাযোগে একটা পূর্ণাবয়ব মনুষ্যের দেহাস্থি পাওয়া গিয়াছে। ঐ ভাণ্ডগুলি সাধারণতঃ মৃত্তিকা-নির্ম্মিত হইয়া থাকে। উহা লম্বে ৩´ ৪´´ হয় এবং উহার মধ্য স্থানের পরিধি ২´ ৯´´ ইঞ্চ, ভাণ্ডগাত্র এক ইঞ্চের তৃতীয়াংশ হইবে। ভাণ্ডের উপরের দুই পার্শ্বে দুইটী নিরেট শৃঙ্গবৎ দণ্ড আছে। উহার উপর পৃথগ্‌ভাবে দুইটী পাত্র সাজান। পাত্রের অভ্যন্তর ভাগে মেটে তৈলের ন্যায় এক প্রকার তৈল দ্বারা সম্পৃক্ত দেখা যায়। ইহাদের গাত্রে এমন কোন চিহ্ন নাই, যদ্দারা ইহাদের সময় অবধারণ করা যাইতে পারে। কালদীয়গণ সেই প্রাচীন সময়ে মৃত্তিকা হইতে একপ্রকার শবাধার প্রস্তুত করিত। উহার কতকগুলির আকৃতি অনেকটা ডিমের ঢাক্‌নির ন্যায়। ইহারা তন্মধ্যে শব সম্মুখে পাত্র সহ খাদ্য ও জল এবং মস্তক রক্ষার জন্য সূর্য্যপক্ক ইষ্টক রাখিয়া সমাধিস্থ করিত। কোন কোন স্থলে জালার (Jar) আকারে শবাধার দেখা যায়। মনে হয় তাহারা ঐ ভাণ্ডে শব রাখিয়া তদুপরি স্তূপাকারে মৃত্তিকা চাপাইয়া দিত।

কালদীয় জাতির অভ্যুত্থান কালে একমাত্র প্রকৃত কালদীয়া (Chaldæa proper) ভিন্ন উত্তর-বাবিলোনীয়া বা আসিরীয়া রাজ্যের অপর কোথাও এরূপ প্রাচীন কবর দৃষ্টি পথে পতিত হয় না। রেভারেণ্ড জি, রলিন্সন্ স্বীয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন, পারসিকেরা যেরূপ মৃত দেহ কার্ব্বিলা বা মেশেদ আলী নামক স্থানে লইয়া সমাধিস্থ করা গৌরবজনক বিবেচনা করে, ভারতবাসী হিন্দুরা যেমন দূরদেশে মৃত ব্যক্তির শব বা অস্থি, বারাণসী, চক্রদহ প্রভৃতি গঙ্গাতীরবর্ত্তী নগরে আনিয়া পুনরায় দাহ করা মুক্তিপ্রদ বলিয়া মনে করে, এক দিন কালদীয়াবাসীও কালদীয়ার পবিত্র ক্ষেত্রে আপনাদিগকে সমাধিস্থ করা সম্মানজনক মনে করিত।

প্রাচীন রোমকেরাও শবদাহের পক্ষপাতী ছিলেন; কিন্তু তাঁহারাও রোগবিশেষে মৃতের গোর দিতেন। অতি শৈশবে বালকবালিকার মৃত্যু ঘটিলে তাহাকে জন্মভূমির অদূরে প্রোথিত করা হইত। ঐ জাতির মধ্যে ভস্মাস্থি ভাণ্ডে রাখিয়া পুতিবার ব্যবস্থা ছিল। ভূপৃষ্ঠ হইতে ২ফুট নিম্নে ঐ ভাণ্ড স্থাপন করিয়া তদুপরি স্মৃতিস্তম্ভ-রচনা করিত। এই জাতির প্রাচীন কবর মধ্যে যে সকল শবাধার পাওয়া গিয়াছে, তাহা প্রস্তর-নির্ম্মিত এবং নানা আকৃতিবিশিষ্ট। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধানের জন্য রোমকেরা শববহনকালে পথে শোকসূচক ধ্বনি করিতে করিতে গমন করিত। চুল্লিতে শবস্থাপনের পর তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিয়া দিত এবং তদুপরি মৃতের বস্ত্রালঙ্কারাদি ও প্রিয়তম ভোগ্য পশু মারিয়া তাহার মাংস নিক্ষেপ করিত।

প্রাচীন গ্রীকজাতির শবসংস্কারপ্রণালী অনেকাংশে ভারতীয় আর্য্যগণের মত। তাহারা বৈতরণী (Styx ও Acheron) নামক স্বর্গস্থ নদী পার কামনায় শবের মুখে একটী মুদ্রা দিত। এবং সরমার (Cerberus) প্রীত্যর্থে গোধূমচূর্ণ ও মধু মিশ্রিত পিষ্টক পিণ্ড দিত। মৃতের উদ্দেশে মস্তকমুণ্ডনের আচারও গ্রীকদিগের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। কোন নিকটাত্মীয় মরিলে লোকে শোকচিহ্ন স্বরূপ কেশ বপন করিত। ইলিয়াডে (Il. xxiii) লিখিত আছে পেট্রোক্লাসের অন্ত্যেষ্টির সময় একিলিসের বন্ধুগণ আপনাপন মাথার চুল কাটিয়া শবের উপর ফেলিয়া দিয়াছিল। আবার গ্রীকের অপরাপর স্থানের অধিবাসীরা মৃতের জন্য শোকচিহ্ন স্বরূপ কেশ রক্ষা করিত এবং আলুলায়িত কেশ-রাশি দেখিয়া তাহাদের শোকের মাত্রা অবধারণ করা যাইত।

দ্যুরিহামবাসী রমণীরা স্বামীর মৃত্যুতে মস্তক মুণ্ডন করে এবং সেই চুল তাহারা কবরের চারিদিকে ঝুলাইয়া দেয়। ফেরোয়ে দ্বীপের যুবক-যুবতীরা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে আপন-আপন কেশগুচ্ছ লইয়া উত্তর দেশ হইতে সমাগত কুমারী-গণের সমাধিস্তম্ভের উপর স্থাপন করিয়া সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে।

ভূমধ্যসাগর হইতে প্রশান্ত মহাসাগর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ মধ্য-এসিয়াবাসী বিভিন্ন জাতির মধ্যে পুরাকালে ও বর্ত্তমান সময়ে মৃৎপিণ্ড চাপা দিয়া শবরক্ষার ব্যবস্থা ছিল ও রহিয়াছে। বাইবেলে দেখা যায়, রাজা আই যশুয়া কর্ত্তৃক নিহত হইলে নগরদ্বারে রক্ষিত হইয়াছিলেন এবং সেই শবোপরে একটী সুবৃহৎ প্রস্তরস্তূপ গঠিত হইয়াছিল। (Joshua VII 26). হিরোদোতস লিখিয়াছেন, লিডিয়ারাজ অলায়েতেশের শবোপরি যে মৃৎস্তূপ স্থাপিত হইয়াছিল, উহার পরিধি প্রায় ১মাইল এবং প্রস্থ ১৩০০ ফিট্। বর্ত্তমান ভ্রমণকারীদিগের যত্নে ঐ স্থান আবিষ্কৃত হইয়াছে।

টিউটন জাতির মধ্যেও শবোপরি ঐরূপ মৃৎস্তূপ স্থাপন প্রিয়তম স্মৃতি বলিয়া পরিগণিত ছিল। প্রাচীন সাক্সনগণ চর্ম্মকোষ বা প্রস্তরপেটিকায় শবদেহ রক্ষা করিয়া তদুপরে মাটী চাপা দিত। মধ্য এসিয়ার জনপদসমূহে বলশালী ও ধনশালী ব্যক্তির কবরোপরে স্তূপনির্ম্মাণ (Tumuli) প্রচলিত ছিল। স্কন্দনাভবাসীরা শবসংকারে ঐ প্রথা অবলম্বন করেন।

হিরোদোতসের বিবরণী হইতে জানা যায় যে, প্রাচীন শাকদ্বীপিগণের (Scythians) শব সংকার ঐরূপেই নির্ব্বাহিত হইত। বর্ত্তমান সময়ে কর করেলা নামক জনপদে ও কির্ঘজ্ জাতির বাস ভূমি "ষ্টেপী" প্রান্তরে ঐরূপ অনেক শবসমাধি দৃষ্টি গোচর হয়। বাইবেলে লিখিত আছে, কোন কোন দেশে মৃত সর্দ্দারের গোরের সময় তাহার অনুগত লোকদিগকে নিহত করিয়া ঐ কবর মধ্যে নিহিত করিবার রীতি আছে। (Ezekiel) হিরোদোতস্ লিখিয়াছেন, যখন কোন রাজার মৃত্যু হয়, তখন তাহার শবদেহ তৈলসিক্ত ও মোমাবৃত করা হয়, এবং সেই দেহ রথে চড়াইয়া বিশেষ সমারোহে সমাধিক্ষেত্রে আনা হয়। শব রক্ষার জন্য সমাধিক্ষেত্রে একটী সুবৃহৎ গর্ত্ত খনন করা হইয়া থাকে। তাহার ভিতর খড় বিছাইয়া তদুপরি শব স্থাপন করিয়া কাষ্ঠখণ্ড চাপা দেওয়া হয়। শবের সম্মানার্থ দেহের উভয় পার্শ্বে বড়শা সারিবদ্ধ ভাবে পুতিয়া রাখে। অতঃপর রাজার একটী পত্নীকে বলপূর্ব্বক নিহত করিয়া ঐ গর্ত্তের অপরাংশে স্থাপন করে। ঐ সঙ্গে রাজার তাম্বুলকরঙ্কবাহী পাচক, প্রিয় অনুচর, মন্ত্রী, দূত ও অশ্বাদি এবং পানার্থ স্বর্ণপাত্রাদি পুতিয়া ফেলে। তাহাদের বিশ্বাস, রাজার পরলোকযাত্রায় ঐ সকল না থাকিলে বিশেষ কষ্ট হইবে। উপরি কথিত, দ্রব্যাদি গর্ত্ত মধ্যে সংরক্ষিত হইলে সমবেত শবানুগমনকারীরা মৃত্তিকা দ্বারা ঐ গর্ত্তপূরণ করিয়া একটী সুবৃহৎ স্তূপে পরিণত করে। ইহাতেও সকল শেষ হয় না। বৎসরান্তে পুনরায় রাজার ৫০ টী বিশ্বস্ত অনুচর ও ৫০টী অশ্ব মারিয়া ও অশ্ব পৃষ্ঠে অনুচরদিগকে বসাইয়া উক্ত সমাধি স্তূপের চতুষ্পার্শ্বে স্থাপন করা হইত।

মোগলসর্দ্দার চেঙ্গিজখানের মৃত্যু হইলে তাঁহার শবদেহ একটী সুবৃহৎ স্তূপ দ্বারা সমাচ্ছাদিত হইয়াছিল এবং পাছে মানুষে সেই স্তূপের উপর বিচরণ করে, এই জন্য তাঁহার মোগল অনুচরেরা তদুপরি বৃক্ষাদি রোপণ করিয়া তাহা জঙ্গলে রূপান্তরিত করিয়াছিল। কর্ণেল টড্‌কৃত রাজস্থানের ইতিবৃত্তেও আমরা মৃৎস্তূপ বা সমাধিস্তম্ভ দেখিতে পাই। যে সকল রাজপুত রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করিত,তাহাদের শবের উপর যে সকল সমাধিস্তম্ভ আছে, তাহার উপর সশস্ত্র অশ্বারোহী বীরমূর্ত্তি ও তৎপার্শ্বে তদীয় পত্নীর সহমরণচিত্র এবং তদুভয়ের পার্শ্বদ্বয়ে চন্দ্র ও সূর্য্যমূর্ত্তি রাজপুতবীরের অক্ষয় যশঃ ঘোষণা করিতেছে। (Tod's Rajasthan I. p. 54)।

প্রাচীন সৌরাষ্ট্রজনপদবাসী কাঠী, কোমানি, বল্ল প্রভৃতি শকজাতীয়ের মধ্যেও ঐরূপ শবোপরি "ঝুঝার" (সমাধিস্তম্ভ) স্থাপনের রীতি ছিল। প্রত্যেক নগরপ্রাচীরের মূলে এখনও ঐরূপ ধ্বস্তপ্রায় স্তম্ভাবলী ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখা যায়। ঐ স্তম্ভগুলির উপরে অস্পষ্টাকারে মৃত্যুর অবস্থাদ্যোতক বীরমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। অধিকাংশ মূর্ত্তিই অশ্বারোহী, কেবল কতকগুলি রথোপবিষ্টভাবে প্রস্তরোপরি উৎকীর্ণ হইয়াছে।

পঞ্জাবের নানা স্থানে, বাখিয়ান্‌প্রদেশে, আফগানিস্থানে ও কাবুলের সন্নিকটে এইরূপে বহু সমাধিস্তূপ বিদ্যমান আছে। এইগুলি মাটীর ঢিপির উপর ইষ্টক দিয়া গাঁথনি করা। ভারতের স্থানে স্থানে বুদ্ধের অঙ্গবিশেষের উপর যেরূপ ইষ্টকস্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল, এগুলি তাহারই রূপান্তরমাত্র; তবে এই সমাধিগুলিতে কেবল একজনি ব্যক্তির অস্থি বা ভস্ম নিহিত আছে। উহাদের গঠন গ্রীকদেশীয় স্থপতিদিগের অনুরূপ। মাণিক্যালনগরীর নিকটে একটী ৮০ ফিট্ উচ্চ এবং ৩২০ ফিট্ পরিধিবিশিষ্ট ঐরূপ একটী স্তূপ আছে। উহার মধ্যভাগে স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রপাত্রাদি এবং রোমক ও বাহ্লিকযবনগণের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। অভ্যন্তরস্থ একটী ৬০ ফিট্ গভীর কূপে তাম্রনির্ম্মিত সিন্দুক মধ্যে পবিত্র অস্থি রহিয়াছে।

ডাঃ ফার্গুসন দাক্ষিণাত্যের শব-সমাধি ও স্তূপনির্ম্মাণ-প্রথা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে ইংলণ্ডের আদিম অধিবাসী কেণ্টজাতির সমাধি প্রস্তরাদির (Cairns, cromlechs,

Kistvaens and circles of upright loose stones) সহিত নীলগিরিবাসী অসভ্য জাতীয়ের সমাধিপ্রস্তরের অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। ঐ সকল সমাধিমধ্যে নানাপাত্র, ভস্মভাণ্ড, নরাস্থি ও ভস্ম, উজ্জ্বল মৃৎপাত্র প্রভৃতি প্রাপ্ত থাকে। বোম্বাই-প্রেসিডেন্সী, দক্ষিণভারতের নাগপুর হইতে মহুয়া পর্য্যন্ত স্থান, ও কোয়ম্বাত্তোরের দক্ষিণস্থ অনমলয় শৈলপৃষ্ঠে প্রভূত দৃষ্টিগোচর হয়। নীলগিরিস্থ সমাধিস্তম্ভ হইতে এ গুলি বিগত সভ্যযুগের আদর্শ বলিয়া অনুমিত হয়। রুষিয়ারাজ্যে এবং সার্কেসিয়ার এইরূপ ধরণের অনেক কবর দেখিতে পাওয়া যায়। আরবের দক্ষিণোপকূলদেশে এবং আফ্রিকাদেশের সোমালীরাজ্যে প্রস্তর-স্তম্ভপরিবৃত গোরস্থানসমূহ বিদ্যমান আছে। মেজর কন্‌গ্রীভ্ বিশেষ গবেষণার সহিত নীলগিরির শবস্থান পর্য্যবেক্ষণ করেন। কাপ্তেন মিডোস্ টেলার রাজনকুলুর, শোরাপুর, শিরবাজী, ফিরোজাবাদ ও ভীমাতীরস্থ স্থানসমূহের শবস্থান পরীক্ষা করিয়া এবং ইংলণ্ডের এইরূপ শবক্ষেত্রের সহিত মিল করিয়া বলিয়াছেন যে, এ সকল Scytho-celtic বা Scytho-Druidical.

উক্ত স্থানের তোডা, কুরুবর প্রভৃতি পার্ব্বত্যজাতিরা এবং নিকটবর্ত্তী আর্য্যহিন্দুগণ ঐ সকল শবক্ষেত্রের কোন তত্ত্বই অবগত নহেন। সংস্কৃতসাহিত্যে অথবা দ্রাবিড়ীয় লিপিমালায় উহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। তামিল ভাষায় ঐ গুলি পাণ্ডু-কুড়ি নামে অভিহিত। তামিলভাষায় কুড়ি শব্দের অর্থ কবর বা গর্ত্ত। এই কারণে অনেকে উহাকে পাণ্ডব-সমাধি বলিয়া ঘোষণা করিতে চান, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। দক্ষিণভারতে দ্রাবিড়জাতির আগমনের পূর্ব্বে এখানে অধিকসম্ভব ভ্রমণকারী রাখালদলের বাস ছিল। দ্রাবিড়-জাতির পদার্পণে এবং তাহাদের নিকট দলিত বা বিতাড়িত হইয়া অথবা তাহাদের সহিত মিশিয়া গিয়া ঐ জাতি বিলয়প্রাপ্ত হইয়াছে। ঐ জাতির ধর্ম্মবুদ্ধির একমাত্র পরিচয় এই অন্ত্যেষ্টি-কৃত্যই সূচনা করিয়া থাকে।

হায়দরাবাদরাজ্যে এবং বলরাম ও সিকন্দরাবাদ নগরের চতুষ্পার্শ্বে ঐরূপ প্রস্তরস্তম্ভবেষ্টিত সমাধিক্ষেত্রসমূহ দৃষ্ট হয়। সিকন্দরাবাদের ২০ মাইল পূর্ব্বদক্ষিণে ঐরূপ একটী সুবৃহৎ সমাধিক্ষেত্র আছে। উহা দেখিলে বোধ হয়, ঐ স্থানে শত শত বর্ষ ব্যাপিয়া বহু লোকের সমাধি দেওয়া হইয়াছে। যে জাতির এই কীর্ত্তি তাহাদের চিহ্নমাত্র নাই। এই গোরগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের নিম্নে এক-একটী গর্ত্ত আছে। ঐ গর্ত্ত আঁকাবাঁকা। উহার মধ্যস্থলে শবাস্থি ও ভস্মভাণ্ড এবং উপরে নীচে মৃতের ব্যবহার্য্য ধনুর্ব্বাণ ও পাথরাদি দিয়া চাপা দেওয়া। পরে ঐ সমাধি বেষ্টন করিয়া গোলাকার প্রস্তরখণ্ড সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কোন কোনটীর পরিধি প্রায় ৪ শত হস্ত।

এই সকল সমাধিক্ষেত্র যে কোন প্রাচীন ভ্রমণশীল জাতির কীর্ত্তি তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কেন না ইহারই অদূরে নোমাদগণের অধিকৃত একটী নগর-প্রাচীরের নিদর্শন লক্ষিত হয়। নোমাদগণ সাধারণতঃ তাম্বুতে বাস করিত; সেই কারণেই ঐ স্থানে অট্টালিকাদির চিহ্নস্বরূপ কোন ইষ্টকপ্রস্তর বা মৃত্তিকা-স্তূপই পরিদৃষ্ট হয় না, যদ্দ্বারা উহাদের বাসভবনের অস্তিত্ব কল্পনা করা যাইতে পারে। ঐ গোরস্থান পর্য্যবেক্ষণ করিলে মনে হয় যে, এই জাতির মধ্যেও সর্দ্দারগণের মৃত্যুর পর তাহার সঙ্গে তৎপত্নী ও অনুচরগণকে নিহত করিয়া সমাহিত করা হইত। বালফোর সাহেব অনুমান করেন, হিন্দু ও রাজপুত জাতির মধ্যে যে সহমরণপ্রথা প্রচলিত ছিল, তাহা প্রাচীন শকজাতির অনুমরণ সংকারপদ্ধতির ক্ষীণ স্মৃতিমাত্র।

খৃষ্টান্‌জগতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রণালীতে শব-সংকার হয়। ইতালী ও জর্ম্মণিবাসী রোমানিষ্ট ও প্রোটেষ্টাণ্টদলের সমাধিক্ষেত্র নিরীক্ষণ করিলে সহজেই উভয়ের আচার-পার্থক্য উপলব্ধি হইবে। জর্ম্মণেরা শবসংকার সময়ে যেরূপ কোমলতা ও গাম্ভীর্য্য প্রকাশ করিয়া থাকেন, ইতালীয়গণ ঠিক তাহার বিপরীতভাব প্রদর্শন করেন। নেপল্‌স রাজধানীতে দুইটী গোরস্থান আছে, তথায় বৎসরের প্রত্যেক দিনের জন্য এক-একটী গর্ত্ত খোলা হয়। ঐ স্থানে সামান্য অবস্থার শব আনীত হইলে গোরস্থানের লোকেরা (Cemetry assistants) প্রথমেই তাহার বস্ত্র উন্মোচন করিয়া লয়। তৎপরে যাজক আসিয়া শবের উপর ভজন পাঠ করে, পাঠ সমাপ্ত হইলেই গোরস্থানের ভৃত্যবর্গ নানারূপ বিদ্রূপ পরিহাস করিতে করিতে ঐ মৃতদেহ গর্ত্তে ফেলিয়া দেয়। প্রত্যহ যতগুলি শব আনীত হয় সকলগুলিকেই ঐ এক গর্ত্তে ফেলিয়া চাপা দেওয়া হয়। ধনশালী ব্যক্তির শবের প্রতি কিন্তু স্বতন্ত্র নিয়ম। সমাধিক্ষেত্রে শব আনীত হইলে বস্ত্র উন্মোচনের পর, নগ্নদেহ শুষ্ক বালুকা-ক্ষেত্রে শোয়াইয়া দেয়। ক্রমে চর্ম্মমাংস বিশীর্ণ হইয়া আসিলে ঐ দেহ পুনরায় বস্ত্রাদি পরাইয়া কাচকূপ (Glass-case) মধ্যে টিকিট দিয়া সাজাইয়া রাখে। জর্ম্মণজাতীয়েরা কিন্তু বিশেষ উৎসবের সহিত শব-সংকার করে এবং যতদূর সাধ্য তাহারা গোরস্থান ও প্রত্যেক কবর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে চেষ্টা পায়। এই স্থানকে তাহারা দেবক্ষেত্র (Gottes Acker) বলে। কৌতুকের বিষয় এই যে, ঐ গোরস্থান কএকবৎসরের শবসমাধি পূর্ণ হইলে তাহারা পুনরায় লাঙ্গল দিয়া শবাস্থিসমূহ উত্তোলনপূর্ব্বক

দূরদেশে ফেলিয়া দেয় এবং সেই স্থানে পুনর্ব্বার শবাধান করে।

সিংহল দ্বীপে কাণ্ডীরাজবংশে একটী অপূর্ব্ব সৎকারপদ্ধতি প্রচলিত আছে। কাণ্ডীর রাজা দেহত্যাগ করিলে রাজপুরবাসিগণ প্রথমে সেই দেহ দাহার্থ নদীতীরে লইয়া যায় এবং এক ব্যক্তি কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদে আবৃত হইয়া নৌকায় করিয়া মহাবলীগঙ্গার মধ্যস্থলে রাজদেহভস্ম লইয়া যায়। সেই গভীর প্রবাহে সে নৌকা স্থির করিয়া ভস্মভাণ্ড হস্তে লয় এবং তরবারির আঘাতে উহা দ্বিখণ্ডিত করিয়া স্রোতোগর্ভে ভস্মরাশি ছড়াইয়া দেয়। তৎপরে সে নৌকা হইতে ঝাঁপ দিয়া নদীজলে নিমজ্জিত হয় এবং ডুব দিয়া নদীর অপরকূলে উঠিয়া বনমধ্যে পলাইয়া যায়। প্রবাদ, ঐ ব্যক্তি আর কখন লোকসমাজে মুখ দেখায় না। শবানয়নকালে যে সকল হস্তী অশ্ব প্রভৃতি সাজাইয়া লইয়া যায়, তাহাদেরও ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং তাহারা বনভূমে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে পারে। যে সকল রাজান্তঃপুরকামিনী রাজার মৃতদেহের উপর চাউল বিছাইয়া থাকে, তাহাদেরও নদীপারে পাঠাইয়া দেওয়া হয় এবং কখন রাজপুরে আসিতে দেওয়া হয় না।

খৃষ্টধর্ম্মের প্রাচীন গ্রন্থে (Old Testament) আর্য্যজাতির প্রসিদ্ধ কএকটী আচারের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ঐ গুলি যে পূর্ব্বে অন্দেশে প্রচলিত ছিল, নিম্নোক্ত উক্তিই তাহার প্রমাণ—

(১) Neither shall men lament for them, nor cut themselves (Jeremiah XVI. 6)

হিন্দুদের মধ্যে আত্মীয়ের মৃত্যুতে হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ শোকপ্রকাশ এবং মাথা খোঁড়া ও বুক চাপড়ান রীতি আছে।

(২) They shall come at no dead person to defile themselves" (Ezekiel XLIV. [illegible])

হিন্দুরা শবস্পর্শে অপবিত্র হয় এবং স্নানান্তে শুদ্ধ হইয়া থাকে।

(৩) The rich man shall lie down but shall not be gathered (Job XXVII 19)

হিন্দুদের বিশ্বাস, মৃত্যুর পর যাহাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া যথাশাস্ত্র নিষ্পাদিত হয় না, তাহাদের প্রেতাত্মা ঘুরিয়া বেড়ায়, কোথাও [illegible] না। এই কারণে শ্রাদ্ধের পিণ্ডদানের [illegible]।

(৪) [illegible] shall [illegible] burn odours for thee (Jeremiah XXXIV 5)

হিন্দুদের শবদাহের সময় চন্দনকাষ্ঠ, ধুনা ও ঘৃত পোড়াইবার রীতি আছে।

(৫) Rachel weeping for children and would not be comforted, because they are not (Mathew II. 18)

পুত্রের মৃত্যুতে মাতার হৃদয়বিদারক ক্রন্দনধ্বনি চিরাভ্যস্ত। যুদ্ধে নিহত পুত্রগণের জন্য তাহাদের মাতার সমবেত ক্রন্দনধ্বনি নগরময় যে শোকোদ্রেককর কোলাহল সমুত্থিত করে তাহা স্বভাবতঃই মর্ম্মভেদী। লঙ্কাধ্বংসের পর এবং কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের অবসানে রামচন্দ্র ও পাণ্ডবগণ ঐ রূপ ভীষণ শোকচিহ্ন সন্দর্শন করিয়াছিলেন।

প্রাচীনকালে বৈদিক আর্য্য-সমাজে আর এক প্রকার শবসংকার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। কোন ব্যক্তি মরিলে তাহার আত্মীয়েরা গো-শকটে শব বহন করিয়া শ্মশানে লইয়া যাইত, কখন বা তাহার অনুচরেরা তাহাকে বহন করিত। মৃতের নিকট আত্মীয় বা কোন বয়ঃবৃদ্ধ ব্যক্তি ঐ শবযাত্রার নায়ক হইয়া যাইতেন। সঙ্গে একটী কৃষ্ণবর্ণ বৃদ্ধা গাভী লইয়া যাওয়া হইত। শ্মশানে ঐ গাভী নিহত করিয়া তাহার মাংস বসা প্রভৃতি শবের উপর রাখিয়া ঐ গোচর্ম্মে শবদেহ আচ্ছাদন করিত। তদনন্তর তাহার পত্নীকে ঐ শবোপরি শোয়াইত। কখন কখন মৃতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, সতীর্থ বা কোন অনুচর এ বিধবাকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইয়া তাহাকে সঙ্গে আনিত। ৩য়, ৫ম, ৭ম বা ১০ম দিনে শোককারীরা মৃতের শব পুঁতিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে প্রস্তরশলাকা সাজাইয়া দিত এবং অশৌচগ্রহণকারীর বাটীতে আসিয়া শক্তু ও ছাগমাংস ভক্ষণ করিত।

হিন্দুবৈষ্ণবেরা শবদাহ করিয়া ভস্ম প্রোথিত করে। মৃত্যু নিকটস্থ হইলে তাহারা শয্যায় শিয়রে প্রদীপ জ্বালে এবং কর্পূর ও নারিকেল যোগে হোম করে। মৃত্যু ঘটিলে তুলসীপত্র দিয়া মৃতের মুখে পঞ্চগব্য দেয়। তৎপরে দুই তিন ঘণ্টা মধ্যে শব বাহিরে আনিয়া সৎকারার্থ শ্মশানে লইয়া যায়। স্নানাবশেষে কাষ্ঠ বা শুষ্ক গোময়ের চুল্লী দ্বারা শবদাহ করা হয়। তদুপরি শব স্থাপন করিয়া তুলসীপত্র দেয় এবং পিণ্ডদান করে। দাহের পরদিন তাহারা অস্থি ও করোটি সংগ্রহ করিয়া তাহাতে জল দেয়। পরে একটী পাত্রে করিয়া সেই অস্থিগুলি নদী বা সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করে।

আসামে হিন্দুরা বাটীতে কাহাকেও মরিতে দেয় না। কেন না, তাহা হইলে বাটী অপবিত্র হয় এবং কেহ সেই অপবিত্র গৃহে কোনরূপ কাজ করে না। এই জন্য মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তাহারা পীড়িতকে বাটীর বহিঃপ্রাঙ্গণে লইয়া আইসে। কেহ কেহ ঐ সময়ে রক্ষার জন্য একটী স্বতন্ত্র গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া রাখে। অনেক স্থলে মৃতের ইচ্ছানুসারে তাহার সৎকারকার্য্য

নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। সিন্ধুদেশেও বিছানায় মরিতে দেয় না। তাহারা মৃত্যুর পূর্ব্বে শবকে বাহিরে আনিয়া গোময়লিপ্ত স্থানে শোয়ায়। বাটীতে মরিলে যে অশৌচ হয়, তজ্জন্য বাটীর কর্ত্তৃপক্ষকে ধারাতীর্থ বা কচ্ছের অন্তর্গত নারায়ণ-সরোবরে না আসিলে সে গৃহাশৌচ নিবৃত্তি হয় না।

তিব্বতীয় বৌদ্ধদের শবানয়ন চিত্র অদ্ভুত। তাহারা শবদেহ রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ করিয়া লোকালয় হইতে দূরে লইয়া যায় এবং পর্ব্বতপৃষ্ঠের বনপ্রদেশে এক স্থানে রাখিয়া আইসে। কখন তাহারা দেহ দাহ করে, কখন বা জলে ভাসাইয়া দেয়, কখন বা খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া কুকুরকে খাইতে দেয়। দরিদ্রেরা পথের কুকুরকে খাওয়ায়। বড় লোকে ঐ কারণে কুকুর পালন করে। রাজা ও বড় লামাদিগকে স্বতন্ত্র স্থানে পোড়া হয়। নিম্ন শ্রেণীর লামাদিগকে পোড়ান হইয়া থাকে।

ব্রহ্মদেশবাসী ফুঙ্গী নামক বৌদ্ধ যতিরা শবদেহ এক বৎসর মধুতে ডুবাইয়া রাখে। তার পর নানা বাদ্যোদ্যম সহকারে তাহারা ঐ শব বাহির করিয়া দাহ করিতে লইয়া যায়। দাহকালে তাহারা নানা অগ্নিক্রীড়া প্রদর্শন করিয়া থাকে। চীন দেশবাসীরা মৃত ব্যক্তিকে বিশেষ ভাবে সম্মান করে এবং আপনাপন পূর্ব্বপুরুষের সমাধিস্থলে তাহারা তীর্থ করিতে যায়। সেখানে শবদেহ কাঠের বাক্সে পুরিয়া এক স্থানে রাখা হয় এবং প্রাচীন য়িহুদী জাতির ন্যায় তাহারা ঐ শবদেহের উপরে একটী গৃহ নির্ম্মাণ করে। ধনশালী চীনবাসিগণ ঐ সকল বাক্স নানা শিল্পনৈপুণ্য খচিত করিয়া রাখে। কখন কখন তাঁহারা স্বীয় মৃত্যুর পর শবদেহ রক্ষিত হইবে বলিয়া আপনার মনোমত বাক্স প্রস্তুত করে।

দক্ষিণ ভারতের শৈব সম্প্রদায় ভুক্ত হিন্দুগণ, জঙ্গমেরা, লিঙ্গায়তেরা, পারিয়া নামক জাতি, অন্যান্য অনার্য্য জাতি এবং শক প্রধান শিল্পজীবীরা শবদেহ গর্ত্ত মধ্যে উত্তরমুখে স্থাপন করিয়া প্রোথিত করে। কোন কোন স্থলে লিঙ্গায়তেরা খট্টার পরিবর্ত্তে কেদারায় বসাইয়া শব সমাধিস্থলে লইয়া যায়। ভারতীয় বৈষ্ণবেরা শবদেহ সাধারণতঃ দাহ করে। উত্তর-ভারতবাসী ও মহারাষ্ট্র দেশবাসী উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণ এবং রাজপুত জাতির মধ্যে শবদাহ করাই বিধি। ঐ সকল স্থানে স্বামীর মৃত্যুর পর তৎসঙ্গে সতীদাহের ব্যবস্থা ছিল। ইংরাজরাজের শাসনে সে প্রথা তিরোহিত হইয়াছে। বৈষ্ণবদিগের মধ্যে সামান্য রোগে মৃত ব্যক্তির দাহান্তে ভস্ম লইয়া সমাধি দেওয়া হইয়া থাকে; কিন্তু বিসূচিকা বসন্ত বা কোন প্রকার ছোঁয়াচ রোগে অথবা অবিবাহিত অবস্থায় মরিলে পুতিয়া ফেলা হয়। বালিদ্বীপের কোন বড় রকম সর্দ্দার মরিলে তাহার শবদাহ কালে তাহার বিধবা পত্নীগণ এবং দাসদাসীরা সহমরণে যায়। যবদ্বীপে একটী ভারতীয় উপনিবেশ আছে। এখানে শবদাহ-প্রথা এবং নদী বা সমুদ্র জলে ভাসান অথবা বৃক্ষে শবদেহ ঝুলাইয়া পশু পক্ষী দ্বারা খাওয়াইবার প্রথা প্রচলিত আছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার বালোন্দা জাতির মধ্যে এইরূপ একটী রীতি আছে যে, যে স্থানে তাহাদের স্ত্রীবিয়োগ হয়, সেই স্থান তাহারা পরিত্যাগ করিয়া দূরদেশে চলিয়া যায়, কখনও আর সে স্থান পরিদর্শনে আসে না। প্রাচীন মিশরবাসীরা শবদেহের কি ভাবে সৎকার করিত, তাহা ঠিক বলার উপায় নাই। তাহারা প্রাচীন রাজগণের মৃত দেহ পবিত্রত ও তৈল সিক্ত (Embalm) করিয়া বস্ত্র দ্বারা জড়াইয়া রাখিত। এখনও ঐ সকল রক্ষিত শবদেহ পিরামিড নামক কীর্ত্তি স্তূপের গূঢ়-গহ্বরে রক্ষিত আছে। উহাকে Mummy বলে। ক্রমে যখন তদ্দেশবাসী এই প্রথাকে বিধিসঙ্গত বলিয়া জ্ঞান করিল না, তখন তাহারা শব দেহকে অগ্নি দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। কখন কখন পশু পক্ষী দ্বারা খাওয়াইতে লাগিল। কখন নির্জ্জন স্থানে ফেলিয়া কীটসমূহের ভক্ষ্য বিশেষে পরিণত করিল। নীলনদতীরস্থ সুবৃহৎ শবখাত (Catacombs) গুলি তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ঐ সময়ে তদ্দেশবাসী জন সাধারণ প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্র সমাধিস্থান রচনা করিতে শিক্ষা করে নাই।

পাশ্চাত্য জগতেও বর্ত্তমান কালে শবদাহের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিক ফরাসিগণ ভারতীয় বিজ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া সমাধি (কবর) অপেক্ষা শবদাহ প্রথাই শ্রেষ্ঠতর বলিয়া জ্ঞান করিয়াছেন। আমেরিকা মহাদেশের স্থানে স্থানেও শবদাহের ব্যবস্থা হইতেছে, কিন্তু তদ্দেশে উহা এখনও পূর্ণ প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয় নাই। হিন্দুরা যেমন শ্মশানে শব বহন করিয়া স্নানকরণানন্তর মুখাগ্নি দিয়া দাহন করেন; উহারা সেরূপ করেন না। কেবল কয়লা বা কাঠের আগুনে দগ্ধ করেন মাত্র। খৃষ্টান ও মুসলমানেরা শব কবরস্থ করিলেও সমাধিক্ষেত্রে লইবার পূর্ব্বে শবকে স্নান করান এবং গা ধোওয়াইয়া দেন। ধনী খৃষ্টানেরা সাধারণতঃ গাড়ীতে শব বহন করেন। ঐ শব লইয়া যাইবার জন্য এক একটী দল আছে। উহাদিগকে Undertaker বলে। সমাধিক্ষেত্রে শব পুতিবার জন্য স্থানক্রয় করিতে হয়। শবানয়ন, [illegible] ও সমাধিস্থানের নির্ম্মাণ সকলই উক্ত [illegible] তাহারা মৃত্যুর নিকট [illegible] নির্ব্বাহ হইলে এ [illegible] করিয়া লয়। ইংরাজদের [illegible] আছে। নিকট আত্মীয় ও বন্ধুগণকে মৃত্যু ও শবানুগমন বার্ত্তা পত্র দ্বারাই জানান হয়। ঐ পত্র পাইলে সকলে নির্দ্দিষ্ট সময়ে মৃত আত্মীয়ের বাটীতে যান

এবং গাড়ীর পশ্চাদ্গমন করেন। ইহারা শবদেহ কাষ্ঠের বাক্সে (Coffin) পুরিয়া ফুল দিয়া সাজাইয়া লইয়া যান।

দরিদ্র খৃষ্টানেরা গাড়ী প্রভৃতির খরচা দিতে অসমর্থ বলিয়া শববাহকদিগের স্কন্ধেই শব বহন করে। ইহাদের শবানয়নে তেমন বিশেষ জাকজমক নাই।

মুসলমানদিগের শবানয়ন স্কন্ধেই নির্ব্বাহিত হয়। উহাদের শবানয়নের জন্য কাষ্ঠনির্ম্মিত স্বতন্ত্র খট্টা আছে। কোন ব্যক্তি মরিলে শববাহীদিগকে সংবাদ দিতে হয়। তাহারা শববহনোদ্দেশে রক্ষিত খট্টা তখন সাজাইয়া আনে। শবানুগমনের জন্য মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সংবাদ দিবার বিশেষ ব্যবস্থা নাই; নিকট আত্মীয়েরা মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরেই সংবাদ পায়। তাহারা শববাহীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুগমন করে। পথে স্ব-সাম্প্রদায়িক জানিতে পারিলেই অমনি শবের অনুগমন করেন এবং সমাধিক্ষেত্রে যাইয়া সকলেই ফাতিহা পাঠের পর মৃতের সমাধির উপর এক এক মুষ্টি মাটী দিয়া আইসেন। [মুসলমান দেখ।]

মৃত্যুর পূর্ব্বে পীড়িতকে কোরাণ পড়াইয়া শুনান হয়। মৃত্যু ঘটিলে শবকে গোশল দেওয়া হয়। উপরি কথিত প্রথায় মাটি দেওয়া হইবার পর কবরের উপর মাটীর ঢিপি বা স্তম্ভ এবং কখন কখন সুবৃহৎ প্রাসাদাদিও নির্ম্মিত হয়। আগ্রার তাজ-মহল, ফত্তেপুর শিক্রীর বাবর শাহের সমাধি, অরঙ্গাবাদের অরঙ্গ-জেব-কন্যার সমাধি, দাক্ষিণাত্যের কুলবর্গা, গোলকণ্ডা ও বীজাপুর প্রভৃতি স্থানে আদিলশাহী, কুতব শাহী ও বাহ্মণী রাজবংশধর-গণের সমাধিমন্দিরসমূহ এ বিষয়ের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

অসভ্য অনার্য্য জাতির মধ্যেও প্রোথিত করিবার ব্যবস্থা আছে। তাহারা শব লইয়া আপনাপন আবাসের অদূরস্থ বনে বা স্থানবিশেষে যাইয়া গর্ত্ত খুঁড়িয়া শবস্থাপন করে এবং শবের সম্মুখে খাদ্যাদি রাখে ও প্রদীপ জ্বালিয়া দেয়। পরে তদুপরি মৃত্তিকা চাপা দিয়া থাকে। কেহ কেহ শব বনে ফেলিয়া আইসে। বন্য জন্তুতে ঐ দেহ খাইলে পরকালে ভাল হইবে, এই তাহাদের বিশ্বাস। আর্য্য হিন্দুদিগের মধ্যেও শব-সমাধি প্রচলিত আছে। কোন কোন দশনামী সন্ন্যাসীর কবর দিবার সময়ে তাহার শরীরে চতুর্দ্দিকে লবণ দেওয়া হয়। কাহাকেও জলে ভাসাইয়া দেয়। মৎস্যাদি জলজ জীব ঐ মাংস খাইলে পুণ্যার্জ্জন হইবে, ইহাই তাহাদের ধারণা। [কুটীচক, বহূদক প্রভৃতি দেখ।]

পার্শীরা জরথুস্ত্রের প্রবর্ত্তিত অগ্ন্যুপাসক। পূর্ব্বে হংকং হইতে পশ্চিমে ইংলণ্ড পর্য্যন্ত সুদূর স্থানে ইহাদের দু এক ঘরের বাস আছে; কিন্তু বোম্বাই প্রদেশেই ইহাদের বাস অধিক। ইহাদের মধ্যে নেস্সু-সালর নামক এক নিকৃষ্ট শ্রেণী আছে, তাহারাই শব বহন করে। ইহারা শুভ্র পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া শবদেহ দোখ্মায় (tower of silence) লইয়া যায়। ঐ দোখমার ছাদ নাই। চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর, তাহার মধ্য স্থলে একটা উচ্চ চত্বর। ঐ চত্বরে তাহারা শব স্থাপন করিয়া চলিয়া আইসে। দোখ্মার যে চত্বরে শব রাখা হয়, তাহার মধ্যস্থলে একটা কূপ আছে। চত্বরের ঢালু দিয়া গলিত শবদেহের রসাদি ঐ নর্দ্দমাপথে কূপে আসিয়া পড়ে। যখন ঐ কূপ পূর্ণ হইয়া উঠে, তখন ভিতরের অস্থি ও রস বাহির করিয়া দোখ্মার বাহিরে পুতিয়া ফেলা হয়।

মৃতের প্রেতের মঙ্গল কামনার জন্য পার্শীদিগের অগ্ন্যুপাসক পুরোহিত নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা মাসে মাসে অথবা বৎসরে প্রতিশবের হিসাবে কিছু বেতন পান। তার পর প্রতি সাম্বৎ-সরিক ভজনার জন্যও কিছু পাইয়া থাকেন।

পীড়িত ব্যক্তির মৃত্যুর পর এবং তাহার শব দোখ্মায় লইয়া যাইবার পূর্ব্বে পার্শীরা একটা কুকুর আনিয়া শবদর্শন করান। ইহাকে সগ্দিদ্ বা কুকুর-দৃষ্টি বলে। তাঁহাদের বিশ্বাস, কুকুরের সুদৃষ্টি শবের উপর নিপতিত হইলে উহার প্রেতাত্মা অনায়াসে স্বর্গস্থ চিগ্বন্ সেতু উত্তরণ করিতে সমর্থ হইবে।

পশ্চিম ভারতবাসী পার্শীজাতি মধ্যে শবদেহ পক্ষী প্রভৃতিকে খাওয়াইবার ব্যবস্থা আছে। ঐ জন্য তাঁহারা শব রক্ষার্থ একটী অতি উচ্চ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করে। উহাকে Tower of silence বলে। বোম্বাই নগরের অদূরে ঐরূপ একটী সমুচ্চ মন্দিরবাটিকা আছে। পার্শীরা ঐ বাটীর মধ্যদেশে শব রাখিয়া আইসে। শকুনি, গৃধিনী প্রভৃতি পক্ষীরা মহানন্দে ঐ শবদেহ খায়। শবের পূত গন্ধে পাছে নগরবাসীর স্বাস্থ্য খারাপ হয়, এই জন্য উহার প্রাচীর অতি-উচ্চ করা হইয়া থাকে। বায়ু সঞ্চালনে ঐ গন্ধ দূরপথে চালিত হয়, নগরবাসী তাহার কিছু মাত্র উপলব্ধি করিতে পারে না। [বোম্বাই দেখ।]

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, ইংরাজাধিকৃত ভারতে প্রায় ২ কোটির অধিক অসভ্য জাতির বাস আছে। উহাদের মধ্যে গোঁড়, কোল, ভীল ও সানর জাতির সংখ্যাই অধিক। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য বনচারী জাতির সংখ্যা অল্প। ইহাদের মধ্যে দাক্ষিণাত্যের সরকার প্রদেশের পর্ব্বতবাসী শোরা জাতি, শ্রীকাকোল, কালহস্তী ও বৃদ্ধাচলম্ নামক স্থানবাসী অসভ্য জাতিরা তাহার জাতির ন্যায় অস্ত্রশস্ত্রাদি সহ শবদেহ প্রোথিত করে। নল্ল মলয় নামক বনবাসী চেঁচবারেরা কখন শব দাহ করে, কখন বা তাহাদের ব্যবহার্য্য অস্ত্রশস্ত্র সহ গর্ত্তে পুঁতিয়া ফেলে।

আসামের কূকী জাতিরা কোন সর্দার মরিলে তাহার দেহ ধূমে পক্ব করিয়া দুই মাস গৃহে রাখে। তাহাদের আরও বিশ্বাস ঐ সময়ে প্রেত ও পিতৃপুরুষের প্রীত্যর্থে নরমুণ্ড অর্পণ করিতে হয়। এই কারণে তাহারা ১৯শ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংরাজাধি-

কাধে আসিয়া এক রাত্রে পঞ্চাশের অধিক নরমুণ্ড লইয়া যাইত। কোন সর্দার রণক্ষেত্রে নিহত হইলে, তৎক্ষণেই মুণ্ডসংগ্রহের কুকীরা সমতল প্রান্তরে আসিয়া নরমুণ্ড সংগ্রহ করিত। গ্রামে আসিয়া মহাসমারোহের সহিত তাহারা নৃত্যগীত ও ভোজনাদি সমাপনের পর, ঐ সংগৃহীত মুণ্ডগুলি অস্ত্র দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিত এবং তাহার এক একখণ্ড গ্রামে গ্রামে পাঠাইয়া দিত। খসিয়া পর্ব্বতের ৪০০০ হইতে ৬০০০ ফিট্ উচ্চ পর্ব্বত বক্ষেও পর্ব্বতবাসীর গোরস্থান দৃষ্ট হইয়া থাকে। উহা সাধারণতঃ চারিটী ক্ষুদ্র প্রস্তরস্তম্ভের উপর একখণ্ড বৃহৎ প্রস্তর চাপান। ঐ স্থানে সুদীর্ঘ প্রস্তরস্তম্ভ (Meubir) বিরাজিত আর এক প্রকার কবরও আছে। উহার প্রস্তরখণ্ড ভূপৃষ্ঠ হইতে ৩০ ফিট উচ্চ, ৬ ফিট্ প্রস্থ এবং ২।০ ফিট্ পুরু। ইহার প্রত্যেক গুলি dolmen বা cromlechএর ন্যায় বড় বড় প্রস্তরখণ্ড দিয়া সাজান আছে। মোঙ্গল (Mougol) জাতিরা কখন কখন শব কবরস্থ করে; কিন্তু তাহারা সাধারণতঃ শব শবাধারে রাখিয়া বাহিরে ফেলিয়া রাখে, কখন বা তাহার উপর একখানি পাথরের ডালা চাপা দেয়। তাহারা লামার নিকট হইতে মৃতের জন্মরাশি, বয়স ও মৃত্যুর তিথি মিলাইয়া তদনুসারে শবসমাধিস্থ করে। শিশু সন্তানের মৃত্যু ঘটিলে পিতামাতা ঐ শবদেহ রাস্তায় ফেলিয়া যায়। শবদেহ দাহ করিতে বা বন্যপশু পক্ষীদ্বারা খাওয়াইতে ইহাদের কোন বাধা নাই।

উত্তরপশ্চিমহিমালয়-শৃঙ্গের স্পিতি নামক স্থানবাসীয়েরা শব দাহ করে। কখন কখন তাহাদিগকে শবদেহ গোর দিতে বা জলে ভাসাইতে অথবা খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া পোড়াইতেও দেখা যায়।

ব্রহ্মবাসী বৌদ্ধগণের শবসংকার বিশেষ কৌতুকাবহ। ইহারা মৃতের আত্মার নির্ব্বাণকামী হইয়া কখনই শোক প্রকাশ করে না। ফুঙ্গীদিগের দেহ অবস্থানুসারে মধুতে ভিজাইয়া সপ্তাহ মাস বা বৎসরবর পর্য্যন্তও রাখিতে দেখা যায়। ঐ সময়ে তাহারা শবের অন্ত্রাদি বাহির করিয়া মসলা সংযুক্ত করে। পরে দেহ মধু হইতে তুলিয়া তন্মধ্যে নাড়ীভুঁড়ি পুরিয়া মোমদ্বারা দেহ আবৃত করিয়া থাকে এবং তাহার উপর গালার আচ্ছাদন দিয়া স্বর্ণপাত মুড়িয়া দেয়। অতঃপর একটী মাচার উপর শ্বেতচ্ছত্রতলে ঐ দেহ কিছুদিন শুকায়, অনন্তর কাগজ বা কাঠে একটা উপাবিষ্ট বুদ্ধমূর্ত্তি গঠিত করিয়া তন্মধ্যে শব স্থাপন করে। বৌদ্ধ পুরোহিত শব দাহের দিন স্থির করিয়া দিলে, বহুশত বৌদ্ধ ঐ সময়ে শবানয়ন জন্য সমাগত হয়। যে শকটে শব স্থাপন করা হয়, সেই শকটের অগ্র পশ্চাতে দড়ি দিয়া দুই দলে বিপরীত দিকে অর্থাৎ অগ্রদল শ্মশানের অভিমুখে এবং পশ্চাদ্দল গৃহের দিকে সেই রজ্জু ধরিয়া টানাটানি করে। ঐ সময়ে সকলে মহোল্লাসে চিৎকার ও বাদ্যোদ্যম করিতে করিতে অবশেষে শব শ্মশানে আনে।

দুই দল কর্ত্তৃক বিপরীত দিকে শবদেহের টানাটানি হইতে অনুমান হয় যে, পৌরাণিক কিংবদন্তী মত দেবদূত ও যমদূত শব লইয়া যাইবার জন্য পথে যুদ্ধ বাধাইয়াছে, কিন্তু এই সংস্কারের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি তাহা জানা যায় না।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মরাজের মাতার শবদাহ রাজপ্রাসাদের মধ্যে সমাহিত হয়। ঐ সৎকারকার্য্যে রাণীর সপত্নীগণ ও অপরাপর রাজকুললনাগণও যোগদান করিয়াছিলেন। দাহশেষে একজন ভস্মভাণ্ড লইয়া নৌকায় আরোহণপূর্ব্বক মধ্য নদীজলে তাহা নিক্ষেপ করিতে যায়। সে ব্যক্তি ভাণ্ড সহ নদীজলে নিমজ্জিত হইয়া নিম্নস্রোতে ভাণ্ড রাখিয়া উপরে ভাসিয়া উঠে। তখন লোকে তাহাকে কূলে আনয়ন করে।

সাধারণ ব্রহ্মবাসীর মৃত্যুর পর শবদেহ দাহ করা হয়। পরে তাহার উভয় হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলী রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ করিয়া মুখে স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রা দেয়। ইহাই তাহার 'কাদোয়াকা' বা বৈতরণী পারের খরচ। এক বা দুই দিন পরে তাহারা শবাধার খট্টায় স্থাপন করিয়া যুবকদিগের দ্বারা উহা গোরস্থানে আনয়ন করে। তৎপরে গর্ত্ত খুঁড়িয়া দেহ রক্ষা করে। ১৫ বৎসরের অনধিক বর্ষবয়স্ক বালকবালিকা এবং কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি রোগে মৃত ব্যক্তিকেও সমাধি দেওয়া হয়।

ব্রহ্মের করেণ জাতি শবদাহান্তে অস্থিগুলি তুলিয়া রাখে এবং বার্ষিক উৎসবের সময় সেই অস্থি গুলি লইয়া 'আগোতোঙ্গ' নামক অস্থিপর্ব্বতে যাইয়া পুঁতিয়া আসে।

শ্যামদেশবাসী দরিদ্র ব্যক্তিরা শবদেহ গোর দেয়, কিন্তু যাহারা শবাধার প্রস্তুত করিবার খরচ বহন করিতে পারে, তাহাদের দেহ অন্ত্যেষ্টির পর শবাধারে রাখিয়া উপরে গালার লেপ ও স্বর্ণপাত দিয়া মোড়া হয়। তৎপরে শববাহীরা শ্বেত বস্ত্র পরিধান করিয়া ঐ দেহ শ্মশানে লইয়া দাহ করে।

জাপানীরা শবদেহের প্রতি বিশেষ সম্মান করিয়া থাকে। তাহারা প্রথমে একটী চতুষ্কোণ নলের মধ্যে শবদেহ বসায়। কঠিন শবদেহ সরল ভাবে উপবিষ্ট হইয়া থাকিতে পারিবে ভাবিয়া তাহারা শবের মুখে দোসিও নামক একটী গুঁড়া দেয়। তারপর তাহাকে এক খান তক্তে বা কেদারায় বসাইয়া শববাহকেরা স্কন্ধে করিয়া লইয়া যায়। নানা বেশ ভূষায় ভূষিত হইয়া কএকটী রমণী ও পুরুষ তাহার অনুগমন করে। পথে পুরোহিত আসিয়া যোগ দেয়; বাদ্যকর বাজাইতে থাকে। ঐ সময়ে সকলে মহোল্লাসে নিকটবর্ত্তী মন্দিরে প্রবেশ করে এবং শবদেহকে মন্দির প্রদক্ষিণ করাইয়া একস্থানে রাখে। সেই খানে তাহার মস্তকো-

শরি স্তুতি পাঠ করা হয়। তার পর দাহের জন্য শব শ্মশানে লইয়া যাওয়া হয়।

উপরে বিভিন্ন দেশের শব দাহন, বহন ও শবানুগমন প্রথা সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। সকল জাতি মধ্যে শবযাত্রীরা দাহ সমাপনান্তে মৃতের গৃহে আসিয়া ভোজন করিয়া যাইবার ব্যবস্থা দেখা যায়। ভারতীয় হিন্দুগণের মধ্যে ঐরূপ ভোজনের রীতি আছে।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও অনুমরণ শব্দে সাধারণ হিন্দুর শবসংকারের বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সুপ্রাচীন হিন্দু জাতির মধ্যেও শবানুগমন প্রথা বহুকাল হইতে প্রচলিত। কিন্তু হিন্দু শাস্ত্রানুসারে শবানুগমনকারীরও অশৌচ হয়। ব্রাহ্মণ শবের অনুগমনকারী ব্রাহ্মণের সচেল স্নান, অগ্নি স্পর্শ ও ঘৃতপ্রাশনে শুদ্ধি হয়। ঐরূপে ক্ষত্রিয় শবের একদিন, বৈশ্যের দুই দিন এবং শূদ্রের তিন দিন অশৌচ হইয়া থাকে। ভ্রম ক্রমে অথবা দায়ে পড়িয়া যদি কোন উচ্চবর্ণ শূদ্র শবের অনুগমন করে, তাহা হইলে তাহার জলাবগাহন, অগ্নিস্পর্শ ও ঘৃতপ্রাশনেই শুদ্ধি হয়। ধর্ম বুদ্ধি বলে যদি কেহ অনাথ ব্রাহ্মণের দহন বহনাদি করে, তবে স্নান ও ঘৃতপ্রাশন দ্বারা তাহার সদ্যশৌচ নিবৃত্তি হয়। লোভবশে যদি কেহ সজাতীয়ের দাহ করে, তাহা হইলে তাহার সজাতীয়ের ন্যায় অশৌচ হয়। অসজাতীয় শবের দহন, বহন বা স্পর্শে শব যে জাতীয় হইবে, সেই জাতির ন্যায় অশৌচ হইয়া থাকে।

[অশৌচ ও শুদ্ধি শব্দে দ্রষ্টব্য।]

শবধান (পুং) দেশভেদ। শরধানের পাঠান্তর। (মার্কপু° ৫৮।৪৪)

শবমন্দির (ক্লী) শ্মশান। (মার্কণ্ডেয়পু° ৮।১০৩)

শবযান (ক্লী) শবস্য যানং। শববহনার্থ খট্টা, মড়ার খাট, যে খাটে শব বহন করা হয়। পর্য্যায় কাষ্ঠমল্ল, খোট, খাটী, খাটিকা, শবরথ। (শব্দরত্না°)

শবর (পুং) শব বাহুলকাদর যদ্বা শবং রাতি গৃহ্ণাতীতি রা-ক। হীনজাতি বিশেষ। (অমর) অমরটীকাকার ভরত শবর শব্দের টীকায় লিখিয়াছেন যে, "ময়ূরপুচ্ছপরিধানো ম্লেচ্ছঃ কিরাতঃ, পত্রপরিধানঃ শবরঃ" (ভরত) যাহারা ময়ূরপুচ্ছ পরিধান করিয়া থাকে, তাহাদিগকে কিরাত এবং যাহারা পত্র পরিধান করে, তাহাদিগকে শবর কহে। ২ পানীয়। ৩ শিব। (মেদিনী) ৪ শাস্ত্র বিশেষ। ৫ হস্ত। (উজ্জ্বল)

[বর্ত্তমান শবর শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

শবরথ (পুং) শবস্য রথঃ। শবযান, মড়া বহার খাট। (শব্দরত্না°)

শবরলোধ্র (পুং) শ্বেতলোধ্র। (রত্নমালা)

শবরহুদ, যুক্ত প্রদেশের জৌনপুর জেলার খুটাহন তহসীলের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম, খুটাহন নগর হইতে ৩ ক্রোশ উত্তর পূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬° ১´ ১০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮২° ৪৪´ ২১´´ পূঃ। এখানকার অধিবাসীরা সকলেই মুসলমান। প্রতি মঙ্গলবার ও শনিবার এখানে হাট বসে। পার্শ্ববর্ত্তী দেশভাগের উৎপন্ন নানা দ্রব্য ঐ হাটে আনীত ও বিক্রীত হইয়া থাকে।

শবরালয় (পুং) শবরস্যালয়ঃ। শবরগৃহ, পর্য্যায় পক্কণ, পক্কণ, শবরাবাস। (হেম) [জগন্নাথ শব্দ দেখ]

শবরাবাস (পুং) শবরস্যাবাসঃ। শবরালয়। (হেম)

শবরী, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর জয়পুর রাজ্যে প্রবাহিত একটী নদী। পূর্ব্বঘাট পর্ব্বতমালা হইতে উদ্ভূত হইয়া ইহা পার্ব্বত্য বক্ষে প্রপাতাকারে নিপতিত হইয়াছে। ঐ প্রপাতগুলির সন্নিকটে জলরাশি আলোড়িত হইয়া ফেনোদ্গীরণ করিতে করিতে দ্রুতবেগে মধ্যপ্রদেশের উত্তর গোদাবরী জেলার সমতল প্রান্তরে পড়িয়াছে। এখানে প্রায় ২৫ মাইল পথ কোন বাধা প্রাপ্ত না হইয়া নদীজল মন্দস্রোতা হইয়াছে। অক্ষা° ১৭° ৩৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮১° ১৮´ পূঃ, ইহা গোদাবরী নদীতে মিশিয়াছে।

শবরীপুর, একটী প্রাচীন নগর। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কানিংহামের মতে, বেহার প্রদেশের কাসিম জেলায় অবস্থিত। শবরীপুর হইতে উহা ক্রমে শিরপুর বা শেরপুর হইয়াছে। এইস্থান জৈনসম্প্রদায়ের একটী পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। এখানে অন্তরীক্ষ পার্শ্বনাথের একটী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। [শিরপুর দেখ]

শবর্ত্ত (পুং) কীটবিশেষ। (অথর্ব্ব ৯।৪।১৬)

শবল (পুং) শপ আক্রোশে (শপের্বশ্চ। উণ্ ১।১০৭) ইতি কল বশ্চান্তাদেশঃ। ১ কর্ব্বুর বর্ণ। (ত্রি) ২ কর্ব্বুর বর্ণবিশিষ্ট।

"অজস্র মলপঙ্কেন সংছন্নং শবলস্তনম্।" (ভাগবত ৩।২৩।২৪)

শবলা (স্ত্রী) শবল-স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ শবলবর্ণা। ২ শবলবর্ণা গাভী। (অমর)

শবলী (স্ত্রী) শবল-ঙীষ্। শবলবর্ণা গাভী। শবলবর্ণা।

শববাহ (পুং) শবং বহতি শব-বহ-ণ। শববাহক, শববহনকারী।

শববাহক (পুং) শববহনকারী।

শবশয়ন (ক্লী) ১ শ্মশান।

"তং নক্ত শবশয়নাভশাম্ভমেধং

যজ্ঞাত্মন্ নলিনরুচা দৃশা পুনীহি।" (ভাগবত ৪।৭।৩০)

'শবাঃ শেরতে যাস্মিন্নিতি শবশয়নং শ্মশানং' (স্বামী)

শবস্ (ক্লী) শব-অসুন্। বল।

"মহে ক্ষত্রায় শবসে হি জজ্ঞে" (ঋক্ ৭।২৮।৩)

'শবসে বলায়' (সায়ণ)

শবসাধন (ক্লী) শ্মশানে মড়ার উপর, বসিয়া তন্ত্রোক্ত সাধনভেদ। এক্ষণে এই সাধন সেরূপ প্রচলিত না থাকিলেও এক সময়ে তান্ত্রিক সমাজে বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছিল। কিরূপে এই

শব সাধন হইত, তন্ত্র হইতে সংক্ষেপে তাহার প্রণালী লিখিত হইল :—

শবসাধনস্থান ও কাল।—বীরতন্ত্রে লিখিত আছে—

"অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং পক্ষয়োরুভয়োরপি।
কৃষ্ণপক্ষে বিশেষেণ সাধয়েৎ বীরসাধনম্॥
তৎসার্দ্ধপ্রহরে যামে গতে চ সুরসুন্দরী।
শবং বাপি চিতাং বাপি নীত্বা গত্বা যথাসুখম্॥
সাধয়েৎ স্বহিতং মন্ত্রী মন্ত্রধ্যানপরায়ণঃ॥
ভয়ং নৈব তু কর্ত্তব্যং হাস্যং তত্র বিবর্জ্জয়েৎ।
চতুর্দ্দিশং ন বীক্ষেত মন্ত্রমেব সমভ্যসেৎ॥"

কৃষ্ণ অথবা শুক্লপক্ষের অষ্টমী বা চতুর্দ্দশী তিথিতে বীরসাধন করিবে। তবে কৃষ্ণপক্ষেই বিশেষ ভাবে বীরসাধন কর্ত্তব্য। দেড় প্রহর রাত্রি অতীত হইলে সাধক হৃষ্টচিত্তে চিতাস্থানে গিয়া একটী শব আনিয়া মন্ত্রধ্যানপরায়ণ হইয়া নিজ হিত সাধনার্থ কার্য্য করিবে। এই সময় কখনই ভীত হইবে না, হাসিবে না, কোনদিকে চাহিবে না, কেবল মন্ত্র জপ করিবে।

ভাবচূড়ামণিতন্ত্রে লিখিত আছে—

"শূন্যাগারে নদীতীরে পর্ব্বতে নির্জ্জনেঽপি বা।
বিল্বমূলে শ্মশানে বা তৎসমীপে বনস্থলে॥
অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং পক্ষয়োরুভয়োরপি।
ভৌমবারে তমিস্রায়াং সাধয়েৎ সিদ্ধিমুত্তমাম্॥"

শূন্যগৃহে, নদীতীরে, পর্ব্বতে, নির্জ্জন স্থানে, বিল্ববৃক্ষের মূলে, শ্মশানে বা তন্নিকটস্থ বন মধ্যে, কৃষ্ণ ও শুক্লপক্ষের অষ্টমী বা চতুর্দ্দশী তিথিতে মঙ্গলবারে মহানিশায় উত্তমা সিদ্ধির জন্য শবসাধন করিবে। সাধনযোগ্য শব।—ভৈরবতন্ত্রে লিখিত আছে—

"যষ্টিপ্রহ্রাতং বিদ্ধং বা বাতিভূতং জলে মৃতম্।
শবমানীয় কর্ত্তব্যং নাহরেৎ স্বেচ্ছয়া মৃতম্॥
স্ত্রীবশ্যং পতিতাস্পৃশ্যং নয়বর্জ্জং হি তুবরম্।
অবাকুলিনং কুষ্ঠং বা বৃদ্ধভিন্নং শবং হরেৎ॥
ন দুর্ভিক্ষমৃতঞ্চাপি ন পর্য্যুষিতমেব বা।
স্ত্রীজনকেন্দ্রূপং রূপং সর্ব্বদা পরিবর্জ্জয়েৎ॥"

যষ্টি প্রহারের আঘাতে মৃত বা জলে মৃত এরূপ ব্যক্তির শবই লওয়া কর্ত্তব্য। স্বেচ্ছামৃত, স্ত্রীর বশীভূত, পতিত, অস্পৃশ্য, ন্যায়পথভ্রষ্ট, শ্মশ্রুবিহীন, ক্লীব, কুষ্ঠরোগী, বৃদ্ধ, দুর্ভিক্ষে মৃত, বা পচা মড়া গ্রাহ্য নহে। স্ত্রীলোক বা স্ত্রীলোকের মত যাহার রূপ, সেরূপ শবও সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিবে।

ভাবচূড়ামণিতে লিখিত হইয়াছে—

"যষ্টিবিদ্ধং শূলবিদ্ধং খড়্গাবিদ্ধং জলে মৃতম্।
বজ্রবিদ্ধং সর্পদষ্টং চাণ্ডালঞ্চাভিভূতকম্॥
তরুণং সুন্দরং শূরং রণে নষ্টং সমুজ্জ্বলম্।
পলায়নবিশূন্যঞ্চ সম্মুখে রণবর্ত্তিনাম্॥"

যে ব্যক্তি যষ্টি, শূল বা খড়্গাঘাতে বা জলে ডুবিয়া মরিয়াছে, বজ্রপাতে বা সর্পদংশনে যাহার প্রাণ গিয়াছে এবং চণ্ডালের শব, তরুণ, সুন্দর, বীর, যুদ্ধে নিহত, সমুজ্জ্বল ও সম্মুখ যুদ্ধ হইতে যে পলায়ন করে নাই, এরূপ মৃত ব্যক্তির শবই প্রশস্ত।

কালীতন্ত্রের মতে, চণ্ডালের শবই মহাশব বলিয়া কীর্ত্তিত। সকল সিদ্ধি কার্য্যে এই মহাশবই প্রশস্ত—

"মহাশবা প্রশস্তাঃ স্যুঃ প্রধানে বীরসাধনে।
ক্ষুদ্রপ্রয়োগকর্ত্তৄণাং প্রশস্তাঃ সর্ব্বসিদ্ধয়ে॥"

অধিকারী।—সকল ব্যক্তিই শবসাধনে অধিকারী নহে। তন্ত্রের মতে, মহাবলশালী, অতি বুদ্ধিমান্, মহাসাহসিক, পবিত্রচেতা, মহাস্বচ্ছ, দয়ালু ও সর্ব্বভূত হিতে রত, এইরূপ ব্যক্তিই শব সাধনে যোগ্য।

"মহাবলো মহাবুদ্ধি র্মহাসাহসিকঃ শুচিঃ।
মহাস্বচ্ছো দয়াবাংশ্চ সর্ব্বভূতহিতে রতঃ॥"

সাধনবিধি।—বলির জন্য মাষ, তণ্ডুল, তিল, কুশ, সর্ষপ ও ধূপ দীপাদি পূজার উপকরণ চাই। এই সকল দ্রব্য লইয়া পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট কোন স্থানে যাইবে। প্রথমে সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করিয়া যাগ স্থান অভ্যুক্ষণ করিবে। পরে পূর্ব্বদিকে গুরু, দক্ষিণে গণেশ, পশ্চিমে বটুক ভৈরব ও উত্তরে ৬৪ যোগিনীর পূজা করিয়া ভূমিতে বীরার্দ্দন মন্ত্র লিখিতে হইবে। বীরার্দ্দন মন্ত্র যথা—

"হূং হূং হ্রীং হ্রীং কালিকে ঘোরদংষ্ট্রে প্রচণ্ডে চণ্ডনায়িকে দানবান্ দারয় হন হন শব শরীরে মহাবিঘ্নং ছেদয় ছেদয় স্বাহা হূং ফট্" তৎপরে—

"যে চাত্র সংস্থিতা দেবা রাক্ষসাশ্চ ভয়ানকাঃ।
পিশাচা সিদ্ধয়ো যক্ষা গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং গণাঃ॥
যোগিন্যো মাতরো ভূতাঃ সর্ব্বাশ্চ খেচরা স্ত্রিয়ঃ।
সিদ্ধিদাতা ভবাত্র তথা চ মম রক্ষকাঃ॥"

ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া ৩ বার পুষ্পাঞ্জলি দিবে। পরে পূর্ব্বাদি দিক্ চতুষ্টয়ে শ্মশানাধিপতি, ভৈরব, কালভৈরব ও মহাকালকে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া এইরূপ মন্ত্র পাঠ করিয়া বলি দিতে হইবে :—

"ওঁ হুঁ শ্মশানাধিপ ইমং সামিষান্ন বলিং গৃহ্ন গৃহ্ন গৃহ্নাপয় বিঘ্ন নিবারণং কুরু সিদ্ধিং মম প্রযচ্ছ স্বাহা।" এই মন্ত্রে শ্মশানাধিপের এবং 'ওঁ হূঁ ভৈরব ভয়ানক ইমং সামিষান্নমিত্যাদি'রূপ মন্ত্রে ভৈরব, কালভৈরব ও মহাকালের বলি দিতে হইবে। অতঃপর—"ওঁ হ্রীঁ স্ফুর স্ফুর প্রস্ফুর প্রস্ফুর ঘোর ঘোরতর তনুরূপ চট চট প্রচট প্রচট কহ কহ বম বম বন্ধ বন্ধ ঘাতয় ঘাতয় হূং ফট্ সহস্রারে হুং

ফট্' এই অঘোর-সুদর্শনমন্ত্রান্তে শিখা বন্ধন ও হৃদয়ে হস্ত দিয়া "আত্মানং রক্ষ রক্ষ" ইত্যাদি মন্ত্রে আত্মরক্ষা করিবে।

পরে ভূতশুদ্ধি ও ন্যাস জাল করিয়া "ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা" এই জয়দুর্গা মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক—চারিদিকে সর্ষপ এবং

"ওঁ তিলোঽসি সোমদৈবত্যো গোসবস্তৃপ্তিকারকঃ।
পিতৃণাং স্বর্গদাতা ত্বং মর্ত্ত্যানাং মম রক্ষকঃ ॥
ভূতপ্রেতপিশাচানাং বিঘ্নেষু শান্তিকারকঃ।"

এইরূপ মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক চারিদিকে তিল ছড়াইয়া বিহিত শব সমীপে উপস্থিত হইবে। শবের নিকট বসিয়া 'হুঁ ফট্' এই মন্ত্রে শবোপরি অভ্যুক্ষণ করিবে। পরে 'ওঁ হুঁ মৃতকায় নমঃ ফট্' এই মন্ত্রে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া শব স্পর্শ করিয়া নমস্কার করিবে। প্রণাম মন্ত্র—

"বীরেশ পরমানন্দ শিবানন্দ কুলেশ্বর।
আনন্দভৈরবাকার দেবীপর্য্যঙ্ক শঙ্কর ॥
বীরোঽহং ত্বাং প্রপদ্যামি উত্তিষ্ঠ চণ্ডিকার্চ্চনে।"

প্রণামের পর 'ওঁ হুঁ মৃতকায় নমঃ' এই মন্ত্রে শবের প্রক্ষালন ও সুগন্ধি জল দিয়া স্নান করাইয়া কাপড় দিয়া মুছাইয়া দিবে। পরে ধূপ জ্বালাইয়া শবদেহে চন্দনাদি মাখাইবে। শব রক্তবর্ণ হইলে সাধককে খাইয়া ফেলে। পরে শবের মুখে জাতীফল, খদির, আর্দ্রক, ও তাম্বূল পূরিয়া শবকে অধোমুখ করিয়া রাখিবে। শবপৃষ্ঠে চন্দনাদি লেপিয়া বাহুমূল হইতে কটীদেশ পর্য্যন্ত চতুরস্র মণ্ডল আঁকিবে। চতুরস্র মধ্যে অষ্টদল পদ্ম ও চতুর্দ্বার আঁকিয়া পদ্ম মধ্যে 'ওঁ হ্রীঁ ফট্' এই মন্ত্র ও এই সঙ্গে কল্পোক্ত পীঠমন্ত্র লিখিবে এবং তাহার উপর কম্বলাদি আসন বিছাইবে।

শবের কটিদেশ ধরিয়া পূজাস্থানে আনিতে হয়। আনিবার সময় যদি কোন প্রকার উপদ্রব করে, তাহা হইলে শবে থুথু দিবে ও পুনর্ব্বার প্রক্ষালন করিয়া স্বস্থানে আনিতে হইবে।*

পরে দ্বাদশাঙ্গুল বজ্রকাষ্ঠ স্বস্থানের দশ দিকে রাখিয়া যথাক্রমে ইন্দ্রাদি দশ দিক্‌পালের পূজা করিতে হয়। † "ওঁ লাং ইন্দ্রায় সুরাধিপতয়ে ঐরাবতবাহনায় বজ্রহস্তায় স্বর্ণকপিশবর্ণায় সপরিবারায় নমঃ" এই মন্ত্রে পাদ্য এবং "ওঁ লাং ইন্দ্রায় সুরাধিপতয়ে ইমং বলিং গৃহ্ণ গৃহ্ণ গৃহ্ণাপয় গৃহ্ণাপয় বিঘ্ন নিবারণং কৃত্বা মম সিদ্ধিং প্রযচ্ছ স্বাহা।" এই মন্ত্রে মাষ ভক্ত বলি দিয়া 'ওঁ লাং ইন্দ্রায় স্বাহা' উচ্চারণ করিবে।

অগ্নির পূজা ও বলিমন্ত্র—"ওঁ রাং অগ্নয়ে তেজোঽধিপতয়ে মেষবাহনায় সপরিবারায় শক্তিহস্তায় সায়ুধায় নমঃ" এই মন্ত্রে পূর্ব্ববৎ পূজা ও 'ওঁ রাং অগ্নয়ে তেজোধিপতয়ে ইমং বলিং গৃহ্ণ গৃহ্ণ' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ বলি দেয়।

যমের মন্ত্র—"ওঁ মাং যমায় প্রেতাধিপতয়ে দণ্ডহস্তায় মহিষবাহনায় সায়ুধায় নমঃ" এই মন্ত্রে পূজা ও 'ওঁ মাং যমায় প্রেতাধিপতয়ে ইমং বলিং' ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ব্ববৎ বলি দেয়।

নির্ঋতির মন্ত্র—'ওঁ ক্ষাং নির্ঋতয়ে রক্ষোঽধিপতয়ে অসিহস্তায়াশ্ববাহনায় সপরিবারায় নমঃ' এই মন্ত্রে পূজা এবং 'ওঁ ক্ষাং নির্ঋতয়ে রক্ষোঽধিপতয়ে' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

বরুণের মন্ত্র—'ওঁ বাং বরুণায় জলাধিপতয়ে পাশহস্তায় মকরবাহনায় সায়ুধায় নমঃ' এই মন্ত্রে পূজা এবং 'ওঁ বাং বরুণায় জলাধিপতয়ে' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

বায়ুর মন্ত্র— ওঁ যাং বায়বে প্রাণাধিপতয়ে হরিণবাহনায় অঙ্কুশহস্তায় নমঃ' ও 'ওঁ যাং বায়বে প্রাণাধিপতয়ে' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

কুবেরের মন্ত্র—'ওঁ কুবেরায় যক্ষাধিপতয়ে গদাহস্তায় নরবাহনায় সপরিবারায় নমঃ' ও 'ওঁ কুবেরায় যক্ষাধিপতয়ে' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

ঈশানের মন্ত্র—'ওঁ হাং ঈশানায় ভূতাধিপতয়ে শূলহস্তায় বৃষবাহনায় সপরিবারায় নমঃ' ও 'ওঁ হাং ঈশানায় ভূতাধিপতয়ে' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

ব্রহ্মার মন্ত্র—'ওঁ ইন্দ্রেশানয়োর্মধ্যে আং ব্রহ্মণে প্রজাধিপতয়ে হংসবাহনায় পদ্মহস্তায় সপরিবারায় সায়ুধায় নমঃ' ও 'ওঁ আং ব্রহ্মণে প্রজাধিপতয়ে' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

অনন্তের মন্ত্র—'ওঁ নৈর্ঋতবরুণয়োর্মধ্যে ওঁ হ্রীং অনন্তায় নাগাধিপতয়ে চক্রহস্তায় রথবাহনায় সপরিবারায় সায়ুধায় নমঃ' ও 'ওঁ হ্রীং অনন্তায় নাগাধিপতয়ে' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

দশ দিক্‌পালের উদ্দেশে পূজা বলি দিবার পর সর্ব্বভূতের উদ্দেশে বলি দিবে। সর্ব্বত্রই সামিষান্ন বলি দিবার বিধি।

* "ধূপেন ধূপিতং কৃত্বা গন্ধাদিনা বিলিপ্য চ।
রক্তাক্তো যদি দেবেশি ভক্ষয়েৎ কুলসাধকম্ ।......
কুশশয্যাং পরিকৃত্য তত্র সংস্থাপ্য [illegible] ।
এলালবঙ্গকর্পূরজাতীখদিরমার্দ্রকম্ ।
তাম্বূলং মুখে দত্ত্বা শবং কুর্য্যাদধোমুখম্ ॥
তৎপৃষ্ঠং চন্দনেনাপি বিলিপ্য প্রযতঃ সুধীঃ।
বাহুমূলাদিকট্যন্তং চতুরস্রং বিধায় চ ॥
মধ্যে পদ্মং চতুর্দ্বারং দলাষ্টকসমন্বিতম্ ।
পীঠমন্ত্রং লিখেত্তত্র [illegible] ।...
[illegible] ধারয়েৎ [illegible] ।
[illegible] শবে ॥
[illegible] কৃত্বা স্বস্থানে সমানয়েৎ ॥" ([illegible])

† "দ্বাদশাঙ্গুলমানানি বজ্রকাষ্ঠানি দিক্ষু চ।
সংস্থাপ্য পূজয়েত্তত্র ক্রমাদিন্দ্রাদিদেবতাঃ ॥"

তৎপরে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, চতুঃষষ্টি যোগিনী ও ডাকিনীদিগের উদ্দেশেও বলি দিতে হয়। ‡

তারপর সাধক আপনার নিকট পূজা দ্রব্য ও কিছুদূরে উত্তর সাধককে রাখিয়া 'ওঁ হ্রীঁ ফট্ শবাসনায় নমঃ' এই মন্ত্রে শবের পূজা করিবে। পরে "হ্রীঁ ফট্' এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া অশ্বারোহণক্রমে শবপৃষ্ঠোপরি বসিয়া আপনার চরণতলে কতিপয় কুশ নিক্ষেপ করিবে এবং শবের কেশ ছড়াইয়া ঝুঁটি বাঁধিয়া গুরু, গণপতি ও দেবীকে প্রণাম করিবে। পরে প্রাণায়াম ও ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া পূর্ব্বোক্ত দীনার্দ্দনমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক দশ দিকে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়া সঙ্কল্প করিবে। যথা 'অদেত্যাদি অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা অমুক দেবতায়াঃ সন্দর্শনকামঃ অমুকমন্ত্রস্যামুক সংখ্যাজপমহং করিষ্যে' সঙ্কল্পান্তে 'ওঁ হ্রীঁ আধারশক্তি কমলাসনায় নমঃ' এই মন্ত্রে আসনের পূজা করিয়া আপনার বাম ভাগে শবের নিকট অর্ঘ্য রাখিয়া পূজা করিবে। পরে সাধক যথা শক্তি ষোড়শোপচার, দশোপচার অথবা বা পঞ্চোপচারে দেবীর পূজা করিয়া শবমুখে সুগন্ধি জল দিয়া তর্পণ করিবে। ইহার পর শব হইতে উঠিয়া শব সম্মুখে দাঁড়াইয়া এই মন্ত্র পড়িবে—

'ওঁ বশো মে ভব দেবেশ মম বীর সিদ্ধিং দেহি দেহি মহাভাগ কৃতাশ্রয়পরায়ণ'

তারপর পাটের সূতা দিয়া শবের পা দুখানি বাঁধিয়া মূলমন্ত্রে শবকে দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া রাখিবে। মন্ত্র যথা—

'ওঁ মদ্বশো ভব দেবেশ বীরসিদ্ধিকৃতাস্পদ।

ওঁ ভীম ভীরু ভয়াভাব ভবমোচন ভাবুক।

ত্রাহি মাং দেবদেবেশ শবানামধিপাধিপ॥

এই মন্ত্র পাঠ করিবার পর শবের পাদ মূলে ত্রিকোণ যন্ত্র আঁকিবে। শবের উপর বসিয়া শবের হাত দুই খানি ছড়াইয়া তাহার উপর কুশ বিছাইবে। সেই কুশোপরি সাধক পা রাখিয়া পুনরায় তিনবার প্রাণায়াম করিয়া শিরঃস্থিত পদ্মে গুরুদেবকে ও আপন হৃদয়ে দেবীকে ভাবিতে ভাবিতে ওষ্ঠদ্বয় সংপুটবৎ করিয়া নির্ভয় হৃদয়ে মৌনভাবে বিহিত মালা লইয়া শ্মশানসাধন ক্রমানুসারে জপ করিবে। এই প্রকারে জপ করিলেও যদি অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত কিছু দেখা না যায়, তাহা হইলে আবার পূর্ব্ববৎ সরিষা ও তিল ছড়াইয়া উপবিষ্ট স্থান হইতে সাত পা গিয়া আবার জপ করিবে। জপ কালে শব নড়িলে ভীত হইবে না, ভয় হইলে বলিবে যে "দিনান্তরে কুঞ্জরাদিকং দাস্যামি মম স্থানে স্বনাম কথয়" অর্থাৎ দিনান্তরে গজাদি দিব, তুমি কে, তোমার নাম বল? এইরূপ সংস্কৃত বলিয়া নির্ভয়ে আবার জপ করিবে।

‡ "অধিষ্ঠাতৃদেবতাভ্যো বলিঞ্চ সমাহরেত্ততঃ।
চতুঃষষ্টিযোগিনীভ্যো ডাকিনীভ্যোঽপি শক্তিদেশতঃ॥"

মধুর বাক্যে নাম বলিলে সাধকও পুনরায় বলিবে যে 'তুমি আমাকে বর দিবে, প্রতিজ্ঞা কর।' এইরূপে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া সাধক বর চাহিবে। যদি প্রতিজ্ঞা না করে ও বর না দেয়, তাহা হইলে ঐকান্তিক মনে আবার জপ করিবে। কিন্তু প্রতিজ্ঞা করিয়া বরদানে সম্মত হইলে আর জপে আবশ্যক নাই। এরূপ স্থলে অভীষ্ট বর লইয়া কার্য্য সিদ্ধি হইল মনে করিয়া শবের ঝুঁটি খুলিয়া দিয়া তাহাকে ধোয়াইয়া স্থানান্তরে রাখিয়া শবের পা খুলিয়া দিবে এবং পূজোপকরণ জলে ফেলিয়া দিবে। পরে শবকেও জলে অথবা গর্ত্ত মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া সাধক স্নান করিবে।

সাধক বাড়ীতে আসিয়া শবের প্রার্থনানুসারে দিনান্তরে প্রতিশ্রুত গজ, অশ্ব, নর বা শূকরের পিষ্টময় বলি প্রদান করিয়া উপবাসী থাকিবে। বলিমন্ত্র যথা—

"অগ্রিমরাত্রৌ দেবাং যজমানোঽহং তে গৃহ্ণীষ্বিমং বলিং।"

পরদিন সাধক প্রাতঃকৃত্যাদি নিত্যক্রিয়া সমাধা করিয়া পঞ্চগব্য পান করিবে ও ২৫টী ব্রাহ্মণভোজন করাইবে। অক্ষম হইলে শক্তি অনুসারে ব্রাহ্মণভোজন করাইলেও দোষ নাই। ব্রাহ্মণভোজন হইলে সাধক স্নান ও ভোজন করিয়া উত্তম স্থানে অবস্থান করিবে। মন্ত্রসিদ্ধির পর তিন রাত্রি বা নব রাত্রি পর্য্যন্ত গোপন রাখিবে। কাহাকেও মন্ত্রসিদ্ধির কথা জানিতে দিবে না। মন্ত্রসিদ্ধির পর স্ত্রী-শয্যায় গমন করিলে ব্যাধিগ্রস্ত, গীত শ্রবণ করিলে বধির, নৃত্য দেখিলে অন্ধ, এবং দিবাভাগে কথা কহিলে সাধক মূক হইয়া থাকে। পঞ্চ দিন পর্য্যন্ত সাধক সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া থাকিবে, এই সময়ে সাধকের দেহে দেবীর অধিষ্ঠান থাকে। এই এক পক্ষ সাধক গন্ধ পুষ্প লইবে না, বাহিরে যাইতে হইলে পরিধেয় বস্ত্র ছাড়িয়া অপর বস্ত্র পরিবে; গোব্রাহ্মণের নিন্দা, অথবা দুর্জ্জন, পতিত ও ক্লীবকেও স্পর্শ করিবে না। প্রত্যহ প্রাতে ভক্ত্যাচারে দেব, ব্রাহ্মণ ও গো স্পর্শ করিবে। প্রভাতে নিত্যকর্ম্মের পর বিল্বপত্রোদক পান করিবে। ষোড়শ দিবসে গঙ্গাস্নান করিয়া স্বাহান্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তিন শত বার জল দিয়া দেবগণের তর্পণ করিবে। তর্পণের শেষে নমঃ বলিতে হয়। নিজে স্নান ও পিতৃতর্পণ না করিয়া দেবের তর্পণ করিতে নাই। তৎপরে দক্ষিণা দিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিতে হয়। উক্ত প্রকারে শব সাধন করিলে সাধক সিদ্ধি লাভ করেন এবং ইহলোকে উৎকৃষ্ট ভোগ করিয়া অন্তে হরি পদ লাভ করেন। (আগমতত্ত্ববিলাস)

শবসান (পুং) শব-ঔণাদিক সানচ্। পথিক। এ শব্দটী বৈদিক, অর্থাৎ বেদেই এই শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

শবসাবৎ (ত্রি) বলবৎ, শক্তিবিশিষ্ট।

"পৃণক্তিয়া শবসাবন্মনীষাঃ" (ঋক্ ১।৬২।১১)

'শবসাবন্ বলবন্' (সায়ণ)

শবসিন্ (ত্রি) বলযুক্ত, শক্তিবিশিষ্ট। (ঋক্ ৭।২৮।২)

শবাগ্নি (পুং) শবদাহক অগ্নি। (ঐত°ব্রা° ৭।৭)

শবান্ন (ক্লী) নষ্ট অন্ন। ২ শবমাংস। (পার°গৃ° ২।৮)

শবাশ (পুং) শবং অশ্নাতি অশ অণ্। শবভক্ষক।

শবিষ্ঠ (ত্রি) বলবত্তম, সকলের মধ্যে অতি বলবান্।

"শবিষ্ঠং ন আ-ভর" (ঋক্ ৬।১৯।৬)

'শবিষ্ঠং বলবত্তমং' (সায়ণ)

শবীর (ত্রি) গতিযুক্ত।

"নয়া শবীরয়া ধিয়া" (ঋক্ ১।৩২)

'শবীরয়া গতিযুক্তয়া' (সায়ণ)

শবোদ্বহ (পুং) শববাহী। (শত°ব্রা° ১২।৫।২।১৪)

শব্য (ক্লী) শব লইয়া যাইবার কালে উৎসব। (ছান্দো°উপ° ১৫।৫)

শশ, প্লবন, প্লুতগতি, লাফাইয়া যাওয়া। ভ্বাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ শশতি। লোট্ শশতু। লিট্ শশাশ, শেশতুঃ। লুঙ্ অশাশীৎ, অশশীৎ। ণিচ্ শাশয়তি। লুঙ্ অশীশশৎ। যঙ্ শাশশ্যতে। যঙ্ শশশীতি।

শশ (পুং) শশতি প্লবেন গচ্ছতীতি শশ-অচ্। মৃগবিশেষ, বিলেশয়মৃগভেদ। চলিত—খরগোশ, মহারাষ্ট্র—খরচা, তৈলঙ্গ—চেবুলপিল্লি। ইহার মাংসগুণ—স্বাদু, কষায়, মলবদ্ধকারক, শীতল, লঘু, শোথ, অতীসার, পিত্ত ও রক্তনাশক এবং রুক্ষ। (রাজবল্লভ)

রাজনির্ঘণ্টমতে ইহার মাংস ত্রিদোষনাশক, দীপন, শ্বাস ও কাসনাশক।

শ্রাদ্ধতত্ত্বে লিখিত আছে যে শ্রাদ্ধে ইহার মাংস দেওয়া যাইতে পারে। ইহার মাংসে পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হ-

"হবিষ্যান্নেন বৈ মাংস পায়সেন চ বৎসরম্।

মাৎস্যহারিণকৌরভ্রশাকুনিচ্ছাগপার্ষতৈঃ ॥

এণরৌরববারাহশাশৈর্মাংসৈর্যথাক্রমম্।

মাসবৃদ্ধ্যাভিতৃপ্যন্তি দত্তৈরেহ পিতামহাঃ ॥" (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

একাদশীতত্ত্বে লিখিত আছে যে, বিষ্ণুকেও ইহার মাংস দেওয়া যাইতে পারে।

"মার্গং মাংসং তথা চাগং শাশং সমধুমুদ্গাতে।

এতানি চ প্রিয়াণি স্যু শাম্বাতানি বল্লভতে ॥" (একাদশীত°)

২ চন্দ্রলাঞ্ছন। (মেদিনী) ৩ বোল। ৪ লোধ্র। ৫ মনুষ্যবিশেষ, (মেদিনী) চারিপ্রকার পুরুষের অন্তর্গত পুরুষবিশেষ। শশ, মৃগ, বৃষ ও অশ্ব এই চারি প্রকার পুরুষ। ইহার লক্ষণ—

"মৃদুবচনশীলঃ কোমলাঙ্গঃ সুকেশঃ

সকলগুণনিধানঃ সত্যবাদী শশোহয়ম্।" (রসমঞ্জরী)

মৃদুবাক্যযুক্ত, কোমলশরীর উত্তমকেশযুক্ত, সকলগুণনিলয় ও সত্যবাদী এই সকল গুণ থাকিলে তাহাকে শশজাতীয় পুরুষ কহে। এই পুরুষে পদ্মিনী নারী বশীভূতা হয়।

ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরীতে লিখিত আছে যে—

"চারিজাতি নায়িকার শুনহ নায়ক।

শশ মৃগ বৃষ অশ্ব সন্তোষদায়ক ॥

পদ্মিনীর শশপতি মৃগ চিত্রিণীর।

বৃষে শঙ্খিনীর তুষ্টি অশ্বে হস্তিনীর ॥

রূপগুণ দোষসব নায়িকার মত।

চারিজাতি নায়কেতে লক্ষণসম্মত ॥" (রসমঞ্জরী)

শশক (পুং) শশ-স্বার্থে কন্। স্বনামপ্রসিদ্ধ চতুষ্পদ জন্তুবিশেষ। ইহার স্তন্যপায়ী। খরগোষ নামে পরিচিত। [খরগোষ দেখ।]

ইহারা ক্ষুদ্রাকার এবং ইহাদের গাত্রচর্ম্ম অতিকোমল। ইহারা পুষিলে পোষ মানে। অনেকে সক্ করিয়া খরগোস পালন করেন। অনেকে শশক-মাংস খায়।

শশক পঞ্চনখের মধ্যে গণ্য, সুতরাং ইহার মাংস ভক্ষণ করা যাইতে পারে।

"শশকঃ শল্লকী গোধা খড়্গী কূর্ম্মশ্চ পঞ্চমঃ।

ভক্ষ্যাঃ পঞ্চনখেষ্বেতে ন ভক্ষ্যাশ্চান্যজাতয়ঃ ॥" (স্মৃতি)

পৃথিবীর সর্ব্বত্রই প্রায় শশক দেখিতে পাওয়া যায়। যেখানে শীতের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত অধিক সেখানেও খরগোষ বাঁচিয়া থাকে। বৈজ্ঞানিকের ভাষায় খরগোষ Leporidæ জাতিগত এবং Lepus নামে অভিহিত। ইংরাজীতে ইহাকে Hare বলে। এতদ্ভিন্ন জর্ম্মণ—Hase, ফরাসী—Lievre, হিব্রু—আর্ণেবেথ, ইতালী—Lepre, স্পেন—Lievre, আরব—আর্ণেব, তুর্ক—তাওসান, তিব্বত—আর্জহোস প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন নাম পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষ এবং পূর্ব্বদ্বীপপুঞ্জে সাধারণতঃ পাঁচ প্রকার খরগোষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে L. ruficaudatus ভারতে সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়। হিমালয় প্রদেশে, পঞ্জাব ও আসাম হইতে দাক্ষিণে গোদাবরী তট ও মলবার উপকূল পর্য্যন্ত এই শ্রেণীর শশক আছে। ইহাই প্রাণিবিৎ হজসন-কথিত L. Indicus ও L. macrotus ইংরাজীতে ইহা Common Indian hare নামে উল্লিখিত। হিন্দুস্থানে ইহা খরা ও খরগোষ বা খেরো নামে খ্যাত।

আরাকান, তেনাসেরিম প্রদেশ, সমগ্র মলয়-প্রায়োদ্বীপ ও পূর্ব্বদ্বীপপুঞ্জে আদৌ খরগোষ নাই। কেবল যবদ্বীপে L. Nigri-

collis শ্রেণীর খরগোষ দেখা যায়। অধিক সম্ভব দক্ষিণভারত ও সিংহল হইতে এখানে ও পরে মরিসস্ দ্বীপে শশক নীত হইয়াছিল। ভারত-সংস্পৃষ্ট চীনরাজ্যে, এমন কি সুদূর কোচিন-চীনেও এক জাতীয় খরগোষ আছে।

মিসর রাজ্যে যে খরগোষ দেখা যায়, তাহা ইংরাজীতে Egyptian hare সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে।

য়ুরোপ মহাদেশে যে ক্ষুদ্রকায় খরগোষ (L. cuniculus) দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা বেলজিয়ম ও হলণ্ড রাজ্যে konyn, konin, ডেনমার্ক—kanine, জর্ম্মণ—kaninchen, ইতালী—Coniglio, পর্ত্তুগাল—Coelho, স্পেন—Conejo, সুইজর্লণ্ড—kanin, ওয়েলস্—Cednigen, ইংলণ্ড—Coney বা rabbit নামে প্রসিদ্ধ। ইহারা ছয় মাসের হইলেই ছানা দিতে আরম্ভ করে এবং বৎসরে ৩।৪ বার ছানা দেয়। প্রতি বারেই ৫ হইতে ৮টী পর্য্যন্ত শাবক প্রসূত হইয়া থাকে। সদ্যজাত শাবকগুলির গায় লোম থাকে না এবং চক্ষুও ফুটে না। টুপিতে বসাইবার জন্য য়ুরোপে ইহার লোম দামে বিক্রয় হয়। রূপার ন্যায় সাদা লোমবিশিষ্ট-চর্ম্মগুলি এক সময়ে প্রতিখণ্ড ৩ শিলিং মূল্যে বিক্রীত হইত। তখনকার লোকে আপনাপন জামায় ধারিতে ঐ চর্ম্ম কাটিয়া সেলাই করিয়া দিত।

হিমালয়ের পাদমূলস্থ শালবনে ও তাহার আশ পাশে, গোরখপুর হইতে পূর্ব্বে ত্রিপুরারাজ্য পর্য্যন্ত স্থানে ও শিলিগুড়ীর তরাই দেশে L. Hispidus জাতীয় শশক দেখিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণ-ভারতে L. nigricollis বা কৃষ্ণগ্রীব শশক এবং হিন্দুস্থানে লোহিতপুচ্ছ (L. ruficaudata) শশক জাতি যে ভাবে বিস্তৃত, এই ম্যালেরিয়াপূর্ণ হিমালয় পাদস্থ বনভাগেও Hispid hare নামক শশজাতি সেইরূপ প্রবল। ইহারা কখন সমতল ক্ষেত্রে আসে না বা হিমালয়ের পার্ব্বত্য পৃষ্ঠে উঠে না। এই কারণে ইহাদের স্বভাব পর্য্যবেক্ষণ করিবার বিশেষ সুযোগ হয় নাই।

ইহারা বনভাগে একমাত্র মূল ও গাছের ছাল খাইয়াই জীবন ধারণ করে। প্রকৃতি ভক্ষ্য দ্রব্যের অনুরূপেই ইহাদের শরীর গঠন ও বল সঞ্চার করিয়াছেন। ইহাদের চক্ষু ও কর্ণ ক্ষুদ্র, দেহ স্থূল ও দৃঢ়, ক্ষুদ্রাবয়ব এবং পদচতুষ্টয় দৃঢ়নিবিষ্ট। পুংশশকগুলি নাসাগ্র হইতে পুচ্ছমূল পর্য্যন্ত প্রায় ১৯॥০ ইঞ্চ লম্বা হয়। স্ত্রীশশকগুলি ওজনে ৫।০ পাউণ্ড এবং পুরুষের অপেক্ষা এক আধ ইঞ্চ ছোট হইয়া থাকে, কিন্তু উভয়েরই স্কন্ধদেশের পশ্চাতে ১২ ইঞ্চ লম্বা একটী দাগ আছে। পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীজাতির পুচ্ছ বড় হয়। ইহাদের ৬টী স্তন আছে, তন্মধ্যে দুইটী স্তনে দুগ্ধ পাওয়া যায় না। দেশী খরগোষের তুলনায় ইহারা ক্ষুদ্রায়তন ও অপেক্ষাকৃত কৃষ্ণবর্ণ। ইহাদের লোমগুলিও কর্কশ। নখ অপেক্ষাকৃত বড়; কনিষ্ঠ ও বৃদ্ধাঙ্গুলী ঈষৎ অন্তঃপ্রবিষ্ট। দেখিলে অঙ্গুলী গুলি সমভাবে সাজান বলিয়া বোধ হয় না।

হিমালয়পৃষ্ঠে ও নেপালরাজ্যে L. macrotus শ্রেণীর খরগোষ আছে। ইহারা দক্ষিণ ভারতের কৃষ্ণগ্রীব শশজাতি হইতে অনেক বড়। L. nigricollis বা কৃষ্ণগ্রীব শশকগুলি কোন কোন গ্রন্থে L. melanauchen নামে বর্ণিত হইয়াছে। দাক্ষিণভারত, সিংহল ও যবদ্বীপে এই জাতীয় খরগোস যথেষ্ট দেখা যায়। সিন্ধু প্রদেশে ও পঞ্জাবেও অভাব নাই। তিব্বত ও নেপালের পর্ব্বতপৃষ্ঠস্থ নীল-খরগোষ (L. oiostolus বা L. pallipes) নামে বর্ণিত। ইহাদের পদদ্বয় শ্বেতবর্ণ, পৃষ্ঠ ও দেহ কতকটা শ্লেট প্রস্তরের ন্যায় গাঢ় নীল-কৃষ্ণাভ। ইহাদের সহিত য়ুরোপের পার্ব্বত্য শশকের (alpine hare) অনেকটা সৌসাদৃশ্য আছে।

ব্রহ্মরাজ্যে যে শশজাতি (L. peguensis) দেখা যায়, তাহার সহিত ভারতের লোহিতপুচ্ছ শশজাতির অনেক সাদৃশ্য আছে। উত্তর ভারতের স্থানে স্থানে, আসাম প্রদেশে এবং উত্তর-ব্রহ্মে প্রধানতঃ এই শশজাতি বিচরণ করিয়া থাকে। বাঙ্গালার খরগোষের ন্যায় ইহাদের গাত্রবর্ণ ঈষৎ ধূসরবর্ণ, কিন্তু উদর সম্পূর্ণ সাদা। পুচ্ছের উপরি ভাগও কাল।

L. sinensis জাতির সহিত L. ruficaudata শ্রেণীর শশকের আকৃতিগত সাদৃশ্যের সর্ব্বতোভাবে সমতা পরিদৃষ্ট হয়, কেবল গাত্রবর্ণের পার্থক্যই একমাত্র বিশেষত্ব। ইহাদের পায়ের থাবা নিম্নভাগে কাল, কিন্তু উপরিদেশ লালাভ। পুচ্ছাগ্র কাল, কিন্তু মূলদেশ অপেক্ষাকৃত সাদা। ইহাদের পার্শ্বদ্বয়ের এবং উদরদেশের লোম লোহিতপুচ্ছ শশকের পৃষ্ঠ লোমের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, কিন্তু পৃষ্ঠের রং গাঢ় লাল ও কৃষ্ণ মিশ্রিত।

শশকর্ণ (পুং) ঋষিভেদ। ইনি ঋগ্বেদের অষ্টমমণ্ডলের নবম সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা। ২ সামভেদ।

শশকবিষাণ (ক্লী) শশকস্য বিষাণং। শশশৃঙ্গ, মিথ্যা, আকাশকুসুম বলিলে যেরূপ কিছুই বুঝায় না, শশবিষাণ শব্দেও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ কিছুই না।

শশকাদ্যঘৃত, নেত্ররোগনাশক ঘৃতৌষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—ঘৃত অর্দ্ধসের। কাথার্থ শশকমাংস ১ সের, জল ৮ সের; শেষ ২ সের। ছাগদুগ্ধ ২ সের। কল্ক—যষ্টিমধু ও পুণ্ডরীয় প্রত্যেক ৪ তোলা। ইহা চক্ষু পূরণ করিলে শুক্র ও অন্ধকারের নাশ হয়।

অন্যপ্রকার। প্রস্তুত প্রণালী—ঘৃত ।০ সের। কল্ক—শশকের মস্তক; কাথ্য শশকের অবশিষ্টাঙ্গ যথাশাস্ত্র পাক

করিবে। এই ঘৃত চক্ষে পূরণ করিলে অক্ষি রোগ দূরীভূত হয়।

শশনাতিন্ (পুং) বগ্ধংসাতীন্ পক্ষী চলিত বগুলা। (সুশ্রুত সূত্রস্থা° ৪৬ অ°)

শশঘ্ন (পুং) পক্ষিবিশেষ। (বৃহৎস° ৮৮।১)

শশধর (পুং) ধরতীতি ধৃ-অচ্ ধরঃ, শশস্য ধরঃ। ১ চন্দ্র। ২ কর্পূর। (অমর)

শশধর, ১ কিরণাবলী নামক অলঙ্কারগ্রন্থপ্রণেতা। ২ ধ্বনদ-পাণ্ডবীয় টীকা-রচয়িতা, ইঁহার পিতামহের নাম রুদ্রসিংহ।

শশধর আচার্য্য, শশধরীয় বা ন্যায়সিদ্ধান্তদীপন্যায়নয়, ন্যায়-মীমাংসাপ্রকরণ, ন্যায়রত্নপ্রকরণ ও শশধরমালা নামক ন্যায়-বিষয়ক গ্রন্থরচয়িতা।

শশধরীয় (ত্রি) শশধরসম্বন্ধীয়। ২ শশধরকৃত গ্রন্থ।

শশধর্ম্মন্ (পুং) রাজভেদ। (বিষ্ণুপু°)

শশপ্লুতক (ক্লী) নখাঘাত। (শব্দমালা)

শশবিন্দু (পুং) ১ বিষ্ণু। ২ রাজবিশেষ। (মেদিনী)

"রামং দাশরথিঞ্চৈব শশবিন্দুং ভগীরথম্।" (ভারত ১।১।২২১)

পুরাণে লিখিত আছে যে ইনি চিত্ররথের পুত্র।

শশভৃৎ (পুং) শশং বিভর্ত্তীতি ভৃ-কিপ্। চন্দ্র। (হেম°)

শশভৃদ্ভৃৎ (পুং) শশভৃতং চন্দ্রং বিভর্ত্তীতি ভৃ-কিপ্-তুকচ। শিব।

"আত্মানং যোগনিদ্রাঞ্চ চিন্তয়িত্বা মনস্বিনী।
দক্ষিণে স্বশরীরস্য ভাগার্দ্ধং শশভৃদ্ভৃতঃ॥" (কালিকাপু° ৪৪ অ°)

শশমুণ্ডরস (পুং) রসৌষধবিশেষ। (শার্ঙ্গধরস° ২।১।১৬)

শশয় (ত্রি) শয়ান।

"যস্তে স্তনঃ শশয়ো যো" (ঋক্ ১।১৬৪।৪৯)

'শশয়ঃ শয়ানঃ' (সায়ণ)

শশয়ান (ক্লী) তীর্থবিশেষ। (ভারত বনপর্ব্ব)

শশয়ু (ত্রি) শয়নশীল।

শশলক্ষণ (পুং) শশং লক্ষণং চিহ্নং যস্য। চন্দ্র, শশাঙ্ক।

শশলক্ষ্মন্ (পুং) শশ লক্ষ্ম চিহ্নং যস্য। ১ চন্দ্র। (ক্লী) ২ শশচিহ্ন।

শশলাঞ্ছন (পুং) শশঃ লাঞ্ছনং চিহ্নং যস্য। চন্দ্র।

শশলোমন্ (ক্লী) শশস্য লোম। ১ শশকের রোম। পর্য্যায়—শশোর্ণ। (অমর)

(পুং) ২ তন্নামক রাজভেদ। (ভারত ১৩।২০।১৪)

শশবিষাণ (ক্লী) শশস্য বিষাণং। শশকের শৃঙ্গ। আকাশ-কুসুমাদির ন্যায় অত্যন্ত অসম্ভব বা অলীক বিষয়ের উদাহরণ-প্রদর্শনকালে এই শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে

শশশিম্বিকা (স্ত্রী) ভাবপ্রকাশ। (রাজনি°)

শশশৃঙ্গ (ক্লী) শশবিষাণ।

শশস্থলী (স্ত্রী) দেশভেদ, অন্তর্বেদী। গঙ্গা ও যমুনার মধ্যস্থ দেশ, অধুনা এই দেশ দোয়াব নামে আখ্যাত। (ত্রিকা°)

শশাঙ্ক (পুং) শশোহঙ্কশ্চিহ্নং অঙ্কে ক্রোড়ে বা যস্য। ১ চন্দ্র। ২ কর্পূর। (রাজনি°) প্রাচ্য ভারতের একজন পরাক্রান্ত হিন্দু নৃপতি। ইনি খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে বিদ্যমান ছিলেন।

[বঙ্গদেশ দেখ।]

শশাঙ্ককুল (ক্লী) শশাঙ্কস্য কুলং। চন্দ্রের কুল।

শশাঙ্কজ (পুং) শশাঙ্কাজ্জায়তে জন-ড। চন্দ্রতনয় বুধ।

(বৃহৎস° ৮।৬)

শশাঙ্কতনয় (পুং) শশাঙ্কস্য তনয়ঃ। বুধ।

শশাঙ্কদেব, গুপ্তবংশীয় একজন পরাক্রান্ত প্রাচ্যভূপতি। রোহিতাস গড় (রোটাস গড়) দুর্গে তাঁহার যে মোহরাঙ্কিত মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহার বর্ণমালা বিচার করিবার প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ তাঁহাকে চীনপরিব্রাজক বর্ণিত কর্ণসুবর্ণাধিপতি শশাঙ্ক নরেন্দ্র গুপ্ত বলিয়াই ধারণা করিয়াছেন। ইনি বৌদ্ধধর্ম্মদ্বেষী কনোজরাজ রাজ্য-বর্দ্ধনকে পরাজিত ও নিহত করিয়াছিলেন। পরে সম্রাট্ হর্ষ-বৰ্দ্ধনের নিকট পরাজিত হন। [বঙ্গদেশ দেখ।]

শশাঙ্কধর (ভট্ট), একজন প্রাচীন বৈয়াকরণ, ক্ষীরতরঙ্গিণী গ্রন্থে ক্ষীরস্বামী ইঁহার উল্লেখ করিয়াছেন।

শশাঙ্কপুর (ক্লী) শশাঙ্কস্য পুরং শশাঙ্কপুরং পুরং। ১ চন্দ্রের পুর। শশাঙ্ক নগর পূর্ণ পুর।

শশাঙ্কমুকুট (পুং) শশাঙ্কের মুকুটে মৌলৌ যস্য। শশাঙ্ক-শেখর, শিব।

শশাঙ্কবতী (স্ত্রী) কথাসরিৎসাগরবর্ণিত রাজকন্যাভেদ।

শশাঙ্কশেখর (পুং) শশাঙ্কঃ শেখরে যস্য। শিব।

(ভাগবত ৪।৬।৪১)

শশাঙ্কসুত (পুং) শশাঙ্কস্য সুতঃ। চন্দ্রতনয় বুধ। (বৃহৎস° ৫।২)

শশাঙ্কার্দ্ধ (পুং) শশাঙ্কস্য অর্দ্ধঃ। ১ অর্দ্ধচন্দ্র। ২ শিব।

শশাঙ্কোপল (পুং) শশাঙ্কনামোপল। চন্দ্রকান্তোপল, চন্দ্রকান্তমণি।

শশাণ্ডুলি (স্ত্রী) স্বনামখ্যাত কলশাকবিশেষ, কর্কটীভেদ, চলিত ডিংকাকুড়। পর্য্যায়—বহুফলা, তণ্ডুলী, ক্ষেত্রসম্ভবা, কুষ্মাণ্ডী, লোমশফলা, ধূম্রা, বৃত্তফলা। গুণ—তিক্ত, কটু, কোমল, কটু ও অম্লগুণবিশিষ্ট, মধুর, কফনাশক, পাকে অম্লযুক্ত, মধুর, দাহকারক, কফশোষক, রুচিকর ও দীপন। (রাজনি°)

শশাদ (পুং) শশমত্তীতি অদ-অচ্। ১ শ্যেনপক্ষী। (রাজনি°) ২ ইক্ষ্বাকুপুত্র। ইঁহার নাম বিকুক্ষি ছিল। ভাগবতে

মৎস্যপুরাণে ষষ্ঠাধ্যায়ে ইহার বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে যে একদিন ইক্ষ্বাকু ইহাকে শ্রাদ্ধের জন্য মাংস আনয়ন করিতে আদেশ করেন। পরে ইনি পিতার আদেশে বনে গিয়া বহুতর মৃগাদি বধ করেন। মৃগাদি বধ করিয়া অতিশয় শ্রান্ত হইয়া একটী শশ ভক্ষণ করেন, এই জন্য পরে ইহার নাম শশাদ হয়। বিষ্ণুপুরাণের ৪।২ অধ্যায়েও ইহার বিবরণ আছে।

শশাদন (পুং) শশমত্তীতি অদ-ল্যু। শ্যেনপক্ষী, চলিত বাজপাখী। (অমর)

শশিক (পুং) জনপদভেদ ও তদ্দেশবাসী জাতিবিশেষ।

(ভারত ভীষ্মপর্ব্ব ৯।৪৬)

এইস্থান বাহ্লিক, বাটধান ও আভীর দেশের সমীপবর্ত্তী।

শশিকলা (স্ত্রী) শশিনঃ কলা। চন্দ্রকলা।

"কমলিনী মলিনী দিবসাত্যয়ে শশিকলা বিকলা ক্ষণদাক্ষয়ে।

ইতি বিধির্বিদধে প্রমদামুখং ভবতি বিশ্রুতমঃ ক্রমশোভনঃ॥"

২ ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতিপাদে ১৫টী করিয়া অক্ষর, ইহার মধ্যে প্রথম হইতে ১৪টী অক্ষর লঘু এবং শেষ অক্ষর গুরু হইবে। লক্ষণ ও উদাহরণ—

"গুরু নিধনমনুলঘুরিহ শশিকলা।

মধুরজতিলকসমুদিতশশিকলা

ব্রজযুবতিজনসদসি কগগনগতা।

সরসিজনয়নজলধরসলিলনিধিং

ব্যতনুত বিততরভস পরিতরলম্॥" (ছন্দোমঞ্জরী)

শশিকান্ত (স্ত্রী) শশী কান্তো যস্য। ১ কুমুদ। (পুং) ২ চন্দ্রকান্তমণি। (রাজনি°)

শশিকেতু (পুং) বুদ্ধভেদ।

শশিখণ্ড (পুং স্ত্রী) ১ শিব। ২ বিদ্যাধরভেদ। ৩ চন্দ্রের কলা, চন্দ্রের অংশ।

শশিখণ্ডপদ (পুং) বিদ্যাধরভেদ। (কথাসরিৎসা° ২৬।২৮১)

শশিখণ্ডিক, দেশভেদ। Periplus ইহাকে Sasikrienai উল্লেখ করিয়াছেন। বামনপুরাণে শিশিরাদ্রিক পাঠ আছে।

(বামনপু° ১৩।৫৭)

শশিগচ্ছ (পুং) শশিকুল। (শব্দরত্না° ১৪।২৮৩)

শশিগুহা (স্ত্রী) যষ্টিমধু।

শশিগ্রহ (পুং) চন্দ্রগ্রহ।

শশিজ (পুং) শশিনো জায়তে জন-ড। বুধ।

শশিতনয় (পুং) চন্দ্রপুত্র বুধ।

শশিতেজস্ (পুং) ১ বিদ্যাধরভেদ। ২ নাগভেদ।

শশিদেব (পুং) রাজভেদ। রন্তিদেবের নামান্তর। (শব্দরত্না°)

শশিদেব, ব্যাখ্যানপ্রক্রিয়া নামক ব্যাকরণপ্রণেতা।

শশিদৈব (স্ত্রী) শশী দেবতাহস্য অণ্। মৃগশিরা নক্ষত্র, এই নক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রীদেবতা চন্দ্র, এই জন্য ইহাকে শশিদৈব কহে। (বৃহৎসংহিতা ৭।৯)

শশিধর (পুং) শিব।

শশিধর, একজন রাজকবি। ইনি কলচুরীরাজ নরসিংহদেব ও জয়সিংহদেবের সভায় (১১৫৫-১১৭৫ খৃঃ) বিদ্যমান ছিলেন। ইহার পিতার নাম ধরণীধর। রাজাদেশে শশিধর কএকখানি শিলালিপি রচনা করিয়াছিলেন।

শশিধ্বজ (পুং) শশী ধ্বজে যস্য। ভল্লাটপুররাজ। (কল্কিপু° ২৫ অ°) ২ অসুরভেদ।

শশিন্ (পুং) শশোহস্যাস্তীতি শশ-ইনি। চন্দ্র।

'হিমাংশুশ্চন্দ্রমাশ্চন্দ্রঃ শশী চন্দ্রো হিমদ্যুতিঃ।' (ভরতধৃত শব্দা°)

২ অর্হদ্ধ্বজাবিশেষ। (হেম)

শশিপুর, বিন্ধ্যশৈল পার্শ্বস্থ গ্রামভেদ। (ভবিষ্য ব্র°খ° ৮।৬৫)

শশিপুত্র (পুং) শশিনঃ পুত্রঃ। চন্দ্রতনয় বুধ।

শশিপ্রভ (স্ত্রী) শশিনঃ প্রভেব প্রভা যস্য। ১ কুমুদ। (শব্দমালা) ২ মুক্তা। (রাজনি°) (ত্রি) ৩ চন্দ্রপ্রভাযুক্ত। ৪ চন্দ্রপ্রভাসদৃশ।

শশিপ্রভা (স্ত্রী) শশিনঃ প্রভাঃ। জ্যোৎস্না। (জটাধর)

শশিপ্রভা, নাগরাজকন্যাভেদ। নর্ম্মদাতীরস্থিত রত্নাবতীবাসী ধূম্রাক্ষ দেবকে নিহত করিয়া সিন্ধুরাজ ইহার পাণিগ্রহণ করেন।

শশিপ্রিয়া (স্ত্রী) শশিনঃ প্রিয়া। নক্ষত্র, ২৭টী নক্ষত্র চন্দ্রের পত্নী।

শশিভৃৎ (পুং) শশিনং বিভর্ত্তীতি ভৃ-কিপ্ তুক্‌চ। শিব, মহাদেব।

শশিভূষণ (পুং) শশী ভূষণং যস্য। শিব।

শশিমণি (পুং) চন্দ্রকান্তমণি।

শশিমৎ (ত্রি) শশী বিদ্যতেহস্য মতুপ্। চন্দ্রযুক্ত।

শশিমৌলি (পুং) শশী মৌলৌ যস্য। শিব।

শশিরেখা (স্ত্রী) শশিলেখা, চন্দ্রকলা।

শশিলেখা (স্ত্রী) শশিনো লেখা। ১ চন্দ্রলেখা, চন্দ্রকলা। ২ গুড়ুচী। ৩ বৃত্তভেদ। এই ছন্দের প্রতিচরণে ১৫টী করিয়া অক্ষর থাকিবে, তাহার মধ্যে ৫, ১০ ও ১৩ অক্ষর লঘু, তদ্ভিন্ন বর্ণ গুরু। এই ছন্দের ৭ ও ৮ অক্ষরে যতি।

"ম্রৌ ম্যো যো চেৎ স্বরতাং সপ্তাষ্টকৈশ্চন্দ্রলেখা।" (ছন্দোমঞ্জরী)

২ ষড়ক্ষরপাদক ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রথম চারিবর্ণ লঘু, শেষ দুইটী গুরু। লক্ষণ—

"শশিবদনা ন্যৌ" (ছন্দোমঞ্জরী)

শশিবংশ (পুং) চন্দ্রবংশ।

শশিবদন (ত্রি) শশীব আহ্লাদজনকত্বাৎ বদনং যস্য। চন্দ্রবদন, সুন্দর মুখ।

শশিবদনা (স্ত্রী) ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতিচরণে ১৪টী করিয়া অক্ষর এবং তাহার মধ্যে ১, ৫, ৯, ১৩ ও চতুর্দ্দশ বর্ণ এবং তদ্ভিন্ন বর্ণ লঘু। লক্ষণ—

"ইন্দুবদনা ভজসনৈঃ সগুরুযুগ্মৈঃ" (ছন্দোমঞ্জরী)

শশিবর্দ্ধন (পুং) একজন প্রাচীন কবি।

শশিবাটিকা (স্ত্রী) পুনর্ণবা। (রাজনি°)

শশিবিমল (ত্রি) চন্দ্রের ন্যায় বিমল।

শশিশিখামণি (পুং) শিব। (রাজতরঙ্গিণী ১।২৮২)

শশিশেখর (পুং) শশী শেখরে যস্য। ১ শিব। (হলায়ুধ) ২ বুদ্ধভেদ। পর্য্যায়—হেরম্ব, হেরুক, চক্রসম্বর, দেব, বজ্রকপালী, নিগুপ্তী, বজ্রটীক। (ত্রিকা°)

শশিসুত (পুং) শশিনঃ সুতঃ। চন্দ্রপুত্র বুধ।

শশীয়স্ (ত্রি) উৎপ্লবমান।

"শশীয়াংসং হংসি ত্রাকস্তমোজসা" (ঋক্ ৪।৩২।৩)

'শশীয়াংসং শশস্লুতগতৌ উৎপ্লবমানং' (সায়ণ)

শশীশ ১ (পুং) শিব। ২ স্কন্দভেদ। (কিরাতা° ১৫।৫)

শশোর্ণ (ক্লী) শশস্য ঊর্ণা, অভিধানাৎ ক্লীবত্বং। শশলোম।

শশোলুকমুখী (স্ত্রী) স্কন্দানুচরমাতৃভেদ।

শশ্বৎ (ত্রি) শাশ্বত। "যচ্চিদ্ধি শশ্বতো তনা" (ঋক্ ১।২৬।৬)

'শশ্বতা শাশ্বতেন' (সায়ণ)

২ বহু।

"আয়তীনাং প্রথমা শশ্বতীনাং" (ঋক্ ১।১১৩।৮)

'শশ্বতীনাং বহ্বীনাং' (সায়ণ)

শশ্বৎ (অব্য) শশ বাহুলকাৎ বৎ। পুনঃ পুনঃ, বারংবার, সদা, অভীক্ষ্ণ, নিত্য।

শষ, বধ। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ শষতি। লুঙ্ অশষ অশাষীৎ।

শষ্কণ্ডী (স্ত্রী) বৃক্ষবিশেষ। ২ তদ্‌কন্দাগুকল।

শষ্কুল (পুং) ছিত্তি, ডহরকরঞ্জ, ডহরকরঞ্জচা। (শব্দচন্দ্রিকা)

শষ্কুলী (স্ত্রী) শষ্কুল গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ তিলতণ্ডুলমাষমিশ্রিত যবাগু। (শব্দচন্দ্রিকা) ২ কর্ণরন্ধ্র, কাণের ছেদা। (শব্দরত্না°) ৩ মৎস্যভেদ। হিন্দী সৌরী। ইহার গুণ—রুচ্য, মধুর ও তুবর। (ভাবপ্রকাশ) ৪ পিষ্টকবিশেষ।

"সমিতায়া ঘৃতাক্তায়া লোপ্ত্রীং কৃত্বা চ বেল্লয়েৎ।

আজ্যে তাং ভর্জয়েৎ সিদ্ধাং শষ্কুলী ফেণিকা গুণা॥"(ভাবপ্র°)

ময়দায় ঘৃত ময়ান দিয়া লোপ্ত্রী প্রস্তুত করিতে হইবে, পরে উহা ঘৃতে ভাজিয়া লইলে তাহাকে শষ্কুলী কহে। ইহা খাজার ন্যায় গুণবিশিষ্ট। ৫ পিষ্টক বিশেষ, পুলিপিটে, তিলপিষ্টক। তিলের পিটেকেও শষ্কুলী কহে।

শষ্প (ক্লী) শষ হিংসায়াং (খষ্পশিল্পশষ্পবাষ্পরূপপর্পতল্পাঃ। উণ্ ৩।২৯) ইতি যত্বং নিপাত্যতে। বালতৃণ, নব নব ঘাস। (অমর) ২ নীলদূর্ব্বা। (বৈদ্যকনি°) ৩ বিদ্যাসহানি।

শষ্পভুজ্ (পুং) শষ্প ভুজ-ক্বিপ্। বালতৃণভোজনকারী।

শষ্পভোজন (পুং) নবতৃণভোজন, তৃণভক্ষণ।

শষ্পবৎ (ত্রি) শষ্প অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য বা। শষ্পবিশিষ্ট।

শষ্পিঞ্জর (ত্রি) বালতৃণের ন্যায় পীত রক্তবর্ণ।

"পশূনাং পতয়ে নমো নমঃ শষ্পিঞ্জরায়" (শুক্ল যজু° ১৬।১৭)

'শষ্পিঞ্জরায় শষ্পং বালতৃণং তদ্বৎ পিঞ্জরায় পীতরক্তবর্ণায় টিলোপশ্ছান্দসঃ' (মহীধর)

শষ্প্য (ত্রি) গঙ্গাতীরোদ্ভব যে কুশাঙ্কুরাদি, তাহাতে জাত "কূল্যায় চ নমঃ শষ্প্যায় চ" (শুক্ল যজু° ১৬।৪২)

'শষ্প্যায় শষ্পং বালতৃণং গঙ্গাতীরোৎপন্নং কুশাঙ্কুরাদি তত্র ভবঃ শষ্প্যঃ তং' (মহীধর)

শস্, বধ, হিংসা। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্, ক্ত্বা বেট্, (ক্ত্বা প্রত্যয়পরে বিকল্পে ইট্ হয়)। লট্ শসতি। লিট্ শশাস শশসতুঃ। লুট্ শসিতা। লৃট্ শসিষ্যতি। লুঙ্ অশসীৎ। শস ১ আশীর্ব্বাদ, ২ স্তুতি। ৩ প্রশংসা। ৪ কথন। ৫ দুর্গতি। ভ্বাদি° পরস্মৈ সক° সেট্। লট্ শংসতি। লিট্ শশংস। লুট্ শংসিতা। লুঙ্ অশংসীৎ। সন্ শিশংসিষতি। যঙ্ শাশস্যতে। যঙ্ লুক্ শাশংস্তি। ণিচ্ শংসয়তি। লুঙ্ অশশংসৎ। আশীর্ব্বাদ অর্থে এই ধাতু আঙ্ পূর্ব্বক প্রযুক্ত হয়।

শসন (ক্লী) শস-ল্যুট্। যজ্ঞার্থ পশুহনন। (রামাশ্রম)

শস্যতে হন্যতে হত্র ইত্যধিকরণে ল্যুট্। ২ হত্যাস্থান।

"মিত্রক্রুবো যচ্ছসনেন গাবঃ" (ঋক্ ১০।৮৯।১৪)

'শসনে বিশসনস্থানে' (সায়ণ)

শষ্কুলী (স্ত্রী) পিষ্টকবিশেষ, শষ্কুলী, পুলিপিটে। ইহা কাঁজির সহিত ভোজন করিতে নাই।

"মাংসৈরিক্ষুবিকারাংশ্চ কাঞ্জিকৈস্তিলশষ্কুলীম্।

মূলকং মাষসূপেন মধুনা চ ন ভক্ষয়েৎ॥" (রাজবল্লভ)

শস্ত্, ১ স্বপ্ন। ভ্বাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ শস্তি। লুঙ্ অশস্তীৎ।

শস্ত (ক্লী) শস-ক্ত। ১ কল্যাণ। (অমর) ২ শরীর। (ত্রিকা°) ৩ কল্যাণযুক্ত। ৪ স্তুত। ৫ প্রশস্ত। (মেদিনী) ৬ নিহত।

"শক্রাভিষেকে সুমহত্তৎ জলদানিস্বনম্।

প্রগৃহ্য দানবাঃ শস্তা যয়া কৃষ্ণেণ চ প্রভো॥"(ভারত ৩।৪০।৩)

শস্তক (ক্লী) অঙ্গুলিত্রাণ, দস্তানা।

'অঙ্গুলিত্রং শস্তকঞ্চ তথা চাঙ্গুষ্ঠিকম্।' (শব্দরত্না°)

শস্তকেশক (ত্রি) শস্তাঃ কেশা যস্য কন্। প্রশস্ত কেশযুক্ত। (শব্দরত্না°)

শস্ততা (স্ত্রী) শস্তস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। শস্তের ভাব বা ধর্ম্ম, প্রশস্ততা।

শস্তি (স্ত্রী) শন্স-ক্তিন্। স্তুতি। "পৃণীষেহগ্নিং শস্তিভিঃ" (ঋক্ ১।১৮৬।৩) 'স্বস্তিভিঃ শংসনৈঃ স্তুতিভিঃ' (সায়ণ)

শংস্তু (ত্রি) প্রশাস্তা। "উতশংস্তায় বিপ্রঃ" (ঋক্ ১।১৬২।৫) 'শংস্তা প্রশাস্তা' (সায়ণ)

শস্তোকৃথ (ত্রি) প্রশস্ত শস্ত্রবিশিষ্ট। "স্তুতসোমস্য শস্তোকৃথস্য" (শুক্লযজু° ৮।১২) 'শস্তোকথস্য হোতৃভিঃ শস্তানি উক্থানি শস্ত্রাণি যস্য, স শস্তোকৃথ স্তস্য' (মহীধর)

শস্ত্র (ক্লী) শস্যতে হিংস্যতে হননেন (অমিচিমিদিশসিভ্যঃ ক্ত্রঃ। উণ্ ৪।১৬৩) ইতি ক্ত্র যদ্বা (দাম্নীশসযুযুজে। পা ৩।২।১৮২) ইতি ষ্ট্রন। ১ লোহ। ২ অস্ত্র। (অমর) 'শস্ত্রাস্ত্রৈর্হথা মুক্তেতরিত্যাদিদর্শনাৎ শস্ত্রাস্ত্রয়োঃ কশ্চিদ্ভেদমাহ। যেন করধৃতেন হন্যতে তৎ শস্ত্রং খড়্গাদি, যেন ক্ষিপ্তেন হন্যতে তদস্ত্রং কাণ্ডাদি।' (ভরত)

অস্ত্র ও শস্ত্রে প্রভেদ এই যে যাহা হস্তে ধারণ করিয়া হনন করা যায়, তাহাকে শস্ত্র, যেমন খড়্গপ্রভৃতি। আর যাহা নিঃক্ষেপ করিয়া হনন করা যায়, তাহাকে অস্ত্র কহে, তীর প্রভৃতি।

বিষ্ণুপুরাণের টীকায় লিখিত আছে যে মন্ত্রপূত হইলে তাহাকে অস্ত্র এবং তদ্ভিন্ন অপরের নাম শস্ত্র।

"এতৈকবস্ত্রং শস্ত্রকবৈষ্ণবৈর্দ্দিতিজৈঃ সহস্রধা।
চিচ্ছেদ লীলয়ৈবেশো জগতাং মধুসূদনঃ॥" (বিষ্ণুপু° ৫।৩০)

'অস্ত্রং মন্ত্রাভিমন্ত্রিতং, শস্ত্রং তদিতরৎ' (টীকা) (পুং) খড়্গ। 'রিষ্টি খড়্গাস্ত্রয়বাহিঃ শস্ত্রো স্ত্রাস্বকঞ্চ নঃ।' (ত্রিকা°)

বৈদ্যকে শস্ত্র ও তাহার প্রয়োগের বিশেষ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। সুশ্রুতে বিংশতি প্রকার শস্ত্রের নাম লিখিত আছে। যথা—মণ্ডলাগ্র, করপত্র, বৃদ্ধিপত্র, নখশস্ত্র, মুদ্রিকা, উৎপলপত্র, অর্দ্ধধার, সূচী, কুশপত্র, আটীমুখ, শরারীমুখ, অন্তর্মুখ, ত্রিকূর্চ্চক, কুঠারিকা, ব্রীহিমুখ, আরা, বেতসপত্রক, বড়িশ, দন্তশঙ্কু ও এষণী এই বিংশতি প্রকার শস্ত্র। বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক বিশুদ্ধ লৌহ দিয়া কর্ম্মঠ লৌহকার দ্বারা এই সকল শস্ত্র নির্ম্মাণ করাইয়া লইবেন। শস্ত্র চিকিৎসা শিক্ষাকালে শস্ত্র চিকিৎসায় পারদর্শী বৈদ্যের নিকট কুমড়া, লাউ, তরমুজ, শশা ও বড় কাঁকুড় প্রভৃতি ছেদনযোগ্য দ্রব্য সকলে প্রথমে শিক্ষা করিয়া পরে শস্ত্র কার্য্য করিতে হয়। (সুশ্রুত সূত্রস্থা° ৮অ°)

শস্ত্রক (ক্লী) শস্ত্রমেব স্বার্থে কন্। লৌহ। (অমর)

শস্ত্রকর্ম্মন্ (ক্লী) শস্ত্রস্য কর্ম্ম। সুশ্রুতোক্ত ৮ আট প্রকার শস্ত্র কার্য্য। যথা—ছেদন, লেখন, ভেদন, বিস্রাবন, বাধন, আহরণ, এষণোষণ ও সেবন, বিংশতি প্রকার শস্ত্র দ্বারা এই ৮ প্রকার শস্ত্র কার্য্য করিতে হয়। (সুশ্রুত সূত্রস্থা° ৮ অ°)

শস্ত্রকলি (পুং) শস্ত্রযুদ্ধ। (কথাসরিৎসা° ৭১।৩০০)

শস্ত্রকোপ (পুং) শস্ত্রস্য কোপঃ। শস্ত্রের প্রকোপ।

"বেলাহীনে পর্জ্জ্যাপ গর্ভবিপত্তিশ্চ শস্ত্রকোপশ্চ।" (বৃহৎসংহিতা ৫।২৪)

শস্ত্রকোশতরু (পুং) শস্ত্রস্য খড়্গাদ্য কোশাইব তরুঃ। মহাপিণ্ডী তরু। (রাজনি°)

শস্ত্রচূর্ণ (ক্লী) শস্ত্রস্য চূর্ণং। লৌহকিট্ট, লৌহমল, মণ্ডূর। (বৈদ্যকনি°)

শস্ত্রজীবিন্ (ত্রি) শস্ত্রেণ জীবতীতি জীব-ণিনি। শস্ত্রাজীব, যাহারা শস্ত্রব্যবসা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, সৈনিকপুরুষ। (বৃহৎসংহিতা ১৭।২৪)

শস্ত্রদেবতা (স্ত্রী) যুদ্ধদেবতা।

শস্ত্রধারণ (ক্লী) শস্ত্রস্য ধারণং। শস্ত্রগ্রহণ।

শস্ত্রধারণজীবক (ত্রি) শস্ত্রধারণেন জীবতীতি জীব-ণ্বুল। শস্ত্রাজীব, সৈনিক। (শব্দরত্না°)

শস্ত্রপাণি (ক্লী) শস্ত্রং পাণৌ যস্য। শস্ত্রহস্ত, যাহার হস্তে খড়্গাদি অস্ত্র আছে।

"উদ্যাহতোঽভিযো জ্ঞেয়ঃ শস্ত্রপাণিশ্চ ঘাতকঃ।" (ব্যবহারতত্ত্ব)

শস্ত্রপান (ক্লী) শস্ত্রস্য পানং। শস্ত্রের পায়ন, শস্ত্র ধার করিবার জন্য শস্ত্রবিশেষের পাইন দিতে হয়। (বৃহৎসংহিতা ৫০।২২)

শস্ত্রপ্রকোপ (পুং) শস্ত্রস্য প্রকোপঃ। শস্ত্রের কোপ। (বৃহৎসংহিতা ১১।৩৮)

শস্ত্রপ্রহার (পুং) শস্ত্রস্য প্রহারঃ। শস্ত্রের প্রহার, খড়্গাদি শস্ত্রের আঘাত।

শস্ত্রবন্ধ (পুং) শস্ত্রধারা ব ।

শস্ত্রভৃৎ (ত্রি) শস্ত্রং বিভর্ত্তীতি ভৃ-কিপ্ তুক্চ। শস্ত্রধারী।

শস্ত্রময় (ত্রি) শস্ত্র-ময়ট্। শস্ত্রস্বরূপ।

শস্ত্রমার্জ্জ (পুং) শস্ত্রাণি মার্ষ্টীতি মৃজ-অণ্। শস্ত্রমার্জ্জনকর্ত্তা। পর্য্যায়—অসিধাবক, অস্ত্রমার্জ্জ, অসিধাব, শাণাজীব, ভ্রমাসক্ত। (হেম)

শস্ত্রবৎ (ত্রি) শস্ত্রেণ ইব তদ্বার্থে বতি। ১ শস্ত্রতুল্য। ২ শস্ত্রাবিশিষ্ট।

শস্ত্রবার্ত্ত (ত্রি) শস্ত্রধারী, শস্ত্রজীবী। (বৃহৎসংহিতা ৫।৩৩)

শস্ত্রবৃত্তি (ত্রি) শস্ত্রং বৃত্তির্যস্য। শস্ত্রাজীব। শস্ত্রই যাহাদের জীবিক,

"মল্লা মল্লা নটাশ্চৈব পুরুষাঃ শস্ত্রবৃত্তয়ঃ।" (মনু ১২।৪৫)

শস্ত্রশিক্ষা (স্ত্রী) শস্ত্রস্য শিক্ষা। শস্ত্রাভ্যাস, শস্ত্রপ্রয়োগশিক্ষা।

শস্ত্রহত (ত্রি) শস্ত্রেণ হতঃ। শস্ত্রাঘাত দ্বারা মৃত, যাহারা শস্ত্রের আঘাতে মরিয়াছে। শস্ত্রাঘাতে মৃত্যু হইলে তাহার অশৌচের বিষয় শুদ্ধিতত্ত্বে এইরূপ লিখিত আছে যে, শস্ত্রদ্বারা অভিমুখে হত ব্যক্তির সদ্যঃশৌচ ও তাহার দাহাদি ক্রিয়া হইবে।

"শস্ত্রেণাভিমুখহতস্য সদ্যঃশৌচং দাহাদি চ" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

ক্ষত হইয়া যদি ৭ দিনের মধ্যে মৃত্যু হয়, তাহা হইলে ত্রিরাত্র এবং ৭ দিনের পর হইলে দশ দিন অশৌচ হয়। কিন্তু শস্ত্রাঘাতজন্য ক্ষতে তিন দিনের পর মৃত্যু হইলে যে বর্ণের যেরূপ অশৌচ, তাহাদের তদনুরূপ অশৌচ হইবে। এই শস্ত্রাঘাত শব্দে ক্ষতেতর শস্ত্রাঘাত বুঝিবে। পারিভাষিক শস্ত্রাঘাত ভিন্ন বুঝিতে হইবে। পারিভাষিক শস্ত্রাঘাতের অর্থ এইরূপ লিখিত আছে যে, পক্ষী, মৎস্য, মৃগ, দংষ্ট্রী, শৃঙ্গী, নখদ্বারা হত, উচ্চ হইতে পতন, অনশন, বজ্র, অগ্নি, বিষ, বন্ধন এবং জলপ্রবেশাদি দ্বারা যাহারা মৃত্যুমুখে পতিত, তাহাদিগকেও শস্ত্রহত কহে।

"ক্ষতেন ম্রিয়তে যস্তু তস্যাশৌচং ভবেদ্বিধা।
আসপ্তাহাৎ ত্রিরাত্রং স্যাৎ দশরাত্রমতঃপরম্॥
শস্ত্রাঘাতে ত্র্যহাদূর্দ্ধং যদি কশ্চিৎ প্রমীয়তে।
অশৌচং প্রাকৃতং তত্র সর্ব্ববর্ণেষু নিত্যশঃ॥
অত্র শস্ত্রঘাতপদং ক্ষতেতরশস্ত্রঘাতপরং।
পারিভাষিকশস্ত্রঘাতপরমপি যথা
পক্ষিমৎস্যমৃগৈর্যেতু দংষ্ট্রী শৃঙ্গিনখৈর্হতাঃ।
পতনানশনপ্রায়ৈর্বজ্রাগ্নিবিষবন্ধনৈঃ।
মৃতা জলপ্রবেশেন তে বৈঃ শস্ত্রহতাঃ স্মৃতাঃ॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

শস্ত্রহতচতুর্দ্দশী (স্ত্রী) শস্ত্রহতানাং চতুর্দ্দশী যুদ্ধাদি হতানাং শ্রাদ্ধাদিকর্ম্মণি প্রশস্তয়াস্তথাত্বং। গৌণ আশ্বিনকৃষ্ণাচতুর্দ্দশী ও গৌণকার্ত্তিককৃষ্ণাচতুর্দ্দশী। এই দুই চতুর্দ্দশী তিথিতে শস্ত্রহত ব্যক্তিদিগের শ্রাদ্ধ প্রশস্ত, এই জন্য এই তিথিদ্বয়কে শস্ত্রহত-চতুর্দ্দশী কহে। শ্রাদ্ধবিবেকে ইহার ব্যবস্থা এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

"অথ শস্ত্রহতচতুর্দ্দশী, তত্র বিষ্ণুঃ, যুদ্ধহতানাং শ্রাদ্ধকর্ম্মণি চতুর্দ্দশী প্রশস্তা, যুদ্ধহতানামেবেতি ন নিয়মার্থমিদং।

ব্রহ্মপুরাণে—

প্রায়োহনশনশস্ত্রাগ্নিবিষাদ্যাঘাতিনাস্তথা।
চতুর্দ্দশ্যান্তু কর্ত্তব্যং তৃপ্ত্যর্থমিতি নিশ্চয়ঃ॥

প্রায়ো মহাপথগমনং—

যুবানস্তু গৃহে যস্য মৃতাস্তেষান্তু দাপয়েৎ।
শস্ত্রেণ তু হতা যে বৈ তেষাং দত্তাচ্চতুর্দ্দশীম্। ইত্যাদি।"

শস্ত্রহস্ত (পুং) শস্ত্রং হস্তে যস্য। শস্ত্রপাণি। অস্ত্রধারী পুরুষ।

শস্ত্রাখ্য (ত্রি) শস্ত্র আখ্যা যস্য। ১ কেতুভেদ। (বৃহৎস° ১১।৩০) ২ শস্ত্রসংজ্ঞক।

শস্ত্রাঙ্গা (স্ত্রী) চাঙ্গেরী, চলিত আমরুলশাক। (রাজনি°)

শস্ত্রাজীব (ত্রি) শস্ত্রেণ আজীবতীতি আ-জীব-অচ্। শস্ত্রদ্বারা যাহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, অসিজীবী। পর্য্যায়—কাণ্ডপৃষ্ঠ, আয়ুধীয়, আয়ুধিক, কাণ্ডস্পৃষ্ট, কাণ্ডপৃষ্ঠ, শস্ত্রধারণ-জীবক। (শব্দরত্না°) স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ২ শাক্তদিগের অষ্ট অকুলের একতম।

শস্ত্রাভ্যাস (পুং) শস্ত্রাণাং অভ্যাসঃ। অস্ত্রশিক্ষা। পর্য্যায়—খুরলী। (ত্রিকা)

শস্ত্রায়স (ক্লী) শস্ত্রার্থং যদায়সম্। লৌহ, শস্ত্রপ্রস্তুত জন্য যে লৌহ লওয়া যায়। (রাজনি°)

শস্ত্রায়ুধ (ত্রি) শস্ত্র আয়ুধো যস্য। শস্ত্রবিশিষ্ট, শস্ত্রধারী।

শস্ত্রিন্ (ত্রি) শস্ত্র অস্ত্যর্থে ইনি। শস্ত্রবিশিষ্ট, অস্ত্রধারী, যাহার শস্ত্র আছে।

শস্ত্রী (স্ত্রী) শস্-ষ্ট্রন্ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ছুরিকা। (মেদিনী)

শস্ত্রোপজীবিন্ (ত্রি) শস্ত্রেণ উপজীবতীতি জীব-ণিনি। যাহারা শস্ত্রদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

শস্য (ক্লী) শস (তকিশসিচতিযতীতি। পা ৩।১।৯৭) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা যৎ। বৃক্ষাদিনিষ্পন্ন, পর্য্যায় ফল। (অমর)

বৃক্ষাদির ফলকে শস্য কহে। সাধারণতঃ কৃষিকার্য্যদ্বারা উৎপন্ন ধান্যাদি শস্য নামে অভিহিত হয়। অমরটীকায় ভরত লিখিয়াছেন বৃক্ষ ও লতাদির ফলকেই শস্য কহে।

"বৃক্ষাণাং লতাদীনাঞ্চ ফলং নিষ্পন্নত্বমাগতং আম্রাদিকং শস্যং শস্যপদবাচ্যং ইত্যন্বয়ং" (ভরত)

হেমচন্দ্র শস্য শব্দে ধান্য অর্থ করিয়াছেন—

"ধান্যন্তু শস্যং সীত্যঞ্চ ব্রীহিস্তম্বকরিশ্চ তৎ।" (হেম)

স্মৃতিতে লিখিত আছে যে, ক্ষেত্রোৎপন্ন বস্তুর নাম শস্য;

"শস্যং ক্ষেত্রগতং প্রাহুঃ সতুষং ধান্যমুচ্যতে।
আমং বিতুষমিত্যুক্তং স্বিন্নমন্নমুদাহৃতম্।" (স্মৃতি)

গ্রাম্যশস্য—ব্রীহি, যব, গোধূম, চণক, তিল, প্রিয়ঙ্গু, দীর্ঘ-শালি, কোরদূষ ও চীনক এই সকলকে গ্রাম্যশস্য কহে। মাষ, মুদ্গ, মসূর, নিষ্পাব, কুলত্থ, আঢকী, চণক ও শণ ইহারাও গ্রাম্যশস্য মধ্যে পরিগণিত।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যে গ্রাম্য ও আরণ্য শস্য চতুর্দ্দশ প্রকার। যথা ব্রীহি, যব, মাষ, গোধূম, চণক, তিল, প্রিয়ঙ্গু, এই ৭টী গ্রাম্যশস্য। কুলত্থ, শ্যামাক, নীবার, জর্ত্তিল, গবেধুক, বেণুযব ও মর্কটক এই ৭টী আরণ্যশস্য।

"ওষধ্যো যজ্ঞিয়াশ্চৈব গ্রাম্যারণ্যাশ্চতুর্দ্দশ।
ব্রীহয়শ্চ যবা মাষা গোধূমাশ্চনবস্তিলাঃ॥
প্রিয়ঙ্গু সপ্তমাহ্যেতে অষ্টমাস্তু কুলত্থকাঃ।
শ্যামাকস্ত্বথ নীবারা জর্ত্তিলাঃ সগবেধুকাঃ।
তথা বেণুযবা প্রোক্তাস্তথা মর্কটকা মুনে।
গ্রাম্যারণ্যাঃ স্মৃতা হ্যেতা ওষধ্যস্তু চতুর্দ্দশ॥"(বিষ্ণুপু°১।৬ অ°)

নূতন শস্য উৎপন্ন হইলে বিশুদ্ধ দিন দেখিয়া ভোজন করিতে হয় এবং ভোজনের পূর্ব্বে দেবতাকে নিবেদন ও পিতৃদিগের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিয়া ভোজন করা বিধেয়। মলমাসতত্ত্বে ইহার ব্যবস্থা লিখিত হইয়াছে। নবশস্য ভোজনে এই সকল নক্ষত্র উক্ত হইয়াছে। যথা—অনুরাধা, মৃগশিরা, রেবতী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, উত্তরফল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, মঘা, পুষ্যা, শ্রবণা, পুনর্ব্বসু ও রোহিণী এই সকল নক্ষত্র নবশস্য ভোজনে প্রশস্ত। শরৎ বা বসন্তকালে বিশুদ্ধ দিনে নবশস্যদ্বারা পার্ব্বণবিধি অনুসারে শ্রাদ্ধ করিয়া নবশস্য ভোজন করিতে হয়।

নবশস্যসম্ভোগনক্ষত্রাদি—

"অনুরাধা মৃগশিরো রেবতী চোত্তরাত্রয়ম্।
হস্তা চিত্রা মঘা পুষ্যা শ্রবণা চ পুনর্ব্বসুঃ॥
রোহিণী নবশস্যাদ্যমন্নপ্রাশনাদিষু।
প্রশস্তং নবপীঠাদি সম্ভোগং গ্রহবিদ্বদেৎ॥

নবশস্যে শ্রাদ্ধাদিকাল—

শরদ্বসন্তয়োঃ কেচিন্নবযজ্ঞং প্রচক্ষতে।
ধান্যপাকবশাদন্যে শ্যামাকো বলিনঃ স্মৃতঃ॥
ইত্যনেন শরদ্বসন্তবিহিত নবশস্যেষ্টেঃ।
শ্যামাকৈর্ব্রীহিভির্ভিশ্চৈব যবৈরন্যোক্তকালতঃ।
প্রাক্ পক্কং যুজ্যতেঽবশ্যং নক্ষত্রাগ্রয়ণাত্যয়ঃ॥" (মলমাসতত্ত্ব)

২ বালতৃণ। (ভরত) ৩ প্রতিভাহানি। (জটাধর) ৪ ফলের সারাংশ, চলিত শাঁস। ৫ সদ্গুণ। (ত্রি) শস্-কাপ্। ৬ প্রশংসনীয়।

শস্যধ্বংসিন্ (পুং) শস্যাণি ধ্বংসয়তীতি ধ্বংস-ণিনি। ১ তুম্রবৃক্ষ, চলিত তুঁদগাছ। (ত্রি) ২ শস্যনাশক, যাহারা শস্য ধ্বংস করে।

শস্যমঞ্জরী (স্ত্রী) শস্যস্য মঞ্জরী। অভিনব নির্গত ধান্যাদি শীষক, চলিত ধান্যাদির শীষ্। পর্য্যায়—কণিশ, কণিষ।

শস্যশূক (ক্লী) শস্যস্য শূকং। শস্যের তীক্ষ্ণাগ্র, চলিত শুঙা। পর্য্যায়—কিংশারু। (অমর)

শস্যসম্বর (পুং) ১ সালবৃক্ষ। ২ অশ্বকর্ণ নামক লতাশাল।

শস্যাৎ (ত্রি) শস্যং অত্তি-অদ্-ক্বিপ্। শস্যভক্ষক, শস্যভোজনকারী। (মুগ্ধবোধব্যা°)

শস্যারু (পুং) ক্ষুদ্র শমীবৃক্ষ। (শব্দরত্না°)

শহর্ (পারসী) রাজধানী, মহানগর, যেস্থলে বহুলোক বাস করে।

শহর্কোৎবাল (হিন্দী) শহরের প্রধান পুলিশকর্ম্মচারী, যিনি শহর রক্ষা করেন।

শহর্কোৎবালী (হিন্দী) সহর কোৎবালের কাজ, শহররক্ষকের কর্ম্ম।

শহর্তলী (পারসী) শহরের নিকটবর্ত্তী স্থান।

শহর্পণা (পারসী) নগরের চারিদিকস্থিত পরিখা বা প্রাচীর।

শহর্বদল্ (পারসী) নগর হইতে নগরান্তরে প্রেরণ।

শহরা (পারসী) নগরসম্বন্ধীয়। শহরসম্বন্ধীয়।

শাঁই (দেশজ) শমীশব্দের অপভ্রংশ, শমীবৃক্ষ।

শাঁইকাটা (দেশজ) শমীকণ্টক।

শাঁকআলু (দেশজ) কন্দবিশেষ, শঙ্খালু, শেতালু।

শাঁকচ (দেশজ) মৎস্যবিশেষ।

শাঁকপোকা (দেশজ) কীটভেদ, ইহা শক্রকীটের অপভ্রংশ। ইহা দেখিতে শ্বেতবর্ণ, এই কীট শাঁক বা শাঁকিনী নামে অভিহিত হয়। এই কীট শস্যক্ষেত্রে পড়িলে প্রায় সমস্ত শস্যই বিনষ্ট হইয়া থাকে।

শাঁখ (দেশজ) শঙ্খশব্দের অপভ্রংশ, শঙ্খ।

শাঁখচিন্নী (দেশজ) প্রেতযোনিভেদ। শঙ্খচূর্ণীশব্দের অপভ্রংশ। ২ কুৎসিতা স্ত্রী।

শাঁখা (দেশজ) শঙ্খাভরণবিশেষ। এই আভরণ বলয়াকার স্ত্রীলোকেরা হস্তে ইহা ধারণ করিয়া থাকে। হিন্দুস্ত্রীদিগের বিবাহের সময় প্রথম ইহা ধারণ করিতে হয়।

শাঁখারী (দেশজ) জাতিবিশেষ। শঙ্খকার, শঙ্খবণিক্। ইহারা শাঁখা বিক্রয়াদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, এই জন্য ইহারা শাঁখারী নামে অভিহিত হয়।

শাঁখিনী (দেশজ) শঙ্খিনী শব্দের অপভ্রংশ।

শাঁড় (দেশজ) বৃষ, ষণ্ড, ইহা ষণ্ড শব্দের অপভ্রংশ।

শাঁড়ক (দেশজ) বাঁশের দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্যবিশেষ। একটি বাঁশ চারিখানি করিয়া ফাড়িয়া ফেলিতে হয়, পরে উহার দুই এবং উপরের নীল অংশ চাঁচিয়া ফেলিয়া, তৎপরে কএকদিন পোড়া হয় এবং কএকদিন জলে ভিজাইয়া রাখিলে উহা শাঁড়ক হয়। মাটির ঘর প্রস্তুত করিতে হইলে বাঁশের শাঁড়ক, বাখারী প্রভৃতি দ্বারা উপরের চাল বাঁধিতে হয়।

শাঁস্ (দেশজ) শস্য। শস্যশব্দের অপভ্রংশ। ২ ফলের সারাংশ, ফলাদির সারভাগ।

শাংবত্য (পুং) বৈদিক আচার্য্যভেদ, সংবৎসরাদির প্রণেতা। (আশ্ব গৃ° ৮।১০।২৩)

শাংশপ (পুং) শিংশপায়া বিকারঃ (পলাশাদিভ্যো বা। পা ৪।৩।১৪১) ইতি অণ্। শিংশপাবিকার, চমস, ইহা যজ্ঞাদিতে ব্যবহৃত হয়।

শাংশপাক (ত্রি) শিংশপার অদূরভবস্থান।

শাংশপায়ন (পুং) মুনিবিশেষ। (বিষ্ণুপু° ৩।৬।১৯)

শাংশপায়নক (ত্রি) শাংশপায়নসম্বন্ধীয়।

শাংশপাস্থল (ত্রি) শিংশপাস্থল সম্বন্ধীয়। (পা ৭।৩।১)

শাক (পুং ক্লী) শক্যতে ভোক্তুমিতি শক-ঘঞ্। পত্রপুষ্পাদি। পর্য্যায়—হরিতক, শিগ্রু, সিগ্রু, হারিতক। (শব্দরত্না°)

বৈদ্যকে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে যে—

"পত্রং পুষ্পং ফলং নালং কন্দং সংস্বেদজং তথা।

শাকং ষড়্‌বিধমুদ্দিষ্টং গুরু বিদ্যাৎ যথোত্তরম্॥

শাকানাং গুণাঃ—

প্রায়ঃ শাকানি সর্ব্বাণি বিষ্টম্ভীনি গুরূণি চ।

রুক্ষাণি বহু বর্চ্চাংসি সৃষ্টবিন্মারুতানি চ॥

শাকং ভিনত্তি বপুরস্থি নিহন্তি নেত্রং

বর্ণং বিনাশয়তি রক্তমথাপি শুক্রম্।

প্রজ্ঞাক্ষয়ঞ্চ কুরুতে পলিতঞ্চ নূনং

হন্তি স্মৃতিং গতিমিতি প্রবদন্তি তজ্‌জ্ঞাঃ॥" ইত্যাদি।

পত্র, পুষ্প, ফল, নাল (ডাঁটা), কন্দ, ও স্বেদজ অর্থাৎ ছত্রাক প্রভৃতি এই ষড়্‌বিধ শাক নামে অভিহিত। ইহারা যথাক্রমে উত্তরোত্তর গুরু, অর্থাৎ পত্র হইতে পুষ্প গুরু, এবং পুষ্প হইতে ফল, ও ফল হইতে নাল এই রূপে জানিতে হইবে।

গুণ—শাক মাত্রই বিষ্টম্ভী, গুরু, রুক্ষ, অতিশয় মলবর্দ্ধক, ও মলমূত্রনিঃসারক। শাক সেবনে শরীরের অস্থি, নেত্র, বল, রক্ত, শুক্র, বুদ্ধি, স্মৃতি, ও গতি বিনষ্ট হয় এবং অকালে কেশ পক্ব হইয়া থাকে। শাকে সকল রোগ অবস্থিত অর্থাৎ শাক ভোজন কারণে সকল রোগই হইয়া থাকে। এই জন্য রোগ মাত্রেই শাকভোজন নিষিদ্ধ। (ভাবপ্র°)

চলিত প্রবাদ আছে যে—'মাংসে মাংস বৃদ্ধি শাকে বৃদ্ধি মল'। শাক ভোজন করিলে কেবল মলবৃদ্ধিই হইয়া থাকে। ভাবপ্রকাশ, সুশ্রুত প্রভৃতি বৈদ্যকগ্রন্থে শাকবর্গে শাক সকলের নাম ও পর্য্যায় গুণ বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই স্থলে কেবল নাম মাত্র দেওয়া হইল।

[গুণ ও পর্য্যায় প্রভৃতির বিবরণ তত্তদ্ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

শাকসমূহের নাম যথা—বাস্তুক, পোতকী, শ্বেতমরিষা, লোহিত মরিষা, তণ্ডুলীয়, (ইহার চলিত নাম চাঁপা নটে), জল তণ্ডুলীয়, পালঙ্ক্যা, নাড়িক কালশাক, পট্টশাক, কলম্বী, লোণী, বৃহল্লোণী, চাঙ্গেরী, চুক্রা চিকা, হিলমোচিকা, শিতিবার (চলিত শিরী আরী), মূলপত্রক, দ্রোণপুষ্পী, যবানী, চঞ্চু, সেহুণ্ড, পর্পট, গোজিহ্বা, পটোলপত্র, গুড়ূচী, কাসমর্দ্দ, চণক শাক, কলায় শাক, সার্ষপশাক, পুষ্পশাক, কদলীপুষ্প, শোভাঞ্জনপুষ্প, শাল্মলীপুষ্প, সিমুলপুষ্প।

কুষ্মাণ্ড অলাবু প্রভৃতিকে ফলশাক কহে। ইহাদের গণ যথা—কুষ্মাণ্ড, কুষ্মাণ্ডী, অলাবু, কটুতুম্বী, কর্কটী, চিচিণ্ড, করেলা, মহাকোশাতকী পটোল, ঝিঙ্গা, শিম্বি, কোলশিম্বি, শোভাঞ্জন, বৃন্তাক, ডিণ্ডিশ, পিণ্ডার, কর্কোটকী, ডোড়কা ও কণ্টকারী এই সকল ফলশাক। নালশাক সর্ষপনাল।

কন্দশাক—সূরণ অর্থাৎ ওল প্রভৃতিকে কন্দশাক কহে। এই শাকবর্গ যথা—সূরণ, আলুক, (ইহা কাষ্ঠালুক, শঙ্খালুক ও পিণ্ডালুক প্রভৃতি বহু প্রকার,) শখমূলক, গৃঞ্জন, কদলীকন্দ, মানকন্দ, বারাহীকন্দ, হস্তিকর্ণ, কেমুক, কশেরু, (ইহার চলিত নাম কেশুর,) শালুক, এই সকল শাক বর্গ। অস্থানে সমুৎপন্ন, অকালোৎপন্ন, জীর্ণ, ব্যাধিযুক্ত, কীট কর্ত্তৃক ভক্ষিত ও অগ্নি জলাদি দ্বারা দূষিত সকল প্রকার শাকই বর্জ্জনীয়। শাক ভোজন কারণে এইরূপ দোষযুক্ত শাক কখনই ভক্ষণ করিবে না।

ইহা ভিন্ন অতিশয় জীর্ণ অর্থাৎ পুরাতন, রুক্ষ সিদ্ধ অর্থাৎ তৈলাদি স্নেহ ভিন্ন সিদ্ধ, কুস্থানজাত, কর্কশ, অতি কোমল, অথবা শীত ও ব্যালাদি কর্ত্তৃক দূষিত এবং শুষ্ক, এই সকল দোষ দুষ্ট সকল প্রকার শাকই বর্জ্জনীয়। ইহাতে বিশেষ এই যে মূলক শুষ্ক হইলে অহিতকর হয় না।

ভূমিতে, গোময় উপরি, কাষ্ঠে ও বৃক্ষাদিতে স্বেদজ শাক উৎপন্ন হয়। সকল প্রকার স্বেদজ শাকই শীতবীর্য্য, ত্রিদোষজনক, পিচ্ছিল, গুরু, এবং বমি, অতীসার, জ্বর ও কফরোগজনক।

(ভাবপ্রকাশ)

সুশ্রুতে শাকবর্গে শাকসমূহের নাম এইরূপ লিখিত আছে—পুষ্পফল, কুমড়া, লাউ, তরমুজ প্রভৃতিকে শাকবর্গ কহে। যথা—

কুষ্মাণ্ড, কালিন্দক, ত্রপুস, এর্ব্বারুক, কর্কারু, শীর্ণবৃন্ত, শিম্বী, বর্হিচ, শুণ্ঠ, আর্দ্রক, হিঙ্গু, জীরক, কুস্তুম্বুরু, অজমোদা, সুরসা, সুমুখ, অর্জ্জক, ভূস্তৃণ, সুগন্ধ, কাসমর্দ্দ, কালমাল, কুঠেরক, ক্ষবক, খরপুষ্প, শিগ্রু, মধুশিগ্রু, ফণিজ্ঝক, সর্ষপ, রাজিকা, কুলাহল, বেণু, পর্ণাস, তিলপর্ণিকা, বর্ষাভূ, চিত্রক, মূলকপোতিকা, লশুন, পলাণ্ডু, কলায়শাক, জীবন্তী, চুচু, চিল্লী, তণ্ডুলীয়ক, উপোদিকা, বিদারিকা, মধুরালাবু, ছাগলান্ত্রী, দুগ্ধিকা, কুম্ভী, শাল্মলী, লোণী, বনস্পতিপ্রসব, শণ, কর্বুদার, কোবিদার, পুনর্ণবা, বরুণ, তর্কারী, উরুবুক, তিলক, নিষ্পাব, নটে, পুট, মেথী, পালঙ্ক্য, বেতোশাক, চিল্লিশাক, মণ্ডূকপর্ণী, সপ্তলা, সুষুণ, সুবর্চ্চলা, ব্রহ্মসুবর্চ্চলা,—গোজিহ্বা,

কাকমাচী, চাকুন্দা, বৃহতী, কণ্টকারী, পটোল, বার্ত্তাকু, কারবেল্লক, কটুকী, কেবুক, পর্পটক, কিরাততিক্ত, কর্কোটক, নিম্ব, কোশাতকী, বেত্র, বাসক, অর্কপুষ্প প্রভৃতি শাকবর্গ।

(সুশ্রুত সূত্রস্থা°)

রাজবল্লভে লিখিত আছে যে পটোল, বাস্তুক, কাকমাচী ও পুনর্ণবা ভিন্ন সকল শাকই অপকারী।

"সর্ব্বশাকমচাক্ষুষ্যমচক্ষুষ্যমবৃষ্যমমৈথুনং।

অন্তে পটোলবাস্তুককাকমাচীপুনর্ণবা॥" (রাজবল্লভ)

(পুং) ২ বৃক্ষ বিশেষ, চলিত সেগুন গাছ, পর্য্যায় শাকবৃক্ষ, শাকাখ্য, খরপত্র, অর্জ্জুনোপম, ক্রকচপত্র, শরপত্র, অগ্নিপত্র, মহীরুহ, শ্রেষ্ঠকাষ্ঠ, স্থিরসার, গৃহদ্রুম। গুণ—সারক, পিত্তদাহ ও শ্রমনাশক। বল্কগুণ—কফনাশক, মধুর, রুক্ষ, কষায়। (রাজনি°) ৩ শক্তি। (মেদিনী) ৪ শিরীষ বৃক্ষ। (শব্দরত্না°) ৫ নৃপভেদ। (বিশ্ব) ৬ দ্বীপবিশেষ, শাকদ্বীপ। ৭ যুধিষ্ঠির, বিক্রমাদিত্য, শালিবাহনাদি শকনৃপান্তর প্রতীকাব্দ। ৮ শক্তি। ৯ কর্ম্ম। [সংবৎ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

"শচী যজ্ঞে পুরুশাকশাকাঃ" (ঋক্ ৬।২৪।৪)

'শচীবাঃ শাকাঃ শক্তয়ঃ কর্ম্মাণি বা' (সায়ণ)

(ত্রি) ১০ সমর্থ।

"সখা ইন্দ্রো অন্যদন্ত শাকৈঃ" (ঋক্ ৪।৩০।১০)

'শাকৈঃ শক্তৈঃ' (সায়ণ) ১১ শাকফল, সেগুন ফল।

শাকচুক্রিকা (স্ত্রী) চিকা, তিন্তিড়ী, তেঁতুল। (রাজনি°)

শাকজম্ব (ত্রি) শাকভক্ষক। (পা ৪।১।৫৩)

শাকজম্বু (স্ত্রী) জনপদবিশেষ।

শাকট (ত্রি) শকটস্যেদং অণ্। শকট সম্বন্ধীয়। ২ শকটবোঢ়া। (মেদিনী) (পুং) শকটং বহতীতি শকট-(শকটাদণ্। পা ৪।৪।৮০) ইত্যণ্। ৩ যুগাদি বোঢ়া, পর্য্যায় যুগ্য, প্রাসঙ্গ্য। (অমর) ৪ শ্লেষ্মাতক বৃক্ষ। (রাজনি°)

শাকটমুখ (স্ত্রী) পটবাস, গন্ধচূর্ণ। (বৈদ্যকনি°)

শাকটাখ্য (পুং) শাকট ইতি আখ্যা যস্য। ধববৃক্ষ। (রত্নমালা)

শাকটায়ন (পুং) শকটস্যাপত্যং পুমান্, শকট (নড়াদিভ্যঃ ফক্। পা ৪।১।৯৯) ইতি ফক্। আট জন শাব্দিকের মধ্যে একজন শাব্দিক।

"ইন্দ্রশ্চন্দ্রঃ কাশকৃৎস্নাপিশলী শাকটায়নঃ।

পাণিন্যমরজৈনেন্দ্রা জয়ন্ত্যষ্টাদি শাব্দিকাঃ॥" (কবিকল্পদ্রুম)

শাকটায়নি (পুং) শাকটায়ন। (হেম)

শাকটিক (ত্রি) শকটেন গচ্ছতীতি শকট-ঠক্। শকটগামী।

(সিদ্ধান্তকৌ°)

শাকটিকর্ণ (ত্রি) শকটিকর্ণের অদূরভব স্থান। (পা ৪।২।৭৭)

শাকটীন (পুং) পরিমাণভেদ, বিংশতি তুলা পরিমাণ, পর্য্যায় ভার, আচিত, শকট, শলাট। (হেম)

শাকতরু (পুং) শাকাখ্যঃ তরুঃ। শাকবৃক্ষ, চলিত সেগুন গাছ। (শব্দমালা)

শাকদাস (পুং) ভাণ্ডিতায়নের অপত্য বৈদিক আচার্য্য ভেদ।

শাকদ্বীপ (পুং) সপ্ত মহাদ্বীপের মধ্যে দ্বীপভেদ।

মহাভারতে লিখিত আছে,—

"জম্বূদ্বীপপ্রমাণেন দ্বিগুণঃ স নরাধিপ।

বিষ্কম্ভেণ মহারাজ সাগরোঽপি বিভাগশঃ ॥১১

ক্ষীরোদো ভরতশ্রেষ্ঠ যেন সংপরিবারিতঃ।

তত্র পুণ্যা জনপদাস্তত্র ন ম্রিয়তে জনঃ ॥১২

তথৈব পর্ব্বতা রাজন্ সপ্তাত্র মণিভূষিতাঃ ॥১৩

রত্নাকরাস্তথা নদ্যস্তেষাং নামানি মে শৃণু।

অতীব গুণবৎ সর্ব্বং তত্র পুণ্যং জনাধিপ ॥১৪

দেবর্ষিগন্ধর্ব্বযুতঃ প্রথমো মেরুরুচ্যতে।

প্রাগায়তো মহারাজ মলয়ো নাম পর্ব্বতঃ ॥১৫

ততো মেঘাঃ প্রবর্ত্তন্তে প্রভবন্তি চ সর্ব্বশঃ।

ততঃ পরেণ কৌরব্য জলধারো মহাগিরিঃ ॥১৬

ততো নিত্যমুপাদত্তে বাসবঃ পরমং জলং।

ততো বর্ষং প্রভবতি বর্ষাকালে জনেশ্বরঃ ॥১৭

উচ্চৈর্গিরি রৈবতকো যত্র নিত্যং প্রতিষ্ঠিতা।

রেবতী দিবি নক্ষত্রং পিতামহকৃতো বিধিঃ ॥১৮

উত্তরেণ তু রাজেন্দ্র শ্যামো নাম মহাগিরিঃ।

নবমেঘপ্রভঃ প্রাংশুঃ শ্রীমানুজ্জ্বলবিগ্রহঃ ॥১৯

যতঃ শ্যামত্বমাপন্না প্রজা জনপদেশ্বর।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ,—

সুমহান্ সংশয়ো মেঽদ্য প্রোক্তোঽয়ং সঞ্জয় ত্বয়া ॥২০

প্রজাঃ কথং সূতপুত্র সংপ্রাপ্তাঃ শ্যামতামিহ।

সঞ্জয় উবাচ,—সর্ব্বেষু মহারাজ! দ্বীপেষু কুরুনন্দন ॥২১

গৌরঃ কৃষ্ণশ্চ পতঙ্গস্তয়োর্বর্ণান্তরে নৃপ।

শ্যামো যস্মাৎ প্রবৃত্তো বৈ তস্মাচ্ছ্যামো গিরি স্মৃতঃ ॥২২

ততঃ পরং কৌরবেন্দ্র দুর্গশৈলো মহোদয়ঃ।

কেসরঃ কেসরযুতো যতো বাতঃ প্রবর্ত্ততে ॥২৩

তেষাং যোজনবিষ্কম্ভো দ্বিগুণঃ প্রবিভাগশঃ।

বর্ষাণি তেষু কৌরব্য সপ্তোক্তানি মনীষিভিঃ ॥২৪

মহামেরুর্মহাকাশো জলদঃ কুমুদোত্তরঃ।

জলধারো মহারাজ সুকুমার ইতি স্মৃতঃ ॥২৫

রৈবতস্য তু কৌমারঃ শ্যামস্য মণিকাঞ্চনঃ।

কেসরস্যাথ মোদাকী পরেণ তু মহাপুমান্ ॥২৬

পরিবার্য্য তু কৌরব্য দৈর্ঘ্যং দ্বিগুণমেব চ।
জম্বুদ্বীপেন সংখ্যাতস্তস্য মধ্যে মহাদ্রুমঃ ॥২৭
শাকো নাম মহারাজ প্রজা তস্য সদানুগা।
তত্র পুণ্যা জনপদাঃ পূজ্যতে তত্র শঙ্করঃ ॥২৮
তত্র গচ্ছন্তি সিদ্ধাশ্চ চারণা দৈবতানি চ।
ধার্ম্মিকাশ্চ প্রজা রাজন্ চত্বারোঽতীব ভারত ॥২৯
বর্ণাঃ স্বকর্ম্মনিরতা ন চ স্তেনোঽত্র দৃশ্যতে।
দীর্ঘায়ুষো মহারাজ জরামৃত্যুবিবর্জ্জিতাঃ ॥৩০
প্রজাস্তত্র বিবর্দ্ধন্তে বর্ষাস্বিব সমুদ্রগাঃ।
নদ্যঃ পুণ্যজলাস্তত্র গঙ্গা চ বহুধা গতা ॥৩১
সুকুমারী কুমারী চ শীতাশী বেণিকা তথা।
মহানদী চ কৌরব্য তথা মণিজলা নদী ॥৩২
চক্ষুর্ব্বর্দ্ধনিকা চৈব নদী ভারতসত্তম।
তত্র প্রবৃত্তাঃ পুণ্যোদা নদ্যঃ কুরুকুলোদ্বহ ॥৩৩
সহস্রাণাং শতান্যেব যতো বর্ষতি বাসবঃ।
ন তাসাং নামধেয়ানি পরিমাণং তথৈব চ ॥৩৪
শক্যন্তে পরিসংখ্যাতুং পুণ্যাস্তা হি সরিদ্বরাঃ।"(ভীষ্মপ° ১১ অঃ)

'জম্বুদ্বীপের যেরূপ বিস্তার বলা হইল, শাকদ্বীপ তদপেক্ষা দ্বিগুণ। এই দ্বীপ ক্ষীরসমুদ্রে পরিবেষ্টিত, তথায় অতি পবিত্র জনপদ সকল অধিষ্ঠিত। তথায় মানবগণ কদাচ কালগ্রাসে পতিত হয় না অর্থাৎ তাহাদের অকাল মৃত্যু নাই। তাহারা সকলেই তেজঃ ও ক্ষমাসম্পন্ন। সেখানে দুর্ভিক্ষজনিত ক্লেশের লেশ মাত্র নাই। শাকদ্বীপে মণিবিভূষিত সাতটী পর্ব্বত ও নানা রত্নের আকর নদী সকল প্রবাহিত আছে। অতি পবিত্র দেবর্ষিগণসেবিত মহাগিরি মেরুই সর্ব্বপ্রধান, উহার পশ্চিমে মলয়পর্ব্বত বিস্তৃত, সেই স্থান হইতে মেঘ-সকল সঞ্জাত হইয়া সর্ব্বত্র প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। তাহার পূর্ব্বদিক্‌ভাগে জলধারনামে বৃহৎ পর্ব্বত প্রতিষ্ঠিত। দেবরাজ ইন্দ্র সেই স্থান হইতে জল লইয়া বর্ষাকালে বর্ষণ করেন। তাহার পর অতি উন্নত রৈবত পর্ব্বত। ভগবান্ ব্রহ্মার আদেশানুসারে রেবতী তথায় বাস করিতেছেন। সুমেরুর উত্তরে অত্যুন্নত নবীন জলধরের ন্যায় শ্যামল, উজ্জলকান্তিসম্পন্ন শ্যামগিরি পরিস্থিত। তথায় মনুষ্যগণ ঐ গিরি হইতে শ্যামলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। সকল দ্বীপের ব্রাহ্মণ শ্বেতবর্ণ, ক্ষত্রিয় লোহিত, বৈশ্য পীত ও শূদ্র কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে, এক বর্ণ হয় না, কিন্তু শ্যামগিরিস্থ মনুষ্যগণ সকলেই শ্যামল।

শ্যামগিরির পর অত্যুন্নত দুর্গশৈল, তথায় কেশরসম্পন্ন সিংহ ও সমীরণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ সকল পর্ব্বতের বিস্তার উত্তরোত্তর দ্বিগুণ। ঐ সকল পর্ব্বতে মহামেরু, মহাকাশ, জলদ, কুমুদ, উত্তর, জলধার ও সুকুমার এই সাতটী বর্ষ আছে। রৈবত পর্ব্বতের কৌমার বর্ষ, শ্যামগিরির মণিকাঞ্চন বর্ষ ও কেশর পর্ব্বতের মৌদাকী বর্ষ। তাহার পর মহাপুমান্ নামে এক পর্ব্বত আছে, তাহার পরিমাণ জম্বুদ্বীপের সমান। এই মহাগিরি শাকদ্বীপের দৈর্ঘ্য ও বিস্তার পরিবেষ্টিত করিয়া আছে। তন্মধ্যে শাক নামে এক মহাদ্রুম অবস্থিত; প্রজাগণ তাহার অনুগামী। ঐ পর্ব্বতে অনেক পবিত্র জনপদ আছে, সেখানকার লোকেরা ভগবান্ শঙ্করের আরাধনা করিয়া থাকে। সিদ্ধ, চারণ ও দেবগণ তথায় সর্ব্বদা গমন করেন। তথায় প্রজা সকল চারি বর্ণে বিভক্ত, দীর্ঘজীবী ও স্ব স্ব ধর্ম্মে একান্ত অনুরক্ত। তথায় চৌর-ভয় নাই, জরা-মৃত্যুর অধিকার নাই। যেমন বর্ষাকালে নদী সকল পরিবর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ প্রজাগণও ক্রমে ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। তথায় বহু শাখায় বিভক্ত গঙ্গা, সুকুমারী, কুমারী, শীতাশী, বেণিকা, মহানদী, মণিজলা ও চক্ষুর্ব্বর্দ্ধনিকা নদী প্রবাহিত। ইহা ব্যতীত শত সহস্র পবিত্র-সলিলা নিম্নগাও আছে। ইন্দ্র সেই সমুদয়ের জল লইয়া বর্ষণ করিয়া থাকেন। সেই সমস্ত নদীর নাম ও পরিমাণ করা নিতান্ত সুকঠিন।' (ভীষ্মপর্ব্ব ১১ অধ্যায়)

মৎস্যপুরাণেও মহাভারত অপেক্ষা শাকদ্বীপের অনেকটা সবিস্তার বর্ণনা ও তদন্তর্গত বহু জনপদাদির উল্লেখ আছে।* শ্রীমদ্ভাগবত ও দেবীভাগবতোক্ত শাকদ্বীপের বিবরণ পরস্পরে মিল থাকিলেও মহাভারত কি অপর কোন পুরাণের সহিত মিল নাই।† কোন্ কোন্ পুরাণে শাকদ্বীপের কিরূপ বর্ষ বিভাগ আছে, তাহার একটী তালিকা পর পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল—

কেহ কেহ মনে করেন, কল্পভেদে নামভেদ ঘটিয়াছে। যাহা হউক, প্রাচীন নাম বিলুপ্ত হওয়ায়, এখন শাকদ্বীপের বর্ত্তমান অবস্থিতি-নিরূপণ করা সুকঠিন হইয়া পড়িয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে শাকদ্বীপের অবস্থান-সম্বন্ধে নানা মত দৃষ্ট হইলেও মৎস্যপুরাণ ও মহাভারতের মিল থাকায় এই দুই মতই গ্রহণ করিলাম।

মাৎস্য ও মহাভারত-মতে, জম্বুদ্বীপের (যাহার অধিকাংশ লইয়াই এই ভারতবর্ষ গঠিত) পরই শাকদ্বীপ; মেরু বা সুমেরু ইহার এক সীমা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। গ্রীক ঐতিহাসিক হিরোদোতস্‌ও লিখিয়াছেন,—হিন্দুস্থান (India proper) ও স্কিদীয়ার (Scythia) মধ্যে হিমদেশ (Hemodes বা Hemodus) নামক মহাগিরি ব্যবধান। বর্ত্তমান মধ্যএসিয়ার পামীর নামক গিরিই পুরাণোক্ত মেরু বা সুমেরুর দক্ষিণাংশ বলিয়া বোধ

* মৎস্যপুরাণ ১২২ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

† ভাগবত ৫ম স্কন্ধ ২০শ অধ্যায়, দেবীভাগবত ৮ স্কন্ধ ১৩ অঃ দ্রষ্টব্য।

মৎস্যমত।	বিষ্ণুপুরাণ।	গরুড়।	ব্রহ্মাণ্ড।	ভাগবত।	দেবীভাগবত।
১ম জলধার বা গভস্তয়	জলদ	জলদ	জলধার	পুরোজব	পুরোজব
২য় সুকুমার বা শৈশির	কুমার	কুমার	সুকুমার	মনোজব	মনোজব
৩য় কৌমার বা সুখোদয়	সুকুমার	সুকুমার	কৌমার	বেপমান	পবমানক
৪র্থ মণীচক বা আনন্দক	মণীচক	মণীচক	মণীচক	ধুম্রানীক	ধুম্রানীক
৫ম কুসুমোৎকর বা সোমক	কুসুমোদ	কুসুমোদ	কুসুমোত্তর	চিত্ররেফ	চিত্ররেফ
৬ষ্ঠ মৈনাক বা ক্ষেমক	মৌদাকি	মৌদাকি	মৌদাক	বহুরূপ	বহুরূপ
৭ম ধ্রুব বা বিভ্রাজ	মহাদ্রুম	মহাদ্রুম	মহাদ্রুম	বিশ্বাধার	বিশ্বধৃক

হয়। গ্রীকদিগের মতে হিমদেশে (Hemodes) দেবগণের বাস ছিল। পুরাণ-মতেও মেরু বা সুমেরু-শিখরে দেবগণের বাসস্থান। এস্থলে পামীর ও তৎসংলগ্ন তুর্কীস্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত পর্ব্বতমালাই জম্বুদ্বীপ ও শাকদ্বীপের ব্যবধান বলিয়া ধরা যায়। অতি পূর্ব্বকালে এই দুর্গম প্রদেশে সহজে কেহ যাইতে পারিত না ও উভয় দেশের লোকের সহিত পরস্পর সম্বন্ধ না থাকায় নানা কল্পিত আখ্যান প্রচলিত হইয়া থাকিবে।

পারস্য দেশীয় পূর্ব্বতন রাজগণের প্রাচীনতম শিলালিপিতে শক বা শাকজাতির উল্লেখ আছে। ভারতীয় শক-কুষণদিগের মুদ্রায়ও 'শাক' নাম পাওয়া যায়†। এই শক বা শাক হিরদোতাস, ষ্ট্রাবো প্রভৃতি পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিকগণ 'স্কদীয়*' (Scythian) বা 'সাকিতই' (Sakitai) নামে উল্লেখ করিয়াছেন।

ষ্ট্রাবো লিখিয়াছেন,—"কাস্পীস সাগরের পূর্ব্বাঞ্চলবাসী সকল জাতিই স্কিদীয় বলিয়া খ্যাত। সাগরের ঠিক পার্শ্বেই দহী (Dahæ), একটু বেশী পূর্ব্বে মসসাগেতই (Massagetai) ও সাকী (Sacae)র বাস। কিন্তু এই সকল জাতির বিশেষ বিশেষ নাম আছে। ইহারা এক স্থানে স্থায়ী ভাবে বাস করে না। ইহাদিগের মধ্যে অসি (Asi), পসিআনি (Pasiani), তোচারি (Tochari) ও শকরলি (Sacarauli)র নামই প্রসিদ্ধ। ইহারা গ্রীকদিগের নিকট হইতে বক্ত্রিয়া (Bactria) ‡ জয় করিয়াছিল। সাকেরা (Sacae) এসিয়ায় প্রবেশ করিয়া কিমেরী (Cimmerae) দিগের মত বক্ত্রিয়া ও আর্মেণিয়ার প্রধান জনপদসমূহ অধিকার করিয়াছিল এবং তাহাদের নামানুসারে ঐ স্থান শকসেনী (Sacasenæ) নামে খ্যাত হয়।"§

দিওদোরস্ লিখিয়াছেন,—"শাক (Sacae or Scythian)-দিগের আদি বাসস্থান অরাক্সাসের উপর। এল্লা (Ella = ইলা) নামে পৃথিবীজাতা এক কুমারী হইতে এই জাতির উদ্ভব। এই কুমারী কটি হইতে মূর্দ্ধা পর্য্যন্ত নারীরূপা এবং অধোভাগে সর্পাকৃতি। জুপিটারের ঔরসে সেই কুমারীর গর্ভে স্কিদিস্ (Scythes) বা শাক নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। ইহার আবার দুই পুত্র হয়—পালি (Palis) ও নাপ (Napas), দুই জনেই মহাবীর বলিয়া গণ্য ছিল, তাহাদের নামানুসারে পালিয়া ও নাপিয়া জাতির নামকরণ হইয়াছে। তাহারা বহুদূরবর্ত্তী ইজিপ্টদেশে নীলনদ পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিল এবং নানাজাতিকে পরাজয় করিয়াছিল। তাহাদের প্রভাবে শকরাজ্য পূর্ব্বসাগর হইতে কাস্পীয় ও মেওতি (Maeotis) হ্রদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। এই জাতীয় বহু নৃপতি রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের বংশ হইতে শাক (Sacae), মসসগ (Massagetai), অরি-অস্প (Arinspi)* প্রভৃতি বহুশ্রেণীর উৎপত্তি। তাহারা বহু সাম্রাজ্য বিপর্য্যস্ত করিয়া আসিরীয় ও মিদীয় জয় করিয়াছিল এবং সৌরমতীয় (Sauromatae)-দিগকে অরক্সেসতীরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল।"†

পূর্ব্বতন গ্রীক ঐতিহাসিকগণের বর্ণনা অনুসারে বর্ত্তমান য়ুরোপীয় পুরাবিদ্গণ স্থির করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান তাতার, এসিয়াটিক রুষিয়া, সাইবেরিয়া, মঙ্গোলী, ক্রিমিয়া, পোলণ্ড, হঙ্গেরির কতকাংশ, লিথুয়ানিয়া, উত্তরীয় জর্ম্মণী, সুইডেন, নরওয়ে প্রভৃতি জনপদ লইয়া প্রাচীন স্কিদিয়া বা শাকদ্বীপ* বিস্তৃত ছিল।

† Numismatic Chronicle, 1893, No. 2. 5.

* Scytha = শক + পীত = দ্বীপ। † Scythae = শাকদ্বীপি।

‡ পৌরাণিক নাম বাহ্লিক। § Strabo, lib. XI

* অরি-অস্প = আর্য্যাশ্ব (সংস্কৃত)।

† Diodorus Siculus, Book ii.

* কেহ কেহ বলিতে পারেন, মহাভারত ও সংস্কৃত-সাহিত্যে শাকদ্বীপ ক্ষীরোদসাগরবেষ্টিত, সুতরাং কিরূপে আমরা উক্ত প্রদেশ ধরিয়া শাকদ্বীপ

শাকদ্বীপে বর্ণ-বিভাগ।

এখন কথা হইতেছে, শাকদ্বীপ যেন জম্বুদ্বীপের পরই হইল। বর্ত্তমান তুর্কীস্থান, সাইবিরিয়া, এসিয়াই রুষিয়া, পোলণ্ড প্রভৃতি যেন শাকদ্বীপের মধ্যেই হইল; কিন্তু এই সকল স্থানে যে বর্ণ-বিভাগ প্রচলিত ছিল, এই ভারতের মত তথায় যে আর্য্যসমাজ ছিল, প্রমাণ কি? যে সকল প্রদেশ লইয়া শাকদ্বীপ ধরা হইতেছে, ঐ সমুদয় স্থানই এখন হিন্দুর চক্ষে ম্লেচ্ছদেশ বলিয়া গণ্য। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রেও আছে—

"চাতুর্বর্ণ্যব্যবস্থানং যস্মিন্ দেশে ন বিদ্যতে।
স ম্লেচ্ছদেশো বিজ্ঞেয় আর্য্যাবর্ত্তস্ততঃ পরম্॥" (বিষ্ণু ৮৪।৪)

'যে দেশে চাতুর্বর্ণ্যের ব্যবস্থা নাই, তাহাই ম্লেচ্ছদেশ বলিয়া গণ্য, আর্য্যাবর্ত্ত তাহা হইতে ভিন্ন।' এরূপ স্থলে শাকদ্বীপ কিরূপে আর্য্যদেশ বলিয়া গণ্য হইতে পারে?

আমরা বহু প্রাচীন প্রমাণ পাইয়াছি যে, শাকদ্বীপ পূর্ব্বকালে ম্লেচ্ছদেশ বলিয়া কখন প্রসিদ্ধ হয় নাই। পূর্ব্ববর্ণিত মহাভারতের বর্ণনা হইতেই তাহা কতকটা প্রমাণিত হইতেছে। এখন দেখা যাউক, শাকদ্বীপে কিরূপ বর্ণ-বিভাগ প্রচলিত ছিল।

মহাভারতে লিখিত আছে—

"তত্র পুণ্যা জনপদাশ্চত্বারো লোকসম্মতাঃ॥৩৫
মগাশ্চ মশকাশ্চৈব মানসা মন্দগাস্তথা।
মগা ব্রাহ্মণভূয়িষ্ঠাঃ স্বকর্ম্মনিরতা নৃপ॥৩৬
মশকেষু তু রাজন্যা ধার্ম্মিকাঃ সর্ব্বকামদাঃ।
মানসাশ্চ মহারাজ বৈশ্যধর্ম্মোপজীবিনঃ।
সর্ব্বকামসমাযুক্তাঃ শূরা ধর্ম্মার্থনিশ্চিতাঃ॥
শূদ্রাস্তু মন্দগা নিত্যং পুরুষা ধর্ম্মশীলিনঃ॥৩৮
ন তত্র রাজা রাজেন্দ্র ন দণ্ডো ন চ দাণ্ডিকঃ।
স্বধর্ম্মেণৈব ধর্ম্মজ্ঞাস্তে রক্ষন্তি পরস্পরম্॥৩৯"
(ভীষ্মপর্ব্ব ১১ অধ্যায়)

সেই শাকদ্বীপে পুণ্যপ্রদ লোক-প্রসিদ্ধ চারিটী জনপদ আছে, যথা—মগ, মশক, মানস ও মন্দগ। মগ-বিভাগে স্বকর্ম্মনিরত শ্রেষ্ঠ মগ ব্রাহ্মণগণের বাস, মশক-বিভাগে ধার্ম্মিক ও সর্ব্বকামপ্রদ মশক নামক ক্ষত্রিয়গণের বাস, মানস-বিভাগে সর্ব্বকামসম্পন্ন, ধর্ম্মার্থতৎপর ও শূর মানসনামক বৈশ্য ধার্ম্মিকগণের বাস এবং মন্দগ-বিভাগে নিত্যধর্ম্মানরত মন্দগ নামক শূদ্রগণের বাস। তথায় রাজা নাই, দণ্ড নাই বা দণ্ডধারীও নাই। সেই ধর্ম্মজ্ঞ নরগণ স্বধর্ম্মপ্রভাবে পরস্পর রক্ষিত হইয়া থাকে।

বিষ্ণুপুরাণেও লিখিত আছে—

"মগাশ্চ মাগধাশ্চৈব মানসা মন্দগাস্তথা॥
মগা ব্রাহ্মণভূয়িষ্ঠা মাগধাঃ ক্ষত্রিয়াস্তথা।
বৈশ্যাস্তু মানসাস্তেষাং শূদ্রাস্তেষাস্তু মন্দগাঃ॥
শাকদ্বীপে তু তৈর্বিষ্ণুঃ সূর্য্যরূপধরো মুনে।" (২।৪।৬৯-৭১)

মগ, মাগধ, মানস ও মন্দগ এই চারিবর্ণ। মগগণ সর্ব্ব ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, মাগধগণ ক্ষত্রিয়, মানসগণ বৈশ্য ও মন্দগগণ শূদ্র। এই শাকদ্বীপে সূর্য্যরূপধারী বিষ্ণু অবস্থান করিতেছেন।

সাম্ব-পুরাণেও আছে,—

"মগা ব্রাহ্মণভূয়িষ্ঠা মগসাঃ ক্ষত্রিয়াস্তথা॥
বৈশ্যাস্তু মানসা জ্ঞেয়াঃ শূদ্রাস্তেষাস্তু মন্দগাঃ।
ন তেষাং সঙ্করঃ কশ্চিদ্বর্ণাশ্রমকৃতঃ কচিৎ॥
তেজসশ্চামদীয়স্ত নির্ম্মিতা বৈ পুরা ময়া।
তেভ্যো বেদাশ্চ চত্বারঃ সরহস্যা মযোদিতাঃ।" (২৪।৩০-৩২)

ভবিষ্যপুরাণেও ঠিক ঐরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—

"জম্বুদ্বীপাৎ পরং যস্মাচ্ছাকদ্বীপমিতি স্মৃতম্।
তত্র পুণ্যা জনপদাশ্চাতুর্বর্ণসমাবৃতাঃ।
মগাশ্চ মসগাশ্চৈব মানসা মন্দগাস্তথা।
মগা ব্রাহ্মণভূয়িষ্ঠা মসগাঃ ক্ষত্রিয়াঃ স্মৃতাঃ।
বৈশ্যাস্তু মানসা জ্ঞেয়াঃ শূদ্রাস্তেষাস্তু মন্দগাঃ॥
ন তেষাং সঙ্করঃ কশ্চিদ্বর্ণাশ্রমকৃতঃ কচিৎ।
ধর্ম্মস্যাব্যভিচারত্বাদেকান্তসুখিনঃ প্রজাঃ।
তেভ্যো বেদাস্তু চত্বারঃ সরহস্যা ময়োদিতাঃ।
তেজসস্তে মদীয়স্য নির্ম্মিতা বিশ্বকর্ম্মণা।
বেদোক্তৈর্বিবিধৈঃ স্তোত্রৈঃ পঠন্তি দৈবতৈ ময় স্তুতৈঃ॥"
(ভবিষ্যপুরাণ ১৩৯। ৭৩-৭৭)

জম্বুদ্বীপের পর বিখ্যাত শাকদ্বীপ, তথায় চাতুর্ব্বর্ণ্যসমাযুক্ত জনপদ আছে। সেই জনপদের (ও তজ্জনপদবাসী চারি জাতির) নাম মগ, মসগ, মানস, ও মন্দগ বা মন্দস। মগগণ ব্রাহ্মণ, মসগগণ ক্ষত্রিয়, মানসগণ বৈশ্য এবং মন্দসগণ শূদ্র বলিয়াই গণ্য। তাহাদের মধ্যে সঙ্কর বর্ণ নাই, সকলেই ধর্ম্মাশ্রিত। ধর্ম্মের কোন প্রকার ব্যভিচার না থাকায় প্রজাগণ একান্তই সুখী। আমার (অর্থাৎ সূর্য্যের) তেজঃ দ্বারা তাহারা বিশ্বকর্ম্মা কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে। তাহাদের জন্য বেদোক্ত বিবিধ স্তোত্র ও গুহ্য বিষয় দ্বারা আমি চারি বেদ প্রকাশ করিয়াছি।

উপরোক্ত পৌরাণিক প্রমাণে শাকদ্বীপে যে চারি বর্ণ ছিল, তাহা কে আর অস্বীকার করিবে? * মহাভারতের 'মশক' ও

বাস্তব্য পদ্য করি। যে ভূভাগের দুই দিকে জলরাশি বেষ্টিত, পুরাণে তাহাই দ্বীপ নামে বর্ণিত। পূর্ব্বোক্ত ভূভাগের দুই দিকে যে জলরাশি বিস্তৃত রহিয়াছে, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

* পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও একদে শাকদ্বীপকে আধুনিক যাস্কা বীকার করিতেছেন। (Encyclopedia Britanica, 9th ed Vol. xxi.p.616)

ভবিষ্যোক্ত 'মগগ' নামক ক্ষত্রিয় জাতিই যে গ্রীক ঐতিহাসিক হিরোদোতাস্ ও ষ্ট্রাবো প্রভৃতি কর্ত্তৃক Massagetae অর্থাৎ মস্সগ নামে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতেছে না। সাকিতই বা শাকদ্বীপে * এই মগগ ব্যতীত অপর জাতির বাস ছিল, তাহাও গ্রীক ঐতিহাসিকগণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। দিওদোরস্ আরও লিখিয়াছেন, যে, সেই মগগ প্রভৃতি বীর জাতিই অসুর (Assyria) ও মদ্র (Media) জয় করিয়া অরুকেশতীরে † 'সৌরমতীয়' (Sauromatian = সূর্য্যোপাসক মগ ?)—দিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ভাগবতাদি কোন কোন পুরাণে লিখিত আছে যে, প্রিয়ব্রতের পুত্র মেধাতিথি শাকদ্বীপের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। সুতরাং অতি প্রাচীন কালে আর্য্যপ্রভাব-বিস্তারের সহিত এখানেও যে চাতুর্ব্বর্ণ-সমাজ গঠিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

অনেকের বিশ্বাস যে, মধ্য এসিয়াবাসী প্রাচীনতম আর্য্য-সন্তানগণ ভারতে আসিয়া উপনিবেশ করিবার পর, এখানকার ব্রহ্মাবর্ত্ত-প্রদেশে চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজ গঠিত করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন সে সকল কথা প্রকৃত বলিয়া বোধ হইবে না। বৈদিক আর্য্যদিগের সময় হইতে যে চারিবর্ণ স্থির হইয়াছিল, মধ্য এসিয়া হইতেই যে বর্ণবিভাগের সৃষ্টি, তাহা এখন নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হইতেছে না। ইরাণীয় (আর্য্য) ও তুরাণীয় উভয় প্রাচীন সমাজেই যে বর্ণভেদ ঘটিয়াছিল, তাহা পুরাণাখ্যান হইতে অনেকটা জানা যাইতেছে।

যাঁহারা প্রচলিত পুরাণ-সমূহের আখ্যানসমূহ অতি প্রাচীন বলিয়া বিশ্বাস করেন না, তাঁহাদের বিশ্বাসের জন্য আমাদের ঋগ্বেদোক্ত চারি বর্ণ-বিভাগ ও প্রাচীন পারসিকগণের আদিম ধর্ম্মশাস্ত্র জন্দ অবস্তা উল্লেখ করিতে পারি। জন্দ অবস্তার অন্তর্গত 'যস্ন' নামক বিভাগে ১ আথ্রব, ২ রথএষ্টাও, ৩ বাস্ত্রিয়-ফ্‌সুয়ন্ট ও ৪ হূইতি এই চারিবর্ণের উল্লেখ আছে। (যস্ন ১৯।৪৬)। যস্নের সংস্কৃত-টীকাকার নেরিওসিংহ ঐ চারি শব্দের যথাক্রমে অর্থ করিয়াছেন, ১ আচার্য্য, ২ ক্ষত্রিয়, ৩ কুটুম্বিন্ ও ৪ প্রকৃতি-কর্ম্মন্। এই চারি প্রকার লোকের উল্লেখের পূর্ব্বেই যস্নে (১১।৪৪) দেখা যায়, "এই যে আদেশ অহুরমজ্দ বলিতেছেন, তাহা চারি পিত্র বা শ্রেণীই গ্রহণ করিবে।" এতদ্ভিন্ন যস্নের অন্যস্থানেও (১৮।১৯) লিখিত আছে—আথ্রব (বা 'আচার্য্য'), রথএষ্টাও ('রথষ্ট' বা ক্ষত্রিয়) এবং বাস্ত্রিয়-ফ্‌সুয়ন্ট ('কুটুম্বী' অর্থাৎ বৈশ্য) এই তিন শ্রেণীই যজ্দীয় ধর্ম্মের শক্তিস্বরূপ। এই ভারতেও যেমন প্রথম ত্রিবর্ণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও আর্য্যসমাজের শক্তি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, অগ্নিপূজক ইরাণীদিগের সুপ্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থেও তাহাই দেখিতেছি। অবস্তা-শাস্ত্রের শ্রেণীবিভাগ আলোচনা করিয়া পাশ্চাত্য-পণ্ডিত কার্ণ সাহেব লিখিয়াছেন,—

"It is thus established that according to the Zend Avesta the first class (*pishtra*) consists of teachers or priests, of *Brahmans*, the second of knights, *Kshatriyas*, exactly in India consequently a division of the nobility into *Brahmans* and *Kshatriyas*, and the precedence of the former over all the classes, is not the work of the Indian Brahmans." *

শাকদ্বীপের যে স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহাতে বর্ত্তমান পারস্যদেশের উত্তরাংশ হইতেই শাকদ্বীপের সীমা আরম্ভ। অবস্তা পারসিকদিগের প্রাচীনতম ধর্ম্মশাস্ত্র। এই অবস্তায় যখন (আবস্তিক ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক জরথুস্ত্রের সময়) চারিবর্ণের প্রসঙ্গ পাওয়া যাইতেছে, তখন শাকদ্বীপের চারিবর্ণ সম্বন্ধে আর সন্দেহ থাকিতেছে না।

পারস্য রাজ্যের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায়, খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতাব্দীতে স্কিথীয় বা শাকদ্বীপীয়গণ অতিশয় প্রবল হইয়াছিল। পারস্যসম্রাট্ দরায়ুস্ স্কিথীয় বশবর্ত্তী হইয়া ৫১৪ খৃঃ পূঃ অব্দে সেতুসংযোগে বস্‌ফরাস্ প্রণালী ও দানিয়ুব নদী উত্তীর্ণ হইয়া শকদিগের রাজ্যে প্রবেশ করেন; কিন্তু তিনি বিফল মনোরথ হইয়া প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হন। আরও আমরা জানিতে পারি উত্তর-মদ্রের (Media) রাজারাই সর্ব্বপ্রথম আবস্তিক জরথুস্ত্র-ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। হিরোদোতস্ লিখিয়াছেন, পারস্য সম্রাট্গণ উত্তরমদ্রদিগের (Medians) মধ্য হইতেই পু ..চন পারসিক পুরোহিত নির্ব্বাচিত করিতেন, সেই সকল অগ্নিপূজক পুরোহিতগণ মগ বা মগব নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিকগণ অনেকেই লিখিয়াছেন যে, শাকদ্বীপীয়গণ (Scythians) সমস্ত উত্তর মদ্রে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন ও সৌরমতীয়দিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সৌরমতীয় বা সূর্য্যোপাসকগণ পারসিকদিগের নিকট মগুস্ বা মগ, ভবিষ্যপুরাণে 'মগ' বা 'মগস' এবং প্রাচীন গ্রীকদিগের নিকট 'মগী' নামে খ্যাত হইয়াছিলেন।

কাল ক্রমে সেই মগ পুরোহিতদিগের প্রভাব সমস্ত সভ্য জগতে প্রচারিত হইয়াছিল। বহুকাল ধরিয়া পারস্যের প্রতাপ-

* See Pinkerton's Researches on Goth. Vol. II. and Tod's Rajasthan, Vol. I. 57-61.

† বর্ত্তমান নাম অরুসাল্, মহাভারতোক্ত চক্ষু। টড্ উদ্ধৃত করিয়াছেন, "Sakitai, a region at the fountains of the Oxus and Jaxartes, styled *Sakita* from the *Sacæ*."

See D. Anville's Anc. Geog.

* Indische Theorieen over de standenverdeeling, p. 13.

শালী সম্রাটগণ এই মগ-পুরোহিতগণের প্রাধান্য ও প্রভাব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। এই মগ-পুরোহিত-বংশীয় সুপ্রসিদ্ধ জরথুস্ত্র অগ্নিপূজা প্রবর্ত্তন করেন এবং তদুপলক্ষে অবস্তা-শাস্ত্র প্রচার করিয়া বুদ্ধ, যীশুখৃষ্ট, চৈতন্যাদির ন্যায় সভ্যজগতে অবিনশ্বর নাম রাখিয়া গিয়াছেন।

পাশ্চাত্য মত।

বর্ত্তমান পুরাতত্ত্ববিদ্ ও ভৌগোলিকগণ বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা গ্রীক্ ইতিহাসোক্ত স্কিদীয় জাতির (Scythian) বাসভূমি স্কিদিয়াকেই (Scythia) প্রাচীন শাকদ্বীপ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। সভ্যতা ও জ্ঞান মার্গে অগ্রসর হইয়া গ্রীকেরা নানাস্থানে গমন করিয়া উপনিবেশ করিতে সচেষ্ট হন। খৃষ্টপূর্ব্ব ৭ম শতাব্দীর মধ্যভাগে এক দল গ্রীক্ কৃষ্ণসাগরের উত্তর উপকূলে বসবাস করিতে আরম্ভ করে। তখন তাহারা রুষ রাজ্যের দক্ষিণস্থ তৃণাচ্ছাদিত ষ্টেপী নামক প্রান্তর ভাগে স্কোলোটী (Scoloti) নামক জাতিকে বাস করিতে দেখিতে পায়। ঐ স্কোলোটী জাতিকে প্রকৃত নামে বর্ণিত না করিয়া গ্রীকেরা তাহাদিগকে স্কিদীয় নামে অভিহিত করে। তদবধি শাকদ্বীপেরা প্রাচ্যতন অধিবাসীর ইতিহাসে স্কিদীয় নামে স্থান পাইয়াছে।

ষ্ট্রেবোর (Strabo, VII, p. 300) ৮০০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে এবং হেরোদোতসের (Herod IV. 15) বর্ণনায় ৬৮৯ খৃঃ পূঃ অব্দে শাকদ্বীপবাসীর বাণিজ্য প্রভাবের পরিচয় আছে। প্রোকোনেসাসবাসী আরিষ্টিয়াস্ স্কিদীয়গণের মধ্যে এসিয়ার বাণিজ্যবিষয়ে সবিশেষ অবগত ছিলেন। হিরোদোতস্ ও হিপোক্রেটিসের লিখিত বিবরণী বিশেষ ভাবে অনুধাবন করিলে উপলব্ধি হয় যে, স্কিদীয় জাতির বাসভূমি বহুকাল ধরিয়া য়ুরোপের দক্ষিণপূর্ব্বাংশেই ছিল এবং তাহার আশে পাশে শর্ম্মশীয়, বুদিনী, গেলোনী, থাইসাগেটী ও আইর্কি প্রভৃতি কএকটী ভিন্ন ভিন্ন জাতি ছিল। স্কিদীয়গণ ইহাদের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধে এত ঘনিষ্ট হইয়াছিল যে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে আচার ব্যবহারে কতক সাদৃশ্যও দেখা যাইত। এই কারণে গ্রীকগণ তাহাদিগকেও স্কিদীয় বলিয়া আখ্যাত করে।

হিরোদোতস্ (IV. 101) লিখিয়াছেন যে, স্কিদিয়া প্রদেশের ভূপরিমাণ ৪০০০ বর্গ-ষ্টাডিয়া এবং উহা উত্তার হইতে পলাসমিওটিস ও সমুদ্রতীর হইতে মেলাঙ্কলিনী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু তাঁহার এই উক্তি হইতে স্কিদীয় প্রদেশের প্রকৃত সীমা নির্দ্দেশ করা যায় না। তবে মোটামুটি একমাত্র বলা যায় যে, উহা য়ুরোপের দক্ষিণপূর্ব্বাংশে কার্পেথিয়ান পর্ব্বতমালা ও টানাহ (ডন) নদীর মধ্যস্থলে অবস্থিত ছিল। তিনি আরও বলেন যে, এই স্কিদীয় বা শকজাতির আদিবাস এসিয়াভূভাগে ছিল।

ইহারা মোঙ্গোল জাতিরই এক অংশ হইতে পারে। মসগ (Massagetæ) জাতি কর্ত্তৃক জন্মভূমি হইতে বিতাড়িত হইয়া ইহারা আরাস্কেস (Araskes) নদী উত্তরণপূর্ব্বক উত্তরপথে য়ুরোপে সমাগত হয় এবং তথাকার কিমেরিয় (Cimmerians)-দিগকে তাড়াইয়া আপনারা সেইস্থানে বাস করে। শকদিগের বাসভূমি পরে শাকীয় হইতে স্কাইথী (Scythæ) আখ্যাপ্রাপ্ত হয়। কোন সময়ে শাকদ্বীপবাসী শকগণ য়ুরোপে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, তাহা নিরূপণ করিবার উপায় নাই। তবে যদি রাজা আর্ডিসের রাজত্বকালে ৬৪০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে কিমারীয়গণের লিডিয়া-লুণ্ঠন শকজাতিকর্ত্তৃক পরাভবের পরবর্ত্তী কারণ বলিয়া গণনা করা হয়, তাহা হইলে উহার পূর্ব্বেই য়ুরোপে শকজাতির অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল স্বীকার করা যাইতে পারে।

য়ুরোপে আসিয়া শকগণ যে কেবল রুষিয়ার দক্ষিণস্থ বিস্তীর্ণ ষ্টেপী প্রান্তরে আবদ্ধ ছিল, তাহা নহে, কৃষিকার্য্যের জন্য সেই প্রাচীন তৃণ-ভূমি পরিত্যাগ করিয়া তাহারা ক্রমে ক্রমে নদীতীরবর্ত্তী স্থানসমূহ অধিকার করিয়া লয়। অলুতা ও দানিউব (Atlas and Ister) নদীর মধ্যবর্ত্তী গ্রেটওয়ালাচিয়া প্রদেশও তাহাদের করতলগত হইয়াছিল। উহার উত্তরাংশে ট্রান্সিলভানিয়া দেশে আগথার্সিয়ান্ জাতির উপনিবেশ ছিল। উহারা আর্য্যবংশসম্ভূত এবং থ্রেসীয়দিগের আচারসম্পন্ন। নিষ্টার (Dniester) নদীর কূল বাহিয়া গ্রীকেরা বহুদূর যাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তত্তদূরেই তাঁহারা শকজাতির বাস দেখিতে পান। বাগনদীর তীরে তাঁহারা যবনভাবাপন্ন কালিপিডি নামক এক শকজাতি (Græco-Scythian Callipidæ) এবং উত্তরনদীর এলাজনিয়াস নামক পূর্ব্বশাখায় কূলে কৃষিকর্ম্ম-নিরত অপর একটী শক-উপনিবেশ দেখিয়াছিলেন। উহারা শস্যাদি রপ্তানী করিত। নিপার নদীর বামকূলস্থ "বনভূমি" অতিক্রম করিয়া আর একটী শকজাতির উপনিবেশ পাওয়া যায়। ইহারা যোরিস্থেনিয়ান্ নামে প্রসিদ্ধ। গেরুহ বা কনকার নদীসীমা পর্য্যন্ত পূর্ব্বাংশে কৃষিজীবী ও ভ্রমণশীল শকজাতির বাস ছিল, তাহারা হিপাকাইরিস্ বা যোলোজ্জনায়া নদী-সৈকতবর্ত্তী উষরপ্রদেশেই বাস করিত। গেরুহ নদীর পূর্ব্বাংশে ক্রিমিয়া পর্য্যন্ত রাজ-শকদিগের (Royal hord·· of Scythians) অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। ইহার দক্ষিণে পার্ব্বত্য টৌরিয় জাতির বাস। আজফ্ সাগরের উপকূল ব্যাপিয়া তেনিস ও ডন নদী পর্য্যন্ত পুনরায় রাজশকদিগের অধিকার ছিল। এখান হইতে ষ্টেপীর অভ্যন্তর দিয়া দিনের পথ অতিক্রম করিয়া আসিলে মেলাঙ্কলেনী জাতির বাসভূমি দেখা যায়।

উপরে যে শকজাতির উপনিবেশের বিবরণ বিবৃত হইল, তাহা হইতে বুঝা যায় যে শকগণ য়ুরোপে আসিয়া বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণশীল জাতির ন্যায় বাস করিয়াছিল। তৎকালে তাহারা প্রাচীন শকজাতির যোদ্ধ্‌ প্রকৃতির কিছুমাত্র পরিচয় দেয় নাই। হিপোক্রেটিসের সময় পর্য্যন্ত (Ed. Littri, II. 22) য়ুরোপীয় শকেরা অন্যান্য বর্ব্বরজাতির ন্যায় বিশেষ বলিষ্ঠ ও বীরচেতা বলিয়া খ্যাতিপ্রাপ্ত হয় নাই। তৎকালে তাহারা দৃঢ়কায়, মাংসল ও রক্তাভবর্ণবিশিষ্ট স্বাস্থ্যবান্ পুরুষ বলিয়া পরিগণিত হইলেও তাহারা সাহসিকতার বিশেষ পরিচয় দিবার অবসর পায় নাই। আমরক্ত ও বাতের পীড়ায় এবং ধ্বজভঙ্গ ও ক্ষয়রোগে শকেরা বিশেষ কষ্ট পাইত।

হিপোক্রেটিসের বর্ণনা পাঠ করিলে মনে হয়, এই শকজাতি মোঙ্গোলীয় বংশপ্রসূত। অধ্যাপক A Von Gutschmid বলেন, আকৃতিগত সাদৃশ্য দেখিয়া শকদিগকে মঙ্গোল জাতীয় বলা সমীচীন নহে। কারণ ঐ ভূপ্রান্তরের অধিবাসীমাত্রেরই দৈহিকগঠন ঐরূপ দেখা যায়। জিউস (Zeuss) শকজাতির ভাষা পর্য্যালোচনা করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে এই জাতি আর্য্য এবং ঔপনিবেশিক ইরাণীয়দিগের একটী শাখামাত্র। কিন্তু এ বিষয়ে হিরোদোতাসের উক্তই অখণ্ডনীয় প্রমাণ (Herod. IV. 117)। তিনি বলেন শক ও সর্ম্মতীয় জাতির ভাষা পরস্পর অনুরূপ। সর্ম্মতীয় জাতি নিঃসন্দেহ আর্য্যসমাজভুক্ত এবং একটী মদ্র উপনিবেশ (Median colony) বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে (Diod. II. 43, Pliny. VI. 19); এতদ্বারা উপলব্ধি হয় যে ঐ সময়ে অক্ষু ও জক্‌জর্তেশ নদীদ্বয়ের অববাহিকাভুক্ত ভূখণ্ড প্রান্তর হইতে হাঙ্গেরীরাজ্যের পুস্‌তাস্‌ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ ভ্রমণশীল আর্য্যজাতিসমূহের অধিকৃত হইয়াছিল।

শকজাতির দেববৃন্দের যেরূপ বর্ণ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা একমাত্র আর্য্য দেবতা মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়। তাহাদের রন্ধনশালার প্রধান অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম তবিতী। ইনিই দেবতাগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। তৎপরে স্বর্গপতি পাপিয়স্‌ ও তৎপত্নী পৃথ্বীদেবী আপিয়া, সূর্য্যদেব ইতোসিরুস্‌। অর্গিম্পাসা তাহাদের প্রজননদেবতা (goddess of fecundity), ইনিই আবার স্বর্গের রাণী বলিয়া কথিত। হিরোদোতস্‌ 'হেরাক্লিস্‌' ও "আরেরস্‌" এই গ্রীক নাম দিয়া দুইটী শকদেবতার উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ দুই দেবতা সকল সম্প্রদায়ের শকদিগের মধ্যে দৃষ্ট হয়। রাজ-শকদিগের মধ্যে থামিমাসদস নামে এক দেবতা আছেন। ইনি সমুদ্রদেব বলিয়া উক্ত হন। এই সকল দেবতা তাহারা প্রকৃত ইরাণীয় পদ্ধতি অনুসারে মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা-পূর্ব্বক অলঙ্কারাদি দ্বারা সাজাইত না এবং তাঁহাদের জন্য বেদী ও মন্দির নির্ম্মাণ করিত না। কেবল একটী বেদীর উপর কাঁটা গাছের ডাল স্তূপাকারে রাখিয়া তন্মধ্যে একখানি তরবারি ঊর্দ্ধমুখে খাড়া করাইয়া আরেরস্‌ মূর্ত্তি কল্পিত হইত।

গ্রীক ঐতিহাসিক হিরোদোতাস্‌ পারস্যপতি দারয়ূসের (Darius) পূর্ব্বে ৭জন শাকপতির উল্লেখ করিয়াছেন যথা—স্পর্গপীঠ (Spargapeithes), লিয়ক (Lycus), নূর (Gnurus), সৌলিক Saulius) ও ইদন্থূরস্‌ (Idanthyrsus)। স্পর্গপীঠের সময় (৬৪৬ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে) ওলবীয় সহর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইদন্থূরসের সময় (৫১০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে) দারয়ূসের সহিত শাকদিগের যুদ্ধ বাধে এবং পারস্যপতির হস্তেই শাকগণের প্রভাব খর্ব্ব হয়।

য়ুরোপের দক্ষিণাংশস্থিত পারস্যাধিপের নবাধিকারভুক্ত জনপদসমূহ যখন যবন (Ionian) বিপ্লবে বিপর্য্যস্ত, সেই সময় শাকেরা থেস্‌ জয় করিয়াছিল। তাহাদের আক্রমণে ভীত হইয়া মিলতিয়াদিস (৪৯৫ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে) রাজ্য ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। এই সময় পাছে শাকেরা এসিয়া আক্রমণে অগ্রসর হয়, এই আশঙ্কায় দারয়ূস্‌ আবিদস্‌ নগরী ভস্মীভূত করেন। (Strabo, xiii. p. 591.) শাকেরাও এই সময়ে এসিয়া বিজয়ে সহায়তা পাইবার আশায় ক্লিওমেনেসের নিকট স্পার্টায় দূত পাঠাইয়াছিল। (Herod. vi. 84) শাকপতি স্কাইলেসের (Scyles) সময় হইতেই য়ুরোপীয় শাকগণের জাতীয় চরিত্র পরিবর্ত্তনের ও অধোগতির সূত্রপাত। উক্ত শাকপতি গ্রীক রীতি অবলম্বন ও বাকাস্‌ উৎসবে যোগদান করায় প্রাণ হারাইয়া ছিলেন।

ইহারই পর শাকজাতির পালি নামে এক শাখা তন নদী পার হইয়া পূর্ব্বদিক্‌ হইতে আসিয়া 'সাপ' নামক অপর এক শাখাকে পরাজয় করেন। এই সময় হইতেই এই জাতির মধ্যে অন্তর্বিপ্লবের সূত্রপাত। পেরিপ্লাসের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে হিরোদোতাসের সময় শাকদিগের যেরূপ বিস্তৃত অধিকার ছিল, এসময়েও (৩৪৮ খৃঃপূর্ব্বাব্দে) তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই, কেবল পূর্ব্বদিকে সামান্য পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। ইতঃপূর্ব্বেই সৌরমতীয়গণ তন নদী ছাড়াইয়া অধিকার বিস্তার করিয়াছিল। অতিস্‌ (Ateas) তখনও পূর্ব্বসীমাবদ্ধ স্কিদীয় রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। ৩৩৯ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে মাকিদনপতি ফিলিপ দানিয়ুবের নিকট অতস্‌কে পরাজয় করেন। দিওদোরস্‌ লিখিয়াছেন যে সৌরমতীয়েরাই স্কিদীয়ার অধিবাসীদিগকে (৩৪৬ হইতে ৩১৯ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দের মধ্যে) সমূলে উচ্ছেদ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, আকিমনের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য জগৎ হইতে শাকদিগের

প্রভাব বিলুপ্ত হইতে থাকে। ১০০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দের পর পাশ্চাত্য ইতিহাসে এই পরাক্রান্ত বীর জাতির কোন সন্ধান পাওয়া যায় না।

পাশ্চাত্য জগতে এই জাতির প্রভাব বিলুপ্ত হইলেও প্রাচ্য জগতে ইহাদের প্রভাব তখনও বিলুপ্ত হয় নাই। ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া এই জাতি বহুকাল প্রবল প্রতাপে রাজ্য শাসন করিয়া গিয়াছেন। [ভোজক ব্রাহ্মণ শব্দ এবং ভারতবর্ষ শব্দে শকাধিকার প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।]

মাকিদনবীর আলেকসান্দার পঞ্জাবে যে পরাক্রান্ত বীর জাতির সম্মুখীন হইয়াছিলেন, তাহারা সকলেই শাক জাতির কোন না কোন শাখাভুক্ত। কেবল পঞ্জাবে কেন একসময়ে ভারতের পূর্ব্বাংশেও শাকেরা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। যে বংশে বুদ্ধ শাক্যসিংহের অবতার সেই শাক্যবংশকেও অনেকে শাকদ্বীপী বলিয়াই মনে করেন। শাক্য জাতির ও শাকদ্বীপীয়গণের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে পৌরাণিক আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে, তাহাতে বড় ভেদ নাই; উভয়েরই শাকবৃক্ষ আশ্রয়, সেই জন্য উভয়েই শাক বা শাক্য নামে পরিচিত। ফেরিস্তা ও রিয়াজ-উস্-সলাতিন নামক মুসলমান ইতিহাস হইতেও আমরা জানিতে পারি যে, খৃষ্ট পূর্ব্ব ৭ম শতাব্দে পারস্যের উত্তরে শাকদ্বীপ হইতে পরাক্রান্ত শাক জাতি আসিয়া গৌড়রাজ্য অধিকার করিয়াছিল। তাহাদের বহু পূর্ব্বে শাকদ্বীপী মগ ব্রাহ্মণেরা ভারতে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহারও প্রমাণের অভাব নাই। [ভোজক ব্রাহ্মণ দেখ।] খৃষ্ট পূর্ব্ব ১ম হইতে ৪র্থ শতাব্দ পর্য্যন্ত এক প্রকার সমস্ত ভারতে শকাধিকার চলিয়াছিল; শকসংবৎ বা শকাব্দ এই জাতির প্রভাবের পরিচয় আজও ভারতে গৃহে গৃহে উজ্জ্বল রাখিয়াছে। উক্ত শক বা শাক জাতি হইতেই নাগ, হূণ প্রভৃতি জাতি উৎপন্ন এবং তাহাদের বংশধরগণ বিভিন্ন নামে এক্ষণে রাজপুত ও জাট সমাজে বিরাজ করিতেছেন।

শাকদ্বীপী, শাকদ্বীপবাসী, শাক বা শক জাতি।

[শাকদ্বীপ ও ভোজক ব্রাহ্মণ দেখ।]

শাকদ্রুম (পুং) ১ বরুণ বৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°) ২ শাকবৃক্ষ।

শাকন্ধব্য (পুং) শকন্ধু (কুর্ব্বাদিভ্যো ণ্য) ইতি ণ্য। শকন্ধুর গোত্রাপত্য।

শাকন্ধেয় (পুং) শকন্ধি (শুভ্রাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।১২৩) ইতি ঢক্। শকন্ধির গোত্রাপত্য।

শাকপত্র (পুং) শিগ্রুবৃক্ষ, সজিনা গাছ। (রাজনি°)

শাকপার্থিব (পুং) শাকপ্রিয়ঃ পার্থিবঃ, মধ্যপদলোপিকর্ম্মধা°। শাকপ্রিয় পার্থিব। যে স্থলে মধ্যপদলোপ কর্ম্মধারয় সমাস হয়, তথায় শাকপার্থিববৎ সমাস বলিয়া অভিহিত হয়।

শাকপূণি (পুং) শকপূণের অপত্য ঋষিভেদ। ইনি বৈদিক ব্যাকরণকার ও আচার্য্য ছিলেন। (নিরুক্ত ৩।১১)

শাকপূত (ক্লী) সামভেদ।

শাকপোত (পুং) পর্ব্বতবিশেষ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৫৯।১৪)

শাকফল (ক্লী) শাকস্য ফলং। শাক বৃক্ষফল। চালতা সেগুণ ফল। (সুশ্রুত সূত্রস্থা° ৩৮ অ°)

শাকমৎস্য (ক্লী) মৎস্যব্যঞ্জনবিশেষ। (রাজব°)

শাকবালেয় (পুং) ব্রহ্মযষ্টি, চলিত বামুনহাটী। (শব্দরত্না°)

শাকবিল্ব (পুং) শাকে বিল্ব ইব। বার্ত্তাকু, বাগুন। (জটাধর) স্বার্থে কন্। শাকবিল্বক, শাকবিল্বশব্দার্থ। (ত্রিকা°)

শাকভব (পুং) প্লক্ষদ্বীপের অন্তর্গত বর্ষভেদ। (মার্ক° পু° ৫৩

শাকম্পূত (পুং) ঋষিভেদ। [শকপূত দেখ]

শাকম্ভরী (স্ত্রী) শাকেন বিভর্ত্তি ভৃ খচ্ মুমাগমঃ ঙীপ্ ভগবতী দুর্গা। শাকজাতির ইষ্টদেবী।

"ততোঽহমখিলং লোকমাত্মদেহসমুদ্ভবৈঃ।
ভরিষ্যামি সুরাঃ শাকৈরাবৃষ্টেঃ প্রাণধারকৈঃ॥
শাকম্ভরীতি বিখ্যাতিং তদা যাস্যাম্যহং ভুবি।
তত্রৈব চ বধিষ্যামি দুর্গমাখ্যং মহাসুরম্॥" (মার্ক° পু° চণ্ডী)

২ নগরবিশেষ, কেহ কেহ বলেন সাম্ভর বা শম্বর নগর।

শাকম্ভরীয় (ক্লী) লবণভেদ, আজমীরাখ্য দেশের অন্তর্গত শাম্ভরনগরীয় জলাশয়বিশেষোদ্ভব লবণ। গুণ—বাতনাশক, অত্যুষ্ণ, ভেদক, পিত্তবৰ্দ্ধক, তীক্ষ্ণ, ব্যবায়ী, অভিষ্যন্দী ও কটুপাকযুক্ত। (ভাবপ্র°) [লবণ দেখ।]

শাকম্ভরীভব (ক্লী) লবণভেদ, রোমক লবণ, সাম্ভর লবণ। (ভাবপ্র°)

শাকযোগ্য (পুং) শাকস্য যোগ্যঃ। ধান্যক। (রাজনি°)

শাকরস (পুং) শাকস্য রসঃ। শাকের রস।

শাকরাজ (পুং) শাকানাং রাজা নির্দ্ধারণাৎ (রাজাহঃসখিভ্যষ্টচ্। পা ৫।৪।৯১) ইতি টচ্। বাস্তুক শাক। (রাজনি°) ২ শকাব্দপ্রবর্ত্তক নৃপতিভেদ।

শাকল (ক) (পুং) শকলেন প্রোক্তমধীয়তে শাকলাঃ তেষাং সঙ্ঘোঽঙ্কো ঘোষো বা (শাকলাদ্বা। পা ৪।৩।১২৮) ইতি অণ্। ১ পরম্পরা সম্বন্ধ অঙ্ক। (সিদ্ধান্তকৌ°) ২ দ্বীপভেদ। [শাকদ্বীপ দেখ]

"শাকলদ্বীপবাসাশ্চ সপ্তদ্বীপেষু যে নৃপাঃ।" (ভারত ২।৩৪ অ°) ৩ পঞ্জাবের অন্তর্গত নগরবিশেষ।

শাকলহোমীয় (ত্রি) শাকলহোম সম্বন্ধীয় মন্ত্র।

'দেবকৃতস্যৈনসোঽবযজনমসি' ইত্যাদি ৮টী মন্ত্রকে শাকলহোমীয় কহে।

"মন্ত্রৈ শাকলহোমীয়ৈরব্দং হুত্বা ঘৃতং দ্বিজঃ।" (মনু ১১।২৫৭)

শাকলিক (ত্রি) শকল (কলকর্দ্দমাভ্যাম্ণসংখ্যানং। পা ৪।৪।২) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা শাকলিকঃ কার্দ্দমিকঃ। শকল-সম্বন্ধী। (সিদ্ধান্তকৌ°)

শাকল্য (পুং) শকল (গর্গাদিভ্যো যঞ্। পা ৪।১।১০৫) ইতি অপত্যার্থে যঞ্। শকলের গোত্রাপত্য। (শত° ব্রা° ১১।৬।৩৩)

শাকল্যায়নী (স্ত্রী) শাকল্য (লোহিতাদিকতন্তেভ্যঃ। পা ৪।১।১৮) ইতি ফ, ঙীষ্। শাকল্যের পত্নী।

শাকবর (পুং) জীবশাক। (পর্য্যায়মুক্তা°) স্ত্রিয়াং টাপ্। শাকবরা, (বৈদ্যকনি°)

শাকবাট (পুং) শাকের বাগান, শাকসবজীর বাগান।

শাকবাটিকা (স্ত্রী) শাকের বাগান।

শাকবিল্বক (পুং) শাকবিল্বক, বার্ত্তাকু, বাগুন। (ত্রিকা°) জীবন্তী শাক।

শাকবল্লী (স্ত্রী) লতাকরঞ্জ। (বৈদ্যকনি°)

শাকবীজ (ক্লী) শাকস্য বীজং। শাকতরুর বীজ, সেগুনের বিচি। ২ শাকের বিচি।

শাকবীর (পুং) শাকেষু বীরঃ। ১ বাস্তুক শাক। ২ জীবন্তী শাক।

শাকবৃক্ষ (পুং) শাকাখ্যো বৃক্ষঃ। বৃক্ষবিশেষ, চলিত সেগুণ গাছ। (রত্নমালা)

শাকশাকট (ক্লী) শাকানাং ভবনং ক্ষেত্রং শাক 'ভবনে ক্ষেত্রে শাকটশাকিনৌ' ইতি শাকট। শাকক্ষেত্র, শাকের বাগান। (হেম)

শাকশাকিন (ক্লী) শাকক্ষেত্রার্থে শাকিন। শাকক্ষেত্র। (হেম)

শাকশাল (পুং) মহানিম্ব, মহানিম। (বৈদ্যকনি°)

শাকশ্রেষ্ঠ (পুং) শাকেষু শ্রেষ্ঠঃ। ১ বাস্তুকশাক, চলিত বেতোশাক। (রাজনি°) স্ত্রিয়াং টাপ্। শাকশ্রেষ্ঠা ১ লঘু জীবন্তী লতা। ২ লতা বৃহতী। ৩ বার্ত্তাকু। ৪ কুষ্মাণ্ড লতা, কুমড়া গাছ। ৫ ডুমুর লতা। (বৈদ্যকনি°)

শাকা (স্ত্রী) হরীতকী।

শাকাখ্য (স্ত্রী) শাক ইতি আখ্যা যস্য। পত্র পুষ্পাদি। ব্যঞ্জনযোগ্য পত্র পুষ্পাদিকে শাক কহে। অমরটীকাকার ভরত শাক শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপ করিয়াছেন যে—যাহা ভোজন করিতে শক্ত হওয়া যায়, তাহাই শাক। এই শাক দশ প্রকার, যথা ১ মূল, ২ পত্র, ৩ করীর, ৪ অগ্র, ৫ ফল, ৬ কাণ্ড, ৭ অধিরূঢ়ক, ৮ ত্বক্, ৯ পুষ্প, ১০ কবক। এই দশ প্রকারের লক্ষণ এইরূপ আছে, মূলক প্রভৃতি বস্তু মূল, পটোল প্রভৃতি পত্র, বংশাঙ্কুরাদি করীর, বেত্রাদি অগ্র, কুষ্মাণ্ডাদি ফল, উৎপল প্রভৃতির নাড়ী কাণ্ড, তালাদি প্রভৃতির মজ্জা অধিরূঢ়, মাতুলুঙ্গাদি ত্বক্, কোবিদার প্রভৃতি পুষ্প, ছত্রিকা অর্থাৎ বেঙের ছাতা প্রভৃতিকে কবক। এই দশপ্রকার শাক। এই সকল বস্তুই ভক্ষণ করা যায় এইজন্য শাক।

"ব্যঞ্জনযোগ্যং পত্রপুষ্পাদি শাকপদবাচ্যং আদিনা ফলমূলাদি-গ্রহঃ। যদুক্তং—

মূলপত্রকরীরাগ্রফলকাণ্ডাধিরূঢ়কং।

ত্বক্পুষ্পং কবকঞ্চৈব শাকং দশবিধং স্মৃতম্॥

তত্র মূলং মূলকাদেঃ। পত্রং পটোলাদেঃ। করীরং বংশাঙ্কুরাদি। অগ্রং বেত্রাদেঃ। ফলং কুষ্মাণ্ডাদেঃ। কাণ্ডং উৎপলাদিনাড়ী। অধিরূঢ়ং তালাদিমজ্জা। ত্বক্ মাতুলুঙ্গাদেঃ। পুষ্পং কোবিদারাদেঃ। কবকং ছত্রিকা। শক্যতে ভোক্তুমনেনেতি শাকং।" (ভরত) ২ শাকবৃক্ষ, সেগুণগাছ। (রত্নমালা) ৩ শাকপদার্থ।

শাকাঙ্গ (ক্লী) শাকস্য অঙ্গমিব। মরিচ। (রাজনি°)

শাকাদ (পুং) শাকং অত্তি অণ্। শাকভক্ষণ, শাকভোজী।

শাকাম্ল (ক্লী) শাকযুক্তমম্ল, মধ্যপদলোপিকর্ম্মধারয়ঃ। শাকযুক্ত অম্ল, শাকমিশ্রিত তক্র। ইহার গুণ—লেখন, উষ্ণ, রুক্ষ ও দোষবর্দ্ধক।

"শাকাম্লং লেখনং চোষ্ণং রুক্ষং বৈ দোষত্রাবকম্।"

শাকাম্ল (ক্লী) শাকে অম্লো যস্য। ১ বৃক্ষাম্ল, চলিত তেঁতুল। ২ চিঞ্চাম্ল, তেঁতুলের অম্বল। (রাজনি°)

শাকাম্লভেদন (ক্লী) শাকাম্লং ভেদনঞ্চ। চুক্র। চুক্র নামক কাঞ্জিকভেদ। (রাজনি°)

শাকায়ন (পুং) শাকস্য গোত্রাপত্যং শাক (গোত্রে কুঞ্জাদিভ্যো-চ্ফঞ্। পা ৪।১।৯৮) ইতি অপত্যার্থে চ্ফঞ্। শাকের গোত্রাপত্য।

শাকায়নিন্ (পুং) শাকের গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।৯৮) শাকায়নের শিষ্যসমূহ।

শাকায়ন্য (পুং) শাকের গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।৯৮)

শাকারিকী (স্ত্রী) নাটকে রাজার শ্যালককে শকার কহে, শকার কর্ত্তৃক উচ্চারিত যে অপভাষা তাহাকে শাকারিকী কহে।

শাকারী (স্ত্রী) শকারের কথিত অপভাষা।

শাকালাবু (স্ত্রী) রাজালাবু, বড় লাউগাছ। (রাজনি°)

শাকাষ্টকা (স্ত্রী) শাকা অষ্টৌ প্রদেয়া যত্র। শাকোপকরণক শ্রাদ্ধীয় অষ্টমী তিথি। শাক, মাংস, অপূপ প্রভৃতি দ্বারা পিতৃগণের উদ্দেশে অষ্টমী তিথিতে শ্রাদ্ধ করিতে হয়, ঐ সকল শ্রাদ্ধ শাকাষ্টকা, মাংসাষ্টকা ও অপূপাষ্টকা প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়। গৌণ ফাল্গুন ও মুখ্যচান্দ্রমাঘমাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে শাকাষ্টকা শ্রাদ্ধ করিতে হয়। সুতরাং ঐ তিথিতে শাকাষ্টকা শ্রাদ্ধের বিধান আছে বলিয়া ঐ তিথিও শাকাষ্টকা নামে অভিহিত হয়।

"পিত্র্যানামা মূলসমৃদ্ধাষ্টকাত্রিত্র এব চ।

কৃষ্ণপক্ষে বরিষ্ঠাহি পূর্ব্বচৈত্রী বিভাব্যতে॥

প্রাজাপত্যা দ্বিতীয়া স্যাৎ তৃতীয়া বৈশ্বদেবিকা।

আদ্যপূপৈঃ সদা কার্য্যা মাংসৈরন্যা ভবেত্তথা।

শাকৈঃ কার্য্যা তৃতীয়া স্যাদেষ দ্রব্যগতো বিধিঃ॥" (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

শাকাষ্টমী (স্ত্রী) পৌষফাল্গুনমাসের কৃষ্ণাষ্টমী। এই দিন শাকাষ্টকা শ্রাদ্ধ করিতে হয়।

শাকিন্ (ত্রি) শক্তিযুক্ত, সামর্থ্যবিশিষ্ট।

"অর্চা শক্রায় শাকিনে শচীবতে" (ঋক্ ১।৫৪।২)

'শাকিনে শক্তিযুক্তায় শাক্ত-শাকঃ শকশক্তো ভাবে ঘঞ্, মত্বর্থীয় ইনিঃ।' (সায়ণ)

শাকিনিকা (স্ত্রী) শাকিনী।

শাকিনী (স্ত্রী) শাকোঽস্যামস্তীতি শাক-ইনি, স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ১ শাকযুক্তা ভূমি, শাকবাটিকা, শাকের ক্ষেত।

"শকটঃ শাকিনী গাবো জালমস্পন্দনং বনং।

অনূপঃ পর্ব্বতো বাচ্যা দুর্ভিক্ষে নব বৃত্তয়ঃ॥

শকটো ধান্যাদিবহনাদ্যুপোপজীবঃ।

পত্রং পুষ্পং ফলং কন্দং নালং সংস্বেদজং তথা।

শাকং ষড়্বিধমুদ্দিষ্টং গুরু বিদ্যাৎ যথোত্তরম্॥

ইতি বৈদ্যোক্ত শাকযোগাৎ শাকিনী গৃহবাটিকা শাকাদ্যা-হরণেন।" (প্রা.তত্ত্ব)

২ দুর্গার অনুচরী দেবীবিশেষ। দিক্‌সমূহে ডাকিনী, যোগিনী, শাকিনী প্রভৃতির পূজা করিতে হয়।

"ডাকিনী যোগিনী চৈব [illegible] শাকিনী তথা।

দিক্‌পূজ্যা ইমাঃ সর্ব্বাঃ স্থণ্ডিলা ফলদায়িকাঃ॥" (কাত্যায়নীকল্প)

তন্ত্রসারেও শাকিনীর পূজাদির বিষয় লিখিত আছে। তারাদেবীর ধ্যানস্থলে লিখিত আছে যে ষট্‌চক্রের মধ্যে বিশুদ্ধাখ্য মহাচক্রে শাকিনীর সহিত সদাশিবকে অকারাদি ষোড়শ স্বর সংযুক্ত করিয়া ধ্যান করিতে হয়।

"বিশুদ্ধাখ্যে মহাচক্রে ষোড়শস্বরসংযুতং।

সদাশিবং শাকিনীঞ্চ চিন্তয়েৎ পূর্ব্ববৎ ততঃ॥"

(তন্ত্রসার—তারাধ্যান)

শাকিনীত্ব (ক্লী) শাকিন্যাঃ ভাবঃ ত্ব। শাকিনীর ভাব বা ধর্ম্ম, শাকিনীর কার্য্য।

শাকী (স্ত্রী) শাকম্ভরী।

শাকায় (ত্রি) শাকের অদূরভবস্থান। (পা ৪।২।৯০)

শাকুণ (ত্রি) ১ পরোৎতাপী, অপরের পীড়াদায়ক। অন্যের ক্লেশদায়ক। ২ পক্ষিসম্বন্ধীয়।

শাকুন (পুং) শকুনমধিকৃত্য কৃতো গ্রন্থঃ শকুন-অণ্। পশুপক্ষী প্রভৃতি দ্বারা মনুষ্যের শুভাশুভনির্ণায়কগ্রন্থ, শাকুনশাস্ত্র, কাকচরিত্র, যে শাস্ত্রদ্বারা বায়স প্রভৃতি পক্ষীর ও মৃগাদি জন্তুর শব্দাদি দ্বারা মানবদিগের শুভাশুভ জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহাকে শাকুনশাস্ত্র কহে।

"শুভাশুভজ্ঞানবিনির্ণয়ায় হেতুর্নৃণাং যঃ শকুনঃ স উক্তঃ।

শাস্ত্রং বদালোকনভাবচেষ্টাং সংকীর্ত্তয়ামো বিপদাদিকানাং॥"

(বসন্তরাজশাকুন ১সং)

বসন্তরাজশাকুনে এবং বৃহৎসংহিতায় এই শাকুনের বিশেষ বিবরণ দৃষ্ট হয়। বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে যে গমনকালে শকুন বা পক্ষিপ্রভৃতি মানবগণের জন্মান্তরকৃত শুভাশুভ কর্ম্ম প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহাই শাকুননামে অভিহিত হয়। পুরাকালে শুক্র, ইন্দ্র, বৃহস্পতি, কপিষ্ঠল প্রভৃতি এই শাস্ত্রের উপদেশ করিয়াছিলেন, পরে বরাহমিহির তাঁহাদের মত অবগত হইয়া এই শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। (বৃহৎস° ৮৬ অঃ)

বৃহৎসংহিতায় ৮৬ অধ্যায় হইতে ৯৬ অধ্যায় পর্য্যন্ত শাকুনের বিশেষ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। [শকুন শব্দ দেখ।]

শাকুনসূক্ত (ক্লী) মন্ত্রবিশেষ। বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে যে মৃগপক্ষী প্রভৃতি হইতে উপদ্রব উৎপাদিত হইলে সদাক্ষণ হোম ও শাকুনসূক্ত প্রভৃতি জপ করিবে।

"মৃগপক্ষিবিকারেষু কুর্য্যাদ্ধোমান্ সদক্ষিণান্।

দেবাঃ কপোত ইতি চ জপ্তব্যাঃ পঞ্চভির্দ্বিজৈঃ॥

সুদেবা ইতি চৈকেন দেয়া গাবশ্চ পক্ষিণা।

জপেচ্ছাকুনসূক্তং বা মনোবেদশিরাংসি চ॥"

(বৃহৎসংহিতা ৪৬।৭২-৭৩)

শাকুনিক (পুং) শাকুনান্ হন্তীতি শকুন (পক্ষিমৎস্যমৃগান্-হন্তি। পা ৪।৪।৩৫) ইতি ঠক্। পক্ষিহন্তা, যাহারা পক্ষী প্রভৃতি হনন করে। পর্য্যায়—জীবান্তক। (অমর)

শাকুনিন্ (পুং) শাকুনিক, পক্ষিহন্তা।

"নৈঋতী বারুণী মধ্যে প্রমদাহুতিতস্করাঃ।

শৌণ্ডিকঃ শাকুনী হিংস্রো বায়ব্যপশ্চিমান্তরে॥"

(বৃহৎসংহিতা ৮৬।৩১)

শাকুনেয় (পুং) শকুনেরপত্যং শকুনি (শুভ্রাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।১২৩) ১ ক্ষুদ্রপক্ষী। (রাজনি°) ২ শকুনিপুত্র বৃকাসুর। (ভাগবত ১০।৮৮।২৯) (ত্রি) ৩ শকুনসম্বন্ধী।

শাকুন্তকি (পুং) ১ যোদ্ধৃজাতিবিশেষ। (পা ৫।৩।১১৩) ২ দেশভেদ।

শাকুন্তকীয় (পুং) শাকুন্তকি দেশের রাজা।

শাকুন্তল (পুং) শকুন্তলাপুত্র ভরত।

শাকুন্তলেয় (পুং) শকুন্তলায়া অপত্যমিতি শকুন্তলা (স্ত্রীভ্যো-ঢক্। পা ৪।১।১২০) ইতি ঢক্। ১ ভরতরাজ। (ত্রি) ২ শকুন্তলাসম্বন্ধী।

শাকুলাদিক (ত্রি) শকুলাদ ঋষির গোত্রাপত্য। (পা ৪।২।১১৬)

শাকুলিক (ত্রি) শকুলান্ হন্তি যঃ শকুল (পক্ষিমাংসমৃগান্ হন্তি। পা ৪।৪।৩৫) ইতি ঠক্। শকুলহন্তা।

শাকেক্ষু (পুং) ইক্ষুবিশেষ।

শাকৃৎক (ত্রি) শকৃৎসম্বন্ধীয়। (পা ৭।৩।৫১)

শাকেয় (পুং) বৈদিকশাখাভেদ।

শাকর (পুং) শকর এব স্বার্থে অণ্। অনড্বান্, বৃষ, ষাঁড়। (হেম)

শাকী (স্ত্রী) পঞ্চ বিত্তাত্তার একতম।

শাক্ত (ত্রি) শক্তির্দেবতাঽস্য শাক্ত (সাস্য দেবতা। পা ৪।২।২৪) ইত্যণ্। শক্ত্যুপাসক, তন্ত্রোক্ত শক্তিমন্ত্রোপাসক, যাঁহারা কালী, তারা প্রভৃতি শক্তিমন্ত্রের উপাসনা করেন, তাঁহাদিগকে শাক্ত কহে।

মুণ্ডমালাতন্ত্রে দেবীকে শিব বলিতেছেন,

"মদংশাশ্চৈব যে ভূতাস্তে শৈবা নাত্র সংশয়ঃ।
ত্বদংশাশ্চৈব শাক্তাশ্চ সত্যং বৈ গিরিনন্দিনী॥
বহুবর্ষসহস্রান্তে শৈবাঃ শক্তিপরায়ণাঃ।
শাক্তা বৈ শঙ্করা দেবী যস্য কস্য কুলোদ্ভবাঃ॥
চণ্ডালা ব্রাহ্মণাঃ শূদ্রাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যসম্ভবাঃ।
এতে শাক্তা জগদ্ধাত্রি ন মনুষ্যাঃ কদাচন॥
পশ্যন্তি মানুষান্ লোকে কেবলং চর্ম্মচক্ষুষা।
ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈর্ব্বৈশ্যৈঃ শূদ্রৈরেব চ জাতিভিঃ॥
বামমার্গপ্রভাবেণ কর্ত্তব্যং জপপূজনং।
যে শাক্তা ব্রাহ্মণা দেবি ক্ষত্রিয়া ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ॥
বৈশ্যাশ্চ ব্রাহ্মণা দেবি সর্ব্বে শূদ্রাশ্চ ব্রাহ্মণাঃ।
ব্রাহ্মণাঃ শঙ্করাশ্চাপি ত্রিনেত্রাশ্চন্দ্রশেখরাঃ॥"

(মুণ্ডমালাতন্ত্র ৭প°)

আমার অর্থাৎ শিবাংশসংভূত জন মাত্রই নিঃসন্দেহ শৈব, এবং তোমার অর্থাৎ দেবী আদ্যাশক্তির অংশসম্ভব মাত্রেই প্রকৃত শাক্ত। শৈবগণ বহুবর্ষ সাধনার পর তবে শাক্ত হইতে পারে, কিন্তু যে কোন কুলোদ্ভব শাক্ত ইচ্ছা করিলেই শৈব হইতে পারে। আব্রাহ্মণ চণ্ডাল পর্যন্ত শাক্ত মাত্রকেই কখন সামান্য মনুষ্য মনে করিও না। চর্ম্মচক্ষু দ্বারা সাধারণে মানুষ বলিয়াই দেখে মাত্র। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র যে কোন জাতীয় শাক্ত হউন, বামাচার প্রভাবে তাঁহাদের জপপূজা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ হউন, ক্ষত্রিয়ই হউন, বৈশ্য হউন, বা শূদ্র হউন, শাক্তগণকে ব্রাহ্মণ বলিয়াই জানিবে। এই শাক্তরূপী ব্রাহ্মণগণই সাক্ষাৎ শিব ত্রিনেত্র, চন্দ্রশেখর।

নির্ব্বাণতন্ত্রে আছে (৩য় পটল)—

"শাক্তা এব দ্বিজাঃ সর্ব্বে ন শৈবা ন চ বৈষ্ণবাঃ।
উপাসন্তে যতো দেবীং গায়ত্রীং পরমাক্ষরীম্॥"

পরমাক্ষরী দেবী গায়ত্রীর উপাসনা করেন বলিয়া সকল দ্বিজই শাক্ত, শৈব বা বৈষ্ণব নহেন।

মুণ্ডমালাতন্ত্রে ২য় পটলে আছে—

"সৌরাণাং গাণপত্যানাং বৈষ্ণবানাং তথৈব চ॥
অন্তে চৈব শাক্তাঃ স্যুঃ ক্রমশঃ ক্রমশঃ প্রিয়ে।
শৃণু দেবি বরারোহে নাস্তি শাক্তাৎ পরো জনঃ॥
শাক্তোঽপি শঙ্করঃ সাক্ষাৎ পরং ব্রহ্মস্বরূপভাক্।
আরাধিতা যেন কালী তারা ত্রিভুবনেশ্বরী॥
ষোড়শী চৈব মাতঙ্গী ছিন্না চ বগলামুখী।
আরাধিতা মহেশানি স শিবো নাত্র সংশয়ঃ॥
অতিগোপ্যং মহেশানি শাক্তানাং পরমং পদং।"

সৌর, গাণপত্য ও বৈষ্ণব ক্রমান্বয়ে এই ত্রিবিধ আচারে সিদ্ধ হইলে তৎপরে শাক্ত হইতে পারা যায়। শাক্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই। শাক্তই শিব, সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম স্বরূপ। কালী, তারা, ত্রিভুবনেশ্বরী, ষোড়শী, মাতঙ্গী, ছিন্নমস্তা, বগলামুখী প্রভৃতি যাহার নিকট উপাসিত, সেই শাক্তই যে শিব, তাহাতে সন্দেহ নাই। শাক্তগণের পরম পদ অতি গোপনীয়। শাক্তেরা বলিয়া থাকেন যে—

"শক্তিঃ শিবঃ শিবঃ শক্তিঃ শক্তি র্ব্রহ্মা জনার্দ্দনঃ।
শক্তিরিন্দ্রো রবিঃ শক্তিঃ শক্তিশ্চন্দ্রো গ্রহা ধ্রুবম্॥
শক্তিরূপং জগৎ সর্ব্বং যো ন জানাতি নারকী।"

(শিবাগম ও তারারহস্য ৮ পরিচ্ছেদ)

শক্তিই শিব, শিবই শক্তি, ব্রহ্মা বিষ্ণুও শক্তি, ইন্দ্র সূর্য্য দেবগণও শক্তি, চন্দ্রাদি গ্রহগণও নিশ্চয় শক্তি, এই সমস্ত জগৎই শক্তির বিকাশ, যে শাক্ত ইহা না জানে, সে নারকী।

শক্তি ছাড়া এই সম্প্রদায়ের পূজা বা কোন ধর্ম্ম কর্ম্ম হইতে পারে না, এজন্য ও ইহারা শাক্ত নামে পরিচিত।

[তন্ত্র শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

শাক্তসম্প্রদায়ের আবির্ভাবকালনির্ণয়।

ভারতবর্ষে কোন্ সময়ে শাক্ত সম্প্রদায়ের উৎপত্তি, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। তন্ত্রের উৎপত্তির সহিত যে শাক্তমত প্রচারিত, তাহা কতকটা ঠিক। বিশ্বকোষে তন্ত্র শব্দে লিখিত হইয়াছে যে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দের পর এবং ৯ম শতাব্দীর পূর্ব্বে তন্ত্রশাস্ত্রের প্রচার হইয়াছিল।* কিন্তু পরে আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে তন্ত্র তদপেক্ষা বহু প্রাচীন। অথর্ব্ববেদেই যে তন্ত্রশাস্ত্রের সূত্র প্রকাশিত, তাহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও

* বিশ্বকোষ ৭ম ভাগ ৩০৮ পৃষ্ঠা।

স্বীকার করিতেছেন।* জাপানের হোরিউজী মঠ হইতে "উষ্ণীষবিজয়ধারণী" নামে তালপত্রে লিখিত একখানি তান্ত্রিক পুঁথি বাহির হইয়াছে, সেখানি খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দে জাপানে আনীত হইয়াছিল, সুতরাং মূল গ্রন্থ যে তাহারও বহুপূর্ব্বে লিখিত, তাহা বলাই বাহুল্য। খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে শাক্তপূজা ভারতের সর্ব্বত্রই যে বিশেষ প্রচলিত ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। দাক্ষিণাত্যের পূর্ব্বতন কদম্ববংশ সপ্তমাতৃকার বিশেষ উপাসক ছিলেন।† সপ্ত মাতৃকাই পূর্ব্বতন চালুক্য-রাজগণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া পরিচিত ছিলেন।‡ মালবপতি বিশ্ববর্ম্মার ৪৮০ সংবতে (৪২৩-২৪ খৃষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ শিলালিপিতে আছে—

"মাতৃণাঞ্চ প্রমুদিতঘনাত্যর্থনির্হ্রাদিনীনাম্।
তন্ত্রোদ্ভূতপ্রবলপবনোদ্বর্ত্তিতাম্ভোনিধীনাম্॥
• • • গতামিদং ডাকিনীসংপ্রকীর্ণম্।
বেশ্মাত্যুগ্রং নৃপতিসচিবো কারয়েৎ পুণ্যহেতোঃ॥"§

অর্থাৎ পুণ্যলাভের জন্য (উক্ত) রাজার সচিব ডাকিনীগণ-পূর্ণ আনন্দে বিকট জলদনিনাদিনী তন্ত্রোদ্ভূত-প্রবল-জলনিধি-বিক্ষোভকারিণী মাতৃকাগণের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

উক্ত প্রমাণে মধ্যভারতেও তন্ত্রের প্রভাব ও শক্তির উপাসনার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এমন কি গুপ্তসম্রাট্ স্কন্দগুপ্ত মাতৃকাভক্ত বা শাক্ত ছিলেন, তাহাও তাঁহার শিলালিপি হইতে আভাস পাওয়া গিয়াছে।** সুতরাং শাক্তধর্ম্মের উৎপত্তি যে তাহারও বহু পূর্ব্বে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। মৃচ্ছকটিক নাটকের প্রারম্ভে যেরূপে শিবশক্তির স্তুতি আছে, তাহাতেও আমরা খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দের পূর্ব্বে শিবশক্তিসাধনমূলক (তান্ত্রিক) প্রেমালিঙ্গন-চিত্রেরই কতকটা আভাস পাই। যথা—

"পাতু বো নীলকণ্ঠস্য কণ্ঠঃ শ্যামাম্বুদোপমঃ।
গৌরী ভুজলতা যত্র বিদ্যুল্লেখেব রাজতে॥"

ঐরূপ হরপার্ব্বতীর প্রাচীনমূর্ত্তি ভারতের নানাস্থানে বিদ্যমান। মথুরা ও সারনাথের ভূগর্ভ হইতে শকাধিকার-কালের ঐরূপ চিত্র পাওয়া গিয়াছে, এরূপ স্থলে শকাধিকারকালে যে শক্তিপূজা প্রচলিত ছিল, তাহা অসম্ভব নহে।

কাহারও মতে বৌদ্ধাচার্য্য নাগার্জ্জুন যে সংশোধিত মহাযানমত প্রচার করেন, তাহাতেই শাক্ত ধর্ম্মের বীজ নিহিত। তাঁহারই চেষ্টায় বৌদ্ধ শাক্তমূর্ত্তি মহাযান সমাজে প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস যে তাঁহার বহু পূর্ব্বে মহাযান বৌদ্ধ সমাজে তান্ত্রিক দেবদেবী বা শাক্তপূজা প্রচলিত হইলেও সৌর ও শৈব-সমাজে তৎপূর্ব্বেই শক্তিপূজা প্রচলিত ছিল। মহাভারতে উদ্যোগ পর্ব্বে—

"হ্রীং শ্রীং গার্গীঞ্চ গান্ধারীং যোগিনাং যোগদাং সদা" ইত্যাদি দেবীস্তোত্রে অতি প্রাচীন কাল হইতেই শক্তিমন্ত্রের প্রচ্ছন্ন আভাস পাওয়া গেলেও তৎকালে শাক্ত সম্প্রদায়ের উৎপত্তি অথবা নানা শক্তিমূর্ত্তি পূজিত হইত কি না, তৎপক্ষে সন্দেহ আছে। ললিতবিস্তরে এক কয়টী দেবপ্রতিমার উল্লেখ আছে—

"শিবস্কন্দনারায়ণকুবেরচন্দ্রসূর্য্যবৈশ্রবণশক্রব্রহ্মলোকপালপ্রভৃতয়ঃ প্রতিমা।"

অর্থাৎ বুদ্ধদেবের জন্মের পর তাঁহাকে শিব, কার্ত্তিক, নারায়ণ, কুবের, চন্দ্র, সূর্য্য, বৈশ্রবণ, ইন্দ্র, ও ব্রহ্মাদি লোকপালগণের প্রতিমা দেখান হইয়াছিল: বুদ্ধের সময়ে কোন প্রকার শক্তিপ্রতিমা থাকিলে ললিতবিস্তরে তাহার আভাস থাকিত। ইহাতে কেহ কেহ মনে করেন যে, বুদ্ধের সময় সপ্তমাতৃকা বা শক্তিমূর্ত্তি প্রচলিত ছিল না। আবার কেহ কেহ ললিতবিস্তরের (২১ অধ্যায়ে)

"পূর্ব্বস্মিন্ বৈ দিশো ভাগে অষ্টৌ দেবকুমারিকাঃ।
জয়ন্তী বিজয়ন্তী চ সিদ্ধার্থা অপরাজিতা।
নন্দোত্তরা নন্দসেনা নন্দিনী নন্দবর্দ্ধনী।
তাপি ব অধিপালেন্তু আরোগ্যেণ শিবেন চ॥"
"দক্ষিণস্যাং দিশো ভাগে অষ্টৌ দেবকুমারিকাঃ।
শ্রিয়ামতী যশোমতী যশঃপ্রাপ্তা যশোধরা।
সুউত্থিতা সুপ্রথমা সুপ্রবুদ্ধা সুখাবহা॥
তাপি ব অধিপালেন্তু আরোগ্যেণ শিবেন চ॥"
"পশ্চিমেঽস্মিন্ দিশো ভাগে অষ্টৌ দেবকুমারিকাঃ।
অলম্বুষা মিশ্রকেশী পুণ্ডরীকা তথারুণা।
একাদশা নবনামিকা সীতা কৃষ্ণা চ দ্রৌপদী।
তাপি ব অধিপালেন্তু আরোগ্যেণ শিবেন চ।"
"উত্তরেঽস্মিন্ দিশো ভাগে অষ্টৌ দেবকুমারিকাঃ।
ইলাদেবা সুরাদেবী পৃথ্বী পদ্মাবতী তথা।
উপস্থিতা মহারাজা আশা শ্রদ্ধা হ্রিয়ী শিরী॥
তাপি ব অধিপালেন্তু আরোগ্যেণ শিবেন চ।"

(ললিতবিস্তর ৫০২-৫০৭ পৃঃ)

উদ্ধৃত প্রমাণ অনুসারে কেহ কেহ চারিদিকে চারি শ্রেণীর অষ্টনায়িকা বা অষ্টশক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন।

শক্তিপ্রধান তন্ত্রসমূহে বেদের প্রাধান্য অস্বীকার, অবৈদিকাচার এবং স্থানে স্থানে বেদনিন্দা থাকায় অনেকে মনে করিয়া থাকেন যে তান্ত্রিক বা শাক্তমত বৈদিকনিষ্ঠ ভারতীয় ব্রাহ্মণ

* Dr Bloomfield's Atharvaveda
† Indian Antiquary, Vol. vi. p 27.
‡ Indian Antiqnary, Vol. vii. p. 162, xiii. p. 137.
§ Dr. Fleet's Gupta Inscriptions, p. 76.
** Dr Fleet's Gupta Inscriptions, p. 48.

সম্প্রদায়ের উদ্ভাবিত নহে। বাস্তবিক দেড় হাজার বর্ষ পূর্ব্বে লিখিত কুলালিকাম্নায় বা কুব্জিকামততন্ত্রে লিখিত আছে—

"গচ্ছ ত্বং ভারতে বর্ষেঽধিকারায় সর্ব্বতঃ।
পীঠোপপীঠক্ষেত্রেষু কুরু সৃষ্টিমনেকধা॥
গচ্ছ ত্বং ভারতে বর্ষে কুরু সৃষ্টিমীদৃশঃ।
পঞ্চবেদাঃ পঞ্চৈব যোগিনঃ পীঠপঞ্চকং॥
এতানি ভারতে বর্ষে যাবৎ পীঠানি স্থাপ্যন্তে।
তাবৎ ন মে ত্বয়া সার্দ্ধং সঙ্গমঃ প্রজায়তে॥"*

হে দেবি! সর্ব্বত্র অধিকারার্থ ভারতবর্ষে যাও, পীঠ, উপপীঠ ও ক্ষেত্রসমূহে বহু সৃষ্টি কর। ভারতবর্ষে যাও, তথায় গিয়া পঞ্চ বেদ, পঞ্চ যোগী ও পঞ্চ পীঠের সৃষ্টি কর। যতদিন ভারতবর্ষে এই রূপ পীঠাদি প্রতিষ্ঠিত না হইতেছে, তত দিন তোমার সঙ্গে আমার সঙ্গম হইবে না।

উক্ত প্রমাণ হইতে মনে হয় যে এই মতের উৎপত্তিস্থান ভারতের বাহিরে। বাস্তবিক হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় শাক্ত সমাজের প্রধান আরাধ্যা তারা বা আদ্যাশক্তি। পূজাপ্রচার প্রসঙ্গে চীনাচার প্রভৃতি তন্ত্রে বর্ণিত আছে, যে বশিষ্ঠ দেব চীনদেশে গিয়া বুদ্ধের উপদেশে তারার দর্শন পাইয়াছিলেন। [১৭শ ভাগ ৭১৮পৃঃ দেখ।] ইহাতেও এক প্রকার স্বীকৃত হইয়াছে যে, হিমালয়ের বাহিরে উত্তরদেশ হইতেই তারারূপা আদ্যাশক্তির পূজা আসিয়াছে। উক্ত সুপ্রাচীন কুলালিকাম্নায়তন্ত্রে মগদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। মগ বা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণেরাই এদেশে সূর্য্যমূর্ত্তিপূজা প্রচার করেন। পরে তাঁহাদের মধ্যেই শিবশক্তি মূর্ত্তি গঠিত ও তাঁহাদের পূজাও প্রচারিত হইয়া থাকিবে। মগেরাই আদি-সূর্য্যপূজক। এ কারণ প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধতন্ত্রে শিবশক্তি অথবা বোধিসত্ত্বশক্তির সাধনাপ্রসঙ্গে অগ্রে সূর্য্যমূর্ত্তিভাবনার প্রসঙ্গ আছে। ইহা যে আদি সৌরপ্রভাবের নিদর্শন তাহাতে সন্দেহ নাই। কেহ কেহ এমনও মনে করেন যে, সুপ্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিকগণ যেমন Sakitai নামে শাক জাতির উল্লেখ করিয়াছেন, সেইরূপ শাকগণের এক শাখা শাক্তপূজকগণ ভারতে 'শাক্ত' নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। শাকজাতির আচার ব্যবহারের ইতিহাস আলোচনা করিলেও জানা যায় যে তাহারা মদ্যমাংসাদি পঞ্চমকারের সেবায় সিদ্ধ ছিল; তাহাদের গুরু স্থানীয় মগাচার্য্যগণ কতকটা উন্নত হইলেও অপর সাধারণে বীরাচারী ছিল, এ কারণ ভারতে তাহাদের প্রভাববিস্তারের সহিত অবৈদিক শাক্ত মত সর্ব্বত্র প্রচারিত এবং অপর সমাজেও গৃহীত হইয়াছিল। শাকাধিপ কনিষ্কের সময় মহাযানমত প্রচারিত হয়, উত্তরে মোঙ্গলিয়া, দক্ষিণে বিন্ধ্যাচল, পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে পারস্য পর্য্যন্ত এই শাকনৃপতির শাসনাধীন হইয়াছিল। তাঁহার সময়ে সমস্ত এসিয়াখণ্ডে মহাযান মত প্রচারিত ও গৃহীত হয়। মহাযানেরাই সর্ব্বত্র শক্তিপূজা প্রচার করিয়াছিলেন।° বহু শক্তিমূর্ত্তি যে হিমালয়ের উত্তর হইতে ভারতে আনীত হইয়াছিল, তাহারও উল্লেখ পাওয়া যায়। রুদ্রযামলাদি হিন্দুতন্ত্র সমূহে যেমন চীন হইতে বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক তারাতত্ত্ব আনয়নসংবাদ আছে, সেইরূপ নেপালী বৌদ্ধদিগের সাধনমালাতন্ত্রে একজটাসাধনপ্রসঙ্গে লিখিত আছে যে

"আর্য্যনাগার্জ্জুনপাদৈর্ভোটে সমুদ্ধৃতা ইতি"

অর্থাৎ একজটা নাম্নী তারা দেবীর বিভিন্ন মূর্ত্তি মহাযান-মত-প্রতিষ্ঠাতা আর্য্যনাগার্জ্জুন ভোটদেশ হইতে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছিলেন। স্বতন্ত্র তন্ত্রেও লিখিত আছে—

"মেরোঃ পশ্চিমকূলে তু চোলনাখ্যো হ্রদো মহান্।
তত্র যজ্ঞে স্বয়ং তারা দেবীনীলসরস্বতী॥"

কুলালিকাম্নায়ে যে পঞ্চ বেদ, পঞ্চযোগী ও পঞ্চ পীঠের উল্লেখ আছে, তাহা উক্ত তন্ত্রানুসারে ১ উত্তরাম্নায়, ২ দক্ষিণাম্নায়, ৪ পশ্চিমাম্নায় ও ৫ উর্দ্ধাম্নায় এই পঞ্চাম্নায়, পঞ্চ মহেশ্বর বা পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধ, এবং ১ ওড়িয়ান (উৎকলে), ২ জাল (জালন্ধরে), ৩ পূর্ণ (মহারাষ্ট্রে), ৪ মতঙ্গ (শ্রীশৈলে) এবং কামাখ্যা এই পঞ্চপীঠ। পরবর্ত্তী কালে ৫১ পীঠের উৎপত্তি হইলেও উক্ত ৫টীই শাক্তদিগের আদি পীঠ বা কেন্দ্রস্থান। অবৈদিক শাক্ত মত প্রথমে বেদমার্গপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু যখন ভারতের সর্ব্বত্র এইমত আদৃত হইতে চলিল, তখন তাঁহাদের মধ্যেও কেহ কেহ শাক্ত তন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। তাঁহারা প্রথমে অষ্টমাতৃকার পূজা গ্রহণ করেন। বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় এই সকল ব্রাহ্মণ "মাতৃকামণ্ডলবিৎ" বলিয়া পরিচিত। চক্র, মণ্ডল বা যন্ত্র ভিন্ন শক্তিপূজা হয় না, এ কারণেও হয়ত শাক্ত-ব্রাহ্মণেরা 'মাতৃকামণ্ডলবিৎ' বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। [চক্র, মণ্ডল, যন্ত্র, মন্ত্র ও তন্ত্র শব্দ দেখ।] ইহাদেরই চেষ্টায় শাক্তপূজার মধ্যে বৈদিক ক্রিয়ামূলক কতকগুলি মন্ত্র প্রবিষ্ট হয়। ইহাদিগকেই আমরা হিন্দু শাক্ত বলিয়া পরিচিত করিয়াছি। ইহারা দক্ষিণাচারী। এতদ্ভিন্ন কুলালিকাম্নায় নামক উক্ত সুপ্রাচীন তন্ত্র হইতে আমরা জানিতে পারি যে, শাক্তদিগের মধ্যে দেবযান, পিতৃযান ও মহাযান এই তিনটী সম্প্রদায় হইয়াছিল।

* M. Haraprasad Shastris Nepalcat. p. L. xxix

° নেপালে মহাযানদলের যে ৯ খানি প্রধান শাস্ত্র প্রচলিত আছে, এবং নেপালী বৌদ্ধাচার্য্যগণ আজও যে ৯ খানি শাস্ত্রের পূজা করিয়া থাকেন, তন্মধ্যে 'তথাগতগুহ্যক' নামে একখানি বৃহৎ বৌদ্ধতন্ত্র আছে। এই তন্ত্রে দেখা যায়—
"স সিদ্ধিং বিপুলাং গচ্ছেন্মহাযানাগ্রধর্ম্মেষু।" (সোসাইটীর পুথি ১০ পৃঃ)

"দক্ষিণে দেবযানন্ত পিতৃযাণন্ত গোচত্তরে।
মধ্যমে তু মহাযানঃ শিব সংজ্ঞা প্রগীয়তে॥" (কুলালিকাম্নায়)

দক্ষিণে দেবযান, উত্তরে পিতৃযান এবং মধ্যদেশে মহাযান প্রচলিত ছিল। এই তিনটী যানের মধ্যে বিশেষত্ব কি তাহা ঠিক জানা যায় নাই। তবে মহাযানদিগের শ্রেষ্ঠ তন্ত্র তথাগত-গুহ্যক পাঠ করিলে মনে হইবে, রুদ্রযামলাদি তন্ত্রে যাহা বামাচার বা কৌলাচার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাই মহাযান তান্ত্রিক-গণের অনুষ্ঠেয় আচার। এই সম্প্রদায় হইতেই কালচক্রযান বা কালোত্তর মহাযান এবং বজ্রযানের উৎপত্তি। নেপালের শাক্ত বৌদ্ধগণ সকলেই বজ্রযানসম্প্রদায়ভুক্ত।

নেপালে লক্ষশ্লোকাত্মক শক্তিসঙ্গমতন্ত্র প্রচলিত আছে, এই মহাতন্ত্রে শাক্ত সম্প্রদায়ের সাবস্তার পরিচয় পাওয়া যায়। এই তন্ত্রে শাক্ত মতের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ আভাস পাওয়া যায়—

"সংসারোৎপত্তিকার্য্যার্থং প্রপঞ্চোয়ং বিনির্ম্মিতম্।
শাক্তং শৈবং গাণপত্যং বৈষ্ণবং সৌরবৌদ্ধকং॥৩
এবং ক্রমেণ দেবেশি মতমেতদ্বিনির্ম্মিতম্।
মতানি বহুসংখ্যানি তদারভ্য মহেশ্বরি॥৭
সংজ্ঞাতানি মহেশানি প্রপঞ্চার্থং হি নিশ্চিতম্।
অম্ভোধি জলধিশ্চৈব সমুদ্রঃ সাগরো যথা॥৮
যথা একস্তু পর্য্যায়া তথৈতানি মতানি চ।
বৈদিকে শক্তিনিন্দা চ চীনে জৈনস্য নিন্দনম্॥৯
সৌরে চান্দ্রস্য নিন্দাচ চান্দ্রে বৌদ্ধস্য নিন্দনম্।
শাম্ভবস্য নিন্দা চ বৌদ্ধমার্গে মহেশ্বরি॥১০
পৌরাণে জৈননিন্দা চ জৈনে পৌরাণনিন্দনম্।
পৌরাণে তন্ত্রশাস্ত্রস্য নিন্দনং পরমেশ্বরি॥১১
এবং ভিন্নমতান্যেবং সংজ্ঞাতানি মহেশ্বরি।
বেদানাং শাখাবাহুল্যং প্রপঞ্চার্থং মহেশ্বরি॥১২
এ· ·নিন্দাসমাপন্নে ভেদে জাতে মহেশ্বরি।
নৈকত্র তু মনো লগ্নং কস্যচিৎ পরমেশ্বরি॥১৩
সর্ব্বা চাপ্যন্যনিন্দা চ তদৈক্যঞ্চ প্রজায়তে।
তদৈক্যস্য সুসিদ্ধ্যর্থং প্রপঞ্চার্থং প্রকীর্ত্তিতম্॥১৪
ভিন্নাঃ ভিন্নঃ প্রশংসন্তি নিন্দন্তি চ পরস্পরম্।
ন বিদ্যা সিদ্ধিমাপ্নোতি মন্ত্রমস্তি পিশাচবৎ॥
অন্যান্য যদি নিন্দা চ তদৈক্যঞ্চ প্রজায়তে।
তদৈক্যস্য সুসিদ্ধ্যর্থং কালিকাং তারিণীং যজেৎ॥
শুক্লরক্তরচাত্মাগ্রে রূপা সংবিভ্রতী শিবা।
রূপমেতৎ প্রপঞ্চার্থং কীর্ত্তিতন্ত ময়া তব॥
পুরাণং ন্যায়মীমাংসা সাংখ্যপাতঞ্জলে তথা।
বেদান্তো ব্যাহৃতি দেবি ধর্ম্মশাস্ত্রাদমিশ্রতা।
ছন্দোজ্যোতির্বেদসাঙ্গবিদ্যা এতাশ্চতুর্দ্দশ।
প্রপঞ্চার্থং ময়া প্রোক্তং একত্বং পরিণামকে॥
প্রকৃতং কথ্যতে দেবি শৃণু সাবহিতা ভব॥
চতুর্বেদ ত্রয়ী প্রোক্তা শ্রীমহাভবতারিণী।
অথর্ব্ববেদাধিষ্ঠাত্রী শ্রীমহাকালিকা পরা॥
বিনা কালীং বিনা তারাং নাথর্ব্বণো বিধিঃ কচিৎ।
কেরলে কালিকা প্রোক্তা কাশ্মীরে ত্রিপুরা মতা॥
গৌড়ে তারেতি সংপ্রোক্তা সৈব কালোত্তরা ভবেৎ।
অবচ্ছিন্না সদা সা বৈ চতুঃশক্তরঃযোগতঃ॥
অতঃ সম্প্রদায়ো হি ভবিষ্যতি মহেশ্বরি।
কেরলশ্চৈব কাশ্মীরো গৌড়শ্চৈব তৃতীয়কঃ॥

(শক্তিসঙ্গম উত্তরভাগ ১ম খণ্ডে ৮ম পঃ)

কেরলশ্চৈব কাশ্মীরো গৌড়শ্চৈবঃ তৃতীয়কঃ।
কেরলাখ্য মতে দেবি বলিপাত্রং তু দক্ষিণে।
কাশ্মীরতর্পণে ভেদো গৌড়ে বামকরে ভবেৎ॥ (ঐশ্বর্য পটল)

সংসারসৃষ্টির সুবিধার জন্য এই প্রপঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছে। শাক্ত, শৈব, গাণপত্য, বৈষ্ণব, সৌর ও বৌদ্ধ ইত্যাদি সম্প্রদায় ক্রমে নানা মতের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু অম্ভোধি বা জলধি এবং সমুদ্র সাগর বলিলে যেমন একই বস্তু বুঝায়, বিভিন্ন নাম হইলেও যেমন একেরই পর্য্যায়, সেইরূপ সম্প্রদায়ভেদে বিভিন্ন নাম হইলেও সৌর বৌদ্ধাদি একই জিনিস, কেবল মতভেদে পর্য্যায় শব্দ মাত্র। বৈদিকে শক্তি নিন্দা, চীনে বা বৌদ্ধে জৈন নিন্দা, চান্দ্রে বৌদ্ধের নিন্দা, বৌদ্ধ মার্গে শৈবের নিন্দা, পৌরাণিকে জৈন নিন্দা, জৈনে পৌরাণিকের নিন্দা, এইরূপ বিদ্বেষ ভাবে নানা মত উৎপন্ন হইয়াছে, এইরূপ প্রপঞ্চের জন্যই বেদের বহু শাখা হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ পরস্পর নিন্দা হইতে ভেদ ঘটিয়াছে, একত্র হইবার জন্য কাহারও মন লয় নাই। সকল স্থলেই পরস্পর নিন্দা, অর্থাৎ এক শাস্ত্রে অপর শাস্ত্রের নিন্দা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সকল মতেরই ঐক্য আছে। এই ঐক্য সিদ্ধির জন্য প্রপঞ্চার্থ কীর্ত্তিত হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন বিষয় প্রশংসা বা নিন্দা করেন, যাহারা এইরূপ করেন, তাহাদের বিদ্যা সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় না এবং মন্ত্র পিশাচবৎ হইয়া থাকে। পরস্পরের যদি নিন্দা না করা হয়, তাহা হইলে তাহাদের একত্ব নিশ্চয় করা যায়। এইরূপে পরস্পরের ঐক্য সিদ্ধির জন্য কালী বা তারার উপাসনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সুন্দর ও ক্রূর অর্থাৎ ভাল ও মন্দ এই উভয়ই শিবা (শাক্ত) ধারণ করেন। এই মত প্রকাশের জন্যই আমি শাস্ত্র কীর্ত্তন করিয়াছি। পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, বেদ, ধর্ম-

শাস্ত্র, ছন্দঃ, জ্যোতিষ প্রভৃতি চতুর্দ্দশ বিদ্যা পারগামে একথ প্রাপ্ত-প্রাদনের জন্যই আমিই (শক্তিতত্ত্ব) উপদেশ দিয়াছি। প্রকৃত বিষয় বলিতেছি যে অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। ভবতারিণী দেবী চতুর্ব্বেদময়ী, কালিকাদেবী অথর্ব্ববেদাধিষ্ঠাত্রী, কালী এবং তারা ব্যতীত আথর্ব্বণক্রিয়া অর্থাৎ অথর্ব্ববেদবিহিত কোন ক্রিয়াই হইতে পারে না। কেরল দেশে কালিকা দেবী, কাশ্মীর দেশে ত্রিপুরা ও গৌড় দেশে তারা এবং ইনিই পরে কালী রূপে উপাস্যা হইয়া থাকেন। সকল সময়েই ইহারা চতুঃশক্তির যোগে অবচ্ছিন্ন অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকেন। হে মহেশ্বরি! ইহা ভিন্ন অন্য সম্প্রদায়ও হইবে। কেরল, কাশ্মীর ও গৌড় এই তিন স্থানে যথাক্রমে ত্রিপুরা, কালী, ও তারা এই তিন ভেদ হইয়া থাকে।

শক্তিসঙ্গমতন্ত্রের উক্ত বচন হইতে মনে হয় যে পূর্ব্ববর্ত্তী সাম্প্রদায়িকগণের মত সামঞ্জস্য করিবার উদ্দেশ্যেই তান্ত্রিক বা শাক্ত ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল। বাস্তবিক দেখা যায়, পরবর্ত্তী কালে কি বৌদ্ধ, কি ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বিভিন্ন সাম্প্রদায়িকগণ স্ব স্ব উপাস্যের এক একটী শক্তি স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। তবে কেহ অল্প কেহ বা বহু সংখ্যক শক্তি স্বীকার করিয়াছেন। এই কারণেই বোধ হয় কি হিন্দু কি বৌদ্ধ উভয় শাক্ত সমাজেই অনেকটা সাম্যভাব বিদ্যমান ছিল। এই কারণেই বৌদ্ধতন্ত্রে হিন্দুদিগের শক্তি এবং হিন্দুদিগের তন্ত্রে বৌদ্ধশক্তিগণের পূজা পদ্ধতি দৃষ্ট হয়।

এতদ্ভিন্ন পরবর্ত্তী তন্ত্রসমূহে ১ বেদাচার, ২ বৈষ্ণবাচার, ৩ শৈবাচার, ৪ দক্ষিণাচার, ৫ বামাচার, ৬ সিদ্ধান্তাচার ও ৭ কুলাচার বা কৌল এই সপ্তবিধ আচারের উল্লেখ আছে, এই সপ্তাচার উক্ত ত্রিভাবের অন্তর্গত বলিয়াই বোধ হয়। [তন্ত্রশব্দ ৫১১-১২ পৃষ্ঠায় এই সপ্তবিধ আচারের বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

মহারাষ্ট্রে বৈদিকগণের মধ্যে বেদাচার, রামানুজ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মধ্যে বৈষ্ণবাচার দাক্ষিণাত্যে শঙ্কর সম্প্রদায়ভুক্ত শৈবগণের মধ্যে দক্ষিণাচার, দাক্ষিণাত্যে বীরশৈব বা লিঙ্গায়তদিগের মধ্যে শৈবাচার ও বীরাচার, কেরল, গৌড়, নেপাল ও কামরূপের শাক্ত সমাজে বীরাচার, বামাচার, সিদ্ধান্তাচার ও কৌলাচার এই চতুর্বিধ আচারই দৃষ্ট হয়। প্রথম তিন আচারের তান্ত্রিক গ্রন্থ বড় বেশী নাই, শেষোক্ত আচার চতুষ্টয়ের তান্ত্রিক গ্রন্থ অসংখ্য।

উক্ত বিভিন্ন আচারের গ্রন্থ মধ্যে বিশেষত্ব এই যে—বেদাচার, বৈষ্ণবাচার ও দক্ষিণাচারমূলক তন্ত্রসমূহে বীরাচার বা বৌদ্ধাচারের নিন্দা, কিন্তু অপরাপর আচারমূলক তান্ত্রিক গ্রন্থসমূহে বীরাচার বা বৌদ্ধাচারের বিশেষ সুখ্যাতি পরিদৃষ্ট হয়।

এখন ভারতবর্ষে শাক্তের সংখ্যা কম নহে। প্রধানতঃ রক্ত চন্দনের ফোঁটা শাক্তনির্দ্দেশক, কিন্তু শাক্ত ধর্ম্ম অতি গুহ্য বলিয়া সাধারণের সহজে ধরিবার উপায় নাই ; তাই প্রাচীন তান্ত্রিক নিবন্ধকারগণ লিখিয়াছেন—

"অন্তঃ শাক্তাঃ বহিঃ শৈবাঃ সভায়াং বৈষ্ণবা মতাঃ ।
নানা রূপধরাঃ কৌলাঃ বিচরন্তি মহীতলে ॥"

বর্ত্তমান শাক্তগণের মধ্যে পশু, বীর ও দিব্য এই তিনটী ভাব প্রচলিত। এ সম্বন্ধে রুদ্রযামলের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া শাক্তগণ দেখাইয়া থাকেন—

"শক্তিপ্রধানং ভাবানাং ত্রয়াণাং সাধকস্য চ।
দিব্যবীরপশূনাঞ্চ ভাবত্রয়মুদাহৃতম্ ॥
পশুভাবে জ্ঞানসিদ্ধিঃ পশ্বাচারনিরূপণম্ ।
বীরভাবে ক্রিয়াসিদ্ধিঃ সাক্ষাৎ রুদ্রো ন সংশয়ঃ ॥
দিব্যভাবে দেবতায়া দর্শনং পরিকীর্ত্তিতম্ ।
জ্ঞানী ভূত্বা পশোর্ভাবে বীরাচারং ততঃ পরম্ ।
বীরাচারাদ্ভবেদ্রুদ্রোঽন্যথা নৈব চ নৈব চ ॥
ভাবদ্বয়স্থিতো মন্ত্রী দিব্যভাবং বিচারয়েৎ ।
সদা শুচির্দিব্যভাবমাচরেৎ সুসমাহিতঃ ।
দেবতায়াঃ প্রিয়ার্থঞ্চ সর্ব্বকর্ম্ম কুলেশ্বর ॥
দেবতাতুল্যভাবশ্চ দেবতায়াঃ ক্রিয়াপরঃ ।
তাভ্যাঞ্চ দেবতাভাবং সুদিব্যভাক্ প্রকীর্ত্তিতম্ ।
সর্ব্বেষাং ভাববর্গানাং শক্তিমূলং ন সংশয়ঃ ॥" (রুদ্রযা° ১অঃ)

সাধকদিগের পক্ষে দিব্য, বীর ও পশু (তন্ত্রে) এই যে ত্রিবিধ ভাবের প্রসঙ্গ আছে, তাহাই শক্তিপ্রধান অর্থাৎ শক্তি সাধকগণ এই ত্রিবিধ ভাব আশ্রয় করিবেন। যে পশুভাবে জ্ঞান সিদ্ধি হয়, তাহাই পশ্বাচার, যে বীরভাবে ক্রিয়াসিদ্ধি অর্থাৎ সাধক সাক্ষাৎ রুদ্র হইয়া থাকেন, তাহারই নাম বীরাচার। যে দিব্য ভাবে দেবতাগণের সাক্ষাৎ লাভ ঘটে, তাহাই দিব্যাচার। সাধক প্রথমে পশু ভাবে জ্ঞানী হইলে পরে বীরাচার অবলম্বন করিবেন। বীরাচারেই কেবল রুদ্রত্বলাভ, অপর কোন প্রকারে রুদ্রত্ব লাভ হয় না। পশু ও বীর এই দুই ভাবে সিদ্ধ হইলে তবে দিব্যভাব আলোচনা করিবে। এই দিব্য ভাবের দ্বারা দেবতার তুল্য ভাব ও দেবতার ন্যায় ক্রিয়াপর হওয়া যায়, এই জন্যই ইহা শ্রেষ্ঠ দিব্যজ্ঞান বা দেবতাভাব বলিয়া কথিত এই সকল ভাবের মূলই নিঃসন্দেহে শক্তি।

শাক্তাচার।

শ্যামারহস্যে শাক্তদিগের আচারসম্বন্ধে লিখিত আছে— সর্ব্বদা সকল প্রাণীর হিতে রত এবং বিহিত আচারপরায়ণ হইবেন। অনিত্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত এবং ইষ্টদেবতার প্রতি সকল কর্ম্ম নিবেদন করিবেন। ইষ্টদেবতার মন্ত্র ভিন্ন অন্য মন্ত্রার্চ্চনে শ্রদ্ধা, অনু

যন্ত্রের পূজা, কুলস্ত্রী এবং বীরনিন্দা, সেই স্থলে বেদোপাহরণ, স্ত্রীগণের প্রতি প্রহার ও তাহাদের প্রতি রোষ পরিত্যাগ করিবেন। কারণ সকল জগৎ স্ত্রীময় এবং শাক্ত নিজেও আপনাকে স্ত্রীস্বরূপ বিবেচনা করিবেন। স্ত্রীদিগের পূজা করিতে হয়, এই জন্ম সাধকের স্ত্রীদ্বেষ পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

শাক্তসাধক জপকালে জপস্থানে মহাশঙ্খ স্থাপন করিয়া শুভা ও কুলজাতা শক্তিতে গমন এবং তাহাকে দর্শন ও স্পর্শন; মদ্য, মাংস প্রভৃতি যথাপ্রাপ্ত দ্রব্য সকল ভক্ষণ ও তাম্বূল সেবন করিয়া মদ্য, মাংস, দধি, মধু, দুগ্ধাদি এবং নানাপ্রকার ভোজ্য ইষ্টদেবতার উদ্দেশে নিবেদন করিয়া জপবিধানানুসারে জপ করিবেন।

শাক্তসাধক সিদ্ধির নিমিত্ত যখন জপ করিবেন, তখন তাঁহার দিক্, কাল ও স্থিত্যাদির কোন নিয়ম নাই, অর্থাৎ তিনি কোন্ দিনে কোন্ সময়ে কোন্ দিকে অবস্থান করিয়া পূজাজপাদি করিবেন, তাহার বিশেষ কিছুই নিয়ম নাই। স্নান ও পূজাদি সকলই তিনি ইচ্ছানুসারে করিতে পারিবেন। কিন্তু একটু বিশেষ এই যে সাধক যেস্থলে মহামন্ত্রের সাধন করিবেন, তথায় স্বেচ্ছা নিয়ম চলিবে না। তখন তাহার বিধিবিধানে পূজা ও জপাদি করিতে হইবে। এইকালে বস্ত্র, আসন, স্নানাদি সকলই নিয়মানুসারে করিতে হইবে।

সাধক সাধনকালে মনকে নির্ব্বিকল্প অর্থাৎ স্থির করিবেন। তখন সুগন্ধি শ্বেত ও লোহিত কুসুম ও বিল্বপত্রাদি দ্বারা ইষ্টদেবতায় অর্চ্চনা করা বিধেয়। অর্চ্চনা অর্থাৎ পূজা ও জপের পর পেয়, চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, ভোগ, গৃহ, সুখ এই সকলই যুবতীরূপ চিন্তা করিবেন। এই রূপ চিন্তার পর কুলজা শক্তিকে দর্শন করিয়া সমাহিতচিত্তে তাঁহাকে প্রণাম করিবেন। এইরূপ করিলে যদি সাধকের ভাগ্যবশে কুলবৃষ্টি জন্মে, তাহা হইলে তখন তিনি মানসী পূজার অধিকারী হইবেন। তখন তিনি মানসী পূজা করিয়া বালা, যৌবনোন্মত্তা, বৃদ্ধা, সুন্দরী, কুৎসিতা ও মহাদুষ্টা ইহাদিগকে নমস্কার করিয়া ইহাদিগেরই চিন্তা করিবেন। এই সকল স্ত্রীদিগের প্রহার, ইহাদের নিন্দা বা ইহাদের প্রতি কৌটিল্যাচরণ, বা অপ্রিয়ভাষণ পরিত্যাগ করিবেন, কারণ এই সকল করিলে সিদ্ধির ব্যাঘাত হয়। স্ত্রীগণই জগতে একমাত্র দেবতা, প্রাণ এবং বিভূষণ স্বরূপ। সকল সময়েই স্ত্রীসঙ্গী হইয়া অবস্থান করিবেন।

"স্ত্রীসঙ্গিনা সদা ভাব্যমঙ্গনা স্বামিস্বয়মাপ।
বিপরীতরতা সা তু ভবিতা হৃদয়োপরি॥
সাধর্ম্মো জায়তে সূক্ষ্ম কিঞ্চ ধর্ম্মো মহান্ ভবেৎ।
স্বেচ্ছাচারোহত্র সর্ব্বতঃ প্রচরেৎ হৃষ্টমানসঃ।" (তারাতন্ত্র ৮ প)

শাক্ত সাধক এই প্রকার আচারযুক্ত হইয়া পূজা ও জপাদির অনুষ্ঠান করিবেন। কুলস্ত্রীদিগের সহিত উক্তরূপে পান ভোজনাদি করিয়া পূজাজপাদি করিলে মন্ত্রসিদ্ধি হইয়া থাকে।

কৌলতন্ত্রে লিখিত আছে যে, পানে যাহার ভ্রান্তি, রক্তরেতে ঘৃণা, শুদ্ধিতে অশুদ্ধাভ্রম এবং মৈথুনে পাপশঙ্কা তিনি ভ্রষ্ট, ভ্রষ্টব্যক্তি কিরূপে চণ্ডীমন্ত্র সাধন করিবেন? এই ভ্রষ্টব্যক্তি ইহজীবনে রোগ ও শোকভোগ করিয়া অন্তকালে তাহার রৌরব নরকভোগ হইয়া থাকে। শাক্তদিগের পক্ষে পঞ্চমকারই সুখ ও মোক্ষের একমাত্র শ্রেষ্ঠসাধন। শক্তিদেবী ভাবরূপা এবং তিনি রেতঃদ্বারা প্রসন্না হন। রেতঃদ্বারাই তাঁহার তর্পণ মদ্য এবং মাংসের তুল্য। কেবল পঞ্চমকার দ্বারাই সাধক সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন।

"কেবলৈঃ পঞ্চমৈরেব সিদ্ধো ভবতি সাধকঃ।
ধ্যাত্বা কুণ্ডলিনীং শক্তিং রমন্ রেতো বিমুঞ্চয়েৎ॥"

যদি শক্তিসাধনে অমত্তানারী লাভ হয়, তাহা হইলে তাহাকে আত্মদেহস্বরূপ বিবেচনা করিয়া তৎকর্ণে মন্ত্র প্রদান করিবেন। তাহা হইলেই তিনি ভুক্তি ও মুক্তিপ্রদায়িনী শক্তি হইবেন। রম্ভা ও উর্ব্বশী প্রভৃতি স্বর্গে এবং ইহলোকে যে সকল শ্রেষ্ঠা স্ত্রী আছে, তাহার নাথ হইলে তিনি শাক্ত বা কৌলিক নামে অভিহিত হন।

সাধক গুরুপত্নী প্রভৃতিকে শক্তি করিতে পারেন না; কারণ গুরু সাক্ষাৎ শিব স্বরূপ, তৎপত্নী পরমেশ্বরী,—

"গুরোঃ বধূ বা গুরোঃ কন্যা তথা চ মন্ত্রপুত্রিকা।
এতস্যা রমণং বর্জ্জং ব্রাহ্মণং মানসেঽপি চ॥
কৌলিকস্য চ পত্নী চ সা সাক্ষাদীশ্বরী শিবে।
তস্যা রমণমাত্রেণ কৌলিকো নারকী ভবেৎ॥
মাতাপি গৌরবার্হাত্মা অন্যা বা বিবিতাঃ স্ত্রিয়ঃ।
ভুক্তিযাগে চ কর্ত্তব্যো বিচারো মন্ত্রবিত্তমৈঃ।"

শিবহীন যে শক্তি, তাহাকে দূরে পরিত্যাগ করিতে হয়। সাধক পঞ্চমকারের প্রথমটী দ্বারা ভৈরব, দ্বিতীয়ে ব্রহ্মরূপতাক্, তৃতীয়ে মহাভৈরব, চতুর্থে পূর্ব্বোক্তনায়ক এবং পঞ্চম দ্বারা শিবতুল্য হইয়া থাকেন।

সাধক কুলাচার্য্য গৃহে গমন করিয়া পাপবিনাশের নিমিত্ত অমৃত প্রার্থনা করিবেন, যদি অমৃত না পাওয়া যায়, তাহা হইলে জল পান করিবেন। কুলাচার্য্য যেরূপ ভাবে পাত্র দিবেন, তাহা ভক্তি পূর্ব্বক নমস্কার করিয়া গ্রহণ করিতে হয়।

জ্ঞানবান্ সাধক দ্যূতক্রীড়াদি দ্বারা বৃথা সময় নষ্ট করিবেন না। দেবতাপূজা, জপ, যজ্ঞ ও স্তব পাঠাদি দ্বারা সময় অতিবাহিত করিবেন। সর্ব্বদা গুরুর সহিত শাস্ত্রালাপ, গুরুদর্শন, গুরু

প্রণাম ও গুরুপূজাদি করিবেন। গুরুর অগ্রে পৃথক্ পূজা ও ঔদ্ধত্য, দীক্ষা, ব্যাখ্যা ও প্রভুত্ব পরিত্যাগ করা বিধেয়, গুরুর শয্যা, আসন, যান, পাদুকা, স্নানোদক, ছায়া এই সকল লঙ্ঘন করিবে না। গুরুর নাম ধরিবে না। কায়মনোবাক্যে গুরুর অনুগামী হইয়া গুরুর প্রতি ভক্তি রাখিয়া সাধক সাধনা করিবেন।

শাক্তগণ সকলই শক্তি-রূপে অবলোকন করিবেন। শক্তিই শিব, শিবই শক্তি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ইন্দ্র রবি চন্দ্র ও গ্রহগণ প্রভৃতি সকলই শক্তি স্বরূপ, অধিক কি এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড সকলই শক্তি স্বরূপ, যিনি এই নিখিল জগৎ শক্তিরূপে দর্শন করিতে না পারেন, তিনি নিরয়গামী হইয়া থাকেন। (শ্যামারহস্য)

বর্ত্তমান শাক্তাচার সম্বন্ধে অসংখ্য তান্ত্রিক নিবন্ধ আছে, তন্মধ্যে লক্ষ্মণ দেশিকের শারদাতিলক, রাঘবভট্টকৃত শারদাতিলকের টীকা, ব্রহ্মানন্দ গিরির শাক্তানন্দতরঙ্গিণী, গৌড়ীয় শঙ্করাচার্য্যের তারারহস্য, জ্ঞানানন্দের কৌলাবলীতন্ত্র, ও কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের তন্ত্রসার এই কয়খানি গ্রন্থে মোটামুটি সকল কথাই বর্ণিত হইয়াছে।

২ শক্তিমান্।

"যাচং শাকেব বদতি শিক্ষমাণঃ" (ঋক্ ৭।১০৩।৫)

'শাকস্যেব শক্তিমতঃ শিক্ষকস্য' (সায়ণ)

শাক্তানন্দতরঙ্গিণী (স্ত্রী) তন্ত্রভেদ।

শাক্তিক (ত্রি) শক্ত্যা জীবতি শক্তি (বেতনাদিভ্যো জীবতি। পা ৪।৪।১২) ইতি-ঠক্, আয়ুধো বৃত্তিঃ। যিনি শক্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। শক্তিজীবী।

শাক্তীক (পুং) শক্তিপ্রহরণমস্য শক্তি (শক্তিযষ্ট্যো রীকক্। পা ৪।৪।৫৯) ইতি ঈকক্। শক্তিধারক। পর্য্যায়—শক্তি-হেতিক। (অমর)

শাক্তেয় (ত্রি) ১ শক্তিসম্বন্ধীয়। (পুং) ২ শাক্ত, শক্ত্যুপাসক। ৩ শক্তির পুত্র পরাশর।

শাক্ত্য (পুং) শক্তি-ষ্য। ১ শক্ত্যুপাসক, শাক্ত। ২ বৈদিক গৌরিবীতি ঋষির গোত্রাপত্য। ৩ পরাশর।

শাক্ত্যায়ন (পুং) শাক্ত্যঋষির গোত্রাপত্য।

শাক্মন্ (ক্লী) বল।

"শাক্মনা শাকো অরুণঃ" (ঋক্ ১০।৫৩।৩)

'শাক্মনা বলেন শাকঃ শক্তঃ স্বশক্ত্যৈব সর্ব্বং কর্ত্তুং শক্ত ইত্যর্থঃ' (সায়ণ)

শাক্য (পুং) শকোহভিধানমস্যেতি। শণ্ডিকাদিভ্যো ঞ্যঃ। পা ৪।৩।৯২) ইতি ঞ্য। বুদ্ধদেব। (হলায়ুধ)

২ একটী প্রাচীন ক্ষত্রিয় জাতি। ইহারা সূর্য্যবংশীয় ইক্ষ্বাকু বংশোদ্ভব বলিয়া খ্যাত। এক সময়ে শাক্যগণ বলবীর্য্যপ্রভাবে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন এবং স্বয়ং ভগবান্ বুদ্ধ এই বংশে অবতীর্ণ হইয়া শাক্যজাতির গৌরব বৃদ্ধি করেন।

যে সময়ে মগধাধিপ বিম্বিসার রাজগৃহে, অঙ্গাধিপতি চম্পা নগরে, লিচ্ছবীগণ বৈশালীতে এবং সাকেতপুরী পরিত্যাগের পর যখন কোশলপতি প্রসেনজিৎ উত্তরে শ্রাবস্তিনগরে বিশেষ গৌরবের সহিত রাজ্যশাসন করিতেছিলেন, সেই সময়ে কোশল রাজ্যের পূর্ব্বভাগে রোহিণী নদীতটে শাক্য ও কোলি নামে দুইটী ক্ষত্রিয় শাখা ধীরে ধীরে মস্তকোত্তোলন করিতে প্রয়াস পাইতে ছিলেন। এই সময়ে মগধাধীশ্বর ও কোশলপতি পরস্পরের বিরুদ্ধাচারী হইয়া রাজ্যসীমা বৃদ্ধিমানসে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইয়াছিলেন, সেই সুযোগে রোহিণী নদীর একপারে শাক্যগণ এবং অপর পারে কোলিগণ স্বাধীনতাধ্বজা উড্ডীন করিতে সমর্থ হন এবং কপিলবাস্তুতে শাক্য রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। শাক্য ও কোলগণ পরস্পরে আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ হইয়া পরম আনন্দে কিছুকাল শান্তি সুখভোগ করিয়াছিলেন। শাক্যপতি শুদ্ধোদন দুইটা কোলীয় রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করেন। এই দুই রাজকুমারীর গর্ভে বহুকাল কোন পুত্র সন্তান না হওয়ায় রাজা শুদ্ধোদন বিশেষ চিন্তাকুল হইলেন এবং রাজবংশধরের আশা একরূপ পরিত্যাগ করিলেন। কিছুকাল পরে, জ্যেষ্ঠা রাজমহিষীর গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পাইল। প্রাচীন প্রথানুসারে রাজনন্দিনী সূতিকাগারে আবদ্ধ হইতে পিত্রালয়ে চলিলেন। কিন্তু পথে যাইতেই তিনি লুম্বিনী উদ্যানে একটী পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। নবজাত কুমার ও প্রসূতিকে তখনই কপিলবাস্তুতে ফিরাইয়া আনা হইল। সাতদিন পরে সূতিকাগারেই মাতার বিয়োগ ঘটিল, মাতৃস্বসা কনিষ্ঠা মহিষীই রাজকুমারের পালনভার গ্রহণ করেন। ঐ বালক শাক্যবংশকেতু বলিয়া শাক্যসিংহ নামে বিদিত হন। তিনি কোলিয়-রাজকন্যা যশোধারা বা সুভদ্রার পাণিগ্রহণ করেন। [বুদ্ধ দেখ।]

যে শাক্যবংশে শাক্যসিংহ জন্ম গ্রহণ করেন, সেই ঐক্ষ্বাক বংশধরগণ কিরূপে শাক্য নামে প্রথিত হইয়া বিস্তার লাভ করিয়াছিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ বৌদ্ধ গ্রন্থাবলী মধ্যে লিখিত আছে। ঐ সকল গ্রন্থ পাঠ করিলে প্রবর্দ্ধিত শাক্য জাতির সংখ্যা ও তাঁহাদের প্রভাব এবং বৌদ্ধমতে তাঁহাদের বিরাগ ও আনুরক্তির যথাযথ ইতিহাস সংগ্রহ করিতে পারা যায়।

তিব্বত দেশীয় দুল্ব বা বিনয়পিটক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, বারাণসীপতি মহেশ্বর সেনের বংশধরগণ কুশীনগর ও পোতলে রাজত্ব করিতেন। ঐ বংশে পোতল নামে এক রাজা ছিলেন,

তাঁহার গৌতম ও ভরদ্বাজ নামে দুই পুত্র হয়। জ্যেষ্ঠ গৌতম পিতার অনুমতি লইয়া পোতলের প্রান্তদেশে তপশ্চরণার্থ আগমন করেন এবং কর্ণিকের মৃত্যুর পর ভরদ্বাজ রাজা হন। ভরদ্বাজের পুত্র সন্তান না থাকায় দুঃখিত অন্তঃকরণে একদিন গৌতম স্বীয় গুরু ঋষি কনকবর্ণকে বলিলেন, প্রভো! পোতলরাজবংশ লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে, আপনি ইহার কোন উপায় নির্দ্ধারণ করুন। প্রিয়শিষ্যের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া ঋষি যোগবলে গৌতম শরীরে বৃষ্টিপাত করাইলেন, তাহাতে তাঁহার দেহে দিব্য শক্তির সঞ্চার সহ দিব্য জ্ঞান লাভ হইল এবং তাঁহারই দেহনিঃসৃত দুইটী রক্ত মিশ্রিত বিন্দু কিছু কালে সূর্য্যোত্তাপে থাকিয়া অণ্ডে পরিণত হইল। উত্তরোত্তর সূর্য্যোত্তাপে ঐ অণ্ডদ্বয় ফুটিয়া গেল এবং দিব্যকান্তি দুইটী নবকুমার তদভ্যন্তর হইতে বহির্গত হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী ইক্ষুক্ষেত্রে গমন করিল। সেই প্রখর তাপে বালকদ্বয়ের উৎপত্তি ঘটিল বটে, কিন্তু নষ্টবীর্য্য গৌতম দিন দিন পরিশুষ্ক হইয়া দেহ রক্ষা করিলেন। ঋষি কনকবর্ণ ঐ সন্তানদ্বয়কে গৌতমের পুত্র জানিয়া গৃহে আনিয়া পালন করিতে লাগিলেন। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে তাহাদের জন্ম বলিয়া তাহারা সূর্য্যবংশ, গৌতমের অঙ্গজাত বলিয়া আঙ্গিরস এবং ইক্ষুক্ষেত্রে প্রাপ্ত বলিয়া ইক্ষ্বাকু বা ঐক্ষ্বাক নামে পরিচিত হয়।

ভরদ্বাজের মৃত্যুর পর, মন্ত্রিগণ ঋষির সহিত পরামর্শ করিয়া গৌতমের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজা করেন। কিছু কাল রাজত্ব করিয়া গৌতমের জ্যেষ্ঠ পুত্র অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হওয়াতে কনিষ্ঠতনয় ইক্ষ্বাকু নামগ্রহণপূর্ব্বক রাজ্যেশ্বর হইলেন। তৎপরে তাঁহার শতবংশধর ক্রমান্বয়ে পোতল-রাজধানীতে রাজত্ব করেন। ঐ বংশের শেষ রাজা ইক্ষ্বাকু বিরূঢক। তাঁহার উল্কামুখ, করকর্ণ, হস্তিনাজক ও নূপুর নামে চারি পুত্র ছিল। শেষ রাজা এক আনন্দসুন্দরী রূপবতী নারীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহার গর্ভজাত তনয়কে রাজ্য দিতে অঙ্গীকার করিয়া সেই রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। ঐ রমণীগর্ভে রাজ্যানন্দ নামে যে পুত্র জন্মে বৃদ্ধ পুরুকুত অঙ্গীকারপালনার্থ তাহাকেই রাজসিংহাসন দান করিয়া পূর্ব্বোক্ত পুত্রচতুষ্টয়কে নির্ব্বাসিত করিলেন। রাজকুমারেরা আত্মীয় ও অনুচরবর্গে পরিবৃত হইয়া হিমালয় অতিক্রমপূর্ব্বক ভাগীরথীতীর কপিল মুনির আশ্রমে উপনীত হন। এখানে ঋষির আশ্রম সান্নিধ্যে তাহারা কুটীর নির্ম্মাণ করেন এবং ঋষির আদেশানুসারে তাঁহারা আপন স্বজাতীয় ভগিনীগণকে বিবাহ করিয়া আপনাদের মধ্যেই বহু সন্তান সন্ততি উৎপাদন করিতে বাধ্য হন।

এইরূপে দলপুষ্ট হইলে তাঁহারা ঋষিপ্রদর্শিত আশ্রমভাগে একটী নগর স্থাপন করেন, ঋষির নামানুসারে উহা কপিলবাস্তু নামে প্রথিত হয়। এই খানে উত্তরোত্তর তাহাদের সংখ্যা পরিবর্দ্ধিত হইলে তাঁহারা দেবদহ নামে নগর স্থাপন করিয়া তথায় বাস করেন। এই সময় "শাক্যগণ স্বজাতীয় ভিন্ন কোন রমণীর পাণিগ্রহণ করিতে পারিবেন না" এইরূপ বিবাহপদ্ধতি লিপিবদ্ধ হয়।

এদিকে একদিন রাজা বিরূঢক আপন প্রথম পুত্র চতুষ্টয়ের কথা স্মরণ করিয়া রাজসভায় তাঁহাদের কথা উত্থাপন করিলে রাজামাত্যগণ কহিলেন, মহারাজ আপনার পুত্রগণ আপনাদের অদৃষ্ট ও শক্তিবলে এইরূপে সুপ্রতিষ্ঠ হইয়া রাজ্যেশ্বর হইয়াছে। তখন রাজা পুত্রগণের অলৌকিক কীর্ত্তিকাহিনী শ্রবণ করিয়া বলিলেন, 'কুমারেরা সাহসী ও শক্তিমান্', তদবধি তাহারা শাক্য নামে পরিচিত হইল। মতান্তরে ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ শাকবৃক্ষ আশ্রয় করিয়াছিলেন এবং ইঁহারা তাঁহাদের বংশধর বলিয়া "শাক্য" নামে পরিচিত হন।

বিরূঢকের মৃত্যু হইলে তাহার সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র রাজা হন। ইঁহার কোন সন্তানাদি না থাকায় তদংশে উল্কামুখই পুনরায় পোতলের রাজা হইয়াছিলেন। তৎপরে যথাক্রমে করকর্ণ, হস্তিনাজক ও নূপুর রাজা হন। নূপুরের পুত্র বশিষ্ঠ, তৎপরে ঐ বংশে ৮৫০০০ জন রাজার পর ধনুর্দুর্গ কপিলবাস্তুর অধীশ্বর ছিলেন। ইঁহার সিংহহনু ও সিংহনাদ নামে দুই পুত্র ছিল। সিংহহনুর শুদ্ধোদন, শুক্লোদন, দ্রোণোদন ও অমৃতোদন নামে চারিপুত্র এবং শুদ্ধা, শুক্লা, দ্রোণা ও অমৃতা নামে চারিকন্যা জন্মে। শুদ্ধোদনের পুত্র সিদ্ধার্থ ও আয়ুষ্মৎ নন্দ, শুক্লোদনের পুত্র আয়ুষ্মৎ তিস ও শাক্যরাজ ভদ্র (ভদ্রিক), দ্রোণোদনের পুত্র মহানাম ও আয়ুষ্মৎ অনিরুদ্ধ; অমৃতোদনের পুত্র আনন্দ ও দেবদত্ত, শুদ্ধার সুপ্রবুদ্ধ, শুক্লার মল্লিক, দ্রোণার সুলভ, অমৃতার কল্যাণবর্দ্ধন এবং সিদ্ধার্থের রাহুল নামে পুত্র জন্মিয়াছিল। এই সকল শাক্যকুলরথী হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের পুষ্টি ও প্রচার হয়।*

সিদ্ধার্থের বুদ্ধত্বপ্রাপ্তি এবং তন্মতপ্রচারের পূর্ব্বে শাক্যগণ শিব ও শক্তির উপাসক ছিলেন, তাহার আভাস ললিতবিস্তরাদি গ্রন্থে যথেষ্ট পাওয়া যায়। এই সময় সংখ্যাবৃদ্ধির সহিত শাক্যগণের প্রভাব যথেষ্ট বাড়িয়া উঠিয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত কোশলরাজ প্রসেনজিতের পুত্র বিঢূঢ়ক বা বিরূধক পিতাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া স্বয়ং কোশলের রাজা হন, তৎপরে তিনি কপিলবাস্তুর

* উপরে যে উপাখ্যান বর্ণিত হইল, তাহা কতকটা রামায়ণের রাজা অবলম্বনে রচিত বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক উহাতে মূল ইতিহাসের কতক চাহাও প্রতিফলিত দেখা যায়।

শাক্যকুল নির্ম্মূল করিয়াছিলেন। জাতিগত ও ধর্ম্মগতবিদ্বেষই ইহার একমাত্র কারণ।

শাক্যগণ যে বুদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহার পরিচয় বৌদ্ধধর্ম্মের বিকাশের ইতিহাসে সুন্দর রূপে বর্ণিত আছে। আনন্দ, কাশ্যপ প্রভৃতি সিদ্ধার্থের অনুচরগণ সকলেই শাক্যবংশোদ্ভব ছিলেন। ধর্ম্মের আচ্ছাদনে সামাজিক আবরণ ঘুচিয়া গেল, শাক্যগণ তখন বৌদ্ধ যতি বা শ্রমণ নামে পরিচিত হইলেন। শিলালিপি হইতে শাক্য ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীর পরিচয় পাওয়া যায়, তাহারা খৃষ্টীয় ৫ম ৬ষ্ঠ শতাব্দীতেও বিদ্যমান ছিলেন। তন্মধ্যে খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ শাক্যভিক্ষু বোধিধর্ম্মের মূর্ত্তি-লিপি, যশোবিহারের বৌদ্ধ ভিক্ষুণী জয়ভট্টারিকার মূর্ত্তিলিপি, শাক্যরাজ মহানামের বোধগয়াস্থ লিপি, গোহ্বর সিংহবলপুত্র বিহারস্বামী রুদ্রের লিপি, শাক্যযতি ধর্ম্মদাসের সাঞ্চী লিপি এবং তিষ্যাম্রতীর্থনিবাসী শাক্যভিক্ষু ধর্ম্মগুপ্ত ও দংষ্ট্রসেনের বোধগয়াস্থ লিপি তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।*

শাক্যপাল (পুং) রাজভেদ। (রাজতর° ৮।১৩২৬)

শাক্যপুঙ্গব (পুং) শাক্যে শাক্যবংশে পুঙ্গবঃ শ্রেষ্ঠঃ। শাক্যসিংহ, শাক্যমুনি।

শাক্যপ্রভ (পুং) বৌদ্ধাচার্য্যভেদ। (তারনাথ)

শাক্যবুদ্ধ (পুং) বুদ্ধদেব, শাক্যমুনি।

শাক্যবুদ্ধোপজীবিন্ (ত্রি) শাক্যবুদ্ধং বুদ্ধমতং উপজীবতি জীবিণিনি। শাক্যবুদ্ধ মতাবলম্বী।

শাক্যবুদ্ধি (পুং) বৌদ্ধাচার্য্যভেদ, শাক্যবোধ নামান্তর।

শাক্যবোধিসত্ত্ব (পুং) বুদ্ধদেব, শাক্যমুনি।

শাক্যভিক্ষু (পুং) বুদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। মনুটীকাকার কুল্লূক শাক্য ভিক্ষুদিগকে পাষণ্ডী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"পাষণ্ডিনো বিকর্ম্মস্থান্ বৈড়ালব্রতিকান্ শঠান্।" (মনু ৪।৩০)

'পাষণ্ডিনঃ বেদবাহ্যব্রতালিঙ্গধারিণঃ শাক্যভিক্ষু ক্ষপণকাদয়ঃ' (কুল্লূক)

শাক্যভিক্ষুকী (স্ত্রী) বৌদ্ধ ভিক্ষুরমণী। (দশকুমারচ°)

শাক্যমতি (পুং) বৌদ্ধাচার্য্যভেদ। (তারনাথ)

শাক্যমহাবল (পুং) বৌদ্ধরাজভেদ।

শাক্যমিত্র (পুং) বৌদ্ধাচার্য্যভেদ।

শাক্যমুনি (পুং) বুদ্ধদেব, শাক্যবংশাবতংস বুদ্ধ, মুনিবিশেষ। পর্য্যায়—শ্রীঘন, শ্রীধন, ধর্ম্মকেতু, সর্ব্বজ্ঞ, লোকজ্ঞান, সর্ব্বদর্শী মহাবোধ, মহাবল, ধর্ম্মরাজ, ... সিদ্ধার্থ, শৌদ্ধোদনি। (শব্দরত্না°) অমরটীকাকার ভরত এই শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।—"বুদ্ধদেব শাক্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এই জন্য শাক্য এবং মুনির ন্যায় আচরণ করিতেন, এই জন্য শাক্যমুনি নামে অভিহিত হইতেন। শাক শব্দে বৃক্ষবিশেষ, এই বৃক্ষতলে অবস্থান করিতেন এই কারণ শাক্য। ইক্ষ্বাকুবংশীয় কতকগুলি ব্যক্তি পিতার শাপে গৌতম বংশীয় কপিল মুনির আশ্রমে শাক বৃক্ষতলে বাস করিতেন, সেই জন্য তাহারা শাক্য নামে অভিহিত হন।

'শাক্যবংশজাত্ শাক্যঃ শাক্যশ্চাসৌ মুনিশ্চেতি শাক্যমুনিঃ তথাহি শাকো বৃক্ষবিশেষ তত্রভবা বিদ্যমানাঃ শাক্যাঃ। পিতুঃ শাপেন কেচিদিক্ষ্বাকুবংশ্যা গৌতমবংশজকপিলমুনিরাশ্রমে শাকবৃক্ষে কৃতবাসাশ্চ শাক্যা উচ্যন্তে।' তদুক্তং

"শাকবৃক্ষপ্রতিচ্ছন্নং বাসং যস্মাৎ প্রচক্রিরে।

তস্মাদিক্ষ্বাকুবংশ্যাস্তে ভুবি শাক্যা ইতি শ্রুতাঃ।" অমরটী° ভরত)

শাক্যবর্দ্ধ (পুং) শাক্যকুলদেবতাবিশেষ।

শাক্যশ্রী (পুং) বৌদ্ধাচার্য্যবিশেষ।

শাক্যসিংহ (পুং) শাক্যঃ সিংহ ইব। শাক্যমুনি। (অমর

শাক্র (ত্রি) শক্র-অণ্। ১ শক্র সম্বন্ধীয় ২ শক্রদৈবত নক্ষত্র, জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র।

শাক্রী (স্ত্রী) দুর্গা দেবী।

"ইন্দ্রাণী ইন্দ্রজননী শাক্রী শক্রপরাক্রমা।

মহাভুজকরা দেবী মন্ত্রা তেনোপগীয়তে॥" (দেবীপু°)

২ শক্রপত্নী।

শাক্রীয় (ত্রি) শক্র পদার্থ, শক্র সম্বন্ধীয়।

শাক্বর (ত্রি) ১ আকাশোদ্ভব বায়ু। সৃষ্টির প্রথমে আত্মা হইতে আকাশ উদ্ভূত হয়, পরে ঐ আকাশ হইতে বায়ু জন্মে। ২ শক্তিমান্ পুরুষ সম্বন্ধীয়। "শাক্বরায় শকম ওক্তিষ্ঠায়" (শুক্ল যজু° ৬।৫)

'শাক্বরায় শকুবন্তি স্থাতুং ভূতানি যত্র স শকরঃ আকাশস্তস্মাৎ শাক্বরং তস্মৈ তস্মাদেতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ আকাশাদ্বায়ুরিতি শ্রুতেঃ। যদ্বা শাক্বরায় শকনশীলঃ শক্রঃ শক্তিমান্ পুরুষস্তস্যেদং শাক্বরং শক্তিস্বরূপং শাক্বরং তস্মৈ' (মহীধর)

শাক্বরবর্ণ (ক্লী) সামভেদ। (লাট্যা° ৭।২।১৬)

শাক্বর্য্য (ক্লী) শাক্বরের কার্য্য।

শাখ, ব্যাপ্তি। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ শাখতি। লোট্ শাখতু। লিট্ শশাখ। লুঙ্ অশাখীৎ। লিঙ্ শাখ্যাৎ লুঙ অশাখীৎ।

শাখ (পুং) কৃত্তিকাপুত্র, কার্ত্তিকেয়।

"অগ্নিপুত্রঃ কুমারস্তু শরস্তম্বে ব্যজায়ত।

তস্য শাখো বিশাখশ্চ নৈগমেয়শ্চ পৃষ্ঠজঃ॥

অপত্যং কৃত্তিকানাঞ্চ কার্ত্তিকেয়স্ততঃ স্মৃতঃ।" (মৎস্যপু° ৫অ°)

* Vide Dr. Fleet's Inscriptions of Gupta kings. Vol. III. p. 272-282.

শাখা (স্ত্রী) শাখতি গগনং ব্যাপ্নোতীতি শাখ-অচ্-টাপ্। বৃক্ষাঙ্গবিশেষ, ডাল। পর্য্যায়—লতা, শাখা, শিখা। (জটাধর মেদিনী)

"শাখাচ্ছেদোদ্ভবং দুঃখং নচ কার্য্যং ত্বয়া প্রভো।

গৃহীত্বা তব শাখাঞ্চ দুর্গপূজাং করোম্যহম্ ।" (দুর্গাপূজাপদ্ধতি)

২ পক্ষান্তর ৩ বাহু। ৪ বেদভাগ, বেদের শাখা। (মেদিনী)

"যত্নেন ভোজয়েচ্ছ্রাদ্ধে বহ্বৃচং বেদপারগম্।

শাখান্তগমথাধ্বর্য্যুং ছন্দোগন্তু সমাপ্তিকম্ ॥" (মনু ৩।১৪৫)

৫ গ্রন্থভেদ। (ধরণি) ৬ অন্তিক, সমীপ। (বিশ্ব)

৭ প্রকার। (গীতা ২।৪১) ৮ গ্রন্থপরিচ্ছেদ।

শাখাকণ্ট (পুং) শাখায়াং কণ্টোহস্য। স্নুহীবৃক্ষ, মনসা গাছ। এই বৃক্ষের প্রতি শাখায় কাঁটা আছে এই জন্য ইহার নাম শাখাকণ্ট। (রাজনি°)

শাখাঙ্গ (ক্লী) অঙ্গস্য শাখা পূর্ব্বনিপাতঃ। দেহাবয়ব, অঙ্গের হস্তপদাদি।

শাখাগ্র (ক্লী) শাখায়া অগ্রং। ১ বিটপাগ্র, শাখার অগ্রভাগ। ২ অঙ্গুলি।

শাখাদ (ত্রি) ১ চতুষ্পদ জন্তুবিশেষ। (চরক ১।২৫) ২ হস্তী।

শাখানগর (ক্লী) শাখেব নগরং। নগরের প্রান্তবর্ত্তী ক্ষুদ্র নগর, উপনগর। অমরটীকায় ভরত ইহার ব্যুৎপত্তি এইরূপ করিয়াছেন যে, নগরে অপরিমিত লোকের স্থান না হওয়ায় সেই সকল লোকের অবস্থানের জন্য তাহার সমীপে যে নগর স্থাপিত হয়, তাহাকে শাখানগর কহে। মূলনগর বৃক্ষ স্থানীয়, তাহার সমীপে হয় বলিয়া তাহাকে শাখানগর কহে। সহরতলী (Suburb)

"মূলনগরেঽপরিমিতস্য জনৌঘস্য স্থানায় মূলনগরস্য সমীপে হস্তে যা যদন্তৎ পুরং নগরান্তরং ক্রিয়তে তৎশাখানগরং, মূলনগরস্য তরুস্থানীয়স্য শাখেব। অভিযান্তি রমণমপান্ত স্যাহক্রিয়াস্থি রমণং শাখানগরমিত্যপি।" (ভরত) শব্দরত্নাবলীতে লিখিত আছে যে মূলনগর হইতে আরম্ভ করিয়া অপর যে নগর হয়, তাহাকে শাখানগর কহে।

'আরভ্য মূলনগরাদপরং নগরং হি যৎ।

তদাভবাদ্দিরমণং শাখানগরমিত্যপি ॥' (শব্দরত্না°)

শাখান্তর (ক্লী) শাখায়া অন্তরং। অন্যশাখা, ভিন্নশাখা।

শাখাপশু (পুং) যূপবদ্ধ পশু। (সাংখ্যা° গৃহ্য° ১১।০)

শাখাপিত্ত (ক্লী) হস্তপাদাংশমূলদাহ, চলিত হাত পা ও মুখাদি জ্বালা। পিত্ত কুপিত হইয়া দাহ জন্মায়, আংশিকরূপে স্থানাংশেষে পিত্ত কুপিত হইয়া এইরূপ দাহ জন্মিলে তাহাকে শাখাপিত্ত কহে। ইহার লক্ষণ—

"দাহস্তু যত্রাস্তি ভবদৃশ্চক্ষুরাদিষু।

পাণিপাদাংশমূলেষু শাখাপিত্তং তদুচ্যতে ॥" (রাজনি°)

শাখাপুর (ক্লী) পুরস্য শাখা অভিধানাৎ পূর্ব্বনিপাতঃ শাখেব পুরমিতি বা। শাখানগর, উপপুর। (হেম)

শাখাপ্রকৃতি (স্ত্রী) প্রকৃতিবিশেষ। মনুতে লিখিত আছে—অরিভূমির অগ্রে মিত্র, অরিমিত্র, মিত্রমিত্র ও অরিমিত্রমিত্র এই চারিটী প্রকৃতি আর শাখা প্রকৃতি ৮টী।

"এতাঃ প্রকৃতয়ো মূলং মণ্ডলস্য সমাসতঃ।

অষ্টৌচান্যাঃ সমাখ্যাতা দ্বাদশৈব তু তাঃ স্মৃতাঃ ॥"(মনু ৭।১৫৬

'অগ্রতোঽরিভূমীনাং মিত্রং অরিমিত্রং মিত্রমিত্রং অরিমিত্রমিত্রঞ্চেতি এবং চতস্রঃ প্রকৃতয়ঃ। আসাং মূলপ্রকৃতীনাং চতসৃণাং অষ্টানাং শাখাপ্রকৃতীনাং' (কুল্লুক)

শাখাভৃৎ (পুং) শাখাং বিভর্ত্তি ভৃ-কিপ্, তুক্। বৃক্ষ।

শাখামৃগ (পুং) শাখায়াং মৃগঃ। বানর। (অমর)

"মুক্তাফলায় করিণং হরিণং পলায়

সিংহং নিহন্তি ভুজাবক্রমসূচনায়।

কা নীতি রীতি রিয়তা বয়ুং শবীর

শাখামৃগে অবতি যস্তব বাণলক্ষঃ ॥" (উদ্ভট)

শাখাম্লা (স্ত্রী) তিন্তিড়ীবৃক্ষ, তেঁতুলগাছ। (রাজনি°)

শাখারণ্ড (পুং) যে ব্রাহ্মণ স্বীয় শাখা পরিত্যাগ করিয়া অপরের শাখা অধ্যয়ন করে, তাহাকে শাখারণ্ড কহে। পর্য্যায়—অন্যশাখক। (হেম)

শাখারথ্যা (স্ত্রী) ষোড়শ হস্ত প্রশস্ত পথ, ১৬ হাত চওড়া পথ। ইহার লক্ষণ—

"ধনূংষি চৈব চত্বারি শাখারথ্যাস্তু নির্ম্মিতাঃ।

ত্রিকবাটোপরথ্যাস্তু দ্বিকবাস্ত্যপরকক্ষাঃ ॥"

(দেবীপুরাণ গোপুরদ্বারকল্পনাধ্যায়)

শাখারোগ (পুং) রোগবিশেষ। রক্তাদি ধাতু কুপিত হইয়া ব্যঙ্গ্য বিসর্প ও অন্ত্যাদিরোগ। (চরক সূত্রস্থা° ১১ অ°)

শাখাল (পুং) শাখাং লাতি আশ্রয়তীতি লা-ক। বানীরবৃক্ষ, জলবেতস। (রাজনি°)

শাখাবাত (পুং) বাতরোগবিশেষ, হস্তপদাদিগত বাতরোগ। হস্ত ও পদকে দেহের শাখা কহে, এইস্থানে বাত আশ্রয় করিলে তাহাকে শাখাবাত কহে। (সুশ্রুত)

শাখাশিফা (স্ত্রী) শাখায়াঃ শিফা। শাখাজাত শিফা, চলিত নামনা। বৃক্ষের মূলদেশ হইতে অগ্র পর্য্যন্ত যে সকল লতাদি হয়, তাহাকে শাখাশিফা কহে। পর্য্যায়—অবরোহ। (অমর)

'তরোর্ম্মূলাদারভ্য অগ্রং যাবৎ গতা লতা তরুচ্যাদিঃ শাখাশিফা।' (ভরত)

শাখাস্থি (ক্লী) হস্তের অস্থি, হাতের হাড়। (হেম)

শাখি (পুং) তুর্কীস্থান।

শাখিন্ (পুং) শাখাহস্ত্যাস্তেতি শাখা-ইনি। বৃক্ষ, গাছ।

"সীতায়া হার বাঞ্ছরীবকুসুমপ্রায়ে পদ্মকালোচ্চকৈঃ
পৌলস্ত্যস্ত নিতান্তকুন্তকুলিশে বর্হাধিকে বর্কসি।
আপুষ্প নিমজ্জমধ্যমন্থরৈব জামীয়াহে
কঃ শাখী সাধ যস্ত পুষ্পমভবৎ পুষ্পায়ুধস্তায়ুধম্॥" (উদ্ভট)

২ বেদ। ৩ নৃপবিশেষ। ৪ তুরুষ্কদেশীয় লোক। (ত্রি) ৪ শাখাবিশিষ্ট, শাখাযুক্ত।

শাখিল (পুং) ব্যক্তি বিশেষ। (কথাসরিৎসা° ৫৭।৮৫)

শাখীয় (ত্রি) শাখাসম্বন্ধীয়।

শাখোট (পুং) স্বনামখ্যাত বৃক্ষবিশেষ। (Streblus asper) চলিত শেওড়াগাছ। হিন্দী—সহোরা, রুখা, সিওড়; কলিঙ্গ—আখোড়মরণু; মহারাষ্ট্র—সাখোড়, তৈলঙ্গ—ভারণিকেচেট্টু, বরন্কী; বম্ব—সাহোড়া। সংস্কৃত পর্য্যায়—পিশাচদ্রু, পীতফল, কর্কশচ্ছদ, ভূতবৃক্ষ, সকট, অক্ষধর, গবাক্ষী, ধূকাবাস, রুক্ষপত্র, পীত, কৌশিকোয়জ, ক্ষীরনাশন। গুণ—তিক্ত, উষ্ণ, পিত্তবর্দ্ধক ও বাতনাশক। (রাজনি°)

ভাবপ্রকাশমতে ইহার গুণ—রক্তপিত্ত, অর্শ, বাতশ্লেষ্ম ও অতিসারনাশক। (ভাবপ্রকাশ) শ্বিত্ররোগে ইহার বাকল বাটিয়া প্রলেপ দিলে আরোগ্য হয়।

শাখ্য (ত্রি) শাখা-য্য। শাখাসম্বন্ধী।

শাগলি (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ।

শাঙ্কর (স্ত্রী) শঙ্কর-অণ্। ১ ছন্দোভেদ। (মেদিনী) ইহার রূপান্তর শাক্কর বা শাকর এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। শঙ্করো দেবতাস্ত অণ্। ২ রুদ্রদৈবতক নক্ষত্র, আর্দ্রানক্ষত্র, এই নক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা শঙ্কর, এই জন্ত ইহার নাম শাঙ্কর।

"মৃগেন্তু মৃদুকান্তরং অগ্নুরমেব শাঙ্করে।" (বৃহৎসংহিতা ৭১।৭)

(পুং) শঙ্করস্তায়ং বাহনত্বাৎ শঙ্কর-অণ্। ৩ বলীবর্দ্দ। (মেদিনী) ৪ শঙ্করসম্বন্ধী।

শাঙ্করভাষ্য (স্ত্রী) শঙ্করাচার্য্যপ্রণীত ভাষ্য। বেদান্তদর্শন, গীতা ও উপনিষদ্‌সমূহের শঙ্করাচার্য্য যে ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাকে শাঙ্করভাষ্য কহে।

শাঙ্করি (পুং) শঙ্করস্তাপত্যং পুমান্ শঙ্কর-ইঞ্। ১ কার্ত্তিকেয়। ২ গণেশ। (মেদিনী)

শাঙ্কব্য (পুং) শঙ্কোর্গোত্রাপত্যাং শঙ্কু (গর্গাদিভ্যো যঞ্। পা ৪।১।১০৫) ইতি যঞ্। শঙ্কুর গোত্রাপত্য।

শাঙ্কব্যায়নী (স্ত্রী) শাঙ্কব্য ফ, ঙীষ্। শাঙ্কব্যের স্ত্রী। (পা ৪।১।১৮)

শাম্বুক (পুং) রাজতরঙ্গিণ্যুক্ত কাব্যভেদ। হীন ভুবনাভ্যুদয় নামক একখানি কাব্য প্রণয়ন করেন। (রাজতরঙ্গিণী ৭।১৩৪)

শাঙ্কুপথিক (ত্রি) শঙ্কুপথেন আহৃতং গচ্ছতীতি বা। শঙ্কুপথ (উত্তরপথেনাহৃতঞ্চ। পা ৫।১।৭৭) ইতি ঠঞ্, আদ্যচো বৃদ্ধিঃ। ১ শঙ্কুপথ দ্বারা আহৃত। ২ শঙ্কুপথদ্বারা গমনকারী।

শাঙ্কুর (ত্রি) ১ শঙ্কুসম্বন্ধীয়। (পুং) ২ লিঙ্গভেদ। (অথর্ব ৭।৯০।৩)

শাঙ্খ (ত্রি) শঙ্খস্তেদং অণ্। শঙ্খসম্বন্ধী।

শাঙ্খমিত্র (পুং) শঙ্খমিত্রের গোত্রাপত্য।

শাঙ্খমিত্রি (পুং) ১ অথর্ব্বপ্রাতিশাখ্যের একজন বৈয়াকরণ। ২ শঙ্খমিত্রের গোত্রাপত্য।

শাঙ্খলিখিত (ত্রি) শঙ্খ ও লিখিত ঋষির ধর্ম্মশাস্ত্রসম্বন্ধীয়।

শাঙ্খায়ন (পুং) শঙ্খস্ত গোত্রাপত্যং শঙ্খ (অশ্বাদিভ্যঃ ফঞ্। পা ৪।১।১১০) ইতি ফঞ্। শঙ্খের গোত্রাপত্য।

শাঙ্খায়ন্য (পুং) শাঙ্খায়নস্ত গোত্রাপত্যং শাঙ্খায়ন (গোত্রে কুঞ্জাদিভ্য চ্ফঞ্। পা ৪।১।৯৮) ইতি চ্ফঞ্। শাঙ্খায়নের গোত্রাপত্য।

শাঙ্খিক (পুং) শঙ্খকরণং শিল্পমস্ত ইতি শঙ্খ-ঠক্। শঙ্খকারজাতিবিশেষ, শাঁখারিজাতি। পর্য্যায়—কাম্ববিক, শঙ্খকার, কাম্বজক। ২ শঙ্খবাদক। পর্য্যায়—শঙ্খধ্মা। (জটাধর)

শাঙ্খিন (পুং) শঙ্খিনোঽপত্যং শঙ্খিন্ (সংযোগাদিশ্চ। পা ৬।৪।১৬৬) ইতি অণ্। শঙ্খীর অপত্য।

শাঙ্খ্য (পুং) শঙ্খস্ত গোত্রাপত্যং শঙ্খ (গর্গাদিভ্যো যঞ্। পা ৪।১।১০৫) ইতি যঞ্। শঙ্খের গোত্রাপত্য।

শাচি (পুং) সক্তুসমূহ।

"ভূর্ভুবঃ স্বর্জালীন্ শাচীন্ যবো" (শুক্লযজু° ২৩।৮)
'শাচীন্ সক্তূনাং সমূহঃ' (মহীধর)

২ শক্ত। ৩ প্রখ্যাত। (ঋক্ ৮।১৭।১২)

শাচিগু (ত্রি) শক্ত গাভীযুক্ত। যাহার গাভী সকল কার্য্যে সমর্থ আছে। ২ বিখ্যাত গাভীযুক্ত।

"শাচিগো শাচিপূজনায়ং রণায়তে সুতঃ" (ঋক্ ৮।১৭।১২)
'হে শাচিগো! শাচয়ঃ শক্তাঃ গাবঃ যস্তাসৌ শাচিগুঃ যদ্বা শচ ব্যক্তায়াং বাচি অস্মাদৌণাদিক ইঞ্। শাচয়ো ব্যক্তা প্রখ্যাতা গাবো যস্ত তাদৃশ, হে শাচিপূজন। পূজ্যতেঽনেনেতি পূজনং স্তোত্রাদ, প্রখ্যাতপূজন।' (সায়ণ)

শাচিপূজন (ত্রি) বিখ্যাতপূজন। (ঋক ৮।১৭।১২)

শাট্কা (স্ত্রী) শালিঞ্চশাক। (বৈদ্যক° ২ অ°)

শাট (পুং) বস্ত্রভেদ, চলিত শাড়ী বা ধুতি। (অমর)

'দূরতঃ শোভতে মূর্খো লম্বশাটপটাবৃতঃ।
তাবচ্চ শোভতে মূর্খো যাবৎকিঞ্চিন্ন ভাষতে।" (চাণক্যশতক)

শাটক (পুং স্ত্রী) শাট-স্বার্থে-কন্। পট, শাট বস্ত্র। ২ নাটকভেদ। (অমর)

শাটিকা (স্ত্রী) শাটী। (ভরত)

শাটী (স্ত্রী) বস্ত্রভেদ। চলিত শাড়ী, সধবা স্ত্রীগণ চেটোল পাড়যুক্ত যে বস্ত্র পরিধান করে, তাহাই শাটী নামে অভিহিত হয়। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় এই শব্দে এইরূপ কোন ভেদ দেখিতে পাওয়া যায় না, বস্ত্রমাত্রই শাট ও শাটী শব্দে অভিহিত হয়।

শাট্য (ত্রি) শটোঽভিজনোঽস্য শট (শাণ্ডিকাদিভ্যো ঞ্যঃ। পা ৪।৩।৯২) ইতি ঞ্য। শট অভিজন যাহার। ২ শটের গোত্রাপত্য। (পাণিনি ৪।১।১০৫)

শাট্যায়ন (ক্লী) হোমভেদ, শাট্যায়নহোম। প্রকৃতকর্ম্ম-বৈগুণ্যপ্রশমনার্থ হোমবিশেষ। বিবাহ ও ব্রতপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কোন একটী কর্ম্ম করিতে হইলে সেই কর্ম্মে যে হোম অভিহিত হইয়াছে, তাহাকে প্রকৃতকর্ম্ম কহে। প্রকৃতকর্ম্ম করিতে করিতে যদি ভ্রম ও প্রমাদবশতঃ কোন ত্রুটি হয়, তাহা হইলে ঐ ত্রুটি প্রশমনের জন্য যে হোম অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহাকে শাট্যায়ন হোম কহে। ভবদেবভট্ট প্রকৃতকর্ম্মের বৈগুণ্য-সমাধানের জন্য এই হোম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি স্বীকার করেন না। তাঁহারা প্রায়শ্চিত্তের জন্য এই হোম করিতে হয়, ইহাই বলিয়া থাকেন। প্রকৃত কর্ম্মের যদি ভ্রম হয়, তাহা হইলে তাহার প্রায়শ্চিত্তের জন্য এই হোম করিবে।

"যত্তু প্রকৃতকর্ম্মবৈগুণ্যপ্রশমনায় শাট্যায়নহোমাভিধানং ভবদেবভট্টসম্মতং তন্ন প্রামাণিকং তস্যাপি মহাপ্রামাণিকৈ-ভট্টনারায়ণচরণৈর্গোভিলভাষ্যে তদপ্রমাণীকৃতত্বাৎ। ছন্দোগ-পরিশিষ্টে প্রায়শ্চিত্তাখং প্রকারত্রয়মাত্রমুক্তং।" (তিথিতত্ত্ব)

(পুং) ২ মুনিবিশেষ।

শাট্যায়নক (ক্লী) শাট্যায়নহোমকল্প।

শাট্যায়নি (পুং) শাট্যায়নস্য গোত্রাপত্যং শাট্যায়ন (তিকা-দিভ্যঃ ফিঞ্। পা ৪।১।১৫৪) ইতি ফিঞ্। শাট্যায়ন মুনির গোত্রাপত্য। (শতপথব্রা° ৮।১।৪।৯)

শাট্যায়নিন্ (পুং) শাট্যায়নেন যৎ প্রোক্তং শাট্যায়ন (পুরাণপ্রোক্তেষু ব্রাহ্মণকল্পেষু। পা ৪।৩।১০৫) ইতি ণিনি। শাট্যায়নপ্রোক্ত, শাট্যায়ন যাহা বলিয়াছেন। শাট্যায়নোক্ত শাস্ত্র।

শাঠায়ন (পুং) শঠের গোত্রাপত্য।

শাঠায়ন্য (পুং) শঠের গোত্রাপত্য (পাণিনি ৪।১।৯৮)

শাঠ্য (ক্লী) শঠস্য ভাবঃ শঠ-ষ্যঞ্। শঠতা, ধূর্ত্ততা, কপটতা, খলতা, শঠের কার্য্য। পর্য্যায়—কপট, ব্যাজ, দম্ভ, উপাধি, ছদ্ম, কৈতব, কুসৃতি, নিকৃতি এই ৮টী অসদ্ব্যবহারকে শাঠ্য কহে। অমরটীকায় ভরত লিখিয়াছেন যে—পূর্ব্বোক্ত পর্য্যায়ে কপট প্রভৃতি ৬টী ছদ্মার্থে এবং কুসৃতি প্রভৃতি তিনটী চিত্তকৌটিল্যে ব্যবহার হয়। এই কথা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। ইহাদের মধ্যে ভেদ এই যে, কপট, ব্যাজ প্রভৃতি ৬টী বঞ্চনমাত্রফল এবং কুসৃতি প্রভৃতি ৩টী হিংসামাত্র ফল। কিন্তু অনেকেরই মত এই যে এই নয়টীই একার্থে ব্যবহৃত হয়।

"নব অযথার্থ ব্যবহারে। শঠ বধে ক্লেশকৈতবে তালব্যাদিঃ অন্, তস্য কর্ম্ম শাঠ্যং ষ্যঞঃ, কপটাদি ষট্কং ছদ্মনি কুসৃত্যাদি-ত্রয়ং চিত্তকৌটিল্যে ইত্যেকে। কপটাদিষট্কং বঞ্চনমাত্রফলং, কুসৃত্যাদি ত্রিকন্তু হিংসাফলমিতি ভেদঃ। ইতি সর্ব্বানন্দো মধুশ্চ। নবৈবৈকার্থা ইতি বহবঃ। অপিচ। শব্দরত্নাবল্যাং—

"অস্ত্রিয়াং কপটো ব্যাজ উপধির্দম্ভ এব চ।
কূটং কল্কং ছলং ছদ্মমিব কৈতব কৈতবম্ ॥
অথ শাঠ্যস্য পর্য্যায়া কুসৃতির্নিকৃতিশ্চ সা।
হিংসাফলে চতুষ্কং স্যাৎ শাঠ্যপর্য্যায় ঈরিতঃ ॥
পূর্ব্বঃ কপটপর্য্যায়ঃ ফলে বঞ্চনমাত্রকে।
উভয়োরেক পর্য্যায় ইতি কেচিৎ প্রচক্ষতে ॥" (ভরত)

চাণক্যপণ্ডিত চাণক্য শ্লোকে লিখিয়াছেন যে ব্যক্তি শঠ, তাহার প্রতি শঠতাচরণ করাই যুক্তিযুক্ত। কুটিল ব্যক্তির প্রতি সরলতানীতি শাস্ত্রবিগর্হিত।

"শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ" (চাণক্য)

শাঠ্যবৎ (ত্রি) শাঠ্যং বিদ্যতে হস্য মতুপ্ মস্য ব। শাঠ্যযুক্ত, শঠতাবিশিষ্ট, শঠ, ধূর্ত্ত। (বৃহৎসংহিতা ৬৮।৫৫)

শাড়, শ্লাঘা। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ শাড়তে। লোট্ শাড়তাং। লিট্ শশাড়ে। লুঙ্ অশাড়িষ্ট।

শাড় (দেশজ) ১ শব্দ। ২ স্পন্দ।

শাড়া (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ, শাপোটবৃক্ষ। ২ উত্তর। ৩ ধ্বনি। ৪ স্পন্দন।

শাড়ী (দেশজ) শাটী, শাটীশব্দের অপভ্রংশ। সধবা স্ত্রীলোক-দিগের পরিধেয় বস্ত্র।

শাড্বল (পুং) শাদল।

শাণ (ক্লী) শণেন নির্ম্মিতমিতি শণ-অণ্। শণনির্ম্মিত বস্ত্র।

"ক্ষৌমং শাণং বা ব্রাহ্মণস্য কার্পাসং ক্ষত্রিয়স্য আবিকং বৈশ্যস্য, শাণং শণতন্তুজবং তন্তুতন্তুং ব্রাহ্মণস্য।" (সংস্কারতত্ত্ব)

(পুং) শণ্যতে ক্ষায়তে ক্ষুরাদিরনেনেতি শণ-ঘঞ্। ২ কষপট্টিকা, চলিত কষ্টিপাথর। পর্য্যায়—নিকষ, কষ, শান, নিকস, কস, ক্ষাকষ। ৩ পরিমাণবিশেষ, মাষচতুষ্টয়। ৪ মাষা-পরিমাণ।

"মাষৈশ্চতুর্ভিঃ শাণঃ স্যাৎ ধরণঃ স নিগদ্যতে।
টঙ্কঃ স এব কথিতস্তদ্দ্বয়ং কোল উচ্যতে ॥" (ভাবপ্রকাশ)

৫ লৌহাদির নিকষ, চলিত শাণপাথর। (মেদিনী) ৬ কর-পত্র, চলিত করাৎ। (বিশ্ব)

শাণক (পুং) শণ-অণ্ স্বার্থে কন। শণনির্ম্মিত বস্ত্র।

শাণকলাস (পুং) শণনির্ম্মিত বস্ত্র।

শাণপাদ (পুং) ১ পর্ব্বতবিশেষ। (হরিবংশ) ২ পরিমাণ বিশেষ, মাষ পরিমাণ। [শাণ শব্দ দেখ]

শাণসত্য (পুং) জনপদ বিশেষ। (ভারত)

শাণনাসিক (পুং) অর্হদ্‌ভেদ।

শাণাজীব (পুং) শাণেন আজীবতীতি আ জীব-অচ্। অস্ত্রমার্জ্জক, যাহারা অস্ত্রে শাণ দিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে বা শাণ দিয়া বেড়ায়।

'শাণাজীবঃ শস্ত্রমার্জ্জো ভ্রমাসক্তোঽসি ধাবকঃ।' (হেম)

শাণি (পুং) পট্টবৃক্ষ, চলিত পাটশাক গাছ।

'পটে রাজশণঃ শাণিশ্চিমিঃ ককুখটপত্রকঃ।' (শব্দমালা)

শাণিক (ত্রি) রাজশণ সম্বন্ধীয়।

শাণিত (ত্রি) শাণ-ইতচ্। তীক্ষ্ণীকৃত, নিশিত, কৃতশাণ, যাহা শাণ দেওয়া হইয়াছে।

শাণী (স্ত্রী) শাণস্য বিকারঃ শণ-অণ্-ঙীপ্। ১ শণসূত্রময়ী পট্টিকা, শণের কাপড়।

"শাণী প্রায়াণি বস্ত্রাণি শমীপ্রায়া মহীরুহাঃ।

শূদ্রপ্রায়াস্তথা বর্ণা ভাবব্যাস্তু কলৌ যুগে॥" (বিষ্ণুপু° ৬।১ অ°)

'শাণী শণসূত্রময়ী পট্টিকা তন্তুল্যাদি বস্ত্রাণি' (টীকা)

মহাভারতে লিখিত আছে যে শ্রেষ্ঠ বস্ত্রকে শাণী কহে।

'বস্ত্রাণাং প্রবরা শাণী ধান্যানাং কোরদূষকঃ।' (ভারত ৩।১৯৪।১৯)

২ প্রাবরণাস্তর, চলিত তাঁবু। (মেদিনী) ৩ ছিন্নবস্ত্র, ছেঁড়া কাপড়। (হেম) ৪ হস্তকটাক্ষাদি সূচনা, চলিত ইশারা। (শব্দরত্না°)

শাণীর (ক্লী) শোণনদ মধ্যস্থিত তট, নর্ম্মদা নদীর তট। (বিশ্ব)

শাণোত্তরায় (পুং) পাণিনি মুনির নাম। [শালাতুরীয় দেখ]

শাণ্ড একজন রাজা। "শাণ্ডো দাক্ষরণিনঃ" (ঋক্ ৬।৬৩।৯) 'শাণ্ডঃ রাজা' (সায়ণ)

শাণ্ডদূর্ব্বা (স্ত্রী) পাকদূর্ব্বা বিশেষ।

শাণ্ডক (পুং) হরিণভেদ। (চরক)

শাণ্ডিক্য (ত্রি) শাণ্ডিকোঽভিজনোঽস্য শাণ্ডিক (শণ্ডিকাদিভ্যো ঞ্যঃ। পা ৪।৩।৯২) ইতি ঞ্য। শাণ্ডিকাভিজন যাহার। শাণ্ডিকদেশবাসী।

শাণ্ডিল (শাণ্ডিলা), অযোধ্যা প্রদেশের হার্দোই জেলার অন্তর্গত একটী তহসীল বা উপবিভাগ। অক্ষা° ২৬° ৫৩´ হইতে ২৭° ২১´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ১৮´ হইতে ৮০° ৫২´ পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ৫৫৭ বর্গমাইল। ইহার উত্তরে হার্দোই ও মিস্রিখ, পূর্ব্বে মাহ্‌মুদাবাদ, দক্ষিণে মালিহাবাদ ও মোহন এবং পশ্চিমে বিলগ্রাম তহসীল। শাণ্ডিল, কল্যাণমল, বালামৌ ও গুন্দাবা পরগণা লইয়া এই উপবিভাগ গঠিত। এখানে ৫টী দেওয়ানী ও ৬টী ফৌজদারী আদালত এবং ৪টী থানা আছে।

২ উক্ত উপবিভাগের একটী পরগণা। ভূপরিমাণ ৩২৯ বর্গমাইল। এখানকার অধিকাংশ স্থানই জঙ্গলে ও বালুকাময় প্রান্তরে পূর্ণ। কেবল ১৭০ বর্গমাইল স্থানে বসবাস হয়। যব, গম, বজরা, ছোলা, অড়হর, মাষকলাই ও জোয়ার, তূলা, ইক্ষু, পোস্ত, তামাক, নীল ও চাউল এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। এই পরগণা মধ্যে ২০৩ খানি গ্রাম আছে, তন্মধ্যে ৮২ খানি রাজপুত, ৮১ খানি মুসলমান ও ৪১ খানি কায়স্থের অধিকৃত।

৩ উক্ত জেলার একটী নগর এবং শাণ্ডিল উপবিভাগের বিচার সদর। লক্ষ্ণৌসহর হইতে ৩২ মাইল উত্তরপশ্চিমে এবং হার্দোই হইতে ৩৪ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭° ৪´ ১৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ৩৩´ ২০´´ পূঃ। এখানে মিউনিসিপালিটী আছে। শ্রীসমৃদ্ধিতে এই নগর হার্দোই জেলার দ্বিতীয় এবং সমগ্র অযোধ্যাপ্রদেশের চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়াছে। এখানে প্রত্নতত্ত্বের বিশেষ আদরের কিছুই নাই। প্রায় দুই শত বৎসর হইল এখানে "বারখাম্বা" অর্থাৎ দ্বাদশ স্তম্ভ সম্বলিত একটী প্রস্তর-গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল। বিখ্যাত সিপাহীযুদ্ধের সময় এখানে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ৬ই ও ৭ই অক্টোবর দুইটী ভীষণ যুদ্ধ হয়।

এখানে সপ্তাহে দুই দিন হাট বসে। ঐ হাটে বহু পরিমাণে পাণ ও ঘৃত বিক্রীত হইয়া থাকে। আউধ-রোহিলখণ্ড রেলপথের এখানে একটী ষ্টেসন থাকায় উক্ত দ্রব্যাদি রপ্তানীর বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

শাণ্ডিলেয় (পুং) অগ্নিভেদ।

শাণ্ডিল্য (পুং) শাণ্ডিলস্য মুনের্গোত্রাপত্যং শণ্ডিল (গর্গাদিভ্যো যঞ্। পা ৪।১।১০৫) ইতি যঞ্। শাণ্ডিলমুনির গোত্রাপত্য. এই মুনি একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক, এই গোত্রের তিনটী প্রবর, শাণ্ডিল্য, অসিত ও দেবল। রাঢ়ী শ্রেণীর বন্দ্যঘটীয় ব্রাহ্মণ সকলই শাণ্ডিল্য গোত্রীয়। ২ ভক্তিসূত্রকার একজন মুনি। শাণ্ডিল্যসূত্রের নাম ভক্তিশাস্ত্র।

"প্রণম্য পরমং দেবং শ্রীস্বপ্নেশ্বরসূরিণা।

শাণ্ডিল্যশতসূত্রীয়ং ভাষ্যমাভাষ্যতেঽধুনা॥"

(শাণ্ডিল্যসূত্রভাষ্যের আদ্য শ্লোক)

শাণ্ডিল্য, ১ একজন প্রাচীন কবি। ২ শূরসেনবাসী একজন সুপণ্ডিত। লক্ষ্মণপুত্র গোবিন্দ ১১৯০ খৃষ্টাব্দে ইঁহার রচিত একখানি গ্রন্থের বালবোধ নামে টীকা প্রণয়ন করেন। ৩ মহাভারতটীকা-প্রণেতা। ইনি শাণ্ডিল্য-লক্ষ্মণ নামে পরিচিত

ছিলেন। ৪ শাণ্ডিল্যসূত্র বা ভক্তিমীমাংসাসূত্র-প্রণেতা একজন ঋষি। শাণ্ডিল্যোপনিষদ্ ও শাণ্ডিল্যস্মৃতি নামে দুইখানি গ্রন্থ এতন্নামীয় কোন ঋষিকর্তৃক সঙ্কলিত বলিয়া সাধারণে প্রচলিত।

শাণ্ডিল্যলক্ষণ (পুং) একজন প্রসিদ্ধ টীকাকার।

শাণ্ডিল্যায়ন (পুং) ১ শাণ্ডিল্য মুনির গোত্রাপত্য। (শত° ব্রা° ৯।৫।১.৬৪)

শাণ্ডিল্যায়নক (ত্রি) শাণ্ডিল্য মুনির অদূরভবস্থানাদি। (পাণিনি ৪।২।৮০)

শাণ্য (ত্রি) শাণ-যৎ। শাণ সম্বন্ধীয়।

শাত (ক্লী) শো-ক্ত, (শাচ্ছোরন্যতরস্যাং। পা ৭।৪।৪১) ইতি পক্ষে ইত্বাভাবঃ। ১ সুখ। (ত্রি) ২ সুখী, সুখযুক্ত। (অমর) ৩ বিনাশ।

"পাণিপ্রাপ্তং পাণিদাহং নখশাতং করোতি চ।" (সুশ্রুত ৪।১)

৪ পাতন, পতন, শাণিত, নিশিত। ৫ দুর্ব্বল, কৃশ। (মেদিনী) ৬ সুন্দর। ৭ প্রভাশীল, দীপ্তিমান্। ৮ ধুস্তূর বৃক্ষ।

শাতক (পুং) রাজভেদ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৫৮।৩৩) (ত্রি) শতক-অণ্। ২ শতক সম্বন্ধীয়।

শাতকর্ণি (পুং) মুনিবিশেষ। শতকর্ণির গোত্রাপত্য। (বিষ্ণুপু° ৪।২৪।১২)

শাতকর্ণি, একজন আলঙ্কারিক। শঙ্কর ইহার বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

শাতকর্ণি, দাক্ষিণাত্যের অন্ধ্রভৃত্যবংশীয় কএকজন রাজা। প্রথম রাজা শ্রীশাতকর্ণি বা শ্রীশাতকর্ণি, দ্বিতীয় শাতকর্ণি, তৃতীয় সুন্দর শাতকর্ণি বা সুনন্দ, চতুর্থ চকোর শাতকর্ণি, পঞ্চম শিবশ্রী শাতকর্ণি বা শিবস্কন্দ শাতকর্ণি, ষষ্ঠ যজ্ঞশ্রী শাতকর্ণি এবং সপ্তম চন্দ্রশ্রী বা যজ্ঞশ্রী শাতকর্ণি নামে খ্যাত। বিষ্ণু, বায়ু, মৎস্য, ব্রহ্মাণ্ড ও ভাগবতপুরাণে এই রাজগণের নাম অল্পবিস্তর পরিবর্ত্তিত ভাবে দৃষ্ট হয়। ইহারা সাতবাহনবংশীয় বলিয়া কথিত। নানাঘাটের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে রাজা ১ম শাতকর্ণি খৃষ্টপূর্ব্ব ২য় শতাব্দীতে অর্থাৎ ১৮০ হইতে ১৬৩ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ মধ্যে জীবিত ছিলেন। ইহার মহিষীর নাম নায়নিকা। হাতিগুম্ফায় প্রাপ্ত শিলাফলকে লিখিত আছে কলিঙ্গরাজ খারবেল তাঁহার রাজ্যকালের দ্বিতীয় বর্ষে অন্ধ্ররাজ শাতকর্ণির নিকট হইতে রাজকর গ্রহণ করিয়াছিলেন। [ভারতবর্ষ দেখ।]

শাতকুম্ভ (ক্লী) শতকুম্ভে পর্ব্বতে ভবং শতকুম্ভ-অণ্। কাঞ্চন, সুবর্ণ। (পুং) ২ ধুস্তূর বৃক্ষ। ৩ করবীর বৃক্ষ। (মেদিনী)

শাতকুম্ভময় (ত্রি) শাতকুম্ভস্য বিকারঃ, বিকারে ময়ট্। সুবর্ণ-বিকার, সুবর্ণ নির্ম্মিত অলঙ্কারাদি। স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

শাতকৌম্ভ (ক্লী) ১ স্বর্ণ। (ভরত দ্বিরূপকোষ) (ত্রি) ২ সুবর্ণনির্ম্মিত বস্তু।

"শতঞ্চ শাতকৌম্ভানাং কুম্ভানামগ্নিবর্চ্চসাম্।" (রামায়ণ ২।৩।১১)

শাতদ্বারেয় (পুং) শতদ্বারস্য গোত্রাপত্যং শতদ্বার (শুভ্রাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।১২৩) ইতি ঢক্। শতদ্বারের গোত্রাপত্য।

শাতন (ক্লী) ১ কার্শ্য, কৃশকরণ, কোন একটী স্থূল বস্তুকে কৃশ করণ। ২ বিনাশন, নাশ।

"বসন্তে সর্ব্ব শস্যানাং জায়তে পত্রশাতনম্।
মোদমানাশ্চ তিষ্ঠন্তি যবাঃ কণিশশালিনঃ॥" (সারমঞ্জরী)

(ত্রি) ৩ ছেদক, ছেদকারী। (রঘু ৩।৪২)

শাতপত (ত্রি) শতপতি (অশ্বপত্যাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৮৪) ইতি অণ্। শতপতির অপত্যাদি।

শাতপত্র (ক্লী) শতপত্রমিব শতপত্র (শর্করাদিভ্যোঽণ্। পা ৫।৩।১০৭) ইতি অণ্। শতপত্রের ন্যায়, পদ্মতুল্য, পদ্মসদৃশ।

শাতপত্রক (পুং) শাতপত্রং পদ্মমিব কন্। চন্দ্রপ্রকাশ, চন্দ্র উত্তমরূপে প্রকাশিত হইলে তাহাকে শাতপত্রক কহে।

'চন্দ্রিকা কৌমুদী জ্যোৎস্না প্রকাশোদ্যোত আতপঃ।
অকল্কা চন্দ্রিকায়াঞ্চ প্রকাশে শাতপত্রকঃ॥' (শব্দচন্দ্রিকা)

শাতপথ (ত্রি) শতপথ-অণ্। শতপথ ব্রাহ্মণ সম্বন্ধীয়, শ্রুতি সম্বন্ধীয় শতপথ। (বৃহদারণ্যকউপ° ২।৫।৭)

শাতপথিক (পুং) শতপথব্রাহ্মণ-অধ্যেতা।

শাতপর্ণেয় (পুং) শতপর্ণের গোত্রাপত্য।

শাতপুত্রক (ক্লী) শতপুত্রস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা, শতপুত্র (মনোজ্ঞাদিভ্যশ্চ। পা ৫।১।১৩৩) ইতি বুঞ্। শতপুত্রের ভাব বা কর্ম্ম।

শাতপুরশৈল (সাতপুরা পর্ব্বত), মধ্যভারতের একটী গিরি-শ্রেণী। নর্ম্মদা ও তপতী (তাপ্তী) নদীদ্বয়ের মধ্যদেশে অবস্থিত। এই বিস্তীর্ণ অধিত্যকা ভূমি পূর্ব্বে অমরকণ্টক হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যপ্রদেশের মধ্য দিয়া পশ্চিমে সৌরাষ্ট্রোপকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। পূর্ব্বে ইহা বিন্ধ্যগিরির অংশ বলিয়া পরিগণিত ছিল। পরে নর্ম্মদা ও তাপ্তী উপত্যকার বিভাগকারী পর্ব্বতাংশ শাতপুরা নামে বিদিত হয়। কিন্তু নর্ম্মদার উত্তরস্থ বিন্ধ্যপর্ব্বতের গঠন ও বেলেপাথরের স্তররাজী এবং মহাদেব পর্ব্বত প্রভৃতি স্থানের (সাতপুরা পর্ব্বতের বিভিন্ন অংশের) স্তরগঠন পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, ঐ দুইটী পর্ব্বতের প্রাকৃতিক স্তরাবস্থান সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। দুইটী বৃহৎ নদী দ্বারা এই পার্ব্বত্য অধিত্যকা ভূমি সম্পূর্ণ পৃথক্ সীমায় আবদ্ধ থাকাতেও উহাদের পরস্পরের স্বতন্ত্রতা সূচিত হয়।

অমরকণ্টককে শাতপুরার পূর্ব্ব সীমা বলিয়া গ্রহণ করিলে

সমস্ত পর্ব্বতটীকে পূর্ব্ব পশ্চিমে ৬শত মাইল দৈর্ঘ্যে বিস্তৃত দেখা যায়। উত্তরদক্ষিণে উহার প্রস্থ কোন কোন স্থলে একশত মাইল অমরকন্টকের নিকট এই পর্ব্বত সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩৩২৮ ফিট্ উচ্চ। এখান হইতে একটী শাখা দক্ষিণপশ্চিমাভিমুখে ১০০ মাইল বিস্তৃত হইয়া ভাণ্ডারা জেলায় সালে-তেক্রী পর্ব্বতে আসিয়া মিশিয়াছে। ঐ পর্ব্বতাংশ মৈকালগিরিশ্রেণী নামে বর্ণিত এবং ইহা এই পার্ব্বত্য ত্রিকোণ অধিত্যকার মূলদেশ বলিয়া গৃহীত। এই ভিত্তি হইতে শাতপুর পর্ব্বতশ্রেণী ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া দুইটী সমান্তরাল সূক্ষ্মকায় পর্ব্বতশাখারূপে পশ্চিমাভিমুখে গিয়াছে। ঐ দুইটী পর্ব্বত শাখা তাপ্তী উপত্যকার সীমা রূপে গণ্য।

আশীরগড়ের পূর্ব্বাংশে এই পর্ব্বতপৃষ্ঠ অপেক্ষাকৃত নিম্ন থাকায় ঐ পথে গ্রেট ইণ্ডিয়ান্ পেনিন্‌সুলা রেলপথ পরিচালনের বিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছে। ঐ পথে জব্বলপুর হইতে খান্দেশ দিয়া বোম্বাই নগর পর্য্যন্ত বাষ্পীয় শকট যাতায়াত করে। ঐ আশীরগড় নগর পর্য্যন্তই শাতপুরার প্রাচ্য সীমা।

এই পর্ব্বতের গঠনপ্রণালী অতি বিচিত্র। উত্তরে বিন্ধ্যশ্রেণী উচ্চ চূড়ায় সুদূর বিস্তৃত অধিত্যকা ব্যাপিয়া যে অববাহিকা বিস্তার করিয়াছে, এই পর্ব্বতমালাও খণ্ড খণ্ড অধিত্যকা ও উপত্যকা লইয়া সেইরূপ অববাহিকায় নর্ম্মদা ও তাপ্তী নদীর কলেবর পুষ্ট করিতেছে। মণ্ডলাজেলায় এই পর্ব্বতের ঢাল উত্তর দিকেই অধিক। এখানে পর্ব্বতপৃষ্ঠে চারিটী প্রধান উপত্যকা আছে। ঐ চারিটী স্থান হইতে চারিটী নদী পার্ব্বত্য অববাহিকার জলরাশি বহন করিয়া নর্ম্মদাবক্ষে ঢালিতেছে। পশ্চিমাংশের উপত্যকা অপেক্ষা পূর্ব্বাংশের উপত্যকা গুলি কিছু উচ্চ, এই কারণে শেষোক্ত স্থানের জলরাশির বেগ কিছু অধিক হয় এবং তাহাতেই স্রোতের বেগও বৃদ্ধি করিয়া থাকে। থারমের ও বুর্হনের নামক শাখানদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতাংশ বৃক্ষলতা-পরিশূন্য সুবিস্তৃত প্রস্তরখণ্ডপরিপূর্ণ। উহা দেখিলেই বুঝা যায় যে, আগ্নেয় পর্ব্বতের অগ্ন্যুৎপাতক্রিয়া দ্বারা উহা ঐ ভাবে গঠিত হইয়াছে। কারণ উহার চূড়া দেশে একমাত্র বেসাল্ট ও লেটারাইট প্রস্তরস্তরই বিরাজমান। চৌড়াদাদর নামক অধিত্যকা ভূমি সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩৩০০ ফিট্ এবং ৬ বর্গ মাইল বিস্তৃত।

শিওনী জেলায় এই পর্ব্বতপৃষ্ঠে শিওনী ও লক্ষণাদোন নামে দুইটী অধিত্যকা দৃষ্ট হয়। উহারা ১৮০০ হইতে ২২২০ ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ। এই দেশভাগে পর্ব্বতের ঢালু উত্তর হইতে দক্ষিণাভিমুখী। ইহার অববাহিকাদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী নিম্নভূমি হইতে বেণগঙ্গা নদী উদ্ভূত। ছিন্দবাড়া জেলায়ও ঐ ঢাল দক্ষিণমুখী রহিয়াছে। এখানে পেঞ্চ ও কোলবীড়া নদীর পার্ব্বত্য উপত্যকা বিরাজিত। উহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২২০০ ফিট্ উচ্চ, কিন্তু মোতুর অধিত্যকা ৩৫০০ ফিট উঠিয়াছে। বেতুল জেলায় ঐ ঢাল ক্রমান্বয়ে দক্ষিণে আসিয়াছে। এই খানে তাপ্তী নদীর উৎপত্তি। অতঃপর সেই পার্ব্বত্যবক্ষঃ ভেদ করিয়া তাপ্তী নদী গভীর খাতে প্রবাহিত হইয়াছে। এই জেলার দক্ষিণপশ্চিম কোণে খাম্লা পর্ব্বত সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩৭০০ ফিট্ উচ্চ। উত্তরে শাতপুরার কতকগুলি শাখা হোসঙ্গাবাদ জেলার অধিকাংশ স্থান ব্যাপিয়া আছে। ধূপগড় (৪৪৫৪ ফিট) এখানকার সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ। পাঁচমাড়ী নামক অধিত্যকাভূমি সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩৪৮১ ফিট্ উচ্চ এবং প্রায় ১২ বর্গ মাইল বিস্তৃত। এই পর্ব্বতাংশ বনরাজি বিরাজিত হওয়ায় নানা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে পূর্ণ রহিয়াছে।

হোসঙ্গাবাদের দক্ষিণে বেলেপাথর ও উদগীর্ণ প্রস্তরীভূত স্তর (metamorphic rocks) দৃষ্ট হয়। উহা ক্রমে বেতুল ও পাঁচমাড়ী পর্ব্বতমালা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে trap নামক প্রস্তর দৃষ্ট হয়। নিমার জেলায় এই পর্ব্বত তাপ্তী ও নর্ম্মদা নদীর উপত্যকাকে বিভক্ত করিয়াছে। এখানে ইহা ১৫ মাইল প্রস্থ এবং এখানকার পর্ব্বতগাত্রে বৃক্ষলতাদি দৃষ্ট হয় না। এই পর্ব্বতাংশের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে বিখ্যাত আশীরগড় দুর্গ অবস্থিত। আশীরগড়ে শাতপুরা পর্ব্বত স্তরে স্তরে যে ভাবে দণ্ডায়মান আছে, তাহা তাপ্তীর দক্ষিণকূল হইতে অবলোকন করিলে অনুমান হয়, রণকুশল যোদ্ধৃবৃন্দ যেন রণপ্রতীক্ষায় গম্ভীর ও শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। দক্ষিণে খরপ্রবাহা তাপ্তী নদী বিরাজ করিতেছেন। তাহা উত্তরণ করিয়া দাক্ষিণাত্যে আগমন কষ্টকর জানিয়াই যেন শাতপুরা আর দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হয় নাই। তাপ্তীর উত্তরকূল হইতে শৃঙ্গের পর শৃঙ্গগুলি উন্নতমস্তকে ক্রমশঃ ২০০০ ফিট্ পর্য্যন্ত উঠিয়া আবার নর্ম্মদাতটে অবগাহন মানসে যেন অবতরণ করি[illegible]। এই পর্ব্বতের সর্ব্ব পশ্চিম প্রান্তে বোম্বাই হইতে আগ্রা যাইবার রাস্তা। উহা বোম্বে-আগ্রা-ট্রাঙ্করোড নামে খ্যাত।

এই পর্ব্বতপৃষ্ঠে ৩০০০ হইতে ৩৮০০ ফিট্ পর্য্যন্ত উচ্চ কতকগুলি শৃঙ্গ আছে, তন্মধ্যে তুরণমলয় সৌন্দর্য্যে ও গাম্ভীর্য্যে অতুলনীয়। এই অধিত্যকা অধিক দূরব্যাপী না হইলেও লম্বভাবে প্রায় ১৬ বর্গমাইল স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এই স্থান ৩৩০০ ফিট্ উচ্চ। তুরণমলয়ের পশ্চিমে পর্ব্বতশৃঙ্গগুলি পুনরায় সেনাসজ্জার ন্যায় নর্ম্মদা ও তাপ্তীর সম্মুখে স্তরে স্তরে দণ্ডায়মান আছে।

নর্ম্মদা ও তাপ্তীনদীতট ও তৎসন্নিহিত পর্ব্বতমালা মণ্ডলীর বিহার স্থান বলিয়া বিন্ধ্যশৈলের এই [illegible]

নামে অভিহিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে উহা সাতপুরা নামেও লিখিত হইয়া থাকে। [বিন্ধ্য পর্ব্বত দেখ।]

২ মধ্য প্রদেশের শিওনী, ছিন্দবাড়া ও নাগপুর জেলায় শাতপুরা পর্ব্বতের যে দক্ষিণ ঢালু প্রদেশ বিস্তৃত আছে, তদুপরি জাত বনমালা গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক রক্ষিত এবং উহা সরকারী কাগজপত্রে 'শাতপুরা বনমালা' নামে কথিত। ইহার ভূ-পরিমাণ ১০০০ বর্গ মাইল। সাল ও সেগুণ বৃক্ষ এখানে বিস্তর আছে। বড় বড় শালগাছ কাটিয়া লওয়া হইয়াছে। ছোট গাছ গুলি বিশেষ তত্ত্বাবধানে রক্ষিত হইতেছে। সীতাঝরী ও সুকাটা নামক স্থানে শালের নূতন চাস বসিয়াছে।

শাতভিষ (ত্রি) শতভিষা-অণ্। শতভিষানক্ষত্র সম্বন্ধীয়। (পা৪।২।৮)

শাতভিষজ (ত্রি) শতভিষকজাত। (পাণিনি ৪।৩।৩৬)

শাতভীরু (পুং) মদনমালী নামক মল্লিকা বৃক্ষ।

'শাতভীরুর্ভদ্রবল্লী ভূমিমণ্ডোহষ্টপাদিকা।' (রত্নমালা)

শাতমন্যব (ত্রি) শতমন্যু-অণ্। শতমন্যু সম্বন্ধীয়, ইন্দ্র সম্বন্ধীয়।

শাতমান (ত্রি) শতমানেন ক্রীতং শতমান (শতমানবিংশতিকেতি। পা ৫।১।২৭) ইতি অণ্। শতমান দ্বারা ক্রীত, শত পরিমাণ বিশেষ দ্বারা যাহা কেনা হইয়াছে।

শাতরাত্রিক (ত্রি) শতরাত্রভব, যাহা শতরাত্রি ধরিয়া হয়। (কাত্যা° গৃহ্য° ২।৬।১৪)

শাতলা (স্ত্রী) শাতং ছেদং লাতীতি,লা-ক। সাতলা, চর্ম্মকষা, মনসা গাছ। (অমরটীকায় ভরত)

শাতলেয় (পুং) শতল-ঠক্। শতলের গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।১২৩)

শাতবনেয় (পুং) শত যজ্ঞকারীর পুত্র, যিনি শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাহাকে শতবনি কহে। শতবনির অপত্য শাতবনেয়। "শাতবনেয়ে শতিনীভিরগ্নিঃ পুরুনীথে" (ঋক্ ১।৫৯।৭) 'শাতবনেয়ে শতসংখ্যান্ ক্রতূন্ বনতি সম্ভজতে ইতি শতবনিঃ তস্য পুত্রঃ শাতবনেয়ঃ' (সায়ণ)

শাতশূর্প (পুং) আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যভেদ।

শাতশৃঙ্গিন্ (পুং) মেরুর উত্তরদিক্‌স্থিত পর্ব্বতবিশেষ।

"স্বর্ণশৃঙ্গী শাতশৃঙ্গী পুষ্পকো মেঘপর্ব্বতঃ।

[illegible] (মার্ক° পু° ৫৫।১৩)

শাতহ্রদ (ত্রি) বিদ্যুৎ সম্বন্ধীয়।

শাতাতপ (পুং) সংহিতাকার ঋষিভেদ।

"শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজকাঃ।" (শ্রাদ্ধতত্ত্ব) শাতাতপ প্রভৃতি ঋষি ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজক। শ্রাদ্ধকালে পিণ্ডদান করিবার সময় ইহাদের নাম উচ্চারণ করিতে হয়। ঋষি শাতাতপ যে ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করেন তাহার নাম শাতাতপসংহিতা। এই সংহিতা ৬ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। স্বয়ং যাজ্ঞবল্ক্য উহার উল্লেখ করিয়াছেন। হেমাদ্রি ও বিজ্ঞানেশ্বরের গ্রন্থে শাতাতপস্মৃতির বচন উদ্ধৃত আছে। বৃদ্ধ শাতাতপের বচনও হলায়ুধ, হেমাদ্রি প্রভৃতি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

শাতাতপীয় (ত্রি) শাতাতপসম্বন্ধীয়। শাতাতপ প্রণীত কর্ম্মবিপাক। কোন কর্ম্ম করিলে কিরূপ নরক, এবং নরক ভোগের পর কোন কোন ব্যাধি ও জন্ম সঞ্জাত হয়, তাহা শাতাতপীয় কর্ম্মবিপাকে বিশেষ রূপে বর্ণিত হইয়াছে। [কর্ম্মবিপাক দেখ।]

শাতাহর (পুং) শতাহরের গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।১২৩)

শাতাহরেয় (পুং) শাতাহরের গোত্রাপত্য।

শাতিন্ (ত্রি) ছেদক, ছেদকারী। (রঘু ৩।৪২)

শাত্রব (ক্লী) শত্রোর্ভাবঃ সমূহো বা শত্রু-অণ্। ১ শত্রুভাব, শত্রুতা, শত্রুর কার্য্য। ২ শত্রুসংহতি, শত্রুসমূহ। (মেদিনী) (ত্রি) ৩ শত্রুসম্বন্ধী।

"তাম্বূলীনাং দলৈস্তত্র রচিতা পানভূময়ঃ।

নারিকেলাসবং যোধাঃ শাত্রবঞ্চ পপুর্যশঃ॥" (রঘু ৪।৪২)

(পুং) শত্রুরের স্বার্থে অণ্। ৪ শত্রু। (মাঘ ১৪।৪৮)

শাত্রুন্তপ (পুং) শত্রুন্তপ-জনপদবাসিভেদ।

শাত্রুন্তপীয় (পুং) শত্রুন্তপ জনপদের রাজা।

শাদ (পুং) শো তনূকরণে (শাশপিভ্যাং দদনৌ। উণ্ ৪।৯৭) ইতি দ। ১ কর্দ্দম, কাদা। ২ শষ্প।

শাদন (ক্লী) পতন।

শাদহরিত (ত্রি) শাদৈঃ শষ্পৈঃ হরিতঃ। শাদ্বল, নবতৃণ দ্বারা হরিদ্বর্ণ স্থান।

শাদা (পারসী) শ্বেতবর্ণ, শুভ্র, শুক্ল।

শাদাকান্নুর (দেশজ) গুল্মভেদ।

শাদাকেওড়া (দেশজ) গুল্মভেদ।

শাদাজবা (দেশজ) শ্বেতজবা।

শাদাজাতি (দেশজ) শ্বেতবর্ণ জাতিপুষ্পবিশেষ।

শাদাজামাইপুলি (দেশজ) ১ পুলিপিঠাভেদ। ২ বৃক্ষভেদ।

শাদাভুত (দেশজ) পক্ষিবিশেষ।

শাদাধুতি (দেশজ) বস্ত্র বিশেষ। যে বস্ত্রে কোন প্রকার রঙ্গিন পাড় না থাকে, তাহাকে শাদাধুতি কহে। হিন্দু বিধবা স্ত্রী ও বয়োবৃদ্ধ পুরুষে এই বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকে। সধবা স্ত্রীগণ এই বস্ত্র পরিধান করে না।

শাদাধুতুরা (দেশজ) শ্বেতবর্ণ ধুস্তুর।

শাদানটিয়া (দেশজ) শ্বেতবর্ণ নটে-শাক।

শাদাবুড়ি (দেশজ) গুল্মভেদ।

শাদাহাজারমণি (পারসী) গুল্মভেদ।

শাদী (পারসী) বিবাহ।

শাদমানখাঁ, একজন পক্কর সর্দার।

শাদী (সাদী), স্বনামপ্রসিদ্ধ পারসীকবি। ইনি কবিজগতে উচ্চাসন লাভ করিলেও হাফিজের সমকক্ষতা লাভ করিতে পারেন নাই। ইঁহার প্রকৃত নাম শেখ মসালহ্-উদ্দীন্। ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে সিরাজ নগরে ইঁহার জন্ম এবং ১২৯২ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু হয়। পারস্যরাজ শাদ্‌বিন্ জঙ্গীর রাজ্যকালে ইনি বিদ্যমান ছিলেন। রাজার নামের সার্থকতা রক্ষাহেতু ইঁহাকে শাদী উপাধি দেওয়া হয়।

বাল্যকাল হইতে শাদী উপযুক্ত জ্ঞান অর্জ্জন করেন। জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে ইঁহার হৃদয়ে দয়া ও ধর্ম্মের প্রবল বন্যা আসিয়া সমুদিত হয়। এই কারণে তিনি দরবেশবেশে জীবনের অধিকাংশ সময় যাপন করিয়াছিলেন এবং প্রায় ১৪শ বার মক্কাযাত্রা করেন। [হাফিজ দেখ। [

শাদীখাঁ, একজন আফগানসর্দার। মোগলসম্রাট্ অকবর শাহের সেনাপতি আলী কুলীখাঁর সহিত ইঁহার যুদ্ধ হয়।

শাদী বে উজবক, অকবর শাহের একজন সেনাপতি। পাতশানামায় ইঁহার নাম শাদীখাঁ শাদীবেগ ও একহাজার সেনানায়ক বলিয়া লিখিত আছে। ইঁহার পিতার নাম নজর বে উজবক। ইনি মৎলব খাঁর অধীনে তারিখীদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন।

শাদীবেগ সুজায়ৎ খাঁ, বাদশাহ শাহজাহানের একজন সেনাপতি। ইনি আনিস্ বাহাদুরের পুত্র, উক্ত সম্রাটের রাজ্যকালের ৭ম বর্ষে শাদ্‌খাঁ উপাধিসহ ইনি ১ হাজারী পদ পান। ১২শ বর্ষে ইনি বাল্হিকরাজ নজর্ মহম্মদ খাঁর নিকট ভারত-সম্রাটের দূতরূপে গমন করেন। ১৪শ বর্ষে ১॥০ হাজারী পদ ও ভক্করের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। ইঁহার কিছু পরে বৈরাম খাঁর মৃত্যু ঘটিলে ইনি ২ হাজারী মন্‌সবদার ও ঠাঠার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৯শ বর্ষে তিনি রাজকুমার মুরাদবক্সের সহিত বাল্হিক ও বদকসান অভিমুখে অভিযান করেন। ২১শ বর্ষে রাজা শিবরামের পদচ্যুতি হইলে ইঁহাকে কাবুলের শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত করা হয় এবং তৎপরবর্ষে ইনি রাজপুত্র অরঙ্গজেবের সঙ্গে কান্দাহার ও বস্ত্ বিজয়ে গমন করিয়াছিলেন। ২৩শবর্ষে ইনি ৩ হাজারী পদাতিক ও ৩॥০ হাজার অশ্বারোহী সেনানায়কপদ ও মর্য্যাদাসূচক পতাকা ও ডঙ্কা প্রাপ্ত হয়। ইঁহার দুই বর্ষ পরে, অর্থাৎ সম্রাট্ শাহ জহানের রাজ্যকালের ২৫শ বর্ষে ইনি পুনরায় কান্দাহার-বিজয়ে গমন করেন। সম্রাট্ শাহজহান ইঁহার যুদ্ধ-নিপুণতায় বিমুগ্ধ হইয়া কাবুলে আসিয়া ইঁহাকে ৩॥০ হাজারী পদাতিক ও ৩ হাজার অশ্বারোহী সেনানায়কের পদে উন্নীত করেন। ঐ সময়ে তিনি শাদীবেগকে সুজায়ৎ খাঁ উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। ইনি পুনরায় সম্রাটের ২৬শ বর্ষে দারাসিকোর সহিত কান্দাহার জয় এবং রুস্তম খাঁর সহিত বস্ত্ বিজয়ে যাত্রা করেন। ইহারই কিছুকাল পরে ইঁহার মৃত্যু ঘটে।

শাদ্বল (ত্রি) শাদ (নড়শাদাড্ড্বলচ্। পা ৪।২।৮৮) ইতি ড্বলচ্। নবতৃণবহুল দেশ, নবতৃণ দ্বারা হরিদ্বর্ণ স্থান। ভরত ইহার ব্যুৎপত্তি এইরূপ করিয়াছেন যে,শাদশব্দে নবতৃণ, এই নব তৃণ যে স্থলে বিদ্যমান আছে, এই স্থানকে শাদ্বল কহে। "শাদো নবতৃণং বিদ্যতেঽত্র শাদ্বলঃ, শব্দবাচিন এব শাদ শব্দাদ্ বলঃ স্যাৎ ন তু পঙ্কবাচিনোঽনভিধানাৎ' (ভরত)

শাদ্বলবৎ (ত্রি) শাদ্বল অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। শাদ্বলবিশিষ্ট, শাদ্বলযুক্ত। (পার° গৃহ্য° ৩।১৩)

শাদ্বলাভ (পুং) শাদ্বলস্য আভাইব আভা যস্য। মন্দবিষ বৃশ্চিক ভেদ, এই বৃশ্চিকের বর্ণ শাদ্বলের ন্যায়, এই জন্য ইহাকে শাদ্বলাভ কহে। (সুশ্রুত কল্প° ৮ অ°)

শাদ্বলিত (স্ত্রী) শাদ্বল-ইতচ্। শাদ্বলরূপতা, শাদ্বলবর্ণত্ব।

"ন যত্র চণ্ডাংশুকরা বিষোল্বণা।
ভূবো রসং শাদ্বলিতঞ্চ গৃহ্নতে॥" (ভাগবত ১০।১৮।৬)
'শাদ্বলিতং শাদ্বলরূপতাং' (স্বামী)

শাদ্বলিন্ (ত্রি) শাদ্বল অস্ত্যর্থে ইনি। শাদ্বলবিশিষ্ট, শাদ্বলযুক্ত। (রামায়ণ ৪।৫।১১)

শান, তেজঃ। ভ্বাদি° উভ° সক° সেট্। লট্ শীশাংসতি-তে। পরার্থে শানয়তি। কাহারও কাহারও মতে শানতি।

শান (পুং) শাণ। (অমরটীকায় ভরত) (দেশজ) ২ সোপান।

শান, ব্রহ্মরাজ্যবাসী জাতিবিশেষ। ইহারা তৈ বা থৈ নামেও পরিচিত। হিন্দু-চীন বলিয়াও প্রখ্যাত। উত্তরে চীন ও তিব্বতপ্রান্তে, বিশেষতঃ ২৫॥০ অক্ষাংশ হইতে শ্যামউপসাগরের উপকূল পর্য্যন্ত ১৩॥০ অক্ষাংশে ইহাদের বাস দেখা যায়। মণিপুর নদীর উপত্যকাভূমি, খেকবেন, ইরাবতী, শালবিন্ ও মেনাম্ নদীর শাখা প্রশাখাতীরে এই জাতির বাস আছে। শ্যামদেশীয় ভাষায় ইহারা থৈ নামে কথিত এবং লোয়স, শান, আহোম ও খাম্তী নামক চারিটী প্রধান বিভাগে ইহারা বিভক্ত। স্থানে স্থানে ইহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখায় বিভক্ত হইয়া এক একটী ক্ষুদ্রবংশরূপে পরিগণিত হইয়াছে। এখনও ইরাবতীতীর হইতে আনামরাজ্যের পর্ব্বতমালা পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ শানজাতির অধিকৃত। চীনসীমা হইতে শ্যামোপসাগর-

তীর পর্য্যন্ত ভূখণ্ডবাসী সমগ্র শানজাতিকে যদি একত্র সন্নিবেশিত করা যায় তাহা হইলে, ইহারা পূর্ব্বএসিয়ার একটী মহতী শক্তি বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

ব্রহ্মবাসীদের মধ্যে রাখিয়া উত্তরপশ্চিম, উত্তর, পূর্ব্ব ও দক্ষিণপশ্চিম পরিভ্রমণ করিলে আসাম ও ব্রহ্মপুত্রের তীরভূমি, মণিপুররাজ্য, যুনানপ্রদেশ, শ্যাম ও কম্বোজ প্রভৃতি স্থানে বহুসংখ্যক শানজাতির বাস দেখা যায়। ইহারা সকলেই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী, সকলেই অল্প পরিমাণে সুসভ্য এবং সকলেরই ভাষা প্রায় এক. . . . স্থানভেদে ভাষাগত সামান্য পার্থক্য লক্ষিত হয়।

শ্যামবাসী শানজাতির ন্যায় অন্যান্য স্থানবাসী শানজাতির মধ্যেও কিংবদন্তী আছে যে, তাহারা একসময়ে একটী বলশালী জাতি বলিয়া পরিগণিত ছিল। ব্রহ্মরাজ্যের উত্তরে তাহাদের রাজ্যও ছিল, কিন্তু দৈবদুর্ব্বিপাকে তাহারা সেই রাজ্য হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া নানাস্থানে খণ্ড খণ্ড ভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, কালবশে যেন কাহারও সঙ্গে কাহারও সম্পর্ক নাই। প্রত্যেক বিভাগে একএকজন সর্দ্দার এবং কোন কোন রাজ্য সামন্তরাজের অধীন হইয়াছে। একমাত্র শ্যামরাজ্যই শানজাতির অতীত স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া আসিতেছে। উত্তরে যতগুলি সামন্তসর্দ্দার আছেন সকলেই এখন ইংরাজ-রাজের অধীন। মুঙ-যু-বে, মুয়ে-লাং, মোনে, লেগ্যা, থেয়িয়ে, মোরমিয়েং, থুঙবেন, কৈজমা-মৈজ-মৈজ, মৈজ লেজ-গো, কৈজ-হুজ, কৈজ-তুজ ও কৈজ-থেন্ নামক স্থানবাসী শান-সামন্তেরা ব্রহ্মরাজকে কর দিত। ঐ স্থান কয়টী শালাবিন নদীর পূর্ব্ব ও পশ্চিমতীরে অবস্থিত। কুবো-উপত্যকা, নাম-কাথে বা মণিপুর নদীতীর, ইরাবতীর দক্ষিণতীরস্থ বামো নামক স্থানে মেনাম নদীতীরে শানরাজ্য আছে। এই সকল রাজ্য পর্ব্বতের গভীর জঙ্গল মধ্যে অবস্থিত এবং সহজে কেহ ইহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে না। মণিপুরীভাষায় শানজাতিকে কুবো কবু বলে।

শ্যামরাজ্যের লেওসবিভাগ একটী শানরাজ্য। এখানকার অধিবাসীরা উত্তর ইরাবতীতীরে কতকপরিমাণে সিঙ্কো নামক ব্রহ্মজাতির সহিত মিশ্রিত হইলেও দক্ষিণের শানগণ এখনও আপনাদের ছোট-তৈ বলিয়া গৌরব প্রকাশ করিয়া থাকে। তাহারা প্রকৃত লেওসবাসী শানদিগকে বড়-তৈ বলিয়া জানে। পূর্ব্বে ইহারা কাম্বোজপতির অধীন ছিল। ১৩০০ খৃষ্টাব্দে ইহারা আপনাদের স্বাধীনতা অর্জ্জন করে।

খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দে উত্তরইরাবতীদেশে পৌ নামে একটী জাতি আপন প্রতিভায় নানা দেশ জয় করে। মুঙ-গৌঙ নগরে তাহাদের রাজধানী ছিল। ১২২৪ খৃষ্টাব্দে তাহারা আসাম জয় করিয়া আহোম রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। মেই-কোঙ ও মেনাম নদীর অববাহিকাভূমে ও যুনানপ্রদেশের কতকাংশে এই আহোমদিগের আদি বাস ছিল। মতান্তরে উত্তরপশ্চিমভাগের আহোমেরা ১৩শ শতাব্দীতে আসামে আইসে; ঐ সময়েই শ্যামবাসীরা শ্যামরাজ্যে চলিয়া যায়। ১২২৮ খৃষ্টাব্দে পোঙরাজ চুকাফা প্রথমে আহোম উপাধি গ্রহণ করেন। তৎপরে তাহারা সদলবলে মিলিয়া উপত্যকা জয় করিয়া খামতীতে রাজপাট স্থাপন করে। এই সময় হইতেই আহোমদিগের প্রভাব বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং তাহারা আহোম বলিয়া আখ্যাত হয়। [আহোম দেখ।]

ভামো নগরের উত্তর, পূর্ব্ব ও দক্ষিণপূর্ব্বে যে সকল শান-জাতি বাস করে তাহাদের এবং চীনসীমান্তস্থিত পৌজাতির ভাষার সহিত শ্যাম-ভাষার অধিকতর সংস্রব দৃষ্ট হয়। কিন্তু যুনানের চীনভাষার সহিত পৌদিগের ভাষার অনেক পার্থক্য আছে। [বিস্তৃত শ্যাম শব্দে দ্রষ্টব্য।]

শানজাতি কর্ম্মঠ ও দৃঢ়কায়। ইহাদের নাক চেপ্টা। ইহারা রূপার বাসন ও নানা শিল্পপূর্ণ পাত্র নির্ম্মাণ করিতে জানে। ১৯শ শতাব্দের মধ্যভাগে আবা ও অমরাপুর রাজধানীতে প্রায় ২৫ হাজার কাথে-শান কারিগর ছিল। মান্দালয়ের দক্ষিণপশ্চিমস্থ শানপ্রদেশে টিন পাওয়া যায়। এখানে ও পাগান জেলায় লৌহও পাওয়া গিয়াছে। উহার অস্ত্রাদির কাজও এখানে হয়।

শানক (দেশজ) মাটীর পাত্রভেদ, সরা অপেক্ষা বড়। শানক বা শানকী কাচনির্ম্মিতও হয়। মুসলমানেরা উহা ভোজনপাত্র রূপে ব্যবহার করিয়া থাকে।

শানকর্‌মচা (দেশজ) করমচা বৃক্ষবিশেষ। ২ করমচাভেদ। (Carissa diffusa)

শানজু (শান্জু), আরাকান ও নিম্নব্রহ্মবাসী একটী আদিম অসভ্যজাতি।

শানপাদ (পুং) পারিপাত্রপর্ব্বত, এই পর্ব্বতের বিবরণ হরিবংশে ১৩১ অধ্যায়ে বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ২ চন্দনঘর্ষণ, পাষাণ, চলিত চন্দনপীড়ি, যে শিলাখণ্ডে চন্দন ঘসা হয়।

শানবতী, প্রাচীন জনপদভেদ। (ভারত ২।৫২।১৬)

শানবাঁধান (দেশজ) ইষ্টকদ্বারা ঘাট বাঁধান (জলাশয়)।

শানম্পুড়ি, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর নেল্লুর জেলার কন্দুকুর তালু-কের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। গ্রামের পূর্ব্বাংশে নদীকূলে সোমেশ্বর স্বামীর প্রাচীন মন্দির অবস্থিত। পশ্চিমাংশে একটী পর্ব্বতের উপর কতকগুলি প্রস্তরমূর্ত্তি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখা যায়।

শানশিলা (স্ত্রী) শানার্থং শিলা। শানপাথর, যে পাথরে লৌহাদির শান দেওয়া হয়।

শানষ্টেট্‌, ইংরাজাধিকৃত ব্রহ্মরাজ্যের একটী প্রদেশ।

শানা (দেশজ) ১ শাণ দেওয়া, অস্ত্রাদির ধার মন্দ হইলে শাণ পাথরে উহা মার্জ্জিত করিয়া লইলে তাহাকে শানা কহে। ২ বস্ত্র বয়নার্থ তাঁতের অংশবিশেষ।

শানার্‌, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীবাসী নিম্নশ্রেণীর জাতিবিশেষ। তালগাছ কাটিয়া তাড়ি প্রস্তুত করা ইহাদের প্রধান ব্যবসায়। ইহারা অপদেবতার পূজা করিয়া থাকে।

শানী (স্ত্রী) ইন্দ্রবারুণী, রাখালশশা। (শব্দচন্দ্রিকা)

শানৈশ্চর (ত্রি) শনৈশ্চর-অণ্‌। শনৈশ্চর অথবা শনিগ্রহ সম্বন্ধীয়।

শান্ত (ত্রি) শম-ক্ত (বা দান্তশান্তেতি। পা ৭।২।২৭) ইতি নিপাতিতঃ। ১ উপশমপ্রাপিত। ২ রাগোপশম, শমতাপ্রাপ্ত, পর্য্যায়—শমিত, প্রান্ত, জিতেন্দ্রিয়। ৩ অমুদ্ধত। ৪ শিষ্ট। ৫ নিবৃত্ত। ৬ বিনীত। ৭ মৃত। ৮ বিনষ্ট। ৯ পরিস্কৃত, বিশুদ্ধীকৃত। ১০ মলযুক্ত। ১১ অভিযুক্ত। (মেদিনী) (পুং) ১২ রস বিশেষ, শান্তরস। নবরসের একটী রস। ইহার লক্ষণ—

"শান্তঃ শমস্থায়িভাব উত্তম প্রকৃতির্মতঃ।
কুন্দেন্দুসুন্দরচ্ছায়ঃ শ্রীনারায়ণদৈবতঃ॥
অনিত্যত্বাদিনা শেষবস্তুনিঃসারতা তু যা।
পরমাত্মস্বরূপং বা তস্যালম্বনমিষ্যতে॥
পুণ্যাশ্রমহরিক্ষেত্রতীর্থরম্যবনাদয়ঃ।
মহাপুরুষসঙ্গাদ্যাস্তস্যোদ্দীপনরূপিণঃ॥
রোমাঞ্চাদ্যাশ্চানুভাবাস্তথা স্যুর্ব্যভিচারিণঃ।
নির্ব্বেদহর্ষস্মরণমতিভূতদয়াদয়ঃ॥" (সাহিত্যদর্পণ ৩য় পরি°)

এই রসের স্থায়িভাব শম, নায়ক উত্তম প্রকৃতি এবং কুন্দেন্দু সুন্দরছায় অর্থাৎ সুন্দর আকৃতি, ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা নারায়ণ। এই সংসার বা জগৎ অনিত্য, সকলই অসার, একমাত্র পরমাত্মাই সার, ইত্যাদি রূপভাবনাই ইহার আলম্বন। পুণ্যাশ্রম, হরিক্ষেত্র, তীর্থস্থল, রম্য বনাদি, এবং মহাপুরুষ ও সাধুসঙ্গ প্রভৃতি ইহার উদ্দীপন, রোমাঞ্চ প্রভৃতি অনুভাব। নির্ব্বেদ, হর্ষস্মরণাদি ব্যভিচারিভাব।

যে স্থলে সুখ বা দুঃখ, রাগ বা দ্বেষ, প্রিয় বা অপ্রিয়, ইত্যাদি কোন রূপ চিন্তাই না থাকে এবং শমপ্রধান হইয়া থাকে, তথায় শান্তরস হয়। এই রসে শান্তিপ্রিয়তাই প্রধান কার্য্য।

"ন যত্র দুঃখং ন সুখং ন চিন্তা
ন রাগদ্বেষৌ ন কাচিদিচ্ছা।
রসঃ স শান্তঃ কথিতো মুনীন্দ্রৈঃ
সর্ব্বেষু ভাবেষু শমঃ প্রমাণঃ॥" (সাহিত্যদ° ৩ পরি°)

কেহ কেহ বলেন যে, মানব যখন সংসার দশায় নানা প্রকার দুঃখে নিপীড়িত হইয়া বিবেকসাহায্যে এক মাত্র মোক্ষমার্গে পরমাত্মচিন্তনে কালাতিপাত করে, তখন তাহার সুখ বা দুঃখ কোন বিষয়েই ইচ্ছাদি থাকে না, সুতরাং তখন তাহার উদ্দীপন, আলম্বন, সঞ্চারী ও ব্যভিচারী প্রভৃতি কোন ভাবই হয় না, অতএব ইহা রস হইতে পারে না। কারণ শৃঙ্গার প্রভৃতি যে সকল রস আছে, তাহাদের আলম্বন, উদ্দীপন প্রভৃতি ভাব আছে, যাহার কোন বিষয়েই ইচ্ছা নাই, তাহার পক্ষে এই সকল ভাব অসম্ভব। সুতরাং ইহা কি প্রকারে রস হইতে পারে। "ন যত্র দুঃখং ন সুখং ন চিন্তা' ইত্যেবং রূপস্য শান্তস্য মোক্ষাবস্থায়ামেবাত্মস্বরূপাপত্তিলক্ষণায়াং প্রাদুর্ভাবাৎ তত্র সঞ্চার্য্যাদীনামভাবাৎ কথং রসত্বমিত্যুচ্যতে।

যুক্তবিযুক্তদশায়ামবস্থিতো যঃ শমঃ সএব যতঃ।
রসতামেতি তদস্মিন্ সঞ্চার্য্যাদেঃ স্থিতিশ্চ ন বিরুদ্ধা॥
যশ্চাস্মিন্ সুখাভাবোঽপ্যুক্তস্তস্য বৈষয়িকসুখপরত্বান্ন বিরোধঃ
উক্তং হি।
'যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহাসুখং।
তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাম্॥
সর্ব্বাকারমহঙ্কাররহিতত্বং ব্রজন্তি চেৎ।
অত্রান্তর্ভাবমর্হন্তি দয়াবীরাদয়স্তদা॥
আদিশব্দাৎ ধর্ম্মবীরদানবীরদেবতাবিষয়রতিপ্রভৃতয়ঃ।'
(সাহিত্যদ° ৩পরি°)

যাঁহারা বলেন, শান্ত রস হইতে পারে না, তাহাদের উত্তরে ইহা বলা যাইতে পারে যে, যুক্ত বা বিযুক্তাবস্থায় অর্থাৎ সংসারাবস্থায় বা সংসারবৈরাগ্যদশায় অবস্থিত যে শমগুণপ্রধান তাহার শান্তরস হইবে এবং সঞ্চার্য্যাদি ভাবাবস্থাও তাহাতে বিরুদ্ধ হইবে না। কারণ শাস্ত্রান্তরে বর্ণিত হইয়াছে যে, ই   গতে কাম, সুখ ও দিব্য মহাসুখ প্রভৃতি যে সকল সুখ আছে, তৃষ্ণাক্ষয় জন্য যে সুখ, উহা তাহার ১৬ ভাগের এক ভাগ নহে। সুতরাং সকল প্রকারেই যদি অহঙ্কাররাহিত্য হয়, তাহা হইলে তাহাতে দয়াবীর প্রভৃতি অন্তর্ভূত হইবে। অর্থাৎ ইহাদের দেবাবিষয়ে রতি, সাধুসংসর্গে আগ্রহ প্রভৃতি আলম্বন-উদ্দীপনাদি ভাব পরিলক্ষিত হইবে। শান্ত নব রসের মধ্যে একটী রস। পূর্ব্ববর্ণিত বিষয়গুলি ইহার প্রধান লক্ষণ। অনিত্যচিন্তা ইহার মুখ্যফল ও ভোগবিরাগ পরমাত্ম-চিন্তন প্রভৃতি আলম্বনাদি ভাব লইয়া এই রস হইবে।

সাহিত্যদর্পণে দেবাবিষয়ক রতির একটী উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে। যথা—"তত্র দেববিষয়া রতির্যথা-

কদা বারাণস্যামিহ সুরধুনী রোধসি বসন্
বসানঃ কৌপীনং শিরসি নিদধানোঽঞ্জলিপুটম্।
অয়ে গৌরীনাথ ত্রিপুরহর শম্ভো ত্রিনয়ন
প্রসীদেতি ক্রোশন্নিমিষমিব নেষ্যামি দিবসান্॥"

(সাহিত্যদর্পণ ৩ পরি°)

কবে আমি বারাণসীতে গঙ্গাতীরে কৌপীনবাস পরিধান করিয়া মস্তকে অঞ্জলিপুটে 'হে মহাদেব! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন' বলিতে বলিতে দিন সকল নিমিষ কালের ন্যায় অতিবাহিত করিব।'

১৩ কুপ। 'শিত শান্তৌ কৃশে তীক্ষ্ণে' (হেম)

১৪ সহ্যাদ্রিবর্ণিত রাজভেদ। (সহ্য° ৩৪।২২)

শান্তক (ত্রি) শম-ক্ত, স্বার্থে ক। ১ শান্ত। ২ শমতাকারী। ৩ বাঙ্গালার সারণজেলার সেবান ভুক্তশীলের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম।

শান্তকর্ণ (পুং) অন্ধ্রবংশীয় রাজভেদ। (ভাগবত ১২।১।২১) [শান্তকর্ণি দেখ।]

শান্তগতিকা (স্ত্রী) বৌদ্ধরমণীভেদ। (প্রজ্ঞাপারমিতা)

শান্তগুণ (ত্রি) শমগুণবিশিষ্ট।

শান্ততা (স্ত্রী) শান্তস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। শান্তের ভাব বা ধর্ম্ম, শমগুণপ্রধানতা, শান্তত্ব।

শান্তনব (পুং) শন্তনোরপত্যং পুমান্, শন্তনু-অণ্। শন্তনুর পুত্র, ভীষ্মদেব। (ত্রিকা°)

শান্তনব আচার্য্য, উণাদিসূত্র ও ফিট্সূত্রবৃত্তি নামক ব্যাকরণরচয়িতা।

শান্তনু (পুং) দ্বাপর যুগের চন্দ্রবংশীয় রাজভেদ। রাজা প্রতীপের পুত্র। এই শান্তনু হইতে গঙ্গার গর্ভে ভীষ্মদেবের জন্ম হয়। পর্য্যায়—মহাভীষ, প্রাতীপ, প্রতীপ, প্রাতপ। (শব্দরত্না°) [শন্তনু শব্দে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য]

ভাগবতে শান্তনু নামের --রূপ ব্যুৎপত্তি লিখিত আছে—জরাজীর্ণ ব্যক্তিকে কর দ্বারা স্পর্শ করিবামাত্র সে যৌবন লাভ ও শ্রেষ্ঠা শান্তি লাভ করিত, এই জন্য তাহার নাম শান্তনু হয়।

"ঋক্ষস্তস্য দিলীপোঽভূৎ প্রতীপস্তস্য চাত্মজাঃ।
দেবাপিঃ শান্তনুস্তস্য বাহ্লীক ইতি চাত্মজাঃ॥
যং যং করাভ্যাং স্পৃশতি জীর্ণং যৌবনমেত্যসৌ।
শান্তিমাপ্নোতি চৈবাগ্র্যাং কর্ম্মণা তেন শান্তনুঃ॥"

(ভাগবত ৯।২২ অ°)

২ কুধান্য বিশেষ। (সুশ্রুত সূত্রস্থা° ৪৬ অ°) ৩ কর্কটিকা, কাঁকুড় গাছ। (রত্নমালা)

শান্তপল্লি (সেন্থাপিল্লী), মান্দ্রাজপ্রেসিডেন্সীর বিজাগাপাটম্ জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। সমুদ্রতীরবর্ত্তী কোনাড় গ্রাম হইতে ৫ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা° ১৮° ২´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩° ৪২´ পূঃ। এখানে একটী গণ্ডশৈলশৃঙ্গের উপর শান্তপল্লি-আলোকবাটিকা বিদ্যমান আছে। বিমলীপত্তন বন্দরে জাহাজ আসিয়া লাগিবার সময় পাছে জলগণ্ডে পর্ব্বতে আহত হয়, এই ভয়ে ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে ঐ আলোঘর নির্ম্মিত হইয়াছিল। সমুদ্রকূল হইতে ৩।০ মাইল ব্যবধানে স্থাপিত হইলেও সমুদ্রপৃষ্ঠস্থ ১৪ মাইল দূরবর্ত্তী জাহাজ হইতে এই আলোক দৃষ্ট হয়।

শান্তপ্রকৃতি (ত্রি) শান্তা প্রকৃতির্যস্য। শান্ত-স্বভাব।

শান্তভয়, প্লক্ষদ্বীপের অন্তর্গত বর্ষভেদ। (লিঙ্গপু° ৪৬।৪৩)

শান্তমতি (পুং) দেবপুত্রভেদ। (ললিতবি°) (ত্রি) শান্তা মতি র্যস্য। ২ শান্তবুদ্ধি, শিষ্টপ্রকৃতি।

শান্তরয় (পুং) যদুবংশীয় রাজভেদ, ধর্ম্মসারথির পুত্র। পাঠান্তর 'শান্তরজস্'। (ভাগবত ৯।১৭।১২)

শান্তরূপ (ত্রি) শান্তপ্রকৃতি।

শান্তবীর দেশিকেন্দ্র, একাক্ষরনিঘণ্টু-প্রণেতা।

শান্তলদেবী, হোয়সলবংশীয় রাজা বিষ্ণুবর্দ্ধনের (অপর নাম বীরগঙ্গ)-মহিষী। ইঁহার অপর নাম লক্ষ্মাদেবী।

শান্তশ্রী (পুং) প্রচণ্ড দেবের নামান্তর। (ললিতবি°)

শান্তসুমতি (পুং) দেবপুত্রভেদ। (ললিতবি°)

শান্তসূরি (পুং) ১ একজন জৈনটীকাকার। ২ জাতকসার-রচয়িতা।

শান্তসেন (পুং) যদুবংশীয় রাজভেদ, সুবাহুর পুত্র। (ভাগবত ১০।৯০।৩৮)

শান্তা (স্ত্রী) দশরথ রাজার কন্যা, রাজা দশরথ লোমপাদকে এই কন্যা দত্তকপুত্রিকারূপে দান করিয়াছিলেন। লোমপাদ ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির সহিত ইহার বিবাহ দেন।

"কন্যাং দশরথো রাজা শান্তাং নাম ব্যজীজনৎ।
অপত্যকৃতিকাং রাজ্ঞে লোমপাদায় যাং দদৌ॥"

(উত্তররামচরিত ১ম°)

২ শমীভেদ। পর্য্যায়—শুভা, শুভ্রা, অপরাজিতা, জয়া, বিজয়া। ৩ আমলকী। (রাজনি°)

৪ দক্ষিণ ভারতে প্রবাহিত একটী নদী। তাপ্তী নদীতে আসিয়া মিলিয়াছে। (তাপীখণ্ড)

৫ একটী গণ্ডগ্রাম। (দিগ্বিজয়প্রকাশ)

শান্তাত্মন্ (ত্রি) শান্তি আত্মা স্বভাবো যস্য। শান্তস্বভাব, শিষ্ট, সাধুপ্রকৃতি।

শান্তানু, সহ্যাদ্রিবর্ণিত রাজভেদ। (সহ্য° ৩৩।৬৭)

শান্তাশান্তি, চম্পারণ্যের অন্তর্গত একটী গ্রাম।

(ভবিষ্যব্র°খ° ৪২।২০)

শান্তি (স্ত্রী) শম-ক্তিন্। ১ কামক্রোধাদি প্রশম, চিত্তোপশম। নাগোজীভট্ট শান্তি শব্দের অর্থ করিয়াছেন যে, বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়ের উপরম; শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি বিষয়সমূহ ইন্দ্রিয় হইতে উপরত হইলে যে অবস্থা হয়, তাহাকে শান্তি কহে। পর্য্যায়—শমথ, শম, প্রশম, উপশম প্রশান্তি, তৃষ্ণাক্ষয়। (হেম) ক্রিয়াযোগসারে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে—

"যৎ কিঞ্চিদ্বস্তু সংপ্রাপ্য স্বল্পং বা যদি বা বহু।
যা তুষ্টির্জায়তে চিত্তে শান্তিঃ সা গদ্যতে বুধৈঃ॥"

(পদ্মপু° ক্রিয়াযোগসা° ১৫ অ°)

অত্যল্প বা বহু যে কিছু সামান্য বস্তুতেই চিত্তের যে পরিতোষ জন্মে, তাহাকে শান্তি কহে। অধিক পাইলেও আনন্দ নাই, এবং অল্পেও দুঃখ নাই, চিত্তের এইরূপ যে পরিতোষ, তাহার নাম শান্তি।

গীতায় লিখিত আছে যে—

"আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥"

(গীতা ২।৭০)

জল যেরূপ সর্ব্বদা পরিপূর্ণ ও অচলভাবে অবস্থিত মহাসমুদ্রে প্রবেশ লাভ করিয়া বিলীন হয়, সেইরূপ যখন কামনা সকল পুরুষের হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিলীন হয়, তখন তিনি শান্তি লাভ করিতে পারেন। কামকামী অর্থাৎ কামনাপূর্ণ ব্যক্তি শান্তির সুকোমল ছায়া কখনই প্রাপ্ত হন না। চিত্ত যখন কামনাশূন্য হয়, ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত প্রভৃতি ভাব সকল দূর হয়, তখন শান্তি হইয়া থাকে। বিষয়াসক্তচিত্তে শান্তি হইতে পারে না। যাহার শান্তি নাই, তাহার সুখও নাই।

"নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য নচাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্॥" (গীতা ২।৬৬)

যতক্ষণ পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয় সকল বিজিত না হয়, ততক্ষণ আত্মবিষয়িণী বুদ্ধি জন্মে না। এই আত্মজ্ঞান না জন্মিলে শান্তি লাভ হয় না। অশান্ত ব্যক্তির সুখের সম্ভাবনা নাই। যাহারা শান্তিপ্রয়াসী, তাহারা প্রথমে ইন্দ্রিয়-সংযম করিয়া ভগবদুপাসনায় চিত্ত নিবিষ্ট করিলে শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হন। চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদন হইলেই শান্তিলাভ হইল।

শঙ্করাচার্য্য তাঁহার গীতাভাষ্যে শান্তি শব্দের মোক্ষ অর্থ স্থির করিয়াছেন।

২ ধর্ম্ম দ্বারা গ্রহদোষ দুঃস্বপ্নাদিসূচিত ঐহিক অনিষ্ট হেতু দুরিত নিবৃত্তি। গ্রহাদি বিগুণ হইয়া যে স্থলে অনিষ্ট ঘটে, সেই স্থলে কোন দৈব কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা ঐ অনিষ্টের নিবৃত্তি হইলে তাহাকে শান্তি কহে। গ্রহবিরুদ্ধ হইলে গ্রহদিগের পূজা, দান, স্তব, কবচ, হোম প্রভৃতি দ্বারা বা তদধিষ্ঠাত্রী দেবতার পূজা ও চণ্ডীপাঠ এবং নারায়ণকে তুলসী প্রভৃতি দান করিলে বৈগুণ্যশান্তি হইয়া থাকে। সাধারণতঃ ইহা শান্তি-স্বস্ত্যয়ন নামে আখ্যাত। যে রূপ অঙ্গে কবচধারণ করিলে শস্ত্রের বাধক হয়, তদ্রূপ দৈবোপঘাত ব্যক্তির শান্তিই বারক অর্থাৎ দৈব বিরুদ্ধ হইলে শান্তি করিলে তাহার প্রশমন হয়।

"যথা শস্ত্রপ্রহারাণাং কবচং বিনিবারকম্।
তথা দৈবোপঘাতানাং শান্তির্ভবতি বারণম্॥"

'বালগ্রহভূতগ্রহনৃপাধিপ প্রবলতরশত্রুদুঃসহরোগাগ্নিভয়বাস্তুভ-দুঃস্বপ্নগ্রহদোষাদ্যাদিনিমিত্তকং শান্তিকর্ম্মাপি মলমাসে কর্ত্তব্যঃ।"

(মলমাসতত্ত্ব)

শান্তিকর্ম্ম বিশুদ্ধ দিনে করিতে হয়। কিন্তু যে স্থলে গ্রহাদির প্রবলপ্রকোপ বশতঃ কঠিন পীড়াদি হয়, তথায় মলমাসেও শান্তিকর্ম্ম করিতে পারিবে। কিন্তু মলমাস হইলেও বিশুদ্ধ দিন দেখিয়া শান্তি কর্ম্ম বিধেয়। যথাবিহিত শান্তকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে বালগ্রহ,ভূতগ্রহ, রাজভয়, প্রবলতর শত্রু, দুঃসহরোগাগ্নিভয়, দুঃস্বপ্ন, গ্রহবিরুদ্ধ প্রভৃতি আশু প্রশমিত হয়। অতএব গ্রহাদি বিগুণ হইলে যত্নপূর্ব্বক তাহার শান্তি করা কর্ত্তব্য।

রঘুনন্দন কৃত্যতত্ত্বে অদ্ভুত-শান্তির বিধান উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, প্রকৃতি বিরুদ্ধের নাম অদ্ভুত, অর্থাৎ যাহা অস্বাভাবিক তাহাই অদ্ভুত শব্দবাচ্য; হঠাৎ যদি এক কাক আসিয়া গায় পড়ে, গৃহে পেচকাদি প্রবেশ করে, গন্ধর্ব্বনগরাদি দর্শন হয়, তাহাকে অদ্ভুত কহে। দেবগণ মানবকে অশুভ ভাব অবগত করাইবার জন্য এইরূপ দেখাইয়া থাকেন। মানব উক্ত সকল উৎপাত দর্শনে তাহার ভাবী অনিষ্ট বুঝিতে পারিয়া আথর্ব্বণ বিধি অনুসারে শান্তি করিবে। বিধিবিধানে শান্তি করিলে তাহার আর ভাবী অনিষ্টের ভয় থাকে না।

রজস্বলা স্ত্রীগমন, গো, অশ্ব ও ভার্য্যার যমজ সন্তান প্রসব বা বিজাতীয় প্রসব, কাক, কঙ্ক, গৃধ্র, শ্যেন, বনকুক্কুট, রক্তপাদ ও বনকপোতের গৃহ প্রবেশ, অথবা মনুষ্যের পরিপতন, শ্বেতবর্ণ ইন্দ্রায়ুধ, বা রাত্রিকালে ইন্দ্রায়ুধ, উল্কাপাত, দিগ্দাহ, সূর্য্যোপমণ্ডল, চন্দ্রোপমণ্ডল, গন্ধর্ব্বনগরদর্শন, ভূকম্প, ধূমকেতু; রক্ত, শস্ত্র, বসা, অস্থি প্রভৃতি পতন, পেচক ও বানরাদি গৃহে প্রবেশ ও অকালে ফল পুষ্পাদির উদ্গম এবং সপ্তাহ ধরিয়া বৃষ্টি হইলে ছন্দোগপরিশিষ্টোক্ত বিধি অনুসারে শান্তি করা কর্ত্তব্য।

যদি এইরূপ অদ্ভুত বিপদে শান্তি না করা হয়, তাহা হইলে

গৃহপতির মৃত্যু বা সর্ব্বনাশ হইয়া থাকে। এই শান্তির বিধানে লিখিত আছে যে, পূর্ব্বোক্ত কোন বিপদ্ উপস্থিত হইলে, বিশুদ্ধ দিনে দেবপূজাদি শেষ করিয়া স্বস্তিবাচন এবং পরে সঙ্কল্প করিবে। সঙ্কল্প যথা—

"ওঁ তৎসৎ বিষ্ণুরোম্ তৎসদোমদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকে তিথৌ অমুক গোত্র শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা অমুকাদ্ভুতসূচিত-দোষোপশমনকামঃ কাত্যায়নোক্তশান্তিমহং করিষ্যে" সঙ্কল্প সূক্ত পাঠ এবং স্বগৃহোক্ত বিধি অনুসারে অগ্নিস্থাপন করিয়া পরে বরদ নামক অগ্নি স্থাপনপূর্ব্বক ঘৃত দ্বারা, অদ্ভুতায়ে স্বাহা, ওঁ সোমায় স্বাহা, ওঁ বিষ্ণবে স্বাহা, ওঁ বায়বে স্বাহা, ওঁ রুদ্রায় স্বাহা, ওঁ বসবে স্বাহা, ও মৃত্যবে স্বাহা, বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যো স্বাহা ইঁহাদের হোম করিয়া পরে আবার চরু দ্বারা ইঁহাদের হোম করিবে। এইরূপে হোম শেষ করিয়া ঘৃতপায়সাদি ভোজন দ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণাসহ পরিতোষ করিবে। অথবা স্বগৃহ্যোক্ত অগ্নিস্থাপন করিয়া যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত সপ্রণবগায়ত্রী ও বিষ্ণুসূক্ত দ্বারা অষ্টোত্তর শত হোম এবং নবগ্রহ হোম করিয়া তাহাদিগের পূজা করিলেও এই শান্তি হয়।*

দুঃস্বপ্ন ও অনিষ্ট প্রভৃতি দর্শনেও ব্রাহ্মণকে ঘৃত ও কাঞ্চন দান এবং ব্রাহ্মণ ও জ্ঞাতিভোজন করাইলে শান্তি হয়। (কৃত্যতত্ত্ব)

বৈষ্ণবামৃতে ব্যাসবচনে লিখিত আছে যে, "নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা" মন্ত্রে ভগবান্ নারায়ণকে তুলসী দিলে সকল শান্তি হয়। তুলসী দ্বারা নারায়ণ-পূজাই মহাশান্তি। ইহাতে সকল বিপদ্ দূর হয়। গ্রহযজ্ঞ ও শান্তিক প্রভৃতি কর্ম্ম দ্বারা ক্লেশের আবশ্যক নাই। এক মাত্র তুলসী দানেই সকল শান্তি হইয়া থাকে।

"গ্রহযজ্ঞৈঃ শান্তিকৈশ্চ কিং ক্লিশ্যন্তি নরা দ্বিজ।
মহাশান্তিকরঃ শ্রীমান্ তুলস্যা পূজিতো হরিঃ॥
উৎপাতান্ দারুণান্ পুংসাং দুর্নিমিত্তাননেকশঃ।
তুলস্যা পূজিতো ভক্ত্যা মহাশান্তিকরো হরিঃ॥
অত্র ব্রহ্মপুরাণীয়ো মন্ত্রঃ—
নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহেতি।"

(বৈষ্ণবামৃতধৃত ব্যাস)

এই যে শান্তির বিষয় কথিত হইল, ইহা বৈদিক শান্তি। ইহা ভিন্ন তন্ত্রশাস্ত্রেও শান্তির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তন্ত্রে ষট্‌কর্ম্মস্থলে শান্তির বিধান আছে। ঐ স্থলে শান্তিকর্ম্মের লক্ষণ সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, যে কর্ম্মদ্বারা রোগ, কৃত্যা, ও গ্রহদোষ নিবারণ হয়, তাহাকে শান্তিকর্ম্ম কহে।

"শান্তিবশ্যস্তম্ভনানি বিদ্বেষোচ্চাটনে ততঃ।
মারণান্তানি শংসন্তি ষট্‌কর্ম্মাণি মনীষিণঃ।
রোগকৃত্যাগ্রহাদীনাং নিরাসঃ শান্তিরীরিতা॥" (তন্ত্রসার)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, জ্যোতিষোক্ত শুভ দিন দেখিয়া শান্তি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়। এই দিন যথা—রবি, সোম, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্র এবং উত্তরাষাঢ়া, উত্তরফল্গুনী, উত্তরভাদ্রপদ, রোহিণী, চিত্রা, অনুরাধা, মৃগশিরা, রেবতী, পুষ্যা, অশ্বিনী ও হস্তা এই সকল নক্ষত্রযুক্ত এবং রিক্তা ভিন্ন তিথিতে শুভলগ্নে চন্দ্র ও তারাশুদ্ধি হইলে শান্তিকর্ম্ম করিবে।

"তত্র বারা রবিসোমবুধবৃহস্পতিশুক্রাণাং তত্র নক্ষত্রাণি উত্তরাষাঢ়া-উত্তরফল্গুনীউত্তরভাদ্রপৎরোহিণীচিত্রা-অনুরাধা মৃগশিরঃ-রেবতী-পুষ্যা-অশ্বিনীহস্তা। তত্র চন্দ্রঃ শোভনঃ, লগ্নঃ শোভনমিত্যাদি।" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

আপৎকালে চণ্ডীপাঠ, বটুকভৈরবাদি স্তোত্রপাঠ, স্বস্ত্যয়ন, হোম প্রভৃতিতে যেমন গ্রহবৈগুণ্য শান্তি হয়, সেইরূপ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রেও রোগাদি শান্তির জন্য গ্রহশান্তি, কবচ ধারণ, তুলসীদান প্রভৃতির ব্যবস্থা দেখা যায়। এ ছাড়া গ্রহশান্তির জন্য ভৌতিকাচারেরও ব্যবস্থা আছে। সাপের খোলস, লশুন, মূরগামূল, সর্ষপ, নিম্বপত্র, বিড়ালের বিষ্ঠা, ছাগলোম, মেষপুচ্ছ, বচ ও মধু এই সমুদায়ের ধূপে গ্রহশান্তি হয় এবং বালরোগ বিদূরিত হইয়া থাকে।

২ ভদ্র, মঙ্গল। (হেম) ৩ গোপীবিশেষ। (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ° ৯ অ°) (পু°) ৪ বৃত্তাহ বিশেষ। ৫ জিন চক্রবর্ত্তী-বিশেষ। (হেম) ৬ দশম মন্বন্তরীয় ইন্দ্র। (গরুড়পু° ৮৭অ°)

৭ দেবপূজা প্রভৃতির পর মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক যজমানকে পুষ্পাদি দ্বারা যে আশীর্ব্বাদ দেওয়া হয়, তাহাকে শান্তি কহে।

"শান্তিস্তিলকর্দ্দমাঃ।" (দেবপুরাণ°)

* "আথর্ব্বণাদ্ভুতবচনং প্রকৃতিবিরুদ্ধমদ্ভুতমাপদঃ। প্রাকপ্রবোধায় দেবা ইতি তেনাপন্মানায় পূর্ব্বং অদ্ভুতানাং স্বভাবপ্রচারোদেবকল্পো-হন্তে হাত অনধনাশিনম্নে পোষণাদ্যোতো যমেন চাতে বিজাতীয়প্রসবে কাক-কঙ্ক-গৃধ্র-শ্যেনমধুক-উলূকপারাবতকপোতানাং গৃহপ্রবেশে মধুনো পরিপতনে বা অভ্রেষু বা ধূমকেতুপ্রমুখবজ্রনির্ঘাত-উল্কাপাত-দিগ্দাহদুর্যোপ-মণ্ডল-চন্দ্রোপমণ্ডল গন্ধর্ব্বনগরদর্শনকৃতকাষ্ঠচিত্রাদ্যপ্রজল্পিতা মহাশান্তিদোষ-রাগ-ভূকম্প-ধূমকে প্রকম্পমাবাধিত-নদ্যাদিনদধাতুতিরণাদ্ভকফলপুষ্পাদ্যাগমোঃ বনপ্রদেশে সেচকর নদীপূর্ণভবনে অকালফলপুষ্পোদ্গমাদিষু মহারোগাদ্যদ্ভুতেষু চ গ্রামপরিরক্ষায় শান্তিং কুর্য্যাৎ।

এবং শান্তিকপাঠেন গৃহে হবনে নমস্কারো ভবতি, যোগিযাজ্ঞবল্ক্যোক্ত সপ্রণবগায়ত্র্যা চ বিষ্ণুসূক্তেন অষ্টোত্তরহোমান্ নবগ্রহহোমান্ পুনঃ দেবং। ব্রাহ্মণায় কাঞ্চনং দদ্যাৎ। এবং দুঃস্বপ্নাদ্যনিষ্টদর্শনেষু ব্রাহ্মণায় ঘৃতং কাঞ্চনঞ্চ দদ্যাৎ ততো ব্রাহ্মণান্ জ্ঞাতীংশ্চ ভোজয়েৎ।"

(রঘুনন্দন কৃত্যতত্ত্ব অদ্ভুতশান্তি)

দেবপূজার পর শান্তি, তিলক ও পরে দক্ষিণান্ত করিতে হয়। [শান্ত্যুদক দান দেখ]

৮ ষোড়শমাতৃকাবিশেষ। কুলের রক্ষাকারিণী ১৬ জন মাতৃকা দেবতা আছেন, নান্দীমুখশ্রাদ্ধে প্রথমে ইঁহাদের পূজা করিয়া পরে শ্রাদ্ধ করিতে হয়।

শান্তিক (ত্রি) শান্তিকর্ম, গ্রহাদি শান্তির নিমিত্ত যে দৈব কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহাকে শান্তিক কর্ম্ম কহে। ২ শান্তি শব্দার্থ।

শান্তিকর (পুং) করোতীতি কৃ-ট, করঃ। শান্তিকারক, যাহাতে শান্তি হয়। (ভাগবত ৪।২২।১৭)

শান্তিকরণ (ক্লী) শান্তের করণং। শান্তিকর্ম, শান্তিকার্য্য। (কাত্যা° গৃ° ২৬।৭।৫৮)

শান্তিকর্ম্মন্ (ক্লী) শান্ত্যর্থং কর্ম। শান্তিক্রিয়া, শান্তি কার্য্যের জন্য দৈবানুষ্ঠান। (আশ্ব° গৃ° ২৬।৭।৫৮)

শান্তিকলামল, সহ্যাদ্রিবর্ণিত রাজভেদ। (সহ্যা° ৩১।২৮)

শান্তিকল্প (পুং) অথর্ব্ববেদের পঞ্চম কল্প।

শান্তিকাম (ত্রি) শান্তিং কাময়তে ইতি কম-ণিঙ্-অচ্। শান্ত্যভিলাষী, যিনি শান্তি কামনা করেন। সংস্কারতত্ত্বে লিখিত আছে যে, যিনি শ্রী ও শান্তি কামনা করেন, তিনি গ্রহযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন।

"শ্রীকামঃ শান্তিকামো বা গ্রহযজ্ঞং সমাচরেৎ।

বৃষ্ট্যায়ুঃপুষ্টিকামো বা তথৈবাভিচরন্নপি॥" (সংস্কারতত্ত্ব)

শান্তিকুম্ভ (পুং) দেবপূজাদিতে প্রতিমাসমক্ষে যে ঘট স্থাপন করা হয়। দেবপূজাদির পর এই কুম্ভের জল লইয়া শান্তি দিতে হয়, এই জন্য ইহাকে শান্তিকুম্ভ বা শান্তিকলস কহে।

শান্তিকৃৎ (ত্রি) শান্তিং করোতীতি-কৃ-ক্বিপ্-তুক্ চ। শান্তিকারক।

শান্তিগুপ্ত (পুং) বৌদ্ধাচার্য্যভেদ। (তারনাথ)

শান্তিগুরু (পুং) বৌদ্ধাচার্য্যভেদ।

শান্তিগৃহ (ক্লী) শান্তের্গৃহং। শান্ত্যালয়। যজ্ঞস্থানে নির্ম্মিত যে গৃহে যজ্ঞাবসানে শান্তিজল দ্বারা স্নান করিতে হয়। পর্য্যায় আথর্ব্বণ। (হেম)

"কর্ত্তব্যু নিবন্ধীয়াং পুষ্টার্থং শান্তিগৃহগানাম্।"
(বৃহৎসংহিতা ৪৪।৫)

শান্তিজল (ক্লী) শান্ত্যর্থং জলং। শান্তিনিমিত্ত জল, পূজাদির পর যে জল দ্বারা শান্তি দেওয়া হয়।

শান্তিদ (ত্রি) শান্তিং দদাতীতি দা-ক। শান্তিদায়ক, শান্তিদানকারী। (বৃহৎসংহিতা ৫৮।৩৩)

শান্তিদেব (পুং) বৌদ্ধযতিভেদ।

শান্তিদেবা (স্ত্রী) বাসুদেবপত্নী দেবকের কন্যা। (ভাগব° ৯।২৪।২২)

শান্তিনাথ (পুং) ১৬শ জৈনতীর্থঙ্কর। [জৈনশব্দ দেখ]

হেমচন্দ্রের গুরু দেবসূরি শান্তিনাথচরিত্র নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। উহা পরে অপর এক দেবসূরি কর্তৃক প্রাকৃত হইতে সংস্কৃত ভাষায় অনূদিত হয়। শান্তিনাথপুরাণেও শান্তিনাথের চরিত্র বর্ণিত আছে।

শান্তিপর্ব্ব, মহাভারতোক্ত দ্বাদশপর্ব্ব। এই পর্ব্বে রাজধর্ম্ম শান্তিবিষয়ক বিষয়াদি বিবৃত হইয়াছে। [মহাভারত দেখ।]

শান্তিপাল, সহ্যাদ্রিবর্ণিত রাজভেদ। (সহ্যা° ৩২।৪১)

শান্তিপুর (ক্লী) ১ শান্তিনিকেতন। ২ নগর বিশেষ।

বাঙ্গালার নদিয়াজেলার অন্তর্গত একটী প্রসিদ্ধ নগর। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের লীলাক্ষেত্র নবদ্বীপধাম হইতে দক্ষিণে ভাগীরথীতীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৩° ১৪´ ২৪´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮° ২৯´ ৬´´ পূঃ। লোকসংখ্যা ৩০ হাজারের অধিক।

বহুকাল হইতে এই নগর বস্ত্রবাণিজ্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। শান্তিপুরে-ধুতি বাঙ্গালার সর্ব্বত্র সুপরিচিত। বাঙ্গালী বালকবালিকারা বেশমপাড় শান্তিপুরে সাটী পরিধান করিতে বিশেষ আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া থাকে। পূর্ব্বে নদীয়া জেলায় প্রায় সকল স্থানেই এই কাপড় প্রস্তুত হইয়া শান্তিপুরের হাটে বিক্রয় হইত। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর শান্তিপুরে কুঠী স্থাপন হইতে এই নগর বস্ত্রবাণিজ্যের কেন্দ্ররূপে পরিণত হয় এবং তন্তুবায়-নির্ম্মিত শান্তিপুরে আসিয়া বস্ত্র বয়ন করিতে আরম্ভ করে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন নবদ্বীপে বৈষ্ণব ধর্ম্মপ্রচারে যত্নশীল, তখন বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমদদ্বৈত গোস্বামী শান্তিপুরে গঙ্গাতীরে বাস করিতেছিলেন। মহাপ্রভু সেই পূজ্যপাদ গোস্বামীকে দর্শনমানসে শান্তিপুরে আগমন করেন। বৈষ্ণবগ্রন্থে লিখিত আছে, অদ্বৈতের সঙ্গলাভে বিভোর হইয়া মহাপ্রভু এখানে হরিনাম সংকীর্ত্তনে মত্ত হন। রাসযাত্রা উপলক্ষে শান্তিপুরে এখনও সেই ধর্ম্মপ্রচারের স্মৃতি অক্ষুণ্ণ আছে। কার্ত্তিকী পূর্ণিমার দিন শান্তিপুরের ঘরে ঘরে রাসোৎসব হয়। মেলা তিন দিন থাকে। বাঙ্গলার নানাস্থানের বৈষ্ণবগণ ও অন্যান্য লোক ঐ মেলা দেখিতে ঐ সময়ে শান্তিপুরে যায়। অদ্বৈত প্রভুর বাসভূমি বলিয়া এই স্থান গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের নিকট একটি তীর্থ রূপে পরিগণিত হইয়াছে। এখানে গঙ্গাস্নান মহাপুণ্যজনক।

শান্তিপুরাণ, জৈনপুরাণভেদ। সকলকীর্ত্তিরচিত শান্তিনাথ পুরাণ।

শান্তিপ্রভ (পুং) একজন বৌদ্ধাচার্য্য। (তারনাথ)

শান্তিমন্ত্র (পুং) মন্ত্রবিশেষ, শান্তিদানের মন্ত্র। যে মন্ত্রে শান্তিজল দেওয়া হয়। [শান্ত্যুদকদান দেখ]

২ তন্ত্রোক্ত মন্ত্রবিশেষ। তন্ত্রসারে এই মন্ত্র এইরূপ লিখিত আছে, যথা—অথ শান্তিমন্ত্রঃ।

ইমং পুত্রং কাময়তঃ কামজানামিহৈব হি।

যেবেভ্যঃ পুষ্পাতি সর্ব্বমিদং মজ্জননং শিবশান্তিস্তারায়ৈ কেশবেভ্যস্তারায়ৈ রুদ্রেভ্যঃ উমায়ৈঃ শিবায় শিবদশসে। ইত্যনেন কুশোদকেন শান্তিং কুর্য্যাৎ।" (তন্ত্রসার)

এই মন্ত্রে কুশোদক দ্বারা শান্তি করিতে হয়।

শান্তিরক্ষিত (পুং) একজন বৌদ্ধাচার্য্য। (তারনাথ)

শান্তিবর্ম্মা, কাদম্ব বংশীয় দুইজন নরপতি। শান্তি বর্ম্মা ১ম রাজা ২য় নাগবর্ম্মার পর সিংহাসন অধিকার করেন। রাজা ২য় শান্তি বর্ম্মা ১০৭৫ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। ইনি রাজা ২য় জয়বর্ম্মার পুত্র, কিন্তু রাজা জয়বর্ম্মার পৌত্র ২য় কান্তিবর্ম্মার পর সিংহাসন লাভ করেন। হাঙ্গাল ইঁহাদের রাজধানী ছিল। রাজা ২য় শান্তিবর্ম্মা পশ্চিম চালুক্য বংশীয় রাজা ২য় সোমেশ্বর এবং ৬ষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের অধীন মিত্ররাজরূপে পরিগণিত ছিলেন। ইনি পাণ্ড্যবংশীয়া শ্রিয়া দেবীকে বিবাহ করেন।

শান্তিবর্ম্মা, সৌন্দত্তির রট্টবংশীয় একজন সামন্ত রাজা। রাজা পিট্টুগের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর ইনি অনুমান ৯৮০ খৃষ্টাব্দে পিতৃসিংহাসনে সমাসীন হন। পশ্চিম চালুক্যরাজ ২য় তৈলপের অধীনে ইনি বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

শান্তিবাচন (ক্লী) শান্তিমন্ত্রের বাচন, শান্তিজল দানের মন্ত্র পাঠ, শান্তিমন্ত্র প্রয়োগ।

শান্তিবাচনীয় (ত্রি) শান্তিবাচনপ্রয়োজনমস্য (অনুপ্রবচনাদিভ্যশ্ছঃ। পা ৫।১।১১১) ইতি ছ। শান্তিবাচন যাহার প্রয়োজন তাহাকে শান্তিবাচনীয় কহে।

শান্তিবাহন (পুং) একজন বৌদ্ধরাজ। (তারনাথ)

শান্তিব্রত, ব্রতবিশেষ। (বরাহপু°)

শান্তিশতক (ক্লী) শিহ্লন কবিকৃত শ্লোকশতক। ইহাতে শান্তিবিষয়ক একশত শ্লোক আছে।

শান্তিসদ্মন্ (ক্লী) শান্তিগৃহ, যে গৃহে শান্তিজলে অভিষিক্ত হওয়া যায়। (বৃহৎসং ৪৪।৫

শান্তিষেণ, একজন বিখ্যাত জৈনসূরি। দুর্লভসেন সূরির পুত্র, কুলভূষণের পৌত্র এবং গুরু দেবসেনের প্রপৌত্র। ইঁহারা লাট-বাগটগণের অন্তর্ভুক্ত। রাজা ভোজদেবের সভায় অম্বর সেন ও অন্যান্য পণ্ডিত তর্কযুদ্ধে আহ্বানকারী পণ্ডিতদলকে শান্তিষেণ পরাস্ত করিয়াছিলেন। ইঁহার পুত্র বিজয়কীর্ত্তি কচ্ছপঘাতবংশীয় মহারাজাধিরাজ বিক্রমসিংহের সভাপণ্ডিত ছিলেন (১১৪৫সম্বৎ)।

শান্তিসূক্ত (ক্লী) বৈদিক মন্ত্রবিশেষ। মহাবামদেব্য ঋষি প্রভৃতি বৈদিক মন্ত্রকে শান্তিসূক্ত কহে। এই সূক্তে শান্তিজল দিতে হয়।

শান্তিসূরি (পুং) একজন প্রসিদ্ধ জৈনগ্রন্থকার। ইনি উত্তরাধ্যয়ন-সূত্রটীকা ও মানাঙ্ক বিরচিত বৃন্দাবনযমকের টীকাপ্রণেতা। ইঁহার অপর নাম বাদিবেতাল এবং ইনি থারাপদ্রগচ্ছভুক্ত ছিলেন। ১০৯৬ সম্বতে ইঁহার মৃত্যু হয়।

শান্তিহোম (পুং) শান্ত্যর্থং হোমঃ। শান্তির নিমিত্ত হোম।

"সাবিত্রান্ শান্তিহোমাংশ্চ কুর্য্যাৎ পর্ব্বসু নিত্যশঃ।
পিতৄংশ্চৈবাষ্টকাঃ সর্ব্বা নিত্যমন্বষ্টকাসু চ॥"

(মনু ৪।১৫০)

মনুতে লিখিত আছে যে, অমাবস্যা পূর্ণিমা প্রভৃতি পর্ব্বদিনে অনিষ্ট-নিবৃত্তির জন্য শান্তিহোম করিবে।

শান্ত্যুদকদান (ক্লী) শান্ত্যুদকস্য দানং। শান্তিজল দেওয়া, পূজা ও হোমাদির পর শান্তিমন্ত্র পাঠ করিয়া যজমানের গাত্রে যে জলের ছিটা দেওয়া হয়, তাহাকে শান্ত্যুদকদান কহে। ইহা বৈদিক ও তান্ত্রিক এই দুই মন্ত্রেই দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু অনেক স্থলে তান্ত্রিক মন্ত্রেই শান্তি দেওয়া হয়।

বৈদিক শান্তি দিবার সময়, সামবেদী, যজুর্ব্বেদী ও ঋগ্বেদী-দিগের পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্র আছে। মহাবামদেব্যঋষি প্রভৃতি সামবেদী-দিগের এবং 'ঋচং বাচং প্রপদ্যে' প্রভৃতি মন্ত্র যজুর্ব্বেদীয়দিগের জানিতে হইবে। কিন্তু তান্ত্রিক শান্তিতে সকল বেদীরই একই মন্ত্র বিহিত হইয়াছে। এই মন্ত্র যথা—

"সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
বাসুদেবো জগন্নাথস্তথা সঙ্কর্ষণো বিভুঃ॥
প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধশ্চ ভবন্তু বিজয়ায় তে।
আখণ্ডলোঽগ্নির্ভগবান্ যমো বৈ নির্ঋতিস্তথা।
বরুণঃ পবনশ্চৈব ধনাধ্যক্ষস্তথা শিবঃ।
ব্রহ্মণা সহিতা হ্যেতে দিক্‌পালাঃ পান্তু বঃ সদা।
কীর্ত্তির্লক্ষ্মী ধৃতির্মেধা পুষ্টিঃ শ্রদ্ধা ক্ষমা মতিঃ॥
বুদ্ধির্লজ্জা বপুঃ শান্তির্মায়া নিদ্রা চ ভাবনা।
এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু দেবপত্ন্যঃ সমাগতাঃ॥
আদিত্যশ্চন্দ্রমা ভৌমো বুধো জীবসিতার্কজাঃ।
এতে ত্বামভিষিঞ্চন্তু রাহুঃ কেতুশ্চ তর্পিতাঃ।
দেবদানবগন্ধর্ব্বা যক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ॥
ঋষয়ো মুনয়ো গাবো দেবমাতর এব চ।
দেবপত্ন্যো ধ্রুবা নাগা দৈত্যাশ্চাপ্সরসোঽঙ্গনাঃ॥
অস্ত্রাণি সর্ব্বশস্ত্রাণি রাজানো বাহনানি চ।
ঔষধানি চ রত্নানি কালস্যাবয়বাশ্চ যে॥
সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাস্তীর্থানি জলদা নদাঃ।
এতে ত্বামভিষিঞ্চন্তু ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধয়ে॥" (তন্ত্রসার)

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া শান্তি কলস হইতে শান্তিজল দিতে হয়

শাম্ব (স্ত্রী) সাম, অতি মধুর। (অমরটীকা সারসু°)

শাম্বতি (স্ত্রী) ব্রাহ্মণযষ্টিকা। (শব্দচন্দ্রিকা) পুস্তকান্তরে ইহার পাঠান্তর 'ষায়ন্তি' এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

শাপ (পুং) শপনমিতি শপ-ঘঞ্। আক্রোশ। অভিসম্পাত, অভিশাপ দেওয়া, পর্য্যায় অকরণি, অজীবনি, অজননি, অবগ্রহ, নিগ্রহ, অভিসম্পাত। ২ দিব্য। পর্য্যায়—শপন, শপথ। ৩ মিথ্যা নিরসন। (শব্দরত্না°) ৪ উপদ্রব।

"মুক্তশাপং বনং তচ্চ তস্মিন্নেব তদাহনি।

রমণীয়ং বিবভ্রাজ যথা চৈত্ররথং বনম্॥" (রামায়ণ ১।২৬।৩৫)

'মুক্তশাপং অপগতোপদ্রবং' টীকা) ৫ জল। "প্রতীপং শাপং নদ্যো বহন্তি" (ঋক্ ১০।২৮।৪) 'প্রতীপং প্রতিকূলং শাপং উদকং' (সায়ণ)

শাপগ্রস্ত (ত্রি) শাপেন গ্রস্তঃ। যাহাদিগকে শাপ দেওয়া হইয়াছে, অভিশপ্ত।

শাপবচন (ক্লী) শাপবাক্য।

শাপভ্রষ্ট (পুং) শাপেন ভ্রষ্টঃ। শাপদ্বারা ভ্রষ্ট, উচ্চাবস্থা হইতে শাপদ্বারা যিনি তদপেক্ষা নিকৃষ্টাবস্থা প্রাপ্ত হন।

শাপটিক (পুং) ময়ূর।

শাপনাশন (পুং) মুনিভেদ।

শাপায়ন (পুং) শপ-অশ্বাদিত্বাৎ ফঞ্ (পা ৪।১।১১০) মুনি বিশেষ, শাপ ঋষির গোত্রাপত্য।

শাপাস্ত্র (পুং) শাপ এব অস্ত্রং যস্য। মুনি ও ঋষি, ইহাদের শাপই একমাত্র অস্ত্র। কারণ ইহারা শাপ দ্বারাই লোকসমূহকে নিগৃহীত করিয়া থাকেন।

শাপেট (পুং) কুশজাতীয় তৃণভেদ। "নাব্যায়া দক্ষিণাবর্ত্তে শাপেটং নিখনেৎ।" (কৌশিকসূ° ১৮)

শাপেয় (পুং) ১ বৈদিক আচার্য্যভেদ। ২ তৎপ্রবর্ত্তিত শাখা।

শাপেয়িন্ (পুং) ১ শাপেয় শাখাধ্যায়ী। ২ যাজ্ঞবল্ক্যের শিষ্যভেদ। (ব্রহ্মাণ্ডপু°)

শাফরিক (পুং) শফরান্ হন্তীতি শফর (পক্ষিমৎস্যমৃগান্ হন্তি। পা ৪।৪।৩৫) ইতি ঠক্। মৎস্যধারক, যাহারা মাছ ধরে।

শাফাক্ষি (পুং) শফাক্ষর গোত্রাপত্য।

শাফেয় (পুং) শাখাভেদ। [শাপেয় দেখ।]

শাবর (পুং) শবরস্যাপত্যং শবর (অনৃষ্যানন্তর্য্যে বিদাদিভ্যোঽঞ্। পা ৪।১।১০৪) ইতি অঞ্। ১ শবরের গোত্রাপত্য। (ত্রি) ২ শবর সম্বন্ধীয়। ৩ শিবকৃত তন্ত্রবিশেষ। ৪ শবরস্বামিকৃত ভাষ্যবিশেষ। শবরাণামিদং। ৫ পাপ, অপরাধ। ৫ লোধ্ বৃক্ষ।

শাবরজম্বুক (ত্রি) শবরজম্বু (ওর্দেশে ঠঞ্। পা ৪।২।১১৯) ইতি ঠঞ্। শবরজম্বুদেশ সম্বন্ধীয়।

শাবরভাষ্য (ক্লী) শাবরেণ কৃতং ভাষ্যং। শবরস্বামি কৃত ভাষ্য। জৈমিনিকৃত মীমাংসাদর্শনের শবরস্বামী যে ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহার নাম শাবরভাষ্য।

শাবরভেদাখ্য (পুং) তাম্র। (হেম)

শাবরায়ণ (পুং) শবরস্য গোত্রাপত্যং শবর (অশ্বাদিভ্যঃ ফঞ্। পা ৪।১।১০০) ইতি ফঞ্। শবরের গোত্রাপত্য।

শাবরি (পুং) বৌদ্ধযতিভেদ। (তারনাথ)

শাবরোৎসব (পুং) শাবরাণামুৎসবঃ। শবরজাতিকৃত উৎসব বিশেষ। কালিকাপুরাণে লিখিত আছে যে মহাষ্টমীর দিন এবং নবমী তিথিতে ভগবতী দুর্গা দেবীর পূজা করিয়া শ্রবণা নক্ষত্রযুক্ত দশমী তিথিতে শাবরোৎসব দ্বারা ভগবতীকে বিসর্জ্জন করিবে;

"পূজয়িত্বা মহাষ্টম্যাং নবম্যাং বলিভিস্তথা।

বিসর্জ্জয়েৎ দশম্যাং তু শ্রবণে শাবরোৎসবৈঃ॥" (কা° পু° ৬অ°)

চণ্ডালাদি নীচ জাতি অশ্লীল বাক্যাদি প্রয়োগ করিয়া যে উৎসব করে, তাহাই শাবরোৎসব। কিরূপ ভাবে শাবরোৎসব করিবে, তাহার বিধানও আছে—রাগনিপুণা কুমারী ও বেশ্যা এবং নর্ত্তকগণ সঙ্গে লইয়া শঙ্খ, তূরী, মৃদঙ্গ এবং পটহের শব্দ করিতে করিতে নানাবিধ বস্ত্রের ধ্বজা উড়াইতে হইবে এবং খই ও ফুল, ধূলি ও কর্দ্দম নিক্ষেপ করিয়া ভগলিঙ্গাদি বাচক গ্রাম্য শব্দ উচ্চারণ ও তাদৃশ শব্দবহুল গান, এবং তাদৃশ অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ করিতে করিতে নানা প্রকার উৎসব করিবে। এইরূপ উৎসবের নামই শাবরোৎসব। (কালিকাপু° ৬° অ°) চলিত নবমীর কাদামাটী, মোটা খেউড়।

শাবলীয় (ত্রি) শবরজন।

শাবল (ক্লী) শবর। (দেশজ) খনিত্র, চলিত খোন্তা।

শাবল্য (ক্লী) শার্ব্বর্য্য।

"ব্যোম্নোঽব্দং ভূতশাবল্যং ভুবঃ শব্দমপাং মলম্।"

(ভাগ° ১০।২০।৩৪)

'শাবল্যং সাঙ্কর্য্যং' (স্বামী) (ত্রি) ২ শবলবর্ণ সম্বন্ধীয়। স্ত্রিয়াং টাপ্। শাবল্যা—শবলশব্দে কর্ব্বুরবর্ণ, তদপত্যভূতা স্ত্রী। "হসায় কারিং যাদসে শাবল্যাং" (শুক্ল যজুঃ ৩০।২০) 'শাবল্যাং শবলঃ কর্ব্বুরবর্ণঃ তদপত্যভূতাং স্ত্রিয়াং' (মহীধর)

শাবস্ত (পুং) যুবনাশ্বের পুত্র, ইহার পাঠান্তর শ্রাবস্ত লিখিত আছে। (ভাগবত ৯।৬।২১)

শাবান্ (দেশজ) বস্ত্রাদি ক্ষালনের জন্য দ্রব্য বিশেষ। [সাবান দেখ।]

শাবুদ্ (আরবী) প্রমাণ, সাক্ষ্য।

শাব্দ (ত্রি) শব্দস্যায়মিতি শব্দ-অণ্। শব্দ সম্বন্ধী। "একো শাব্দোঽপরস্ত্বার্থঃ" (দায়ভাগ) ২ শব্দময়, শব্দ স্বরূপ।

"শাব্দস্য হি ব্রহ্মণ এষ পন্থা
যন্নামভিধ্যায়তি ধীর পার্থৈঃ।" (ভাগবত ২।২।২)
স্ত্রিয়াং ঙীষ্, শাব্দী—সরস্বতী।

শাব্দত্ব (ক্লী) শব্দস্য ভাবঃ ত্ব। শব্দের ভাব বা ধর্ম্ম, শব্দ সম্বন্ধীয়ত্ব। "আরোপ্যমাণানামশেষাণাং শাব্দত্বে প্রথমং মতম্।" (সাহিত্যদ° ১০।৬৭০)

শাব্দবোধ (পুং) শাব্দঃ শব্দসম্বন্ধী বোধঃ। ১ শব্দার্থজ্ঞান, শব্দের উচ্চারণে যে অর্থবোধ হইয়া থাকে, তাহাকে শাব্দবোধ বা শব্দার্থজ্ঞান কহে। ন্যায় মতে, পদার্থজ্ঞান জন্য জ্ঞান। নৈয়ায়িকদিগের মতে শব্দার্থজ্ঞান স্থলে প্রথমে পদজ্ঞান হয়, তৎপরে পদশক্তি জ্ঞান, তৎপরে শাব্দবোধ অর্থাৎ পদার্থজ্ঞান জন্য জ্ঞান হইয়া থাকে। কোন কোন স্থলে লক্ষণা শক্তি দ্বারাও শব্দার্থজ্ঞান হইয়া থাকে,—

"পদজ্ঞানন্তু করণং দ্বারং তত্র পদার্থধীঃ।
শাব্দবোধঃ ফলং তত্র শক্তিধীঃ সহকারিণী॥" (ভাষাপরিচ্ছেদ)

পদজ্ঞান করণ, পদার্থজ্ঞান তাহার দ্বার, শাব্দবোধ ফল ও শক্তিধী সহকারিণী। প্রথমে একটী পদ শুনিলে পদ জন্য পদার্থ স্মরণ হইয়া থাকে। পদ জন্য পদার্থ স্মরণ হইলে তখন শব্দার্থের বোধ হইয়া থাকে। শব্দশক্তিপ্রকাশিকা প্রভৃতি ন্যায়গ্রন্থে এই শাব্দবোধের বিষয় বিশেষ রূপে আলোচিত হইয়াছে।
[শব্দশক্তি দেখ]

শাব্দিক (পুং) শব্দং করোতীতি শব্দ (শব্দ দর্দুরং করোতি। পা ৪।৪।৩৪) ইতি ঠক্। শব্দশাস্ত্রবেত্তা, বৈয়াকরণ। কবিকল্পদ্রুমে ইন্দ্র, চন্দ্র প্রভৃতি ৮ জন আদিশাব্দিক বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।

"ইন্দ্রশ্চন্দ্রঃ কাশকৃৎস্নাপিশলী শাকটায়নঃ।
পাণিন্যমরজৈনেন্দ্রা জয়ন্ত্যষ্টাদিশাব্দিকাঃ॥" (কবিকল্পদ্রুম)

(ত্রি) শব্দ সম্বন্ধী।

শাম (ত্রি) শম-অণ্। শম সম্বন্ধীয়।

শামকিল (দেশজ) বকজাতীয় পক্ষিবিশেষ। (Ardea Cinerea)

শামদয়াল (দেশজ) পক্ষিবিশেষ। (Turdus roseus)

শামদোলন (দেশজ) গুল্মভেদ। (Elephantopus scaber)

শামনগর, বাঙ্গালার ২৪ পরগণার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম।
[শ্যামনগর দেখ।]

শামন্ (ক্লী) সাম। (অমরটীকায় সারসুন্দরী)।

শামন (ক্লী) শমনমেব অণ্। ১ মারণ। ২ শান্তি। (পুং) শমন প্রজ্ঞাদিস্থানল। ৩ শমন, যম।

শামনী (স্ত্রী) শমনস্য যমস্যেয়মিতি শমন অণ্-ঙীষ্। দক্ষিণদিক্, এই দিকের অধিপতি যম, এই জন্য ইহাকে শামনী কহে।

শামাদান (পারসী) আলো রাখিবার পাত্র, শামাদানের উপর বাতি জ্বালিয়া দেওয়া হয়।

শামরাজ, সহ্যাদ্রিবর্ণিত দুই জন রাজা। (সহ্য° ৩১।৯।৩৩,৫৯)

শামল, সহ্যাদ্রিবর্ণিত একজন রাজা। (সহ্য° ৩৩।৮৬)

শামলী, যুক্তপ্রদেশের মুজঃফরনগর জেলার একটী তহসীল। ভূপরিমাণ ৪৬১ বর্গ মাইল। শামলী, থানা ভাবান্, ঝনঝানা, কৈরাণা ও বিদোলী পরগণা লইয়া এই উপবিভাগ গঠিত। শামলী সদরে একটী দেওয়ানী ও দুইটী ফৌজদারী আদালত আছে। যমুনানদীর পূর্ব্বখাল এই উপবিভাগের মধ্যদিয়া প্রবাহিত।

শামলাঘাস্ (দেশজ) এক প্রকার তৃণ, এই ঘাস আবাদ অঞ্চলে বহুতর জন্মে।

শামিআনা (পারসী) আচ্ছাদন, চাঁদোয়া। ইহাকে কেহ কেহ পাল বলিয়া থাকে।

শামিক (পুং) শমিক অপত্যার্থে অণ্। শমিকের গোত্রাপত্য। (পাণিনি ৪।১।১০৪)

শামিত্র (ক্লী) ১ যজ্ঞ। ২ পশুবন্ধন। ৩ যজ্ঞপাত্র। শমিতৃরিদং শমিতৃ-অণ্। ৪ পশুহিংসন।

"ইহোপহূতো ভগবান্ মৃত্যুঃ শামিত্রকর্ম্মণি।
ন কশ্চিন্ম্রিয়তে তাবদ্যাবদাস্তে চহাপ্তকঃ॥" (ভাগবত ১।১৬।৮)

শামিল (আরবী) অন্তর্গত।

শামীল (ক্লী) শম্যাঃ বিকারঃ (শম্যাষ্টলচ্। পা ৪।৩।১৪২) ইতি টলচ্। ভস্ম। (সিদ্ধান্তকৌ°) স্ত্রিয়াং ঙীপ্। শামীলী, স্রুক্।

শামীবত (পুং) শমীবৎ-অপত্যার্থে অণ্। শমীবতের গোত্রাপত্য। (পাণিনি ৪।৩।১১৮)

শামীবত্য (পুং) শমীবং অপত্যার্থে যঞ্। শমীবতের গোত্রাপত্য। (পাণিনি ৪।৩।১১৮)

শামূল (ক্লী) শরীরাবচ্ছিন্ন মলধারকবস্ত্র। "পরাদেহি শামুল্যং" (ঋক্ ১০।৮৫।২৯) 'শামুল্যং শামলামত্তাথঃ, শমলং শারীরং মলং শরীরাবচ্ছিন্নস্য মলস্য ধারকং বস্ত্রং পরাদেহি পরাত্যজ' (সায়ণ)

শামূক্ (দেশজ) শম্বুক শব্দের অপভ্রংশ, শামুক।

শামূল (ক্লী) পুরাতন পশমী বস্ত্র। (কাট্যা° ৯।৮।৭)

শামেয় (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিবিশেষ।

শাম্ব, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র। ইনি শ্রীকৃষ্ণের শাপে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হন। পরে ভগবানের আদেশে শাকদ্বীপ হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয়া সূর্য্যপূজা দ্বারা মুক্ত হন। (বরাহপু°)

শাম্বর (ত্রি) শম্বর-অণ্। শম্বর নামক অসুর হইতে আগত। "হবিঃ শাম্বরং বসু প্রত্যগ্রে ভীম্" (ঋক্ ৬।৪৭।২২) 'শাম্বরং শম্বরাদসুরাদাগতং শম্বরং হত্বা হৃতা বসুং' (সায়ণ)
(ত্রি) ২ শম্বর সম্বন্ধীয়।

শাম্বরী (স্ত্রী) শম্বর-অণ্ ঙীষ্। শম্বর দৈত্যনির্ম্মিত মায়া। ইন্দ্রজালাদি মায়া। শাম্বর দৈত্য এই বিদ্যা প্রকাশ করেন, এই জন্য ইহাকে শাম্বরী কহে। (অমরটী° ভরত)

শাম্বুক (পুং) শম্বূক। (শব্দরত্না°)

শাম্বূক (পুং) শাম্বুক, শামুখ। (অমরটীকায় ভরত)

শাম্বর (পুং) ১ রাজপুতনার অন্তর্গত শম্বরহ্রদতীরবর্ত্তী নগরবাসী লোক। ২ শম্বর ঋষির অপত্য। ৩ হরিণভেদ।

[হরিণ দেখ।]

শাম্বরায়ণী (স্ত্রী) শম্বর ঋষির অপত্য স্ত্রী।

শাম্ভব (ক্লী) শম্ভোরুপবেশায় ইদং অণ্। ১ দেবদারু। ২ কর্পূর। ৩ শিবমল্লী, বকফুল গাছ। ৪ গুগ্‌গুলু। (রাজনি°) ৫ বিষভেদ। (শব্দচ°) ৬ শম্ভুপত্র। ৭ শম্ভুপূজক। ৮ শম্ভু সম্বন্ধী।

শাম্ভব ক্ষেত্র, উৎকলের অন্তর্গত একটী শৈবতীর্থ। সম্ভবতঃ একাম্রক্ষেত্রই শাম্ভবক্ষেত্র নামে পরিচিত। (উৎকলখ° ৪৫।২।৬)

[ভুবনেশ্বর দেখ।]

শাম্ভবদেব (পুং) একজন প্রাচীন সংস্কৃত কবি।

শাম্ভবহি (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ।

শাম্ভবী (স্ত্রী) ১ দুর্গা দেবী।

"শাম্ভবী দেবমাতা চ চিন্তা রত্নপ্রিয়া সদা।" (তন্ত্রসার)

২ নীলদূর্ব্বা। (রাজনি°)

শাম্মদ (ক্লী) সামভেদ।

শাম্য (ত্রি) শাম-ষৎ। ১ শমতা, বন্ধুত্ব। ২ শান্তি।

শাম্যপ্রাস (ক্লী) বলি। (দিব্যা° ৬৩৪।৭) পালিভাষায় সম্মাপাসো।

শাম্যাক (ত্রি) শম্যাক সম্বন্ধীয়।

শায় (ত্রি) নিদ্রিত।

শায়ক (পুং) শায়য়তি শত্রূন্ শী-ণিচ্-ণ্বুল্। যদ্বা শেতে তূণীরে ইতি শী-ণ্বুল্। ১ বাণ, শর। ২ খড়্গ। (অমরটীকায় স্বামী)

শায়ণ্ডায়ন (পুং) ঋষিভেদ। ২ তৎকৃত শাখা।

শায়াস্থ (পুং) বৈদিক আচার্য্যভেদ।

শায়িত (ত্রি) শী-ণিচ্-ক্ত। ১ যাহাকে শয়ন করান হইয়াছে। ২ পাতিত।

শায়িতা (স্ত্রী) শায়িনো ভাবঃ শায়িন্-তল্-টাপ্। শয়নকারীর ভাব বা ধর্ম্ম, শয়ন।

শায়িন্ (ত্রি) শেতে ইতি শী-ণিনি। শয়নকারী। এই শব্দ প্রায় উপপদপূর্ব্বক ব্যবহার হইয়া থাকে, যথা প্রাসাদশায়ী, শয্যাশায়ী ইত্যাদি।

শায্যিক (ত্রি) শয্যায়া জীবতি (বেতনাদিভ্যো জীবতি। পা ৪।৪।১২) ইতি ঠক্। শয্যাদ্বারা যাহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

শার, দৌর্ব্বল্য, দুর্ব্বলতা। অদন্ত চুরাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ শারয়তি। লুঙ্ লিট্ শারয়ামাস। লুঙ্ অশশারৎ।

শার (ত্রি) শৃ-ঘঞ্। ১ কর্ব্বুরবর্ণ। (অমর) (পুং) শীর্য্যতে হনেন শৃণাতি বা শৄ (শৄ বায়ুবর্ণনিবৃত্তেষু। পা ৩।৩।২১) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা ঘঞ্। ২ বায়ু। ৩ অক্ষর উপকরণ। (মেদিনী) ৪ হিংসন। (স্ত্রী) ৫ কুশ।

শারঙ্গ (পুং) শীর্য্যতে আতপৈঃ শৄ (ভরত্যাদিভ্যশ্চ। উণ্ ১।১১৯) ইতি অঙ্গচ্। চাতক।

"অষ্টৌ মাসান্ জলধর ভবাপেক্ষয়া শুষ্ককণ্ঠঃ
শারঙ্গোহয়ং নিরবধিবত্ত্যানিনায়াতি কৃৎস্নাৎ।
অদ্যাঃ তাবৎ সলিলকণিকালাভসম্ভাবনাপি
বর্ষারম্ভপ্রথমসময়ে দারুণো বজ্রপাতঃ॥" (উদ্ভট)

২ হরিণ।

"এষ রাজেব দুষ্মন্তঃ শারঙ্গেনাতিরংহসা।" (শকুন্তলা ১অ°

৩ হস্তী। ৪ ভৃঙ্গ। ৫ ময়ূর। (ত্রি) ৬ কর্বুরবর্ণবিশিষ্ট।

শারঙ্গী (স্ত্রী) শারঙ্গ-ঙীষ্। বংশযন্ত্রবিশেষ, শারেঙ্ যন্ত্র।

শারঙ্গাহর, বৈষ্ণব সম্প্রদায় বিশেষ। [বৈষ্ণব সম্প্রদায় দেখ।]

শারণিক (ত্রি) রক্ষাকর্ত্তা, রক্ষক।

শারতল্পিক (ত্রি) শরশায়ী, যে শরশয্যায় শয়ন করে।

শারৎক (ত্রি) শরভমধীতে বেদ বা শরৎ (বসন্তাদিভ্যষ্ঠক্। পা ৪।২।৬৩) ইতি ঠক্। শরৎকালে অধ্যয়নকারী।

শারদ (ক্লী) শরদি ভবং শরদ্ (সন্ধিবেলাদ্যৃতুনক্ষত্রেভ্যোঽণ্। পা ৪।৩।১৬) ইতি অণ্। ১ শ্বেত কমল। (রাজনি°) ২ শস্য। (মেদিনী) (পুং) ৩ কাস। ৪ বকুল। ৫ হরিদ্বর্ণ মুদ্গ, হরিমুদ্গ। ৬ পীতমুদ্গ। ৭ বৎসর। ৮ রোগ।

(ত্রি) ৮ শরজ্জাত, যাহা শরৎকালে হয়। (মনু ৬।১১) ৮ নূতন। ৯ অপ্রতিভ। (মেদিনী) ১০ শালীন [illegible]

(ত্রি) ১১ শরৎকালীন, শরৎসম্বন্ধীয়।

শারদণ্ডায়নী (স্ত্রী) শারদণ্ডায়ন ঋষির ভার্য্যা। (নীলকণ্ঠ)

শারদজল (ক্লী) শারদং শরৎকালোদ্ভবং জলম্। শরৎকালীন জল, যে জল শরৎকালে হয়।

শারদমল্লিকা (স্ত্রী) শরৎকালোদ্ভব মল্লিকা। (বৈদ্যক°)

শারদমুদ্গ (পুং) হরিৎমুদ্গ।

শারদযাবনাল (পুং) শরৎকালোদ্ভব যাবনাল বিশেষ, গুণ—শ্রেষ্ঠকর, পিচ্ছিল, গুরু, শীতল, মধুর, বৃষ্য ও বলপুষ্টিদায়ক। (রাজনি°)

শারদাসিংহ, কচ্ছপঘাতবংশীয় একজন রাজা। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

শারদা (স্ত্রী) শরদ্-অণ্-টাপ্। ১ সরস্বতী। দুর্গা, ভগবতী।

"শরৎকালে পুরা যস্মাৎ নবম্যাং বোধিতা সুরৈঃ।
শারদা সা সমাখ্যাতা পীঠে লোকে চ নামতঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)

দেবগণ পূর্ব্বে শরৎকালে নবমী তিথিতে দেবী ভগবতীর বোধন করিয়াছিলেন, এই জন্য তিনি শারদা নামে বিখ্যাত হন। ৩ বীণাবিশেষ। (শব্দরত্না°) ৪ ব্রাহ্মী। ৫ শারিবা। (রাজনি°) ৬ লিপিবিশেষ। ত্রিগর্ত্তরাজ জয়চন্দ্রের রাজ্যকালে কিরগ্রামের রাজানক লক্ষ্মণচন্দ্র স্বরাজ্যোস্থ বৈজনাথ মন্দিরে এই লিপিতে একখানি প্রশস্তি উৎকীর্ণ করেন।

শারদাম্বা (স্ত্রী) সরস্বতী।

শারদিক (স্ত্রী) শরদ্ (শ্রাদ্ধে শরদঃ। পা ৪।৩।১২) ইতি ঠঞ্। ১ শ্রাদ্ধ। (পুং) শরদ্ (বিভাষা রোগাতপয়োঃ। পা ৪।৩।১৩) ইতি ঠঞ্। ২ রোগ। ৩ আতপ। (সিºকৌº)

শারদিন্ (পুং) সপ্তপর্ণ বৃক্ষ, চলিত ছাতিমগাছ। ২ কঙ্কটশাক, চলিত কাঁচড়া শাক। ৩ অপরাজিতা। (জয়দত্ত)

শারদী (স্ত্রী) শারদ-ঙীপ্। ১ তোয়পিপ্পলী। ২ সপ্তপর্ণ, চলিত ছাতিন। (মেদিনী) ৩ কোজাগরপূর্ণিমা, চান্দ্রাশ্বিন পূর্ণিমাকে শারদী পূর্ণিমা কহে। এই পূর্ণিমা তিথিতে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা বিহিত হইয়াছে। (ত্রি) ৪ শরৎকালীন, যাহা শরৎকালে হয়।

"শারদী চণ্ডিকা পূজা ত্রিবিধা পরিগীয়তে।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু॥" (তিথিতত্ত্ব)

শরৎকালভব দুর্গাপূজা সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে তিন প্রকার। [দুর্গা শব্দ দেখ] ৫ সংবৎসরসম্বন্ধিনী। "বর্দ্ধিষ্ণু শারদীরবাতিরঃ" (ঋক্ ১।১২১।৪)

শারদীয় মহাপূজা (স্ত্রী) শারদীয়া মহাপূজা। শরৎকালীন দুর্গাপূজা, শরৎ ও বসন্ত এই দুই ঋতুতে দুর্গাপূজা হইয়া থাকে। কিন্তু শরৎকালে যে দুর্গাপূজা হয়, ইহাকে মহাপূজা কহে। এই পূজা চতুষ্কর্ম্মময়ী, অর্থাৎ স্নপন, পূজন, হোম ও বলিদান পূজার অঙ্গ। চান্দ্র আশ্বিনের শুক্লপক্ষে সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী এই তিন তিথিতে উক্ত পূজার বিধান আছে।

"শারদীয়া মহাপূজা চতুঃকর্ম্ময়ী শুভা।
তাং তিথিত্রয়মাসাদ্য কুর্য্যাৎ ভক্ত্যা বিধানতঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)

দেবীপুরাণ, কালিকাপুরাণ, বৃহন্নন্দিকেশ্বরপুরাণ প্রভৃতিতে এই পূজার বিশেষ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। [দুর্গোৎসব দেখ।]

শারদ্য (ত্রি) শরৎ সম্বন্ধীয়, শরৎকালীন।
"নকাম্বোদ্ভবনীলমেঘপটলং শারদ্যং সংবর্দ্ধিতা।" (বৃহৎস° ১৭।১)

শারদ্বত (পুং) শরদ্বৎ-অপত্যার্থে অণ্। (পা ৪।১।১০৪) শরদ্বতের গোত্রাপত্য। কৃপ। (ভারত)

শারদ্বতায়ন (পুং) শারদ্বতের গোত্রাপত্য।

শারস্ত (ত্রি) শরস্ত-অণ্। শরস্ত সম্বন্ধীয়।

শারম্বর (স্ত্রী) জনপদভেদ। (রাজতর° ৮।১৮৭৮)

শারাব (ত্রি) শরাবে উদ্ধৃতঃ শারাব (তত্রোদ্ধৃতমমত্রেভ্যঃ। পা ৪।২।১৪) ইতি অণ্। শরাবে উদ্ধৃত অন্ন, শরাবে তোলা ভুক্তাবশেষ অন্ন। 'শরাবে উদ্ধৃতঃ শারাবো ভুক্তোচ্ছিষ্ট ওদনঃ' (সিদ্ধান্তকৌ°)

শারি (পুং) শৄ-হিংসায়াং ইঞ্। ১ অক্ষোপকরণ, পাশক ক্রীড়াদির বল, চলিত পাশা খেলার গুটি। পর্য্যায়—গুটিকা, শার, খেলনী। (হেম) (স্ত্রী) (শৄস্বৃস্নিহি... উণ্ ৪।১২৭) ইতি ইঞ্। ২ শকুনিকাভেদ। ৩ যুদ্ধার্থ গজপর্য্যাণ। ৪ ব্যবহারান্তর, ব্যবহার বিশেষ। ৫ কপট। (ধরণি) ৬ গীতাবশেষ।

শারিকা (স্ত্রী) শারিরেব স্বার্থে কন্। ১ পক্ষিবিশেষ, চলিত ময়না পাখী। পর্য্যায়—পীতপাদা, গোরাটী, গো-কিরাটিকা, সারিকা, শারী, চিত্রলোচনা, শারি, মদনশারিকা, শলাকা। (জটাধর) [ময়না দেখ।] ২ বীণাদি বাদন। পর্য্যায় কোণ। (হেম) ৩ শারি শব্দার্থ। ৪ দুর্গা দেবী।

শারিকাকবচ, রুদ্রযামলোক্ত দুর্গানামীয় ধারণীয়কবচভেদ।

শারিকাকূট (স্ত্রী) ১ নগরভেদ। (কথাসরিৎসা° ৭৩।১১১)

শারিকাপীঠ (স্ত্রী) তীর্থবিশেষ। (কথাসরিৎসা° ৭৩।১১৪)

শারিকুক্ষ (ত্রি) শারেরিব কুক্ষিরস্য (সুপ্রাতসুশ্বসুদিবশারিকুক্ষেতি। পা ৫।৪।১২০) ইতি সূত্রেণ নিপাতনাৎ সিদ্ধঃ। শারির ন্যায় কুক্ষিদেশবিশিষ্ট।

শারিপ্রস্তর (পুং) ক্রীড়ার্থ প্রস্তরবিশেষ।

শারিফল (পুং ক্লী) শারীণাং খেলনীনাং ফলম্। শারিপট্ট, শারিখেলনধার, চলিত পাশা খেলার ছক, পর্য্যায় অষ্টাপদ, ফলক, আকর্ষ, শারিফলক, বিন্দুতন্ত্র, অক্ষপীঠী। (জটাধর)

শারিবা (স্ত্রী) শ্যামলতা, স্বনামপ্রসিদ্ধ লতা, ইহার পত্র জম্বুফলের ন্যায়। ইহার মধ্য দুগ্ধের ন্যায় শ্বেত বর্ণ ক্ষীরযুক্ত। ইহা দুই প্রকার শ্বেত ও কৃষ্ণ, চলিত অনন্তমূল, হিন্দী—অনন্তমূল, উপলসরী, উৎকল—শুয়াপান মূল। সংস্কৃতপর্য্যায়—গোপী, শ্যামা, অনন্তা, উৎপলশারিবা। (অমর) অমরটীকায় ভরত লিখিয়াছেন, পঞ্চ-শ্যামলতা। কোন কোন মতে নাগজিহ্বা, গোপী প্রভৃতি তিন এবং অনন্তাদি দুই, এই পাঁচটী শ্যামলতা, কাহার মতে অনন্তমূল।

'পঞ্চ শ্যামলতায়াং, নাগজিহ্বায়ামিতি। কেচিৎ গোপ্যাদিত্রয়ং শ্যামলতায়াং অনন্তাদিদ্বয়ং অনন্তমূলে ইতি কেচিৎ। গুপ্ রক্ষণে।' (ভরত)

"গোপী শ্যামা গোপপত্নী গোপা গোপালিকাপি চ।" ইতি বাচস্পতিঃ। একং বা শারিবামূলং সর্ব্বব্রণবিশোধনম্।" (বৈদ্যক)

গুণ—স্বাদু, স্নিগ্ধ, শুক্রবর্দ্ধক, গুরু, অগ্নিমান্দ্য ও অরুচি-

নাশক, শ্বাস, কাস, বমি ও তৃষ্ণানাশক, ত্রিদোষঘ্ন, রক্তপ্রদর ও জ্বরাতিসারনাশক। (মদ° ব° ১) ২ ছুরালতা।

শারিশাকা (স্ত্রী) সপ্তধা: বর্দ্ধমান প্রাণিবিশেষ। (অথর্ব্ব৩।১৪।৫)

শারিশৃঙ্খলা (স্ত্রী) শারীণাং শৃঙ্খলা যত্র। পাশকবিশেষ।

'চুকুরী তিন্তিড়ী দ্যূতং পঙ্কমী শারিশৃঙ্খলা।
মরপীঠী চার্ইকাক্কো নয়: স্যাজ্জবপুত্রক:।
এতে পাশকভেদা: স্যুর্জ্জয়কোলাহলোহপি চ ॥' (শব্দরত্নাবলী)

শারী (স্ত্রী) শৃ-ইঞ্, বা ঙীষ্। কুশা, শরপত্র, কুশ, মুঞ্জ তৃণ। (রাজনি°) ২ শকুনিকা ভেদ।

"সা বিরহদহনদূনা মৃত্বা মৃত্বাপি জীবতি বরাকী।
শারীব কিতব ভবতানুকূলিতা পাতিতাক্ষেণ॥"(আর্য্যাসপ্তশ°৬।২৩)

বৈষ্ণবকবিগণ শুকশারীর মনোবাদে রাধাকৃষ্ণের বিরহকীর্ত্তন করিয়াছেন।

শারীটক (পুং) গ্রামভেদ। (রাজতর° ৩।৩৭৯)

শারীর (ক্লী) ১ বৃষ। শরীরে ভব: শরীর-অণ্। (ত্রি) ২ শরীর জাত, শরীরদণ্ড, বধদণ্ডকেও শারীর কহে। ব্যবহারশাস্ত্রে অপরাধ বিশেষে শারীর দণ্ডের বিধান আছে।

"ধিগ্‌দণ্ডং প্রথমং কুর্য্যাৎ বাগ্‌দণ্ডং তদনন্তরম্।
তৃতীয়ং ধনদণ্ডঞ্চ বধদণ্ডমতঃপরম্ ॥
বধদণ্ডোহপি শারীরব্রাহ্মণ্যব্যতিরিক্তানাং" (মিতাক্ষরা)

শাস্ত্রে ব্রাহ্মণের শারীরদণ্ডের বিধান নাই। ব্রাহ্মণকে শারীর ভিন্ন অন্য দণ্ড দিতে হয়।

২ শরীর সম্বন্ধীয় দু:খ। দু:খ তিন প্রকার, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক, এই আধ্যাত্মিক দু:খ আবার দুই প্রকার শারীর এবং মানস। বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার বিষমতা-নিবন্ধন যে দু:খ হয়, তাহাকে শারীর দু:খ কহে। অর্থাৎ রোগ জন্য যে দু:খ তাহার নাম শারীর।

"আধ্যাত্মিকং দ্বিবিধং শারীরং মানসঞ্চ, শারীরং বাতপিত্ত-শ্লেষ্মণাং বৈষম্যনিবন্ধন:" (তত্ত্বকৌ°)

শারীর দু:খ জ্বর প্রভৃতি রোগভেদে বহু প্রকার। যত প্রকার রোগ আছে, সকলই শারীর।

সুশ্রুতাদি বৈদ্যকসংহিতাসমূহে শরীরবিষয় অধিকার করিয়া কৃত শরীর বৃত্তান্তব্যাখ্যান রূপ অন্যতম স্থান। অর্থাৎ সুশ্রুতাদি বৈদ্যক গ্রন্থসমূহে শরীর সম্বন্ধীয় সকল বিষয় যে স্থানে আলোচিত হইয়াছে, তাহাকে শারীরস্থান কহে। শরীর সম্বন্ধীয় তপস্যা।

"দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে॥" (গীতা ১৭ অ°)

দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তির পূজা, শৌচ, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা এই সকলের নাম শারীর তপ।

শারীরবিধান (ক্লী) যাবতীয় সজীব পদার্থ যে নিয়মে অবস্থিতি করে, উৎপন্ন ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেই সেই নিয়মবিধায়ক শাস্ত্র। (Anatomy)

শারীরশাস্ত্র (ক্লী) সজীব পদার্থ সমুদায়ের শরীরগত যাবায়-নিক কার্য্য যে শাস্ত্র দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়।

শারীরক (ক্লী) শরীরমেব শারীরং কুৎসিতত্বাৎ তন্নিবাসী শারী-রকো জীবস্তমধিকৃত্য কৃতোগ্রন্থ: শারীরক-অণ্। ১ বেদব্যাস যে বেদান্ত প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাকে শারীরকসূত্র কহে। জীবের অধিষ্ঠান শরীর, জীব এই শরীরে অধিষ্ঠিত হইয়া নানা প্রকার দু:খ ভোগ করে, এই জন্য ইহা অতি নিন্দিত। শরীরাধিষ্ঠিত জীব শারীরক নামে অভিহিত হয়। এই শারীরক সম্বন্ধীয় গ্রন্থ বলিয়া ইহার নাম শারীরকসূত্র। এই সূত্রে জীবের অধিষ্ঠানভূত শরীরের যাহাতে নিবৃত্তি হয়, তাহার বিষয় বিশেষ-রূপে বর্ণিত হইয়াছে। [বিশেষ বিবরণ বেদান্তদর্শন দেখ]

শরীরমেব শরীরকং তত্র ভবং শরীরক অণ্। (ত্রি) ২ শরীরভব।

"পশুত্বায়ং ধিষণয়া ননু মগ্নবশ্রি:
শারীরকে দমশরীধ্যপর: স্বদেহে ॥" (ভাগবত ৩৩।১৯)

শারীরতত্ত্ব (ক্লী) শারীরস্য তত্ত্বং। শারীরস্থান, শরীরের তত্ত্ব নির্ণায়ক শাস্ত্র। (Physiology)

শারীরকন্যায়রক্ষামণি (পুং) শারীরক মীমাংসার একখানি ভাষ্য। শঙ্করাচার্য্যকৃত।

শারীরকভাষ্য, শঙ্করাচার্য্যকৃত ব্রহ্মসূত্রভাষ্য।

শারীরকভাষ্যবার্ত্তিক (ক্লী) বেদান্তসূত্রের একখানি ভাষ্য।

শারীরকভাষ্যবিভাগ (পুং) শারীরক সূত্রের একখানি ভাষ্য।

শারীরকমীমাংসা (স্ত্রী) উত্তরমীমাংসা, ব্রহ্মমীমাংসা, বেদান্ত-সূত্র। [বেদান্তদর্শন শব্দ দেখ]

শারীরকশাস্ত্রদর্পণ (পুং) বেদান্তদর্শনের একখানি ভাষ্য।

শারীরকোপনিষদ্, উপনিষদ্ভেদ।

শারীরিক (ত্রি) শরীর-ঠক্। শরীরসম্বন্ধী, পর্য্যায় কালেবরিক, শারীরক, বাপুষিক, সাংহননিক, বার্ম্মিক, বৈগ্রহিক, কায়িক, দৈহিক, মৌর্ত্তিক, তানবিক।

শারুক (ত্রি) শৄণাতীতি শৄ (লসপতপদস্থেতি। পা ৩।২।১৫৪) ইতি উকঞ্। হিংসক, হিংস্র।

"দৃষ্ট্বা দাধ: শারুকান্ মেদকবান্
উন্নীতবস্তং যাতিভি: সুদর্শনম্ ॥" (মুগ্ধবোধব্যাক°)

শার্ক (পুং) ১ শর্করা, চিনি। (শব্দরত্না°) ২ গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ। (নাগরখণ্ড)

শার্কক (পুং) ১ দুগ্ধফেন, দুধের ফেনা। ২ শর্করাপিণ্ড, চলিত চিনির ডেলা। (মেদিনী)

শার্কর (পুং) শর্করাস্ত্যত্রেতি শর্করা (দেশে লুবিলচৌ চ। পা ৪।২।১০৫) ইতি অণ্। শর্করান্বিত দেশ। (মেদিনী) ২ দুগ্ধফেন। (ত্রি) ৩ শর্করা সম্বন্ধী। শর্করেব (শর্করাদিভ্যোঽণ্। পা ৫।৩।১০৭) ইতি অণ্। ৪ শর্করা সদৃশ। ৫ শর্করাযুক্ত, শর্করাবিশিষ্ট। শিকতা (শর্করাভ্যাঞ্চ। পা ৫।২।১০৪) ইতি অণি শর্করাবিশিষ্টঞ।" (কাশিকা) ৫ লোধ্রবৃক্ষ। (মেদিনী)

শার্করক (পুং) শর্করাবহুল দেশ।

শার্করমদ্য (ক্লী) মদ্য বিশেষ, শর্করাধাতকীসিদ্ধ মদ্য, এই মদ্য শর্করা এবং ধাতকীর জল দিয়া কথিত করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়।

"শর্করাধাতকীতোয়কৃথিতৈঃ শার্করী মতা।" (দ্রব্যগুণ)

এই মদ্যগুণ—শীত, বৃষ্য, দীপন ও মোহজনক। (রাজনি°) অন্য প্রকার শর্করাজাত তীক্ষ্ণ মদ্যগুণ—মধুর, রুচিকর, দীপন ও বাস্তিশোধন। (সুশ্রুত সূত্রস্থা° ৪৫ অ°)

শার্করাক্ষ (পুং) শর্করাক্ষের গোত্রাপত্য। (পাণিনি ৪।২।১১১)

শার্করাক্ষি (পুং) শর্করাক্ষের প্রবর্ত্তিত গোত্র।

শার্করাক্ষ্য (পুং) শর্করাক্ষের গোত্রাপত্য।

শার্করিক (পুং) শর্করাবহুল দেশ, যে দেশে অতিশয় শর্করা আছে।

শার্করিল (ত্রি) শর্করান্বিত ভূমিজ. শর্করাযুক্ত ভূমিতে যাহা উৎপন্ন হয়। ২ শর্করাভূয়িষ্ঠ।

শার্করীধান (পুং) উত্তরদিক্‌স্থিত দেশভেদ।

শার্করীয় (ত্রি) শর্করাযুক্ত দেশ।

শার্কোট (ত্রি) বিষ সম্বন্ধীয়। (অথর্ব° ৭।৫৯।৭)

শার্খলতোদি (পুং) শৃঙ্খলতোদিন্ (বাহ্বাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৯৬) ইতি অপত্যার্থে ইঞ্। শৃঙ্খলতোদির গোত্রাপত্য।

শার্ঙ্গ (ক্লী) শৃঙ্গস্য বিকার শৃঙ্গ-অণ্। ১ বিষ্ণুধনু। ২ ধনুমাত্র। (মেদিনী) ২ আর্দ্রক, আদা। (রাজনি°) ৪ সামভেদ। (লাট্যা° ১।৬।৩৫) (ত্রি) ৪ শৃঙ্গসম্বন্ধী। ৫ সহ্যাদ্রিবর্ণিত রাজভেদ। (সহ্য° ৩৬।৩৯)

শার্ঙ্গক (পুং) পক্ষী।

শার্ঙ্গদত্ত, ধনুর্বেদ-রচয়িতা।

শার্ঙ্গদেব (পুং) সঙ্গীতরত্নাকরপ্রণেতা। কাশ্মীরে ইঁহার আদি বাস, ইনি সোঢলের পুত্র ও ভাস্করের পৌত্র।

শার্ঙ্গদেব, গুজরাতের অনহিলবাড়ের বাঘেলবংশীয় এবং চৌলুক্য রাজা। অর্জুনদেবের পুত্র এবং ২য় কর্ণদেবের পিতা। ১২৭৪ খৃষ্টাব্দে ইনি পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন ও ১২৯৬ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু ঘটে।

শার্ঙ্গধন্বন্ (পুং) শার্ঙ্গং ধনুর্যস্য 'ধনুর্ধন্বম্ বাচনাম্নি' ইতি ধন্বনা দেশঃ। ১ বিষ্ণু, শ্রীকৃষ্ণ। ২ ধনুর্ধারিমাত্র।

শার্ঙ্গধর (ত্রি) ধরতীতি ধৃ-অচ্ শার্ঙ্গস্য ধরঃ। শার্ঙ্গভৃৎ, বিষ্ণু, শ্রীকৃষ্ণ। (পুং) ২ স্বনামখ্যাত চিকিৎসাসংগ্রহকার।

শার্ঙ্গধর, ১ ছন্দোমালাপ্রণেতা। ২ বীরচিন্তামণি, শার্ঙ্গধর-পদ্ধতি ও শার্ঙ্গধরসংহিতা নামক সুপ্রসিদ্ধ বৈদ্যকগ্রন্থ-রচয়িতা। ইনি দামোদরের (মতান্তরে সোমদেবের) পুত্র ও রাঘবদেবের পৌত্র। চৌহানরাজ হম্মীরের সভায় বিদ্যমান ছিলেন। ৩ বৈদ্যবল্লভ বা ত্রিশতী নামক গ্রন্থকর্ত্তা, দেবরাজের পুত্র ও বৈকুণ্ঠাশ্রমের শিষ্য।

শার্ঙ্গধর মিশ্র, প্রজ্ঞাপ্রকাশ ও বিবাহপটল নামক গ্রন্থপ্রণেতা। এই দুই খানি ছাড়া ইঁহার রচিত আরও কয়খানি জ্যোতিগ্রন্থের বচন নির্ণয়সিন্ধু, সংস্কারকৌস্তুভ, অহল্যাকামধেনু প্রভৃতি গ্রন্থে উদ্ধৃত দেখা যায়।

শার্ঙ্গধর (শেষ), লক্ষণাবলীবিবৃতি নাম্নী ন্যায়মুক্তাবলীটীকা এবং সপ্তপদার্থব্যাখ্যা নামক পদার্থচন্দ্রিকার টীকারচয়িতা।

শার্ঙ্গপাণি (ত্রি) শার্ঙ্গং পাণৌ যস্য। ধনুর্ধারী। (পুং) ২ বিষ্ণু, শ্রীকৃষ্ণ।

শার্ঙ্গপুর, গুজরাতপ্রান্তস্থ মালবরাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। মালিক শারঙ্গ কর্ত্তৃক স্থাপিত। ১৪৩৭ খৃষ্টাব্দে গুর্জ্জরপতি ১ম আহ্মদ শাহের পুত্র মহম্মদ খাঁ শার্ঙ্গপুর অধিকার করেন। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে মালবপতি মাহ্মুদ খিলজি রণক্ষেত্রে সেনাপতি উমার খাকে নিহত করিয়া নিজ বাহুবলে শার্ঙ্গপুর পুনরায় উদ্ধার করেন।

শার্ঙ্গভৃৎ (ত্রি) শার্ঙ্গং ধনুঃ বিভর্ত্তি ভৃ-কিপ্ তুক্‌চ। ধনুর্ধারী। ২ বিষ্ণু, শ্রীকৃষ্ণ।

শার্ঙ্গরব (পুং) শৃঙ্গরবের গোত্রাপত্য। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। শার্ঙ্গরবী, শার্ঙ্গরবের স্ত্রী। (পাণিনি ৪।১।৭৩) কালিদাস শকুন্তলাগ্রন্থে লিখিয়াছেন যে শকুন্তলার সহিত যে দুইজন ঋষিকুমার রাজা দুষ্মন্তের সভায় আসিয়া ছিলেন, তাঁহাদের নাম শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত মিশ্র।

শার্ঙ্গরবিন্ (পুং) শার্ঙ্গরবেণ প্রোক্তমধীতে বা শার্ঙ্গরব (শৌনকাদিভ্যশ্ছন্দসি। পা ৪।৩।১০৬) ইতি ণিনি। শার্ঙ্গরবপ্রোক্ত ছন্দোঽধ্যেতা, যিনি শার্ঙ্গরবকথিত ছন্দ অধ্যয়ন করেন। যে স্থলে এই অর্থ না হইবে, তথায় শার্ঙ্গরবীয় এইরূপ হইবে। অর্থ শার্ঙ্গরব সম্বন্ধীয়।

শার্ঙ্গবৈরিক (পুং) ভূক্তাসমানবর্ণ স্থাবরবিষভেদ। (অত্রি ৫৫ অ°)

শার্ঙ্গষ্টা (স্ত্রী) কাকতুণ্ডা, চাণক কাটা গুড়কামাই। ২ কাকমাচী। ৩ গুঞ্জা। (সুশ্রুত সূত্র° ৩৮অ°)

শার্ঙ্গষ্ঠা (স্ত্রী) মহাকরঞ্জ, উদ্ধকরঞ্জ। (রাজনি°) ২ লতাকরঞ্জ। ৩ কাকমাচী। (বৈদ্যকনি°) ইহার পাঠান্তর 'শার্ঙ্গেষ্ঠা' এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

শার্ঙ্গায়ুধ (পুং) শার্ঙ্গং আয়ুধো যস্য। শ্রীকৃষ্ণ। (ত্রি) ২ ধনুরায়ুধবিশিষ্ট।

শার্ঙ্গিক (পুং) শার্ঙ্গ নামক পক্ষিবিশেষ।

শার্ঙ্গিন্ (পুং) শার্ঙ্গমস্যাস্তীতি শার্ঙ্গ-ইনি। বিষ্ণু, শ্রীকৃষ্ণ।

"স সেতুং বন্ধয়ামাস প্লবগৈর্লবণাম্ভসি।
রসাতলাদিবোন্মগ্নং শেষং স্বপ্নায় শার্ঙ্গিণঃ॥" (রঘু ১২।৭০)
২ ধন্বিমাত্র, ধনুর্দ্ধারী।

শার্দ্দূল (পুং) শৃ-হিংসায়াং (খর্জ্জিপিঞ্জাদিভ্য উরোলচৌ। উণ্ ৪।৯০) ইতি উলচ্ প্রত্যয়েন সাধুঃ। ব্যাঘ্র, এই শব্দ উত্তরপদে হইলে শ্রেষ্ঠার্থবাচক হইয়া থাকে। যথা মুনিশার্দ্দূল, মুনিশ্রেষ্ঠ। (অমর) ২ রাক্ষস। ৩ পশুভেদ, শরভ। (মেদিনী) ৪ পক্ষিবিশেষ। ৫ চিত্রকবৃক্ষ। (রাজনি°) ৬ সহ্যাদ্রিবর্ণিত রাজভেদ। (সহ্যা° ২৭।৪৫)

শার্দ্দূলকর্ণ (পুং) ত্রিশঙ্কুর পুত্রবিশেষ।

শার্দ্দূলললিত (ক্লী) ছন্দোবিশেষ। অষ্টাদশাক্ষরপাদক ছন্দঃ। এই ছন্দের প্রতি চরণে ১৮টী করিয়া অক্ষর থাকিবে। ইহার দ্বাদশ অক্ষর ও চরণান্তে যতি এবং ৪, ৫, ৭, ৯, ১০, ১১, ১৫, ও ১৭ অক্ষর লঘু, এতদ্ভিন্ন বর্ণ গুরু। এই ছন্দের লক্ষণ হইবে—"মঃ সো জঃ সতসা দিনেশ ঋতুভিঃ শার্দ্দূলললিতং।" উদাহরণ

"কৃত্বা কংসমৃগে পরাক্রমবিধিং শার্দ্দূলললিতং
যশ্চক্রে ক্ষিতিভারকারিষু সুরারাতিষ্বভিদ্রবম।
সন্তোষং পরমস্ত দেবনিবহে ত্রৈলোক্যশরণং
শ্রেয়ো বঃ স তনোত্বপারমহিমা লক্ষ্মীপ্রিয়তমঃ॥"
(ছন্দোমঞ্জরী ২স্ত°)

শার্দ্দূলবর্ম্মন্ (পুং) মৌখরিবংশীয় রাজভেদ।

শার্দ্দূলবাহন (পুং) পঞ্চবিংশতি পূর্ব্বজিনান্তর্গত জিনবিশেষ। (ত্রিকা°)

শার্দ্দূলবিক্রীড়িত (ক্লী) ছন্দোবিশেষ। এই ছন্দের প্রতি চরণে ১৯টী করিয়া অক্ষর থাকিবে এবং ইহার দ্বাদশাক্ষর ও শেষাক্ষরে যতি। এবং ৪, ৫, ৭, ৯, ১০, ১১, ১৫, ও অষ্টাদশ বর্ণ লঘু, এতদ্ভিন্ন অক্ষর সকল গুরু। ইহার লক্ষণ—"সূর্য্যাশ্বৈর্ম্মস জস্ততাঃ সগুরবঃ শার্দ্দূলবিক্রীড়িতং।" উদাহরণ—

"গোবিন্দং প্রণয়োত্তমাঙ্গরসনে তং ঘোষয়াহনিশং
পাণী পূজয় তং মনঃ স্মরপদে তস্যালয়ং গচ্ছতম।
এবমেৎ কুরুতাঽনং মমহিতং শর্বাদয়স্তদ্ ধ্রুবং
ন প্রেক্ষ্যো ভবতা° কৃতে ভব মহাশার্দ্দূল বিক্রীড়িতম্॥"
(ছন্দোমঞ্জরী ২স্ত°)

শার্দ্দূলস্য বিক্রীড়িতং। ২ শার্দ্দূলের বিক্রীড়িত, বাঘের খেলা।

শার্য্যাত (পুং) রাজর্ষি বিশেষ। "আ স্বা রথং বৃষ পাণেষু তিষ্ঠসি শার্য্যাতস্য" (ঋক্ ১।৫১।১২) 'শার্য্যাতস্য শার্য্যাতনাম্না রাজ্ঞঃ' (সায়ণ) (ক্লী) ২ সামভেদ।

শার্ব্ব (ত্রি) শর্ব্ব-অণ্। শিব সম্বন্ধীয়।

শার্ব্বর (ক্লী) ১ অন্ধতমস, নিবিড় অন্ধকার, গাঢ় অন্ধকার। (ত্রি) শর্ব্বর্য্যা ইদং শর্ব্বরী-অণ্। শর্ব্বরী সম্বন্ধী, রাত্রিকালীন। ৩ ঘাতুক। স্ত্রিয়াং ঙীষ্ শার্ব্বরী। রাত্রি। (ভরতধৃত বাচস্পতি)

শার্ব্বরিন্ (পুং) বার্হস্পত্য ষষ্টি সংবৎসরের অন্তর্গত ৩৪ সংখ্যক বৎসর।

শার্ব্ববর্ম্মিক (ত্রি) শর্ব্ববর্ম্মা সম্বন্ধীয়।

শাল, কত্থন, শ্লাঘা, প্রশংসা। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ শালতে। লোট্ শালতাং। লিট্ শশালে। লুঙ্ অশালিষ্ট।

শাল (পুং) শল্যতে প্রশংস্যতে ইতি শাল-ঘঞ্। ১ স্বনামপ্রসিদ্ধ বৃক্ষবিশেষ (Shorea robusta), শাল গাছ। সংস্কৃত পর্য্যায়—সর্জ্জ, কার্শ্য, অশ্বকর্ণক, শস্যসম্বর, শক্রদ্রুম। (রত্নমালা) ভারতের সর্ব্বত্রই প্রায় এই বৃক্ষ জন্মিতে দেখা যায়। হিমালয় পর্ব্বতের পাদমূলে শতদ্রু হইতে আসাম পর্য্যন্ত স্থানে, পশ্চিম বঙ্গে, ছোটনাগপুর বিভাগে এবং মধ্যভারতে বিস্তৃত শালবন আছে। ঐ সকল শালবন পার্ব্বত্যপ্রদেশেই অধিক, সমতল ক্ষেত্রে স্থানে স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে শালবন দেখা যায়, কোথাও কোথাও শালের আবাদ হইয়া পরে তাহা নিবিড় জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। এই বৃক্ষ অতিশয় বড় হইয়া থাকে। এমন কি কোন কোন বৃক্ষ এত বড় হয় যে উহা ৫০ হইতে ১০০ টাকা মূল্যে বিক্রীত হয়। উহার কাষ্ঠ অত্যন্ত দৃঢ়, এই কারণে উহা মনুষ্যের বিশেষ উপকারে লাগে।

ভারতের বিভিন্নস্থানে এই বৃক্ষ বিভিন্ন নামে পরিচিত। হিন্দুস্থানে—শাল, সাল, শালবা, শাখুশখের, সুখা, ডামর,(রজন = রাল). বাঙ্গালা—শাল, সাল; কোল—সরজম্, সেকুয়া, তাল—সঙ্কোম্, ভূমিজ,—শাল, গারো—বোল-শাল; নেপাল—শকবা, লেপ্চা—তেতুরাল; উড়িষ্যা—শাল, গোরিঙ্গা, মধ্যপ্রদেশ—শাল, সারই, রিঙ্গাল; উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ—শাল, কাণ্ডার, শাল, কোরোন; অযোধ্যা—কোণ্ডো, পঞ্জাব—সাল, সেরাল, (রজন = রাল-ধূপ), রাল-সফেদ, রাল-কালা), ধূনা, বোম্বাই—শাল, (রজন = রাল ধূনা), তামিল—[illegible], তামিল—রাজিলিয়ম, তেলগু—গুগাগ্ গরু, (রজন—[illegible]), কর্ণাট—কব্ব, (রজন—গুগ্গল); ব্রহ্ম—এণ্-খোন্, সিঙ্গাপুর—(রজন—দম্মর); আরব—কৈকহর, পারস্য—লালে মোমাব-বাড়ি।

শালবৃক্ষের ত্বক্ ছেদন করিয়া দিলে, উহা হইতে এক প্রকার

আঠা নির্গত হয়, ইহাই বাজারে ধূনা বা গুগ্‌গুল নামে পরিচিত। নির্য্যাস প্রথমে সাদা বর্ণের হয়, পরে ক্রমশঃ শুকাইয়া ঈষৎ পাটল ধূসর বর্ণ ধারণ করে। দেশীয় লোকেরা ঐ ধূনা সংগ্রহের জন্য বৃক্ষমূল হইতে ৩।৪ ফুট উর্দ্ধে বৃক্ষত্বকে ৪ বা ৫টী আঘাত করে। গাছ বড় হইলে তদপেক্ষা অধিক ক্ষত করিলেও বৃক্ষের বিশেষ ক্ষতি হয় না। জ্যৈষ্ঠ মাসেই সাধারণ গাছের ছালের উপর ছিদ্র করা হয়। ১০।১২ দিন পরে ঐ ছিদ্র আঠায় পূর্ণ হইয়া উঠিলে লোকে তাহা সংগ্রহ করিয়া আনে এবং পুনরায় সেই গর্ত্ত আঠাপূর্ণ হইবার জন্য কিছুদিন চুপ করিয়া থাকে ও তৎপরে আঠা সংগ্রহ করে। এইরূপ একটী তেজাল গাছ হইতে বৎসরে তিনবার মাত্র আঠা সংগ্রহ করা হয় এবং তাহাতে সর্ব্ব সমেত প্রায় ৫ সের পরিমাণ আঠা পাওয়া যায়। দ্বিতীয় বার কার্ত্তিক মাসে হয় এবং ৩য়বার পৌষের শেষে বা মাঘ মাসের প্রথমে এক গর্ত্ত হইতেই আঠা গৃহীত হয়। প্রথম বারের আঠা পরিমাণে অধিক ও সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হয়। শেষোক্ত বারের আঠা ভাল হয় না এবং পরিমাণেও অনেক কম হইয়া থাকে। মধ্যভারতের বুনোরা প্রত্যহ গাছ ছেঁদা করিয়া দেয় এবং তাহা হইতে যে পরিমাণ নির্য্যাস নির্গত হয়, তাহা তৎপর দিন সংগ্রহ করিয়া আনে। এইরূপে নিত্য আঠা সংগ্রহ করাতে গাছ সকল নষ্ট হইয়া বন বৃক্ষশূন্য হইবার উপক্রম হয়। ইহাতে দেশীয় রাজগণের বিস্তর ক্ষতির সম্ভাবনা দেখিয়া ইংরাজ গবর্মেণ্ট বনবিভাগীয় আইন বিধিবদ্ধ করিয়া ঐ সকল বনরক্ষাবিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হন। ইহাতে ভারতে কাষ্ঠের বাণিজ্য রক্ষিত হইলেও ধূনার ব্যবসা এক বারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখন সিঙ্গাপুর হইতেই সাধারণতঃ ধূনা বোম্বাই ও ভারতের অন্যান্য স্থানে আমদানী হয়। ভারতের সুবিস্তৃত বনভাগে আর ধূনার চাস নাই। পূর্ব্বে উত্তরভারতে প্রচুর ধূনা হইত। গাম্বলসাহেবের বিবরণী হইতে জানা যায় যে, ত্রিস্রোতা নদীর উত্তরস্থ শালবনের বৃক্ষমূলে এক এক খণ্ড ধূনা বা গুগ্‌গুল ৩০ হইতে ৪০ কিউবিক [illegible] পড়িয়া আছে। বর্ত্তমানে যাহা এদেশে আমদানী হয়, তাহা ছোট ও খণ্ড খণ্ড এবং উহা অস্বচ্ছ ও ক্ষণভঙ্গুর। উহাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব প্রায় ১.০৯৭ হইতে ১.১২৩। ইহার কোন স্বাদ নাই। অগ্নিসংযোগে জ্বলিয়া উঠে। এলকোহলে ও ইথারে ইহা অতি সামান্য ভাবে গলিয়া থাকে, কিন্তু তার্পিণ তৈলে রাখিলে উহা পূর্ণমাত্রায় গলিয়া যায়। সালফিউরিক এসিডেও উহা গলে বটে, কিন্তু মিশ্রিত পদার্থ একটু লালবর্ণের দেখায়।

চর্ম্ম পরিষ্কার ও রঙ্গ করিতে ইহার ছাল বিশেষরূপে ব্যবহৃত হয়। ছোটনাগপুরবাসীরা এবং সাঁওতালেরা ইহার ছালের ক্কাথ হইতে এক প্রকার লাল ও কাল রঙ্‌ প্রস্তুত করিয়া থাকে। অযোধ্যা বিভাগের বনপরিদর্শক কাপ্তেন ই, স, উড্‌ শাল গাছের ছাল হইতে রঙ্‌ প্রস্তুত করিবার প্রণালী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যে চুল্লীতে ক্কাথ জ্বাল দেওয়া হয়, তাহা গোণ্ডা প্রদেশের খদিরপ্রস্তুতকারীদিগের চুল্লীর মত, অথবা আমাদের দেশে যে ভাবে ইক্ষু গুড় জ্বাল দেওয়া হইয়া থাকে, সেই ভাবেই উনান প্রস্তুত হয়। উহার এক ধারের ছিদ্র দিয়া জ্বালানি কাষ্ঠ উনানের ভিতর প্রবেশ করান হয় এবং অপর মুখের ছিদ্র পথে ছাইগুলি বাহিরে আনা হইয়া থাকে, উপরে ছালের ক্কাথ বাহির করিবার জন্য হাড়ি বসান হয়। ঐ উনানের চারি ধারেই ছাল ও জল দিয়া হাড়ি পূর্ণ করিয়া দেওয়া হয়। উহা প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল ফুটিয়া জল গাঢ় লালবর্ণের হইয়া আসিলে ছাঁকিয়া লওয়া হয় এবং এইরূপ তিনটী হাঁড়ির রঙ্গীন জল পুনরায় চুল্লীর মধ্যস্থ অপর একটী পাত্রে ঢালিয়া জ্বাল দেওয়া হইয়া থাকে; পরে এই শেষোক্ত হাঁড়ির জল গাঢ় আঠাবৎ হইয়া আসিলে নামাইয়া রাখা হয়। নামাইবার পূর্ব্বে বিশেষ সাবধানতার সহিত লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য যেন ঐ গাঢ় আঠাবৎ রঙ্গ চোঁয়াইয়া না যায়। এইরূপে এক মণ ছালে প্রায় ৩০ সের রঙ্গের ক্কাথ হইয়া থাকে।

শালগাছে ছোট ছোট থোকাবাঁধা ফুল হয়। বৈশাখের দারুণ গ্রীষ্মে পার্ব্বত্য প্রদেশে ঐ গন্ধ বড়ই মনোরম। কোলরমণীরা সন্ধ্যাকালে কবরীতে শালফুল গুঁজিয়া মনের আনন্দে গান গাইতে গাইতে পথে চলে। ঐ সময়ে বায়ুর হিল্লোলে চালিত সেই পুষ্পগন্ধে পথের পার্শ্বদেশ আমোদিত হইয়া উঠে। শালবীজেও এক প্রকার তৈল পাওয়া যায়, উহা বাহির করিতে বিশেষ কষ্ট হয় না। অগ্ন্যুত্তাপে বীজগুলি সিদ্ধ করিলেই তৈল বাহির হইয়া পড়ে।

বৈদ্যক শাস্ত্রে ধূনা অজীর্ণ ও মেহরোগে বিশেষ উপকারী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ধূনার অপরাপর গুণ যথাস্থানে বিবৃত হওয়ায় এখানে আর তাহা লিখিত হইল না। ধূনা অগ্নিতে জ্বালাইলে দুর্গন্ধ নাশ হয় এবং সেই স্থানের বায়ু পরিষ্কৃত হইয়া থাকে। এইজন্য রোগী যে ঘরে থাকে, সেই ঘরে ধূনা দিবার ব্যবস্থা আছে। ভৈষজ্যতত্ত্বে ধূনা যোগে প্রলেপ দেওয়ার বিধি দৃষ্ট হয়। কাষ্ঠের উপর ধূনা ও রজন উত্তমরূপে ঘসিয়া এক প্রকার পালিস দেওয়া হয়, উহাতে অতি নিকৃষ্ট কাষ্ঠও মেহগ্নি বলিয়া ভ্রম হয়। সাঁওতালেরা ঔষধার্থে শালপাতার রস খায়। সার্জ্জন মেজর টমসন এম ডি, বলেন ধূনার কামোদ্দীপনশক্তি আছে। তিনি বলেন, দুই ঔন্স পরিমাণ ধূনা উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া গব্য ঘৃতে ১০ মিনিট কাল ভাজিয়া লইবে। পরে ঐ

ঘৃত একটী শীতল জলপূর্ণ পাত্রে আস্তে আস্তে ঢালিয়া ফেলিবে। শীতল জল সংস্পর্শে ঘৃত মিশ্রিত ধুনার যে অংশ জলের উপর ভাসিয়া উঠিবে, তাহা অঙ্গুলী দ্বারা উঠাইয়া একটী স্বতন্ত্র পাত্রে রাখিবে। পরে তাহাতে জল দিয়া ঐ গুলি অঙ্গুলি দ্বারা টিপিয়া ক্রমান্বয়ে চটকাইবে, তাহাতে উহা ক্রমশঃ কোমল ও সাদা হইয়া আসিবে। ঐরূপ পুনঃপুনঃ এক ঘণ্টা কাল জল বদলাইয়া চট্‌কাইলে উক্ত মিশ্র পদার্থ মাখমের ন্যায় বর্ণযুক্ত ও কোমল হইবে। তখন উক্ত ঘৃত একটী স্বতন্ত্র পাত্রে তুলিয়া রাখিবে। ঐ ঘৃত একটী সুপারির আকৃতি পরিমাণ দিবসে দুইবার সেবনীয়।

ডাক্তার ডবলু, এফ্‌ টমাস, বলেন ২০ গ্রেণ পরিমাণ ধুনা চূর্ণ এক পাইট উত্তপ্ত দুগ্ধে মিশ্রিত করিয়া সেই দুগ্ধ বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া পান করিলে শরীরে কামশক্তির উদ্দীপনা হয়।

সাঁওতালেরা এবং ছোটনাগপুরবাসী নিম্নশ্রেণীর লোকেরা শালের বীজ খাইয়া থাকে। প্রথমে পোড়া কাঠের ছাই মাখাইয়া ইহারা বীজগুলিকে উত্তমরূপে ২।১ ঘণ্টা সিদ্ধ করে। তৎপরে বীজগুলি উঠাইয়া পরিষ্কৃত জলে উত্তমরূপে ধৌত করিয়া মহুয়াফুলের সহিত মাড়িয়া লয়। অনন্তর উহা জলে সিদ্ধ বা মেট-খোলায় সেঁকিয়া লয়। এই ভোজ্য তাহারা এক দিন এরূপ পরিমাণে প্রস্তুত করে যে, একটী পরিবারে ৩।৪ দিন ধরিয়া খায়।

ছালের নীচের শালকাষ্ঠ তত দৃঢ় নহে, উহা দীর্ঘকালস্থায়ী হয় না, শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু ভিতরের সারভাগ অতিশয় শুষ্ক এবং দৃঢ়; সহজে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু ঘুণ ধরে। শালকাষ্ঠের পরিষ্কৃত গুড়িকে ‘চকোর’ বলে। উহা কাটিয়া ছাদের কড়ি ও বরগা এবং সাইজ কাষ্ঠ প্রস্তুত হয়। উহাতে তক্তা, জানালা, দরজা প্রভৃতি গৃহোপকরণ নির্ম্মিত হইয়া থাকে। কোথাও কোথাও নৌকাদিও এই কাষ্ঠে নির্ম্মিত হয়। শালের “বাত্তি” অর্থাৎ ছোট শালগাছের দণ্ড দ্বারা চালা ঘরের খুঁটি করা হয়। পাকা শাল চকোরের এক কিউবিক ফুট পরিমাণের ওজন ৫৫ পাউণ্ড। জলে পচাইয়া পরে শুকাইলে কাষ্ঠ পাকা হয়। স্বর্ণকার ও কর্ম্মকারেরা শালকাষ্ঠের কয়লায় হাপোড় জ্বালে।

ধুনা হিন্দু গৃহী মাত্রেরই বিশেষ আদরণীয় এবং প্রয়োজনীয়। নৌকাবাহীরা ডামারের পরিবর্ত্তে ধুনা গলাইয়া নৌকার তক্তার ফাটালে লাগায়। ধুনার আঠায় হাড়ি কলসী প্রভৃতি জোড়া হয়। অনেক স্থানের লোকে শালপাতা কাটা দিয়া জুড়িয়া গোলাকার থালার ন্যায় প্রস্তুত করিয়া তদুপরি খাদ্যাদি খায়। শালপাতার ঠোঙ্গায় পেয় দ্রব্যাদি অথবা ব্যঞ্জনাদি রাখিয়া থাকে। কলিকাতার দোকানে শালপাতার ঠোঙ্গার ব্যবহার আছে।

শাল, অপর নাম অশ্বকর্ণ বৌদ্ধদিগের বিশেষ আদরণীয়। কারণ শাক্যবুদ্ধের মাতা শাক্যসিংহের জন্ম সময়ে একটী সপত্র শালদণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন, এই উপাখ্যান সম্বলিত চিত্রাদি দেখিতে পাওয়া যায়। স্বয়ং বুদ্ধদেব শালবৃক্ষ মূলে নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। কোন কোন গ্রামবাসী শালপত্রে প্রতি-বেশিনী রমণীগণের নাম লিখিয়া জলে ডুবাইয়া রাখে। ৪॥০ ঘণ্টার পর ঐ ডাল জল হইতে তুলিয়া যখন তাহারা কোন পত্রকে নেতান দেখে, তখন তাহারা সেই নামের স্ত্রীলোককে ডাইন সাব্যস্ত করে।

২ শাল, পশমনির্ম্মিত সুপ্রসিদ্ধ শীতবস্ত্রবিশেষ। গুজরাটী, হিন্দী, পারস্য ও বাঙ্গালা ভাষায় এই শীতবস্ত্র “শাল” নামেই খ্যাত। উত্তরভারতের কাশ্মীর রাজ্যই শাল বাণিজ্যের আদি স্থান। পশম হইতে শাল প্রস্তুত হইলে তদুপরি শিল্পনক্স রেশমী পাড় যোজনা করিয়া উহা সভ্য জগতের সকল স্থানে প্রেরিত হইয়া থাকে। জগতের প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বহু দেশে প্রাচীন সময় হইতে শালের ব্যবহার প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় শাল শব্দটীও ভিন্ন আকারে গৃহীত হইয়াছে। যথা—ফরাসী—Chals, chales, জর্ম্মন্—Schalen, ইতালীয়—Shanali, মালয়—কাইন রামবুৎ, পর্ত্তুগাল—Chalesha, স্পেনিস্—Schanalos, তামিল—শালু বৈগল এবং তেলেগু—শালু বলু।

শীত হইতে দেহরক্ষার জন্য শালের ব্যবহার। দক্ষিণ এসিয়া-বাসীর মধ্যে যেরূপ শাল ব্যবহারের বহু প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়, য়ুরোপ খণ্ডে সেরূপ নাই। ১৮৫০ খৃঃ হইতে ১৮৬১ খৃঃঅব্দ পর্য্যন্ত এগার বর্ষকাল ভারতবর্ষ হইতে যত মূল্যের শাল বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে তাহার একটী তালিকা হইতে পাশ্চাত্য জগতে শালের উপযোগিতা হৃদয়ঙ্গম হইবে।

১৮৫০—৫১	১৭১১৭০৯	পাউণ্ড
১৮৫১—৫২	১৪৬২৭০	ঐ
১৮৫২—৫৩	২১৫৬৫৯	ঐ
১৮৫৩—৫৪	১৭০১৫৩	ঐ
১৮৫৪—৫৫	১৯৭৮৯০	ঐ
১৮৫৫—৫৬	১০৯২৭৯	ঐ
১৮৫৭—৫৭	১৯০৬০০	ঐ
১৮৫৭—৫৮	২২৭৬১৮	ঐ
১৮৫৮—৫৯	৩১০০২৭	ঐ
১৮৫৯—৬০	২৫২৮২৮	ঐ
১৮৬০—৬১	৩৫১০৯৩	ঐ

বিদেশে যে সকল শাল রপ্তানী হইত, তন্মধ্যে শতকরা প্রায় ৮০ ভাগই যুক্তপ্রদেশে, সুয়েজে, আরবে ও পারস্যে প্রেরিত

হইত। এতদ্ব্যতীত অপর ২০ ভাগ আমেরিকা, ফ্রান্স ও চীনদেশে প্রেরিত হইত। ফরাসীরা ভারতীয় শালের বড় পক্ষপাতী ছিলেন। ফ্রান্স-প্রুসিয়ানযুদ্ধের পর হইতেই ফ্রান্সে শালের প্রচলন অনেক পরিমাণে বন্ধ হয়। অধুনা য়ুরোপে ও আমেরিকায় শালের ব্যবহার বড় কম হইয়া পড়িয়াছে।

কাশ্মীরে যখন শাল-ব্যবসায়ীরা উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, য়ুরোপে তখনও শালব্যবহারের নিমিত্ত জনসাধারণের অনুরাগ পরিলক্ষিত হইতেছিল। পইজলী (Paisly) নগরে কাশ্মীরী শালের অনুকরণে শাল নির্ম্মিত হইত। ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে স্কটলণ্ডে বিবাহের সময় কন্যাকে শাল দিয়া আচ্ছাদিত করা হইত। ক্রমে বিবাহে শালব্যবহার বিবাহের একটী প্রথা রূপে পরিণত হইয়া যায়। পইজলীতে কলের তাঁতে শাল প্রস্তুত হয়। এতদ্দ্বারা য়ুরোপে কাশ্মীরী শালের আদর ও আমদানী অনেক পরিমাণে কমিয়া আসিয়াছে।

ভারতবর্ষে শালের ব্যবহার চিরন্তন। সম্রান্ত ও ধনাঢ্যলোকেরা শাল সম্পত্তির ন্যায় রক্ষা করিতেন। এখনও সম্রান্ত রাজা মহারাজদের গৃহে প্রাচীন কালের বহুমূল্য শাল দেখিতে পাওয়া যায়। তাদৃশ শাল এখন আর প্রস্তুত হয় না। একখানি শাল ১০ হাজারেরও অধিক মূল্যে বিক্রীত হইত। দিল্লীর মোগল বাদশাহগণ এবং বাঙ্গালার নবাবগণ অধীন অমাত্য ও কর্ম্মচারীদিগকে কৃতকার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ শালশিরোপা দিতেন।

এই শালের ব্যবসা এদেশে বহু প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত রহিয়াছে। গড়ে প্রতি বর্ষে প্রায় কুড়ি লক্ষ টাকার শাল বিক্রীত হইয়া থাকে।

বস্ত্রবয়ন সম্বন্ধে য়ুরোপ যদিও এখন অত্যন্ত দক্ষতা দেখাইতেছেন, কিন্তু বস্ত্রশিল্পে এখনও ভারতবাসীর যে গৌরব আছে, বিজ্ঞান বলে বলীয়ান্ সমৃদ্ধিশালী য়ুরোপীয়গণ এ বিষয়ে এখনও তাদৃশ গৌরব লাভ করিতে পারেন *। ভারতবর্ষে যেরূপ উৎকৃষ্ট শাল নির্ম্মিত হইয়া থাকে, য়ুরোপের শিল্পীরা এখনও তাহার সন্ধান প্রাপ্ত হন নাই, এখন তাদৃশ শালনির্ম্মাণে তাঁহাদের যোগ্যতা জন্মে নাই। আধুনিক য়ুরোপীয় বস্ত্রশিল্পীরা বিজ্ঞান আন্দোলনের ফলে এবং বিবিধ যন্ত্রের সাহায্যে বস্ত্রশিল্পের যে উন্নতিসাধন করিয়াছেন, শত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এদেশের নিরক্ষর বা অশিক্ষিত তন্তুবায়গণ [illegible] তাহা অপেক্ষাও অধিকতর উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। এসম্বন্ধে পাশ্চাত্য লেখকগণও বহু স্থলে নিরপেক্ষ ভাবে এদেশীয় শিল্পিগণের অনুকূলে প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। কেবল যে শালবয়নেই ইহাদের কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছিল তাহা নহে, বর্ণসৌন্দর্য্য এবং কলানৈপুণ্য প্রভৃতিতেও এই সকল শিল্পীরা যে সবিশেষ কুশলতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, য়ুরোপীয় লেখকগণ মুক্তকণ্ঠে তাহা স্বীকার করিয়াছেন। যদিও য়ুরোপীয় শিল্পীরা শালনির্ম্মাণে যথেষ্ট যত্নবান্ হইতেছেন, কিন্তু কাশ্মীরে যেরূপ উৎকৃষ্ট শাল প্রস্তুত হয়, জগতের আর কুত্রাপি তাদৃশ শাল দেখিতে পাওয়া যায় না।*

আইন অকবরী পাঠে জানা যায়, সম্রাট্ অকবর শালনির্ম্মাণ কার্য্যের যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করিতেন। এমন কি তিনি নিজেও অনেক সময়ে নমুনা দেখাইয়া দিতেন। কারুকার্য্যে ও বর্ণপ্রতিফলনে সম্রাট্ অকবর শালনির্ম্মাণে নানা প্রকার অভিনব সৌন্দর্য্যের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। তিনি শাল ব্যবহার করিতে ভাল বাসিতেন। চারি প্রকার শাল প্রস্তুত করাইতেন। প্রথমতঃ তুস্ আসশাল, ইহা ধূসর বর্ণ বা শুভ্র। এই শাল যেমন কোমল, তেমনই নরম ও পাতলা। এই শ্রেণীর শালে শিল্পীরা পূর্ব্বে রং ধরাইতে পারিত না। কিন্তু সম্রাট্ অকবর বিশেষ চেষ্টা করিয়া এই শ্রেণীর শালে রং প্রতিফলিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় প্রকার শালের নাম—সফেদ আলচে, ইহার অপর নাম তেচেদার; সফেদ ও কাল দুই রকম পশমে এই জাতীয় শাল ত্রিবিধ বর্ণেই প্রস্তুত হইত। শিল্পীরা ইহা হইতে এক প্রকার ধূসর বর্ণের শাল প্রস্তুত করিত। অকবরের পূর্ব্বে তিন বা চারি রঙের শাল প্রস্তুত হইত। ইহার বেশী রঙদার শাল দেখা যাইত না। কিন্তু অকবরের সময় হইতেই বিবিধ রঙের শাল প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হয়। তৃতীয় প্রকার শালের নাম জরদী, গুলা বাতান, কাশাদী, কালঘাই, বুন্দীনমা ছিট্, আলচে এবং পরজদার। এই সকল শাল সম্রাট্ অকবরের উদ্ভাবিত। চতুর্থ—জামার নিমিত্ত এক প্রকার সুদীর্ঘ শাল প্রস্তুত হইত। অকবরই শালের জুড়ী ব্যবহারের প্রথা প্রবর্ত্তন করেন।

আইন অকবরী পাঠে আরও অবগত হওয়া যায় যে, সম্রাটের উৎসাহে এই সময়ে লাহোরে প্রায় সহস্রাধিক তন্তুশালা ছিল। তথায় তন্তুবায়গণ শালনির্ম্মাণকার্য্যে নিযুক্ত থাকিত। তাহারা ময়ান্ নামে একরূপ নকল শাল প্রস্তুত করিত। ময়ান্ রেশম ও পশমে নির্ম্মিত হইত।

অধুনাও কাশ্মীরী শাল এদেশে সুবিখ্যাত। ১৮২০ খৃঃ অব্দে

* "From the neck and underpart of the body of the wool-goat is taken the fine flossy silk-like wool which is worked up into those beautiful shawls with an exquisite taste and skill, which all the mechanical ingenuity of Europe has never been able to imitate with more than partial success".

(The Cyclopædia of India)

পূর্ব্বে পঞ্জাবের বহু স্থানে শাল প্রস্তুত হইত, কিন্তু তৎপর হইতে কাশ্মীরই শালনির্ম্মাণের প্রসিদ্ধ স্থল বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। ১৮১৯ খৃঃ অঃ কাশ্মীরে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। সেই দুর্ভিক্ষের তাড়নায় শালকরগণ কাশ্মীর ত্যাগ করিয়া অমৃতসর, নূরপুর, দীননগর, ত্রিলোকনাথ, জালালপুর, লুধিয়ানা প্রভৃতি বিবিধ স্থানে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। এখনও এই সকল স্থানে বহু পরিমাণে শাল প্রস্তুত হইয়া থাকে। পঞ্জাবে যে সকল শাল বোনা হয়, তন্মধ্যে অমৃতসরী শালই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। কিন্তু কাশ্মীরী শালের সহিত অমৃতসরীর তুলনা হয় না। ইহার প্রধান কারণ এই যে পঞ্জাবী শালকরেরা তেমন পশমসংগ্রহে অসমর্থ, দ্বিতীয়তঃ কাশ্মীরে যেমন রং হয়, অমৃতসরে যেরূপ রং ফলে না। কেহ কেহ বলেন, কাশ্মীরের জলের কোন বিশিষ্ট রাসায়নিক গুণেই এইরূপ ভাল রং ফলিয়া থাকে।

শালনির্ম্মাণ সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে শালের উপাদান পশমের কথাই অগ্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন ছাগ বিশেষের লোমই শালের উপাদান। তিব্বতে ও স্পিতি নামক স্থানে এক ছাগ আছে। এই সকল ছাগের লোম সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারাই শাল নির্ম্মিত হয়। স্পিতির ছাগলোম অপেক্ষা তিব্বতদেশীয় ছাগলের লোমই অধিকতর উৎকৃষ্ট। কাশ্মীরে লাদক বিভাগে শালের পশমের জন্য ছাগ পালন করা হয়। এই সকল ছাগ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক প্রকারের ছাগের আকার খুব বড়, ইহাদের বড় বড় শৃঙ্গ আছে, ইহারা রাপ্পু নামে খ্যাত। ক্ষুদ্র জাতীয় ছাগগুলি ছিল্লু নামে অভিহিত। এই সকল ছাগ পার্ব্বত্য প্রদেশে দেখিতে পাওয়া যায়। তিব্বতের রুদ্রা, জালন্ধর, এবং রাকচু প্রভৃতি স্থানেও এই সকল ছাগ যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। অধুনা রুকণ নগর নামক স্থানেই সাধারণতঃ উত্তম পশম সংগৃহীত হয়। খোতানের দক্ষিণ অঞ্চলও উত্তম পশমের জন্য বিখ্যাত। বৎসরের মধ্যে একবার মাত্র পশম সংগ্রহ করা হয়। এই সকল ছাগের সকল লোমই পশম নহে। ঘাড়ের ও নিম্ন ভাগের (বক্ষ ও পেটে) পশমই শাল নির্ম্মাণের উপাদান। মোটা মোটা লোমগুলি হইতে সূক্ষ্মলোম স্বতন্ত্র করিয়া শালকরদের নিকট রপ্তানী করা হইয়া থাকে। মোটা লোমে কম্বলাদি প্রস্তুত হয়। তিব্বত হইতে পশম কাশ্মীর, নূরপুর, অমৃতসর, লাহোর, লুধিয়ানা, অম্বালা, শতদ্রু তটবর্ত্তী রামপুর ও নেপালে প্রেরিত হইয়া থাকে। উত্তম পশম "সেনা" নামে অভিহিত, সাধারণ পশম "বাল" নামে খ্যাত।

কাশ্মীরে পূর্ব্বে ২।৶ আনায় এক এক সের পশম বিক্রীত হইত। লাদক হইতে কাশ্মীরে প্রতি বর্ষে প্রায় তিন হাজার মণ পশম আমদানী হইয়া থাকে। প্রত্যেক ছাগ হইতে প্রতি বৎসর প্রায় অর্দ্ধসের পশম পাওয়া যায়। লাদকে প্রায় ৮০০০০ ছাগ পালন করা হয়। প্রত্যেক ছাগলের মূল্য চারি টাকা। এক কাশ্মীরেই প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা মূল্যের শাল প্রস্তুত হইয়া থাকে। সিন্ধু ও সাইফুক নদীর মধ্যবর্ত্তী উচ্চস্থানসমূহেও পশমের উপযোগী ছাগ পালন করা হয়।

শালনির্ম্মাণের পূর্ব্বে পশম পরিষ্কৃত করিতে হয়। স্ত্রীলোকেরাই সাধারণতঃ পশম পরিষ্কার করে। সাধারণতঃ ময়দার সহিত পশম মিশাইয়া পেষা হইয়া থাকে। অতঃপর পশমগুলি ঝাড়িয়া লইলেই উহা পরিষ্কৃত হয়। ইহার পরে পশম হইতে চুলগুলি বাছিয়া ফেলা হয়। চুল বাছিয়া ফেলা খুব সময়সাপেক্ষ; বিশুদ্ধ পশমে প্রস্তুত শালাদির মূল্যও অত্যন্ত অধিক। অতঃপর চরকার সাহায্যে পশমগুলিকে সূত্রে পরিণত করিয়া তাহা রং করা হইয়া থাকে। সাদা বিশুদ্ধ পশম সূত্রের অর্দ্ধসেরের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকার কম নহে।

একরঙ্গা শাল তাঁতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু নানা রঙ্গে চিত্রিত শাল সূচ দিয়া বোনা হয়।

যে শাল সকল তাঁতে প্রস্তুত হয়, সেই সকল শাল তিলিবালা, তিলিকার, কানিকার বা বিনোট নামে খ্যাত। সূচীকার্য্যে শালগুলি সাধারণতঃ অমলীকর নামে অভিহিত। এতদ্ব্যতীত দোশালা, রুমাল, জামীওয়ার প্রভৃতি নামে শালের আরও প্রকার ভেদ আছে। জামীওয়ার গুলি বিবিধ বর্ণে বিচিত্রিত। শালের কিনারা (পাড়) নির্ম্মাণেও এক বিপুল ব্যবসায় চলিতেছে। কানিকার, ও অমলীকর শালে স্বতন্ত্রভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তাঁতে কস্তা প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া উহা আবার জুড়িয়া সেলাই করিয়া দেওয়া হয়। এই শ্রেণীর শাল কাশ্মীরে যথেষ্ট প্রস্তুত হইয়া থাকে।

শাল প্রস্তুত করার সময়ে বিবিধ শ্রেণীর লোক কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া থাকে। যথা নকাশ, তারা গুরু, এবং তালিম গুরু ইত্যাদি। নকাশ শালের নমুনা দেখাইয়া থাকেন। তারা গুরু রং ও রঙ্গিন সূত্রাদির পরিমাণ নির্দ্দেশ করেন। তালিম গুরু এই সকল বিষয় সাঙ্কেতিক ভাবে লিখিয়া তাঁতদের তাঁতে প্রদান করেন, তাহারা তদনুসারে শাল বয়ন করিয়া থাকে।

শালনির্ম্মাণের জন্য যে কাষ্ঠসূচী ব্যবহৃত হয়, উহা তোজী নামে খ্যাত। এই তোজীতে চারি গ্রেণ ওজন পরিমিত রঙ্গিন সূত্র জড়ান থাকে।

দোশালা।—দোশাল বিবিধ প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়। সাদা দোশালা বা 'খালি মাটান", রঙ্গিন পাড়দার, বা "চার বাগান", মধ্যস্থলে ফুলদার বা চাঁদদার, কুঞ্জদার। যে শালের দুই

পার্শ্বের পাড় হইতে দুই প্রান্তের পাড় অধিকতর প্রসর হইয়া থাকে, উহা "শাহপসন্দ" বা পাল্লেদার নামে অভিহিত হইয়া থাকে। চতুঃপার্শ্বের পাড় সমপরিমিত হইলে উহাকে "দরদার" বলা যায়। দুই পার্শ্বে সমভাবে সূচীকার্য্যবিশিষ্ট শাল "দোরোখ" নামে খ্যাত।

সাধারণতঃ সফেদ (সাদা), মুস্কী (কাল) গুল্‌নার (Crimson), খার্ম্মিজ (Scarlet), উদা (Purple), ফেরোজী, জিঙ্গারী (সবুজ) এবং জরদ (পীত) বর্ণের শাল দেখিতে পাওয়া যায়।

এতদ্ব্যতীত কম্বা, চাদর ও রুমালও যথেষ্ট পরিমাণে নির্ম্মিত হয়। য়ুরোপীয়গণ এই শ্রেণীর শালের বিশেষ আদর করিয়া থাকেন। য়ুরোপীয়গণ পুরাশাল ব্যবহারের পক্ষপাতী নহেন, তাঁহারা রুমাল পসন্দ করেন। রুমাল ব্যতীত অর্দ্ধ পরিমিত এক প্রকার শালও প্রস্তুত হইয়া থাকে, উহা আধাখৎ বা পসি নামে প্রসিদ্ধ। এই পশি শাল তেরহিবেল ও চুনীবেল এই দুই প্রকারেও নির্ম্মিত হইয়া থাকে। রামপুরী চাদর গুলিও য়ুরোপে শাল বলিয়া খ্যাত।

শ্রীনগর মিউজিয়মে এক খানি শাল আছে, উহার মূল্য ২২০০০ টাকা। এতদ্ব্যতীত ৩০০০ হইতে দশ হাজার টাকা মূল্যের শাল অনেক দেখিতে পাওয়া যায়।

১৯০২-৩ দিল্লী নগরে শিল্প সম্বন্ধীয় যে প্রদর্শনী হয়, সেই প্রদর্শনীতে মেজর ষ্টুয়ার্ট এইচ্‌ গড্‌ফ্রে এক খানি শাল প্রেরণ করেন। এই শাল খানিতে শ্রীনগরের প্রাসাদ, জনসাধারণ, হ্রদ নদী পর্ব্বত ও বৃক্ষাদির চিত্র চিত্রিত। প্রত্যেকটী দৃশ্যের নিম্নে উহার পরিচয় সূচীর কার্য্যে লিখিত। মহারাজ স্যর রণবীর সিংহের সময়ে এই শাল তাঁহারই আদেশে নির্ম্মিত হয়। বর্ত্তমান ভারতসম্রাট্‌ যখন শ্রীনগর পরিদর্শন করিতে গমন করেন, সেই সময়ে তাঁহাকে উপহার দেওয়ার জন্যই নাকি এই শাল নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই শাল খানিতে শ্রীনগরের মানচিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে, তদ্দৃষ্টে অনায়াসেই উক্ত স্থানগুলি নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

শাল (পুং) শল্যতে প্রশস্যতে ইতি শাল-ঘঞ্‌। ১ মৎস্যভেদ, চলিত গজাল মাছ, শাল মাছকে কেহ কেহ গজাল মাছ কহে, শাল ও গজাল দেখিতে প্রায় এক প্রকার; একটু বিশেষ এই যে গজাল মাছের গায় চাকা চাকা চিহ্ন থাকে। ২ প্রকার। ৩ নদভেদ। (শব্দরত্না°) ৪ নৃপভেদ, শালনৃপ, শালিবাহন রাজা। (বিশ্ব) ৬ বৃক্ষমাত্র। (রাজনি°)

শালক (স্ত্রী) নাড়ীশাক, পাটশাক। (বৈদ্যকনি°)

শালকটঙ্কট (পুং) রাক্ষসভেদ। ঘটোৎকচ ইহাকে বধ করিয়াছিল। (ভারত) ২ শাল ও কটঙ্কটময় বিশেষ।

"মিতশ্চ সম্মিতশ্চৈব তথা শালকটাঙ্কটৌ।
কুষ্মাণ্ডো রাজপুত্রশ্চেত্যেতে যাহাসমন্বিতৈঃ॥"

(যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ১।২৮৫)

শালকল্যাণী (স্ত্রী) পত্রশাকবিশেষ। গুণ—গুরু, রুক্ষ, বিষ্টম্ভী, মধুর, শীতবীর্য্য ও পুরীষভেদক। (চরক সূত্রস্থা° ২৭অ°)

শালগ্রাম (পুং) বিষ্ণুমূর্ত্তিবিশেষ। গণ্ডক্যুদ্ভব বজ্রকীট কৃত চক্রযুক্ত শিলা, গণ্ডকী নদীতে জাত বজ্রকীট কর্ত্তৃক চক্রযুক্ত যে শিলাখণ্ড প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাকে শালগ্রাম শিলা কহে। ইহা ভিন্ন দ্বারকোদ্ভব শিলাও শালগ্রাম নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই শিলায় ভগবান্‌ বিষ্ণুর পূজা করিতে হয়। অন্য দেবমূর্ত্তির যেরূপ প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, তদ্রূপ এই শালগ্রাম শিলার প্রতিষ্ঠা করিতে হয় না। এই শিলার অভিষেক করিয়াই পূজা করা বিধেয়। শিলার চক্রের লক্ষণ অনুসারে ঐ শিলার ভিন্ন ভিন্ন নাম হইয়া থাকে। শালগ্রাম শিলায় সকল দেবতারই পূজা হইয়া থাকে। এই শিলাতে ভগবান্‌ বিষ্ণু সদা বিরাজমান থাকেন, এইজন্য ইহাতে দেবতার আবাহন ও বিসর্জ্জন নাই।

শালগ্রামের উপাসনা অতি বহু প্রাচীন।* ভগবান্‌ বিষ্ণু শিলাচক্র রূপে জগতে প্রকট হইয়াছিলেন, ইহাই পৌরাণিক উক্তি; গণ্ডকীতীর বা চক্রতীর্থ এবং দ্বারকাই ভগবানের চক্ররূপী লীলার প্রশস্ত স্থান†। কিরূপে ভগবান্‌ হরি ঐ ক্ষেত্রদ্বয়ে স্বলীলায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার বিবরণ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে জন্মখণ্ডে এইরূপ ব্যক্ত হইয়াছে;—

ভগবান্‌ হরি ছলে শঙ্খচূড়কে নিহত করিয়া শঙ্খচূড়বেশে তুলসী সম্ভোগ কারণে তুলসী তখন ভগবান্‌কে এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন, হে নাথ! আপনি পাষাণহৃদয় ও দয়াহীন, অতএব পাষাণ সদৃশ হইয়া এই পৃথিবীতে অবস্থিতি করুন। তুলসীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নারায়ণ বলিলেন, সাধ্বি! তোমার শাপপালনার্থ আমি গণ্ডকীতীর সান্নিধ্যে শিলারূপী হইয়া অবস্থান করিব। বজ্রকীট, কৃমি ও বজ্রদংষ্ট্রগণ সেই স্থলে শিলাকুহরে আমার চক্র কর্ত্তন করিবে‡।

ধর্ম্মসংহিতায় শালগ্রাম শিলার উৎপত্তিপ্রকার অন্যরূপ

* "যথা হি বিষ্ণোঃ শালগ্রামঃ।" ছান্দোগ্যোপনিষদ্ভাষ্যে শাঙ্করম।

† "গণ্ডক্যামেকদেশেতু শালগ্রামস্থলং মহৎ।
পাষাণোদ্ভবং যত্তৎ শালগ্রামমিতি স্থিতম্‌।" (পদ্মপু° ১১অঃ)
"শালগ্রামে দ্বারকায়াং স্থিতায় গদিনে নমঃ।" (পদ্মপু° ১০অঃ)
শ্রীধরস্বামী ভাগবতের ৫।৮।৩০ শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন,—
"শালগ্রামাভিধানে ভগবতঃ ক্ষেত্রে চক্রতীর্থে।"

‡ অতঃপর বিভিন্ন শিলারূপ কীর্ত্তিত হইয়াছে। (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত জন্মখণ্ড ২১অঃ)

বর্ণিত আছে,—ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ স্বয়ং নারায়ণ, তিনি আদিতে বজ্রকীটরূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীতলে ভ্রমণ করিতেছিলেন। তাঁহাকে সুবর্ণ ভ্রমর রূপে অতি তেজে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া দেবগণ ভ্রমর রূপ ধারণ করিয়া তাঁহার সমীপে উপনীত হইলেন; তখন সমস্ত চরাচর ষড়ঙ্ঘ্রি দলে পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল। হিরণ্যগর্ভ এইরূপে ভ্রমণশীল ভ্রমরগণ কর্ত্তৃক বিভ্রান্ত হইয়া বৈনতেয়াসন জগৎপতি বিষ্ণুকে দেখিবার নিমিত্ত শৈলরূপে জগতের মঙ্গলবিধাতা হরিকে অবরুদ্ধ করিলেন। ইহাতে সহসা নিরুদ্ধবেগ হইয়া তিনি একটী বৃহদ্গর্ত্তে প্রবেশ করেন। তাঁহাকে ঐরূপে গর্ত্তে প্রবেশ করিতে দেখিয়া ভ্রমরগণও সেই গর্ত্তে প্রবিষ্ট হইলেন। তাহাতেই শঙ্খবৎ বেশ সহ চক্রাকার শিলা সমুৎপন্ন হইল*।

মেরুতন্ত্রে ৫ম পটলে শালগ্রামোৎপত্তি প্রসঙ্গ ক্রমে শালগ্রাম, শিলা নির্ণয় ও মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত আছে। পুরাকালে গণ্ডকী 'দেবগণ আমার পুত্র হউন' এই আকাঙ্ক্ষায় তপশ্চরণ করেন। তাঁহার তপে তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বর দিবার জন্য তাঁহার নিকট উপনীত হইলে গণ্ডকী তাঁহাদিগকে আপনার পুত্ররূপে প্রার্থনা করেন। তাঁহারা এইরূপ বরদানে অশক্ত হইলে গণ্ডকী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "তোমরা আমাকে যেরূপ বারবার প্রতারণা করিলে সেইরূপ এই খানে কীটযোনি লাভ করিয়া অবস্থান কর।" গণ্ডকীর এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবগণ বলিলেন, তুমি যেরূপ তপোবলে উদ্ধতা হইয়া অবিচারপূর্ব্বক আমাদিগকে অভিশপ্ত করিলে সেইরূপ কর্ম্মবিপাকে তুমিও জড়প্রকৃতি কৃষ্ণা নদী হও। পরস্পরের অভিশাপে সেই স্থানে একটী মহান্ কোলাহল উত্থিত হইল। তাহাতে দেবগণ ও গণ্ডকী কম্পিত হইলেন, তখন ব্রহ্মাকে নির্দ্দেশ করিয়া সকলে বলিলেন, ব্রহ্মন্! ক্রোধবশে আমরা পরস্পরে মহাশাপে পতিত হইয়াছি, এক্ষণে পরিত্রাণের উপায় বলিয়া দিন। ব্রহ্মা দেবগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শঙ্করকে জানাইলেন। দেবদেব পদ্মযোনিকে তদুত্তরে জ্ঞাপন করিলেন, আমি সংহারকারক, তুমি সৃষ্টিকর্ত্তা ও বিষ্ণু সর্ব্বজীবপালক। বিষ্ণুই আমাদের মধ্যে অধিক বুদ্ধিমান্। তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা কর, এ বিষয়ে যুক্তিযুক্ত কি?

মহেশ্বরের এই উক্তি শুনিয়া বিষ্ণু বলিলেন, ব্রহ্মা বিষ্ণু গজানন তোমরা সকলে শ্রবণ কর, এখানে আমার গণসমূহ, ব্রাহ্মণগণ ও গজমাতঙ্গরূপধারী শাপগ্রস্তগণ যদি কার্য্যবশে আসিয়া উপনীত হয়, তাহা হইলে তাহাদের মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটিবে এবং তাহারা দিব্যকলেবর ধারণ করিবে। আর তাহাদের মেদমজ্জসম্ভব স্থূলদেহ শীর্ণ হইয়া পাষাণান্তর্গত বজ্রকীট প্রসব করিবে। অদ্য হইতে গণ্ডকী পুণ্যতোয়া ও গঙ্গার সমতুল্য হইলেন। গিরিরাজের দক্ষিণে গণ্ডকী পর্য্যন্ত দশযোজন বিস্তীর্ণ ভূমি ধরাতলে মহাপুণ্যক্ষেত্র হইল। ইহাই ত্রিলোকপ্রসিদ্ধ চক্রতীর্থ। এই চক্রতীর্থের অন্তর্গত শালগ্রামগত দেবগণ অথবা দ্বারাবতীগত দেবতা যেখানে উভয়ে সঙ্গত হইবেন*, সেই স্থানে নিশ্চয়ই মুক্তি করতলগত হইবে। এই ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়িনী সর্ব্বদেবপ্রীতিকরা গণ্ডকীর গণ্ডজ পাষাণখণ্ড ও তদন্তর্গত বজ্রকীটই তাঁহার প্রার্থিত সুরপুত্র†। অতঃপর ব্রহ্মার বচনে জিজ্ঞাসিত হইয়া বিষ্ণু গণ্ডকীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন‡ করিতে করিতে

*হিরণ্যগর্ভো ভগবানাস্তে নারায়ণঃ স্বয়ম্।
বজ্রকীটস্তনুর্ভূত্বা চচার ধরণীতলে॥
সৌবর্ণং ভ্রমরং দৃষ্ট্বা দেবাস্তদ্রূপধারিণঃ।
উপতস্থুর্মহাত্মানং ভ্রমন্তমতিতেজসম্॥
ষড়ঙ্ঘ্রিভিঃ ক্ষণাৎ সর্ব্বং ব্যাপ্তমেতচ্চরাচরম্।
হিরণ্যগর্ভো ভ্রমরৈর্ভ্রমৎ ভ্রান্তবৎ সদা॥
জগৎ জগৎপতিং বিষ্ণুং বৈনতেয়াসনং স্বয়ম্।
রুরোধ শৈলরূপেণ মঙ্গলৈকরং হরিম্॥
নিরুদ্ধবেগঃ সহসা প্রবিবেশ বিলং মহৎ।
তস্মিন্ প্রবিষ্টে ভ্রমরাস্তদ্বিলং বিবিশুঃ ততম্।
চক্রং শঙ্খং মহদ্বেশ্ম কোষাকার ইবাত্মনঃ।
বাস্তুকানাং প্রত্যাহার্য্যং বজ্রকীটঃ বভ্রমুঃ।
চক্রাকারং বিনিস্রায় বিনিগচ্ছন্তি মাধবঃ॥ (ব্রহ্মসংহিতা)

* "শালগ্রামগতা দেবা দেবো দ্বারবতীগতঃ।
উভয়োঃ সঙ্গমো যত্র মুক্তিস্তত্র ন সংশয়ঃ॥" (মেরুতন্ত্র)
টীকাকার 'উভয়োঃ' শব্দের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, কথিত শিলাদ্বয়ের "একটী"ও যেখানে থাকে, সেই স্থানে মুক্তিলাভ সুনিশ্চয়।

† "সর্ব্বদেবপ্রীতিকরা ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়িনী।
তদ্বক্ষস্থাস্তু পাষাণা যে তদন্তর্গতা সুতাঃ॥
প্রার্থিতং যং বিনা সর্ব্বে বজ্রকীটা ভবন্তি তি।
অনেনৈব তু গণ্ডক্যাঃ পুত্রত্বং ভবতামপি॥" (মেরুতন্ত্র ৫ পটল)

‡ পদ্মপুরাণের ১১ অধ্যায়ে গণ্ডকীতীর শালগ্রামের উৎপত্তিস্থান বলিয়া উহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে—
"গণ্ডকীয়ং নদী রাজন্ সুরাসুরনিষেবিতা।
পুণ্যোদকপরিবাহৈর্হতপাতকসঞ্চয়া॥
দর্শনাদ্দানসং পাপং স্পর্শনাৎ কর্ম্মজং দহেৎ।
বাচিকং নীরতোয়স্য পানতঃ পাপসঞ্চয়ম্॥
পুরা দৃষ্টা প্রজানাথঃ প্রজাঃ সর্ব্বাঃ বিপাপ্মনঃ।
দৃষ্টাবিক্রমতোহনেকপাপাশ্রীস্থইযোনিযান্॥
এনাং নদীং যে পুণ্যোদাঃ স্পৃশন্তি সুকৃতান্বিতাঃ।
তে গর্ভভাজো নৈব স্যুর্যদপি পাপকৃতো নরাঃ॥
তস্যাং ভবা যে চাশ্মানশ্চক্রাচিহ্নৈরলঙ্কৃতাঃ।
তে সাক্ষাদ্ভগবন্তো হি ধরকরূপধরাঃ পরাঃ॥" (পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড ১১ অঃ)

পূজ্যশিলার নাম নির্দ্দেশ করিতে লাগিলেন। এই সঙ্গে তিনি ত্যাজ্য-শিলারও বর্ণাদি ভেদ নিরূপণ করিয়া দিলেন।

(মেরুতন্ত্র ৫ পটল)

পূজ্য-শিলা।

সচক্রশিলাই সাধারণের পূজ্য, কিন্তু এই শিলা দ্বারবতী বা গণ্ডকীভব হওয়া চাই। সহস্র পাপের অধিকারী এবং শত-জন্মপাপরত হইলেও একবার মাত্র শিলার্চনা করিলে তৎক্ষণাৎ পুরুষের পূর্ব্বকৃত পাপ সকল বিলুপ্ত হয়। শালগ্রামশিলাবিধৌত জলপান করিলে মনুষ্য তৎক্ষণাৎ পূতদেহ হয় এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এমন কি শূদ্রও বেদপথে স্থিত হইয়া থাকে।

শালগ্রাম শিলার মধ্যে সূক্ষ্ম শিলাপূজাই প্রশস্ত। ধর্ম্ম-কামার্থসিদ্ধির নিমিত্ত এরূপ শিলার নিত্য পূজার বিধান আছে। শিবার্চ্চনচন্দ্রিকায় বশিষ্ঠব্রহ্ম-সংবাদে সূক্ষ্ম ও স্থূল শিলার এইরূপ আকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

"শালগ্রামেষু সর্ব্বেষু সূক্ষ্মং গ্রাহ্যং কুটুম্বিনা।
শ্রীফলাদধিকং স্থূলং সূক্ষ্মং জম্বুফলাদপি॥"

প্রয়োগপারিজাতে লিখিত হইয়াছে যে, বিবিধাকার লাঞ্ছন দ্বারা লাঞ্ছিত ও চক্রাঙ্কিত শালগ্রামেই শ্রীহরি অবস্থিতি করিয়া থাকেন। প্রথমে শিলা লইয়া উহা গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য তাহা বিশেষভাবে পরীক্ষা করিবে।* স্থিরাসনা, সুবৃত্তা, ফলাকারা, যবাননা, কৃষ্ণা, পাণ্ডুরা, পীতা, নীলা, শ্যামলা, শুক্লা বা কপিলাভা, দূর্ব্বাভা এবং রক্ত ও পিঙ্গলবর্ণা শিলাই শুভা ও গ্রাহ্যা। উক্ত বর্ণ সমূহের মিশ্রণ থাকিলেও তাহার বিশেষত্ব আছে।

পদ্মপুরাণে শালগ্রামশিলার্চ্চনপ্রসঙ্গে বিশেষ বিশেষ রেখা-বিশিষ্ট শিলার পূজার্হতা উল্লিখিত হইয়াছে। ঐ সকল শিলা স্বতন্ত্র নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। যথা—

"শালগ্রামশিলাদ্বারগতলগ্নদ্বিচক্রধৃক্।
শুক্লাভাখ্যশ্চ সোঽব্যাদ্বঃ সদৈব শ্রীগদাধরঃ॥
লগ্নদ্বিচক্রো চক্রাভঃ পূর্ব্বভাগস্তু পুষ্কলঃ।
সঙ্কর্ষণোঽথ প্রদ্যুম্নঃ সূক্ষ্মচক্রাস্তু পীতকঃ॥
স দীর্ঘঃ স শিরশ্ছিদ্রো যোঽনিরুদ্ধস্তু বর্ত্তুলঃ।
নানাহারবিরেখশ্চ অথ নারায়ণোঽসিতঃ॥
মধ্যে গদাকৃতা রেখা নাভিপদ্মমহোন্নতঃ।
পৃথুচক্রো নৃসিংহো বঃ কপিলোঽব্যাৎ ত্রিবিন্দুকঃ॥
অথবা পঞ্চবিন্দুস্তৎপূজনং ব্রহ্মচারিণঃ।
বরাহশক্তিলিঙ্গোঽব্যাদ্বিষমদ্বয়চক্রকঃ॥
নীলস্ত্রিরেখ স্থূলোঽথ কূর্ম্মমূর্ত্তিঃ সবিন্দুমান্।
কৃষ্ণঃ সবর্ত্তুলাবর্ত্তঃ পাতু বোন্নতপৃষ্ঠকঃ॥
শ্রীধরঃ পঞ্চরেখোঽব্যাদ্বনমালাগদাঙ্কিতঃ।
বামনো বর্ত্তুলো নাম বামচক্রে সুরেশ্বরঃ॥
নানাবর্ণোঽনেকমূর্ত্তির্নাগভোগী ত্বনন্তকঃ।
স্থূলো দামোদরো নীলো মধ্যে চক্রঃ সুনীলকঃ॥
সংকীর্ণদ্বারকো যোঽব্যাদথ ব্রহ্মা সুলোহিতঃ।
সদীর্ঘরেখা শুষির একচক্রাম্বুজঃ পৃথুঃ॥
প্রত্যুচ্ছিদ্রঃ স্থূলচক্রঃ কৃষ্ণোঽবিন্দুশ্চ বিন্দুমৎ।
হয়গ্রীবোঽঙ্কুশাকারঃ পঞ্চরেখ সমস্ততঃ॥
বৈকুণ্ঠোঽমলবস্থিত একচক্রাম্বকোঽসিতঃ।
মৎস্যো দীর্ঘাম্বুজাকারো দ্বাররেখস্তু পাণ্ডুরঃ॥
বামচক্রো দক্ষরেখঃ শ্যামো বোঽব্যাৎ ত্রিবিক্রমঃ।
শালগ্রামে দ্বারকায়াং স্থিতায় গদিনে নমঃ॥
একেন লক্ষিতো যোঽব্যাদ্ গদাধারী সুদর্শনঃ।
লক্ষ্মীনারায়ণো দ্বাভ্যাং ত্রিভির্মূর্ত্তিস্ত্রিবিক্রমঃ॥
চতুর্ভিশ্চ চতুর্ব্যূহো বাসুদেবস্তু পঞ্চভিঃ।
প্রদ্যুম্না ষড়্‌ভিরেবাব্যাৎ সঙ্কর্ষণ ইব সপ্ত॥
পুরুষোত্তমোঽষ্টভিঃ স্যাচ্চ নবব্যূহো নবাঙ্কিতঃ।
দশাবতারো দশভিরনিরুদ্ধোঽবতাদথ।
দ্বাদশাত্মা দ্বাদশভিরতঊর্দ্ধোঽনন্তকঃ *॥"

(পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড ১০অ°)

* "স্থিরাসনা পরিজ্ঞেয়া যবাসনা সুখপ্রদা।
বৃত্তা সুবৃত্তদা প্রোক্তা ফলাকারা ফলপ্রদা॥
যবাননা চ বিজ্ঞেয়া বাক্‌সৌন্দর্য্যপ্রদায়িকা।
কীর্ত্তিভোগপ্রদা কৃষ্ণা পাণ্ডুরা পাপহারিণী॥
পীতা পুত্রপ্রদা নিত্যং লক্ষ্মী শান্তিপ্রদা তথা।
নীলা বহুপ্রদা জ্ঞেয়া তথা চ কান্তিদায়িনী॥
পুষ্টিবৃদ্ধিপ্রদা শ্যামা শ্বেতা সাত্ত্বিকদায়িনী।
মোক্ষে উদাসিনে তত্ত অকল্প্যকমণ্ডলুম্॥
কপিলাখ্যা ভবেৎ পূজ্যা জ্ঞানৈশ্বর্য্যপ্রদায়িকা।
কামপ্রদায়িকা চাভা দূর্ব্বাভা পত্তদায়িনী।
রক্তা রোগপ্রদা নিত্যং মিশ্রা মিশ্রফলপ্রদা।
এবং লক্ষণসম্পন্না পারম্পর্য্যক্রমাগতা॥
উত্তমা সা তু বিজ্ঞেয়া ভজতাং ভয়দা।
শালগ্রামং স্বয়ং গত্বা ব্রতৈঃ সহ বিশেষতঃ॥
দ্বিতীয়া যেন সংপূজ্যা সা শিলা চোত্তমোত্তমা।
মন্দ্রতীর্থ পরিজ্ঞেয়া মধ্যমা বাচিতাঽধমা॥" (প্রয়োগপারিজাত)

* নিম্নলিখিত নামানুকৃতি হইতে উক্ত শালগ্রাম শিলাসমূহের নাম ও বিশেষত্ব কল্পনা করা হইয়াছে অগ্নিপুরাণের শালগ্রাম শিলাপ্রসঙ্গ পাঠে ইহাই অনুমিত হয়—

'সঙ্খচক্রগদাপদ্মঃ কেশবাখ্যো গদাধরঃ।
নারায়ণোঽথকীচক্রপদ্মী নারায়ণো বিভুঃ।

মেরুতন্ত্রেও পূজ্য শালগ্রাম শিলার বিষয় বর্ণিত দেখা যায় ;—স্বীয় বর্ণা, অর্থাৎ শিলার যে বর্ণ তাদৃশী বর্ণবিশিষ্টা শিলা, ব্রাহ্মণাদি বর্ণসমূহ সুখলাভের নিমিত্ত পূজা করিবে। স্নিগ্ধ ও কৃষ্ণবর্ণ শিলা পূজনীয়া, এই শিলাপূজনে সিদ্ধিলাভ হয়। পীতবর্ণ শিলাপূজনে পুত্র লাভ হয়। নীলবর্ণশিলা পূজনে লক্ষ্মীলাভ, এবং সমশিলা সর্ব্বার্থসাধিকা হয়।

গৃহস্থদিগের কিরূপ লক্ষণাক্রান্ত শিলা সুখদায়ক, লক্ষণানুসারে তাহার নিম্নে নাম লিখিত হইল। যে শালগ্রাম শিলায় পদ্মের সহিত চক্র বিদ্যমান থাকে, অথবা কেবল বনমালা চক্র থাকে, তাহার নাম লক্ষ্মীহরি, এই শিলা গৃহস্থদিগের অভীষ্টদায়িনী। যে শালগ্রামের চক্রযুক্ত দুইটী দ্বার থাকে, অথবা যে শিলা শ্বেতবর্ণ ও দুইটী সমান চক্রবিশিষ্ট তাহা বাসুদেব নামে কথিত। এই শিলা পাপনাশক। পূর্ব্ব ও পশ্চাদ্‌ভাগে দুইটী চক্র থাকিলে সেই শিলা সঙ্কর্ষণ নামে পূজিত হয়। ইহা রক্ত স্বরূপ ও সুশোভন, গৃহী ব্যক্তির এই শিলা পূজনে অভীষ্ট লাভ হয়।

যে শালগ্রাম শিলার চক্র সূক্ষ্ম এবং ছিদ্র দীর্ঘ ও বিচিত্রিত, অন্তঃ ও বহির্দেশ ছিদ্রযুক্ত, তাহা প্রদ্যুম্ন। ইহা পীতবর্ণ ও ইষ্টপ্রদায়ক। শিলা নীলাভ, বর্ত্তুল ও অতি সুন্দর, দ্বারদেশে দুইটী রেখা যুক্ত, এবং পৃষ্ঠদেশ পদ্ম লাঞ্ছিত হইলে অনিরুদ্ধ কহে। শিলার পূর্ব্ব বা পশ্চাদ্‌ ভাগে এক বা দুইটী চক্র থাকিলে কেশব। ইহা চতুষ্কোণ, এই শিলা পূজা করিলে সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে। শ্যামবর্ণ, নাভিদেশ উন্নত চক্রবিশিষ্ট এবং দীর্ঘরেখাযুক্ত ও দক্ষিণদেশ পৃথু শুষির অর্থাৎ স্থূল গহ্বরসমন্বিত এরূপ শিলাকে নারায়ণ কহে।

যে শিলার মুখ ঊর্দ্ধদেশে স্থাপিত অথচ শিলার শ্যাম হরিদ্বার দৃষ্ট হয়, তাহার নাম হরি। এই শিলাচক্র ভুক্তি ও মুক্তিপ্রদ। যে শিলা পদ্ম ও চক্রযুক্ত, বিল্বফলের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট, শুক্রাভ এবং পৃষ্ঠদেশে বৃহৎ শুষির অর্থাৎ গর্ত্ত বিশিষ্ট তাহা পরমেষ্ঠী নামে কথিত। কৃষ্ণবর্ণ, সুশোভন দুইটী চক্রযুক্ত, মধ্যদেশ হইতে দ্বারোপরি একটী রেখাসম্বলিত শিলার নাম বিষ্ণু।

নৃসিংহলক্ষণ যুক্ত শিলা যদি গুড় বা লাক্ষা সদৃশ বর্ণ বিশিষ্ট হয়, তন্মধ্যে দুইটী স্থূল চক্র ও দ্বারে সুশোভনা রেখা থাকে, এবং তাহাকে এই রেখা যদি কেশবাকার দীর্ঘ ও ভয়ানক মুখযুক্ত হয়, তাহার নাম মহানৃসিংহ। পূর্ব্বোক্ত লক্ষণযুক্ত শিলা বনমালাবিরাজিত, চারিটী চক্র ও বিন্দুযুক্ত হইলে লক্ষ্মীনৃসিংহ নামে অভিহিত হয়। ইহা শুভপ্রদ।

পূর্ব্বোক্ত বরাহলক্ষণযুক্ত শিলা যদি ইন্দ্রনীলসদৃশ স্থূল, তিনটী রেখাযুক্ত এবং শক্তি, লিঙ্গ ও চক্র বিষম হয়, তাহা হইলে তাহা পৃথ্বী-বারাহ নামে কথিত। ইহা যদি অত্যুগ্রা ও একটী রেখাযুক্তা হয়, তাহা হইলে গতরাজ্যপ্রদ হইয়া থাকে।

বর্ণ স্বর্ণসদৃশ, দীর্ঘাকৃতি, তিনটী বিন্দুবিভূষিত এবং কাংস্য হইতেও অধিক ভারবিশিষ্ট, তাহাই মৎস্যশিলা নামে অভিহিত। এই শিলাপূজনে ভুক্তি ও মুক্তি লাভ হইয়া থাকে।

যে শিলার পৃষ্ঠদেশ বর্ত্তুল ও উন্নত এবং কৌস্তুভ চিহ্নিত ও হরিদ্বর্ণ, তাহাই কূর্ম্মাখ্য শিলা। কূর্ম্মাকার, চক্রান্বিত, ও বৃত্তযুক্ত শিলাও কূর্ম্মশিলা নামে অভিহিত। এই শিলাচক্র অভীষ্টফলপ্রদ।

চক্রসমীপে অঙ্কুশাকার রেখা ও বহু বিন্দু বিদ্যমান এবং পৃষ্ঠদেশ নীরদ নীলবর্ণ, তাহা হয়গ্রীব সংজ্ঞিত। যে শিলা হয়গ্রীবসদৃশ ও দীর্ঘরেখাযুক্ত, তাহাকে সৌম্য হয়গ্রীব কহে।

মুখ হয়াকৃতি বা পদ্মাকৃতি এবং মস্তক অক্ষমালাযুক্ত হইলে তাহার নাম হয়শীর্ষ।

শিলবর্ণাভ এবং একটী চক্রযুক্ত, ধ্বজাচিহ্নিত, দ্বারোপরি সুশোভন রেখাবিশিষ্ট শিলা বৈকুণ্ঠ নামে বিদিত।

যে শিলা বনমালা চিহ্নিত, কদম্বকুসুমাকার, রেখাপঞ্চকশোভিত, তাহার নাম শ্রীধর। অতিহ্রস্ব, বর্ত্তুল, অতসী-

স চ শঙ্খাব্জপদ্মো মাধবঃ শ্রীগদাধর।
গদাব্জশঙ্খচক্রী বা গোবিন্দাখ্যো গদাধরঃ।
পদ্মশঙ্খাব্জ গদিনে বিষ্ণুশঙ্খায় বৈ নমঃ।
স শঙ্খাব্জগদাচক্রমধুসূদনমূর্ত্তয়ে।
নমো গদাসিচক্রাব্জযুক্তত্রিবিক্রমায় চ।
সাসিকৌমোদকীপদ্মশঙ্খবামনমূর্ত্তয়ে।
শঙ্খাব্জচক্রগদিনে নমঃ শ্রীধরমূর্ত্তয়ে।
হৃষীকেশ সাসিগদাশঙ্খপাণি নমোঽস্তু তে।
সাব্জশঙ্খগদাচক্রপদ্মনাভস্বরূপিণে।
দামোদর শঙ্খগদাচক্রপাণি নমোঽস্তু তে।
সাসিশঙ্খগদাব্জায় বাসুদেব নমো ।
শঙ্খাব্জচক্রগদিনে নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ।
শঙ্খচক্রগদাব্জায় তুভ্যং প্রদ্যুম্নমূর্ত্তয়ে।
নমোঽনিরুদ্ধায় গদাশঙ্খাব্জবরধারিণে।
সাব্জশঙ্খগদাচক্র পুরুষোত্তমমূর্ত্তয়ে।
নমোঽধোক্ষজরূপায় গদাশঙ্খাব্জধারিণে।
নৃসিংহমূর্ত্তয়ে পদ্মগদাশঙ্খবিধারিণে।
পদ্মাসিশঙ্খগদিনে নমোঽস্ত্বচ্যুতমূর্ত্তয়ে।
সশঙ্খচক্রাব্জগদং জনার্দনমিহো নমঃ।
উপেন্দ্রং গদিনং সাব্জ পদ্মশঙ্খ নমোঽস্তু তে।
স চক্রাব্জগদাশঙ্খযুক্তায় হরিমূর্ত্তয়ে।
স গদাব্জাসিশঙ্খায় নমঃ শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তয়ে।"

কুসুম সদৃশ বর্ণ, এবং বিন্দুযুক্ত শিলা বামন। অতি হ্রস্ব এবং ঊর্দ্ধ ও অধোদেশ চক্রসংযুক্ত ও মহাদ্যুতিবিশিষ্ট তাহার নাম দধিবামন। এই শিলা বিশেষ মঙ্গলদায়ক।

যে শিলা শ্যামবর্ণ, মহাদ্যুতি, বামপার্শ্বে চক্রবিশিষ্ট এবং দক্ষিণে একটী রেখা থাকিলে সুদর্শন কহে।

যে শিলা নানারেখাযুক্ত এবং যাহার বহু-পঙ্‌ক্তি চক্রাকার, তাহার নাম সহস্রার্জ্জুন; ইঁহার পূজনে মঙ্গল হয়। যাহার মধ্যে চক্র প্রতিষ্ঠিত আছে, এরূপ স্থূল শিলার বর্ণ দূর্ব্বা সদৃশ, এবং দ্বারদেশ সঙ্কীর্ণ ও পীতরেখা যুক্ত হইলে তাহাকে দামোদর কহে। এই শিলাপূজনে অশেষ প্রকার কল্যাণ হয়। যে শিলার দুইটী চক্র এবং বিবর সূক্ষ্ম তাহাও দামোদর নামে অভিহিত। দামোদর শিলার ঊর্দ্ধ ও অধোদেশে চক্রবৎ গর্ত্ত থাকিলে, এবং মুখ নাতিদীর্ঘ ও লম্বরেখাযুক্ত হইলে রাধা-দামোদর বলা যায়।

বহুবর্ণ নাগ-ভোগ চিহ্নিত, অনেক চক্রযুক্ত হইলে তাহাকে অনন্ত কহে। ইহার পূজা করিলে সকল অভীষ্ট সিদ্ধি হয়। যে শিলার সকল দিকে ঊর্দ্ধ আস্ত দৃষ্ট হয়, তাহার নাম পুরুষোত্তম। ইহাও বিশেষ মঙ্গলদায়ক। যে শিলায় শিরোগত লিঙ্গ থাকে, তাহার নাম যোগেশ্বর, ইহার পূজায় ব্রহ্মহত্যাদি পাপনাশ ও যোগ সিদ্ধি হইয়া থাকে।

পদ্ম ও ছত্র চিহ্নযুক্ত শিলার নাম পদ্মনাভ। ইহার পূজায় দরিদ্র ধনশালী হয়। মধ্যদেশে পক্ষ দ্বয়ের চিহ্ন এবং একটী সুদীর্ঘ রেখা থাকিলে তাহাকে গরুড় বলা যায়।

যে শিলার উদরে চারিটী প্রস্ফুট চক্র আছে, তাহা জনার্দ্দন। যাহার উদর বনমালা চিহ্নিত এবং সূক্ষ্ম চারিটী চক্রযুক্ত, তাহা লক্ষ্মী-নারায়ণ। শিলা অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি হইলে হৃষীকেশ। এই শিলা পূজনে অভীষ্টপ্রাপ্তি ও স্বর্গলাভ হয়।

কৃষ্ণবর্ণ, বিন্দুযুক্ত, এবং বামপার্শ্বে দুইটী চক্রযুক্ত শিলার নামও লক্ষ্মীনারায়ণ। এই শিলা গৃহস্থদিগের অভীষ্টদায়ক। শ্যামবর্ণ, মহাদ্যুতি, বামপার্শ্বে দুইটী চক্র ও দক্ষিণ দিকে একটী রেখা বিশিষ্ট শিলার নাম ত্রিবিক্রম।

কৃষ্ণবর্ণ শিলা যদি চক্রযুক্ত বা চক্রশূন্য হয় এবং তাহাতে যদি প্রদক্ষিণাবর্ত্তরূপে বনমালা চিহ্ন থাকে, তাহা হইলে তাহাকে কৃষ্ণ কহে। শিলার মধ্যদেশে দুইটী চক্র, এবং পার্শ্বদেশে চারিটী রেখা হইলে চতুর্ভুজ। (মেরুতন্ত্র)

ত্যাজ্য শিলা।

প্রয়োগপারিজাতে ত্যাজ্য শিলার বিষয় কথিত হইয়াছে, পূজাকামী নিম্নলিখিত লক্ষণ দেখিয়া তাহা অগ্রাহ্য বলিয়া গণনা করিবেন। তির্য্যক্‌চক্রা, বদ্ধচক্রা, রুক্ষা, স্ফোটবিশিষ্টা, রুক্ষা, কুরূপা, বিষ্টরা, অনাস্তা, করালা, বিকরালিকা, কপিলা, বিষমাবর্ত্তা, ব্যালাস্যা, কোটরযুক্তা, আসনে চলনা, ভগ্না, মহাস্থূলা, কথিরাননা, একচক্রযুতা, দগ্ধা, বহুচক্রা, অধোমুখী, লগ্নচক্রা, বা চক্রদ্বারা আবৃতচক্রা, বহুরেখা-সমাযুক্তা, ভগ্নচক্রা, দীর্ঘচক্রা, পঙ্‌ক্তিচক্রা, মস্তকাস্যা ও অচিহ্না শিলা সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়া *।

এতদ্ভিন্ন মেরুতন্ত্রে আরও কয়টী নিন্দিত শিলার পরিচয় পাওয়া যায়, ধৌত অঙ্গারবৎ শিলাকে মেচকী কহে, ইহা পূজা করিলে বংশহানি হয়। পাণ্ডু ও মলিনবর্ণ শিলা নিন্দনীয়া। আম্র-বর্ণ শিলা পূজনে পুত্রহানী, ধূম্রাভ শিলায় বুদ্ধিহানী, রক্তবর্ণা রোগদায়িনী, বক্রশিলা দারিদ্র্যকারিণী, স্থূলশিলা আয়ুঃনাশিকা ও সিন্দূরাভা শিলা নিন্দিতা বলিয়া ত্যাজ্য।

চক্রাদি চিহ্নিত শিলাই পূজায় প্রশস্ত, লাঞ্ছন অর্থাৎ চিহ্ন ব্যতীত শিলা পূজা করিলে কোন ফল হয় না। তন্ত্র-

* রুক্ষা স্ফোটা সমাযুক্তা স্ফোটা বদ্ধকসংযুতা।
অচিরাচ্ছন্নতাং যাতি যস্যাং শিশুশ্চ চন্দনম্‌॥
কুরূপা কুৎসিতাকারা নিষ্ঠুরা নিম্ন বা স্মৃতা।
অবেষ্টন তুরীয়াংশমাত্রং যস্যাঃ শুভ্রা হি সা॥
তস্যাদধিকবক্ত্রা চ করালেতি প্রকীর্ত্তিতা।
যা তুর্য্যাংশসংযুক্তা সংবৃতা বিকরালিকা॥
সংবৃতাস্যা পরিজ্ঞেয়া বেষ্টনস্যার্দ্ধভাগতঃ।
ব্যালাস্যা চাধিকে জ্ঞেয়া যুগ্মাধিকে তু কোটরা॥
অধিকে তু মহাস্থূলা তাং গৃহী তু ন পূজয়েৎ।
অধোমুখী স্বল্পাস্যা ঊর্দ্ধাস্যা চাপি নিন্দিতা॥
তির্য্যক্‌চক্রাধিতা দদ্যাৎ শ্রবণঃ ক্লেশসংযুতম্‌।
রুক্ষা রোগপ্রদা নিত্যং স্ফোটা চায়ুর্বিনাশিনী॥
রুক্ষা চোদ্বেগদা নিত্যং দুঃখদারিদ্র্যনাশিকা।
কুরূপা বেষ্টরা চৈব নিষ্ঠুরা পুণ্যনাশিনী॥
অনাস্যা যৌবনা চৈব করালা ভয়দায়িকা।
ঐহিকামুষ্মিকং হন্তি বিকরালা স্বভাবতঃ॥
কপিলা পতিহা নিত্যং ব্যালাস্যা ভগনাশিনী।
কোটরা পূজকং হন্তি তথা বন্দিবিনাশিনী॥
আসনে চলনা নিত্যং প্রজাপশুপ্রণাশিনী।
ভগ্না ধনক্ষয়া নিত্যং মহাস্থূলা ব্যয়প্রদা॥
শচিহ্না পাপদা প্রোক্তা কীর্ত্তিতা ঋষিভিঃ সদা।
একচক্রা কুলঘ্নী সা মস্তকাস্যা চ পুত্রহা॥
দগ্ধা কুহীনা জ্ঞেয়া বহুচক্রা ভয়প্রদা।
বহুরেখা সমাযুক্তা লক্ষ্মী চাধিরদা হি সা॥
অধোমুখী দুঃখদা জ্ঞেয়া অধোমুখী তু সা।
[illegible]
দীর্ঘচক্রা পাপং হন্তি দুঃখদা পূজকে।
[illegible] নিত্যং জ্ঞেয়া নিরয়ক প্রদায়িনী।
লেখা তু পতিতা প্রোক্তা তাং গৃহী তু ন পূজয়েৎ॥" (প্রয়োগপারিজাত)

শিলা পূজা করিলে বিপত্তি, বহুচক্রযুক্ত শিলাপূজনে অপমান, লক্ষণহীন শিলাপূজনে বিয়োগ, বৃহন্মুখযুক্ত শিলাপূজনে কলত্রনাশ, এবং বৃহচ্চক্রযুক্ত শিলায় পুত্রনাশ, সংলগ্ন চক্রযুক্ত শিলায় অসুখ, বদ্ধ চক্রযুক্ত শিলায় পীড়া, ভগ্নচক্র শিলায় দারিদ্র্য, অধোমুখযুক্ত শিলায় সর্ব্বনাশ, ব্যালমুখযুক্ত শিলায় কুষ্ঠাদি রোগ, বিষম শিলায় বিবিধ প্রকার আপদ্, বিকৃতাবর্ত্ত নাভি, অর্থাৎ যে শালগ্রাম শিলায় চক্রের আবর্ত্ত ও নাভি বিকৃত হইয়াছে, তাদৃশী শিলাপূজনে বহু প্রকার বিকার হয়।

কপিল বর্ণ, স্থূল চক্র ও বৃহন্মুখযুক্ত, এবং তাহা তিন বা পাঁচটী বিন্দুযুক্ত হইলে নৃসিংহ কহে। এই শিলা গৃহস্থদিগের মঙ্গলদায়ক নহে। এই শিলাপূজনে গৃহীদিগের বিপদ্ হইয়া থাকে। (মেরুতন্ত্র)

উপরে যে সকল শিলার লক্ষণ ও পূজাফল বিবৃত হইল, তদপেক্ষা আরও বহু প্রকার শালগ্রাম শিলা দৃষ্টিগোচর হয়। উহারা দ্বাদশ চক্রবর্গে বিভক্ত অর্থাৎ যে শিলাগুলি একচক্রবিশিষ্ট তাঁহারা একচক্রক, যাহাদের দুইটী চক্র আছে তাঁহারা দ্বিচক্রক, এতদ্ভিন্ন যাহাদের ভিতরে তিন হইতে দ্বাদশ পর্য্যন্ত চক্র দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদিগকে পর্য্যায় ক্রমে সেই সেই সংখ্যক বর্গে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। এই রূপে একচক্র বর্গে ১৯ প্রকার, দ্বিচক্রবর্গে ৮৮ প্রকার, ত্রিচক্র বর্গে ১১ প্রকার, চতুশ্চক্রবর্গে ১৬ প্রকার, পঞ্চচক্রবর্গে ৬ প্রকার, ষট্‌চক্রবর্গে ৭ প্রকার, সপ্তচক্রবর্গে ৬ প্রকার, অষ্টচক্রবর্গে ৪ প্রকার, নবচক্রবর্গে ১ প্রকার, দশচক্রবর্গে ৩ প্রকার, একাদশচক্রবর্গে ১ প্রকার, দ্বাদশচক্রবর্গ ১ প্রকার এবং বহুচক্রবর্গে আরও ৮ প্রকার শালগ্রাম নির্দ্দিষ্ট আছে। পুরাণাদিতে ঐ সকল শালগ্রামের লক্ষণ ও নাম আছে। এখানে একচক্র ক্রমে তাঁহাদের বিবরণ উদ্ধৃত হইল—

১। বৈকুণ্ঠ, মধুসূদন, সুদর্শন, সহস্রার্জ্জুন, নরমূর্ত্তি, রামমূর্ত্তি, লক্ষ্মীনারায়ণ, বীরনারায়ণ, [illegible]ন্ধিশয়ন, মাধব, হয়গ্রীব, পরমেষ্ঠী, বিষ্বক্সেন, বিষ্ণুপঞ্জর, গরুড়, বৃষ, হিরণ্যগর্ভ, পীতাম্বর ও পদ্মনাভ নামদের শিলাগুলি একচক্রাঙ্কিত।

নীলবর্ণাভ, ধ্বজযুক্ত, দ্বারোপরি ও পূর্ব্বভাগে সর্পাকার। শোভন রেখা-বিলম্বিত শিলাই বৈকুণ্ঠ নামে বিদিত।(১) পুরাণান্তরে শুক্লবর্ণাভ, গুঞ্জাকার ও পুচ্ছরেখক শিলাও বৈকুণ্ঠ বলিয়া গৃহীত। মহাদ্যুতিমান্ ও মহাতেজশালী সর্ব্ববর্ণসমাযুক্ত শিলা মধুসূদনং পদবাচ্য। চক্রবিবেক নামক গ্রন্থে লিখিত আছে রক্ত বা কৃষ্ণবর্ণ স্থূল অথচ ছিদ্রযুক্ত শিলাও মধুসূদনং নামে কথিত। ইহা সর্ব্বসৌভাগ্যদায়ক। শিরোদেশে একটী চক্র, ও মুখে কৃষ্ণবর্ণ শিলা সুদর্শন নামে অভিহিত। মতান্তরে শ্যামবর্ণ, বামপার্শ্বে গদা ও চক্র এবং দক্ষিণে একটী রেখা থাকিলে সুদর্শন শিলা বলা যায়। চক্রবিবেকের মতে বনমালা দ্বারা বেষ্টিত, কদম্ব কুসুমাকার, পঞ্চরেখাসমন্বিত, বিন্দুত্রয়সমাযুক্ত, চারুবর্ণ ও সুশোভন শিলাই সুদর্শন। নানা রেখাময় শিলাই সহস্রার্জ্জুন বলিয়া কথিত। ইহা পূজা করিলে নষ্ট দ্রব্য পুনরায় ফিরিয়া পাওয়া যায়। অতসীকুসুমের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট এবং পার্শ্বদেশে অক্ষসূত্র অর্থাৎ জপমালাচিহ্নযুক্ত যে শিলা তাহা নরমূর্ত্তি বলিয়া কথিত। গ্রন্থে উহার প্রকার নির্দ্দেশ আছে। যথা—"গোপুচ্ছসদৃশী মালা যদ্বা সর্পাকৃতিঃ শুভা।"

বদনে চক্র ও কৃষ্ণবর্ণ শিলা রামমূর্ত্তি বলিয়া কথিত। ইনি পূজককে কবিত্ব দান করেন। একচক্র, চতুর্ব্বক্ত্র, বর্ত্তুল,

(১) বৈকুণ্ঠং নীলবর্ণাভং চক্রমেকং তথা ধ্বজম্।
দ্বারোপরি তথা রেখা পূর্ব্বা রেখা সুশোভনা। (ব্রহ্মপুরাণ)

বৈকুণ্ঠঃ শুক্লবর্ণাভশ্চক্রমেকং তথাম্বুজম্।
দ্বারে পরিষদা রেখা সর্পাকারা সুশোভনা।
বৈকুণ্ঠো নীলবর্ণশ্চক্রৈকেন তথাঙ্কতম্।
দ্বারোপরি তথা রেখা গুঞ্জাকারা সুশোভনা।

বৈকুণ্ঠ একচক্রোঽক্ষী মণিভঃ পুচ্ছরেখকঃ। (আগ্নেপুরাণ)

(২) মধুসূদনো মহাদেবো হ্যেকচক্রো মহাদ্যুতিঃ।
সর্ব্ববর্ণসমাযুক্তো মহাতেজাঃ শুভপ্রদঃ।
রক্তা কৃষ্ণা তথা স্থূলা নিষ্ঠুরা শুষিরাবহা।
মধুসূদনাখ্যা বিজ্ঞেয়া সর্ব্বসৌভাগ্যদায়িকা। (চক্রবিবেক)
নাভিদেশে শঙ্খপদ্মে যস্যাঃ মুদ্রা প্রদৃশ্যতে।
মধুসূদন আখ্যাতঃ শক্রহা পরিকীর্ত্তিতঃ। (বৈখানসসংহিতা)
মধুসূদনোমহাদেব একচক্রোমহাদ্যুতিঃ।
[illegible] বর্ণসমাযুক্তো মহাতেজঃপ্রদঃ শুভঃ। (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)

(৩) একচক্রং শিরোদেশে কৃষ্ণবর্ণমুখস্তথা।
সুদর্শনস্তথা দেবঃ সর্ব্বপাপপ্রণাশনঃ। (শিবার্চ্চনচন্দ্রিকা)
সুদর্শনস্তথাদেবঃ শ্যামবর্ণো মহাদ্যুতিঃ।
বামপার্শ্বে গদাচক্রে রেখা চৈব তু দক্ষিণে। (পদ্মপুরাণ)
চক্রাকারেণ পঙ্ক্তিঃ সা যত্র রেখাবলী ভবেৎ।
স সুদর্শন ইত্যেবং খ্যাতঃ পুণ্যফলপ্রদঃ।
সুদর্শনস্তথা দেবো বেষ্টিতো বনমালয়া।
কদম্বকুসুমাকারো রেখাপঞ্চসমন্বিতঃ।
বিন্দুত্রয়সমাযুক্তশ্চারুবর্ণঃ সুশোভনঃ। (চক্রবিবেক

(৪) সহস্রার্জ্জুননামা [illegible] নানারেখাময়ো ভবেৎ
চক্রাকারা [illegible] স নষ্টদ্রব্যদায়কঃ।

(৫) নরমূর্ত্তিশ্চ [illegible]
একচক্রসমাযুক্তো হ্যক্ষসূত্রঞ্চ পার্শ্বকে।

(৬) একচক্রস্তু বদনে কৃষ্ণবর্ণঃ সুশোভনঃ।
সা রামমূর্ত্তির্বিজ্ঞেয়া পূজকস্য কবিত্বদা।

শ্যামবর্ণ, ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ-চিহ্নধারী, মালাযুক্ত বিন্দুবিশিষ্ট, সমুন্নত-পৃষ্ঠ ও স্থূলশিলাই লক্ষ্মীনারায়ণ[৭]। এই শিলাদর্শনেই অভীষ্ট ফল প্রাপ্তি ঘটে। কৌস্তুভশোভন, বনমালাবিভূষিত, শাঙ্খশঙ্খ, গদা, পদ্ম ও চক্রযুক্ত, দীর্ঘ ত্রিরেখাবিশিষ্ট এবং স্বর্ণ বিলেপিতগাত্র শিলাচক্রই বীরনারায়ণ[৮] নামে বর্ণিত হইয়া থাকেন। বদনে একটী চক্রচিহ্ন গাত্রে পর্য্যায়ে রেখা, চক্রের উভয় পার্শ্বে ফণি ও পঙ্কজ রেখা, সুবর্ত্তুল, সুস্নিগ্ধ এবং ক্ষীর সদৃশ কান্তিসমন্বিত শিলাই ক্ষীরাব্ধিশয়ন নামে বর্ণিত[৯]। নাভিচক্র উন্নত ও উজ্জ্বল রেখাদ্বয়বিশিষ্ট, অথবা তাহা পদ্মচিহ্নযুক্ত ও বনমালাবিভূষিত হইলে মাধব সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়[১০]। বৈশ্বানর-সংহিতায় লিখিত আছে,—মধুবর্ণ, গদাকম্বুবিলাসিত, সূক্ষ্ম ও মধ্যে শোভনচক্র-বিশিষ্ট হইলে মাধবশিলা বলা যায়, এই শিলাচক্র সৌভাগ্য ও মোক্ষদায়ক। অঙ্কুশাকার, কৃষ্ণবর্ণ, রেখাসমন্বিত, অথবা শ্যাম দুন্দুভ্যাকার, বামোন্নত ও কপিলবর্ণ হইলে হয়গ্রীব বলা যায়।[১১] সংক্ষিপ্তচক্র, পৃষ্ঠে ছিদ্র ও বিন্দুমান্, পদ্মবৎচক্রশালী ও শুক্লাভ অথবা লোহিতাভ হইলে পরমেষ্ঠীশিলা কহে[১২]। বিষ্বক্সেন শিলা অতি স্থূল, ইহাকে দামোদরও বলে[১৩]। দীর্ঘকায় কৃষ্ণবর্ণ ও পঙ্করাক্রান্তরূপলাঞ্ছনবিশিষ্ট শিলাই বিষ্ণুপঞ্জর নামে আখ্যাত[১৪]। ইহা সর্ব্বকামপ্রদ। শ্যাম, নীল, অথবা সিতবর্ণ ও স্বর্ণবর্ণ দুই তিন বা চারিটী লম্বাকার রেখা যাহাতে আছে, সেই শিলা গরুড় নামে পূজিত হইয়া থাকে[১৫]। অণুগহ্বর-সংযুক্ত ও চক্রহীন শিলা নিবীত বৃক্ষ নামে আখ্যাত হয়[১৬]। ইহা পূজা করিলে পরম পদ লাভ হইয়া থাকে। ঈষৎ দীর্ঘ, মনোজ্ঞ, স্নিগ্ধ ও মধুপিঙ্গলবিগ্রহ হিরণ্যগর্ভ নামে কথিত হয়[১৭]। ইহার উপরে স্ফটিকের ন্যায় দীপ্তিবিশিষ্ট বহুল স্বর্ণরেখাও থাকে। এতদ্ভিন্ন পৃষ্ঠ পার্শ্বে শ্রীবৎসাকার লাঞ্ছন যে শিলায় আছে, এরূপ বর্ত্তুল ও কৃষ্ণবর্ণ শিলাকে হিরণ্যগর্ভ বলিয়া জানিবে। উচ্চচক্র অম্বুজ দ্বাদশাঙ্গুল, পীতাভ এবং দ্বারদেশ রেখাত্রয়বিভূষিত, অথবা সচক্র, গোস্তনাকার ও বর্ত্তুল শিলাচক্র পীতাম্বর দেব বলিয়া পূজিত[১৮]। আরক্ত বর্ণ, পদ্মযুক্ত, নিক্ষেপবদ্ধচক্র, অর্দ্ধচন্দ্রযুক্ত,

(৭) একচক্রশ্চতুষ্কস্তু বর্ত্তুলঃ শ্যামবর্ণকঃ।
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশোপেতো মালাযুক্তঃ সবিন্দুকঃ।
পৃষ্ঠে সমুন্নতঃ স্থূলো লক্ষ্মীনারায়ণঃ স্মৃতঃ।
তস্য দর্শনমাত্রেণ অভীষ্টফলমাপ্নুয়াৎ॥

(৮) কৌস্তুভী শোভমানস্তু শ্রীধরো বনমালয়া।
শাঙ্খশঙ্খ-গদাপদ্ম-চক্রযুক্তঃ শ্রিয়ঃ প্রিয়ঃ।
দীর্ঘরেখাত্রয়োপেতঃ স্বর্ণপঙ্কবিলেপনঃ।
বীরনারায়ণো দেব একচক্রধরো দ্যুতিঃ॥

(৯) একচক্রস্তু বদনে পর্য্যায়রেখসংযুতঃ।
রেখয়া বর্ত্তুলঃ পৃষ্ঠে ক্ষীরকান্তিসমন্বিতঃ।
চক্রস্যোভয়পার্শ্বে তু ফণিপঙ্কজশোভিতম্।
সুবর্ত্তুলক স্নিগ্ধঃ ক্ষীরাব্ধিশয়নঃ বিভুঃ॥

(১০) উন্নতো নাভিচক্রে দীর্ঘরেখাদ্বয়োজ্জ্বলঃ।
চক্রং বা কেবলং যত্র পদ্মেন সহ সংযুতম্।
মাধবঃ স তু বিজ্ঞেয়ো বনমালাবিভূষিতঃ॥
মধুবর্ণা তথা সূক্ষ্মা মধ্যচক্রাতিশোভনা।
মাধবাখ্যা হি বিজ্ঞেয়া সর্ব্বসৌভাগ্যদায়িকা॥ (বৈশ্বানরসংহিতা)
মাধবো মধুবর্ণাভো গদাকম্বুবিলাসিতঃ।
মধুবর্ণো মধুচক্রঃ শঙ্খপদ্মসমন্বিতঃ।
মাধবঃ স তু বিজ্ঞেয়ো ভক্তানাং মোক্ষদায়কঃ॥ (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)

(১১) [illegible]
কৃষ্ণবর্ণঃ [illegible]
হয়গ্রীবকপিলাভং বামোন্নতকপিঞ্জলম্।
শ্যামং দুন্দুভ্যাকারং নাম্না তদপি কীর্ত্তিতম্॥ (মৎস্যসূক্ত ১২ পটল)

(১২) পরমেষ্ঠী সাদ্ধচক্রঃ পৃষ্ঠচ্ছিদ্রশ্চ বিন্দুমান্॥ (ব্রহ্মপুরাণ)
পরমেষ্ঠী তু শুক্লাভঃ পদ্মচক্রসমদ্যুতিঃ।
চিত্রাক্রান্তস্তথা পৃষ্ঠে শুষিরোন্নতপুষ্কলম্॥২
পরমেষ্ঠী চ রক্তাভঃ পঙ্কজস্তু সমন্বিতঃ।
কৃষ্ণবর্ণস্তথা বিষ্ণুঃ স্থূলচক্রঃ সুশোভনঃ।
দ্বারোপরি তথা রেখা দৃশ্যতে মধ্যদেশতঃ॥ (শিবার্চনচন্দ্রিকা)

(১৩) বিষ্বক্সেনস্তু স্থূলঃ স তু দামোদরঃ স্মৃতঃ॥ (মৎস্যসূক্ত)

(১৪) বক্রাকোটিস্তথা রেখাঃ পঙ্কজস্যান্তি যত্র বৈ।
শালগ্রামশিলা যা সা বিষ্ণুপঞ্জরসংজ্ঞিতা।
দীর্ঘকায়ঃ কৃষ্ণবর্ণঃ পঙ্করাক্রান্তলাঞ্ছনঃ।
বিষ্ণুপঞ্জর আখ্যাতঃ সর্ব্বকামফলপ্রদঃ॥ (পদ্মপুরাণ)

(১৫) বিশদাজ্যামলেখেন যচ্চক্রং ভুবি দুর্ল্লভম্।
বিষমকায়ং স্থূলকায়ং চক্রমেতৎ কলৌ নহি।
কন্দবোধবিনাশি স্যাৎ লম্বাকারা ভবেদ্যদি।
সুবর্ণানিচাথবা ত্রিচতুষ্পদমা চ বা।
সংযুক্তা ভবেদ্যা তু স্যাৎ শ্যামা নীলা সিতাপি বা॥ (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)

(১৬) অণুগহ্বর-সংযুক্তঃ চক্রহীনঃ যথা ভবেৎ।
নিবীতবৃক্ষসংজ্ঞঃ স্যাদ্দদাতি পরমং পদম্॥ (পদ্মপুরাণ)

(১৭) হিরণ্যগর্ভদেবস্য মধুপিঙ্গলবিগ্রহম্।
ঈষদ্দীর্ঘং মনোজ্ঞঞ্চ স্নিগ্ধং সকলকামদম্॥ (ব্রহ্মপুরাণ)
বর্ত্তুলঞ্চ সুবদনং চক্রমধ্যে চ কোমলম্।
শ্রীবৎসং কোমলাকারং লাঞ্ছনং পৃষ্ঠপার্শ্বকে।
হিরণ্যগর্ভো বিখ্যাতঃ পৃথুনাভিসমাবৃতঃ।
হিরণ্যাভ বিনাশশ্চ [illegible]॥

(১৮) [illegible]
পীতাভো দ্বারদেশে তু রেখাত্রয়বিভূষিতঃ॥ (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)
স্নিগ্ধা গোস্তনাকারঃ সচক্রো বর্ত্তুলস্তথা।
পীতাম্বরো দেবঃ সৌখ্যদঃ কলদঃ সদা॥২

বনমালাঙ্কিত ও কণ্ঠে শ্রীবৎসাঙ্কিত থাকিলে পদ্মনাভ নামে কথিত হয়[১৯]। এই শিলা প্রতিদিন তুলসীপত্র দ্বারা পূজা করিলে অতি দরিদ্রেরও রাজ্য প্রাপ্তি ঘটে।

২য় বা দ্বিচক্র।—গণ্ডকী নদীতে দুইটী চক্রযুক্ত যে সকল শিলা পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের সংখ্যাই সর্বাপেক্ষা অধিক এবং তাহাই সাধারণতঃ পূজিত হইয়া থাকে। ঐ সকল শিলা মৎস্য-কূর্ম্মাদি নামে সাধারণে বিদিত। নিম্নে ঐ সকল শিলার সংক্ষেপ পরিচয় প্রদত্ত হইল—

মৎস্যাকৃতির ন্যায় মুখ এবং মুখের মত চক্রবিশিষ্ট, শ্রীবৎস বিন্দু ও মালাযুক্ত, দীর্ঘাকার, কৃষ্ণাভ মূর্ত্তি মৎস্য[১] নামে কথিত। (বরাহপুরাণ) ব্রহ্ম ও পদ্মপুরাণ মতে শ্যাম অথবা কাঞ্চন বর্ণ, বিন্দুত্রয়বিভূষিত, মৎস্যরূপ, দীর্ঘ অথবা বামভাগে মৎস্যচিহ্ন থাকিলে মৎস্যমূর্ত্তি বলা যায়। অগ্নিপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ ও মৎস্য সূক্তে ইহার প্রকার ভেদ উক্ত হইয়াছে। পৃষ্ঠভাগ কূর্ম্মের ন্যায় উন্নত, বর্ত্তুল, হরিদ্বর্ণসমাকীর্ণ ও কৌস্তুভভূষিত শিলাই কূর্ম্মমূর্ত্তি। উন্নতপৃষ্ঠ, পীতবর্ণ, অতি স্নিগ্ধ, অধশ্চক্র ও দ্বারদেশে চক্রসমন্বিত হইলে বরাহ মূর্ত্তি[৩] বলা যায়। মতান্তরে বিষমস্থিত চক্র, ইন্দ্রনীলনিভ বর্ণবিশিষ্ট, স্থূল, ত্রিরেখালাঞ্ছিত, অথবা অতসীকুসুমপ্রখ্য বা নীলোৎপলনিভ, দীর্ঘাকার, দীর্ঘ দ্বার যুক্ত, অঙ্কুরতনু, পৃষ্ঠোন্নত, দার্ঘাস্য, বামভাগে উন্নতচক্র, পৃষ্ঠে রেখাযুক্ত ও বরাহাকার শিলা বরাহমূর্ত্তি বলিয়া কথিত। অধশ্চক্র, অতিকলস, স্বর্ণদংষ্ট্র, ও অঙ্কুশাকার বদন হইলে ভূবরাহ হইবে[৪]। পীতাভ, সূক্ষ্মরন্ধ্র, চক্রসমন্বিত স্বর্ণাভ দন্তসহিত শিলার নাম ধরণীধর বরাহ[৫]। চক্রসমন্বিত ও দক্ষিণ ভাগে গোষ্পদ চিহ্ন থাকিলে লক্ষ্মীবরাহ বলিয়া জানিবে[৬]। অতিবিকৃতাস্য, দ্বিচক্র বিশিষ্ট এবং বিকট মূর্ত্তি নৃসিংহ নামে কথিত[৭]। ঐরূপ লক্ষণযুক্ত দীর্ঘ মুখ ও কেশরাকার রেখাযুক্ত শিলাও নরসিংহ নামে উক্ত হয়। পৃথুচক্র, মহামুখ, ত্রি বা পঞ্চবিন্দুযুক্ত অথবা স্থূলচক্র, শুক্ল লাক্ষাবর্ণ, দ্বারোপরি সুশোভন যুগ্মরেখা বিশিষ্ট হইলে কপিল-নরসিংহ বলা যায়[৮]। দ্বারভাগ পীত-বর্ণ ও স্বর্ণরেখাযুক্ত এবং মুখের সমীপদেশে চক্র থাকিলে যোগিনৃসিংহ[৯] শিলা বলা হইয়া থাকে। রক্তশোভিত, দীর্ঘকন্দরবিশিষ্ট, অণ্ডবৎ চক্রযুক্ত, দক্ষোন্নত মস্তক হইলে বিদারনৃসিংহ[১০] বলে। মহোদর এবং মধ্যস্থ, চক্র উন্নত ও সমভাবাপন্ন হইলে আকাশনরসিংহ বলা হয়[১১]। বহুছিদ্র, ভীমবক্ত্র ও স্বর্ণবর্ণ চক্র থাকিলে রাক্ষস নৃসিংহ[১২]। ইহা গৃহে থাকিলে নিশ্চয়ই অগ্নিযোগে গৃহভস্ম হইবে। দুইটী চক্র ও দুইটী মুখ, দ্বার উচ্চাকৃতি এবং স্থূলদেহ হইলে জিহ্বানৃসিংহ[১৩]। রক্ত সূক্ষ্ম, চক্র দুইটী ও বনমালা বিভূষিত হইলে জ্বালানৃসিংহ বলা যায়[১৪]। স্থূল

(১৯) অঙ্কিতং পদ্মনাভাখ্যং মৎস্যৈঃ পদ্মসংযুতঃ।
তুলস্যা পূজনোদ্ভূতং দারিদ্র্যনাশকো ভবেৎ। (ব্রহ্মপুরাণ)
বিচক্ষণেশ্চক্রৈ অঙ্কিতেঃ কেশরঃ।
পদ্মনাভ ইতি প্রোক্তো বর্ণিতো হলায়ুধঃ। (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)
বনমালাঙ্কিতঃ কণ্ঠে শ্রীবৎসাঙ্কশ্চ দৃশ্যতে।
পদ্মনাভঃ স বেত্তব্যঃ পত্রপাক পরাভবঃ।

(১) তত্র মৎস্যাদয়ঃ প্রায়ো দ্বিচক্রলক্ষণসংযুতাঃ।
তেষাং লক্ষণমাদেষ সর্বকামসমাপ্নুয়াৎ।
মৎস্যরূপস্তু রেখস্তু দীর্ঘাকারং সুপূজিতম্।
বিন্দুত্রয়সমাযুক্তং কাচবর্ণং সুশোভনম্। (পদ্মপুরাণ)

(২) উন্নতপৃষ্ঠঃ, জ্ঞেয়ো বর্ত্তুলঃ পূরকস্তথা।
হরিবর্ণঃ সমাকীর্ণঃ কৌস্তুভেন তু ভূষিতঃ। (ব্রহ্মপুরাণ)
কূর্ম্মাস্তৃতঃ পৃষ্ঠে বর্ত্তুলাবর্ত্তপূরিতঃ।
হরিতং বর্ণমাধত্তে কৌস্তুভেন চিহ্নিতঃ।
কূর্ম্মাকারঃ চক্র শিলা কূর্ম্মঃ প্রকাশিতঃ। (পদ্মপুরাণ)

(৩) দ্বারদেশে লগ্নচক্রে বরাহং তং বিদুর্বুধাঃ।
অধশ্চক্রমতিস্নিগ্ধং পৃষ্ঠোন্নতপীতকম্।
বারাহং বাঞ্ছিতফলং গৃহীয়াৎ রাধনীয়কম্। (বারাহপুরাণ)

(৪) অধশ্চক্রাতিকলসং হেমদংষ্ট্রসমুজ্জ্বলম্।
অঙ্কুশাকারবদনং ভূবরাহং তত্ত্বং বিদুঃ।

(৫) সুবর্ণাভং সুপীতাভং সূক্ষ্মরন্ধ্রং সুচক্রকম্।
স্বর্ণদন্তাং সমাযুক্তং বরাহং ধরণীধরম্।

(৬) লক্ষ্মীবরাহো বিজ্ঞেয় সমচক্রসমন্বিতঃ।
গোষ্পদং দক্ষিণে ভাগে ধনধান্যসমৃদ্ধিদঃ।

(৭) বক্র দীর্ঘমুখং পুচ্ছ ... লক্ষৈর্যুতম্।
রেখাশ্চ কেশরাকারা নরসিংহো মতোহি সঃ। (মৎস্যপুরাণ)

(৮) স্থূলচক্রধরং যথো শুক্লাক্ষালবর্ণকঃ।
দ্বারোপরি তথা রেখা যুগ্মাকারা সুশোভনা।
... বিষমচক্রং নারসিংহস্তু কাপিলম্।
সংপূজ্য মুক্তিমাপ্নোতি সংগ্রামে বিজয়ী ভবেৎ।

(৯) দ্বারভাগে পীতবর্ণঃ ... তু দৃশ্যতে।
যোগিনৃসিংহো বিজ্ঞেয়ো যশঃকীর্ত্তিবিবর্দ্ধনঃ।

(১০) বিদারণাভিধানঃ স্যাৎ নৃসিংহো দীর্ঘকন্দরঃ।
অণ্ডবৎ চক্রবান্ দক্ষোন্নতমস্তকম্ (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ

(১১) অত্যুচ্চচক্রং মধ্যস্থং সমভাবং মহোদরম্।
আকাশনরসিংহাখ্যং ধনধান্যসমৃদ্ধিদম্।

(১২) বহুছিদ্রং ভীমবক্ত্রং স্বর্ণবর্ণকচাক্ষতম্।
চক্রস্থ রাক্ষসং জ্ঞেয়ং ... গৃহদাহকম্।

(১৩) দ্বিচক্রং দ্বিমুখং স্থূলং দ্বারোচ্চাকৃতং শিলঃ।
দ্বারোচ্চকমলং জ্ঞেয়ং জিহ্বানৃসিংহকং স্মৃতম্।

(১৪) সূক্ষ্মরন্ধ্রং দ্বিচক্রং বনমালাবিভূষিতম্।
তং জ্বালানরসিংহাখ্যং নৃণাং সংসারমোচনম্।"

চক্রদ্বয়ের মধ্যে রেখা থাকে এবং গাত্রেও সুশোভনা রেখা দৃষ্ট হয়, আবার তাহাতে কপিল-নরসিংহের লক্ষণ পরিলক্ষিত হইলে সেই শিলা মহানৃসিংহ নামে উক্ত হইয়া থাকে[১৫]। বিকৃতাস্য, বনমালাভূষিত, বাম পার্শ্বে চক্র, কৃষ্ণবর্ণ, ও বিন্দুযুক্ত হইলে লক্ষ্মীনরসিংহ বলে[১৬]। শিলাগাত্র কর্কশ এবং পৃষ্ঠদেশ সপ্তফণাঙ্কিত থাকিলে অনন্তনৃসিংহ শিলা বুঝায়[১৭]।

ইন্দ্রনীল সদৃশাকার, বনমালা ও অমুজধারা উজ্জ্বল, হ্রস্ব এবং বর্ত্তুলাকৃতি শিলা বামন নামে আখ্যাত[১৮]। এই বামন মূর্ত্তি অতসীকুসুম প্রখ্য ও কিঞ্চিৎ উন্নতমস্তক হয় এবং তাঁহার চক্র কিঞ্চিৎ অস্পষ্ট থাকে, ইহা কামপ্রদ। রন্ধ্র সূক্ষ্ম এবং কুক্ষি বৃহৎ, এরূপ বামন দুর্লভ। মতান্তরে স্পষ্ট চক্র, দীর্ঘাস্য, বৃহদ্গহ্বর, বর্ত্তুল, শিলার মুখ উন্নত, বা উচ্চ অবস্থিত, নাভি উন্নত ও কুটিল রেখা দ্বারা বেষ্টিত, আর চক্রের উভয় পার্শ্বে স্রুহী পুষ্পাকৃতি প্রভৃতি চিহ্ন দৃষ্ট হইলে সেই শিলা বামন বলিয়া জানিবে। বামন মূর্ত্তি শ্বেতবিন্দুযুক্ত অথবা উজ্জ্বল বিন্দু দ্বারা ভূষিত, অতসী কুসুম সদৃশ বর্ণবিশিষ্ট বা নীল রক্তাভ হইলে দধিবামন বলা যায়[১৯]। পীতবর্ণ এবং পরশু, কোদণ্ড ও লাঙ্গলচিহ্নসমন্বিত শিলা রাম-মূর্ত্তি[২০]। এই রামমূর্ত্তির আবার নানা ভেদ দৃষ্ট হয়। পরশু সমন্বিত, দূর্ব্বাদলের ন্যায় শ্যামবর্ণ, উন্নত এবং মধ্যদেশে চক্র থাকিলে তাহা পরশুরাম[২১]। এই মূর্ত্তি পীত চিহ্নযুক্ত, বামে বা দক্ষিণে চক্রযুক্ত এবং পৃষ্ঠে বা পার্শ্ব ভাগে দণ্ডাকার রেখা দৃষ্ট হইলেও জামদগ্ন্য নামে আখ্যাত হয়। ধনুর্ব্বাণের ন্যায় রেখাকার স্থূল অথচ দীর্ঘ, বিন্দুযুক্ত ও নাভিচক্রে বহু ছিদ্র থাকিলে দাশরথি রাম শিলা বলা হয়[২২]। যাহার ঊর্দ্ধদেশে চক্র, তূণ, শার্ঙ্গ ধনু ও শরচিহ্ন বিদ্যমান, তাহা কৌশল্যানন্দন রাম নামে খ্যাত[২৩]। স্নিগ্ধ, দূর্ব্বাভ, চক্রশোভন এবং ঐ চক্র বাণ, তূণ ও কার্ম্মুক সমাযুক্ত, অথবা পৃষ্ঠদেশে দণ্ড ও পার্শ্বে দুইটী রেখা দৃষ্ট হইলে তাহা রামচন্দ্র[২৪]। শ্যামল ও বর্ত্তুলাকার শিলাই বালরাম নামে পরিচিত[২৫]। বাণতূণীর ও চাপশোভিত এবং কুণ্ডল ও মালাসমাহিত শিলা বীররাম নামে বিদিত[২৬]। পৃষ্ঠ ভাগে পাঁচটী রেখা এবং পার্শ্বদেশে ধনুর্ব্বাণচিহ্নযুক্ত বিম্বফল সদৃশ শিলা পুত্রদ রাম নামে পূজিত।[২৭]

রক্ত বিন্দুযুক্ত, চক্রশোভিত, দিব্যাস্ত্রধারী, চাপ ও তূণীর সংযুক্ত ও করালবদন শিলা বিজয়রাম বলিয়া জানা যায়[২৮]। বর্ত্তুল অথচ কিছু আয়ত এবং একটী ধনুর্যুক্ত ও নীলাম্বুজ-প্রভাবিশিষ্ট শিলা কোদণ্ডরাম নামে অভিহিত[২৯]। মূর্দ্ধাদেশে মালাচিহ্ন, ধনুর্ব্বাণ ও পার্শ্বে খুরযুত শিলাই হৃষ্টরাম[৩০]। কুক্কুটাণ্ডের ন্যায় আভাবিশিষ্ট, শ্যামল ও উন্নত-পৃষ্ঠ ও রেখাত্রয় সংযুক্ত এবং কোদণ্ডী লক্ষণ হইলেও হৃষ্টরাম বলা যায়। কুক্কুটাণ্ডের ন্যায় আকার; অধোবক্ত্র, কুণ্ডলযুক্ত, দ্বারদেশে সমান দুইটী চক্র ও কল্পবৃক্ষচিহ্নিত শিলা সীতারাম নামে আখ্যাত[৩১]।

---

(১৫) স্থূলচক্রদ্বয়ং মধ্যে রেখা রেখা সুশোভনা।
মহানৃসিংহো বিজ্ঞেয়ঃ পূর্ব্বোক্তৈর্লক্ষণৈর্যুতম্। (মেরুতন্ত্র ৩৩প্রকাশ)

(১৬) দ্বিচক্রং বিকৃতাস্যঞ্চ বনমালাবিভূষিতম্।
লক্ষ্মীনৃসিংহং বিজ্ঞেয়ং গৃহিণাং সুখদায়কম্॥ (প্রকৃতিখণ্ড)
বামপার্শ্বে স্থিতে চক্রে কৃষ্ণবর্ণঃ সবিন্দুকঃ।
লক্ষ্মীনৃসিংহো বিখ্যাতো ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদঃ॥
(মিত্রোদয়ধৃত পুরাণসংগ্রহ)

(১৭) নৃসিংহানন্তদেবঃ স পৃষ্ঠে সপ্তফণান্বিতঃ।
পৃথুকর্কশগাত্রশ্চ পূজাতে ব্রহ্মচারিভিঃ॥

(১৮) ইন্দ্রনীলনিভাকারং বনমালাম্বুজোজ্জ্বলম্।
হ্রস্বঞ্চ বর্ত্তুলঞ্চৈব বামনং পরিচক্ষতে॥ (বরাহপুরাণ)
অতসীকুসুমপ্রখ্যো বিন্দুনোজ্জ্বলভূষিতঃ।
যো বামনাভিধো দেবঃ শ্বেতবিন্দুযুতোঽথবা॥
দধিবামনসংজ্ঞঃ স্যাৎ ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদঃ।
বামনং নীলরক্তাভং বদন্তি দধিবামনম্॥ (বরাহপু°)

(২০) পীতঃ পরশুকোদণ্ডলাঙ্গলেন সুলাঞ্ছিতঃ।
রামো রামশ্চ রামশ্চ জ্ঞেয়ো মূর্ত্তিত্রয়ঃ ক্রমাৎ॥

(২১) লসৎপরশুরেখাঢ্যো দূর্ব্বাশ্যামস্তথোন্নতঃ।
নাভিদেশে লসচ্চক্রো রামঃ স্যাজ্জামদগ্নিকঃ॥

(২২) রেখাকারং ধনুর্ব্বাণং স্থূলং দীর্ঘং সবিন্দুকম্।
নাভিচক্রে বহুচ্ছিদ্রং রামং দাশরথিং বিদুঃ॥ (বরাহপুরাণ)

(২৩) চক্রোর্দ্ধং দৃশ্যতে যত্র তূণং শার্ঙ্গং ধনুঃ শরৈঃ।
কৌশল্যানন্দনো রামস্তত্রৈব পরিকীর্ত্তিতঃ॥

(২৪) রামচন্দ্রস্তথা স্নিগ্ধো দূর্ব্বাভশ্চক্রশোভনঃ।
পৃষ্ঠে দণ্ডস্তথা পার্শ্বে রেখাদ্বয়েন সংযুতঃ॥ (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)

(২৫) শ্যামলো বর্ত্তুলাকারশ্চক্রদ্বয়সমন্বিতঃ।
বালরামঃ স বিজ্ঞেয়ো ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কঃ॥

(২৬) বাণতূণীরচাপাঢ্যঃ কুণ্ডলস্রক্সমাহিতঃ।
কুণ্ডলকেশচাপাঢ্যো বীররামঃ স্মৃতঃ প্রভুঃ॥

(২৭) পৃষ্ঠভাগে পঞ্চরেখা চাপবাণৌ চ পার্শ্বতঃ।
স বৈ বিম্বসমো জ্ঞেয়ঃ পুত্রদাতা ন সংশয়ঃ॥

(২৮) দিব্যাস্ত্র-সমাযুক্তশ্চাপতূণীরসংযুতঃ।
করালবদনো রক্তবিন্দুযুক্চক্রশোভিতঃ।
স জ্ঞাতব্যো জয়রামাখ্যঃ কেশরৈ পেতচক্রকৈঃ

(২৯) ধনুষৈকেন সংযুক্তো বর্ত্তুলঃ কিঞ্চিদায়তঃ।
কোদণ্ডরামো বিখ্যাতঃ সুনীলাম্বুজপ্রভঃ।

(৩০) মূর্দ্ধ্নি মালা ধনুর্ব্বাণৌ পার্শ্বে খুরযুতস্তথা।
হৃষ্টরাম ইতি খ্যাতো ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদঃ॥

(৩১) কুক্কুটাণ্ডসমাকারস্ত্বধোবক্ত্রঃ সকুণ্ডলঃ

মধ্যমাকৃতি, বর্ত্তুলাকার, শরতূণীরসমন্বিত ও বাণবিক্ষত এবং দূর্ব্বাদলশ্যামবর্ণ বিগ্রহ রণরাম নামে পরিচিত[৩২]। মস্তকে বা জানুতে ধনুর্ব্বাণ চিহ্ন, পার্শ্বে খুর এবং নীলাম্বুদসমপ্রভ হইলে দুষ্ট রাম[৩৩]। পৃষ্ঠভাগে পঙ্করেখা, পার্শ্বদ্বয়ে ধনুর্ব্বাণ চিহ্ন, স্থূলাঙ্গ, হরিলোচনসন্নিভগাত্র অথবা দীর্ঘাকার, বৃহদ্দ্বার, শ্বেতলাঙ্গল-চিহ্নিত, পৃষ্ঠে মুষলচিহ্ন, নীলবর্ণ, উজ্জ্বল প্রভাশালী ও পৃথুচক্র শিলা বলরাম বলিয়া খ্যাত[৩৪]। হল ও মুষলরেখাঙ্কিত, শুক্লাভ, বনমালাযুক্ত,মধুবর্ণ বিন্দুবিশিষ্ট শিলা সঙ্কর্ষণ-রাম নামে বিদিত[৩৫]। যাহার পৃষ্ঠভাগে পুষ্কর চিহ্ন, এরূপ একলগ্ন শিলা অথবা যাহার সকল দিকেই ঊর্দ্ধমুখ দেখা যায়, সেই শিলাই পুরুষোত্তম বলিয়া গণ্য[৩৬]। যে শিলার দেহ চাপাকৃতি ও যাহা বিবিধ বর্ণে শোভিত, সেই শিলাই মহীধর নামে খ্যাত[৩৭]। কৃষ্ণবর্ণ, পীত চিহ্নযুক্ত, কৃশদেহ, পার্শ্বে বিন্দুযুক্ত, দ্বারতুল্য নাভিদেশ, পৃষ্ঠ, কূর্ম্মাকার ও দীর্ঘাকৃতি হইলে সেই শিলা কৃষ্ণমূর্ত্তি বলিয়া কথিত হয়[৩৮]। উন্নতদেহ, কৃষ্ণাভ, নিম্ন ও অধোদেশ বিন্দুযুক্ত এবং দীর্ঘাঙ্গ হইলে সেই শিলাকে বালকৃষ্ণ বলা যায়[৩৯]। শ্যামবর্ণ, অতি স্নিগ্ধ, ছত্রাকার, সূক্ষ্মদ্বার, বিন্দুযুক্ত রক্তবর্ণ রেখাবিশিষ্ট ও শিরোদেশে পদ্মচিহ্ন থাকিলে গোপাল মূর্ত্তি আখ্যা প্রাপ্ত হয়[৪০]। এই গোপালমূর্ত্তি নাতিস্থূল, নাতিকৃষ্ণ, বনমালাবৃত, শ্রীবৎসলাঞ্ছন, দীর্ঘপুচ্ছবিশিষ্ট ও পার্শ্বে বেণুচিহ্নাঙ্কিত হইলে ভূমি, ধান্য ও ধনপ্রদ হইয়া থাকে।

অর্দ্ধশ্যাম ও অর্দ্ধরক্তাকার, শঙ্খ চক্র ধনু ও শর চিহ্নবিশিষ্ট এবং দীর্ঘ ও শুষিরযুক্ত হইলে মদনগোপাল নামে খ্যাত হয়[৪১]। যে মদনগোপাল শিলার বামপার্শ্বে পদ্ম এবং মালা ও কুণ্ডলাদি চিহ্ন থাকে, সেই মূর্ত্তি পুত্র পৌত্র ও ধনৈশ্বর্য্য দান করে। উক্তরূপ লক্ষণাক্রান্ত মূর্ত্তি দীর্ঘাকার ও সুরেখাবিশিষ্ট হইলে গোপাল নামে খ্যাত হয়[৪২]। যদি শিলা বর্ত্তুল, মস্তক নিম্নমুখী, পার্শ্বদ্বয় রক্তবিন্দুযুক্ত এবং দণ্ড স্রক্ ও বেণু শোভিত হয়, তাহা হইলে তাহা গোবর্দ্ধন-গোপাল নামে আখ্যাত হইয়া থাকে[৪৩]।

বংশীচিহ্ন সমাযুক্ত, স্নিগ্ধগাত্র, শ্যাম অথবা নানাবর্ণ সমাযুক্ত ও বনমালাবিভূষিত হইলে বংশীবদন বা বংশী-গোপাল বলা হয়[৪৪]। অর্দ্ধচন্দ্রনিভাননে, কৃষ্ণবর্ণ, ও দীর্ঘাকার শিলাই সন্তান-গোপাল নামে খ্যাত[৪৫]। কুক্কুটাণ্ডাকৃতি, বনমালাভূষিত, শ্রীধর মূর্ত্তিতুল্য এবং লাঙ্গল, বেণু ও কুণ্ডল চিহ্নাক্রান্ত শিলাই লক্ষ্মী-গোপাল[৪৬]। দ্বারদেশে দুইটী চক্র ও লক্ষ্মী সমন্বিত, অথবা পঙ্কজমুখ রেখাবিশিষ্ট হিমাংশুসদৃশ বর্ণ ও নাভিদেশে চক্র

দ্বারদেশে সমে চক্রে কম্বুকপুচ্ছচিহ্নিতঃ।
শীতারামঃ স বিজ্ঞেয়ো ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদঃ॥

(৩২) মধ্যমং বর্ত্তুলাকারং স্নিগ্ধং বাণবিক্ষিতম্।
রণরামাভিধং জ্ঞেয়ং শরতূণসমন্বিতম্॥
(ব্রহ্মবৈ০ প্রকৃতিখ০ ২১।৬৬)

(৩৩) মূর্দ্ধ্নি জানু ধনুর্ব্বাণঃ পার্শ্বে খুরযুতস্তথা।
দুষ্টরাম ইতি খ্যাতো নীলাম্বুদসমপ্রভঃ॥

(৩৪) পৃষ্ঠভাগে পঙ্করেখা চাপবাণৌ চ পার্শ্বয়োঃ।
বলরামঃ স বিজ্ঞেয়ঃ পুত্রদাতা ন সংশয়ঃ॥
স্থূলাঙ্গো রামদেবশ্চ হরিলোচনসন্নিভঃ।
বলভদ্রঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সদ্যো লক্ষ্মীপ্রদায়কঃ॥ ([illegible] পুরাণ,

(৩৫) হলরেখামুষলবান্ শুক্লাভো বনমালাবান্।
মধুবিন্দুধরঃ শ্রীমান্ রামঃ সঙ্কর্ষণঃ স্মৃতঃ॥ (বরাহপুরাণ)

(৩৬) যে চক্রে একলগ্নে তু পৃষ্ঠভাগে তু পুষ্করম্।
স এব দেবো বিজ্ঞেয়ঃ পুরাণঃ পুরুষোত্তমঃ॥

(৩৭) যস্য চাপাকৃতির্দেহো নানাবর্ণৈশ্চ শোভনঃ।
মহীধরঃ স বিজ্ঞেয়ো বিশুদ্ধঃ সর্ব্বপূজ্যকঃ॥

(৩৮) কৃষ্ণঃ পীতঃ কৃশতনুঃ বিন্দুঃ পার্শ্বে সবিন্দুকঃ।
দ্বারতুল্যো হ্যধোনাভিঃ কূর্ম্মাকারশ্চ পৃষ্ঠতঃ।
কৃষ্ণো দীর্ঘাকৃতির্জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বেষাং পাপনাশনঃ॥

(৩৯) উন্নতো মূর্দ্ধ্নি কৃষ্ণাভো নিম্নোহধশ্চ বিন্দবঃ।
স বালকৃষ্ণো বিজ্ঞেয়ো দীর্ঘাঙ্গঃ পুত্রদায়কঃ॥

(৪০) শ্যামবর্ণমতিস্নিগ্ধং ছত্রাকারং তথৈব চ।
সূক্ষ্মদ্বারং সবিন্দুকং রক্তরেখাসমন্বিতম্॥
শীর্ষে পুষ্করযুক্তঞ্চ অতিস্নিগ্ধঞ্চ কোমলম্।
গোপালমূর্ত্তির্বিজ্ঞেয়া দুর্লভা ভুবনত্রয়ে॥

(৪১) অর্দ্ধশ্যামোহর্দ্ধরক্তশ্চ শঙ্খচক্রধনুঃশরী।
দীর্ঘঃ শুষিরবান্নাম গোপালো মদনাহ্বয়ঃ॥

(৪২) এতল্লক্ষণসংযুক্তং দীর্ঘাকারং মনোহরম্।
শ্রীগোপালমিম[illegible]ঃ সুরেখাবর্ণনায়কম্॥ (বরাহপুরাণ)

(৪৩) বর্ত্তুলো মস্তকো নিম্নঃ পার্শ্বে রক্তবিন্দুকঃ।
গোবর্দ্ধনাখ্যো গোপালো দীর্ঘরেখা তু দক্ষিণে॥
দণ্ডস্রক্সংযুতঃ পার্শ্বে বেণুনা শোভিতং মুখম্।
সর্ব্বকল্মষনাশী স্যাদ্গোধনাদিধনপ্রদঃ॥
সর্ব্বাভীষ্টপ্রদাতা চ সুন্দরো হৃতিপ্রদায়কঃ॥

(৪৪) বংশীচিহ্নসমাযুক্তং স্নিগ্ধং শ্যামং মনোহরম্।
তং বংশীবদনং প্রাহুর্ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদম্॥

(৪৫) দীর্ঘাকারঃ কৃষ্ণবর্ণঃ সার্দ্ধচন্দ্রনিভাননঃ।
স স্যাৎ সন্তানগোপালঃ পুত্রপৌত্রাভিবৃদ্ধিদঃ॥

(৪৬) কুক্কুটাণ্ডসমাকারঃ শ্রীধরো বনমালয়া।
লাঙ্গলং বেণুচিহ্নঞ্চ কুণ্ডলং পরিবেষ্টিতঃ॥
লক্ষ্মীগোপালকখ্যাতো দুর্লভো ভুবনত্রয়ে।
পুত্রলাভাদিকং সম্যগ্ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদঃ॥

থাকিলে সেই শিলা বাসুদেব নামে কথিত হয়[৪৭]। সুবর্ণ-বর্ণ রেখা ও বিন্দুত্রয়সমন্বিত এবং হিরণ্যবর্ণ পদ্মযুক্ত হইলে কালীয়-দমন বলা যায়[৪৮]। চক্র ভাগ অতি শোভাশালী, অসিবর্ণ, নাভিস্থূল, বনমালাপরিবৃত ও পৃষ্ঠদেশে শ্রীবৎসলাঞ্ছন থাকিলে তমস্তহারী[৪৯]। রক্তবর্ণ বিন্দুদ্বয়যুক্ত, শ্যামবর্ণ, হস্তিকুম্ভোপম শিলাই চানূরমর্দ্দন নামে খ্যাত[৫০]। কৃষ্ণ ও নীলাম্বুদ বর্ণবিশিষ্ট শিলা কংসমর্দ্দন বলিয়া পূজিত[৫১]। বক্রচক্র হওয়ায় বুদ্ধমূর্ত্তির সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। অতি রক্তবর্ণ সূক্ষ্মগর্ত্ত, স্পষ্টচক্র, স্থিরাসন, দ্বারের উপরে ও পৃষ্ঠ ভাগে কপালাকৃতি রেখা থাকিলে কল্কিমূর্ত্তির বলা যায়[৫২]। বরাহপুরাণ মতে এই মূর্ত্তি ইন্দ্রনীলনিভ, দীর্ঘাকার, বনমালাবিভূষিত ও অঙ্কুশাকারবদন। কৃষ্ণবর্ণ স্থূলচক্র, দ্বারোপরি অথবা পৃষ্ঠে গদাকৃতি রেখাযুক্ত হইলে বিষ্ণুমূর্ত্তি হয়[৫৩]। বরাহপুরাণে অপরাজিতা পুষ্পের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, বনমালা ও পদ্মচিহ্নযুক্ত এবং পদ্মায়ুধধর শিলাকে বিষ্ণুলক্ষণ বলা হইয়াছে।

সুদর্শন মূর্ত্তির লক্ষণাক্রান্ত অথচ দুইটী চক্রযুক্ত শিলা লক্ষ্মীনারায়ণ বলিয়া গৃহীত[৫৪]। নারায়ণ-শিলা শ্যামবর্ণ, নাভিচক্র উন্নত, দীর্ঘ তিনটী রেখাযুক্ত, দক্ষিণে ক্ষুদ্র ছিদ্র, এক পদ্মাঙ্কিত এবং দক্ষিণাবর্ত্ত ও চতুর্দ্দিকে লাঞ্ছনযুক্ত[৫৫]। মুষল, আয়ুধ, মালা, শঙ্খ, চক্র ও গদাঙ্কিত শিলা কপিনারায়ণ নামে খ্যাত[৫৬]। তমালদলসঙ্কাশ ও স্বর্ণবর্ণলিপ্ত এবং শোণচক্রসমন্বিত শিলা নরনারায়ণ বলিয়া কথিত[৫৭]। বর্ত্তুল মূর্ত্তি, রেখাবৃত, নীল-রেখাযুক্ত, দীর্ঘাস্ত ও পৃথুচক্র হইলে স্বয়ম্ভূ শিলা বলা যায়[৫৮]। মেঘবর্ণ, গোষ্পদচিহ্নশালী, ছত্রাকার, দ্বিচক্রবিশিষ্ট, ও মধ্যমাকার শিলা মধুসূদন নামে খ্যাত[৫৯]। হয়গ্রীবসদৃশ, অঙ্কুশাকার, চক্র সমীপে রেখাযুক্ত, বহুবিন্দুসমন্বিত এবং পৃষ্ঠে নীরদ-নীলদ্যুতিবিশিষ্ট দ্বিচক্র শিলাও হয়গ্রীব নামে বিদিত[৬০]। কেশব লক্ষণ শিলা চতুষ্কোণ, শ্যামবর্ণ, বনমালান্বিত সূক্ষ্মচক্র ও স্বর্ণবর্ণ বিন্দু বিশিষ্ট[৬১]। সূক্ষ্মচক্র, পীতবর্ণ বা নীলাম্বুজনিভ শিলা প্রদ্যুম্ন নামে খ্যাত। ব্রহ্মপুরাণ মতে উহা নবীন নীরদপ্রভ[৬২]।

ললাটদেশে খেতনাগ চিহ্ন ও কাঞ্চনবর্ণ ঊর্দ্ধরেখাসমন্বিত তপ্ত কাঞ্চনবর্ণাভ শিলা লক্ষ্মীপ্রদ্যুম্ন নামে খ্যাত[৬৩]। বরাহপুরাণে লিখিত হইয়াছে যে, জবাকুসুমসঙ্কাশ, বনমালাধর এবং ধনুর্ব্বাণ ও অজিন চিহ্নযুক্ত শিলাও লক্ষ্মীপ্রদ্যুম্ন বলিয়া পরিচিত। ঐরূপ সূক্ষ্মচক্রশালী এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যরেখাবিশিষ্ট হইলে অনিরুদ্ধ বলা যায়। এই অনিরুদ্ধ বিগ্রহ পীতাভ, বর্ত্তুল, রেখাত্রয়পরিবৃত,

(৪৭) দ্বারদেশে দ্বিচক্রঞ্চ সলক্ষ্মীকং সমং স্ফুটম্।
বাসুদেবং বিজানীয়াৎ সর্ব্বকামফলপ্রদম্॥
(ব্রহ্মবৈ০ প্রকৃতিখ০ ২১।৭৩)

(৪৮) রেখা সুবর্ণবর্ণাভি বিন্দুত্রয়বিভূষিতম্।
কালীয়মর্দ্দনঃ সাক্ষাৎ সর্ব্বশত্রুনিকৃন্তনঃ॥
সব্যাপসব্যরেখাভ্যাং ভূষিতঃ সূক্ষ্মরন্ধ্রকঃ।
পার্শ্বস্থূলযুতো দেবো বনপুষ্পযুতঃ শুভঃ॥ (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)

(৪৯) অসিবর্ণশ্চ স্থূলশ্চক্রভাগেঽতিশোভনঃ।
বনমালাপরিবৃতঃ পৃষ্ঠে শ্রীবৎসলাঞ্ছনঃ।
তমস্তহারী বিজ্ঞেয়ঃ পুত্রকীর্ত্তিবিবর্দ্ধনঃ॥

(৫০) রক্তবিন্দুদ্বয়যুতঃ শ্যামো হস্তিকুম্ভোপমঃ।
রেখা দক্ষিণতো বামে মুষিবদ্বিন্দুযুক্।
চানূরমর্দ্দনাখ্যঃ স্যাৎ সর্ব্বশত্রুনিকৃন্তনঃ॥

(৫১) পূর্ব্বোক্তাংশৈকবর্ণেন পার্শ্ববর্ণেন বা ভবেৎ।
কংসমর্দ্দো ভবেৎ কৃষ্ণো নীলাম্বুদনিভঃ শুভঃ।

(৫২) অতিরক্তঃ সূক্ষ্মরন্ধ্রঃ স্পষ্টচক্রং স্থিরাসনম্।
কপালাকৃতিরেখে দ্বে দ্বারস্যোপরি পৃষ্ঠকে।
প্রোচ্যতে ভবেৎ কল্কী কলিকল্মষনাশনঃ॥

(৫৩) কৃষ্ণবর্ণস্তথা বিষ্ণুঃ স্থূলচক্রঃ সুশোভনে।
দ্বারোপরি তথা রেখা পৃষ্ঠতো যদাবেশতঃ॥ (ব্রহ্মপুরাণ)
বিষ্ণুক্রান্তা সমাকারো বনমালাজচিহ্নিতঃ।
পদ্মায়ুধধরঃ শ্রীমান্ বিষ্ণুরিত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥ (বরাহপুরাণ)

(৫৪) সুদর্শন দ্বেকচক্রো লক্ষ্মীনারায়ণো ভবেৎ। (অগ্নিপুরাণ)

(৫৫) শ্যামো নারায়ণো দেবো নাভিচক্রে হুণোন্নতে।
দীর্ঘরেখাত্রয়োপেতো দক্ষিণে শুষিরং পৃথু।
একপদ্মাঙ্কিতশ্চৈব দক্ষিণাবর্ত্তসংযুতঃ।
চতুর্দ্দিক্লাঞ্ছনযুক্তো ভোগমোক্ষপ্রদায়কঃ॥

(৫৬) মুষলায়ুধমালাভিঃ শঙ্খচক্রগদান্বিতঃ।
কপিনারায়ণো দেবো যুধে বাহিমুখঃ প্রভুঃ॥

(৫৭) নরনারায়ণো দেবঃ শোণচক্রঃ সুশোভনঃ।
তমালদলসঙ্কাশঃ স্বর্ণপঙ্কবিলেপনঃ॥

(৫৮) মূর্ত্তির্বর্ত্তুলরেখাভিরাবৃতো নীলরেখবান্।
দীর্ঘাস্তঃ পৃথুচক্রশ্চ স্বয়ম্ভূরিতি বিশ্রুতঃ।
কেবলঃ মোক্ষফলদো জ্ঞানাদ্বি ন সংশয়ঃ॥ (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)

(৫৯) ছত্রাকারং দ্বিচক্রঞ্চ সশ্রীকং জলদপ্রভম্।
সগোষ্পদং মধ্যমঞ্চ বিজানীয়াৎ মধুসূদনম্॥ (ব্রহ্মবৈ০ প্রকৃতিখ০)

(৬০) হয়গ্রীবোঽঙ্কুশাকারো রেখাচক্রসমীপগা।
বহুবিন্দুসমাযুক্তং পৃষ্ঠে নীরদনীলকম্॥ (পদ্মপুরাণ)

(৬১) সৌভাগ্যং কেশবো দদ্যাচ্চতুষ্কোণো ভবেত্তু সঃ।
রাজতে বিন্দুভির্হৈমৈরন্বিতঃ সূক্ষ্মচক্রগঃ।
বনমালান্বিতঃ শ্যামঃ কেশবং তং বিদুর্বুধাঃ॥

(৬২) প্রদ্যুম্নঃ সূক্ষ্মচক্রঃ স্যান্নীলাম্বুজনিভপ্রভঃ।
স দদাতি শ্রিয়ং নৄণাং ভক্ত্যা চৈব প্রপূজিতঃ।
প্রদ্যুম্নং সূক্ষ্মচক্রঞ্চ নবীননীরদপ্রভম্॥

(৬৩) ললাটে শ্বেতনাগশ্চ ঊর্দ্ধরেখাস্তু কাঞ্চনী।
বহ্নিকাঞ্চনবর্ণাভো লক্ষ্মীপ্রদ্যুম্ন উচ্যতে॥

পদ্মলাঞ্ছিত অথবা পীতাভ হইয়া থাকে[৬৪]। গোপীনাথ শিলা বর্ত্তুল, বন্ধূলাকৃতি, বীরাসনস্থ, অথবা কৃষ্ণবর্ণ পুষ্করযুক্ত ও বেণু-বক্তু হয়[৬৫]। শ্রীযুক্ত, সূক্ষ্মগহ্বরবিশিষ্ট, শ্যামলাভ, বিম্বাকৃতি শিরঃ নিম্নস্থ ও বর্ত্তুল শিলাকে শ্রীধর বলা যায়[৬৬]। মধ্যদেশে চক্র, স্থূল, দূর্ব্বাভ, সঙ্কীর্ণদ্বার ও পীতরেখাযুক্ত শিলা দামোদর নামে কথিত[৬৭]। ঊর্দ্ধ ও অধোদিকে চক্রবৎ গর্ত্ত, মুখ নাতি দীর্ঘ ও মধ্যে লম্বরেখা থাকিলে রাধা-দামোদর বলা যায়[৬৮]। মুখ ও পৃষ্ঠদেশ ময়ূরের গলার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, কৃষ্ণবর্ণ, স্থূলচক্র, বৃহদাস্য ও মালাচিহ্নাঙ্কিত শিলা লক্ষ্মীপতি নামে খ্যাত[৬৯]। ইহা লক্ষ্মী ও সম্পত্তিদায়ক। বর্ত্তুল, বহু চিহ্নযুক্ত, হ্রস্বচক্র, গোলস্তন-সন্নিভ শিলা চক্রপাণি নামে পূজিত[৭০]। দ্বারদেশে চক্র এবং রক্তবর্ণ শিলা জগদ্‌যোনি নামে প্রখ্যাত[৭১]। পীত ও রক্ত রেখাদ্বয়মিশ্রিত, দ্বারে ও বামভাগে চক্র, দক্ষিণভাগে মালা থাকিলে যজ্ঞমূর্ত্তি বলা হয়[৭২]। পার্শ্বে বা পৃষ্ঠে দুইটী নয়ন চিহ্ন দৃষ্ট হইলে তাহাকে পুণ্ডরীকাক্ষ শিলা বলে[৭৩]. এই শিলা-পূজায় সকল লোক বশীভূত হয়। অতিশয় কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণ রেখা দ্বারা আবৃতদেহ, চক্রবিশিষ্ট, কিঞ্চিৎ কপিল এবং সূক্ষ্ম অথবা স্থূল শিলা অধোক্ষজ শিলা নামে খ্যাত[৭৪]। শালগ্রামের শিখর বা উপরিভাগে শিবলিঙ্গাকার চিহ্ন থাকিলে যোগেশ্বর মূর্ত্তি বলা যায়[৭৫]। একচক্রাদি শিলা মূর্ত্তিতেও যদি এই লিঙ্গ চিহ্ন থাকে, তাহা হইলে সেই শিলাচক্র যোগেশ্বর নামে প্রথিত হইয়া থাকে। ইহার পূজায় ব্রহ্মহত্যাপাতক বিদূরিত হয়। ইন্দ্রনীলাভ, বৃহচ্চক্র, মহাবিল এবং সপ্তফণা ও পার্শ্বরেখাসমন্বিত শিলা উপেন্দ্র নামে কথিত[৭৬]। শ্যামল, স্বল্পদ্বার, চক্রসমন্বিত, ঊর্দ্ধমুখ ও অধোদেশ বিন্দুযুক্ত হইলে তাহা হরিমূর্ত্তি শিলা নামে পূজিত[৭৭]। ইহা কামদ, মোক্ষদ ও অন্নদ এবং সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী। কেবল বনমালা, পদ্ম ও চক্র চিহ্ন থাকিলে লক্ষ্মীহরি বলা যায়[৭৮]।

যে শিলার সর্ব্বাঙ্গে স্বর্ণবর্ণ বিন্দু থাকে, তাহা সুবর্ত্তুল ও হ্রস্বচক্র হইলে সপ্তবীরপ্রবস্ বলা হয়[৭৯]। সুবর্ণপুষ্পের ন্যায় দ্যুতিবিশিষ্ট, বর্ত্তুল, স্নিগ্ধ, কেশর মধ্যগত চক্র এবং পৃষ্ঠ রেখা ও বিন্দুভূষিত হইলে গরুড়ধ্বজ বলে[৮০]। দুইটী মধ্যাবিশিষ্ট বিষমস্থ, সমচক্র এবং দুইটী পক্ষদ্বারা শোভিত হইলে গরুড়শিলা বলা যায়[৮১]। যে শিলা স্থূল-চিহ্ন এবং কলস দ্বারা শোভিত, তাহা বৈনতেয় নামে খ্যাত[৮২]। যাহার পৃষ্ঠদেশে সিত, অরুণ ও অসিতাভ বর্ণবিশিষ্ট এবং অক্ষমালাকৃতি চিহ্নসংযুক্ত, সেই শিলার নাম দত্তাত্রেয়[৮৩]। যে শিলার পৃষ্ঠ হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত এক দুই, চারি বা পাঁচটী বলয়াকার স্বর্ণরেখা থাকে এবং তাহা

(৬৪) অনিরুদ্ধস্তু পীতাভং বর্ত্তুলশ্চাতিশোভনম্।
রেখাত্রয়যুতশ্চোর্দ্ধে পৃষ্ঠে পদ্মেন লাঞ্ছিতম্।
সুখপ্রদং গৃহস্থানাং প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥ (ব্রহ্মবৈ° পু°)

(৬৫) গোপীনাথো মহাদেবো বর্ত্তুলো বন্ধূলাকৃতিঃ।
বীরাসনস্থো বিজ্ঞেয়ো মহদৈশ্বর্য্যদায়কঃ॥

(৬৬) চক্রেচ মধ্যদেশে তু পঙ্কজেন সমন্বিতঃ।
সূক্ষ্মবাহঃ শ্যামলাভাসংযুক্তঃ শ্রীধরঃ স্মৃতঃ।
বিম্বাকৃতিশিরঃ পার্শ্বে নিম্নতস্ত বর্ত্তুলঃ।
স্নিগ্ধচক্রকান্তিযুক্তং শ্রীধরং পরিকীর্ত্তিতম্॥ (ব্রহ্মাণ্ডপু°)

(৬৭) দামোদরং তথা স্থূলং মধ্যচক্রপ্রতিষ্ঠিতম্।
দূর্ব্বাভং দ্বারসঙ্কীর্ণং পীতরেখাযুতং শুভম্॥

(৬৮) রাধাদামোদরো জ্ঞেয় ঊর্দ্ধাধশ্চক্রবদ্বিলম্।
নাতিদীর্ঘমুখং মধ্যে লম্বরেখা স ভোগদঃ॥

(৬৯) মুখতঃ পৃষ্ঠতোবাপি ময়ূরগলসন্নিভঃ।
কৃষ্ণবর্ণঃ স্থূলচক্রঃ বৃহদাস্যঃ স্রগন্বিতঃ।
লক্ষ্মীপতিরিতি খ্যাতো লক্ষ্মীসম্পত্তিদায়কঃ॥

(৭০) অনুষ্ঠবর্ণো দেবো গোলস্তনসমপ্রভঃ।
বর্ত্তুলো বহুচিহ্নশ্চ হ্রস্বচক্রোহতিকোমলঃ॥

(৭১) দ্বারচক্রো রক্তবর্ণো জগদ্যোনিঃ শুভপ্রদঃ।

(৭২) যজ্ঞমূর্ত্তিস্তু ভগবান্ পীতরক্তাভিরাবৃতঃ।
দ্বারে চ বামতশ্চক্রং স্রগ্‌যুক্তো দক্ষিণেহপি বা।
সিতরক্তা চ বা মূর্ত্তিরিতি বেদবিদো বিদুঃ॥

(৭৩) পার্শ্বে বা মূর্ত্তিপৃষ্ঠে বা নয়নদ্বয়সংযুতা।
পুণ্ডরীকাক্ষমূর্ত্তিঃ স্যাৎ সর্ব্বলোকবশঙ্করী॥

(৭৪) অতিকৃষ্ণো রক্তরেখাবৃতদেহঃ সচক্রকঃ।
কিঞ্চিৎ কপিলসংযুক্তঃ সূক্ষ্মো বা স্থূল এব বা॥

(৭৫) দৃশ্যতে শিখরে লিঙ্গং শালগ্রামসমুদ্ভবম্।
তত্র যোগেশ্বরোনাম ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি॥ (ব্রহ্মপু°)

(৭৬) উপেন্দ্র ইন্দ্রনীলাভো বৃহচ্চক্রো মহাবিলঃ।
সচক্রশ্চ সবাণশ্চ পার্শ্বরেখাসমন্বিতঃ॥

(৭৭) শ্যামলং কোমলং পা স্বল্পদ্বারং সচক্রকম্।
হরিমূর্ত্তিং বিজানীয়াৎ সর্ব্বপাপপ্রণাশিনীম্॥ (গরুড়পু°)

(৭৮) লক্ষ্মীহরিঃ সবিজ্ঞেয়ো যত্র পদ্মং সচক্রকম্।
কেবলা বনমালা বা পুষ্পমালামতোচিতঃ॥ (মেরুতন্ত্র)

(৭৯) সুবর্ত্তুলো হ্রস্বচক্রঃ সর্ব্বাঙ্গে হেমবিন্দবঃ।
সপ্তবীরপ্রবাঃ প্রোক্তঃ সর্ব্বসৌভাগ্যবর্দ্ধনঃ॥ (ব্রহ্মাণ্ডপু°

(৮০) সুবর্ণপুষ্পসঙ্কাশো বর্ত্তুলঃ স্নিগ্ধকেশরঃ।
চক্রমধ্যগতে পৃষ্ঠে রেখাবিন্দুবিভূষিতঃ।
লক্ষ্মীকরো বৈনতেয়-গরুড়ধ্বজ-সংযুতঃ॥ (গরুড়পু°)

(৮১) দ্বিপক্ষাভ্যামুপেতশ্চ বিবক্ত্রঃ বিষমস্থিতম্।
সমচক্রঞ্চ গরুড়ং কালকল্মষনাশনম্॥

(৮২) স্থূলচিহ্নযুতে যস্তু কলসেন সমাবৃতম্।

(৮৩) সিতারুণাসিতাভশ্চ পৃষ্ঠদেশে যদা ভবেৎ।
অক্ষমালাকৃতিঃ পৃষ্ঠে দত্তাত্রেয়ঃ শুভপ্রদঃ॥ (ব্রহ্মাণ্ডপু°)

যদি শ্যাম, নীল বা কৃষ্ণবর্ণ হয় অথবা তাহাতে কুণ্ডলীকৃত সর্পফণা চিহ্ন দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই শিলা শেষমূর্ত্তি বলিয়া জানিবে।[৮৩] যে শিলার পার্শ্ব ও সমীপে চারিটী রেখা এবং মধ্যদেশে দুইটী চক্র আছে, তাহা চতুর্ম্মুখ শিলারূপে পূজিত[৮৪]। ধনুকের ন্যায় আকারবিশিষ্ট, চক্র ও পদ্মসমন্বিত এবং নীল ও শ্বেতবর্ণ মিশ্রিত হইলে হংসমূর্ত্তি বলা যায়[৮৫]। ময়ূরের গলার সদৃশ বর্ণবিশিষ্ট, স্নিগ্ধ, খগেশান মূর্ত্তি, বর্ত্তুলাকার দ্বারযুত, বিল মধ্যে চক্র, চক্রের দক্ষিণ-পার্শ্বে ভাস্করমূর্ত্তি এবং বরাহরেখাসমন্বিত শিলা পরহংস নামে খ্যাত[৮৭]। শরীরে সর্পফণাচিহ্ন, একবক্ত্র ও তাহাতে দুইটী সমান চক্র, দক্ষিণদিকে পদ্মপত্রসদৃশ চিহ্ন এবং হেমবর্ণ কলা যে শিলায় বিদ্যমান থাকে, সেই শিলা হৈহয়-মূর্ত্তি বলিয়া বিদিত[৮৮]।

৩। ত্রিচক্রসমন্বিত একাদশ প্রকার শালগ্রাম শিলা পাওয়া যায়। উহারা পুরুষোত্তম, শিশুমার, ত্রিবিক্রম, মৎস্যমূর্ত্তি, অধোমুখ, নৃসিংহ, বুদ্ধ, অচ্যুত, কল্কি, ত্রিলোচন, লক্ষ্মীনারায়ণ ও অনিরুদ্ধ নামে কথিত। উপরে এই নামে বর্ণিত দ্বিচক্র শিলা হইতে ইহাদের লক্ষণ স্বতন্ত্র।

মধ্যে স্বর্ণবর্ণ চক্র এবং মস্তকদেশে বৃহৎ চক্রসমন্বিত ও অতসী-কুসুমের ন্যায় বিন্দুশোভিত শিলা পুরুষোত্তম নামে খ্যাত[১]। দীর্ঘকার ঈষৎ গহ্বর, সম্মুখভাগে দুইটী এবং পৃষ্ঠভাগে একটী চক্র থাকিলে শিশুমার[২]। গহ্বরে দুইটী এবং উন্নতপুচ্ছ একটী চক্রবিশিষ্ট শিলাকেও শিশুমার বলে। ত্রিকোণাকার ও চক্রত্রয়ভূষিত শিলা ত্রিবিক্রম নামে বিদিত। ইহা ভ্রমরাঞ্জন সঙ্কাশ ঈষদ্দীর্ঘ ও পার্শ্বে কোদণ্ডলাঞ্ছন; ইহাতে অধশ্চক্র, বিশালার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট মূর্দ্ধচক্র ও গর্ত্তে চক্র থাকে[৩]। কাংস্য সদৃশ বর্ণ, তিনটী পরস্পর বিচ্ছিন্ন দীর্ঘরেখাযুত, দ্বারমধ্যে দুইটী চক্র এবং পুচ্ছ ভাগে একটী চক্র, দক্ষিণে শকটাকৃতি চিহ্ন ও বামে রেখা থাকিলে মৎস্যমূর্ত্তি জানা যায়[৪]। সম্মুখে, পার্শ্বে ও পৃষ্ঠে যে শিলায় তিনটী চক্র দৃষ্ট হইবে, তাহাই অধোমুখনৃসিংহ বলিয়া খ্যাত[৫]। যে শিলার চক্ষুগহ্বরদ্বয় চক্রদ্বয় দ্বারা অঙ্কিত এবং শিরঃ পুচ্ছ বা ঊর্দ্ধভাগে একটী মাত্র চক্র থাকে, তাহাকে বুদ্ধমূর্ত্তি বলা হয়[৬]। অধোদিকে দুইটী এবং বহির্দ্দেশে একটী চক্র ও সূক্ষ্ম গহ্বরবিশিষ্ট সুশীতল শিলাই অচ্যুত নামে খ্যাত[৭]। হয়াকার ও ত্রিচক্রলাঞ্ছিত শিলা কল্কিমূর্ত্তি[৮]। একদ্বার ও ত্রিচক্রযুক্ত শিলা ত্রিলোচন[৯]। ঐরূপ ত্রিচক্রশোভিত অন্য এক প্রকার শিলা লক্ষ্মীনারায়ণ বলিয়া আখ্যাত[১০]। কৃষ্ণবর্ণ, নাভিসমীপগত সমদ্বার চক্র, ঊর্দ্ধে সূক্ষ্ম চক্র এবং পার্শ্বে পুষ্পচিহ্ন প্রকাশক চক্র থাকিলে অনিরুদ্ধশিলা বলা যায়[১১]।

(৮৩) পৃষ্ঠাদিকণ্ঠপর্য্যন্তং বলয়াকাররেখিতম্।
রেখা সুবর্ণবর্ণাভা চতুঃপঞ্চাদিরেককা।
সংযুক্তা শুভরেখাঢ্যা শ্যামা নীলা সিতাপি বা।
অথবা কুণ্ডলীভূত-নাগ-ভোগ-সমপ্রভা।
শেষমূর্ত্তিস্তু ভগবান্ সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রদায়কঃ।

(৮৪) চতস্রো যত্র দৃশ্যন্তে রেখাঃ পার্শ্বসমীপতঃ।
দ্বে চক্রে মধ্যদেশে চ সা শিলা স্যাচ্চতুর্ম্মুখঃ। (ব্রহ্মপু০)

(৮৫) হংসস্তু ধনুরাকারো নীলশ্বেত-বিমিশ্রিতঃ।
চক্রপদ্মসমোপেতঃ কেবলো মোক্ষদো ভবেৎ। „

(৮৭) পরহংসঃ খগেশান-ময়ূরগল-সন্নিভঃ।
স্নিগ্ধশ্চ পতঙ্গস্তুশ্চ বর্ত্তুলদ্বারসংযুতঃ।
বিলমধ্যে তথা চক্রে দৃশ্যেতে স্বতিশোভনে।
চক্রস্য দক্ষিণে পার্শ্বে দ্যুতিমান্ ভাস্করো ভবেৎ।
বরাহরেখে দৃশ্যেতে যত্র বৈ বিনতাসুত।
মূর্ত্তিঃ স্যাৎ পরহংসাখ্যা চতুর্ব্বর্গফলপ্রদা। (ব্রহ্মাণ্ডপু০)

(৮৮) অহিভোগাদেকবক্ত্রে দ্বে সমে দক্ষিণাদ্বহিঃ।
পদ্মপত্রাকৃতিশ্চাপি হেমবর্ণসমা কলা।
হৈহয়স্তু স বিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কঃ।

(১) মধ্যচক্রং সুবর্ণঞ্চ মস্তকে পৃথুচক্রকঃ।
পুরুষোত্তমদেবশ্চ পূজকস্য শুভপ্রদঃ।

(২) শিশুমারো দীর্ঘকায়ো বলদ্বায়ামসংস্থরঃ।
পুরতঃ পৃষ্ঠভাগেতু চক্রেণৈকেন সংযুতঃ। „

(৩) ত্রিবিক্রমস্ত্রিকোণাঢ্যশ্চক্রত্রয়বিভূষিতঃ।
প্রযত্নেন দ্বিজেন্দ্রাণাং পূজ্যস্ত্রিভুবনপ্রদঃ।
অধশ্চক্রং বিশালাভমূর্দ্ধচক্রং সুদীর্ঘকম্।
ভ্রমরাঞ্জনসঙ্কাশমীষদ্দীর্ঘং সুনির্ম্মলম্।
চক্রদ্বয়াবলং বিদ্যাৎ পার্শ্বে কোদণ্ডলাঞ্ছন। (ব্রহ্মাণ্ডপু০)

(৪) নানাবর্ণবলোপেতঃ কাংস্যবর্ণদ্যুতাহ্বিশা।
দীর্ঘাকারযুতঃ স্নিগ্ধো দ্বারমধ্যে চ চক্রযুক্।
চক্রমেকং পুচ্ছভাগে দক্ষিণে শকটাকৃতিঃ।
বামে তু দৃশ্যতে রেখা মৎস্যমূর্ত্তিঃ শুভাবহা।

(৫) পুরঃ পার্শ্বে চ পৃষ্ঠে চ ত্রিচক্রেণোপশোভিতম্।
অধোমুখমিতি খ্যাতমর্চ্চকানাং বিমুক্তিদম্।

(৬) দৃশ্যতে যদ্বোপেতাবত্রশ্চক্রদ্বয়াঙ্কিতাম্।
শিরঃ পুচ্ছোর্দ্ধচক্রঞ্চ পার্শ্বয়োশ্চাপি দৃশ্যতে।
নানাবর্ণময়শ্চাপি বুদ্ধমূর্ত্তিঃ প্রচক্ষতে।

(৭) বহিশ্চক্রসমাযুক্তমধশ্চক্রদ্বয়ান্বিতম্।
মূর্ত্তিং তামচ্যুতং জ্ঞেয়ং সূক্ষ্মরন্ধ্রং সুশীতলম্।

(৮) কল্কিনস্তু হয়াকারং ত্রিচক্রেণৈব লাঞ্ছিতম্।

(৯) দ্বারমেকং ত্রিচক্রঞ্চ ত্রিলোচনমিতি স্মৃতঃ।

(১০) লক্ষ্মীনারায়ণোদেব স্ত্রিভিশ্চক্রৈর্য্যথান্বিতঃ।
পূজনীয়ঃ প্রযত্নেন ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদঃ।

(১১) কৃষ্ণবর্ণঃ সমদ্বারশ্চক্রং নাভিসমীপগম্।
সূক্ষ্মচক্রং ভবেদূর্দ্ধং পার্শ্বচক্রেণ পুষ্পকৃৎ।
অনিরুদ্ধ ইতি প্রোক্তঃ সর্ব্বলোকৈককারণম্।

৪র্থ বা চতুশ্চক্র—এই শালগ্রাম শিলাগুলি চারি চক্রাঙ্কিত। লক্ষণের ব্যতিক্রম থাকিলেও ইহাদের নামে বিশেষ পার্থক্য নাই।

কেশরাকার রেখাসমন্বিত, দীর্ঘমুখ, বনমালাবিরাজিত এবং বিন্দুযুক্ত ও চারি চক্রবিশিষ্ট শিলা লক্ষ্মীনৃসিংহ নামে কথিত[১]। দ্বিচক্রবর্গে মহানৃসিংহ শিলার অপর যে যে লক্ষণ আছে, ইহাতেও সেই সেই লক্ষণ দৃষ্ট হয়। শিবনাভিযুত মস্তক বা পৃষ্ঠদেশ দুই এবং দুই, বা তিন ও এক, বা চারিটী চক্র থাকিলে হরিহর সংজ্ঞক শিলা[২] বলে। এই শিলা সুখ ও সৌভাগ্যদায়ক। কোদণ্ডধারী, কুক্কুট অণ্ডের সদৃশ আভাশালী, শ্যামল, উন্নতপৃষ্ঠ, দ্বারদেশে খগেশ্বর চিহ্ন, রেখাদ্বয়যুক্ত এবং পার্শ্বদেশে ধনুকের ন্যায় আকৃতি দৃষ্ট হইলে দশকণ্ঠকুলান্তক রাম বলা যায়[৩]। বদনদ্বয়যুক্ত, একবদনশালী ও তাহাতে চারিটী চক্রসন্নিবিষ্ট, অদ্ভুতপ্রভ, ধনুর্ব্বাণতূণচ্ছত্রচামর-চিহ্নসংযুক্ত, বামোন্নত এবং বনমালাচিহ্নধারী শিলা সীতারাম নামে আখ্যাত[৪]। চারি চক্রবিশিষ্ট এবং তূণ পূরিত বাণচিহ্নধারী শিলা রামচন্দ্র বলিয়া কথিত[৫]। একদ্বারে বা দ্বারদ্বয়ে চারি চক্র ও গোষ্পদ চিহ্ন থাকিলে, অথচ বনমালা চিহ্ন নাই এরূপ শিলা রঘুনাথ নামে পূজিত[৬]। পূর্ব্বভাগে ও পশ্চাতে এক একটী বদন এবং মধ্যভাগে চারিটি চক্রচিহ্ন, বনমালা-বিভূষিত, নীলবর্ণ শিলা জনার্দ্দন নামে খ্যাত[৭]। নবীননীরদোপম, বনমালারহিত এবং একটী দ্বারে চারিচক্র এরূপ শিলাকে লক্ষ্মীজনার্দ্দন বলা হয়। স্থলান্তরে কণ্ঠদেশ শ্রীবৎসচিহ্নশোভিত, বনমালান্বিত, দক্ষিণভাগে চারিচক্র ও গোষ্পদচিহ্নসম্বলিত শিলা লক্ষ্মীজনার্দ্দন নামে উক্ত হইয়া থাকে[৮]। চতুর্ভুজ, মণ্ডলাকার, চতুশ্চক্র-চিহ্নশালী এবং নবমেঘসদৃশ দ্যুতিবিশিষ্ট শিলা চতুর্ভুজ মূর্ত্তি বলিয়া কথিত[৯]। চতুর্ব্বক্ত্র শিলা চতুশ্চক্রসমন্বিত হইলে পিতামহ[১০]। একদ্বারবিশিষ্ট, চতুশ্চক্রযুক্ত, ও ছত্রাকার শিলা পুরুষোত্তম[১১] এবং যে শিলার অর্দ্ধভাগে বিবর এবং সুন্দর চারটী চক্র থাকে, তাহা হরিব্রহ্ম মূর্ত্তি বলিয়া কথিত হয়[১২]। বদনে দুইটী চক্র ও গহ্বরে দুইটী, এরূপ চারি চক্রান্বিত শিলার উপরে যদি দুইটী রেখা ও তাহার মধ্যে পদ্ম ও ছত্র চিহ্ন থাকে এবং মুষল, অসি, ধনু, মালা, শঙ্খ, চক্র ও গদাদি দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহা লক্ষ্মীনারায়ণ নামে আখ্যাত[১৩]। বামে ও দক্ষিণ পার্শ্বে দুইটী করিয়া চক্র মুখে রক্তবর্ণ কুণ্ডলদ্বয়, শঙ্খ, চক্র, গদা, শার্ঙ্গ, বাণ ও কুমুদধারী, এবং মুষল, ধ্বজ, শ্বেতবর্ণ ছত্র এবং রক্তাংশুকধারী শিলা অচ্যুত নামে পরিচিত[১৪]

(১) রেখাঢ্যা কেশরাকারা মুখং দীর্ঘং ভয়ানকম্।
লক্ষ্মীনৃসিংহো বিজ্ঞেয়শ্চতুশ্চক্রঃ সবিন্দুকঃ।
পূর্ব্বোক্তলক্ষণৈর্যুক্তো বনমালাবিরাজিতঃ॥ (মেরুতন্ত্র)

(২) চতুর্দ্বাঃ মস্তকে বা চক্রদ্বয়যুতোঽপি বা।
শিবনাভিযুতো মূর্দ্ধ্নি পৃষ্ঠে বাপি তথৈব চ।
এতদ্ধরিহরং বিদ্যাৎ সুখসৌভাগ্যদায়কঃ॥ (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)

(৩) কোদণ্ডী কুক্কুটাণ্ডাভঃ শ্যামলঃ পৃষ্ঠমুন্নতম্।
রেখাদ্বয়সমোপেতং দ্বারোক্ত খগেশ্বরঃ॥
ধনুরাকৃতিকা রেখা দৃশ্যতে পার্শ্বতোঽপি বা।
তদ্রামো দশকণ্ঠ-কুলান্তক ইতীরিতঃ॥

(৪) বদনৈকবদনশ্চতুশ্চক্রোঽদ্ভুতপ্রভঃ।
চাপবাণতূণচ্ছত্রচামরসংযুতঃ॥
বনমালাধরোঽবশ্য সীতারামঃ শুভপ্রদঃ।
সর্ব্বসৌভাগ্যদশ্চোক্তঃ সর্ব্বত্র বিজয়প্রদঃ॥ (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)

(৫) চতুশ্চক্রসমাযুক্তো বাণতূণপ্রপূরিতঃ।
অযোধ্যাধীশ্বরঃ শ্রীমান্ রামচন্দ্রঃ প্রকীর্তিতঃ॥

(৬) একদ্বারে চতুশ্চক্রং গোষ্পদেন সমাবৃতম্।
রঘুনাথাভিধং জ্ঞেয়ং রহিতং বনমালয়া॥
দ্বারদ্বয়ে চতুশ্চক্রং গোষ্পদেন সমাবৃতম্।
রঘুনাথাভিধং বিদ্যাদ্রহিতং বনমালয়া॥

(৭) পূর্ব্বভাগৈকবদনঃ পশ্চাদেকাস্যসংযুতঃ।
জনার্দ্দনশ্চতুশ্চক্রঃ শ্রীপ্রদো রিপুনাশনঃ॥
অতসীকং চতুশ্চক্রং শীতলকোপমপ্রভম্।
জনার্দ্দনং বিজানীহি বনমালা-বিভূষিতম্॥

(৮) একদ্বারে চতুশ্চক্রং নবীন-নীরদোপমম্।
লক্ষ্মীজনার্দ্দনং জ্ঞেয়ং রহিতং বনমালয়া।
গোষ্পদং দক্ষিণে ভাগে চতুশ্চক্রসমন্বিতঃ।
বনমালান্বিতঃ কণ্ঠে শ্রীবৎসাঙ্কশ্চ দৃশ্যতে।
লক্ষ্মীজনার্দ্দনো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বসম্পদ্বিধায়কঃ॥ (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত প্রকৃতিখণ্ড)

(৯) চতুর্ভুজশ্চতুশ্চক্রো নবমেঘসমদ্যুতিঃ।
মণ্ডলাকারচক্রশ্চ সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রদঃ॥

(১০) পিতামহশ্চতুর্ব্বক্ত্রশ্চতুশ্চক্রসমন্বিতঃ॥ (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)

(১১) একদ্বারশ্চতুশ্চক্রশ্ছত্রাকারঃ সুশোভনঃ।
পুরুষোত্তমস্তু বিজ্ঞেয়ঃ সদা লক্ষ্মীপ্রদায়কঃ॥

(১২) অর্দ্ধভাগে বিবরশ্চতুশ্চক্রাতিশোভনঃ।
ত্রৈলোক্যদুর্লভা মূর্ত্তির্হরিব্রহ্মাত্মিকা শুভা।
ভুক্তিদা চৈব শক্রঘ্নী সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী॥

(১৩) দ্বিচক্রাভিদ্বদনশ্চতুশ্চক্রসমন্বিতঃ।
রেখে দ্বে চ তয়োর্মধ্যে পদ্মং ছত্রং তথৈব চ।
দক্ষচক্রাভুযোপেতো বামে পার্শ্বে চ বর্ত্তুলঃ।
দীর্ঘরেখাসমাযুক্তশ্চতুশ্চক্রসমুজ্জ্বলঃ।
মুষলাসিধনুর্মালাশঙ্খচক্রগদান্বিতঃ।
লক্ষ্মীনারায়ণস্ত্বেষ মুখে নালৌ চ যোধিপঃ।
সর্ব্বসৌভাগ্যদো নৄণাং লক্ষ্মীনারায়ণং ভজ॥ (স্কন্দপুরাণ)

(১৪) চতুর্ভিশ্চৈব চক্রৈশ্চ বামে দক্ষিণপার্শ্বকে।
অধিষ্ঠিতো মুখে রক্তকুণ্ডলদ্বয়শোভিতঃ॥

বর্ত্তুলাকার, ক্ষীর ও তাম্র সমবর্ণ অথবা নীল ও শ্বেত মিশ্রিত বর্ণ, বদনে এক ও মধ্যদেশে চারিটী চক্র ও ত্রিবিন্দু এবং চক্রের বামে শঙ্খ ও দক্ষিণে পদ্মচিহ্ন থাকিলে বটপত্রশায়ী নারায়ণ শিলা নামে খ্যাত হয়[১৫]। শিবনাভিযুত এবং পার্শ্বে, বামে বা দক্ষিণে দুইটী করিয়া চক্র থাকিলে শঙ্করনারায়ণ বলা যায়। ইহার পূর্ব্বার্দ্ধ শঙ্খ সদৃশ শ্বেতবর্ণ এবং পশ্চিমার্দ্ধ শ্যামল, অধোদেশ রক্ত বিন্দুযুক্ত, পদ্মপুটসদৃশ চক্র ও মস্তকে শররেখা দৃষ্ট হয়[১৬]। এই শেষোক্ত শিলাকে পঞ্চচক্র বর্গের অন্তর্গত গণনা করিলে দোষ হয় না।

৫ম বা পঞ্চচক্র। যে শিলার দ্বারদ্বয়ে চারিচক্র এবং বামে একটী চক্র থাকে এবং তাহাতে বাণ, তূণীর, চাপ ও মালাচিহ্ন দৃষ্ট হয়, তাহা সীতারাম বলিয়া খ্যাত[১]। বনমালাঙ্কিত, অথচ পঞ্চচক্রযুক্ত শিলা শ্রীসন্তান নামে পরিচিত[২]। লক্ষ্মীনারায়ণ শিলার দ্বারদ্বয়ের বাম ও দক্ষিণ দিকে চারিটী চক্র থাকে[৩] এবং তাহা শ্রীবৎসশঙ্খচক্রাঢ্য ও পার্শ্ব চম্পকপুষ্পযুক্ত হয়। কৃষ্ণবর্ণ, পঞ্চচক্র, নাভিমূল, বৃহদ্দ্বার, উন্নত এবং মধ্যভাগ নিম্ন ও পঞ্চচক্রযুক্ত হইলে গোবিন্দাখ্যা প্রাপ্ত হয়[৪]। পূর্ব্ব ও পার্শ্বভাগে একএকটা বদন এবং কৃষ্ণ ও নীলাম্বুদ বর্ণবিশিষ্ট, মধ্যদেশে এক চক্র এবং অপর চারিটী চক্র বিন্দুযুক্ত হইলে কংসমর্দ্দন বলা যায়[৫]। দ্বিচক্রবর্গোক্ত বাসুদেব লক্ষণাক্রান্ত বিন্দুযুক্ত শিলা পঞ্চ চক্রান্বিত হইলেও বাসুদেব নামে আখ্যাত হয়। অগ্নিপুরাণ মতে চতুশ্চক্রান্বিত জনার্দ্দন লক্ষণাক্রান্ত শিলা পঞ্চ চক্রবিশিষ্ট হইলেও বাসুদেব বলে[৬]।

৬ষ্ঠ বা ষট্‌চক্র। নিম্নলিখিত শালগ্রাম শিলায় ছয়টী চক্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। উহাদের চক্রাবস্থানের বিশেষ কোন নিয়ম নির্দ্দেশ করা যায় না। বর্ণ, চক্র ও অন্যান্য লক্ষণ হইতে এই শিলাগুলি শ্রীমূর্ত্তি[১], তারকব্রহ্মসীতারাম[২], রাজরাজেশ্বর[৩], রামচন্দ্র[৪], কল্কিমূর্ত্তি[৫], প্রদ্যুম্ন[৬] ও অনন্তপুরুষোত্তম[৭] আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গ বাণকোদণ্ডকৌস্তভঃ।
মুসলধ্বজবেত্রচ্ছত্রয়ক্ত্রাংশুকৈর্যুতঃ।
গোষ্পদাভঃ কথিতো নাম্না দুর্লভস্তু সদা নৃণাম্। (ব্রহ্মাণ্ডপু০)

(১৫) বটপত্রশায়ী ভগবান্ বর্ত্তুলোপেতশোভনঃ।
ক্ষীরতাম্রসমোবর্ণো নীলশ্বেতবিমিশ্রিতঃ।
চক্রস্য বামতঃ শঙ্খো দক্ষিণে পদ্মমেব চ।
বদনেকে মধ্যদেশে চতুশ্চক্রস্ত্রিবিন্দুকঃ। (ব্রহ্মাণ্ডপু০)

(১৬) শিবনাভিযুতঃ পার্শ্বে বামে বা দক্ষিণেঽপি বা।
দ্বে দ্বে শঙ্করপূর্ব্বাখ্যো নারায়ণ ইতীরিতঃ।
শঙ্খকীলভসম্ভূতঃ ধনুরাকারশোভিতম্।
শঙ্খশুভ্রমপূর্ব্বার্দ্ধং পশ্চিমার্দ্ধন্তু শ্যামলম্।
সরোজপুটচক্রাঙ্গমধস্তাদ্রক্তবিন্দুমান্।
গোপালশালীসমাযুক্তঃ কর্ণে শ্রীবৎসলাঞ্ছনম্।
মূর্দ্ধস্থিতশররেখা বনমালাপরিষ্কৃতম্।
সর্ব্বাভীষ্টপ্রদং শ্রীশং শঙ্করনারায়ণাত্মকম্।
যঃ পূজয়েন্নরো ভক্ত্যা লভ্যঃ ভাগ্যবশাদ্‌যদি।
কোটিজন্মকৃতং পাপং স্পর্শে সদ্যো বিনশ্যতি।
পুত্রপৌত্রৈঃ পরিবৃতো ধনধান্যসমন্বিতঃ।
ইহলোকে সুখং প্রাপ্য সপ্তবৎসরাণি চ।
ভুক্ত্বা স্বর্গফলং ভূয়ো ভবতীহ ভবেৎ ধ্রুবম্। (ব্রহ্মাণ্ডপু০)

(১) দ্বারদ্বয়ে চতুশ্চক্রঃ শ্যামবর্ণঃ সমন্বিতঃ।
কোদণ্ডী কুক্কুটাভাসো বাণতূণীরধনুর্ব্বান্।
পৃষ্ঠদেশে শিরশ্চক্রঃ সীতারামঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
সর্ব্বসৌভাগ্যদশ্চাপি সর্ব্বকামফলপ্রদঃ।

(২) চক্রৈস্তু কেবলৈঃ পঞ্চভিঃ সমলঙ্কৃতঃ।
বনমালা স্ফুরন্মধ্যে ভাতি শ্রীসন্তানবান্।
যস্য গেহে ন দারিদ্র্যং দুঃশোকো ন কিঞ্চন।
ন রোগাদিভয়ং তত্র দুঃস্বপ্নঞ্চ ন পীড্যতে।
অন্তে মোক্ষো ভবেত্তস্য পূজকস্য ন সংশয়ঃ।

(৩) দ্বিধাকারশ্চতুশ্চক্রো বর্ত্তুলঃ শীতলাকৃতিঃ।
দ্বারদ্বয়ে চতুশ্চক্রো বামে বা দক্ষিণেঽপি বা।
শ্রীবৎসশঙ্খচক্রাঢ্যঃ পার্শ্বে চম্পকপুষ্পযুক্।
লক্ষ্মীনারায়ণো দেবো বাঞ্ছিতফলদায়কঃ।

(৪) নাভিমূলঃ কৃষ্ণবর্ণো গোবিন্দঃ পঞ্চচক্রকঃ।
বামচক্রো বৃহদ্বার উন্নতো মধ্যনিম্নগঃ। (ব্রহ্মাণ্ডপু০)
গোবিন্দঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ কৃষ্ণবর্ণো মহাদ্যুতিঃ।
দক্ষিণে তু গদাচক্রে বামে পঙ্কজলাঞ্ছনম্। (পুরাণসংগ্রহ)

(৫) একচক্রং মধ্যদেশে চতুশ্চক্রঃ সবিন্দুকঃ।
পূর্ব্বভাগৈকবদনঃ পার্শ্বৈকবদনস্তথা।
কংসমর্দ্দী স্মৃতঃ কৃষ্ণো নীলাম্বুদসমপ্রভঃ।

(৬) জনার্দ্দনশ্চতুশ্চক্রো বাসুদেবশ্চ পঞ্চভিঃ। (অগ্নিপু০)

(১) ঊর্দ্ধাধঃপার্শ্ববদনঃ ষট্‌চক্রঃ শ্যামলো বিভুঃ।
শ্রীমূর্ত্তিরিতি বিখ্যাতঃ সর্ব্বসৌভাগ্যদায়কঃ।

(২) মধ্যসৌম্যেন বপুষা গোষ্পদেন চ লাঞ্ছিতঃ।
দ্বিদলপঙ্কসমাযুক্তঃ ষট্‌সুদর্শনসংযুতঃ।
শ্যামলোন্নতপৃষ্ঠশ্চ স্থূলো জম্বুফলোপমঃ।
সীতারামঃ সবিজ্ঞেয়স্তারকব্রহ্মসংজ্ঞিতঃ।

(৩) শ্রীবৎসশিরস্ত ষট্‌চক্রো ধনুর্ব্বাণাবগ্রহঃ।
রাজরাজেশ্বরো জ্ঞেয়ো ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কঃ।

(৪) বামপার্শ্বে গতে চক্রে রেখা চৈকস্তু দক্ষিণে।
শরবেদিত্রয়ং তাভ্যাং শরত্রয় সমুদ্ভিতঃ।
জানকীলক্ষ্মণাভ্যাঞ্চ রামচন্দ্রং বিদুর্বুধাঃ।

(৫) অসিদণ্ডং সুদর্শনাভাং ষট্‌চক্রঞ্চ বিরাসনম্।
কৃপাণাকৃতিকা রেখা দ্বারস্যোপরি পৃষ্ঠকে।

৭ম বা সপ্তচক্র। পট্টাভিরাম[৮] রাজরাজেশ্বর[৯] সর্ব্বতোমুখ নৃসিংহ[১০] গদাধর[১১] অনন্ত[১২] ও বলরাম[১৩] নামাভিধেয় ছয় প্রকার শিলা সাতটী চক্র যুক্ত। ইহারা রাজ্য, সুখ ও সৌভাগ্যপ্রদ। *

৮ম বা অষ্টচক্র। নারায়ণ* চক্রপাণি[১৪] পিতামহ[১৫] ও পুরুষোত্তম এবং নবচক্রবর্গে নরাধিপ শিলা অতি দুর্লভ।† এতদ্ভিন্ন দশচক্রবর্গে হৃষীকেশ[১৬] অনন্ত বিশ্বরূপ-গোবিন্দ[১৭] ও দশাবতার শিলা[১৮]; একাদশে অনিরুদ্ধ[২০] এবং দ্বাদশে দ্যুম্ন[২০] বা দ্বাদশাত্মমূর্ত্তি শিলা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ‡

অতঃপর বহুচক্রবিশিষ্ট শিলার বিষয় লিখিত হইতেছে। এই সকল শিলায় সাধারণতঃ ত্রয়োদশ হইতে এক বিংশতি পর্য্যন্ত চক্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। এরূপ বহুচক্রাঙ্কিত শিলা পূজায় গৃহস্থের অশেষ মঙ্গল এবং চতুর্ব্বর্গ ফললাভ হয়। এই বর্গে উক্ত অনন্ত নানা বর্ণযুক্ত হইয়া থাকে, কখন কৃষ্ণবর্ণ কখন বা নবীন নীরদপ্রভ নীলসন্নিভ বর্ণবিশিষ্ট পাওয়া যায়। ইহাতে চতুর্দ্দশ হইতে বিংশতিটী চক্রচিহ্ন থাকে এবং অনেক অনেক মূর্ত্তি সর্পফণা ও বনমালা চিহ্ন সহ প্রদক্ষিণাবর্ত্ত দৃষ্ট হয়[২২]। অঙ্কুশাকার, চক্র সমীপগত রেখাবিশিষ্ট এবং পৃষ্ঠদেশ নীরদ সদৃশ নীলবর্ণ ও বহুচক্র সমাযুক্ত হইলে হয়গ্রীব বলে[২৩]। যে শিলার বহুচক্র, বহুদ্বার ও বহুবর্ণ দৃষ্ট হয় এবং যাহার উদর বৃহৎ এরূপ শিলা পাতালনরসিংহ নামে কথিত[২৪]। ইহার পৃষ্ঠীয় দেশ হইতে আরম্ভ করিয়া পার্শ্বদেশে ক্রমান্বয়ে দশটী চক্র বিদ্যমান থাকে। বহুচক্র, বহুদ্বার ও বহুরেখাবিশিষ্ট, বহুদরযুক্ত শিলার অভ্যন্তরভাগে বৃহৎ একটী চক্র থাকিলে বহুরূপী শিলা বলা যায়[২৫]। যে শিলার পুরোভাগে, পার্শ্বে ও পৃষ্ঠে অনেক চক্র থাকে, তাহাকে অধোমুখ চক্রশিলা বলে[২৬]। বহু চক্রাঙ্কিত,

রেখানাভী ভবেৎ কল্কী কলিকল্মষ নাশকঃ।
ষট্‌চক্রৈশ্চৈব প্রদ্যুম্নঃ। (অগ্নিপু০)

(৬) ষট্‌চক্রৈস্তু সমাযুক্তো নানাবিন্দুসুশোভনঃ।
অম্বুবর্ণশ্চ পৃথুলো জনস্তুপুরুষোত্তমঃ॥

(৭) পূর্ব্বভাগে ত্রিবদনঃ পার্শ্বে চক্রেণ সংযুতঃ।
বাণতূণীরচাপাঢ্যঃ কল্পবৃক্ষসমন্বিতঃ॥
সিংহাসন-সমাসীনো রামঃ পরিজনৈঃ সহ।
পট্টাভিরাম ইত্যুক্তো রাজলক্ষ্মীপ্রদো নৃণাম্॥ (পদ্মপুরাণ)

(৮) সপ্তচক্রঞ্চ ছত্রঞ্চ শরতূণসমন্বিতম্।
রাজরাজেশ্বরং জ্ঞেয়ং রাজ্যসম্পৎপ্রদায়কম্॥

(৯) সপ্তচক্রং বহুমুখং সমন্তাৎ স্বর্ণভূষিতম্।
সর্ব্বতোমুখনামেদং বক্রবর্ণন্তু মোক্ষদম্॥

(১০) গদাধরস্ত্রিরেখাভির্লাঞ্ছিতো মধ্যদেশতঃ।
অব্জসদ্ধ্বজচিহ্নৈঃ পীতো বামচক্রঃ সুবর্ত্তুলঃ॥
সুদর্শনৈকচক্রং সপ্তচক্রং গদাধরম্॥ (ব্রহ্মবৈ০ প্রকৃতিখণ্ড)

(১১) হলাকাররেখা লক্ষিতো মধ্যদেশতঃ
শেষাকারো মহাস্থূলঃ সপ্তচক্রসমন্বিতঃ॥

(১২) বলভদ্রশিলা জ্ঞেয়া সপ্তচক্রাঙ্কিতা খগ।
পূজিতস্তু বাতে যেষঃ পুত্রপৌত্রপ্রদো ভবেৎ॥

* অগ্নিপুরাণের "ষট্‌চক্রৈশ্চৈব প্রদ্যুম্নঃ সঙ্কর্ষণঃ সপ্তভিঃ।" বচন হইতে সপ্তচক্রবর্গে আর একটী শিলার নাম পাওয়া যায়।

(১৩) নারায়ণশ্চতুর্ব্বক্ত্রো অষ্টচক্রসমন্বিতঃ।
পূজনীয়ঃ প্রযত্নেন স্নিগ্ধঃ স্নিগ্ধশ্চ বর্ত্তুলঃ॥

(১৪) পূর্ব্বভাগে ত্রিবদনঃ পশ্চাদেকাষ্টসংযুতঃ।
চক্রপাণিরিতি খ্যাতশ্চক্রবর্ত্তিপদায়কঃ॥

(১৫) পিতামহশ্চতুর্ব্বক্ত্রো অষ্টচক্রসমন্বিতঃ।
পূজনীয়ঃ প্রযত্নেন স্নিগ্ধঃ স্নিগ্ধশ্চ বর্ত্তুলঃ॥
[illegible]রেখা দৃশ্যতে মধ্যদেশতঃ।
[illegible]

† "পুরুষো[illegible] নরাধিপঃ।" [illegible]

(১৬) [illegible]
শ্যামলঃ কোমলাকারং হৃষীকেশং প্রচক্ষতে॥

(১৭) অনন্তো বিশ্বরূপশ্চ গোবিন্দশ্চ তথৈব চ।
[illegible] পুরুষং দশচক্রকম্।
অনন্তং বিশ্বরূপং বা পুত্রপৌত্রাদিকং বিদুঃ॥

(১৮) দশাবতারবেশশ্চ পৃথুচক্রসমন্বিতঃ।
[illegible] লভতে রাজ্যং বিধিযত্নেন পূজিতঃ॥

‡ "দশাবতারো দশভিশ্চৈকেনানিরুদ্ধকঃ।
দ্বাদশাত্মা দ্বাদশভিরত ঊর্দ্ধমনন্তকঃ" ॥ (অগ্নি ৪৬।১৬)

(১৯) বাহ্যে বাভ্যন্তরে বাপি চক্রদ্বাদশসংযুতা।
সুধামূর্ত্তিরিতি খ্যাতা সর্ব্বব্যাধিবিনাশিনী॥

(২০) চতুর্দ্দশাদ্য প্রভৃতি বিং[illegible] প্রাক্ চক্রলাঞ্ছিতঃ।
নানাবর্ণো হ্যনন্তাখ্যো নাগভোগেন চিহ্নিতঃ।
অনেকমূর্ত্তিসংযুক্তঃ সর্ব্বকামফলপ্রদঃ।
প্রদক্ষিণাবর্ত্তযুতবনমালাবিভূষিতঃ।
কৃষ্ণবর্ণযুতশ্চাপি ধনধান্যসুখপ্রদঃ।
পূজনীয়ঃ প্রযত্নেন শুভস্নিগ্ধশ্চ বর্ত্তুলঃ॥ (ব্রহ্মাণ্ডপু০)

(২১) হয়গ্রীবোঽঙ্কুশাকারো রেখাচক্রসমীপগা।
বহুচক্রসমাযুক্তং পৃষ্ঠং নীরদনীলকম্॥

(২২) বহুচক্রং বহুদ্বারং বহুবর্ণং মহোদরম্।
পাতালনরসিংহাখ্যং [illegible] ॥ [illegible]

(২৩) [illegible]
অভ্যন্তরে [illegible] সমাশ্রয়ঃ।
বহুরূপী সমাখ্যাতঃ পূজকস্য শুভপ্রদঃ॥

(২৪) পুরঃ পার্শ্বে চ পৃষ্ঠে চ চক্রৈরনুপশোভিতঃ।
অধোমুখ ইতি খ্যাতো [illegible] বিমুক্তিদঃ।

অনেক মূর্ত্তিসমন্বিত, পঞ্চবক্ত্র, ও স্থূলগাত্র শিলার নাম বিশ্বরূপ[২৭], ইহা দ্বিবিধ। শুক্লাদি বর্ণ শোভিত এবং বহু গদা ও চক্র দ্বারা চিহ্নিত শিলা পদ্মনাভ নামে আখ্যাত হয়[২৮]। বিংশ বা এক বিংশতি সংখ্যক চক্র থাকিলে সেই শিলা বিশ্বম্ভর নামে প্রথিত হয়[২৯]।

উপরি বর্ণিত শিলা ব্যতীত দ্বারাবতী-ক্ষেত্রভব চক্র শিলা বা দ্বারকা চক্র নানা বর্ণের হইয়া থাকে; তন্মধ্যে কতকগুলি পূজ্য ও কতকগুলি ত্যাজ্য। যথা—

"কৃষ্ণা মৃত্যুপ্রদা নিত্যং কপিলা তু ভয়াবহা।
উগ্রবরুঃ কর্ব্বুরা হন্যাৎ পীতা বিত্তবিনাশিনী॥
ধূম্রাভা পুত্রনাশায় ভগ্না ভার্য্যাবিয়োগদা।
শ্বেতা স্নিগ্ধা শিলা পূজ্যা সর্ব্বকামার্থদায়িকা॥
পুত্রপৌত্রগৃহাদীনি স্বর্গমোক্ষসুখানি চ।
দদাতি শুক্লবর্ণাভা যত্নেন তু সমর্চ্চয়েৎ॥
বর্ত্তুলা চতুরস্রা চ পূজিতা সিদ্ধিদায়িকা।
ছিদ্রা ভগ্না ত্রিকোণা চ তথা বিষমচক্রিকা।
অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতির্যা চ পূজ্যাস্তা ন ভবন্তি হি॥" (পদ্মপুরাণ)

শালগ্রাম শিলা পূজনকালে দ্বারকাচক্র পূজারও বিধি আছে। ঐ দুইটী শিলা যেখানে একত্র পূজিত হয়, তথায় মুক্তি অবশ্যম্ভাবী। গৃহী ব্যক্তি বৃদ্ধিকামনায় কখনও একটী শালগ্রাম শিলা পূজা করিবেন না। একচক্রা শিলা পূজাও নিষিদ্ধ *। দুইটী চক্রযুক্ত শিলাই পূজনীয়। এরূপ শিলার সহিত যদি দ্বারাবতীভব শিলার পূজা করা হয়, তাহা হইলে পাপমুক্তি ঘটিয়া থাকে।†

উপরে শালগ্রাম শিলান্বিত শিবলিঙ্গ চিহ্নের বিষয় উক্ত হইয়াছে। ঐ সকল শিলার লিঙ্গ শিবনাভি, সদ্যোজাত, বামদেব, ঈশান, তৎপুরুষ, সদাশিব, হরিহরাত্মক, শিবনাভি, ত্র্যম্বক, ধূর্জ্জটী, শম্ভু, ঈশ্বর, মৃত্যুঞ্জয়, চন্দ্রশেখর ও রুদ্র নামে পরিচিত। এতদ্ভিন্ন শালগ্রাম শিলায় শ্রীবিদ্যা, মহাকালী ও গৌরী নাম্নী শক্তি লক্ষণ এবং রবি ও চন্দ্রাদি গ্রহলক্ষণ‡ বিদ্যমান আছে। বাহুল্য ভয়ে তৎসমুদায় এখানে লিখিত হইল না।

শালগ্রাম-শিলাপূজাবিধি।

শালগ্রাম-শিলা প্রতিদিন পূজা করিতে হয়। শালগ্রাম পূজা করিলে সকল দেবতারই পূজা করা হয়। স্নান ও সন্ধ্যাদি সমাপন করিয়া আসনে উপবেশন পূর্ব্বক আচমন করিতে হইবে।

আচমনের বিধানানুসারে ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ" এই মন্ত্রে তিনবার একটু জল মুখে দিয়া ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততং" এই মন্ত্রে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি স্পর্শ করিবে। আচমনের পর সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করিতে হয়।

বামদিকে মাটীতে একটী চতুষ্কোণ রেখা করিয়া তন্মধ্যে বৃত্ত এবং তাহার মধ্যে ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কন করিয়া তদুপরি "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অনন্তায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ" এই মন্ত্রচতুষ্টয়ে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিতে হইবে।

পুষ্প না থাকিলে গন্ধ ও আতপ তণ্ডুল লইয়া এতে "গন্ধাক্ষতে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ" ইত্যাদিরূপে পূজা করিবে। তৎপরে "ফট্" এই মন্ত্রে কোশা প্রক্ষালন করিয়া যে ত্রিকোণমণ্ডল অঙ্কিত করিয়া পূজা করা হইয়াছে, তদুপরি

(২৭) বিশ্বরূপোঽপি ভগবান্ দ্বিবিধঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বিশ্বরূপো হরিঃ সাক্ষাৎ বারাহতপসোত্তমঃ॥
বহুচক্রান্বিতোঽনেকমূর্ত্তিরূপসমন্বিতঃ।
পঞ্চবক্ত্রঃ স্থূলতরঃ পুরুষো বহুচক্রকঃ।
বিশ্বরূপো হ্যনেকো বা পুত্রপৌত্রাদিকপ্রদঃ।

(২৮) বহুভিশ্চ গদাচক্রৈঃ শুক্লবর্ণাদিশোভিতঃ।
দৈত্যারিঃ কমলাক্রান্ত গদাশার্ঙ্গধরোঽক্ষঃ,
পদ্মনাভস্তু দেবঃ স্যাৎ প্রভাহং দুঃখনাশকঃ।

(২৯) চক্রাণাং বিংশকত্বা যুক্তো বিশ্বম্ভরঃ স্মৃতঃ।
চক্রাণামেকবিংশত্যা যুক্তো বিশ্বম্ভরোমতঃ॥

* "শালগ্রামোদ্ভবো দেবো দেবো দ্বারাবতীভবঃ।
উভয়োঃ সঙ্গমো যত্র মুক্তিস্তত্র ন সংশয়ঃ॥
একমূর্ত্তির্ন পূজ্যৈব গৃহিণা শুদ্ধিমিচ্ছতা।
অনেকমূর্ত্তিসম্পন্না সর্ব্বকামফলপ্রদাঃ॥
অনেকমূর্ত্ত্যকাভাবাৎ পূজয়েদ্দ্বিমান্ গৃহী
পূজতে কলমাপ্নোতি ইহলোকে পরত্র চ॥
চক্রাঙ্কমিথুনং পূজ্যং নৈকচক্রাঙ্কমর্চ্চয়েৎ।
চক্রাঙ্কমিথুনাৎ সার্দ্ধং শালগ্রামং প্রপূজয়েৎ॥"
(স্কন্দপুরাণ ও প্রয়োগপারিজাত)

† "যত্র তিষ্ঠতি চক্রাঙ্কো দেবো দ্বারাবতীভবঃ।
তীর্থকোটিসহস্রাণি তত্র সন্নিহিতানি বৈ॥
সপ্তজন্মকৃতং যৎ পাপং মনসা কর্ম্মণা কৃতম্।
তৎসর্ব্বং নশ্যতে পুংসাং সকৃচ্চক্রাঙ্কদর্শনাৎ॥ (স্কন্দপুরাণ)

‡ "অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতির্যত্র দৃশ্যতে সকলাম্বরে।
সা তু চন্দ্রশিলা প্রোক্তা সৌম্যশিলা মতা
বাণাকারেণ চিহ্নেন জ্ঞেয়া বুধশিলা বুধৈঃ।
দীর্ঘেণ চতুরস্রেণ যুক্তা শুক্রশিলা মতা॥
পঞ্চকোণাকৃতৌ ভৌমা চাপাকারা শনৈশ্চরা।
দর্পাকারা তু রাহো স্যাৎ কেতোস্তু ধ্বজরূপিণঃ॥"

স্থাপন করিতে হইবে। পরে নমঃ এই মন্ত্রে ঐ কোশায় জল এবং উহার অগ্রভাগে, গন্ধপুষ্প, বিল্বপত্র এবং গর্ভশূন্য ত্রিপত্র দূর্ব্বা দিয়া অর্ঘ্য স্থাপন করিয়া পূজা করিতে হইবে। মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ, অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ, উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ, এই মন্ত্রে অর্ঘ্যে পূজা করিতে হয়। তৎপরে জল শুদ্ধি করিতে হয়। পরে তর্জ্জনীর অগ্রদ্বারা অঙ্কুশ মুদ্রাযোগে ঐ জল আলোড়ন করিয়া ;—

"ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥"

এই মন্ত্রে তীর্থ আবাহনপূর্ব্বক এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ জলায় নমঃ এই মন্ত্রে জলে গন্ধপুষ্প দিতে হয়। তদনন্তর বং এই মন্ত্রে ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন ও মৎস্যমুদ্রা দ্বারা ঐ জল আচ্ছাদন করিয়া তদুপরি দশধা বা অষ্টধা প্রণবমন্ত্র জপ করিতে হইবে। পরে বারত্রয় ঐ জল ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া স্বীয় মস্তক ও যাবতীয় পূজোপকরণে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ছিটাইয়া দিতে হইবে।

এইরূপে জল শোধন করিয়া আসনশুদ্ধি করিতে হইবে। আসনের নীচে ত্রিকোণমণ্ডল করিয়া আসনের উপর ওঁ হ্রীং আধারশক্তি কমলাসনায় নমঃ মন্ত্রে একটী সচন্দন পুষ্প আসনের উপর দিবে। পুষ্পের অভাবে এতে গন্ধাক্ষতে বলিয়া সচন্দন আতপ তণ্ডুল দিবে। পরে আসনে হস্ত দিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। যথা—

'ওঁ আসনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠ ঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ কূর্ম্মো দেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ।'

"ওঁ পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা।
ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনম্॥"

আসনশুদ্ধির পর কৃতাঞ্জলি হইয়া বামে ওঁ গুরুভ্যো নমঃ ওঁ পরম গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরাপরগুরুভ্যো নমঃ, দক্ষিণে ওঁ গণেশায় নমঃ, ঊর্দ্ধে ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ অধঃ ওঁ অনন্তায় নমঃ, মধ্যে ওঁ নারায়ণায় নমঃ। এই মন্ত্রে নমস্কার করিবে।

তৎপরে ভগবান্ সূর্য্যদেবকে অর্ঘ্য দিতে হয়। রক্ত পুষ্প, বিল্বপত্র, দূর্ব্বা ও আতপ তণ্ডুল এবং রক্ত চন্দন এই সকল কুশীতে লইয়া 'ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে ইদমর্ঘ্যং ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।' এই বলিয়া সূর্য্যের উদ্দেশে অর্ঘ্য দিতে [illegible] তৎপরে [illegible] করিবে।—

"ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥"

তৎপরে বিঘ্নাপসরণ করিতে হয়, যথা ওঁ নমঃ নারায়ণায় এই মন্ত্রে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ঊর্দ্ধদিকে ঊর্দ্ধভাগস্থ, অস্ত্রায় ফট্ মন্ত্রে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা মস্তকে চতুর্দ্দিকে শূন্যে জল প্রোক্ষণ করিয়া নভোমার্গস্থ এবং বামপাদের পার্ষ্ণি দ্বারা বামদিকে মাটীতে তিন বার আঘাত করিয়া ভূতলস্থিত সকল বিঘ্ন বিদূরিত করিবে। তৎপরে ঊর্দ্ধ, অধঃ ও মধ্যস্থিত সকল বিঘ্ন বিদূরিত হইয়াছে এইরূপ ভাবনা করিতে হয়। তৎপরে গন্ধ ও অক্ষত নারাচ মুদ্রা দ্বারা গ্রহণ করিয়া উক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া ভূতলে ফেলিয়া দিতে হইবে—

"ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতা।
যে ভূতা বিঘ্নকর্ত্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া॥"

পরে এইরূপ মনে মনে চিন্তা করিবে যে, গৃহমধ্যস্থিত সকল বিঘ্ন বিদূরিত হইয়াছে।

তৎপরে গন্ধাদির শোধন করিতে হয়। কারণ কোন দ্রব্য শুদ্ধ না করিয়া দেবতাকে অর্পণ করিলে দেবতারা তাহা গ্রহণ করেন না, উহা অসুরদিগের ভোগ্য হয়। প্রথমে বং এতেভ্যো গন্ধাদিভ্যো নমঃ, এই মন্ত্রে তিনবার জল প্রোক্ষণ করিবে। তৎপরে গন্ধপুষ্প লইয়া এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতদধিপতয়ে বিষ্ণবে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতৎ সম্প্রদানেভ্যো নারায়ণাদিভ্যো নমঃ, ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতেভ্যো গন্ধাদিভ্যো নমঃ এই মন্ত্রে এক একটি গন্ধপুষ্প দিতে হইবে।

তৎপরে শালগ্রাম-শিলাকে স্নান করাইতে হয়। শালগ্রাম শিলাকে ঘৃত মাখাইয়া তাম্র পাত্রের উপর রাখিয়া ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে এই মন্ত্রে স্নান করাইতে হইবে।

"ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং সর্ব্বতঃ স্পৃষ্ট্বা অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥"

ইহা ভিন্ন বেদাদি চতুষ্টয় মন্ত্র, পুরুষসূক্ত, ও শ্রীসূক্ত পাঠ করিয়াও স্নান করান যাইতে পারে। এতদ্ স্নানীয়োদকং ওঁ নারায়ণায় নমঃ, এই বলিয়া জল দিতে হইবে। পরে নারায়ণকে জল হইতে তুলিয়া গামছা দ্বারা জল উত্তমরূপে মার্জ্জন করিয়া নারায়ণের উপর ও নিম্নে এক একটি সচন্দন তুলসী দিয়া শালগ্রাম শিলাকে পূজা স্থানে রাখিতে হইবে।

তৎপরে পুষ্প শোধন করিয়া পূজা করিতে হয়, পুষ্পের উপর হস্ত দিয়া ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্পসম্ভবে, পুষ্পচয়াবকীর্ণে হুং ফট্ স্বাহা, এই মন্ত্রে পুষ্প শোধন করিতে হয়। ভূতশুদ্ধি, মাতৃকান্যাস [illegible] এই সময় করিতে হয়। [illegible] কিন্তু প্রথমে [illegible] করিয়া করিতে [illegible] হয়, কারণ শাস্ত্রে লিখিত আছে যে ভূতশুদ্ধি ব্যতীত পূজা নিষ্ফল হয়।

তদনন্তর গণেশপূজা করিতে হয়, কারণ প্রথমে গণেশপূজা

না করিয়া অন্য কোন পূজা করিতে নাই। প্রথমে গাং, গীং, গূং, গৈং, গৌং, গঃ, এই মন্ত্রে করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিয়া পূজা করিতে হয়; যথা—গাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, গীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, ইত্যাদি। তৎপরে কূর্ম্মমুদ্রা যোগে একটী পুষ্প লইয়া ধ্যান করিতে হয়। ধ্যান যথা—

"খর্ব্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরং
প্রস্যন্দন্মদগন্ধলুব্ধমধুপব্যালোলগণ্ডস্থলম্।
দন্তাঘাতবিদারিতারিরুধিরৈঃ সিন্দূরশোভাকরং
বন্দে শৈলসুতাসুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কর্ম্মসু॥"

এই মন্ত্রে ধ্যান করিয়া ঐ পুষ্প আপনার মস্তকে দিতে হইবে, পরে মানস উপচার দ্বারা মনে মনে পূজা করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় কর ও অঙ্গন্যাস করিয়া পুনরায় আবার ধ্যান পাঠ করিয়া নারায়ণের মস্তকে ঐ ফুল দিতে হইবে। তৎপরে দশোপচারে উহার পূজা করিতে হয়। এতদ্‌পাদ্যং ওঁ গণেশায় নমঃ, এইরূপে অর্ঘ্য, মধুপর্ক, আচমনীয়, স্নানীয়, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য এই দশোপচারে পূজা করিতে হয়। ইহাতে অশক্ত হইলে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য এই পঞ্চোপচারেও পূজা করা যাইতে পারে।

তৎপরে ওঁ গণেশায় নমঃ এই মন্ত্র দশ বার জপ করিয়া—

"ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপং।
সিদ্ধির্ভবতু মে সর্ব্বং ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বর॥"

এইরূপে জপ সমাধান করিয়া এই মন্ত্রে প্রণাম করিবে।

"ওঁ দেবেন্দ্রমৌলিমন্দারমকরন্দকণারুণাঃ।
বিঘ্নং হরন্তু হেরম্বচরণাম্বুজরেণবঃ॥"

তৎপরে ওঁ শিবাদিপঞ্চদেবতাভ্যো নমঃ, ওঁ আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ, ওঁ ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পালেভ্যো নমঃ, ওঁ মৎস্যাদি দশাবতারেভ্যো নমঃ, এই সকল দেবতা দশোপচার, পঞ্চোপচার, বা কেবল গন্ধপুষ্পদ্বারা পূজা করিয়া সূর্য্যপূজা করিতে হইবে। ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ, এই মন্ত্রে পূজা করিতে হয়। ধ্যান যথা—

"রক্তাম্বুজাসনমশেষগুণৈকসিন্ধুং
ভানুং সমস্তজগতামধিপং ভজামি।
পদ্মদ্বয়াভয়বরান্ দধতং করাব্জৈ-
র্মাণিক্যমৌলিমরুণাঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রম্॥"

পূজার পর সূর্য্যদেবকে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে অর্ঘ্য দিয়া প্রণাম করিতে হয়।

তৎপরে মূলপূজা অর্থাৎ নারায়ণপূজা করিতে হইবে। প্রথমে নাং নীং নূং নৈং নৌং নঃ এই মন্ত্রে করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিয়া কূর্ম্মমুদ্রা দ্বারা একটী পুষ্প লইয়া এই মন্ত্রে নারায়ণের ধ্যান করিতে হয়। ধ্যানমন্ত্র—

"ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী
নারায়ণঃ সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ।
কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটী-
হারী হিরণ্ময়বপুর্ধৃতশঙ্খচক্রঃ॥"

এই মন্ত্রে ধ্যান করিয়া ঐ পুষ্প মস্তকে দিয়া অপাঙ্গ মানস-পূজা করিবে। মানসপূজার পর পুনরায় কর ও অঙ্গন্যাস করিয়া পুনরায় ধ্যান পড়িয়া পুষ্প নারায়ণের মস্তকে দিবে। পরে নারায়ণের পূজা করিতে হয়, এতদ্‌পাদ্যং ওঁ নারায়ণায় নমঃ, ইদমর্ঘ্যং ওঁ নারায়ণায় নমঃ, ইদমাচমনীয়ং ওঁ নারায়ণায় নমঃ, ইদং স্নানীয়োদকং ওঁ নারায়ণায় নমঃ, এষঃ গন্ধঃ ওঁ নারায়ণায় নমঃ, এতদ্ সচন্দনপুষ্পং ওঁ নারায়ণায়ঃ নমঃ, এতৎ সচন্দনতুলসীপত্রং ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা ওঁ নারায়ণায় নমঃ, এষ ধূপঃ ওঁ নারায়ণায় নমঃ এষঃ দীপঃ ওঁ নারায়ণায় নমঃ, এতদ্ নৈবেদ্যং ওঁ নারায়ণায়ঃ নমঃ।

পাদ্যাদি নারায়ণায় নমঃ না বলিয়া বিষ্ণবে নমঃ, বলিয়া দিলেও পূজা হইবে। তৎপরে ওঁ নারায়ণায় নমঃ এই মন্ত্র ১০ বা ১০৮ বার জপ করিয়া গুহ্যাতিমন্ত্রে জপবিসর্জ্জন করিবে। তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম করিবে—

"ওঁ ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপাল ভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দং।
ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজ সুরেপ্সিতরাজ্যলক্ষ্মীং
ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যং।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥
ওঁ পাপোহং পাপকর্ম্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ।
ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্ব্বপাপহরো হরিঃ॥
ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥"

তৎপরে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর পূজা করিতে হয়। ধ্যান ও প্রণাম ভিন্ন, তাঁহার সকল দেবতার পূজাই একপ্রকার। লক্ষ্মী ও সরস্বতী পূজার পর ইচ্ছানুসারে সকল দেবতারই পূজা করা যাইতে পারে। কারণ শালগ্রাম শিলায় সকল দেবতারই পূজা হইয়া থাকে।

তৎপরে ওঁ কুলদেবতায়ৈ নমঃ, ওঁ সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ, ওঁ সর্ব্বাভ্যো দেবীভ্যো নমঃ, এই মন্ত্রে সকল দেব ও দেবীর উদ্দেশে পূজা করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নোক্ত

মন্ত্রপাঠ করিয়া ভগবান্ বিষ্ণুর উদ্দেশে কর্ম্ম সমর্পণ করিতে হয়। মন্ত্র—

"যৎকিঞ্চিৎ ক্রিয়তে দেব ময়া সুকৃতদুষ্কৃতং।
তৎ সর্ব্বং ত্বয়ি সংন্যস্তং ত্বৎপ্রযুক্তং করোম্যহম্॥"

তৎপরে—

"ওঁ মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং জনার্দ্দন।
যৎপূজিতং ময়া দেব পরিপূর্ণং তদস্তু মে॥"

এইরূপ প্রার্থনা করিয়া নারায়ণের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া পূজা শেষ করিতে হয়।

পূজার পরে নির্ম্মাল্য-ধারণ, নারায়ণ-চরণামৃত পান বিধেয়। নারায়ণকে অন্নাদি ভোগ এবং রাত্রিতে আরতি করিয়া শীতলী দিতে হয়। প্রতি দিন উক্ত নিয়মে শালগ্রাম শিলায় পূজা করিতে হয়।

শালগ্রাম-পূজামাহাত্ম্য।

শালগ্রাম পূজা করিলে মাধব প্রীত হন। তাহার ফলে কোটি যজ্ঞ সমাপন বা কোটি গোদান ফল লাভ হইয়া কোটি পাপ বিনাশ হয়। এমন কি, শালগ্রামমূর্ত্তি স্মরণ, তন্নাম কীর্ত্তন বা দর্শন করিলেও পাপমুক্তি হয়। সম্বৎসর যে ব্যক্তি শালগ্রাম পূজা, স্পর্শ ও দর্শন করে, সাংখ্যযোগ ব্যতীতও সে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। এক মাত্র শালগ্রামেই বিশ্ব জগৎ বিদ্যমান।

চক্রবিবেকে লিখিত আছে, যাহার বিধিবৎ মন্ত্রদীক্ষাদি কিছুই হয় নাই, তাহাদেরও শালগ্রামশিলাপূজার অপরাধ নাই। শালগ্রামপূজায় মন্ত্র, ধ্যান, জপ বা ভাবনায় আবশ্যক করে না। কেবল "নমো নারায়ণায়" মন্ত্রে সচন্দন পুষ্প ও তুলসীদানে পূজা হইয়া থাকে। উক্ত গ্রন্থে আরও লিখিত আছে যে, অশুভ ম্লেচ্ছ দেশেও যদি চক্রচিহ্নাঙ্কিত শিলা থাকে, তাহা হইলে তাহার তিন যোজন ব্যাপ্তস্থান হরিক্ষেত্র বলিয়া জানিবে। সেখানে জ্বর, দাহ, বিষ, বহ্নি ও চৌর ভয় নাই, মোট কথায় সেখানে শ্রীহরি স্বয়ং বিদ্যমান থাকে। শিবার্চ্চনচন্দ্রিকায় বর্ণিত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি গৃহে শালগ্রাম শিলা স্থাপিত হয়, তাহার জীবন সফল এবং তাহার গৃহে গয়া গঙ্গা পুষ্করাদি তীর্থ সদা বিরাজিত। যথা—

"তিষ্ঠন্তি নিত্যং পিতরো মনুষ্যাস্তীর্থানি গঙ্গাগয়া-পুষ্করাণি।
যজ্ঞাশ্চ মেধাঞ্চপি পুণ্যশৈলাশ্চক্রাঙ্কিতা যত্র বসন্তি গেহে।"

শালগ্রাম শিলার সম্মুখে শ্রাদ্ধ, হোম, দান প্রভৃতি কার্য্যানুষ্ঠান সুপ্রশস্ত। এই কারণে সকল কৃত্যই শালগ্রাম শিলা সমক্ষে সমাহিত হইয়া থাকে *। এমন কি, শালগ্রাম শিলা সম্মুখে দেহত্যাগ করিলে প্রেতাত্মা বিষ্ণুলোকে গমন করেন †।

পদ্মপুরাণে লিখিত হইয়াছে, যে ব্যক্তি শালগ্রাম-শিলায় গোবিন্দের অর্চ্চনা করেন, দান যজ্ঞাদি বিনা তাহার মুক্তি লাভ হয়। তাহাকে কখন গর্ভবাসাদি ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। কলিতে যে ব্যক্তি বিবিধ নৈবেদ্য, পুষ্প, ধূপ, দীপ, চন্দন এবং গীতবাদ্যাদি স্তোত্রদ্বারা শালগ্রাম শিলা অর্চ্চনা করেন, তিনি কল্প-কোটি সহস্র বৈকুণ্ঠধামে শ্রীহরির সমক্ষে বাস করিতে সমর্থ হন। ভক্তিভাববর্জ্জিত হইয়া কামাসক্ত চিত্তেও পূজা করিলে পাপ-নাশ ও মুক্তি ঘটে।

একাধারে দুইটী শালগ্রাম পূজা করিতে নাই। পূজা করিলে গৃহী ব্যক্তি কষ্ট পায়, কিন্তু পদ্মপুরাণে আমরা উহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাই—

"শালগ্রামযুগাঃ পূজ্যা" যুগ্মেষু দ্বিতয়ং নহি।
অযুগ্মা নৈব পূজ্যন্তে বিষমেষ্বেক এব হি॥" (পদ্মপুরাণ)

আবার বরাহপুরাণেও শালগ্রামদ্বয় পূজার নিষেধ এবং সচক্রক ত্রয় শিলায় পূজা বিধিসিদ্ধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে যথা—

"গৃহে লিঙ্গদ্বয়ং নার্চ্চ্যং শালগ্রামদ্বয়ং তথা।
দ্বে চক্রে দ্বারকায়াস্তু নার্চ্চ্যং সূর্য্যদ্বয়ং তথা॥
শক্তিত্রয়ং তথা নার্চ্চ্যং গণেশত্রয়মেব চ।
দ্বৌ শঙ্খৌ নার্চ্চয়েচ্চৈব তথা চ প্রতিমাং তথা॥ • • • •
এতাসাং পূজনাদ্বিত্যং ন সুখং প্রাপ্নুয়াদ্ গৃহী।
শালগ্রামশিলা ত্র্যা পূজনীয়া সচক্রকা॥" (বরাহপুরাণ)

এমন কি, পদ্মপুরাণে দ্বাদশ ও শত সংখ্যক শালগ্রাম শিলা-পূজার বিধি দৃষ্ট হয়। দ্বাদশ কল্পে স্বর্ণপঙ্কজ দ্বারা দ্বাদশ কোটি লিঙ্গপূজা করিলে যে ফল পাওয়া যায়, দ্বাদশ শালগ্রাম পূজায় একদিনে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে।

"শিলা দ্বাদশ ভো বৈশ্য শালগ্রামসমুদ্ভবাঃ।
বিধিবৎ পূজিতো যেন তস্য পুণ্যং বদামি তে॥
কোটিদ্বাদশলিঙ্গাস্তু পূজিতৈঃ স্বর্ণপঙ্কজৈঃ।
যৎ স্যাৎ দ্বাদশকল্পেষু দিনেনৈকেন তদ্ভবেৎ॥
যঃ পুনঃ পূজয়েদ্ভক্ত্যা শালগ্রাম-শিলা শতম্।
উষিত্বা স হরেলোঁকে চক্রবর্ত্তী জায়তে॥" (পদ্মপুরাণ)

শালগ্রাম শিলায় স্বয়ম্ভূত আরোপিত হওয়ায় উহা নিত্য দেবতা বলিয়া গ্রাহ্য। এই কারণ অন্যান্য দেবমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠার ন্যায় এই শিলার প্রতিষ্ঠা করিতে নাই।

"শালগ্রামশিলা যত্র তত্র সন্নিহিতো হরিঃ।
তৎসন্নিধৌ ত্যজন্ প্রাণান্ বিষ্ণুলোকে মহীয়তে॥"

* "চক্রাঙ্কিতস্য সান্নিধ্যে যৎ কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে নরৈঃ।
স্নানং দানং তপো হোমঃ সর্ব্বং তদক্ষয়ং ভবেৎ॥" (চক্রবিবেক)

"শালগ্রামশিলায়াস্তু প্রতিষ্ঠা নৈব বিদ্যতে।
মহাপূজাস্তু কুর্য্যাদৌ পুরয়েত্তাং ততো বুধঃ ॥" (স্কন্দপুরাণ)

পূজাকালে শালগ্রাম শিলার আবাহন বা বিসর্জ্জন করিবে না। যেহেতু উহাতে শ্রীহরি নিত্য বিরাজিত আছেন।

"শালগ্রামে স্থাবরে বাবাহনং ন বিসর্জ্জনম্।
শালগ্রাম-শিলাদৌ বস্থিত্যাং সন্নিধিতে হরিঃ ॥"
(বৃহত্তন্ত্রসারে রামানন্দতীর্থ স্বামিধৃত রাঘবভট্ট)

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে লিখিত হইয়াছে যে, শালগ্রাম শিলায় সোম সূর্য্য প্রভৃতি সকল দেবতাই অর্চ্চনীয়। পূজাকালে শালগ্রাম শিলাতে সেই সেই দেবতা ধ্যান করিয়া অর্চ্চনা করিতে হয়।

রৌদ্রময় স্থানে, রন্ধনালয়ে, সূতিকাগৃহে, বন, মশক ও মক্ষিকাদি বহুল স্থানে, পুরাতন গৃহে ও বর্ষাকালে শালগ্রাম স্থাপনা করিতে নাই। সকল প্রকার উপদ্রববর্জ্জিত নূতনাগারে শালগ্রামশিলা রক্ষাই বিধেয়।

"ন রৌদ্রদেশে বিপ্রেন্দ্র সধূমে রন্ধনালয়ে।
ন সূতিকাগৃহে চৈব স্থাপয়েৎ কমলাপতিম্ ॥
নিবিড় নূতনাগারে সর্ব্বোপদ্রববর্জ্জিতে।
স্থাপয়েৎ পুণ্ডরীকাক্ষং ভগবন্তং জনার্দ্দনম্ ॥
দংশৈশ্চ মশকৈশ্চৈব প্রকীর্ণে মক্ষিকাদিভিঃ।
হরিং পুরাতনাগারে স্থাপয়েন্ন হি ভক্তিমান্ ॥
সকম্পে পতদ্বারিগলদ্ভিত্তৌ গৃহে তথা।
হরিং ন স্থাপয়েৎ প্রাজ্ঞ বর্ষাসু পরমেশ্বরম্ ॥"
(ক্রিয়াযোগসার ১২ অধ্যায়)

শালগ্রাম-শিলার নৈবেদ্য ভক্ষণ প্রশস্ত ও পুণ্যপ্রদ। স্ত্রী, বালক ও শূদ্রকে শালগ্রামশিলা স্পর্শ করিতে নাই। দৈবাৎ যদি তাহারা ভ্রমক্রমে নারায়ণশিলা স্পর্শ করে, তাহা হইলে পঞ্চগব্য, পঞ্চামৃত প্রভৃতি দ্বারা নারায়ণের অভিষেক ও পূজা করিতে হয়।

প্রবাদ আছে, লক্ষ শালগ্রাম শিলা যেখানে থাকে, তাহা রত্নবেদী নামে প্রসিদ্ধ। পুরীধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব যে পীঠের উপর স্থাপিত আছেন, তাহা রত্নবেদী নামে আখ্যাত। সচক্র লক্ষ শিলা লইয়া অনেক ভক্তিমান্ ব্যক্তি রত্নবেদী প্রস্তুত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু প্রায় সকলেই ব্যর্থমনোরথ হইয়াছেন।

শিলাখণ্ডে শিবলিঙ্গ ও শালগ্রাম শিলায় নারায়ণের পূজা আমাদের দেশে যেরূপ এক সময়ে প্রচলিত ছিল, সুদূর য়ুরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা ও পলিনেসিয়া, নিউ হিব্রাইডিস্ প্রভৃতি দেশবাসীর মধ্যেও ঐরূপ শিলাখণ্ডে দেবত্ব আরোপ করিয়া পরমপিতা পরমেশ্বরের পূজা প্রচলিত দেখা যায়। কোন কোন স্থানের শিলাগুলি শালগ্রাম-শিলার ন্যায় মসৃণ গাত্র ও কুণ্ডাকার, কোথাও অসমান, মধ্যমাকার, কোথাও বা অণ্ডাকার দৃষ্ট হয়। তদ্দেশবাসীরা ঐ সকল শিলা অতি ভক্তি সহকারেই অভিপ্রায়ানুরূপ সাজাইয়া পূজা করিয়া থাকে, তদ্দেশ পর জন সাধারণের বিশ্বাস ও ভক্তি অনুসারে শিলার্চ্চনায় শুভ ফল ঘটে।

শালগ্রামগিরি (পুং) শালগ্রামস্য গিরিঃ। শালগ্রামোৎপাদক পর্ব্বত। এই পর্ব্বতে শালগ্রামশিলা প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই জন্য ইহাকে শালগ্রামগিরি কহে। বরাহপুরাণে লিখিত আছে যে, বরাহদেব বলিয়াছিলেন, শালগ্রাম পর্ব্বতে দেবগণ আমার সহিত সংযুক্ত হইয়া শিলারূপে অবস্থান করিতেছেন এবং আমিও সেই খানে পর্ব্বতরূপে অবস্থিত আছি। অতএব ঐ স্থানের সমস্ত শিলাই আমার স্বরূপ জানিতে হইবে। অতএব এই স্থানে চক্রাচক্রাদির কোন আবশ্যক নাই। সকল শিলাই যত্নপূর্ব্বক পূজা করিতে হইবে।

"কথয়িষ্যামি তে গুহ্যং শালগ্রামমিতি শ্রুতম্।
তস্মিন্ ক্ষেত্রে হরো দেবো মৎস্বরূপেণ সংযুতঃ ॥
শালগ্রামে গিরৌ তস্মিন্ শিলারূপেণ তিষ্ঠতি।
অহং তিষ্ঠামি তত্রৈব গিরিরূপেণ নিত্যদা ॥
তস্মিন্ শিলাঃ সমগ্রাস্তু মৎস্বরূপা ন সংশয়ঃ।
পূজনীয়াঃ প্রযত্নেন কিং পুনশ্চক্রলাঞ্ছিতাঃ ॥" ইত্যাদি।
(বরাহপু° সোমেশ্বরাদি লিঙ্গমহিমাধ্যায়) [শালগ্রামশব্দ দেখ।]

শালঙ্কটঙ্কট (পুং) সুকেশী রাক্ষস। বিদ্যুৎকেশির ভার্য্যা শালঙ্কটঙ্কটার গর্ভে ইহার জন্ম হয়। (বামনপু°)

শালঙ্কায়ন (পুং) শলঙ্কস্যাপত্যং শলঙ্ক (নড়াদিভ্যঃ ফক্। পা ৪।১।৯৯) ইতি ফক্। মুনিবিশেষ। শলঙ্কের গোত্রাপত্য। ২ নন্দী। (মেদিনী)

শালঙ্কায়নক (পুং) শালঙ্কায়নানাং বিষয়ো দেশঃ। (রাজন্যাদিভ্যো বুঞ্। পা ৪।২।৫৩) ইতি বুঞ্। শালঙ্কায়ন মুনিদিগের অবস্থিত দেশ। স্বার্থে কন্। ২ শালঙ্কায়ন।

শালঙ্কায়নজা (স্ত্রী) সত্যবতী, ব্যাসের মাতা।

শালঙ্কায়নজীবসূ (স্ত্রী) সত্যবতী, ব্যাসের মাতা।

"ব্যাসমাতা সত্যবতী বাসবী গন্ধকালিকা।
যোজনগন্ধা দাসেয়ী শালঙ্কায়নজীবসূঃ ॥" (হেম)

শালঙ্কায়নি (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ। শালঙ্কায়নের গোত্রাপত্য।

শালঙ্কায়নিন্ (পুং) শালঙ্কায়ন প্রবর্ত্তিত শাখাযুক্ত শাখা।

শালঙ্কি (পুং) মুনিভেদ, পাণিনি মুনি।

"বশিষ্ঠোহরুন্ধতীনাথো মৈত্রাবরুণিরিত্যপি।
শালাতুরীয়ঃ শালঙ্কির্দাক্ষীপুত্রস্তু পাণিনিঃ ॥" (জটাধর)

শালজ (পুং) শালাজ্জায়তে জন-ড। শাল মৎস্য, শালমাছ। (শব্দরত্না°)

শালদ্বয় (ক্লী) শাল ও পীতশাল, শাল ও পিয়াশাল।

শালন (ক্লী) ১ হরিতক, চলিত শাকসব্জি। (যাতট) (পুং) ২ সহ্যাদ্রিবর্ণিত রাজভেদ। (সহ্যা° ৩১।২৭)

শালনদী, বাঙ্গালার উড়িষ্যা বিভাগে প্রবাহিত একটী নদী। ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের মেঘাসান পর্ব্বতের দক্ষিণঢালু প্রদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। শালবনের মধ্য দিয়া প্রবাহিত বলিয়া ইহা শাল নদী বা শালনদী নাম পাইয়াছে। অতঃপর ইহা নানারূপ বক্রগতিতে আসিয়া ধামরাই নদীর মোহানার নিকটে সম্মিলিত হইয়াছে।

শালনির্য্যাস (পুং) রাল, চলিত ধুনা; শাল গাছের আটা। ২ সর্জ্জবৃক্ষ। (রাজনি°)

শালপত্রসমপত্রা (স্ত্রী) শালপর্ণী। (পর্য্যায়মুক্তা°)

শালপর্ণিকা (স্ত্রী) মুর্ব্বা। ২ একাঙ্গী। (বৈদ্যকনি°)

শালপর্ণী (স্ত্রী) শালস্য পর্ণবৎ পর্ণমস্যাঃ ঙীষ্। (Desmodium Gangeticum) স্বনামখ্যাত ক্ষুপবৃক্ষ বিশেষ, চলিত শালপাণি। পর্য্যায়—সুদলা, সুপর্ণী, স্থিরা, সৌম্যা, কুমুদা, গুহা, ধ্রুবা, বিদারিগন্ধা, অংশুমতী, সুপর্ণিকা, দীর্ঘমূলা, দীর্ঘপত্রিকা, বাতঘ্নী, পীতিনী, তন্বী, সুধা, সন্তাপকারিণী, শোফঘ্নী, সুভগা, দেবী, নিশ্চলা, ত্রাহিপর্ণিকা, সুমূলা, স্বরূপা, শুভপত্রিকা, সুপত্রী, শালিপর্ণী, শালিদলা। (রাজনি°) বিদারী, সালপর্ণী। (অমরটীকা ভরত) ইহার গুণ—গ্রাহক, কফ ও পিত্তনাশক, গুরু, উষ্ণ, বাতদোষ, বিষমজ্বর, মেহ, অর্শ, শোফ ও সন্তাপনাশক। (রাজনি°)

শালপর্ণ্যাদি (পুং) বৈদ্যকোক্ত শালপর্ণী প্রভৃতি দ্রব্য। যথা—শালপর্ণী, পৃশ্নিপর্ণী (চাকুলে), বেড়েলা ও বেলশুঁঠ, এই চারিটী দ্রব্যের নাম শালপর্ণ্যাদি। (চক্রদত্ত) পিত্ত, শ্লেষ্মা ও অতিসার রোগে এই পাচন উপকারী।

"শালপর্ণীবলাবিল্বৈঃ পৃশ্নিপর্ণ্যা চ সাধিতা।
দাড়িমাম্লা হিতা পেয়া পিত্তশ্লেষ্মাতিসারিণাম্॥" (চক্রদত্ত)

শালপুষ্প (ক্লী) শালফুল।

শালপুষ্পভঞ্জিকা (স্ত্রী) ক্রীড়াদ্রব্যবিশেষ।

শালভঞ্জিকা (স্ত্রী) শালেন ভজ্যতে নির্ম্মীয়তে ইতি ভন্জ (কৃন্ নিরিসংজ্ঞয়োরধূর্ব্বশাপ উণ্ ২। ৩০) ইতি ধন্ন. টাপ্ অত ইত্বঃ। কাষ্ঠাদি নির্ম্মিত পুত্রিকা। কাঠের পুতুল।

" অশোককাশুকপ্রোদ্গতকুলবনোজ্জ্বলাম্।
বক্তার বহুধাতভো যত্র শ্রীশালভঞ্জিকাম্।"
(রাজতরঙ্গিণী ২। ৬৬)

২ বেশ্যা। (জটাধর) ৩ ক্রীড়াবিশেষ।

শালভঞ্জী (স্ত্রী) কাষ্ঠাদি নির্ম্মিত পুত্রিকা, কাঠের পুতুল।

শালময় (ত্রি) শাল-ময়ট্। শালবিকার, শালস্বরূপ।

শালমর্কট(ক) (পুং) দাড়িম্ববৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

শালরস (পুং) শালস্য রসঃ। সর্জ্জরস, রাল, চলিত ধুনা।

শালব (পুং) লোধ্র। (শব্দরত্না°)

শালবদন (পুং) অসুরভেদ। ইহার পাঠান্তর কালবদন ও শৃগালবদন দেখিতে পাওয়া যায়।

শালবরী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ধারবার জেলার অন্তর্গত একটী নগর। ধারবাড় হইতে ১৮ ক্রোশ পূর্ব্বোত্তরে অবস্থিত।

শালবর্দ্দী, মধ্যপ্রদেশের বেরার রাজ্যের অন্তর্গত একটী শৈল। ইহার কতকাংশ ইলিচপুর জেলায় এবং কতকাংশ বেতুল জেলায় পড়িয়াছে। পর্ব্বতগাত্রে মারু নদীতীরে শালবর্দ্দী নামক গ্রাম। অক্ষা° ২১° ২৮´ উ° এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৫৯´ পূঃ। এখানে একটী শীতল জলের ও একটী উষ্ণ জলের প্রস্রবণ আছে। স্থানীয় কিংবদন্তী, এই স্থানে মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রম ছিল ও এই স্থানেই লবকুশের জন্ম হয়।

শালবাই, গোয়ালিয়ার রাজ্যের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। ইংরাজের সহিত মরাঠাদিগের সন্ধির জন্য প্রসিদ্ধ।
[সালবাই দেখ।]

শালবানক (পুং) তন্নামক দেশবাসী জাতিবিশেষ। (বিষ্ণুপু°)

শালবাহু, একজন প্রাচীন কবি।

শালবাহন, বাঘেল বংশীয় একজন রাজা।

শালবেষ্ট (পুং) শালস্য বেষ্টো নির্য্যাসঃ। শালনির্য্যাস, ধুনা। (ত্রিকা°)

শালবীন্, দক্ষিণ-ব্রহ্মের তানাসারিমবিভাগের অন্তর্গত ইংরাজাধিকৃত একটী জেলা। ইহা শালবীন পার্ব্বত্য প্রদেশ নামে খ্যাত। পূর্ব্বে যখন উত্তরব্রহ্ম ইংরাজগণের রাজ্যসীমাভুক্ত হয় নাই, তখন ইহা উত্তরে ব্রহ্ম সীমান্ত হইতে দক্ষিণে শালবিন্ নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইহার পূর্ব্বসীমায় শালবীন্ নদী ও পশ্চিমে পৌঙ্গ-লৌঙ পর্ব্বতমালা বিদ্যমান। সমগ্র ব্রহ্মরাজ্য ইংরাজাধিকারে আসিবার পর এই জেলার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। শালবিন্, বিলিন ও যুন্-জালিন নামে তিনটী নদী এই পার্ব্বত্য অধিত্যকা ভূমি বিধৌত করিয়া প্রবাহিত। শেষোক্ত নদীকূলে জেলার সদর পাপুন নগরী অবস্থিত।

[এই নদী ও জেলার বিস্তৃত বিবরণ সালবিন্ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

শালবেত (শিয়ালবেত), বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কাঠিয়াবাড় বিভাগের সমুদ্রোপকূলের ২ মাইল অদূরস্থ একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ। মোবা অন্তরীপ হইতে ১৭ মাইল এবং জাফ্রাবাদ হইতে ৮ মাইল

উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। এই দ্বীপটী দৈর্ঘ্যে ৩ পোয়া ও প্রস্থে ১ পোয়া দীর্ঘ এবং জাফ্রাবাদ সামন্ত রাজ্যের শাসনভুক্ত। ইহার দক্ষিণে ও উত্তরপশ্চিমে দুর্গবাটিকার ন্যায় প্রাচীরাদির চিহ্ন অদ্যাপি দৃষ্টিগোচর হয়। তদ্দর্শনে বোধ হয়, পশ্চিম ভারতের বিখ্যাত জলদস্যুগণ এক সময়ে এই স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া আত্মরক্ষার উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছিল। অধিক সম্ভব, পর্ত্তুগীজগণ দীউ নগর অধিকারের পর, শালবেত অধিকারপূর্ব্বক উত্তর দিকে আপনাদের প্রভাব বিস্তার করিতে চেষ্টা পায়; পরে ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে বসই নগরের অধঃপতনের সঙ্গে পর্ত্তুগীজগণের উত্তরাংশের প্রভাব খর্ব্ব হইয়া পড়ে এবং তাহারা ঐ সময়ে শালবেত পরিত্যাগ করিয়া দীউ রক্ষার্থ যত্নশীল হয়।

শালশাঁইনাবলা (দেশজ) বৃক্ষভেদ।

শালসার (পুং) শালস্য সারঃ। ১ দ্রুম। ২ হিঙ্গু। (বিশ্ব)

শালসারাদি: (পুং) বৈদ্যকোক্ত শালাদি দ্রব্যগণ। এই গণ যথা—শাল ও পেয়াশাল, দুই প্রকার করঞ্জ, খদির এবং দুই প্রকার চন্দন, ঝাউ, অর্জ্জুন, ভূর্জ্জ, লোধ্রযুগ্ম অর্থাৎ শ্বেত ও রক্তবর্ণ লোধ, শিরীষ, অগুরু, কালীয়, পূগ, পূতিক (গন্ধভাদ্রাল) ও কর্কট এই সকল দ্রব্য লইয়া শালসারাদিগণ। এই গণ—শ্লেষ্মাদোষনাশক।

"শালযুগ্মং করঞ্জৌ দ্বৌ খদিরচন্দনদ্বয়ম্।
গন্ধসারোঽর্জ্জুনো ভূর্জ্জো লোধ্রযুগ্মদবাহ্বয়া॥
শিরীষাগুরুকালীয়পূগপূতিককর্কটাঃ।
শালসারাদিরপোষ গণঃ শ্লেষ্মগদাপহঃ॥" (সারকৌমুদী)

শালসেট, বোম্বাই নগরের উত্তরস্থ একটী দ্বীপ। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ঠাণা জেলার উপবিভাগরূপে পরিগণিত। ভূপরিমাণ ২৪১ বর্গ মাইল। এখানে অনেকগুলি গুহামন্দির, চৈত্য ও বৌদ্ধ বিহারের নিদর্শন পাওয়া যায়। [সালসেট দেখ।]

শালা (স্ত্রী) শো (বাহুলকাৎ স্তবে গাণ কালন্। উণ্ ১।১১৭) ইতি উজ্জ্বলদত্তোক্ত্যা কালন্। ১ গৃহ। (অমর) ২ বৃক্ষের স্কন্ধশাখা। ৩ গৃহৈকদেশ, গৃহের একদেশ। (মেদিনী) (দেশজ) ৪ শ্যালক, পত্নীর ভ্রাতা।

শালাক (পুং) ঋষিভেদ। (শতপথব্রা° ১৩।৫।৩।৯)

শালাকাভ্রেয় (পুং) শালকাভি ... পা ৪।১।১২৩) ... অপত্যার্থে ঢক্। ... পা ... ।

শালাকিন্ (পুং) ১ ... । ... । ২ নাপিত। কেহ কেহ শেলধারীও অর্থ করিয়া থাকেন।

শালাক্য (পুং) শলাকা (কুর্ব্বাদিভ্যো ণ্যঃ। পা ৪।১।১৫১) ইতি অপত্যার্থে ণ্য। শলাকার গোত্রাপত্য। (পাণিনি) (ক্লী) ২ আয়ুর্ব্বেদোক্ত অষ্টবিধ তন্ত্রের মধ্যে অন্যতম তন্ত্র। যে তন্ত্রে জত্রুর ঊর্দ্ধভাগস্থ অংশসমূহের অর্থাৎ কর্ণ, চক্ষু, নাসা, জিহ্বা, ওষ্ঠাধর, মুখগহ্বর প্রভৃতির পীড়ার বিবরণ, ও তাহার প্রশমিত করিবার উপায় বর্ণিত আছে, তাহাকে শালাক্য তন্ত্র কহে।

"শিরোরোগা নেত্ররোগাঃ কর্ণরোগা বিশেষতঃ।
জ্রুণশ্চকণ্ঠমন্যাস্থ যে রোগাঃ সম্ভবন্তি হি॥
তেষাং প্রতীকারকর্ম্ম নাসাবস্ত্যঞ্জনানি চ।
অন্তাস্যমুখগণ্ডুষক্রিয়া শালাক্যনামকাঃ॥" (বৈদ্যকসংহিতা ২অ°)

শালাক্র (পুং) ঋষি বিশেষ। (আশ্ব° শ্রৌ° ১২।১৪।৬)

শালাগ্নি (পুং) শালাস্থিত অগ্নি, গৃহের আগুন। (আশ্ব° শ্রৌ° ১।২।১)

শালাঙ্কী (স্ত্রী) পুত্তলিকা, পুতুল। (শব্দরত্না°)

শালাঙ্গার (পুং) ১ কর্ম্মকার, শালাগ্নি, কামারশালের আগুন। ২ শাল কাঠের অঙ্গার।

শালাজ (দেশজ) শ্যালকের পত্নী।

শালাজির (পুং) শরাব, চলিত শরা। (হেম)

শালাঞ্চি (স্ত্রী) শাকভেদ, চলিত শালিঞ্চি শাক। (শব্দরত্না°)

শালাতুরীয় (পুং) মুনিভেদ, পাণিনি মুনির নামান্তর।

শালাত্ব (ক্লী) শালা ভাবে ত্ব। ১ শালার ভাব বা ধর্ম্ম।

শালাথল (পুং) শলাথল ঋষির গোত্রাপত্য।

শালাথলেয় (পুং) শালাথল শুভ্রাদিত্বাৎ অপত্যার্থে ঢক্। শালাথলের গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।১২৩)

শালাদ্বার (ক্লী) শালায়াঃ দ্বারং। গৃহের দ্বার।

শালাদ্বার্য্য (ত্রি) গৃহের দ্বার সম্বন্ধীয়।

শালানী (স্ত্রী) বিদারী। (শব্দরত্না°)

শালাপতি (পুং) শালায়াঃ পতিঃ। গৃহপতি।

শালামর্কটক (ক্লী) ১ চাণক্যমূল। (রাজনি°) ২ বালমূলক। (ভাবপ্র°)

শালামুখ (পুং) ধান্য বিশেষ, কৃষ্ণশুক, তণ্ডুলীকৃত ব্রীহিধান্য
"শালামুখঃ কৃষ্ণশূকঃ কৃষ্ণতণ্ডুল উচ্যতে।" (ভাবপ্র°)

শালামুখীয় (ত্রি) ১ শালামুখসম্বন্ধীয়। ২ গৃহের দ্বার সম্বন্ধীয় (...) (শাংখ্য° শ্রৌ° ৪।২।৬)

শালামৃগ (পুং) শালায়া মৃগঃ। শৃগাল। (ধারা°)

শালার (ক্লীব) ... । ১ হাতুনখ। ২ সোপান। ৩ ... । (মেদিনী)

শালালুক (ত্রি) শলালু (শলালুনো২ন্যতরস্যাং। পা ৪।৪।৫৪) ইতি ঠন্। শলালু যাহার পণ্য, শলালুবিক্রেতা
সুগন্ধ দ্রব্য বিশেষকে শলালু কহে।

শালাবৎ (পুং) ঋষিবিশেষ। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। বিশ্বামিত্রের কন্যা। (হরিবংশ)

শালাবত (পুং) শলাবতের গোত্রাপত্য।

শালাবত্য (পুং) শালাবতের গোত্রাপত্য। ২ শালাবত দেশের রাজা।

শালাবৃক (পুং) শালায়াং গৃহে শাখায়াং বা বৃক ইব। ১ বানর। ২ কুকুর। ৩ শৃগাল। প্রসঙ্গজাতীয় শৃগাল বিশেষ, কেঁউ। (অমর) ৪ মৃগ। (শব্দরত্না°) ৫ বিড়াল। (রাজনি°)

শালাস্থলি (পুং) শালস্থলবাসী রমণী।

শালি (পুং স্ত্রী) শালতীতি শল-বাহুলকাৎ ইঞ্, রস্য লত্বং। কলমাদি ধান্য, ষষ্টিকাদি ধান্য, হৈমন্তিক ধান্য। চলিত আমন ধান। দেশভেদে ইহার নানাপ্রকার ভেদ আছে। বৈদ্যকে ইহার নাম ও লক্ষণাদির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

"শালিধান্যং ব্রীহিধান্যং শূকধান্যং তৃতীয়কম্।
শিম্বীধান্যং ক্ষুদ্রধান্যমিত্যুক্তং ধান্যপঞ্চকম্।
কণ্ডনেন বিনা শুক্লা হৈমন্তাঃ শালয়ঃ স্মৃতাঃ॥" (ভাবপ্র°)

শালিধান্য, ব্রীহিধান্য, শূকধান্য, শিম্বিধান্য ও ক্ষুদ্রধান্য এই পাঁচ প্রকার ধান্য। এই সকল ধান্যের মধ্যে যে সকল ধান্য হেমন্তকালে উৎপন্ন এবং কণ্ডন অর্থাৎ ছাটন ব্যতীত শ্বেতবর্ণ হয়, তাহাকে শালিধান্য কহে। এই শালিধান্য যথা—রক্তশালি, কলম, পাণ্ডুক, শকুনাহৃত, সুগন্ধক, কর্দ্দমক, মহাশালি, দূষক, পুষ্পাণ্ডক, মহিষমস্তক, দীর্ঘশূক, কাঞ্চনক, হায়ন ও লোধ্রপুষ্পক প্রভৃতি। দেশভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের শালিধান্য আছে।

ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—মধুর, রুচ্য, ব্রীহিশ্রেষ্ঠ, নৃপপ্রিয়, ধান্যোত্তম, কেদার, সুকুমারক। কোন কোন পুস্তকে মধুর স্থানে কলম পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়। গুণ—মধুর, কষায়রস, স্নিগ্ধ, বলকারক, মলকাঠিন্য ও মলের অল্পতাকারক। লঘুপাক, রুচিকারক, স্বরপ্রসাদক, শুক্রবর্দ্ধক, শরীরের উপচয়কারক, ঈষৎ বায়ু ও কফবর্দ্ধক, শীতবীর্য্য, পিত্তনাশক এবং মূত্রবর্দ্ধক।

স্থানবিশেষে উৎপন্ন শালিধান্যের গুণও ভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। দগ্ধভূমিজাত শালি—কষায়রস, লঘুপাক, [illegible]মূত্রনিঃসারক, রুক্ষ এবং কফনাশক।

ক্ষেত্রকর্ষণ করিয়া ধান্য বপন করিলে যে ধান্য উৎপন্ন হয়, তাহা বায়ু ও পিত্তনাশক, গুরু, কফ ও শুক্রবর্দ্ধক, কষায়রস, মলের অল্পতাকারক, মেধাজনক এবং বলবর্দ্ধক। অকৃষ্ট ভূমিতে স্বভাবতঃ আপনা আপনি যে ধান্য উৎপন্ন হয়, তাহা ঈষৎ তিক্ত সংযুক্ত, মধুর, কষায় রস, পিত্তঘ্ন, কফনাশক, বায়ু ও অগ্নিবর্দ্ধক এবং কটু ও বিপাক।

বাপিতশালি—যে শালিধান্য একবার উৎপাটন করিয়া পুনরায় বপন করা যায়, তাহাকে বাপিতশালি কহে। এই ধান্য মধুর, কষায়রস, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, পিত্তঘ্ন, কফবর্দ্ধক, মলের অল্পতাকারক, গুরু এবং শীতবীর্য্য।

অবাপিত শালি বাপিত অপেক্ষা কিঞ্চিৎ হীন গুণযুক্ত। রোপিতশালি—বোনাশালি উৎপাটন করিয়া রোপণ করিলে যে ধান হয়, তাহাকে রোপিতশালি কহে। ইহা নূতন অবস্থায় শুক্রবর্দ্ধক এবং পুরাতন হইলে লঘু। অতিরোপ্যাশালি—রোপ্যাশালিকে উৎপাটন করিয়া বপন করিলে যে ধান হয়, তাহাকে অতিরোপ্যাশালি কহে। ইহা রোপ্যাশালি অপেক্ষা অধিক গুণযুক্ত ও লঘুপাক।

ছিন্নরূঢ়াশালি—শীতবীর্য্য, রুক্ষ, বলকারক, কফনাশক, মলরোধক, ঈষৎ তিক্তসংযুক্ত, কষায় রস এবং লঘু। শালিধান্যসমূহের মধ্যে রক্তশালি সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই ধান্য বলকারক, ত্রিদোষনাশক, চক্ষু-হিতকর, মূত্রবর্দ্ধক, স্বরপ্রসাদক, শুক্রবর্দ্ধক, অগ্নিকারক, পুষ্টিজনক, পিপাসা, জ্বর, ব্রণ, শ্বাস, কাস ও দাহনাশক। মহাশালি প্রভৃতি রক্তশালি অপেক্ষা অল্প গুণযুক্ত। (ভাবপ্রকাশ)

বাভট মতে—শালিধান্যের ভিন্ন ভিন্ন নাম—শালি, মহাশালি, কলম, তূর্ণক, শকুনাহৃত, সারামুখ, দীর্ঘশূক, রোধশূক, সুগন্ধক, পতঙ্গ ও তপনীয় এই সকল শালি নির্দ্দোষ। গুণ—স্নিগ্ধ, বলকর, কষায়, লঘু, পথ্য, শীতল ও মূত্রবর্দ্ধক। (বাভট সূত্রস্থা° ৬ অ°) সুশ্রুতমতে নাম—শালি, কলম, সুগন্ধক, শকুনাহৃত, মহাশালি, শীতভীরুক, রোধ্রপুষ্পক, মহিষমস্তক, কর্দ্দমক, পাণ্ডুক, মহাদূষক, পুষ্পাণ্ডক, পুণ্ডরীক, কাঞ্চনক, দীর্ঘশূক, হায়নক, দূষক, মহাদূষক। (সুশ্রুত সূত্রস্থা° ৪৬ অ°) রাজনির্ঘণ্ট মতে শালি ধান্য দশ প্রকার।

"রাজান্নষষ্টিকসিতেতররক্তমুণ্ড-
স্থূলাগ্রগন্ধনিরপাণিকশালিসংজ্ঞাঃ।
ব্রীহিস্ফুটেতি দশধা ভুবি রম্য-
স্তেষাং ক্রমেণ গুণনামময়ং ব্রবীমি॥" (রাজনি°)

[ধান্য শব্দে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

২ গন্ধমৃগ, চলিত গন্ধগোকুল। (ত্রিকা°) ৩ কৃষ্ণজীরক। (রাজনি°) ৪ রসালেক্ষু, অতিশয় রসযুক্ত ইক্ষু। (বৈদ্যকনি°) ৫ পক্ষী। (উণ ৪।১২৭ উজ্জ্বল)

শালি (দেশজ) শ্যালিকা শব্দের অপভ্রংশ, পত্নীর ভগিনী।

শালিআনা (পার্সী) বাৎসরিক, যথা শালিআনা খাজনা, এক বৎসরে যে খাজনা দিতে হয়।

শালিক (দেশজ) শারিকা শব্দজ, শালিক পাখী, শুক পক্ষী।

শালিক (পুং) স্বনামপ্রসিদ্ধ ক্ষুদ্রকায় পক্ষিবিশেষ Turdus salica)। শালিক, গাঙ্গশালিক ও গুয়ে-শালিক নামে

ইহাদের শ্রেণীবিভাগ আছে। শালিকগুলি দেখিতে হরিদ্রাভ কপিশবর্ণ, পদদ্বয় হরিদ্রাবর্ণ এবং কাণের পার্শ্বে হরিদ্রাবর্ণের রোমরেখা আছে। গুয়ে শালিকের রঙ্গ সাদা ও কাল বর্ণে মিশ্রিত। গাঙ শালিকের বর্ণে সাদা রঙ্গের ভাগ বেশী থাকে। ইহারা পোষ মানে এবং কথা বলাইতে চেষ্টা করিলে বেশ পড়ে।

শালিক আচার্য্য, একজন দার্শনিক। ন্যায়মৃত্তরঙ্গিণী প্রণেতা রামাচার্য্যের গুরু।

শালিকগোপ, একজন প্রাচীন কবি।

শালিকনাথ মিশ্র, নয়বর্ত্ম, প্রকরণপঞ্চিকা, প্রশস্তপাদভাষ্যব্যাখ্যা ও শবরভাষ্যটীকা নামক চারি খানি বেদান্ততত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থপ্রণেতা। ইনি প্রভাকরগুরুর শিষ্য। চিৎসুখ স্বকৃত মানসনয়নপ্রসাদনী গ্রন্থে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

ইনি মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। প্রমাণপারায়ণ নামে ইহার রচিত আর একখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়।

শালিকা (স্ত্রী) শালিরেব স্বার্থে কন্। বিদারিকা, চলিত ভূইকুমড়া। (শব্দরত্না°)

শালিখা, কলিকাতা রাজধানীর অপরপারস্থ গঙ্গাতীরবর্ত্তী একটী নগর। ইহা কলিকাতার অংশরূপে গণ্য, কিন্তু কাগজে ইহার বিভাগ স্বতন্ত্র। এখানে মিউনিসিপালিটী আছে। ইহা একটী বাণিজ্যপ্রধান স্থান। এখানে অনেক কল কারখানা ও জাহাজ নির্ম্মাণের ডক আছে।

শালিগোত্র (পুং) বৈদিকাচার্য্যভেদ। সম্ভবতঃ শালিহোত্র। (হেম)

শালিগোপ (পুং) ধান্যক্ষেত্ররক্ষী। যাহারা ক্ষেত্রাদিতে কুঁড়ে বাঁধিয়া চৌকী দেয়। (রঘু ৪। ২০)

শালিঞ্চ (পুং) শাকবিশেষ, চলিত শাঞ্চা শাক। পর্য্যায়—শালঞ্চ, শিতসার, পত্রকেষ্ট, লোহসারক। গুণ—দীপন, তিক্ত, গ্রাহী, অর্শ, কফ ও বাতনাশক। (রাজনি°)

শালিঞ্চী (স্ত্রী) শালিঞ্চ স্ত্রিয়াং ঙীষ্। শাকভেদ, শালিঞ্চ শাক।

শালিত (ত্রি) শালযুক্ত, শালিন্।

শালিত্ব (ক্লী) ১ যুক্তত্ব। ২ শালি যুক্তত্ব।

শালিন্ (ত্রি) শালাস্ত্যস্যেতি ইনি। ১ শালাবিশিষ্ট। ২ পদের শেষে এই শব্দ হইলে যুক্তবাচক হইয়া থাকে।

"চন্দনচর্চ্চিতনীলকলেবর পীতবসন বনমালী।
কেলিচলন্মণিকুণ্ডলমণ্ডিত গণ্ডযুগস্মিতশালী॥" (জয়দেব)

২ শ্লাঘ্য। (ভাগবত ৩। ২৪। ১)

শালিনাথ (পুং) ১ রসমঞ্জরী নামক গ্রন্থপ্রণেতা। বৈদ্যনাথের পুত্র। ২ গীতগোবিন্দটীকারচয়িতা।

শালিনী (স্ত্রী) ছন্দোবিশেষ। এই ছন্দের প্রতি চরণে ১১টী করিয়া অক্ষর থাকিবে এবং ইহার চতুর্থ ও তাহার পর পঞ্চম অক্ষরে যতি, ষষ্ঠ ও নবম বর্ণ লঘু, তদ্ভিন্ন বর্ণ সমুদয় গুরু। ইহার লক্ষণ—"মাত্তৌ গৌ চেৎ শালিনী বেদলোকৈঃ"উদাহরণ—

"অংহো হন্তি জ্ঞানবৃদ্ধিং বিধত্তে
ধর্ম্মং ধত্তে কামমর্থঞ্চ সূতে।
মুক্তিং দত্তে সর্ব্বদোপাস্যমানা
পুংসাং শ্রদ্ধাশালিনী বিষ্ণুভক্তিঃ॥" (ছন্দোমঞ্জরী)

এই শব্দও পদের শেষে প্রযুক্ত হইলে যুক্ত অর্থ বুঝায়। যথা—গুণশালিনী, গুণবিশিষ্টা স্ত্রী।

শালিনীকরণ (ক্লী) অশ্লগ্ ভাবন, তিরস্কার, ভৎসনা। (ত্রিকা°)

শালিপর্ণী (স্ত্রী) শালেরিব পর্ণানি যস্যাঃ। ঙীষ। মাষপর্ণী। (রাজনি°)

শালিপিণ্ড (পুং) নাগভেদ। (ভারত আদিপর্ব্ব)

শালিপিষ্ট (পুং) শালেঃ পিষ্টমিব শুভ্রত্বাৎ। স্ফটিক। (ত্রিকা°)

শালিভদ্র, ১ অনৈক জৈনাচার্য্য, ইনি জিনভদ্র মুনির (১১৪৮ খৃঃ) গুরু। ২ কাব্যালঙ্কারটীকাপ্রণেতা নমির (১০৬৮ খৃঃ অব্দে) গুরু।

শালিমঞ্জরী (পুং) ঋষিভেদ।

শালিমূল (ক্লী) হৈমন্তিক ধান্যমূল। (চরক)

শালিবহ (ত্রি) ১ শালবহনকারী। ২ ধান্যবহনকারী। স্ত্রীলিঙ্গে শাল্যূহী পদ হয়।

শালিবাহ (পুং) ধান্যবহনকারী বৃষ। (রামা° ২।৩২।২০)

শালিবাহন (পুং) শক-প্রবর্ত্তক রাজবিশেষ।

[সাতবাহন শব্দ দেখ।]

শালিশক্তু (পুং) শালিধান্য কৃত শক্তু। গুণ—মধুর, লঘু, শীতল, গ্রাহী, রক্তপিত্তনাশক, তৃষ্ণা, ছর্দ্দি ও জ্বরনাশক।

"মধুরা লঘবঃ শীতাঃ শক্তবঃ শালিসম্ভবাঃ।
গ্রাহিণী রক্তপিত্তঘ্নাঃ তৃষ্ণাছর্দ্দিজ্বরাপহাঃ॥" (চরকসূত্র ২৭অ°)

শালিসূর্য্য (ক্লী) গ্রামভেদ। (ভারত বনপর্ব্ব)

শালিহোত্র (পুং) ১ ঘোটক। (ত্রিকা°) (ক্লী) ২ নকুলকৃত অশ্ববৈদ্যক বিশেষ। ৩ ভোজরাজকৃত অশ্ববৈদ্যক। ৪ গোত্রপ্রবর্ত্তক মুনিভেদ। (লিঙ্গপু° ৭। ৪৯)

শালিহোত্র মুনি, বৈদ্যতন্ত্র ও সিদ্ধযোগসংগ্রহরচয়িতা।

শালিহোত্রায়ণ (পুং) শালিহোত্রের গোত্রাপত্য।

শালী (স্ত্রী) ১ কৃষ্ণজীরক। (রাজনি°) ২ মেথিকা। ৩ শালপর্ণী। ৪ দূর্ব্বালতা। (বৈদ্যকনি°) ৫ বাঙ্গালায় প্রবাহিত একটী ক্ষুদ্র নদী।

শালীকি, প্রাচীন আচার্য্যভেদ। বোধায়নশ্রৌতসূত্রে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

শালীক্ষুমৎ (ত্রি) শালি ও ইক্ষুযুক্ত (ক্ষেত্রাদি)। (বৃহৎস° ১৯।১৬)

শালীগনাম্নী, (শালগ্রামী) গণ্ডকী নদীর স্থানবিশেষের নাম।

শালীন (ত্রি) শালাপ্রবেশনমর্হতীতি শালা (শালীনকৌপীনে অধৃষ্টাকার্য্যয়োঃ। পা ৫।২।২০) ইতি খঞ্ প্রত্যয়েন নিপাতনাৎ সিদ্ধঃ। ১ অধৃষ্ট, বিনীত, অপ্রগল্ভ।

"অথ নিত্যং গৃহস্থেষু শালীনেষু চরেদ্ যতিঃ।" (মার্কণ্ডেয়পু° ৪১।৯)

২ সলজ্জ, লাজুক। ৩ সদৃশ, তুল্য। ৪ শালা সম্বন্ধী।

৫ উৎকৃষ্ট ধান্য। (দিব্যা ৫৫৯।৮)

শালীনতা (স্ত্রী) শালীনস্য ভাবঃ তল্ টাপ্। শালীনের ভাব বা ধর্ম্ম, অপ্রগল্ভতা, অধৃষ্টতা।

শালীনত্ব (ক্লী) শালীনস্য ভাবঃ ত্ব। শালীনের ভাব বা ধর্ম্ম, অধৃষ্টতা।

শালীনীকরণ (ক্লী) শালীন কৃ-অভূত তদ্ভাবে চ্বি। নম্রীকরণ।

শালীনা (স্ত্রী) মিশ্রেয়াখ্য ক্ষুপ, চলিত মৌরিগাছ। (রাজনি°)

শালীন্য (পুং) শালীন (কুর্ব্বাদিভ্যো ণ্যঃ। পা ৪।১।১৫১) ইতি অপত্যার্থে ণ্য। শালীনের গোত্রাপত্য।

শালীপুর, বিশাল রাজ্যের অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম।

(ভবিষ্যব্রহ্মখ° ৬০।৪৬)

শালীয় (ত্রি) শালা অর্থাৎ গৃহ সম্বন্ধীয়। ২ শাল অর্থাৎ শাল বৃক্ষ সম্বন্ধীয়। ৩ বৈদিক আচার্য্য বিশেষ।

শালু (ক্লী) শৃণাতি শাতাগমে-শৃ বাহুলকাৎ-ঞুণ্, রস্য লত্বং। (উণ্ ১।৫) ১ শালূক, কুমুদাদি মূল। (পুং) ২ কষায় দ্রব্য। ৩ চোরকাখ্যৌষধি। (মেদিনী) ৪ ভেক। (হেম)

শালুক (ক্লী) কুমুদাদি মূল, শালূক। (শব্দরত্না°)

শালুম্বা, রাজপুতনার উদয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। এখানে চন্দ্রাবৎ রাজপুতগণের রাজধানী ছিল। [সালুম্বা দেখ।]

শালূক (ক্লী) শল (শলিমণ্ডিভ্যামূকণ্। উণ্ ৪।৪২) ইতি উকণ্। কুমুদাদি মূল, পদ্মকন্দ, পদ্মের গেঁড়ো, চলিত শালুক। হিন্দী—কমলকি নীড়া, তৈলঙ্গ—তাজিকায়, সংস্কৃত পর্য্যায়—পঙ্কশূরণ, শালু। (শব্দর°) গুণ—শীতল, বলকর, পিত্ত, দাহ ও রক্তদোষনাশক, গুরু, দুর্জ্জর, স্বাদুপাক, স্তন্য, বাত ও কফবর্দ্ধক, সংগ্রাহী, মধুর ও রুচিকর। (রাজনি°)

ভাবপ্রকাশমতে, ইহা শীতবীর্য্য, শুক্রজনক, পিত্ত, দাহনাশক, রক্তদোষাপহারক গুরু, দুষ্পাচ্য, মধুর বিপাক, স্তন্যজনক, বায়ুবর্দ্ধক, কফপ্রদায়ক, দাবক, মধুর রস এবং রুক্ষ। শালূকমূলও উক্ত প্রকার গুণযুক্ত।

অগ্নিদিনোৎপন্ন, [illegible] কর্ত্তৃক ভক্ষিত ও আগ্ন [illegible] দ্বারা দূষিত শালূক বর্জ্জনীয়। (ভাবপ্রকাশ) ২ মণ্ডূক। ৩ জাতীফল। (রাজনি°)

শালূকিনী (স্ত্রী) শালূক অস্ত্যর্থে ইনি। শালূকযুক্ত ভূমি। ২ গ্রামভেদ। (পা ২।৪।৭) ৩ তীর্থভেদ। (ভারত বনপ°)

শালূকেয় (পুং) শালূকের গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।১২৩)

শালূর (পুং) শলতি প্লবেন গচ্ছতীতি শল (খর্জ্জিপিঞ্জাদিভ্যঃ উরোলচৌ। উণ্ ৪।৯০) ইতি উ। ১ ভেক। (অমর) ২ ছন্দোভেদ।

শালেমমিশ্রী, কাবুল ও কাশ্মীরাদ প্রদেশজাত বৃক্ষের মূল। ইহা অত্যন্ত কঠিন ও গঁদের ন্যায় কিঞ্চিৎ আঠাযুক্ত ও স্বচ্ছ। গরম জলে দ্রব হয়। গুণ—উষ্ণ, গুরু, আগ্নেয়, রুক্ষ, শুক্রবর্দ্ধক, বর্ণের ঔজ্জ্বল্যকারক, কামবর্দ্ধক, ধাতুপাচক, মেধ্য, হৃদ্য; কফ, যক্ষ্মা, কাস, শ্বাস, স্বরভেদ, দৌর্ব্বল্য, উন্মাদ, অপস্মার, উরুস্তম্ভ, শূল, মূত্ররোগ, প্রমেহ, উদরী, শোথ, বৃদ্ধি গলরোগ, গ্রন্থি, অর্ব্বুদ, শ্লীপদ, বিদ্রধি, ব্রণ, কুষ্ঠ, বিসর্প, বিস্ফোট, মুখ, কর্ণ, নেত্র, শির, যোনি ও সূতিকা এই সকল রোগনাশক। মতান্তরে স্নিগ্ধকারক, বালকের হিতকর, ও পথ্য। (দ্রব্যগুণ)

শালেয় (পুং) শালীনাং ক্ষেত্রং শালি (ব্রীহি শাল্যোর্ঢক্। পা ৫।২।২) ইতি ঢক্। শাল্যুদ্ভব ক্ষেত্র। (অমর) ২ শালা সম্বন্ধী। ৩ শালসম্বন্ধী। ৪ মধুরিকা, মৌরি। (রাজনি°) ৫ বালমূলক। (ভাবপ্রকাশ)

শালেয়া (স্ত্রী) শালেয়-টাপ্। মিশ্রেয়া, চলিত মেথি। ২ শলফা। (বৈদ্যকনি°)

শালৈন, জাতিবিশেষ।

শালোত্তরীয় (পুং) শালোত্তরে গ্রামে ভবঃ শালোত্তর-ছ। পাণিনি মুনি, শালাতুরীয়। (ত্রিকা°)

শালোন, যুক্তপ্রদেশের রায়-বরেলী জেলার অন্তর্গত একটী নগর। [শালোন দেখ]

শাল্তা (দেশজ) শালকাষ্ঠনির্ম্মিত নৌকা বিশেষ। এক একটী শালকাষ্ঠের দীর্ঘকাণ্ডে এক এক খানি দীর্ঘাকার শাল্তী প্রস্তুত হয়। এক একখানি শাল্তীতে ২০, ৩০ মণ পর্য্যন্ত মাল বোঝাই দেওয়া যায়।

শাল্মল (পুং) শাল্মলিবৃক্ষ, চলিত শিমুল গাছ। (শব্দরত্না°) ২ সপ্তদ্বীপের অন্তর্গত দ্বীপবিশেষ। শাল্মল দ্বীপ।

এই দ্বীপ ক্রৌঞ্চদ্বীপ হইতে দ্বিগুণ। (মৎস্যপু° ১০০ অ°)

২ মোচরস। (রত্নমালা)

শাল্মলি (পুং স্ত্রী) স্বনামখ্যাত মহাতরু, চলিত শিমুল গাছ, (Bombax malabaricum) হিন্দী—সেমল, সেমুল, রক্তসেমুল, সেঙর; উৎকল—বোনবো, তামিল—পুলা, মহারাষ্ট্র—শাল্মরি, সংস্কৃত পর্য্যায়—পিচ্ছিলা, পূরণী, মোচা, স্থিরায়ু, চিরারোহা, শাল্মলিনী, শাল্মল, তুলিনী, কুক্কুটী, রক্তপুষ্পা, কণ্টকারী, মোচনী,

চিরজীবী, পিচ্ছিল, রক্তপুষ্পক, তূলবৃক্ষ, মোচাখ্য, কণ্টকদ্রুম, রক্তোৎপল, রম্যপুষ্প, বহুবীর্য্য, যমদ্রুম, দীর্ঘদ্রুম, স্থূলফল, দীর্ঘায়ু, কণ্টকাঢ্য। (ভাবপ্রকাশ)

পূর্ব্বভারত, ব্রহ্মদেশ, যবদ্বীপ ও সুমাত্রাদ্বীপে এই বৃক্ষ প্রচুর জন্মে। আসাম অঞ্চলের ৪ হাজার ফিট উচ্চ পাহাড়ে প্রদেশেও শিমুলগাছ দেখা যায়, ইহার পুষ্প লালবর্ণ, দেখিতে অতি সুন্দর। এই জন্য অনেকে সুবেশধারী মূর্খের সহিত শিমুল-ফুলের তুলনা করিয়া থাকে। বীজকোষে তূলা জন্মে, উহা শয্যার গদী, বালিস, লেপ প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার কাণ্ড অতিশয় মোটা হয় উহার উপরে কর্কের ন্যায় পুরু ছাল হয়। ছালের উপর কাঁটা আছে। ইহার নির্য্যাস মোচরস নামে প্রসিদ্ধ। [মোচরস দেখ।]

ইহার ছাল ও শিকড়ের গুণ—পিচ্ছিল, বলকর বৃষ্য, মধুর, শীতল, কষায়, লঘু, শুক্র ও শ্লেষ্মবর্দ্ধক। ইহার রসগুণ—গ্রাহক, কষায়, ও কফনাশক। ইহার পুষ্প ও ফল পূর্ব্বোক্ত পিচ্ছিলাদি গুণবিশিষ্ট। (রাজনি°)

বীজ—চিক্কণ, স্নিগ্ধ, শুক্রদ, গ্রাহী, ও রক্তপিত্তনাশক, ইহার ফুলের পাতায় ঘৃত সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করিয়া খাইলে প্রদর রোগ প্রশমিত হয়। ইহার নির্য্যাসের গুণ—বৃষ্য, শোথ, পিত্ত ও বাতনাশক। শিমুলগাছের তক্তা তাদৃশ দৃঢ় নহে, গুঁড়ির কাষ্ঠেও সার জন্মে না। তক্তায় চা প্রভৃতি প্যাক করিবার বাক্স, মাছ ধরিবার ফুৎনোকা, কাকন বা শবাধার ও খেলার পুতুল প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। [তূলাদেখ।] (ভাবপ্রকাশ)

২ নরকবিশেষ।

শাল্মলিক (পুং) শাল্মলি (বুহণকঠজিলেভ্যি। পা ৪।২।৮০) ইতি কুমুদাদিত্বাৎ ঠক্। রোহিতক বৃক্ষ, চলিত রক্তরোড়া। (রাজনি°)

শাল্মলিদ্বীপ, সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর একটী দ্বীপভাগ। ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণপাঠে জানা যায় যে এই দ্বীপে প্রচুর শাল্মলিবৃক্ষ ছিল, এই জন্য উহা শাল্মলিদ্বীপ নামে খ্যাত হইয়াছে। এই দ্বীপ দ্বারা ইক্ষুসমুদ্র পরিবেষ্টিত। এখানে শ্বেত বর্ষে কুমুদপর্ব্বত, লোহিতবর্ষে উন্নমপর্ব্বত, জীমূতবর্ষে বলাহকপর্ব্বত, হরিতবর্ষে দ্রোণপর্ব্বত, বৈদ্যুতবর্ষে কঙ্কপর্ব্বত, মানসবর্ষে মহিষপর্ব্বত এবং সুপ্রভবর্ষে ককুদ্মান্পর্ব্বত বিদ্যমান*। এই সপ্তবর্ষে যোনী, তোয়া, বিতৃষ্ণা, চন্দ্রা, শুক্লা, বিমোচনী ও নিবৃত্তি নামে সাতটি [illegible] এই সকল নদী [illegible] [illegible] ইহার [illegible]।

(ব্রহ্মাণ্ড° অনুষঙ্গ° ১২অঃ)

হরিবংশে এই দ্বীপের অবস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

"দক্ষিণেনোত্তরস্তো মেরোঃ শীতোদায়াস্তটে পরে।

নিষধস্য সমীপতঃ রাজতং শাল্মলীস্থলম্॥" (হরিব° ৪।১৮৭

শাল্মলিন্ (পুং) শাল্মল আশ্রয়ত্বেনাস্ত্যস্যেতি ইনি। গরুড়। (ত্রিকা°)

শাল্মলিনী (স্ত্রী) শাল্মলি-বৃক্ষ। (শব্দরত্না°)

শাল্মলিপত্রক (পুং) শাল্মলিপত্রমিব পত্রং যস্য। সপ্তচ্ছদ বৃক্ষ, ছাতিম গাছ। (রাজনি°)

শাল্মলিস্থ (পুং) শাল্মলৌ বৃক্ষে তিষ্ঠতীতি স্থা-ক। গরুড়।

শাল্মলা, গ্রামভেদ। (সহ্যা° ৩৩।৬০)

শাল্মলী (স্ত্রী) শাল্মলি কৃদিকারাদিতি বা ঙীষ্। শাল্মলি বৃক্ষ, শিমুল গাছ। অমরটীকায় ভরত ইহার ব্যুৎপত্তি এইরূপ করিয়াছেন 'শলতি দেহ্যাৎ দূরং গচ্ছতি শাল্মলিঃ শল গতৌ নাম্নীতি মলিন্ বৃদ্ধিঃ। বহ্বোরিত্যুক্তে স্ত্রীপক্ষে শাল্মোণাদীতি ঙীপ শল্মলী চ শাল্মলিশ্চেতি কেচিৎ তন্মতে বিভাষয়া বৃদ্ধিঃ।' (ভরত)

শাল্মলীকণ্টক (পুং) স্বনামপ্রসিদ্ধ কণ্টকবিশেষ, চলিত শিমুল কাঁটা, ইহা ব্যঙ্গরোগনাশক। (বাভট উত্তর ৩২ অ°)

শাল্মলীকন্দ (পুং) শাল্মল্যাঃ কন্দঃ। শাল্মলীবৃক্ষ, শিমুল গাছের মূল। পর্য্যায়—বিষ্কুল, বনবাসক, বনবাসী, মলয়, মল-হন্তা। ইহার গুণ—মধুর, মলসংগ্রাহ, রোধ ও জয়কারক, শীতল, পিত্ত, দাহ, শোক ও সন্তাপনাশক। (রাজনি°)

শাল্মলীকল্প (পুং) বৈদ্যশাস্ত্রের অন্তর্গত চিকিৎসাকল্পভেদ।

(জয়দত্ত)

শাল্মলীফল (পুং) শাল্মল্যাঃ ফলমিব ফলং যস্য। তেজঃফল বৃক্ষ। (রাজনি°) (ক্লী) ২ শিমুল ফল।

শাল্মলীফলক (ক্লী) ক্ষুরাদি শস্ত্রের ধারা সংস্থাপনার্থ কঠিন কাষ্ঠপট্টক। (সুশ্রুত সূত্রস্থা° ৮, ৯ অ°)

শাল্মলীবেষ্ট [ ] (পুং) শাল্মল্যা বেষ্টঃ। শাল্মলীনির্য্যাস, মোচরস, চলিত শিমুল আঠা। পর্য্যায়—পিচ্ছা, মোচরস, শাল্মলীবেষ্টক, মোচ-স্রাব, মোচনির্য্যাস। ইহার গুণ—শীতল, গ্রাহক, স্নিগ্ধ, বলকর, কষায়; প্রবাহিকা, অতিসার, আম, কফ, পিত্ত, রক্তদোষ ও দাহ-নাশক। (ভাবপ্র°) স্বার্থে কন্। শাল্মলীবেষ্টক, শাল্মলীবেষ্ট শব্দার্থ। (রত্নমালা)

শাল্মলীসত্ত্বনির্য্যাস (পুং) মোচরস। (বৈদ্যকারত্না°)

শাল্মলীস্থল (ক্লী) শাল্মলী দ্বীপ। [শাল্মলী দ্বীপ দেখ]

শাল্মল্য (স্ত্রী) শাল্মলির স্ত্রী অপত্য। (পা ৪।১।৮০)

শাল্যপিষ্ট (পুং) ধান্যভেদ। (সংস্কারকৌ°)

শাল্ব (পুং) ১ দেশবিশেষ, শাল্বদেশ।

"শাল্বাস্ত কারকুক্ষায়া নরবস্ত দাশেরকাঃ।" (হেম)

২ রাজবিশেষ। ইনি সৌভ রাজ্যের অধিপতি। মহা-

* লিঙ্গপুরাণে (৪৩।৫) উক্ত সাতটী পর্ব্বতের উল্লেখ আছে।

ভারতে লিখিত আছে যে, যখন কাশীরাজদুহিতাদিগের স্বয়ম্বরা হয় সেই সময় ভীষ্মদেব ঐ কন্যাগণকে রাজগণের সমক্ষে বল-পূর্ব্বক গ্রহণ করিলে শাল্বরাজ ভীষ্মের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু এই যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন। যুদ্ধবিজয়ের পর কাশী রাজের জ্যেষ্ঠা কন্যা ভীষ্মদেবকে বলিয়া ছিলেন যে আমি পূর্ব্বে সৌভরাজ্যের অধিপতি শাল্বরাজকে পতিরূপে মনে মনে বরণ করিয়াছি, তিনিও মনে মনে আমাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইহাতে আমার পিতারও অভিলাষ ছিল, স্বয়ম্বরস্থলে আমি তাঁহাকেই বরণ করিতাম, আপনি ধর্ম্মজ্ঞ, এখন বিবেচনা করিয়া ধর্ম্মাবহিত কার্য্য করুন।

ভীষ্মদেব তাঁহার এই কথা শুনিয়া তাঁহার অভিপ্রায়ানুসারে শাল্বরাজের সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। (ভারত আদিপ° ১০২,৩অ°)

শিশুপালের সহিত শাল্বের বিশেষ সৌহার্দ্দ ছিল। শ্রীকৃষ্ণ শিশুপালকে বধ করিলে শাল্ব শ্রীকৃষ্ণকে বধ করিবার জন্য দ্বারকা-পুরী অবরোধ করেন। প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি যাদবগণের সহিত তাঁহার তুমুল সংগ্রাম হয়। শ্রীকৃষ্ণ ইঁহাকে বিনাশ করেন।

(ভারত বনপর্ব্ব ১৪-২০ অ°)

শাল্বক (ত্রি) ১ শাল্বদেশভব।

শাল্বকিনী (স্ত্রী) নদীবিশেষ। (রামায়ণ ৬।১০।১৪৯)

শাল্বণস্বেদ (পুং) বাতব্যাধিরোগে স্বেদবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী— জীবনীয়দশক, গুড়ূচী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বংশলোচন, পদ্মকাষ্ঠ, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, দেবদারু, কুড়, হরিদ্রা, বরুণত্বক্, মেষশৃঙ্গী, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, আলকুশী, শর, ঝাঁটী, শ্বেত আকন্দ, শুণ্ঠক, গোক্ষুর, পাষাণভেদ, রক্ত আকন্দ, শতমূলী, পুনর্ণবা, বজ্র আটা ধুতুরা, বামনহাটী, বিছাতী, যব, কুল, কুলথ, এবং দশমূল এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ৯ মাষা মিলিত ৮ পল, এই সকল দ্রব্য বিধি অনুসারে স্বেদ দিলে বাতব্যাধি রোগ আশু প্রশমিত হয়।

(চক্রদত্ত বাতব্যাধিচি°, সুশ্রুত চিকি° ৪ অ°)

শাল্বসেনি[নী] (পুং) ১ দেশবিশেষ। (ভারত ৬।৯।৬০) এই জনপদ গোদাবরী নদীর পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। পাশ্চাত্য ভৌগোলিকগণ ইহাকে Salakenoi শব্দে উল্লেখ করিয়াছেন। ২ তদ্দেশবাসী লোক।

শাল্বাগিরি (পুং) পর্ব্বতবিশেষ। (পা ৬।৩।১১৭)

শাল্বায়ন (পুং) শাল্বরাজের গোত্রাপত্য।

শাল্বিক (পুং) [illegible] পক্ষী।

শাল্বেয় (পুং) ১ দেশভেদ। ২ তদ্দেশবাসী। ৩ তদ্দেশাধিপতি।

শাল্বেয়ক (পুং) শাল্বের জনপদবাসী।

শাব (পুং) শবাতে প্রাপ্যতে হাত শব-গতৌ-ঘঞ্। ১ শিশু। (শব্দরত্না°) ২ শবস্থান। (ত্রি) ৩ শবসম্বন্ধী।

"গ্রহণে শাবমাশৌচং বিমুক্তো সৌতিকং স্মৃতম্।

তয়োঃ সম্পত্তিমাত্রেণ উপস্পৃশ্য ক্রিয়াক্রমঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)

শাবক (পুং) শাব এব স্বার্থে কন্। শাব, শিশু। (অমর)

শাবতা (স্ত্রী) শাবস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। শাবের ভাব বা ধর্ম্ম, শাবত্ব, শিশুত্ব, বালত্ব। শাবকের কার্য্য। ১ শাবতা।

শাবর (পুং) শবর-অণ্। ১ পাপ। ২ অপরাধ। ৩ লোধ্র বৃক্ষ। (মেদিনী) ৪ শবরস্বামিকৃত ভাষ্যবিশেষ, মীমাংসাভাষ্য। ৫ শিবকৃত তন্ত্রবিশেষ। (ত্রি) ৬ শবর সম্বন্ধী।

শাবরকরোধ্র (পুং) অক্ষিমেষজাপরসংজ্ঞক স্বনামখ্যাত দেশ প্রচলিত পাটিয়া-লোধ। (বাভট)

শাবরভেদাক্ষ (ক্লী) তাম্র। (হেম)

শাবরী (স্ত্রী) শূকশিম্বী। (মেদিনী)

শাবসায়ন (পুং) শবসের গোত্রাপত্য।

শাশ (ত্রি) শশ-অণ্। শশ সম্বন্ধীয়। (যাজ্ঞবল্ক্য ১।১৫৮)

শাশক (ত্রি) শশকস্যেদং শশক-অণ্। শশক সম্বন্ধীয়।

শাশবিন্দব (ত্রি) শশবিন্দুর অপত্য। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। শাশবিন্দবী।

শাশাদনক (ত্রি) শশাদন (ধূমাদিভ্যশ্চ। পা ৪।২।১২৭) ইতি বুঞ্। শশাদন দেশবাচী।

শাশিক (পুং) ১ দেশভেদ। ২ তদ্দেশবাসী।

শাশুড়ী (দেশজ) শ্বশ্রূ, শ্বশ্রূশব্দের অপভ্রংশ, পত্নীর মাতা।

শাশুড়ায়া (দেশজ) অপবাদবিশেষ, যাহারা শাশুড়ীর সহিত ভ্রষ্ট, তাহাদিগকে শাশুড়ে বা শাশুড়িয়া কহে।

শাশ্বৎ (পুং) শাশ্বত।

শাশ্বত (ত্রি) শশ্বদ্ভবং, শশ্বৎ-অণ্। ১ নিত্য। চিরস্থায়ী।

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।"

(রামায়ণ ১।২।১৫)

পারিভাষিক শাশ্বত যথা—দেবপূজা প্রভৃতি, ব্রাহ্মণ উদ্দেশে দান, সদ্গুণাবস্থা, সুহৃদ্ ও মিত্র এই সকলকে পারিভাষিক শাশ্বত কহে।

"শাশ্বতং দেবপূজাদি বিপ্রদানঞ্চ শাশ্বতম্।

শাশ্বতং সদ্গুণা-বিস্থাঃ সুহৃন্মিত্রঞ্চ শাশ্বতম্॥"

(গরুড়পু° নীতিসা° ১১৯ অ°) (পুং) ২ (শব্দরত্না°) ৩ শিব। (ভারত ১৩।১৭।১২)

শাশ্বতিক (ত্রি) ১ শাশ্বত। নিত্য।

শাষসান (পুং) [illegible]

শাষ্কুল (ত্রি) মাংসাশী। (হেম)

শাষ্কুলিক (ক্লী) শষ্কুল সমূহার্থে ঠক্। শষ্কুলীসমূহ (অমর)

শাষ্পক (ত্রি) শষ্প (ধূমাদিভ্যশ্চ। পা ৪।২।১২৭) ইতি বুঞ্। ১ শষ্পবহুল দেশ। ২ শষ্পবহুল দেশস্থিত।

শাষ্পেয় (পুং) বৈদিক আচার্য্যভেদ। (পা ৪।৩।১০৬)

শাষ্পেয়িন্ (পুং) শাষ্পেয় শাখাধ্যায়ী।

শাস, শাসন, অনুশাসন। ২ উপদেশ। অদাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ শাস্তি, শিষ্ট, শাসতি। লিঙ্ শিষ্যাৎ। লোট্-হি শাধি। লঙ্ অশাৎ, অশিষ্টাং, অশাসুঃ। লিট্ শশাস, শশাসতুঃ। লুট্ শাসিতা। লৃট্ শাসিষ্যতি। লুঙ্ অশিষৎ। সন্ শিশাসিষতি। যঙ্ শেশিষ্যতে। যঙ্লুক্ শাশাস্তি। নিচ্ শাসয়তি। লুঙ্ অশশাসৎ। অনু-শাস অনুশাসন। আ-শাস=আদেশ, কথন। "রক্ষাংসি রক্ষিতুং সীতা মাশিষৎ" (ভট্টি ৬।৪)

আঙ্+শাস=আশীর্ব্বাদ, ভ্বাদি° অদাদি° সক° সেট্। লট্—আশাস্তে, আশাসাতে, আশাসতে। লিট্—আশশাসে। লুট্—আশাসিতা। লৃট্—আশাসিষ্যতে। লুঙ্—আশাসিষ্ট। অদাদি স্থলে লট্ আশাস্তে। আঙ্ পূর্ব্বক-শাস ধাতু আশীর্ব্বাদ অর্থে আত্মনেপদ হয়, কিন্তু প্রপূর্ব্বক শাস ধাতু আত্মনেপদের প্রয়োগও দেখিতে পাওয়া যায়।

"ইদং পারকান্ত্যা গুরুভ্যঃ নমো বাকং প্রশাস্মহে।"

(উত্তরচরিত ১ অ°)

শাস্ (স্ত্রী) ১ শাসন। ২ আয়ুধবিশেষ। "তে চিদ্ধি পূর্ব্বীরভিসন্তি শাসা" (ঋক্ ৭।৪৮।৩) 'শাসা শাসনেন স্বকীয়য়া আজ্ঞা, যদ্বা বিশসতে হিংসতে হননেনেতি শাস্ শব্দ আয়ুধবাচী তেন' (সায়ণ)

শাস (পুং) শাস-ঘঞ্। ১ অনুশাসন। ২ স্তব।

"রাতহব্যঃ প্রতি যঃ শাসমিন্বতি" (ঋক্ ১।৫৪।৭)

'শাসং ইন্দ্রকর্তৃকমনুশাসনং যদ্বাতস্ত স্তুতিং শাস্ত্র অনুশিষ্টাবিত্যাস্মাদ্‌ভাবে ঘঞ্' (সায়ণ)

শাসক (পুং) শাস-ণ্বুল্। শা শাসনকর্ত্তা।

শাসন (ক্লী) শাস-ল্যুট্। আজ্ঞা, পর্য্যায়—অববাদ, নির্দ্দেশ, শিষ্টি, শাস্তি, আদেশ আদেশন, শাস্ত্র। (জটাধর)

"কুর্য্যাত্ শাসনং রাজা সম্যক্‌সারাপরাধতঃ।" (মনু ৯।২৬২)

কুল্লূক শাসন শব্দের অর্থ দণ্ড করিয়াছেন, চৌর্য্যাদি কোন অপরাধ করিলে বিচার দ্বারা দণ্ডানুসারে তাহার শাসন অর্থাৎ দণ্ড বিধান করিবে।

২ রাজদত্ত ভূমি। ৩ লেখ। ৪ শাস্ত্রোক্ষাননশাসনং। ৪ শাস্ত্র, যাহা দ্বারা লোক শাসিত হয়। শাস্ত্র দ্বারা লোক সকল শাসিত হয় এইজন্য ইহাকে শাসন কহে। ৫ শাস্তি। (মেদিনী) ৬ দানলিখিত তাম্রফলকাদি। যে তাম্রফলক প্রভৃতি দান বাক্যাদি লিখিয়া দেওয়া যায়, ইহাকে চলিত কথায় স্থায়ী দলিল্ বলা যাইতে পারে।

"শাসনং লেখয়িত্বা চ তমেবং স সমাদিশৎ।
শুকারপীঠমার্গেণ তত্র গচ্ছোত্তরাং দিশম্॥
তত্রামুনা শাসনেন গ্রামং ভুঙ্ক্ষ্ব মদর্পিতম্।
নাম্না তং খণ্ডবটকং পৃচ্ছন্ গচ্ছন্ বাপ্‌স্যসি॥"

(কথাসরিৎসা° ১২৪।৬২-৩)

শাসনদেবতা (স্ত্রী) অর্হৎ দেবীবিশেষ। (হেম)

শাসনদেবী (স্ত্রী) অর্হৎ দেবীবিশেষ। (শব্দরত্না°)

শাসনধর (ত্রি) ধরতীতি ধরঃ শাসনস্য ধরঃ। রাজদূত।

শাসনবাহক (পুং) ১ রাজদূত। ২ আজ্ঞাবাহক।

(কামন্দকীয় ১২।২)

শাসনহর (পুং) হরতীতি হৃ-অচ্, শাসনস্য হরঃ। ১ রাজদূত। ২ আজ্ঞাবাহক।

শাসনহারক (পুং) ১ রাজদূত। (কামন্দকীয় নীতি ১২।৩) ২ আজ্ঞাবাহী।

শাসনহারিন্ (ত্রি) রাজদূত। (রঘু ৩।৬৮)

শাসনী (স্ত্রী) শাসন স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ধর্ম্মোপদেশকর্ত্রী।

"অকৃণ্বন্ মনুষস্য শাসনীঃ" (ঋক্ ১।৩১।১১)

শাসনীয় (ত্রি) শাস-অনীয়র্। শাসনার্হ, শাসনযোগ্য, শাসনের উপযুক্ত।

শাসিত (ত্রি) শাস-ক্ত। কৃতশাসন, যাহাকে শাসন করা হইয়াছে।

"সুজীর্ণমন্নং সুবিচক্ষণঃ সুতঃ
সুশাসিতা স্ত্রী নৃপতিঃ সুসেবিতঃ।
সুচিন্ত্য চোক্তং সুবিচার্য্য যৎ কৃতং
সুদীর্ঘকালেঽপি ন যাতি বিক্রিয়াম॥" (পঞ্চতন্ত্র)

শাসিতৃ (ত্রি) শাস্-তৃচ্। শাস্তা, শাসনকর্ত্তা।

"স রাজা পুরুষো দণ্ডঃ স নেতা শাসিতা চ সঃ॥" (মনু ৭।১৭)

২ ব্যাখ্যাতা।

"ব্রাহ্মস্য জন্মনঃ কর্ত্তা স্বধর্ম্মস্য চ শাসিতা।" (মনু ২।১৫০)

'স্বধর্ম্মস্য শাসিতা স্বধর্ম্মস্য ব্যাখ্যাতা' (কুল্লূক)

শাসিন্ (ত্রি) শাস-ণিনি। শাসনকারী, এই শব্দ প্রায় উপপদ পূর্ব্বক ব্যবহার হইয়া থাকে।

শাস্তৃ (ত্রি) শাসিতা, শাসনকর্ত্তা।

"অস্য শাস্তুরুভয়াসঃ সচন্তে" (ঋক্ ১।৬০।২)

'শাস্তুঃ শাসিতুঃ, শাসু অনুশিষ্টৌ তৃন্ ইড়াগমাভাবশ্চ তকার লোপশ্ছান্দসঃ' (সায়ণ)

শাস্তি (স্ত্রী) শাস-বাহুলকাৎ তি। (উণ্ ৪।১৭৯) শাসনদণ্ড।

শাস্তৃ (ত্রি) শাস্ (তৃন্‌তৃচৌ শংসীতি। উণ্ ২।৯৪) ইতি অশংজায়ামপি তৃন্ সচ অনিট্। শাসনকর্ত্তা, শাসক, পর্য্যায় দেশক, শাসিতা। (ত্রিকা°)

"যৌ শাস্তারৌ ত্রিলোকেঽস্মিন্ ধর্ম্মাধর্ম্মৌ প্রকীর্ত্তিতৌ॥"

(অগ্নিপু° গণভেদনামাধ্যায়)

২ বুদ্ধ। (অমর) ৩ উপাধ্যায়। ৪ রাজা। ৫ পিতা।

(সংক্ষিপ্তসার উণাদি)

শাস্তৃত্ব (ক্লী) শাস্তু র্ভাবঃ ত্ব। শাস্তার ভাব বা ধর্ম্ম, শাস্তার কার্য্য, শাসন, শাস্তি।

শাস্ত্র (ক্লী) শিষ্যতেঽনেন শাস (সর্ব্বধাতুভ্যষ্ট্রন্। উণ্ ৪।১৫৮) ইতি ষ্ট্রন্। ১ নির্দেশ। হিতানুশাসনগ্রন্থ, যে সকল গ্রন্থ বেদমূলক তাহাই শাস্ত্র, তাহাই সাধুগণ কর্ত্তৃক আদরণীয়। শাস্ত্র অষ্টাদশবিধ—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ, ছন্দঃ, ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, মীমাংসা, ন্যায়, ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গন্ধর্ব্ববেদ ও অর্থশাস্ত্র এই অষ্টাদশ প্রকার শাস্ত্র। এই অষ্টাদশ শাস্ত্র অষ্টাদশ বিদ্যা নামে অভিহিত।

"অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ।
ধর্ম্মশাস্ত্রং পুরাণঞ্চ বিদ্যাহ্যেতাশ্চতুর্দ্দশ॥
আয়ুর্ব্বেদো ধনুর্ব্বেদো গান্ধর্ব্বশ্চেতি তে ত্রয়ঃ।
অর্থশাস্ত্রং চতুর্থঞ্চ বিদ্যাহ্যষ্টাদশৈব তাঃ॥" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

এই অষ্টাদশ প্রকার শাস্ত্র দ্বারা লোক সকল অনুশিষ্ট হয়, এই জন্য ইহা শাস্ত্র নামে অভিহিত।

মৎস্যপুরাণে শাস্ত্রের উৎপত্তির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে পূর্ব্বে দেবতাদিগের পিতামহ কঠোর তপোনুষ্ঠান করেন, তাহাতে সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ প্রভৃতি শাস্ত্র আবির্ভূত হয়। সকল শাস্ত্রের প্রথমে পুরাণ ও অপর বক্ত্র হইতে বেদ মীমাংসা ন্যায় প্রভৃতি বিনির্গত হয়।

"তপশ্চচার প্রথমমমরাণাং পিতামহঃ।
আবির্ভূতা ততো বেদাঃ সাঙ্গোপাঙ্গপদক্রমাঃ॥
পুরাণং সর্ব্বশাস্ত্রাণাং প্রথমং ব্রহ্মণা স্মৃতম্।
নিত্যং শব্দময়ং পুণ্যং শতকোটিপ্রবিস্তরম্॥
অনন্তরঞ্চ বক্ত্রেভ্যো বেদাস্তস্য বিনিঃসৃতাঃ।
মীমাংসান্যায়বিদ্যাশ্চ প্রমাণং তর্কসংযুতাঃ॥
বেদাভ্যাসরতস্যাস্য প্রজাকামস্য মানসাঃ।
মনসা পূর্ব্বসৃষ্টা বৈ জাতা যে তেন মানসাঃ॥"

(মৎস্যপু° ৩ অ°)

শাস্ত্রে যে সকল বিধি ও নিষেধ আছে, তদনুসারে আচরণ করা সকলের কর্ত্তব্য। শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মই বিধেয়, শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। গীতায় লিখিত আছে যে যাহারা শাস্ত্র বিধি পরিত্যাগ করিয়া নিজের ইচ্ছানুসারে কর্ম্ম করিয়া থাকে, তাহারা সিদ্ধি এবং সুখ কিছুই প্রাপ্ত হয় না।

"যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥" (গীতা ১৬ অ°)

পদ্মপুরাণেও লিখিত আছে যে, সর্ব্বদা শ্রুতি, স্মৃতি, ও সদাচারবিহিত কর্ম্ম আচরণ করিবে, যাহারা ইহার অন্যথাচরণ করে, তাহাদের নরক হইয়া থাকে। অতএব যে সকল শাস্ত্র বেদবিরুদ্ধ, তাহাতে যে সকল বিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। স্ববুদ্ধিরচিত শাস্ত্রে মুগ্ধদিগকে প্রতারিত করা হইয়াছে, তাহারা এই অসচ্ছাস্ত্রানুসারে কর্ম্মাচরণ করিয়া শ্রেয়োমার্গ হইতে ভ্রষ্ট হয় এবং পরে বিনষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং অসচ্ছাস্ত্র লোকনাশের হেতু। বেদবিরুদ্ধ যে শাস্ত্র তাহাই অসচ্ছাস্ত্র।

"শ্রুতিস্মৃতিসদাচারবিহিতং কর্ম্ম কেবলম্।
সেবিতব্যং চতুর্ব্বর্ণৈ র্ভক্তিভিঃ কেশবং সদা॥
অন্যথা নিরয়ং যান্তি কুমার্গাগমসেবনাৎ।
অতো বেদবিরুদ্ধার্থং শাস্ত্রোক্তং কর্ম্ম সন্ত্যজেৎ॥
স্ববুদ্ধিরচিতৈঃ শাস্ত্রৈঃ প্রতার্য্যেহ চ বালিশান্।
বিনাশ্য শ্রেয়সো মার্গং লোকনাশায় কেবলম্॥
নির্ম্মান্তি দেবতা বেদাংস্তপো নিন্দন্তি সত্তিজান্।
তেন তে নিরয়ং যান্তি হ্যসচ্ছাস্ত্রনিষেবনাৎ॥
শ্রুতিস্মৃতিসদাচারবিহিতং কর্ম্ম শাশ্বতম্।
স্বং স্বং ধর্ম্ম প্রযত্নেন শ্রেয়োঽর্থী সমাচরেৎ॥
স্ববুদ্ধিরচিতৈঃ শাস্ত্রৈর্মোহয়িত্বা জনং নরাঃ।
তেন তে নিরয়ং যান্তি যুগানাং সপ্ত বিংশতিঃ॥"

(পদ্মপুরাণ উত্তরখ° ১৭ অ°)

শাস্ত্র সকল সংশয়চ্ছেদকারক, অর্থাৎ শাস্ত্রে জ্ঞান থাকিলে সকল প্রকার সংশয় নিরাকৃত হয়, এবং ইহা পরোক্ষার্থের দর্শক, ও সকলের চক্ষুঃ স্বরূপ, যাঁহার এই শাস্ত্রচক্ষুঃ নাই, তিনি অন্ধ, চক্ষু না থাকিলে প্রকৃত অন্ধ হয় না, যাহার শাস্ত্রজ্ঞান নাই তিনিই প্রকৃত অন্ধ।

"অনেকসংশয়োচ্ছেদি পরোক্ষার্থস্য দর্শকম্।
সর্ব্বস্য লোচনং শাস্ত্রং যস্য নাস্ত্যন্ধ এব সঃ॥" (চাণক্য)

শাস্ত্রকার (পুং) শাস্ত্রং করোতীতি কৃ 'কর্ম্মণ্যণ্' ইতি অণ্। শাস্ত্রকর্ত্তা, যিনি শাস্ত্র প্রণয়ন করেন।

শাস্ত্রকৃৎ (পুং) শাস্ত্রং করোতীতি কৃ-কিপ্-তুক্‌চ। ১ ঋষি। ২ আচার্য্য। (ত্রিকা°) ৩ শাস্ত্রকর্ত্তা, শাস্ত্রপ্রণেতা।

শাস্ত্রগঞ্জ (পুং) কথাসরিৎসাগর বর্ণিত শাস্ত্রজ্ঞ তোতাপাখী। (কথাসরিৎসা° ৫৯।২৮)

শাস্ত্রগণ্ড (পুং) প্রঘটাবিৎ। (ত্রিকা°) হারাবলীতে ইহার পাঠান্তর ছাত্রগণ্ড।

শাস্ত্রচক্ষুস্ (ক্লী) শাস্ত্রমেব চক্ষুরিব। ১ ব্যাকরণ। ব্যাকরণ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি না হইলে কোন শাস্ত্রের অধিকার হয় না, এই জন্য ব্যাকরণকে শাস্ত্রচক্ষুঃ কহে। শাস্ত্রমেব চক্ষুঃ রূপক-কর্ম্মধারয়ঃ। ২ শাস্ত্ররূপ চক্ষুঃ। (ত্রি) শাস্ত্রং চক্ষুর্যস্য। ৩ যাহাদের শাস্ত্ররূপ চক্ষুঃ আছে। যাহারা জ্ঞানী, তাহারা শাস্ত্রচক্ষু দ্বারা দর্শন করিয়া থাকেন।

শাস্ত্রচারণ (ত্রি) শাস্ত্রং চারয়তি প্রচারয়তি চর-ণিচ্-ল্যু। শাস্ত্রদর্শী। (শব্দরত্না°)

শাস্ত্রচিন্তক (পুং) শাস্ত্রং চিন্তয়তীতি চিন্ত-ণ্বুল্। শাস্ত্রচিন্তাকারী, যিনি শাস্ত্রালোচনা করেন।

শাস্ত্রচৌর (পুং) শাস্ত্রজ্ঞ আচার্য্য।

শাস্ত্রজ্ঞ (পুং) শাস্ত্রং জানাতীতি জ্ঞা-ক। শাস্ত্রবেত্তা, যাহারা শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ অবগত আছেন, শাস্ত্রদর্শী, পণ্ডিত।

"অনিযুক্তো নিযুক্তো বা শাস্ত্রজ্ঞো বক্তুমর্হতি"। (নারদ)

শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ (ত্রি) শাস্ত্রস্য তত্ত্বং জানাতীতি জ্ঞা-ক। শাস্ত্রার্থদর্শী, শাস্ত্রের তত্ত্ব যিনি অবগত আছেন, পণ্ডিত, জ্ঞানী। (পুং) ২ গণক।

'দৈবজ্ঞো গণকো জ্ঞানী মৌহূর্ত্তো দৈবলেখকঃ।' (শব্দরত্না)

শাস্ত্রতস্ (অব্য°) শাস্ত্র-তসিল্। ১ শাস্ত্রানুসারে। ২ শাস্ত্র হইতে। পঞ্চমী বা সপ্তমীর অর্থ হইলে তসিল্ প্রত্যয় হয়।

শাস্ত্রত্ব (ক্লী) শাস্ত্রস্য ভাবঃ ত্ব। শাস্ত্রের ভাব বা ধর্ম্ম।

শাস্ত্রদর্শিন্ (ত্রি) শাস্ত্রং দ্রষ্টুং শীলমস্য দৃশ ণিনি। শাস্ত্রদ্রষ্টা, শাস্ত্রজ্ঞ।

শাস্ত্রদৃষ্ট (ত্রি) শাস্ত্রে দৃষ্টঃ। শাস্ত্রে যাহা দৃষ্ট হইয়াছে, শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট।

"প্রত্যহং দেশদৃষ্টৈশ্চ শাস্ত্রদৃষ্টৈশ্চ হেতুভিঃ।" (মনু ৮।৩)

শাস্ত্রদৃষ্টি (পুং) শাস্ত্রমেব দৃষ্টির্যস্য। শাস্ত্রং যাহাদের চক্ষু শাস্ত্রজ্ঞ।

"ইদনং লক্ষ হোমাশ্চ নবিভঃ শাস্ত্রদৃষ্টিভিঃ॥" (মার্কপু° ৮৯।৩৯)

(স্ত্রী) ২ শাস্ত্ররূপ দৃষ্টি।

শাস্ত্রনেত্র (ত্রি) শাস্ত্রমেব নেত্রং যস্য। শাস্ত্রচক্ষুঃ।

শাস্ত্রবক্তৃ (ত্রি) শাস্ত্রস্য বক্তা। শাস্ত্রোপদেষ্টা, যিনি শাস্ত্রবিষয়ক উপদেশ দেন।

শাস্ত্রবুদ্ধি (ত্রি) শাস্ত্রে বুদ্ধির্যস্য। যাহার শাস্ত্রবিষয়ক বুদ্ধি আছে, [illegible] তাহাকে শাস্ত্রবিদ্ কহে। (স্ত্রী) ২ শাস্ত্রবিষয়িণী বুদ্ধি, যে বুদ্ধি থাকিলে শাস্ত্র বুঝিতে পারা যায়, তাহাকে শাস্ত্রবুদ্ধি।

শাস্ত্রমতি (ত্রি) শাস্ত্রে মতির্যস্য। শাস্ত্রবুদ্ধি।

শাস্ত্রবৎ (অব্য°) শাস্ত্রতঃ।

শাস্ত্রবিদ্ (ত্রি) শাস্ত্রং বেত্তীতি বিদ্-কিপ্। শাস্ত্রজ্ঞ, শাস্ত্রবেত্তা। শাস্ত্রদর্শী। (অমর)

শাস্ত্রবিপ্রতিষিদ্ধ (ত্রি) শাস্ত্রেণ বিপ্রতিষিদ্ধঃ। শাস্ত্রনিষিদ্ধ, শাস্ত্রে যাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

শাস্ত্রশিল্পিন্ (পুং) শাস্ত্রং শিল্পমস্যাস্তীতি ইনি। ১ কাশ্মীরদেশ। ২ তদ্দেশস্থ। ৩ ভূমি। (ত্রিকা°)

শাস্ত্রাবর্ত্তলিপি (পুং) লিপিবিশেষ। (ললিতবিস্তর)

শাস্ত্রিত (ত্রি) শাস্ত্রমস্যাস্তীতি শাস্ত্র তারকাদিত্বাদিতচ্। (পা ৫।২।৩৬) শাস্ত্রযুক্ত।

শাস্ত্রিন্ (ত্রি) শাস্ত্রং বেত্তি শাস্ত্র-ইন্। শাস্ত্রবেত্তা, শাস্ত্রজ্ঞ। ২ উপাধি বিশেষ।

শাস্ত্রীয় (ত্রি) শাস্ত্রসম্বন্ধীয়।

শাস্য (ত্রি) শাস ণ্যৎ। ১ শাসনীয়, শাসনার্হ, শাসনের যোগ্য।

"যো নিক্ষেপং নার্পয়তি যশ্চ নিক্ষেপ্য যাচতে।

তাবুভৌ চৌরবচ্ছাস্যৌ দাপ্যৌ বা তৎসমং দমম্॥" (মনু ৮।১৯১)

২ শিক্ষণীয়।

"মনবে শাস্যো ভূঃ" (ঋক্ ১।১৮২।৭)

'শাস্যো ভূঃ শিক্ষণীয়ো ভব' (সায়ণ)

শাহ (পারসী) ১ রাজা। ২ সম্ভ্রান্ত মুসলমান রাজপুরুষ বা ধনাঢ্য ব্যক্তির উপাধি।

শাহ আব্বাস (১ম) পারস্যের শাফই বংশের সপ্তম রাজা। সুলতান সেকেন্দর শাহের পুত্র। খৃষ্টীয় ১৫৭১ অব্দে ২৯এ জানুয়ারী সোমবার (১লা রমজান ৯৭৮ হিঃ) ইঁহার জন্ম হয়। ষোড়শ বর্ষ বয়সে ৫৮৮ খৃঃ অব্দে ইনি ইঁহার পিতার জীবদ্দশাতেই খুরাসানের রাজন্যগণ কর্ত্তৃক রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হন। ইনিই সর্ব্বপ্রথমে ইস্পাহান নগরে পারস্যের রাজধানী সংস্থাপন করেন। শাহ আব্বাস শৌর্য্য, বীর্য্য ও শাসনগৌরবে যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি অসাধারণ প্রতাপে স্বীয় রাজ্যের সীমা অধিকতর বিস্তৃত করিয়াছিলেন। ১৬২২ খৃঃ অব্দে ইনি ইংরাজ সৈন্যগণের সহিত এক যোগে অরমস্ দ্বীপ অধিকার করেন। এই অরমস্ দ্বীপ ১২২ বৎসর পর্য্যন্ত পর্ত্তুগীজ শাসনাধীন ছিল। শাহ আব্বাস অকবর ও জাহাঙ্গীরের সমকালীন লোক। ৪৪ বৎসর কাল রাজ্যশাসন করিয়া ১৬২৯ খৃঃ অব্দে ৮ই জানুয়ারী (২৫ জুমাদা ১০৩৮ হিঃ) ইনি মাজন্দারাণে সংবরণ করেন। ইঁহার পৌত্র শাহসুফি ইঁহার উত্তরাধিকারী হন। শাহ আব্বাস একজন গোঁড়া শিয়া ছিলেন।

২, উক্ত ১ম আব্বাসের প্রপৌত্রও শাহ আব্বাস নামে পরি-

চিত। ১৬৪২ খৃঃ অব্দের মে মাসে ইনি ইহার পিতা শাহ সাফির সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। এই সময়ে ইহার বয়স প্রায় দশ বৎসর মাত্র। ইহার পিতার সময়ে কান্দাহার সহর ইহাদের অধিকারচ্যুত হইয়াছিল। দ্বিতীয় শাহ আব্বাস এই নগরীতে পুনর্ব্বার আধিপত্য সংস্থাপন করেন। এই সময়ে ইহার বয়স ষোড়শ বর্ষের অধিক ছিল না। শাহজাহান কান্দাহারে পুনর্ব্বার স্বীয় অধিকার বিস্তার করিতে যথেষ্ট চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সকল প্রয়াসই বিফল হইয়াছিল। শাহ আব্বাস প্রায় ২৫ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। ৩৪।৩৫ বৎসর বয়সে ১৬৬৬ খৃঃ অব্দের ২৬এ আগষ্ট। ৫ই রবি-উল আব্বল, ১০৭৭ হিঃ) ইহার মৃত্যু হয়, ইহাঁর পুত্র সাফি মীর্জ্জা (শাহ সোলেমান) পিতৃসিংহাসনে অধিরূঢ় হন।

শাহ আলম্, দিল্লীর একজন সম্রাট্। ইনি আলিগোহর নামে পরিচিত ছিলেন। ইহার পিতার নাম সম্রাট্ আলমগীর (২য়) মাতার নাম জিন্নতমহল ওরফে জিনান কুন্‌ধার। ১৭২৮ খৃঃ অব্দের ১৫ই জুন তারিখে (১৭ জিকদা ১১৪০ হিঃ) ইহার জন্ম হয়। শাহ আলম্ পিতৃবিদ্বেষী ছিলেন। পাছে বা পিতৃমন্ত্রী ইমাদউল্-মল্লিকগাজী দ্বারা কারারুদ্ধ হয়েন, এই ভয়ে ইনি ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া মুর্শিদাবাদ নগরে উপস্থিত হন। এই সময়ে সিরাজউদ্দৌলার সৌভাগ্যরবি চির দিনের তরে অস্তমিত হইয়াছিল। মীরজাফর সিরাজউদ্দৌলার স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। শাহ আলম্ মুর্শিদাবাদ হইতে বিহার প্রদেশে যাইয়া অবস্থান করিতেছিলেন। তৎকালে তাঁহার পিতা শত্রু কর্ত্তৃক নিহত হন। শাহ আলম্ এই সংবাদ পাইয়া অবিলম্বে দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া পিতৃসিংহাসন অধিকার করেন। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে ২৫এ ডিসেম্বর তিনি দিল্লীর সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। এই সময়ে তিনি "শাহ আলম্" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে এ অক্টোবর বক্সারের যুদ্ধে শাহ আলমের প্রধান মন্ত্রী সুজাউদ্দৌলা পরাস্ত হইয়া পলায়ন করেন। শাহ আলম নিরুপায় হইয়া ইংরাজদের আনুগত্য স্বীকার করেন। ১৭৬৫ খৃঃ অব্দের ১২ই আগষ্ট আল্লাহাবাদে আসিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বঙ্গদেশের দেওয়ানী ভার প্রদান করিয়া এক সনন্দ লিখিয়া দেন। এই সময়ে তিনি বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার কর স্বরূপ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট বার্ষিক ২২ লক্ষ টাকা মাত্র কর পাইতেন। লর্ড ক্লাইব প্রতি বর্ষ ২২ লক্ষ টাকা মাত্র দেওয়ান অঙ্গীকার করিয়া এই বিপুল প্রদেশের দেওয়ানী সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। লর্ড ক্লাইব জেনারেল স্মিথকে দিল্লীতে রাখিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। শাহ আলম্ নাম মাত্র সম্রাট্ ছিলেন। তিনি জেনারল স্মিথের করধৃত পুত্তলিকার ন্যায় সিংহাসনে উপবেশন করিতেন। জেনারল স্মিথই প্রকৃত পক্ষে শাসনকর্ত্তা ছিলেন। শাহ আলম্ আল্লাহাবাদ নগরে অবস্থান করিতেন, আর জেনারল স্মিথ দিল্লী দুর্গে থাকিতেন। সম্রাটের ভবনে পূর্ব্ব প্রথানুসারে নহবত বাদ্য হইত। নহবতের শব্দ জেনারল স্মিথের কর্ণে অপ্রীতিকর হইল, তিনি নহবত বাজাইতে নিষেধ করিলেন। আর অমনি বিনা বাক্য ব্যয়ে সম্রাট্‌কে নহবত বন্ধ করিতে হইল। সুতরাং শাহ আলম্ নামে মাত্র সম্রাট্ ছিলেন। তিনি গৃহশত্রুদের ভয়ে আলাহাবাদ সহরে ইংরাজদের আশ্রয়ে দিন যাপন করিতেছিলেন। কিন্তু এই রূপ ভাবে আলাহাবাদে অবস্থান করা তাঁহার নিকট বিরক্তিকর হইয়া উঠিল, তিনি অতঃপর ১৭৭৮ খৃঃ অব্দে দিল্লীতে গমন করিলেন। অধিক দিন যাইতে না যাইতেই তিনি সহসা এক দিবস গোলাম কাদের খাঁ নামক একজন প্রবল পরাক্রম শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেন। গোলাম কাদের তাঁহার চক্ষু উৎপাটিত করিয়া ফেলিল। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দের ১৯এ নবেম্বর শাহ আলমের মৃত্যু হয়। শাহ আলম্ একজন ভাল কবি ছিলেন। তাঁহার কৃত কাব্য গ্রন্থে তাঁহার নামের ভণিতায় "আফ্‌তাপ্" নামের উল্লেখ আছে। কুতব শাহের দরগার নিকটবর্ত্তী মতি মসজিদের সমীপস্থ বাহাদুর শাহের সমাধির নিকটে শাহ আলমের সমাধি হয়।

শাহ আলম্, কুতব আলম্ নামক একজন সাধু ফকিরের পুত্র। পূর্ব্ব নাম কুতবউদ্দীন্ সৈয়দ্ বরাউদ্দীন্। ইনিও পিতার ন্যায় ফকিরী অবলম্বন করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার পিতামহের নাম মুকদম জাহানিয়ান সৈয়দ জালাল বুখারী। কুতব [illegible] থাকিতেন, ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে ৯ই ডিসেম্বর তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হয়। আল্লাহাবাদ হইতে ৩ মাইল দূরে তাঁহার সমাধি এখনও বিদ্যমান। শাহ আলম্ও [illegible] অবস্থান করিতেন। এখানে তাঁহারও সমাধি রহিয়াছে।

শাহ আলি মহম্মদ, "তাজ্জানয়াঃ রহমাণী" নামক গ্রন্থ প্রণেতা। এই গ্রন্থে সুফী ধর্ম্মমতের এবং তৎসংক্রান্ত রহস্যপূর্ণ পদাদির ব্যাখ্যা আছে।

শাহ আলি হজরৎ, একজন সৈয়দবংশীয় ধার্ম্মিক মুসলমান। ইনি পারস্য ভাষায়, আরবী ভাষায় ও হিন্দুস্থানী ভাষায় অনেক ধর্ম্মগ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে [illegible] ইঁহার পরলোক প্রাপ্তি ঘটে।

শাহ করক, একজন খ্যাতনামা মুসলমান ফকীর। আলাহাবাদের অন্তর্গত করা নামক স্থানে তাঁহাকে সমাহিত করা হয়। মুসলমানেরা এই ফকীরের সমাধিমন্দিরকে অদ্যাপিও একটী পবিত্র

স্থান বলিয়া মনে করেন। ফিরিস্তা নামক গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে, ১২৯৬ খৃঃ অব্দে সুলতান জলাল্-উদ্দীন্ ফিরোজের গুপ্তহত্যার পূর্ব্বদিন সুলতান আলাউদ্দীন্ এই ফকীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ফকীর উপাধান হইতে মাথা তুলিয়া একটী উদ্ভট শ্লোক আবৃত্তি করেন, ঐ শ্লোকের মর্ম্ম এইরূপ—

"যে তোমার শত্রুরূপে আসিবে, নৌকার উপরেই সে তাহার মস্তক হারাইবে। আর তাহার দেহের অবশিষ্টাংশ গঙ্গাগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইবে।" ফকীরের এই ভবিষ্যবাণী কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সত্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। যে রাজা আলাউদ্দীনের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন, ফকীরের নির্দ্দেশ মতই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। ১২৯৬ হইতে ১৩১৬ খৃঃ অব্দের মধ্যে শাহ করকের লোকান্তর হয়।

শাহ কাসিম, একজন সুশিক্ষিত মুসলমান সাধু। ১২৮৪ খৃঃ অব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়, খাজা আবদুল রেজার লিখিত বিবরণীতে ইঁহার ধর্ম্মজীবনের পরিচয় আছে।

শাহ কুলি খাঁ মহরম্, সম্রাট্ অকবর শাহের অনেক সমরসচিব। ১৫৯৮ খৃঃ অব্দে উদয়পুরের অধীনস্থ আমীরদিগকে দমিত করিবার জন্য পাঁচ হাজারী সেনানায়ক পদ প্রাপ্ত হইয়া ইনি সুলতান সেলিম ও মানসিংহের সহিত আজমীর যাত্রা করেন। জাহাঙ্গীর বাদসাহ তাঁহার গ্রন্থের এক স্থলে লিখিয়াছেন যে, তাঁহার রাজত্বের প্রথম বর্ষ অর্থাৎ ১৬০৫ খৃঃ অব্দে মীর্জা হাকোলের সুলতানা বেগম নাম্নী এক কন্যার সহিত শাহ কুলিখাঁ মহরমের বিবাহ হয়। কিন্তু মসির উল্-উমারা নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, ১৬০০ খৃঃ অব্দে কুলিখাঁ মহরম মৃত্যু মুখে পতিত হন।

শাহ কুদরৎ-উল্লা, ইনি দিল্লীর একজন সুপ্রসিদ্ধ কবি। পারস্য ও উর্দ্দু ভাষায় ইঁহার রচিত অনেক কাব্য আছে। ঐ কাব্য গুলির মধ্যে নটুবে চাহল আফকার ও "দিবান" নামক দুই খানি গ্রন্থ প্রসিদ্ধ। ১৭৮২ খৃঃ অব্দে ইনি মুর্শিদাবাদে আসিয়া অবস্থান করেন। উক্ত দিবান গ্রন্থে ২০ হাজার পদ আছে। ইনি ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদ নগরে জানবলোলা সংকলন করিয়াছিলেন।

শাহ জাদা (পারসী) রাজকুমার, যুবরাজ।

শাহ জাদা খানম্, বাদসাহ আকবরের কন্যা, ইঁহার মাতার নাম সালিমা বেগম। জাহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রারম্ভ কাল পর্য্যন্ত ইনি জীবিত ছিলেন।

শাহ জাদী (পারসী) রাজকন্যা।

শাহ জমাল, কাবুল ও কান্দাহারের একজন প্রসিদ্ধ রাজা। ইঁহার পিতার নাম তৈমুর শাহ। সুপ্রসিদ্ধ আহম্মদ শাহ আব্দালী ইঁহার পিতামহ। ১৭৯৩ খৃঃ অব্দে ইঁহার পিতার মৃত্যু হইলে ইনি কাবুলের সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। ১৭৯৮ খৃঃ অব্দে ইনি দিল্লী আক্রমণ করিতে অভিলাষী হইয়া লাহোর পর্য্যন্ত আগমন করিয়াছিলেন; কিন্তু এদিকে নিজ রাজ্যে ইঁহার ভ্রাতারা বিদ্রোহী হইয়া উঠে, এই নিমিত্ত ইনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন। ১৮০০ খৃঃ অব্দে কাবুল নিবাসী ইঁহার ভ্রাতা মহম্মদ শাহ ইঁহাকে অন্ধ করিয়া বালাহিসার কারাগারে অবরোধ করেন। ১৮৩৯ খৃঃ অব্দে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট শাহ সুজাকে কাবুলের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলে আফগানেরা তাহাতে বাধা দিয়া শাহ জমালকে রাজা বলিয়া স্বীকার করেন।

শাহ জলাল, শ্রীহট্টের একজন বিখ্যাত ফকীর। শ্রীহট্টে এখনও ইঁহার সমাধি ও দরগা আছে। অনেক মুসলমান মৌলবী এই দরগায় উপস্থিত থাকিয়া নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যাদি করেন। কপোত ও অন্যান্য বহু প্রকার পাখী, এই দরগায় আশ্রয় লইয়া থাকে। মক্কা মসজিদে স্থানপ্রাপ্ত পক্ষীদিগের ন্যায় এই মসজিদের পক্ষী গুলিও মুসলমান সমাজে পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হয়।

শাহগঞ্জ, যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত জৌনপুর জেলার খুটাহন তালুকের অধীন একটী সহর। অক্ষা° ২৬° ২´ ৪২´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮২° ৪৩´ ৩৬´ পূঃ। ফয়জাবাদের বাঁধা পথের উপরে খুটাহন সহরের ৮ মাইল উত্তরপূর্ব্বে এই সহরটী অবস্থিত। অযোধ্যার নবাব উজীর সুজা উদ্দৌলা এই সহরের সংস্থাপক। তাঁহার প্রযত্নে সর্ব্বপ্রথমে এখানে একটী "বারদারী" (বাজার) এবং মক্কার প্রসিদ্ধ ফকির শাহ হজরাৎ আলীর সম্মানার্থ একটী মস্‌জিদ সংস্থাপিত হয়। শাহগঞ্জ এ অঞ্চলের বাণিজ্যের একটী প্রধান স্থল। জৌনপুর জিলার মধ্যে সহর ব্যতীত শাহগঞ্জের ন্যায় সুপ্রসিদ্ধ বাণিজ্য স্থল আর নাই। এই স্থানটী তুলার আমদানির জন্য বিখ্যাত। এখানে মঙ্গলবার ও শনিবার হাট হইয়া থাকে। স্কুল, ডাকঘর, পুলিশ ষ্টেসন, ডিসপেন্সারী এবং অযোধ্যা-রোহিল-খণ্ড রেলওয়ে ষ্টেসন আছে।

২ ফয়জাবাদ জেলায় আর একটী শাহগঞ্জ সহর আছে। ঐ স্থানটী ফয়জাবাদ হইতে দশ মাইল দূরে মোগল সম্রাটদের দ্বারা স্থাপিত। ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে রাজা দর্শনসিংহ এই নগর অধিকার করিয়া এখানে দুর্গ ও বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। ইহার অপর নাম মকিমপুর।

শাহগড়, মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত সাগর জেলার বান্দা তহশীলের অধীন শাহগড় নামক ভূখণ্ডের প্রধান নগর। সাগর সহর হইতে ৪০ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অক্ষা° ২৪° ১৯´ উঃ এবং ৭৯° পূর্ব্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। এই স্থানটী মণ্ডলের

গৌড়রাজের অধীন ছিল। ১৮৫৭ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এখানে উক্ত রাজবংশের সদর আবাস ছিল। এই সহরটী উচ্চ পর্ব্বত-শ্রেণীর পাদদেশে অবস্থিত। ইহার চতুর্দ্দিকেই ঘন সন্নিবিষ্ট চির শ্যামল উদ্ভিদ্‌রাজি অরণ্যানিতে পরিণত হইয়া প্রাকৃতিক শোভা বিস্তার করিতেছে। নগরের পূর্ব্ব ভাগে একটী দুর্গের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে এখনও প্রাচীন রাজপ্রাসাদ পরিলক্ষিত হয়। এই সহরের উত্তরাংশে বারেজ, অমরমৌ, হীরাপুর ও টিগড়ায় লৌহের খনি ও কারখানা আছে। এই স্থান হইতে লৌহ গালাই করিয়া কাণপুরে পাঠান হয়। এখানে মঙ্গলবার ও শনিবারে হাট হইয়া থাকে।

শাহ জহান্, দিল্লীর সুবিখ্যাত সম্রাট্। ইহার অপর নাম শাহাবুদ্দীন মহম্মদ সাহিব কিরান সানী, সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের তৃতীয় পুত্র। ১৫৯২ খৃঃ অব্দে ৫ই জানুয়ারী তারিখে লাহোরে তাঁহার জন্ম হয়। বাল্যকালে তিনি মির্জ্জা খুরম্ নামে অভিহিত হইতেন। তাঁহার মাতার নাম বালমতী। বালমতী রাজা উদয়-সিংহের কন্যা, যোধপুরের রাজা মালদেবের পৌত্রী। রাজা সূরজ সিংহ তাঁহার সহোদর ভ্রাতা। শাহজহান, তাঁহার পিতার মৃত্যু সময়ে দাক্ষিণাত্যে অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহার শ্বশুর আসফ্ খাঁয়ের চেষ্টায় তিনি সিংহাসনপ্রাপ্ত হন। ১৬২৮ খৃঃ অব্দে ৫ই ফেব্রুয়ারী হইতে তিনি রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। ভারতবর্ষে মুসলমান সম্রাট্‌গণের মধ্যে বাহ্যাড়ম্বর প্রভৃতিতে তিনি সর্ব্ব প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। ময়ূরসিংহাসন শাহজহানের বিনির্ম্মিত। ময়ূরসিংহাসন নির্ম্মাণার্থ মরকত আদি যে সকল বহুমূল্য মাণিক্য ব্যবহৃত হইয়াছিল, অধুনা কোথাও তত মণিমাণিক্যাদি একযোগে দৃষ্টিগোচর হয় না। মণিতত্ত্ববিৎ সুবিখ্যাত পর্য্যটক টাভার-নেয়ার বলেন, ময়ূরসিংহাসনের মূল্য ৬৫ লক্ষ ষ্টার্লিং। শাহজহানের প্রাসাদাদিতে বহুল ঐশ্বর্য্যপ্রভাব পরিলক্ষিত হইত। তিনি দিল্লীতে শাহ-জ[া]বাদ নামে একটী নগর সংস্থাপন করেন। আগরায় তাজমহলও তাঁহার বিশ্ব-বিখ্যাত প্রধানতম কীর্ত্তি। সমগ্র য়ুরোপ ও এসিয়ায় এরূপ প্রাসাদ আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। তাজমহল মাম্-তাজমহল নামের অপভ্রংশ। মাম্ তাজমহল শাহ জহানের প্রিয়তমা পত্নীর নাম ছিল। তাঁহার নামানুসারেই এই প্রাসাদ নির্ম্মিত হয়। শাহজহান [৩]৩ বৎসর রাজত্ব করেন। ১৬৫৮ খৃঃ অব্দে ৯ই জুন তারিখে তৎপুত্র আলমগীর অওরঙ্গজেব আগ্রার দুর্গে শাহ-জহানকে কারারুদ্ধ করেন। ৭ বৎসর ছয়মাসকাল কারাগারে রুদ্ধ থাকিয়া ১৬৬৬ খৃঃ অব্দে ২৩এ জানুয়ারী সোমবার রাত্রিকালে তিনি মানবলীলা সংবরণ করেন। তাজমহলে তদীয় পত্নীর সমাধির নিকট তাঁহার দেহ সমাধিস্থ করা হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৬ বৎসর ৩ মাস ১৭ দিন ছিল। তাঁহার ৪টী পুত্র ও ৪টী কন্যা জন্মিয়াছিল। পুত্রদের নাম দারা শেকো, সুলতান সুজা, আলমগীর এবং মুরাদবকস। আলমগীর তদীয় ভ্রাতা দারা ও মুরাদকে নিহত করেন। সুলতান সুজা আরাকানে চলিয়া যান এবং সেখানে আরাকানের রাজার চক্রান্তে নিহত হন। শাহজহানের কন্যাদের নাম আর্জ্জুমান-আরা, গেহিতি-আরা, জাহানারা এবং রোশেনারা।

শাহজহানপুর, যুক্ত প্রদেশের রোহিলখণ্ড বিভাগের অন্তর্গত একটী জেলা; তত্রত্য ছোটলাটের শাসনাধীন। ভূপরিমাণ ১৭৪৫ বর্গ মাইল। অক্ষা° ২৭° ৩৫′ হইতে ২৮° ২৮′ ১৫″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯° ২৩′ হইতে ৮০° ২৫′ ৪৫″ পূঃ মধ্য। ইহার উত্তরপশ্চিম ও উত্তরে পিলিভিৎ ও বরেলী জেলা, পূর্ব্বে অযোধ্যা প্রদেশের অন্তর্গত খেরী জেলা দক্ষিণে গঙ্গানদী ও ফরুখাবাদ জেলা এবং পশ্চিমে বুদাউন ও বরেলী জেলা। শাহজহানপুর নগরে ইহার বিচার সদর।

এই জেলা গঙ্গার উত্তর হইতে হিমালয়পাদভূমি-প্রবাহিত শারদানদীতট পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উত্তরপূর্ব্বাংশে ক্রমোচ্চ নিম্ন পার্ব্বত্য বনভূমি। ইহার মধ্য দিয়া পার্ব্বত্যস্রোতসমূহ প্রবাহিত থাকায় স্থানটী নিরন্তর জলসিক্ত হইতেছে। এই স্থান ম্যালেরিয়া প্রধান, ও প্রায় জনশূন্য।

গোমতী ও খানৌত নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ সমধিক উর্ব্বরা। এখানকার জনসংখ্যাও অধিক। স্থানবাসীরা ইক্ষু প্রভৃতি চাস করিয়া জীবিকার্জ্জন করে। শাহজহানপুর নগরের অদূরে খানৌত নদী দেওহা বা দেবযহা নদীতে সঙ্গত হইয়াছে।

উক্ত দেওহা ও গরাই নদীর মধ্যবর্ত্তী ভূখণ্ড জলা অধিপূর্ণ। গড়াই নদী দক্ষিণে রামগঙ্গা নদীর উপত্যকা পর্য্যন্ত ভূমি বালুকাময়। এই বালুকাপূর্ণ ভূমি অতিক্রম করিয়াই গঙ্গাতীরবর্ত্তী জলাভূমি দৃষ্ট হয়। ঐ স্থান সোৎ প্রভৃতি কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী দ্বারা বিধৌত। রামগঙ্গা ও দেবযহা নদী নিরন্তর গতি পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে, ঐ কারণে ঐ খাতগুলি পলিজন্য বিশেষ উর্ব্বরতা প্রাপ্ত হয়।

শাহজহানপুরের বিশেষ কোন ইতিহাস নাই। রোহিলা আফগান জাতির প্রভাব ও প্রাতপত্তি হইতেই এখানকার ইতিহাস কল্পনা করা যায়। প্রথম মুসলমান শাসনকালে এই স্থান কঠোরিয়া রাজপুতগণের বাস ভূমি ছিল। এই কারণে ইহা কাঠেরভুক্তি নামে খ্যাত ছিল। পরে উহা বুদাউনের শাসনাধীন হয়। মোগল-সম্রাট্ শাহজহান বাদশাহের রাজত্ব কালে নবাব বাহাদুর খাঁ নামক একজন মুসলমান উক্ত নগর স্থাপন

করিয়া সম্রাটের নামে উহার নাম রাখেন। ১৭২০ খৃষ্টাব্দে আলী মহম্মদ খাঁ রোহিলা-বংশীয় আফগানদিগের নেতা হইয়া বরেলী ও মোরাদাবাদের শাসনকর্তাকে পরাজয়পূর্ব্বক স্বয়ং উক্ত জেলাদ্বয় ও শাহজহানপুরের শাসনভার গ্রহণ করেন। ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর, তদীয় পুত্রের অভিভাবক হাফিজ রহমৎ খাঁ রোহিলাদিগের সর্দ্দার মনোনীত হন। ঐ সময়ে রোহিলাদিগের উপদ্রবে পার্শ্ববর্ত্তী স্থানবাসিগণ উত্ত্যক্ত হইয়া উঠে। তদনন্তর দিল্লীর বাদশাহ রোহিলা-বিদ্রোহ-দমনার্থ সেনা প্রেরণ করেন। সম্রাট্‌সৈন্য হাফিজ মহম্মদের নিকট পরাজয় স্বীকার করে। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শাহজহানপুর বরেলীর পাঠান-সর্দ্দারবংশের শাসনাধীন থাকে। এই সময়ে অযোধ্যার নবাব-উজীর ওয়ারেন হেষ্টিংসের সাহায্যলাভে বলীয়ান্ হইয়া রোহিলখণ্ড বিভাগ আলোড়িত করেন।

এই জেলার পশ্চিমাংশে রোহিলাগণের আধিপত্য স্থাপিত হইলেও, পূর্ব্বাংশে তাঁহাদের কোনরূপ প্রভুত্ব ছিল না। উত্তরের বস্তু প্রদেশে গৌড় বা কাঠোরিয়া বংশীয় ঠাকুরগণ আপনাদের প্রতিপত্তি বজায় রাখিয়াছিলেন। অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ডের সীমান্ত দেশে স্থাপিত হওয়ায়, অনুমান হয় যে, এই জেলা এক এক সময়ে উক্ত দুই প্রদেশের রাজ্যেশ্বরদিগের অধিকৃত হইয়াছিল। শাহজহানপুরের পাঠানেরা কখনও রোহিলাদিগের বশ্যতা স্বীকার করেন নাই, তাঁহারা অযোধ্যার নবাবের অধীন ছিলেন। ১৭৭৪ হইতে ১৮০১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই জেলা অযোধ্যার নবাবের অধিকারে থাকে। শেষোক্ত বর্ষে ইংরাজ কোম্পানীর সহিত নবাবের লক্ষ্ণৌ সহরে যে সন্ধি হয়, তাহাতে শাহজহানপুর ইংরাজাধিকারে আইসে।

এই সময় হইতে সিপাহী বিদ্রোহের সময় পর্য্যন্ত এখানে আর বিশেষ কোন বিপ্লব উপস্থিত হয় নাই। ইহার পার্শ্বস্থিত অযোধ্যা প্রদেশে উপদ্রব ও অনাচারস্রোত প্রবাহিত হইলেও শাহজহানপুরে ইংরাজের শাসনকৌশলে কোনরূপ দুর্ঘটনা স্থায়িভাব ধারণ করিতে পারে নাই। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই মে, মিরাটের সিপাহীদের বিদ্রোহের সংবাদ পাইয়া এখানকার বিদ্রোহী সিপাহীরা মনে মনে ষড়যন্ত্র করিতে থাকে, কিন্তু ২৫এ মে পর্য্যন্ত তাহারা বেশ ধীর ভাবে আপনাদের গতি বিধি গোপন রাখিয়াছিল। ৩১এ তারিখে তাহারা ইংরাজের রাজকোষ আক্রমণ ও লুণ্ঠন করে এবং কোষাগার জ্বালাইয়া দেয়। ঐ সময়ে স্থানীয় ইংরাজেরা গীর্জ্জাঘরে লুকাইয়া আত্মরক্ষার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। অবশেষে অন্যান্য স্থান হইতে ইংরাজ সৈন্য আসিয়া পড়ায় ইংরাজগণ আস্তে আস্তে পাবায়ন অভিমুখে পলাইতে থাকে এবং বিদ্রোহী দল স্বেচ্ছামত ধনরত্ন হস্তগত করিয়া নগরের ইংরাজবাস জ্বালাইয়া বরেলীর দিকে চলিয়া যায়। এখানে পূর্ব্ব হইতেই বহু বিদ্রোহী দলবদ্ধ হইয়াছিল, শাহজহানপুরের পাঠানেরা যাইয়া তাহাদের দল পুষ্ট করিল।

১লা জুন তারিখে বিদ্রোহী দলনেতা কাদের আলী খাঁ শাহজহানপুরে নিজের শাসনবিস্তার করিলেন; তদনুসারে এখানকার পূর্ব্বতন গোলাম কাদের খাঁ ১৮ই জুন তারিখে বরেলী যাইয়া খাঁ বাহাদুর খাঁকে সকল অবস্থা অবগত করালে তিনি তাঁহাকে পুনরায় শাহজহানপুরের নাজিম করিয়া পাঠাইলেন। গোলাম কাদের ২৩এ তারিখে পুনরায় স্বদেশে আসিয়া নবাবী মসনদে উপবেশন করিলেন বটে, কিন্তু কেহই তাঁহার আদেশ পালন করিল না। তখন বিদ্রোহী দল সর্ব্বত্র আপনাদের প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের জুন হইতে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী পর্য্যন্ত এখানে অরাজক শাসন চলিয়াছিল। শেষোক্ত মাসে ইংরাজসৈন্য ফতেগড় অধিকার করে। সুবিধা না দেখিয়া ফতেগড়ের নবাব ও ফিরোজ শাহ আত্মরক্ষার উদ্দেশে শাহজহানপুর হইয়া বরেলী যাইয়া আশ্রয়লাভের চেষ্টা পান। এদিকে লক্ষ্ণৌ নগরের অধঃপতনের পর নানা সাহেবও শাহজহানপুরে ১০ দিন মাত্র বাস করিয়া বরেলীতে আশ্রয় লইলেন। উক্ত জানুয়ারী মাসে নবাব হামিদ হসন খাঁ ও কদম হসন নামক কর্ম্মচারীদ্বয়কে ইংরাজের সহিত ষড়যন্ত্রকারী জানিয়া নিহত করেন। উক্ত বর্ষের ৩০এ এপ্রেল তারিখে লর্ড ক্লাইডের অধীনে ইংরাজ সেনাদল শাহজহানপুরে উপনীত হয়। বিদ্রোহী-দল মহম্মদী নামক স্থানে পলায়ন করে। ২রা মে ইংরাজসেনার কিয়দংশ এখানে রাখিয়া লর্ড ক্লাইড বরেলী যাত্রা করেন। এখানে বিদ্রোহী দল নয়দিন ইংরাজ সেনাদিগকে অবরোধ করিয়া রাখে। ব্রিগেডিয়ার জোন সদলে আসিয়া ১২ই তারিখে তাহাদিগকে মুক্ত করেন, ইহার পর শাহজহানপুরে পুনরায় শান্তি স্থাপিত হয়।

শাহজহানপুর, তিলহর জলালাবাদ, খুদাগঞ্জ, মীরণপুর কাটরা ও পাবায়ন নগর এখানকার বাণিজ্যপ্রধান এবং তথায় লোকসংখ্যাও অধিক। দেবহা ও রামগঙ্গা নদী ব্যতীত রোহিলখণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, পাবায়ন-জলালাবাদ রোড, লক্ষ্ণৌ হইতে বরেলী, শাহজহানপুর ও তিলহর এবং ফতেগড় হইতে জলালাবাদের মধ্য দিয়া মীরণপুর কাটরা পর্য্যন্ত যে চারিটী পাকারাস্তা আছে, তাহাতে শকটযোগে স্থানীয় বাণিজ্য নির্ব্বাহিত হয়। আউধরোহিলখণ্ড রেলপথ এই জেলার মধ্য দিয়া বিস্তৃত হওয়ায় বর্ত্তমান বাণিজ্য রেলষ্টেসনসমূহে কেন্দ্রগত হইয়াছে। এখানকার চিনির কারবার উল্লেখযোগ্য।

এখানে নদী নালা থাকিলেও প্রায়ই অনাবৃষ্টিবশতঃ জল

হই হইয়া থাকে। ১৭৮৩-৮৪, ১৮০৩-০৪, ১৮২৫-২৬, ১৮৩৭-৩৮, ৮৬০-৬১, ১৮৬৮-৬৯, ও ১৮৭৮-৭৯ খৃষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী ঘটিয়াছিল। এখানে ৩টী দেওয়ানী ও ১০টী ফৌজদারী আদালত আছে।

২ উক্ত জেলার দক্ষিণ-পূর্ব তহশীল বা উপবিভাগ। শাহজহানপুর, জামৌর ও কান্ত পরগণা লইয়া এই উপবিভাগ গঠিত। ভূপরিমাণ ৪০১ বর্গ মাইল। উক্ত জেলার প্রধান নগর ও বিচার সদর। দেবযহা বা গড়া নদীর বামকূলে খানৌত সঙ্গমের অদূরদেশে উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত। অক্ষা ২৭° ৫৩´ ৪১´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯° ৫৭´ ৩০´´ পূঃ। গড়া-খানৌত সঙ্গমের উপর একটী প্রাচীন দুর্গ এবং তাহার পার্শ্বে খানৌত নদীর উপর হাকিম মেহেন্দী আলী নির্ম্মিত সুগ্রথিত সেতু আছে। ১৬৪৭ খৃষ্টাব্দে নবাব বাহাদুর খাঁ কর্ত্তৃক মোগল সম্রাট্ শাহজহানের নামে এই নগর স্থাপিত হয়। নগরপ্রতিষ্ঠা হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত প্রায় ২৬২ বৎসর অতিবাহিত হইল, এখানকার ইতিহাসে সিপাহীবিদ্রোহের দুর্ঘটনা ব্যতীত আর কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই।

এখানে আউধ-রোহিলখণ্ড রেলপথের একটী ষ্টেশন আছে। জেলার বর্ণিত চারিটী পাকা রাস্তা এই নগরের নিকট দিয়া গিয়াছে। ঐ সকল রাস্তা ব্যতীত লক্ষ্ণৌ, বরেলী, ফরুখাবাদ, পিলিভিৎ, মহম্মদী ও হার্দোই প্রভৃতি নগরে যাতায়াতের সুন্দর সুন্দর রাস্তা আছে। ইংরাজসেনার ব্যারিক এখানকার প্রসিদ্ধ অট্টালিকা। কেরু কোম্পানীর চিনির কারখানা এবং রম নামক মদ্য চোলাই কারখানা উল্লেখযোগ্য। কলিকাতা প্রভৃতি ভারতের প্রধান প্রধান সহরে উক্ত মদ্য "শাহজহানপুর-রম" নামে বিক্রীত হয়।

শাহজহানপুর, মধ্য ভারতের গোয়ালিয়ার রাজ্যের একটী নগর। বোম্বাই-আগ্রা ট্রাঙ্করোড নামক রাস্তার ধারে গুণা হইতে ১০৬ মাইল এবং ইন্দোর রাজধানী হইতে ৬০ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা গোয়ালিয়ারের অন্তর্গত শাহজহানপুর জেলার সদর।

শাহ জহান বেগম, ভূপালের এক শাসনকর্ত্রী। ১৮৬৮ খৃঃ ৩০এ অক্টোবর, ইঁহার মাতা সেকন্দর বেগম লোকান্তর প্রাপ্ত হইলে ইনি ভূপালের রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ভূপাল-রাজ্যের দ্বিতীয় মন্ত্রী মহম্মদ শাদি হোসেন খাঁর সহিত ইঁহার নিকা হয়।

শাহজাদপুর, যুক্ত প্রদেশের আলাহাবাদ জেলার সিরাথু তহশীলের অন্তর্গত একটী নগর। গঙ্গানদীর কূলে গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড নামক রাস্তার এক মাইল উত্তর ও সিরাথু হইতে ৬ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা° ২৫° ৩৯´ ৫৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮১° ২৭´ পূঃ। পূর্ব্বে এই নগর বেশ সমৃদ্ধ ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে জনক্ষয়-নিবন্ধন ইহার পূর্ব্বশ্রী বিনষ্ট হইতেছে। এখানে এক প্রকার ছাপা ছিটের কাপড় প্রস্তুত হয় এবং সোরার ব্যবসাই প্রধান।

শাহ তকি, একজন মুসলমান ফকীর। ইনি ১৫২০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। ঝাঁসীতে ইহার সমাধিমন্দির এখনও বর্ত্তমান। এই স্থানে প্রতিবৎসর মুসলমানগণ সমবেত হইয়া ইহার স্মরণোপলক্ষে মহোৎসবাদি করিয়া থাকেন।

শাহ তাহীর জুনাইদি, শাহ জাফরের সর্ব্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতা। হুমায়ুন বাদশাহের সময়ে ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং দাক্ষিণাত্য প্রদেশে আহ্মদনগরের বুরহান নিজাম শাহের মন্ত্রিরূপে নিযুক্ত হন। ইনি শিয়া সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। ১৫৩৭ খৃঃ অব্দে শাহ তাহীর সম্রাট্‌কে শিয়া মতে দীক্ষিত করেন। ১৫০৪ খৃঃ অব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইনি একজন সুবিখ্যাত কবি ছিলেন। ইঁহার রচিত এখনও অনেক গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়।

শাহদরা, পঞ্জাব প্রদেশের লাহোর জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ড গ্রাম। ইরাবতী নদীর পশ্চিম কূলে লাহোর নগরের অপর পারে ৬ মাইল দূরে অবস্থিত। অক্ষা° ৩১° ৪০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ২০´ পূঃ। এখানে একটী বিস্তীর্ণ উদ্যান মধ্যে মোগল-সম্রাট্ জাহাঙ্গীর, তদীয় মহিষী জগৎপ্রসিদ্ধ নূরজহান বেগম ও রাজশ্যালক আসফ্ খাঁর সমাধিমন্দির বিদ্যমান আছে। ঐ মসজিদের শিল্প ও গঠননৈপুণ্য সাধারণের দেখিবার জিনিষ। লাহোরবাসী ঐ উদ্যানে প্রায়ই বেড়াইতে যান। শিখদিগের অভ্যুদয়ে ঐ সকল সমাধিমন্দির অনেকটা শ্রীহীন হয়। শিখগণ ঐ সকল মসজিদ্ গাত্র হইতে মর্ম্মরপ্রস্তর খুলিয়া লইয়া অমৃতসহরের শিখমন্দিরে সংগ্রথিত করিয়াছেন। এখানে পঞ্জাব-নর্দার্ণ-ষ্টেট পথের একটী ষ্টেসন আছে।

শাহদরা, যুক্ত প্রদেশের মিরাট জেলার গাজিয়াবাদ তহশীলের অন্তর্গত একটী নগর। পূর্ব্ব যমুনা-খালের বামকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২৮° ৪০´ ৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ২০´ ১০´´ পূঃ। এখানে সিন্ধু-পঞ্জাব দিল্লী রেলপথের একটী ষ্টেশন আছে। মোগল সম্রাট্ শাহজহান বাদশাহ এই নগর স্থাপন করিয়া "শাহদার" নাম দেন। তাহা হইতেই উহা শাহদরা নামে আখ্যাত হয়। উক্ত সম্রাটের অধিকার কালে এখানে সেনা-বিভাগের শস্য-ভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছিল। ভরত-পুরের জাট সর্দ্দার রাজা সূর্য্যমল এবং পাণিপথ যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে আহ্মদ শাহ-দুরাণী এই নগর লুণ্ঠন করেন। জুতা ও অন্যান্য চর্ম্মনির্ম্মিত দ্রব্য এবং চিনির কারবারের জন্য এই স্থান প্রসিদ্ধ।

শাহদাদ্‌পুর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সিন্ধুপ্রদেশের উত্তরসিন্ধু সীমান্ত জেলার একটী তালুক। সুজাবল, রতো-দেরো ও মাথার তালুকের কতকাংশ লইয়া এই তালুক গঠিত।

শাহদাদ্‌পুর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সিন্ধুবিভাগের হায়দরাবাদ জেলার হালা উপবিভাগের অন্তর্গত একটী তালুক। ভূপরিমাণ ৭৩০ বর্গমাইল। এখানে ৭টী থানা ও তিনটী ফৌজদারী আদালত আছে। গ্রামসংখ্যা ১১১টী।

২ উক্ত তালুকের প্রধান নগর। জাম্রা খালের ধারে অবস্থিত। অক্ষা° ২৫° ৫৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৮° ৩০´ পূঃ। প্রায় সার্দ্ধ দ্বিশতাব্দী অতীত হইল, মীর শাহদাদ নামে এক মুসলমান এই নগর স্থাপন করেন। এখানে তৈল, চিনি ও কার্পাস বস্ত্রের বিস্তৃত কারবার আছে।

শাহধেরা (ধেরী শাহান্), পঞ্জাব প্রদেশের রাবলপিণ্ডি জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। অক্ষা° ৩৩° ১৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২° ৪২´ ১৫´´ পূঃ। প্রত্নতত্ত্ববিদ ডাঃ কনিংহাম্ ইহাকে প্রাচীন তক্ষশিলা নগরী বলিয়া বিবেচনা করেন। প্রায় ছয় মাইল বিস্তীর্ণ স্থানে ঐ নগরের ধ্বস্ত স্তূপ নিপতিত আছে। উহার বৌদ্ধ স্তূপ ও সঙ্ঘারাম গুলির নিদর্শন আজিও প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণের হৃদয়ে নূতন আলোক ও আনন্দ ঢালিয়া দেয়। মর্গালা গিরিসঙ্কটের কএক মাইল উত্তরে এই নগর প্রতিষ্ঠিত ছিল। পাশ্চাত্য ভৌগোলিক আরিয়ান্ ইহাকে সিন্ধু ও ঝিলামের মধ্যবর্ত্তী বহু জনাকীর্ণ সমৃদ্ধিশালী নগর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মাকিদনবীর আলেকজাণ্ডার এখানে সসৈন্য তিন দিবস রাজাতিথ্য গ্রহণ করেন। অনুমান ৪০০ খৃষ্টাব্দে চীনপরিব্রাজক ফা হিয়ান্ পবিত্র তক্ষশিলাপুরি সন্দর্শন করিয়া যান। পরে তাঁহার সমধর্ম্মী য়ুঅন্ চুঅঙ্ ৬৩০ ও ৬৪৩ খৃষ্টাব্দে এখানে অবস্থান করিয়াছিলেন। তৎকালে কাশ্মীরে এখানকার শাসন-কেন্দ্র স্থানান্তরিত হইয়াছিল।

প্রাচীন তক্ষশিলার ধ্বংসাবশেষগুলি ছয় ভাগে বিভক্ত পর্ব্বতগাত্রে স্থাপিত বর্ত্তমান শাহধেরী গ্রামের পার্শ্বভাগে বীর নামক যে সুবৃহৎ স্তূপ দৃষ্ট হয়, উহার অভ্যন্তর হইতে ইষ্টক, মুদ্রাসন, বহুসংখ্যক মুদ্রা ও রত্নালঙ্কারাদি পাওয়া গিয়াছে। মর্গালা শৈলের শিখরদেশে হাতিয়াল নামে উচ্চাংশ, উহাই প্রাচীন নগর ও রাজপ্রাসাদের নিদর্শন। এখনও [illegible] প্রাচীরবেষ্টিত [illegible] প্রাসাদভাগের অতীত সমৃদ্ধি জ্ঞাপন করিতেছে। শাহধেরীর [illegible] অনেক স্থান এখনও [illegible] নিদর্শন বলিয়া মনে হয়। বাবরখানা একটী সুবৃহৎ স্তূপের ধ্বংসাবশেষ মাত্র। ডাঃ কানিংহাম্ বলেন, চীনপরিব্রাজক হিয়ুন্ সঙ্গ যে অশোকনির্ম্মিত স্তূপের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, এই বাবরখানা তাহারই অন্যতম নিদর্শন। ইহা ভিন্ন এখানে বৌদ্ধ প্রভাবজ্ঞাপক অনেক বিহার ও সঙ্ঘারামাদির বহুতর নিদর্শন পাওয়া যায়।

শাহ নবাজ খাঁ, আবদুল রহিম খাঁ খান খানানের পুত্র। যুবরাজ শাহজহানের সহিত ইহাঁর কন্যার বিবাহ হয়।

শাহ নবাজ খাঁ, বাদসাহ শাহজহানের রাজত্ব কালের একজন ওমরাহ। ইনি উজীর আসফ্ খাঁর পুত্র আলমগীর বাদসাহ ও তদীয় ভ্রাতা যুবরাজ মুরাদ বক্সের শ্বশুর। কিন্তু "মাসির-উল-উমরা" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে ইহার পিতার নাম মির্জ্জা রুস্তম কান্দাহারী। ইহাঁকে গুজরাটের শাসনকর্ত্তৃ-পদে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। কিন্তু ১৬৫৮ খৃঃ অব্দে মুরাদ বক্সের গৃহে তদীয় ভ্রাতা আলমগীরের আদেশে ইহাঁকে বন্দী করা হয়। দারাশেকো মুলতান হইতে পলায়ন করিয়া যখন আহ্মদাবাদে আসিয়া ছিলেন, শাহনবাজ খাঁ তখন ঐ স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন, মুরাদ বক্সের স্ত্রী তখন শাহ নবাজ খাঁর নিকটেই অবস্থান করিতেন। ঐ রমণী আলমগীরের প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষপরায়ণা ছিলেন, কেননা আলমগীর তাঁহার স্বামীকে নিহত করেন। মুরাদ-বক্সের স্ত্রীর পরামর্শে শাহ নবাজ খাঁ দারার পক্ষ অবলম্বন করেন এবং আলমগীরের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সসৈন্যে আজমীরে উপস্থিত হন। ১৬৫৯ খৃঃ অব্দে ১০ই মার্চ্চ রবিবার আজমীরে আলমগীরের সৈন্যদের সহিত ইহাদের প্রবল যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে দারা পলায়ন করেন এবং শাহ নবাজ খাঁ নিহত হন।

শাহ নবাজ খাঁ, শাহ আলমের অনেক ওমরাহ। ইনি মিরাট-আফ্তাব নুমাই নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। আফ্তাব নুমাই বর্ত্তমান দিল্লীর একখানি ঐতিহাসিক গ্রন্থ।

শাহ নবাজ খাঁ, ইহাঁর প্রকৃতি প্রকৃত নাম আবদুল রজ্জাক। সমসামউদ্দৌলা পদবী লাভ করিয়াছিলেন। ইনি খোরাসানের খবাফদেশের সাদাত বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর প্রপিতামহ আমীর ক[illegible]ন্ খোরাক প্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া আকবরের রাজত্ব কালে হিন্দুস্থানে আগমন করেন এবং দিল্লীর রাজসভার সম্ভ্রান্ত ওমরাহগণের মধ্যে প্রতিপালিত হন। কমালুদ্দীনের পুত্র মীরহোসেন জাহাঙ্গীরের রাজত্ব সময়ে রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। মীরহোসেনের পুত্রের নাম [illegible] আমানত খাঁ নামেও অভিহিত হইতেন। [illegible] বড় ভালবাসিতেন। আলমগীর আমানত খাঁকে লাহোর, মুলতান, কাবুল ও কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানে উচ্চ [illegible] পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আমানত খাঁ কোনও সময়ে দাক্ষিণাত্যে দেওয়ানী

পদে নিযুক্ত হন। ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আবদুল কাদের দৌলত খাঁ সরকারী প্রধান খাজাঞ্চী ছিলেন। দ্বিতীয় পুত্র মীর হোসেন আমানত খাঁ সুরাটের শাসনকর্তৃপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তৃতীয় পুত্র আবদুল রহমান উজারদখাঁ মালব এবং বিজাপুরের দেওয়ানী পদে কার্য্য করিতেন। ইনি একজন সুকবি ছিলেন, ইহার রচিত দিবান্ গ্রন্থে ইহার বিক্রামী নাম পাওয়া যায়। ৪র্থ পুত্র কাসিম সুলতানের দেওয়ান ছিলেন। এই কাসিমের পুত্র মীর হোসেন আলীর ঔরসে ১৭০০ খৃঃঅব্দের ১০ই মার্চ্চ তারিখে শাহ নবাজ খাঁর জন্ম হয়। ইনি বেরার প্রভৃতি বহু স্থানেই কার্য্য করেন ও সলাবত জঙ্গের অধীনে ৭ হাজার সৈন্যের উপর কর্তৃত্ব লাভ করেন। এই সময়ে ইনি সমসামুদ্দৌলা উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৭৫৮ খৃঃঅব্দে ১ মে ইনি সহসা নিহত হন। ইঁহার সহিত ইঁহার একটী পুত্রও নিহত হইয়াছিল। শাহ নবাজ খাঁও একজন সুলেখক ছিলেন, ইনি মাসির-উল্ ওমরাই তৈমুরিয়া নামে এক খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তৈমুরবংশীয় যে সকল প্রধান লোক হিন্দুস্থানে এবং দাক্ষিণাত্যে কার্য্য করিতেন, এই গ্রন্থ তাঁহাদেরই জীবনী। তাঁহার মৃত্যুকালে এই গ্রন্থ অসম্পূর্ণ এবং অসংগৃহীত ছিল। মীর গুলাম আলী আজাদ এই গ্রন্থ খানি সংগ্রহ করেন এবং উহাতে গ্রন্থকারের জীবনী লিখিয়া দেন। অতঃপর শাহ নবাজ খাঁর পুত্র মীর আবদুল হাই খাঁ এই গ্রন্থ খানিকে পরিসমাপ্ত করিয়া গিয়াছেন।

শাহনূর, একজন সুবিখ্যাত দরবেশ, ১৬৯০ খৃঃ অব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে ইঁহার মৃত্যু হয়। আরঙ্গাবাদের নিকটে ইঁহাকে সমাহিত করা হয়। ইঁহার সমাধিস্থান দেখিবার জন্য বহু সংখ্যক মুসলমান এই স্থানে আগমন করিয়া থাকে।

শাহ নূর আসারি, একজন সুবিখ্যাত কবি। ইনি জাহির উদ্দীন্ ফারিয়াবীর শিষ্য, সুলতান মহম্মদ খারিজম্ শাহের রাজত্বকালে ইনি সবিশেষ খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করেন। ইঁহার পিতার নাম তাকাম। ১২০৪ খৃঃঅব্দে তাব্রিজে ইঁহার মৃত্যু হয়।

শাহপুর, পঞ্জাবের একটি জেলা, অক্ষা° ৩১° ৩২′ হইতে ৩২°৪২′ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১° ৩৭′ হইতে ৭৩° ২৪′ পূর্ব্বে অবস্থিত। ইহার পরিমাণ ৪৭৯৯ বর্গমাইল। রাবলপিণ্ডী বিভাগের উত্তরাংশে এই জেলা সংস্থিত। ইহার উত্তর সীমায় পিণ্ডদাদন খাঁ ও ঝিলামের তলাগঙ্গ তহশীল। পূর্ব্বসীমায় গুজরাট ও গুজরান্‌বালা জেলা এবং চেনাব নদী; দক্ষিণ সীমায় ঝাং জেলা, পশ্চিম সীমায় ডেরা-ইস্মাইল খাঁ ও বান্নু জেলা। এই জেলা আবার তিনটী তহশীলে বিভক্ত—পূর্ব্বভাগে ভেরা, পশ্চিম শাহপুর ও ঝিলাম পারে খুসাব তহশীল। পঞ্জাবের জেলাসমূহের ভূমিপরিমাণের হিসাবে শাহপুর সপ্তম স্থানীয়, কিন্তু অন্যান্য জেলার তুলনায় ইহার লোকসংখ্যা অতি কম। ঝিলাম্ নদীতীরবর্ত্তী শাহপুর নামক ক্ষুদ্র সহরে এই জেলার শাসনসংক্রান্ত সদর কার্য্যালয়সমূহ অবস্থিত।

ঝিলাম্ নদের দ্বারা এই জেলাটী দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। ইহার অধিকাংশ স্থলই অনুর্ব্বর, তবে জল-সেচনের ব্যবস্থা হইলে স্থলবিশেষ ফলপ্রদ হইতে পারে। চেনাব এই জেলার অপর একটী নদী। এই জেলার দক্ষিণ অংশ নিরবচ্ছিন্ন বালুকারাশিদ্বারা বিস্তীর্ণ মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে। স্থানে স্থানে বালুকারাশি উচ্চ পাহাড়ের ন্যায় প্রতিভাত হয়। উত্তরাংশে লবণপর্ব্বতশ্রেণী ক্রমশঃ প্রসারিত হইয়া সোকেশ্বর পর্ব্বতে মিলিত হইয়াছে। সোমেশ্বর পর্ব্বত সামুদ্রিক সমতল হইতে ৫০০০ ফিট উচ্চ। সোমেশ্বর পর্ব্বত প্রদেশে কতিপয় সুদৃশ্য হ্রদ পরিলক্ষিত হয়। পর্ব্বতমালার উপত্যকায় শস্যশ্যামল ভূখণ্ড দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এই সকল স্থানের মধ্য দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নির্ঝরিণীসমূহ কুলুকুলু রবে পর্ব্বতচরণাস্থ প্রস্থ ভূভাগের উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিতে করিতে নিম্ন ভূখণ্ডে প্রবাহিত হইতেছে।

ঝিলাম্ নদী উত্তর দিক্ হইতে আসিয়া সমগ্র জেলাটীকে দ্বিখণ্ডে বিভক্ত করিয়া দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইতেছে। পার্ব্বত্য প্রদেশে মুষল ধারে বৃষ্টিপাত হইলে ঝিলামের জলপ্লাবনে উহার তট হইতে বহুদূরবর্ত্তী গ্রামসমূহ বন্যায় পরিপ্লুত হয়। ইহাতে যদিও অধিবাসীদিগকে সহসা বিপদে পতিত হইতে হয়, কিন্তু ইহার ফলে কৃষিকার্য্যের উপযোগী ভূমিতে যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়।

চেনাব নদী শাহপুর ও গুজরাণবালা জেলার মধ্যবর্ত্তী সীমারূপে বিদ্যমান। এই জেলায় এই নদীর দৈর্ঘ্য পরিমাণ ২৫ মাইল। চেনাব ঝিলাম্ অপেক্ষা বিস্তৃত হইলেও এই নদী ঝিলামের ন্যায় খরস্রোতা নহে। ঝিলামের স্রোত এক ঘণ্টায় ৫ মাইল প্রবাহিত হয়। কিন্তু চেনাবের স্রোতের গতি ঘণ্টায় আড়াই মাইল মাত্র। ঝিলামের প্লাবনে ভূমির যেরূপ উর্ব্বরতাশক্তি বৃদ্ধি পায়, চেনাবের প্লাবনসংন্যস্ত পলি মৃত্তিকার সেরূপ গুণ নাই।

শাহপুরে বন বিভাগ আছে, কিন্তু তৎসম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য সবিশেষ কিছুই নাই। খনিজ দ্রব্যের মধ্যে বিশুদ্ধ লবণ যথেষ্ট আছে। ঝিলাম্ জেলাতেই সর্ব্বাপেক্ষা লবণের কারখানা। শাহপুর জিলার বর্চ্চা নামক স্থানে একটী মাত্র লবণের খনিতে কার্য্য হইতেছে। শাহপুরে ক্রিমিয়ান যুদ্ধের সময়ে বহু সোরার কারখানায় কার্য্য হইত, কিন্তু এক্ষণে সে কারবার একবারে বিলুপ্ত পায়। লৌহ, সীসা, ডাল্ডদথার, সলফেট অব্ লাইম এবং অভ্রাদি এই স্থানের পর্ব্বতমালায় পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু এই সকল দ্রব্যের পরিমাণ এতই অল্প যে তদ্দ্বারা কোন ব্যবসায় চলিতে পারে না।

345-XX

মোগল-সাম্রাজ্য ধ্বংস হওয়ার পূর্ব্বে এই জেলার ইতিহাস অতীব অস্পষ্ট। কিন্তু ভূমির অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয়, প্রাচীন সময়ে এখানে লোকনিবাস ছিল। এই জেলার বিস্তীর্ণ পারত্যক্ত ভূখণ্ডে কোথাও বা ভূপ্রোথিত ইষ্টকরাশি, কোথাও বা নাতিগভীর ইষ্টকনির্ম্মিত কূপ, কোথাও বা মৃত্তিকা-নির্ম্মিত ভগ্নপাত্রাদির স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। ক্রমশঃ জলের অভাব হওয়ায় এই সকল স্থান ধীরে ধীরে লোক-নিবাসের অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছিল। সম্ভবতঃ এই কারণেই এখনও এই জেলাতে অনেক স্থানই মানুষের আবাসের অনুপযুক্ত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। ৬০ ফিট পর্য্যন্ত গভীর করিয়া কূপ খনন করিলেও কূপে জলোদ্ধার হয় না, হইলেও সে জল ব্যবহার করিতে পারা যায় না। কিন্তু পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। মহাবীর আলেকজান্দারের সমসাময়িক ইতিবৃত্তবিদ্‌গণ বলেন, এই স্থানে নরনিবাসে পরিপূর্ণ ছিল। অকবরের রাজত্ব সময়েও নাকি শাহপুর জেলায় যথেষ্ট উন্নত অবস্থা বর্ত্তমান ছিল।

মহম্মদ শাহের শাসন সময় হইতেই আমরা শাহপুরের পরিস্ফুট ইতিহাসের প্রমাণ পাই। আনন্দবংশীয় রাজপুত রাজা সলামত রায় ভেরায় রাজধানী সংস্থান করিয়াছিলেন। তিনি এই স্থানের চতুঃপার্শ্বস্থ গ্রাম গুলিকে স্বীয় আয়ত্ত রাখিয়া শাসন করিতেন। নবাব আহম্মদীয়ার খাঁ খুশাবের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। এই জেলার দক্ষিণপূর্ব্বস্থ ভূখণ্ডে মুলতানের শাসনকর্ত্তা মহারাজ কুমারমল শাসন দণ্ড বিস্তার করিয়াছিলেন। সময় সময়ে শিখ ও আফগানগণ এখানে স্বীয় শাসন প্রভাব বিস্তার করিতেন। আহ্মদ শাহ দুরাণী ১৭৫৭ খৃঃ অব্দে নূর-উদ্দীন বমিজকে তদীয় পুত্র তৈমুরের সাহায্য করার জন্য প্রেরণ করেন। এই সময়ে মহারাষ্ট্রীয়দের সহিত তৈমুরের দারুণ যুদ্ধ চলিতেছিল। সৈন্যগণ খুশাবের নিকট ঝিলাম্ নদী পার হইয়া ভেরা, মিয়ানী এবং চকসাহু নামক তিনটী সমৃদ্ধিশালী নগরকে একবারে বিধ্বস্ত করিয়াছিল। কালক্রমে ভেরা ও মিয়ানী সেই ধ্বংসাবশেষ হইতে আবার সমৃদ্ধির মুখ দর্শন করিতে সুবিধা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু চকসাহু এখন কেবল নাম মাত্রেই প্রাচীন পরিচয় বজায় রাখিয়াছে। নবাব আহম্মদীয়ার খাঁর মৃত্যুর পরে খুশাব রাজা সলামত রায়ের শাসনাধীন হইয়াছিল।

আব্বাস খাঁ নামে একজন শাসনকর্ত্তা আহ্মদ শাহের প্রতিনিধি রূপে পিণ্ডদাদন খাঁ নামক স্থানে অবস্থান করিতেন, লবণপর্ব্বতশ্রেণীও ইঁহার শাসনাধীন ছিল। ইনি ভেরার রাজাকে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া নিহত করেন এবং ভেরায় স্বীয় অধিকার বিস্তার করেন। আব্বাস খাঁ এই সকল স্থান হইতে যে রাজস্ব আদায় করিতেন, সে সমস্তই প্রায় নিজেই ভোগ তছরূপ করিতেন। এই অপরাধে তাঁহার অবশিষ্ট জীবন কারাবাসে অতিবাহিত হইয়াছিল। এই সময়ে সলামত রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র ফতেসিংহ ভেরায় অধিকার প্রাপ্ত হন।

১৭৬৩ খৃঃ অব্দে আহ্মদ শাহের সহিত শিখদের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে বিজয়লক্ষ্মী শিখদিগকে সমাশ্রয় করেন। সুকর-চকিয়া মিশিলের নেতা ছত্রসিংহ বিজয়গৌরবে স্পর্দ্ধিত হইয়া সহসা লবণপর্ব্বতশ্রেণী করায়ত্ত করিতে প্রয়াস পান। এদিকে ভাঙ্গি রাজন্যবর্গ পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে চেনাব নদের তটান্ত পর্য্যন্ত ভূখণ্ডে আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিয়া উহা আপনাদের মধ্যে বিভক্ত করিয়া লয়েন। মুসলমান শাসনকর্ত্তারা সম্রাটের মুখাপেক্ষা না করিয়া নিজ নিজ বীরত্ব প্রভাবে সাহিবাল, মিঠাতিবানা এবং খুসাবে শিখগণের বিরুদ্ধে আপনাদের প্রভাব অক্ষুন্ন রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অতঃপর ক্রমশঃই অরাজকতার অসহ্য আক্রমণে, এবং সীমা সম্বন্ধীয় বিবাদে এই অঞ্চল সততই অশান্তিতে আন্দোলিত হইতেছিল। এই অবস্থায় শিখবীর মহাসিংহের অভ্যুদয় হয়। তাঁহার প্রভাবগৌরবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজশক্তির পরস্পর কলহ একবারে প্রশমিত হইয়া যায়। অতঃপর তৎপুত্র স্বনামধন্য বীরকেশরী রণজিৎসিংহ সমগ্র পঞ্জাবে স্বীয় অসাধারণ প্রভুত্ব সংস্থাপন করেন। ১৭৮৩ খৃঃ অব্দে মানসিংহ মিয়াণী নগর স্বীয় শাসনাধীন করেন, ১৮০৩ খৃঃ অব্দে তৎপুত্র মহারাজ রণজিৎসিংহ ভেরায় স্বীয় শাসন-গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ইহার ছয় বৎসর পরে রণজিৎ সাহিবাল ও খুসাবের বলুচ শাসনকর্ত্তা দ্বয়কে বিতাড়িত করিয়া এই দুই স্থানে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করেন। এই সময়ে তিনি আরও অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তালুক নিজের শাসনাধীন করিয়াছিলেন। ১৮১০ খৃঃ অব্দে ঝঙ্গের সিয়াল-বংশীয় সামন্তরাজবর্গের শাসিত স্থানগুলিও রণজিতের শাসনাধীন হয়।

১৮১৬ খৃষ্টাব্দে রণজিতের বিজয়ধ্বজা মিঠাতিবানায় উড্ডীন হয়। মিঠাতিবানার মালিকগণ রণজিতের বিজয়োন্মত্ত সেনাদের বীরগর্ব্ব দেখিয়া ভয়ে ভয়ে সুদূরে পলায়ন করেন। কিন্তু রণজিৎ মিঠাতিবানাগণের ক্ষমতা বিলক্ষণ রূপেই জানিতেন। সুচতুর রণজিৎ তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়া পরে তাঁহাদের সহিত মিত্রতা বন্ধনে আবদ্ধ হয়েন এবং হরিসিংহ নামক জনৈক শিখসর্দ্দারের প্রতি তিবানাদের রাজ্যশাসনের ভার সংন্যস্ত হইয়াছিল। হরিসিংহের মৃত্যুর পর ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে তিবানাদের দলাধিপ ফতে খাঁকে রণজিৎ জান্ধবাদ্ নগরে প্রতিষ্ঠিত করেন। রণজিৎ তৎপুত্র ও পৌত্র অল্প সময় মধ্যেই ক্রমে ক্রমে লোকান্তর প্রাপ্ত হন। [রণজিৎ সিংহ দেখ।] এই সময়ে মালিক ফতেখাঁ যথেষ্ট প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন।

ফতেখাঁর দুর্ব্ব্যবহারে শিখগণ উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ফতেখাঁর চক্রান্তে শিখনেতা ধ্যানসিংহ নিহত হন। ইহাতে শিখগণ ক্রোধে উন্মত্ত প্রায় হইয়া ফতেখাঁকে কারারুদ্ধ করেন। এই সময়ে লেফ্টেনান্ট এডোয়ার্ড ফতেখাঁকে কারামোচন করিয়া তাঁহাকে মূলতান বিদ্রোহ দমন করার জন্য বান্নু নগরে প্রেরণ করেন। ইহার অব্যবহিত পরেই একটা খণ্ডযুদ্ধে শিখেরা ফতেখাঁকে গুলি করিয়া নিহত করেন। ফতেখাঁর ভ্রাতা ও পুত্র ইংরাজদের পক্ষ অবলম্বন করেন।

দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের সময়েই শাহপুর ইংরাজের হস্তগত হয়। ইংরাজ অধিকারের প্রারম্ভে শাহপুর এক শ্রেণীর ভ্রমণশীল অসভ্যপ্রায় জাতির আবাস ছিল। ইহারা কোনও স্থানে নির্দ্দিষ্টরূপে ঘর বাড়ী করিত না, কেবল এখানে সেখানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত। বৃটীশ শাসন বিস্তারের সঙ্গে ইহারা ক্রমশঃ গৃহী হইয়া পড়িয়াছে।

শাহপুর জেলায় ৬টী সহর আছে—১ শাহপুর, ২ ভেরা, ৩ খুশাব, ৪ শাহিবাল, ৫ মিয়ানী, ৬ গিরোট।

কৃষিজাত দ্রব্যাদির মধ্যে গমই এখানে প্রধান। এতদ্ব্যতীত বাজরা, জোয়ার ও ধান উৎপন্ন হয়। বাণিজ্য দ্রব্যের মধ্যে লবণ, অহিফেন, সাজিমাটি, পশম, ঘৃত, সোরা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। জ্বর, আমাশয় ও উদরাময় এই জেলার প্রধান রোগ।

শাহপুর, পঞ্জাবের অন্তর্গত শাহপুর জেলার একটী তহশীল। শাহপুর জেলার আটিলোয়াব অঞ্চলে এই তহশীল অবস্থিত। ইহার পরিমাণ ১০৩২ বর্গ মাইল। এই তহশীলে ন্যূনাধিক ২৩১টি গ্রাম ও নগর আছে।

শাহপুর, শাহপুর জেলার সদর প্রধান সহর। অক্ষা° ৩২° ১৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২°.৩২ পূঃ, লাহোর-ডেরা-ইসমাইল খাঁ রাস্তার উপর ঝিলাম্ নদীর বামদিকে অবস্থিত। এই সহর হইতে দুই মাইল দূরে ঝিলাম্ নদী প্রবাহিত হইতেছে। সৈয়দবংশীয় সম্ভ্রান্ত মুসলমানগণ এই সহর সংস্থাপন করেন। শাহ সামস তাঁহাদের নেতা ছিলেন। সামের বংশীয়েরাই এখনও এই স্থানের অধিকারী। সহরের পূর্ব্ব ভাগে শাহ সামের সমাধি এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে শাহ সামকে মুসলমানগণ ভগবৎ-প্রেরিত সাধু বলিয়া মান্য করিতেন। এখনও তাঁহার সমাধির নিকট প্রতিবর্ষে বিশাল মেলা হইয়া থাকে। এই মেলায় অন্যূন ২০০০০ লোক সমবেত হয়।

শাহপুর, মথুরা জেলার কোশী তহশীলের একটী ক্ষুদ্র পল্লী। এখন এই গ্রামে সমৃদ্ধির কোন পরিচয় নাই। কিন্তু পূর্ব্বে এখানে নবাব আসরফ্ আলীর রাজধানী ছিল। গ্রামের বাহিরে এখনও তাঁহার দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। নবাবের জীবদ্দশায় এই স্থানটী সর্ব্ব প্রকার সমৃদ্ধিশালী ছিল।

শাহপুর, পঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার একটী সহর।

শাহপুর, মধ্য প্রদেশের সাগর জিলার অন্তর্গত একটী পল্লীগ্রাম।

শাহপুর, মধ্য প্রদেশের অন্তর্গত নিমার জিলার বুরহানপুরের অধীন একটী পল্লীগ্রাম।

শাহপুর, মধ্য প্রদেশের অন্তর্গত মণ্ডলা জেলার পর্ব্বতশ্রেণী। এই স্থানটী নর্ম্মদা নদীর উত্তরভাগে অবস্থিত। গোঁড় ও বৈগা এই স্থানের অধিবাসী। গেজর ও গঙ্গাই নির্ঝর এই স্থান দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। সমুন্নত গিরিবক্ষ বিদারণ করিয়া এই দুই জলপ্রবাহ নিম্ন দেশে প্রবাহিত হইয়া পথে পথে নয়ন-সুভগ বহুল জলপ্রপাতের সৃষ্টি করিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতম জলপ্রপাতটীর উচ্চতার পরিমাণ ৬০ ফিট। এই জলপ্রপাতের পশ্চাৎ ভাগে অন্ধকারসমাচ্ছন্ন ব্যাঘ্রভল্লুকাদি নিষেবিত ভীষণ গহ্বর। জন সাধারণের সংস্কার, এই ভয়ঙ্কর স্থানটী মহাদেবের অনুচর ভূত প্রেত পিশাচ ও প্রমথগণের মহাভৈরব তাণ্ডব নৃত্যের নিত্য রঙ্গস্থলী। ভূতনাথ ভবানীপতি মহাদেবই নাকি এই পর্ব্বতমালার অধিপতি।

শাহপুর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত কাঠিবাড় রাজ্যের অধীন একটী ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্য। ইহার পরিমাণ দশ বর্গ মাইল মাত্র।

শাহপুরা, রাজপুতনার একটী দেশীয় রাজ্য। এই অঞ্চলটী বৃক্ষাদি বিবর্জ্জিত হইলেও অনুর্ব্বর নহে। গোচারণের ভূমিও এখানে যথেষ্ট আছে। শাহপুরার রাজা উদয়পুরের মহারাণার নিকট হইতেও ৮০ খানি গ্রাম পত্তনী লইয়া তালুকদারের ন্যায় কর দিয়া ভোগ দখল করিতে থাকেন। সুতরাং এটি একটী করদ রাজ্য। ইহার রাজা শিশোদিয়া রাজপুতবংশীয়। উদয়পুরের পূর্ব্বতন রাণারাই ইহাঁদের পূর্ব্বপুরুষ। সুর্য্যমল এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। পিতার নিকট হইতে উদয়পুরের খেরার পরগণা প্রাপ্ত হন। সম্রাট্ শাহজহান তাঁহার পুত্রের বীরত্বদর্শনে প্রীত হইয়া পুরস্কার-স্বরূপ তাঁহাকে ফুলিয়ার পরগণা জায়গীর প্রদান করেন। সূর্য্যমল উদয়পুরের রাণার দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন। ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে শাহপুরের রাজা বৃটীশ গবর্মেণ্টের অধীনতা স্বীকার করিয়া সনদ গ্রহণ করেন।

২ রাজপুতনার উক্ত শাহপুরা রাজ্যের রাজধানী। অক্ষা° ৭° ২৩´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬ ১ পূর্ব্ব। এই স্থানে হিন্দুই প্রধান অধিবাসী।

৩ মধ্য প্রদেশের অন্তর্গত মণ্ডলাজেলার রামগড় তহশীলের অধীন একটি সহর।

শাহপুরী, চট্টগ্রাম বিভাগের একটী দ্বীপ, নায়াফ নদীর মুখে

অবস্থিত। এই স্থানটী লইয়াই প্রথমতঃ ব্রহ্মবাসীদের সহিত ইংরাজদের যুদ্ধ হয়। ইংরাজেরা অনেক দিন বিনা আপত্তিতে এই দ্বীপের ভোগদখল করিতেছিলেন। বহুদিন পরে ব্রহ্মরাজের চৈতন্য হইল তিনি দ্বীপটীকে স্বীয় অধিকারভুক্ত বলিয়া দাবী করেন। ব্রহ্মদেশের কর্ত্তৃপক্ষ এই স্থানে ঘাটকর সংস্থাপন করিয়া চট্টগ্রামের নৌব্যবসায়ীদের নিকট করের দাবী করেন। ইহাতে আপত্তি উত্থাপিত হওয়ায় ব্রহ্মের কর্ত্তৃপক্ষের অনুমত্যানুসারে নাবিকগণের নৌকা আগুন দিয়া পোড়াইয়া দেওয়া হয়। এবং একজন সারেঙ্গকেও নিহত করা হয়। ইহার পরেই নায়ক নদের পূর্ব্বপারে অস্ত্রধারী ব্রহ্মসেনাগণ যুযুৎসুভাবে সমবেত হয়। ইহা দেখিয়া চট্টগ্রামবাসীরা অত্যন্ত ভীত হইয়া বৃটীশ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট এই সংবাদ জ্ঞাপন করে। ১৮২৩ খৃঃঅব্দের ২৪এ সেপ্টেম্বর ব্রহ্মদেশের রাজকীয় কর্ম্মচারীরা সসৈন্যে আসিয়া শাহপুরী অধিকার করিতে প্রবৃত্ত হয়। প্রায় এক সহস্র লোক সমর সাজে আসিয়া ইংরাজদের রক্ষিত প্রহরী প্রভৃতিকে নিহত ও আহত করিয়া শাহপুরীতে আপনাদের অধিকার বিস্তার করে। এই সংবাদ পাইয়া ইংরাজকর্ত্তৃপক্ষ কলিকাতা হইতে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। এই সৈন্যপ্রেরণের ফলে অনেকদিন পর্য্যন্ত মগেরা চট্টগ্রামের পূর্ব্বসীমায় আর স্বীয় বীরত্ব প্রদর্শন করার নিমিত্ত অগ্রসর হয় নাই, কিন্তু কিছুদিন যাইতে না যাইতেই ইংরাজদিগকে শাহপুরী হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য ব্রহ্মরাজ আরাকানের রাজার উপর আদেশ জারি করেন। পরে আবা হইতে রাজকর্ম্মচারীরা শাহপুরী দখল লইবার জন্য সসৈন্যে শাহপুরীতে আগমন করেন। ফলতঃ শাহপুরীর অধিকার-নির্ব্বাচনই ব্রহ্মযুদ্ধের মূল কারণ। এই সকল কারণে ১৮২৭ খৃঃ অব্দের ২৭এ ফেব্রুয়ারী প্রথম ব্রহ্ম যুদ্ধ ঘোষিত হয়।

শাহপৌ, মথুরা জেলার শাহাবাদ তহশীলের একটী সহর। শাহাবাদ সহরের ৭ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭° ২৬´ ১৩´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৮° ১০´ ৪৯´´ পূঃ। স্থানটী ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলপথের জলেশ্বর রোড ষ্টেশনের অনতিদূরে অবস্থিত। এই স্থানে পুলিশ-থানা ও ডাকঘর উভয়ই আছে। রবিবারে ও বুধবারে এইস্থানে হাট বসিয়া থাকে।

শাহবন্দর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির করাচি জেলার একটী মহকুমা। অক্ষা° ২৩° ৩৫´ হইতে ২৫° উঃ ও দ্রাঘি° ৬৭° ২০´ হইতে ৬৮° ৪৮ মধ্যে অবস্থিত। এই স্থানের পরিমাণ ৩৩৭৮ বর্গমাইল।

স্থানটী প্রধানতঃ একটী সমতল ভূমি ও নদীমাতৃক। সিন্ধুনদের স্রোতের জলে ইহাকে কতকটা ঐ নদের ব দ্বীপে পরিণত করিয়াছে। স্থানটী কতকগুলি নদীনালায় বিভক্ত। এই সকল নদী নালার মধ্যে কোরি খাল এবং পিঞ্জারী বা পিন্নদী প্রধান। ইহার নানাস্থানে বহুসংখ্যক আম্রকুঞ্জ ও তিন্তিড়ীবৃক্ষের বন দৃষ্ট হয়। ইহার দক্ষিণপশ্চিমাংশ সিন্ধুর বন্যায় ডুবিয়া যায়। ইহার কটিদেশ সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, ইহা অতি উৎকৃষ্ট চারণ ভূমি। মহিষাদি এইস্থানে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে পারে। ধান্যই এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য, এতদ্ব্যতীত গম, কার্পাস, তামাক ও ইক্ষুও এই স্থানে জন্মিয়া থাকে।

২ এই মহকুমার একটী তালুক। উহার পরিমাণ ১৩৮৮ বর্গমাইল।

৩ শাহবন্দর তালুকের প্রধান নগর। মুগলভীনের ৩০ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে এবং সুজাবাল হইতে ৩৩ মাইল দক্ষিণে সিন্ধুনদীর 'ব' দ্বীপাংশে এই বন্দর সংস্থাপিত। পূর্ব্বে এই স্থানটী মোলির নদীর পূর্ব্বপ্রান্তে অবস্থিত ছিল। এখন এই স্থান হইতে নদী প্রায় ১০ মাইল দূরে। এই সহরের দক্ষিণপূর্ব্বভাগে লবণভূমি, পশ্চিমদিকে সুদীর্ঘ তৃণপূর্ণ জঙ্গল। সিন্ধুনদের বন্যায় আরঙ্গাবাদের কিয়দংশ যখন নষ্ট হইয়া যায়, তখন ইংরাজেরা আরঙ্গাবাদ হইতে শাহ-বন্দরে তাঁহাদের কারখানা তুলিয়া আনিয়া সংস্থাপন করেন। ১৮১৯ খৃঃ অব্দের সিন্ধুর প্লাবনে শাহবন্দর একটী নগণ্য পল্লীতে পরিণত হয়।

শাহবাজ খাঁ কম্বু, সম্রাট্ অকবর শাহের সভার একজন আমীর। হাজি জমালের বংশধর ও ৬ষ্ঠ পুরুষ অধস্তন। এই হাজি জমাল মুলতানের সেখ বাহা-উদ্দীনের ধর্ম্মাশ্রয় ছিলেন। ইনি জীবনের প্রথমাংশে দরবেশ বা ফকীর ছিলেন, পরে অকবর বাদশাহ ইঁহাকে ওমরাহ পদে নিযুক্ত করেন। ক্রমে ক্রমে ইনি আমীরের পদে উন্নীত হন। ১৫৮৪ খৃঃ অব্দে শাহবাজ খাঁ বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তৃপদ লাভ করেন। ১৫৯৯ খৃঃ, ৭০ বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়। আজমীরের খাজা মইন-উদ্দীন্ চিস্তির প্রকাণ্ড সমাধিমন্দিরে নিকটে ইঁহাকে সমাহিত করা হয়। শাহবাজ খাঁ একজন বিখ্যাত দাতা, ইঁহার ব্যয়বাহুল্য দেখিয়া লোকে মনে করিত যে, ইঁহার নিকটে কোনও মন্ত্রপূত প্রস্তরখণ্ড আছে।

শাহবাজনগর, শাহজহানপুর তহশীলের একটী গণ্ডগ্রাম। অক্ষা° ২৭° ৫৩´ ৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯° ৫৫´ ৬´´ পূঃ। দারানদী তট শাহজহানপুর হইতে ৩ মাইল দূরে এই পল্লী অবস্থিত। শাহবাজখানের নামানুসারে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই পল্লীটী সংস্থাপিত হয়। শাহবাজ খাঁ এইস্থানে দুর্গনির্ম্মাণ করিয়া প্রায়শঃ অবস্থান করিতেন। তাঁহার বংশধরগণ সিপাহীযুদ্ধের সময় পর্য্যন্ত এই স্থানের ভোগদখল করেন। ইঁহারা বিদ্রোহীদের

সঙ্গে জড়িত ছিলেন বলিয়া বৃটীশ গবর্ণমেন্ট ইহাদিগকে এইস্থান হইতে বঞ্চিত করেন এবং বরেলির ডিপুটী কালেক্টর মৌলবী সেখ খয়ের উদ্দীন্‌কে এই স্থান অর্পণ করেন।

শাহবাজপুর, যুক্ত প্রদেশের ফতেপুর জেলার কল্যাণপুর তহ-একটী গ্রাম, অক্ষা° ২৫° ৫৫´ ·০˝ উঃ এবং দ্রাঘি ৮০° ৩১´ ৩৫˝ পূঃ; বিন্দকী হইতে ৭ মাইল এবং ফতেপুর সহর হইতে ১০ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে ভাল বাজার আছে।

শাহবাজ বান্দা নবাজ, ইস্ক-নামা ও সার্দ্দিৎ-নামা নামক দুই খানি গ্রন্থরচয়িতা। এই পুস্তকদ্বয়ে, ঐশ্বরিক প্রেম, আত্মা ও জীবনের ভাবী অবস্থার বিষয়ে নানারূপ প্রবন্ধের সমাবেশ আছে।

শাহবেগ অরঘন, সিন্ধু দেশের রাজা ও অরঘন বংশের স্থাপয়িতা। ইহাঁর পিতা জুনানবেগ অরঘন খোরাসানের রাজা সুলতান হোসেন মির্জ্জার সেনানায়ক ও প্রধান ওমরাহ এবং কান্দাহার, শালসিটানক ও অরঘন প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। মহম্মদ খাঁ সৈবানী উজবেগের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে গিয়া জুনানবেগ মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইহাঁর মৃত্যুর পর কান্দাহারের অধিপতি তদীয় পুত্র শাহ বেগ অরঘনকে ঐ পদে নিযুক্ত করেন। বাবর শাহ কান্দাহার প্রদেশ আক্রমণ করিলে, শাহবেগ তাঁহার আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে অসমর্থ হইয়া সিন্ধুদেশে প্রস্থান করেন। ১৫২১ খৃঃ অব্দে সামন-বংশের শেষ রাজা জাম ফিরোজকে পরাজিত করিয়া ঐ স্থানের রাজা হন। কিন্তু তিনি ঐ স্থানে অধিক দিন রাজত্ব করিতে পারেন নাই, কারণ ইহার কিঞ্চিদধিক দুই বৎসর পরে ১৫২৪ খৃঃ অব্দে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

শাহ বেগম, ভগবান্ দাসের কন্যা ও জাহাঙ্গীরের প্রথমা পত্নী। জাহাঙ্গীর বাদশাহই ইহাঁকে শাহবেগম উপাধি দান করেন। ১৫৮৪ খৃঃ অব্দে যুবরাজ সে[illegible]ম (পরে জাহাঙ্গীর) সঙ্গে ইঁহার বিবাহ হয়। ইঁহারই গর্ভে ১৫৮৭ খৃঃ অব্দে খসরুর জন্ম হয়। জাহাঙ্গীর অকবরের রাজত্বকালে একবার পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া কিয়ৎকাল আলাহাবাদে গিয়া স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ভাবে অবস্থান করেন, ঐ সময়ে তিনি অসংযত ভাবে আপনার ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলতান খসরুকে তিনি দুই চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। ইহা তাঁহার চরিত্রের একটী অদ্ভুত বিশেষত্ব। খসরুও পিতার ন্যায় অসংযত চিত্ত ও অপরিমিতাচারী ছিলেন, বোধ হয় ইহাও তাঁহার পিতার এক প্রধানতম অসন্তুষ্টির কারণ। পিতা পুত্রের এইরূপ কলহের জন্য শাহবেগম এতদূর মর্ম্মাহত হন যে আলাহাবাদে থাকিতে থাকিতেই ১৬০৩ খৃঃ অব্দে অহিফেন-সেবনে প্রাণ পরিত্যাগ করেন। সুলতান খসরুর বাগানে ইহাঁকে সমাহিত করা হয়। ইহার পরে সুলতান খসরুর মৃত্যু হইলে তাঁহাকেও ঐ স্থানে সমাহিত করা হইয়াছিল।

শাহ বেগম, কান্দাহারের শাসনকর্ত্তা (পরে সিন্ধুদেশের রাজা) শাহবেগ অরঘানের ভ্রাতা মহম্মদ মুকিমের কন্যা। কাসিম কোকার সহিত ইহাঁর বিবাহ হয়। উজবেগজাতির সহিত যুদ্ধে কাসিম কোকার মৃত্যু হয়। বাবর শাহ কান্দাহার জয় করিলে ইহাঁকে কাবুলে আনয়ন করেন।

শাহ বেগম, বদকশানের খান মীর্জ্জার জননী। ইনি মহাবীর আলেকজান্দারের বংশাবতংশ বলিয়া আপনার পরিচয় দিতেন।

শাহ মাদার, একজন সুবিখ্যাত দরবেশ। ইঁহার প্রকৃত নাম বদী উদ্দীন্‌। ইনি সেখ মহম্মদ তইফরী য়োস্তামীর ধর্ম্মশিষ্য এবং মাদারিয়া সম্প্রদায়ের স্থাপয়িতা। তাঁহার সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। ১৪৩৪ খৃঃ অব্দে ২০এ ডিসেম্বর ১২৪ বৎসর বয়সে ইহাঁর দেহান্তর ঘটে। কনোজের অন্তর্গত মকানপুরে ইহার কবর আছে। এই স্থানে প্রতি বৎসর মহোৎসব হইয়া থাকে। ইনি কাজি শাহেব-উদ্দীন দৌলতাবাদীর সমসাময়িক। দৌলতাবাদী জৈনপুরের সুলতান ইব্রাহিম সর্কির রাজত্ব কালে জীবিত ছিলেন।

শাহ মনসুর, মুজাফফরের পুত্র ও মুজাফর-বংশের সর্ব্বশেষ সুলতান। ইনি জৈন-উল্‌-আবিদিনকে অন্ধ করিয়া সিরাজ দখল করেন ও পরে ইয়াক্‌ ও কার্সে রাজত্ব করিতে থাকেন। শাহ মনসুর ১৩৯০ খৃঃ অব্দে ২২এ মে বৃহস্পতিবার আমীর তৈমুর কর্ত্তৃক পরাজিত ও নিহত হন।

শাহ মীর, মীয়ান মীর নামেও অভিহিত, ইহার প্রকৃত নাম সেখ মহম্মদ। শাহমীর খলিফা ওমারের বংশধর ও অত্যন্ত ধর্ম্মভীরু লোক ছিলেন। ইনি একজন মুসলমান সাধু বলিয়া পরিগণিত। ১৫৫০ খৃঃ অব্দে সিস্তানে ইহাঁর জন্ম হয়। তাহার পর লাহোরে আসিয়া ৬০ বৎসর বাস করিবার পর ১৬৩৫ খৃঃ অব্দে ১১ই আগষ্ট মঙ্গলবার ইহাঁর মৃত্যু হয়। লাহোরের নিকটবর্ত্তী হাসিমপুর নামক স্থানে ইঁহাকে সমাহিত করা হয়। ইহার কতকগুলি শিষ্য ছিল, তন্মধ্যে শাহ জহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা শেকোর গুরু মোল্লা শাহ অন্যতম। ইনি জিয়া-উল-আয়ুন অর্থাৎ নয়নের আলোক নামক গ্রন্থের রচয়িতা।

শাহমীর, কাশ্মীরের প্রথম মুসলমান রাজা। ১৩১৫ খৃঃ অব্দে রাজা সেনাদেবের সময় কাশ্মীরে প্রথম মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারিত হয়। ঐ সময় শাহমীর নামে একজন মুসলমান কাশ্মীররাজের অধীনে কার্য্য গ্রহণ করেন। রাজার মৃত্যুর পর ইনি রাজপুত্র রাজা রত্নের প্রধান মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত হন।

মজ্জনের মৃত্যুর পর আনন্দ দেব রাজপদে অধিষ্ঠিত হন। এই সময়েও শাহমীর মন্ত্রিত্ব করেন। ক্রমে ক্রমে শাহমীর এবং তাঁহার পরিজনবর্গের আধিপত্য দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। প্রজাগণও শাহমীরের প্রতি অনুরক্ত হইয়া উঠে। ইহাতে শাহমীরের পরিজনগণের প্রতি সন্দিগ্ধ হইয়া রাজা উহাদিগকে রাজসভায় আসিতে নিষেধ করেন। এই নিষেধের ফল বিষময় হইয়া উঠে। শাহমীর বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়াইলেন, কতকগুলি সৈন্য সামন্ত লইয়া কাশ্মীরের উপত্যকায় যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন, রাজার বিশ্বস্ত কর্মচারিগণ ও সৈন্যগণ শাহমীরের সহিত যোগ দিলেন, এই অসম্ভাবিত ব্যাপার দেখিয়া রাজার হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল। হৃৎপিণ্ডের পীড়ায় ১৩২৭ খৃষ্টাব্দে বিধবা পত্নীকে রাখিয়া মানবলীলা সংবরণ করিলেন। কএক বৎসর রাজপত্নী কোলদেবী শাহমীরের অঙ্কলক্ষ্মী হইয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। শাহমীর এইরূপে কাশ্মীরের রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। কোলদেবীর বিবাহের ঘটনা অনেকেই অলীক বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। জনৈক ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন, দুর্বৃত্ত মীরশাহ যখন কোলদেবীর সতীত্ব নষ্ট করিতে আসিয়াছিল, তখন তিনি কতকগুলি দাসী সহ শাহমীরের নিকট উপস্থিত হন এবং উহাকে পামর, পাষণ্ড, অকৃতজ্ঞ, নরাধম, বিশ্বাসঘাতক বলিয়া গালি দিতে দিতে স্বীয় বক্ষে ছুরিকাঘাত করিয়া সতী রমণী তদ্দণ্ডেই প্রাণ পরিত্যাগ করেন। এই ঘটনার পরে শাহমীর সুলতান সামসুদ্দীন উপাধি গ্রহণ করিয়া ১৩৪১ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীরের রাজসিংহাসন গ্রহণ করেন। ১৩৪৪ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যুর পরে ইঁহার পুত্র জমসীদ ইঁহার উত্তরাধিকারী হইলেন।

শাহরা, মধ্য প্রদেশের নিমার জেলার অন্তর্গত খাণ্ডোয়া তহশিলের একটী সহর।

শাহরিয়ার, সম্রাট জাহাঙ্গীরের কনিষ্ঠ পুত্র। শের আফগান খাঁর ঔরসে নূরজাহান বেগমের যে কন্যা হয়, সেই কন্যার সহিত ইঁহার বিবাহ হইয়াছিল। ১৬২৭ খৃঃ অব্দে জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পরে শাহরিয়ার লাহোর হইতে আসিয়া কোষাগার দখল করেন এবং সৈন্য সামন্ত সংগ্রহ করিয়া উজীর আসফ্ খাঁকে আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। আসফ্ খাঁ সুলতান খসরুর পুত্র দেওয়ার বকস্ ওরফে বলাকীকে কারামুক্ত করিয়া রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে শাহরিয়ার পরাস্ত ও কারা নিক্ষিপ্ত হন, অবশেষে ইঁহার চক্ষু নষ্ট করা হয়। শাহজহান ১৬২৮ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া ইঁহাকে, দাবার বক্সকে এবং দানিয়ালের দুই পুত্র তৈমুর ও হোসঙ্গকে নিহত করেন।

শাহ রুক মীর্জ্জা, তৈমুরবংশীয়, ইহাঁর পিতার নাম ইব্রাহিম মির্জ্জা। বদাক্সনের শাসনকর্ত্তা মীর্জ্জা সোলেমান ইহাঁর পিতামহ ছিলেন। ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে, ইনি ইহাঁর পিতামহকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহার সিংহাসনে অধিরূঢ় এবং দশ বৎসর কাল রাজ্যশাসন করেন। ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে আবদুল্লা খাঁ উজবক্ নিজ পরাক্রমে ইহাঁকে দেশ হইতে বিতাড়িত করেন। শাহরুক পলায়নপূর্ব্বক ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হন। সম্রাট্ অকবর ইহাঁকে আশ্রয় দান ও স্বীয় কন্যা দান করেন। ১৫৯৩ খৃষ্টাব্দে শাহরুক্ অকবরের কন্যা শাকরেন্নেশা বেগমকে বিবাহ করিয়া পঞ্চ হাজারী আমীরের পদ প্রাপ্ত হন। জাহাঙ্গীরের সময়ে ইনি সপ্তহাজারী পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে উজ্জয়িনীতে ইহাঁর মৃত্যু হয়।

শাহ সদর, একজন সুবিখ্যাত পীর। আরব হইতে ইনি সিন্ধুদেশে আসিয়া ছিলেন। এখানে অনেকে ইহাঁর ধর্ম্মমত গ্রহণ করেন। শিবিস্থান পর্ব্বতের পাদদেশে এখনও ইহার সমাধি আছে। এই স্থানটী সিন্ধুপ্রদেশের লকী গ্রামের অতি নিকট। পারস্যাধিপতি নাজীর শাহ ইহাঁর পরম ভক্ত ছিলেন। নাজী বাল্যে ইনি স্বপ্নে দর্শন দিয়া গুপ্তধনের কথা বলিয়া দিয়াছিলেন। নাজীর স্বপ্নাদেশানুসারে নির্দ্দিষ্ট স্থানে ধন প্রাপ্ত হন এবং এই পীর সাহেবের পরম ভক্ত হন। সিন্ধু প্রদেশে এখন যে সকল সৈয়দবংশীয় ব্যক্তিগণ লাকীয় সৈয়দ নামে অভিহিত হন, তাঁহারা ইঁহারই বংশীয়। ইমাম আলি নকির বংশ হইতে এই বংশ উদ্ভূত। "লকি" শব্দ "নকি" শব্দেরই রূপান্তর বা অপভ্রংশ।

শাহ সরফউদ্দীন, একজন পীর। ১৩৩৯ খৃঃ অব্দে ইনি লোকান্তর প্রাপ্ত হন। বিহারে এখনও ইঁহার সমাধি আছে। মুসলমানগণ এই সমাধি দর্শন করিয়া থাকেন। ইহার মৃত্যু তারিখে প্রতিবর্ষে এই দরগার সমীপে ইহাঁর স্মরণার্থ মেলা হইয়া থাকে। এই মেলায় প্রতিবর্ষে প্রায় ৫৮০০০ লোক উপস্থিত হইয়া থাকে। ইহাঁর অপর নাম সেখ শরীফ। বহলোল লোদীর পুত্র সম্রাট্ সেকেন্দর শাহ ১৪৯৫ খৃঃ অব্দে ইহাঁর সমাধি দর্শন করেন।

শাহ সুজা, কাবুলের আহ্মদশাহ আবদালীর পৌত্র, তৈমুর শাহের কনিষ্ঠ পুত্র। ১৮১২ খৃঃ অব্দে ইহার ভ্রাতা ইহাঁকে কাশ্মীরে প্রেরণ করিয়া কারারুদ্ধ করেন। রণজিৎসিংহ ইহাঁকে কারামুক্ত করিয়া ছিলেন। ১৮০৯ খৃঃ অব্দে হইতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ইহাঁকে কাবুলের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৮৪২ খৃঃ অব্দে ইহাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ইহাঁকে নিহত করেন। ইনি ইহার আত্মজীবনী লিখিয়াছিলেন, তাহা এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

শাহস্থজা, মুলতানীয় সুলতান। সিরাজে ইঁহার রাজধানী ছিল। ইহাঁর এক অদ্ভুত রোগ ছিল যে, ইনি সর্ব্বদাই ক্ষুধায় কাতর থাকিতেন, কিছুতেই সে ক্ষুধার নিবৃত্তি হইত না। ১৩৫৯ খৃষ্টাব্দে ইনি ইঁহার পিতাকে অন্ধ করিয়া ফেলেন এবং নিজে রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। ১৩৭৫ খৃঃ অব্দে ইহাঁর মৃত্যু হয়। সিরাজের নিকটস্থ হক্‌তান উদ্যানে এখনও ইঁহার সমাধি আছে।

শাহ স্থফী, পারস্যরাজ শাহ আব্বাসের পৌত্র, ইহাঁর প্রকৃত নাম বহরম মীর্জ্জা। ১৬২৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ইনি সিংহাসন এবং শাহস্থফী পদবী লাভ করেন। ইনি অত্যন্ত দুর্ব্বৃত্ত, নিষ্ঠুর ও দুষ্কর্ম্মকারী ছিলেন। ইনি প্রতি বর্ষেই ভয়ানক লোমহর্ষণ, নিষ্ঠুরতা ও লোকপীড়াজনক কার্য্য করিয়া জন সাধারণকে সন্ত্রস্ত রাখিতেন। রাজপরিবারের সকলের উপরেই ইহাঁর অবিশ্বাস ছিল। ইনি কাহাকে নিহত করিতেন, কাহারও চক্ষু নষ্ট করিতেন, কাহাকেও কারা নিক্ষিপ্ত করিয়া কষ্ট দিতেন। প্রায় চৌদ্দ বৎসর রাজত্বের পর ১৬৪২ খৃঃ অব্দে ইহাঁর মৃত্যু হয়।

শাহ স্থফী, একজন পীর, আগ্রার অন্তর্গত ফিরোজপুর পরগণার স্থফীপুর গ্রামে ইহাঁর দরগা আছে। এই দরগার খাদিমগণ বলেন, সম্রাট্ অকবরের রাজত্ব সময়ে শাহস্থফী ইস্‌পাহান হইতে ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং যমুনার তটবর্ত্তী পুরাতন চন্দ্রাবার নগরে আশ্রয় করিয়া তাহাতে বাস করেন। এই স্থানের বহুদূর পর্য্যন্ত চতুর্দ্দিকে অনেক মসজিদের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। শাহ স্থফীর মসজিদ্ কারুকার্য্যের জন্য বিখ্যাত, ইহা একটী দর্শনীয় বটে। যমুনা হইতে এই মসজিদ্ অতি স্থন্দররূপে দেখা যায়।

শাহাদা, বোম্বাই প্রদেশের খান্দেশ জেলার একটী মহকুমা। ভূমির পরিমাণ ৪৭৯ বর্গমাইল। এই মহকুমায় তাপ্তী ও গোমী এই দুইটী নদী আছে। ১৩৭০ খৃঃ অব্দে এই স্থান গুজরাটের অধীন ছিল। এই সময়ে খান্দেশের শাসনকর্ত্তা রাজামালিক -এই স্থান আক্রমণ করিয়া একেবারে হতশ্রী করিয়া ফেলেন। অতঃপর এই মহকুমা মোগলদের এবং তৎপরে মহারাষ্ট্রীয়দের শাসনাধীন হয়। ১৮১৮ খৃঃ অব্দে বৃটীশ সিংহ এই স্থানে আধিপত্য বিস্তার করেন। এই মহকুমার প্রধান নগরের নাম শাহাদা। ধুলিয়া হইতে ৪৮ মাইল উত্তরপশ্চিমে এই সহর অবস্থিত।

শাহাবাদ, বাঙ্গালার ছোটলাটের শাসনাধীন একটী জেলা, অক্ষা° ২৯° ৩১´ হইতে ২৫° ৪৩´ উঃ এবং দ্রাঘি ৮৩° ২৩´ হইতে ৮৪° ৫৫´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। এই স্থানের পরিমাণ ৪৩৬৫ বর্গমাইল। পাটনা বিভাগের উত্তরপশ্চিমাংশই শাহাবাদ। ইহার উত্তর সীমায় গাজীপুর ও সারণ জেলা, পূর্ব্বসীমায় পাটনা ও গয়া, দক্ষিণসীমায় লোহারডাগা, পশ্চিমসীমায় মীর্জ্জাপুর, বনারস ও গাজীপুর। ইহার উত্তরাংশে গঙ্গানদী এবং পূর্ব্বভাগে শোণনদ প্রবাহিত হইয়া এই জেলার উত্তরপূর্ব্ব অংশে সম্মিলিত হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। কর্ম্মনাশা নদী উত্তরপশ্চিম বিভাগ হইতে এই জেলাকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। কর্ম্মনাশা চৌশার নিকটে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। শোণনদ দক্ষিণদিকে লোহারডাগার সীমারূপে প্রবাহিত হইতেছে। এই জেলার শাসনসংক্রান্ত সদর আফিস আদি প্রতিষ্ঠিত।

শাহাবাদ ভূখণ্ডে বিবিধ ভাবের নৈসর্গিক অবস্থানিচয় দৃষ্ট হয়। দক্ষিণভাগ এবং উত্তর ভাগ জল-বায়ু সম্বন্ধে, প্রাকৃতিক দৃশ্য সম্বন্ধে এবং ভূমিজাত দ্রব্যাদি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ পৃথক। উত্তরভাগের পরিমাণ সমগ্র জেলার প্রায় ত্রিচতুর্থাংশ। এই অংশে যথেষ্ট চাষ আবাদ হয়। আম্র, মহুয়া, বাঁশ ও খেজুর বৃক্ষ প্রভৃতি দৃষ্ট হইয়া থাকে। দক্ষিণাংশে কৈমুর গিরিশ্রেণী বিরাজমান। এই গিরিশ্রেণী বিন্ধ্যপর্ব্বতের শাখা। এই পার্ব্বত্য প্রদেশের পরিমাণ ৭৯৯ বর্গমাইল। শোণ ও গঙ্গা শাহাবাদের নদ নদী মধ্যে প্রধান। এতদ্ব্যতীত কর্ম্মনাশা, ধোবা, দুর্গাবতী প্রভৃতি নদী শাহাবাদের মধ্যে প্রবাহিত। সূরা, কোরা, গণহরা এবং কুদ্রা এই কয়টী নদ নদী দুর্গাবতীতে বিমিলিত হইয়াছে। ধোবা বা কাউ নদীতে একটী স্থন্দর জলপ্রপাত আছে। দুর্গাবতী কর্ম্মনাশার সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। গুপ্তগুহা দুর্গাবতীর তটেই অবস্থিত।

এই জেলার পথ প্রস্তুত করিবার উপযোগী যথেষ্ট কঙ্কর প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই কঙ্করগুলি পোড়াইলে অতি উত্তম চূণ প্রস্তুত হয়। কৈমুর পাহাড়ে প্রাসাদাদির নির্ম্মাণোপযোগী যথেষ্ট চুণার পাথর আছে। এই সকল পাথর দ্বারা শেরশাহ অনেকগুলি প্রস্তরবাটিকা নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। ৩০০ বৎসর অতীত হইল, তথাপি এই সকল বাটীতে কোনও ধ্বংসের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় না। এই প্রস্তরে ৯০০ বৎসরের প্রাচীন শিলালিপি খোদিত দেখিতে পাওয়া যায়। কর্ম্মনাশা নদীর গর্ভেও এইরূপ প্রস্তর যথেষ্ট পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। শাহাবাদে শস্যক্ষেত্রে জলসেচন করার জন্য ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ হইতে এ পর্য্যন্ত অনেকগুলি খালের সৃষ্টি হইয়াছে। বিহিয়া, আরা, বক্সার, চৌসা, ডোমরাওণ, প্রভৃতিস্থলে অনেকগুলি কাটা খাল আছে।

এই জেলায় রোটাস বা রোহিতাসগড় একটী প্রসিদ্ধ স্থান। কথিত আছে পুরাণ-প্রসিদ্ধ রাজা হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিতাশ্ব এই গড় নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এখানে রাজা মানসিংহের নির্ম্মিত প্রাসাদগুলি এখনও বর্ত্তমান আছে। মান সিংহ ১৬৪৩ খৃঃ অব্দে বঙ্গ ও বিহারের রাজপ্রতিনিধিপদে

প্রতিষ্ঠিত হন। প্রাসাদগুলি তৎকালে তাঁহা দ্বারা নির্ম্মিত হয়। শেরগড় একটী প্রসিদ্ধ স্থান। এই শেরগড় শেরশাহের বিনির্ম্মিত। চৈনপুর স্থানটীও সুবিখ্যাত, এখানেও একটী দুর্গ আর কতগুলি কীর্ত্তিস্তম্ভ ও সমাধি আছে। এতদ্ব্যতীত দাগৌড়ী বৈদ্যনাথ ও মহাসার প্রভৃতি স্থানের নামও উল্লেখ-যোগ্য। চৌসা একটী ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান; ১৫৩৯ খৃঃ অব্দে এই স্থলে সেরশাহ হুমায়ুনকে পরাস্ত করেন। তিলোথু নামক স্থানে একটী সুন্দর প্রস্রবণ এবং প্রাচীন চেরু-প্রতিমা আছে। পটনা একটী সুবিখ্যাত স্থান। প্রাচীন হিন্দু নৃপতিগণ এইখানে রাজধানী স্থাপন করেন। গুপ্তসরের পবিত্রগুহা সেরগড় হইতে ৭ মাইল দূরে অবস্থিত।

আরা সহর ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে সুবিখ্যাত হইয়া উঠে। দানাপুর হইতে দুইহাজার সিপাহী এবং নানাস্থানের আরও ৮ হাজার সশস্ত্র অধিবাসী কুমার সিংহের অধিনায়কতায় জুলাই মাসের শেষভাগে আরা অভিমুখে যাত্রা করে। এই সকল বিদ্রোহী সৈন্য ২৭এ জুলাই তারিখে আরায় পঁহুছিয়া আরার জেল হইতে কয়েদীগণকে মুক্ত করিয়া দেয় ও ধনাগার লুণ্ঠন করে। ইতঃপূর্ব্বেই য়ুরোপীয় মহিলা ও বালক বালিকাগণকে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল।

১২ জন সরকারী ও বেসরকারী কর্ম্মচারী ও নানা সম্প্রদায়ের ৪।৫ জন খৃষ্টান ঐ স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। পাটনার কমিশনার মিঃ টেলার একদল সৈন্য এই স্থানে প্রেরণ করেন। এই সেনাদলে মাত্র ৫০ জন শিখ ছিল। তাহারা আট দিন পর্য্যন্ত অসম সাহসিকতার সহিত এই স্থান রক্ষা করে। তাহার পরে মেজর ভিনসেণ্ট আয়ার ইহাদিগকে বিদ্রোহিগণের কবল হইতে উদ্ধার করেন। ঠিক এই সময়েই ঐ স্থানের সুপারিন্-টেণ্ডেণ্ট মিঃ ভিকার বয়েলের তত্ত্বাবধানে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান্ রেলপথের নির্ম্মাণ কার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল। তাহার দুর্গাদি সম্বন্ধে কতকটা অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি অবিলম্বে ঐ স্থানের দুইটী বাড়ী দখল করিয়া লইলেন। এখন সেই বাড়ী দুখানি জজের বাড়ী (Judge's homes) নামে অভিহিত। উহার মধ্যে যে খানি ছোট, সে-খানি এক-খানা দোতালা বাড়ী, উহা বড় বাড়ী, হইতে ২০ গজ দূরে অবস্থিত। এই বাড়ী খানি দুর্গের মত করিয়া তাহাতে খাদ্যাদি রক্ষিত হইয়াছিল। নীচের জানালা গুলি বন্ধ করিয়া ছাদের উপরে বালির বস্তা সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল।

বিদ্রোহীর দল আরার পথে অগ্রসর হইয়াছে, এই সংবাদ শুনিয়াই ইহারা সেই ক্ষুদ্র দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বিদ্রোহীরা নগর লুণ্ঠন করিয়া বয়েল সাহেবের দুর্গের দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু তাহাদের আক্রমণকৌশলে উহারা অবিলম্বে হটিয়া গিয়া বড় বাড়ী খানিতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। তাহার পর তাহারা নানা উপায়ে এই ক্ষুদ্র দুর্গটী বিধ্বস্ত করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু তাহাদের বন্দুকাদি ছিল না। কুমারসিংহ অবশেষে ভূ-প্রোথিত দুইটী কামান সংগ্রহ করেন এবং নিজ গৃহ সামগ্রী প্রভৃতি দ্বারা গোলন্দাজদের ব্যবহার্য্য কতকগুলি দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া লন। য়ুরোপীয়দের কেহই বশ্যতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। মাজিষ্ট্রেট মিঃ হারবাল্ড ওয়েক শিখ সৈন্যগণের পরিচালনা করিয়াছিলেন, এই শিখ সৈন্যেরা নানা প্রকারে বিদ্রোহী দ্বারা প্রলুব্ধ হইয়াও পূর্ব্বাপর যেরূপ প্রভু-ভক্তির পরিচয় দিয়াছিল, তাহা সবিশেষ প্রশংসার্হ। এই সময়ে দানাপুর হইতে ১৫০ জন সৈন্য য়ুরোপীয় সেনা তাহাদের রক্ষার্থ প্রেরিত হয়। ইংরাজ-সেনারা শাহাবাদে অবতরণ কালে বিপক্ষ সৈন্যকর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। দিন যাইতে লাগিল, তথাপি ইহাদের সাহায্যার্থ আর কেহই অগ্রসর হইল না। দুর্গ মধ্যে খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যের অত্যন্ত অভাব উপস্থিত হইল। তাহার পর ঐ বাড়ীর ভিতরেই কূপ খনন করিয়া অতি কষ্টে জল তোলা হয় এবং গভীর নিশীথে কোনও প্রকারে কয়েকটী ছাগ ধরিয়া আনিয়া তদ্দ্বারা প্রাণ ধারণে সমর্থ হন।

২রা আগষ্ট তারিখে মেজর ভিনসেণ্ট আয়ার ১৫০ জন পদাতিক, কতিপয় অশ্বারোহী সৈন্য, ৩টী কামান ও ৩৪ জন গোলন্দাজ লইয়া ইহাদের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন। সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই বিপক্ষসৈন্য স্থানপরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। পরদিন প্রভাতে মেজর ভিন্‌সেণ্ট কুমারসিংহের সৈন্যগণকে পুনরায় আরার পথে প্রত্যাবর্ত্তন করাইতে বাধ্য করেন।

শাহাবাদের শস্যাদির মধ্যে ধান্যই প্রধান। গম, যব, ভুট্টা, মটর, কলাই, তিল, রেড়ি, সর্ষপ, কার্পাস, পিঁয়াজ, পাট, ইক্ষু, পান, তামাকু, নীল ও অহিফেন প্রভৃতি যথেষ্ট উৎপন্ন হয়। অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি প্রভৃতির জন্য এখানে শস্যাদির অনেক ক্ষতি হইয়া থাকে। শাহাবাদ জেলার হাট বাজার ও মেলা প্রভৃতিতে বাণিজ্য ব্যবসায় পরিলক্ষিত হয়। রঘুনাথপুর রেলওয়ে ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী বহরমপুর, বক্সার, জাখানী, দুসরিয়ায়, পদ্মানিয়া, পাথাহি, কথার, দানবার, ধামর, মাসাড়, এবং গুপ্তসর নামক স্থানে বৎসর বৎসর মেলা হইয়া থাকে। শাহাবাদ হইতে চাউল, যব, কলাই, তিসি, কাগজ, মসলা প্রভৃতির রপ্তানি করা হয়।

এখানকার স্বাস্থ্যের অবস্থা নিতান্ত মন্দ নহে। এই স্থানের ব্যাধির মধ্যে জ্বর, উদরাময় ও চর্ম্ম রোগই প্রধান। ওলাউঠা, বসন্ত ও প্লেগ সময় সময় সংক্রামকরূপে প্রবল হইয়া থাকে।

শাহাবাদ, অযোধ্যার হর্দোই জেলার একটী পরগণা। ইহার

উত্তর সীমায় শাহজহানপুর জেলা, পূর্ব্ব সীমায় আলম্‌ নগর, সারা ও সুখেতা নদী, দক্ষিণ সীমায় সণ্ডিলা নগর ও পশ্চিম সীমায় পচোহা ও পালী। ইহার পরিমাণ ১৩১ বর্গ মাইল। এই স্থলে গম, যব, বাজরা, জোয়ার, ধান্য, অরহর ও ইক্ষু প্রভৃতি জন্মে।

এই ভূখণ্ড পূর্ব্বে ঠাটেরাদের শাসনাধীন ছিল, বর্ত্তমান সময়ে যে স্থলে শাহাবাদ জেলা অবস্থিত, সেই স্থানটী অগ্নিখেরা নামে অভিহিত হইত। এই অগ্নিখেরা এবং ইহার চতুর্দ্দিক ঠাটেরা-দের অধিকারে ছিল। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে উহারা বনারস হইতে হরিদ্বারতীর্থযাত্রী একদল ব্রাহ্মণহস্তে এই স্থানের অধিকার হারাইয়াছিল। এই ব্রাহ্মণগণ অরঙ্গজেবের শাসনকাল পর্য্যন্ত এই স্থানে আপনাদের অধিকার রক্ষা করিয়াছিলেন। অতঃপর দিলের খাঁ নামক একজন আফগান ব্রাহ্মণদিগকে নিহত করিয়া এই স্থানে স্বীয় অধিকার বিস্তার করেন। দিল্লীর সম্রাট্ তাঁহাকে এই স্থানের অধিকার সম্বন্ধে সনদ দিয়াছিলেন। দিলের খাঁই অগ্নিখেরায় শাহাবাদ নগর প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি এই স্থানে তাঁহার আফগান আত্মীয় স্বজন এবং কতকগুলি সৈন্য আনাইয়া তাহাদিগকে বাসস্থান এবং জঙ্গল জাইগীর প্রদান করেন। দিলের খাঁএর বংশীয়গণ খরিদ, বন্ধক, মকদ্দমা ও জোর জুলুম দ্বারা এই পরগণার প্রায় প্রত্যেক গ্রামই আপনাদের অধিকারভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। ৫০।৬০ বৎসর পর্য্যন্ত এই স্থান তাঁহাদের অধিকারভুক্ত ছিল। এখনও দিলের খাঁর বংশধরগণ এই পরগণায় প্রায় অর্দ্ধাংশের মালিক।

শাহাবাদ, শাহাবাদ পরগণার প্রধান নগর, অক্ষা° ৩৭° ৩৮′ ২৫″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯° ৬৯′ ৫″ পূঃ। শাহাবাদ সহরটী অত্যন্ত জনবহুল। সমগ্র অযোধ্যার মধ্যে এইটী চতুর্থ সহর বলিয়া খ্যাত। এই স্থানে অযোধ্যা-রোহিলখণ্ড-রেলপথের একটী ষ্টেশন আছে। গত শতাব্দী হইতে ক্রমেই এই সহরের অবস্থা হীনশ্রী হইয়া পড়িতেছে। ১৭৭০ খৃঃ অব্দে এই স্থান বহুজনাকীর্ণ ছিল। দিলের খাঁ এই স্থানে কারুকার্য্য পরিপূর্ণ অতি সুপ্রশস্ত বারদুয়ারী প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া-ছিলেন। এই নগরে অনেক গুলি বড় বড় দুর্গ ও প্রাসাদ ছিল। সার উইলিয়ম্ স্লিমান তদীয় "অযোধ্যা ভ্রমণ" গ্রন্থে লিখিয়াছেন, 'শাহাবাদ অতি প্রাচীন ও প্রধান সহর, এই সহরে পাঠান মুসলমানগণ বাস করিতেন। উহারা বড় অশান্তিপ্রিয় ছিলেন। শিবসুখ রায় নামক জনৈক হিন্দু বণিক এইখানে বাস করিতেন। কোনও সময়ে তিনি মুসলমানদের অধীন কার্য্যকারকরূপে কাজ চালাইতেন। কোনও সময়ে তিনি কতিপয় প্রধান প্রধান পাঠানকে টাকা ঋণ দিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা ঋণ প্রতিশোধ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় শিবসুখ ঋণদান বন্ধ করেন। মুসলমানেরা ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া মহরমের সময়ে শিবসুখ রায়ের অনর্থক দোষ ধরিয়া তাঁহার বাড়ী আক্রমণ করে এবং ৭০০০৲ টাকা লুণ্ঠন করিয়া লয়। শিবসুখ রায় এই বিপদে পরিবার সহ পলাইয়া শাহজহানপুরে গিয়া ইংরাজগণের শরণ লইয়া প্রাণরক্ষা করেন। এই সময়ে এই সকল পাঠান একটী নকল মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়া সর্ব্বদাই মুসলমানদিগকে শিবসুখ রায়ের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার জন্য চক্র করিয়াছিল: চূণ সুরকী প্রভৃতি দ্বারা এই মস্‌জিদটী গঠিত করা হয় নাই, সময়ে সময়ে পাঠানের মধ্যে কেহ কেহ দুই চারিখানি ইট ফেলিয়া দিত, আর ঘোষণা করিয়া বেড়াইত যে শিবসুখ রায় আমাদের পবিত্র মসজিদ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। এই মসজিদ এখনও বিদ্যমান।'

শাহাবাদ, পঞ্জাবের অম্বালা জেলায় পিপ্‌লি তহশীলের একটী নগর। অম্বালা সহর হইতে ১৬ মাইল দক্ষিণে সরকারী পথের উপর অবস্থিত। ১০৮৩ খৃঃ অব্দে আলাউদ্দীন্ ঘোরীর অনুচর দ্বারা স্থাপিত। এই সহরে ইষ্টকনির্ম্মিত অনেক ভাল ভাল বাড়ী আছে। এই সকল বাড়ী শিখসর্দ্দারগণের অধিকৃত। ১৭৫৯ খৃঃ অব্দে করম সিংহ এই স্থানে আসিয়া বাস করেন। ১৮৬৩ খৃঃ অব্দে মালিকের অভাবে গবর্ণমেণ্ট প্রায় অর্দ্ধেক আপ-নার হস্তে গ্রহণ করেন।

শাহাবাদ, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে রামপুর রাজ্যের একটী সহর। রামগঙ্গা নদীর দক্ষিণতটে অবস্থিত। অক্ষা° ২৮° ৩৩′ ৩০″ উঃ, দ্রাঘি° ৭৯° ৫′ পূঃ। এই সহরটী উচ্চ ভূমির উপরে প্রতিষ্ঠিত এবং রামপুর রাজ্য মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্বাস্থ্যপ্রদ। এখানে একটী পুরাতন মৃত্তিকানির্ম্মিত দুর্গ ছিল। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহ হইতে এই স্থানটী প্রায় একশত ফিট উচ্চ। এখানে অনেক প্রাচীন পাঠান বংশীয় মুসলমানের বাস আছে।

শাহাবাদ, কাশ্মীর রাজ্যের একটী সহর। অক্ষা° ৩৩° ৩২′ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৫° ১৬′ পূঃ। পূর্ব্বতন মোগলসম্রাট্‌গণ এই সহরটীকে বাসোপযোগী মনোরম স্থান বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু এখন এই স্থানটী একবারে শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে। স্থান অতি মনোরম উপত্যকায় সংস্থিত। ফলে ফুল এখনও এই স্থানের কতকটা সৌন্দর্য্য রহিয়াছে।

শাহিবাল, পঞ্জাবের শাহপুর তহশীলের একটী সহর। এই স্থানটী কোনও সময়ে স্থানীয় রাজাদের রাজধানী ছিল। অক্ষা° ৩১° ৫৮′ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২° ২২′ পূঃ। ঝিলাম নদের পূর্ব্বতটে এই নগর সংস্থাপিত। জনশ্রুতিতে প্রকাশ, ভূপ-মহলোক নামক একজন বলুচ এই সহর সংস্থাপন করেন।

রণজিৎসিংহের প্রাচুর্ভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানগুলি ভোগাধিকারে ছিল। এই স্থানটী ম্যালেরিয়া প্রধান, সুতরাং এখানকার স্বাস্থ্য অতি কদর্য্য, কিন্তু এই স্থান শাহপুর অঞ্চলের প্রধান বাণিজ্য স্থান বলিয়া গণ্য।

শাহু, সাতারার একজন অধিপতি। ইনি রাজারাম ভোন্‌সলের পুত্র এবং আব্বা সাহেব নামে সাধারণে পরিচিত। রাজারাম ইঁহাকে দত্তকস্বরূপ গ্রহণ করেন। ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে ১২ই ডিসেম্বর সাতারার মসনদে অধিষ্ঠিত হইলেও ইনি আজীবন নজরবন্দী ভাবে বাস করিতে বাধ্য হন। মৃত্যুর পর, ইঁহার পুত্র প্রতাপসিংহ রাজপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শাহুকা, বোম্বাইর কালাবার বিভাগের একটী ক্ষুদ্ররাজ্য। অক্ষা° ২১° ২৮′ ১০″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ১০′ ৪৯″। শাহাবাদ সহর হইতে ৭ মাইল পূর্ব্বে এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের জলেশ্বর ষ্টেসনের নিকট। এখানকার মালিক বৃটীশ গবর্মেণ্ট এবং জুনাগড়ের নবাবকে কর প্রদান করেন।

শাহজি ভোন্‌সলে ১ম (শাহজী), একজন মহারাষ্ট্র সর্দার। মহারাষ্ট্রকেশরী শিবাজির পিতা। ইনি আহম্মদাবাদের অধীশ্বর মালিক অম্বরের অধীনে সেনাবিভাগীয় কার্য্যে স্বীয় কৃতিত্ব দেখাইয়া উচ্চ পদে উন্নীত হন। আহম্মদনগর রাজ্য বিভাগকালে তাঁহার লব্ধ জায়গীর বিজাপুর রাজ্য মধ্যে পতিত হওয়ায় তিনি স্বীয় জায়গীর রক্ষার জন্য বিজাপুর সরকারে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। বিজাপুররাজ তাঁহাকে দাক্ষিণাত্য বিজয়ে প্রেরণ করেন। এই যুদ্ধে শাহজি সর্ব্বত্র রাজ্যের কতক জায়গীর পান এবং পিয়া ও বঙ্গলুর নগর তাঁহার অধিকৃত হয়। ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে ক্রুদ্ধ হরিণ মৃগয়াকালে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে নিপতিত হওয়ায় তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তাঁহার প্রথমাপত্নী শিবাজীর মাতার সহিত কোন কারণে বিরোধ ঘটায় তিনি তুকাবাই নাম্নী অপর এক দারপরিগ্রহ করেন। ঐ রমণীর গর্ভে একোজি নামে এক পুত্র জন্মে। শাহজী শিবাজীকে সাতারা এবং একোজিকে তাঞ্জোর রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন।

[তাঞ্জোর, মহারাষ্ট্র ও সাতারা দেখ।]

শাহজি ভোন্‌সলে ২য়, মহারাষ্ট্র সর্দার শম্ভুজির পুত্র। ইনি সাউ বা শাহাজ নামেও ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে শম্ভু জির মৃত্যু ঘটিলে, ইনি শৈশবাবস্থায় সিংহাসন লাভ করেন। খুল্লতাত রাজারাম নাবালকের অভিভাবক হইয়া রাজকার্য্য চালাইতে থাকেন। শাহ আলমগীরের হস্তে বন্দী হইলে, রাজারাম জাঞ্জিপুরের কারাবাসকালে আপনাকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। এই সময়ে ১৭০০ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে বাদশাহ আলমগীর স্বয়ং সাতারা দুর্গ আক্রমণে অগ্রসর হন। দুর্গ মোগল অধিকারে আসিবার পূর্ব্বেই রাজারাম সিঙ্গী নামক স্থানে বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়া দেহত্যাগ করেন। তখন তদীয় পত্নী তারাবাই স্বীয় দুই বৎসরের পুত্র শিবকে সিংহাসনে বসাইয়া নিজে রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে থাকেন।

আলমগীরের মৃত্যুর পর, আজিম শাহ শাহজিকে কারাগার হইতে মুক্তি প্রদান করিলে মহারাষ্ট্রীয়েরা তাঁহাকে সাতারায় আনিয়া ১৭০৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ পুনরায় রাজসম্মানে ভূষিত করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে মহারাষ্ট্রীয় দল নবোদ্যমে ভারতের সর্ব্বত্র বিজয়বাহিনী লইয়া যায় এবং বাঙ্গালা ব্যতীত উড়িষ্যা হইতে পশ্চিম সমুদ্র এবং আগ্রা হইতে কর্ণাটক প্রদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান লুণ্ঠন করিয়া মহারাষ্ট্র প্রভাবের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। মহারাষ্ট্রগণ এই সময়ে প্রায় ১০০০ মাইল ও প্রস্থে ৭০০ মাইল ব্যাপী স্থানে আপনাদের আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিল। প্রধান মন্ত্রী পেশবা বালাজিরাও বিশ্বনাথের প্রভুত্ব ও শাসনশক্তি তাঁহার অন্যতম কারণ। উক্ত পেশবা স্বীয় বুদ্ধিকৌশলে রাজাকে বশীভূত করিয়া রাজ্যপরিচালনভার আপনার মস্তকে গ্রহণ করেন। রাজা শাহ তাঁহার কার্য্যকুশলতায় প্রীত হইয়া নিজে কোন কাজকর্ম্ম পরিদর্শন করিতেন না। তিনি সাতারা দুর্গে থাকিয়া ঐশ্বর্য্য সুখ ও ভোগলালসা পরিতৃপ্ত করিতে ছিলেন। ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে ৫০ বৎসর রাজত্বের পর শাহ ভবলীলা সাঙ্গ করিয়া লোকান্তর গমন করেন। তখন রাজপরিবার সকলে তদীয় দত্তকপুত্র এবং তারা বাইর পৌত্র রামরাজকে সিংহাসনে স্থাপিত করিলেন, কিন্তু রাজ্যচালনার যাবতীয় ভার পেশবা বিশ্বনাথের উপর রহিল। রাজা শাহও মৃত্যুর পূর্ব্বে পেশবাকে মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্যের শাসনভার অর্পণ করিয়া যান। ঐ সময়ে তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, রাজারামের পুত্র শম্ভুজির অধিকৃত কোল্‌হাপুর রাজ্য যেন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন থাকে।

[মহারাষ্ট্র ও পেশবা দেখ।]

শি, তনূকরণ, তীক্ষ্ণীকরণ। স্বাদি° উভ° সক° অনিট্‌। লট্‌ শিনোতি, শিনুতে, লিট শিশায় শিশ্যে। লুট্‌ শেতা। লৃট্‌ শেষ্যতি-তে। লুঙ্‌ শিশীষতি তে। যঙ্‌ শেশীয়তে। যঙ্‌ লুক শেশীতি, শেশেতি। ণিচ্‌ শায়য়তি। লুঙ্‌ অশীশয়ৎ। ক্ত-শিত।

শিউলী (দেশজ) ১ বৃক্ষবিশেষ, শেফালিকা শব্দের অপভ্রংশ। শিউলি ফুল। ইহার পুষ্প সাদা, কিন্তু বৃন্ত লালাভ হরিদ্রা বর্ণ, গন্ধ উগ্র ও মধুর। পুষ্প দেবপূজায় ব্যবহৃত হয়। পুষ্পবৃন্তে বস্ত্রাদি রঞ্জিত হইয়া থাকে। ২ যাহারা খর্জ্জুর গাছ কাটিয়া গুড় প্রস্তুত করে, চলিত কথায় তাহাদিগকে শিউলী কহে। স্থানভেদে ইহারা গাছী নামে অভিহিত।

শিংশপা (স্ত্রী) স্বনামখ্যাত তরু, বৃক্ষবিশেষ, চলিত শিশুগাছ।

(Dalbergia sesu, Timber tree) হিন্দী—শিশু, শিসই, তৈলঙ্গ—শিশুকরর, তামিল—আহুক কুকাই, সংস্কৃত পর্য্যায়—পিচ্ছিলা, অগুরু, কপিলা, ভস্মগর্ভা, অগুরু শিংশপা, কৃষ্ণসারা, পিঙ্গলা, পিচ্ছলা, বীরা। (রত্নমালা) শ্বেত, কৃষ্ণ ও পীত ভেদে ইহা তিন প্রকার। ইহার সাধারণ গুণ—তিক্ত, কটু, উষ্ণ, কফ ও বাতনাশক, দীপন, শোথ ও অতিসারঘ্ন। শ্বেত শিংশপা—তিক্ত, শীতল, পিত্ত-দাহ নাশক। কপিলবর্ণ শিংশপা—তিক্ত, শীতবীর্য্য, শ্রমনাশক, বাত, পিত্ত, জ্বর, ছর্দ্দি, ও হিক্কানাশক। উক্ত তিন প্রকার শিংশপাই বর্ণ-প্রসাধক, হিম, শোক, ও বিসর্পনাশক, রুচিকর এবং পিত্ত ও দাহনাশক। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশমতে ইহার গুণ—তিক্ত, কষায়, শোষকারক, উষ্ণবীর্য্য, কুষ্ঠ, কৃমি ও বমিনাশক, এবং গর্ভস্রাবকারক। (ভাবপ্র°)

কেহ কেহ ইহাকে দুই প্রকার নির্দেশ করিয়াছেন, প্রথম কৃষ্ণসার ও দ্বিতীয় কপিলপুষ্প, ইহার মধ্যে প্রথম শ্রেষ্ঠ ও দ্বিতীয় নিকৃষ্ট।

ঋগ্বেদে লিখিত আছে যে এই কাষ্ঠনির্ম্মিত রথ অতিশয় দৃঢ় হয়। "ওজোধেহি স্পন্দনে শিংশপায়াং" (ঋক্ ৩।৫৩।১৯) 'স্পন্দনে রথস্থ গমনে সতি শিংশপায়াং শিংশপাদারুনির্ম্মিতে রথস্থ কলকে ওজো ধেহি দার্ঢ্যং কুরু' (সায়ণ)

শিংশপাস্থল (ক্লী) স্থানভেদ। [শাংশপাস্থল দেখ।]

শিংশুমার (পুং) শিশুমার, গ্রাহ, জলজন্তু বিশেষ। "কৃকলাশ শিংশুমারস্ত সৃজা" (ঋক্ ১।১১৬।১৮) 'শিংশুমারঃ গ্রাহঃ' (সায়ণ)

শিংহান (ক্লী) ১ লৌহমল, মরিচা। ২ কাচপাত্রবিশেষ। ৩ সিঁথি।

শিক্ (দেশজ) লৌহদণ্ড। ছত্রাদির লৌহ বা কাষ্ঠাদিনির্ম্মিত দণ্ড। ২ প্রাসাদ বা সুবৃহৎ অট্টালিকাদির কোণে যে লৌহদণ্ড মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া ঊর্দ্ধমুখে অট্টালিকাদি ছাড়াইয়া শূন্যমার্গে রাখা হয়। ইংরাজিতে ইহাকে (lightening conductor) বলে। বজ্রপাত হইলে উহার অগ্রভাগেই সর্ব্বাগ্রে বিজলীপাত হইয়া থাকে।

শিকড় (দেশজ) শিফা শব্দের অপভ্রংশ, বৃক্ষের মূল, গাছের শিকড়।

শিকদার (পারসী) উপাধিবিশেষ। বাদশাহের উপর ভূমির রাজস্ব আদায়ের ভার থাকিত, তাহারা মুসলমান অধিকারে শিকদার উপাধিতে খ্যাত ছিলেন। তদ্বংশধরগণ এখনও শিকদার উপাধিতে ভূষিত।

শিকদারী (পারসী) রাজস্ব আদায়ের স্থান, রাজস্ব আদায়ের আফিস্।

শিকরা (পারসী) পক্ষিবিশেষ (Hawk)।

শিকল্ (দেশজ) শৃঙ্খল, শৃঙ্খল শব্দের অপভ্রংশ।

শিকল্‌কর্ (পারসী) পালিশ কারক।

শিকস্ত (পারসী) ভগ্ন, খণ্ডিত।

শিকা (দেশজ) রজ্জুনির্ম্মিত দ্রব্যাধার বিশেষ। দড়ি বিনাইয়া স্ত্রীলোকেরা এক প্রকার ঝুলী প্রস্তুত করে। উহা ছাদ হইতে ঝুলাইয়া তাহাতে হাঁড়িকুড়ি রাখা হয়। [শিক্য দেখ।]

শিকার্ (পারসী) মৃগয়া। মৃগয়ালব্ধ পশু।

শিকারী (পারসী) যাহারা মৃগয়া করিয়া পশু মারে।

শিক্ব (ত্রি) অধ্যবসায়ী। (ত্রিকা°)

শিক্থ (ক্লী) মধুজাত দ্রব্য বিশেষ, মধূচ্ছিষ্ট, চলিত মোম। পর্য্যায়—শিক্থক, মধুজ, বিবস, মধুসম্ভব, মোদন, কাচ, উচ্ছিষ্ট, মোদন, মক্ষিকামল, ক্ষৌদ্রেয়, পীতরাগ, সিক্থ, মক্ষিকাজ, ক্ষৌদ্রজ, মধুশেষ, দ্রাবক, মাক্ষিকাশ্রয়, মধূত্থিত, মধূত্থ। গুণ—পিচ্ছিল, স্বাদু, কুষ্ঠ, বাত ও অস্রদোষনাশক মৃদু, কটু ও স্নিগ্ধ। ইহার প্রলেপ দিলে স্ফুটিতাঙ্গ বিলেপন, অর্থাৎ শরীরের যে স্থানে ফাটা, তাহা উত্তমরূপে নিরাকৃত হয়। (রাজনি°)

শিক্থক (ক্লী) শিক্থ-স্বার্থে কন্। শিক্থ, মোম। (রাজনি°)

শিক্য (ক্লী) প্রসং (প্রসেঃ শি-কুট্ কিচ্চ। উণ্ ৫।১৬) ইতি যৎ, সচ কিৎ, কুডাগমঃ শিরাদেশশ্চ। দ্রব্যধারণার্থ রজ্জুময় আধার বিশেষ, চলিত শিকা, ছিঁকে। দড়ি বুনিয়া ইহা প্রস্তুত করা হয়। ইহা দেওয়াল প্রভৃতিতে টাঙ্গাইয়া তাহাতে খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতি রাখা হয়। ইহাতে দধি দুগ্ধাদি প্রভৃতি দ্রব্য টাঙ্গাইয়া রাখিলে উত্তম থাকে, শীঘ্র নষ্ট হয় না। পর্য্যায়—কাচ, শিক্যা, শিক্ব।

"শিক্যপ্রান্তে ছচরচি বিধি পীঠকোলম্বনাগৌ
'শিক্যে' বস্তুনিহিতবস্তুনঃ শিক্যভাণ্ডেষু ভবিৎ॥"
(ভাগবত ১০।৮।৩০)

শিক্যক (ক্লী) শিক্য-কন্। শিক্য শব্দার্থ।

শিক্যবৎ (ত্রি) শিক্যযুক্ত। (কাত্যায়নশ্রৌ° ১৬।৪।৫)

শিক্যা (স্ত্রী) শিক্য-স্ত্রিয়াং টাপ্। শিক্য। (শব্দরত্না°)

শিক্যাকৃত (ত্রি) শিক্য সদৃশ নির্ম্মিত। "অত্রৈব যাজ্ঞভোগনঃ স এতি শিক্যাকৃতঃ।" (অথর্ব্ব° ১৩।৪।৮)

শিক্যিত (ত্রি) শিক্যে স্থাপিতমিত্যর্থে প্রতিপদিকা ধাত্বর্থে ইতি ণিচ্ ততঃ ক্তঃ। শিক্যস্থাপিত বস্তু, যে দ্রব্য শিক্যায় রাখা হইয়াছে। পর্য্যায়—কাচিত। (অমর)

শিক্ব (ত্রি) ১ কার্য্যনিপুণ, কুশলী। শিল্পকার্য্যপটু।

শিক্বন্ (ত্রি) রজ্জু। "রাখা ন যাতঃ শিক্বভিঃ" (ঋক্ ১।১৪১।৮) 'শিক্বভিঃ রজ্জুভিঃ' (সায়ণ) ২ তেজঃ। (ঋক্ ২।৩৪।৪)

শিক্কস্ (ত্রি) শক্ত, সমর্থ। (ঋক্ ৫।৫২।১৬)

শিক্ষ্, শিক্ষণ, বিদ্যোপাদান, শিক্ষা। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ শিক্ষতে। লোট্ শিক্ষতাং। লিট্ শিশিক্ষে। লুট্ শিক্ষিতা। লৃট্ শিক্ষিষ্যতে। লুঙ্ অশিক্ষিষ্ট। সন্ শিশিক্ষিষতে। যঙ্ শেশিক্ষ্যতে। ণিচ্-শিক্ষয়তি-তে। লুঙ্ অশিশিক্ষৎ-তে।

শিক্ষক (ত্রি) শিক্ষ-ণ্বুল্। শিক্ষাদায়ক, যিনি শিক্ষা দেন, বিদ্যা প্রভৃতি যিনি শিক্ষা দান করেন। অধ্যাপক।

শিক্ষণ (ক্লী) শিক্ষ-ল্যুট্। বিদ্যোপাদন, বিদ্যাদান, বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া, চলিত শেখান।

শিক্ষণীয় (ত্রি) শিক্ষ-অনীয়র্। শিক্ষার্হ, শিক্ষার উপযুক্ত, শিক্ষার যোগ্য।

শিক্ষা (স্ত্রী) শিক্ষ (গুরোশ্চ হলঃ। পা ৩।৩।১০৩) ইত্যঃ ততটাপ্। শিক্ষণ, শেখান। ২ বেদাঙ্গশাস্ত্র বিশেষ। ষড়ঙ্গ বেদ, তাহার মধ্যে প্রথম বেদাঙ্গ শিক্ষা।

"শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং জ্যোতিষাং গণঃ।
ছন্দোবিচিতিভিরিত্যেভিঃ ষড়ঙ্গো বেদ উচ্যতে॥

তত্র অকারাদিবর্ণনাং স্থানকরণপ্রযত্নবোধিকা অ, কু, এ, হ বিসর্জনীয়াঃ কণ্ঠ্যা ইত্যাদিকা শিক্ষা।" (অমরটীকা ভরত)

বর্ণ, স্বর, মাত্রা ও উচ্চারণাদি এই বৈদিক অঙ্গবিশেষের আলোচ্য বিষয়। শিক্ষাসম্বন্ধে কতিপয় গ্রন্থের নাম ইতঃপূর্ব্বে "ব্যাকরণ" শব্দে উল্লিখিত হইয়াছে। পদপাঠ, ক্রমপাঠ, সংহিতাপাঠ, ঘনপাঠ প্রভৃতি বিবিধ পাঠ ও উচ্চারণাদির উপদেশ লাভের নিমিত্ত শিক্ষা বেদাঙ্গ আলোচিত হয়। স্বর ও উচ্চারণাদির ব্যতিক্রম হইলে বৈদিক মন্ত্রাদি পাঠ বিফল হইত, তাহাতে প্রত্যবায় ঘটিত, এমন কি যজ্ঞাদিতে বিপরীত ফল ফলিত যথা—

"মন্ত্রহীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা মিথ্যাপ্রযুক্ত ন তমর্থমাহ।
স বাগ্‌বজ্রো যজমানং হিনস্তি যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোপরাধাৎ॥"

কাত্যায়ন বলেন—

"অবিদিত্বা ঋষিং ছন্দো দৈবতং যোগমেবচ।
যোঽধ্যাপয়েদ্ জপেদ্ বাপি পাপীয়ান্ জায়তে তু সঃ॥
ঋষিচ্ছন্দোদৈবতানি ব্রাহ্মণার্থং স্বরাদ্যপি।
অবিদিত্বা প্রযুঞ্জানো মন্ত্রকণ্টক উচ্যতে॥
স্বরো বর্ণোঽক্ষরং মাত্রা বিনিয়োগোঽর্থ এব চ।
মন্ত্রজিজ্ঞাসমানেন বেদিতব্যং পদে পদে॥"

এতদ্দ্বারা স্পষ্টতঃই সপ্রমাণ হইতেছে যে, শিক্ষাপাঠ বেদপাঠের অঙ্গস্বরূপ বলিয়া পরিগণিত। এই নিমিত্তই বেদাঙ্গের প্রথম অঙ্গ শিক্ষা।

শৌনকীয় শিক্ষা প্রাচীন সময়ে বেদবৎ স্বীকৃত হইত। পাণিনি লিখিয়াছেন—

শৌনকাদিভ্যশ্ছন্দসি (৪।৩।১০৬)

ইহার ব্যাখ্যায় শব্দেন্দুশেখরকার লিখিয়াছেন—

"ছন্দসি কিম্ শৌনকীয়া শিক্ষা ইতি"।

প্রাতিশাখ্যসমূহেও শিক্ষার বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে।

প্রাচীন সময়ে সংহিতাপাঠই শিক্ষার এক আলোচ্য বিষয় ছিল। অতঃপরে ক্রমপাঠ প্রবর্ত্তিত হয়। পদপাঠে পদচ্ছেদ, সমাস ও সন্ধিচ্ছেদ করিয়া পঠনের নিয়ম আরম্ভ হয়। যেস্থলে এরূপভাবে পদচ্ছেদ না করিলেও সহজে বেদার্থ হৃদয়ঙ্গম হয়, সেই সেই স্থলে পদপাঠের প্রবর্ত্তন বাধ ও পাণিনির অনুমোদনীয় নহে। পাণিনির ভাষ্যকার পতঞ্জলিরও এইরূপ অভিপ্রায়।

প্রাতিশাখ্যগ্রন্থে সংহিতাপাঠ ও পদপাঠ উভয়ই দেখা যায়। প্রাতিশাখ্য পাণিনিরও পূর্ব্বে রচিত। বর্ত্তমান সময়ে ঋগ্‌বেদের সামবেদ ও অথর্ব্ববেদের এক একখানি, যজুর্ব্বেদের বাজসনেয় সংহিতার একখানি এবং তৈত্তিরীয় সংহিতার একখানি প্রাতিশাখ্য দেখিতে পাওয়া যায়; ঋগ্‌বেদ প্রাতিশাখ্যখানি ৩ অধ্যায়ে বিভক্ত। আশ্বলায়নের গুরু শৌনক এই গ্রন্থের রচয়িতা। বাজসনেয় প্রাতিশাখ্যে আট অধ্যায় আছে, কাত্যায়ন ইহার রচয়িতা। অথর্ব্ববেদের প্রাতিশাখ্যে চারিটী অধ্যায় আছে, এই প্রাতিশাখ্যটীতে শৌনকীয় শিক্ষার উপদেশ আছে।

৩ শ্যোনাকবৃক্ষ। (শব্দমালা)

শিক্ষাকর (পুং) করোতীতি কৃ-অচ্, শিক্ষায়াঃ করঃ। ১ ব্যাসদেব। (শব্দমালা) (ত্রি) ২ শিক্ষাকর্ত্তা।

শিক্ষাক্ষর (ক্লী) শিক্ষাপ্রাপ্ত অক্ষরযুক্ত বাক্য বা মন্ত্রাদি।

শিক্ষাগুরু (পুং) শিক্ষায়াঃ গুরুঃ। বিদ্যাদাতা গুরু, যিনি শিক্ষা দেন। ২ মন্ত্রাদি উপদেশকর্ত্তা, দীক্ষাগুরু। (দেশজ) উপহাসচ্ছলে পত্নীকে শয্যাগুরু বা শিক্ষাগুরু বলে। যেহেতু অনেক গোপনীয় বিষয়ে পত্নীই পরামর্শদাত্রী।

শিক্ষাচার (পুং) ১ শিক্ষা ও আচার। ২ অভ্যস্তাচার।

শিক্ষানর (পুং) ইন্দ্র। (ঋক্ ১।১৫৩।২)

শিক্ষানবিস্ (পারসী) যাহারা শিক্ষার জন্য কার্য্য করে। কার্য্য উত্তমরূপে শিখিতে হইলে কিছু দিন শিক্ষানবিশী করিতে হয়। (Apprentice)

শিক্ষাপত্র (ক্লী) যে পত্র বা পুস্তক পাঠ করিয়া শিক্ষালাভ করা যায়।

শিক্ষাবৎ (ত্রি) জ্ঞানযুক্ত।

শিক্ষাস্বর (পুং) শিক্ষাক্ষর।

শিক্ষিত (ত্রি) ১ বিজ্ঞ, শিক্ষাযুক্ত, যাহাদের উত্তম রূপে শিক্ষা হইয়াছে, পণ্ডিত, জ্ঞানী।

"আপরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানং।
বলবদপি শিক্ষিতানামাত্মন্যপ্রত্যয়ং চেতঃ॥" (শকুন্তলা ১অ°)

শিক্ষিতব্য (ত্রি) শিক্ষ-তব্য। শিক্ষণীয়, শিক্ষার যোগ্য। শিক্ষার উপযুক্ত।

শিক্ষিতাক্ষর (পুং) শিক্ষিতানি অক্ষরাণি যেন। শিক্ষাকারী ছাত্র, যাহারা শিক্ষা করে।

'শ্রাদ্ধকরমুখঃ কাণাক্ষরিকঃ শিক্ষিতাক্ষরঃ।' (ত্রিকা°)

(ত্রি) ২ শিক্ষিত।

শিক্ষু (ত্রি) অভিমত ফল প্রদান করিতে ইচ্ছুক। "স্বপত্যস্য শিক্ষোঃ" (ঋক্ ৩।১।১৩)

'শিক্ষোঃ অভিমতফলপ্রদানে শক্তুমিচ্ছোঃ, শক শক্তৌ সন্, সনি মীমা ঘুরভলভশকপতপদামচ ইসাদেশঃ। অত্র অভ্যাসস্য লোপঃ, ততঃ সনাশংসভিক্ষ উরিত্যু প্রত্যয়ঃ' (সায়ণ)

শিখ্ (দেশজ) চাতার শিক, বাড়ীর ছাদের শিক।

শিখ্, গমনার্থ। লট্ শিখতি।

শিখ, পঞ্জাববাসী ধর্ম্মসম্প্রদায় বিশেষ। ইহারা একেশ্বরবাদী এবং বাবা নানক শাহের মতপোষক।

১৫২৬ সংবতে (১৪৬৯খৃঃ) লাহোর রাজধানীর উত্তরস্থ ইরাবতী তীরবর্ত্তী তালবন্দী গ্রামে নানকের জন্ম। ইঁহার পিতা কালু স্থানীয় ভূম্যধিকারী রায় বুলারের অধীনে তালবন্দী গ্রামের পাটোয়ারী কার্য্য করিতেন এবং ঐ গ্রামেই তাঁহার একটী দোকান ছিল।

বাল্যকাল হইতেই নানক এই দুঃখের সংসারে প্রতিপালিত। গ্রাম্য পাঠশালায় তাঁহার বর্ণপরিচয় হয়। তৎপরে তিনি কতক পরিমাণে শাস্ত্রাদি আলোচনা করিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ অবগত হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন। ঐ সময় হইতেই দেবতত্ত্বের রহস্যপূর্ণ দুর্বোধ ছায়া তাঁহার হৃদয়ে নিপতিত হয়। তিনি সেই অজ্ঞাত তত্ত্বের অস্ফুট আলোকে ক্রমশঃই দিশেহারা হইয়া প্রকৃত তত্ত্বের উদ্ঘাটনে নির্ব্বাক্ চিন্তায় দিন যাপন করিতেন। কিন্তু তখনও তাঁহার অনুসন্ধিৎসা হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই। জ্ঞানান্বেষণের প্রবল পিপাসা তাঁহাকে আহারনিদ্রাবর্জ্জিত করিলেও প্রকৃত পথ হইতে অপসারিত করিতে পারে নাই। তিনি লক্ষ্য ভ্রষ্ট না হইয়া ক্রমশঃই শাস্ত্রা-লোচনা করিতে লাগিলেন। হিন্দু সন্তানের হিন্দুশাস্ত্রে স্বভাবতঃ যে অনুরাগ থাকিতে পারে, নানকে তাহা যথেষ্ট ছিল, তদ্ভিন্ন তিনি ইস্লাম ধর্ম্মের সারতত্ত্ব অবগত হইতেও সবিশেষ উৎসুক ছিলেন। কারণ উহা রাজধর্ম্ম, এবং হিন্দুমুসলমান সংঘর্ষে রাজ-শক্তির প্রভাবে তখন প্রজার ধর্ম্ম হীনপ্রভ হইয়া পড়িতেছিল। কাহারও মতে নানক সৈয়দ হসন নামক একজন মুসলমান প্রতিবেশীর নিকট হইতে ইস্লাম্ ধর্ম্মতত্ত্ব সম্যক্ অবগত হইয়াছিলেন।

নানকের পিতামাতা স্নেহবন্ধন সুদৃঢ় করিতে সচেষ্ট থাকিলেও দৈববিড়ম্বনায় তাঁহাদের সে উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। নানক বেদীবংশীয় ক্ষত্রিয়সন্তান। নববর্ষ পদার্পণ করিলে পুত্রের দীক্ষার আয়োজন করিয়া পিতা আত্মীয় স্বজনকে নিমন্ত্রণ করিলেন, কিন্তু নানক সমাগত লোক সমক্ষে দীক্ষাগ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, যজ্ঞসূত্র সংসারীর, উহা ঈশ্বরপ্রয়াসীর নহে। অতঃপর পুত্র পঞ্চদশে উপনীত হইলে কালু একদিন নানককে বলিলেন বৎস! তুমি বয়োবৃদ্ধ হইয়াছ, এক্ষণে বিষয় কর্ম্মে মনোনিবেশ করিয়া পৈতৃক ব্যবসা পরিচালনা কর এবং এই ৪০টী টাকা লইয়া গ্রামান্তর হইতে পণ্য দ্রব্য ক্রয় করিয়া আন।" নানক পণ্যক্রয় করিতে চলিলেন, সঙ্গে বালা নামে তাঁহার বিশ্বস্ত ভৃত্য চলিল, কিন্তু কিছু দূর গিয়াই নানক দেখিতে পাইলেন, কতকগুলি ফকির খাদ্যাভাবে অনাহারে মৃতপ্রায় হইয়া রহিয়াছে। তিনি সেই অর্থে খাদ্য দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া ফকির-দিগকে ভোজন করাইলেন। এই সংবাদে পিতার ক্রোধ দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল। তিনি পুত্রকে নির্য্যাতন করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। পুত্র বনে বৃক্ষশাখায় লুকাইয়া পরিত্রাণ পাইল। এরূপ গোপনবাসে নানকের বিশেষ কষ্ট হইল না। কারণ এই বাল্যাবস্থায়ই ঈশ্বরচিন্তায় বিভোর হইয়া নানক কএক দিন বনে রাত্রি যাপন করিয়াছেন। ঐ সময়ে তাঁহাকে দেখিলে বোধ হইত সংসার ও অরণ্য, দিন বা রাত্রি তাঁহার পক্ষে সমান। শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্য তাঁহার পক্ষে শান্তিময় নিকেতন।

যাহা হউক, ভূম্যধিকারী রায় বুলার ঐ ৪০৲ টাকা দিয়া এ যাত্রার মত পিতার ক্রোধ হইতে পুত্রকে রক্ষা করেন। অতঃপর কালু পুত্রের জন্য সুলতানপুরে একটী স্বতন্ত্র দোকান করিয়া দিলেন। পুত্র সকল মালপত্র দরিদ্রকে দান করিয়া পিতার ঘৃণা ও ক্রোধভাজন হইলেন। পুত্রকে কর্ম্মপথে আনিতে না পারিয়া কালু অবশেষে পুত্রের বিবাহ দিবেন স্থির করিলেন। বতালাবাসী মূলাবংশীয়া সুলক্ষণী নাম্নী এক সুন্দরী কন্যার সহিত নানকের বিবাহ হইয়া গেল, তথাপি পুত্র গৃহবাসী হইতে চাহে না দেখিয়া তিনি স্বীয় পুত্রকে জামাতা জয়রামের নিকট পাঠাইলেন। জয়রাম তৎকালে সুলতানপুরের জায়গীরদার নবাব দৌলৎ খাঁ লোদীর অধীনে কর্ম্ম করিতেন। জয়রামের চেষ্টায় উক্ত নবাব নানককে "মোদীখানার" কর্তৃত্ব প্রদান করেন। এখানে স্বীয় ভগিনী নানকীর অনুনয়ে নানক গৃহবাসে অভিলাষী হন। এই

সময়ে ৩২ বর্ষে ও ৩৬ বর্ষে নানকের যথাক্রমে শ্রীচাঁদ ও লক্ষ্মীচাঁদ নামে দুই পুত্র জন্মে।

লক্ষ্মীচাঁদের অতি শৈশবাবস্থায় নানক সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া ফকিরের বেশে দেশপর্য্যটনে বাহির হইলেন। এই সময়ে বিখ্যাত রবাব বাদক মিরাশীবংশীয় মর্দানা লহনা (পরে তাঁহার পদাধিকারী অঙ্গদ নামে খ্যাত), রামদাস বুড়া ও জনৈক সিন্ধুদেশীয় জাট তাঁহার অনুসরণ করেন। নানক এই সময়ে যে ধর্ম্ম মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া যাহারা তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারাই শিষ্য শব্দের হিন্দী অপভ্রংশ 'শিখ' নামে পরিচিত হইলেন।

তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইয়া নানক সমগ্র ভারতীয় তীর্থপরিভ্রমণান্তে কাবুল ও পারস্য হইয়া পশ্চিম এসিয়ার নানাস্থান পর্য্যটন করেন। প্রবাদ, তিনি মক্কাদর্শন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন এবং গুজরানবালার অন্তর্গত এমনাবাদ নগরে লালু সূত্রধরের আলয়ে বাস করিতে থাকেন। তালবন্দীর সর্দ্দার রায় বুলার বালক নানকের ভগবৎ প্রেম সন্দর্শনে তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইলেন। এক্ষণে তাঁহার প্রৌঢ় জীবনে সেই প্রেম-প্রস্রবণ উথলিয়া উঠিয়াছে এবং সম্প্রতি তিনি তীর্থযাত্রা হইতে স্বদেশে আসিয়াছেন শুনিয়া তিনি একবার সাক্ষাতের প্রার্থনা জানাইলেন। তদনুসারে নানক জন্মভূমি সন্দর্শনে আসিলেন, এখানে তাঁহার মাতাপিতা তাঁহাকে গৃহে থাকিতে বিশেষ অনুরোধ করেন, তিনি তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না, বরং তাঁহাদিগকে স্বীয় সত্যধর্ম্মের নীতি বাক্য দ্বারা সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

অতঃপর নানক পুনরায় তীর্থভ্রমণে বহির্গত হন। এ যাত্রায় তিনি বাঙ্গালা দেশে আসিয়া যোগী গোরক্ষনাথের মতাবলম্বীর সাক্ষাৎ পান। তাঁহার সহিত ঐশ তত্ত্ববিষয়ে নানকের বিস্তর বাদানুবাদ হয়। অতঃপর নানক দাক্ষিণাত্য পর্য্যটন করিয়া সিংহলে উপনীত হন এবং সিংহলপতি শিবনাভকে স্বমতে দীক্ষিত করেন। সিংহলে অবস্থিতি কালে নানক "প্রাণসঙ্গলি" গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া ছিলেন। দুই বৎসর পাঁচ মাস পরে এখান হইতে ফিরিয়া পাকপত্তনের অন্তর্গত বাবা ফরিদের সমাধিমন্দির সন্দর্শনে আইসেন এবং তথায় উক্ত ফকিরের বংশধর বরামকে ধর্ম্মোপদেশ দান করেন, 'আস' নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

অতঃপর সিন্ধু প্রদেশ হইয়া তিনি পুনরায় আফগানিস্থানে উপনীত হইলেন। পথিমধ্যে খুর্‌রম নামক স্থানে তাঁহার মুসলমান শিষ্য বীণকার মর্দ্দানার মৃত্যু ঘটে। মর্দ্দানার ইচ্ছানুসারে ঐ স্থানেই তাহার দাহক্রিয়া সমাপ্ত হয়।

এই ঘটনার পর, নানক পুনরায় বতালা হইয়া তালবন্দী ফিরিয়া আইসেন। মর্দ্দানার পুত্র শাজাদা এই সময় হইতে শিষ্যরূপে তাঁহার পদানুসরণ করিল। মুলতানের নিকটবর্ত্তী তালাম্বা নামক স্থানে জনৈক ঠগীসর্দ্দার শাজাদাকে কারারুদ্ধ করিলে তিনি জ্ঞানগর্ভ বাক্যে তাঁহাকে এরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন যে, সেই কঠোর হৃদয় ঠগীসর্দ্দার অবিলম্বে তাঁহার পদাশ্রয় ভিক্ষা করিয়া শাজাদাকে মুক্তি দিলেন। ঐ সর্দ্দার সদলে তাঁহার ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলে তাঁহার শিষ্যসংখ্যা বর্দ্ধিত হয়, এই সময়ের মধ্যে তাঁহার পিতা কালু ও সর্দ্দার রায় বুলারের মৃত্যু হইলেও নানকের মাহাত্ম্য অবগত হইয়া জাট ও ভট্টি জাতীয় বহুলোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল।

এক সময়ে নানক মুলতানের গড়ছত্র মেলায় উপস্থিত হইয়া সাধারণের সমক্ষে স্বীয় একেশ্বরবাদ মত প্রকাশ করেন। মুসলমানগণ কোরাণ সরিফ অবহেলা করিয়া তাঁহার মত পোষণ করিবে ভাবিয়া স্থানীয় সর্দ্দার তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিয়া দিল্লীশ্বরের নিকটে প্রেরণ করেন। নানক নির্ভীকচিত্তে সম্রাট্ ইব্রাহিম লোদীর সমক্ষে বলিয়া ছিলেন, বেদ বা কোরাণের ধর্ম্ম ফকিরের নহে। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া পাঠান সম্রাট্ তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন। সাতমাস কারাবাসে অতিকষ্টে জীবন যাপন করিয়াও তাঁহার ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তিত হয় নাই। মোগলসম্রাট্ বাবর শাহ কর্ত্তৃক ইব্রাহিম লোদীর পরাজয়ে তাঁহার দুঃখের অবসান হয়।

অতঃপর নানক ইরাবতী তীরে ফকির বেশে বাস করিতে থাকেন। তিনি এখানে তাঁহার শিষ্য সম্প্রদায়ের বাসের জন্য অনেক বাটী প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন, ঐ স্থান ডেরা-বাবা-নানক নামে খ্যাত। তাঁহার পুত্রদ্বয়ের মধ্যে লক্ষ্মীচাঁদ গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করেন এবং শ্রীচাঁদ ফকির হইয়া উদাসীন সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক হন। ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে ৭১ বৎসর বয়সে নানকের তিরোধান ঘটে।

যে সময়ে পঞ্জাব প্রদেশে ধর্ম্মবীর নানক শাহের অভ্যুদয় হয়, সে সময়ের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে জানা যায় যে পাঠানগণ তৎকালে উত্তর ও পশ্চিম ভারতে রাজ্যভিত্তি বদ্ধমূল করিয়া ছিলেন। একদিকে পাঠানদিগের হস্তে হিন্দুদেবিগ্রহ, দেবমন্দির ও তীর্থক্ষেত্রাদি ধ্বংসসহ পৌত্তলিকতার বিলয়সাধনচেষ্টা এবং ভারতবাসী হিন্দু সাধারণকে ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার প্রয়াস যেমন প্রবল ভাব ধারণ করিয়াছিল, অন্যদিকেও সেইরূপ হিন্দুগণ বহুশতাব্দী ধরিয়া মুসলমান সংস্রবে বাস হেতু মুসলমান ভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। উত্তর ভারতবাসী জাট ও ভট্টিগণ আচার ব্যবহারে প্রায় মুসলমান হইয়াছিলেন। এইরূপ বিপ্লবের সময় নানকের জন্ম। তিনি পুরাণ ও কোরাণ পাঠ করিয়া দেখিলেন প্রকৃত ধর্ম্ম উভয়েই বিরল। হিংসা ও দ্বেষাদ্বেষী যাহাতে বর্ত্তমান, তাহাতে সত্য ধর্ম্মের স্থান কোথায়? তিনি

বলিলেন, অহিংসা বা সর্ব্বজীবে সমদয়াভাবই সার সত্য ও শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। ঈশ্বর এক তিনি বহু হইতে পারেন না। বিভিন্ন লোক বিভিন্ন সময়ে সাধারণকে বুঝাইতে তাঁহাকে বহুধা বিভক্ত করিয়াছেন। এই কারণেই দেশে বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায় ও জাতির সৃষ্টি ঘটিয়াছে। আমরা যখন এক পরম পিতার সন্তান, তাঁহারই উপাসনা আমাদের কর্ত্তব্য, সুতরাং পরস্পরের জাতিভেদ লইয়া বিরোধসূচনা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। পুরাণ ও কোরাণের ধর্ম্মদ্বেষিতা পরিত্যাজ্য; উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে ধর্ম্মজীবনের বহু উপদেশ আছে তাহা সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রাহ্য। নানক ঐ সকল গ্রন্থ হইতে ধর্ম্মনীতি সংগ্রহ করিয়া ভারতবাসী হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাবস্থাপনে প্রয়াস পান। এই কারণে নানকের ধর্ম্ম তৎকালে পঞ্জাববাসী জন সাধারণের নিকট উপযোগী বলিয়া বোধ হইয়াছিল। মুসলমানগণও তাঁহার মত গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। কারণ তাঁহার মতে এক ব্রহ্মই উপাস্য, দ্বিতীয় ঈশ্বর নাই। বেদান্তশাস্ত্রের উহাই সারতত্ত্ব। এই কারণে নানক ফকির বা ভিক্ষু ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার ফকির বেশ তৎকালীন মুসলমান প্রভাবের ফল। নানক বলিতেন, মনুষ্য মৃত্যুর অধীন; সুতরাং তাঁহাতে পাপস্পর্শ অবশ্যম্ভাবী। তিনি পাপী মানবকে সত্যপথের পথিক হইতে উপদেশ দিতে আসিয়াছেন। তিনি অবতার বা প্যাগম্বর নহেন। পূর্ব্বোক্ত মহাপুরুষগণের ন্যায় এই নবতত্ত্ব তিনি ঈশ্বরের নিকট প্রাপ্ত হন নাই। ইহা সর্ব্বশাস্ত্রপ্রণোদিত ন্যায়ধর্ম্ম এবং মনীষিগণ-প্রবর্ত্তিত। নানক বলিতেন, একমাত্র ভগবান্‌ই সর্ব্বময় কর্ত্তা—

"তুঁহে নিরঙ্কার কর্ত্তার, নানক বান্দা তেরা।" তিনি ব্যতীত জীবের মঙ্গলামঙ্গল সাধনে কেহই সমর্থ নহেন। তিনি আত্মার দেহান্তরপ্রাপ্তি ও পাপপুণ্যের পরমাত্মায় গতি স্বীকার করিতেন। [অপরাপর বিবরণ নানকশব্দে দ্রষ্টব্য।]

নানকের মৃত্যুর পর তাঁহার দেহ লইয়া হিন্দু ও মুসলমান শিষ্যগণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়। হিন্দুরা শব দাহ করিতে এবং মুসলমানগণ কবর দিতে চেষ্টা পান। এই সূত্রে উভয় দলে যুদ্ধের উপক্রম হয়। অবশেষে বিজ্ঞতম শিষ্য সম্প্রদায়ের বিচারে পরস্পরের বিবাদভঞ্জনের জন্য তাঁহার দেহ জলে ভাসাইবার প্রস্তাব হয়। তখন সকলে যাইয়া দেখে দেহ নাই, কেবল মাত্র শয্যা ও চাদরখানি পুষ্পাচ্ছাদিত রহিয়াছে। তখন মুসলমান শিষ্যেরা উক্ত চাদর বস্ত্রের অর্দ্ধাংশ কবর দেয় এবং হিন্দুরা অপরার্দ্ধ দাহ করিয়া তাহার সৎকার কার্য্য সমাপন করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কর্ত্তারপুরে শিষ্যগণের যত্নে তাঁহার সমাধি-মন্দির স্থাপিত হয়।

নানকের অভিপ্রায়ানুসারে তাঁহার প্রধান শিষ্য লহনা (১৫০৪ খৃঃ জন্ম) শিখ সম্প্রদায়ের গুরুপদে অভিষিক্ত হন। এই সময়ে নানক লহনাকে আলিঙ্গন দিয়া বলিয়াছিলেন, আমার আত্মা তোমাতে প্রবেশ করিল এবং তুমিই আমার অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইলে। শিখ সম্প্রদায়েরও বিশ্বাস নানকের আত্মা তাঁহার অঙ্গে প্রবেশ করিয়াছেন। এই কারণে তিনি গুরু অঙ্গদ নামে আখ্যাত হন।

গুরু অঙ্গদ শিখ গুরুপদের উপযুক্ত পাত্র। তিনি ধর্ম্মপ্রাণ ন্যায়বান্ ছিলেন এবং স্বহস্তে মুঞ্জতৃণ হইতে রজ্জু প্রস্তুত করিয়া স্বীয় জীবিকা উপার্জ্জন করিতেন। তাঁহাকে গুরুপদে অধিষ্ঠিত করিয়া গুরু নানক সদ্বুদ্ধি ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। ইহাতেই শিখ সম্প্রদায়ের একতা-ভিত্তি ও স্থায়িত্ব বদ্ধমূল হইয়াছিল। নানক-শিষ্য মাত্রই ঐ সম্মানভাজন পদের আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিলেন।

গুরু অঙ্গদ পূর্ব্বে জ্বালামুখী তীর্থস্থ দেবী মূর্ত্তির উপাসক ছিলেন এবং প্রতি বৎসর পদব্রজে উক্ত তীর্থে গমন করিয়া দেবী-পূজা করিতেন। গুরুপদে আসীন হইয়া তিনি নানকের প্রবর্ত্তিত একেশ্বরবাদের পোষকতা করিতে লাগিলেন। নিজের বিদ্যাবুদ্ধি প্রখর না হইলেও ধর্ম্মবুদ্ধিবলে অঙ্গদ বাবা নানকের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মনীতি শিক্ষা করিয়া শিখধর্ম্মবিস্তারে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি নানকের জীবনী ব্যতীত, স্বীয় ধর্ম্মচর্য্যার ফলস্বরূপ কতকগুলি ধর্ম্মনীতি গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবেশিত করেন। শেষ জীবনে অঙ্গদ শিখধর্ম্মের কেন্দ্রভূমি ডেরা-বাবা-নানক পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় জন্মভূমি খাদুর গ্রামে চলিয়া আসেন। এখানে ১৫৫২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জীবমুক্তি ঘটে। অঙ্গদ প্রায় ১৩শ বর্ষ গুরুপদে থাকিয়া শিখ-সম্প্রদায়ের শিষ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া যান।

তিরোধানকালে অঙ্গদ স্বীয় প্রিয় অনুচর বিশ্বস্ত শিষ্য অমরদাসকে গদীর উপযুক্ত পাত্র নির্ব্বাচিত করেন। গুরু অঙ্গদে যে শিক্ষা ও বিজ্ঞানবুদ্ধির অভাব ছিল, অমরদাসে তাহা সম্যক্-ভাবে বিদ্যমান ছিল এবং অমরদাস গুরুপদের উপযোগী নৈতিক সাহস ও ধর্ম্মপ্রাণতায় পরিপূর্ণ ছিলেন। তিনি ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে অমৃতসর জেলার বাসর্কী গ্রামে ভল্ল বংশীয় ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার আর্থিক স্বচ্ছলতা না থাকায়, বাল্যকালে অমরদাসের বিশেষরূপ শিক্ষালাভ হয় নাই। তিনি সামান্য পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইয়া তাহা বেচিয়া লাভের অংশ হইতে স্বীয় জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। এই অবস্থায়ও ফকিরদিগের প্রতি তাঁহার আসক্তি জন্মে এবং তদনুসারে তিনি খাদুর গ্রামে আসিয়া অঙ্গদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এখানেও তিনি স্বোপার্জ্জিত অর্থ ভিন্ন গুরু ভাণ্ডার হইতে কোনরূপ সাহায্য গ্রহণ করিতেন না। তাঁহার আচার্য্যের প্রতি ভক্তি ও

অনুরক্ত হোয়া গুরু অঙ্গদ তাঁহাকে পরবর্তী ভাবী গুরু বলিয়া স্বীকার করেন।

অঙ্গদের মৃত্যুর পর অমরদাস বিশেষ উদ্যম ও আগ্রহের সহিত শিখ সম্প্রদায়ের আচার্য্যের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার মধুর প্রকৃতি, কমনীয় স্বভাব, দয়ালু হৃদয় এবং সুবাগ্মিতা বহু ব্যক্তিকেই তৎপ্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিল। তাঁহার মুখে ধর্ম্মকথা শুনিয়া বহুলোক শিখ ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। তিনি স্বীয় জ্ঞানগাম্ভীর্য্যবলে অনেক ধর্ম্মতত্ত্ব ভাষায় রচনা করিয়া শিখসম্প্রদায়ের গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া যান। স্বয়ং সম্রাট্ অকবর শাহ তাঁহার জীবনের পরিচয় পাইয়া তাঁহার মুখে ধর্ম্ম গাথা শুনিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন।

অমরদাস কর্ম্মজীবনময় শিখমত হইতে শ্রীচাঁদ প্রবর্ত্তিত উদাসী মতের পার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়া উভয় সম্প্রদায়কে স্বতন্ত্র ভাবে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বাবা নানকের ধর্ম্মনীতির পদানুসরণ করিয়া সতীদাহ বা সহমরণপ্রথা নিবারণ এবং বিধবার বিবাহ প্রচলন করিয়া যান। তাঁহার মতে অগ্নিতে আত্মত্যাগসতীত্বের পরাকাষ্ঠা নহে, সংসার পরীক্ষাস্থল। যে বিধবা রমণী, এই পরীক্ষা স্থলে অবশিষ্ট জীবন ধর্ম্মপথে অতিবাহিত করিতে সমর্থ হয়, সেই প্রকৃত সতী। অমরদাস শিষ্য সম্প্রদায়ের নিকট হইতে যে প্রণামী প্রাপ্ত হন, তাহা হইতে নিজ বাসভূমি গোবিন্দবাল গ্রামে একটী সুবৃহৎ বাওলী (দীর্ঘিকা) প্রস্তুত করিয়া দেন। উহার ঘাটে ৮৪টী সোপান আছে। শিখ সম্প্রদায়ের বিশ্বাস, যে ব্যক্তি একে একে ঐ চুরাশীটী সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া বাওলীতে স্নান করিতে পারে। তাঁহাকে আর ৮৪ লক্ষ যোনি পরিভ্রমণ করিতে হয় না। এই পুষ্করিণীপ্রতিষ্ঠার পর হইতে বহুলোকে মুক্তির কামনায় শিখধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইহা ভিন্ন অমর শিখধর্ম্ম বিস্তারোদ্দেশে দ্বাবিংশতি সংখ্যক প্রিয় শিষ্যকে পঞ্জাবের নানা স্থানে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ঐ সকল ধর্ম্মপ্রচারকগণ অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীর সহিত তর্কযুক্তি দ্বারা নানকের মত প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

অমরদাস স্বীয় কন্যা মোহিনীর সহিত লাহোরের সোঢ়ি রাজবংশীয় রামদাস নামা এক যুবকের বিবাহ দেন। এই বিবাহসূত্রে ভল্ল ও সোঢ়ি বংশের সম্মিলন হয়। কন্যার প্রতি আন্তরিক স্নেহ নিবন্ধন অমরদাস স্বীয় জামাতা রামদাসকেই আপনার উপযুক্ত উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যান।

বিবাহের পর হইতেই রামদাস গোবিন্দবাল-গ্রামবাসী হন। এখানে তিনি বাওলীতলাও খননকালে কারিগরদিগের জল পানের উপযোগী ছোলাসিদ্ধ প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্য বিক্রয় করিতেন। ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে গুরু অমরদাসের মৃত্যুর পর তিনি গদিতে উপবিষ্ট হইয়াও পূর্ব্বব্যবসা ত্যাগ করেন নাই। ইহা দ্বারা তাঁহার ও তাঁহার পিতামাতার জীবিকা নির্ব্বাহ হইত।

তিনি শান্তপ্রকৃতি ও মেধাবী ছিলেন। গুরুর আশ্রয়ে থাকিয়া তিনি ধর্ম্মশাস্ত্রাদি আলোচনা করিতে থাকেন এবং অচিরকাল মধ্যেই তাঁহার জ্ঞানজ্যোতিঃ বিকাশিত হয়। তাঁহার বাগ্মিতা, অধ্যবসায় ও উৎসাহে অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার ছত্রতলে আসিয়া সহস্র সহস্র লোক শিখধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। তাঁহার অদ্ভুত কবিত্ব শক্তি ছিল। তিনি শিখধর্ম্মের প্রকৃত ব্যাখ্যা ও স্বীয় উপদেশাবলী কাব্যে রচনা করিয়া গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবেশিত করেন।

শিখগণ তাঁহার মহত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া তাঁহার প্রতি এরূপ ভাবে আকৃষ্ট হন যে, সকলেই তাঁহার আদেশ পালনে আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিতেন। একদা লাহোর রাজধানীতে গুরু-রামদাসের সহিত মোগল-সম্রাট্ অকবর শাহের সাক্ষাৎ হয়। শাহ অকবর সর্ব্বধর্ম্মে সমাদরশালী ছিলেন। রামদাসের চরিত্র, শিক্ষা ও ধর্ম্মব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া তিনি স্বীয় চিরাভ্যস্ত বদান্যতাগুণে শিখগুরুকে কিছু ভূমিদান করিয়া ধন্য হন। ঐ ভূমিখণ্ড গোলায়তন হওয়ায় "চক্র রামদাস" নামে খ্যাত হইল। কিছুকাল পরে রামদাস তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী কর্তৃক প্রদত্ত প্রণামী হইতে ঐ জমির উপর একটা সুবৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করান। তাঁহার ইচ্ছামত উহার অমৃতসর নাম রাখা হয়। ঐ পুষ্করিণীর গর্ভে তিনি হরমন্দর বা হরিমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং পুষ্করিণীর চারিপার্শ্বে ফকিরদিগের বাসের জন্য ক্ষুদ্র গৃহনির্ম্মাণ করিয়া দেন। ঐ ফকিরাবাসসমষ্টি তৎকালে গুরু-কা-চক ও পরে অমৃতসর নামে আখ্যাত হয়। এই নগরের প্রতিষ্ঠা হইতেই শিখধর্ম্মের ভাবী উন্নতির সূচনা হইতে থাকে। কারণ তৎকালে বিভিন্ন শিখসম্প্রদায় দেবপূজামানসে এখানে সমুপস্থিত হইয়া পরস্পরে জাতীয় একতা বৃদ্ধি করিতে অবসর পান। এক-সময় পঞ্জাব প্রদেশে অনাবৃষ্টিনিবন্ধন দুর্ভিক্ষের সূচনা হয়। অন্নাভাবে স্থানবাসীরা মৃত্যুমুখে পতিত; এই সময় দেশের দুরবস্থা দেখিয়া রামদাস সম্রাট্ অকবর শাহের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহাকে বুঝাইয়া প্রজাবর্গের এক বৎসরের কর ছাড়া দেওয়াইয়া ছিলেন। গুরুর এই পরদুঃখকাতরতা সন্দর্শনে মোহিত হইয়া বহুসংখ্যক জাটপ্রজা ও ভূম্যধিকারী তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে রামদাসের মৃত্যু ঘটিলেও তিনি স্বীয় পত্নীর অভিলাষপূর্ণ করিবার জন্য কনিষ্ঠপুত্র অর্জ্জুনমল্লকে ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে শিখগুরুপদে বরণ করিয়া যান। এই সময় হইতে শিখগুরুর গদি বংশপরম্পরাগত হয়। ইহা শিখ সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থানের বিশেষ সহায় হইল, যে হেতু এই

সময়ে শিখগণ গুরুকে যে কেবল একমাত্র ধর্ম্মোপদেষ্টা বলিয়া জ্ঞান করিতেন তাহা নহে, তাঁহারা তাঁহাকে এই সংসারের একমাত্র নায়ক ও রাজা বলিয়া জানিতে শিখিলেন।

অর্জ্জুনমল্লই প্রথমে ফকিরীচাল ও বেশভূষা ত্যাগ করিয়া রাজবেশ ধারণপূর্ব্বক গদিতে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার অসংখ্য দাসদাসী ও হস্তী অশ্ব প্রভৃতি রাজোচিত সরঞ্জাম ছিল। তিনি যেমন উৎসাহী ছিলেন, সেইরূপ উচ্চাভিলাষও হৃদয়ে পোষণ করিতেন এবং যাহাতে সমগ্র নানকশিষ্য-সম্প্রদায় তাঁহার কর্ত্তৃত্ব মান্য করিয়া চলে, তদ্বিষয়ে তিনি স্বীয় উদ্যমশীলতার যথেষ্ট পরিচয় দেন।

বাবা নানকের ধর্ম্মগাথা গুলি তৎকালের বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ীর ও সামাজিকগণের মনোমত হইবে কি না, বিবেচনা করিতে তিনি নানক-শিষ্য বা শিখগণকে একপ্রকার সামাজিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিলেন। তৎপরে তিনি নানক হইতে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী শিখগুরুগণের পবিত্র উপদেশাবলী ও ধর্ম্মব্যাখ্যা সকল একত্র করিয়া "গ্রন্থ" সঙ্কলন করেন। ঐ গ্রন্থই শিখগণের একমাত্র ধর্ম্মগ্রন্থ। যাঁহারা প্রকৃত শিখ তাঁহারা কখনও উহার মত উল্লঙ্ঘন করিবেন না। হরমন্দিরে উহার একখণ্ড রক্ষিত হয়, উহা পাঠ করিয়া প্রত্যহ তথায় শিখদিগকে শুনান হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে শিখগণ গুরুকে শ্রদ্ধা করিয়া যে প্রণামী দিত, গুরু তাহাই পাইতেন। গুরু অর্জ্জুন ঐ প্রণামী, বা নজরানা বার্ষিক বৃত্তিরূপে আদায় করিবার জন্য-সহকারী চেলা বা পাণ্ডা নিযুক্ত করেন। ইহাতে বহু অর্থ সংগৃহীত হইতে থাকে; একমাত্র গুরু অর্জ্জুনকেই শিখগণ আপনাদের অধীশ্বর বলিয়া স্বীকার করে ও তাঁহার দরবার প্রকারে রাজদরবারে পরিণত হয়, এবং বলিতে কি, এই সময় হইতেই শিখশক্তির উদ্বোধন হয়।

অমৃতসর নামক পুণ্যপুষ্করিণীর কার্য্য সমাধান, 'কৌলসর' ও 'তরণতারণ' পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা গুরু অর্জ্জুনের মহৎকার্য্য।

অর্জ্জুনের মৃত্যুর পর ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে তদীয় একাদশ বর্ষীয় পুত্র হরগোবিন্দ গুরুপদ প্রাপ্ত হন। তাঁহার পিতা যে রাজ্য পত্তন করেন, তিনি তাঁহার সৈন্যাপত্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপ্রবৃত্তির সহিত তাহার অর্থপ্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে। তিনি সাধু ও সাহসী যোদ্ধা ছিলেন। মোগলসম্রাট্ জাহাঙ্গীরের সহকারী সেনানায়করূপে তিনি কাশ্মীরে অভিযান করেন। তাঁহার সেনাদলে রাজদণ্ড হইতে পলায়িত ব্যক্তি ও দুর্বৃত্ত-দস্যুদিগকে স্থান দান করায় এবং সম্রাট্‌প্রদত্ত সেনাগণের বেতন স্বয়ং আত্মসাৎ করায় সম্রাট্ তাঁহার আচরণে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে গোয়ালিয়র দুর্গে অবরুদ্ধ করেন। শিখদিগের পুনঃপুনঃ আবেদনে অবশেষে সম্রাট্ দয়াপরবশ হইয়া হরগোবিন্দকে মুক্তি দেন।

১৬২৮ খৃষ্টাব্দে জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর হরগোবিন্দ শাহজহান বাদশাহের অধীনে সেনাসাহায্য করিতে নিযুক্ত হন। এই সূত্রে দারাশিকোর সহিত তাঁহার সখ্যতা জন্মে। দারাশিকো ফকিরদিগের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। কোন একটী কারণে মোগলসম্রাট্ শিখগুরুর আচরণে বিরক্ত হন। তিনি তাঁহাকে দমন করিবার অভিপ্রায়ে সাতহাজার সেনাসহ মুখলিশ খাঁকে লাহোর হইতে অমৃতসর যাত্রা করিতে আদেশ করেন। অমৃতসরের নিকটে শিখহস্তে মোগলসৈন্য পরাভূত হয়।

মোগলসৈন্যকে বিদূরিত করিয়া হরগোবিন্দ ভীত হইলেন এবং সম্রাটের প্রকোপ হইতে আত্মরক্ষার্থ ভাতিণ্ডার জঙ্গলে পলায়ন করিলেন। এখানে দস্যুদলপতি বুদ্ধ (শিখদিগের মধ্যে বাবা বুদ্ধা নামে পরিচিত) সদলে তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং লাহোর-রাজধানী হইতে দুইটী উৎকৃষ্ট অশ্ব অপহরণ করিয়া গুরুকে উপহার দেন। শিখগুরুর এই আচরণে কুপিত হইয়া সম্রাট্ পুনরায় কমার বেগ ও লালবেগ নামক দুইজন সেনাপতিকে প্রেরণ করেন। যুদ্ধে মোগল সেনাপতিদ্বয় পরাজিত ও নিহত হয়। ইহার পর পয়েন্দা খাঁর প্ররোচনায় মোগল সম্রাটের সহিত শিখগুরু হরগোবিন্দের পুনরায় আর একটী যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে শিখসম্প্রদায় রণকুশলতার বিশেষ পরিচয় দিয়াছিলেন।

অতঃপর আপনার পৌত্র হররায়কে গুরুপদে অভিষিক্ত করিয়া গুরু হরগোবিন্দ পার্ব্বত্য প্রদেশে যাইয়া নির্জ্জনে বাস করেন। এই সময়ে ভক্তশিষ্য বাবা বুদ্ধা তাঁহার সহচর ছিলেন। ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দে হরগোবিন্দের মৃত্যু ঘটে।

গুরু হররায় শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী গুরুদ্বয়ের ন্যায় তাঁহার হৃদয়ে বীরত্বপ্রতিভা জাগরিত হয় নাই, কিন্তু বিজয়দৃপ্ত শিখ সম্প্রদায় আপনাদের যুদ্ধ-প্রবৃত্তি ত্যাগ করেন নাই। শিখ সম্প্রদায়ের ঔদ্ধত্য এবং যুবরাজ দারাশিকোর সহিত তাঁহাদের সহযোগিতা জ্ঞাত হইয়া আরঙ্গজেব সিংহাসনারোহণের পর শিখগুরু হররায়কে দরবারে ডাকিয়া পাঠান। গুরু হররায় তদনুসারে সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিয়া স্বীয় পুত্রকে এক পত্র দিয়া প্রেরণ করেন। সম্রাট্ আরঙ্গজেব প্রতিভূস্বরূপ গুরুপুত্র রামরায়কে দরবারে আটক করিয়া রাখেন।

১৬৬১ খৃষ্টাব্দে হররায়ের মৃত্যু হইলে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র হরেকৃষ্ণ গুরুপদ প্রাপ্ত হন। অকালে ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে হরগোবিন্দের অষ্টম পুত্র তেগ বাহাদুরকে বকালা হইতে আনাইয়া শিখগণ গুরুপদে অভিষিক্ত করেন। মাতার নিকট

হইতে পিতার তরবারি পাইয়া তেগ বাহাদুরের শৌর্য্য বীর্য্য জাগিয়া উঠে। প্রথমে তিনি দস্যুতা করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে থাকেন। এই সময় আদম হাফিজ নামক একজন মুসলমান ফকির তাঁহার দলে আসিয়া যোগ দেন। গুরু যেমন ধনবান্ হিন্দু পরিবারের নিকট হইতে দস্যুতা বা বলপূর্ব্বক অথবা বার্ষিক কর আদায় করিতেন, মুসলমান ফকির হাফিজও সেইরূপ মুসলমানগণের নিকট হইতে অর্থ আদায় করিয়া শিখ সম্প্রদায়ের বলবৃদ্ধি করিতে থাকেন। এই সময়ে পলাতক অনেক মোগল-সৈনিক তাঁহার দলে আসিয়া আশ্রয় পায়। ইহাতে সম্রাট্ কুপিত হইয়া গুরুকে দিল্লীতে ধরিয়া আনান এবং ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাটের আদেশে তাঁহাকে বধ করা হয়।

তেগ বাহাদুর যখন দিল্লীযাত্রা করেন, তখন স্বীয় পুত্র গোবিন্দ সিংহকে হরগোবিন্দের তরবারি দিয়া বলিয়া যান, "এই নিদর্শন যেন তোমার পিতামহের বীরত্বগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখে এবং তুমি যেন আমার মৃত দেহ দিল্লী হইতে আনিতে সমর্থ হও।"

গুরু গোবিন্দসিংহ গদী লাভ করিলেন বটে, কিন্তু রামরায়ের অনুগত শিখগণ এ সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ না করিয়া তাঁহার শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। গুরু-গিরিতে এই বিভ্রাট্ দেখিয়া গোবিন্দসিংহ যমুনা তীরস্থ পার্ব্বত্য প্রদেশে যাইয়া ধনুর্ব্বাণ শিক্ষা করিতে থাকেন। এখানে ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি বন্য পশু শীকার করিয়া তাহার লক্ষ্য স্থির হয়। এই সময়ে তিনি হিন্দী ও পারস্য ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন, সংস্কৃত সাহিত্যেও তাঁহার কতক জ্ঞান জন্মিয়াছিল। নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তিনি ৩৫ বৎসর বয়সে শিখসম্প্রদায়ের সংস্কারকল্পে হিন্দুর জাতিভেদ লোপ, বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীকে শিখধর্ম্মে গ্রহণ, সমগ্র শিখ সম্প্রদায়ের শস্ত্রধারণ, শিখদিগের ধনসঞ্চয় ও স্বধর্ম্মের পোষক সদনুষ্ঠান সাধন, শিখ মাত্রেরই পরস্পরে সমতা জ্ঞান প্রভৃতি কতকগুলি নিয়ম প্রবর্ত্তন করেন। এইরূপে গুরুগোবিন্দ হইতে নানকের অহিংসামূলক সাত্ত্বিক ধর্ম্মের সহিত দেশহিতকর বীর ধর্ম্মের সংমিশ্রণ হওয়ায় শিখদিগের শৌর্য্যবীর্য্য অধিকতর উদ্দীপ্ত হইয়াছিল।

মোগলহস্তে পিতার ঘৃণিত নিধনবার্ত্তা অবগত হইয়া তাঁহার পূর্ব্ব প্রতিশ্রুত প্রতিজ্ঞা স্মরণ হইল। তিনি স্বজাতিশত্রু প্রত্যেক মুসলমানকেই আপনার শত্রু বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিলেন এবং যাহাতে এ পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইতে পারেন, তাহারই উপায় চিন্তায় ব্যাপৃত রহিলেন।

এইরূপে মুসলমান শত্রুর উচ্ছেদ সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়া গোবিন্দসিংহ একদিন শিখদিগকে পবিত্র দ্রব্য স্পর্শে দিব্য করাইলেন যে, তাহারা বীরের ন্যায় মোগলের বিরুদ্ধে গুরুহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি নৈনাদেবী নামক শৈলশিখরে দুর্গামূর্ত্তি স্থাপন করিয়া শক্তি দেবীর আরাধনা করেন। পূজান্তে নরবলি দিবার ব্যবস্থা হয়। ঐ সময়ে তিনি পুনরায় শিখদিগের দীক্ষায় "পহাল" পাঠ করার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই কথানুসারে শিখগণ খাল্সা নামে খ্যাত ও সিংহ উপাধিতে ভূষিত হন। এই সময়ে তিনি শিখদিগকে আরও জানাইয়াছিলেন যে, কাছী, কাঙ্ঘ, কর্দ (ছুরি), কেশ ও কৃপাণবর্জ্জিত ব্যক্তি কখনই প্রকৃত শিখ বলিয়া গণ্য হইবে না।

শিখদিগকে এইরূপে সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া গোবিন্দ-সিংহ শিখদিগের মধ্যে আদেশ প্রচার করিলেন যে, যাহারা নানকের শিষ্য সেই সকল ভক্ত শিখগণ আদরে আমাকে দর্শন করিতে আসিবে এবং যাহাদের পরিবারে চারিজন পুরুষ আছে তাহারা অন্ততঃ পক্ষে দুইজনকে দেশের ও ধর্ম্ম সেবায় নিযুক্ত করিবে। এই আদেশ পাইবার একপক্ষ মধ্যে প্রায় ৮০ হাজার শিখ তাঁহাকে দর্শন করিতে মখোবাল গ্রামে সমবেত হইলেন। তখন তিনি তাঁহাদিগকে স্বীয় উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিলেন এবং সেই শিখদিগকে সেনাদলে বিভক্ত করিয়া যমুনা ও শতদ্রুর স্থানে স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া রক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। এই সময়ে নাহন, ইন্দোর ও নালগড়ের রাজগণ তাঁহার সহিত শত্রুতায় প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু অচিরে তাঁহার হস্তে তাঁহারা হতবল হইয়াছিলেন। স্বয়ং গোবিন্দসিংহ নালগড়াধিপতি হরিচাঁদকে স্বহস্তে নিহত করিয়াছিলেন। কহলুর পতি ভীমচাঁদ ও অপরাপর কএকজন পার্ব্বতীয় সামন্তরাজ শিখগুরুর আদেশে মোগল সরকারে রাজকর দিতে অস্বীকার করিলে মোগল-শাসনকর্ত্তা তাঁহাদিগকে দমন করিতে সেনা প্রেরণ করেন। এই যুদ্ধে শিখদিগের হস্তে মুসলমান সৈন্য পরাজিত ও সম্পূর্ণরূপে বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল।

মুসলমান সেনার পরাজয় সংবাদ পাইয়া মোগল-সম্রাট্ আরঙ্গজেব লাহোরের শাসনকর্ত্তা জবরদস্ত খাঁ এবং সর্হিন্দের শাসনকর্ত্তা সামস্ উদ্দীন্‌কে শিখগুরুর বিরুদ্ধে সসৈন্যে অগ্রসর হইতে আদেশ করেন। বহুদিন যুদ্ধের পর, মখোবাল দুর্গে গুরুজী সদলে অবরুদ্ধ হইলেন। যখন সমস্ত রসদ ফুরাইয়া আসিল, তখন গুরুজী ৪০ জন বিশ্বস্ত অনুচর সঙ্গে লইয়া চামকোর দুর্গে আশ্রয় লইলেন। এখানে অল্প মাত্র সেনা লইয়া তিনি মোগল সেনাপতি নাহর খাঁ ও খাজা মহম্মদকে স্বহস্তে নিহত করেন। অপরিমিত মোগল-বাহিনীর বিরুদ্ধে অল্পমাত্র শিখসেনা লইয়া আত্মরক্ষা সম্পূর্ণ অসম্ভব জানিয়া রাত্রির অন্ধকারে শিবির ত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন।

পলায়নসংবাদ পাইয়া মোগল সৈন্ত তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করে, কিন্তু নবে খাঁ ও গণি খাঁ নামক তদীয় অনুগত দুই পাঠানের সাহায্যে তিনি বহ্‌লোলপুরে স্বীয় পারসী শিক্ষক পীর মহম্মদের ভবনে আশ্রয় পাইলেন। গোপনবাসে কিছুকাল নানা কষ্ট ভোগ করিয়া গুরুগোবিন্দ ভাতিণ্ডার জঙ্গলে উপনীত হইলেন। এখানে বহুসংখ্যক শিখ পুনরায় তাঁহার সহিত মিলিত হইল। শিখদলে পরিবৃত হইয়া গুরুগোবিন্দ কিছুকাল রায়পুর ও কহনুর গ্রামে বাস করিয়া খাদ্য ও বল সংগ্রহ করিয়া ফিরোজপুর জেলার মুক্তেশ্বর গ্রামে আসিয়া দেখা দিলেন। মোগলসৈন্তের ভয়ে যে সকল শিখযোদ্ধা গুরুর পক্ষত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল, তাহারাও এখানে আসিয়া যোগ দিল। দেখিতে দেখিতে প্রায় দ্বাদশ সহস্র পদাতিক ও অশ্বারোহী শিখ সৈন্ত তাঁহার ছত্রতলে সমাসীন হইল।

সরহিন্দের শাসনকর্তা এই সংবাদ পাইয়া শিখদিগের বিরুদ্ধে ৭ হাজার মোগল-সৈন্ত প্রেরণ করেন। মুক্তেশ্বরে উভয়পক্ষে যুদ্ধ হয় এবং মোগল-সৈন্ত পরাভব স্বীকার করে। গুরুগোবিন্দ অধীনস্থ শিখসেনাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া তাঁহাদের বিজয়কীর্ত্তি স্থাপনের জন্ত ঐ রণক্ষেত্রে একটী সুদীর্ঘ দীর্ঘিকা খনন করান। ঐ পুষ্করিণীর নাম মুক্তেশ্বর রাখা হয়। শিখদিগের বিশ্বাস, যে ব্যক্তি ঐ পুষ্করিণীতে স্নান করে, তাহার অক্ষয় স্বর্গলাভ হয়। মাঘমাসে ঐ যুদ্ধ সংঘটিত হয় বলিয়া প্রতিবৎসর সেই বিজয়ঘটনা স্মরণার্থ এখানে মাঘমাসে একটী মেলা হয়। ঐ সময়ে সমগ্র পঞ্জাববাসী শিখগণ এখানে সমবেত হইয়া থাকেন।

অতঃপর গুরুগোবিন্দ কিছুদিন মালব রাজ্যে যাইয়া বাস করেন। এখানে তিনি স্বীয় জ্ঞানপূর্ণ উপদেশ দ্বারা বহুসংখ্যক লোককে পহুল পাঠ করাইয়া শিখসম্প্রদায়ভুক্ত করেন। মালব হইতে প্রত্যাগমন কালে তিনি সরহিন্দ হইয়া আনন্দপুরে আসেন। সরহিন্দের মোগল-শাসনকর্তা ১৭০২ খৃঃ জোরাবর সিংহ ও ফতেসিংহ নামক গুরুগোবিন্দের পুত্রদ্বয়কে ধৃত করিয়া নিহত করায় শিখগণ সেই ঘটনা স্মরণার্থে একটী মন্দির স্থাপন করেন। উহা শিখদিগের একটী তীর্থক্ষেত্ররূপে পরিগণিত। উক্ত বর্ষে চামকৌর দুর্গে পলায়নকালে মোগলসৈন্ত জোরাবর সিংহ ও জিৎসিংহ নামক গুরুগোবিন্দের অপর পুত্রদ্বয়কে নিহত করিয়াছিলেন।

জীবনের শেষ সময়ে, গুরুগোবিন্দ দমদমায় যাইয়া নিশ্চিন্ত মনে ও নিরুদ্বেগে বাস করিয়াছিলেন, কারণ মোগলসম্রাট অরঙ্গজেব বাদশাহ তৎকালে দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধবিগ্রহে ব্যতিব্যস্ত। দাক্ষিণাত্যে থাকিয়া সম্রাট্‌ সর্ব্বদাই শিখজাতির অভ্যুদয়ে রাজ্যের ভাবী বিপদ্‌ আশঙ্কা করিতেন। গুরুগোবিন্দ খালসা শিখশক্তি দৃঢ় করিতে যে সকল পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, বাস্তবিকই তাহা চিন্তার বিষয় হইয়াছিল। তাঁহার প্রবর্ত্তিত "গুরুমাতা" সভা এবং "নূতন বিধি" শিখদিগকে নবোদ্যমে জাতীয়ব্রতে বলীয়ান্‌ করিয়াছিল। তাঁহার শিক্ষা ও দীক্ষায় একদল অশিক্ষিত দুর্দ্ধর্ষ জাট ধর্ম্মপ্রাণ যোদ্ধ্‌পুরুষে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। একসময়ে দস্যুতা ও কৃষিবৃত্তি যাহাদের একমাত্র অবলম্বন ছিল, তাহারাই গুরুগোবিন্দের অধীনে একটী জাতীয় শক্তি ও রাজনৈতিক সমিতি গঠন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। গুরু নানকের আদিগ্রন্থ সংস্কারপূর্ব্বক তিনি দমদমায় অবস্থানকালে যে নূতন ধর্ম্মগ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছিলেন, তাহা "দশবান্‌ বাদশাহ কা গ্রন্থ" নামে পরিচিত। এই গ্রন্থই নিশ্চেষ্ট ও হতবীর্য্য শিখসম্প্রদায়কে নূতন শক্তিদানে উত্তেজিত করে। ঐ গ্রন্থে তিনি শিখজাতির সামাজিক স্বাধীনতা ও বীরত্ব ওজস্বিনী কবিতায় ও উজ্জ্বলময়ী ভাষায় বর্ণনা করিয়া শিখদিগকে রণক্ষেত্রে বীরজীবন বহন করিতে প্রণোদিত করিয়াছিলেন।

অরঙ্গজেব দশম শিখগুরু গোবিন্দ সিংহের এইরূপ প্রভুত্ব ও প্রতিপত্তিদর্শনে ঈর্ষান্বিত হইয়া কৌশলে তাঁহাকে হস্তগত করিবার অভিপ্রায়ে দাক্ষিণাত্য হইতে তাঁহার নিকট পত্র সহ দূত পাঠাইলেন। গোবিন্দসিংহ সম্রাটের অভিসন্ধি জানিয়া এক সকরুণ পারসী গাথায় সম্রাট্‌কে স্বীয় দুঃখময় জীবনকাহিনী ও বংশনাশ ব্যাপার জ্ঞাপন করিলেন। ভাই দয়াসিংহ ঐ পত্র লইয়া সম্রাট্‌ সকাশে উপনীত হইলে, সম্রাট্‌ পত্র পাঠান্তে শিখগুরুর দূতকে বিশেষভাবে সম্মানিত করেন এবং স্বহস্তে এক পত্র লিখিয়া গুরুগোবিন্দকে সাক্ষাৎলাভের প্রার্থনা জানান। তদনুসারে গুরুগোবিন্দ দাক্ষিণাত্যে যাত্রা করেন, কিন্তু পথিমধ্যেই ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে তিনি সম্রাটের মৃত্যুসংবাদ পান।

দাক্ষিণাত্যে অবস্থিতিকালে একজন পাঠানের সহিত গুরুর পরিচয় হয়। ঐ ব্যক্তি তাঁহাকে কএকটী উৎকৃষ্ট ঘোটক বিক্রয় করে; কিন্তু যথাসময়ে বিক্রীত অশ্বের মূল্য শোধ না পাওয়ায় ঐ পাঠান বিরক্ত হইয়া কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিলে গুরুগোবিন্দ তরবারি দ্বারা তাঁহার মস্তক ছেদন করেন। ইহাতে প্রতিহিংসাপরবশ হইয়া উক্ত পাঠানপুত্র গোপনে তাঁহার উদরে ছুরিকাঘাত করেন। ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে নান্দের নগরে স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তনে যাইয়া সেই ক্ষতস্রাবে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। শিখসেনা রাজ্যে বিপ্লব ঘটাইবে আশঙ্কা করিয়া সম্রাট্‌ বাহাদুর শাহও শিখগুরু গোবিন্দকে রাজনৈতিক কর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ রাখিবার জন্ত খেলাৎ ও পরিচ্ছদাদি ভূষণ দান করিয়াছিলেন।

দাক্ষিণাত্যে অবস্থিতিকালে গুরুগোবিন্দের সহিত বান্দা নামক এক বৈরাগীর পরিচয় হয়। ঐ বৈরাগীও সহস্র শিষ্যে

পরিবৃত হইয়া রাজার হালে বাস করিতেছিলেন। ক্রমে উভয়ের বন্ধুত্ব গাঢ় হয় এবং গোবিন্দের ধর্মকথায় মোহিত হইয়া বান্দা বৈরাগী অচিরে 'পহাল' গ্রহণ করেন। গোবিন্দের শিষ্য হইয়া বান্দা এরূপ ভক্তিশ্রদ্ধা দেখাইতে থাকেন যে গোবিন্দ তাঁহাকে বিশেষ অনুগত ও বিশ্বস্ত অনুচর জ্ঞান করিতে বাধ্য হন। গোবিন্দ তাঁহাকে গুরুপদে অভিষিক্ত না করিলেও সমগ্র শিখসমাজে বলিয়া যান যে, এই ব্যক্তি অতিশয় কার্যদক্ষ এবং শক্তিশালী; সুতরাং বান্দাই তোমাদের পরিচালক ও পরিরক্ষক হইবেন। মৃত্যুকালে গোবিন্দ বান্দাকে মোগলের প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ হইতে উপদেশ দিয়া যান।

বান্দা গুরুর অভিলাষ ও স্বীয় প্রতিশ্রুতি পূরণ করিবার জন্য শিখসমাজে গুরুর নামে আদেশ প্রচার করিলেন যে, সকল শিখই যেন মুসলমানের সঙ্গে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া সমবেত হয়। দেখিতে দেখিতে দলে দলে শিখ সকল তাঁহার ছত্রতলে সমবেত হইল। বান্দা গুরু উপাধি গ্রহণ করিয়া শিখ-সেনার নেতৃত্ব করিতে লাগিলেন। মোগল সম্রাট্ শাহ আলম্ বাহাদুর শাহ ঐ সময়ে দাক্ষিণাত্যে অবস্থান করিতেছেন, জানিয়া বান্দা প্রথমেই প্রতিহিংসাপ্রজ্বলিত হৃদয়ে সরহিন্দ্ প্রদেশ লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হন। শিখগণ প্রজার সর্বস্ব অপহরণ করিয়া গ্রাম ও নগর সমূহ উপর্য্যুপরি অগ্নিপ্রদানে ভস্মসাৎ করিতেছে দেখিয়া তথাকার ফৌজদার উজীর খাঁ সদলে বহির্গত হইলেন। দুইটী খণ্ড যুদ্ধের পর উজীর শিখহস্তে নিহত হইলে বান্দা সরহিন্দে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার আদেশে তথাকার সমগ্র মুসলমান নিহত হইল, মসজিদ্ ধ্বস্ত বা কলুষীকৃত হইল এবং মোল্লা মৌলবী ও হাফিজেরা যথেষ্ট নিগ্রহ ভোগ করিল।

সরহিন্দ বিজয়ে উল্লাসিত চিত্তে বান্দা শতদ্রু পার হইয়া ক্রমশঃই অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথে যে সকল গ্রাম বা নগর তাঁহার সম্মুখে পড়িয়াছিল, তৎসমুদায়ই তিনি উৎসাদিত করিয়াছিলেন। সমানা নগরে শিখ তরবারিতে দশসহস্র নরনারী জীবন বিসর্জন করিয়াছিল। ঐ সময়ে যাহারা শিখধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করে, অথবা শিখের ন্যায় বেশধারী বা আচারশীল হয়, তাহারাই কেবলমাত্র পরিত্রাণ লাভ করিয়াছিল।

অতঃপর বিপাশা অতিক্রম করিয়া বান্দা সদলে গুরুদাসপুর জেলার বতালা নগর সমীপে আসিয়া উপনীত হন। তথাকার মুসলমান-নেতা সৈয়দ বংশীয় শেখ-উল-আহম্মদ বান্দার গতিরোধ করিতে অগ্রসর হইয়া নগর বাহিরে শিখযুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন। তখন বান্দা সদলে আসিয়া নগরদ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন এবং নগরে প্রবেশপূর্বক একে একে সকল গৃহেই অগ্নিযোগ করিলেন। বহু সংখ্যক মুসলমান নিহত হইল। সেই বতালার তৎকালের বিখ্যাত বিদ্যামন্দিরও মুসলমানের স্মৃতিলোপ করিবার জন্য ভস্মীভূত হইয়াছিল।

সুন্দর দৃশ্য সৌধমালা-শোভিত সুসমৃদ্ধ বতালা নগরী ধ্বংস করিয়া জয়দৃপ্ত শিখদল বান্দার অধীনে লাহোর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। বিপাশা তীরস্থ বতালা, কলানৌর ও অন্যান্য নগর-লুণ্ঠনকালে বহুলোক তাহাদের সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া শিখশক্তি বর্দ্ধিত করিয়াছিল। নানা স্থান লুণ্ঠনে বহু ধন রত্ন সংগৃহীত হওয়ায়, শিখগণ লাহোরের শাসনকর্তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় নাই।

শিখগণ লাহোর আক্রমণে আসিয়াছে শুনিয়া লাহোরবাসী ভয়চকিত চিত্তে আত্মরক্ষার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। সম্রাট্ তখন রাজপুতবিদ্রোহদমনের জন্য উজ্জয়িনীতে ছিলেন, কাজেই অন্য সাহায্যের সম্ভাবনা কম দেখিয়া মোগল-প্রতিনিধি সৈয়দ ইস্লাম খাঁ ও তাঁহার দেওয়ান যথাসম্ভব নগর রক্ষার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। মহম্মদ তকি, মুসা বেগ, হাজি সৈয়দ ইস্মাইল, সৈয়দ ইনায়েৎ উল্লা ও মোল্লা পীর মহম্মদ বাইজ্ প্রভৃতি স্থানীয় প্রধান প্রধান মুসলমান নেতাগণ শাসনকর্তার প্রার্থনায় ইস্লাম ধর্মের মর্যাদা রক্ষার্থ সমবেত হইলেন। ঐ সময়ে লাহোরবাসী অনেক ধনশালী হিন্দুও আপনাপন ধনরত্ন ও সম্মানরক্ষার্থ ইস্লাম আশ্রিত মুসলমানদলে যোগ দিলেন।

মোগল প্রতিনিধি ইস্মাইল খাঁ বিপুলবাহিনী লইয়া অগ্রগামী শিখদলের গতিরোধের চেষ্টা পাইলেন। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হইল। মুসলমানগণ পরাভব স্বীকার করিয়া নগরে প্রত্যাবর্তন করিল। পরে মহম্মদ তকি, এনায়েৎ উল্লা ও মহম্মদ অমান প্রমুখ মুসলমানগণ পুনরায় শিখদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু জয় গর্ব্বে মত্ত শিখসেনার সম্মুখে তাঁহারা অধিকক্ষণ দাঁড়াইতে পারিলেন না। সমবেত মুসলমান সৈন্য রণক্ষেত্রেই প্রাণ বিসর্জন করিলেন। লাহোর নগর দুর্গপ্রাচীর ও পরিখাদি দ্বারা সুরক্ষিত থাকায় শিখগণ নগরলুণ্ঠনে সমর্থ হয় নাই। নগর প্রবেশে বিস্তর চেষ্টা পাইয়াও যখন তাহারা নগরবাসীর কপর্দ্দক মাত্র স্পর্শ করিতে পারিল না, তখন তাহারা ক্রোধে অন্ধ হইয়া নগরোপকণ্ঠস্থিত শালিমার উদ্যান পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান লুণ্ঠন করিয়া ভূমসাৎ করিয়া চলিয়া গেল। বলিতে কি দিল্লী সীমা হইতে তিন দিনের ব্যবধানে অবস্থিত স্থান সকল শিখদিগের অত্যাচারে ধনজনশূন্য হইয়া পড়িল। এই সময়ে নিম্নশ্রেণীর বহু হিন্দু লুণ্ঠনের আশায় শিখদলে যোগ দিয়াছিল।

সম্রাট্ দাক্ষিণাত্যে থাকিয়া এই সংবাদ পাইলেন। বৈরাগী বান্দার অত্যাচার তাঁহার অসহ্য হইল, তিনি বিপুল মোগল-বাহিনী লইয়া আজমীরের পথে চলিলেন। এখানে সহরিন্দের পলাতক প্রবাসীগণ সম্রাট্ সকাশে উপনীত হইয়া শিখনিগ্রহের কথা জানাইল। সম্রাট্ গৃহহীন ইস্লামীয়দিগের বেদনায় সম্যক্ সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ ফিরোজ খাঁ মেবাতী ও সিপাসালর মহব্বৎ খাঁকে শিখদিগের প্রতিরোধ করিতে পাঠাইলেন। জম্মুর শাসনকর্ত্তা বাজিদ্ খাঁ এবং জালন্ধরের শাসনকর্ত্তা সামস উদ্দীন্ খাঁ সরহিন্দ প্রদেশে পুনরায় মুসলমান উপনিবেশ স্থাপনার্থ আদিষ্ট হইলেন। এইরূপে অন্যান্য কর্ম্মচারীর উপরও ধ্বস্ত নগরাদির শ্রীসম্পাদনের ভার পড়িয়াছিল।

সম্রাট্ বাহাদুর শাহ এইরূপ বন্দোবস্তের পর, স্বয়ং সেনাদল লইয়া পঞ্জাব অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। বান্দা এই সংবাদ পাইয়াই শিবালিক শৈল-পাদমূলস্থ দাবর দুর্গে আশ্রয় লইলেন। এখানকার পথ ঘাট ভাল না থাকায় বান্দা এখানে অবস্থানই সুবিধাজনক বোধ করিয়াছিলেন। সম্রাট্ সসৈন্যে লাহোর ও সরহিন্দ হইয়া দাবর দুর্গ সমক্ষে উপস্থিত হইলে শিখগণ দুর্গ হইতে মোগল সৈন্যের উপর তীর ও গোলা বর্ষণ করিতে লাগিল, ভীষণ যুদ্ধের পর শিখগণ হতবল হইল। শিখগুরু বান্দা রাত্রির অন্ধকারে পলাইয়া পার্ব্বত্য জঙ্গলে আশ্রয় লইলেন। পরদিন প্রভাতে মোগলসৈন্য দুর্গ অধিকার করিল।

শিখদিগকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া শাহ আলম্ বাহাদুর শাহ লাহোর রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। এখানে ১৭১২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় দিল্লীর সিংহাসন লইয়া তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে বিরোধ ঘটে। এই গৃহবিচ্ছেদ সুবিধাজনক মনে করিয়া শিখগণ পুনরায় পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে সিন্ধুনদের সমতল প্রান্তরে সমবেত হইল এবং বৈরাগী বান্দাকেই আপনাদের নায়ক করিয়া মুসলমানের বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল।

এইবার শিখগণ মোগলের আক্রমণ হইতে আপনাদিগকে নিরুপদ্রবে রাখিবার জন্য বিপাশা ও ইরাবতী নদী মধ্যবর্ত্তী সুবিখ্যাত গুরুদাসপুর দুর্গ সংস্কার করেন। লাহোরের শাসনকর্ত্তা ইস্লাম্ খাঁ এই সংবাদ পাইয়া তাঁহাদের সংস্কারকার্য্য বন্ধ করিবার জন্য সদলে অগ্রসর হইলেন। একটী খণ্ডযুদ্ধে তিনি শিখহস্তে বিশেষ ভাবে পরাজিত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। শিখগণ আর তাঁহার পশ্চাদনুসরণ না করিয়া সাহিন্দ অভিমুখে অগ্রসর হইয়া তথাকার শাসনকর্ত্তা বয়াজিদ খাঁকে রণক্ষেত্রে নিপাতিত করিলেন।

শিখদিগের পুনরায় এই অত্যাচারবার্ত্তা শুনিয়া সম্রাট্ মোইজ-উদ্দীন্ জহান্দর শাহ কাশ্মীর-শাসনকর্ত্তা বিখ্যাত সেনাপতি আবদুল সমদ্ খাঁ দিলের জঙ্গকে পঞ্জাবে এবং সেনাপতি মহম্মদ আমীন খাঁকে দিল্লী হইতে বান্দার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে আদেশ করিলেন। সম্রাট্‌সৈন্য সমুপস্থিত দেখিয়া বান্দা পলায়নের ব্যবস্থা করিলেন। শিখগণও তাঁহার সঙ্গে যাইয়া দুর্ভেদ্য পর্ব্বতবক্ষে পলাইলেন। কিছু কালের জন্য পঞ্জাবে শান্তি স্থাপিত হইল।

এক বৎসর পরে শিখগণ পুনরায় গুরুদাসপুরের সুবিস্তৃত প্রান্তরে সমবেত হইল। বান্দা কলানোর ও সংস্রোবগড় অধিকারপূর্ব্বক পর্ব্বতে লুকায়িত শিখদিগকে পুনরায় দলভুক্ত হইতে আদেশ করিলেন। দেখিতে দেখিতে দুই মাসের মধ্যে ৩৫ হাজার (মতান্তরে ৫০ হাজার) শিখযোদ্ধা তাঁহার ছত্রতলে সমবেত হইলেন। অম্বালার ফৌজদার শেখ মহম্মদ দায়েম শিখব্যূহ ভেদ করিতে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু অবশেষে পরাভূত হইয়া লাহোরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। লাহোরের তৎকালীন শাসনকর্ত্তা আবদুল সমদ খাঁ ও অমনাবাদের ফৌজদার মীর আহম্মদ খাঁ অশ্বারোহী পদাতি ও কামানবাহী মোগল ও তুরাণী সেনা লইয়া গুরুদাসপুরের লোহগড় দুর্গ আক্রমণ করিলেন। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। শিখগণ এই যুদ্ধে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। লোকক্ষয়ে মোগল সেনাপতি ভীত হইলেন, কিন্তু নূতন সেনা আসিয়া পড়ায় বান্দা পূর্ব্বোক্ত সকল পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহারা সদলে লোহগড়ে আশ্রয় লইলেন। মোগল সৈন্য লোহগড় অবরোধ করিল। অবশিষ্ট শিখগণ বনে জঙ্গলে, পর্ব্বত গুহায় ও জনহীন গ্রাম নগরাদিতে যাইয়া ছদ্মবেশে বাস করিতে লাগিল।

পলায়নের উপায় নাই দেখিয়া বান্দা অনাহারে মৃত্যু অপেক্ষা আত্মসমর্পণই উপযুক্ত পরামর্শ স্থির করিলেন। তদনুসারে তিনি আবদুল সমদ্‌কে লিখিয়া জানাইলেন যে, যদি সম্রাট্ তাঁহাকে ক্ষমা করেন, তাহা হইলে তিনি আত্মসমর্পণ করিতে সম্মত আছেন। নবাব সমদ্ খাঁ তাঁহার জন্য সম্রাট্‌কে বিশেষ ভাবে ক্ষমা প্রার্থনার অনুরোধ করিবেন জানাইলে, বান্দা দুর্গ খুলিয়া নবাবের শরণাগত হইলেন। নবাব শিখ গুরুকে সঙ্গে লইয়া লাহোরে ফিরিলেন। এখানে নবাবের আদেশে শিখদল নিহত ও ইরাবতীজলে নিক্ষিপ্ত হইল। বান্দা ও তাঁহার ৭৩০ জন প্রধান অনুচর জাকারিয়া খাঁ ও কমার উদ্দীন্ খাঁর অধীনে দিল্লীতে প্রেরিত হইলেন। তথায় ১৭১৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা সম্রাটের আদেশে নিহত হইলেন।

গুরু গোবিন্দের ন্যায় বান্দার বিশেষ ধর্ম্মবুদ্ধি ছিল না। তাঁহার ন্যায় তিনি নির্ভীক যোদ্ধা ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার রণপাণ্ডিত্য তাঁহাকে উচ্চাসন দান করিতে পারে নাই। তিনি

উক্ত শিখসেনার নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া বহুবার মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া বিজয় লাভ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাহাতে শিখধর্ম্মের বিশেষ কোন বিস্তার সাধন হয় নাই। তিনি প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া গুরুর আদেশ মাত্র পালন করিয়াছিলেন। বান্দার মৃত্যুর সঙ্গে শিখগুরুর পদ লোপ পায়।

১৭৬১ খৃষ্টাব্দে আহম্মদ শাহ পাণিপথযুদ্ধে জয়লাভ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই সময়ে দিল্লী ও পঞ্জাবের সর্ব্বত্র বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। এই সুযোগে শিখগণ দলে দলে বিভক্ত হইয়া এক এক জন সর্দ্দারের অধীনে নানাস্থান লুণ্ঠন ও গ্রাম অধিকার করিয়া লইল। তাহারা ঐ সময়ে যে সকল স্থান অধিকার করিয়া আপনাদের প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিল, সেই সেই দেশভাগ তাহাদের জন্মভূমির নামানুসারে এক একটী ক্ষুদ্র জনপদ রূপে বিঘোষিত এবং তত্তৎ স্থানের শিখদল রামগড়িয়া, অহলুবালিয়া প্রভৃতি স্বতন্ত্র আখ্যায় অভিহিত হইল। কোন কোন শিখদল স্বভাবগত ভাঙ্ পানাদি দোষে আসক্তি হেতু ভঙ্গী প্রভৃতি নামে প্রথিত হইয়াছে। এইরূপে শিখদিগের মধ্যে ভঙ্গী, রামগড়িয়া, কানাইয়া, নাকই, অহলুবালিয়া, দলিবালিয়া, নিশানবালা, ফয়জলপুরিয়া, করোরি বা ক্রোড়ীসিংহী, সাহিদ বা নিহঙ্গ, ফুলকিয়া, ভিন্দবংশী, নাভাবংশী, সুখের-চকিয়া প্রভৃতি কএকটী শিখ মিশ্‌লের উদ্ভব হইল।

জাটকুলোদ্ভব ছজ্জা সিংহ পঞ্জাববাসী ছিলেন। তিনি বৈরাগী বান্দার নিকট পহাল গ্রহণ করেন। বান্দার মৃত্যুর পর তিনি ভীমসিংহ, মল্ল সিংহ ও জগৎ সিংহ নামে স্বীয় আত্মীয় ত্রয়কে শিখধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। দস্যুবৃত্তিপরায়ণ ছজ্জা সিংহের সহিত শেষোক্ত জাট-ত্রয়ের বিশেষ বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। অতঃপর ছজ্জা গুলাবসিংহ, ক্রোড়াসিংহ, গুরবক্স সিংহ, অগ্রসিংহ ও সাবানাসিংহ নামা শিখদিগকে "পহাল" দান করিয়া আপনার দলভুক্ত করিয়া লন। ঐ কয়জন লইয়া ভঙ্গী মিশ্‌ল গঠিত হয়। ছজ্জা স্বদলে গুরুর ন্যায় সম্মানিত ছিলেন। তদন্তে ভীমসিংহ এবং তাঁহার পর বীরচূড়ামণি হরিসিংহ ভঙ্গী মিশ্‌লের নায়ক হইয়াছিলেন। [ভঙ্গী দেখ।]

বান্দাশিষ্য খোসাল সিংহ গুরুর মৃত্যুর পর দলবল সংগ্রহ করিয়া লুণ্ঠন কার্য্য আরম্ভ করেন। মৃত্যুর পর নোধসিংহ দলপতি হন। তাহার বীরত্ব দেখিয়া অনেকেই তাহার দলভুক্ত হয়। যশঃসিংহ, মল্লসিংহ ও তারাসিংহ নামক ছুতার ভ্রাতৃত্রয় [illegible] পরিত্যাগ করিয়া নোধসিংহের দলে সমাগত হন। [illegible] যশঃসিংহ হইতে এই মিশ্‌ল রামগড়ের নামে রামগড়িয়া নামে আখ্যাত হয়। যশঃসিংহ স্বীয় ভুজবলে বটালা, কলা-দোষ ও রামরৌণী (পরে রামগড়) দুর্গ অধিকার করিয়া লন। এক সময়ে তিনি দিল্লীতে গিয়া মোগল সেনাকে পরাভূত করেন এবং তথা হইতে ৪টী বৃহৎ কামান লইয়া আইসেন।

[রামগড়িয়া ও যশঃসিংহ দেখ]

লাহোরের পূর্ব্বদিকস্থ কান্হা নামক মৌজাবাসী শিখদলপতি জয়সিংহ কর্ত্তৃক এই মিশ্‌ল স্থাপিত হয়। খুসালী সিংহ দরিদ্র জাট সন্তান ছিলেন। তৎপুত্র জয়সিংহ ফয়জুল্লাপুরনিবাসী কপূর সিংহের নিকট পহাল গ্রহণ করেন। তৎপরে তিনি খানা-কচানিবাসী অমরসিংহের দলে আসিয়া মিলিত হন। জয়সিংহ ও তাঁহার ভ্রাতা ঝাণ্ডা উক্ত অমরসিংহের দক্ষিণহস্ত ছিলেন। ইনি রামগড়িয়া সর্দ্দার যশঃসিংহের সহিত মিলিত হইয়া আব্‌দালী সর্দ্দার আহম্মদশাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। জয়সিংহের যত্নে অমৃতসর সৌধমালায় সুশোভিত হয়। [কানাইয়া দেখ।]

সিন্ধুবংশীয় জাটদলপতি হেমরাজের পুত্র হীরাসিংহ নাকই মিশ্‌লের প্রতিষ্ঠাতা, নাকা নামক স্থানে তাঁহার বাস বলিয়া ঐ শিখদল নাকাই নামে আখ্যাত হয়। হীরা নীচ লোকের সংস্রবে পড়িয়া সর্ব্বস্ব হারান এবং শেষে অনাহারে বড় কষ্ট পান। এই কষ্টে পড়িয়া তিনি শিখদিগের ন্যায় লুণ্ঠনদ্রব্যে জীবিকার্জ্জন করিবে ভাবিয়া পহাল গ্রহণ করেন। তদ্দর্শনে তাঁহার আত্মীয় স্বজনগণও তাঁহার পথানুবর্ত্তন করিয়াছিল। এই রূপে দলপুষ্ট হইয়া হীরাসিংহ নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে উপদ্রব করিতে থাকেন। কোন কোন গ্রাম হইতে তিনি করাংশ আদায় করেন। হীরাসিংহের মৃত্যুর পর তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র নাহর সিংহ দলপতি হন। ১৭৬[illegible] খৃষ্টাব্দে কোট কামালিয়ার যুদ্ধে নাহর নিহত হইলে তাঁহার [illegible] রণসিংহ দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। [নাকাই দেখ।]

সদাও সিংহ জাট অহলুবালিয়া মিশ্‌লের প্রতিষ্ঠাতা। লাহোরের পাঁচ ক্রোশ পূর্ব্ববর্ত্তী অহলু গ্রাম হইতে এই দল অহলুবালিয়া নামে খ্যাত হয়। সদাও সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র গোপালসিংহের [illegible] বদরসিংহ ভাগসিংহ নামা একজন শিখের ভগিনীর পাণিগ্রহণ করেন। বদর সিংহের পুত্র যশঃসিংহ কপূরসিংহের অনুগ্রহে ও ভাগসিংহের অধ্যবসায়ে ক্রমে মিশ্‌লের সর্দ্দার হইয়াছিলেন। ইনি ১৭০৯ খৃষ্টাব্দে অমৃতসরে অগ্রসর হইয়া তথাকার শাসনকর্ত্তা সলাবৎ খাঁকে নিহত করিয়া উক্ত প্রদেশের কতকাংশ অধিকার করেন। উক্ত বর্ষে তিনি মুলতানের শাসনকর্ত্তা শাহ নবাজ খাঁকে নিহত করিয়া বহুধন রত্ন সংগ্রহ করিয়া আনেন। লাহোরের শাসনকর্ত্তা এই জন্য তাঁহাকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে যশঃসিংহ লাহোরের সেনাপতি আজিজ খাঁকে এবং ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে জালন্ধর দোয়াবের শাসনকর্ত্তা আদিনাবেগ খাঁকে পরাস্ত করেন। [অহলুবালিয়া দেখ।]

ডেরা-বাবা-নানক নামক স্থানের নিকটবর্ত্তী দলীবাল গ্রামে থাকা হেতু এই মিশ্‌ল দলিবালিয়া নামে আখ্যাত হয়। গোলাপ নামক একজন ক্ষত্রিয় এই দলের প্রতিষ্ঠাতা। গোলাপ অন্যান্য শিখসর্দ্দারদিগের ন্যায় প্রথমে দস্যুতা করিয়া বহু ধনরত্ন উপার্জ্জন করেন। কিছু দিন পরে তারাসিংহ নামক এক রাখাল তাঁহাদের দলে আসিয়া দস্যুতাচরণ করিতে থাকেন। গোলাপের দেহান্তে তারাসিংহের বীরত্ব তাঁহাকে দলীবালিয়া মিশ্‌লের সর্দ্দার পদে উন্নীত করিয়াছিল।

খালসা সেনার নিশান-বর্দ্দার সঙ্গত সিংহ ও মোহর সিংহ নামা জাটদ্বয় নিশানবালা মিশ্‌লের প্রতিষ্ঠাতা। অম্বালা নগরে ইহাদের প্রধান কেন্দ্র ছিল এবং এই দলে প্রায় ১২ হাজার শিখসৈন্য নানা স্থান লুণ্ঠন করিয়া বলপুষ্ট করিয়াছিল। সঙ্গত সিংহের পর মোহরসিংহ দলপতি হইয়াছিলেন।

কর্পূর সিংহ নামক জনৈক জাট জমিদার ফয়জলপুরিয়া মিশ্‌লের দলপতি ছিলেন। তিনি অমৃতসরের নিকটবর্ত্তী ফয়জুল্লাপুর গ্রাম দখল করিয়া নিজ দলস্থ শিখগণকে ফয়জলপুরিয়া সংজ্ঞা প্রদান করেন। তৎপরে তিনি উক্ত গ্রামের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ দখল করিয়া ঐ ক্ষুদ্র জনপদের প্রধান নগরের সিংহপুর নাম দেন। ঐ সিংহপুর হইতে এই মিশ্‌ল সিংহপুরিয়া নামেও আখ্যাত হয়। অহলুবালিয়া সর্দ্দার যশঃসিংহের সময়ে এরূপ বলশালী ও যোদ্ধা শিখ-দলপতি আর দ্বিতীয় ছিল না। তাঁহার বীরত্ব-দর্শনে অধীনস্থ শিখগণ তাঁহাকে নবাব কর্পূরসিংহ বলিয়া সম্বোধন করিত। অতঃপর সর্দ্দার খুসাল সিংহ ও বুধসিংহ মিশ্‌লের দলপতি হইয়াছিলেন। [ফয়জলপুরিয়া দেখ।]

করোরা সিংঘী মিশ্‌লের অপর নাম পঞ্জাগড়িয়া। করোরি বা ক্রোড়ীমল নামক জনৈক জাট সর্দ্দার এই মিশ্‌লের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি পহুল গ্রহণের পর ক্রোড়ী সিংহ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ক্রোড়ী সিংহের পর ভাগেল সিংহ এই দলের নেতা হন। সরহিন্দের সুবাদার জেন খাঁকে কৌশলে নিহত করায় তিনি শিখনেতাদিগের মধ্যে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার অধীনে প্রায় ১২ হাজার শিখ যোদ্ধা ছিল। ঐ শিখদল লইয়া তিনি পূর্ব্ব শতদ্রুতীর হইতে জালন্ধর দোয়াব পর্য্যন্ত স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে শিখগণ মালব অধিকার ও সরহিন্দের ফৌজ-দার [illegible] নিহত করে। এই সংবাদ দিল্লীতে [illegible] সম্রাট্ শাহ আলম্ [illegible] শিখদিগকে দমনার্থ যুদ্ধ-[illegible] অধীনে আবদুল আহাদ খাঁকে প্রেরণ করেন। এই সময় ভাগেল সিংহ মোগল পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ১৭৭৮-৭৯ খৃষ্টাব্দে পাতিয়ালারাজ অমরসিংহের সহিত মিলিত ফুলকিয়া, নিশান, নাকা, ডাল্লোর, সালোদ, কানাইয়া ও রামগড়িয়া প্রভৃতি শিখমিশ্‌ল সম্রাট্‌সৈন্যকে বিপর্য্যস্ত করিয়া উত্তর-দোয়াব লুণ্ঠন করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

মোগল-সাম্রাজ্যের অধঃপতন কালে ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে দুর্দ্ধর্ষ মহারাষ্ট্রদল পঞ্জাবের নানা স্থান লুণ্ঠন ও অধিকার করিতে থাকে। ভাগেল সিংহ এই সময়ে মহারাষ্ট্র-সেনাপতি অম্বরাও-এর সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন।

ভাগেল সিংহের মৃত্যুর পর কালসিয়া-বংশের প্রতিষ্ঠাতা সর্দ্দার গুরুবক্স সিংহের পুত্র যোধসিংহ এই মিশ্‌লের দলপতি হন। ইনি স্বীয় ভুজবলে চিক্রোলী, দেয়া, বাসী, লোতাব, এবং পাতিয়ালা ও নাভা রাজ্যের কতকাংশ অধিকার করিয়া লন। অবশেষে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে পাতিয়ালা-রাজ সাহেব সিংহ যোধসিংহের পুত্র হরিসিংহকে কন্যাদান করিয়া এই বিপ্লবের দায় হইতে অব্যাহতি পান। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে নারায়ণগড় অবরোধকালে সর্দ্দার যোধসিংহ বিশেষ বীরত্বের সহিত রণজিৎসিংহের সহায়তা করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য পঞ্জাবপতির নিকট হইতে জায়গীর প্রাপ্ত হন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে করোড়ি-সিংহিয়া মিশ্‌ল কাল্‌সিয়া সর্দ্দারের অধীন হয়।

দমদমায় মুসলমান কর্ত্তৃক নিহত শিখদিগের বংশধরগণ এবং অমৃতসরের অকালী শিখদিগের কেহ কেহ লুণ্ঠনবৃত্তিপরায়ণ হইয়া করমসিংহ ও গুরুবক্স সিংহের অধীনে সাহিদ্ বা নিহঙ্গ মিশ্‌ল সংগঠিত করেন। শতদ্রুর পূর্ব্বাংশে ইঁহারা সুদূর বিস্তৃত স্থান অধিকার করিয়া একটা খণ্ড রাজ্যরূপে শাসন করিয়াছিলেন। পদাতিক ব্যতীত এই দলে দুই সহস্র অশ্বারোহী শিখ যোদ্ধা ছিল।

সিন্ধুপ্রদেশবাসী ভাট্টি রাজপুতবংশীয় ফুল নামক জনৈক জাট কর্ত্তৃক পরিচালিত ও গঠিত মিশ্‌ল ফুলকিয়া নামে আখ্যাত। এই ব্যক্তি জয়শলমীর রাজ্য ও রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা জয়শলদেব হইতে ত্রিংশ পুরুষ অধস্তন। তাঁহার মাতার নাম অম্বিকা ও পিতা রূপচাঁদ। ১৬১২ খৃষ্টাব্দে মৌজা বেদোলী বা মেহরাজ নামক স্থানে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি স্বীয় জন্মভূমি হইতে পাঁচ মাইল দূরে স্বনামে একটী গ্রাম স্থাপন করেন। উক্ত গ্রাম মিশ্‌লের প্রধান কেন্দ্র বলিয়া তদধীন শিখ সম্প্রদায় ফুলকিয়া নামে অভিহিত হয়।

মোগল সম্রাট্ শাহজাহান বাদশাহ ফর্ম্মাণ দ্বারা তাঁহাকে পিতৃকার্য্যে নিযুক্ত করেন। তাঁহার নিকটস্থ ফকরেশ্বর রণক্ষেত্রে তিনি মুসলমান সর্দ্দার হায়ৎখাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ করেন। অবশেষে পরাজিত হইয়া ভাটিদের অভিমুখে পলাইয়া যান। ইহার অব্যবহিত পরেই

তিনি রাজপুতবংশীয় ইশাখাঁ ও কসুরের পাঠানসর্দ্দার নবাব হুসেন খাঁর মিলিত সৈন্য কর্তৃক ফিরোজপুরের নিকট পরাজিত হন। ঐ সময়ে ইশা খাঁ ফুলগ্রাম লুণ্ঠন করিলে তিনি আত্ম-রক্ষার্থ মেহরাজ মৌজায় পলাইয়া আইসেন। অতঃপর বলসঞ্চয় করিয়া তিনি ইশা খাঁর পিতা দৌলত খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং ফুলগ্রামে অবস্থিত মুসলমানের রাজপুত-প্রতিনিধি মূলা সিংহকে তাড়াইয়া দেন। এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া তিনি উল্লাসিত মনে সদলে অগ্রসর হইয়া ভাট্‌নের যাত্রা করেন এবং তথাকার সর্দ্দার হায়ৎ খাঁকে যুদ্ধে পরাস্ত ও মহব্বৎ খাঁ ও মহব্‌ খাঁ নামক তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয়কে নিহত করিয়াছিলেন।

মুসলমানদিগকে এইরূপে যুদ্ধে পরাজিত করিবার পর হইতেই তাঁহার দলে বহু সংখ্যক শিখযোদ্ধা আসিয়া সমবেত হইল এবং তিনি একজন বিখ্যাত বীর ও শিখ সর্দ্দার বলিয়া গণ্য হইলেন। এইরূপ সেনাবলে পুষ্ট হইয়া ফুল জাগরাওনের শাসন-কর্ত্তার নিকট রাজকর পাঠান বন্ধ করিয়া দেন। তাহাতে উক্ত মোগল ফৌজদার তাঁহাকে দমন করিবার জন্য অগ্রসর হইলে তিনি তাঁহাকে যুদ্ধে বন্দী করেন।

শিখসর্দ্দার ফুল এইরূপে বীরজীবন অতিবাহন করিয়া ৭০ বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার সাতটী পুত্র ছিল। ঐ পুত্রগণ হইতে পাতিয়ালা, নাভা ও ঝিন্দ-রাজ-বংশের এবং ভাদোর, মালোদ, লদ্দগড়িয়া ও জিয়ানদান সর্দ্দার-বংশের উৎপত্তি হয়। ইহারা সকলেই আপনাদিগকে ফুলকিয়া বলিয়া বিঘোষিত করেন।

ফুলের মৃত্যুর পর তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র রামচাঁদ পিতার পদিতে অভিষিক্ত হন। ইনি প্রথমেই ভট্টিরাজ্য লুণ্ঠন করিয়া বিস্তর ধনরত্ন সংগ্রহ করেন। এই যুদ্ধে ভট্টিসর্দ্দার হসন খাঁ পরাজিত হন। অতঃপর তিনি পিতৃশত্রু ইশা খাঁ ও কোট-রাজ্যের মুসলমান সর্দ্দারকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করিয়া আনেন। ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে মালের-কোতলা নামক স্থানে তদীয় সর্দ্দার চেনসিংহের সন্তানগণ পিতৃহত্যার প্রতিহিংসায় গোপনে তাঁহার প্রাণসংহার করেন।

রামচাঁদের মৃত্যুর পর তদীয় তৃতীয় পুত্র আলাসিংহ মিশলের নেতা হন। ইনি বর্ণালা নগর জীর্ণসংস্কার করিয়া তথায় রাজ-পাট স্থাপনানন্তর কোটের রায় রাজাদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। এই যুদ্ধে মালের-কোতলার মুসলমান সর্দ্দার জমাল খাঁ এবং জালন্ধর দোয়াবের মুসলমান ফৌজদার নবাব সৈয়দ আসদ আলী খাঁ প্রভৃতি সাতজন বিভিন্ন মুসলমান সর্দ্দারের সহিত তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে হয়। যুদ্ধে বহু সংখ্যক মুসলমান-সেনা ও ফৌজদার আসদ আলী খাঁ নিহত হন (১৭৩১ খৃঃ)।

মিলিত রাজপুত ও পাঠান-সেনার উপর বিজয় লাভ করিয়া আলাসিংহ স্বীয় দলবল পুষ্টির চেষ্টা পান। এদিকে শিখগণ তাঁহার বীর্য্য ও রণপাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া শতদ্রু পার হইয়া তাঁহার ছত্রতলে সমবেত হয়। এইরূপে বহুসংখ্যক সেনাদলে পরিবৃত হইয়া আলাসিংহ বহু গ্রাম জয় করেন এবং বহু অর্থব্যয়ে নূতন গ্রাম স্থাপন করিয়া আপনার কীর্ত্তি রক্ষা করিতে সমর্থ হন। দিল্লীশ্বর মহম্মদ শাহ তাঁহার শৌর্য্যবীর্য্যের পরিচয় পাইয়া মীর মন্নু ও সমিয়ার খাঁ নামক মোগল প্রতিনিধি-দ্বয়কে তাঁহার নিকট ফর্ম্মাণসহ পাঠাইয়া দেন। ঐ ফর্ম্মাণে রাজা উপাধিসহ তাঁহার উপর সরহিন্দের শাসনভার প্রদত্ত হইয়াছিল।

অতঃপর আলাসিংহ ভাট্‌নের সর্দ্দার হসনখাঁর পুত্র মহম্মদ আমীর খাঁর সহিত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হন। ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার যত্নে ভবানীগড় দুর্গ নির্ম্মিত হয়। এই সময়ে ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার শ্যালক অন্যতম শিখসর্দ্দার গুরুবক্স সিংহ তাঁহার পক্ষ হইয়া পাতিয়ালার দক্ষিণস্থ সোণাবর প্রদেশ অধিকার করেন। ঐ স্থান চৌরাশি গ্রামবিশিষ্ট বলিয়া চৌরাশী নামেও আখ্যাত। বর্ত্তমান পাতিয়ালা রাজধানী ঐ চুরাশীগ্রামের একতম। সোণাবরের মুসলমান সর্দ্দার মহম্মদ সাল্লা আলা সিংহের বশ্যতা স্বীকার করিলে, পর বৎসর আলাসিংহ মৃত্তিকা-দ্বারা পাতিয়ালার একটী ক্ষুদ্র দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। উহা সোঢ়িঞো-কি-গড়ী নামে প্রথিত। অতঃপর আলাসিংহ সর্দ্দার করিম খাঁর অধীনে পরিচালিত রাজপুতদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া সমানা অধিকার করেন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে হিসারের মোগল ফৌজদার নবাব নাশির খাঁ অষ্টাহকাল ঘোরতর যুদ্ধের পর তাঁহার নিকট পরাভব স্বীকার করে। ঐ যুদ্ধে মুসলমান ভট্টিগণও পরাজিত হয়।

১৭৬২ খৃষ্টাব্দে আহ্মদ শাহ পাতিয়ালা রাজধানী বর্ণালা নগরী আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে আলাসিংহ সদলে পরাজিত এবং প্রায় ২০ হাজার শিখসৈন্য নিহত হয়। পাঠানেরা বর্ণালা লুণ্ঠন করিয়া আলাসিংহকে বন্দী করিয়া লইয়া যান। অবশেষে আলাসিংহের পত্নী রাণী কত্তু শাহকে ৪ লক্ষ টাকা নজর দিয়া স্বামীর মুক্তি প্রার্থনা করেন। তাঁহার প্রার্থনায় শাহ তাঁহাকে ফর্ম্মাণ দ্বারা পাতিয়ালার অধিপতি বলিয়া স্বীকার করিলেন। সরহিন্দের সুবাদার জেন খাঁকে তাঁহার রাজ্য ও স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে আদেশ পাঠাইলেন। এই ঘটনার পর, সর্দ্দার আলা-সিংহ পাতিয়ালায় পাকা দুর্গ নির্ম্মাণ করেন।

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে আলাসিংহের মৃত্যু ঘটে। তাঁহার পৌত্র রাজা অমরসিংহ ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে দুরাণী সর্দ্দার কর্তৃক আলাসিংহ

রাজা বাহাদুর উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। অমরসিংহ মালের-কোটলার আফগান সর্দার জমাল খাঁকে যুদ্ধে নিহত করিয়া মণিমাজরা ও কোটকপূর আক্রমণ করেন। ঐ সঙ্গে সৈফাবাদ ও রাণিয়া দুর্গ তাঁহার অধিকৃত এবং ফতেহাবাদ ও সীর্ষা প্রদেশে শিখপ্রভাব বিস্তৃত হয়। তিনি ঝিন্দ ও রাণিয়ার সম্মুখে মোগল-সৈন্যকে পরাভূত করিয়া ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে ফরিদকোট লুণ্ঠন করেন। অতঃপর চারিমাস কাল অবিরত যুদ্ধের পর তিনি ভাতিণ্ডা অধিকার করিয়াছিলেন।

১৭৮১ খৃষ্টাব্দে অমরসিংহের মৃত্যুর পর তদীয় ছয় বৎসর বয়স্ক পুত্র সাহেব সিংহ ও পরে করমসিংহ রাজা হন। এই সময়ে জেব-উল্-নিসার (বেগম সমরু) অধীনস্থ জর্জ টমাস নামক একজন য়ুরোপীয় যোদ্ধা পাতিয়ালা লুণ্ঠন করেন। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সহিত শিখ দলের সন্ধি হয়।

বালক রাজাদিগের শাসনকালে পাতিয়ালা-রাজবংশের কর্ত্তার প্রায় রাণীদিগের বিদ্যাবুদ্ধি, কার্য্যতৎপরতা ও সাহসিকতা দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিল। রাণী হুকুমা, রাণী ক্ষেমকুমারী, সাহেব সিংহের খুল্লপিতামহী বিবিপ্রধান ও রাণী রাজেন্দ্রীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাহেব্ সিংহের ভগিনী রাণী সাহেব্‌কুমারী অশ্বপৃষ্ঠে সৈন্যচালনা করিয়া মহারাষ্ট্রদিগকে মর্দনপুর যুদ্ধে পরাজিত করেন।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে রাজা করমসিংহের মৃত্যু হয়। তদনন্তর তাঁহার পুত্র নরেন্দ্রসিংহ রাজা হন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে লাহোর যুদ্ধের সময় ইনি ইংরাজদিগের বিশেষ সাহায্য করেন। সতীদাহ ও সন্তানহত্যা নিবারণকল্পে ইনি ইংরাজের পক্ষাবলম্বন করায় ভারত গবর্ণমেণ্ট তাঁহার আচরণে প্রীত হন। ১৮৫৭-৫৮ খৃষ্টাব্দের সিপাহীবিদ্রোহের সময় ইনি ইংরাজের সহায়তা করিয়াছিলেন। [পাতিয়ালা দেখ।]

পাতিয়ালা বংশের পর, ফুলকিয়া শিখসর্দারদিগের ঝিন্দ রাজবংশ উল্লেখযোগ্য। ফুলকিয়া সর্দার ফুলের জ্যেষ্ঠ পুত্র তিলক এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিলকের পৌত্র গজপতি সিংহ ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে সরহিন্দের পাঠান ফৌজদার জেনখাঁকে যুদ্ধে নিহত করিয়া একটী রাজ্য অধিকার করেন। ইনি মোগল সরকারে রাজকর দিতে অশক্ত হওয়ায় রাজমন্ত্রী নাজীব খাঁ তাঁহাকে বন্দী করিয়া দিল্লীতে লইয়া যান। এখানে তিন বৎসর কারাবাসের পর তিনি স্বীয় পুত্র মেহেরসিংহকে প্রতিভূস্বরূপ রাজদরবারে রাখিয়া ঝিন্দে ফিরিয়া আসেন। এখান হইতে তিনি ৩০ লক্ষ টাকা রাজকোষে পাঠাইয়া পুত্রকে মুক্ত করেন এবং রুমালসংক্রান্ত উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া রাজধানীতে স্বনামে মুদ্রাঙ্কণ করিয়াছিলেন।

গজপতি হইতে ৬ষ্ঠ পুরুষ অধস্তন রাজা স্বরূপসিংহ ১৮৪৫-৪৬ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধবিগ্রহে এবং সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইনি ইংরাজের বিশেষ সাহায্য করেন। [ঝিন্দ দেখ।]

নাভাবংশ ঝিন্দেরই অন্যতম শাখা। ফুলকিয়া মিশ্‌লের প্রবর্ত্তক সর্দার ফুলের জ্যেষ্ঠ পুত্র তিলকের পৌত্র হামীর সিংহ ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে স্বীয় ভুজবলে নাভাবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি প্রথমে পাতিয়ালার রাজা আলাসিংহের সহযোগী রূপে সরহিন্দের শাসনকর্তা জেনখাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া আমালোহ প্রদেশ স্বীয় অংশে প্রাপ্ত হন। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে ঝিন্দরাজ গজপতি সিংহ তাঁহার ঐশ্বর্য্যে ঈর্ষান্বিত হইয়া তদ্রাজ্য আক্রমণপূর্ব্বক তাঁহাকে বন্দী করেন এবং তাঁহার নিকট হইতে সংগ্রুর নগর কাড়িয়া লন।

১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে হাঁসির মোগল ফৌজদার রোহিমদাদ খাঁকে পরাস্ত করিয়া তিনি রোড়ি প্রদেশ দখল করেন ও স্বীয় রাজধানীতে স্বনামে মুদ্রাঙ্কণ করিয়াছিলেন।

১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে হামীরের মৃত্যুর পর তৎপুত্র যশোবন্ত সিংহ রাজা হন। তখন তাঁহার বয়স আট বৎসর মাত্র। নাবালকের পক্ষে তাঁহার মাতা দেশু রাজকার্য্য পরিচালনা করেন। ঐ রাণী বিশেষ বুদ্ধিমতী ও বীররমণী ছিলেন। তিনি স্বামীর কারাবাসকালে নিজ বুদ্ধি ও বীর্য্যবলে ঝিন্দরাজের নিকট হইতে স্বীয় হৃতরাজ্যসমূহ উদ্ধার করিয়াছিলেন। হোলকরপতি যখন মহারাষ্ট্রবাহিনী লইয়া লাহোর অভিমুখে অগ্রসর হন, তখন তিনি আত্মরক্ষার জন্ত ইংরাজরাজের সাহায্য ভিক্ষা করেন। পঞ্জাবকেশরী রণজিতের অভ্যুদয়েও তিনি ইংরাজের আশ্রয়প্রার্থী হইয়াছিলেন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে তৎপুত্র দেবেন্দ্রসিংহ রাজা হন। তিনি রাজকার্য্য পরিচালনে অক্ষম জানিয়া এবং ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের বিরুদ্ধে রণজিৎ সিংহের পক্ষাবলম্বন করিতেছেন বুঝিয়া ইংরাজগণ তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ভরপুরসিংহকে রাজা মনোনীত করেন এবং রাণী চাঁদকুমারী বালকের পক্ষ হইয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে থাকেন। রাজা দেবেন্দ্রসিংহ প্রথমে মথুরায় নজরবন্দী থাকেন, কিন্তু এখান হইতেও তিনি ইংরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছেন জানিতে পারিয়া ইংরাজ-প্রতিনিধি ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে লাহোরে লইয়া মহারাজ খড়্গসিংহের প্রাসাদে বন্দী করিয়া রাখেন। ভরপুরসিংহ সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরাজরাজকে যে সহায়তা করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে অম্বালা-দরবারে লর্ড ক্যানিং তাঁহার বহুল সুখ্যাতি করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। [নাভা দেখ।]

ভুখের-চাকরা মিশ্‌লের নাম পঞ্জাবের ইতিহাসে সুপ্রতিষ্ঠিত।

এই বংশে মহারাজ রণজিতসিংহ জন্ম গ্রহণ করেন। কিরূপে এই মিশ্‌লের প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি বিস্তৃত হইয়াছিল নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া গেল—

১৬৯২ খৃষ্টাব্দে বুদ্ধ সিংহ নামক জনৈক জাট পহাল গ্রহণ করিয়া শিখধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তিনি তাঁহার পিতা বা পিতামহের ন্যায় শান্ত ও ধর্ম্মপ্রকৃতির লোক ছিলেন না। তিনি সাহসী ছিলেন। লুণ্ঠনপ্রবৃত্তিপরায়ণ শিখ সন্ন্যাসিগণের সহিত মিশিলে সহজেই অদৃষ্ট লক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হইবে ভাবিয়া তিনি দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করেন। নানা স্থান লুণ্ঠন করিয়া এবং কৌশলে অসংখ্য বিপদ্ অতিক্রম করিয়া তিনি সুখেরচাকে অট্টালিকা নির্ম্মাণপূর্ব্বক বাস করিতে থাকেন। এই সময়ে লোকে তাঁহাকে 'চৌধুরী' অর্থাৎ গ্রামপতি বলিয়া সম্মান করিত।

১৭১৬ খৃষ্টাব্দে বুদ্ধ সিংহের মৃত্যুর পর তৎপুত্র নোধ সিংহ দলপতি হইয়া প্রকাশ্য লুণ্ঠন করিতে থাকেন। ঐ সময়ে বলপূর্ব্বক পরস্বাপহরণ সম্মানার্হ ছিল। নোধসিংহের অন্যতম ভ্রাতা চন্দাসিংহ হইতে সিন্ধিয়ানবালা সর্দ্দার-বংশের উদ্ভব। মহারাজ রণজিৎ সিংহের মাতা শেষোক্ত বংশোদ্ভবা ছিলেন।

নোধসিংহ স্বীয় অধ্যবসায় ও বীর্য্যবলে অত্যল্পকাল মধ্যে শিখসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে মজিথিয়ার সংশী জাটবংশীয় বাসুদেবতনয় গোলাবসিংহের কন্যার সহিত নোধসিংহের বিবাহ হয়। এই সম্বন্ধের পর হইতে গোলাব ও তদীয় ভ্রাতা অমরসিংহ জামাতার দলভুক্ত হইয়া দস্যুতাচরণপূর্ব্বক বিস্তর অর্থ সংগ্রহ করেন। কালে তাঁহারাও মজিথিয়ার সর্দ্দার বলিয়া পরিচিত হন।

নোধসিংহ অতঃপর ফয়জলপুরিয়া মিশ্‌লের নায়ক নবাব কর্পূর সিংহের সহিত যোগ দিয়া স্বদেশপ্রত্যাগত আহ্মদ শাহ আবদালীর ধনরত্ন ভাণ্ডার পশ্চাৎ হইতে লুণ্ঠন করিয়া প্রভূত ধনের মালিক হন। তাঁহার দলস্থ অন্যান্য সর্দ্দারেরাও এই সুযোগে বিলক্ষণ অর্থসঞ্চয় করিয়া শিখসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। ইহার পর হইতে তিনি সুখেরচাকের সামন্তরাজ বলিয়া গণ্য হন। ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে আফগানদিগের সহিত বিরোধ কালে তাঁহার মস্তকে গোলার আঘাত লাগে, তাহাতেই তিনি অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়েন। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। চরৎসিংহ, দালসিংহ, চেৎসিংহ ও মঙ্গীসিংহ নামে তাঁহার চারি পুত্র ছিল। সর্ব্ব কনিষ্ঠ মঙ্গিসিংহ শিখ সন্ন্যাসী হইয়া গ্রন্থধর্ম্ম প্রচার করিতে থাকেন। এই কারণে তিনি শিখসমাজে "ভাই মঙ্গি" নামে আখ্যাত হন। চরৎসিংহ উন্নতচেতা ছিলেন। তিনি ফয়জলপুরিয়া মিশ্‌লের অনুগত ও আজ্ঞাধীন থাকা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন না। তিনি নিজ উদ্দেশ্য দালসিংহ ও চেৎসিংহকে জানাইয়া তাহাদিগকে ফয়জলপুরিয়া সর্দ্দারের অধীনতা ত্যাগ করিতে বলিলেন। তৎপরে তিনি স্বীয় অধ্যবসায়ে কতকগুলি মাত্বরি সন্ন্যাসী ও ভ্রমণকারী শিখদস্যু স্বীয় দলভুক্ত করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার শৌর্য্য ও বীর্য্যে মোহিত হইয়া বহু সংখ্যক শিখ অচিরকাল মধ্যে তাঁহার দলভুক্ত হয়। এমন কি, কিয়ালী নামক স্থানের মুসলমান সর্দ্দার মহম্মদ খাঁ তাঁহাকে স্বীয় অধিকৃত কিয়ালী রাজ্যের শাসনভার অর্পণ করিয়া স্বয়ং তাঁহার দলভুক্ত হইলেন। মণ্ডিয়াবালা গ্রামের সর্দ্দার মিল্‌কাসিংহও সদলে আসিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করেন।

এইরূপে কতকগুলি পদাতিক ও অশ্বারোহী সেনাদলে পরিবৃত হইয়া চরৎসিংহ গুজরান্‌বালার নিকটবর্ত্তী কতকগুলি গ্রাম দখল করিয়া লন এবং তদন্তর্গত কাচির সরাই নামক স্থানে আপনার পাট নির্দ্ধারিত করেন।

এই সূত্রে গুজরান্‌বালার অধীশ্বর সর্দ্দার অমরসিংহের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। এই অমরসিংহ প্রথমে পহাল গ্রহণ করিয়া ফয়জলপুরিয়া মিশ্‌লের অন্তর্ভুক্ত থাকেন। পরে স্বতন্ত্রভাবে একটী দলগঠন করিয়া লুণ্ঠনকার্য্যে ব্যাপৃত হন। তিনি ঝিলাম নদীর কূল হইতে দিল্লী রাজধানী-প্রাচীর পর্য্যন্ত লুণ্ঠন করিয়া বহুঅর্থ উপার্জ্জন করেন। অমরসিংহের তিনপুত্র ও দুই কন্যা ছিল। তিনি জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত চরৎসিংহের বিবাহ দেন (১৭৫৬ খৃঃ)। এই পরিণয়সূত্রে দুইটী বিখ্যাত শিখদলের সংমিশ্রণ হয় এবং তাহা হইতেই সুখের-চকিয়া মিশ্‌লের উৎপত্তি।

মিলিত সর্দ্দারদ্বয় সদলবলে অগ্রসর হইয়া এমনাবাদের মোগল ফৌজদারকে নিহত করে এবং তাঁহার অধিকৃত বহু অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্রাদি তাঁহাদের হস্তগত হয়। কাচিসরাই গ্রাম তাঁহাদের ধনাদি রক্ষার উপযোগী নহে জানিয়া তাঁহারা প্রথমে তথায় মৃত্তিকার একটী কেল্লা নির্ম্মাণ করেন। এই সময়ে ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে লাহোরের মুসলমান শাসনকর্ত্তা তাঁহাদিগকে আক্রমণের উদ্যোগ করিলে শিখগণ সমবেত শক্তিতে তাঁহাকে হটাইয়া দেন। এই যুদ্ধে শিখগণ চরৎসিংহের সাহস ও রণপাণ্ডিত্য পরিদর্শন করিয়া তাঁহাকেই সুখেরচাকিয়া শিখ মিশ্‌লের একমাত্র অধিনায়ক মনোনীত করেন।

১৭৬২ খৃষ্টাব্দে আহ্মদশাহ আবদালী যখন ভারত-বিজয়ে আগমন করেন, তখন চরৎ সদলে অগ্রসর হইয়া পশ্চাৎ হইতে আফগান-সেনাদলকে বিশেষভাবে নিগৃহীত করিয়াছিলেন। তিনি আবদালীর লুণ্ঠিত অনেক দ্রব্য ও রসদাদি হস্তগত করেন। আবদালী-সর্দ্দার ভারত হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলে

চরৎসিংহ স্বীয় শ্যালক বক্সিস্‌সিংহের সহিত মিলিত হইয়া উজীরাবাদ ও আহ্মদাবাদ অধিকার করেন। ইহার পর তিনি মোহস্তন অভিমুখে যাত্রা করিয়া তথাকার শাসনকর্ত্তা নূর-উদ্দীন্ খাঁ বমিজৈকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন এবং তদনন্তর ধন্নী চক্‌বাল ও জলালপুর অধিকার করিয়া লইলেন।

চরৎসিংহ জম্বুরাজ রণজিৎ রাওর সিংহাসনাধিকারের গোল-যোগে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ব্রজরাজরাওর পক্ষাবলম্বন করেন। পূর্ব্ব হইতেই রণজিৎরাওর উপর চরৎসিংহের আক্রোশ ছিল। তিনি প্রতিহিংসা সাধনের জন্ত ও পারিতোষিক লাভের আশায় জম্বুসিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারীর কথায় সম্মত হইয়া কানাইয়া মিশ্‌লের সর্দ্দার হকিকৎসিংহ ও জয়সিংহের সহিত মিলিত হইয়া ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে জম্বু আক্রমণ করেন। ঐ যুদ্ধে চম্বা, কাঙড়া, নূরপুর ও বসৌহর সামস্তরাজের সেনাদল এবং ভঙ্গী সর্দ্দার হরিসিংহের পুত্র ঝণ্ডাসিংহ ও গণ্ডাসিংহ জম্বুপতি রণজিৎ-রাওর পক্ষ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শীত ঋতুর প্রারম্ভে বাসন্তী নদীতীরে সমবেত সেনাদল যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইল। কএকটী খণ্ডযুদ্ধে বিশেষ কোন ফল হইল না। হঠাৎ স্বদলের কোন শিখসৈন্যের বন্দুক ফাটিয়া তাহার গুলি চরৎসিংহের অঙ্গে বিদ্ধ হইল। তাহাতেই তাহার প্রাণবিয়োগ ঘটিল এবং সেই সঙ্গেই সকল আড়ম্বর ও উদ্যোগ নিষ্ফল হইয়া গেল। চরৎসিংহ মৃত্যুকালে যে সম্পত্তি রাখিয়া যান, তাহার বার্ষিক আয় কিঞ্চিদধিক ৩ লক্ষ টাকা।

তাঁহার দশমবর্ষীয় জ্যেষ্ঠপুত্র মহাসিংহ রাজ্যাধিকারী হইলেন। কিন্তু মাতা দেশান্ পুত্রের হইয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। কানাইয়া দলের সর্দ্দার জয়সিংহ এই সময়ে নাবালকের পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। ঝিন্দরাজ গজপতিসিংহের কন্যার সহিত মহাসিংহের বিবাহ হয়। ঐ রাজমহিষী মাই মালবী নামে আখ্যাত।

১৭৭৮-৭৯ খৃষ্টাব্দে মহাসিংহ রসুলনগরের মুসলমান সর্দ্দার পীর মহম্মদকে আক্রমণ করেন। আহ্মদশাহ আবদালীর সুবিখ্যাত "জমজমা" কামান অধিকার করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। এই যুদ্ধে কানাইয়া সর্দ্দার জয়সিংহ মহাসিংহের সহযোগী রূপে গমন করেন। যুদ্ধে রসুলনগর মহাসিংহের অধিকৃত হয়। এই যুদ্ধে সুখেরচাকিয়া মিশ্‌লের শিখদল যে বীরত্ব ও কার্য্য-তৎপরতা প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহাতে মহাসিংহের খ্যাতি দিগন্তব্যাপী হয় এবং এতকাল যে সকল শিখসর্দ্দার ভঙ্গীদলের অধীন ছিলেন, তাহারা এই সময় হইতে মহাসিংহের ছত্রতলে আসিয়া সমবেত হইতে থাকেন।

মহাসিংহ রসুলনগর ও আলীপুর অধিকার করিয়া যথাক্রমে তাহা রামনগর ও অকালগড় নামে পরিচিত করেন। প্রথমোক্ত নগরলুণ্ঠনকালে তিনি ইস্‌লামধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহম্মদের যে স্মৃতিচিহ্ন প্রাপ্ত হন, তাহা গুজরানওয়ালা নগরে লইয়া স্থাপন করেন এবং উপযুক্ত স্থানীর হস্তে উহার রক্ষার ভার দিয়াছিলেন। মহাসিংহ ঐ দুই প্রদেশ স্বীয় সহকারী দালসিংহকে প্রদান করিয়াছিলেন।

রসুল নগরের অধঃপতনের দুই বর্ষ পরে ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ২রা নবেম্বরে পঞ্চনদ প্রদেশে মহাবীর রণজিতের জন্ম হয়। রণজয়ের শুভ ফলস্বরূপ পুত্ররত্ন লাভ করিয়া মহাসিংহ পুত্রের নাম রণজিৎ রাখেন, বাল্যকালে বসন্তরোগাক্রান্ত হওয়ায় রণজিতের একটী চক্ষু নষ্ট হইয়া যায়। পুত্রের মঙ্গল কামনায় মহাসিংহ বিস্তর ধন বিতরণ করিয়াছিলেন।

পুত্রজন্মের পর হইতেই মহাসিংহের রাজ্যবৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা বলবতী হয়। আহ্মদশাহের পুত্র তৈমুর শাহের আক্রমণে ভঙ্গীদল হতবল হইয়াছেন, সুতরাং এই সুযোগে তিনি পিণ্ডি, সাহিবান, ইসাখেল, মুসাখেল ও ঝঙ্গ প্রভৃতি ভঙ্গী সর্দ্দারগণের অধিকৃত প্রদেশ হস্তগত করিয়া বসিলেন। অতঃ-পর মহাসিংহ শিয়ালকোটের নিকটস্থ কোটলী বিজয়ে যাত্রা করেন এবং তথাকার অধিবাসীদিগের নিকট হইতে বিস্তর টাকা আদায় করিয়া আনেন।

এখানে অবস্থান কালে, তিনি আপনার প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ১৭৮৫-৯২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কতকগুলি শিখ-সর্দ্দারকে আমন্ত্রণ করিয়া কারারুদ্ধ করেন এবং বিশেষরূপ নজরাণা লইয়া তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দেন। এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতায় এবং স্বীয় বাসভূমির প্রজাবৃন্দের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া তিনি বিপুল অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। অনেক গণ্যমান্য শিখসর্দ্দারকে তিনি বিশেষ কঠোরতার সহিত পদদলিত করেন। সকলেই তাঁহার নিষ্ঠুরতায় ভীত হইয়াছিলেন; কেহই তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সাহস করিতেন না।

ইত্যবসরে জম্বুরাজ রণজিৎদেও পরলোকগমন করেন। ব্রজরাজদেও রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা মিঞা দালালসিংহকে কারারুদ্ধ করিলেন। ইহাতে রাজ্যময় অশান্তির লক্ষণ সূচিত হইল। এদিকে অন্যান্য কারণেও মহাসিংহের জম্বু-ব্যাপারে হস্তক্ষেপ প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিল। জম্বুপতি ব্রজরাজদেও ভঙ্গীদল কর্ত্তৃক রাজ্যের কতকাংশ অপহৃত হওয়ায় কানাইয়া সর্দ্দার জয়সিংহ ও হকিকৎ সিংহের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। জয়সিংহের সাহায্যে জম্বুপতি কালরানওয়ালা প্রদেশ অধিকার করিলেন বটে, কিন্তু অধিককাল আর তাহা ভোগ করিতে পারিলেন না। তাঁহার তোষামোদকারী বন্ধুগণের প্ররোচনায় তিনি অচিরকাল মধ্যে স্বীয় মিত্র হকিকৎ সিংহ ও

জয়সিংহের সহিত বিরোধ উপস্থিত করিলেন। ফলে শিখদল পুনরায় করিয়ানবালা অধিকার করিয়া লইলেন এবং জম্বুপতি ব্রজরাজদেও ৩০ হাজার টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইলে উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইল, কিন্তু জম্বুপতি যথাসময়ে ঐ অর্থ হকিকৎ সিংহকে প্রত্যর্পণ না করায় বিরোধের সূত্রপাত হইল। হকিকৎ মহাসিংহকে লইয়া জম্বু আক্রমণ করিলেন। জম্বুরাজ ঐ সংবাদ পাইয়া ত্রিকোটদেবী শৈলে আশ্রয় লইলেন। তখন জম্বুনগরবাসী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ বিবিধ উপহার লইয়া মহাসিংহের সমক্ষে উপনীত হইলেন। অর্থগৃধ্নু মহাসিংহ ইহাতে তৃপ্ত হইলেন না, তিনি সেনাদলকে নগরলুণ্ঠনে আদেশ করিলেন। দেখিতে দেখিতে নগর শ্রীভ্রষ্ট, ধ্বস্ত ও ভস্মীভূত হইয়া গেল।

এদিকে জম্বুরাজ পলায়িত দেখিয়া মহাসিংহ মনে মনে আনন্দিত হইলেন। তিনি স্বীয় সহযোগী হকিকৎকে লব্ধদ্রব্যের ভাগ দিবেন না মনস্থ করিয়া স্বয়ং কার্য্যকর্ত্তারূপে কার্য্যক্ষেত্রে আদেশ প্রচার করিলেন। হকিকৎ এই ব্যাপারে বিস্মিত হইলেন। মহাসিংহের বিরুদ্ধাচারী হওয়া তাঁহার ক্ষমতাতীত জানিয়া তিনি মর্ম্মাহত হইলেন এবং প্রতিশোধ লইতে প্রতিজ্ঞা করিলেন; কিন্তু তাঁহার দিন ফিরিল না, তিনি অচিরে কালের গর্ভে নিমজ্জিত হইলেন।

১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের দেওয়ালী উপলক্ষে মহাসিংহ অমৃতসরে আগমন করেন। দরবার-সাহিব দীর্ঘিকাতটে পুণ্যকৃত্য সমাধানই তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য। মহাসিংহের ধনমদে অন্যান্য সর্দারগণ এবং কানাইয়া-সর্দার জয়সিংহ বিশেষ ঈর্ষান্বিত ছিল। অমৃতসরে আসিয়া মহাসিংহ যখন জয়সিংহের নিকট সম্মানদানার্থ গমন করেন, জয়সিংহ তখন অকথ্য ভাষায় গালি দেন ও তাঁহাকে সম্মুখ হইতে দূরে সরিয়া যাইতে আদেশ করেন।

ধনমদে ও বীরত্বগৌরবে মত্ত মহাসিংহের এ হেন সম্ভাষণ তাঁহার ভাল লাগিল না। তিনি এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য রামগড়িয়া সর্দার যশঃসিংহকে শতদ্রুপার হইতে আহ্বান করিলেন এবং অবিলম্বে কানাইয়া মিশলের শক্তিকেন্দ্র অমৃতসর ত্যাগ করিয়া গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। যশঃসিংহ তৎকালে হাঁসি ও হিসারের জঙ্গল প্রদেশে দস্যুতা করিয়া নির্ব্বিঘ্নে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। কারণ তৎপূর্ব্বে কানাইয়া ও অহলুবালিয়া মিশলের সর্দারগণ তাঁহাকে পরাজিত করিয়া শতদ্রুপারে পাঠাইয়া দেন এবং তদধিকৃত প্রদেশ অধিকার করেন। এই কারণে পূর্ব্ব হইতেই জয়সিংহের উপর যশঃসিংহের প্রতিহিংসাবহ্নি প্রধূমিত ছিল। মহাসিংহের আমন্ত্রণে ও তৎকর্ত্তৃক বিশ্বস্তভাবে পূর্ব্বহৃত রাজ্যগুলি পুনঃপ্রাপ্তির আশায় তিনি দলবল সঙ্গে লইয়া মহাসিংহের সহিত মিলিত হইলেন।

যখন মহাসিংহ বৃদ্ধ কানাইয়া সর্দার জয়সিংহের বিরুদ্ধে এইরূপ ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন, তখন তিনিও মহাসিংহের উচ্ছেদ দমনের ব্যবস্থায় ব্যাপৃত ছিলেন, তিনি হকিকৎ সিংহের মৃত্যু ও জম্বুর পতনে মহাসিংহের অমিতবলের পরিচয় পাইয়া তাহা খর্ব্ব করিতে মনস্থ করেন। মহাসিংহ বলদর্পে অন্ধ হইয়া হকিকতের পুত্র জয়মল্লসিংহকে গুজরান্‌বালায় আসিতে আদেশ প্রেরণ করেন। জয়সিংহ এই সংবাদে ক্রুদ্ধ হইয়া জয়মল্লকে স্বীয় অধিকার ত্যাগ করিয়া যাইতে নিষেধ করিয়া দেন। অনন্তর ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে তিনি মহাসিংহের অধিকৃত অভিয়ালা, রসুলপুর ও মণ্ডিয়ালা প্রদেশ আক্রমণ করেন। ইহাতেও তৃপ্ত না হইয়া তিনি মহাসিংহের মিত্র নাকাই সর্দার উজীরসিংহ ও ভগবান্‌সিংহের অধিকৃত স্থানসমূহ আক্রমণপূর্ব্বক উক্ত সর্দারদ্বয়কে অধীনতাপাশে আবদ্ধ করেন; তাহাতে উভয়পক্ষে শত্রুতা আরও বর্দ্ধিত হয়। পুনরায় উভয়দলে মজিথিয়ার নিকট যুদ্ধ বাধে। ঐ যুদ্ধে জয়সিংহ পরাভূত হইয়া বিপাশা নদীর পরপারে পলায়ন করেন।

এই পরাজয়ে হতমান হইয়া জয়সিংহ পুনরায় মহাসিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে সেনাসংগ্রহে ব্যস্ত হন। মহাসিংহ এই সময়ে কটোচের রাজা সংসারচাঁদ এবং রামগড়িয়া-সর্দার যশঃসিংহের সাহায্যলাভ করায়, তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হয় নাই। অনতিবিলম্বে উভয়দলে বতালার সন্নিকটে সাক্ষাৎ হইল। জয়সিংহের সেনাপতি এই যুদ্ধে নিহত হইলে কানাইয়া মিশলভুক্ত শিখসেনা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে ও বতালা মহাসিংহের হস্তগত হয়।

জয়সিংহ এই পরাজয়েও ভগ্নোদ্যম হন নাই। তিনি পুনরায় সেনা সংগ্রহ করিয়া নৌশেরা নগর সন্নিধানে মহাসিংহকে আক্রমণ করেন। এবারের যুদ্ধেও জয়সিংহ পরাজিত হইয়া নূরপুরে পলাইয়া যান এবং তথায় শত্রুর আগমনে দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

এই সময়ে গুরুবক্সসিংহের বিধবা পত্নী বুদ্ধিমতী সদাকুমারী বৃদ্ধ শ্বশুরকে বিস্তর অনুনয় বিনয় করিয়া স্বীয় কন্যার সহিত মহাসিংহের বালক পুত্রের বিবাহ দিতে অভিলাষ জানাইলেন, কেননা তাহা হইলে দুইটী বিরোধী দলের অবশ্যম্ভাবী মিলন ঘটিবে। বৃদ্ধ জয়সিংহের দেহান্তে তিনি কানাইয়া মিশলের সর্দারী পাইতে পারেন। এই প্রস্তাব মহাসিংহের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি সাহ্লাদে তাহা অনুমোদন করেন এবং ১৭৮৫ খৃঃ অব্দে বিবাহপত্র স্বাক্ষর করিয়া পাঠান। পরবৎসর মহাসমারোহে বিবাহকার্য্য সমাধা হয়। তদবধি কএক বৎসর পঞ্জাবে আর কোন যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হয় নাই, বরং পঞ্চনদপ্রদেশে শান্তির বিমল সুখ ঘরে ঘরে বিরাজ করিয়াছিল।

১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে ভঙ্গী সর্দ্দার গুজরসিংহের মৃত্যু ঘটিলে মহাসিংহ তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র ফতেসিংহের পক্ষাবলম্বন করিয়া জ্যেষ্ঠ সাহেব সিংহের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। সাহেব্ সিংহ তিন মাস কাল সোড়া দুর্গে অবরুদ্ধ থাকেন। এই সময়ে মহাসিংহ শিরোরোগে আক্রান্ত হওয়ায় রণক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া গুজরান্‌বালা দুর্গে নীত হন। তথায় ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে এবং রণজিৎসিংহ দ্বাদশ বৎসর পিতৃসিংহাসনে অভিষিক্ত হন। তাঁহার মাতা মাই মালবী দেওয়ান লক্ষপতি রায়ের সহযোগে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে থাকেন। রণজিতের শাশুড়ি সদাকুমারীও বালক সর্দ্দারের রাজ্যরক্ষার্থ বিশেষ বুদ্ধি, অদ্ভুত কৌশল ও অদম্য বীরত্বের পরিচয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি যে উদ্দেশ্যে রণজিতের সহিত স্বীয় তনয়া মহতাব কুমারীর বিবাহ কার্য্য নিষ্পন্ন করেন, ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে জয়সিংহের মৃত্যুতে তাহা সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হয়। তিনি কানাইয়া মিশলের সর্দ্দাররূপে গৃহীত হইলে সুকের-চকিয়া মিশলের প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে বিশেষ যত্নশীল হইয়াছিলেন। ইতিহাসকারগণ এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, সদাকুমারী পঞ্জাবে একাধিপত্য স্থাপনের সোপানস্বরূপ। রণজিৎ সেই সোপানে আরোহণ করিয়া উন্নতির শীর্ষদেশে পদার্পণ করিয়াছিলেন।

বাস্তবিক বলিতে কি, একমাত্র রণজিতের অধ্যবসায়ে পঞ্চনদের সমগ্র শিখ সম্প্রদায় ক্রমে সুকের-চকিয়া মিশলের অধীন হইয়াছিল। এক সময়ে বিভিন্ন মিশলভুক্ত শিখগণ পরস্পরে কখন মিত্র কখন বা শত্রু ভাবে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পরস্পরের যুদ্ধবিগ্রহে ও লুণ্ঠনে পঞ্জাব প্রদেশ ধনশূন্য ও জনশূন্য হইয়াছিল। রণজিৎ সেই সকল বিরোধী দলকে একতাসূত্রে আবদ্ধ করিয়া সমগ্র শিখজাতিকে একটী মহতী শক্তিরূপে পরিণত করেন। ঐ শক্তিপুঞ্জ কালে ইংরাজরাজের ন্যায় একটী মহাশক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ হয়।

মাতার প্রতিনিধিত্বে রাজশাসন রণজিতের ভাল লাগিল না। নিজে বিশেষ লেখা পড়া জানিতেন না বলিয়া তিনি স্বীয় পিতার খুল্লপিতামহ দলসিংহের হস্তে রাজ্যের যাবতীয় মন্ত্রণাভার ন্যস্ত করিলেন। এই সময়ে আহ্মদ শাহ আবদালীর পৌত্র শাহ জমান্ পুনঃ পুনঃ পঞ্জাব আক্রমণ করিয়া শিখদিগকে এরূপ ভীতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে, তাহারা শিক্ষিত আফগান সেনার সমক্ষে অস্ত্রধারণ করিতে সমর্থ হয় নাই। স্বয়ং রণজিৎও জমান্ শাহের লাহোর আক্রমণ কালে সদলে পলাইয়া পর্ব্বত ও জঙ্গলে আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। যাহা হউক, প্রতিবার এইরূপ অবনতমস্তকে পলায়ন উচ্চমনা রণজিতের ভাল লাগিল না। তিনি সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; দৈব তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্ন, কাজেই অচিরে তাঁহার বল বর্দ্ধিত হইয়া পড়িল। সুকেরচক বংশের প্রধান শত্রু সর্দ্দার জয়সিংহ রামগড়িয়া এক্ষণে বার্দ্ধক্যে উপনীত; তিনি কানাইয়া সর্দ্দার রাণী সদাকুমারীর অধিকৃত মিয়ানী নগর অবরোধ কালে রণজিৎসিংহের বীরত্ব-প্রতিভার যে পরিচয় পান তাহাতে তাঁহাকে স্তম্ভিত করিয়াছিল। তিনি তৎপরবর্ত্তী কাল হইতে আর যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইতে চেষ্টা পান নাই। বীরশ্রেষ্ঠ গোলাপসিংহ ভঙ্গীও এসময়ে অশ্ব হইতে পড়িয়া যাওয়ায় অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহারা বৃদ্ধ বয়সে আর রণজিতের প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে দণ্ডায়মান হইতে সাহসী হন নাই। সুতরাং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিখ-সর্দ্দারগণও রণজিতের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে সাহস করিলেন না। এই সুযোগ রণজিৎ জমান শাহের দৌরাত্ম্য ও আক্রমণ হইতে অব্যাহতিলাভের আশায় ভঙ্গী সর্দ্দার লহনা, গুজর ও শোভাসিংহের নিকট হইতে লাহোর রাজধানী কাড়িয়া লইতে সঙ্কল্প করিলেন। রাণী সদাকুমারী এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলে, ভিতরে ভিতরে বল সঞ্চয়ের ব্যবস্থা চলিতে লাগিল।

এই সময়ে লহনা সিংহের পুত্র চেৎসিংহ বদর-উদ্দীন্ নামক লাহোরের একজন মুসলমান-নেতাকে বন্দী করেন। তাঁহার শ্বশুর মির্জা আসফ্ মহম্মদ শিখ্ দরবারে আবেদন করিয়াও জামাতাকে মুক্ত করিতে পারিলেন না। তখন তাঁহারা এক যোগে রাণী সদাকুমারী ও সর্দ্দার রণজিৎসিংহকে পত্র দ্বারা লাহোর আক্রমণের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। রাণী সদাকুমারী ও রণজিৎ এই সংবাদে উৎফুল্ল হইয়া একত্র মিলিত হইলেন এবং অমৃতসরে পূজা দিবার ভাণ করিয়া সদলে অমৃতসরাভিমুখে চলিলেন। এখান হইতে এক দিনেই তাঁহারা লাহোরে উপনীত হইয়া ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে লাহোর অধিকার করিলেন। চেৎসিংহ বৃত্তিলাভ করিয়া রণজিৎকে দুর্গ ও নগর ছাড়িয়া দিল। অপরাপর সর্দ্দারেরা তাঁহার আগমনের পূর্ব্বেই পলায়ন করিয়াছিলেন।

এই সময়ে পঞ্চনদরাজ্য কএকজন পাঠান ও শিখসর্দ্দারের মধ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কসুর নগর নিজাম্ উদ্দীন্ খাঁ নামক একজন পাঠান-সর্দ্দারের অধীন ছিল। গোলাপসিংহ ভঙ্গী অমৃতসর প্রদেশ শাসন করিতেছিলেন। মুলতান নগর সদোজৈ সর্দ্দার মুজঃফর খাঁর এবং [illegible] খাঁর অধীনে শাসিত হইত। উক্ত প্রদেশ সরবার খাঁ [illegible] এবং মানখেরা, কোট ও বান্নু প্রদেশ নবাব মহম্মদ খাঁর বংশধর শাহ নবাজ সৈব্ উদ্দৌলার কর্তৃত্বাধীন ছিল। এতদ্ভিন্ন দেরাগাজী

খাঁ, বহাবলপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশ দাউদপুত্র বহাবলখাঁর, ঝঙ্গ আহ্মদ খাঁর, পেশাবর ফতে খাঁ বরকজৈর, কাশ্মীর আজিম খাঁর, আটক দুর্গ জহান্দর খাঁর, কাঙ্গড়া দুর্গ রাজা সংসারচাঁদের, চম্বা রাজা চরৎ সিংহের, হোসিয়ারপুর হইতে কপুরথলা প্রদেশ ফতেসিংহ অহলুবালিয়ার এবং শতদ্রুর উভয় পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহ স্বাধীন শিখ সর্দ্দারগণের বা তাঁহাদের অধীন মিশ্‌লের অধিকারে ছিল।

রণজিৎসিংহ লাহোরের অধীশ্বর হইলেন, তাঁহার সমসাময়িক শিখসর্দ্দার যশঃসিংহ রামগড়িয়া, গোলাবসিংহ ভঙ্গী, সাহেব্ সিংহ ভঙ্গী, উজীরাবাদের যোধসিংহ ও কসুরের নিজাম্ উদ্দীন্ খাঁ বিশেষ চিন্তান্বিত হইয়া রণজিতের হস্ত হইতে লাহোর বিচ্ছিন্ন করাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে উক্ত সর্দ্দারগণের মিলিত সেনাদল রণজিতের বিরুদ্ধে লাহোর রাজধানীর অদূরে ভাসিন্ মৌজায় সমবেত হইল। দশমাস খণ্ডযুদ্ধের পর, অকস্মাৎ গোলাপ সিংহের মৃত্যু হওয়ায় শিখসৈন্য ছত্রভঙ্গ হইল। অতঃপর বতালার সন্নিকটে যশঃসিংহের সহিত সদাকুমারী ও রণজিতের পুনরায় যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে রামগড়িয়া সর্দ্দার একেবারে হতবল হইয়া পড়েন। এই ঘটনার পর হইতে রণজিৎ শত্রুহীন হইয়া আপনাকে নিরাপদ বোধ করিতে লাগিলেন।

লাহোর রাজ্য নিষ্কণ্টক করিয়া উক্ত বর্ষেই রণজিৎসিংহ জম্বু অভিমুখে যাত্রা করেন। তিনি মীরোয়াল, নরবাল ও জশরবাল অধিকার করিয়া তথাকার সর্দ্দারদিগের নিকট হইতে নজরাণা আদায় করিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি জম্বু রাজধানীর অভিমুখে উপনীত হইলে জম্বুপতি তাঁহাকে ২০ হাজার টাকা ও হস্তী প্রভৃতি উপঢৌকন প্রদান করেন।

রণজিৎ জম্বুপতিকে সম্মানার্হ পরিচ্ছদ দিয়া ও তাঁহাকে স্বরাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়া শিয়ালকোটবিজয়ে অভিযান করিলেন। শিয়ালকোট অধিকারের পর তিনি দিলাবরগড় জয় করেন এবং তথাকার সাধু বাবাকে বৃত্তি স্বরূপ শাহদেরা দান করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি লাহোরে প্রত্যাবৃত্ত হইলে ইংরাজদূত ইসুফ আলীখাঁ গবর্মেণ্ট পক্ষ হইতে নজর লইয়া তাঁহার সমক্ষে উপনীত হন। রণজিৎও তাঁহাকে যথাযোগ্য সম্মানদানের পর বিদায় দিয়াছিলেন।

১৮০১ খৃষ্টাব্দে রণজিৎ মহারাজ উপাধি গ্রহণ করেন। লাহোরে তাঁহার আদেশে টাঁকশাল স্থাপিত হইয়া তন্নামে মুদ্রা প্রচলিত হয়। অতঃপর তিনি স্বীয় অধিকৃত প্রদেশের শাসনকার্য্যের সুবিধার জন্য কাজী, মুফ্‌তী, কোতয়াল, মহল্লাদার প্রভৃতি পদে লোক নিযুক্ত করিয়া রাজ্যভিত্তি দৃঢ় করেন। তাঁহার উদ্যোগে লাহোর নগরের চতুষ্পার্শ্বে প্রাচীর ও পরিখা বেষ্টিত হয়।

এই সকল বন্দোবস্ত করিয়া রণজিৎ পুনরায় গুজরাতের সাহেব সিংহ ভঙ্গী ও কসুরের নবাব নাজিম উদ্দীন্ খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। এই দুইটী যুদ্ধে বিশেষ কোন ফল হয় নাই, সাহেব্ সিংহ ও নিজামখাঁ লাহোর সর্দ্দারের বশ্যতা স্বীকার করিয়া ও নজরাণা দিয়া ১৮০১ খৃষ্টাব্দে অব্যাহতি লাভ করেন। উক্ত বর্ষে রণজিৎ অকালগড় আক্রমণ করিয়া সর্দ্দার দলসিংহকে বন্দী করেন, পরে কৌশলে উক্ত রাজ্য হস্তগত করিয়া লইলেন। অতঃপর পুনরায় তিনি সাহেব সিংহের শক্তি হ্রাস করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন এবং উজিরাবাদিয়া দলের সর্দ্দার যোধসিংহকে স্বদলভুক্ত করেন।

এদিকে মহারাজ রণজিৎ সংবাদ পাইলেন যে কাঙ্গড়াধিপতি সংসারচাঁদ রাণী সদাকুমারীর অধিকৃত প্রদেশ আক্রমণ করিয়াছেন। তিনি তৎক্ষণেই স্বীয় দলবল লইয়া অগ্রসর হইলেন এবং অহলুবালিয়া সর্দ্দার ফতেসিংহকে বতালায় আসিয়া মিলিত হইতে আদেশ পাঠাইলেন। মহারাজের আগমনে রাজার 'কারদার' পলাইয়া গেলেন, তখন রণজিৎ নিরুপদ্রবে নৌশেরা অধিকার করিয়া নূরপুর জয় করিলেন। পরে ঐ পার্ব্বত্য প্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া রণজিৎ পাঠানকোটের নিকটবর্ত্তী সুজনপুর দুর্গ ধ্বংস করেন এবং বুধসিংহ ও সঙ্গতসিংহ নামক শিখসর্দ্দারদ্বয়কে বশীভূত করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে চারিটী কামান কাড়িয়া লন। অতঃপর তিনি ধর্ম্মকোট, সুকালগড়, বহরামপুর, পিণ্ডি, ভাতিয়ান্, বন্দদুর্গ, ধন্নী ও পোথোবার অধিকার করিয়াছিলেন।

১৮০২ খৃষ্টাব্দে কুমার খড়্গসিংহ জন্ম হয়। মহারাজ উৎসবান্তে দাস্কা ও চিনিয়োত দখল করেন। তদনন্তর তিনি কসুর ও ফগবাড়া অধিকার করিয়াছিলেন। অতঃপর মুলতানের নবাবকে বশীভূত করিয়া তিনি অমৃতসর হইতে ভঙ্গী মিশ্‌লের শেষ সর্দ্দার গুরুদত্তসিংহকে তাড়াইয়া দেন এবং তৎপ্রদেশ স্বীয় অধিকারভুক্ত করিয়া লন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি অহলুবালিয়া সর্দ্দারের সহিত একযোগে নবাব আহ্মদ খাঁকে ঝঙ্গ নগরে আক্রমণ করেন। যুদ্ধে নবাবের পরাজয় হয়। তিনি উপায়ান্তর না দেখিয়া মুলতানে পলাইয়া যান। শিখসৈন্য ঝঙ্গরাজ্য লুণ্ঠন করিতে অগ্রসর হইল। রণজিৎ কিছুতেই তাঁহাদের গতিরোধ করিতে পারিলেন না। অবশেষে নবাবের সহিত তাঁহার সন্ধি হইল। নবাব আহ্মদ খাঁ তাঁহাকে বার্ষিক ৬০ হাজার টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়া পুনরায় ঝঙ্গের শাসনভার প্রাপ্ত হইলেন।

এখান হইতে ঝিলম্ নদী পার হইয়া রণজিৎ সদলে উচ্চ

আক্রমণ করিলেন। স্থানীয় সর্দার নাগ সুলতান তাঁহাকে কর দিতে স্বীকৃত হন। তৎপরে রণজিৎ সাহিবাল ও গড় রাজ্যে গমন করেন। তথাকার বলুচ সর্দারেরা তাঁহাকে অর্থ ও অশ্ব দিয়া পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন। এই সময়ে কাঙড়ার নরপতি রাজা সংসারচাঁদ পুনরায় হোসিয়ারপুর ও বিজবাড়া লুণ্ঠন করেন। রণজিৎ সসৈন্যে তথায় অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে পুনরায় তাড়াইয়া দেন।

১৮০৫ খৃষ্টাব্দে রণজিৎ চন্দ্রভাগা ও ঝিলাম্ নদী-তীরবর্ত্তী মুসলমানসর্দারগণের সহিত সন্ধি করেন। ঐ বৎসর তিনি লাভের আশায় ঝঙ্গ ও মুলতান আক্রমণ করিয়া প্রভূত অর্থ নজরাণা স্বরূপ গ্রহণ করেন।

এই সময়ে মহারাষ্ট্র-সেনাপতি যশোবন্তরাও হোলকর ফতে-গড় ও দীগ্‌নগরের যুদ্ধে ইংরাজ-সেনানী জেনারেল লেক ও ফ্রেজারের নিকট পরাজিত হইয়া রণজিতের নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করেন। ইংরাজেরাও পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া তথায় ছাউনি করেন। রণজিৎ পরের শত্রুকে আশ্রয় দিয়া শত্রু বাড়াইতে চাহিলেন না, অথচ আশ্রিতকেও ত্যাগ করিতে পারেন না। এরূপ অবস্থায় তিনি শিখ-সেনাপতিগণকে ডাকাইয়া উপায় নির্দ্ধারণের জন্য একটী সভা করিলেন। সভায় সিদ্ধান্ত হইল যে, রণজিৎ সিংহ মধ্যস্থ হইয়া উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করিয়া দিউন। তদনুসারে ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে উভয়দলে সন্ধি হইয়া গেল। রণজিৎও যশোবন্তরাওকে সাহায্য করিবেন না বলিয়া স্বীকৃত হন।

এই সময়ে রণজিৎ ইংরাজ-সেনার শিক্ষা-নৈপুণ্য ও সমর-পটুতা দেখিয়া চমৎকৃত হন। তিনি যশোবন্তের মুখে ইংরাজ সেনার বীরত্বকাহিনী শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের বিশেষ প্রশংসা করেন এবং কখনও ইংরাজের সহিত শত্রুতা করিবেন না বলিয়া স্বীকৃত হন।

পরবর্ত্তীকালে রণজিৎ সিংহ সমগ্র মিশলের সর্দারদিগকে যে ভাবে করায়ত্ত করিয়া বিপুল শিখবাহিনীর অধীশ্বর হইয়াছিলেন এবং যেরূপ বলদর্পে তিনি পার্শ্ববর্ত্তী রাজন্যগণকে স্বীয় দোর্দ্দণ্ড শাসনদণ্ডের অধীন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার জীবনীতে যথাযথ বিবৃত হইয়াছে। [রণজিৎসিংহ দেখ।]

১৮০৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ্য দরবারে লর্ড অকলাণ্ড রণজিতের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ইংরাজ ও শিখসৈন্য বীরদর্পে কান্দাহার দখল করিয়া উক্ত বৎসর আফগানস্থানে শাহসুজাকে কান্দাহারে অভিষিক্ত করিলেন। যুদ্ধবিজয়ে উৎসাহিত হইয়া শিখপতি অকলাণ্ডপ্রমুখ ইংরাজ অতিথিগণকে লাহোর ও অমৃতসরে অভ্যর্থনা করেন। ঐ সময়ে অত্যধিক সুরাপানে তাঁহার পক্ষাঘাত হইয়া বাক্‌রোধ উপস্থিত হয়। তাহারই ফলে ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে লাহোরদুর্গে পঞ্জাবকেশরী মহারাজ রণজিৎসিংহের মৃত্যু ঘটে।

মহারাজ রণজিৎ সিংহ বীর্য্যবলে ও সুকৌশলে এতদিন ধরিয়া যে শিখজাতির বীরত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত ও গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর, তদীয় উত্তরাধিকারীদিগের ভীরুতা, অযোগ্যতা, অকর্ম্মণ্যতা ও আলস্যহেতু সেই গৌরব-গরিমা দিন দিন অপহৃত হইতেছিল। পঞ্জাবের যে সকল সর্দারগণ একদিন তেজস্বী কর্ণধার রণজিতের প্রভাবে প্রকম্পিত ছিলেন, এখন তাহারা ছিদ্রান্বেষী অরিরূপে পরিণত হইলেন। কাজেই ১৮৩৯ হইতে ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে শিখজাতির ও মহাবীর রণজিৎ সিংহের স্থাপিত শিখসাম্রাজ্যের শীঘ্রই অধঃপতন সাধিত হইল।

কুক্ষণে খড়্গসিংহ পঞ্জাবের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তিনি স্বীয় বুদ্ধিহীনতানিবন্ধন মন্ত্রিবর ধ্যানসিংহ ও তাঁহার পুত্র হীরাসিংহকে রাজপ্রাসাদান্তঃপুরে প্রবেশে নিষেধ করিয়াছিলেন, এবং চেৎসিংহ নামা একজন অপরিণামদর্শী মূর্খকে প্রধান মন্ত্রিপদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। এই ঘটনায় ধ্যানসিংহ আপনাকে অপমানিত মনে করিলেন বটে, কিন্তু তখনও শিখ-কুলের গৌরবরক্ষার্থ তিনি রাজা খড়্গসিংহের বিরুদ্ধাচারী হন নাই। চেৎসিংহ উজীরপদ পাইয়াও সন্তুষ্ট রহিলেন না, তিনি গোপনে ধ্যানসিংহকে নিহত করিবার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। ধ্যান-সিংহ তাহা জানিতে পারিয়া আত্মরক্ষার্থ সাবধান হইলেন।

এই সময়ে লাহোরে রাষ্ট্র হইল যে, রাজা খড়্গসিংহ ইংরাজ-রাজকে রাজস্বের ভাগ দিয়া আপনার রাজপদ অক্ষুণ্ণ রাখিবেন। শিখসৈন্য বা শিখসর্দারের সহায়তা তাঁহার আবশ্যক নাই। তাঁহাদের পরিবর্ত্তে ইংরাজ কর্ম্মচারী দ্বারা রাজকার্য্য পরিষ্কাররূপে ও সুশৃঙ্খলে পরিচালিত হইবে। এই কথা রাস্তাঘাটে নিরন্তর আলোচিত হইল। লোকে রাজা খড়্গসিংহকে রাজ্যের শত্রু বলিয়া জ্ঞান করিলেন। তখন সর্দারগণের অভিমতে কুমার নবনেহাল সিংহকে পেশাবর হইতে ডাকাইয়া রাজ্য দিবার ব্যবস্থা হইল। রাজা গোলাপসিংহও ঐ সঙ্গে লাহোরে আসিলেন। নবনেহাল পিতার এই আচরণে বিশেষ ক্ষুব্ধ হইলেন। তাঁহার মাতা রাণী চাঁদকুমারীও স্বীয় স্বামীর সিংহাসন-চ্যুতিবিষয়ে অভিমত জ্ঞাপন করিলেন। রাজমন্ত্রী ধ্যানসিংহ এবং সিন্ধিয়ানবালা সর্দার গোলাপসিংহ ও সুচেৎসিংহ কয়জনে গোপনে যাইয়া খড়্গসিংহকে বন্দী করিলেন। রাজা রাজ্যচ্যুত হইল এবং উক্ত বর্ষের অক্টোবর মাসের ৮ই তারিখে চেৎসিংহ শত্রুহস্তে জীবন দিলেন।

বালক নবনেহাল সিংহ অষ্টাদশ বর্ষে লাহোর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। অতি শৈশব হইতেই উচ্চাশা তাঁহার হৃদয়ে আধিপত্য করিতেছিল। তিনি রাজ্যে অভিষিক্ত হইলে ব্রাহ্মণগণ, বাবা-(সাধু) ও ফকিরগণ তাহাকে রাজ্যেশ্বর হইবেন বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। কেহ কেহ ভবিষ্যবাণী স্বরূপ বলিলেন যে, তাঁহার রাজদণ্ড আফগান সীমান্ত হইতে প্রয়াগ পর্য্যন্ত পরিচালিত হইবে। ব্রাহ্মণ ও সাধুসন্ন্যাসীর বাক্য মিথ্যা হইবার নহে, এই বিশ্বাসে তিনি ইংরাজের সহিত যুদ্ধবাসনা করিয়া সেনাদলসংগ্রহে ব্যাপৃত হইলেন। কিন্তু গৃহবিবাদে তাঁহার কার্য্যগতি অন্তত্র পরিচালিত করিল। তিনি মণ্ডিরাজের বিরুদ্ধে স্বীয় সেনা পরিচালিত করিয়া কমালগড় দুর্গ অধিকার করিতে বাধ্য হইলেন।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ৫ই নবেম্বর খড়্গসিংহের মৃত্যু হয়। তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াকালে গোলাপ সিংহের পুত্র ও ধ্যানসিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র মিঞা উধান সিংহের হাত ধরিয়া মহারাজ নবনেহাল সিংহ হজুরীবাগে ফিরিতেছেন, এমন সময়ে প্রবেশদ্বারের খিলান তাঁহার মাথায় খসিয়া পড়ে ও তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়।

[নবনেহাল সিংহ দেখ]

ইহার দুই ঘণ্টা পরে রাণী চাঁদকুমারীকে সংবাদ দেওয়া হইল যে, তাহার প্রিয়পুত্র অকস্মাৎ কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। আরও যদি তিনি স্বয়ং রাজপদের অভিলাষী হন, তাহা হইলে যেন, এই সংবাদ কাহারও নিকট প্রকাশ না করেন। কার্য্যে তাহাই ঘটিল। কিন্তু রাজমন্ত্রী রাজ্যের অন্যতম উত্তরাধিকারী খড়্গসিংহের ভ্রাতা শেরসিংহকে গোপনে সংবাদ দেন। শেরসিংহ লাহোরে আসিয়া উপনীত হইলে রাজা নবনেহাল সিংহের মৃত্যু সংবাদ চারিদিকে রাষ্ট্র করা হইল।

রাণী চাঁদকুমারী শেরসিংহের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া পুনঃপুনঃ রাজা ধ্যানসিংহকে তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থ সংবাদ প্রেরণ করিলেন, কিন্তু ধ্যানসিংহ সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। কারণ তিনি জানিতেন যে চাঁদকুমারী ও তাঁহার পক্ষীয় সিন্ধিয়ান্‌বালা সর্দ্দারগণ তাঁহার পরম শত্রু। চাঁদকুমারী রাজ্যাভিষিক্ত হইলেই তাঁহাকেই ও তাঁহার পরিবারস্থ সকলকেই বিনষ্ট হইতে হইবে। এইজন্য তিনি শেরসিংহের পক্ষ হইয়া বারবার সর্দ্দারগণকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। সিন্ধিয়ান্‌বালা সর্দ্দারগণের উদ্যোগে রাণী চাঁদকুমারীই পঞ্জাবের মহারাণী বলিয়া বিখ্যাত হইলেন।

রাণী চাঁদকুমারী স্বহস্তে রাজ্যরশ্মি আকর্ষণ করিয়াই সিন্ধিয়ানবালা সর্দ্দার অতরসিংহকে প্রধান মন্ত্রী করিলেন। অতরসিংহের অধীনে অপর চারিজন সর্দ্দার লইয়া রাজকার্য্য পরিচালনার্থ আর একটী মন্ত্রিসভা গঠিত হইল। যুবরাজ গোলাপসিংহ এই গোলযোগের সময় মহারাণী চাঁদকুমারীর পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন।

রাজা ধ্যানসিংহ এই সময়ে জম্বুতে থাকিয়া লাহোর দরবারের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। তিনি অর্থবলে খালসা সেনাদল ও সর্দ্দারদিগকে বশীভূত করিয়া শেরসিংহের পক্ষাবলম্বন করিতে অনুরোধ করেন। পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট কথা মত শেরসিংহ লাহোরের শালিমার উদ্যান সমীপে আসিয়া ছাউনী করিলেন। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ১৪ই জানুয়ারী মিঞামীর ও তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থান হইতে খালসা সৈন্য দলে দলে আসিয়া তাহার সহিত যোগ দিল।

রাণীর পক্ষে রাজা গোলাপসিংহ, জমাদার খুসালসিংহ ও সর্দ্দার তেজসিংহ প্রভৃতি সিন্ধিয়ান্‌বালা সর্দ্দারগণ যুদ্ধার্থ লাহোর দুর্গে আয়োজন করিতে লাগিলেন। সুচেৎসিংহ ও জেনারল ভেঞ্চুরা ঐ সময়ে লাহোরে আসিয়া শেরসিংহের সহিত যোগ দিলেন। এই সকল সেনানীদলে পরিবৃত হইয়া শেরসিংহ ৭০ হাজার শিখসৈন্যসহ রাত্রিকালে লাহোর রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন। সমস্ত রাত্রি সেনাদল বাজার, দোকান প্রভৃতি লুণ্ঠন করিল। প্রভাতে ৭০ হাজার পদাতিক ও প্রায় ৫০ হাজার অনুগামী সেনা "বাহ্‌ গুরুজি কি ফতে, বাহ্‌ গুরুজি কি খালসা জি" শব্দে চীৎকার করিতে করিতে দুর্গ আক্রমণ করিল। দুর্গ অবরোধকালে তিনদিন দুর্গোপরি অবিরত গোলাবর্ষণ চলিয়াছিল। খালসা-সৈন্য ঐ সময়ে বাদশাহী মস্‌জিদের বারুদখানায় অগ্নিসংযোগ করিয়া সমস্ত ভস্মসাৎ করিতে সংকল্প করেন, কিন্তু ঐ উপায়ে নিজেদের সর্ব্বনাশ হইবে ভাবিয়া ঐ দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত হন।

পঞ্চমদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে শেরসিংহ সংবাদ পাইলেন, রাজা ধ্যানসিংহ জম্বু হইতে শাহদেরার সন্নিধানে উপনীত হইয়াছেন, কিন্তু শেরসিংহ আর যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক না হইয়া গোলাপসিংহের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। ধ্যানসিংহের মধ্যস্থতা ব্যতীত গোলাপসিংহ সন্ধির প্রস্তাবে রাজি হইলেন না। তখন শেরসিংহ তাঁহাকে আনিতে লোক পাঠাইলেন। ষষ্ঠদিনে ধ্যানসিংহ লাহোরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আদেশে যুদ্ধ বন্ধ হইল ও সেই সঙ্গে উভয়দলে সন্ধি হইয়া গেল। মহারাণী চাঁদকুমারী শেরসিংহকে লাহোরসিংহাসন দান করিলেন ও স্বয়ং ৯ লক্ষ টাকা আয়ের জায়গীর লইয়া সন্তুষ্ট রহিলেন। রাজা গোলাপসিংহ চাঁদকুমারীর ধনরত্ন লইয়া প্রস্থানকালে, মহারাজ শেরসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিয়া যান, আমার অপরাধ লইবেন না। আমি ধর্ম্মতঃ ও ন্যায়তঃ আপনার কর্ত্তব্য-

পালন করিয়াছি। মহারাজ রণজিৎসিংহ মৃত্যুকালে আমার হস্তে তাঁহার পরিবারবর্গের রক্ষণাবেক্ষণ ভার দিয়া যান। আমি তাঁহার পুত্রবধূর সম্মানরক্ষার্থ এই কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়াছি।
[চাঁদকুমারী দেখ।]

১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ১৮ই জানুয়ারী শেরসিংহ লাহোরের সিংহাসনে বসিলেন। ধ্যানসিংহ আসিয়া মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিলেন, কিন্তু সিন্ধিয়ানওয়ালা সর্দ্দারগণের কেহই আসিয়া তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিল না। তজ্জন্য তিনি রোষকষায়িতলোচনে আতরসিংহ ও তাঁহার ভ্রাতা লহনাসিংহের বিরুদ্ধে সেনা সজ্জা করিতে আদেশ প্রচার করিলেন।

সর্দ্দার আতর সিংহ ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শতদ্রু অতিক্রম করিয়া ইংরাজাধিকারে পলাইয়া আসিলেন; কিন্তু ঐ বংশের অন্যতম সর্দ্দার লহনাসিংহ সসৈন্যে শেরসিংহের সম্মুখীন হন। ঘোরতর যুদ্ধের পর তিনি খালসা সেনার হস্তে বন্দী হইয়া শৃঙ্খলাবদ্ধাবস্থায় লাহোরে নীত হইলেন।

এই সময়ে লাহোরে রাষ্ট্রবিপ্লবের সূচনা হয়। যে খালসা সৈন্যের সাহায্যে শের শাহ এতদিন নির্বিঘ্নে লাহোর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তাহারাই এখন তাঁহার ঘোরতর শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। তাহারা রাজকর্ম্মচারিগণের আদেশ কিছুমাত্র পালন করিত না। কোনরূপ নিষেধে তাহারা দৃক্‌পাত করিত না, যাহা তাহাদের মনে সমুদিত হইত, তাহাই তাহারা কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা পাইত। তখন তাহারা মনে করিয়াছিল, তাহারাই পঞ্জাবের সর্ব্বেসর্ব্বা, তাহারা না থাকিলে শিখরাজ্য কখনই থাকিত না।

তাহাদের এই ঔদ্ধত্য উত্তরোত্তর প্রবল ভাব ধারণ করিল। কিছুতেই তাহারা বশ্যতা স্বীকার করিল না। যে রাজকর্ম্মচারী তাহাদের বেতন বা পারিতোষিক লইয়া তাহাদের সহিত প্রবঞ্চনা করিত, অথবা অন্য কোন বিষয়ে তাহাদের বিরক্তির কারণ হইত তাঁহাদের উপর খালসা-শিখগণ প্রতিহিংসা গ্রহণ করিতে কাতর হইত না। যাঁহারা কোনও কারণে সেনাদলের মনোবাদের কারণ হইয়াছিলেন, তাঁহারা অবিলম্বে সেনাদিগের হস্তে নিহত হন এবং সেনাগণ তাঁহাদের গৃহাদি দাহ করিয়া প্রতিশোধ লইত। লাহোর-দরবারে নিযুক্ত য়ুরোপীয় কর্ম্মচারিগণ খালসা সেনার এই ভীষণ অত্যাচারে ভীত হইয়া পড়িলেন। জেনারল কোর্ট রাজদরবারে বিশেষ সম্মানিত ছিলেন, নিরুপায় হইয়া গোপনে লাহোর ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। ফুল্‌কিস্ (Foulkes) নামা বীর-হৃদয় ইংরাজপুঙ্গব বিনাকারণে শিখসৈন্যের হস্তে প্রাণ হারাইয়াছিলেন। সেনাদলের বেতনদাতা মন্ত্রীগণ ও রাজ-মন্ত্রিগণের ব্যবহারে তাহারা বিশেষ উত্তেজিত হয় এবং কোনরূপ নিষেধ না মানিয়াই তাহারা দিবা ভাগে তাহাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে।

* কেবল লাহোর রাজধানীতেই এই সেনা-বিদ্রোহ নিবদ্ধ ছিল না। খালসাগণ জেনারল মোহন সিংহের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া তাঁহাকে নিহত করেন। পেশাবর নগরেও ঐরূপে শিখসৈন্য বিদ্রোহী হইয়া জেনারল আবি তাবিলের উপর অত্যাচার আরম্ভ করে। তাহাদের দণ্ডবিধান করা তাঁহার ক্ষমতার বহির্ভূত জানিয়া তিনি আস্তে আস্তে জালালাবাদে পলাইয়া আত্মরক্ষা করেন, এইরূপে খালসা-দল ক্রমশঃই অত্যাচারপরায়ণ হইয়া উঠে, কিন্তু যখন তাহারা শুনিল যে ইংরাজসেনা লাহোর-পতির পক্ষাবলম্বন করিয়া পঞ্জাবে আসিতেছেন, তখন তাহারা আস্তে আস্তে শান্তভাব ধারণ করিল।

মহারাজ শেরসিংহ বড়ই বিলাসপ্রিয় ছিলেন। তিনি স্বয়ং রাজকার্য্য দেখিতেন না; হজুরীবাগ প্রাসাদ, শালিমার ভবন, সামানা বুরুজ, বা শাহ বিলাবালের প্রসিদ্ধ বারদোয়ারী আবাসে যখন যেখানে তিনি বাস করিতেন, তখন সেখানে সর্ব্বদাই নৃত্য গীতে পূর্ণ থাকিত। তিনি নিরন্তর মদ্যপানে বিভোর থাকিতেন। মদ্যপান তখন সাধারণে নিন্দনীয় বলিয়া গৃহীত হইত না, তখন সকলেই মদ্য-পানকে বীরত্বের উত্তেজক ও বলাধিক্যের কারণ বলিয়া জ্ঞান করিত।

শেরসিংহ যখন লাহোরদুর্গে চাঁদকুমারীকে আক্রমণ করেন, তখন জবালাসিংহ নামক এক জন শিখসর্দ্দার বিশেষ বীরত্ব দেখান। শেরসিংহ লাহোরদুর্গ বিজয়বাসনা পরিত্যাগ করিয়া যখন সেনাগণকে যুদ্ধ হইতে বিরত হইবার জন্য আদেশ প্রদান করেন; তখন জবালাসিংহ উজীরপদ প্রাপ্তির আশায় ধ্যান-সিংহ আসিবার পূর্ব্বেই দুর্গজয় করিবার অভিপ্রায়ে শেরসিংহের নিষেধসত্ত্বেও বার ঘণ্টা কাল অমিত তেজে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সর্দ্দার জবালা সিংহের উপর মহারাজ শেরসিংহের বিশ্বাস ও আস্থা ছিল। রাজা তাঁহাকে স্বীয় প্রতিনিধিস্বরূপ জ্ঞান করিতেন। সুচতুর ধ্যান সিংহ স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বীকে অপসৃত করিবার বাসনায় মহারাজের কর্ণে নিরন্তর তাঁহার বিষয়ে নিন্দা-মন্দ করিতে লাগিলেন। ইহাতে ক্রমশঃই রাজার কান ভারি হইয়া উঠিল। জবালাসিংহ ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া স্বীয় অধীনস্থ পাঁচ হাজার 'ঘোড় চড়া' সেনা লইয়া শালিমার উদ্যানে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। মহারাজ শেরসিংহ তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেও তিনি উপনীত হইলেন না। তখন শের-সিংহ মন্ত্রীসহ নগরহইতে বাহির্গত হইয়া তাঁহাকে বন্দী করিলেন। ধ্যানসিংহের আদেশে ৪০ দিন নানা কষ্ট ভোগের পর তিনি শেখপুরা দুর্গে প্রাণত্যাগ করেন (১৮৪১, মে)।

মহারাজ শেরসিংহ এতদিন ধরিয়া রাণী চাঁদকুমারীকে পত্নী-রূপে গ্রহণ করিবার আশা হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলেন। তিনি "চাদর আন্দাজি" প্রথায় তাঁহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব পাঠাইলেন। সুপ্রসিদ্ধ কানাইয়া সর্দ্দার জয়মল্ল সিংহের কন্যা এরূপ ঘৃণিত প্রস্তাবে সম্মতা হইলেন না। কাজেই তাঁহার উপর মহারাজের ক্রোধ হইল। তিনি কৌশলে রাণীর বাঁদী-দিগকে হস্তগত করিয়া তাঁহার নিধনসাধন করিলেন (১৮৪০ খৃঃ)।

এই সময়েই বৃটিশরাজ কাবুল বিজয় করিয়া প্রত্যাগত হইলেন। পঞ্জাবের মহারাজ উক্ত যুদ্ধে ইংরাজের সহায়তা করায় ফিরোজ-পুরে উভয় পক্ষীয় সেনাদলের কুচকাওয়াজ হয়। স্বয়ং লর্ড এলেনবরো ঐ সময়ে যুবরাজ প্রতাপসিংহ ও মন্ত্রী ধ্যানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পরস্পরের মিত্রতা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন; ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে কাবুলের আমীর দোস্ত মহম্মদ মুক্ত হইয়া লাহোরে আসেন। শিখরাজ তাঁহার বিশেষ সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন।

এই সময়ে ভাই রামসিংহ ও গুরুমুখসিংহের প্ররোচনায় রাজপরিবার মধ্যে একটী বিপ্লবের সূত্রপাত হয়। মহারাজ শেরসিংহ ধ্যানসিংহের আচরণে বিরক্ত হইয়া সিন্ধিয়ানবালা সর্দ্দারদিগের উত্তেজনায় তাঁহার প্রাণসংহারের চেষ্টা পান। মন্ত্রিবর ধ্যানসিংহ এই ষড়যন্ত্র বুঝিতে পারিয়া সুকৌশলে অজিতসিংহের সাহায্যে ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে রাজার নিধন সাধন করেন। ইহাতেও বিদ্বেষবহ্নি প্রশমিত হইল না। লহনাসিংহ যুবরাজকে বধ করিলেন। ইহার অব্যবহিত পরেই সর্দ্দার অজিতসিংহের নির্দ্দেশ মত রাজা ধ্যানসিংহ পশ্চাৎ হইতে গুলির আঘাতে নিহত হইলেন। সিন্ধিয়ানবালা সর্দ্দার লহনা-সিংহ ও অজিতসিংহের এই বীভৎস আচরণে সমগ্র নগরবাসী ভীত ও ত্রস্ত হইয়া পড়িলেন।

লহনাসিংহ মনে মনে সংকল্প করিয়াছিলেন, রাজা ধ্যান সিংহ, তৎপুত্র হীরাসিংহ এবং তাঁহার ভ্রাতা রাজা সুচেৎ সিংহকে কৌশলে এক স্থানে আনিয়া নিহত করিবেন। অজিতের হঠকারিতায় তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না বুঝিয়া তিনি স্বীয় ভ্রাতাকে তিরস্কার করিলেন। কারণ তখনও রাজা ধ্যানসিংহের ভ্রাতা ও পুত্র জীবিত ছিলেন এবং সমগ্র খালসা সৈন্য তাঁহাদের নেতৃত্বে পরিচালিত হইতেছিল। কাজে কাজেই সিন্ধিয়ানবালা সর্দ্দারগণের পঞ্জাবে প্রভুত্বস্থাপন সুদূরপরাহত হইল।

মিশ্র লালসিংহ নামক জনৈক সিংহ সর্দ্দার মহারাজের মৃত্যু-সংবাদের অব্যবহিত পরেই রাজা ধ্যানসিংহের মৃত্যু বিবরণ গোপনে তৎপুত্র হীরাসিংহের নিকট প্রেরণ করিলেন। হীরা-সিংহ পিতার মৃত্যুতে বিশেষ শোকার্ত্ত হইয়া পড়িলেন; কিন্তু অবিজ্ঞ সুচেৎ সিংহ এই ঘটনা সিন্ধিয়ানবালা সর্দ্দারগণের ষড়যন্ত্রে সম্পাদিত জানিয়া আত্মরক্ষার জন্য ব্যস্ত হইলেন। অবিলম্বে তিনি রায় কেশরীসিংহ প্রভৃতি পরামর্শদাতা নেতাদিগকে একত্র করিয়া খালসা সেনাদলকে ধ্যানসিংহের স্বাক্ষরিত পত্র দ্বারা আহ্বান করিয়া প্রতিশোধ লইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিলেন। সিন্ধিয়ানসর্দ্দার লহনাসিংহ অতর্কিত ভাবে রাজা সুচেৎ সিংহকে আক্রমণপূর্ব্বক নিহত করিবেন ভাবিয়া সসৈন্যে তাঁহাদের অধিকৃত পার্ব্বত্যদুর্গাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। দুর্গসমীপবর্ত্তী হইয়া যখন তিনি দেখিতে পাইলেন যে রাজা পূর্ব্বেই সংবাদ পাইয়া সতর্ক হইয়াছেন, তখন তিনি সহসা যুদ্ধ না করিয়া মনে মনে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

কিছুকাল পরে রাজা হীরাসিংহের শোক কতক প্রশমিত হইল। তিনি তখন সর্দ্দার আবিতাবিলের বাড়ীতে উপনীত হইয়া সকল খালসা সর্দ্দারকে সংবাদ পাঠাইলেন। তাঁহারা হীরাসিংহের প্ররোচনায় রাজা ও রাজপুত্রের হত্যাকারীর প্রতি-হিংসাসাধন করিতে প্রতিশ্রুত হইল। অনতিবিলম্বে ৪০ হাজার খালসা সৈন্য হীরাসিংহের অধীনে লাহোরযাত্রা করিল।

এদিকে সর্দ্দার অজিতসিংহ লাহোর দুর্গমধ্যে সুরক্ষিত থাকিয়া বাগাড়ম্বর দ্বারা মহারাজ রণজিৎসিংহের কনিষ্ঠপুত্র দলিপ সিংহের সিংহাসনাধিকার জ্ঞাপন করিলেন। তিনি স্বয়ং রাজমন্ত্রীর পদ লইয়া ব্যস্ত; সুতরাং বুড্ডআকা শা নামক স্থানে হীরাসিংহের এই সেনাসমাবেশ সংবাদ তাঁহার অবিদিত রহিল। তথাপি তিনি হীরাসিংহের আক্রমণ আশঙ্কা করিয়া নগরের অন্যান্য সর্দ্দারদিগকে অর্থদানে বশীভূত করিতে চেষ্টা পাইলেন; কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না; তাঁহারা প্রতিশ্রুত হইয়াও শেষে আপনাদের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন না।

সমগ্র খালসা-বাহিনী লইয়া হীরাসিংহ বীরদর্পে লাহোর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সঙ্গে জেনারল ভেঞ্চুরা ও আবি-তাবিলে অগ্রসর হইলেন। সূর্য্যাস্তের প্রায় এক ঘণ্টা পরে তাঁহারা ১০০ কামান লইয়া লাহোর নগরের সিংহদ্বারের সম্মুখে আসিয়া পৌঁছিলেন। হীরাসিংহ নগরে প্রবেশ করিয়াই দুর্গ অবরোধপূর্ব্বক গোলাবর্ষণ করিতে লাগিলেন। দুর্গাভ্যন্তর হইতেও শত্রুর উপর গোলাবৃষ্টি হইতে লাগিল। উভয় পক্ষের ভীষণ গোলাঘাতে দুর্গপ্রাচীর ও দেওয়ালের কোন কোন অংশ খসিয়া পড়িল। রাজা হীরাসিংহ অর্থের লোভ দেখাইয়া বলিলেন, যে সকল সৈন্য দুর্গপ্রাচীর ভেদ করিয়া আমার পিতৃ-হন্তার মুণ্ড আমার সমক্ষে আনিয়া দিতে সমর্থ হইবে, সেই সকল সেনা বিশেষ পুরস্কার এবং দুর্গ লুণ্ঠন করিতে অধিকার পাইবে।

এই সংবাদ প্রচারিত হইবা মাত্র শিখরাজের স্পেনদেশীয় সেনাপতি মুর্গা হরম্যান দুর্গ ভেদ করিবার জন্য প্রথমেই দুর্গ

ছিদ্রদেশে আরোহণ করিলেন। তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ শিখদল অগ্রসর হইল। অচিরে বহুসেনা ছিদ্রপথে দুর্গ প্রবেশ করিল। জবাহিরসিংহ নিহত হইলেন। সর্দ্দার লহনা সিংহের কোন অনুসন্ধান পাওয়া গেলনা। দুর্গ-লুণ্ঠন শেষ করিয়া সেনাদল প্রত্যাবৃত্ত হইলে রাজা হীরাসিংহ তাহাদিগকে বলিলেন যে কেহ সর্দ্দার লহনা সিংহকে ধরিয়া আনিতে পারিবে, তাহাকে সমুচিত পুরস্কার দিব। তখন শিখেরা তন্ন তন্ন করিয়া দুর্গের সমগ্র স্থান অন্বেষণ করিল। লহনাসিংহ ধৃত হইয়া হীরাসিংহের সমক্ষে আনীত হইলেন এবং তাঁহার আদেশে লহনাসিংহের মুণ্ড ধরায় বিলুণ্ঠিত হইল।

অতঃপর রাজা হীরাসিংহ রাজপ্রাসাদস্থ ষড়যন্ত্রকারীদিগকে নিহত করিয়া তাঁহাদের সম্পত্তি হস্তগত করিলেন। কেহ কেহ লাহোর দরবার হইতে তাঁহার আদেশে নির্ব্বাসিত হইল। রাজা হীরাসিংহ সেনাদিগকে আপাততঃ একমাসের বেতন পুরস্কার দিলেন এবং ভবিষ্যতের উন্নতির আশা দিয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিলেন।

যুদ্ধ জয়ের পর চতুর্থ দিবসে রাজা হীরাসিংহ সেনাবিভাগের সর্দ্দারদিগকে হজুরীবাগ-প্রাসাদে আহ্বান করিয়া একটী সভা করিলেন। ঐ সভায় সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে দলীপসিংহ পঞ্জাবের মহারাজ এবং হীরাসিংহ তাঁহার প্রধান উজীর বলিয়া গৃহীত হইলেন। হীরাসিংহ তাহার শত্রু পক্ষীয়ের ভয়ে মন্ত্রিপদগ্রহণে অস্বীকার করিলে সেনাদল তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, আপনার কোন ভয় নাই। যে কেহ আপনার শত্রুতা করিবে সেই রাজ্যের শত্রু বলিয়া তদ্দণ্ডে দণ্ডিত হইবে। তখন সর্দ্দারবৃন্দের আদেশে সিন্ধিয়ানবালা পক্ষীয় কএকজন ষড়যন্ত্রকারীকে নিহত করিয়া হীরাসিংহ পঞ্জাবরাজ্যের সর্ব্ব প্রধান পদে সমাসীন হইলেন।

এই সময়ে পঞ্জাবে খালসা সেনাগণই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়াছিল, যাহাকে ইচ্ছা করিত একজনকে রাজপদ দান করিতে পারিত, আবার ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া নিহত বা নির্ব্বাসিত করিত। খালসা সেনার ক্রমশঃ বল বৃদ্ধি ঘটিলেও তাহাদের পূর্ব্বের ন্যায় দস্যু প্রবৃত্তি অবসান প্রাপ্ত হয় নাই। পূর্ব্বে [illegible] সমূহ দলপতিরা কেবল মাত্র ঘুষ ও পুরস্কারের দ্বারা তাহাদিগকে বশীভূত রাখিয়াছিলেন। মহারাজ রণজিৎ সিংহ [illegible] সমগ্র শিখ মিশলকে আপনার অধীন করিতে সমর্থ হইলেও এই দুর্দ্ধর্ষ সেনাদলের দুর্দ্দান্ত প্রবৃত্তি নিবৃত্ত করিতে পারেন নাই। তাঁহার পরবর্ত্তী চঞ্চল হৃদয় রাজন্যগণ পুনরায় খালসা সেনাদলের অর্থলালসা পরিতৃপ্ত করিয়া তাহাদের সাহায্যে আপনাদের বলবৃদ্ধি করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তাঁহারই ফলে পঞ্জাবে নিরন্তর বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল। তৎকালে অর্থবান্ রাজারাই অর্থবলে আপনার পক্ষ দৃঢ় করিয়া পদমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতেছিলেন; ফলে রাজ্যময় সর্ব্বদাই অশান্তি বিরাজ করিতেছিল। সেনাদলের ধনলালসা চরিতার্থের জন্য সর্দ্দারগণকে সর্ব্বদাই পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিতে হইত, সেই জন্য কোনরূপ একতা বা সদ্ভাব স্থাপন করিতে পারেন নাই। তাহা হইলে পঞ্জাবের অদৃষ্টচক্র অন্যরূপে চালিত হইত।

শেরসিংহের মৃত্যুর পর খালসা সেনাদল রণজিৎসিংহের বহু কষ্টে সঞ্চিত যুদ্ধাশ্ব ও হস্তিসমূহ রাজার আস্তাবল হইতে লইয়া গেল। রাজসরকারের গাড়ী ও আসবাব গুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইল। সামান্য সৈনিক সেরূপ রাজভোগ্য জিনিসের আদর কি বুঝিবে? তাহারা সেই সমস্ত মূল্যবান দ্রব্য পদদলিত করিয়া রাজকোষ হইতে ৪০ লক্ষ টাকা বলপূর্ব্বক আত্মসাৎ করিল, কেহই তাহার প্রতিবাদ করিতে পারিল না। সকলেই সেই দৃপ্ত সেনাদলের মুখপানে চাহিয়া রহিল। হীরাসিংহও এই সুযোগে রাজকোষ নিঃশেষ করিয়া আপনার উদরপূর্ণ করিয়া লইলেন। ইহার পূর্ব্বে রাজা গোলাপসিংহও শেরসিংহের সিংহাসনারোহণ কালে রাজকোষশূন্য করিয়া যান।

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে দলীপ সিংহ পঞ্জাবের রাজা হইলেন। তাঁহার পিতা বহু শ্রম স্বীকার করিয়া যে রাজকোষ পূর্ণ করিয়াছিলেন, অবিমৃষ্যকারিতা দোষে তাঁহারাই অন্যতম ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র তাহার নিঃশেষের পথ প্রশস্ত করিয়া গেলেন। কাজেই শূন্যরাজকোষ লইয়া তাঁহাকে নামে মাত্র রাজা থাকিতে হইল। হীরাসিংহই উজীর এবং রাজ্যের কর্ত্তা। বালক রাজার যুবকমন্ত্রী, বিষময় ফল ফলিতে বেশী বিলম্ব হইল না। হীরাসিংহ জল্লা মিশ্র নামক জনৈক ব্রাহ্মণ জ্যোতিষীদের প্ররোচনায় উচ্চ আশা হৃদয়ে পোষণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া রাজমাতা রাণী ঝিন্দন সুচেৎ সিংহকে মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিতে অভিলাষী হইলেন। রাণীর ভ্রাতা জবাহির সিংহও রাণীর মত সমর্থন করিয়া রাজা সুচেৎ সিংহের পক্ষাবলম্বন করিলেন। হীরাসিংহ এই ব্যাপারে ঈর্ষানলে প্রজ্বলিত হইয়া রাজা সুচেৎকে অপসারিত করিতে বিধিমত প্রকারে যত্নশীল হইলেন। তিনি সমগ্র খালসাদলের বেতন পরিশোধ করিয়া প্রত্যেক সেনাকে ২॥০ টাকা বৃদ্ধি দিলেন এবং ভবিষ্যতে আরও পুরস্কার দিবার অঙ্গীকার করিয়া তাহাদিগকে স্বপক্ষে রাখিতে চেষ্টা পাইলেন। শেষে যখন ব্যাপার গুরুতর দাঁড়াইল, তখন হীরাসিংহ পিতৃব্য রাজা গোলাপসিংহকে সংবাদ দিয়া রাজধানীতে আনাইলেন।

রাজা গোলাপসিংহ ১০ই নবেম্বর লাহোর রাজধানীতে উপনীত হইলেন। তাঁহার পরামর্শে উভয়দলে মিলন হইল। একদিন সেনাদলের কুচকাওয়াজের সময় জবাহির সিংহ বালক রাজা দলীপকে হস্তিপৃষ্ঠে লইয়া সেনাদলের মধ্যস্থলে গমন করিলেন এবং সর্ব্বসমক্ষে বালক রাজা ও তাঁহার মাতা ঝিন্দনের প্রতি মন্ত্রী হীরাসিংহের নির্য্যাতন বার্ত্তা জানাইলেন। তিনি আরও বলিলেন যে, যদি সেনাদল এবিষয়ে মনোযোগী না হয়, তাহা হইলে তিনি ইংরাজরাজের সাহায্য প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইবেন। এই কথায় শিখসেনা তাঁহার প্রতি বড় বিরক্ত হইল, কারণ তাহারা তৎকালে ইংরাজদিগকে বিশেষ ঘৃণার চক্ষে দেখিত।

জবাহির একদিন বালক মহারাজকে লইয়া ফিরোজপুর যাইতেছেন শুনিয়া হীরাসিংহ অতি প্রত্যূষে অশ্বারোহণে যাইয়া তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া আনিলেন। মহারাজের প্রাসাদ প্রবেশোপলক্ষে ১০১ তোপধ্বনি হইল; জবাহির সিংহ বিশ্বাসঘাতকতা নিবন্ধন কারারুদ্ধ হইলেন।

এই সময় হইতে রাজা সুচেৎসিংহকে সকলেই রাজ্যের শত্রু বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিল; সকলে ইংরাজের সহিত তাঁহার যোগাযোগ চলিতেছে বিশ্বাস করিয়া শঙ্কিত হইলেন। তাহার সেনাবলও যথেষ্ট ছিল। তাঁহার উপর রাজা গোলাপসিংহও উপস্থিত। রাজমন্ত্রী সুস্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি দুর্গ হইতে সুচেৎসিংহের সেনাদিগকে নিরস্ত্র করিয়া বাহির করিয়া দিলেন। ভ্রাতুষ্পুত্রের এই ব্যবহারে সুচেৎসিংহের মনোমালিন্য আরও বর্দ্ধিত হইল, কিন্তু সমগ্র খালসা সৈন্য তাঁহার অধীন জানিয়া প্রতিহিংসা লইতে সাহস করিলেন। রাজা গোলাপসিংহের পরামর্শে তাঁহারা উভয় ভ্রাতায় প্রভূত ধন লইয়া যানে যানে জম্বুতে ফিরিয়া গেলেন।

খুল্লতাতদ্বয় চলিয়া গেল, হীরাসিংহ কতক নিশ্চিন্ত হইলেন; কিন্তু তখন মহারাজ রণজিতের অন্যতম পুত্র কাশ্মীরা ও পেশোরাসিংহ জীবিত রহিয়াছেন। তাঁহারা পূর্ব্বেই হীরাসিংহের রাজনৈতিক গতি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। পাছে হীরাসিংহ তাঁহাদের কোনরূপ সর্ব্বনাশ করেন, এই ভয়ে তাঁহারাও বহুসেনা সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। হীরাসিংহও তাঁহাদের দ্বারা রাজ্যের বিপদ্ ঘটিবার আশঙ্কা করিয়া তাঁহাদের বিরুদ্ধে সেনাদল প্রেরণ করিলেন। জম্বুরাজ গোলাপসিংহও সসৈন্যে শিয়ালকোট অভিমুখে অগ্রসর হইতে আদিষ্ট হইলেন।

শিয়ালকোটে উভয়পক্ষে দুইবার ঘোরতর যুদ্ধ হইল। শেষ যুদ্ধে রাজা গোলাপসিংহ নগর দখল করিলেন এবং রাজকুমারদ্বয় দুর্গ ছাড়িয়া মাঝা প্রদেশে আশ্রয় লইলেন।

যে রাজবংশের উপর খালসা সৈন্য এতদিন সম্মান প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছিল, সেই বংশের সন্তানদ্বয়কে এরূপে নিগৃহীত করিতে দেখিয়া খালসা সৈন্য হীরাসিংহের উপর বিশেষ বিরক্ত হইল। তাহারা হীরাসিংহকে প্রাসাদে আটক রাখিল এবং রাজমাতুল জবাহির সিংহকে মুক্ত করিয়া দিল। যতক্ষণ না হীরাসিংহ মহারাজকুমারদ্বয়ের জীবন ও ধন সম্পত্তি নিরাপদ রাখিতে স্বীকৃত হইল, ততদিন পর্য্যন্ত তাহারা উজীরকে ধ্যানসিংহের প্রাসাদ হইতে বাহির আসিতে দিল না।

রাজ্যে আরও নানাপ্রকার বিপ্লব ঘটিতেছে দেখিয়া খালসা সৈন্য রাজা সুচেৎসিংহকে লাহোরে আসিতে অনুরোধ এবং হীরাসিংহের বিরুদ্ধে তাহারা সাহায্য করিবে বলিয়া স্বীকার করিল। সংবাদ পাইয়াই রাজা ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ২৬এ মার্চ্চ লাহোরের উপনীত হইলেন, কিন্তু হীরাসিংহের কৌশলে আবার খালসা সেনার মন ফিরিয়া গেল। তাহারা মিঞা মান্দার মসজিদে রাজা সুচেৎকে আক্রমণ করিল। সুচেৎ সিংহ স্বল্পমাত্র সেনা লইয়া শত্রুসৈন্যের সম্মুখীন হইলেন। যুদ্ধে সুচেৎ ও তাহার সহকারী রায় কেশরীসিংহ নিহত হইয়াছিলেন।

এদিকে সর্দ্দার আতরসিংহ লাহোর দরবারে উজীরপদ প্রাপ্তির আশায় গোপনে ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে মে মাসে তিনি শতদ্রু পার হইয়া বাবা বীরসিংহের সহিত মিলিত হইলেন। কাশ্মীরাসিংহ ও পেশোরা সিংহ সদলে আসিয়া যোগ দিলেন। ব্যাপার ক্রমেই গুরুতর দাঁড়াইল। হীরাসিংহ এই বিদ্রোহদমনের জন্য লাহোর হইতে মহাতাব্ সিংহ, গোলাপসিংহ, মিঞা জবাহির সিংহ প্রভৃতি সেনাপতিগণকে প্রেরণ করিলেন। জালন্ধর দোয়াবের শাসনকর্ত্তা শেখ ইমাম্ উদ্দীন্ ও অন্যান্য সর্দ্দারেরা ঐ সঙ্গে অগ্রসর হইতে আদিষ্ট হইলেন। যুদ্ধে সিন্ধিয়ান্‌ওয়ালা সর্দ্দার আতরসিংহ ও রাজকুমার কাশ্মীরাসিংহ নিহত হইলে সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। খালসা সৈন্য জয়লাভ করিয়া লাহোরে ফিরিয়া আসিল। পেশোরাসিংহ নিরুপায় হইয়া লাহোর দরবারে আসিয়া আশ্রয় ভিক্ষা করিলেন। হীরাসিংহের অনুগ্রহে তিনি জায়গীর লাভ করিয়া শেষ জীবন নির্ব্বিবাদে অতিবাহিত করেন।

[পেশোরাসিংহ দেখ।]

এই সময়ে সুচেৎ সিংহের সম্পত্তি লইয়া রাজা গোলাপ সিংহের সহিত হীরাসিংহের বিরোধ উপস্থিত হয়। এই সূত্রে উভয়পক্ষে যুদ্ধের জন্য আয়োজন চলিতে লাগিল। অবশেষে ভাই রামসিংহ, দেওয়ান দীননাথ ও শেখ ইমাম্ উদ্দীনের মধ্যস্থতায় তাহাদের পারস্পরিক গোলযোগ মিটিয়া যায়।

এতদিনে হীরাসিংহ নিষ্কণ্টক হইলেন, তাঁহার শ...

দরবারে অপ্রতিহত রহিল. কিন্তু তাঁহার কুলগুরু জল্লা পণ্ডিতের আচরণে শিখগণ ক্রমশঃই বিরক্ত ও উত্তেজিত হইতে লাগিল। রাণী ঝিন্দন কোষাধ্যক্ষ লালসিংহে আসক্ত এবং ঐ লালসিংহ সর্দার জবাহির সিংহকে গোপনে অর্থ সাহায্য দ্বারা উত্তেজিত করিতেছেন জানিতে পারিয়া জল্লা পণ্ডিত এক দিন রাণীকে উদ্দেশ করিয়া কুবাক্য প্রয়োগ করেন। খালসা-সৈন্য সেই কথা শুনিয়া রাজবংশের অবমাননা জ্ঞানে পণ্ডিত ও হীরাসিংহের উপর বিলক্ষণ চটিয়া উঠিল। তাহারা প্রকাশ্যতঃ জবাহিরের পক্ষ অবলম্বন করিয়া জল্লা পণ্ডিতকে তাহাদের সমক্ষে উপস্থিত করিতে হীরাসিংহকে অনুরোধ করিল। হীরাসিংহ তখন প্রমাদ গণিলেন। পলায়ন ভিন্ন উপায় নাই দেখিয়া তিনি জল্লাপণ্ডিতকে সঙ্গে লইয়া জম্বু অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

শিখসৈন্য সর্দার জবাহির সিংহকে প্রধান মন্ত্রিপদ দান করিয়া হীরাসিংহের পশ্চাদ্ধাবিত হইল। ২১এ ডিসেম্বর ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে হীরাসিংহ ও পণ্ডিত জল্লা খালসা হস্তে নিহত হইলেন। জবাহির সিংহ তাঁহাদের ছিন্নমুণ্ড লইয়া মহোল্লাসে রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন।

সর্দার জবাহির ও কোষাধ্যক্ষ লালসিংহ এখন লাহোরের সর্বেসর্বা হইলেন। তাঁহারা প্রথমেই রাজতোষাখানা হইতে অর্থ লইয়া খালসা সেনার মনস্তুষ্টি করিলেন, তাহাতে তাহারা পরিতুষ্ট হইয়া জম্বু আক্রমণ করিতে সম্মত হইল। তদনুসারে গুলাবসিংহ আত্তরীবালা, ফত্তেসিংহ মান প্রভৃতি খালসা নায়কগণ যুদ্ধযাত্রা করিলেন। জম্বুর যুদ্ধে মানসর্দার নিহত হইলেন। এই ঘটনায় খালসা সেনাদল বিশেষভাবে উত্তেজিত হইবে ও তাঁহার সর্বনাশ করিবে জানিয়া, রাজা গোলাপসিংহ স্বয়ং সেনাদলের সম্মুখে আসিয়া বৃদ্ধ সর্দারের মৃত্যু জন্য শোক প্রকাশ করিলেন এবং তাঁহার অজ্ঞাতসারে এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে বলিয়া মনোবেদনা জানাইলেন।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে এপ্রিলমাসে খালসাদল রাজা গোলাপসিংহকে লাহোর দরবারে আনিয়া উপস্থিত করিল। তখন জবাহির সিংহ রাজাকে রাণীর সম্মুখে লইয়া গেলেন, রাণী তাঁহাকে উজীর-পদ গ্রহণ করিতে প্রার্থনা করিলেন। জবাহির সিংহ এবিষয় অনুমোদন করিলেন না। সাধারণের আগ্রহে পুনরায় ১৪ই মে তারিখে জবাহির সিংহকে উজীরপদে প্রতিষ্ঠিত করা হইল। গোলাপসিংহ ৬৮ লক্ষ টাকা জরিমানা ও সুচেৎসিংহের সম্পত্তি রাজদরবারে দান করিয়া অব্যাহতি পাইলেন।

উক্ত বর্ষে রাজা পেশোরাসিংহ লাহোর দরবারে আসিয়া রাণী কর্ত্তৃক সমাদৃত হইলেন। জবাহির ইহাতে বিলক্ষণ চটিয়া যান এবং তাঁহার সহিত অসদ্ব্যবহার করেন। এই সময়ে কোন কোন সেনাদল তাঁহাকে উজীরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিলেও তিনি খালসা সৈন্যের আগ্রহে লাহোর পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন। আটক নগরে আসিয়াই তিনি পাঠান-গণের সাহায্যে দুর্গ অধিকার করিয়া আপনাকে মহারাজ বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং কাবুলরাজ দোস্ত মহম্মদ খাঁর সাহায্য-লাভের আশায় তাঁহাকে পত্র লিখিলেন।

জবাহির সিংহ এই ব্যাপারে উদ্ধত পেশোরা সিংহকে ইহজগৎ হইতে অপসারিত করিতে মনস্থ করিলেন। তদনুসারে লাহোর হইতে সর্দার ছত্রসিংহ ও ফতেখাঁ তিয়ানা সদলে আটক আক্রমণার্থ প্রেরিত হইলেন। তাঁহাদের শঠতায় পেশোরাসিংহ ধৃত, কারানিক্ষিপ্ত ও নিহত হইলেন।

এই ঘটনায় খালসা সেনাদল উজীরের উপর বিরক্ত হইলেন। সেনা পঞ্চায়ৎ অবিলম্বে জবাহির সিংহকে তাহাদের সম্মুখে আসিবার জন্য অনুরোধ জানাইল। উজীর প্রমাদ গণিলেন, খালসা সেনার হস্তে তিনি আপনার শেষ দিন সমুপস্থিত হইয়াছে বুঝিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। সেনাদল আশ্বাস বাক্যে তাঁহাকে বাহিরে আনাইলেন। তাঁহার ক্রোড়ে হস্তিপৃষ্ঠে বালক মহারাজ দলীপসিংহও আনীত হইয়াছিল। তিনি আসিলেই সেনাদল তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল এবং বালকরাজকে তাঁহার ক্রোড় হইতে ছিনাইয়া লইয়া তাঁহাকে তদণ্ডেই শমন-সদনে প্রেরণ করিল, ২১এ সেপ্টেম্বর ১৮৪৫।

এইরূপে খালসা সৈন্য পেশোরা সিংহের হত্যাব্যাপারের প্রতিশোধ লইল। রাণী ভ্রাতৃহত্যায় বিশেষ শোকার্ত্ত হইয়া পড়িলে তাঁহার আবেশে রাজ্যের শত্রুকুল নিরস্ত হইল। সাধারণের ইচ্ছায় রাণী ঝিন্দন বালক মহারাজের প্রতিনিধি হইলেন এবং দেওয়ান দীননাথ ভাই রামসিংহ ও লালসিংহ মিশ্রের সহযোগে তিনি রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে রাজ্যের মূলশক্তি সেনাবিভাগের পঞ্চায়ত হস্তেই ন্যস্ত ছিল। তাঁহারা রাজা গোলাপসিংহের হস্তে মন্ত্রিত্ব দান করিতে প্রস্তুত হইলেন। বিবেচক রাজা ব্যাপার গুরুতর বুঝিয়া সরিয়া পড়িলেন। এই সময়ে পেশাবর হইতে খুসালসিংহের ভ্রাতা সর্দার তেজসিংহ লাহোরে আসিয়া উপনীত হইলেন। সকলে তাঁহাকেই মন্ত্রী করিতে কহিলেন। কিন্তু তিনিও এই উচ্চপদ গ্রহণ করিলেন না। তখন রাণী পাঁচ খণ্ড কাগজে পাঁচজন লোকের নাম লিখিয়া অদৃষ্ট পরীক্ষা করিতে কহিলেন। মহারাজ দলীপকে দিয়া কাগজ তোলা হইল। প্রথম পত্রেই লালসিংহের নাম উঠিল, খালসা দল তাঁহাকে মন্ত্রিপদ দিতে চাহিলেন না, তখন রাণী বাধ্য হইয়া স্বয়ং রাজকার্য্য চালাইতে লাগিলেন। তেজসিংহ

সেনাপতি হইলেন এবং লালসিংহ মন্ত্রী হইয়া তাঁহাকে পরামর্শ দিতে লাগিলেন।

এই সময়ে খালসা সেনার শক্তি অদম্য হইয়া পড়িল। তাহাদের কার্য্য নিষেধ করিবার শক্তি কাহারও রহিল না। উচ্চতম রাজকর্ম্মচারী এমন কি স্বয়ং মহারাজও তাহাদের হস্তে নিহত হইবার ভয়ে জড়সড় রহিলেন। সেনাদলের অর্থপিপাসা কিছুতেই প্রশমিত হইল না। রাজকোষে অর্থ না থাকায় রাণী বিপদে পড়িলেন। কিসে সেনাদলের মনস্তুষ্টি সাধন করিবেন তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। এদিকে সেনাদল অর্থলালসার বশবর্ত্তী হইয়া শেরসিংহের নাবালক পুত্র [illegible] মহারাজপদে বরণ করিতে বাসনা জ্ঞাপন করিল। রাণী এই অবস্থায় উপায়ান্তর না দেখিয়া তাহাদের মনোগতি ফিরাইতে ও শক্তি খর্ব্ব করিবার অভিপ্রায়ে শতদ্রু পার হইয়া ইংরাজ রাজ্য আক্রমণের পরামর্শ দিলেন, তদুদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য শালিমার উদ্যানে সর্দারগণের এক বৈঠক বসিল। রাজা লালসিংহ তাহার নেতা। ঐ সময়ে দেওয়ান দীননাথ সকলকে জানাইলেন, কাশ্মীর ও পেশাবরের রাজারা লাহোর-দরবারের শাসন উপেক্ষা করিয়া রাজকর বন্ধ করিয়াছেন, এদিকে শতদ্রুপারে ইংরাজেরাও শিখসর্দারদিগের নিকট হইতে রাজস্ব আদায়ের জন্য পীড়ন করিতেছেন। রাজ্যের অন্যান্য স্থানেও অরাজকতার লক্ষণ দেখা গিয়াছে, সুতরাং ইহার প্রতিবিধান করা কর্ত্তব্য। তিনি আরও বলিতে লাগিলেন, এই শিখজাতি চিরকাল রাজভক্ত, যদি এই সময়ে তাহারা দৃঢ়চিত্ত হইয়া রাজ্যের মর্য্যাদা রক্ষা না করে, তাহা হইলে অচিরে শিখজাতির অধঃপতন ঘটিবে। গৃহশত্রু ও বহিঃশত্রু উভয়েই বলবান্ হইয়া শিখশক্তি গ্রাস করিতে আসিতেছে।

দেওয়ানের বাক্যে সকলে উপস্থিত কর্ত্তব্য বুঝিতে পারিলেন। সর্দারগণ ও খালসা পঞ্চায়ৎ আপনাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য যুদ্ধ করাই শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিলেন। আয়োজন আরম্ভ হইল। রাণীর পরামর্শানুসারে ও সাধারণের ইচ্ছায় মহারাজ দলীপসিংহের নামাধীনে প্রকাশ্য ভাবে রাজা লালসিংহ উজীর এবং তেজসিংহ সেনাপতি মনোনীত হইলেন। সাধারণে গ্রন্থসাহেব ও কড়চা প্রসাদ লইয়া মহারাজ দলীপের পক্ষ সমর্থনে প্রতিশ্রুত হইল। রাজা লালসিংহ পরামর্শদাতা হইলেন এবং তেজসিংহ সেনাচালনভার গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের আদেশে ১১ই নবেম্বর ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে শিখসৈন্য যুদ্ধার্থ প্রেরিত হইল।

লাহোর দরবার ইংরাজ বিরুদ্ধে এই কয়টী কারণে যুদ্ধ ঘোষণা করেন—১ ইংরাজ সেনার শতদ্রুতীরে আগমন ও পঞ্জাবে যুদ্ধের আশঙ্কা। ২ রাজা সুচেৎসিংহের সম্পত্তির মূল্যস্বরূপ ফিরোজপুর রাজকোষে ইংরাজ গবর্মেণ্টের ১৮ লক্ষ টাকা দিতে অস্বীকার। ৩ নাভারাজ্যের মোরবান্ গ্রাম ইংরাজের আত্মসাৎকরণ। ৪ শতদ্রুর দক্ষিণস্থ খালসা অধিকারে শিখসেনাকে যাইতে পথ না দেওয়া প্রভৃতি। এই চারিটী প্রধান কারণ ব্যতীত আরও জনরব উঠে যে, ইংরাজেরা শতদ্রুবক্ষে সেতু বাঁধিবার জন্য বোম্বাই সহরে নৌকা প্রস্তুত করিতেছেন এবং মুলতান-জয়ের জন্য সিন্ধু প্রদেশে সেনা সজ্জা করিয়া পাঠাইতেছেন।

যে কারণেই হউক, শিখ ও ইংরাজে যুদ্ধ অনিবার্য্য হইল। দুর্দ্ধর্ষ খালসা সৈন্য এই যুদ্ধে যে বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল এবং তাহাতে তাহাদের শক্তি যে ভাবে সংহত হয়, তাহার বিবরণ অন্যত্র বিবৃত হইল। [শিখযুদ্ধ দেখ।]

শিখক (পুং) লেখক। (শাকটায়ন উণাদি)

শিখণ্ড (পুং) ময়ূরপুচ্ছ।

'শিখণ্ডস্ত্রী পিচ্ছবর্হে শিখিপুচ্ছে নপুংসকে।' (শব্দরত্না°)

২ চূড়া। (মেদিনী)

শিখণ্ডক (পুং) শিখণ্ড এব কন্। ১ কাকপক্ষ, চলিত জুল্পী, ক্ষত্রিয়কুমারদিগের চূড়াকরণকালে তিনভাগ করিয়া যে কেশ বপন করা হয়, তাহাকেও শিখণ্ডক কহে। কেহ কেহ বলেন, শিখাপঞ্চক, কাহারও কাহারও মতে চূড়া, কাকপক্ষের আকৃতি বশতঃ কাকপক্ষ, মস্তকে খণ্ডিত হয় এইজন্য শিখণ্ডক।

'যে ক্ষত্রিয়কুমারাণাং শিখাত্রয়ে উক্তক বালানাঞ্চ শিরঃ কার্য্যং ত্রিশিখং মুণ্ডমেব চ। শিখাপঞ্চকে ইত্যন্যে। সামাজ্ঞেন চূড়ামিত্যাহ। কাকপক্ষাকারত্বাৎ কাকপক্ষঃ। শিরসি খণ্ডতে শিখণ্ডকঃ, শিখণ্ডক শিখাণ্ডকাবিতি বাচস্পতিঃ।' (ভরত)

শিখণ্ডক (পুং) শিখণ্ড। (অমর)

শিখণ্ডিক (পুং) শিখণ্ডীব কায়তি শব্দায়তে ইতি কৈ ক, শিখণ্ডি হ্রস্বোক্তি শিখণ্ড কন্। কুক্কুট। (হেম)

শিখণ্ডিকা (স্ত্রী) শিখা।

'চূড়া কেশী কেশপাশী শিখা শিখণ্ডিকা সমা।' (হেম)

শিখণ্ডিন্ (পুং) শিখণ্ড চূড়া অস্যাস্তি ইতি ইনি। ১ ময়ূর। (মেদিনী) ২ কুক্কুট। ৩ বাণ। (হেম) ৪ গুঞ্জা। ৫ স্বর্ণযূথিকা। ৬ বিষ্ণু। (বিষ্ণুর সহস্রনাম) ৭ শিব। (ভারত ১৩।১৭।৩১) ৮ ময়ূরপুচ্ছ। ৯ দ্রুপদাত্মজ। মহাভারতে ইহার বৃত্তান্ত এই রূপ লিখিত আছে যে—কাশীরাজতনয়া অম্বা ভীষ্মকে পতিত্বে বরণ করিলে ভীষ্মদেব পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা অনুসারে তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করেন। অম্বা ইহাতে অতিশয় খিন্ন হইয়া ভীষ্মকে বধ করিবার জন্য জন্মের উদ্দেশে কঠোর তপস্যা করেন।

রুদ্র তাঁহার তপস্যায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে বর দেন যে তোমা হইতে ভীষ্ম বিনষ্ট হইবে। অম্বা এই বর প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, ভগবন্! আমি স্ত্রীলোক, কিরূপে বিশ্ববিজয়ী ভীষ্মকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইব? ইহাতে রুদ্র কহিলেন, ভদ্রে! আমার বাক্য মিথ্যা হইবে না, তুমি সংগ্রামে ভীষ্মকে বিনাশ ও পুরুষত্ব লাভ করিবে, এবং দেহান্তর লাভ হইলেও তোমার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণ থাকিবে। তুমি দ্রুপদবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া কালক্রমে ক্ষিপ্রাস্ত্র ও ক্ষিপ্রবেধী পুরুষ হইবে। পরে অম্বা অগ্নি প্রবেশ করিয়া দেহ ত্যাগ করেন। তদনন্তর তিনি দ্রুপদপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া ভীষ্মবধের কারণ হইলেন।

দুর্য্যোধন ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে শিখণ্ডী প্রথমে কন্যারূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া কি প্রকারে পুরুষত্ব লাভ করেন, আপনি এই বৃত্তান্ত বলিয়া আমাদের সংশয় অপনোদন করুন। ইহাতে ভীষ্ম বলিয়াছিলেন, রাজা দ্রুপদ অপুত্র ছিলেন, তিনি আমাদিগকে বধ ও পুত্রলাভের জন্য রুদ্রের উদ্দেশে কঠোর তপস্যা করেন। রুদ্র প্রসন্ন হইলে তিনি ভীষ্মকে বিনাশ করিতে সমর্থ এক পুত্ররূপ বর প্রার্থনা করেন। রুদ্রদেব তাঁহাকে এই বর দেন যে, তোমার এক কন্যা উৎপন্ন হইয়া পরিণামে পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইবে। তুমি এক্ষণে নিবৃত্ত হও, আমি যাহা বলিলাম, তাহা কদাচ মিথ্যা হইবে না।

তখন রাজা দ্রুপদ তপস্যা হইতে বিরত হইয়া গৃহে গমন করেন। কিছু কাল পরে তাঁহার এক কন্যা জন্মিল, দ্রুপদমহিষী কন্যাকে পুত্র বলিয়া প্রচার করেন। রাজা দ্রুপদও রুদ্রদেবের বাক্যানুসারে পুত্রের ন্যায় ঐ প্রচ্ছন্ন কন্যার সমুদয় জাতকর্ম্মানুষ্ঠান করিলেন। রাজমহিষী ও দ্রুপদ ব্যতীত এই বৃত্তান্ত আর কেহই অবগত ছিলেন না। রাজা ইহার নাম শিখণ্ডী রাখিলেন।

এই কন্যা দ্রোণাচার্য্যের নিকট যথাবিধি অস্ত্রশস্ত্র শিক্ষা করেন। এই কন্যা ক্রমে যুবতী হইলে উভয়েই তখন অতিশয় চিন্তাপরায়ণ হইলেন। কিন্তু দৈববাক্য কদাচ মিথ্যা হইবার নহে, এই আশায় আশাযুক্ত হইয়া দশার্ণদেশাধিপতি হিরণ্যবর্ম্মার কন্যার সহিত ইঁহার বিবাহ দিলেন। কালক্রমে দশার্ণাধিপতির কন্যার যৌবন কাল সমুপস্থিত হইল। তখন তিনি শিখণ্ডীকে প্রকৃত স্ত্রী বলিয়া অবগত হইয়া ধাত্রী ও সখীগণ সমীপে এই বৃত্তান্ত জানাইলেন। তখন সখীগণ গোপনে রাজা হিরণ্যবর্ম্মার নিকট জ্ঞাপন করিল। দশার্ণপতি দাসী মুখে এই সংবাদ শুনিয়া অতিশয় কুপিত হইলেন। কিন্তু শিখণ্ডী তৎকাল পর্য্যন্তও আপনার স্ত্রীত্ব প্রচ্ছন্ন রাখিয়া পুরুষের ন্যায় বাস করিতে লাগিলেন।

এদিকে রাজা হিরণ্যবর্ম্মা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া রাজা দ্রুপদের নিকট এক দূত প্রেরণ করিলেন। এই দূত গোপনে রাজাকে সকল বৃত্তান্ত জানাইয়া কহিলেন, আপনি দশার্ণপতিকে প্রতারণা করিয়া অবমাননা করিয়াছেন, অতএব অচিরে আপনি ইহার প্রতিফল প্রাপ্ত হইবেন। রাজা দূতবাক্যে ভীত হইয়া অতিশয় বিনীত ভাবে দূতকে কহিলেন, দশার্ণপতি যাহা বলিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা, বরং তিনি এই বিষয়ে বিশেষ রূপে সন্ধান লইতে পারেন।

রাজা দূতের এই বাক্য শুনিয়া প্রকৃত বিষয় বিশেষ রূপে অনুসন্ধান করেন। এই অনুসন্ধানেও তাঁহাকে কন্যা বলিয়াই বিদিত হইলেন। তখন তিনি আরও ক্রুদ্ধ হইয়া দ্রুপদরাজের প্রতিকূলে যুদ্ধ যাত্রা করিবার অভিলাষ করিলেন। তখন দশার্ণপতি দূতদিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, তোমরা অচিরে দ্রুপদরাজের নিকট গমন করিয়া কহিবে যে দশার্ণপতি আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া আপনাকে সমুচিত শিক্ষাপ্রদান করিবেন, তজ্জন্য আমাদিগকে অগ্রে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।

দ্রুপদ স্বভাবতঃ ভীরু ছিলেন, এক্ষণে এইরূপ পাপাচরণ দ্বারা আরও ভীত ও উদ্বিগ্ন হইলেন। শিখণ্ডী তাহারই জন্য পিতা, মাতা ও রাজ্যের বিপদ উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। পরে তিনি নির্জ্জনে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া এক গহন কাননে প্রবেশ করিলেন। স্থূণাকর্ণ নামে এক যক্ষ ঐ বন রক্ষা করিত। তাহার ভয়ে কেহই তথায় প্রবেশ করিতে পারিত না। দ্রুপদনন্দিনী শিখণ্ডিনী ঐ বনে প্রবেশ করিয়া বহু দিন অনাহারে শরীর শুষ্ক করিতে লাগিলেন।

একদা সেই যক্ষ শিখণ্ডিনী সমীপে উপস্থিত হইয়া মৃদু বচনে কহিলেন, বালিকে! তুমি কি নিমিত্ত এইরূপ অনুষ্ঠান করিতেছ, শীঘ্র বল, আমি তোমার বাসনা পরিপূর্ণ করিব। ইহাতে শিখণ্ডী কহিলেন, তুমি আমার কার্য্য সম্পাদন করিতে কদাচ সমর্থ হইবে না। ইহাতে যক্ষ কহিল, আমি কুবেরানুচর, তোমাকে বর প্রদান করিতে উপস্থিত হইয়াছি, তুমি আমার সমক্ষে অভিলাষ প্রকাশ কর, আমি অদেয় বস্তুও তোমাকে প্রদান করিব, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

তখন শিখণ্ডিনী যক্ষপ্রধান স্থূণাকর্ণকে আত্মবৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, দশার্ণপতি এই অপমানে আমার পিতার প্রতিকূলে আগমন করিতেছেন, আমার পিতা পুত্রহীন, তিনি যেন অবিলম্বেই বিনষ্ট না হন, আপনি আমাকে ও আমার জনকজননীকে রক্ষা করুন। আমার দুঃখ শান্তি করিবেন বলিয়া আপনি অঙ্গীকার করিয়াছেন, অতএব আমি যেন আপনার প্রসাদে পুরুষত্ব লাভ করি।

তদনন্তর যক্ষ শিখণ্ডিনীর বাক্য শ্রবণ ও মনে মনে চিন্তা

করিয়া কহিল, ভদ্রে! আমাকে দুঃখভোগের নিমিত্ত অবশ্যই স্ত্রীবিগ্রহ পরিগ্রহ করিতে হইবে। অতএব এই অবকাশে আমি তোমার অভীষ্ট সাধন করিব। কিন্তু আমার সহিত একটী সময় নির্দ্দেশ করিতে হইবে। আমি কিয়ৎকালের নিমিত্ত তোমাকে আমার পুরুষাকৃতি প্রদান করিব। কিন্তু তোমাকে কালক্রমে এইস্থানে আগমন করিয়া আমাকে উহা প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। অগ্রে ইহা সত্য করিয়া বল। আমি কামচারী ও গগনবিহারী, তুমি আমার অনুগ্রহে স্বীয় নগর ও বন্ধুবর্গকে রক্ষা কর। তুমি প্রতিজ্ঞা করিলে পর আমি তোমার স্ত্রীরূপ ধারণ ও প্রিয়ানুষ্ঠান করিব।

তখন শিখণ্ডিনী কহিলেন, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি যে, কিয়ৎকাল পরে পুরুষাকৃতি আপনাকে প্রত্যর্পণ করিব, কিছুদিনের জন্য আপনি স্ত্রীরূপ ধারণ করুন। তাহারা পরস্পর এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া লিঙ্গ পরিবর্ত্তন করিলে স্থূণাকর্ণ স্ত্রীরূপ এবং শিখণ্ডিনী পুরুষরূপ প্রাপ্ত হইলেন।

তৎপরে শিখণ্ডিনী হৃষ্টচিত্তে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া দ্রুপদকে আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তখন তিনি অতিশয় হৃষ্ট হইয়া সুবর্ণবর্ম্মার নিকট এই সংবাদ প্রেরণ করিলেন যে, আমি আপনাকে নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, আমার পুত্র পুরুষ, আমি আপনাকে প্রতারিত করি নাই। আপনাকে কেহ প্রতারণা করিয়াছে, বরং আপনি বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যেরূপ বিহিত হয় করিবেন।

তখন দশার্ণপতি একান্ত চিন্তিত হইয়া শিখণ্ডী স্ত্রী কি পুরুষ ইহা সবিশেষ জানিবার জন্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রমণীগণকে প্রেরণ করিলেন। তাহারা তত্ত্বার্থ অবগত হইয়া দশার্ণপতিকে কহিল, মহারাজ! শিখণ্ডী পুরুষ, তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। রাজা এই কথা শুনিয়া অতিশয় প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন এবং দ্রুপদের নিকট উপস্থিত হইয়া হৃষ্টচিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে একদা কুবের স্থূণাকর্ণের গৃহে উপস্থিত হইয়া এই বৃত্তান্ত শুনিয়া তাহাকে অভিসম্পাত দেন যে, তুমি যক্ষগণের অবমাননা ও পাপাচরণ করিয়া শিখণ্ডীকে আপনার পুরুষলক্ষণ প্রদান ও তাহার স্ত্রীলক্ষণ গ্রহণ করিয়াছ, অতএব তোমার এই নারীরূপই থাকিবে। তুমি এতাদৃশ বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছ, এই নিমিত্ত তুমি স্ত্রী ও শিখণ্ডী পুরুষ হইবে।

অনন্তর যক্ষগণ স্থূণাকর্ণের নিমিত্ত কুবেরকে নানা প্রকারে স্তব করিতে লাগিল। তখন কুবের প্রসন্ন হইয়া কহিল, শিখণ্ডীর মৃত্যুর পর স্থূণাকর্ণ পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইবে। এই বর দিয়া কুবের স্বস্থানে গমন করিলেন। স্থূণাকর্ণ অভিশপ্ত হইয়া তথায় এইরূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর শিখণ্ডী আপন প্রতিজ্ঞানুসারে তথায় উপস্থিত হইয়া কহিলেন, যক্ষরাজ! আপনি আপনার রূপ গ্রহণ করিয়া আমার স্ত্রীরূপ প্রদান করুন। তখন যক্ষ অতিশয় প্রীত হইয়া শিখণ্ডীকে কুবেরের শাপবৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া কহিলেন, আমি তোমার নিমিত্তই কুবের কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছি, এখন জীবিতকাল পর্য্যন্ত সুখে পুরুষরূপে বিচরণ কর। শিখণ্ডী তাহার বাক্য শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে গৃহে গমন করিলেন। দ্রুপদরাজও বান্ধবগণের সহিত নিতান্ত সন্তুষ্ট হইলেন। (উদ্যোগপর্ব্ব অম্বোপাখ্যান পর্ব্বাধ্যায়)

ভারত যুদ্ধকালে অর্জ্জুন শিখণ্ডীকে অগ্রে করিয়া ভীষ্মের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, ভীষ্ম শিখণ্ডীর স্ত্রীরূপ স্মরণ করিয়া অস্ত্র পরিত্যাগ করেন। তখন শিখণ্ডী ও অর্জ্জুন এই দুইজন ভীষ্মকে যুদ্ধে হনন করেন। [ভীষ্ম শব্দ দেখ]

শিখণ্ডিনী (স্ত্রী) শিখণ্ডশ্চূড়া অস্ত্যস্যা ইতি ইনি-ঙীপ্। ১ যূথিকা। ২ গুঞ্জা। (মেদিনী) ৩ ময়ূরী। ৪ বিজিতাশ্বরাজ-পত্নী। (ভাগবত ৪।২৪।৩) ৫ শিখণ্ডবিশিষ্টা।

৬ দ্রুপদরাজকন্যা, এই কন্যা পরে যক্ষবরে পুরুষত্বলাভ করে। [শিখণ্ডিন্ শব্দ দেখ।]

শিখণ্ডিমৎ (ত্রি) চূড়াবিশিষ্ট।

শিখন (দেশজ) শিক্ষণ শব্দের অপভ্রংশ, অভ্যাস, উপদেশ।

শিখযুদ্ধ, নানক বা গুরুগোবিন্দের শিষ্য সম্প্রদায় ইংরাজ জাতির সহিত যে কয়টী ভীষণ যুদ্ধ করে, তাহা ভারতের ইতিহাসে "শিখযুদ্ধ" নামে বর্ণিত। যে ঘটনাস্রোতে ভাসমান হইয়া খালসা শিখগণ ইংরাজের সহিত যুদ্ধব্যাপারে লিপ্ত হয়, তাহা আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, স্বজাতীয়গণের ষড়যন্ত্রে পরিচালিত ও বিজাতীয় ইংরাজগণের অন্যায় অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া শিখসৈন্য অস্ত্রধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

শিখশক্তির ইতিহাসের শেষভাগে এই যুদ্ধ সম্বন্ধে যে সকল কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই সকল ব্যতীত এ ব্যাপারে আরও কয়টী ঘটনা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের মে মাসে মূলতান হইতে কতকগুলি অশ্বারোহী পুরুষ লুণ্ঠনকারী দস্যুদলের অনুসরণ করিয়া সিন্ধুসীমান্তে উপস্থিত হয়। সিন্ধুবিজেতা সুপ্রসিদ্ধ বীর সেনাপতি নেপিয়ার এই ঘটনাকে তাচ্ছিল্য না করিয়া সীমান্তরক্ষার উদ্দেশে কসমরে কতকগুলি সেনা প্রেরণ করেন। উচ্চতন ইংরাজরাজকর্ম্মচারীদিগের এইরূপ বিচিত্র ক্রিয়া-কলাপে শিখগণ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতেছিলেন, ঐ সময়ে সংবাদপত্রে শিখ-ইংরাজ সমরের কথা অনবরত ভাবে আলোচিত

হয়। উত্তরোত্তর এরূপ কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনায় শিখগণ ক্ষুব্ধ ও বিচলিত হইয়া পড়ে। তাহার উপর উক্ত বর্ষের নবেম্বর মাসে মেজর ব্রড্‌ফুট্ লুধিয়ানার নিকটবর্ত্তী দুইটী প্রদেশ হস্তগত করেন। তখন লাহোর দরবারের সহিত ইংরাজগণের মিত্রতা ছিল। সে মিত্রতা ভঙ্গ করিয়া ব্রড্‌ফুট্ এই দুষ্কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছেন, তাহার কারণ দর্শাইয়া তিনি বলিলেন যে, ঐ দুই প্রদেশে ইংরাজরাজের কতকগুলি পলাতক অপরাধী আশ্রয় লাভ করিয়াছে এবং শিখগণ তাহাদিগকে ইংরাজকরে প্রত্যর্পণ না করিয়া বরং পোষকতাই করিয়াছেন।

যখন মহারাজ রণজিতের রাজ্য ইংরাজের ঈদৃশ অত্যাচারে বিক্ষুব্ধ, তখন কতকগুলি অকর্ম্মণ্য শিখসর্দ্দার আপনাদের প্রতিষ্ঠা কামনায় ও পুরস্কার প্রাপ্তির আশ্বাসে জন্মভূমির উচ্ছেদসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। তাঁহারা খালসা সেনার প্রচণ্ড তেজোমুখে নিতান্ত তীক্ষ্ণ ন্যায় দণ্ডায়মান, সুতরাং সেই সুবিখ্যাত শিখবাহিনী পরিচালনেও সম্পূর্ণ অক্ষম। দুর্ব্বৃত্ত সর্দ্দারগণ আপনাদের ক্ষীণ ক্ষমতা রক্ষার্থ মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে, বীর্য্যবান্ রণজিৎ-বাহিনীর সমূলে উচ্ছেদ সাধন ব্যতীত আলস্য ও বিলাসিতার স্রোত চালিয়া নিষ্কণ্টকভাবে রাজভোগে জীবন অতিবাহিত করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাঁহারা আপনাদের এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে বৃটীশসিংহের সহিত গোপনে মিত্রতায় আবদ্ধ হইলেন; তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল, দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ বৃটীশসিংহের দুর্দ্দান্ত শক্তি ব্যতীত দুর্দ্ধর্ষ শিখসেনাদিগের পতন কখনই সম্ভবপর নহে।

এই স্বদেশ বৈরিগণের মধ্যে লালসিংহ ও তেজসিংহ সর্ব্বাধিক কুখ্যাত। তাঁহারা একদিকে যেমন বিশ্বাসঘাতকতায় দেশ ডুবাইতে ছিলেন, অমনি অন্যদিকেও শিখবাহিনীকে ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে প্ররোচিত করিতেছিলেন। তাঁহাদের ভোগলালসা প্রবৃত্তি তখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই। লালসিংহ রাণী ঝিন্দনের রূপসাগরে ডুবিয়া সুখস্বপ্ন দেখিতেছিলেন। তেজসিংহও অর্থ ও পদলালসায় কর্ত্তব্য পথ ভ্রষ্ট হইতে ছিলেন। ইংরাজগণ এই বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাদিগকে বিজিত রাজ্যের উচ্চপদ প্রদানে সম্মানিত করিবেন, এই আশাই তাঁহাদের হৃদয়ে বলবতী ছিল।

দেশের নায়ক সেনাপতি ও সেনাবৃন্দের যখন এইরূপ মতিচ্ছন্ন তৎকালে ভারত-প্রতিনিধি সীমান্ত বিভাগে সমুপস্থিত। শিখসমিতি গবর্ণর-জেনারলের এই দ্রুত আগমনবার্ত্তা অবগত হইয়া স্থির করিল, যুদ্ধ অনিবার্য্য। তখন তাহারা মৃত মহারাজ রণজিৎ সিংহের সমাধি-স্তম্ভের চতুর্দ্দিকে সমবেত হইয়া পবিত্র খড়্গ ও জন্মভূমির রক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল। ১৭ই নবেম্বর তারিখে শিখগণ রণভেরী ভীষণ রবে নিনাদিত করিয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল।

উদ্ধত শিখগণের সহিত বিরোধ করা সহজ নহে জানিয়া, গবর্ণর জেনারল সার্ হেন্‌রী হার্ডিঞ্জ প্রথমে মহারাজ রণজিৎ সিংহের ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের সন্ধির উল্লেখ করিয়া যুদ্ধ করিতে চাহিলেন না। ১৪ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সেনাপতি লর্ড গাফ ও ভারত-প্রতিনিধির মধ্যে এইরূপ মতামতের পরামর্শ ও বিচার চলিতেছিল।

এদিকে প্রেরিত শিখসৈন্য ৮ই ডিসেম্বরে শতদ্রুর দক্ষিণকূলে আসিয়া সমুপস্থিত হইল। ১০ই তারিখে সমগ্র শিখ-সৈন্য সমবেত হইলে ১৩ই তারিখে সকলে সেতু নির্ম্মাণ করিয়া নদী উত্তীর্ণ হইল এবং ১৪ই ডিসেম্বর ফিরোজপুরের ১০ মাইল দূরে সেনাসন্নিবেশ করিল। পূর্ব্ব হইতেই ইংরাজগণও যুদ্ধের আয়োজন করিতেছিলেন। লুধিয়ানা ও আম্বালার সেনাদল লইয়া ব্রিগেডিয়ার হুইলার যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। সার্ জন্ লিট্‌লার কতকগুলি সেনা লইয়া ফিরোজসহর গ্রামের নালা কাটিয়া নির্ব্বিঘ্নে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

শিখ-সৈন্যেরা প্রথমে ফিরোজ পুরেইংরাজ সেনানী লিট্‌লারে বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিল; কিন্তু শিখ সেনাপতি লালসিংহ প্রথমেই ইংরাজের প্রধান সেনাপতির পরিচালিত সেনাদলের সহিত যুদ্ধ করিতে চাহিলেন। তাঁহার মনোভাব স্বতন্ত্র, প্রধান সেনাপতির সহিত যুদ্ধে শিখবল ক্ষয় হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। পশ্চাতেও ইংরাজ সেনা রহিল, তাহাদের দ্বারা আক্রান্ত হইলে শিখেরা বিচ্ছিন্ন হইবে, এই ভাবিয়াই তিনি অগ্রগামী হইলেন। সৌভাগ্য ক্রমে, যদি লালসিংহ খালসা সৈন্যের পরামর্শ শুনিতেন তাহা হইলে, বোধ শিখযুদ্ধের চিত্রপট অন্যরূপে চিত্রিত হইতে পারিত।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ১৮ই ডিসেম্বর ফিরোজপুরের ২০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে মুড্‌কি নগরে ইংরাজ ও শিখসৈন্যের প্রথম সংঘর্ষ হয়। ঐ যুদ্ধে ইংরাজ পক্ষে লুধিয়ানা ও আম্বালা সেনাদলে প্রায় ১১ হাজার এবং শিখদলেও তিনহস্র পদাতি ও ৮ কিম্বা ১০ হাজার অশ্বারোহী ছিল। ভীষণ যুদ্ধের পর শিখগণ পরাজিত হইল। কিন্তু যুদ্ধে ইংরাজ সেনানী মেজর জেনারল সর রবার্ট সেল ও মেজর জেনারল সার্ জন ম'কাস্‌কিল নিহত হইলেন। এই যুদ্ধে শিখগণ ইংরাজ বন্দীগণের উপর বিশেষ সৌজন্য প্রকাশ করেন। যুদ্ধ পরাজয়ের পর তাহারা কাপ্তেন বিডল্‌ফ্‌কে এবং প্রত্যেক বন্দী সেনার হস্তে একএকটী টাকা দিয়া বিশেষ ভদ্রতার সহিত তাহাদিগকে ইংরাজ শিবিরে প্রত্যাগমন করিতে অনুমতি দেন।

মুড্‌কি যুদ্ধে পরাজিত হইয়াও শিখগণ ভগ্নোদ্যম হইল না।

তাহার অবিলম্বে ফিরোজসহরে সমবেত হইয়া আপনাদের পক্ষ সুদৃঢ় করিতে লাগিল। ২১এ ডিসেম্বর লর্ড গাফ ফিরোজসহরের দুই মাইল দূরে লিট্‌লারের অধীনস্থ সেনাদলের সহিত মিলিত হইলেন। এইরূপে বলবৃদ্ধি করিয়া ইংরাজ সেনাপতি হারি স্মিথ বৈকালে ফিরোজসহর আক্রমণ করিলেন। রজনীর নিবিড় অন্ধকারে ইংরাজসৈন্য বিষম বিভ্রাটে পড়িল। স্বয়ং ভারত-প্রতিনিধি লর্ড হার্ডিঞ্জ রণক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন, তিনি ঐ রাত্রে সেনাবৃন্দের কষ্টের কথা যুরোপে লিখিয়া জানান।

২২এ তারিখে প্রাতে পুনরায় যুদ্ধারম্ভ হইল, সার হেনরী হার্ডিঞ্জ ও সার হিউ গাফ্ স্বয়ং রণক্ষেত্রে সেনাচালনা করিতে লাগিলেন। শিখসৈন্যের গোলাবৃষ্টি তুচ্ছ করিয়া তাঁহারা শিখদিগকে ভীম বেগে আক্রমণ করিলেন। সেই সংঘর্ষে শিখদল সিপাহী সৈন্যের বলবিক্রমে অধিক ক্ষণ স্থির থাকিতে পারিল না। তাহারা পরাজিত হইয়া রণক্ষেত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক শতদ্রুপারে ফিরিয়া গেল। শিখগণের ৭৩টী কামান ইংরাজদিগের অধিকৃত হইল। লালসিংহ যুদ্ধের প্রাক্কালেই পলাইয়া ছিলেন।

এই যুদ্ধ শেষ হইতে না হইতেই সর্দ্দার তেজসিংহ প্রায় বিংশতি সহস্র অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য লইয়া শতদ্রু পার হইয়া রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন এবং শত্রুর প্রতি গোলা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি যখন জানিতে পারিলেন যে লালসিংহের সেনাদল পরাজিত হইয়াছে, তখন বর্ণাঙ্গন দুঃ যুদ্ধ না করিয়া ও খালসা সেনাকে ইংরাজভয়ে ব্যস্ত করাইয়া তিনিও সদলে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। যুদ্ধে শিখদিগের সম্পূর্ণ পরাভব হইল। এই যুদ্ধে ইংরাজদিগের যে ক্ষতি হইয়াছিল, ভারতের অন্য কোন রণক্ষেত্রে আর তাদৃশ বলক্ষয় হয় নাই।

এই যুদ্ধের পর ৩১এ ডিসেম্বর ইংরাজ-প্রতিনিধি লাহোরের অধীনস্থ শিখসর্দ্দার ও দেশীয়রাজগণের উপর শিখরাজের পক্ষত্যাগের জন্য এক ঘোষণা পত্র বাহির করিলেন। গোলা-গুলি ও রসদাদির অভাবে ইংরাজ প্রতিনিধি-লাহোর-দরবার কৃত অপরাধের সমুচিত দণ্ড দিতে পারিলেন না। যুদ্ধ কিছু কালের জন্য স্থগিত থাকিল। পর বৎসর, ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে সর্দ্দার লহনা সিংহের ভ্রাতা রণজুর সিংহ স্বীয় অধীনস্থ শিখবাহিনী লইয়া লুধিয়ানা আক্রমণার্থে ফিলোর নগরে উপনীত হইলেন। লাদবার রাজা অজিৎ সিংহ সদলে আসিয়া তাহার সহিত যোগদান করিলে তিনি বড়োবাল দুর্গে আশ্রয় লইলেন। এখানে প্রায় ১০ সহস্র শিখসৈন্য তাহার সহিত সমবেত হইল। ইংরাজ সেনানী সার হারি স্মিথ লুধিয়ানা রক্ষার্থে প্রেরিত হইলেন। ২১এ জানুয়ারী বড়োবালে একটী খণ্ড যুদ্ধ ঘটিল। তাহাতে ইংরাজগণ পরাজিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

তাহাদের রসদাদি শিখহস্তে পতিত হওয়ায় সেনানী স্মিথ কষ্টে পড়িলেন। ঐ সময়ে ধরমকোট হইতে ইংরাজ সেনানী কিউরেটন আসিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিল। তৎপূর্ব্বেই ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে সেনাপতি হারি স্মিথ বিনা রক্তপাতে ধরমকোট অধিকার করিয়াছিলেন।

যুদ্ধজয়ের পর, রণজুর সিংহ যদি শিখ সৈন্য শতদ্রু তীরে পরিচালিত না করিয়া দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হইতেন, তাহা হইলে তিনি অনায়াসেই ইংরাজের সাহায্যার্থ প্রেরিত কামান, বারুদ ও গোলা প্রভৃতি পথিমধ্যেই হস্তগত করিতে পারিতেন; কিন্তু ইংরাজের সৌভাগ্যক্রমে তিনি সে পথে অগ্রসর না হইয়া ইংরাজের সেনাসংযোগ ছিন্ন করিবার অভিপ্রায়ে জগরাওন অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

বড়োবাল রণক্ষেত্রে জয়লাভ করিয়া শিখগণ ইংরাজদিগকে শতদ্রুতীর হইতে বিদূরিত করিবার আশায় উন্মত্ত হইল। উক্ত বর্ষের ২৭এ জানুয়ারী রাজা গোলাপসিংহ লাহোরে আসিয়া উপনীত হইলেন এবং শিখসেনার আগ্রহে তিনি মন্ত্রী ও সেনাপতির ভার গ্রহণ করিলেন।

এদিকে সার হারি স্মিথ ও ব্রিগেডিয়ার হুইলার লুধিয়ানার সেনাদলের সহিত মিলিত হইয়া কিছু আশ্বস্ত হইলেন। তিনি তখন ২৮এ তারিখে সদলে শত্রুর সম্মুখীন হইতে অগ্রসর হইলেন। আলীবাল রণক্ষেত্রে উভয় দলে পুনরায় সংঘর্ষ হইল এ যুদ্ধেও শিখগণ পরাজিত হইয়া শতদ্রুপারে শিবিরে গমন করিল।

আলীবাল ক্ষেত্রে পরাজিত হইবার পর, শিখগণ শতদ্রু নদীর বামকূলে অবস্থিত পঞ্জাবপতির অধিকৃত স্থানসমূহ ইংরাজ-গবমেণ্টকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন। ঐ সকল স্থানে শিখদিগের যে সকল দুর্গ ছিল তাহাও তৎকালে ইংরাজের অধিকৃত হয়। অতঃপর মন্ত্রী গোলাপসিংহ পরাজিত শিখসেনাদিগকে উত্তেজিত না করিয়া বরং তাহাদের শক্তি হ্রাস করিবার নিমিত্ত তাহাদের দুরাশা উল্লেখে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। রণকুশল জম্বুপতি ইচ্ছা করিলেই শিখযুদ্ধের অবসান ঘটাইতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া গোপনে গোপনে ইংরাজের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন। তাহাতে স্থির হয় যে, ইংরাজ কর্তৃক শিখসৈন্য আক্রান্ত হইলে খালসা-সেনা নায়কগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইবে এবং ইংরাজ গবমেণ্ট তৎপরিবর্ত্তে শিখরাজ্যের স্বাধীনতা প্রদান করিবেন। কিন্তু প্রকাশ্যতঃ ইংরাজ-প্রতিনিধি বলিয়া পাঠাইলেন যে, বৃটিশ গবমেণ্ট লাহোরে শিখ-রাজার আধিপত্য স্বীকারে প্রস্তুত আছেন, যদি মহারাজ এই দণ্ডেই অস্ত্র শস্ত্র কাড়িয়া লইয়া সেনাদল ভঙ্গ করিয়া দেন। আরও কথা হইল, শতদ্রু নদীর উপরিস্থ পথসমূহ ও রাজধানীর প্রবেশমার্গ বিজেতা

ইংরাজগণের নিকট যেন সর্ব্বদাই মুক্ত থাকে। গোলাপ সিংহও প্রত্যুত্তরে জানাইলেন, ইহা সর্ব্বতোভাবে অসম্ভব। দুর্দ্ধর্ষ খালসা সৈন্যের উপর আধিপত্য বিস্তার তাহার ক্ষমতার বহির্ভূত।

বলা বাহুল্য যে, এরূপ চুক্তি খালসা-দলের আদৌ মনোমত হইল না। তাহারা পুনরায় প্রতিহিংসা-সাধনের জন্য শতদ্রু উত্তীর্ণ হইল এবং ইংরাজদিগকে ঐ সুদৃঢ় প্রদেশ হইতে সমরে আহ্বান করিবার মানসে তাহারা সোব্রাওন অধিকার করিল এবং আপনাদের অবস্থান সুদৃঢ় করিবার জন্য তাহারা ঐ স্থান প্রাকার ও পরিখাদি দ্বারা সুরক্ষিত করিয়া তদুপরি ৬৭টী তোপ সাজাইল। ঐ সময়ে শিখদলে সেনাসংখ্যাও নিতান্ত কম ছিল না। তাহারা সোব্রাওন রণভূমে অতুল বিক্রম, অসীম সাহস ও অসামান্য ক্ষিপ্রকারিতা প্রদর্শন করিয়াছিল।

সোব্রাওন রণক্ষেত্রে সর্দ্দার তেজসিংহ খালসা সৈন্যের পরিচালক হইলেন, লালসিংহ স্বীয় দলবল লইয়া নদীর উত্তরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি এই সুযোগে শিখ-সেনার গতিবিধি ইংরাজশিবিরে গোপনে প্রেরণ করেন। বৃথা স্বজাতির বিশ্বাসঘাতকতায় বীরহৃদয় খালসাসৈন্য অকাতরে জীবন বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত দেখিয়া বহুদর্শী বৃদ্ধ সর্দ্দার শ্যাম সিংহ আতবী ইংরাজহস্তে শিখসৈন্যের উচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী দেখিয়া সেনাদলের মধ্যে ঘোষণা দিলেন যে, মাতৃভূমির মঙ্গলের জন্য জাতীয় শত্রুর সমরে শ্যাম সিংহ যুদ্ধ করিবেন এবং গুরু গোবিন্দের পবিত্র আত্মার শান্তি ও খালসার গৌরবের জন্য তিনি প্রাণত্যাগী হইবেন।

১০ই ফেব্রুয়ারী, উভয় দল সোব্রাওন রণক্ষেত্রে অগ্রসর হইল। শিখ-সেনাপতি তেজসিংহ ও বৃদ্ধ শ্যাম সিংহ খালসাদিগকে বীরোচিত বাক্যে উৎসাহিত করিয়া রণরঙ্গে মত্ত হইলেন। ইংরাজের গোলায় তেজসিংহ আহত ও শ্যামসিংহ নিহত হইলেন। যুদ্ধে ইংরাজের জয় হইল।

উক্ত বর্ষে ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ইংরাজদল সদর্পে কসুর আক্রমণ ও অধিকার করিলেন। ঐ যুদ্ধে শিখগণ ইংরাজহস্তে পরাজিত হইলেন। দলীপ সিংহ ভারত-প্রতিনিধিকে সম্মান প্রদর্শনার্থ লুলিয়ানীতে আসিয়া সাক্ষাৎ করিলেন। ইংরাজ প্রতিনিধির পরামর্শ অনুসারে লাহোরের সদর শিখসেনার প্রবেশ নিবারণের জন্য ইংরাজ সেনা রক্ষিত হইল। লেফটেনান্ট [illegible] ঐ সেনাদল ২০এ ফেব্রুয়ারী লাহোর নগরে [illegible] আধিপত্য বিস্তার করেন।

৯ই মার্চ ইংরাজ লাহোরে [illegible] সন্ধি স্থাপন করিলেন। মহারাজ দলীপ সিংহের অভিভাবিকা রূপে রাণী ঝিন্দন রাজকার্য্য পরিচালন করিতে লাগিলেন। রাজমন্ত্রী লালসিংহ কাশ্মীরের শিখ-শাসনকর্তা শেখ ইমাম উদ্দীনের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া ইংরাজ-রাজপুরুষের বিচারে বারাণসীধামে নির্ব্বাসিত হইলেন। উক্ত বর্ষের ১৬ই ডিসেম্বর ঐ সন্ধির অনুকূলে আর একটী সন্ধিপত্র সাক্ষরিত হয়। তাহাতে ৫২ জন শিখনেতা ইংরাজকেই দেশের প্রকৃত অধিপতি বলিয়া স্বীকার করেন।

লালসিংহের নির্ব্বাসন রাণী ঝিন্দনের মনোমত হইল না। এদিকে মহাবলশালী ইংরাজের নিকট ১৬ই ডিসেম্বর ঐরূপ ঘৃণাজনক সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়া শিখসর্দ্দারগণ মনে মনে ইংরাজের প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিতে লাগিলেন। লাহোর রাজদরবারেও ইংরাজ বিরুদ্ধে নানারূপ বিপ্লব সংঘটিত হইতে লাগিল।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে বসন্তকালে মূলতানে দেওয়ান মূলরাজের অত্যাচার চরম সীমা অতিক্রম করে। লাহোর দরবার এই কারণে তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া সর্দ্দার কানাই সিংহকে তৎপদে নিযুক্ত করেন। তাহাতে মূলরাজ ইংরাজের উপর চটিয়া যান। কেন না, তৎকালে ইংরাজ রেসিডেন্টই লাহোর-দরবারের পরামর্শদাতা; মূলরাজ ঐ সময়ে শিখসর্দ্দারগণকে ডাকাইয়া ইংরাজের প্রভুত্বের কথা বলিয়া শিখজাতির সুপ্ত হৃদয় জাগাইয়া দিলেন। ২০ এপ্রিল ১৮৪৮ খৃঃ, সর্দ্দার কানাই সিংহকে বন্দী এবং ভান-এগ্নিউ ও লেফটেনান্ট এণ্ডারসনকে নিহত করিয়া যুদ্ধ ঘোষিত হইল। প্রথমেই মে মাসে দেরাগাজি খাঁয় একটী যুদ্ধ ঘটে। ঐ যুদ্ধে বিদ্রোহী দল পরাজিত হয়। অনন্তর ১৮ই জুন চন্দ্রভাগা তীরস্থ কেনেরী নগরে মূলরাজ যে যুদ্ধ করেন, তাহাতেও তাঁহার পরাজয় ঘটে।

এক মাস পরে ১লা জুলাই-সদোসম গ্রামের যুদ্ধে ইংরাজের জয় লাভ হয়। ৪ঠা সেপ্টেম্বর মূলতান অবরোধের পর ১২ই তারিখে ইংরাজ উক্ত দুর্গ ও নগর বিদ্রোহীদিগের হস্ত হইতে কাড়িয়া লন। এই স্থলে আরও কএকটী খণ্ড যুদ্ধ হয়। অবশেষে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ৩রা জানুয়ারী মূলরাজ বন্দী হইয়া যাবজ্জীবন কারাবাসে নিক্ষিপ্ত হন।

এরূপ খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ করিয়া শিখসৈন্যের আশা তৃপ্ত হইল। তাহারা ইংরাজদিগকে পঞ্জাব হইতে তাড়াইতে সচেষ্ট হইল ও ক্রমাগত উপদ্রব করিতে লাগিল। ছত্রসিংহ [illegible] তাহাকে ও তাঁহার [illegible] আনায়ন করিলেন। এইরূপে শিখ [illegible] একত্র হইল। [illegible] তাহার [illegible] সেনাসংহারক [illegible] ইংরাজ সেনাপতি লর্ড গফ [illegible] বাহিনী লইয়া রামনগরে উপনীত হইলেন। [illegible] যুদ্ধে শের

সিংহের সৈন্য ইংরাজ সেনাপতি কর্ণেল হাবেলক্ ও কিউরেটনকে নিহত করে।

লর্ড গাফ্ শিখদিগকে রামনগর যুদ্ধে চাপিয়া ধরিলে, শের-সিংহ রামনগর ত্যাগ করিয়া সাদুল্লাপুরে জেনারল থাক্‌ওয়েলকে আক্রমণ করিতে পাশ কাটাইলেন, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য না হইয়া তিনি ঝিলাম নদীতীরে রসুল গ্রামে যাইয়া ছাউনী করিলেন। ইংরাজের সহিত কোনরূপ সংঘর্ষে উপনীত না হইয়া রসুল-নগরে সদলে নিরাপদে সরিয়া আসা শের সিংহের রণপাণ্ডিত্যের প্রকৃষ্ট পরিচয়, ঐ সময়ে ছত্রসিংহের সহিত শেরসিংহের মিলন আশঙ্কা করিয়া ইংরাজ সেনানী লর্ড গাফ ও থাকওয়েল বিশেষ সতর্ক ছিলেন।

১৩ই জানুয়ারী ইংরাজ সৈন্য চিলিয়ানওয়ালা গ্রামে আসিয়া শিখসেনার সম্মুখীন হইল। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ ঘটে। শিখগণ ইংরাজ সৈন্যকে পরাভূত মনে করিয়া রাত্রির অন্ধকারে শিবিরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বিজয় ঘোষণা করেন। আটক নগরে ছত্রসিংহও বিজয়োল্লাসে তোপধ্বনি করিয়াছিলেন। ইতিহাসে ইহাই চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধ বলিয়া প্রসিদ্ধ। শিখ জাতির ইহাই বীরত্ব ও গৌরবস্থল। ইংরাজগণ রণক্ষেত্র ছাড়েন নাই বলিয়া তাঁহাদের হস্তে পরাভব স্বীকার করিতে রাজি নহেন। এই যুদ্ধে ইংরাজ পক্ষে বিস্তর ক্ষতি হয়।

ইহার পর, ২১এ ফেব্রুয়ারী ১৮৪৯ খৃঃ শেরসিংহ আর একবার গুজরাত রণক্ষেত্রে ইংরাজের সম্মুখীন হন। ইংরাজ সেনাপতি লর্ড গাফের সহিত মিলিত খালসা ও আফগান সৈন্যের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। গুজরাত রণক্ষেত্রে শিখগণ অধিক ক্ষণ তিষ্ঠিতে পারিল না দেখিয়া আফগানগণ শিখদিগের দুরদৃষ্ট ভাবিয়া তাহাদের পক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। রাজা শের সিংহ নিরুপায় ভাবিয়া মাণিক্যাল শিবিরে ইংরাজকরে আত্মসমর্পণ করেন। এই ঘটনা হইতে শিখগৌরব চিরতরে অস্তমিত হয় এবং পঞ্জাব-রাজ্য-ইংরাজ শাসনাধীনে আইসে। ২৯এ মার্চ ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে লাহোরে দরবার বসে এবং মহারাজ দলীপ সিংহকে ৫ লক্ষ টাকা বৃত্তি দিয়া তাঁহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া লওয়া হয়। তৎপরে রাজনীতির বশবর্ত্তী হইয়া ইংরাজরাজ কৌশলে মহারাজ দলীপ সিংহকে সার্ জন লোগিনের সহিত ইংলণ্ড প্রবাসী করেন। [দলীপ সিংহ ও পঞ্জাব দেখ।]

শিখর (ক্লী) শিখাস্ত্যস্যেতি (ব্রীহ্যাদিত্বাৎ র ছন্দসি — পা ৫।২।৮০) অস্মাদিত্বাৎ র দুবশ্চ। পর্ব্বতাগ্র, পর্ব্বতের অগ্রভাগ বা চূড়া। পর্য্যায়—কূট, শৃঙ্গ, শৈলাগ্রদেশক। (শব্দরত্না°)

(পুং ক্লী) ২ বৃক্ষের অগ্রভাগ। পর্য্যায় শিরঃ, অগ্র, শির। (শব্দরত্না) ৩ পুলক, রোমাঞ্চ। ৪ মাণিক বিশেষ, এই মাণিক্য পক্ক দাড়িম্ববীজের ন্যায় আভাবিশিষ্ট। ৫ সকলাগ্র। ৬ কক্ষ। (মেদিনী) ৭ কোটি। (ত্রিকা°)

শিখরবাসিনী (স্ত্রী) শিখরে বসতীতি বস-ণিনি ঙীপ্। দুর্গা। (ত্রিকা°) শিখরদেশে বাসকারিণী মাত্র।

শিখরা (স্ত্রী) শিখর-টাপ্। মূর্ব্বা, চলিত মুর্গা। (শব্দচন্দ্রিকা)

শিখরাদ্রি (পুং) পর্ব্বতবিশেষ। এই পর্ব্বতের তিনটী শিখর আছে।

'ত্রিকূট শিখরাদ্রিশ্চ কলিঙ্গোর্ধ্ব পতঙ্গকঃ'। (মার্ক° পু° ৫৫।৬)

শিখরিন্ (পুং) শিখরোঽস্ত্যস্যেতি শিখর ইনি। ১ পর্ব্বত। ২ বৃক্ষ। ৩ অপামার্গ। (মেদিনী) ৪ কোট্ট। ৫ কোয়ষ্টি। (হেম) ৬ বন্দাক। ৭ কর্কটশৃঙ্গী, কাকড়াশৃঙ্গী। ৮ কুন্দুরুক। ৯ যাবনাল। (রাজনি°) (ত্রি) ৯ কোটিবিশিষ্ট।

"হবৈঃ তঙ্কৈঃ শিখরিভিঃ সিংহসংহননো মহান্।" (ভরত ১।৭৪।৪)

১০ মৃগবিশেষ। ইহার মাংস গুণ লঘু, হৃদ্য ও বলপ্রদ। (রাজনি°)

শিখরিণী (স্ত্রী) শিখরিন্ স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ১ রসালা, দধিফল। ২ বৃক্ষভেদ। ৩ নারীরত্ন। ৪ নবমল্লিকা। ৫ রোমাবলী, রোমরাজী। (মেদিনী) ৬ ছন্দোভেদ, এই ছন্দের প্রতি চরণে ১৭টী করিয়া অক্ষর থাকিবে, তন্মধ্যে ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ১১, ১৬ ও ১৭ বর্ণ-গুরু তদ্ভিন্ন বর্ণ সমুদায় লঘু। লক্ষণ—

"রসৈ রুদ্রৈশ্ছিন্না যমনসভলা গঃ শিখরিণী।"

উদাহরণ—

করাদস্য ভ্রষ্টে নব শিখরিণী দৃষ্টতি শিলো

বিলীনাঃ স্থঃ সত্যং নিয়তমবধেয়ং ভবথিলৈঃ।

ইতি ব্রজবেশোপাত্তচিত্তশিক্ষণাপদমিতং

মিতং বিভ্রৎ দেবী জগদবতু গোবর্দ্ধনধরঃ॥" (ছন্দোমঞ্জরী ২)

৭ জ্ঞানক সন্ধান বিশেষ, এক প্রকার পানক। রাজনির্ঘণ্টে ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ লিখিত আছে—দধি ৩২ পল, খণ্ড ৮ পল, মরিচচূর্ণ, ত্বক্ ও এলাচূর্ণ ৮ পল, মধু ও ঘৃত প্রত্যেক ৪ পল এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া একটী নূতন ভাণ্ডে সংস্থাপন করিয়া হিম বাসিত করিলে তাহাকে শিখরিণী কহে। ইহার মজ্জিকাদি প্রভৃতি অনেক প্রকার ভেদ আছে। (রাজনি°)

ভাবপ্রকাশ মতে প্রথমে প্রথমে জলবিহীন অম্লরসযুক্ত মাহিষ দধি ১৬ সের, পরিষ্কৃত চিনি ৮ সের, একত্র মিলিত করিয়া এক খানা পরিষ্কার অথচ পবিত্র বস্ত্র খণ্ডে ধীরে ধীরে নিক্ষেপ করিবে, পরে উহাতে ৩২ সের দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া নিম্নদেশে একটা মৃত্তিকা নির্ম্মিত নূতন পাত্র রাখিয়া সজোরে ঐ বস্ত্র দ্বারা স্রাবণ করাইতে হইবে। উহা স্রাবিত হইয়া ঐ পাত্রে পড়িলে উহার পরিমাণানুসারে যথোপযুক্ত এলাইচ, লবঙ্গ, কর্পূর, ও মরিচ নিক্ষেপ করিবে। এইরূপ প্রণালীতে উহা প্রস্তুত করিতে হয়। ইহা

রসালা নামেও অভিহিত। গুণ—শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, রুচিজনক বায়ু ও পিত্তনাশক, অগ্নিপ্রদীপক, শরীরের উপচয়কারক, স্নিগ্ধ, মধুর রস, শীতল, সারক, এবং রক্ত পিত্ত, পিপাসা, দাহ ও প্রতিশ্যায়বিনাশক। কেবল বসন্ত ঋতুতে ইহা সেবন নিষিদ্ধ। যিনি প্রতিদিন ইহা সেবন করেন, তাহার অতিশয় বীর্য্য বৃদ্ধি ও ইন্দ্রিয় সকল অতিশয় সবল হয়। অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া ইহা সেবন করিলে তৎক্ষণাৎ ক্লান্তিদূর ও শরীর বলবান্ হয়। (ভাবপ্র°)

শিখলোহিত (পুং) বৃক্ষবিশেষ, চলিত কুকুরমুড়া।

শিখা (স্ত্রী) শী (শীঙো হ্রস্বশ্চ। উণ্ ৫।২৪) ইতি খ হ্রস্বো গুণাভাবশ্চ, স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ অগ্নিজ্বালা। পর্য্যায় জ্বাল, কীল, অর্চ্চিঃ, হেতি। (অমর) চলিত আগুণের শীস্।

হোমকালে অগ্নির শিখা কিরূপ হইলে শুভ বা অশুভ হয়, তিথিতত্ত্বে তাহার বিধান এই রূপ লিখিত আছে—

"অর্চ্চিষ্মান্ পিণ্ডিতশিখঃ সর্পিঃ কাঞ্চনসন্নিভঃ।
স্নিগ্ধঃ প্রদক্ষিণশ্চৈব বহ্নিঃ স্যাৎ কার্য্যসিদ্ধয়ে॥
অশুভ লক্ষণং—
অল্পে রুক্ষে সস্ফুলিঙ্গে বামাবর্ত্তে ভয়ানকে।
আর্দ্রকাষ্ঠৈশ্চ সম্পন্নে ফুৎকারবতি পাবকে॥
কৃষ্ণার্চ্চিষি সুদুর্গন্ধে তথা লিহতি মেদিনীম্।
আহুতী র্জুহুয়াৎ যস্তু তস্য নাশো ভবেদ্ ধ্রুবং॥" (তিথিতত্ত্ব)

যে স্থলে হোমাগ্নি অর্চ্চিযুক্ত, ও পিণ্ডিত শিখাবিশিষ্ট, আহুতি দত্ত ঘৃতাদি কাঞ্চনবর্ণ তুল্য, স্নিগ্ধ প্রদক্ষিণ যুক্ত, সেই স্থলে হোম কার্য্য সিদ্ধি হইয়া থাকে।

যে স্থলে অগ্নিশিখা—অল্প, রুক্ষ, স্ফুলিঙ্গযুক্ত, বামাবর্ত্ত আর্দ্র কাষ্ঠ দ্বারা সম্পন্ন, ফুৎকারযুক্ত, কৃষ্ণবর্ণ, দুর্গন্ধ এবং মৃত্তিকাভিমুখ সেই সকল অশুভ লক্ষণ। হোমকালে অগ্নিশিখা উক্ত লক্ষণাক্রান্ত হইলে কর্ত্তার নাশ হইয়া থাকে।

২ শিরোমধ্যস্থ কেশ, চলিত টিকী। পর্য্যায়—চূড়া, কেশপাশী, জুটিকা, জূটিকা, কেশী, শিখণ্ডিকা। (হেম)

শাস্ত্রে লিখিত আছে যে চারি বর্ণেরই (হিন্দুমাত্রেরই) শিখা ধারণ অবশ্য কর্ত্তব্য। পূজা জপ প্রভৃতি করিবার সময় শিখা বন্ধন করিতে হয়, মুক্ত শিখ হইয়া কোন কার্য্য করিতে নাই। শিখা বন্ধনকালে মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক শিখা বাঁধিতে হয়। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় গায়ত্রী পাঠ করিয়া শিখা বন্ধন করিবেন। শিখা বন্ধন না করিয়া আচমন করিলে শুদ্ধি লাভ হয় না, অতএব শিখা বন্ধন করিয়াই আচমন করিবে। আচমনের পর দৈবকার্য্যের অনুষ্ঠান বিধেয়।

"গায়ত্র্যাতু শিখাং বদ্ধা নৈঋত্যাং ব্রহ্মরন্ধ্রতঃ।
জূটিকাঞ্চ ততো বদ্ধা ততঃ কর্ম্ম সমাচরেৎ॥
শিখবন্ধনাত্ত্বমাচমনং যথা—
নিবদ্ধ শিখ আসীনো দ্বিজ আচমনং চরেৎ।
কৃতোপবীতঃ সর্ব্বোহংশে বাঙ্মনঃকায়সংযতঃ॥
মুক্ত শিখস্যাচমনে দোষো যথা—
"শিরঃ প্রাবৃত্য কণ্ঠং বা মুক্তকচ্ছ শিখোঽপি বা।
অকৃত্বা পাদয়োঃ শৌচং আচান্তোঽপ্যশুচির্ভবেৎ॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

শূদ্রও শিখাবন্ধন ও মোচনকালে নিম্নোক্ত মন্ত্রপাঠ করিবেন। তাঁহারাও শিখা বন্ধন না করিয়া কোন কার্য্য করিতে পারিবেন না। শূদ্রদিগের শিখাবন্ধনমন্ত্র—

"ব্রহ্মবাণীসহস্রাণি শিববাণী শতানি চ।
বিষ্ণো র্নাম সহস্রেণ শিখা বন্ধং করোম্যহং॥
শিখামোচন মন্ত্র—
"গচ্ছন্তু সকলা দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
তিষ্ঠত্বত্রাচলা লক্ষ্মীঃ শিখামুক্তং করোম্যহম্।" (আহ্নিকতত্ত্ব)

ভারতীয় আর্য্য-সমাজে বহু পূর্ব্বকাল হইতেই শিখা ধারণ প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে। শতপথ ব্রাহ্মণ (১।৩।৩।৫), গোভিল গৃহ্যসূত্র (৩।৮।১৯) প্রভৃতি অতি প্রাচীন গ্রন্থে শিখা ধারণের কথা আছে। নিষ্ঠাবান্ হিন্দুগণের বিশ্বাস, যে হিন্দুর শিখা নাই, তাঁহার হাতের জল শুদ্ধ নহে। "আশিখং ভুঞ্জতে শবস্য শিশিতাশনা"। (হরিবংশ)

৩ শাখা। ৪ বর্হিচূড়া। ৫ লাঙ্গলিকী। ৬ অগ্রমাত্র। (ভাগবত ৩।১৫।৫৩) ৭ চূড়ামাত্র। ৮ প্রপদ। (মেদিনী) ৯ প্রধান। ১০ শিফা। ১১ ধৃণি। (হেম) ১২ শরজ্বর, কামজ্বর। (শব্দরত্না°) ১৩ তুলসীবৃক্ষ। ১৪ জটামাংসী। ১৫ বচা। (বৈদ্যকনি°)

শিখাকন্দ (ক্লী) শিখাযুক্তঃ কন্দো যস্য। গৃঞ্জন, চলিত গাজর, শালগাম।

শিখাচল (পুং) ময়ূর, শিখাবল ইহার পাঠান্তর।

শিখাজট (ত্রি) শিখায়াং জটা যস্য। যাহার শিখায় জটা হইয়াছে, জটাযুক্ত শিখাবিশিষ্ট। (মনু ১১।২১৯)

শিখাণ্ডক (পুং) কাকপক্ষ। (হেম)

শিখাতরু (পুং) শিখায়াঃ দীপশিখায়াস্তরুরিব। ১ দীপবৃক্ষ, চলিত পিলসুজ। (ত্রিকা°)

শিখাদামন্ (ক্লী) শিখামালা, মস্তকস্থ মালা।

শিখাধর (পুং) শিখায়া ধরঃ। ১ ময়ূর। (শব্দমালা) ২ মঞ্জুঘোষ। (ত্রিকা°) ৩ শিখাধারি মাত্র।

শিখাধার (পুং) শিখাং ধরতীতি ধৃ-অণ্। ময়ূর। (শব্দরত্না°)

শিখান (দেশজ) শিক্ষা করান, শিক্ষা দেওয়া।

শিখাপতি (পুং) ঋষিভেদ। (সংস্কারকৌ°)

শিখাবন্ধ (পুং) শিখায়া বন্ধঃ। শিখাবন্ধন, শিখার অগ্রভাগ-মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক বন্ধন করিতে হয়। [শিখাবন্ধ দেখ]

শিখাভরণ (ক্লী) অলঙ্কার বিশেষ। (বিক্রমোর্ব্বশী)

শিখামণি (পুং) মুকুট। (রঘুবংশ ৬।৩৩)

শিখামূল (ক্লী) শিখাযুক্তং মূলং যস্য। গৃঞ্জন, গাঁজর। (রাজনি°)

শিখাল (পুং) শিখা অস্ত্যর্থে লচ্। ময়ূর। (বৈদ্যকনি°)

শিখালু (পুং) ময়ূরশিখা। (রাজনি°)

শিখাবৎ (ত্রি) শিখা বিদ্যতেঽস্য মতুপ্, মস্য ব। ১ অগ্নি। ২ চিত্রকবৃক্ষ। (অমর) ৩ কেতুগ্রহ। (শব্দরত্না°) (ত্রি) ৪ শিখাযুক্ত, শিখাবিশিষ্ট। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। শিখাবতী ১ মূর্ব্বা। ২ শিখাবিশিষ্টা।

শিখাবর (পুং) শিখা বিদ্যতে ঽস্য-শিখা (দন্তশিখাৎ সংজ্ঞায়াং। পা ৫।২।১১৩) ইতি বলচ্। বস্য রত্বং। পনস বৃক্ষ, কাঁটাল-গাছ। (শব্দমালা)

শিখাবল (পুং) শিখা অস্ত্যর্থে বলচ্। ১ ময়ূর। (অমর) "শিখাবলনগরং, শিখাবলা স্থূণা" (পা ৫।২।১১৩ কাশিকা)

শিখাবলা (স্ত্রী) শিখা বলচ্-টাপ্। ময়ূরশিখা। (রাজনি°)

শিখাবলী (স্ত্রী) অগ্নিশিখাসমূহ, শিখাসমূহ।

শিখাবৃক্ষ (পুং) শিখায়া বৃক্ষ ইব। দীপবৃক্ষ, চলিত পিলসুজ।

শিখাবৃদ্ধি (স্ত্রী) শিখেব বৃদ্ধি যস্যাঃ। কায়িকাবৃদ্ধি, প্রাত্যহিক বৃদ্ধিলাভ। (স্মৃতি) মূলধন নষ্ট না হইয়া প্রত্যহ যে বৃদ্ধিলাভ হয়, তাহাকে শিখাবৃদ্ধি কহে।

শিখিকণ্ঠ (ক্লী) শিখিনো ময়ূরস্য কণ্ঠ ইব আকৃতি যস্য। তুথ, তুঁতে। (রত্নমালা)

শিখিগ্রীব (ক্লী) শিখিনঃ গ্রীবেব আকৃতির্যস্য। তুথ, তুঁতে।

শিখিতা (স্ত্রী) শিখিনো ভাবঃ তল্। শিখীর ভাব বা ধর্ম্ম।

শিখিতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ।

শিখিদিশ্ (স্ত্রী) অগ্নিকোণ। (বৃহৎস° ৯৫।২)

শিখিধ্বজ (পুং) শিখিনো বহ্নের্ধ্বজ ইব। ১ ধূম। (ত্রিকা°) শিখী ময়ূরো ধ্বজো যস্য। ২ কার্ত্তিকেয়। (শব্দরত্না°)

শিখিন্ (পুং) শিখাঽস্ত্যস্যেতি শিখা (ব্রীহ্যাদিভ্যশ্চ। পা ৫।২।১১৬) ইতি ইনি। ১ ময়ূর। ২ অগ্নি। ৩ চিত্রকবৃক্ষ। (অমর) ৪ বলীবর্দ্দ। ৫ শর। ৬ কেতুগ্রহ। ৭ দ্রুম। ৮ কুকুট। (মেদিনী) ৯ ঘোটক। (হেম) ১০ অজলোমা। (রত্নমালা) ১১ সিতাবর। ১২ মেথিকা। (রাজনি°) ১৩ পর্ব্বত। ১৪ ব্রাহ্মণ। ১৫ দীপ। ১৬ বিহঙ্গভেদ। (পর্য্যায়মু°) ১৭ মুনিবস্ত্রশাক। (ভাবপ্র°) ১৮ শূকশিম্বী, চলিত আলকুশী। ১৯ বকপক্ষী। ২০ পিত্ত। (বৈদ্যকনি°) (ত্রি) ২১ শিখাযুক্ত, শিখাবিশিষ্ট।

শিখিনী (স্ত্রী) শিখিন্ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ১ ময়ূর শিখা। (রাজনি°) ২ ময়ূরী।

শিখিপুচ্ছ (ক্লী) শিখিনঃ পুচ্ছ (ক্লী) শিখিনঃ পুচ্ছং। ময়ূর-পিচ্ছ, ময়ূরবর্হ, ময়ূরের পাখা।

শিখিপুচ্ছভূতি (স্ত্রী) শিখিপুচ্ছস্য ভূতিঃ। পুচ্ছভস্ম। (চক্রদত্ত)

শিখিপ্রিয় (পুং) শিখিনঃ প্রিয়ঃ। লঘুবদর, ছোটকুল।

শিখিমণ্ডল (পুং) বরুণবৃক্ষ, বরুণগাছ। (শব্দরত্না°)

শিখিমোদা (স্ত্রী) শিখিনং মোদয়তীতি মুদ-ণিচ্-অচ্-টাপ্। অজমোদা। (রাজনি°) পাঠান্তর 'শিখিমোটা'।

শিখিযূপ (পুং) শীকারী মৃগ। (রাজনি°)

শিখিবর্দ্ধক (পুং) শিখিনং জঠরাগ্নিং বর্দ্ধয়তীতি-বৃধ-ণ্বুল। কুষ্মাণ্ড, ইহা কোষ্ঠাগ্নিবর্দ্ধনকর। (শব্দরত্না°)

শিখিবাসস্ (পুং) পর্ব্বতভেদ। (বিষ্ণুপু° ২।২।২৭)

শিখিবাহন (পুং) শিখী বাহনং যস্য। ময়ূরবাহন, কার্ত্তিক।

শিখিব্রত (ক্লী) শিখিনো ব্রতং। ব্রতবিশেষ। প্রতিপদ তিথিতে একবার ভোজন করিয়া যথাবিধানে এই ব্রতানুষ্ঠান করিতে হয়। ব্রত সমাপ্ত হইলে কপিলাধেনু দান করা বিধেয়। যিনি এই ব্রতের অনুষ্ঠান করেন, তাহার বৈশ্বানর লোকে গতি হয়।

"একো প্রতিপদাদীনি ব্রতানি ব্যাস শ্রূয়তাম্।
প্রতিপদ্যেকভক্তাশী সমাপ্তে কপিলাপ্রদঃ।
বৈশ্বানরপদং যাতি শিখিব্রতমিদং স্মৃতম্ ॥" (গরুড়পু° ১২৯অ)

শিখীবক্র (স্ত্রী) সিতাবরী ক্ষুপ, চলিত শুশুনি শাক। (রাজনি°) প্রবাদ আছে যে এই শাকভোজনে অতিশয় নিদ্রা হয়।

শিখোপনিষৎ (ক্লী) উপনিষদ্ভেদ।

শিগুড়ি (স্ত্রী) স্বনামখ্যাত ক্ষুপ, হিন্দী চক্ষোণী। গুণ—কটু, উষ্ণ, বাত ও পৃষ্ঠশূলনাশক, যোগদ্বারা রসায়ন ও দেহদার্ঢ্যকর।

শিগ্রু (পুং) শেতে স্বশ্লেষ্মাণ বায়ৌ-শী (অত্রাদয়শ্চ। উণ্° ৪।১০২) ইতি-রু, হ্রস্বো গাগমশ্চ। ১ শাক। (অমর) ২ বৃক্ষ বিশেষ, চলিত সজিনা গাছ। (Moringa pterygosperma, syn. Horse radish tree) হিন্দী সোহিন, তামিল মোরুঙ্গা, তৈলঙ্গ মুনুগচেট্টু মুনগ। সংস্কৃত পর্য্যায়—হরিতশাক, শাকপত্র, সুগন্ধক, উপদংশ, ক্ষমাদংশ, কোমলপত্রক, বহুমূল, দংশমূল, তীক্ষ্ণমূল। গুণ—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, বাত, কফ, মুখজাড্য ও ব্রণদোষনাশক, দীপন, পথ্য ও পাচন। ইহা নীল, শ্বেত ও রক্ত ভেদে তিন প্রকার। নীলশিগ্রু তীক্ষ্ণ, কটু, স্বাদু, উষ্ণ, পিচ্ছিল, অম্ল, বাত ও শূলনাশক, চক্ষুর হিতকর ও রুচিকারক।

শ্বেত শিগ্রু কটু, তীক্ষ্ণ, শোফ, ও বায়ুদোষনাশক, অঙ্গ-ব্যথাহর, রুচিকর, দীপন, ও মুখের জড়তানাশক।

রক্ত শিগ্রু—রসায়ন, শোথ, আম্মান, বায়ুরোগ ও পিত্তশ্লেষ্ম রোগনাশক। (রাজনি°)

শজিনার পত্র, ফুল ও ফল এই তিন প্রকারই ভক্ষণীয়। ইহা অতি মুখরোচক। ইহার ফুলগুণ—কটু রস, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ বীর্য্য, স্নায়ু, শোথজনক এবং কৃমি, কফ, বায়ু, বিদ্রধি, প্লীহা ও গুল্মরোগনাশক। রক্ত শজিনার ফুল—চক্ষুর হিতকর এবং রক্ত-পিত্তপ্রসাদক।

ইহার ফল গুণ—মধুর, কষায় রস, অগ্নিপ্রদীপক, এবং কফ, পিত্ত, শূল, কুষ্ঠ, ক্ষয়, শ্বাস ও গুল্মনাশক। (ভাবপ্রকাশ) শজিনার ফল সাধারণতঃ শজিনার খাড়া নামে অভিহিত হয়। বানপ্রস্থাশ্রমী ও বিধবা প্রভৃতির ইহা ভোজন করিতে নাই।

"বর্জয়েন্মধুমাংসঞ্চ ভৌমানি কবকানি চ।

ভূস্তৃণং শিগ্রুকঞ্চৈব শ্লেষ্মাতকফলানি চ॥" (মনু ৬।১৪)

শিগ্রুক (পুং) শিগ্রু-স্বার্থে কন্। শিগ্রু, সজিনা। (মনু ৬।১৪)

শিগ্রুজ (ক্লী) শিগ্রোর্জায়তে ইতি জন-ড। ১ শোভাঞ্জন বীজ। পর্য্যায়—শ্বেত মরিচ। (অমর)

(ত্রি) ২ শিগ্রুভব মাত্র।

শিগ্রুতৈল (ক্লী) শিগ্রোস্তৈলং। শিগ্রুবীজভব তৈল, শজিনার বীচি হইতে যে তৈল হয়। গুণ—কটু, উষ্ণ, কফ ও বাতনাশক, ত্বগ্‌দোষ, ব্রণ, কণ্ডূতি ও শোফনাশক, পিচ্ছিল। (রাজনি°)

শিগ্রুবীজ (ক্লী) শিগ্রোর্বীজং। শোভাঞ্জন বীজ, শ্বেত মরিচ।

"শোভাঞ্জনস্য যদ্বীজং তৎশ্বেতমরিচং স্মৃতম্।" (শব্দচন্দ্রিকা)

শিগ্রুশাক (ক্লী) শজিনা শাক, শিগ্রু বৃক্ষের শাক। গুণ—রুচিকর, বাত ও কফ নাশক, কটু, উষ্ণ, দীপন, রুচিকর, ও কৃমিনাশক। (রাজনি°)

শিঘ্, আঘ্রাণ, ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। এই ধাতু ইদিৎ, শিঙ্ঘি শিঘ ধাতু। লট্ শিঙ্ঘতি। লোট্ শিঙ্ঘতু। লিট্ শিশিঙ্ঘ। লুঙ্ অশিঙ্ঘৎ। সন্ শিশিঙ্ঘিষতি। যঙ্ শেশিঙ্ঘ্যতে। ণিচ্-শিঙ্ঘয়তি। লুঙ্ অশিশিঙ্ঘৎ।

শিঙ্গ (দেশজ) শৃঙ্গ, শৃঙ্গ শব্দের অপভ্রংশ।

শিঙ্গয়, সংস্কারপদ্ধতিপ্রণেতা। ইনি মল্লনাচার্য্যের পুত্র।

শিঙ্গড়া (দেশজ) বৃক্ষ বিশেষ।

শিঙ্গধরণীশ, নাটকপরিভাষা, রসার্ণবসুধাকর ও শিঙ্গভূপালীয় নামক গ্রন্থপ্রণেতা। ইনি শিঙ্গধরণী সেন ও শিঙ্গরাজ নামে পরিচিত ছিলেন।

শিঙ্গহার (দেশজ) দেবদারুজাতীয় বৃক্ষবিশেষ।

শিঙ্গা (দেশজ) বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, ইহা শৃঙ্গ দ্বারা নির্ম্মিত হয়, বঙ্গভাষায় রামশিঙ্গা নামে কথিত।

শিঙ্গাড়া (দেশজ) খাদ্য দ্রব্য বিশেষ, ময়দা মাখিয়া আলু প্রভৃতি পুর দিয়া ঘৃতে ভাজিলে ইহা প্রস্তুত হয়। ২ শৃঙ্গাটক, পাণিফল। [শৃঙ্গাটক শব্দ দেখ]

শিঙ্গী (দেশজ) মৎস্য বিশেষ। শৃঙ্গী শব্দের অপভ্রংশ, শৃঙ্গী মৎস্য। [শৃঙ্গী শব্দ দেখ]

শিঙ্গেল (দেশজ) শৃঙ্গবিশিষ্ট, শৃঙ্গবিশিষ্ট জন্তু। প্রবাদ আছে যে দাঁতাল, মাতাল ও শিঙ্গেল দেখিলে তাহা হইতে দূরে অবস্থান করিতে হয়।

শিঙ্ঘণ (ক্লী) শিঙ্ঘাণ।

শিঙ্ঘণদেব একজন হিন্দু রাজা। সঙ্গীতরত্নাকরপ্রণেতা শার্ঙ্গদেব ইঁহার সভায় বিদ্যমান ছিলেন।

শিঙ্ঘাণ (ক্লী) শিঙ্ঘ-আণক, পৃষোদরাদিত্বাৎ কলোপঃ (উণ্ ৩।৮৩) ১ কাচপাত্র। ২ লোহমল। ৩ নাসিকা মল, চলিত নাকের শিকনি; নাকের পেচুটা। (মেদিনী)

শিঙ্ঘাণক (পুং ক্লী) শিঙ্ঘতে ইতি শিঘ (আণকো লূধূশিঙ্ঘিধাঞ্ভ্যঃ। উণ্ ৩।৮৩) ইতি আণক। ১ শ্লেষ্মা, নাসামল। (উজ্জ্বল) ২ অশ্বসমূহের নাসাগত রোগবিশেষ।

শিঙ্ঘাণিকা (স্ত্রী) ১ কাচপাত্র। লোহমল, মণ্ডূর। ৩ নাসামল।

শিঙ্ঘিত (ত্রি) শিঙ্ঘ-ক্ত। ঘ্রাত, যাহার ঘ্রাণ লওয়া হইয়াছে।

শিঙ্ঘিণী (স্ত্রী) নাসাছিদ্র। (হেম)

শিচ্ (স্ত্রী) শিক্য। (শব্দরত্না°)

শিচকা (দেশজ)

শিঞ্জ, শিজি শিজ ধাতু, এই ধাতু ইদিৎ। অস্ফুট ধ্বান, অব্যক্ত ধ্বনি। অদাদি° পক্ষে চুরাদি বা ভ্বাদি°। আত্মনে° অক° সেট্। অদাদি পক্ষে লট্ শিঙ্‌ক্তে, শিঞ্জাতে, শিঞ্জতে। লুঙ্ অশিঙ্‌ক্ত। লিট্ শিশিঞ্জে। লুট্ শিঞ্জিতা, লুঙ্ অশিঞ্জিষ্ট। চুরাদি পক্ষে শিঞ্জয়তে, ভ্বাদি পক্ষে শিঞ্জতে।

শিঞ্জ (দেশজ) গুল্মভেদ।

শিঞ্জা (স্ত্রী) শিজি অব্যক্তশব্দে (গুরোশ্চ হলঃ। পা ৩।৩।১০৩) ইতি-টাপ্। ১ ভূষণশব্দ। (শব্দরত্না°) ২ ধনুর্গুণ।

শিঞ্জার (পুং) ঋষিভেদ। (ঋক্ ৮।৫।২৫)

শিঞ্জিত (ক্লী) শিঞ্জ-ক্ত। ভূষণ-ধ্বনি।

"নখানি বিধুন্বানা বিহরিণী করেণাবুপেৎ

ততঃ বিশদাম্রতিম্বং স্বয়মখাক্ষিপদ্রতঃ।

ততো বলয়াশিঞ্জিতং ভ্রমরভাঙ্কৃতাশকয়া

উত্থিতি কুক্কুরবধ্বানাধয়া ততো মূর্চ্ছিতা॥" (উদ্ভট)

শিঞ্জিন্ (ত্রি) শিঞ্জা বিদ্যতেঽস্য ইত্যর্থে ইন্। ভূষণ শব্দবিশিষ্ট, অব্যক্ত ধ্বনিযুক্ত।

শিঞ্জিনী (স্ত্রী) শিঞ্জিত আকৃষ্টমুক্তাশব্দায়তে ইতি। শিঞ্জ ণিনি, স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ১ ধনুর্গুণ। (অমর) ২ নূপুর।

শিট, অনাদর। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ শেটতি। লোট শেটতু। লিট্ শিশেট। লুঙ্ অশেটীৎ। সন্ শিশিটিষতি। যঙ্ শেশিট্যতে। ণিচ্ শেটয়তি। লুঙ্ অশিশিটৎ।

শিটা (দেশজ) মল, ময়লা, গাদ, কাইট, আঁটা।

শিড়্শিড়্ (দেশজ) শৈত্যতাপ্রযুক্ত দেহে শীত অনুভব।

শিড়ী (দেশজ) সোপান।

শিণ্ডাকী (স্ত্রী) খাদ্যদ্রব্যবিশেষ।

"শিণ্ডাকী রাজিকাযুক্তৈর্মূলকদলদ্রবৈঃ।
সর্ষপস্বরসৈর্বাপি শালিপিষ্টকসংযুতৈঃ।
শিণ্ডাকী রোচনী গুর্ব্বী পিত্তশ্লেষ্মকরী স্মৃতা॥" (রাজনি°)

প্রস্তুত প্রণালী—শালিপিষ্টক ও মূলকদল দ্রব রাজিকা বা সর্ষপ সংযুক্ত হইলে তাহাকে শিণ্ডাকী কহে। গুণ—রুচিকর, গুরু ও পিত্তশ্লেষ্মবর্দ্ধক।

শিত (ত্রি) শো-তনূ করণে ক্ত (শাচ্ছোরন্যতরস্যাং। পা ৭।৪।৪১) ইতি ইকারাদেশঃ। ১ দুর্ব্বল। ২ নিশিত। শাণিত, তীক্ষ্ণ, ধারাল। ৩ ক্ষয়প্রাপ্ত। (বিশ্ব) (পুং) ৪ বিশ্বামিত্র গোত্রীয় এক জন ঋষি। (ভারত ১৩।৪।৫৩) ৫ বৃষ। (ক্লী) ৬ রজত, রৌপ্য।

শিতকর (পুং) কর্পূর। (রাজনি°)

শিতকর্ণী (স্ত্রী) রাস্না, রাসক গাছ। (রাজনি°)

শিতছত্রা (স্ত্রী) শতাহ্বা। (বৈদ্যকনি°)

শিততা (স্ত্রী) শিতস্য ভাবঃ তল্ টাপ্। শিতের ভাব বা ধর্ম্ম, তীক্ষ্ণতা।

শিতদ্রু (স্ত্রী) শতদ্রু নদী। (অমর) ২ ক্ষীরমোরট চলিত ক্ষীর করাড়। (রত্নমালা)

শিতনিশুণ্ডী (স্ত্রী) কৃষ্ণনির্গুণ্ডী, চলিত কালশিন্দা। (রত্ন°র°)

শিতপর্ণ (পুং) ক্ষুদ্র মুস্তক। (বৈদ্যকনি°)

শিতপুষ্প (পুং) শিরীষ বৃক্ষ। (রাজনি°)

শিতপুষ্পক (ক্লী) কাশতৃণ। (রাজনি°)

শিতশাক (পুং) শালিঞ্চ শাক। (পর্য্যায় মুক্তা°)

শিতশিব (ক্লী) সৈন্ধবলবণ। ২ মিশ্রেয়া। (স্ত্রী) ৩ শতাহ্বা।

শিতশূক (পুং) ১ যব। ২ গোধূম। (ত্রিকা°)

শিতসার (পুং) তিন্দুক বৃক্ষ, চলিত গাব গাছ। (রাজনি°)

শিতাদ্রিকর্ণী (স্ত্রী) শ্বেতাপরাজিতা। (রাজনি°)

শিতামন্ (ক্লী) বাহু, যকৃৎ, যোনি ও মেদ।

"শিতামত উৎসাদতোঽঙ্গাৎ" (শুক্ল যজু° ২১।৪৩)

'শিতামতঃ বাহুপ্রদেশাৎ, শিতাম শব্দেন বাহুযকৃদ্যোনিমেদাংস্যুচ্যন্তে' (মহীধর)

শিতি (ত্রি) শ্যতি সৌক্ষ্ম্যং ধাতুঃ (ক্রমি তমি শতি স্তম্ভা মত ইচ্চ। উণ্ ৪।১২১) ইতি ইন্, সচ কিৎ, অত ইকারশ্চ। ১ শুক্ল। ২ কৃষ্ণ। (পুং) ভূর্জ্জবৃক্ষ।

'শিতিভিত্তিষু সিতে কৃষ্ণে ভূর্জ্জে সারোঽপি চ ধবোঃ।' (শব্দরত্না°)

৩ উক্ত বর্ণবিশিষ্ট, শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ বিশিষ্ট।

শিতিককুদ্ (ত্রি) শুভ্রবর্ণককুদবিশিষ্ট। (তৈত্তিরীয় সং ৫।৬।১৪।২)

শিতিকক্ষ (ত্রি) শুক্লবর্ণ কক্ষবিশিষ্ট। (শুক্লযজু ২৪।৩)

শিতিকণ্ঠ (পুং) শিতিঃ কণ্ঠে যস্য। ১ শিব, মহাদেব, নীলকণ্ঠ। (অমর) ২ দাত্যূহপক্ষী, চলিত ডাকপাখী। (ত্রিকা°) ৩ ময়ূর।

শিতিকণ্ঠ, ১ প্রয়োগদর্পণপ্রণেতা পদ্মনাভ দীক্ষিতের গুরু। ২ কুলসূত্ররচয়িতা। ৩ তত্ত্বচিন্তামণি টীকা ও শিতিকণ্ঠীয় নামক ন্যায়শাস্ত্র প্রণেতা। ৪ মহার্থপ্রকাশ নামক তন্ত্রগ্রন্থরচয়িতা।

শিতিকণ্ঠদীক্ষিত, ভবানন্দীপ্রকাশ প্রভৃতি গ্রন্থরচয়িতা মহাদেব পুণতম্বাকরের গুরু। ইনি শ্রীকণ্ঠ নামেও পরিচিত।

শিতিকণ্ঠক (পুং) শিতিকণ্ঠ স্বার্থে কন্। ময়ূর। (ত্রি) ২ কৃষ্ণবর্ণ কণ্ঠযুক্ত।

শিতিকেশ (ত্রি) কল্মাষচয় ভেদ। (ভারত ৯ পর্ব্ব)

শিতিঙ্গ (ত্রি) শুভ্রতাপ্রাপ্ত। (অথর্ব্ব° ১১।৫।১২)

শিতিচার (পুং) শাকবিশেষ, সুনিষণ্ণক, চলিত শুশুনি শাক। (জটাধর)

শিতিছদ (পুং) শিতি ছদো যস্য। হংস। (শব্দরত্না°)

শিতিনস্ (ত্রি) শুভ্রবর্ণ নাসাবিশিষ্ট। (পা° ৫।৪।১১৮ বার্ত্তিক)

শিতিপক্ষ (পুং) শিতী শুক্লৌ পক্ষৌ যস্য। হংস।

শিতিপদ্ (ত্রি) শুভ্রবর্ণ পাদবিশিষ্ট। (ঋক্ ১।৩৫।৫)

শিতিপাদ (ত্রি) শুভ্রবর্ণ পাদবিশিষ্ট। "শিতি পাদো হ্যস্থুরথং" (ঋক্ ১।৩৫।৫) 'শিতিপাদঃ শিতয়ঃ শ্বেতবর্ণাঃ পাদা যেষাং তে শিতিপাদাঃ, যদ্বা শিতি শ্বেতবর্ণকাটিকাদিঃ স ইব পাদো যেষাং তে।' (সায়ণ)

শিতিপৃষ্ঠ (ত্রি) শিতিঃ শুভ্রঃ পৃষ্ঠঃ যস্য। শুভ্রবর্ণ পৃষ্ঠবিশিষ্ট। "শিতিবাহুঃ শিতিপৃষ্ঠস্তে বৈত্রা বার্হস্পত্যাঃ" (শুক্ল যজু° [illegible]) 'শিতিপৃষ্ঠঃ শ্বেতপৃষ্ঠঃ' (মহীধর)

শিতিপ্রভ (পুং) বিষ্ণু। (বিষ্ণুর সহস্রনাম)

শিতিবাহু (ত্রি) শুভ্রবর্ণ-বাহুবিশিষ্ট। (শুক্ল যজু° ২৪।৬)

শিতিভসদ্ (ত্রি) পশ্চাদ্ ভাগ শুভ্রবর্ণবিশিষ্ট। (কাঠক ১৩।৭)

শিতিভ্রূ (ত্রি) শ্বেতবর্ণ ভ্রূযুক্ত, শুভ্রভ্রূবিশিষ্ট। ইহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বসু।

"আগ্নেয়াঃ শিতিভ্রবো বসূনাং" (শুক্ল যজু° ২৪।৬)

'শিতিভ্রবঃ শ্বেতবর্ণ ভ্রূযুক্তাঃ ত্রয়ো বসূনাং বসুদেবতাঃ' (মহীধর)

শিতিমাংস (স্ত্রী) মেদঃ, মেদোধাতু।

শিতিমূলক (স্ত্রী) ১ উশীর, চলিত বেণা। (রাজনি°)

শিতিরন্ধ্র (ত্রি) শুভ্রবর্ণ কর্ণ রন্ধ্র।

শিতিললাট (ত্রি) শুভ্রবর্ণ ললাট বিশিষ্ট।
(পা° ৬।২।১৩৮ বার্ত্তিক)

শিতিবর (পুং) শিতিবার, সুনিষন্নক শাক, চলিত শুশুনি শাক।

শিতিবাল (ত্রি) শিতিবার রক্ত পক্ষঃ। শিতিবার।
(শত° ব্রা° ৫।৩।১।১০)

শিতিবাসস্ (ত্রি) শিতিঃ কৃষ্ণঃ বাসো যস্য। নীলাম্বর, । (ভাগবত ৬।১৬।৩০)

শিতিসারক (পুং) শিতিঃ সারো যস্ত কন্। তিন্দুকবৃক্ষ, গাবগাছ। (অমর)

শিতীক্ষু (পুং) উশনার পুত্রভেদ। (বিষ্ণুপু°)

শিতীমন্ (স্ত্রী) শিতামন, বাহু, যকৃৎ, যোনি ও মেদ।
(তৈত্তিরীয় স° ৫।৭।১৯)

শিতেয়ু (পুং) উশনার পুত্রভেদ। (বিষ্ণুপু°) পাঠান্তর শিনেয়ু।

শিতেষু (পুং) উশনার পুত্রভেদ। (বিষ্ণুপুরাণ)

শিৎপুট (পুং) পশু। (তৈত্তিরীয় সং ৫।৫।১৭।১) হরিণ।

শিত্যংস (ত্রি) শিতিকক্ষ।

শিত্যোষ্ঠ (ত্রি) শুভ্রবর্ণ ওষ্ঠযুক্ত।

শিথির (ত্রি) শিথিল। "শিথিরেব মেধাধাতে জ্যামঃ" (ঋক্ ৫।৮৫।৮) 'শিথিরেব শিথিলানীব শিথিলবন্ধনানি কলামীব'।

শিথিল (ত্রি) শ্লথ (অজি রশি শির শিথিলেতি। উণ্ ১।৫৪) ইতি কিরচ্ প্রত্যয়েন-সাধু। ১ শ্লথ, আল্গা, ঢিলা। ২ ক্লান্ত, অবসন্ন। ৩ অলস, জড়। (স্ত্রী) ৪ মন্দবন্ধন। ৫ মন্থরত্ব। ৬ সংযোগ বিশেষ।

"প্রচয়ঃ শিথিলাখ্যো যঃ সংযোগস্তেন জন্যতে।" (ভাষাপরিচ্ছেদ) কিঞ্চিৎ অবয়বছেদ দ্বারা অন্য অবয়বের যে সংযোগ, তাহাকে শিথিল সংযোগ কহে। ৭ পীড়নাক্ষম। (সুশ্রুত)

শিথিলীকরণ (স্ত্রী) শিথিল-কৃ-অভূত তদ্ভাবে চ্বি, কৃ-ল্যু। পূর্ব্বে যাহা শিথিল করা ছিল না, তাহাকে শিথিল করা।

শিনি (পুং) ক্ষত্রিয়ভেদ। (উণ্ ৪।৫১) অক্রূরের পিতা।
"অক্রূরঃ কৃতবর্ম্মা চ সত্যকশ্চ শিনেঃ সুতঃ।" (ভারত ২।৪।৩০)

শিনিবাহু (পুং) নদীভেদ। (বিষ্ণুপু°)

শিনিবাস (পুং) পর্ব্বতভেদ। (ভাগবত ৫।১৬।২৬)

শিনেয়ু (পুং) উশনের পুত্রভেদ। (হরিবংশ) বিষ্ণুপুরাণ মতে উশনার পুত্রভেদ। [শিতেষু দেখ]

শিনের্গু (পুং) সাত্যকি। (ত্রিকা°)

শিপবিত্নুক (পুং) কীটভেদ। (অথর্ব্ব ৫।২০।৭)

শিপবিষ্ট (পুং) শিপিবিশিষ্ট। (অমরটীকায় রমানাথ)

শিপাটক (পুং) অমাত্যভেদ। (রাজতর° ৬।৩৫০)

শিপি (পুং) রশ্মি, কিরণ।

"শৈত্যাৎশয়নযোগাচ্চ শিপিবারি প্রচক্ষ্যতে।
তৎপানাদ্রক্ষণাচ্চৈব শিপয়ো রশ্ময়ো মতাঃ।
তেষু প্রবেশাৎ বিশেষঃ শিপিবিষ্ট ইবোচ্যতে॥" (ব্যাসবচন)
৩ কুষ্ঠী। (অমরটীকা রায়মু°)

শিপিবিষ্ট (পুং) ১ খলতি, চর্ম্মচর্মা, স্বভাবতঃ অনাবৃতমেঢ্র। ২ মহেশ্বর। (অমর) ৩ কুষ্ঠী। (অমরটীকা রায়মু°) ইহার পাঠান্তর শিপবিষ্ট পাওয়া যায়।

৪ বিষ্ণু। (বিষ্ণুর সহস্রনাম) (ত্রি) ৫ পশুবিশিষ্ট।
"পুরোডাশং নিরবপন্ শিপিবিষ্টায় বিষ্ণবে।" (ভাগ° ৪।১৩।৩৫)
'শিপিষু পশুষু যজ্ঞরূপেণ প্রবিষ্টায়, তথাচ শ্রুতিঃ যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ পশবঃ শিপিঃ যজ্ঞ এব পশুষু প্রতিষ্ঠতীতি' (স্বামী)

শিপিবিষ্টক (ত্রি) শিপিবিষ্ট সদৃশ।

শিপিবিষ্টবৎ (ত্রি) শিপিবিষ্ট অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। শিপিবিষ্ট সদৃশ।

শিপ্র (পুং) দেবভোগ্য সরোবর বিশেষ। কালিকাপুরাণে এই সরোবরের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে, পুরাকালে বিধাতা দেবগণের উপভোগের জন্য হিমালয় পর্ব্বতে শিপ্র নামে এক মহাসরোবর সৃষ্টি করেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ এই সরোবরে বিহার করিয়া থাকেন। দেবতাদিগের ক্রীড়াসরোবর বলিয়া তাঁহারা ইহাকে অতি যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করেন। মুনি ব্যতীত অন্য কোন মনুষ্য তথায় যাইতে পারে না। যদি মানব বিশেষ তপঃপ্রভাবে ঐ স্থানে গমন এবং ঐ জলে স্নান করেন, তাহা হইলে তাহারা অমরত্ব লাভ করেন। এই সরোবর বর্ষাকালে বৃদ্ধি প্রাপ্ত এবং গ্রীষ্মকালে শুষ্ক হয় না, চিরকালই এক ভাবে থাকে। এই সরোবর হইতে শিপ্রা নদীর উৎপত্তি হইয়াছে।

শিপ্রক (পুং) সুশর্ম্মার হত্যাকারী ব্যক্তি বিশেষ।
(বিষ্ণুপু° ৪।২৪।১২)

শিপ্রবৎ (ত্রি) শোভনহনুযুক্ত। (ঋক্ ৬।১৭।২)

শিপ্রা (স্ত্রী) নদীবিশেষ। এই নদীর উৎপত্তির বিষয় কালিকাপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে যে, বশিষ্ঠ দেব যখন অরুন্ধতীকে বিবাহ করেন, তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর তাহাদিগকে শান্তি ও আশীর্ব্বাদ প্রদান করেন। ঐ শান্তিজল প্রথমে মানস পর্ব্বতকন্দরে পতিত হয়, পরে তাহা আবার সপ্তধা বিভক্ত হইয়া মানস পর্ব্বত হইতে হিমালয় পর্ব্বতের গুহা, সানু ও সরোবরে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পতিত হইতে থাকে। ঐ জল

হইতে কতক পরিমাণ জল শিপ্র সরোবরে পতিত হয়। ঐ জল খণ্ডিত হইয়া শিপ্র সরোবর অতিশয় বাড়িতে লাগিল, তখন বিষ্ণু চক্র দ্বারা গিরিশৃঙ্গ ছেদনপূর্ব্বক লোকহিতাভিলাষে সেই প্রবৃদ্ধ জলরাশিকে পুণ্যতমা নদী করিয়া পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। শিপ্র সরোবর হইতে ইহার উৎপত্তি হইল, এই জন্য শিপ্রা নাম হইয়াছে। এই নদী গঙ্গার ন্যায় পাপনাশিনী। মানব কার্ত্তিকমাসের পূর্ণিমা তিথিতে এই নদীতে স্নান করিলে বিষ্ণুলোকে গমন করে। এই পূর্ণিমা তিথিতে স্নান করিতে পারিলে এবং কেবল কার্ত্তিক মাসে স্নান করিলেও ব্রহ্মলোকে গতি হয়। (কালিকাপু° ১৯ অ° ২৪ অ°)

২ উজ্জয়িনীর নিকট প্রবাহিত প্রসিদ্ধ নদী।

৩ হনু। "পীত্বী শিপ্রে অবেপয়" (ঋক্ ৮।৭৬।১০) 'শিপ্রে হনূ' (সায়ণ)

শিপ্রিণীবৎ (ত্রি) শিপ্রবান্, ইন্দ্র। "শিপ্রাভ্যাং শিপ্রিণীবান্" (ঋক ১০।১০৫।৫) 'শিপ্রিণীবান্ শিপ্রবান্ ইন্দ্রঃ' (সায়ণ)

শিপ্রিন্ (ত্রি) শোভন হনুযুক্ত ইন্দ্র। 'শিপ্রিন্ রাজানাপতে' (ঋক্ ১।২৯।২) 'শিপ্রিন্ শোভনহনুযুক্তঃ, শিপ্রেহনুনাসিকে বা শিপ্র-মন্বর্থীয় ইনিঃ' (সায়ণ)

শিফ (পুং) শিফা। (অমরটীকা বিত্তাবিনোদ)

শিফা (স্ত্রী) বৃক্ষের জটাকার মূল, (তরুমূল) চলিত শিকড়। পর্য্যায়—জটা, মূল, (জটাধর)

৩ নদীভেদ। "হত্বে তে স্তাভাং প্রবণে শিফায়াঃ" (ঋক ১।১০৪।৩) 'শিফায়াঃ শিফানাম নদ্যা তস্যাঃ। ৪ বাংসিকা। ৫ মাতা। (মেদিনী) ৬ শতপুষ্পা। ৭ হরিদ্রা। (রাজনি°) ৮ পদ্মকন্দ। (মুকুটধৃত স্বামী) ৯ লতা। (মনু ৯।২৩০, মেধাতিথি)

শিফাক (পুং) শিফা-ইব কন্। পদ্মমূল। (শব্দরত্না°)

শিফাকন্দ (পুং) শিফাযুক্তঃ কন্দো যস্য। পদ্মমূল। পর্য্যায়—করহাট, শিফাক, পদ্মকন্দ, ককট, শিফা, কন্দ। (মুকুটধৃতস্বামী)

শিফাধর (পুং) শিফায়া ধরঃ। শাখা। (শব্দচ°)

শিফারুহ (পুং) শিফায়া রোহতীতি রুহ-ক। বটবৃক্ষ। (রাজনি°)

শিভ্র (ত্রি) ১ বসাযুক্ত, চর্ব্বী বিশিষ্ট। (অথর্ব্ব ৭।৯০।২)

২ সুপক্ব।

শিম্ (দেশজ) শিম্বী।

শিম (পুং) শিম্বী, চলিত শিম।

শিমার (দেশজ) গুল্মভেদ। (Valisneria octandra)

শিমি (স্ত্রী) শিম্বা।

শিমিরাজরাজী (দেশজ) গুল্মভেদ। (Dolichos glutinosus)

শিমিকা (স্ত্রী) কাশ্মীরস্থ একটী গ্রাম। (রাজতর° ৬।১৮৩)

শিমিদা (স্ত্রী) ঐন্দ্রজালিকভেদ। (অথর্ব্ব ৪।২৫।৪)

শিমিদ্বৎ (ত্রি) বায়ুযুক্ত, আঘাত। (তৈত্তিরীয় আর° ৪।১।১)

শিমিয়ারাজরাজী (দেশজ) গুল্মভেদ। (Hedysarum tuberosum)

শিমী (স্ত্রী) শিম্বী।

শিমীবৎ (ত্রি) শিমী-মতুপ, মস্য ব। বীর্য্যকর্ম্মোপেত। "ঋতস্য শিমীবতো ভামিনঃ" (ঋক্ ১।৮৪।১৬) 'শিমীবতঃ বীর্য্যকর্ম্মোপেতান্।' (সায়ণ)

শিমুল (দেশজ) স্বনামখ্যাত বৃক্ষ বিশেষ। শিমুলগাছ। (The silk-cotton tree, Bombax heptaphylla) এই বৃক্ষের ফলে তুলা হয়, ঐ তুলা দ্বারা গদি ও বালিশ প্রভৃতি হইয়া থাকে।

শিমৃড়ী (স্ত্রী) ক্ষুপবিশেষ। হিন্দী—চাক্লোনী। পর্য্যায়—মক্তিকা, বন্যা, পঙ্কুলাহারিণী, দ্রবৎপত্রী, বাতঘ্নী, গুচ্ছপুষ্পী। গুণ—কটু, উষ্ণ, বাত ও পৃষ্ঠশূলনাশক। রসায়নে প্রযুক্ত হইলে শরীরের দৃঢ়তাকারক হয়। (রাজনি°)

শিম্ব (পুং) চক্রমর্দ্দ, চলিত চাকুন্দে গাছ। (শব্দচ°)

শিম্বল (পুং) শল্মলী কুসুম। "শিম্বলং চিৎ বৃশ্চতি" (ঋক্ ৩।৫৩।২২) 'শিম্বলং শল্মলীকুসুমং' (সায়ণ)

শিম্বা (স্ত্রী) শিব-টাপ্। ১ কলায়াদি ত্বক্, কলায়াদিকোষ, চলিত শুঁটী, ছিমড়া। পর্য্যায়—শমী, সিম্বা, শিম্বী, শিম্বী, শিম্বিকা, শিম্বি। শমি। (হেম) ২ স্বনামখ্যাত লতা, চলিত ছিমগাছ। শিম্বীপুষ্পক ও শিম্বী ভেদে ইহা দুইপ্রকার। গুণ—পাকে মধুর, শীতল, গুরু, বলকর, দাহবর্দ্ধক, শ্লেষ্মজনক এবং বাত-পিত্তনাশক। (ভাবপ্র°)

রাজবল্লভ মতে শিম্বা বিবিধ প্রকার। যথা—

"শিম্বাস্তু বিবিধা কল্মবাতলা স্বাদুশীতলা।

বিষ্টম্ভনী কষায়াশ্চ বিট্শুক্রকফনাশিনী॥" (রাজব°)

ইহা রুক্ষ, বাতবর্দ্ধক, স্বাদু ও শীতল, বিষ্টম্ভজনক, কষায়, অগ্নি, বিষ্ঠা, শুক্র ও কফনাশক। ২ মুস্তক। (বৈদ্যকনি°)

শিম্বাতি (ত্রি) সুখ। "শিম্বাতা মিত্রেব ঋতা" (ঋক্ ১০।১০৬।৫) 'শিম্বাতা শিম্বাতৌ সুখ নামৈতৎ। শিবেন দুঃখানাং তনূকরণে হেতু নাস্তিতং প্রাপ্নুয়াস্ত। শিঞ্ নিশানে অস্মাৎ শিবমিতি বাচলকাৎ ব প্রত্যয়ো, যুকচ নিপত্যতে, অতন্তে জর্ম্মণি ঘঞ্।' (সায়ণ)

শিম্বি (স্ত্রী) শিম্বা। (হেম) ২ এরকা। (ভাবপ্র°)

শিম্বিক (পুং) কৃষ্ণ মুদগ, মুদ্গবিশেষ।

'কৃষ্ণে প্রবরবাসস্তু হরিমন্থজশিম্বিকাঃ।' (হেম)

শিম্বিকা (স্ত্রী) শিম্ব-কন্-টাপ্। শিম্বা। (শব্দরত্না°)

শিম্বিজ (পুং) শিম্বি জন-ড। ১ শিম্বিধান্য। ২ রক্তকুলথা

শিম্বিনী (স্ত্রী) অসি শিম্বীলতা, বহু খেতছিম। (রাজনি°) ২ কৃষ্ণ চটকা। (বৈদ্যকনি°)

শিম্বিপর্ণিকা (স্ত্রী) শিম্বীপর্ণী স্বার্থে কন্-টাপ্। মুদ্গপর্ণী, চলিত মুগানী। (রত্নমালা)

শিম্বিরিঙ্গণী (স্ত্রী) বনমুদ্গ। (বৈদ্যকনি°)

শিম্বিরীটিকা (স্ত্রী) স্বর্ণ জীবন্তী। (বৈদ্যকনি°)

শিম্বী (স্ত্রী) শিম্বি পক্ষে ঙীষ্। শিম্বা, ধান্যাদির কঞ্চুক, ধান্যাদির খোলা। ২ শিম্বীধান্য। ৩ শিম্বী, ছিম। মুদ্গপর্ণী। মুগানী। ৪ কপিকচ্ছু, চলিত আলকুশী। (রাজনি°)

শিম্বীধান্য (ক্লী) মুদ্গাদি দ্বিদল। মুগ প্রভৃতি দাইলের সাধারণ নাম শিম্বীধান্য। শমীজ, শিম্বীজ, শিম্বীভব, সূর্প্য ও বৈদল এই কএকটী শিম্বী ধান্যের নাম। গুণ—মধুর ও কষায় রস, রুক্ষ, কটু বিপাক, বায়ুবর্দ্ধক, কফ ও পিত্তনাশক, মলমূত্ররোধক এবং শীতবীর্য্য। (ভাবপ্র°)

শিম্বীফল (ক্লী) আহল্যাক্ষুপ। (রাজনি°)

শিম্বীভব (পুং) শিম্বীধান্য। (ভাবপ্র°)

শিম্যু (পুং) ১ বধকারী রাক্ষসাদি। ২ শময়িতা।

"দহান্ শিম্যুঁশ্চ পুরুহুত" (ঋক্ ১।১০০।১৮)

'শিম্যূন্ শময়িতৃন, বধকারিণো রাক্ষসাদীংশ্চ শমু উপশমে শময়তি সর্ব্বং তিরস্করোতীতি রাক্ষসাদিঃ শিম্যুঃ। ঔণাদিকো যুন্' (সায়ণ)

শিয়র (দেশজ) ১ শীর্ষ, শীর্ষ শব্দের অপভ্রংশ। ২ শয়ন করিবার সময় যে দিকে মস্তক থাকে, তাহাকে শিয়র কহে।

শিয়াগোস্ (দেশজ) চতুষ্পদ জন্তুবিশেষ। [সিয়াগোষ দেখ]

শিয়াল (দেশজ) শৃগাল শব্দের অপভ্রংশ, ফেরু, শিবা।

শিয়ালকাঁটা (দেশজ) ক্ষুপবিশেষ। ইহার পত্র কণ্টকাকীর্ণ। ফল হইতে তৈল হয়। গাছের আটা ক্ষতাদির নালীনিবারক।

শির (পুং) ১ পিপ্পলী মূল। (মেদিনী) ২ মস্তক। (জটাধর) ৩ শয্যা। ৪ অজগর। (সংক্ষিপ্তসার উণ্°)

'শিরোবাটী শিরোহস্তো রজোবাটী রজস্তথা।'

(জটাধরধৃত কোষান্তর)

শিরঃকপাল (ক্লী) নরমস্তক।

শিরঃকপালিন্ (পুং) শিরঃ কপালোহস্ত্যস্তীতি ইনি: নৃকরোটী-ধারী সন্ন্যাসী। এক শ্রেণীর সন্ন্যাসী আছে, যাহারা নরমস্তক হস্তে করিয়া ভিক্ষা করিয়া থাকে।

শিরঃকম্প (পুং) শিরসঃ কম্পঃ। মস্তককম্পন, মাথা কাঁপা।

শিরঃকম্পিন্ (ত্রি) শিরঃ কম্প অস্ত্যর্থে ইনি। মস্তককম্পনবিশিষ্ট, শিরঃকম্পবিশিষ্ট। বাৰ্দ্ধক্যজনিত যাহার মস্তক নিরন্তর কম্পিত হয়।

শিরঃকর্ণ (ক্লী) মস্তক ও কর্ণ, মস্তক ও কর্ণ এই দুয়ের সমাহার।

শিরঃকৃন্তন (ক্লী) শিরসঃ কৃন্তনঃ। শিরশ্ছেদন, মস্তককর্ত্তন।

শিরঃক্রিয়া (স্ত্রী) অগ্রে নয়ন। ২ মাথায় তোলা।

শিরঃপট্ট (পুং) উষ্ণীষ, মাথার পাকড়ী।

শিরঃপাক (পুং) শিরোরোগ বিশেষ। (শার্ঙ্গধর ১।৭।৮৫)

শিরঃপীঠ (ক্লী) গ্রীবা, শিরোধরা, ঘাড়।

শিরঃপীড়া (স্ত্রী) শিরসঃ পীড়া। মস্তকের পীড়া, শিরঃশূল।

শিরঃপ্রদান (ক্লী) শিরসঃ প্রদানং। মস্তক প্রদান, মস্তকদান।

শিরঃফল (পুং) শিরস্থলাং ফলং যস্য। নারিকেল। (ত্রিকা°)

শিরশ্ছেদ (পুং) শিরসশ্ছেদঃ। শিরশ্ছেদন, মস্তকছেদন।

শিরঃশিল (ক্লী) কাশ্মীরস্থিত দুর্গবিশেষ। (রাজতর° ৮।২৪৯৩)

শিরঃশূল (ক্লী) শিরসঃ শূলং। মস্তকে বেদনাজনিত রোগ, মাথা ধরা ইত্যাদি রোগ। [শিরোরোগ দেখ।]

শিরঃশেষ (ত্রি) শিরঃ শেষো যস্য। ১ রাহু। ২ মস্তকাবশেষবিশিষ্ট।

শিরকা (পারসী) মদ্যবিশেষ। পাচন ইক্ষুরস। ইহাতে আচারের জন্য আম্রাদি ফল ভিজাইয়া রাখিলে নষ্ট হয় না।

শিরগুলুল্লি (দেশজ) বৃক্ষভেদ।

শিরজ (পুং) শিরা জায়তে ইতি জন ড। কেশ। (শব্দরত্না°)

শিরনামা (পারসী) পত্রাদির উপরি ভাগে যে নাম ও ঠিকানাদি লেখা থাকে, তাহাকে শিরনামা কহে।

শিরপা (দেশজ) ১ অশ্বের চঞ্চলতা। ২ রাজানুগ্রহের পরিচায়ক রাজদত্ত বস্ত্রাদি। রাজারা প্রিয় অমাত্যদিগকে পুরস্কারস্বরূপ যে শালাদি বস্ত্র দান করে।

শিরস্ (ক্লী) শ্রি শ্রেয়তে (স্বাস্যে শিরঃ কিচ্চ। উণ্ ৪।১৯৩) ইতি অসুন্, সচ কিৎ। ধাতোঃ শিরাদেশশ্চ। ১ শিখর। ২ মস্তক। সুখবোধে লিখিত আছে, গর্ভকালে একমাসে মস্তক জন্মে। (সুখবোধ) ৩ প্রধান।

"যোগায় সাংখ্যশিরসে প্রকৃতীশ্বরায়।"

(ভাগবত ৫।১৪।৪৫)

শিরসিজ (পুং) শিরসি জায়তে ইতি জন ড সপ্তম্যাঃ অলুক্। কেশ। (জটাধর)

শিরসিরুহ (পুং) শিরসি রোহতীতি রুহ-ক। কেশ। (শব্দরত্না°)

শিরস্ক (ক্লী) শিরস্-কন্। ১ শিরস্ত্রাণ। (হেম) (ত্রি) ২ শির সম্বন্ধী, মস্তক সম্বন্ধীয়।

শিরস্তস্ (অব্য°) শিরস্-তসি। মস্তক হইতে মস্তকে।

শিরস্ত্র (ক্লী) শিরস্ত্রায়তে ত্রৈ-ক। শিরোরক্ষক সজ্জা, চলিত টোপ। (অমর)

শিরস্ত্রাণ (ক্লী) শিরস্ত্রায়তেঽনেন ত্রৈ-ল্যুট্। শিরোরক্ষক

সন্নাহ, চলিত উষ্ণীষ, পাকড়ি, টুপি, খোপ্তা, টোপ, টোপর। পর্য্যায়—শীর্ষণ্য, শীর্ষক, শিরস্ক, শিরস্ত্র। (অমর ও হেম)

"অপনীত শিরস্ত্রাণাঃ শেষাস্তং শরণং যযুঃ।" (রঘু ৭।৬৪)

শিরস্য (পুং) শিরস্ (শাখাদিভ্যো যৎ। পা ৪।৩।১০৩) ইতি যৎ। বিশদ কচ, নির্ম্মল কেশ, পরিষ্কৃত চুল। পর্য্যায়—শীর্ষণ্য। (ত্রি) ২ শিরঃসম্বন্ধীয়। (পুং) ৩ কেশ, শিরোজ।

শিরঃস্থান (ক্লী) প্রধান স্থান।

শিরঃস্নাত (ত্রি) যিনি শিরঃস্নান করিয়াছেন, যিনি সমস্ত শরীর মজ্জন করিয়া স্নান করিয়াছেন।

শিরঃস্নান (ক্লী) ১ মস্তক পর্য্যন্ত সকল অঙ্গ জলে নিমজ্জন করিয়া স্নান। ২ কাকস্নান।

শিরা (স্ত্রী) ধমনী, শরীর মধ্যস্থিত রক্ত গমনের পথ, চলিত শির। লক্ষণ—

"সন্ধিবন্ধনকারিণ্যো দোষধাতুবহাঃ শিরাঃ।
নাভ্যাং সর্ব্বাণি বদ্ধাস্তাঃ প্রতন্বন্তি সমন্ততঃ॥
শরীরং সকলঞ্চৈতৎ শিরাভিঃ পোষ্যতে সদা।
প্রণালীভির্যথারামাঃ কুল্যাভিঃ ক্ষেত্রধান্তবৎ॥
প্রসারণাকুঞ্চনাদি ক্রিয়াভিঃ সততং তনৌ।
শিরা এবোপকুর্ব্বন্তি তাঃ স্যুঃ সপ্ত শতানি তু॥" ইত্যাদি।
(ভাবপ্র° ১ভা°)

শিরা সকল সন্ধি স্থানের বন্ধনকারিণী, শরীরে যে যে সন্ধি স্থান আছে, শিরা সকল সেই সেই সন্ধি স্থান বন্ধন করিয়া থাকে। ইহা দোষ এবং ধাতুবাহিনী সকল শিরাই নাভি স্থানে সংবদ্ধ, ঐ নাভি দেশ হইতে শিরা সকল শরীরের চারিদিকে বিস্তৃত হইয়াছে। উদ্যানস্থিত বৃক্ষসমূহ যেরূপ পয়ঃপ্রণালীদ্বারা পুষ্ট হয়, কুল্যা দ্বারা যেরূপ ক্ষেত্রের পোষণ হয়, তদ্রূপ শিরাসমূহ দ্বারা ধাতু বাহিত হইয়া শরীর পুষ্ট হইয়া থাকে। সর্ব্বসমেত শিরার সংখ্যা ৭০০ শত, এই সকল শিরাই সর্ব্বদা শরীরের প্রসারণ ও আকুঞ্চন ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকে। অর্থাৎ শিরাসমূহ দ্বারা শরীরের সকল অংশে রস সঞ্চারিত হইয়া আকুঞ্চন ও প্রসারণাদির সাহায্যে দেহের রক্ষা ও পোষণ হইয়া থাকে।

বৃক্ষের পত্রের মধ্যস্থিত সেবনী অর্থাৎ ডাঁটা হইতে যেরূপ শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা সকল চতুর্দ্দিকে নিঃসৃত হইয়া পত্রের সর্ব্বস্থানে ব্যাপ্ত হয়, সেইরূপ দেহীদিগের সমস্ত শরীরের শিরা সকল ব্যাপ্ত হইয়া আছে।

জীব সকলের প্রাণ নাভিদেশে অবস্থিত, ঐ নাভিদেশেই শিরাসমূহের মূল। নাভিদেশ হইতেই শিরা সকল বাহির হইয়া শরীরের সকল দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। ইহার আকৃতি চক্রের ন্যায়। চক্রের অর সকল যেমন তাহার নাভির চারিদিকে আবদ্ধ থাকে, তদ্রূপ জীবগণের শরীরস্থ শিরাসমূহ তাহাদিগের নাভি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, শিরা সকল ৭০০ শত। ইহাদের মধ্যে মূল শিরা ৪০টী। তন্মধ্যে বায়ুবাহিনী দশ, পিত্তবাহিনী দশ, কফবাহিনী দশ এবং রক্তবাহিনী দশ এই ৪০টী মূল শিরা।

এই সকল মূল শিরা হইতেই শাখাপ্রশাখা রূপে ৭০০ শত শিরা বাহির হইয়াছে। ১৭৫টী বায়ুবাহিনী শিরা বাহির হইয়া পক্বাশয়ে অবস্থিত আছে। পিত্তবাহিনী শিরা ১৭৫, এই সকল শিরা পিত্তের স্থান অর্থাৎ আমাশয় ও পক্বাশয়ের মধ্য স্থানে অবস্থিত। কফবাহিনী ১৭৫, ইহারা কফ স্থান আমাশয়ে অবস্থিত, অবশিষ্ট ১৭৫টী রক্তবাহিনী শিরা। এই সকল শিরা রক্তাশয় ও যকৃৎ প্লীহা দেশে অবস্থিত করে।

শিরার স্থাননিরূপণ—পূর্ব্বোক্ত ১৭৫টী বায়ুবাহিনী শিরার মধ্যে প্রত্যেক সক্থি ও বাহুতে ২৫টী করিয়া এক শত শিরা কোষ্ঠদেশে ৩৪টী তন্মধ্যে নিতম্ব, গুহ্য ও মেঢ্রদেশে ৮টী, দুইপার্শ্বে দুইটী করিয়া চারিটী, পৃষ্ঠদেশে ৬টী, উদরে ৬ এবং বক্ষে দশ। স্কন্ধ দেশের উপরি ভাগে ৪১টী শিরা অবস্থিত। তন্মধ্যে গ্রীবা দেশে ১৪, দুইকর্ণে ৪, জিহ্বা দেশে ৯, নাসিকায় ৬, ও দুই চক্ষুতে চারিটী করিয়া ৮ বায়ুবাহিনী শিরা এইরূপে সর্ব্ব সমেত ১৭৫টী।

অবশিষ্ট শিরাসমূহেরও এইরূপ বিভাগ অভিহিত হইয়াছে, কেবল বিশেষ এই যে, পিত্তবাহিনী শিরা চক্ষুর্দ্বয়ে দশটী, কর্ণদ্বয়ে দুইটী, রক্তবাহিনী শিরা চক্ষুদ্বয়ে ৮টী, কর্ণদ্বয়ে চারিটী, এবং শ্লেষ্মবাহিনী শিরা গ্রীবাদেশে ১৬, এবং কর্ণে দুই এইরূপ প্রকারে ৭০০ শত শিরার বিভাগ জানিতে হইবে।

বায়ু যখন আপনার শিরার মধ্যে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে থাকে, তখন যন্ত্র-ক্রিয়ায় কোন ব্যাঘাত হয় না এবং বুদ্ধি শক্তির মোহ ঘটে না; বরং অন্যান্য নানা প্রকার গুণ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু যখন বায়ু আপন শিরা মধ্যে কুপিত হয়, তখন বায়ুজ নানা প্রকার পীড়া হইয়া থাকে।

পিত্ত স্বীয় শিরা মধ্যে সঞ্চরণ করিতে থাকিলে শরীরে কান্তি, অন্নে রুচি, অগ্নির দীপ্তি, শরীরের স্বাস্থ্য এবং অপরাপর অনেক গুণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু পিত্ত যখন কুপিত হইয়া স্বকীয় শিরা মধ্যে অবস্থিতি করে, তখন পিত্তজনিত নানাবিধ রোগ হয়।

শ্লেষ্মা যতক্ষণ প্রকৃতিস্থ অবস্থায় নিজ শিরা মধ্যে বিচরণ করে, তখন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকলের স্নিগ্ধতা, সন্ধি সকলে দার্ঢ্য, মনের স্ফূর্ত্তি এবং আরও নানা প্রকার গুণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু শ্লেষ্মা কুপিত হইয়া উক্ত শিরায় প্রবল হইলে শ্লেষ্মাজনিত নানাবিধ রোগ হয়।

রক্ত প্রকৃতিস্থ অবস্থায় স্বীয় শিরা মধ্যে বিচরণ করিতে থাকিলে ধাতু সকলের পূরণ, বর্ণের উজ্জ্বলতা এবং স্পর্শ জ্ঞানের তীব্রতা ও বল, পুষ্টি প্রভৃতি বিবিধ প্রকার গুণ হয়। কিন্তু ঐ রক্ত কুপিত হইয়া বিচরণ করিলে রক্তজন্য নানা প্রকার পীড়া জন্মে।

পূর্ব্বোক্ত শিরাসকল যে কেবল বায়ু, পিত্ত বা কফকেই বহন করে, এমন নহে। অবস্থাভেদে ইহারা বাতাদি ত্রিদোষকেও বহন করিয়া থাকে।

শিরার বর্ণভেদ।—যে সকল শিরা বায়ু দ্বারা পূর্ণ থাকে, তাহাদের বর্ণ অরুণ, যে সকল শিরা পিত্তপূর্ণ, তাহাদের বর্ণ নীল, এবং তাহাদিগকে স্পর্শ করিলে উষ্ণ বলিয়া বোধ হয়। কফপূর্ণ শিরা সকল শীতল, গৌরবর্ণ ও স্থির এবং রক্তপূর্ণ শিরা সকল রক্তবর্ণ এবং অনতি শীতোষ্ণ। (সুশ্রুত শারীরস্থা°)

পাশ্চাত্য মতে শিরাতত্ত্ব।

পাশ্চাত্য দেহবিজ্ঞানবিদ্‌গণ মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া মানবদেহে যে সকল শিরার সন্ধান পাইয়াছেন, "এনাটমী" নামক গ্রন্থে তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সকল বিবরণ এখানে সম্যক্‌রূপে আলোচিত হওয়া অসম্ভব। শিরা-তত্ত্বের প্রধান ও সারাংশ এস্থলে সঙ্কলিত হইল। সমগ্র মানব-দেহ ধমনী ও স্নায়ুর ন্যায় শিরাজালে বেষ্টিত। কেবল ফুস্‌ফুসীয় শিরা চতুষ্টয় ব্যতীত দেহের অপরিষ্কৃত শোণিত রাশিকে বহন করিয়া হৃদ্‌ফুসে লইয়া যাওয়াই শিরাসমূহের প্রধানতম কার্য্য। চর্ম্মের নীচে আমরা বহুল নীলিম শিরা দেখিতে পাই। শিরাসমূহ স্পন্দনহীন ও অপরিষ্কৃত রক্তে পূর্ণ। অপর পক্ষে ধমনী স্পন্দনযুক্ত। ধমনীগুলি পরিষ্কৃত ও পরিশোধিত রক্ত বহন করিয়া দেহের সর্ব্বত্র সঞ্চালিত করে।

এই শিরাসকল দ্বারা দেহের সর্ব্বস্থানের কৈশিকা সকল হইতে রক্ত হৃৎপিণ্ডে নীত হয়; ইহারা কৈশিক শিরা (ক্যাপিলারি) হইতে আরব্ধ হয় এবং পরস্পর মিলিত হইয়া স্থূলকায় শৈরিক কাণ্ড নির্ম্মাণ করে। সাধারণতঃ শিরা-সমূহকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়;—প্রথম বা অগভীর শ্রেণী, সুপারফিস্যাল্ ফ্যাসিয়ার স্তর মধ্যে অবস্থিতি করে, ইহারা ধমনীদিগের সহবর্ত্তী হয় না; দ্বিতীয় বা গভীর শিরাশ্রেণী ধমনী সকলের সহিত একত্র অবস্থিতি করে, এবং সাধা-রণতঃ উহাদের সহিত একসঙ্গে একটী কোষ (Sheath) দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। বৃহৎ বৃহৎ ধমনীর সহিত কেবল একটী মাত্র শিরা থাকে; কিন্তু ক্ষুদ্রতর, যথা,—প্রকোষ্ঠের, হস্তের, পদের, ও ধমনী সকলের দুইটী করিয়া শিরা থাকে, ইহাদিগকে যুগ্মশিরা ('ভেনা কমিটিস') বলে।

ধমনী অপেক্ষা শিরা সকল পরস্পর বাহুল্যরূপে সম্মিলিত হয়, এতন্নিবন্ধন দেহের সকল স্থান হইতে হৃৎপিণ্ডে রক্ত প্রত্যাগমনের সুযোগ ও সুবিধা হয়।

কতকগুলি শিরার বিশেষ স্বভাব দৃষ্ট হয়; যথা,—ডাটি-রীর শিরা, মস্তিষ্কের শৈরিক প্রণালীসকল এবং পোর্ট্যাল শিরা; ইহারা ধমনীর সহবর্ত্তী হয় না, ও ইহাদিগের নির্ম্মাণ সম্বন্ধেও বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। শিরামধ্যে সচরাচর দূষিত নীল-বর্ণের রক্ত থাকে, কিন্তু প্যাল্‌মোনারি শিরাতে ধমনীর ন্যায় লোহিত বিশুদ্ধ রক্ত থাকে। গ্রন্থি-পদার্থ হইতে যে শিরা নির্গত তদন্তর্গত রক্ত গ্রন্থির ক্রিয়াধিক্য ঘটিলে, ধমনীর রক্তের ন্যায় লোহিত হয়।

শিরা সকলের বৃত্তের তুলনায় উহাদিগের প্রাচীর অত্যন্ত পাতলা; সুতরাং ইহা অনুপ্রস্থভাবে কর্ত্তন করিলে মিলিত হইয়া যায়।

শিরা-প্রাচীর প্রসারশীল, দৃঢ় ও ধমনী সকলের ন্যায় সহজে ছিন্ন হয় না; সাধারণতঃ শিরা সকল তিনটী আবরণ দ্বারা নির্ম্মিত, এবং শৈরিক বিধানের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এই আবরণের নির্ম্মাণ-বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়।

আভ্যন্তরিক আবরণ বা শিরার যে অংশ রক্তস্রোতে সংলগ্ন থাকে, তাহা সাধারণ কোষঝিল্লি (সেল-মেম্ব্রেন্) দ্বারা নির্ম্মিত। এই ঝিল্লির এণ্ডোথিলিয়্যাল কোষ সকল ধমনী সমূহের ঐ সকল কোষ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর এবং অপেক্ষাকৃত কম, কিন্তু উহাদিগের উভয়ের সাধারণ সংস্থানপ্রণালী ও বাহ্য-স্বরূপ প্রায় একই রূপ। এই ঝিল্লীর বাহ্যদিকে একটী সূক্ষ্ম অস্পষ্ট আবরণ বর্ত্তমান থাকে, তাহাকে ইন্টরমিডিয়েট বা মধ্যবর্ত্তী বা ব্যবধায়ক স্তর বলে। ইহা আবার একটি আভ্যন্তরিক স্থিতি-স্থাপক পর্দ্দা দ্বারা আবৃত থাকে। উহা ধমনী সকলের এই স্তরের ন্যায় পরিবর্দ্ধিত নহে।

মধ্য-আবরণ পেশীয় শিরা ও স্থিতিস্থাপক তন্তু দ্বারা নির্ম্মিত; স্থিতিস্থাপক তন্তু সকলের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অল্প, এই সকল স্থিতিস্থাপক তন্তুর সহিত প্রচুর পরিমাণে শ্বেতবর্ণের সৌত্রিক (ফাইব্রাস্) তন্তু বর্ত্তমান থাকে, এ কারণ শিরা সকল ধমনী অপেক্ষা দৃঢ়তর এবং চাপসহিষ্ণু হয়। অধিকাংশ স্থলে এই স্থিতিস্থাপক ও পৈশিকসূত্র সকল শিরাকে চক্রাকারে বেষ্টিত করিয়া বর্ত্তমান থাকে। আবার, কোন কোন শিরায় আদৌ পৈশিক সূত্র দৃষ্ট হয় না। এ কারণে শিরা সকলকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়;—পৈশিক ও পেশীবিহীন। প্যারামেটার ও ডিউরামেটারের শিরা সকল, রেটিনার শিরা সকল, ইন্টার্নাল ও এক্সটার্নাল জুগুলার শিরাসকল এবং গর্ভবতী স্ত্রীলোকের

ফুলের (প্লাসেণ্টা) মাতৃ-অংশের শিরা সকল, পৈশিক সূত্র-বিহীন।

পৈশিক শিরা সকলকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়;— ১, যে সকল শিরায় সূত্র সকল লম্বভাবে অবস্থিতি করে; যথা,—গর্ভাবস্থার জরায়ুর শিরা সকল। ২, যে সকল শিরায় পেশীর আবরণের অভ্যন্তর স্তরের সূত্র সকল চক্রাকারে, এবং বাহ্যস্তরের সূত্র সকল অনুলম্বভাবে অবস্থিত; যথা,— ভেনা-কভার ইন্‌ফিরিয়র, ভেনা আজাইগাস, পোর্টাল, হিপ্যাটিক, ইণ্টার্ণাল স্পার্মাটিক, রেণাল ও আক্‌সিলারি শিরা সকল। ৩, যে সকল শিরা একটী আভ্যন্তরিক ও বাহ্য অনুলম্ব সূত্র দ্বারা, এবং মধ্যস্তর মণ্ডলাকার পৈশিক সূত্র দ্বারা বিনির্ম্মিত; যথা,—ক্রুর‍্যাল পোপ্লিটিয়্যাল শিরাসকল; ৪, যে সকল শিরার পৈশিক সূত্র মণ্ডলাকারে শ্রেণীবদ্ধ; যথা,—ঊর্দ্ধ ও নিম্ন শাখা সকলের কোন কোন শিরা।

ইন্‌ফিরিয়র ভেনাকাভার থোর‍্যাসিক অংশ মধ্য বা পেশীয় আবরণাবহীন শিরাসকল ভাল্‌ব্‌স্ বা কপাট সংযুক্ত; নিম্নশাখার শিরাসমূহে এই কপাটের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ভাল্‌ব্‌স্ বা কপাট সকল সাধারণতঃ দুইটী করিয়া পত্র বা খণ্ডযুক্ত; ইহারা সংযোগকারী শিরার মুখের নিম্নে অবস্থিতি করে। কপাটের প্রত্যেক পত্র অর্দ্ধচন্দ্রাকার, মুক্তপ্রদেশ রক্তস্রোতের প্রতিকূলে অবস্থিত, শিরার যে অংশে ভাল্‌ব্ অবস্থিতি করে, সেই স্থান স্ফুতকারে স্ফীত, এবং তাহার অব্যবহিত ঊর্দ্ধে একটী সাইনাস বা প্রসারিত স্থলী বর্ত্তমান থাকে, এই স্থলী মধ্যে ভাল্‌বের পশ্চাৎ দিকে রক্ত প্রবেশ করিয়া কপাট বন্ধ করে।

ভাল্‌বের প্রত্যেকের পত্র সূক্ষ্ম যৌগিক সংযোজক তন্তু নির্ম্মিত, এবং শিরার অন্যান্য অংশে যে প্রকার কোষ সকল দ্বারা আভ্যন্তরিক আবরণ নির্ম্মিত, ইহাও সেই প্রকার এণ্ডো-থিলিয়্যাল্ কোষ দ্বারা আবৃত।

নিম্নলিখিত শিরা সকলে ভাল্‌ব্‌স্ দৃষ্ট হয় না, সুপিরিয়র ও ইন্‌ফিরিয়র ভেনাকাভা, পোর্ট্যাল্ শিরা, হিপ্যাটিক, রেণাল্ ও ইউটেরাইন্ শিরা সকল, এবং ভার্টিব্রাল্ শিরা সকল, পাল্‌মোনারি শিরা সকল, করোটি ও কশেরুকা-মধ্যস্থ শিরা সকল, অস্থির ক্যান্সিলেটেড (কোষীয়) স্তরের শিরা সকল এবং আম্বিলিক্যাল্ শিরা সকল।

ধমনী সকলের ন্যায় শিরা সকলও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্ত প্রণালী দ্বারা পরিপোষিত হয়, ও সিম্প্যাথেটিক্ স্নায়ুবিধান হইতে স্নায়ু প্রাপ্ত হয়।

দেহের প্রধান প্রধান শিরা সকলের তালিকা।

(ক) যে সকল শিরা দ্বারা সুপিরিয়র ভেনাকাভা নির্ম্মিত হয়।

১—সাব ক্লেভিয়্যান।

(১) ইণ্টার্ন্যাল জুগুলার।

১। সুপিরিয়র সেরিব্র্যাল শিরাসকল।

২। কার্পাস ষ্ট্রায়েটামের শিরা সকল।

৩। কোরয়িড প্লেক্সাসের শিরা সকল।

৪। সুপিরিয়র সেরিবেলার শিরা সকল।

৫। ইনফিরিয়র সেরিবেলার শিরা সকল।

৬। ল্যাটার‍্যাল ও ইনফিরিয়র সেরিব্র্যাল শিরা সকল।

৭। অফ্‌থ্যালমিক শিরা—১ ল্যাক্রিম্যাল, ২ রেটিনার সেণ্ট্রাল শিরা, ৩ ইনফ্রা অর্বিট্যাল, ৪ সিলিয়ারি, ৫ এথমরি ডাল, ৬ প্যালিব্র্যাল, ৭ নেজ্যাল।

৮। ফেসিয়্যাল শিরা, ইহাকে আঙ্গিউলার কহে—১ প্যালিব্র্যাল, ২ সুপার সিলিয়ারি, ৩ নাসিকার ডর্স্যাল শিরা সকল, ৪ ওষ্ঠের সুপিরিয়র করোনারি শিরা সকল, ৫ ওষ্ঠের ইন্‌ফিরিয়র করোনারি শিরা সকল, ৬ কতকগুলি বিউক্যাল শিরা, ৭ মেসেণ্টারিক শিরা সকল, ৮ রেনাইন। ৯ সাব মেণ্টাল, ১০ ইনফিরিয়র প্যালেটাইন শিরা।

৯। লিঙ্গিউয়্যাল ফেরিঞ্জিয়্যাল শিরা সকল।

১০। সুপিরিয়র থাইরয়িড।

১১। অক্সিপিট্যাল।

১২। ডিপ্লোয়িক শিরা সকল।

(২) এক্সটার্ন্যাল জুগুলার।

১। ইণ্টার্ন্যাল ম্যাক্সিলারি—১ টেরিগয়িড, ২ স্ফীনো-প্যালেটাইন, ৩ অ্যাল্‌ভিয়োলার, ৪ ইনফ্রা অর্বিটাল, ৫ মেণ্টাল, ৬ ইন্‌ফিরিয়র ডেণ্টাল—৭, ডীপ টেম্পোর‍্যাল

২। সুপার ফিশ্যাল টেম্পোর‍্যাল—১ মিডল টেম্পোর‍্যাল অ্যান্টিরিয়র অরিকিউলার শিরাসকল, মুখমণ্ডলের ট্র্যান্সভার্স শিরা।

৩। পোষ্টিরিয়র অরিকিউলার। পরে ইহা এক্সটার্ণ্যাল জুগুলার নাম গ্রহণ করে, এবং গ্রীবা দেশ দিয়া গমনকালে অপর শিরার সহিত সম্মিলিত হয়।

৪। সার্ভাইক্যাল কিউটেনিয়াস।

৫। ট্রেকিলো স্ক্যাপিউলার, প্রভৃতি।

(৩) অ্যাক্সিলারী।

১। ব্যাসিলিক—১ পোষ্টিরিয়ার আলনার, ২ অ্যান্টিরিয়র আলনার, ৩ মিডিয়ান ব্যাসিলিক।

২। সেফালিক—১ সুপারফিশ্যাল রেডিয়াল, ২ মিডিয়ান সেফালিক।

৩ সাবক্লাবক্লের শিরা-সকল।
৪ ইন্‌ফিরিয়াল ক্যাপিলোস।
৫ লং থোরাসিক।
৬ সুপিরিয়ার থোরাসিক।
৭ অ্যাক্রোমিয়াল শিরা-সকল।
২। দক্ষিণ ইন্টারন্যাল ম্যামারি শিরা সকল—
৩। ইনফিরিয়ার থাইরয়েড, ইন্টারকষ্টাল শিরা-সকল.
৪। ভেন এজাইগস্।
১। দক্ষিণ ব্রঙ্কিয়াল,
২। ইন্টারকষ্টাল শিরাসকল।
৩। সেমি এজাইগস্।

(খ) নিম্নলিখিত শিরাসমূহ দ্বারা ইন্‌ফিরিয়ার ভেনা-কাভা নির্ম্মিত হয়।

(১) সাধারণ ইলিয়াক শিরা সকল :—
১। ফিমরাল বা ক্রুরাল।
২। পোপ্লিটিয়াল।
৩। ফিবিউলার ধমনী সকলের সহবর্ত্তী এবং পোপ্লিটিয়ালে মিলিত শিরা সকল।

এইগুলি একষ্টার্ণাল সেফেনা ও ২ ইন্টার্ণাল সেফেনা ভেদে দ্বিবিধ। এই শিরা গুলিও আবার তিনটী বিভিন্ন বিভাগে সংযুক্ত; যথা—১ কতিপয় উদরীয় শিরা। ২ সারকমফ্লেক্স ইলিয়াক। ৩ একষ্টার্ণাল পিউবিক শিরা সকল।

১। কমন ইলিয়াক শিরা সকল।
২। ইন্টারন্যাল ইলিয়াক।
১। ভেসিক্যাল শিরা সকল—১ পুং জননেন্দ্রিয়ের ডর্সাল শিরা সকল।
২। প্রাক্রোষ্টাটিক শিরা সকল—স্ত্রীলোকদের ক্লিটোরিসের শিরা সকল।
৩। মিডল সিক্রাল শিরা—১ অ্যাবডোমিনাল শাখা ২ ডর্সাল শাখা।
৪। লাম্বার শিরা সকল-প্রত্যেক দিকে সংখ্যায় চারিটী।
১ স্পারমেটিক প্লেক্সসে (পুরুষদের), ২ ওভেরিয়ান, ফেলোপিয়ান নলী প্রভৃতির শিরাসকল।
৫। স্পারমেটিক শিরা সকল।
৬। রিনাল শিরা সকল।
৭। ক্যাপ্সিউলার ও এডিপোজ শিরা সকল।
৮। হিপাটিক শিরা সকল।
৯। ফ্রিনিক শিরা সকল।
১০। ইন্‌ফিরিয়ার ডায়েফ্রাগমেটিক ২টী।

(গ) হৃৎপিণ্ডের শিরা সকল।
১। গ্রেট রাইট করোনারী।
২। স্মলরাইট করোনারী।
৩। বামদিকের করোনারী সকল।

(ঘ) যে সকল শিরা দ্বারা ভেনাপোর্ট নির্ম্মিত হয়।
১। স্পেনিক শিরা—১ তাদা ব্রিডিয়ায়ের অনুরূপ শিরা সকল। ২ দক্ষিণ ও বাম এপোপ্লোয়িক, ৩ ডিয়োডিক্সাল, ৪ প্যাংক্রিয়াটিক শিরা সকল ৫ পাকাশয়ের করোনারী শিরা, ৬ ক্ষুদ্র মেসেন্টারিক।
২। সুপিরিয়ার মেসেন্টারিক শিরা।

শিরাপ্রাচীর ধমনীর প্রাচীর অপেক্ষা পাতলা। কেননা ইহাতে স্থিতিস্থাপক ও পৈশিক বস্তুর পরিমাণ অতি অল্প। গভীর শিরা অপেক্ষা বাহ্য শিরাসমূহের এবং ঊর্দ্ধ শাখা অপেক্ষা অধঃশাখার শিরাসমূহের প্রাচীর স্থূলতর। ধমনী সমূহের ন্যায় শিরাসমূহও ফুসফুসীয় ও সার্ব্বাঙ্গিক এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত।

ফুসফুসীয় শিরা সকল দ্বারা ফুসফুস হইতে রক্ত হৃৎপিণ্ডের বাম প্রকোষ্ঠে চালিত হয়। এই রক্তগুলি পরিশোধিত। সার্ব্বাঙ্গিক কৈশিকা প্রণালী দ্বারা চালিত শৈরিক রক্ত হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ প্রকোষ্ঠে নীত হয়।

এতদ্ব্যতীত মাথার অভ্যন্তরে ও সর্ব্বাঙ্গে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিরা আছে। ডিউরা-মেটারের সাইনাসের সংখ্যা ১৫টী।

পালমোনারী শিরা।

ইহাদের সংখ্যা চারিটী। প্রত্যেক ফুসফুসে দুটী করিয়া শিরা আছে। এই সকল শিরা দ্বারা ফুসফুসের শোধিত রক্ত হৃৎপিণ্ডের বাম প্রকোষ্ঠে নীত হয়।

শিরাগ্রন্থি (পুং) গ্রন্থিরোগবিশেষ। ইহার লক্ষণ—বলবানের সহিত যুদ্ধ বা অতিরিক্ত ব্যায়াম প্রযুক্ত দুর্ব্বল মানবগণের বায়ু কুপিত হইয়া শিরা সকলকে আকর্ষণপূর্ব্বক সঙ্কোচিত, শোষিত ও সংহত করিয়া সত্বরই উন্নত অথচ গোলাকার গ্রন্থি উৎপাদন করে, তাহাই শিরাগ্রন্থি বা শিরাজ গ্রন্থি নামে কথিত। এই গ্রন্থি যদি বেদনাযুক্ত হয়, তাহা হইলে কষ্টসাধ্য এবং যদি বেদনা না থাকে অথচ স্থির ও বৃহৎ হয়, তাহা হইলে তাহা অসাধ্য হয়। কিন্তু মর্ম্মস্থানে শিরাগ্রন্থি উৎপন্ন হইলেই তাহা অসাধ্য হইয়া থাকে। (ভাবপ্র° গ্রন্থিরোগাধি°)

শিরাজপিড়কা (স্ত্রী) নেত্র শুক্লগত নেত্ররোগ। চক্ষুর শুক্লভাগে এই রোগ হয়। ইহার লক্ষণ—যে নেত্ররোগে কৃষ্ণমণ্ডলের উপরিভাগে শিরা পরিবৃত অথচ শ্বেতবর্ণ পীড়কা উৎপন্ন হয়, তাহাকে শিরাজপিড়কা কহে। ইহা কৃষ্ণমণ্ডলের সমীপস্থ শিরা হইতে উৎপন্ন হয়। (ভাবপ্র° নেত্ররোগাধি°)

শিরাজাল (পুং) নেত্র শুক্লভাগস্থ চক্ষুরোগ। ইহার লক্ষণ—যে নেত্ররোগে শুক্লমণ্ডল জালের ন্যায় সছিদ্র, কঠিন, কিঞ্চিৎ লোহিতবর্ণ শিরাজালে পরিবেষ্টিত হইয়া বিন্দুমাত্র মাংসোচ্ছ্রয় হয়, তাহাকে শিরাজাল কহে। (ভাবপ্রকাশ নেত্ররোগাধি°)

শিরাপত্র (পুং) শিরাযুক্তং পত্রং যস্য। ১ হিন্তাল বৃক্ষ, হেঁতালগাছ। (রাজনি°) ২ কপিত্থ, কদবেল। (শব্দচ°)

শিরাপ্রহর্ষ (পুং) সর্ব্বগত চক্ষুরোগ। ইহার লক্ষণ—

"মোহাৎ শিরোৎপাত উপেক্ষিতস্তু
জায়েত রোগঃ সশিরাপ্রহর্ষঃ॥"

(মাধবনি° নেত্ররোগাধি°)

শিরোৎপাতরোগী যদি মোহবশতঃ উপযুক্তরূপে চিকিৎসিত না হয়, তাহা হইলে তাহার শিরাপ্রহর্ষরোগ হয়। চক্ষুর শিরাজাল কখন বেদনাযুক্ত, কখন বা বেদনাহীন এবং কখন রক্তবর্ণ, কখন বা বিকৃতবর্ণ বিশিষ্ট হইলে তাহাকে শিরোৎপাত কহে। এই নেত্রপ্রহর্ষরোগে রোগীর চক্ষু অতিশয় রক্তবর্ণ ও অতিশয় স্রাববিশিষ্ট হয় এবং তাহার দর্শনশক্তির অভাব হইয়া থাকে। (মাধবনি° নেত্ররোগাধি°)

শিরাফল (পুং) নারিকেল বৃক্ষ। (শব্দচ°)

শিরামলক (পুং) স্বনামখ্যাত বৃক্ষ, চলিত শির আমলা।

শিরামোক্ষ (পুং) রক্তমোক্ষণ, জোঁকধরাণ। (নকুলচি° ১৪)

শিরায়াম (পুং) শিরার প্রসরণবৎ পীড়া। (মাধবনি°)

শিরায়ু (পুং) ভল্লুক। (রাজনি°)

শিরাল (স্ত্রী) শিরাঃ সন্তি অস্য (প্রাণিস্থাদাতো লজন্যতরস্যাং। পা ৫।২।৯৬) ইতি লচ্। ১ কর্ম্মরঙ্গ, কামরাঙ্গা। (শব্দচ°) (ত্রি) ২ শিরাযুক্ত, শিরাবিশিষ্ট।

"আপিঙ্গরুক্চোর্দ্ধশিরস্য বালৈঃ
শিরালজঙ্ঘৈর্গিরিকূটদঘ্নৈঃ॥" (ভট্টি ২।৩০)

শিরালক (পুং) শিরাল ইব কন্। অস্থিভঙ্গ বৃক্ষ, চলিত হাড়ভাঙ্গা। (শব্দচ°) স্বার্থে কন্। শিরাল শব্দার্থ।

শিরালপত্র (পুং) তালবৃক্ষভেদ, চলিত হেঁড়েট গাছ। ইহার পত্রে উত্তম পুঁথি লেখা হয়, এবং উহা তালপত্র অপেক্ষা বহুদিনস্থায়ী হয়।

শিরাবৃত্ত (স্ত্রী) সীসক। (রাজনি°)

শিরাবেধ (পুং) শোণিত জন্য দুষ্ট রোগসমূহে শিরার বেধন, রক্তমোক্ষণ। দুষ্ট শোণিত শরীরে অবস্থিত থাকিলে নানা প্রকার পীড়া হয়, এই জন্য শিরাবিদ্ধ করিয়া রক্তমোক্ষণ করা বিধেয়। সুশ্রুত প্রভৃতি বৈদ্যক গ্রন্থে ইহার বিশেষ বিধান বিবৃত আছে। অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে তাহার বিষয় আলোচিত হইল। চিকিৎসা শাস্ত্রে অভিজ্ঞ বৈদ্য কোন্ শিরা বেধ্য, এবং কোন্ শিরা অবেধ্য তাহা প্রথমে বিশেষ রূপে পরীক্ষা করিয়া তবে শিরাবেধ করিবেন। বিশেষ সাবধানতার সহিত শিরাবেধ করা কর্ত্তব্য, নচেৎ ইহাতে বিবিধ প্রকার পীড়া হইতে পারে।

শিরাবেধের বিধি ও নিষেধ।—বালকের ধাতু অসম্পূর্ণ এবং বৃদ্ধের ধাতু ক্ষীণ, সুতরাং ইহাদিগের শিরাবেধ করা অনুচিত। রুক্ষ ও ধাতুক্ষীণ ব্যক্তিগণের বায়ুরোগ উৎপন্ন হইবার সম্ভব। ভীরু লোক স্বভাবতঃ তমোবহুল ও রক্তদর্শনে মূর্চ্ছিত হইতে পারে, পরিশ্রমকাতর ব্যক্তিসমূহের অতিরিক্ত রক্ত মোক্ষণ হইয়া শরীর বিনষ্ট হইতে পারে, স্ত্রীসংসর্গ হেতু ক্ষীণ ও উন্মত্ত লোকদিগের বায়ুর প্রকোপ হইতে পারে, মদ্যপানে মত্ত জনসমূহের অধিক মূর্চ্ছা হইতে পারে; এই সকল কারণে উক্ত ব্যক্তিসমূহের শিরাবেধ অকর্ত্তব্য। ইহা ভিন্ন যাহারা বমিত অর্থাৎ বমি করিয়াছে, বিরিক্ত, বিরেচন দ্বারা যাহাদের কোষ্ঠ পরিষ্কৃত, ইহাদের শিরাবেধ করিলে বায়ু প্রকোপ হইতে পারে। ধাতুক্ষয় জন্য ক্ষীণ, অর্থাৎ যাহাদের ধাতুক্ষয় হইয়াছে, তাহাদের এবং গর্ভিণীদিগের শরীর বিনষ্ট হইতে পারে, সুতরাং ইহাদেরও শিরাবেধ করিতে নাই। কাস ও যক্ষ্মরোগী, জীর্ণ জ্বরগ্রস্ত, আক্ষেপ ও পক্ষাঘাতরোগী, উপবাসী, মূর্চ্ছিত ও পিপাসিত ব্যক্তির শিরাবেধ অকর্ত্তব্য।

বিশেষ বিধি—পূর্ব্বে বলিয়াছি যে বালক ও বৃদ্ধ প্রভৃতির শিরাবেধ করা বিধেয় নহে। কিন্তু বিষোপসর্গে অর্থাৎ যাহাদের সর্পাদির দংশন হেতু শরীরে বিষ প্রবেশ করিয়াছে, তাহাদের নিশ্চয় প্রাণ নাশের সম্ভাবনা, সুতরাং উক্ত নিষেধ থাকিলেও ইহাদের শিরাবেধ কর্ত্তব্য। প্রথমে বেধ্য ও অবেধ্য শিরা স্থির করিয়া শিরাবেধ করা কর্ত্তব্য।

অবেধ্য শিরা—হস্ত ও পদে প্রত্যেকে এক এক শত করিয়া শিরা আছে, ইহাদের মধ্যে জালধরা শিরা এক, উর্ব্বী নামক মর্ম্ম স্থানের দুই, লোহিতাক্ষ নামক মর্ম্ম স্থানের একটী, এইরূপে চারি হস্ত ও পদের ১৬টী শিরা বিদ্ধ করিতে নাই।

পৃষ্ঠ, উদর ও বক্ষস্থলে ৩২টী শিরা বিদ্ধ করিতে নাই। ঐ স্থলে বিটপ ও কটীক তরুণনামক দুইটী মর্ম্মে ৮টী। প্রত্যেক পার্শ্বে যে ৮টী করিয়া শিরা আছে, তন্মধ্যে ঊর্দ্ধগামিনী দুই, পার্শ্বসন্ধি দুই, মেরু দণ্ডের দুই পার্শ্বে যে ২৪টী শিরা আছে, তন্মধ্যে ঊর্দ্ধগামিনী বৃহতী নামক শিরা ৪; উদরের ২৪টী শিরার মধ্যে লিঙ্গদেশে রোমরাজির দুই পার্শ্বে ২টী করিয়া ৪। বক্ষে যে ৪০টী শিরা আছে, তন্মধ্যে হৃদয়দেশের দুইটী করিয়া ৪টী এবং স্তনরোহিত, অপলাপ ও অপস্তম্ভ নামক মর্ম্মের ২টী করিয়া ৬টী, এইরূপে পৃষ্ঠ, উদর ও বক্ষঃস্থলের সর্ব্বসমেত এই ৩২টী শিরা বিদ্ধ করিতে নাই।

স্কন্ধসন্ধি।—স্কন্ধসন্ধির ঊর্দ্ধদেশে যে ১৬৪ শিরা আছে, তন্মধ্যে গ্রীবা দেশের ৫৬টী শিরার মধ্যে কণ্ঠনাড়ীর দুই ধারের শিরা মাতৃকা ৮টী, নীলা দুইটী, মন্যা দুই, কৃকাটিকা মর্ম্মে দুই এবং বিধুর মর্ম্মে দুই—সর্ব্ব সমেত এই ১৬টী শিরা বিদ্ধ করা অনুচিত। হনুদ্বয়ের উভয় পার্শ্বে যে ৮টী করিয়া শিরা আছে, তাহার মধ্যে দুইটী করিয়া ৪টী শিরা বিদ্ধ করিতে নাই। জিহ্বাদেশে ৩৬টী শিরা আছে, তন্মধ্যে জিহ্বার অধোভাগস্থ ১৬টী শিরার মধ্যে রসবাহিনী ২টী, ও বাগ্‌বাহিনী ২টী শিরা বিদ্ধ করা বিধেয় নহে। নাসিকায় ২৪টী শিরা আছে, ইহার মধ্যে নাসিকার নিকটবর্ত্তী ৪টী, এবং তাহার নিকটস্থ তালুদেশের একটী শিরা অবেধ্য। চক্ষুতে ৩৮টী শিরা আছে, তন্মধ্যে অপাঙ্গের দুইটী শিরা বিদ্ধ করিতে নাই। কর্ণদ্বয়ে দশটী শিরা আছে, তন্মধ্যে শব্দবাহিনী এক একটী শিরা অবেধ্য। নাসাদেশে ২৪, দুই চক্ষুতে ৩৬, ও ললাটদেশে সর্ব্ব সমেত ৬০টী শিরা আছে, তন্মধ্যে আবর্ত্ত নামক মর্ম্মের সমীপে কেশরাজির নিকটস্থ ৪টী শিরা বিদ্ধ করিতে নাই। আবর্ত্ত নামক মর্ম্মগত এক একটী, স্থপনী নামক মর্ম্মাশ্রিত একটী এবং শঙ্খ দেশস্থ ১০টী শিরার মধ্যে শঙ্খসন্ধিগত এক একটী শিরা বিদ্ধ করিতে নাই। মূর্দ্ধদেশে যে ১২টী শিরা আছে, তাহার মধ্যে উৎক্ষেপ নামক মর্ম্মগত দুইটী, প্রত্যেক সীমান্তের এক একটী এবং অধিপতি মর্ম্মের একটী শিরা অবেধ্য।

অজ্ঞ চিকিৎসক এই সকল অবেধ্য শিরা যদি বিদ্ধ করে, তাহা হইলে নানা প্রকার পীড়া এবং মৃত্যু পর্য্যন্তও হইতে পারে। সুতরাং বিশেষ বিবেচনা করিয়া ধীরতার সহিত বিদ্ধ করা বিধেয়। যে সকল শিরা অবেধ্য অথবা যাহা বেধ্য হইলেও অযন্ত্রিত অর্থাৎ যন্ত্র দ্বারা যাহা বন্ধন করা হয় নাই, এবং যন্ত্রবদ্ধ হইলেও যাহা তাহাকে ভেদ করিয়া উঠিতে পারে না, সেইরূপ শিরাও বিদ্ধ করিতে নাই।

অতি শীত ও গরম কালে কিংবা প্রবল বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকিলে, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইলে শিরা বিদ্ধ করিতে নাই। বর্ষাকালে মেঘশূন্য সময়ে, গ্রীষ্মে শীতল সময়ে এবং হেমন্ত কালে মধ্যাহ্ন সময়ে শিরা বিদ্ধ করিতে হয়।

শিরা বিদ্ধ করিতে হইলে রোগীকে যন্ত্রিত করিয়া শিরাবেধ করিতে হয়। যন্ত্রিত করিবার উপায় এই যে যখন শিরা বিদ্ধ করা হয়, তখন রোগীকে অবাক্ অর্থাৎ কনিষ্ঠাঙ্গুর অগ্রভাগ পর্য্যন্ত এক হস্ত পরিমিত উচ্চ আসনে সূর্য্যাভিমুখে বসাইতে হয়। তৎকালে রোগীর উরুদ্বয় আকুঞ্চিত থাকিবে, জানুসন্ধিদ্বয়ের উপরিভাগে দুইটী কনুই রাখিতে হয় এবং হস্ত দ্বয়ের অঙ্গুলিসমূহ মুষ্টিবদ্ধ করিয়া গলদেশের দুই পার্শ্বে রাখিতে হইবে। একটী বন্ধন-রজ্জুর দুই ধার গলদেশের সেই দুইটী মুষ্টির উপর দিয়া পশ্চাদ্ভাগে ফেলিয়া রাখিতে হইবে। অন্য এক ব্যক্তি রোগীর পশ্চাদ্ভাগে বসিয়া স্বীয় বাম হস্ত দ্বারা উত্তান ভাবে সেই দুইটী রজ্জুপ্রান্ত ধারণ করিয়া থাকিবেন, এবং দক্ষিণ হস্ত দ্বারা সেই বেধ্য শিরাটীর পীড়ন ও পৃষ্ঠদেশ মর্দ্দন করিবেন। বেধ্য শিরাটী পীড়ন করিলে তাহা স্পষ্ট প্রকাশিত হইয়া উঠে, এবং পৃষ্ঠদেশ মর্দ্দন করিলে শোণিত সম্যক্‌রূপে নির্গত হয়। তৎকালে রোগী নিজের মুখ বায়ুপূর্ণ করিয়া রাখিবে। যতক্ষণ শিরাবেধ কার্য্য সম্পন্ন না হয়, ততক্ষণ শ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করা বিধেয় নহে। যে সকল শিরার মুখ শরীরের ভিতর দিকে, সেই সকল শিরা ব্যতীত মস্তকের শিরা সকল বিদ্ধ করিতে হইলে রোগীকে উক্ত রূপে যন্ত্রিত করা বিধেয়।

পাদের শিরা বিদ্ধ করিতে হইলে যে পাদের শিরা বিদ্ধ করিতে হইবে, সেই পাদ সমতল স্থানে স্থির ভাবে রাখিয়া দিবে। অন্য পাদ ঈষৎ সঙ্কুচিত ভাবে উচ্চ করিয়া রাখিবে, পরে বেধ্য পাদের হাটুর নীচে রজ্জু বন্ধনপূর্ব্বক হস্ত দ্বারা সেই পাদের গুল্ফদেশ পীড়ন করিতে হইবে, এবং বেধ্য স্থানের ৪ আঙ্গুল উপরে পূর্ব্বোক্ত বস্ত্র-বন্ধনাদির মধ্যে কোন একটী বাঁধিয়া সেই শিরা বিদ্ধ করিবে।

হাতের উপরিভাগের শিরা বিদ্ধ করিতে হইলে দুই হাতেরই অঙ্গুলি সমূহ মুষ্টি বদ্ধ করিয়া রোগী স্বচ্ছন্দভাবে পূর্ব্বোক্ত রূপে আসনে উপবিষ্ট হইবে এবং চিকিৎসক তাহার কূর্পর সন্ধির নিম্নে ও প্রকোষ্ঠে পূর্ব্ববর্ণিত প্রক্রিয়ায় বন্ধন করিয়া তাহার শিরা বিদ্ধ করিবেন।

গৃধ্রসী ও বিশ্বাচী নামক বাতব্যাধিতে হাটু সঙ্কুচিত করিয়া শ্রোণী, পৃষ্ঠ ও স্কন্ধ দেশের শিরা বিদ্ধ করিতে হইলে পৃষ্ঠদেশ উন্নত ও আয়ত এবং মুখ অবনত করিয়া শিরা বিদ্ধ করিতে হয়। হৃদয় ও বক্ষঃস্থলের শিরা বিদ্ধ করিতে হইলে বক্ষঃস্থল বিস্তারিত, মস্তক উন্নত ও শরীর সঙ্কুচিত করিয়া উপবেশন করিতে হয়। পার্শ্বদ্বয়ের শিরা বিদ্ধ করিতে হইলে রোগী দুই হাতের উপর জোর দিয়া অবস্থান করিবে। মেঢ্র দেশের শিরা বিঁধিতে হইলে মেঢ্র অবনত করিয়া রাখিবে। জিহ্বার অধোদেশের শিরা বিদ্ধ করিতে হইলে জিহ্বার অগ্রভাগ ঊর্দ্ধে উন্নত করিয়া ঊর্দ্ধস্থিত দন্তপংক্তি দ্বারা তাহাকে চাপিয়া ধরিতে হয়। তালুদেশ বা দন্তমূলের শিরা বিদ্ধ করিতে হইলে মুখ অতিশয় ব্যাদান করিয়া থাকিতে হয়।

শিরাবেধ করিলে যদি মুহূর্ত্তকাল রক্তস্রাব হইয়া রক্ত বন্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহা সুবিদ্ধ হইয়াছে জানিতে হইবে। কুসুম্ভফুল পীড়ন করিলে অগ্রে যেমন পীতবর্ণ স্রাব হয়,

সেইরূপ শিরা বিদ্ধ করিলে দূষিত রক্ত সর্ব্বাগ্রে নিঃসৃত হইয়া থাকে।

মূর্চ্ছিত, অত্যন্ত ভীত, শ্রান্ত ও তৃষিত এই সকল ব্যক্তির শিরা বিদ্ধ করিলে তাহা হইতে সম্যক্‌রূপে রক্ত নিঃসৃত হয় না এবং যে শিরা বন্ধন করিলেও দেহের উপরি ভাগে লক্ষিত না হয়, সেই শিরা হইতেও শোণিত উপযুক্ত পরিমাণে নির্গত হয় না। শিরাবেধ সম্যক্‌রূপে না হইলে পুনরায় বিদ্ধ করা উচিত। ক্ষীণ, বহুদোষবিশিষ্ট, ও মূর্চ্ছিত ব্যক্তির শিরা যে দিন প্রথম বিদ্ধ করা হয়, সেই দিনই অপরাহ্ণে অথবা তৃতীয় দিবসে পুনরায় বিদ্ধ করা উচিত।

শিরাবেধ করিয়া দূষিত রক্ত সমস্তই নিঃসারণ করা উচিত নহে, কারণ অধিক রক্তস্রাব হইলে অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা, সুতরাং অবশিষ্ট যে দূষিত রক্ত থাকিবে, সংশমন ঔষধ প্রয়োগ করিয়া তাহার শোধন করা আবশ্যক।

বহু দোষগ্রস্ত পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির শোণিত স্রাব করিতে হইলে ঊর্দ্ধ মাত্রায় ১ প্রস্থ পরিমাণে রক্ত মোক্ষণ করা যাইতে পারে। তাঁহার অধিক রক্ত স্রাব হইলে অনিষ্টের সম্ভাবনা।

শিরাবেধের বিংশতি প্রকার দোষ বর্ণিত হইয়াছে ;—যথা ১ দুর্বিদ্ধ, ২ অতিবিদ্ধ, ৩ কুঞ্চিত, ৪ পিচ্ছিত, ৫ কুট্টিত, ৬ অপস্রুত, ৭ অত্যুদীর্ণ, ৮ অন্তে অভিহত, ৯ পরিশুষ্ক, ১০ কূণিত, ১১ বেপিত, ১২ অনুত্থিত-বিদ্ধ, ১৩ শস্ত্রহত, ১৪ তির্য্যগ্‌বিদ্ধ, ১৫ অবিদ্ধ, ১৬ অব্যাধ্য, ১৭ বিদ্রুত, ১৮ ধেনুক, ১৯ পুনঃপুনর্বিদ্ধ, ২০ শিরা, স্নায়ু, অস্থি, সন্ধি ও মর্ম্মস্থলে বিদ্ধ। এই ২০ প্রকার শিরাবেধ দূষণীয়। ইহাদের লক্ষণ—

১—সূক্ষ্ম অস্ত্রে শিরাবেধ করিলে যদি সম্যক্‌রূপে রক্ত নির্গত না হয়, এবং বেদনা ও শোথ হয়, তাহা হইলে তাহাকে দুর্বিদ্ধ কহে।

২, ৩—উপযুক্ত পরিমাণের অধিক বিদ্ধ হইলে যদি রক্ত দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, অথবা অধিক পরিমাণে রক্ত নির্গত হয়, তাহা হইলে তাহাকে অতিবিদ্ধ ও কুঞ্চিত কহে।

৪—কুণ্ঠ শস্ত্র (ভোতা অস্ত্র) দ্বারা বিদ্ধ করিলে সেই স্থান উত্তমরূপে বিদ্ধ হইতে না পারিয়া ফুলিয়া উঠিলে তাহা পিচ্ছিত নামে কথিত হয়।

৫—শস্ত্রের অগ্রভাগ দ্বারা অত্যন্ত গভীর ভাবে পুনঃ পুনঃ বিদ্ধ করিলে তাহাকে কুট্টিত কহে।

৬—শীত, ভয় ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি কারণে শোণিত স্রাব না হইলে তাহাকে অপস্রুত কহে। ৭—তীক্ষ্ণ ও বৃহৎ মুখবিশিষ্ট অস্ত্রে বেশী বিদ্ধ করিলে তাহা অত্যুদীর্ণ নামে অভিহিত হয়। ৮—অল্প পরিমাণে রক্ত নিঃসারিত হইলে তাহা অবিদ্ধ, ৯—অল্পরক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তির বিদ্ধস্থান বায়ুপূর্ণ হইলে তাহা পরিশুষ্ক, ১০—অল্প একটু রক্ত বাহির হইয়া বিদ্ধ স্থান চারিভাগে বিচ্ছিন্ন হইলে তাহা কুট্টিত,১১-১২—অনুপযুক্ত স্থলে শিরা বন্ধন করিলে কম্পন হইতে থাকে এবং তজ্জন্য স্রাব বন্ধ হইয়া যায়, এই রূপ ভাবে শিরাবেধ হইলে তাহাকে বেপিত ও অনুত্থিতবিদ্ধ বলে। ১৩—শিরা ছিন্ন হইয়া অতিরিক্ত রক্ত স্রাব হেতু গমনাদি শক্তিলোপ হইলে তাহাকে শস্ত্রহত কহে। ১৪—যে স্থলে তির্য্যক্‌ ভাবে বিদ্ধ করায় অস্ত্রক্রিয়া সম্যক্‌রূপে সিদ্ধ না হয়, তাহাকে তির্য্যক্‌বিদ্ধ, ১৫ অযত্নের সহিত শস্ত্র দ্বারা পুনঃ পুনঃ বহু বার বিদ্ধ হইলে তাহাকে অপবিদ্ধ, ১৬—শস্ত্র দ্বারা ছেদনের অনুপযুক্ত হইলে তাহাকে অব্যাধ্য, ১৭—অনবস্থিত ভাবে অর্থাৎ অত্যন্ত তাড়াতাড়ি বিদ্ধ করিলে তাহা বিদ্রুত, ১৮—বেধ্যস্থান অনেকবার অবঘট্টিত অর্থাৎ রগড়াইয়া বারংবার শস্ত্রপাত এবং তাহা হইতে অধিক পরিমাণে শোণিত নিঃসৃত হইলে তাহাকে ধেনুকা কহে। ১৯—সূক্ষ্ম অস্ত্র দ্বারা অনেক বার বিদ্ধ করিলে বিদ্ধস্থানে অনেক ছিদ্র হয় এবং তাহাকে পুনঃপুনঃ বিদ্ধ কহে।

২০—স্নায়ু, অস্থি, শিরা, সন্ধি ও মর্ম্মস্থল বিদ্ধ হইলে উৎকট বেদনা, শোথ, অঙ্গবৈকল্য, কিংবা মৃত্যু হইতে পারে।

এইরূপ ২০ প্রকার শিরাবেধ দূষণীয় বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। শিরাসকল সর্ব্বদাই চঞ্চল, ইহারা মৎস্যের ন্যায় সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এই জন্য শিরা সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ না করিয়া শিরাবেধ করা অকর্ত্তব্য।

শিরা বিদ্ধ করিলে ব্যাধি যত শীঘ্র প্রশমিত হয়, স্নেহ ও লেপনাদি দ্বারা তত শীঘ্র ফল পাওয়া যায় না। চিকিৎসাশাস্ত্রে শল্যতন্ত্রের মধ্যে শিরাবেধই সর্ব্বপ্রধান।

রোগ বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে শিরা বিদ্ধ করিতে হয়। তাহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে; পাদদাহ, পাদহর্ষ,অববাহুক, বিসর্প, বাতরক্ত, বাতকণ্টক, বিচর্চ্চিকা, ও পাদদারী প্রভৃতি রোগে ক্ষিপ্র নামক মর্ম্মের উপরিভাগে দুই অঙ্গুলি অন্তরে ব্রীহিমুখ নামক অস্ত্রদ্বারা শিরা বিদ্ধ করিবে। ক্রোষ্টুকশীর্ষ, খঞ্জ ও পঙ্গু এই তিন প্রকার বাতব্যাধিতে গুল্‌ফদেশের ৪ আঙ্গুল উপর জঙ্ঘায় শিরা বিদ্ধ করিতে হয়। অপচী রোগে ইন্দ্রবস্তির দুই আঙ্গুল অধোভাগে, গৃধ্রসী পীড়ায় জানু সন্ধির চারিধারে চার অঙ্গুলি উপরে বা নীচে শিরা বিদ্ধ করিতে হয়। গলগণ্ডরোগে উরুমূলের শিরা বিদ্ধ করা আবশ্যক।

প্লীহারোগে বাম বাহুর কূর্পর সন্ধির ভিতরে কিংবা কনিষ্ঠা ও অনামিকার মধ্যস্থলে শিরা বিদ্ধ করিতে হয়। যকৃৎ, জলোদর, শ্বাস ও কাসরোগে দক্ষিণ বাহুর কূর্পর সন্ধির অভ্যন্তরে অথবা

কনিষ্ঠা ও অনামিকা অঙ্গুলির মধ্যভাগে শিরা বিদ্ধ করা বিধেয়। বিশ্বাচী নামক বাতব্যাধিরোগে জানুসন্ধির চারি আঙ্গুল উপরিভাগে কিম্বা চারি আঙ্গুল নিম্নে শিরাবেধ করিবে।

শূলযুক্ত আমাশয় রোগে কটিদেশের সকল স্থানেই দুই অঙ্গুলির মধ্যে শিরা বিদ্ধ করিবে। পরিকর্ত্তিকা অর্থাৎ কর্ত্তনবৎ বেদনাযুক্ত উপদংশ, শূকদোষ ও শুক্রপীড়ায় মেঢ়ের মধ্যে শিরা বিদ্ধ করিবে। মূত্রবৃদ্ধি রোগে অণ্ডকোষদ্বয়ের পার্শ্বে, জলোদরী রোগে নাভির অধোদেশে, সেবনীর বামপার্শ্বে চারি অঙ্গুলি অন্তরে শিরা বিদ্ধ করিতে হয়। উন্মাদ ও অপস্মার, অন্তর্বিদ্রধি ও পার্শ্বশূল পীড়ায় বামপার্শ্বে, কক্ষ ও বাম পার্শ্বস্থ স্তনের মধ্যে শিরা বিদ্ধ করিবে। কোন কোন পণ্ডিতের মতে বাহুশোষ ও অববাহুক রোগে স্কন্ধের মধ্যদেশে শিরা বিদ্ধ করা বিধেয়।

তৃতীয়ক বিষম জ্বরে ত্রিকসন্ধির মধ্যগত শিরা, চাতুর্থকজ্বরে কোন এক পার্শ্বের স্কন্ধ সন্ধির অধোগত শিরা, উন্মাদ ও অপস্মাররোগে বক্ষ, ললাট ও অপাঙ্গদেশে শঙ্খ ও কেশান্ত সন্ধিগত শিরা, কিন্তু কেবল অপস্মার রোগে হনুসন্ধির মধ্যগত শিরা বিদ্ধ করিবে। জিহ্বা ও দন্তরোগে তালুদেশে এবং কর্ণশূল ও অন্যান্য কর্ণরোগে কর্ণদ্বয়ের উপরিভাগে চারিদিকে শিরা বিদ্ধ করিতে হয়। ঘ্রাণশক্তির অভাব হইলে কিংবা অন্য কোন প্রকার নাসারোগে নাসিকার অগ্রভাগস্থ শিরা বিদ্ধ করা আবশ্যক। তিমির অক্ষিপাকাদি চক্ষুরোগে, শিরোরোগে ও অধিমন্থাদি ব্যাধিতে উপনাসিক দেশে অর্থাৎ নাসিকার সমীপ ললাট ও অপাঙ্গদেশে শিরা বিদ্ধ করিতে হয়।

উক্ত রোগসমূহে নির্দ্দিষ্ট স্থলে উপযুক্ত রূপে শিরাবেধ করিলে ব্যাধি আশু প্রশমিত হয়। এইজন্য সুবিজ্ঞ বৈদ্য ব্যাধি ও স্থান নিরূপণ করিয়া সম্যক্‌রূপে শিরাবেধ করিবেন। মাংসল স্থানে শিরাবেধ করিতে হইলে অস্ত্রের মুখ এক যব পরিমাণে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট করাইতে হয়। কিন্তু অন্য স্থানে যেখানে অধিক মাংস নাই, তথায় অর্দ্ধ যব পরিমাণে শস্ত্রের মুখ প্রবিষ্ট করাইলে যথেষ্ট হয়। ইহাতে ব্রীহিমুখ অস্ত্রদ্বারা এক ব্রীহি (ধান্য পরিমাণ) অস্ত্র করিলেই চলে। অস্থির উপর শিরাবিদ্ধ করিতে হইলে কুঠারিকা অস্ত্রদ্বারা অর্দ্ধযব পরিমাণ শিরা বিদ্ধ করিতে হয়।

যে সকল দ্রব্য প্রধান আহার্য্য এবং যদ্দ্বারা শরীরের দোষ সকল দূরীভূত হয়, স্নিগ্ধ ও স্থির রোগীকে তাহা পান করাইয়া চিকিৎসক তাহাকে নিজের কাছে বসাইয়া যে শিরা বিদ্ধ করিতে হইবে, তাহা বস্ত্র, পাট, চামড়ার পাটা, গাছের ছাল বা লতা দ্বারা স্থানবিশেষে অল্প শক্ত বা অল্প শিথিলরূপে বন্ধন করিয়া ব্রীহিমুখ প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারা শিরা বিদ্ধ করিতে হইবে।

যাহাদের শিরা বেধ করা হইয়াছে, তাহারা শরীরে যত দিন সম্যক্ বল না পান, ততদিন পর্য্যন্ত ক্রোধ, মৈথুন, পরিশ্রম, দিবানিদ্রা, অতিশয় কথা কওয়া, যানে আরোহণ বা উপবেশন, ভ্রমণ, শৈত্য, রৌদ্র বা বায়ুসেবন, এবং বিরুদ্ধ, অসাত্ম্য ও অজীর্ণকর দ্রব্য ভোজন তাহাদের পক্ষে বিশেষ নিষিদ্ধ। কোন পণ্ডিতের মতে একমাস কাল এই সকল নিয়ম পালন করা বিধেয়। (সুশ্রুত শারীরস্থা০)

শিরি (পুং) শৃণাত্যনেন (কৄগৄশৄপৄ কুটি-ভিদি-ছিদিভ্যশ্চ। উণ্ ৪।১৪৩) ইতি-ই, স চ কিৎ। ১ খড়্গ। ২ শর। ৩ হিংস্র। (উজ্জ্বল) ৪ শলভ।

শিরিণা (স্ত্রী) রাত্রি, রাত্রিকালে প্রাণিসমূহ শীর্ণ হয়, এইজন্য রাত্রিকে শিরিণা কহে। "শিরিণায়াং চিদ্ভক্তুনা" (ঋক্ ২।১০।৩)

'শীর্য্যন্তেঽস্যাং ভূতানি ইতি শিরিণা রাত্রিঃ' (সায়ণ)

শিরিম্বিঠ (পুং) ১ মেঘ। ২ ভরদ্বাজপুত্র।

"শিরিম্বিঠস্য সত্বভিঃ" (ঋক্ ১০।১৫৫।১)

'শিরিম্বিঠস্য শীর্য্যন্তে বিঠে অন্তরীক্ষে ইতি শিরিম্বিঠঃ মেঘঃ যদ্বা শিরিম্বিঠস্য এতৎসংজ্ঞকস্য ভরদ্বাজপুত্রস্য' (সায়ণ)

শিরীষ (পুং) শৃণাতি ঋটিতি রায়ভীতি শৄ-(শৄপৄভ্যাং কিচ্চ। উণ্ ৪।২৭) ইতি ঈষন্, স চ কিৎ। স্বনামখ্যাতবৃক্ষ, (Albizzia lebbec syn. Acacia lebbec, হিন্দী—শিরীষ,লসূরীন্,কল্সিস, তৈলঙ্গ—দিরসন। সংস্কৃত পর্য্যায়—কপীতন, ভণ্ডিল, মণ্ডির, ভণ্ডীর, ভণ্ডীল, মৃদুপুষ্প, শুকতরু, বিষনাশন, শীতপুষ্প, ভণ্ডিক, বর্ণপুষ্পক, উদ্দালক, শুক্রতরু, লোমশপুষ্পক, কপীতক, কলিঙ্গ, শ্যামল, শঙ্খিনীফল, মধুপুষ্প, বৃত্তপুষ্প, ভণ্ডীপ্রবণ, শুকপুষ্প। পুস্তকান্তরে 'শঙ্খিনীফল' পর্য্যায় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার গুণ—কটু, শীতল, বিষ, বাত, পামা, অস্র, কুষ্ঠ, কণ্ডূতি ও ত্বগ্দোষ নাশক। (রাজনি°)

ভাবপ্রকাশমতে গুণ—মধুর, অনুষ্ণ, তিক্ত, তুবর, লঘু, শোথ, বিসর্প, কাশ ও ব্রণনাশক। (ভাবপ্র°) কণ্টক শিরীষের পর্য্যায়—কটভী, কিণিহী, শ্বেতা, মহাশ্বেতা ও রোহিণী। (রত্নমালা) ইহার গুণ বিষ, বিসর্প, শ্বেদ, ত্বগ্দোষ ও শোথনাশক।

শিরীষক (পুং) নাগভেদ। (ভারত উদ্যোগপর্ব্ব)

শিরীষপত্রা (স্ত্রী) শ্বেতকটভীবৃক্ষ, কাঁটা শিরীষ। (রাজনি°)

শিরীষপত্রিকা (স্ত্রী) শিরীষস্য পত্রমিব পত্রমস্যাঃ, ততঃ স্বার্থে কন্ টাপি অত ইত্বং। শ্বেতকিণিহী, কাঁটা শিরীষ। (রাজনি°)

শিরীষিন্ (পুং) বিশ্বামিত্রের পুত্রভেদ। (ভারত অনুশাসন°)

শিরীস্ (পারসী) আটাবৎ পদার্থ বিশেষ। চর্ম্মের অপরিষ্কৃতাংশ ও গবাশ্বাদির ক্ষুর গলাইয়া এই দ্রব্য প্রস্তুত হয়। চীনদেশে হরিণের শৃঙ্গ হইতে যে শিরীষ প্রস্তুত হয়, তাহা ঔষধরূপে খাইতে দেওয়া হইয়া থাকে। মলয়দ্বীপে এক প্রকার সামুদ্র

বৃক্ষ হইতেও শিরীস্ প্রস্তুত হইতে দেখা যায়। ইহা কঠিন অর্দ্ধস্বচ্ছ পদার্থ। দেখিতে ঈষৎ লালবর্ণ। অগ্ন্যুত্তাপে জলের সহিত গলাইলে তরল আটাবৎ হইয়া যায়। উহাতে কাষ্ঠাদি জোড়া হয়। জলীয় বাষ্পতাপে গলাইয়া গুড় মিশ্রণ দ্বারা উহাতে ছাপার রোলার প্রস্তুত হইয়া থাকে।

শিরোগদ (পুং) শিরসো গদঃ পীড়া। শিরঃপীড়া, মাথার অসুখ।

শিরোগৌরব (ক্লী) শিরসো গৌরবং। মস্তকের গুরুতা, মাথাভার। (সুশ্রুত)

শিরোগ্রহ (পুং) বাতব্যাধিরোগ বিশেষ। মাথাধরা রোগ। ইহার লক্ষণ—

"রক্তমাশ্রিত্য পবনঃ কুর্য্যান্মূর্দ্ধধরাঃ শিরাঃ।
রুক্ষাঃ সবেদনাঃ কৃষ্ণাঃ সোঽসাধ্যঃ স্যাচ্ছিরোগ্রহঃ॥
শিরোগ্রহে তু কর্ত্তব্যা শিরাগতমরুৎক্রিয়া।
দশমূলীকষায়েণ মাতুলুঙ্গরসেন চ।
শীতেন তৈলেনাভ্যঙ্গঃ শিরোবস্তিশ্চ যুজ্যতে॥" (সংগ্রহ)

দূষিত বায়ু রক্তকে আশ্রয় করিয়া শিরাসমূহকে উদ্ধবা করিয়া থাকে, তখন ঐ সকল শিরা রুক্ষ, কৃষ্ণবর্ণ ও বেদনাযুক্ত হইয়া অসাধ্য শিরাগ্রহরোগ উৎপাদন করে। এই রোগ হইলে শিরাগত বায়ুর যাহাতে ক্রিয়া হয়, তাহার বিধান করা উচিত, দশমূলী কষায়, মাতুলুঙ্গ রস, শীতল তৈল দ্বারা অভ্যঙ্গ বা শিরোবস্তি প্রয়োগও উপকারক।

শিরোগৃহ (ক্লী) শিরসো গৃহং। অট্টালিকোপরিগৃহ। পর্য্যায়—চন্দ্রশালা। (হেম)

শিরোগ্রীব (ক্লী) শিরশ্চ গ্রীবাচ দ্বয়োসমাহারঃ, সমাহারত্বাৎ ক্লীবত্বং। মস্তক ও গ্রীবা এই দুয়ের সমাহার।

শিরোঘাত (পুং) শিরসো ঘাতঃ। মস্তকের আঘাত, মাথায় ঘাত।

"অঙ্গুল্যাং ছিন্নত্বঃ শোকং শিরোঘাতে নৃপান্তকং।"

(... [illegible] ...)

শিরোজ (ক্লী) শিরসি জায়তে জন ড। [illegible] কেশ।

শিরোজানু (ক্লী) শির ও জানু প্রদেশ।

শিরোজ্বর (পুং) শিরঃপীড়া, মাথার অসুখ।

শিরোৎপাত (পুং) চক্ষুরোগবিশেষ, সন্ধিগত চক্ষুরোগ। ইহার [illegible] চক্ষুর শিরাজাল কখন বেদনাযুক্ত কখন বা বেদনা-[illegible] কোন [illegible] রক্তবর্ণ বা বিকৃতবর্ণ [illegible], এই [illegible] [illegible] শিরোৎপাত কহে।

"অবেদনা বাপি সবেদনা বা
যস্যাক্ষিরাজ্যোহি ভবন্তি তাম্রাঃ।
মুহুর্বিরজ্যন্তি চ যাঃ স তাদৃক্
ব্যাধিঃ শিরোৎপাত ইতি প্রদিষ্টঃ॥" (মাধবনি°)

শিরোদামন্ (ক্লী) শিরসো দাম। মস্তকের মালা, মস্তকস্থ মালা।

শিরোদুঃখ (ক্লী) শিরসো দুঃখং। শিরঃপীড়া, মাথা কামড়ান।

শিরোধরা (স্ত্রী) শিরসো ধরা। গ্রীবা, কন্ধরা। এই শব্দের ক্লীবলিঙ্গের প্রয়োগ আছে।

"দীর্ঘাম্বুজন্মোপমসৎ শিরোধরং।" (ভাগবত ৩।১৩।৩৭)

শিরোধি (স্ত্রী) শিরো ধীয়তেঽনয়া-ধা (কর্ম্মণ্যধিকরণে চ। পা ৩।৩।৯৩) ইতি কি। গ্রীবা, কন্ধরা। (অমর)

শিরোধিনা (স্ত্রী) শিরা। (রাজনি°)

শিরোধূনন (ক্লী) শিরসো ধূননং। শিরঃকম্পন, মস্তকম্পন্দন।

শিরোধ্র (পুং) কন্ধর, শিরোধি।

"নিকৃত্তবাহূরুশিরোধ্রবিগ্রহং।" (ভাগবত ১০।৫৯।১৬)

শিরোভাগ (পুং) শিরসো ভাগঃ। ১ মস্তকভাগ। ২ অগ্রভাগ।

শিরোঽভিতাপ (পুং) শিরোরোগ, মাথা গরম।

শিরোঽভ্যঙ্গ (পুং) শিরসোঽভ্যঙ্গঃ। মস্তকাভ্যঙ্গ, মাথায় তৈলমর্দ্দন।

"অষ্টমীঞ্চ তথা ষষ্ঠীং নবমীঞ্চ চতুর্দ্দশীম্।
শিরোঽভ্যঙ্গং ন কুর্ব্বীত পর্ব্বসন্ধৌ তথৈব চ॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

অষ্টমী, ষষ্ঠী, নবমী, চতুর্দ্দশী, এবং পর্ব্ব সন্ধিতে শিরোঽভ্যঙ্গ করিতে নাই। মাথায় তৈল মর্দ্দন করিয়া তৎপরে আর নিম্ন অঙ্গে তৈল মর্দ্দন করিবে না।

শিরোভূষণ (ক্লী) শিরসো ভূষণং। মস্তকের ভূষণ, মাথার গহনা।

শিরোমণি (পুং স্ত্রী) শিরসো মণিঃ। ১ মস্তকধার্য্য রত্ন। পর্য্যায়—চূড়ামণি, শিরোরত্ন। (শব্দরত্না°) ২ পণ্ডিতদিগের উপাধি বিশেষ। যাঁহারা ন্যায়শাস্ত্রে বিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করিতেন, তাঁহারাই এই উপাধি পাইতেন।

"যস্ত সাংসারিকী চিন্তা চিন্তা চিন্তামনেঃ কুতঃ।
তথৈব হি শিরঃকম্পঃ ক শিরোমণিধারণম্॥" (উদ্ভট)

শিরোমর্ম্মন্ (পুং) শির এব মর্ম জীবাধানং যস্য। শূকর। (হেম)

শিরোমাত্রাবশেষ (ত্রি) শিরোমাত্রঃ অবশেষো যস্য। রাহুগ্রহ। ২ মস্তকমাত্র অবশেষবিশিষ্ট।

শিরোমৌল (পুং) মুকুট। শিরোভূষণ।

শিরোরত্ন (ক্লী) শিরসো রত্নং। শিরোমণি। (অমর)

শিরোরুজ্ (স্ত্রী) শিরসো রুক্। শিরঃপীড়া, মস্তকের পীড়া। (সুশ্রুত)

শিরোরুজা (স্ত্রী) শিরোন রুজতীতি রুজ-ক-টাপ্। ১ মহাপর্ণ বৃক্ষ। (বৈদ্যক) ২ মস্তকরোগ, শিরোবেদনা।

শিরোরুহ্ (পুং) শিরসি রোহতীতি রুহ-কিপ্। কেশ।

শিরোরুহ (পুং) শিরসি রোহতীতি রুহ-ক। কেশ।

"চীরবাসা ব্রতক্ষামা বেণীভূতশিরোরুহা।" (ভাগবত ৪।২৮।৪৫)

শিরোরোগ (পুং) শিরোরোগঃ। শিরঃপীড়া, মাথার অসুখ, ইহার পূর্ব্বরূপ—

"ধূমাতপতুষারাম্বুক্রীড়াতিস্বপ্নজাগরৈঃ।
উৎস্বেদাদিপুরোবাতবাষ্পনিগ্রহরোদনৈঃ॥
অত্যম্বুমদ্যপানেন কৃমিভির্বেগধারণৈঃ।
উপধানমৃজাভ্যঙ্গদ্বেষাধঃ প্রততেক্ষণৈঃ॥
অসাত্ম্যগন্ধদুষ্টামভাষ্যাদ্যৈশ্চ শিরোগতাঃ।
জনয়ন্ত্যাময়ান্ দোষাস্তত্র মারুতকোপতঃ॥
নিস্তুদ্যেতে ভৃশং শঙ্খৌ ঘাটা সংভিদ্যতে তথা।
ভ্রুবোর্মধ্যং ললাটঞ্চ পততীবাতিবেদনম্॥
বাধ্যেতে স্বনতঃ শ্রোত্রে নিষ্কৃষ্যেতে ইবাক্ষিণী॥
ঘূর্ণতীব শিরঃ সর্ব্বং সন্ধিভ্য ইব মুচ্যতে।
স্ফুরত্যতি শিরাজালং কন্ধরাহনুসংগ্রহঃ।" ইত্যাদি।

ধূম, আতপ, তুষার, জলক্রীড়া, অতিনিদ্রা, বা অতি জাগরণ, উৎস্বেদাদি পুরোবায়ু সেবন, বাষ্পনিগ্রহ, রোদন, অত্যম্বুপান, ও মদ্যপান, কৃমি ও বেগধারণ, অধিকক্ষণ অধোদৃষ্টি স্থাপন, দুষ্ট গন্ধের আঘ্রাণ, দুষ্টামি ও অতিশয় কথন ইত্যাদি কারণে বায়ু কুপিত হইয়া মস্তকস্থ শিরায় গমন করিয়া পীড়া উৎপাদন করে, তখন মস্তকে অতিশয় যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। মস্তকস্থিত শঙ্খদেশ, ঘাটা অর্থাৎ ঘাড় অতিশয় পীড়িত হয়, ভ্রূর মধ্য এবং ললাটদেশ অত্যন্ত বেদনার সহিত যেন পতিত হইতেছে বলিয়া বোধ হয়, দুই কর্ণে যেন শব্দ দ্বারা বাধিত হয়, চক্ষুঃদ্বয় আকর্ষণ করিতে থাকে, তখন সমস্ত মস্তক ঘূর্ণিত হইয়া সন্ধিদেশ হইতে যেন খসিয়া পড়িতেছে বলিয়া বোধ হয়, শিরা সকল স্ফুরিত হইতে থাকে। ইত্যাদি রূপ কষ্টদায়ক ব্যাধিকে শিরোরোগ কহে। মস্তকে শূলবৎ বেদনার সহিত যে সকল রোগ উপস্থিত হয়, তাহাও শিরোরোগ নামে অভিহিত হয়।

মাধব-নিদানে ইহার সংখ্যা ও লক্ষণাদির বিষয় এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ;—শিরোরোগ একাদশ প্রকার, বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ত্রিদোষজ, রক্তজ, ক্ষয়জ, কৃমিজ, সূর্য্যাবর্ত্ত, অনন্তবাত, শঙ্খক এবং অর্দ্ধাবভেদক।

বাতজ লক্ষণ—বাতজন্য শিরোরোগে হঠাৎ বিনা কারণে মস্তকে তীব্র বেদনা উপস্থিত হয়, এই বেদনা রাত্রিকালে অতিশয় বৃদ্ধি পায়, বস্ত্রাদি দ্বারা মস্তক বন্ধন করিলে বা স্বেদাদি প্রয়োগ করিলে ইহা প্রশমিত হয়।

পিত্তজ লক্ষণ—পিত্তজ শিরোরোগে শিরোদেশ জলন্ত অঙ্গার দ্বারা আবৃত বোধ হয়, চক্ষু ও নাসাদেশে যেন ধূম নির্গত হইতে থাকে বলিয়া বোধ হয়, ইহা শীতক্রিয়া দ্বারা এবং রাত্রিকালে নিবারিত হয়।

কফজ লক্ষণ—এই শিরোরোগে মস্তক গুরু, স্তব্ধ ও শীতল হয়, উহার অভ্যন্তরে কফ প্রলিপ্ত বলিয়া বোধ হয় এবং চক্ষু, নাসিকা ও মুখে শোথ হইয়া থাকে।

ত্রিদোষজ শিরোরোগে উক্ত ত্রিদোষের সকল লক্ষণই প্রকাশ পায়।

রক্তজ—রক্ত জন্য শিরোরোগে পৈত্তিক শিরোরোগের লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায়। বিশেষ এই যে, ইহাতে মস্তক স্পর্শাসহিষ্ণু হইয়া থাকে, অর্থাৎ মাথায় হাত দিলে বিশেষ যাতনা অনুভব হয়। ক্ষয়জ—শিরোগত বসা, কফ, ও রক্তের অতিশয় ক্ষয়হেতু অত্যন্ত বেদনাযুক্ত ক্ষয়জ শিরোরোগ উৎপন্ন হয়। এই রোগ দারুণ যন্ত্রণাদায়ক এবং কষ্টসাধ্য। এই রোগে স্বেদপ্রয়োগ, বমন, ধূম ও নস্য গ্রহণ এবং রক্তমোক্ষণ করিলে ইহা অতিশয় বর্দ্ধিত হয়। এই রোগে রোগীর শরীর ও মস্তক ঘূর্ণায়মান, চক্ষুর চাঞ্চল্য, মূর্চ্ছা, সূচিবিদ্ধবৎ বেদনা এবং শরীরের অবসন্নতা হইয়া থাকে। কৃমিজ—কৃমি জন্য শিরোরোগে মস্তকে সূচীবেধবৎ অতি যন্ত্রণা, মস্তকাভ্যন্তরে কৃমির কামড়ানি এবং কৃমিভক্ষণ জন্য দপ্ দপ্ করিতে থাকে। নাসারন্ধ্র হইতে রক্ত মিশ্রিত পূয় নির্গত হইয়া থাকে। এই রোগও অতি ভয়ানক।

সূর্য্যাবর্ত্ত—যে শিরোরোগে সূর্য্যোদয় হইতে চক্ষু ও ভ্রূদ্বয়ে অল্প অল্প বেদনা আরম্ভ হইয়া সূর্য্য-তাপের বৃদ্ধির সহিত ক্রমান্বয় বেদনার বৃদ্ধি হয় এবং সূর্য্যাস্ত হইলে বেদনার নিবৃত্তি হয় ; শীতক্রিয়া বা উষ্ণ ক্রিয়া কিছুতেই নিবৃত্তি হয় না। এই রোগ কষ্টসাধ্য। সূর্য্যোদয় হইতে ইহা আরম্ভ হয় বলিয়া ইহার নাম সূর্য্যাবর্ত্ত।

অনন্তবাত—এই শিরোরোগে বাতাদি দোষত্রয় কুপিত হইয়া মন্যা নামক গ্রীবাদেশস্থ শিরাদ্বয়কে পীড়িত করে, তাহাতে গ্রীবার পশ্চাদ্ভাগে অতি তীব্র বেদনা উপস্থিত হয় এবং এই বেদনা শীঘ্রই অক্ষি, ভ্রূ ও শঙ্খদেশে বিশেষরূপে অবস্থিতি করে। ইহাতে গণ্ডপার্শ্বের কম্পন, হনুগ্রহ, ও নানাবিধ নেত্ররোগ উপস্থিত হয়।

শঙ্খক—এই শিরোরোগে রক্ত, পিত্ত ও বায়ু কুপিত ও পরস্পর মিলিত হইয়া শঙ্খদেশে অতি দারুণ বেদনা ও দাহযুক্ত রক্তবর্ণ শোথ উৎপাদন করে। এই শোথ বিষের ন্যায় প্রবল হইয়া শীঘ্র মস্তক ও কণ্ঠদেশকে নিরুদ্ধ করিয়া তিন দিনের মধ্যে রোগীর জীবন নাশ করে। যদি সুবিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসিত হইয়া রোগী তিন দিন বাঁচিয়া থাকে, তাহা হইলে ইহা সারিলে সারিতে পারে।

অর্দ্ধাবভেদক—রুক্ষভোজন, অধ্যশন, পূর্ব্ববায়ু ও হিম সেবন, মলমূত্রাদির বেগধারণ, পরিশ্রম ও ব্যায়াম এই সকল

কারণে কুপিত ও বলবান্ বায়ু স্বয়ং অথবা কফসহায় হইয়া মস্তকের অর্দ্ধাংশ আশ্রয় করে, তখন একপার্শ্বের মন্যা, ভ্রূ, শঙ্খ, কর্ণ, অক্ষি ও ললাটে তীব্র বেদনা উপস্থিত হয়। ইহাকে অর্দ্ধাবভেদক (চলিত আধ কপালে মাথা ধরা) কহে। ইহার বেদনা অগ্ন্যুৎপাদক অরণি কাষ্ঠের ঘর্ষণবৎ বা শস্ত্রাঘাত তুল্য এবং ইহা তীব্র যন্ত্রণাদায়ক হয়। ইহা প্রবৃদ্ধ হইলে চক্ষুঃ অথবা কর্ণ বিনষ্ট হয়। (মাধবনি° শিরোরোগাধি°)

চরকসংহিতায় অগ্নিবেশ আত্রেয়কে এই রোগের পূর্ব্বরূপ ও নিদানাদির বিষয় এইরূপ বলিয়াছেন,—মলমূত্রাদির বেগধারণ, দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, মত্ততাজনক দ্রব্যসেবন, উচ্চভাষণ, শিশির, পূর্ব্ববায়ু, অতি মৈথুন, অসাত্ম্য গন্ধঘ্রাণ, ধূলি, ধূম, বায়ু, আতপ, ও গুরুপাক দ্রব্য ভোজন, অম্লভোজন, আর্দ্রকাদি ভোজন, অতি শীতল জলসেবন, মস্তকে অভিঘাত, দুষ্ট আম, রোদন, অশ্রুবেগ ধারণ, মেঘাগম, মনস্তাপ, এবং দেশ ও কালের বৈপরীত্য ভাব এই সকল কারণে মস্তকস্থ বাতাদিত্রিদোষ মস্তকস্থ রক্তকে দূষিত করিয়া বিবিধ লক্ষণান্বিত রোগ সকল মস্তকে জন্মাইয়া থাকে। ইহাকে শিরোরোগ কহে। ইহা পাঁচ প্রকার। যথা—

বাতজ শিরোরোগনিদান—উচ্চভাষণ, অতিভাষণ, তীক্ষ্ণ মদ্যপান, রাত্রিজাগরণ, শীতল বায়ুসেবন, ব্যায়াম, মলমূত্রাদির বেগধারণ, উপবাস, মস্তকে অভিঘাত, অতি বিরেচন, অতিবমন, রোদন, শোক, ভয়, ত্রাস এবং ভারবহন ও পথগমন জন্য ক্লেশ, এই সকল কারণে বায়ু কুপিত হইয়া শিরোগত ধমনীসমূহে প্রবেশ এবং মস্তকে মহৎ শূল উৎপাদন করে। তখন শঙ্খদেশ সূচীবেধবৎ বেদনায় অত্যন্ত ব্যথিত হয়, ঘাড় যেন ছিঁড়িয়া পড়ে, ভ্রূদ্বয়ের মধ্যভাগ এবং ললাট অত্যন্ত বেদনান্বিত ও তাপযুক্ত হয়, কর্ণদ্বয়ে নিরন্ত শব্দ হইতে থাকে। নেত্রদ্বয় যেন টানিয়া বাহির করিতেছে এইরূপ বোধ হয়, সমস্ত মস্তক ঘুরিতে থাকে এবং তাহা যেন সন্ধিবন্ধন হইতে মুক্ত হইতেছে বলিয়া বোধ হয়। শিরা সকল দপ্ দপ্ করিতে থাকে এবং শিরোধরা গ্রীবা স্তম্ভিত হয়। এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে তাহাকে বাতজ শিরো রোগ কহে। স্নিগ্ধ ও উষ্ণ দ্রব্য সেবন দ্বারা ইহা প্রশমিত হয়।

পিত্তজ শিরোরোগ—কটু, অম্ল, লবণ, ক্ষার, মদ্য, ক্রোধ, সূর্য্যাতপ ও অগ্নিসন্তাপ এই সকল কারণে পিত্ত কুপিত হইয়া মস্তকে শিরোরোগ উৎপাদন করে। এই রোগে মস্তকে দাহ ও সূচীবেধবৎ যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, রোগী শৈত্য আকাঙ্ক্ষা করে, নেত্রদ্বয় দাহান্বিত হয়, ইহাতে রোগীর তৃষ্ণা, গাত্রঘূর্ণন ও ঘর্ম হইয়া থাকে।

কফজ শিরোরোগ—নিরন্তর উপবেশনপ্রিয়তা, নিদ্রালুতা, গুরুস্নিগ্ধভোজন ও অতি ভোজন এই সকল কারণে কফ দুষ্ট হইয়া মস্তকে শিরোরোগ আনয়ন করে। এই শিরোরোগে মস্তক মন্দ মন্দ বেদনান্বিত, স্পর্শশক্তিহীন ও ভারাক্রান্ত হয়। ইহাতে তন্দ্রীরোগ, আলস্য ও অরুচি জন্মিয়া থাকে।

ত্রিদোষজ শিরোরোগ—ত্রিদোষজ শিরোরোগে বাতাদি ত্রিদোষেরই লক্ষণ প্রকাশ পায়। বাতপ্রকোপহেতু শূলবদ্ বেদনা, ঘূর্ণন, কম্প, পিত্ত প্রকোপহেতু দাহ, মত্ততা, ও তৃষ্ণা, কফ প্রকোপ হেতু মস্তকের গুরুত্ব ও তন্দ্রা হইয়া থাকে।

কৃমিজ শিরোরোগ—প্রবল বাতাদি বহু দোষে আক্রান্ত পাপশীল ব্যক্তি তিল, দুগ্ধ, গুড়, পূতি ও বিরুদ্ধ দ্রব্যভোজন করিলে তাহার কফ, রক্ত ও মাংস ক্লিন্ন হয় এবং সেই ক্লিন্ন কফাদির ক্লেদ হইতে কৃমি জন্মে। ঐ কৃমি সকল উৎপন্ন হইয়া অতি কষ্টদায়ক শিরোরোগ আনয়ন করে, তখন নাসাদির রন্ধ্র হইতে পূয়াদি নির্গত হয়। এই রোগে মস্তকে বিদ্ধবৎ ও ছেদবৎ যন্ত্রণা, বেদনা, কণ্ডু ও শোথ এবং কৃমি রোগোক্ত সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। (চরক সূত্রস্থান° ১৭ অ°)

এই রোগ বিশেষ কষ্টদায়ক, এই রোগ উৎপন্ন হইবামাত্রই সুবিজ্ঞ বৈদ্যের চিকিৎসা উচিত। ভাবপ্রকাশে ইহার চিকিৎসার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—

বাতজন্য শিরোরোগে স্নিগ্ধ স্বেদ এবং পান, আহার ও উপনাহ স্বেদপ্রদান করিবে। কুড়, ভেরেণ্ডার মূল ও শুঁঠ সমভাগে গ্রহণ করিয়া তক্র দ্বারা পেষণ ও কিঞ্চিৎ উষ্ণ করিয়া কপালে প্রলেপ দিলে শিরোরোগ প্রশমিত হয়। খাস-কুঠাররসদ্বারা নস্য গ্রহণ করিলে নিশ্চয়ই শিরঃশূল প্রশমিত হয়। ইহা শিরোবস্তি ও শিরোরোগে বিশেষ উপকারী। [শিরোবস্তি দেখ]

পিত্তজ শিরোরোগে চন্দনসিক্ত জল, কুমুদ, উৎপল ও পদ্ম প্রভৃতি শীতল স্পর্শ এবং শীতল বায়ু সেবন করিবে। শত ধৌত ঘৃত মস্তকে ধারণ করিলেও ইহা প্রশমিত হয়। অল্প পরিমাণে খাসকুঠাররস, কর্পূর, কুঙ্কুম, চিনি ও ছাগী দুগ্ধ এই সকল চন্দনের সহিত একত্র ঘর্ষণ করিয়া তদ্দ্বারা নস্য প্রয়োগ করিলে পিত্তজ শিরোরোগ বিনষ্ট হয়। এই নস্য সকল প্রকার শিরোরোগেই বিশেষ উপকারী। পুরাতন গুড় ও শুঁঠদ্বারা নস্য গ্রহণ করিলেও শিরঃশূল নষ্ট হয়। রক্তজ শিরোরোগে পিত্তজন্য শিরোরোগের ন্যায় আহার, প্রলেপ ও সেচন কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ বিপর্যায় ক্রমে শীতক্রিয়া ও উষ্ণক্রিয়া করিবে, অর্থাৎ শীত ক্রিয়ার পর উষ্ণক্রিয়া, এবং উষ্ণক্রিয়ার পর শীতক্রিয়া করিতে হয়। রক্তজ শিরোরোগে রক্ত-মোক্ষণ করা অতি প্রশস্ত।

কফজ শিরোরোগে কফের পাচক রুক্ষ ও উষ্ণ স্বেদ প্রয়োগ করিবে। ত্রিদোষজ শিরোরোগে ত্রিদোষনাশক চিকিৎসা করা

বিশেষ। ষড়বিন্দুতৈল ও কুমারীতৈল এই রোগে বিশেষ উপকারী, ষড়বিন্দু তৈলের নস্য ও তাহা মস্তকে মর্দন করিলে সকল প্রকার শিরোরোগই আশু প্রশমিত হয়।

ক্ষয় জন্য শিরোরোগে ক্ষয় নাশের নিমিত্ত বৃংহণক্রিয়া, পানে ও নস্যে ঘৃত ব্যবহার এবং বাতঘ্ন মধুর দ্রব্য সাধিত ঘৃত প্রয়োগ করিবে। কৃমি জন্য শিরোরোগে বিড়ঙ্গ, নাটাকরঞ্জ ও শজিনা বীজ গোমূত্র দ্বারা পেষণ করিয়া নস্য গ্রহণ করিবে। গুড়ের সহিত ঘৃত ও ঘৃতপূর (পুরা) ভক্ষণ, দুগ্ধ ও ঘৃত পান এবং নস্যপ্রয়োগ, দুগ্ধ দ্বারা তিল পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা বা জীবনীয়গণ দ্বারা স্বেদপ্রদান, অথবা ভৃঙ্গরাজের রস ও ছাগদুগ্ধ সমপরিমাণে গ্রহণ করিয়া রৌদ্রোত্তাপে উষ্ণ করিয়া তদ্দ্বারা নস্য গ্রহণ করিলে সূর্য্যাবর্ত্তরোগ প্রশমিত হয়। অর্দ্ধাবভেদক রোগে প্রথমে স্নিগ্ধ স্বেদ, পরে বিরেচনদ্বারা শরীর শোধন এবং ধূম প্রয়োগ করিয়া স্নিগ্ধ ও উষ্ণ দ্রব্য ভোজন করিলে বিশেষ উপকার হয়। বিড়ঙ্গ ও কৃষ্ণতিল সমভাবে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বা তদ্দ্বারা নস্য গ্রহণ করিলে অর্দ্ধাবভেদক রোগ নষ্ট হয়। সূর্য্যাবর্ত্ত ও অর্দ্ধাবভেদক রোগে চিনিসংযুক্ত দুগ্ধ, নারিকেল জল, শীতল জল বা ঘৃত নাসিকা দ্বারা পান করিলে তৎক্ষণাৎ উপকার হয়।

অনন্তবাতরোগে সূর্য্যাবর্ত্তপ্রশমক ক্রিয়া ও শিরাবেধ দ্বারা রক্তমোক্ষণ করিবে এবং বায়ু ও পিত্তনাশক ক্রিয়া করাও বিধেয়। পথ্যাদি কাথও বিশেষ উপকারী।

দারুহরিদ্রা, হরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, নিম, বেণার মূল ও পদ্মকাষ্ঠ এই সকল সমভাগে পেষণ করিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে শঙ্খক রোগ প্রশমিত হয়। শীতল জল পরিষেচন, শীতল দুগ্ধ সেবন, এবং ক্ষীরী বৃক্ষের কল্ক দ্বারা প্রলেপ দিলে সকল প্রকার শিরোরোগ প্রশমিত হয়। যষ্টিমধু একমাষা, বিষ উহার চারি ভাগের এক ভাগ, এই উভয় চূর্ণ অতি সূক্ষ্ম করিয়া সর্ষপ প্রমাণ নাসারন্ধ্রে প্রদান, আর্দ্র শুক্তিচূর্ণ ও নিশাদলচূর্ণ একত্র মিলিত করিয়া লইয়া তাহার ঘ্রাণ লইলে সকল প্রকার শিরোরোগ আশু প্রশমিত হয়। (ভাবপ্র° শিরোরোগাধি°)

ভৈষজ্যরত্নাবলীতে শিরোরোগাধিকারে ইহার চিকিৎসার বিষয় এইরূপ কথিত হইয়াছে—বাতিক শিরোরোগে স্নেহস্বেদ, নস্য, বায়ুনাশক অন্নপান ও প্রলেপ ব্যবস্থা করা উচিত। কুড় ও এরণ্ডমূল এই উভয় দ্রব্য অথবা কেবল মোচকন্দ মূল কাঁজিতে বাটিয়া প্রলেপ দিলে আশু শিরোরোগ প্রশমিত হয়। মস্তক সমান ব্যাপিয়া ৮ আঙ্গুল উন্নত একটী চর্ম্ম বেষ্টন দ্বারা রোগীর মস্তক বেষ্টিত করিয়া ঐ বাস্তর নিম্নে মস্তকের উপরি ভাগে মাষকলাই বাটিয়া প্রলেপ দিবে। পরে উষ্ণ তৈল দ্বারা ঐ চর্ম্মবেষ্টন পূর্ণ করিবে, যতক্ষণ স্বাস্থ্যলাভ না হয়, ততক্ষণ বস্তিধারণ কর্ত্তব্য। ৪ দণ্ড বা একপ্রহর কাল বস্তি ধারণ করিয়া নিশ্চলভাবে উপবিষ্ট থাকা উচিত। ইহাতে বায়ুজনিত শিরোরোগ, মস্তক কম্পন হনু, মন্যা, চক্ষু ও কর্ণের পীড়া প্রশমিত হয়।

পৈত্তিক শিরঃপীড়ায় ঘৃত, দুগ্ধ, জলসেচন, শীতল প্রলেপ, নস্য, জীবনীয়গণের সহিত সিদ্ধ ঘৃত ও পিত্তনাশক অন্নপান প্রয়োগ করিতে হয়।

কফজে লঙ্ঘন, স্বেদ, রুক্ষোষ্ণ পাচন, ও তীক্ষ্ণ কবল বিশেষ উপকারী। অনন্তমূল, কুড়, উৎপল ও যষ্টিমধু এই সকল দ্রব্য কাঁজিতে বাটিয়া ঘৃত ও তৈলের সহিত প্রলেপ দিলে সূর্য্যাবর্ত্ত ও অর্দ্ধভেদ দূর হয়। হুড়্হুড়ের বীজ হুড়্হুড়ের রসে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে সূর্য্যাবর্ত্ত ও অর্দ্ধাবভেদকের বেদনা নিবারণ হয়। সূর্য্যাবর্ত্তে নস্যাদি প্রদান করিয়া ও গুড়ের সহিত ঘৃত এবং ঘৃত সংযুক্ত পিষ্টক ভোজন করাইবে। ইহাতে শিরা বিদ্ধ করিয়া রক্তমোক্ষণ ও দুগ্ধোত্থ ঘৃতের নস্য বিশেষ উপকারী। প্রত্যহ যবক্ষার ও ঘৃত ভোজন এবং মধ্যে মধ্যে তদ্দ্বারা বিরেচনে বিশেষ উপকার হয়। সোঁদালপত্ররস ২০ সের, নবনীত ১ সের, ও অপাঙ্গবীজ ২ পল একত্র পাক করিবে। ইহার নস্য গ্রহণ করিলে সূর্য্যাবর্ত্তরোগ আশু প্রশমিত হয়। দশমূলের কাথে ঘৃত ও সৈন্ধব প্রক্ষেপ দিয়া তাহার নস্য গ্রহণ করিলেও ইহাতে বিশেষ উপকার হয়। শিরীষ মূলের ছাল ও মূলার বীজ বচ ও পিপুল নস্যে প্রযুক্ত হইলে উক্ত রোগের উপশম হয়। বাতনাশক দ্রব্যের সহিত শশকাদির মাংস সিদ্ধ করিয়া সৈন্ধব-লবণের সহিত ব্যথাস্থানে প্রলেপ দিলেও ঐ মাংস রস পান করিলে ইহা প্রশমিত হয়। ভৃঙ্গরাজের রস ২ তোলা ও ছাগদুগ্ধ ২ তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া রৌদ্রে উত্তপ্ত করিবে। পরে ইহার নস্য গ্রহণ করিলে শিরোরোগ আশু বিনষ্ট হয়।

নিস্তুষ কৃষ্ণতিল ও জটামাংসী পেষণ করিয়া মধু ও সৈন্ধবের সহিত মিশ্রিত করিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে অর্দ্ধাবভেদক নিবারিত হয়। বিড়ঙ্গ ও কৃষ্ণতিল একত্র বাটিয়া উষ্ণজলে গুলিয়া নস্য লইলে বা দগ্ধ চুল্লীর মৃত্তিকাচূর্ণ ও মরিচচূর্ণ সমানাংশে মিশ্রিত করিয়া নস্য গ্রহণ করিলেও ইহা আশু প্রশমিত হয়।

অনন্তবাতে শিরাবেধ, বাতপিত্তঘ্ন আহারাদি এবং সূর্য্যাবর্ত্তের ন্যায় চিকিৎসা কর্ত্তব্য। শঙ্খক নামক শিরোরোগে স্বেদ ক্রিয়া ভিন্ন সূর্য্যাবর্ত্তোক্ত সকল ক্রিয়া এবং দুগ্ধোত্থ ঘৃতের নস্য ও পান ব্যবস্থেয়। শঙ্খকরোগে শতমূলী, নিল কৃষ্ণতিল, যষ্টিমধু, নীলোৎপল, দূর্ব্বা ও পুনর্নবা এই সকল বাটিয়া মস্তকে প্রলেপ এবং শীতল জল ও দুগ্ধ দ্বারা মাথা ধোয়া বিধেয়। বট, অশ্বত্থ প্রভৃতি ক্ষীরীবৃক্ষের ছাল বাটিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলেও

এই রোগে উপকার হয়। বক, কলহংস, হংস, শরাই পক্ষী ও কচ্ছপ এই সকলের মাংসরস পান করাইয়া শঙ্খ সন্ধির উৰ্দ্ধ তিনটী শিরা বিদ্ধ করিলে ইহাতে বিশেষ উপকার হয়।

অপরাজিতা ফলের রসের নস্য গ্রহণ করিলে অথবা উহার শিকড় কর্ণে বাঁধিলে শিরঃপীড়ার শান্তি হয়। কুড় ও করঞ্জবীজ জলে বাটিয়া নস্য লইলে শীঘ্র শিরঃপীড়া প্রশমিত হয়। এইরূপ মরিচ ও ভৃঙ্গরাজের নস্যেও উপকার হয়। শুঁঠ বাটিয়া দুগ্ধের সহিত নস্য গ্রহণ করিলে নানা দোষোৎপন্ন শিরঃপীড়ার নিবৃত্তি হয়।

ষড়্‌বিন্দুতৈল, বৃহদ্দশমূল তৈল, মহাদশমূলতৈল, দশমূল তৈল, স্বল্পদশমূলতৈল, মধ্যম দশমূলতৈল, ধুস্তুরতৈল, কনক-তৈল, মহাকনকতৈল, রুদ্রতৈল, তপুরাজতৈল, বৃহৎকিঙ্কিনী তৈল, গুঞ্জাতৈল এই সকল তৈল নস্য ও মস্তকে মৰ্দ্দন করিলে শিরঃপীড়া প্রশমিত হয়। ময়ূরাদ্যঘৃত এবং শিরঃশূলাদ্রিবজ্ররস সেবনেও বিশেষ উপকার হয়। (ভৈষজ্যরত্না॰ শিরোরোগাধি॰)

চরক, সুশ্রুত, চক্রদত্তপ্রভৃতি গ্রন্থে শিরোরোগাধিকারে নানা-বিধ ঔষধ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কফজ, কৃমিজ ও ত্রিদোষজ শিরোরোগ ব্যতীত অন্যান্য সকল শিরোরোগই বায়ুপ্রধান। সুতরাং বাতব্যাধি কথিত পথ্যাপথ্যই এই শিরোরোগে প্রয়োগ করিতে হয়। কফজাদি কফপ্রধান শিরোরোগে রুক্ষ ও লঘু অন্নপান আহার করিবে এবং স্নান, দিবানিদ্রা ও গুরুপাক দ্রব্য ভোজন প্রভৃতি কফবৰ্দ্ধক আহার বিহারাদি পরিত্যাগ করিতে হয়। বাতাদিভেদে যে পথ্যে বাতাদি বৰ্দ্ধিত না হইয়া প্রশমিত হয়, তাদৃশ পথ্যই হিতকর।

শিরোহর্ত্তি (স্ত্রী) শিরসোহর্ত্তিঃ। শিরঃপীড়া।

"কাংস্যেণাতিপানেন শিরোহর্ত্তিং ব্যপদিশ্য চ।
প্রাতঃ স তস্থৌ বস্ত্রেণ বেষ্টয়িত্বাঙ্কিতঃ শিরঃ ॥"

(কথাসরিৎসা॰ ১৩।১৫২)

শিরোবৰ্ত্তিন্ (ত্রি) শিরসি বৰ্ত্ততে বৃত-ণিনি। ১ মস্তকবর্ত্তী, যাহা মস্তকের দিকে আছে। ২ অগ্রবর্ত্তী।

শিরোবল্লী (স্ত্রী) শিরসো বল্লীব। বহিচূড়া। (শব্দচ॰)

শিরোবস্তি (স্ত্রী) বস্তিভেদ, মূৰ্দ্ধবস্তি, শিরোরোগে এই বস্তি প্রয়োগ করিতে হয়। এই বস্তির বিধান বৈদ্যক এইরূপ লিখিত আছে, যে পরিমাণ চর্ম্ম দ্বারা সম্যক্‌রূপে মস্তক বেষ্টন হইতে পারে সেই পরিমাণ দীর্ঘ এবং ১৬ আঙ্গুল উচ্চ চর্ম্মদ্বারা মস্তক বেষ্টন করিবে। পরে মাষ কলায়ের বাটনা দ্বারা মস্তকসংলগ্ন চর্ম্মের সংযোগ স্থান এইরূপ ভাবে লেপন করিতে হইবে যেন উহা হইতে তৈল বাহির হইয়া না পড়ে। অতঃপর স্থিরভাবে উপবেশন করিয়া কিঞ্চিৎ উষ্ণ তৈল দ্বারা ঐ চর্ম্মকোষ পূর্ণ করিবে, অৰ্দ্ধপ্রহর কিম্বা একপ্রহর বা যতক্ষণ বেদনার শান্তি না হয়, ততক্ষণ উহা ধারণ করিতে হইবে। ইহাকে শিরোবস্তি কহে। এই বস্তি বাতজন্য শিরোরোগ, হনু, মন্যা, চক্ষু ও কর্ণবেদনা এবং শিরঃকম্প আশু প্রশমিত হয়। আহারের পূর্ব্বেই শিরোবস্তি ধারণ বিধেয়। ঐরূপে পাঁচদিন বা সাতদিন শিরোবস্তি প্রয়োগ করিয়া তৈল অপনয়ন ও বন্ধন মোচন করা বিধেয়। পরে ঐ তৈল দ্বারা মস্তক, ললাট, বদন, গ্রীবা ও স্কন্ধদেশ উত্তমরূপে মৰ্দ্দন করিয়া কিঞ্চিৎ উষ্ণ জল দ্বারা প্রক্ষালন করিবে। তৎপরে হিতকর অন্নভোজন বিধেয়। জাঙ্গলজাতির মাংস, শালিপ্রভৃতি তণ্ডুল, মুগ, মাসকলাই, ও কুলথকলায় ভোজন করিবে। রাত্রিকালে কেবল ঈষৎ উষ্ণ ঘৃত বা উষ্ণ দুগ্ধ পান করিবে। (ভাবপ্রকাশ শিরোরোগাধি॰)

শিরোবিরেক (পুং) শিরোবিরেচন, নস্য দ্রব্য, এই নস্য ব্যবহারে শ্লেষ্মা নির্গত হইয়া মস্তক পরিষ্কার হয়, এই জন্য ইহাকে শিরোবিরেক কহে।

শিরোবিরেচন (ক্লী) নস্য দ্রব্য, নস্যভেদ, এই দ্রব্য, যথা— পিপ্পলী, বিড়ঙ্গ, অপামার্গ, শিগ্রু, সিদ্ধার্থক, শিরীষ, মরিচ, করবীর, বিম্বী, ও গিরিকর্ণিকা, এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া নস্য প্রস্তুত করিলে তাহাকে শিরোবিরেচন কহে।

(সুশ্রুত সূত্রস্থা॰ ১৯ অ॰)

শিরোবৃত্ত (ক্লী) শিরইব বৃত্তং। ১ মরিচ। ২ শীষক। (রাজনি॰)

শিরোবৃত্তফল (পুং) শিরসি বৃত্তং ফলং যস্য। রক্ত অপামার্গ ক্ষুপ। (ভাবপ্র॰)

শিরোবেষ্ট (পুং) শিরো বেষ্টয়তীতি বেষ্ট-অচ্। উষ্ণীষ, মাথার পাকড়ী। (ত্রিকা॰)

শিরোবেষ্টন (ক্লী) শিরোবেষ্টয়তীতি বেষ্ট-ল্যু। শিরঃ প্রাবরণ, মাথার পাকড়ী, পর্য্যায় উষ্ণীষ, বেষ্টন, বেষ্টক, শিরোমুকুট, চেলোণ্ডুক। (ত্রিকা॰)

শিরোব্রত (ক্লী) মহোৎসব। (মুণ্ডকোপনি॰ ৩।২।১০)

শিরোহস্থি (ক্লী) শিরসোহস্থি। মস্তকাস্থি, চালত মাথার খুলি, পর্য্যায় করোটি, শিরস্ত্রাণ, শীর্ষক। (রাজনি॰)

শিরোহস্থিখণ্ড (ক্লী) শিরসোহস্থিখণ্ডং। শিরঃখর্পর, মাথার খাপরা। (রাজনি॰)

শিরোহ্লুণ্ঠন (ক্লী) ১ কেশভূমি স্ফুটন। ২ ললাটশঙ্খভেদ।

শিল, ১ উঞ্ছ, কণশ আদান, দাস্য কর্ষাদির উদ্ধৃত শস্যের শেষ আহরণের নাম উঞ্ছ। তুদাদি॰ পরস্মৈ॰ সক॰ সেট্। লট্ শিলতি। লোট্ শিলতু। লুট্ শেলিতা। লিঙ্ শিলেষ। লুঙ্ অশেলীৎ। সন্ শিশিলিষতি। যঙ্ শেশিল্যতে। ণিচ্ শিলয়তি লুঙ্ অশিশিলৎ।

শিল (পুং) শিল-ক। উঞ্ছ, ক্ষেত্রে শস্যাদি কর্ত্তন করিয়া লইয়া যাইলে অবশিষ্ট যাহা থাকে, তাহা একটী একটী করিয়া খুঁটিয়া লওয়ার নাম শিল। মনুতে লিখিত আছে যে, ইহা ব্রাহ্মণদিগের এক প্রকার জীবনোপায়। ব্রাহ্মণগণ উঞ্ছবৃত্তি, শিলবৃত্তি, বা উঞ্ছ শিল-বৃত্তিদ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিবেন। মনু উঞ্ছ ও শিল এই দুই টীকে পৃথক্‌রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মনুর মতে কৃষকেরা ক্ষেত্র হইতে শস্য লইয়া যাইলে যাহা ভূপতিত থাকে, সেই ভূপতিত ধান্যাদির কণাসমূহ এক একটী করিয়া তোলাকে উঞ্ছ এবং ঐ ধান্যাদির মঞ্জরী অর্থাৎ শিষ গ্রহণ করাকে শিল কহে। এইরূপ উঞ্ছ ও শিলদ্বারা যে জীবিকা অর্জ্জন করা হয়, তাহাকে ঋত কহে।

"ঋতামৃতাভ্যাং জীবেত্তু মৃতেন প্রমৃতেন বা।
সত্যানৃতাভ্যামপি বা ন শ্ববৃত্ত্যা কদাচন॥
ঋতমুঞ্ছশিলং জ্ঞেয়মমৃতং স্যাদযাচিতং।
মৃতন্তু যাচিতং ভৈক্ষং প্রমৃতং কর্ষণং স্মৃতম্॥" (মনু ৪।৪-৫)

'অনাধিস্তস্থানেষু পথি বা ক্ষেত্রেষু বা অপ্রতিহতাবকাশেষু যত্র যত্রৌষধয়ো বিদ্যন্তে তত্র তত্র অঙ্গুলীভ্যাং একৈকং কণং সমুচ্চিন্ত্য ইতি বৌধায়নদর্শনাৎ, একৈকধান্যাদিগুড়কোচ্চয়-মুঞ্ছঃ। মঞ্জর্য্যাত্মকানেকধান্যোচ্চয়নং শিলঃ' (কুল্লূক)

২ রঘুবংশে বর্ণিত পারিযাত্র-রাজপুত্র। (রঘু ১৮।১৭)

শিলক (পুং) ঋষিভেদ। (ছান্দোগ্য° উপ° ১।৮।১)

শিলগর্ভজ (পুং) পাষাণভেদন। (রাজনি°)

শিলচর, পূর্ববঙ্গ ও আসাম বিভাগের কাছাড় জেলার প্রধান নগর ও বিচার সদর। অক্ষা° ২৪° ৪৯´ ৪০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯২° ০´ ৪৮´´ পূঃ। নগরটী অধিক প্রাচীন নহে। বরাক নদীর দক্ষিণকূলে বাঁকের পার্শ্বে অগ্রবর্ত্তী ভূখণ্ডের উপর স্থাপিত। পূর্ব্বে এখানকার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না, বর্ত্তমান সময়ে মিউনিসিপালিটীর যত্নে ও ইংরাজ কর্তৃপক্ষের পর্য্যবেক্ষণে ইহার অনেকটা উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ১৮৬৯ খৃঃ ও ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পে নানাস্থ রাজকীয় ও সাধারণ অট্টালিকাদি ভূমিসাৎ হইয়া যায়। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে এখানকার সেনাবাসে দুইটী বড় কামান ও ৪২নং বেঙ্গল পদাতিকদল রক্ষিত হয়। এখানে প্রতিবৎসর পৌষমাসে একটী ৭ দিন স্থায়ী মেলা হইয়া থাকে।

শিলজ (ক্লী) শৈলজ নামক গন্ধ দ্রব্যবিশেষ। (রাজনি°)

শিলদ্ধির (পুং) গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি। বোধ হয় ইহার প্রকৃত নাম শিলন্ধর। (প্রবরাধ্যায়)

শিলপাটা, আসামের দরঙ্গ জেলার ছাতগাড়ী দ্বার উপবিভাগের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। এখানে "দোরানিহ" উৎসবোপলক্ষে একটী মেলা হয়। ঐ মেলায় পার্ব্বত্য কাছাড়ী জাতিই সাধারণতঃ সমবেত হইয়া থাকে।

শিলরতি (ত্রি) শিলে রতির্যস্য। যাহারা শিলবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। (পাণিনি ৬।৩।৬৩ বার্ত্তিক)

শিলবাহা (স্ত্রী) নদীভেদ। [শিলাবহা দেখ]

শিলবৃত্তি (ত্রি) শিলঃ বৃত্তির্যস্য। যিনি শিলবৃত্তি দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করেন। ধান্যাদির মঞ্জরী উচ্চয়ন রূপ বৃত্তি দ্বারা জীবন যাপন। ধান্যাদির শীষ কুড়াইয়া তদ্দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করার নাম শিলবৃত্তি।

শিলহেটী, মধ্যপ্রদেশের রায়পুর জেলার দ্রুগ্ তহশীলের অন্তর্গত একটী ভূসম্পত্তি। ভূপরিমাণ ৮৩ বর্গমাইল। ২৮ খানি গ্রাম লইয়া গঠিত। এখানকার ভূম্যধিকারীরা পূর্ব্বে গণ্ডাই-রাজের অধীন সামন্ত ছিলেন। ইহারা গোঁড়বংশোদ্ভব। শিলহেটী গ্রাম অক্ষা° ২১° ৪৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮১° ৯´ পূর্ব্ব অবস্থিত।

শিলা (স্ত্রী) ১ পাষাণ, প্রস্তর, পাথর। ২ দ্বারদেশের অধঃস্থিত দারু, দোরের চৌকাঠের নীচের কাঠকে পাষাণ কহে। (অমর) ৩ স্তম্ভশীর্ষ। ৪ মনঃশিলা, চলিত মনছাল। ৫ কর্পূর। ৬ শিলাজতু। ৭ গৈরিক। ৮ দীর্ঘ পাষাণ। ৯ নীলিকা, নীল। ১০ হরীতকী। ১১ গোরোচনা। ১২ দূর্ব্বা। (বৈদ্যকনি°) শিরা—রক্ত নস্তং। ১৩ শিরা।"

শিলাই, বাঙ্গালার মানভূম জেলায় প্রবাহিত একটী নদী, উক্ত জেলার দার্দ্দকা পরগণা হইতে উদ্ভূত হইয়া ধীরমন্থর গতিতে পূর্ব্বদক্ষিণাভিমুখে আসিয়া রূপনারায়ণ নদে মিলিত হইয়াছে। মেদিনীপুর বুড়ীনদী মাড়াজোলের নিকটে এবং বাঁকুড়া জেলার পুরন্দরনদী ও গোপা নদী ইহার কলেবর পুষ্ট করিতেছে। রূপনারায়ণের সঙ্গম হইতে এই নদীতে যতদূর জুয়ারের জল পৌঁছায়, ততদূর পর্য্যন্ত এই নদীবক্ষে পণ্যদ্রব্যবাহী নৌকাসমূহ যাতায়াত করিতে পারে। বর্ষাকালে বন্যা হইয়া নদীর উভয়কূল প্লাবিত করে।

শিলাকর্ণী (স্ত্রী) শিলেব কর্ণঃ কোণো যস্যাঃ ঙীপ্। শল্লকী বৃক্ষ। (শব্দচ°)

শিলাকুট্টক (পুং) শিলাং কুট্টয়তি কারয়তীত কুট্ট-ণ্বুল্। টঙ্ক। পাষাণভেদনাস্ত্র। (শব্দরত্না°)

শিলাকুসুম (ক্লী) শিলোদ্ভব, শিলাজতু।

শিলাক্ষর (ক্লী) শিলাপট্টে লিখিত অক্ষর। (Lithography)

শিলাগৃহ (ক্লী) প্রস্তরনির্ম্মিত গৃহ। পাথরের ঘর।

শিলাচক্র (ক্লী) শালগ্রাম শিলা। [শালগ্রাম দেখ।]

শিলাচয় (পুং) পর্ব্বত।

"কনকশিলাচয়বিবরজতককুসুমাসক্তি মধুকরাধুকতে।"
(বৃহৎসংহিতা ২৪।১)

শিলাজ (ক্লী) শিলায়া জায়তে ইতি জন-ড। ১ শৈলেয়, শৈলজ। শিলাজতু। (শব্দচ০) ২ লৌহ। (রাজনি০)

শিলাজতু (ক্লী) পর্ব্বতজাত উপধাতুবিশেষ। হিন্দী—শিলাজৎ। সংস্কৃত পর্য্যায়—গৈরেয়, অর্থ্য, গিরিজ, অশ্মজ, শিলাজ, অগজ, শৈল, অদ্রিজ, শৈলেয়, শীতপুষ্পক, শিলাব্যাধি, অশ্মোত্থ, অশ্মলাক্ষা, অশ্মজতুক, জতুশ্মক। গুণ—তিক্ত, কটু, উষ্ণ, রসায়ন, মেহ, উন্মাদ, অশ্মরী, শোথ, কুষ্ঠ ও অপস্মাররোগনাশক। (রাজনি°)

ইহার নাম, উৎপত্তি, শোধন ও গুণাদির বিষয় বৈদ্যকে এই-রূপ লিখিত আছে—

"নিদাঘে ঘর্ম্মসন্তপ্তং ধাতুসারং ধরাধরাঃ।
নির্যাসবৎ প্রমুঞ্চন্তি তচ্ছিলাজতু কীর্ত্তিতম্।
সৌবর্ণং রাজতং তাম্রং আয়সং তচ্চতুর্বিধম্।
শিলাজত্বদ্রিজতু চ শৈলনির্য্যাস ইত্যপি॥" (ভাবপ্র°)

নিদাঘকালে সূর্য্যকিরণ দ্বারা সন্তপ্ত পর্ব্বত সকল হইতে নির্য্যাসের ন্যায় যে ধাতুসার বিগলিত হয়, তাহাকে শিলাজতু কহে। এই শিলাজতু চারিপ্রকার, সৌবর্ণ, রাজত, তাম্র ও আয়স। ভাবপ্রকাশ মতে গুণ—কটু, তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, কটুবিপাক, রসায়ন, ছেদী, যোগবাহী এবং কফ, মেদ, অশ্মরী, শর্করা, মূত্রকৃচ্ছ্র, ক্ষয়, শ্বাস, বায়ু, অর্শ, পাণ্ডু, অপস্মার, উন্মাদ, শোথ, কুষ্ঠ, উদর ও কৃমিনাশক।

সৌবর্ণ শিলাজতু জবাপুষ্পের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, মধুর, কটু, তিক্তরস, শীতবীর্য্য এবং কটুবিপাক। রাজত শিলাজতু—শ্বেতবর্ণ, শীতবীর্য্য, কটুরস ও মধুর বিপাক। তাম্রশিলাজতু ময়ূরকণ্ঠের ন্যায় আভাবিশিষ্ট, তীক্ষ্ণ এবং উষ্ণবীর্য্য। লৌহ শিলা-জতু জটায়ুর পক্ষ সদৃশ আভাবিশিষ্ট, তিক্ত, লবণ রস, কটু-বিপাক এবং শীতবীর্য্য। এই শিলাজতুই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

ঔষধ প্রস্তুতাদিতে আয়স শিলাজতুই প্রশস্ত। শিলাজতু শোধন করিয়া ব্যবহার করিতে হয়। যে শিলাজতু গোমূত্রবৎ গন্ধযুক্ত, কৃষ্ণবর্ণ, স্নিগ্ধ, কোমল, গুরু, তিক্ত, কষায় রস এবং শীতবীর্য্য, সেই আয়স শিলাজতু ঔষধকরণে শ্রেষ্ঠ এবং মারণের উপযোগী।

শোধনপ্রণালী—শিলাজতু বিন্ধ্যাদ্রি পর্ব্বতে বহু পরিমাণে উৎপন্ন হয়, এইজন্য ইহাতে লৌহের আধিক্য থাকে, সুতরাং শোধন না করিলে কোন কার্য্যকরী হয় না। প্রথমে শিলাজতু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড করিয়া গরম জলে নিক্ষেপ করিয়া এক প্রহর কাল রাখিতে হইবে, পরে উহা মর্দ্দন করিয়া ঐ জল বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া একটী মৃৎপাত্রে স্থাপন করিয়া রৌদ্রে রাখিতে হয়, তৎপরে সেই পাত্রের উপরিস্থিত ঘনভাগ অন্যপাত্রে রাখিবে। এইরূপ পুনঃপুনঃ করিয়া ঘনাংশ গ্রহণ করিলে দুই মাসের মধ্যে শিলাজতু কার্য্যক্ষম হইয়া থাকে। পরে ইহা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে যদি উচ্ছ্রিত হইয়া লিঙ্গোপম হয়, অথচ ধূম দৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে ইহা শোধিত হইয়াছে জানিতে হইবে।

বাগ্‌ভট ইহার শোধন প্রণালী এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—শিলাজতুর বহির্ম্মল অপহরণের জন্য প্রথমে বিশুদ্ধ জলে প্রক্ষালন করিতে হইবে, তৎপরে উহার অন্তর্নিহিত মৃত্তিকা ও বালুকাদি দোষ দূর করিবার জন্য পশ্চাৎ উক্ত ক্বাথ দ্বারা ভাবনা দিতে হইবে। শিলাজতুকে জলে ধুইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লৌহপাত্রে ভাবনা দিতে হয়। যতটুকু শিলাজতু হইবে, তাহার সমপরিমাণ ক্বাথ্য ঔষধ গ্রহণ করিয়া ৮ গুণ জলে পাক করিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইতে হইবে। কিন্তু ঐ ক্বাথ উষ্ণ থাকিতেই ছাকিয়া তাহাতে শিলাজতু নিক্ষেপ করিতে হয়। পরে ক্বাথের সহিত উহা মিলিত হইলে শুষ্ক করিবে, আবার ঐরূপ করিয়া ক্বাথে ফেলিয়া শুকাইবে। এইরূপে ৭ বার ভাবনা দিবে। পরে পঞ্চতিক্তাদি ঘৃতে তিন দিন ডুবাইয়া রাখিতে হয়, তৎপরে ত্রিফলার ক্বাথে তিন দিন, পটোলীর ক্বাথে তিন দিন, যষ্টিমধুর ক্বাথে তিন দিন নিমগ্ন করিয়া রাখিলে শিলাজতুর দোষ সকল বিদূরিত হয়। নিম, গুলঞ্চ, ঘৃত ও যব এই সকল দ্রব্য দ্বারা ক্বাথ প্রস্তুত করিতে হয়।

অন্যপ্রকার—মহর্ষি অগ্নিবেশ ইহার শোধন প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে—গ্রীষ্মকালে যে দিন প্রখর রৌদ্র হয়, সেই দিন চারিখানি কৃষ্ণবর্ণ লৌহপাত্র সমতল ভূমির উপর রৌদ্রে স্থাপন করিবে। পরে উৎকৃষ্ট শিলাজতু লইয়া উহার একটী পাত্রে স্থাপন করিয়া শিলাজতুর দ্বিগুণ উষ্ণজল ও পূর্ব্বোক্ত অর্দ্ধাংশ উষ্ণ ক্বাথ দ্বারা যথানিয়মে শোধন করিলেই মৃত্তিকাদি মলদোষ দূরীভূত হয়। পরে উহা রৌদ্রের উত্তাপে গরম হইয়া আসিলে যখন দেখিবে উহার উপরিভাগে কৃষ্ণবর্ণ সর জন্মিয়াছে, তখন ঐ সর দ্বিতীয় পাত্রে রাখিয়া পুনরায় উষ্ণ জল দিয়া রৌদ্রে রাখিলে পুনরায় ঐরূপ সর পড়িবে, তখন ঐ সর গ্রহণ করিয়া তৃতীয় পাত্রে রাখিয়া পুনরায় উষ্ণজল দিবে, তৎপরে ঐরূপ সর পড়িলে উহা গ্রহণ করিয়া চতুর্থ পাত্রে উক্ত নিয়মে উষ্ণজল দিবে। তৎপরে যখন দেখিবে যে উপরিস্থিত জল বিশুদ্ধ হইয়াছে ও কৃষ্ণবর্ণ মল সকল পাত্রের অধোদেশে পতিত হইয়াছে, তখন ঐ সকল জল পরিত্যাগ করিবে। এইরূপ প্রণালীতে শিলাজতু বিশুদ্ধ হয়।

শোধিত শিলাজতুর গুণ—তিক্ত, কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, কটু-বিপাক, রসায়ন, যোগবাহী এবং কফ, মেহ, অশ্মরী, শর্করা, মূত্রকৃচ্ছ্র, ক্ষয়, শ্বাস, শোথ, অর্শ, পাণ্ডু, বাতরক্ত, কুষ্ঠ, অপস্মার ও উদররোগনাশক। (ভাবপ্রকাশ)

রসেন্দ্রসারসংগ্রহে ইহার শোধনপ্রণালী এইরূপ লিখিত আছে যে উত্তম শিলাজতু লৌহপাত্রে গোদুগ্ধ, ত্রিফলার কাথ ও ভৃঙ্গরাজের সহিত একদিন মর্দ্দন করিলে বিশুদ্ধ হয়। ইহার গুণ তিক্ত ও কটুরস, রসায়ন, ক্ষয়, শোথ, উদর, অর্শ এবং বস্তি-বেদনানাশক। (রসেন্দ্রসারস°)

শিলাজতুপ্রয়োগ (পুং) প্রমেহ-রোগাধিকারে প্রয়োগ বিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—শালসারাদিগণের কাথে শিলাজতু ভাবনা দিয়া এবং উহার কাথে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া বলানুসারে শিলাজতু সেবন করিবে। ইহা সেবন করিলে মধুমেহ, শর্করা ও অশ্মরীরোগ প্রশমিত এবং বল, বীর্য্য ও আয়ু বৃদ্ধি হয়। শিলাজতু সেবনের পর ইহা উত্তমরূপে জীর্ণ হইলে জাঙ্গল মাংসের যূষের সহিত অন্ন সেবন পথ্য।

(ভৈষজ্যরত্না° প্রমেহাধি°)

শিলাজত্বাদিলৌহ (ক্লী) ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—শিলাজতু, যষ্টিমধু, ত্রিকটু ও রৌপ্য এবং সকলের সমান লৌহ একত্র মিশ্রিত করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী করিতে হইবে অনুপান দুগ্ধ। এই ঔষধসেবনে ক্ষয় প্রভৃতি রোগ আশু প্রশমিত হয়। (রসেন্দ্রসারস° যক্ষ্মরোগাধি°)

শিলাজা (স্ত্রী) শ্বেতশিলা নামক পাষাণভেদ। (রাজনি°)

শিলাঞ্জনী (স্ত্রী) শিলামঞ্জয়তীতি অঞ্জ-ল্যু, স্ত্রিয়াং ঙীপ্। কালাঞ্জনী বৃক্ষ। (রাজনি°)

শিলাটক (পুং) শিলামটতীতি অট-ণ্বুল্। ১ অট্ট, অট্টালিকা। ২ অট্টালিকার উপরিস্থিত ক্ষুদ্র গৃহ, চলিত চিলের ছাদ। ৩ গর্ত্ত। (মেদিনী)

শিলাতল (ক্লী) শিলায়াস্তলং। শিলার তল, শিলার উপরিভাগ।

শিলাত্মজ (ক্লী) শিলায়া আত্মজমিব। লৌহ, মুণ্ডলৌহ।

শিলাত্মিকা (স্ত্রী) মূষা, মূষিকা। (শব্দচ°)

শিলাত্ব (ক্লী) শিলা-ভাবে ত্ব। শিলার ভাব বা ধর্ম্ম।

শিলাত্বচ্ (স্ত্রী) শিলাবল্কা, ঔষধ দ্রব্যবিশেষ। (রাজনি°)

শিলাদ (পুং) ঋষিভেদ।

শিলাদদ্রু (পুং) শিলায়া দদ্রুরিব। ১ শৈলেয় নামক গন্ধদ্রব্য, শৈলজ। (রাজনি°) ২ শিলাজতু। (রাজনি°)

শিলাদান (ক্লী) ১ শালগ্রামশিলাগ্রহণ। ২ শালগ্রাম-শিলাদান।

শিলাদিত্য (পুং) মালবরাজভেদ। [হর্ষবর্দ্ধন দেখ]

শিলাবল্ক (ক্লী) শৈলেয়, শৈলজ।

শিলাধাতু (পুং) শিলানাং ধাতুঃ। গৈরিক ভেদ, স্বর্ণ গৈরিক, স্বর্ণ গৈর। (রাজনি°)

'সিতোপলঃ শিলাধাতু র্বর্ণরেখা চ মকলং।
শিলাধাতু বিশেষস্তু বিজ্ঞেয়ো লোকশাস্ত্রতঃ॥' (শব্দরত্না°)

২ সিতোপল, কঠিনী, চলিত খড়ী। ৩ শর্করা, চিনি।

শিলানা, বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর কাঠিয়াবাড় বিভাগের সৌরাষ্ট্র-প্রান্তস্থ একটী ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য। এখানকার সর্দ্দারেরা বড়োদার গাইকোবাড়কে কর দিয়া থাকেন।

শিলানাথ, বাঙ্গালায় দ্বারভাঙ্গা জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ড-গ্রাম। কমলা নদীতীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬° ৩৪´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৬° ৯´ ৪৫´´ পূঃ। এই স্থানে এক সময়ে শিলানাথ মহাদেবের মন্দির বিদ্যমান ছিল। কমলা নদীর গতি পরিবর্ত্তন হেতু ঐ মন্দির ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। প্রতি বৎসর কার্ত্তিক ও ফাল্গুন মাসে এইস্থানে ১৫ দিন স্থায়ী মেলা হয়। ঐ মেলায় নানারূপ শস্য বিক্রয়ার্থ আমদানী হইয়া থাকে। নেপালের পার্ব্বত্য অধিবাসীরা ঐ মেলায় তেজপাত, মৃগনাভি, কুঠার ও খনিজ লৌহ প্রভৃতি দ্রব্য বিক্রয় করিতে আসে। ঐ মেলা শিলানাথ মহাদেবের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক।

শিলানিচয় (পুং) শিলায়া নিচয়ঃ। শিলাসমূহ, প্রস্তর সকল।

শিলানির্য্যাস (পুং) শিলায়াঃ নির্য্যাসঃ। শিলাজতু।

শিলানীড় (পুং) শিলানীড়ে বাসস্থানং যস্য। গরুড়। (ত্রিকা°)

শিলান্ত (পুং) অশ্মন্তকবৃক্ষ, চলিত আপটা। (রাজনি°)

শিলান্ধস্ (ক্লী) শিলেন প্রাপ্তং অন্ধঃ অন্নং। শিলবৃত্তি দ্বারা প্রাপ্ত অন্ন, শিল অর্থাৎ ধান্যাদির মঞ্জরী উচ্চয়ন রূপ বৃত্তি, এই বৃত্তিদ্বারা যে অন্ন লাভ হয়, তাহাকে শিলান্ধঃ কহে।

"বানপ্রস্থাশ্রমপদেষ্বভীক্ষ্ণং ভৈক্ষ্যমাচরেৎ।
সংসিধ্যত্যাশ্বসম্মোহশুদ্ধসত্ত্বঃ শিলান্ধসা॥" (ভাগবত ১১।১৮।২৫)

'শিলবৃত্ত্যা প্রাপ্তেন ভক্ষ্যেণান্ধসা অন্নেন' (স্বামী)

শিলাপট্ট (পুং) শিলায়াঃ পট্টঃ। পেষণার্থ শিলা, চলিত শিল, যে শিলায় দ্রব্যাদি পেষণ করা হয়। বাঙ্গালায় হিন্দুরমণীগণ হরিদ্রাবর্ণের বস্ত্রে শিলাপট্ট আচ্ছাদিত করিয়া ষষ্ঠীদেবী ভাবিয়া পূজা করিয়া থাকেন।

শিলাপুত্র (পুং) শিলায়া পুত্র ইব। পেষণযোগ্য শিলা, চলিত নোড়া, যাহা দ্বারা পেষণ করা যায়। পর্য্যায় ঘর্ষণাল, শিলাপুত্রক। (শব্দরত্না°)

শিলাপুষ্প (ক্লী) শিলায়াঃ পুষ্পমিব। শৈলেয়, শিলাজতু। (রাজনি°)

শিলাপ্রসূন (ক্লী) শিলাপুষ্প, শিলাপ্রসূত, শৈলজ। (রাজনি°)

শিলাবন্ধ (পুং) শিলাদ্বারা গ্রথিত প্রাচীরাদি।

শিলাভব (ক্লী) শিলায়া ভবঃ উৎপত্তির্যস্য। ১ শৈলেয়, শৈলজ। (রাজনি°)

শিলাভাব (পুং) শিলাত্ব, পাষাণত্ব।

শিলাভিষ্যন্দ (পুং) শিলাজতু। (বৈদ্যকনি°)

শিলাভেদ (পুং) শিলাং ভিনত্তীতি ভিদ-অচ্। পাষাণভেদী

বৃক্ষ, চলিত পাথরকুচি, পাথরচুর। (রত্নমালা) (ক্লী) ২ প্রস্তরভেদক অস্ত্র, যে অস্ত্র দ্বারা শিলাভেদ করা যায়।

৩ কর-জোড়ি পাষাণভেদ।

শিলাময় (ত্রি) শিলা বিকারে ময়ট্। শিলাবিকার, প্রস্তরনির্ম্মিত দ্রব্য।

শিলামল (পুং) শিলায়াঃ মলঃ। শিলানির্য্যাস, শিলাজতু।

শিলাযূপ (পুং) বিশ্বামিত্রের পুত্রভেদ। (ভারত অনুশাসনপর্ব্ব)

শিলারম্ভা (স্ত্রী) শিলেব দৃঢ়া রম্ভা। কাষ্ঠকদলী। (রাজনি°)

শিলারস (পুং) স্বনামখ্যাত খনিজ গন্ধদ্রব্য বিশেষ, চলিত শিলারস। গুণ—কটু, স্বাদু, স্নিগ্ধ, শুক্র ও কান্তিবর্দ্ধক, বলকর, সুস্বরজনক, স্বেদ, কুষ্ঠ, জ্বর, দাহ ও গ্রহদোষনিবারক। ইহা শোধন করিয়া ব্যবহার করিতে হয়। শিলারস মধুরাম্বু, ভাবনা দিলে বিশুদ্ধ হয়, এইরূপ দুগ্ধের সহিত কুঙ্কুম, কুঙ্কুমের সহিত অগুরু, গোমূত্রের সহিত গ্রন্থিপর্ণ, মধু জলের সহিত মধুরিকা এবং তণ্ডুলোদকের সহিত তেজপত্র এই সকল দ্রব্যে শিলারস ভাবনা দিলে বিশুদ্ধ হয়। বিশুদ্ধ শিলারসই উক্ত গুণযুক্ত। (ভাবপ্রকাশ)

শিলালিন্ (পুং) জনৈক নটসূত্রপ্রণেতা। (পাণিনি ৪।৩।১১০)

শিলালিপি (স্ত্রী) প্রস্তরে উৎকীর্ণ লিপি। (Inscription)।

শিলাবল্কা (স্ত্রী) শিলেব কঠিনো বল্কো যস্যাঃ। ঔষধ দ্রব্য বিশেষ, হিন্দী শিলাবাক। পর্য্যায় শিলকা, শৈলবল্কা, শৈলগন্ধাহ্বা শিলাবল্ক, শ্বেতা। গুণ—শীতল, কৃচ্ছ্র স্বাদু, মেহ, মূত্ররোধ, অশ্মরী, শূল, জ্বর ও পিত্তনাশক। (রাজনি°)

শিলাবহ (পুং) জনপদবিশেষ। ২ ঐ জনপদবাসী। স্ত্রিয়াং টাপ্। ৩ নদীভেদ।

শিলাবৃষ্টি (স্ত্রী) ১ শিলাবর্ষণ। তুষারপাত। ২ শত্রুর প্রতি প্রস্তরাদি নিক্ষেপ।

শিলাবেশ্মন্ (ক্লী) শিলানির্ম্মিতং বেশ্ম। প্রস্তরগৃহ, শিলানির্ম্মিত গৃহ।

শিলাব্যাধি (পুং) শিলায়া ব্যাধিরিব। শিলাজতু। (ত্রিকা°)

শিলাশস্ত্র (ক্লী) শিলানির্ম্মিত অস্ত্র।

শিলাসন (ক্লী) শিলা আসনং যস্য। শৈলেয়। (শব্দরত্না°) ২ প্রস্তরনির্ম্মিত আসন।

শিলাসার (ক্লী) শিলাবৎ সারো যস্য। ১ লৌহ। (হেম)

শিলাস্থি (ক্লী) যে অস্থির উপরিভাগে মস্তক অবস্থিত। (Petrous bone)

শিলাস্তুম্ভ (পুং) শিলায়াঃ স্তম্ভঃ। পাথরের থাম, প্রস্তরস্তম্ভ।

শিলাস্বেদ (পুং) শিলায়াঃ স্বেদঃ। শিলাজতু।

শিলাহার, বোম্বাই উপকূলস্থ কোঙ্কণ রাজ্যের একটি সামন্ত রাজবংশ। কালে এই শাখা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া উত্তর ও দক্ষিণ কোঙ্কণে স্বতন্ত্র ভাবে রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। কিরূপে এই রাজবংশের অভ্যুদয় হয়, তদ্বিষয়ে সম্যক্ কোন ইতিহাস অবগত হওয়া যায় না। শিলালিপি হইতে জানা যায় যে জীমূতবাহন এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি শাপভ্রষ্ট বিদ্যাধর, গরুড় নাগভক্ষণে প্রবৃত্ত হইলে বাসুকী তাঁহার ভয়ে প্রত্যহ শৈল বা শিলাখণ্ডোপরি একটী সর্প রাখিয়া যাইতেন। একদা শঙ্খচূড়কে ঐরূপে শিলাতলে রক্ষিত দেখিয়া জীমূতবাহন স্বয়ং তথায় যাইয়া উপবেশন করেন। গরুড় তাঁহার প্রার্থনায় সর্পকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকেই উদরস্থ করিলেন, কেবল মস্তকটী ভক্ষণ করিলেন না। তখন শোকবিহ্বলা জীমূতবাহনপত্নী সেই স্থলে আসিয়া গরুড়কে বিস্তর কাকুতি মিনতি করিতে লাগিলেন, তাঁহার স্তবে তুষ্ট হইয়া গরুড় জীমূতবাহনকে পুনর্জীবন দান করিলেন, তদবধি তাঁহার শৈলাহার বা শিলাহার নাম হয়।

উপরের কিংবদন্তী যাহাই হউক না কেন, এই রাজবংশে যে বিদ্যমান ছিলেন, তাঁহাদের মাণ্ডবর্গের নামই তাহার প্রমাণ। মহারাষ্ট্র জাতির মধ্যেও শেলর নামে একটী বংশোপাধি দৃষ্ট হয়, অধিকসম্ভব, ঐ শেলর বংশের কোন শাখা সামন্তরাজরূপে অধিষ্ঠিত হইয়া শেলর শব্দটী সংস্কৃতে শৈলহার রূপে রূপান্তরিত করিয়া থাকিবেন।

সুবিখ্যাত সম্রাট্ নৌশেরবান্ (৫৩১-৫৭৮ খৃঃ) যখন পারস্যসিংহাসনে অধিষ্ঠিত, তখন পশ্চিম ভারতোপকূলে পারস্যবাসিগণের বাণিজ্যপ্রভাব অপ্রতিহত। ৬৩৮ খৃষ্টাব্দে আরবজাতি কর্তৃক শেষ-পারসীয় রাজ যে জদেজার্দ রাজ্যভ্রষ্ট হইলে বহুসংখ্যক পারসিক ঠানা উপকূলে আসিয়া যাদব রাণার রাজ্যে আশ্রয়লাভ করেন। মুসলমান ইতিহাসোক্ত এই যাদব রাণা সম্ভবতঃ সঞ্জানের যাদববংশীয় কোন সামন্তরাজ হইবেন। পারস্য আক্রমণের অব্যবহিত পরেই আরবগণ কয়েকবার ঠানা প্রভৃতি পশ্চিম ভারতোপকূল লুণ্ঠন করিয়া যান। ওমার (৬৩৪-৬৪৩) আরবীয়গণকে এরূপ অন্যায় উপদ্রব করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

যদি এই হিন্দু মুসলমান সংঘর্ষের সময় শিলাহার-রাজগণ লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইতেন তাহা হইলে অবশ্যই তাঁহাদের ইতিহাসে এই রাজবংশের কোন না কোন স্মৃতি পাওয়া যাইত। শিলালিপি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, দক্ষিণ কোঙ্কণাধীশ সণফুল্ল রাষ্ট্রকূটরাজ কৃষ্ণরাজের সামন্ত ছিলেন। সম্রাট তাঁহাকে সহ্যপর্ব্বত হইতে সমুদ্রকূল পর্য্যন্ত স্থান দান করেন। রাজা সণফুল্ল সম্ভবতঃ ৭৭০-৭৮৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন। অতঃপর এই বংশে তৎপুত্র ধম্মিয়র রাজা হন। তৎপুত্র ক্রমে

ঐরপরাজ, অবসর, আদিত্যবর্মা, অবসর ২য়, ইন্দ্ররাজ, ভীম, অবসর ৩য়, ও তৎপুত্র রট্টরাজ ১০০৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। রট্ট রাজা সত্যাশ্রয়ের অধীন সামন্ত ছিলেন। ইহা হইতে এই বংশের অবসান হয়, কারণ উত্তর কোঙ্কণাধীশ্বর অরিকেশরীকে আমরা ১০১৭ খৃষ্টাব্দে সমগ্র কোঙ্কণরাজ্যে আধিপত্য বিস্তার করিতে দেখি।

উত্তর-কোঙ্কণের শিলাহারবংশ

কপর্দ্দী
|
পুলশক্তি
|
কপর্দ্দী ২য় বা লঘুকপর্দ্দী (৮৫৩-৭৭) *
|
বপ্পুবন্ন
|
ঝঞ্ঝা — লক্ষ্মীবন্ধ
গোগ্গি — বজ্জড়দেব — অপরাজিত
অপরাজিত → বজ্জড়দেব ২য়, অরিকেশরী (১০১৭ খৃ:)
বজ্জড়দেব ২য় → ছিট্টরাজ (১০২৬ খৃ:), নাগার্জ্জুন, মুম্মুনি (১০৬০ খৃ:)
নাগার্জ্জুন → অনন্তদেব (১০৮১, ১০৯৪ খৃ:)
?
† অপরাদিত্য (১১৩৮ খৃ:)
?
হরিপালদেব (১১৪৯-১১৫৩ খৃ:)
?
মল্লিকার্জ্জুন (১১৫৩-১১৬০)
?
অপরাদিত্য ২য় (১১৮৪-১১৮৭)
?
কেশিদেব (১২০৩-১২৩৮ খৃ:)
?
সোমেশ্বর (১২৫৯-১২৬০ খৃ:)

উক্ত জীমূতবাহন-বংশধর কপর্দ্দীর পুত্র পুলশক্তি রাষ্ট্রকূট-রাজ অমোঘবর্ষের অধীনে মঙ্গলপুরীর শাসনকর্তা ছিলেন। তৎপুত্র ২য় কপর্দ্দী ৮৭৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তৎপরে বপ্পুবন্ন ও ঝঞ্ঝা যথাক্রমে রাজা হন। রাজা ঝঞ্ঝা স্বীয় একমাত্র কন্যা লক্ষ্মীবন্ধকে চালোরের যাদবরাজ ভিল্লমের হস্তে অর্পণ করেন। ১০৯৪ খৃষ্টাব্দের শিলালিপিতে তৎকর্ত্তৃক শম্ভুমন্দির প্রতিষ্ঠা হইতেই তাঁহাকে শৈবধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া মনে হয়।

ঝঞ্ঝার পর তদীয় ভ্রাতা গোগ্গি ও বজ্জড়দেব রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হন। রাষ্ট্রকূটপতি কর্করাজকে (কক্কল) চালুক্যরাজ তৈলপ কর্ত্তৃক পরাজিত দেখিয়া বজ্জরপুত্র অপরাজিত (বিরুদকশ্রাম) ৯৭৫ হইতে ৯৯৭ খৃষ্টাব্দের স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। অতঃপর ২য় বজ্জড়দেব ও তাঁহার ভ্রাতা অরিকেশরী যথাক্রমে রাজ্যেশ্বর হন। তৎপরে বজ্জড়পুত্র ছিট্টরাজ, নাগার্জ্জুন ও মুম্মুণি (মাম্বনি) পর পর রাজ্যলাভ করেন। মাম্বনির পুত্র অনন্তপাল বা অনন্তদেব হইতে শিলাহারবংশের বীরত্বপ্রভা দিগন্তব্যাপী হয়। ইহার পরবর্ত্তী ছয় জন রাজার নাম ভিন্ন বংশ-তালিকার উল্লেখযোগ্য কোন সম্বন্ধ পাওয়া যায় না।

এই রাজবংশ সময়ে সময়ে পুরি, হন্‌জমান (সম্ভবত সঞ্জান, শ্রীস্থানক (ঠানা,) শূর্পারক (সোপার,) চৌল (চেমুলি,) লোনাদ (লবণতট), ভগরপুর, ষট্‌ষষ্ঠী (শালসেটী) প্রভৃতি স্থানে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

উপরিউক্ত রাজবংশ ভিন্ন কোলহাপুরেও এই বংশের এক শাখা রাজত্ব করিতেন। শিলালিপি হইতে এই বংশের এইরূপ একটী তালিকা সংগৃহীত হয়।

১ জতিগ ১ম
|
২ নায়িব বা নায়িবর্ম্মা
|
৩ চন্দ্ররাজ
|
৪ জতিগ ২য়
|
৫ গোঙ্কল, ৬ গূবল, ৭ কীর্ত্তিরাজ, ৮ চন্দ্রাদিত্য
৫ গোঙ্কল → ৯ মারসিংহ ১০৫৮
৯ মারসিংহ → ১০ গূবল, ১১ ভোজ ১ম, ১২ বল্লাল, ১৩ গণ্ডরাদিত্য ১১১০
১৩ গণ্ডরাদিত্য → ১৪ বিজয়াদিত্য বা বিজয়ার্ক (১১৪৫)
|
১৫ ভোজ ২য় (১১৯০ খৃ:)

রাজা বিজয়াদিত্যের ১০৬৫ শকে উৎকীর্ণ কোলহাপুর-শিলালিপিতে ২য় গূবল ও ১ম ভোজদেবের মধ্যে চন্দদেব নামে রাজা মারসিংহের এক পুত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু গণ্ডরাদিত্য ও ২য় ভোজদেবের তাম্রশাসনে তাঁহার নাম নাই।

শিলাহারিন্ (ত্রি) শিলেন আহর্ত্তুং শীলমস্য শিল-আ-হৃ-ণিনি। শিলবৃত্তি দ্বারা যাহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

শিলাহ্ব (ক্লী) শিলা-ইত্যাহ্বা যস্য। শিলাজতু। (ভাবপ্র°)

শিলি (পুং) ভূর্জপত্রবৃক্ষ। (শব্দমালা) (স্ত্রী) ২ দ্বারাধঃস্থিত কাষ্ঠ, চৌকাঠের নীচের কাঠ, চলিত গোবরাট। (শব্দরত্না°)

শিলিন্ (পুং) নামভেদ। (আশ্বলা°)

শিলিন (পুং) ঋষিভেদ। (বৃহদা° উপ° ৪।১।২)

শিলিন্দ (পুং) মৎস্যবিশেষ। গুণ—শ্লেষ্মাবর্দ্ধক, রুচ্য ও বাতপিত্তনাশক। (রাজব°) এই মৎস্য খাইতে বেশ স্বাদু।

---

* নামের পার্শ্বে যে রাজ্যকাল সংখ্যা দেওয়া হইল, ঐ সময়ের মধ্যে [illegible] শিলালিপি মাত্র পাওয়া যায়। রাজ্যকাল সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট [illegible]।

† অনন্তদেবের পর অপরাদিত্য কোন সম্পর্কে রাজা হন তাহা জানা যায় না। পরবর্ত্তী "?" বংশপরম্পরায় কিছু গোল আছে।

শিলী (স্ত্রী) শিলি-কৃদিকারাদিতি ঙীষ্। দ্বারাধঃস্থিত কাষ্ঠ, শিলি, দ্বারশীর্ষ। ২ গণ্ডূপদী, চলিত কেঁচো। (মেদিনী)

শিলীন্ধ্র (ক্লী) ১ কদলীপুষ্প, মোচা। ২ করক। ৩ ত্রিপুটা। (পুং) ৪ বৃক্ষ বিশেষ, ভূমিকদলী বৃক্ষ। ৫ মৎস্য বিশেষ। চিত্রফলক মৎস্য। (জটাধর) ৬ ছত্রাক, বেঙের ছাতা।

শিলীন্ধ্রক (ক্লী) গোময়ছত্রিকা, বেঙের ছাতা, ইহা দ্বিজাতিকে ভক্ষণ করিতে নাই।

'গোময়ছত্রিকায়াহশিলীন্ধ্রঞ্চ শিলীন্ধ্রকম্।' (হারাবলী)

স্বার্থে কন্। শিলীন্ধ্র শব্দার্থ।

শিলীন্ধ্রপুষ্প (ক্লী) কদলীপুষ্প। (মেদিনী)

শিলীন্ধ্রী (স্ত্রী) ১ বিহগীভেদ। ২ গণ্ডূপদী, কেঁচো। ৩ মৃত্তিকা। (মেদিনী)

শিলীপদ (পুং) শিলীব স্থূলং পদমস্মাৎ। পাদরোগবিশেষ, চলিত গোদ, পর্য্যায় পদগণ্ডীর, শ্লীপদ, পাদবল্মীক। (হেম)

[শ্লীপদ শব্দ দেখ।]

শিলীপৃষ্ঠ (ত্রি) ১ বাণ। ২ অসি।

শিলীমুখ (পুং) শিলীব মুখং যস্য। ১ ভ্রমর। ২ বাণ।

'কস্তায়ং শায়কো দীর্ঘঃ শিলীপৃষ্ঠঃ শিলীমুখঃ।' (ভারত ৪।৪০।১১)

৩ যুদ্ধ। ৪ জড়ীভূত। (শব্দরত্না°)

শিলু (পুং) বহুবার বৃক্ষ। চলিত চালতা গাছ। (বৈদ্যকনি°)

শিলুষ (পুং) ১ ঋষিভেদ। ইনি নাট্যাচার্য্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। ২ বিল্ববৃক্ষ।

শিলেয় (ক্লী) শিলায়াং ভবং শিলা-ঢ। ১ শৈলজ, শিলাজতু। (শব্দরত্না°) (ত্রি) ২ শিলা-সম্বন্ধী। ৩ শিলাসদৃশ। শিলেব (শিলায়া ঢঃ। পা ৫।৩।১০২) ইতি ঢ। 'শিলেয়ং দধি' (কাশিকা) শিলাসদৃশ কঠিন দধি।

শিলোচ্চয় (পুং) শিলায়া উচ্চয়ো যত্র। পর্ব্বত।

"ন পাদপোন্মূলনশক্তিরংহঃ
শিলোচ্চয়ে মূর্চ্ছতি মারুতস্য।" (রঘু ২।৩৪)

শিলোঞ্ছ (পুং) উঞ্ছশিল বৃত্তি। উঞ্ছবৃত্তি ও শিলবৃত্তি, ভূপতিত এক একটী ধান্যাদির গ্রহণরূপ উঞ্ছ বৃত্তি এবং ধান্য-মঞ্জরীর গ্রহণরূপ শিলবৃত্তি। অমরটীকায় ভরত ইহার ব্যুৎপত্তি এই রূপ লিখিয়াছেন,—'উপাত্ত শস্যাৎ ক্ষেত্রাৎ শেষাবচয়নং, উঞ্ছেন পরিচক্ষ্যাদানবদ্গ্রহণেন শিষ্যতে সঞ্চীয়তে উঞ্ছশিলং, উঞ্ছ ওঞ্ছে শিলওঞ্ছে রুদ্যোরিত্যুক্তে কৃগ্জ্যোতি ইত্যুক্তত্বাৎ কঃ উঞ্ছশিলং সংঘাতবিগৃহীতং বিপর্য্যস্তং। শক্যং ন চেচ্ছশিলেন বৃত্তিঃ ফলেন মূলেন চ বারিণা চ। ইতি সমাহারদ্বন্দ্বে উঞ্ছং শিলঞ্চ।

'উঞ্ছং স্তৈকশ বন্যাদ্যং তৎপরিগ্রহণং বৃত্তম্।' ইতি নিগমা-ভিধানে ক্লীবং পুমানুহ বস্তুং শিলাং ইতি বোপালিতে পুংস্ত্বাহঃ।

রঘুকারা হৃতসারে পরিণতবাক্ কন্যকেদারে।
ভবভূতিকৃত শিলোঞ্ছে ভত্তলপতিতং বয়ং চিনুমঃ॥"
ইতি গোবর্দ্ধনঃ।' (ভরত)

শিলোঞ্ছন (ক্লী) শিল-উঞ্ছবৃত্তি।

"অকিঞ্চনানাং হি ধনং শিলোঞ্ছনং
তেনেহ নির্ব্বর্ত্তিত সাধু সৎক্রিয়ঃ॥" (ভাগবত ৬।৭।৩৬)

'শিলোঞ্ছনং ক্ষেত্রে স্বাম্যুপেক্ষিতকণিশোপাদানং উঞ্ছং হট্টাদৌ পতিতব্রীহ্যাদেরুপাদানমুঞ্ছনং' (স্বামী)

শিলোত্থ (ক্লী) শিলায়া উত্তিষ্ঠতীতি উৎ-স্থা-ক। ১ শৈলেয় নামক গন্ধ দ্রব্য। ২ শিলাজতু। (রাজনি°)

শিলোদ্ভব (ক্লী) শিলায়া উদ্ভবো যস্য। ১ শৈলেয়। ২ শিলাজতু। ৩ চন্দনবিশেষ, পীতচন্দন।

'সুশীতলং চন্দনং যৎ তৈলপর্ণিকমুচ্যতে।
উক্তৌ চ তস্য পর্য্যায়ৌ সোমযোনি শিলোদ্ভবম্॥' (শব্দচন্দ্রিকা)

শিলোদ্ভিদা (স্ত্রী) পাষাণভেদ, চলিত পাথরকুচা। (ভাবপ্রকাশ)

শিলৌকস্ (পুং) শিলা পর্ব্বতঃ ওকো বাসস্থানং যস্য। ১ গরুড়। (ত্রিকা°) ২ পর্ব্বতবাসিমাত্র।

শিলৌন্দী, মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুর জেলার শিহোরা তহশীলের অন্তর্গত একটী নগর।

শিল্গু (পুং) সুখ। (নিঘণ্টু ৩।৬)

শিল্প (ক্লী) শীল সমাধৌ, (খেপাশিল্পশষ্পবাষ্পরূপপর্পতল্পাঃ। উণ্ ৩।২৮) ইতি প হ্রস্বশ্চ। কলাদি কর্ম্ম, বাস্তানস্থাপনাদি কর্ম্ম, চলিত কারিকুরি।

"বাৎস্যায়নোক্ত নৃত্যগীত বাদ্যাদি চতুঃষষ্টিঃ বাহ্যক্রিয়াঃ তথা আলিঙ্গনচুম্বনাদি চতুঃষষ্টিঃ অভ্যন্তরক্রিয়াঃ কলাঃ আদিনা স্বর্ণ-কারাদিকারুকর্ম্মগ্রহঃ। এতৎ সর্ব্বং শিল্পং" (ভরত)

বাৎস্যায়নপ্রণীত নৃত্যগীত বাদ্য প্রভৃতি ৬৪ প্রকার বাহ্যক্রিয়া এবং আলিঙ্গন চুম্বনাদি চতুঃষষ্টি প্রকার আভ্যন্তর ক্রিয়া, স্বর্ণ-কার, কর্ম্মকার প্রভৃতির কার্য্য সকল, ইহা সকলই শিল্প নামে অভিহিত হয়। কারুকার্য্য মাত্রই শিল্পপদবাচ্য। বস্ত্রবয়ন, নৌকা গঠন, অলঙ্কার প্রস্তুত করণ, গৃহনির্ম্মাণ প্রভৃতি কার্য্য মাত্রই শিল্প। [শিল্পবিদ্যা দেখ।]

২ স্রুব। (মেদিনী)

শিল্পক (ক্লী) শিল্প-কন্। শিল্প শব্দার্থ।

শিল্পকার (পুং) শিল্পং করোতীতি কৃ অণ্। শিল্পী শিল্পব্যব-সায়ী, কারিকর।

শিল্পকারক (পুং) শিল্পক, শিল্পকর্ম্মকারী।

শিল্পকারিন্ (ত্রি) শিল্পং কর্ত্তুং শীলমস্য, ণিনি। শিল্পকর্ম্ম-কর্ত্তা, শিল্পকর্ম্মজনক, যিনি শিল্প কর্ম্ম করিয়াছেন। পৌরাণিক-

শূদ্র শিল্পকারদিগের জনক বিশ্বকর্ম্মা; বিশ্বকর্ম্মা হইতেই সকল শিল্পীর উৎপত্তি হইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত আছে,—

"বিশ্বকর্ম্মা চ শূদ্রায়াং বীর্য্যাধানং চকার সঃ।
ততো বভূবুঃ পুত্রাশ্চ নবৈতে শিল্পকারিণঃ॥
মালাকারঃ কর্ম্মকারঃ শঙ্খকারঃ কুবিন্দকঃ।
কুম্ভকারঃ কংসকারঃ ষড়েতে শিল্পিনাং বরাঃ॥
সূত্রধারশ্চিত্রকরঃ স্বর্ণকারস্তথৈব চ।"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° ব্রহ্মখ° ১০ অ°)

বিশ্বকর্ম্মা শূদ্রার গর্ভে বীর্য্যাধান করেন, তাহাতে ৯ জন শিল্পকারের জন্ম হয়, ১ মালাকার, ২ কর্ম্মকার, ৩ শঙ্খকার, ৪ কুবিন্দক, ৫ কুম্ভকার ও ৬ কংসকার, এই ৬ জন শিল্পীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইহা ভিন্ন ৭ সূত্রধার, ৮ চিত্রকার ও ৯ স্বর্ণকার এই তিন জন।

শিল্পগৃহ (ক্লী) শিল্পানাং গৃহং। শিল্পশালা, স্বর্ণকার প্রভৃতির কর্ম্মগৃহ, কারখানা, যে গৃহে শিল্প দ্রব্য নির্ম্মিত হয়। মনুতে লিখিত আছে যে, রাজা তস্করাদির উপদ্রব হইতে শিল্পগৃহ রক্ষা করিবেন। (মনু ৯।২৬৬)

শিল্পগেহ (ক্লী) শিল্পগৃহ।

শিল্পজীবিকা (স্ত্রী) শিল্পমেব জীবিকা। শিল্পরূপ উপজীবিকা।

শিল্পজীবিন্ (ত্রি) শিল্পেন জীবতি জীব-ণিনি। শিল্পোপজীবী, যিনি শিল্প দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন।

শিল্পত্ব (ক্লী) শিল্পস্য ভাবঃ ত্ব। শিল্পের ভাব বা ধর্ম্ম, শিল্পকার্য্য।

শিল্পপ্রজাপতি (পুং) শিল্পস্য প্রজাপতিঃ। শিল্প-কর্ম্মস্রষ্টা বিশ্বকর্ম্মা। (ভারত আদিপ°)

শিল্পযন্ত্র (ক্লী) শিল্পবিষয়ক যন্ত্র, চলিত কল।

শিল্পলিপি (স্ত্রী) প্রস্তর প্রভৃতিতে খোদিত লিপি। শিলালিপি।

শিল্পবৎ (ত্রি) শিল্প অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। শিল্পবিশিষ্ট, শিল্পযুক্ত।

শিল্পবিদ্যা (স্ত্রী) শিল্পবিষয়ক বিদ্যা, শিল্পশাস্ত্র, শিল্পকর্ম্ম বিষয়ক গ্রন্থ।

সচরাচর মনুষ্য যে কলাদি কর্ম্ম বিশেষ নিপুণতা সহকারে সম্পন্ন করে, তাহাই শিল্প। স্বর্ণকারাদি বিশেষ বৃত্তিজীবীরা যে কর্ম্ম সুচারুরূপে নিষ্পন্ন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহাও শিল্পপদবাচ্য। কিন্তু প্রাচীন কালে দেবমন্দির, প্রাসাদ, অট্টালিকা, দেবমূর্ত্তি এবং গৃহাদির দেওয়ালে যে সকল কারুকার্য্য খোদিত হইত, তাহাই শিল্প নামে খ্যাত ছিল। যে শাস্ত্রপদ্ধতি অনুসরণ করিয়া শিল্পকর্ত্তা অভীষ্টবস্তু কোন একটী নিয়মাবলীর প্রণালীতে গঠন করে, তাহাকেই শিল্পশাস্ত্র বলা যায়। [illegible] এতদ্বিষয়-লিখিত আছে, তাহাকে শিল্পশাস্ত্র কহে।

পুরাণাদিতে বিশ্বকর্ম্মাই দেবশিল্পী বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, তৎপরে ময়দানব অট্টালিকাদি নির্ম্মাণ বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিতা দেখান। তিনি গৃহনির্ম্মাণের উপযোগী নিয়ম সকল নিবদ্ধ করিয়া যে প্রথা প্রবর্ত্তন করেন, তাহাই ময়শিল্প নামে কথিত। ময় কর্ত্তৃক লোকসমাজে শিল্প বা বাস্তুবিদ্যার বহুল প্রচলন হয়।

বিশ্বকর্ম্মশিল্পে ভগবান্ শিব বিশ্বকর্ম্মাকে কৃতাদি যুগক্রমে দেবমূর্ত্তির ভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন; ঐ শিল্পকারদিগেরও কর্ম্মাংশ বিভাগ করা হইয়াছে, প্রাসাদি নির্ম্মাণ, দেবালয়-গঠন, পাষাণ, স্বর্ণ বা লৌহাদি দ্বারা প্রতিমা-নির্ম্মাণই ইহাদের মুখ্য-কার্য্য। বিশ্বকর্ম্মীয় শিল্পশাস্ত্রমতে শিল্পী সাত প্রকার, উহারা একে একে স্ব স্ব কর্ম্মাংশ সম্পাদন করিত।

"বিশ্বাং বিশ্বকর্ম্মা চ তক্ষকঃ বর্দ্ধকিস্তথা।
স্থপতিঃ স্থাপকঃ শিল্পী রথকার উদীরিতঃ।
নামভিঃ সপ্তভিশ্চৈব সমবেতঃ মহাপ্রভী॥ (১।৯-১০)

ঐ সকল শিল্পিগণ কি কি কার্য্যের জন্য এরূপ বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছেন, উক্ত গ্রন্থে তাহাও প্রদত্ত হইয়াছে—

"অথ বিশ্বং করোতীতি বিশ্বকর্ম্মা ভবৎ স্বয়ং।
সর্ব্ব লক্ষণতঃ শুদ্ধে তক্ষণাত্তক্ষক ঈরিতঃ।
দেবালয়াদিকান্ সর্ব্বান্ বর্দ্ধয়েদিতি বর্দ্ধকী॥
গৃহাণি ভেদয়োদ্বহ স্থপতির্নামতঃ স তু।
পর্ব্বতানি ভুবকৈব স্থাপয়ত্যখিলানি চ॥
স্থাপকঃ প্রোচ্যতে সর্ব্বং শিল্পিভিঃ শিল্পিবিত্তাপি।
ত্রিপুরং বধকামস্য শিবস্য পরমেষ্ঠিনঃ॥
রথঞ্চ জগদাকারং কৃতবান্ পরমং শুভং।
রথকার ইতি প্রোক্তো বিশ্বকর্ম্মা স এব হি॥" (১।১১-১৭)

অতএব স্থাপক, শিল্পী, বর্দ্ধকী ও তক্ষককে দেবমূর্ত্তি গঠনের প্রধান শিল্পী বলিয়া গণনা করা হইয়াছে। দেবমূর্ত্তিবিনির্ম্মাণ স্থপতির কার্য্য। ঐ প্রতিমাদির স্থাপন কার্য্য কেবলমাত্র স্থাপক দ্বারা নির্ব্বাহিত হইবে। শিল্পী চিত্র সম্পাদন করিবে, বর্দ্ধকী শিলাক্রিয়া করিবে এবং তক্ষক তক্ষণাদির কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। এতদ্ভিন্ন তক্ষকের আরও অনেক কর্ম্ম আছে, প্রতিমানির্ম্মাণার্থ তাহাকে পুণ্যাহে পূর্ব্বাহ্ণে জপ-হোমাদি কার্য্য করিয়া পরে কাষ্ঠাদি ছেদন প্রভৃতি কার্য্য করিতে হয়।

"দেবতানাং বিনির্ম্মাণং স্থপতিস্তু করোত্যয়ং।
স্থাপকস্তু করোত্যেষাং স্থাপনপ্রতিমাসু চ॥
শিল্পী চিত্রবিধানাঞ্চ বর্দ্ধকেস্তু শিলাক্রিয়া।
তক্ষকস্তক্ষণাদীনি দারুখণ্ডানাং করোত্যয়ং॥
চতুর্ণামপি বর্ণানাং মধ্যমাঞ্চ করোত্যয়ং।
আসন্ন্যায়াবিদ্যো চাপি বিত্তারাধ্য সমুদ্ভবং॥

অলঙ্কারক্রিয়ায়ুক্তং সর্ব্বচিত্রসমন্বিতং।
পাদাদিকং হস্তমানং বিস্তারং ব্রাহ্মণস্য তু॥
পাদোনেষং ত্রিহস্তং স্যাদয়োদৃঢ়কনির্ম্মিতং।
সার্দ্ধহস্তং সমুৎসেধং প্রাস্তবৎ সর্ব্ববৃত্তিকং॥
কুর্য্যাত্তাং যাজ্ঞিকৈ কাষ্ঠৈ ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ।
হস্তত্রয়স্ত বিস্তারং আয়ামং পঞ্চহস্তকং॥
ত্রিহস্তোচ্ছিতমেতদ্ধি সর্ব্বত্রয়স্য বিনির্ম্মিতং।
চতুঃশালৈঃ কর্ণকূটৈর্যুক্তং কুর্য্যাচ্চ তক্ষকে॥
বৃক্ষেণ পনসাম্রেণ কুর্য্যাদ্ দৃঢ়বিনির্ম্মিতং।
অন্যাস্য হস্তবিস্তারং আয়ামস্ত ত্রিহস্তকং॥
অধ্যার্দ্ধ হস্তমুচ্চং স্যাৎ ত্রিপর্ণীবিধনির্ম্মিতং।
হস্তিপৃষ্ঠাকৃতী কুর্য্যাৎ বৈশ্যস্যাপি বিশেষতঃ॥
বৈশ্যাশ্চ বৃক্ষতালস্য কুর্য্যাত্ত শিখরাকৃতিঃ।
ব্রাহ্মণস্য তু বর্ণানাং চতুর্ণাসম্ভবোঽস্তি যঃ॥
বিবাহং কারয়েদ্বিদ্বান্ ক্ষত্রিয়স্য ক্রিয়াস্তরং।
বৈশ্যাদিকাত্রিয় স্ত্রিয়ঃ বৈশ্যস্য শূদ্রজন্মনাং॥
অনিন্দ্যমাখিলামাম্বয়াত্তজাতশ্চ সঙ্করা।
ষোড়সঙ্করজাতীনাং গ্রহাদিস্বেব কারয়েৎ॥
অসজ্যাদিনি বাস্তেষাং নৈবং কুর্য্যাৎ কদাচন।
যদি কুর্য্যাত্ততো মোহাদজ্ঞানাদধনোত্তবৎ॥
কামাদ্বা বিত্তলোভাদ্বা নশ্যন্তো ত্রিবিন্দতি।
দেবপূজা ন গৃহ্ণন্তি রাষ্ট্রক্ষোভশ্চ জায়তে॥
তস্মাৎ সঙ্করজাতিকামাসজ্যাদীনি কারয়েৎ।
পূর্ব্বাহ্নে তু ক্রিয়াং কুর্য্যাদপরাহ্নে তু তক্ষকঃ॥
স্বশাস্ত্রোক্ত বিধিঃ কুর্য্যাদিতি শাস্ত্রস্য নিশ্চয়ঃ।
জপহোমাদিকং কুর্য্যাদনুষ্ঠানং সমাচরেৎ॥"

(বিশ্বকর্ম্মশিল্প ২।১৭-৩২)

উক্ত গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে তক্ষক বা স্থপতির সংস্কারকর্ত্তব্যতা আদিষ্ট হইয়াছে। যে হেতু সংস্কারবিরহিত স্থপতি দ্বারা দেবমূর্ত্তি স্থাপিত হইলে রাজা ও রাজ্য বিনাশ পায়। চতুর্থ অধ্যায়ে প্রতিমা লক্ষণ, তাহার প্রতিষ্ঠা বিবরণ ও প্রতিষ্ঠা কালাদি, পঞ্চমে শিলাপীঠ বা লিঙ্গপীঠের বিবরণ ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে রথলক্ষণ অর্থাৎ দ্বিতল ত্রিতল ও চূড়াদি ক্রমে রথের পরিমাণাদির তারতম্যানুসারে কিরূপ নামান্তর কল্পিত হয় তাহাই বর্ণিত আছে।* ইহাতে রথপ্রতিষ্ঠা ও দেবদেবীমূর্ত্তিবিন্যাস বিধিও উক্ত হইয়াছে। ঐ অধ্যায় এবং পরবর্ত্তী অধ্যায়ে দেবদেবীর মূর্ত্তি ও তাঁহাদের অঙ্গস্থিত আভরণাদি চিহ্নাদি, তৎপরে মুকুটলক্ষণ অর্থাৎ স্বর্ণকার কিরূপ দেবতার ও রাজার শিরোভূষণ নির্ম্মাণ করিবেন, তাহারই নিয়মাদি লিপিবদ্ধ আছে। শেষ অধ্যায়দ্বয়ে যথাক্রমে বাস্তুশাস্ত্রোক্ত জীর্ণোদ্ধারবিধি ও লিঙ্গোদ্ধার ও গর্ভাগারাদি নির্ম্মাণ-প্রক্রিয়া দৃষ্ট হয়।

বাস্তুনির্ম্মাণবিষয়েও কএকটী বিশেষ বিশেষ শিল্পীর প্রয়োজন আছে। মানসার নামক বাস্তুশাস্ত্র হইতে আমরা উহার কতক আভাস পাই। ঐ গ্রন্থখানি ৫৮ অধ্যায়ে বিভক্ত, ১ম অধ্যায়ে স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ও সূত্রধর প্রভৃতির শিক্ষা দ্বিতীয় অধ্যায়ে শিল্পীদিগের গুণাগুণ, বিশ্বকর্ম্মা হইতে পঞ্চ শিল্পীর উৎপত্তি ও তাহাদের তক্ষক, সূত্রধর, কংসকার, মণিকার ও কর্ম্মকারবৃত্তি অবলম্বন। তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে কিরূপ স্থানে মন্দির, প্রাসাদ ও সাধারণ গৃহ-নির্ম্মাণ করিতে হয়, তাহার ফলাফল ও মৃত্তিকাদি নির্দ্দেশ; ষষ্ঠ অধ্যায়ে শঙ্কুস্থাপনপূর্ব্বক কোণ নির্দ্দেশবিবরণ এবং সপ্তমে নগর ও রাজধানীপত্তনের নক্সা ও তথাকার মন্দিরপ্রাসাদ ও অট্টালিকাদি সন্নিবেশ বিবরণ, অষ্টমে গৃহপ্রতিষ্ঠা, গৃহযজ্ঞ ও গৃহ-নির্ম্মাণ বিবরণ, নবমে গ্রাম ও নগরের রাস্তাঘাট পত্তন, বিভিন্ন জাতির বাসস্থান ও তাহাতে সাম্প্রদায়িকগণের উপাসনালয় বা দেবমন্দির নির্ম্মাণের উপযুক্ত স্থাননির্দ্দেশ; দশমে ভিন্ন প্রকারের রাজধানী স্থাপন বিবরণ; একাদশে বিভিন্ন প্রকার অট্টালিকার পরিমাণ; দ্বাদশে গর্ভবিন্যাস অর্থাৎ অভিলষিত বাস্তুর মধ্যস্থল ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন; ত্রয়োদশে উপপীঠ অর্থাৎ মূর্ত্তি বা স্তম্ভের মূলদেশ নির্ম্মাণ-বিবরণ, চতুর্দ্দশে অধিষ্ঠান বা ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা; পঞ্চদশে ভিন্ন ভিন্ন স্তম্ভ বিবরণ ও তাহার পরিমাণ, ষোড়শে প্রস্তার অর্থাৎ অট্টালিকার স্তম্ভশিরঃনির্ম্মাণ বিবরণ; সপ্তদশে শালকাষ্ঠের জোড়মিল বা গ্রন্থনবিধি। অষ্টাদশে বিমান, মন্দির ও প্রাসাদ বিবরণ; ঊনবিংশ হইতে অষ্টাবিংশতি অধ্যায়ে বিভিন্ন প্রকার মন্দির বিবরণ ও পরিমাণ নির্দ্দেশসহ তাহার চূড়া ও স্তবকনির্ম্মাণ বিধি; ঊনত্রিংশে প্রাকার বা মণ্ডপপ্রাঙ্গণ-বিন্যাসবিধি। ত্রিংশে দেবমন্দিরের দেওয়ালে বিভিন্ন দেবমূর্ত্তি সংস্থান; একত্রিংশে মন্দিরের গোপুরবিনির্ম্মাণ, দ্বাত্রিংশে মণ্ডপ বিনির্ম্মাণ-বিধি, ত্রয়স্ত্রিংশে

* "এবং সম্বন্ধয়েৎ দিব্যম্ লক্ষণাদি রথিঃ শৃণু।
হস্তদ্বিহস্তমারভ্য বিস্তারঃ বক্ষ্যতে ক্রমাৎ।
ত্রিচতুর্হস্তমারভ্য দ্বিহস্তবিবর্দ্ধনাৎ।
মানং ত্রিবিধমাখ্যাতং দ্বিতলাদিপ্রমাণকং।
সপ্তহস্তাৎ পঞ্চ দ্বি দ্বি হস্তবিবর্দ্ধনাৎ।
বর্ণাষ্টৌ প্রযুক্তেন ভুজঙ্গোত্ত প্রমাণবৎ।
ইত্যথ সপ্তবাহীনা ত্রিতলাদিতলবিবৃতিঃ।
কুম্ভ বাহন্ সর্ব্বাগ্রং বহুসম্ভবসংখ্যায়া।
একাদি ভূতলাং তং হি বিস্তারাং কল্পয়েদ্বুধিঃ।"

(বিশ্বকর্ম্মশিল্প ৬।১০ ১৮,

শালা (hall), চতুস্ত্রিংশে নগরাদি, পঞ্চত্রিংশে সাধারণ বাসগৃহ, ষট্‌ত্রিংশ ও সপ্তত্রিংশে তোরণ ও দ্বারাদি নির্ম্মাণ-পরিমাণ, অষ্টত্রিংশ ও একোনচত্বারিংশে প্রাসাদ ও তৎসংলগ্ন অট্টালিকাদি নির্ম্মাণপ্রকরণ, চত্বারিংশে বিভিন্ন রাজনির্দ্দেশ; একচত্বারিংশে রথ ও যানাদি নির্ম্মাণ-বিবরণ; দ্বিচত্বারিংশে শয্যাসনাদি রাজভোগ্য উপকরণাদি নির্ম্মাণ কথন, ত্রিচত্বারিংশে দেব ও রাজসিংহাসন নির্ম্মাণপ্রণালী, চতুঃচত্বারিংশে শিল্পচিত্রাঙ্কিত খিলানাদি নির্ম্মাণ প্রক্রিয়া, পঞ্চচত্বারিংশে নন্দনকাননস্থ কল্পতরুবিবরণ, ষট্‌চত্বারিংশে দেবমূর্ত্তির অভিষেক প্রণালী, সপ্তচত্বারিংশে দেবতা ও নরনারীগণের বস্ত্র ও অলঙ্কারধারণের বৈধাবৈধতা, অষ্টচত্বারিংশে ব্রহ্মাদি দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণবিবরণ, একোনপঞ্চাশৎ অ[illegible] অধ্যায়ে দেবমূর্ত্তিস্থাপনার্থ পীঠ, উপপীঠ ও বেদী প্রভৃতি নির্ম্মাণ বিবরণ, একপঞ্চাশৎ অধ্যায়ে বিভিন্ন শক্তিবিনির্ম্মাণবিবরণ, দ্বিপঞ্চাশৎ ও ত্রিপঞ্চাশৎ অধ্যায়ে বৌদ্ধ ও জৈনগণের উপাস্য দেবদেবী গঠন, চতুঃপঞ্চাশৎ অধ্যায়ে, যক্ষ বিদ্যাধর ও নৃত্যগীতরত সঙ্কীর্ত্তনকারীদিগের মূর্ত্তিনির্ম্মাণ-প্রক্রিয়া, পঞ্চপঞ্চাশৎ অধ্যায়ে যোগধর্ম্মরত যোগী ঋষিগণের মূর্ত্তি বিনির্ম্মাণবিধি, ষট্‌পঞ্চাশৎ ও সপ্ত পঞ্চাশৎ অধ্যায়ে স্ব স্ব রথোপরি স্থাপিত দেবমূর্ত্তির নির্ম্মাণ-প্রক্রিয়া এবং অষ্টপঞ্চাশৎ অধ্যায়ে প্রতিমূর্ত্তিসমূহের চক্ষুদান ও তদুপলক্ষে পূজাদি দৈবাচারানুষ্ঠান।

উপরি কথিত গ্রন্থ ভিন্ন, ময়মত, মনুষ্যালয়চন্দ্রিকা, কাশ্যপ, বৈখানস ও অগস্ত্যপ্রোক্ত সকলাধিকার নামে আরও কয়খানি বাস্তু বা শিল্পশাস্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল গ্রন্থে প্রথমেই বাস্তুনির্ম্মাণ ও তদনুসন্ধি প্রস্তার, অধিষ্ঠান, পাদ, উপপীঠ, বিমান, তোরণ, প্রাকার, মণ্ডপ, মন্দির ও দেবমূর্ত্তি প্রভৃতির গঠনপ্রক্রিয়া লিপিবদ্ধ আছে। এতদ্ভিন্ন বিশ্বকর্ম্মপ্রকাশ, শিল্পকলাদীপিকা, শিল্পলেখা, শিল্পশাস্ত্র, শিল্পসর্ব্বস্বসংগ্রহ ও শিল্পার্থসার, রাজবল্লভমণ্ডন, অপরাজিতাপৃচ্ছা প্রভৃতি গ্রন্থেও অট্টালিকাদির গঠন পরিমাণ বিবৃত হইয়াছে।

মন্দির ও প্রাসাদাদি প্রতিষ্ঠার পৌরাণিক বিবরণ ছাড়িয়া ঐতিহাসিক তত্ত্বানুশীলনে প্রবৃত্ত হইলে আমরা দেখিতে পাই যে সুপ্রাচীন বৈদিকযুগ হইতে বাস্তুবিদ্যার যথেষ্ট সমাদর ছিল। বৈদিক ঋষিগণও তৎকালে গৃহাদিনির্ম্মাণকালে শিল্পশাস্ত্রের নিয়ম অতিক্রম করিতেন না। আমরা ঋক্‌সংহিতার ২।৪১।৫ ও ৫।৬২।৬ মন্ত্র হইতে সহস্রস্তম্ভবিশিষ্ট রাজপ্রাসাদের উল্লেখ পাই। উক্ত গ্রন্থের ৪।৩০।২০ মন্ত্রে পাষাণনির্ম্মিত নগরী অর্থাৎ তত্রত্য সৌধমালাদি, ৭।১৫।১৪ মন্ত্রে লৌহনির্ম্মিত নগরী এবং ৬।৪৬।৯ মন্ত্রে ত্রিধাতুনির্ম্মিত গৃহের বিষয় বিবৃত আছে। ঐ ত্রিধাতুগৃহ নির্ম্মাণোপযোগী মাল মসলা ও উপকরণাদি অথবা কাষ্ঠ, ও প্রস্তর (সামবেদ উ° ১২।৮৮) বলিয়া গ্রহণ করা যায়।

এই সুপ্রাচীন বৈদিক যুগে আর্য্যগণ গৃহনির্ম্মাণ ব্যতীত অন্যান্য শিল্প বিষয়েও উন্নতির চরমমার্গে আরোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা যে যে শিল্পকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার একটী সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া দেওয়া গেল —

আর্য্যগণ সেই বৈদিক যুগে বৈদেশিক পণ্যের আশায় স্থলপথে ও জলপথে বাণিজ্য করিতেন। স্থলপথে পণ্য দ্রব্য বহনের জন্য তাঁহাদিগকে গোঅশ্বাদি পশু রক্ষা করিতে হইত। গাভী দুগ্ধের জন্য এবং মেষ লোমের জন্যও পালিত হইত। ঐ লোমে শাল প্রভৃতির বাণিজ্যও চলিত। গান্ধার দেশীয় মেষই পশমিনা বস্ত্রবয়নে প্রশস্ত ছিল।* জলপথে বাণিজ্যের জন্য তাঁহারা নৌকা প্রস্তুত করিতেন। ঋক্‌সংহিতায় ১।১১৬।২-৫ মন্ত্রে লিখিত আছে, তুগ্র তাঁহার পুত্র ভুজ্যুকে সমুদ্রে পাঠাইয়াছিলেন। ঐ ভুজ্যু শতদাঁড়যুক্ত নৌকা ছাড়িয়া জলশূন্য সমুদ্রতীরে আগমন করেন, তৎপরে তাঁহাকে শতচক্রবিশিষ্ট ও ষট্ অশ্বযুক্ত রথে চাপাইয়া গৃহে আনা হয়।

ঐ সময়ে কর্ম্মকারগণ লৌহশিল্পের পরাকাষ্ঠারূপ বর্ম্ম (১।১৪০।১০), শিরস্ত্রাণ (৪।৩৪।৩) ও তনুত্রাণ (২।৩৯।৪) নির্ম্মাণ করিতে পারিত। অংসত্রা (কবচ) ও দ্রাপি (কবচের ন্যায় পরিচ্ছদ বিশেষ,) বৈদিক শিল্পের অপর একটী নিদর্শন বলা যায়†। শিল্পিগণ ও সূত্রধরেরা রথনির্ম্মাণ করিবার (৪।২।১৪) কৌশল অবগত ছিলেন। তাঁহারা খদির ও শিংশপা কাষ্ঠের যান (গাড়ী) সমূহ (৩।৫৩,১৭-১৯) প্রস্তুত করিয়াও আর্য্য-সভ্যতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। সঙ্গীতবিশারদগণ ক্ষোণী, কর্করী প্রভৃতি বীণার ন্যায় বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুত করিতে জানিত‡। আর্য্যরমণীগণ পুরুষদিগের সহযোগে কার্পাস বস্ত্রাদিও বুনিত (২।৩।৬ ও ২।৩৮।৪)।

উপরের শিল্প নিদর্শন ভিন্ন, বৈদিক যুগে আরও নানা প্রকার শিল্পের প্রচলন ছিল। স্বর্ণকারেরা তখন আর্য্যপুরুষ ও রমণীগণের জন্য অঞ্জি (আভরণ বিশেষ), স্রক্ (মালা), রুক্ম (সুবর্ণের বক্ষাভরণ বিশেষ), খাদি (বালা ও মল) ও হিরণ্ময় শিপ্রা (মস্তকাভরণবিশেষ) ধারণ করিতেন, তৎকালে নিষ্কের মালা পরাইবার প্রথা ছিল। কন্যার বিবাহ

* ঋক্ ১।১২৬।৭ ১।১৩০।১২, ও ১০।৭৫।৮।

† ঋক্ ২।৩৪।১৩, ২।৩৩।৩।

‡ ৪।৩২।২, ৪।৫৩।২।

(১) ৪।৫৩।৪, ৪।৪৪।১১, ৪।৪৮।২। (২) ৫.১৯.৩।